তরজমায়ে
কুরআন
মজীদ

তরজমায়ে
কুরআন মজীদ

(মূল আরবী, বাংলা অনুবাদ ও টীকা)

ترجمة معانى القران المجيد
باللغة البنغالية

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৫৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮২
প্রথম সংস্করণ ঃ ২০১০

৯ম প্রকাশ
জিলকদ ১৪৩৪
আশ্বিন ১৪২০
অক্টোবর ২০১৩

বিনিময় ঃ ৬০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

TARJAMA-E-QURAN MAJID by Sayiid Abul A'la Maududi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 600.00 Only.

ইসলামী জ্ঞানক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদী রহমাতুল্লাহ আলাইহির অসাধারণ পাণ্ডিত্য আজ বিশ্ব মুসলিমের কাছে এক বাস্তব ও স্বীকৃত ব্যাপার। তাই আমাদের ক্ষুদ্র কলমে নতুন করে আবার সেই স্বীকৃতি দানের কোনো গুরুত্ব নেই। তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' আধুনিক বিশ্বের ইসলামী জাগরণের পুরোধা হিসেবে কাজ করছে। কুরআনের জ্ঞান পিপাসু লোকেরা কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে তাঁর এ তাফসীরকেই দৈনন্দিনকার পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে।

কিন্তু অনেক পাঠকের পক্ষে কর্মব্যস্ততার দরুন এ বৃহদাকার তাফসীর পাঠ করার সময়-সুযোগ হয়ে উঠে না। এ কারণে স্বল্প অবসর পাঠকগণ অমূল্য জ্ঞান ভাণ্ডার তাফহীমুল কুরআনের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ দাবী করেন। এ যুক্তিসংগত দাবী বিবেচনা করে মাওলানা নিজেই 'তরজমায়ে কুরআন মজীদ' নামে তাফহীমুল কুরআনের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করেন। এটি সে গ্রন্থেরই বাংলা অনুবাদ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কুরআন মজীদের এ তরজমা ইনশাআল্লাহ সর্বত্র সমাদৃত হবে।

আয়াত অনুবাদের ক্ষেত্রে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকার তত্ত্বাবধানে মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব ও মাওলানা মোজাম্মেল হক কৃত তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদকেই মূল অবলম্বন হিসেবে ধরা হয়েছে। তবে ভাষাগত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত টীকাগুলো অনূদিত হয়েছে মূল 'তরজমায়ে কুরআন' মজীদ থেকেই। অনুবাদ করেছেন জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম খাঁ এবং জনাব নিযামুদ্দীন মোল্লা (পশ্চিম বংগ)। কুরআনের মূল আয়াতের ভাষা থেকে পৃথকীকরণ এবং কলেবর হ্রাসের উদ্দেশ্যে টীকার ক্ষেত্রে কথ্য ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

সম্মানিত পাঠকগণের কুরআন বুঝার সুবিধার্থে 'কুরআনের পরিচয়' নামে মাওলানার মূল তাফসীর তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত করা হলো। একই উদ্দেশ্যে তাফহীমুল কুরআনে মাওলানা প্রত্যেক সূরার প্রথমে সেই সূরার যে ভূমিকা প্রদান করেছেন, তাও এ গ্রন্থে সংযোজন করে দেয়া হলো। আমরা আশা করি এতে পাঠকগণ খুবই উপকৃত হবেন।

অনুবাদ এবং প্রকাশনা ক্ষেত্রে কোনো ক্রটি পরিলক্ষিত হলে, তা আমাদের জানানোর জন্যে আমরা বিশেষভাবে নিবেদন করছি।

আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থটির মাধ্যমে তাঁর কালামকে অনুধাবন করা আমাদের জন্যে সহজ করে দিন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা।

কুরআনের পরিচয়

কুরআন পাঠকের সংকট

সাধারণত আমরা যেসব বই পড়ে থাকি তাতে থাকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু। একটি বিশেষ রচনাশৈলীর আওতায় এ বিষয়বস্তুর ওপর ধারাবাহিকভাবে তথ্য সরবরাহ এবং বিভিন্ন মতামত ও যুক্তির অবতারণা করা হয়। এজন্য কুরআনের সাথে এখনো পরিচয় হয়নি এমন কোনো ব্যক্তি যখন প্রথমবার এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে যান তখন তিনি একটি চিরাচরিত আশা নিয়েই এগিয়ে যান। তিনি মনে করেন, সাধারণ গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থেও প্রথমে বিষয়বস্তু নির্ধারিত থাকবে, তারপর মূল আলোচ্য বিষয়কে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে বিন্যাসের ক্রমানুসারে এক একটি বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হবে। এভাবে জীবনের এক একটি বিভাগকে আলাদা আলাদাভাবে নিয়ে সে সম্পর্কে পূর্বোক্ত বিন্যাসের ক্রমানুসারে বিধান ও নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ থাকবে। কিন্তু গ্রন্থটি খুলে পড়া শুরু করার পর তিনি দেখেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিত্র। তিনি এখানে দেখেন এমন একটি বর্ণনাভংগী যার সাথে ইতিপূর্বে তার কোনো পরিচয় ছিল না। এখানে তিনি দেখেন আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়াবলী, নৈতিক বিধি-নির্দেশ, শরীয়তের বিধান, দাওয়াত, উপদেশ, সতর্কবাণী, সমালোচনা-পর্যালোচনা, নিন্দা-তিরস্কার, ভীতি প্রদর্শন, সুসংবাদ, সান্ত্বনা, যুক্তি-প্রমাণ, সাক্ষ্য এবং ঐতিহাসিক কাহিনী ও প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রতি ইংগিত. এগুলো বার বার একের পর এক আসছে। একই বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন শব্দের মোড়কে পুনর্ব্যক্ত করা হচ্ছে। একটি বিষয়বস্তুর পর আর একটি এবং তারপর আকাঙ্ক্ষিতভাবে তৃতীয় আর একটি বিষয়বস্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে। বরং কখনো কখনো একটি বিষয়বস্তুর মাঝখানে দ্বিতীয় একটি বিষয়বস্তু অকস্মাৎ লাফিয়ে পড়ছে। বাক্যের প্রথম পুরুষ ও দ্বিতীয় পুরুষের দিক পরিবর্তন হচ্ছে বার বার এবং বক্তব্য বার বার মোড় পরিবর্তন করছে। বিষয়বস্তুগুলোকে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করার কোনো চিহ্নও কোথাও নেই। ইতিহাস লেখার পদ্ধতিতে কোথাও ইতিহাস লেখা হয়নি। দর্শন ও অতিপ্রাকৃতিক বিষয়াবলীকে ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনের ভাষায় লেখা হয়নি। মানুষ এ বিশ্ব-জাহানের বস্তু ও পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু জীববিদ্যা ও পদার্থ বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে করা হয়নি। সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু তাতে সমাজ বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। আইনগত বিধান ও আইনের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে আইনবিদদের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে। নৈতিকতার যে শিক্ষা বিবৃত হয়েছে তার বর্ণনাভংগী নৈতিক দর্শন সম্পর্কিত বইপত্রে আলোচিত বর্ণনাভংগী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সাধারণভাবে বইপত্রে যেভাবে লেখা হয় এসব কিছুই তার বিপরীত। এ দৃশ্য একজন পাঠককে বিব্রত করে। তিনি মনে করতে থাকেন, এটি একটি অবিন্যস্ত, অসংলগ্ন ও বিক্ষিপ্ত বক্তব্যের সমষ্টি। এখানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য 'খণ্ড রচনা' একত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে এগুলোকে ধারাবাহিক রচনা আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বিরোধিতার দৃষ্টিতে কুরআন অধ্যয়নকারীরা এরি ওপর রাখেন তাদের সকল আপত্তি, অভিযোগ ও সন্দেহ সংশয়ের ভিত। অন্যদিকে অনুকূল দৃষ্টিভংগীর অধিকারীরা কখনো অর্থের দিক থেকে চোখ বন্ধ করে সন্দেহ-সংশয় থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন। কখনো কখনো তারা এ আপাত অবিন্যস্ত উপস্থাপনার ব্যাখ্যা করে নিজেদের মনকে বুঝাতে সক্ষম হন। কখনো কৃত্রিম পদ্ধতিতে যোগসূত্র অনুসন্ধান করে অদ্ভুত ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। আবার কখনো 'খণ্ড রচনার' মতবাদটি গ্রহণ করে নেন, যার ফলে প্রত্যেকটি আয়াত তার পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে আলাদা হয়ে বক্তার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী অর্থ প্রকাশ করতে থাকে।

আবার একটি বইকে ভালোভাবে বুঝতে হলে পাঠককে জানতে হবে তার বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, মূল বক্তব্য ও দাবী এবং তার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। সেই সাথে তার বর্ণনা পদ্ধতির সাথেও পরিচিত হতে হবে। তার পরিভাষা ও বিশেষ বিশ্লেষণ রীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। শব্দের উপরি কাঠামোর পেছনে তার বর্ণনাগুলো যেসব অবস্থা ও বিষয়াবলীর সাথে সম্পর্কিত সেগুলোও চোখের সামনে থাকতে হবে। সাধারণত যেসব বই আমরা পড়ে থাকি তার মধ্যে এগুলো সহজেই পাওয়া যায়। কাজেই তাদের বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করা আমাদের জন্য মোটেই কঠিন হয় না। কিন্তু অন্যান্য বইতে আমরা এগুলো যেভাবে পেতে অভ্যস্ত কুরআনে ঠিক সেভাবে পাওয়া যায় না। তাই একজন সাধারণ বই পাঠকের মানসিকতা নিয়ে যখন আমাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করতে থাকেন তখন তিনি খুঁজে পান না এ কিতাবের বিষয়বস্তু, মূল বক্তব্য ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। এর বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিও তার কাছে নতুন ও অপরিচিত মনে হয়। অধিকাংশ জায়গায় এর বাক্য ও বক্তব্যগুলোর পটভূমিও তার চোখের আড়ালে থাকে। ফলে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন আয়াতের মধ্যে জ্ঞানের যে উজ্জ্বল মুক্তোমালা জড়িয়ে রয়েছে তা থেকে কমবেশী

কিছুটা লাভবান হওয়া সত্ত্বেও পাঠক আল্লাহর কালামের যথার্থ অন্তরনিহিত প্রাণসত্তার সন্ধান পায় না। এক্ষেত্রে কিতাবের জ্ঞান লাভ করার পরিবর্তে তাকে নিছক কিতাবের কতিপয় বিক্ষিপ্ত তত্ত্ব ও উপদেশাবলী লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বরং কুরআন অধ্যয়নের পর যেসব লোকের মনে নানা কারণে সন্দেহ জাগে তাদের অধিকাংশের বিভ্রান্তির একটি কারণ হচ্ছে এই যে, কুরআনের বক্তব্য অনুধাবন করার ব্যাপারে এ মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো তাদের জানা থাকে না। এরপরও কুরআন পড়তে গিয়ে তারা দেখে তার পাতায় পাতায় বিভিন্ন বিষয়বস্তু ছড়িয়ে আছে। বহু আয়াতের গভীর অর্থ তাদের কাছে অনুদ্‌ঘাটিত থেকে গেছে। অনেকগুলো আয়াতের মধ্যে তারা জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেয়েছে কিন্তু আয়াতের পূর্বাপর আলোচনার প্রেক্ষিতে এ বক্তব্য তাদের কাছে সম্পূর্ণ বেমানান মনে হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বর্ণনাভংগীর সাথে অপরিচিত থাকার কারণে আয়াতের আসল অর্থ থেকে তারা অন্যদিকে সরে গিয়েছে এবং অধিকাংশ স্থানে পটভূমি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে এভাবে মারাত্মক ধরনের বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে।

সংকট উত্তরণের উপায়

কুরআন কোন্ ধরনের কিতাব ? এটি কিভাবে অবতীর্ণ হলো ? এর সংকলন ও বিন্যাসের পদ্ধতি কি ছিল ? এর বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয় কি ? কোন্ বক্তব্য ও লক্ষবিন্দুকে ঘিরে এর সমস্ত আলোচনা আবর্তিত হয়েছে ? কোন্ কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সাথে এর অসংখ্য বিভিন্ন পর্যায়ের বিষয়াবলী সম্পর্কিত ? নিজের বক্তব্য উপস্থাপন ও সপ্রমাণ করার জন্য এতে কোন্ ধরনের বর্ণনা ধারা ও যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে ? এ প্রশ্নগুলোর এবং এ ধরনের আরো কিছু প্রয়োজনীয় প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব যদি পাঠক শুরুতেই পেয়ে যান তাহলে তিনি বহুবিধ আশংকা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। তার জন্য কুরআনের অর্থ অনুধাবন ও তার মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করার পথ প্রশস্ত হয়ে যেতে পারে। যে ব্যক্তি কুরআন মজীদে প্রচলিত গ্রন্থের ন্যায় রচনা বিন্যাসের সন্ধান করেন এবং এর পাতায় তার সাক্ষাত না পেয়ে চতুর্দিকে হাতড়াতে গিয়ে অস্থির হয়ে পড়েন, কুরআন সম্পর্কিত এ মৌলিক প্রশ্নগুলোর জবাব জানা না থাকাই তার মানসিক অস্থিরতার মূল কারণ। 'ধর্ম সম্পর্কিত' একটি বই পড়তে যাচ্ছেন—এ ধারণা নিয়ে তিনি কুরআন পড়তে শুরু করেন। 'ধর্ম সম্পর্কিত' এবং 'বই' এ দুটোর ব্যাপারে তার মনে সাধারণত ধর্ম ও বই সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাই বিরাজ করতে থাকে। কিন্তু যখন সেখানে নিজের মানসিক ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চিত্র তিনি দেখতে পান তখন তাঁর কাছে সেটি সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হতে থাকে। আলোচ্য বিষয়ের মূল কথার নাগাল না পাওয়ার কারণে প্রতিটি বাক্যের মধ্যে তিনি এমনভাবে বিভ্রান্তের মতো ঘোরাফেরা করতে থাকেন যেন মনে হয় তিনি কোনো নতুন শহরের গলি পথে পথহারা এক নবাগত পথিক। এ পথহারার বিভ্রান্তি থেকে তিনি বাঁচতে পারেন যদি তাঁকে পূর্বাহ্নেই একথা বলে দেয়া হয় যে, আপনি যে কিতাবটি পড়তে যাচ্ছেন সেটি বই-পত্রের জগতে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অভিনব বই। এটির রচনা পদ্ধতিও স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বিষয়বস্তু, বক্তব্য বিষয় ও আলোচনা বিন্যাসের দিক দিয়েও এখানে সম্পূর্ণ অভিনব পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। কাজেই এতদিন পর্যন্ত নানা ধরনের বইপত্র পড়ে আপনার মনে বই সম্পর্কে যে একটি কাঠামোগত ধারণা গড়ে উঠেছে, এ কিতাবটি বুঝার ব্যাপারে তা আপনার কোনো কাজে লাগবে না। বরং উলটো এ ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। একে বুঝতে হলে নিজের মনের মধ্যে আগে থেকেই যেসব ধারণা ও কল্পনা বাসা বেঁধে আছে সেগুলোকে সরিয়ে দিতে হবে এবং এ কিতাবের অভিনব বৈশিষ্ট্যকে নিজের মনের মধ্যে গেঁথে নিতে হবে।

এ প্রসংগে পাঠককে সর্বপ্রথম মূল কুরআনের সাথে পরিচিত হতে হবে। এর প্রতি তার বিশ্বাস থাকা না থাকার প্রশ্ন এখানে নেই। তবে এ কিতাবকে বুঝতে হলে প্রারম্ভিক সূত্র হিসেবে এ কিতাব নিজে এবং এর উপস্থাপক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মূল বিষয় বিবৃত করেছেন তা গ্রহণ করতে হবে। এ মূল বিষয় নিম্নরূপ ঃ

১. সমগ্র বিশ্ব-জাহানের প্রভু, সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও একচ্ছত্র শাসক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ এ পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে দান করেছেন জানার, বুঝার ও চিন্তা করার ক্ষমতা। ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার, নির্বাচন, ইচ্ছা ও সংকল্প করার এবং নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করার স্বাধীনতা দান করেছেন। এক কথায় মানুষকে এক ধরনের স্বাধীনতা (Autonomy) দান করে তাকে দুনিয়ায় নিজের খলীফা বা প্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত করেছেন।

২. মানুষকে এ পদে নিযুক্ত করার সময় বিশ্ব-জাহানের প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের মনে একথা দৃঢ় বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন ঃ আমিই তোমাদের এবং সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির একমাত্র মালিক, মাবুদ ও প্রভু। আমার এ সাম্রাজ্যে তোমরা স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী নও, কারোর অধীনও নও এবং আমার ছাড়া আর কারোর তোমাদের বন্দেগী, পূজা ও আনুগত্য লাভের অধিকারও নেই।

দুনিয়ার এ জীবনে তোমাদের কিছু স্বাধীন ক্ষমতা-ইখতিয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এটি আসলে তোমাদের জন্য পরীক্ষাকাল। এ পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে তোমাদের আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তোমাদের কাজগুলো যাচাই বাছাই করে আমি সিদ্ধান্ত নেবো তোমাদের মধ্য থেকে কে সফল হলো এবং কে হলো ব্যর্থ। তোমাদের জন্য সঠিক কর্মনীতি একটিই ঃ তোমরা আমাকে মেনে নেবে তোমাদের একমাত্র মাবুদ ও শাসক হিসেবে। আমি তোমাদের জন্য যে বিধান পাঠাবো সেই অনুযায়ী তোমরা দুনিয়ায় কাজ করবে। দুনিয়াকে পরীক্ষাগৃহ মনে করে এ চেতনা সহকারে জীবনযাপন করবে যেন আমার আদালতে শেষ বিচারে সফলকাম হওয়াই তোমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য। বিপরীত পক্ষে এর থেকে ভিন্নতর প্রত্যেকটি কর্মনীতি তোমাদের জন্য ভুল ও বিভ্রান্তিকর। প্রথম কর্মনীতিটি গ্রহণ করলে (যেটি গ্রহণ করার স্বাধীন ক্ষমতা তোমাদের দেয়া হয়েছে) তোমরা দুনিয়ায় শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করবে। তারপর আমার কাছে ফিরে আসলে আমি তোমাদের দান করবো চিরন্তন আরাম ও আনন্দের আবাস জান্নাত। আর দ্বিতীয় কর্মনীতিটি গ্রহণ করলে (যেটি গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা তোমাদের দেয়া হয়েছে) তোমাদের দুনিয়ায় বিপর্যয় ও অস্থিরতার মুখোমুখি হতে হবে এবং দুনিয়ার জীবন শেষ করে আখেরাতে প্রবেশকালে সেখানে জাহান্নাম নামক চিরন্তন মর্মজ্বালা ও দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের গভীর গর্ভে তোমরা নিক্ষিপ্ত হবে।

৩. একথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়ার পর বিশ্ব-জাহানের মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানব জাতিকে পৃথিবীতে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মানব জাতির দুই সদস্য (আদম ও হাওয়া) বিশিষ্ট প্রথম গ্রুপকে তিনি পৃথিবীতে জীবনযাপন করার জন্য বিধান দান করেন। এ বিধান অনুযায়ী তাদের ও তাদের সন্তান সন্ততিদের দুনিয়ার সমস্ত কাজ কারবার চালিয়ে যেতে হবে। মানুষের এ প্রাথমিক বংশধররা মূর্খতা, অজ্ঞতা ও অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি হননি। আল্লাহ পৃথিবীতে তাদের জীবনের সূচনা করেন সম্পূর্ণ আলোর মধ্যে। তারা সত্যকে জানতেন। তাদেরকে জীবন বিধান দেয়া হয়েছিল। আল্লাহর আনুগত্য (অর্থাৎ ইসলাম) ছিল তাদের জীবন পদ্ধতি। তাঁরা তাঁদের সন্তানদেরও আল্লাহর অনুগত বান্দাহ (মুসলিম) হিসেবে জীবনযাপন করার কথা শিখিয়ে গেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শত শত বছরের জীবনাচরণে মানুষ ধীরে ধীরে এ সঠিক জীবন পদ্ধতি (অর্থাৎ দীন) থেকে দূরে সরে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভুল কর্মনীতি অবলম্বন করেছে। গাফলতির ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে তারা এক সময় এ সঠিক জীবন পদ্ধতি হারিয়ে ফেলেছে। আবার শয়তানী প্ররোচনায় একে বিকৃতও করেছে। তারা পৃথিবী ও আকাশের মানবিক ও অমানবিক এবং কাল্পনিক ও বস্তুগত বিভিন্ন সত্তাকে আল্লাহর সাথে তাঁর কাজ কারবারে শরীক করেছে। আল্লাহ প্রদত্ত যথার্থ জ্ঞানের (আল ইল্‌ম) মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কল্পনা, ভাববাদ, মনগড়া মতবাদ ও দর্শনের মিশ্রণ ঘটিয়ে তারা অসংখ্য ধর্মের সৃষ্টি করেছে। তারা আল্লাহ নির্ধারিত ন্যায়নিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নীতি (শরীয়ত) পরিহার বা বিকৃত করে নিজেদের প্রবৃত্তি, স্বার্থ ও ঝোঁকপ্রবণতা অনুযায়ী জীবনযাপনের জন্য নিজেরাই এমন বিধান তৈরি করেছে যার ফলে আল্লাহর এ জমিন জুলুম নিপীড়নে ভরে গেছে।

৪. আল্লাহ যদি তাঁর স্রষ্টাসুলভ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিপথগামী মানুষদেরকে জোরপূর্বক সঠিক কর্মনীতি ও জীবনধারার দিকে ঘুরিয়ে দিতেন তাহলে তা হতো মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত সীমিত স্বাধীনতাদান নীতির পরিপন্থী। আবার এ ধরনের বিদ্রোহ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই তিনি যদি মানুষকে ধ্বংস করে দিতেন তাহলে সেটি হতো সমগ্র মানব জাতিকে পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তিনি যে সময় ও সুযোগ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার সাথে অসামঞ্জস্যশীল। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে তিনি যে দায়িত্বটি গ্রহণ করেছিলেন সেটি ছিল এই যে, মানুষের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে কাজের মাঝখানে যেসব সুযোগ সুবিধে দেয়া হবে তার মধ্য দিয়েই তিনি তাকে পথনির্দেশনা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। কাজেই নিজের ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি মানব জাতির মধ্য থেকে এমন একদল লোককে ব্যবহার করতে শুরু করেন যাঁরা তাঁর ওপর ঈমান রাখতেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যেতেন। এঁদেরকে তিনি করেন নিজের প্রতিনিধি। এঁদের কাছে পাঠান নিজের অলংঘনীয় বাণী। যথার্থ সত্য জ্ঞান ও জীবন যাপনের সঠিক বিধান এঁদেরকে দান করে তিনি বনী আদমকে ভুল পথ থেকে এ সহজ সত্য পথের দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দেয়ার জন্য এদেরকে নিযুক্ত করেন।

৫. এঁরা ছিলেন আল্লাহর নবী। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে আল্লাহ তাঁর নবী পাঠাতে থাকেন। হাজার হাজার বছর থেকে তাদের আগমনের এ সিলসিলা বা ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তাঁদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। তাঁরা সবাই একই দীনের তথা জীবন পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই মানুষকে যে সঠিক কর্মনীতির সাথে পরিচিত করানো হয়েছিল তাঁরা সবাই ছিলেন তারই অনুসারী। তাঁরা সবাই ছিলেন একই হেদায়াতের প্রতি অনুগত। অর্থাৎ প্রথম দিন থেকেই মানুষের জন্য নৈতিকতা ও সমাজ-সংস্কৃতির যে চিরন্তন নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল তাঁরা ছিলেন তারই প্রতি অনুগত। তাঁদের

সবার একই মিশন ছিল। অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের বংশধর, গোত্র ও জাতিকে এ দীন ও হেদায়াতের দিকে আহ্বান জানান। তারপর যারা এ আহ্বান গ্রহণ করে তাদেরকে সংগঠিত করে এমন একটি উম্মতে পরিণত করেন যাঁরা নিজেরা হন আল্লাহর আইনের অনুগত এবং দুনিয়ায় আল্লাহর আইনের আনুগত্য কায়েম করার এবং তাঁর আইনের বিরুদ্ধাচরণ প্রবণতা প্রতিরোধ করার জন্য এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকেন। এ নবীগণ প্রত্যেকেই তাঁদের নিজেদের যুগে অত্যন্ত সুচারুরূপে এ মিশনের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু সবসময় দেখা গেছে মানব গোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুতই হয়নি। আর যারা এ দাওয়াত গ্রহণ করে উম্মতে মুসলিমার অংগীভূত হয় তারাও ধীরে ধীরে নিজেরাই বিকৃতির সাগরে তলিয়ে যেতে থাকে। এমনকি তাদের কোনো কোনো উম্মত আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতকে একেবারেই হারিয়ে ফেলে। আবার কেউ কেউ আল্লাহর বাণীর সাথে নিজেদের কথার মিশ্রণ ঘটিয়ে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে তার চেহারাই বিকৃত করে দেয়।

৬. সবশেষে বিশ্ব-জাহানের প্রভু সর্ব শক্তিমান আল্লাহ আরব দেশে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠান। ইতিপূর্বে বিভিন্ন নবীকে তিনি যে দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপরও সেই একই দায়িত্ব অর্পণ করেন। সাধারণ মানুষের সাথে সাথে পূর্বের নবীদের পথভ্রষ্ট উম্মতদেরকেও তিনি আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান জানান। সবাইকে সঠিক কর্মনীতি ও সঠিক পথ গ্রহণের দাওয়াত দেন। সবার কাছে নতুন করে আল্লাহর হেদায়াত পৌঁছিয়ে দেয়া এবং এ দাওয়াত ও হেদায়াত গ্রহণকারীদেরকে এমন একটি উম্মতে পরিণত করাই ছিল তাঁর কাজ যারা একদিকে আল্লাহর হেদায়াতের ওপর নিজেদের জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে এবং অন্যদিকে সমগ্র দুনিয়ার সংশোধন ও সংস্কার সাধনের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাবে। এ দাওয়াত ও হেদায়াতের কিতাব হচ্ছে এ কুরআন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আল্লাহ এ কিতাবটি অবতীর্ণ করেন।

কুরআনের মূল আলোচ্য

কুরআন সম্পর্কিত এ মৌলিক ও প্রাথমিক কথাগুলো জেনে নেয়ার পর পাঠকের জন্য এ কিতাবের বিষয়বস্তু, এর কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্যবিন্দু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা সহজ হয়ে যায়।

এর বিষয়বস্তু মানুষ। প্রকৃত ও জাজ্জ্বল্যমান সত্যের দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণ কিসে—একথাই কুরআনের মূল বিষয়বস্তু।

এর কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, আপাত দৃষ্টি, আন্দাজ-অনুমান, নির্ভরতা অথবা প্রবৃত্তির দাসত্ব করার কারণে মানুষ আল্লাহ, বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা, নিজের অস্তিত্ব ও নিজের পার্থিব জীবন সম্পর্কে যেসব মতবাদ গড়ে তুলেছে এবং ঐ মতবাদগুলোর ভিত্তিতে যে দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছে, যথার্থ জাজ্জ্বল্যমান সত্যের দৃষ্টিতে তা সবই ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ এবং পরিণতির দিক দিয়ে তা মানুষের জন্য ধ্বংসকর। আসল সত্য তাই যা মানুষকে খলীফা হিসেবে নিযুক্ত করার সময় আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছিলেন। আর এ আসল সত্যের দৃষ্টিতে মানুষের জন্য ইতিপূর্বে সঠিক কর্মনীতি নামে যে দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতির আলোচনা করা হয়েছে তাই সঠিক, নির্ভুল ও শুভ পরিণতির দাবীদার।

এর চূড়ান্ত লক্ষ্য ও বক্তব্য হচ্ছে, মানুষকে সঠিক দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি অবলম্বনের প্রতি আহ্বান জানানো এবং আল্লাহর হেদায়াতকে দ্ব্যর্থহীনভাবে পেশ করা। মানুষ নিজের গাফলতি ও অসতর্কতার দরুন এগুলো হারিয়ে ফেলেছে এবং তার শয়তানী প্রবৃত্তির কারণে সে এগুলোকে বিভিন্ন সময় বিকৃত করার কাজই করে এসেছে।

এ তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে কুরআন পাঠ করতে থাকলে দেখা যাবে এ কিতাবটি তার সমগ্র পরিসরে কোথাও তার বিষয়বস্তু, কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় এবং মূল লক্ষ্য ও বক্তব্য থেকে এক চুল পরিমাণও সরে পড়েনি। প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তার বিভিন্ন ধরনের বিষয়াবলী তার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত আছে যেমন একটি মোতির মালার বিভিন্ন রংয়ের ছোট বড় মোতি একটি সূতোর বাঁধনে এক সাথে, একত্রে একটি নিবিড় সম্পর্কে গাঁথা থাকে। কুরআনে আলোচনা করা হয় পৃথিবী ও আকাশের গঠনাকৃতি, মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া পদ্ধতি এবং বিশ্ব-জগতের নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণের ও অতীতের বিভিন্ন জাতির ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর। কুরআনে বিভিন্ন জাতির আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করা হয়। অতি প্রাকৃতিক বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা করা হয়। এই সাথে অন্যান্য আরো বহু জিনিসের উল্লেখও করা হয়। কিন্তু মানুষকে পদার্থ বিদ্যা, জীব বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন বা অন্য কোনো বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য কুরআনে এগুলো আলোচনা করা হয়নি। বরং প্রকৃত ও জাজ্জ্বল্যমান সত্য সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা দূর করা, যথার্থ সত্যটি মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া, যথার্থ সত্য বিরোধী কর্মনীতির ভ্রান্তি ও অশুভ পরিণতি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং সত্যের অনুরূপ ও শুভ পরিণতির অধিকারী কর্মনীতির দিকে মানুষকে

আহ্বান করাই এর উদ্দেশ্য। এ কারণেই এতে প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা কেবলমাত্র ততটুকুই এবং সেই ভংগিমায় করা হয়েছে যা তার মূল লক্ষ্যের জন্য প্রয়োজন। প্রয়োজন মতো এসব বিষয়ের আলোচনা করার পর কুরআন সবসময় অপ্রয়োজনীয় বিস্তারিত আলোচনা বাদ দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের দিকে ফিরে এসেছে। একটি সুগভীর ঐক্য ও একাত্মতা সহকারে তার সমস্ত আলোচনা 'ইসলামী দাওয়াত'-এর কেন্দ্রবিন্দুতে ঘুরছে।

কুরআন নাযিলের পদ্ধতি

কিন্তু কুরআনের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি, বিন্যাস রীতি ও তার বহুতর আলোচ্য বিষয়কে পুরোপুরি হৃদয়ংগম করতে হলে তার অবতরণের রীতি-পদ্ধতি ও অবস্থা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে হবে।

মহান আল্লাহ এ কুরআনটি একবারে লিখে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে দিয়ে এর বহুল প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে একটি বিশেষ জীবন ধারার দিকে আহ্বান জানাবার নির্দেশ দেননি। এটি আদৌ তেমন ধরনের কোনো কিতাব নয়। অনুরূপভাবে এ কিতাবে প্রচলিত রচনা পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা করা হয়নি। এজন্য রচনা বিন্যাসের প্রচলিত পদ্ধতি এবং সাধারণভাবে যে পদ্ধতিতে বই লেখা হয় তা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আসলে এটি একটি অভিনব ধরনের কিতাব। মহান আল্লাহ আরব দেশের মক্কা নগরীতে তাঁর এক বান্দাকে নবী করে পাঠালেন। নিজের শহর ও গোত্র (কুরাইশ) থেকে দাওয়াতের সূচনা করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দিলেন। এ কাজ শুরু করার জন্য প্রথম দিকে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় বিধানগুলোই তাঁকে দেয়া হলো। এ বিধানগুলো ছিল প্রধানত তিনটি বিষয়বস্তু সম্বলিত।

এক. নবীকে শিক্ষা দান। এ বিরাট ও মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য তিনি নিজেকে কিভাবে তৈরি করবেন এবং কোন্ পদ্ধতিতে কাজ করবেন তা তাঁকে শিখিয়ে দেয়া হলো।

দুই. যথার্থ সত্য সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যাবলী সরবরাহ এবং সত্য সম্পর্কে চারপাশের লোকদের মধ্যে যে ভুল ধারণাগুলো পাওয়া যেতো সংক্ষেপে সেগুলো খণ্ডন। এগুলোর কারণে তারা ভুল কর্মনীতি গ্রহণ করতো।

তিন. সঠিক কর্মনীতির দিকে আহ্বান। আল্লাহর বিধানের যেসব মৌলিক চরিত্র নীতির অনুসরণ মানুষের জন্য কল্যাণ ও সৌভাগ্যের বার্তাবহ সেগুলো বিবৃত করা হলো।

ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্ব

প্রথম দিকের এ বাণীগুলো দাওয়াতের সূচনাকালের পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় ছোট ছোট সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো। এগুলোর ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল, মিষ্টি-মধুর, ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী এবং যে জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে তাদের রুচি অনুযায়ী সর্বোত্তম সাহিত্যরস সমৃদ্ধ। ফলে একথাগুলো মনে গেঁথে যেতো তীরের মতো। ভাষার ঝংকার ও সুর লালিত্যের কারণে এগুলোর দিকে কান নিজে নিজেই অতি দ্রুত আকৃষ্ট হতো। সময়োপযোগী এবং মনের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যশীল হবার কারণে জিহ্বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগুলোর পুনরাবৃত্তি করতো। আবার এতে স্থানীয় প্রভাব ছিল অনেক বেশী। বিশ্বজনীন সত্য বর্ণনা করা হলেও সেজন্য যুক্তি, প্রমাণ ও উদাহরণ গ্রহণ করা হতো এমন নিকটতম পরিবেশ থেকে যার সাথে শ্রোতারা ভালোভাবে পরিচিত ছিল। তাদেরই ইতিহাস, ঐতিহ্য, তাদেরই প্রতিদিনের দেখা নিদর্শনসমূহ এবং তাদেরই আকীদাগত, নৈতিক ও সামাজিক ত্রুটিগুলোর ওপর ছিল সমস্ত আলোচনার ভিত্। এভাবে এর প্রভাব গ্রহণ করার জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল।

ইসলামী দাওয়াতের এ সূচনা পর্বটি প্রায় চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত জারী ছিল। এ পর্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলাম প্রচারের তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়।

১. কতিপয় সৎকর্মশীল ব্যক্তি ইসলামী দাওয়াত গ্রহণ করেন। তাঁরা 'মুসলিম উম্মাহ' নামে একটি উম্মত হিসেবে গড়ে উঠতে প্রস্তুত হন।

২. বিপুল সংখ্যক লোক মূর্খতা, স্বার্থান্ধতা বা বাপ-দাদার রসম-রেওয়াজের প্রতি অন্ধ আসক্তির কারণে এ দাওয়াতের বিরোধিতা করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

৩. মক্কা ও কুরাইশদের সীমানা পেরিয়ে এ নতুন দাওয়াতের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে অপেক্ষাকৃত বিশাল বিস্তৃত এলাকায়।

ইসলামী দাওয়াতের দ্বিতীয় অধ্যায়

এখান থেকে এ দাওয়াতের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়ে যায়। এ পর্যায়ে ইসলামের এ আন্দোলন ও পুরাতন জাহেলিয়াতের মধ্যে একটি কঠিন প্রাণান্তকর সংঘাত সৃষ্টি হয়। আট নয় বছর এ সংঘাত চলতে থাকে। কেবল মক্কার কুরাইশ গোত্রের লোকেরাই নয় বরং বিস্তীর্ণ আরব ভূখণ্ডের অধিকাংশ এলাকার যেসব লোক পুরাতন জাহেলিয়াতকে অপরিবর্তিত রাখতে চাইছিল তারা সবাই বলপ্রয়োগ করে এ আন্দোলনটির কণ্ঠরোধ করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। একে দাবিয়ে দেয়ার জন্য তারা সব রকমের অস্ত্র ব্যবহার করে। মিথ্যা প্রচারণা চালায়। অসংখ্য অভিযোগ, সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তি উত্থাপন করে। সাধারণ মানুষের মনে নানান প্ররোচনার বীজ বপন করে। অপরিচিত লোকেরা যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনতে না পারে সেজন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর চালায় বর্বর পাশবিক নির্যাতন। তাদেরকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বয়কট করে। তাদের ওপর এতবেশী উৎপীড়ন-নির্যাতন চালায়, যার ফলে তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে অনেক লোক দু' দুবার নিজেদের দেশ ত্যাগ করে আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করে যেতে বাধ্য হয়, অবশেষে তাদের সবাইকে মদীনার দিকে হিজরত করতে হয়। কিন্তু এ কঠিন ও ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এ আন্দোলনটি বিস্তার লাভ করতে থাকে। মক্কায় এমন কোনো বংশ ও পরিবার ছিল না যার কোনো না কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেনি। অধিকাংশ ইসলাম বিরোধীর ভাই-ভাইপো, পুত্র-কন্যা, ভগ্নী-ভগ্নীপতি ইসলামী দাওয়াতের কেবল অনুসারীই ছিল না বরং প্রাণ উৎসর্গকারী কর্মীর ভূমিকা পালন করছিল এবং তাদের কলিজার টুকরা সন্তানরাই তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত হবার প্রস্তুতি নিয়েছিল—এটিই ছিল তাদের শত্রুতার তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা ও তিক্ততার কারণ। আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যারা পুরাতন জাহেলিয়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এ নবজাত আন্দোলনে যোগদান করছিল, তারা ইতিপূর্বেও তাদের সমাজের সর্বোত্তম লোক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। অতপর এ আন্দোলনে যোগদান করে তারা এতোই সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠেছিল যে, দুনিয়াবাসীর চোখে এ আন্দোলনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য অনুভূত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। যে দাওয়াত এ ধরনের লোকদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে তাদেরকে এহেন উন্নত পর্যায়ের মানবিক গুণ সম্পন্ন করে তুলছিল তার শ্রেষ্ঠত্ব দুনিয়াবাসীর চোখে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক।

এ সুদীর্ঘ ও তীব্র সংঘাতকালীন সময়ে মহান আল্লাহ পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের নবীর ওপর এমনসব আবেগময় ভাষণ অবতীর্ণ করতে থাকেন যার মধ্যে ছিল স্রোতস্বিনীর গতিময়তা, বন্যার প্রচণ্ড শক্তি এবং আগুনের তীক্ষ্ণতা ও তেজময়তার প্রভাব। এ ভাষণগুলোর মাধ্যমে একদিকে ঈমানদারদেরকে জানানো হয়েছে তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাদের মধ্যে দলীয় চেতনা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে তাকওয়া, উন্নত চারিত্রিক মাহাত্ম্য ও পবিত্র-নিষ্কলুষ স্বভাব-প্রকৃতি ও আচরণবিধি শেখানো হয়েছে। আল্লাহর সত্য দীন প্রচারের পদ্ধতি তাদেরকে জানানো হয়েছে। সাফল্যদানের অংগীকার ও জান্নাত লাভের সুসংবাদ দান করে তাদের হিম্মত ও মনোবল সুদৃঢ় করা হয়েছে। আল্লাহর পথে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, অবিচলতা ও উন্নত মনোবল সহকারে সংগ্রাম-সাধনা চালিয়ে যাবার জন্য তাদেরকে উদ্দীপিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রাণ উৎসর্গীতার এমন বিপুল আবেগ ও উদ্দীপনা যার ফলে তারা সব রকমের বিপদের মুকাবিলা করতে এবং বিরোধিতার উত্তুঙ্গ তুফানের সামনে অটল-অবিচল পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে যেতে প্রস্তুত হয়েছিল। অন্যদিকে বিরোধিতাকারী, সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত এবং গাফলতির ঘুমে অচেতন জনসমাজকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এমন সব জাতির মর্মান্তিক ও ধ্বংসকর পরিণতির চিত্র তুলে ধরে যাদের ইতিহাসের সাথে তারা পরিচিত ছিল। যেসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের ওপর দিয়ে সফর ব্যাপদেশে দিনরাত তাদের যাওয়া-আসা করতে হতো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো দেখিয়ে তাদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ দেয়া হয়েছে। পৃথিবী ও আকাশের উন্মুক্ত পরিসরে দিনরাত যেসব শত শত হাজার হাজার সুস্পষ্ট নিদর্শন তাদের চোখের সামনে বিরাজ করছিল এবং নিজেদের জীবনে যেগুলোর প্রভাব তারা হরহামেশা অনুভব করছিল, সেগুলো থেকে তাদেরকে তওহীদ ও আখেরাতের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। শিরক ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং পরকাল অস্বীকার ও বাপ-দাদাদের ভ্রান্ত পথের অন্ধ অনুসৃতির ভুলগুলো তুলে ধরা হয়েছে এমন সব দ্ব্যর্থহীন যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে যেগুলো সহজে মন-মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করতে পারে। তারপর তাদের প্রত্যেকটি সন্দেহ-সংশয় নিরসন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ জবাব দেয়া হয়েছে। যেসব জটিল মানসিক সমস্যায় তারা নিজেরা ভুগছিল এবং অন্যদের মনেও যেসব সমস্যার আবর্ত সৃষ্টি করতে চাইছিল সেগুলোর কুয়াশা থেকে তাদের মনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করেছে। এভাবে সবদিক দিয়ে ঘেরাও করে এমন সুকঠিনভাবে জাহেলিয়াতকে পাকড়াও করা হয়েছে যার ফলে বুদ্ধি-চিন্তা ও মননের জগতে তার শ্বাস ফেলার জন্য এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গাও থাকেনি। এই সাথে তাদের ভয় দেখানো হয়েছে আল্লাহর ক্রোধের, কিয়ামতের বিচারের ভয়াবহতার ও জাহান্নামের শাস্তির। অসৎ চরিত্র, ভুল জীবনধারা, জাহেলী রীতিনীতি, সত্যের প্রতি দুশমনী ও

মুসলিম নিপীড়নের জন্য তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার যেসব বড় বড় মূলনীতির ভিত্তিতে দুনিয়ায় হামেশা আল্লাহর প্রিয় ও মনোনীত সৎ ও উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত রচিত হয়ে এসেছে সেগুলো তাদের সামনে পেশ করা হয়েছে।

এ পর্যায়টি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। প্রতিটি স্তরে দাওয়াত অধিকতর ব্যাপক হতে চলেছে। একদিকে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম এবং অন্যদিকে বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা কঠিন থেকে কঠিনতর হতে চলেছে। বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস ও বিভিন্ন কর্মধারার অধিকারী গোত্র ও দলগুলোর মুখোমুখি হতে হয়েছে। সেই অনুযায়ী আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বাণীসমূহের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র বাড়তে থেকেছে।

এই হচ্ছে কুরআন মজীদে অংকিত মক্কী জীবনের পটভূমি।

দাওয়াতের তৃতীয় অধ্যায়

মক্কায় এ আন্দোলন তের বছর সক্রিয় থাকার পর হঠাৎ মদীনায় সন্ধান পেলো একটি কেন্দ্রের। সমগ্র আরব ভূখণ্ড থেকে এক এক করে নিজের সমস্ত অনুসারীদেরকে সেখানে একত্র করে নিজের সমুদয় শক্তিকে একটি কেন্দ্রে একীভূত করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইসলামের অধিকাংশ অনুসারী হিজরত করে মদীনা পৌঁছে গেলেন। এভাবে ইসলামী দাওয়াত তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করলো।

এ পর্যায়ে অবস্থার চিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেলো। মুসলিম উম্মাহ একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সফল হলো। পুরাতন জাহেলিয়াতের ধারকদের সাথে শুরু হলো সশস্ত্র সংঘাত। আগের নবীদের উম্মতের (ইহুদী ও নাসারা) সাথেও সংঘাত বাঁধলো। উম্মতে মুসলিমার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করলো বিভিন্ন ধরনের মুনাফিক। তাদের সাথেও লড়তে হলো। দশ বছরের কঠিন সংঘর্ষ-সংঘাতের পথ পেরিয়ে এ আন্দোলন সাফল্যের মনযিলে পৌঁছে গেলো। সমগ্র আরব ভূখণ্ডে বিস্তৃত হলো তার আধিপত্য। তার সামনে খুলে গেলো বিশ্বজনীন দাওয়াত ও সংস্কারের দুয়ার। এ পর্যায়টিও কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। প্রত্যেক স্তরে ছিল এ আন্দোলনের বিশিষ্ট প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য বিষয়গুলো। এ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এমন সব ভাষণ ও বক্তব্য অবতীর্ণ হতে থাকলো, যেগুলো কখনো হতো অনলবর্ষী বক্তৃতার মতো, কখনো হাজির হতো রাজকীয় ফরমান ও নির্দেশের চেহারা নিয়ে, আবার কখনো শিক্ষকের শিক্ষাদান ও অধ্যাপনা এবং সংস্কারকের উপদেশ দান ও বুঝাবার প্রচেষ্টা তার মধ্যে ফুটে উঠতো। দল ও রাষ্ট্র এবং সৎ ও সুন্দর নাগরিক জীবন কিভাবে গড়ে তুলতে হবে, জীবনের বিভিন্ন বিভাগগুলো কোন্ নীতি ও শৃংখল-বিধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, মুনাফিকদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করতে হবে, যিম্মী, কাফের, আহলি কিতাব, যুদ্ধরত শত্রু এবং চুক্তি সূত্রে আবদ্ধ জাতিদের ব্যাপারে কোন্ ধরনের কর্মনীতি অবলম্বন করা হবে এবং সুসংগঠিত ঈমানদারদের এ দলটি দুনিয়ায় আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করার জন্য নিজেকে কিভাবে তৈরি করবে—এসব কথা সেখানে বিবৃত হতো। এ বক্তৃতাগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের শিক্ষা ও তরবিয়ত (ট্রেনিং) দান করা হতো, তাদের দুর্বলতাগুলো দূর করা হতো, আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হতো, জয়-পরাজয়, আরাম-মুসিবত, দুঃখ-আনন্দ, দারিদ্র-সচ্ছলতা, নিরাপত্তা-ভীতি ইত্যাদি সব ধরনের অবস্থায় সেই অবস্থার উপযোগী নৈতিকতার শিক্ষা দেয়া হতো। তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ইসলামী দাওয়াত ও সংস্কারের কাজ সম্পাদন করার যোগ্যতাসম্পন্ন করে তৈরি করা হতো। অন্যদিকে আহলে কিতাব, মুনাফিক, মুশরিক ও কাফের ইত্যাদি যারা ঈমানের পরিসরের বাইরে অবস্থান করছিল, তাদের সবাইকে তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে বুঝাবার, হৃদয়গ্রাহী ভাষায় দাওয়াত দেয়ার, কঠোরভাবে তিরস্কার ও উপদেশ দান করার, আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাবার এবং শিক্ষণীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী থেকে উপদেশ ও শিক্ষাদান করার চেষ্টা করা হতো। এভাবে সত্যকে উপস্থাপন করার ব্যাপারে তাদের সামনে কোনো জড়তা বা অস্পষ্টতা থাকেনি।

এই হচ্ছে কুরআন মজীদের মাদানী সূরাগুলোর প্রেক্ষাপট।

কুরআনের বর্ণনাভংগী

এ বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, একটি দাওয়াতের বাণী নিয়ে কুরআন মজীদ নাযিল হওয়া শুরু হয়। দাওয়াতটি শুরু হবার পর থেকে নিয়ে তার পূর্ণতার চূড়ান্ত মনযিলে পৌঁছা পর্যন্ত পূর্ণ তেইশ বছরে তাকে যেসব পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করতে হয় তাদের বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কুরআনের বিভিন্ন অংশ নাযিল হতে থাকে। কাজেই ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করার জন্য

যেসব বই-পত্র লেখা হয় সেগুলোর মতো রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু বিন্যস্ত করার কায়দা এখানে অবলম্বিত হয়নি। আবার এ দাওয়াতের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে কুরআনের ছোট বড় যে সমস্ত অংশ নাযিল হয় সেগুলোও কোনো পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হতো না বরং বক্তৃতা ও বিবৃতির আকারে বর্ণনা করা হতো এবং সেভাবে প্রচারও করা হতো। তাই সেগুলোর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে লেখার নয়, বক্তৃতার ভংগীমা। তারপর এ বক্তৃতাও কোনো অধ্যাপকের নয় বরং একজন আহ্বায়কের বক্তৃতার মতো ছিল। মন, মস্তিষ্ক, বুদ্ধি ও আবেগ সবার কাছেই সে আবেদন জানাতো। তাকে সব রকমের মানসিকতার মুখোমুখি হতে হতো। নিজের দাওয়াত ও প্রচার এবং কার্যকর আন্দোলনের ব্যাপারে তাকে অসংখ্য বৈচিত্রপূর্ণ অবস্থায় কাজ করতে হতো। সম্ভাব্য সকল উপায়ে নিজের কথা মনের মধ্যে বসিয়ে দেয়া, চিন্তার জগত বদলে দেয়া, আবেগের সমুদ্রে তরংগ সৃষ্টি করা, বিরোধিতার পাহাড় ভেঙে ফেলা, সহযোগীদের সংশোধন ও প্রশিক্ষণ দান এবং তাদের মধ্যে প্রেরণা, উদ্দীপনা ও দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি করা, শত্রুদের বন্ধু ও অস্বীকারকারীদের স্বীকারকারীতে পরিণত করা, বিরোধীদের যুক্তি-প্রমাণ খণ্ডন করা এবং তাদের নৈতিক শক্তি ছিন্নভিন্ন করা—এভাবে তাকে এমন সব কাজ করতে হতো, যা একটি দাওয়াতের ধারক বাহক এবং একটি আন্দোলনের নেতার জন্য অপরিহার্য। এজন্য মহান আল্লাহ এ কাজ ও দায়িত্ব প্রসংগে তাঁর নবীর ওপর যে সমস্ত ভাষণ নাযিল করেছেন তার ধরন ও প্রকৃতি একটি দাওয়াতের উপযোগীই হয়েছে। সেখানে কলেজের অধ্যাপক সুলভ বক্তৃতাভংগী অনুসন্ধান করা উচিত নয়।

এখান থেকে আর একটি বিষয়ও সহজে বুঝতে পারা যায়। সেটি হচ্ছে, কুরআনে একই বিষয়ের আলোচনা বিভিন্ন স্থানে বারবার কেন এসেছে? একটি দাওয়াত ও একটি বাস্তব-সক্রিয় আন্দোলনের কতকগুলো স্বাভাবিক চাহিদা ও দাবী রয়েছে। এ আন্দোলন যে সময় যে পর্যায়ে অবস্থান করে সে সময় সেই পর্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল কথাই বলতে হবে। যতক্ষণ দাওয়াত এক পর্যায়ে অবস্থান করে ততক্ষণ পরবর্তী পর্যায়গুলোর প্রসংগ সেখানে উত্থাপিত হতে পারবে না। বরং সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের কথাই বারবার আলোচিত হতে হবে। এতে কয়েক মাস বা কয়েক বছর অতিক্রান্ত হলেও তার পরোয়া করা যাবে না। আবার একই বাক্যের মধ্যে একই ধরনের কথার একই ভংগিমায় পুনরাবৃত্তি চলতে থাকলে তা শুনতে কান পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং মনে বিরক্তির সঞ্চার হয়। তাই প্রতি পর্যায়ে যে কথাগুলো বারবার বলার প্রয়োজন দেখা দেবে সেগুলোকে প্রতিবার নতুন শব্দের মোড়কে, নতুন ভংগিমায় এবং রঙে সাজিয়ে, নতুন কায়দায় মার্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন ভাষায় উপস্থাপন করতে হবে যাতে সেগুলো সুখকর ভাবাবেশে মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং দাওয়াতের এক একটি মনযিল সুদৃঢ় হতে থাকে। এ সাথে দাওয়াতের ভিত্তি যেসব বিশ্বাস ও মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলোকে প্রথম পদক্ষেপ থেকে নিয়ে শেষ মনযিল পর্যন্ত কোনো ক্রমেই দৃষ্টির আড়াল করা যাবে না। বরং দাওয়াতের প্রতি পর্যায়ে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি হতে হবে। এ কারণে দেখা যায়, ইসলামী দাওয়াতের এক পর্যায়ে কুরআন মজীদের যতগুলো সূরা নাযিল হয়েছে তার সবগুলোর মধ্যে সাধারণত একই ধরনের বিষয়বস্তু, শব্দ ও বর্ণনা ভংগী খোলস পরিবর্তন করে এসেছে। তবে তওহীদ, আল্লাহর গুণাবলী, আখেরাত, আখেরাতের জবাবদিহি, কিয়ামতে পুরস্কার ও শাস্তি, রিসালাত, কিতাবের ওপর ঈমান, তাকওয়া, সবর, তাওয়াক্কুল এবং এ ধরনের অন্যান্য মৌলিক বিষয়ের আলোচনা সারা কুরআনে সর্বত্র বার বার দেখা যায়। কারণ এ আন্দোলনের কোনো পর্যায়ের এ মৌলিক বিষয়গুলো থেকে চোখ বন্ধ করে রাখাকে বরদাশত করা হয়নি। এ মৌলিক চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাগুলো সামান্য দুর্বল হয়ে পড়লে ইসলামের এ আন্দোলন কখনো তার যথার্থ প্রাণশক্তি সহকারে গতিশীল হতে পারতো না।

এহেন বিন্যাসের কারণ

যে ক্রমিক ধারায় কুরআন নাযিল হয়েছিল একে গ্রন্থ আকারে বিন্যস্ত ও লিপিবদ্ধ করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ধারা অক্ষুন্ন রাখেননি কেন এ প্রশ্নের জবাব একটু চিন্তা করলে আমাদের এ বর্ণনায়ই পাওয়া যাবে।

উপরের আলোচনায় আপনারা জেনেছেন, তেইশ বছর ধরে কুরআন নাযিল হয়েছে। যে ক্রমানুসারে ইসলামী দাওয়াতের সূচনা ও অগ্রগতি হয়েছে সেই ক্রমানুসারেই কুরআন নাযিল হতে থেকেছে। এখন সহজেই অনুমান করা যায়, দাওয়াত পূর্ণতা লাভ করার পর কুরআনের নাযিলকৃত অংশগুলোর এমন ধরনের বিন্যাস যা কেবল দাওয়াতের ক্রমোন্নতির সাথে সম্পর্কিত ছিল—কোনো ক্রমেই সঠিক হতে পারে না। এখন তাদের জন্য দাওয়াত পূর্ণতা লাভের পর সৃষ্ট অবস্থার অধিকতর উপযোগী একটি নতুন ধরনের বিন্যাসের প্রয়োজন ছিল। কারণ শুরুতে সে এমন সব লোককে সর্বপ্রথম দাওয়াত দেয় যারা ছিল ইসলামের সাথে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। তাই তখন একেবারে গোড়া থেকেই শিক্ষা ও উপদেশ দানের কাজ শুরু হয়। কিন্তু দাওয়াত পরিপূর্ণতা লাভ করার পর তার প্রথম লক্ষ হয় এমন সব লোক যারা তার ওপর ঈমান এনে একটি উম্মতের অন্তরভুক্ত হয়েছে এবং যাদের ওপর এ কাজ জারী রাখার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দাওয়াতকে চিন্তা ও কর্মধারা উভয় দিক

দিয়ে পূর্ণতা দান করার পর তাদের হাতে সোপর্দ করেছিলেন। এখন নিশ্চিতরূপে সর্বপ্রথম তাদের নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নিজেদের জীবন যাপনের জন্য আইন-কানুন এবং পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের মধ্যে যে সমস্ত ফিতনা সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জানার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তারপর ইসলামের সাথে অপরিচিত দুনিয়াবাসীদের কাছে আল্লাহর বিধান পেশ করার জন্য তাদের এগিয়ে যেতে হবে।

তাছাড়া কুরআন মজীদ যে ধরনের কিতাব কোনো ব্যক্তি গভীর মনোযোগ সহকারে তা পাঠ করার পর একথা সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, একই ধরনের বিষয়বস্তুকে এক জায়গায় একত্র করার বিষয়টি কুরআনের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কুরআনের প্রকৃতিই দাবী করে, তার পাঠকের সামনে মাদানী পর্যায়ের কথা মক্কী যুগের শিক্ষার মধ্যে, মক্কী পর্যায়ের কথা মাদানী যুগের বক্তৃতাবলীর মধ্যে এবং প্রাথমিক যুগের আলোচনা শেষ যুগের উপদেশাবলীর মধ্যে এবং শেষ যুগের বিধানসমূহ সূচনাকালের শিক্ষাবলীর পাশাপাশি বার বার আলোচিত হবে। এভাবে ইসলামের পূর্ণ, ব্যাপকতর ও সামগ্রিক চিত্র তার চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে। ইসলামের একটি দিক তার চোখের সামনে থাকবে এবং অন্যদিকটি থাকবে তার চোখের আড়ালে, কখনো এমনটি যেন না হয়।

তারপরও কুরআন যে ক্রমানুসারে নাযিল হয়েছিল যদি সেভাবেই তাকে বিন্যস্ত করা হতো তাহলে পরবর্তীকালে আগত লোকদের জন্য তা কেবল সেই অবস্থায় অর্থপূর্ণ হতে পারতো যখন কুরআনের সাথে সাথে তার নাযিলের ইতিহাস এবং তার এক একটি অংশের নাযিল হওয়ার অবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিত লিখে দেয়া হতো। এ অবস্থায় তা পরিশিষ্ট আকারে কুরআনের একটি অপরিহার্য অংশে পরিণত হতো। মহান আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে তাঁর বাণী একত্র করে বিন্যস্ত ও সংরক্ষণ করেছিলেন এটি ছিল তার পরিপন্থী। আল্লাহর কালামকে নির্ভেজাল অবস্থায় অন্য কোনো কালাম, বাণী বা কথার মিশ্রণ বা অন্তরভুক্তি ছাড়াই সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত করাই ছিল আল্লাহর উদ্দেশ্য। এ কালাম পাঠ করবে যুবক, বৃদ্ধ, শিশু, নারী, পুরুষ, নগরবাসী, গ্রামবাসী, শিক্ষিত, সুধী, পণ্ডিত, সাধারণ শিক্ষিত নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ। সর্বযুগে, সর্বকালে, সকল স্থানে এবং সকল অবস্থায় তারা এ কালাম পড়বে। সর্বস্তরের বুদ্ধি-জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ কমপক্ষে এতটুকু কথা অবশ্যই জেনে নেবে যে, তাদের মহান প্রভু তাদের কাছে কি চান এবং কি চান না। বলা বাহুল্য যদি এ সমগ্র কালামের সাথে একটি সুদীর্ঘ ইতিহাসও জুড়ে দেয়া থাকতো এবং তা পাঠ করাও সবার জন্য অপরিহার্য গণ্য করা হতো তাহলে এ কালামকে সুবিন্যস্ত ও সুসংরক্ষিত করার পেছনে মহান আল্লাহর যে উদ্দেশ্য ছিল তা ব্যর্থ হয়ে যেতো।

আসলে কুরআনের বর্তমান বিন্যাসকে যারা আপত্তিকর মনে করেন তারা এ কিতাবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে কেবল অনবহিতই নন বরং তারা এ বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন বলে মনে হয় যে, এ কিতাবটি কেবল মাত্র ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

কুরআনের বর্তমান বিন্যাস সম্পর্কে পাঠকদের আর একটি কথা জেনে নেয়া উচিত। এ বিন্যাস পরবর্তীকালের লোকদের হাতে সাধিত হয়নি। বরং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই কুরআনের আয়াতগুলোকে এভাবে বিন্যস্ত ও সংযোজিত করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর চিরাচরিত নিয়ম ছিল, কোনো সূরা নাযিল হলে তিনি তখনই নিজের কোনো কাতেবকে (কুরআন লেখক) ডেকে নিতেন এবং সূরার আয়াতগুলো যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করাতেন। এরপর নির্দেশ দিতেন, এ সূরাটি অমুক সূরার পরে বা অমুক সূরার আগে বসাও। অনুরূপভাবে কখনো কুরআনের কিছু অংশ নাযিল হতো। এটাকে একটি স্বতন্ত্র সূরায় পরিণত করার উদ্দেশ্য থাকতো না। সে ক্ষেত্রে তিনি নির্দেশ দিতেন, একে অমুক সূরার অমুক স্থানে সন্নিবেশ করো। অতপর এ বিন্যাস অনুযায়ী তিনি নিজে নামাযেও পড়তেন। অন্যান্য সময় কুরআন মজীদ তেলাওয়াতও করতেন। এ বিন্যাস অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম কুরআন মজীদ কণ্ঠস্থও করতেন। কাজেই কুরআনের বিন্যাস একটি প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য। যেদিন কুরআন মজীদের নাযিলের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায় সেদিন তার বিন্যাসও সম্পূর্ণ হয়ে যায়। যিনি এটি নাযিল করছিলেন তিনি এটি বিন্যস্তও করেন। যাঁর হৃদয়ের পরদায় এটি নাযিল করেছিলেন তাঁরই হাতে এটি বিন্যস্তও করান। এর মধ্যে অনুপ্রবেশ বা হস্তক্ষেপ করার অধিকার ও ক্ষমতাই কারোর ছিল না।

কুরআন কিভাবে সংকলিত হলো

যেহেতু নামায শুরু থেকেই মুসলমানদের ওপর ফরয ছিল[১] এবং কুরআন পাঠকে নামাযের একটি অপরিহার্য অংশ গণ্য করা হয়েছিল, তাই কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই মুসলমানদের মধ্যে কুরআন কণ্ঠস্থ করার প্রক্রিয়াও জারী হয়ে গিয়েছিল।

১. উল্লেখ্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের কয়েক বছর পর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়। কিন্তু সাধারণভাবে নামায ফরয ছিল প্রথম দিন থেকেই। ইসলামের জীবনের এমন একটি মুহূর্তও অতিক্রান্ত হয়নি যখন নামায ফরয হয়নি।

কুরআন যতটুকু নাযিল হয়ে যেতো মুসলমানরা ততটুকু কণ্ঠস্থও করে ফেলতো। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কাতেবদের সাহায্যে খেজুর পাতা, হাড় ও পাথর খণ্ডের ওপর কুরআন লেখার যে ব্যবস্থা করেছিলেন কেবলমাত্র তার ওপর কুরআনের হেফাযত নির্ভরশীল ছিল না বরং নাযিল হবার সাথে সাথেই শত শত থেকে হাজার হাজার এবং হাজার হাজার থেকে লাখো লাখো হৃদয়ে তার নকশা আঁকা হয়ে যেতো। এর মধ্যে একটি শব্দেরও হেরফের করার ক্ষমতা কোনো শয়তানেরও ছিল না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর আরব দেশে বেশ কিছু লোক 'মুরতাদ' হয়ে গেলো। তাদের দমন করা এবং একদল মুসলমানের ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার প্রবণতা রোধ করার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হতে হলো। এসব যুদ্ধে এমন অনেক সাহাবা শহীদ হয়ে গেলেন যাদের সমগ্র কুরআন কণ্ঠস্থ ছিল। এ ঘটনায় হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনে চিন্তা জাগলো, কুরআনের হেফাযতের ব্যাপারে কেবলমাত্র একটি মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল থাকা সংগত নয়। শুধু দিলের ওপর কুরআনের বাণী অংকিত থাকলে হবে না তাকে কাগজের পাতায়ও সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। তদানীন্তন খলীফা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তিনি বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করলেন। কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করার পর তিনিও তাঁর সাথে একমত হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাতেব (সেক্রেটারী) হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ কাজে নিযুক্ত করলেন। এজন্য যে পদ্ধতি নির্ধারণ করা হলো তা হলো এই ঃ একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব বিচ্ছিন্ন বস্তুর ওপর কুরআন লিখে গেছেন সেগুলো সংগ্রহ করা। অন্যদিকে সাহাবাদের মধ্যে যার যার কাছে কুরআনের যেসব বিচ্ছিন্ন অংশ লিখিত আছে তাদের কাছ থেকে সেগুলোও সংগ্রহ করা।[১] এই সাথে কুরআনের হাফেযদেরও সাহায্য নেয়া। এ তিনটি মাধ্যমকে পূর্ণরূপে ব্যবহার করে নির্ভুল হবার ব্যাপারে শতকরা একশ' ভাগ নিশ্চয়তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করার পর কুরআনের এক একটি হরফ, শব্দ ও বাক্য গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী কুরআন মজীদের একটি নির্ভুল ও প্রামাণ্য সংকলন তৈরি করে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে রেখে দেয়া হলো। সবাইকে তার অনুলিপি করার অথবা তার সাথে যাচাই করে নিজের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে নেয়ার সাধারণ অনুমতি দেয়া হলো।

একই ভাষা হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশের বিভিন্ন শহর ও জেলার কথ্য ভাষার মধ্যে যেমন পার্থক্য দেখা যায় আরবের বিভিন্ন এলাকার ও গোত্রের কথ্য ভাষার মধ্যেও তেমনি পার্থক্য ছিল। মক্কার কুরাইশরা যে ভাষায় কথা বলতো কুরআন মজীদ সেই ভাষায় নাযিল হয়। কিন্তু প্রথম দিকে বিভিন্ন এলাকা ও গোত্রের লোকদের তাদের নিজ নিজ উচ্চারণ ও বাকভংগী অনুযায়ী তা পাঠ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কারণ এভাবে পড়ায় অর্থের মধ্যে কোনো পার্থক্য হতো না। কেবলমাত্র বাক্য তাদের জন্য একটু কোমল ও মোলায়েম হয়ে যেতো।

কিন্তু ধীরে ধীরে ইসলাম বিস্তার লাভ করলো। আরববাসীরা নিজেদের মরুভূমির এলাকা পেরিয়ে দুনিয়ার একটি বিশাল বিস্তীর্ণ অংশ জয় করলো। অন্যান্য দেশের ও জাতির লোকেরা ইসলামের চতুঃসীমার মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলো। আরব ও অনারবের ব্যাপকতর মিশ্রণে আরবী ভাষা প্রভাবিত হতে থাকলো। এ সময় আশংকা দেখা দিল ; এখনো যদি বিভিন্ন উচ্চারণ ও বাকরীতিতে কুরআন পড়ার অনুমতি অব্যাহত রাখা হয়, তাহলে এর ফলে নানা ধরনের ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। যেমন, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে অপরিচিত পদ্ধতিতে কুরআন পড়তে শুনে সে স্বেচ্ছাকৃতভাবে কুরআনে বিকৃতি সাধন করছে বলে তার সাথে বিরোধে ও সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। অথবা এই শাব্দিক পার্থক্য ধীরে ধীরে বাস্তব বিকৃতির দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে। অথবা আরব অনারবের মিশ্রণের ফলে যেসব লোকের ভাষা বিকৃত হবে তারা নিজেদের বিকৃত ভাষা অনুযায়ী কুরআনের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে তার বাক সৌন্দর্যের বিকৃতি সাধন করবে। এ সমস্ত কারণে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামদের সাথে পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় একমাত্র হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে লিখিত কুরআন মজীদের নোস্‌খা (অনুলিপিই) চালু করা হবে। এছাড়া অন্যান্য সমস্ত উচ্চারণ ও বাকরীতিতে লিখিত নোস্‌খার প্রকাশ ও পাঠ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে।

আজ যে কুরআন মজীদটি আমাদের হাতে আছে সেটি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নোস্‌খার অনুলিপি। এ অনুলিপিটি হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সরকারী ব্যবস্থাপনায় সারা দুনিয়ার দেশে দেশে পাঠিয়েছিলেন। বর্তমানেও

১. নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই বিভিন্ন সাহাবী কুরআন বা তার বিভিন্ন অংশ লিখে নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত সালেম মাওলা হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আবু যায়েদ কায়েস ইবনিস সাকান রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম পাওয়া যায়।

দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে কুরআনের সেই প্রামাণ্য নোস্‌খাগুলো পাওয়া যায়। কুরআন মজীদ সঠিকভাবে সংরক্ষিত হবার ব্যাপারে যদি কারোর মনে সামান্যতমও সংশয় থাকে তাহলে মানসিক সংশয় দূর করার জন্য তিনি পশ্চিম আফ্রিকায় গিয়ে সেখানকার কোনো বই বিক্রেতার দোকান থেকে এক খণ্ড কুরআন মজীদ কিনে নিতে পারেন। তারপর সেখান থেকে চলে আসতে পারেন ইন্দোনেশিয়ার জাভায়। জাভার কোনো হাফেযের মুখে কুরআনের পাঠ শুনে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে কেনা তাঁর হাতের নোস্‌খাটির সাথে তা মিলিয়ে দেখতে পারেন। অতপর দুনিয়ার বড় বড় গ্রন্থাগারগুলোয় হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্তকার যতগুলো কুরআনের নোস্‌খা রক্ষিত আছে সবগুলোর সাথে সেটি মিলাতে পারেন। তিনি যদি তার মধ্যে কোনো একটি হরফ বা নোক্‌তার পার্থক্য দেখতে পান তাহলে সারা দুনিয়াকে এ অভিনব আবিষ্কারের খবরটি জানানো তাঁর অবশ্যই কর্তব্য। কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহকারী সন্দেহ করতে পারেন। কিন্তু যে কুরআনটি আমাদের হাতে আছে সেটি সামান্যতম হেরফের ও পরিবর্তন ছাড়াই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে কুরআনটি নাযিল হয়েছিল এবং যেটি তিনি দুনিয়ার সামনে পেশ করেছিলেন তারই হুবহু অনুলিপি, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য। এমন অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ সম্বলিত সত্য দুনিয়ার ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় না। এরপরও যদি কেউ এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন তাহলে বলতে হয়, দুনিয়ায় কোনো কালে রোমান সাম্রাজ্য বলে কোনো সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল এবং মোগল রাজবংশ কোনো দিন ভারত শাসন করেছেন অথবা দুনিয়ায় নেপোলিয়ান নামক ফ্রান্সের কোনো শাসক ছিলেন—এ ব্যাপারেও তিনি অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করবেন। এ ধরনের ঐতিহাসিক সত্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা জ্ঞানের নয়, বরং অজ্ঞতারই প্রমাণ।

কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি

কুরআন একটি অসাধারণ গ্রন্থ। দুনিয়ার অসংখ্য মানুষ অসংখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে কুরআনের দিকে এগিয়ে আসে। এদের সবার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে কোনো পরামর্শ দেয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এ বিপুল সংখ্যক অনুসন্ধানীদের মধ্যে যারা একে বুঝতে চান এবং এ কিতাবটি মানুষের জীবন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের ভূমিকা পালন করে এবং তাকে কিভাবে পথ দেখায় একথা যারা জানতে চান আমি কেবল তাদের ব্যাপারেই আগ্রহী। এ ধরনের লোকদের কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আমি এখানে কিছু পরামর্শ দেবো। আর এই সাথে সাধারণত লোকেরা এ ব্যাপারে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় তারও সমাধান করার চেষ্টা করবো।

কোনো ব্যক্তি কুরআনের ওপর ঈমান রাখুন আর না-ই রাখুন তিনি যদি এ কিতাবকে বুঝতে চান তাহলে সর্বপ্রথম তাঁকে নিজের মন-মস্তিষ্ককে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারা ও মতবাদ এবং অনুকূল-প্রতিকূল উদ্দেশ্য ও স্বার্থ চিন্তা থেকে যথাসম্ভব মুক্ত করতে হবে। এ কিতাবটি বুঝার ও হৃদয়ংগম করার নির্ভেজাল ও আন্তরিক উদ্দেশ্য নিয়ে এর অধ্যয়ন শুরু করতে হবে। যারা মনের মধ্যে বিশেষ ধরনের চিন্তাধারা পুষে রেখে এ কিতাবটি পড়েন তারা এর বিভিন্ন ছত্রের মাঝখানে নিজেদের চিন্তাধারাই পড়ে যেতে থাকেন। আসল কুরআনের সামান্য বাতাসটুকুও তাদের গায়ে লাগে না। দুনিয়ার যে কোনো বই পড়ার ব্যাপারেও এ ধরনের অধ্যয়ন রীতি ঠিক নয়। আর বিশেষ করে কুরআন তো এ ধরনের পাঠকের জন্য তার অন্তরনিহিত সত্য ও গভীর তাৎপর্যময় অর্থের দুয়ার কখনোই উন্মুক্ত করে না।

তারপর যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে ভাসাভাসা জ্ঞান লাভ করতে চায় তার জন্য সম্ভবত একবার পড়ে নেয়াই যথেষ্ট। কিন্তু যে এর অর্থের গভীরে নামতে চায় তার জন্য তো দু'বার পড়ে নেয়াও যথেষ্ট হতে পারে না। অবশ্যই তাকে বার বার পড়তে হবে। প্রতিবার একটি নতুন ভংগিমায় পড়তে হবে। একজন ছাত্রের মতো পেন্সিল ও নোটবই সাথে নিয়ে বসতে হবে। জায়গা মতো প্রয়োজনীয় বিষয় নোট করতে হবে। এভাবে যারা কুরআন পড়তে প্রস্তুত হবে, কুরআন যে চিন্তা ও কর্মধারা উপস্থাপন করতে চায় তার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাটা যেন তাদের সামনে ভেসে ওঠে কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই তাদের অন্তত পক্ষে দু'বার এ কিতাবটি পড়তে হবে। এই প্রাথমিক অধ্যয়নের সময় তাদের কুরআনের সমগ্র বিষয়বস্তুর ওপর ব্যাপকভিত্তিক জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। তাদের দেখতে হবে, এ কিতাবটি কোন্ কোন্ মৌলিক চিন্তা পেশ করে এবং সেই চিন্তাধারার ওপর কিভাবে জীবনব্যবস্থার অট্টালিকার ভিত্ গড়ে তোলে। এ সময়কালে কোনো জায়গায় তার মনে যদি কোনো প্রশ্ন জাগে বা কোনো খট্‌কা লাগে, তাহলে তখনি সেখানেই সে সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে বরং সেটি নোট করে নিতে হবে এবং ধৈর্য সহকারে সামনের দিকে অধ্যয়ন জারী রাখতে হবে। সামনের দিকে কোথাও না কোথাও তিনি এর জবাব পেয়ে যাবেন, এরি সম্ভাবনা বেশী। জবাব পেয়ে

গেলে নিজের প্রশ্নের পাশাপাশি সেটি নোট করে নেবেন। কিন্তু প্রথম অধ্যয়নের পর নিজের কোনো প্রশ্নের জবাব না পেলে ধৈর্য সহকারে দ্বিতীয় বার অধ্যয়ন করতে হবে। আমি নিজের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, দ্বিতীয়বার গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করার পর কালেভদ্রে কোনো প্রশ্নের জবাব অনুদ্ঘাটিত থেকে গেছে।

এভাবে কুরআন সম্পর্কে একটি ব্যাপক দৃষ্টিভংগী লাভ করার পর এর বিস্তারিত অধ্যয়ন শুরু করতে হবে। এ প্রসংগে পাঠককে অবশ্যই কুরআনের শিক্ষার এক একটি দিক পূর্ণরূপে অনুধাবন করার পর নোট করে নিতে হবে। যেমন মানবতার কোন্ ধরনের আদর্শকে কুরআন পসন্দনীয় গণ্য করেছে অথবা মানবতার কোন্ ধরনের আদর্শ তার কাছে ঘৃণার্হ ও প্রত্যাখ্যাত—একথা তাকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। এ বিষয়টিকে ভালোভাবে নিজের মনের মধ্যে গেঁথে নেয়ার জন্য তাকে নিজের নোট বইতে একদিকে লিখতে হবে 'পসন্দনীয় মানুষ' এবং অন্যদিকে লিখতে হবে 'অপসন্দনীয় মানুষ' এবং উভয়ের নীচে তাদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী লিখে যেতে হবে। অথবা যেমন, তাকে জানার চেষ্টা করতে হবে, কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল এবং কোন্ কোন্ জিনিসকে সে মানবতার জন্য ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক গণ্য করে—এ বিষয়টিকেও সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে জানার জন্য আগের পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ নোট বইতে কল্যাণের জন্য অপরিহার্য বিষয়সমূহ' এবং 'ক্ষতির জন্য অনিবার্য বিষয়সমূহ' এ শিরোনাম দুটি পাশাপাশি লিখতে হবে। অতপর প্রতিদিন কুরআন অধ্যয়ন করার সময় সংশ্লিষ্ট বিষয় দুটি সম্পর্কে নোট করে যেতে হবে। এ পদ্ধতিতে আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র-নৈতিকতা, অধিকার, কর্তব্য, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন, দলীয় সংগঠন-শৃংখলা, যুদ্ধ, সন্ধি এবং জীবনের অন্যান্য বিষয়াবলী সম্পর্কে কুরআনের বিধান নোট করতে হবে এবং এর প্রতিটি বিভাগের সামগ্রিক চেহারা কি দাঁড়ায়, তারপর এসবগুলোকে এক সাথে মিলালে কোন্ ধরনের জীবন চিত্র ফুটে ওঠে, তা অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে।

আবার জীবনের বিশেষ কোনো সমস্যার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে হলে এবং সে ব্যাপারে কুরআনের দৃষ্টিভংগী জানতে হলে সেই সমস্যা সম্পর্কিত প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। এ অধ্যয়নের মাধ্যমে তাকে সংশ্লিষ্ট সমস্যার মৌলিক বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে জেনে নিতে হবে। মানুষ আজ পর্যন্ত সে সম্পর্কে কি কি চিন্তা করেছে এবং তাকে কিভাবে অনুধাবন করেছে ? কোন্ কোন্ বিষয় এখনো সেখানে সমাধানের অপেক্ষায় আছে? মানুষের চিন্তার গাড়ি কোথায় গিয়ে আটকে গেছে ? এ সমাধানযোগ্য সমস্যা ও বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে। কোনো বিষয় সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভংগী জানার এটিই সবচেয়ে ভালো ও সুন্দর পথ। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, এভাবে কোনো বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করতে থাকলে এমন সব আয়াতের মধ্যে নিজের প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে যেগুলো ইতিপূর্বে কয়েকবার পড়া হয়ে থাকলেও এ তত্ত্ব সেখানে লুকিয়ে আছে একথা ঘুর্ণাক্ষরেও মনে জাগেনি।

কুরআনের প্রাণসত্তা অনুধাবন

কিন্তু কুরআন বুঝার এ সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে কাজ করার বিধান ও নির্দেশ নিয়ে কুরআন এসেছে কার্যত ও বাস্তবে তা না করা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি কুরআনের প্রাণসত্তার সাথে পুরোপুরি পরিচিত হতে পারে না। এটা নিছক কোনো মতবাদ ও চিন্তাধারার বই নয়। কাজেই আরাম কেদারায় বসে বসে এ কুরআন পড়লে এর সব কথা বুঝতে পারা যাবার কথা নয়। দুনিয়ায় প্রচলিত ধর্ম চিন্তা অনুযায়ী এটি নিছক একটি ধর্মগ্রন্থও নয়। মাদরাসায় ও খানকায় বসে এর সমস্ত রহস্য ও গভীর তত্ত্ব উদ্ধার করাও সম্ভব নয়। শুরুতে ভূমিকায় বলা হয়েছে, এটি একটি দাওয়াত ও আন্দোলনের কিতাব। সে এসেই এক নীরব প্রকৃতির সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে নির্জন ও নিঃসংগ জীবন ক্ষেত্র থেকে বের করে এনে আল্লাহ বিরোধী দুনিয়ার মুকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তার কণ্ঠে যুগিয়েছে বাতিলের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ধ্বনি। যুগের কুফরী, ফাসেকী ও ভ্রষ্টতার পতাকাবাহীদের বিরুদ্ধে তাকে প্রচণ্ড সংঘাতে লিপ্ত করেছে। সচ্চরিত্র সম্পন্ন সত্যনিষ্ঠ লোকদেরকে প্রতিটি গৃহাভ্যন্তর থেকে খুঁজে বের করে এনে সত্যের আহ্বায়কের পতাকাতলে সমবেত করেছে। দেশের প্রতিটি এলাকার ফিতনাবাজ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে সত্যানুসারীদের সাথে তাদের যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে। এক ব্যক্তির আহ্বানের মাধ্যমে নিজের কাজ শুরু করে খিলাফতে ইলাহীয়ার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পূর্ণ তেইশ বছর ধরে এ কিতাবটি এ বিরাট ও মহান ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেছে। হক ও বাতিলের এ সুদীর্ঘ ও প্রাণান্তকর সংঘর্ষকালে প্রতিটি মনযিল ও প্রতিটি পর্যায়েই সে একদিকে ভাঙ্গার পদ্ধতি শিখিয়েছে এবং অন্যদিকে পেশ করেছে গড়ার নকশা। এখন বলুন, যদি আপনি ইসলাম ও জাহেলিয়াত এবং দীন ও কুফরীর সংগ্রামে অংশগ্রহণই না করেন, যদি এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মনযিল অতিক্রম করার সুযোগই আপনার ভাগ্যে না ঘটে, তাহলে নিছক কুরআনের শব্দগুলো পাঠ করলে তার সমুদয় তত্ত্ব আপনার সামনে কেমন করে উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে ? কুরআনকে পুরোপুরি অনুধাবন করা তখনই সম্ভব হবে যখন আপনি নিজেই

কুরআনের দাওয়াত নিয়ে উঠবেন, মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার কাজ শুরু করবেন এবং এ কিতাব যেভাবে পথ দেখায় সেভাবেই পদক্ষেপ নিতে থাকবেন। একমাত্র তখনই কুরআন নাযিলের সময়কালীন অভিজ্ঞতাগুলো আপনি লাভ করতে সক্ষম হবেন। মক্কা, হাবশা (বর্তমান ইথিয়োপিয়া) ও তায়েফের মনযিলও আপনি দেখবেন। বদর ও উহুদ থেকে শুরু করে হুনাইন ও তাবুকের মনযিলও আপনার সামনে এসে যাবে। আপনি আবু জেহেল ও আবু লাহাবের মুখোমুখি হবেন। মুনাফিক ও ইহুদীদের সাক্ষাতও পাবেন। ইসলামের প্রথম যুগের উৎসর্গীত প্রাণ মু'মিন থেকে নিয়ে দুর্বল হৃদয়ের মু'মিন পর্যন্ত সবার সাথেই আপনার দেখা হবে। এটা এক ধরনের 'সাধনা'। একে আমি বলি "কুরআনী সাধনা"। এই সাধন পথে ফুটে ওঠে এক অভিনব দৃশ্য। এর যতগুলো মনযিল অতিক্রম করতে থাকবেন তার প্রতিটি মনযিলে কুরআনের কিছু আয়াত ও সূরা আপনা আপনি আপনার সামনে এসে যাবে। তারা আপনাকে বলতে থাকবে—এ মনযিলে তারা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সেখানে এ বিধানগুলো এনেছিল। সে সময় অভিধান, ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রীয় কিছু তত্ত্ব সাধকের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যেতে পারে কিন্তু কুরআন নিজের প্রাণসত্তাকে তার সামনে উন্মুক্ত করতে কার্পণ্য করবে, এমনটি কখনো হতে পারে না।

আবার এই সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের বিধানসমূহ, তার নৈতিক শিক্ষাবলী, তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিধি-বিধান এবং জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে তার প্রণীত নীতি-নিয়ম ও আইনসমূহ বুঝতে পারবে না যতক্ষণ না সে বাস্তবে নিজের জীবনে এগুলো কার্যকর করে দেখবে। যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনের অনুসৃতি নেই সে তাকে বুঝতে পারবে না। আর যে জাতির সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান কুরআন বিবৃত পথ ও কর্মনীতির বিপরীত দিকে চলে তার পক্ষেও এর সাথে পরিচিত হওয়া সম্ভবপর নয়।

কুরআনী দাওয়াতের বিশ্বজনীনতা

কুরআন সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে পথ দেখাবার দাবী নিয়ে এগিয়ে এসেছে, একথা সবাই জানে। কিন্তু কুরআন পড়তে বসেই কোনো ব্যক্তি দেখতে পায়, সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার নাযিল হবার সমকালীন আরববাসীদেরকে লক্ষ করেই তার বক্তব্য পেশ করেছে। তবে কখনো কখনো মানবজাতি ও সাধারণ মানুষকেও সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে এমন সব কথা বলে যা আরববাসীদের রুচি-অভিরুচি, আরবের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, ইতিহাস ও রীতি-নীতির সাথেই সম্পর্কিত। এসব দেখে এক ব্যক্তি চিন্তা করতে থাকে, সমগ্র মানবজাতিকে পথ দেখাবার জন্য যে কিতাবটি অবতীর্ণ হয়েছিল তার মধ্যে সাময়িক, স্থানীয় ও জাতীয় বিষয়বস্তু ও উপাদান এতবেশী কেন ? এ বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবন না করার কারণে অনেকের মনে সন্দেহ জাগে। তারা মনে করেন, সম্ভবত এ কিতাবটি সমকালীন আরববাসীদের সংশোধন ও সংস্কারের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে জোরপূর্বক টানা হেঁচড়া করে তাকে চিরন্তনভাবে সমগ্র মানবজাতির জন্য জীবনবিধান গণ্য করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি নিছক অভিযোগ হিসেবে নয় বরং বাস্তবে কুরআন বুঝার জন্য এ ধরনের অভিযোগ আনেন তাকে আমি একটি পরামর্শ দেবো। প্রথমে কুরআন পড়ার সময় সেই সমস্ত স্থানগুলো একটু দাগিয়ে রাখুন যেখানে কুরআন কেবলমাত্র আরবদের জন্য এবং প্রকৃতপক্ষে স্থান, কাল ও সময় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ এমন আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা বা ভাবধারা অথবা নৈতিক বিধান বা কার্যকর নিয়ম-কানুন উপস্থাপন করেছে। কুরআন একটি বিশেষ স্থানে একটি বিশেষ যুগের লোকদেরকে সম্বোধন করে তাদের মুশরিকী বিশ্বাস ও রীতি-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং তাদেরই আশেপাশের জিনিসগুলোকে ভিত্তি করে তওহীদের পক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ দাঁড় করায়—নিছক এতটুকু কথার ভিত্তিতে কুরআনের দাওয়াত ও তার আবেদন স্থানীয় ও সাময়িক, একথা বলা যথেষ্ট হবে না। এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে, শিরকের প্রতিবাদে সে যা কিছু বলে তা কি দুনিয়ার অন্যান্য প্রতিটি শিরকের ব্যাপারে ঠিক তেমনিভাবে খাপ খেয়ে যায় না যেমন আরবের মুশরিকদের শিরকের সাথে খাপ খেয়ে গিয়েছিল ? সেই একই যুক্তি-প্রমাণগুলোকে কি আমরা প্রতিটি যুগের ও প্রতিটি দেশের মুশরিকদের চিন্তার পরিশুদ্ধি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি না ? আর তওহীদের প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনী প্রমাণ পদ্ধতিকে কি সামান্য রদবদল করে সবসময় ওসব জায়গায় কাজে লাগানো যেতে পারে না ? জবাব যদি ইতিবাচক হয়ে থাকে, তাহলে একটি বিশ্বজনীন শিক্ষা কেবলমাত্র একটি বিশেষ কালে একটি বিশেষ জাতিকে সম্বোধন করে দান করা হয়েছিল বলেই তাকে স্থানীয় ও সাময়িক বলার কোনো কারণই থাকতে পারে না। দুনিয়ার এমন কোনো দর্শন, জীবনব্যবস্থা ও চিন্তা দর্শন নেই যার প্রথম থেকে নিয়ে শেষ অবধি সমস্ত কথাই বস্তু নিরপেক্ষ (Abstract) বর্ণনা ভংগীতে পেশ করা হয়েছে। বরং কোনো একটি বিশেষ অবস্থা বা পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে তার ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। এ ধরনের পূর্ণ বস্তু নিরপেক্ষতা সম্ভব নয়। আর সম্ভব হলেও তা নিছক কাজীর গরুর মতো খাতাপত্রেই থাকবে, গোয়ালে তার নাম নিশানাও দেখা যাবে না। কাজেই মানুষের জীবনের সাথে সংযুক্ত হয়ে তার পক্ষে কোনো বাস্তব বিধানের রূপ নেয়া কোনো দিনই সম্ভব হবে না।

তাছাড়া কোনো চিন্তামূলক, নৈতিক, আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্প্রসারিত করতে চাইলে তার জন্য আদৌ এর কোনো প্রয়োজন নেই। বরং যথার্থই বলতে হয়, শুরু থেকেই তাকে আন্তর্জাতিক বানাবার চেষ্টা করা তার জন্য কল্যাণকরও নয়। আসলে তার জন্য সঠিক ও বাস্তবসম্মত পন্থা একটিই। আর তা হচ্ছে এ আন্দোলনটি যেসব চিন্তাধারা, মতবাদ ও মূলনীতির ভিত্তিতে মানুষের জীবনের ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাকে পূর্ণ শক্তিতে সেই দেশেই পেশ করতে হবে যেখান থেকে তার দাওয়াতের সূচনা হয়েছে। সেই দেশের লোকদের মনে এ দাওয়াতের তাৎপর্য অংকিত করে দিতে হবে, যাদের ভাষা, স্বভাব, প্রকৃতি, অভ্যাস ও আচরণের সাথে আন্দোলনের আহ্বায়ক নিজে সুপরিচিত। তারপর তাঁকে নিজের দেশেই ঐ মূলনীতিগুলো বাস্তবায়িত করে তার ভিত্তিতে একটি সফল জীবনব্যবস্থা পরিচালনার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে আদর্শ স্থাপন করতে হবে। তবেই তো দুনিয়ার অন্যান্য জাতিরা তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে তাকে অনুধাবন করতে ও নিজের দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হবে। কাজেই কোনো চিন্তা ও কর্মব্যবস্থাকে প্রথমে শুধুমাত্র একটি জাতির সামনে পেশ করা হয়েছিল এবং কেবলমাত্র তাদেরকেই বুঝাবার ও নিশ্চিন্ত করার জন্য যুক্তি প্রদর্শনের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা হয়েছিল বলেই তা নিছক একটি জাতীয় দাওয়াত ও আন্দোলন—একথা বলার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে একটি জাতীয় ও একটি আন্তর্জাতিক এবং একটি সাময়িক ও একটি চিরন্তন ব্যবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার বিশেষত্বগুলোকে নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে ঃ জাতীয় ব্যবস্থা হয় একটি জাতির শ্রেষ্ঠত্ব, আধিপত্য বা তার বিশেষ অধিকারসমূহের দাবীদার। অথবা তার নিজের মধ্যে এমন কিছু নীতি ও মতাদর্শ থাকে যা অন্য জাতির মধ্যে প্রচলিত হতে পারে না। বিপরীত পক্ষে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সকল মানুষকে সমান মর্যাদা দেয়, তাদের সমান অধিকার দিতেও সে প্রস্তুত হয় এবং তার নীতিগুলোর মধ্যেও বিশ্বজনীনতার সন্ধান পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে একটি সাময়িক ব্যবস্থা অবশ্য এমন কিছু নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় যেগুলো কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার সমস্ত কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। আর এর বিপরীত পক্ষে একটি চিরন্তন ব্যবস্থার নীতিগুলো সব রকমের পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খেয়ে চলে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো দৃষ্টির সামনে রেখে যদি কোনো ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করেন এবং যে বিষয়গুলোর কারণে সত্যি সত্যিই কুরআন উপস্থাপিত ব্যবস্থাকে সাময়িক বা জাতীয় হবার ধারণা পোষণ করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি পুরোপুরি ব্যর্থ হবেন, এতে সন্দেহ নেই।

পূর্ণাংগ জীবন বিধান

কুরআন সম্পর্কে একজন সাধারণ পাঠকও শুনেছেন যে, এটি একটি বিস্তারিত পথনির্দেশনা, জীবন বিধান ও আইন গ্রন্থ। কিন্তু কুরআন পড়ার পর সেখানে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা ও বিধি-বিধানের সন্ধান সে পায় না। বরং সে দেখে, নামায ও যাকাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরযও—যার ওপর কুরআন বারবার জোর দিয়েছে, তার জন্যও এখানে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিধান বিস্তারিতভাবে দান করা হয়নি। কাজেই এ কিতাবটি কোন্ অর্থে একটি পথনির্দেশনা ও জীবন বিধান তা বুঝতে মানুষ অক্ষম হয়ে পড়ে। পাঠকের মনে এ সম্পর্কে সন্দেহ জাগে।

সত্যের একটি দিক মানুষের দৃষ্টির সম্পূর্ণ আড়ালে থেকে যাওয়ার কারণেই এ ব্যাপারে যাবতীয় সমস্যা ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কেবল এ কিতাবটিই নাযিল করেননি, তিনি এই সাথে একজন নবীও পাঠিয়েছিলেন। আসল পরিকল্পনাটাই যদি হতো লোকদের হাতে কেবলমাত্র একটি গৃহ নির্মাণের নক্শা দিয়ে দেয়া এবং তারপর তারা সেই অনুযায়ী নিজেদের ইমারতটি নিজেরাই বানিয়ে নেবে, তাহলে এ অবস্থায় নিসন্দেহে গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত ছোট বড় প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আমাদের হাতে দিয়ে দিতে হতো। কিন্তু গৃহ নির্মাণের নির্দেশের সাথে সাথে যখন একজন ইঞ্জিনিয়ারও সরকারীভাবে নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি ঐ নির্দেশ অনুযায়ী একটি ইমারতও তৈরি করে ফেলেন তখন ইঞ্জিনিয়ার ও তাঁর নির্মিত ইমারতটিকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র নক্শার মধ্যে সমগ্র ছোট বড় খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত চিত্র সন্ধান করা এবং সেখানে তা না পেয়ে নক্শাটার বিরুদ্ধে অসম্পূর্ণতার অভিযোগ আনা কোনোক্রমেই সঠিক হতে পারে না। কুরআন খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত কোনো কিতাব নয়। বরং এ কিতাবে মূলনীতি ও মৌলিক বিষয়গুলোই উপস্থাপিত হয়েছে। এর আসল কাজ ইসলামী জীবনব্যবস্থার চিন্তাগত ও নৈতিক ভিত্তিগুলোর কেবল পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ সহকারে উপস্থাপনই নয় বরং এই সাথে বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণ ও আবেগময় আবেদনের মাধ্যমে এগুলোকে প্রচণ্ড শক্তিশালী ও দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ করা। অন্যদিকে ইসলামী জীবনধারার বাস্তব কাঠামো নির্মাণের ব্যাপারে কুরআন মানুষকে জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত নীতি-নিয়ম ও আইন-বিধান দান করে না বরং জীবনের প্রতিটি বিভাগের চৌহদ্দি বাতলে দেয় এবং সুস্পষ্টভাবে এর কয়েকটি কোণে নিশান ফলক গেঁড়ে দেয়। এ থেকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর গঠন ও নির্মাণ কোন্ পথে হওয়া উচিত, তা জানা যায়। এ নির্দেশনা ও বিধান অনুযায়ী বাস্তবে ইসলামী জীবনধারার কাঠামো তৈরি করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ ছিল। দুনিয়াবাসীদের

সামনে কুরআন প্রদত্ত মূলনীতির ভিত্তিতে গঠিত ব্যক্তি চরিত্র এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তব আদর্শ (Sample) উপস্থাপন করার জন্যই তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বৈধ মত-পার্থক্য

আর একটি প্রশ্নও এ প্রসংগে সাধারণভাবে লোকদের মনে জাগে। প্রশ্নটি হচ্ছে, একদিকে কুরআন এমন সব লোকের কঠোর নিন্দা করে যারা আল্লাহর কিতাব অবতীর্ণ হবার পরও মতবিরোধ, দলাদলি ও ফেরকাবন্দির পথে পাড়ি জমায় এবং এভাবে নিজেদের দীনকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ও খণ্ডিত করে। অথচ অন্যদিকে কুরআনের বিধানের অর্থ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পরবর্তীকালের আলেমগণই নন, প্রথম যুগের ইমামগণ, তাবেঈন ও সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যেও বিপুল মতবিরোধ পাওয়া যায়। সম্ভবত বিধান সম্বলিত এমন একটি আয়াতও পাওয়া যাবে না যার ব্যাখ্যায় সবাই একমত হয়েছেন। তাহলে কুরআনে উল্লিখিত নিন্দা কি এদের ওপর প্রযোজ্য হবে? যদি এরা ঐ নিন্দার পাত্র না হয়ে থাকেন, তাহলে কুরআন কোন্ ধরনের মতবিরোধ ও দলাদলির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে?

এটি একটি বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। এখানে এ ধরনের আলোচনার সুযোগ নেই। কুরআনের একজন সাধারণ পাঠক ও একজন প্রাথমিক জ্ঞানার্জনকারীর সংশয় দূর করার জন্য এখানে কেবল সামান্য একটু ইংগিত দেয়াই যথেষ্ট মনে করি। দীন ও ইসলামী জীবনব্যবস্থার ক্ষেত্রে একমত এবং ইসলামী দলীয় সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ থেকেও নিছক ইসলামী বিধান ও আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে আন্তরিক মতবিরোধের প্রকাশ ঘটে কুরআন তার বিরোধী নয়। বিপরীত পক্ষে কুরআন এমন ধরনের মতবিরোধের নিন্দা করে, যার সূচনা হয় স্বার্থান্ধতা ও বক্র দৃষ্টির মাধ্যমে এবং অবশেষে তা দলাদলি ও পারস্পরিক বিরোধে পরিণত হয়। এ দুই ধরনের মতবিরোধ মূলত একই পর্যায়ের নয় বরং ফলাফলের দিক দিয়েও উভয়ের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। কাজেই একই লাঠি দিয়ে উভয়কে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এবং উভয়ের বিরুদ্ধে একই হুকুম জারী করা উচিত নয়। প্রথম ধরনের মতবিরোধ উন্নতির প্রাণকেন্দ্র ও মানুষের জীবনে প্রাণ স্পন্দন স্বরূপ। বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল লোকদের সমাজে এর অস্তিত্ব পাওয়া যাবেই। এর অস্তিত্বই জীবনের আলামত। যে সমাজে বুদ্ধির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে বরং যেখানে রক্তমাংসের মানুষের পরিবর্তে কাঠের মানুষেরা বিচরণ করছে একমাত্র সেখানেই এর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আর দ্বিতীয় ধরনের মতবিরোধটির ব্যাপারে সারা দুনিয়ার মানুষই জানে, যে দেশে ও যে সমাজে তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাকেই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তার অস্তিত্ব স্বাস্থ্যের নয়, রোগের আলামত। কোনো উম্মতকে সে শুভ পরিণতির দিকে এগিয়ে দিতে পারেনি। এ উভয় ধরনের মতবিরোধের পার্থক্যের চেহারাটি নিম্নোক্তভাবে অনুধাবন করুন ঃ

এক ধরনের মতপার্থক্যে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের ক্ষেত্রে সমগ্র ইসলামী সমাজে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কুরআন ও সুন্নাহকে সর্বসম্মতিক্রমে জীবন বিধানের উৎস হিসেবে মেনে নেয়া হবে। এরপর দুজন আলেম কোনো অমৌলিক তথা খুঁটিনাটি বিষয়ের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অথবা দু'জন বিচারক কোনো মামলার সিদ্ধান্ত দানে পরস্পরের সাথে বিরোধ করবেন, কিন্তু তাদের কেউ-ই এ বিষয়টিকে এবং এর মধ্যে প্রকাশিত নিজের মতামতকে দীনের ভিত্তিতে পরিণত করবেন না। আর এই সাথে তার সাথে মতবিরোধকারীকে দীন থেকে বিচ্যুত ও দীন বহির্ভূত গণ্য করবেন না। বরং উভয়েই নিজের যুক্তি ও দলীল-প্রমাণ পেশ করে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী অনুসন্ধানের হক আদায় করে দেবেন। সাধারণ জনমত, অথবা বিচার বিভাগীয় বিষয় হলে দেশের সর্বোচ্চ আদালত অথবা সামাজিক বিষয় হলে ইসলামী সমাজ সংগঠনই উভয় মতের মধ্য থেকে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করে নেবে অথবা চাইলে উভয় মতই গ্রহণ করে নেবে—এটা তাদের নির্বাচনের ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

দ্বিতীয় ধরনের মতপার্থক্য করা হবে দীনের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে। অথবা যে বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল দীনের মৌলিক বিষয় বলে গণ্য করেননি এমন কোনো বিষয়ে কোনো আলেম, সুফী, মুফতী, নীতি শাস্ত্রবিদ বা নেতা নিজে একটি মত অবলম্বন করবেন এবং অযথা টেনে হেঁচড়ে তাকে দীনের মৌলিক বিষয়ে পরিণত করে দেবেন, তারপর তার অবলম্বিত মতের বিরোধী মত পোষণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দীন ও মিল্লাত বহির্ভূত গণ্য করবেন। এই সাথে নিজের একটি সমর্থক দল বানিয়ে এ মর্মে প্রচারণা চালাতে থাকবেন যে, আসল উম্মতে মুসলিমা তো এই একটি দলই মাত্র, বাদবাকি সবাই হবে জাহান্নামের ভাগীদার। উচ্চ কণ্ঠে তারা বলে যেতে থাকবে ঃ মুসলিম হও যদি এ দলে এসে যাও, অন্যথায় তুমি মুসলিমই নও।

কুরআনের আলোচনায় এ দ্বিতীয় ধরনের মতবিরোধ, দলাদলি ও ফেরকাবন্দির বিরোধিতা করা হয়েছে। আর প্রথম ধরনের মতবিরোধের কতিপয় ঘটনা তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের সামনেই উপস্থাপিত হয়েছিল। তিনি এটিকে কেবল বৈধই বলেননি বরং এর প্রশংসাও করেছেন। কারণ এ মতবিরোধ প্রমাণ করছিল যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে চিন্তা-ভাবনা করার, অনুসন্ধান-গবেষণা চালাবার এবং সঠিকভাবে বুদ্ধি প্রয়োগ করার যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অস্তিত্ব রয়েছে। সমাজের বুদ্ধিমান

ও মেধাসম্পন্ন লোকেরা নিজেদের দীন ও তার বিধানের ব্যাপারে আগ্রহী। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি দীনের বাইরে নয়, তার চৌহদ্দির মধ্যেই জীবন সমস্যার সমাধান খুঁজতে তৎপর। ইসলামী সমাজ সামগ্রিকভাবে মূলনীতিতে ঐক্যবদ্ধ থেকে নিজের ঐক্য অটুট রেখে এবং নিজের জ্ঞানবান ও চিন্তাশীল লোকদেরকে সঠিক সীমারেখার মধ্যে অনুসন্ধান চালাবার ও ইজতিহাদ করার স্বাধীনতা দান করে উন্নতি ও অগ্রগতির পথ খোলা রাখার স্বর্ণোজ্জ্বল ঐতিহ্যের পতাকাবাহী।

هذا ما عندى، والعلم عند الله، عليه توكلت واليه انيب-

[আমি যা সত্য মনে করলাম তা এখানে প্রকাশ করলাম। আর আসল সত্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে আছে। আমার সমস্ত নির্ভরতা একমাত্র তাঁরই ওপর এবং তাঁরই কাছে আমাকে ফিরে যেতে হবে।]

কুরআন অধ্যয়নকালে একজন পাঠকের মনে যতো রকমের প্রশ্নের উদয় হয় তার সবগুলোর জবাব দেয়ার জন্য আমি এ ভূমিকা ফাঁদিনি। কারণ এ প্রশ্নগুলোর মধ্যে এমন বহু প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো কোনো না কোনো আয়াত বা সূরা পাঠকালে মনে জাগে। সেগুলোর জবাব তাফহীমুল কুরআনের সংশ্লিষ্ট অংশে যথাস্থানেই দেয়া হয়েছে। কাজেই এ ধরনের প্রশ্নগুলো বাদ দিয়ে আমি এখানে কেবলমাত্র এমন সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছি সামগ্রিকভাবে যা সমগ্র কুরআনের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ, শুধুমাত্র এ ভূমিকাটুকু পড়েই একে অসম্পূর্ণ হবার ধারণা নিয়ে বসে থাকবেন না। বরং সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করুন। তারপর দেখুন আপনার মনে এমন কোনো প্রশ্ন রয়েছে কি-না যার জবাব পাওয়া যায়নি অথবা জবাব যথেষ্ট বলে আপনার মনে হয়নি। এ ধরনের কোনো প্রশ্ন থাকলে গ্রন্থকারকে জানাবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।*

☆☆☆

* গ্রন্থকার অবশ্য ১৯৭৯ সালে ইন্তেকাল করেছেন। কাজেই তাঁর কাছে প্রশ্ন করার আর কোনো সুযোগই নেই। তবে আমার মনে হয় এ গ্রন্থ পাঠ করার পর পাঠকদের যদি কোথাও কোনো অতৃপ্তি থেকে যায়, তাহলে গ্রন্থকারের বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডারের মধ্যে খুঁজলে তার জবাব পাওয়া যাবে। কারণ ইসলামী আন্দোলনের জন্য গ্রন্থকার যে সাহিত্য ভাণ্ডার সৃষ্টি করে গেছেন তার উৎস এ কুরআন এবং তাফহীমুল কুরআন। জীবনের সূচনালগ্ন থেকে নিয়ে যেদিন থেকে তিনি কলম হাতে নিয়েছেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এ কুরআনী দাওয়াতের সম্প্রসারণের কাজই করে গেছেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্য ভাণ্ডার তাঁর মূর্তমান প্রতিনিধি।—অনুবাদক

সূরা-সূচী

পারা-সূচী

বিরতি চিহ্ন পরিচিতি

কুরআন মজীদ সঠিকভাবে পাঠ করার জন্য বিশেষ বিশেষ বিরতি-সংকেত ব্যবহৃত হয়। এ গুলোকে 'রমুযে আওকাফ' বলা হয়। এ সংকেতগুলোর তাৎপর্য নিম্নে দেয়া হলো ঃ

م – وقف لازم ঃ বিরতি অবশ্যই কর্তব্য। এখানে থামতেই হবে। এখানে বিরতি না দিলে অর্থের ব্যাত্যয় ঘটে, বিপরীত অর্থ প্রকাশ পায়।

ط – وقف مطلق ঃ সাধারণ বিরতি চিহ্ন। পরবর্তী পাঠ পূর্ববর্তী পাঠের সংগে মিলিত করে পড়ার যুক্তি একান্ত দুর্বল, বরং কোনো যুক্তি নেই। সুতরাং এখানে থামা উত্তম।

ج – وقف جائز ঃ বিরতি বৈধ। এখানে থামা উত্তম, কিন্তু না থামলেও চলে।

ز – وقف مجوّز ঃ এখানে থামা চলে। কিন্তু না থামাই উত্তম।

ص – وقف مرخّص ঃ এখানে বিরতির অনুমতি আছে। এখানে না থেমে পরবর্তী পাঠের সংগে মিলিয়ে পড়া উচিত। কিন্তু যদি পাঠকের দম নেয়ার প্রয়োজন হয় তবে বিরতি দিলেও কোনো দোষ নেই।

ق – قد قيل ঃ কথিত আছে অথবা قيل عليه الوقف কথিত হয়েছে যে এখানে বিরতি আছে। এখানে বিরতি দেয়া নিষিদ্ধ নয় কিন্তু এখানে না থামাই ভাল।

لا – لا وقف عليه ঃ বিরতি নেই। এখানে কোনোক্রমেই থামা উচিত নয়। যদি কোনো কারণে থামা হয় তবে পূর্ব পাঠের সাথে মিলিয়ে পুনরায় পাঠ করা আবশ্যক।

قف – يوقف عليه ঃ বিরতি দেয়া হয়। এখানে থামা হয়ে থাকে।

سكته - এখানে শ্বাস গ্রহণ না করে সামান্য বিরতি দেয়া যায়।

وقفه – শ্বাস না নিয়ে سكته অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত বেশী সময় বিরতি দেয়া যায়। কিন্তু শ্বাস গ্রহণে যতটা সময় লাগে তার থেকে কম সময় বিরতি দিতে হবে। سكته ও وقفه এর পার্থক্য এই যে سكته না থামার নিকটতর এবং وقفه থামার নিকটতর।

صل – قد يوصل ঃ কখনো কখনো মিলিয়ে পড়া হয়। এখানে পাঠক কখনো থামে, কখনো থামে না। কিন্তু এখানে বিরতি না দেয়াই উত্তম।

صلے – وصل اولى ঃ মিলিয়ে পড়া উত্তম। যেখানে একাধিক চিহ্ন উপরে-নীচে লিখিত থাকে সেখানে উপরিস্থিত চিহ্ন মান্য করা হবে ; আর যেখানে পাশাপাশি লিখিত থাকে সেখানে শেষ চিহ্ন মান্য করা হবে।

০ –আয়াত চিহ্ন। যেখানে মাত্র এই চিহ্ন থাকে সেখানে বিরতি দেয়া হবে। কিন্তু যদি আয়াতের উপর ৮ লেখা থাকে তবে না থামা উত্তম। কিন্তু প্রয়োজনে থামলে দোষ নেই। ৮ চিহ্নে বিরতি না দেয়াই প্রচলিত। যদি আয়াত চিহ্নের উপর ৮ ছাড়া অন্য কোনো চিহ্ন থাকে তবে সেই চিহ্ন মান্য করা হবে।

∴ ∴ – যে ইবারত (পাঠ)-এর আগে-পিছে এরূপ তিনটি করে বিন্দু চিহ্ন থাকে সেখানে প্রথম চিহ্নে বিরতি দিয়ে দ্বিতীয় চিহ্নে বিরতি না দেয়া, অথবা ১ম চিহ্নে বিরতি না দিয়ে ২য় চিহ্নে বিরতি দেয়া চলবে।

৮ –যেখানে এরূপভাবে আলিফের উপর ০ চিহ্ন থাকে সেখানে আলিফ উচ্চারিত হয় না।

সূরা আল ফাতিহা

১

নামকরণ

এ সূরার মূল বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এর এ নামকরণ করা হয়েছে। যার সাহায্যে কোনো বিষয়, গ্রন্থ বা জিনিসের উদ্বোধন করা হয় তাকে 'ফাতিহা' বলা হয়। অন্য কথায় বলা যায়, এ শব্দটি ভূমিকা এবং বক্তব্য শুরু করার অর্থ প্রকাশ করে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের একেবারেই প্রথম যুগের সূরা। বরং হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, এটিই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিলকৃত প্রথম পূর্ণাংগ সূরা। এর আগে মাত্র বিচ্ছিন্ন কিছু আয়াত নাযিল হয়েছিল। সেগুলো সূরা 'আলাক', সূরা 'মুয্যাম্মিল' ও সূরা 'মুদ্দাস্সির' ইত্যাদিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু

আসলে এ সূরাটি হচ্ছে একটি দোয়া। যে কোনো ব্যক্তি এ গ্রন্থটি পড়তে শুরু করলে আল্লাহ প্রথমে তাকে এ দোয়াটি শিখিয়ে দেন। গ্রন্থের শুরুতে এর স্থান দেয়ার অর্থই হচ্ছে এই যে, যদি যথার্থই এ গ্রন্থ থেকে তুমি লাভবান হতে চাও, তাহলে নিখিল বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহর কাছে দোয়া এবং সাহায্য প্রার্থনা করো।

মানুষের মনে যে বস্তুটির আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা থাকে স্বভাবত মানুষ সেটিই চায় এবং সে জন্য দোয়া করে। আবার এমন অবস্থায় সে এ দোয়া করে যখন অনুভব করে যে, যে সত্তার কাছে সে দোয়া করছে তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি তাঁরই কাছে আছে। কাজেই কুরআনের শুরুতে এ দোয়ার শিক্ষা দিয়ে যেন মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, সত্য পথের সন্ধান লাভের জন্য এ গ্রন্থটি পড়, সত্য অনুসন্ধানের মানসিকতা নিয়ে এর পাতা উলটাও এবং নিখিল বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রভু আল্লাহ হচ্ছেন জ্ঞানের একমাত্র উৎস—একথা জেনে নিয়ে একমাত্র তাঁর কাছেই পথ নির্দেশনার আর্জি পেশ করেই এ গ্রন্থটি পাঠের সূচনা কর।

এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন ও সূরা ফাতিহার মধ্যকার আসল সম্পর্ক কোনো বই ও তার ভূমিকার সম্পর্কের পর্যায়ভুক্ত নয়। বরং এ সম্পর্কটি দোয়া ও দোয়ার জবাবের পর্যায়ভুক্ত। সূরা ফাতিহা বান্দার পক্ষ থেকে একটি দোয়া। আর কুরআন তার জবাব আল্লাহর পক্ষ থেকে। বান্দা দোয়া করে, হে মহান প্রভু! আমাকে পথ দেখাও। জবাবে মহান প্রভু এই বলে সমগ্র কুরআন তার সামনে রেখে দেন—এই নাও সেই হেদায়াত ও পথের দিশা যে জন্য তুমি আমার কাছে আবেদন জানিয়েছ।

❐

① اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১. প্রশংসা[১] একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি নিখিল বিশ্ব-জাহানের রব।[২]

② الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

২. পরম দয়ালু ও করুণাময়।

③ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

৩. প্রতিদান দিবসের মালিক।

④ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

৪. আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি[৩] এবং একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই।

⑤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝

৫. তুমি আমাদের সোজা পথ দেখাও।

⑥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝

৬ তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ।

⑦ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

৭. যাদের ওপর গযব পড়েনি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি।[৪]

১. আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহগণকে (দাসদের) এ সূরা ফাতিহা এজন্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, তিনি চান ঃ তাঁর বান্দাগণ প্রার্থনা স্বরূপ এ সূরা তাঁর সমীপে পেশ করুক।

২. আরবী ভাষায় 'রব্ব' শব্দটির তিন প্রকার অর্থ হয় ঃ (১) মালিক, প্রভু, মনিব ; (২) লালন-পালনকারী, তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষণাবেক্ষণকারী; (৩) আদেশদাতা, বিধানদাতা, শাসক, বিচারকর্তা, কার্যনির্বাহক, শৃঙ্খলাবিধায়ক। আল্লাহ তা'আলা এ সকল অর্থেই বিশ্বের 'রব'।

৩. 'ইবাদাত' শব্দটিও আরবী ভাষায় তিন অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ (১) পূজা, উপাসনা ; (২) আনুগত্য, আদেশ পালন, (৩) দাসত্ব, গোলামী।

৪. বান্দাহর এ প্রার্থনারই উত্তর হচ্ছে ঃ সমগ্র কুরআন। দাস আপনার প্রভুর কাছে পথপ্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করছে, আর প্রভু তাঁর দাসের সে প্রার্থনার উত্তরে তাঁকে এ কুরআন দান করছেন।

সূরা আল বাকারা

২

নামকরণ

বাকারাহ মানে গাভী। এ সূরার এক জায়গায় গাভীর উল্লেখ থাকার কারণে এর এ নামকরণ করা হয়েছে। কুরআন মজীদের প্রত্যেকটি সূরায় এত ব্যাপক বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে যার ফলে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তাদের জন্য কোনো পরিপূর্ণ ও সার্বিক অর্থবোধক শিরোনাম উদ্ভাবন করা সম্ভব নয়। শব্দ সম্ভারের দিক দিয়ে আরবী ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও মূলত এটি তো মানুষেরই ভাষা আর মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভাষাগুলো খুব বেশী সংকীর্ণ ও সীমিত পরিসর সম্পন্ন। সেখানে এ ধরনের ব্যাপক বিষয়বস্তুর জন্য পরিপূর্ণ অর্থব্যাঞ্জক শিরোনাম তৈরি করার মতো শব্দ বা বাক্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনের অধিকাংশ সূরার জন্য শিরোনামের পরিবর্তে নিছক আলামত ভিত্তিক নাম রেখেছেন। এ সূরার নামকরণ আল বাকারাহ করার অর্থ এ নয় যে, এখানে গাভী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বরং এর অর্থ কেবল এতটুকু যে, এখানে গাভীর কথা বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরার বেশীর ভাগ মদীনায় হিজরাতের পর মাদানী জীবনের একেবারে প্রথম যুগে নাযিল হয়। আর এর কম অংশ পরে নাযিল হয়। বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যের কারণে এগুলোকে প্রথমোক্ত অংশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এমনকি সুদ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত যে আয়াতগুলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে নাযিল হয় সেগুলোও এখানে সংযোজিত করা হয়েছে। যে আয়াতগুলো দিয়ে সূরাটি শেষ করা হয়েছে সেগুলো হিজরাতের আগে মক্কায় নাযিল হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যের কারণে সেগুলোকেও এ সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

নাযিলের উপলক্ষ

এ সূরাটি বুঝতে হলে প্রথমে এর ঐতিহাসিক পটভূমি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

১. হিজরাতের আগে ইসলামের দাওয়াতের কাজ চলছিল কেবল মক্কায়। এ সময় পর্যন্ত সম্বোধন করা হচ্ছিল কেবলমাত্র আরবের মুশরিকদেরকে। তাদের কাছে ইসলামের বাণী ছিল সম্পূর্ণ নতুন ও অপরিচিত। এখন হিজরাতের পরে ইহুদীরা সামনে এসে গেল। তাদের জনবসতিগুলো ছিল মদীনার সাথে একেবারে লাগানো। তারা তাওহীদ, রিসালাত, অহী, আখেরাত ও ফেরেশতার স্বীকৃতি দিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নবী মূসা আলাইহিস সালামের ওপর যে শরীয়তী বিধান নাযিল হয়েছিল তারও স্বীকৃতি দিত। নীতিগতভাবে তারাও সেই দীন ইসলামের অনুসারী ছিল যার শিক্ষা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়ে চলছিলেন। কিন্তু বহু শতাব্দী কালের ক্রমাগত পতন ও অবনতির ফলে তারা আসল দীন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।[১] তাদের আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে বহু অনৈসলামী বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তাওরাতে এর কোনো ভিত্তি ছিল না। তাদের কর্মজীবনে এমন অসংখ্য রীতি-পদ্ধতির প্রচলন ঘটেছিল যথার্থ দীনের সাথে যেগুলোর কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাওরাতের মূল বিষয়বস্তুর সাথেও এগুলোর কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। আল্লাহর কালাম তাওরাতের মধ্যে তারা মানুষের কথা মিশিয়ে দিয়েছিল। শাব্দিক বা অর্থগত দিক দিয়ে আল্লাহর কালাম যতটুকু পরিমাণ সংরক্ষিত ছিল তাকেও তারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিকৃত করে দিয়েছিল। দীনের যথার্থ প্রাণবস্তু তাদের মধ্য থেকে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। লোক দেখানো ধার্মিকতার নিছক একটা নিষ্প্রাণ খোলসকে তারা বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। তাদের উলামা, মাশায়েখ, জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও জনগণ—সবার আকীদা-বিশ্বাস এবং নৈতিক ও বাস্তব কর্ম জীবন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের এ বিকৃতির প্রতি তাদের আসক্তি এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যার ফলে কোনো প্রকার সংস্কার সংশোধন গ্রহণের তারা বিরোধী হয়ে উঠেছিল। যখনই কোনো আল্লাহর বান্দা তাদেরকে আল্লাহর দীনের সরল-সোজা পথের সন্ধান দিতে আসতেন তখনই তারা তাঁকে নিজেদের সবচেয়ে বড় দুশমন মনে করে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তার সংশোধন প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগতো। শত শত বছর ক্রমাগতভাবে এ একই

---

১. এ সময়ের প্রায় ১৯শ বছর আগে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের যুগ অতীত হয়েছিল। ইসরাঈলী ইতিহাসের হিসেব মতে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম খৃঃ পূঃ ১২৭২ অব্দে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬১০ খৃষ্টাব্দে নবুওয়াত লাভ করেন।

ধারার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলছিল। এরা ছিল আসলে বিকৃত মুসলিম। দীনের মধ্যে বিকৃতি, দীন বহির্ভূত বিষয়গুলোর দীনের মধ্যে অনুপ্রবেশ, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি, দলাদলি, বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাদ দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে মাতামাতি, আল্লাহকে ভুলে যাওয়া এবং পার্থিব লোভ-লালসায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার কারণে তারা পতনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। এমনকি তারা নিজেদের আসল 'মুসলিম' নামও ভুলে গিয়েছিল। নিছক 'ইহুদী' নামের মধ্যেই তারা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আল্লাহর দীনকে তারা কেবল ইসরাঈল বংশজাতদের পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারে পরিণত করেছিল। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় পৌঁছার পর ইহুদীদেরকে আসল দীনের দিকে আহ্বান করার জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন। সূরা বাকারার ১৫ ও ১৬ রুকূ' এ দাওয়াত সম্বলিত। এ দু' রুকূ'তে যেভাবে ইহুদীদের ইতিহাস এবং তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার সমালোচনা করা হয়েছে এবং যেভাবে তাদের বিকৃত ধর্ম ও নৈতিকতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মুকাবিলায় যথার্থ দীনের মূলনীতিগুলো পাশাপাশি উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার মুকাবিলায় যথার্থ ধার্মিকতা কাকে বলে, সত্য ধর্মের মূলনীতিগুলো কি এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে কোন্ কোন্ জিনিস যথার্থ গুরুত্বের অধিকারী তা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

২. মদীনায় পৌঁছার পর ইসলামী দাওয়াত একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। মক্কায় তো কেবল দীনের মূলনীতিগুলোর প্রচার এবং দীনের দাওয়াত গ্রহণকারীদের নৈতিক প্রশিক্ষণ দানের মধ্যেই ইসলামী দাওয়াতের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু হিজরাতের পর যখন আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে চতুর্দিক থেকে মদীনায় এসে জমায়েত হতে থাকলো এবং আনসারদের সহায়তায় একটি ছোট ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্ গড়ে উঠলো তখন মহান আল্লাহ সমাজ, সংস্কৃতি, লোকাচার, অর্থনীতি ও আইন সম্পর্কিত মৌলিক বিধান দিতে থাকলেন এবং ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে এ নতুন জীবন ব্যবস্থাটি কিভাবে গড়ে তুলতে হবে তারও নির্দেশ দিতে থাকলেন। এ সূরার শেষ ২৩টি রুকূ'তে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ নির্দেশ ও বিধানগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এর অধিকাংশ শুরুতেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং কিছু পাঠানো হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজন অনুযায়ী বিক্ষিপ্তভাবে।

৩. হিজরাতের পর ইসলাম ও কুফরের সংঘাতও একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। হিজরাতের আগে ইসলামের দাওয়াত কুফরের ঘরের মধ্যেই দেয়া হয়েছিল। তখন বিভিন্ন গোত্রের যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করতো তারা নিজেদের জায়গায় দীনের প্রচার করতো। এর জবাবে তাদের নির্যাতনের শিকার হতে হতো। কিন্তু হিজরাতের পরে এ বিক্ষিপ্ত মুসলমানরা মদীনায় একত্র হয়ে একটি ছোট ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার পর অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তখন একদিকে ছিল একটি ছোট জনপদ এবং অন্যদিকে সমগ্র আরব ভূখণ্ড তাকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এখন এ ছোট জামায়াতটির কেবল সাফল্যই নয় বরং তার অস্তিত্ব ও জীবনই নির্ভর করছিল পাঁচটি জিনিসের ওপর। এক, পূর্ণ শক্তিতে ও পরিপূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে নিজের মতবাদের প্রচার করে সর্বাধিক সংখ্যক লোককে নিজের চিন্তা ও আকীদা-বিশ্বাসের অনুসারী করার চেষ্টা করা। দুই, বিরোধীদের বাতিল ও ভ্রান্ত পথের অনুসারী বিষয়টি তাকে এমনভাবে প্রমাণ করতে হবে যেন কোনো বুদ্ধি-বিবেকবান ব্যক্তির মনে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সংশয় না থাকে। তিন, গৃহহারা ও সারা দেশের মানুষের শত্রুতা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হবার কারণে অভাব-অনটন, অনাহার-অর্ধাহার এবং সার্বক্ষণিক অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতায় সে ভুগছিল। চতুর্দিক থেকে বিপদ তাকে ঘিরে নিয়েছিল এ অবস্থায় যেন সে ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে পড়ে। পূর্ণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে যেন অবস্থার মুকাবিলা করে এবং নিজের সংকল্পের মধ্যে সামান্যতম দ্বিধা সৃষ্টির সুযোগ না দেয়। চার, তার দাওয়াতকে ব্যর্থকাম করার জন্য যে কোনো দিক থেকে যে কোনো সশস্ত্র আক্রমণ আসবে, পূর্ণ সাহসিকতার সাথে তার মুকাবিলা করার জন্য তাকে প্রস্তুত হতে হবে। বিরোধী পক্ষের সংখ্যা ও তাদের শক্তির আধিক্যের পরোয়া করা চলবে না। পাঁচ, তার মধ্যে এমন সুদৃঢ় হিম্মত সৃষ্টি করতে হবে যার ফলে আরবের লোকেরা ইসলাম যে নতুন ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় তাকে আপসে গ্রহণ করতে না চাইলে বলপ্রয়োগে জাহেলিয়াতের বাতিল ব্যবস্থাকে মিটিয়ে দিতে সে একটুও ইতস্তত করবে না। এ সূরায় আল্লাহ এ পাঁচটি বিষয়ের প্রাথমিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

৪. ইসলামী দাওয়াতের এ পর্যায়ে একটি নতুন গোষ্ঠীও আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল। এটি ছিল মুনাফিক গোষ্ঠী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কায় অবস্থান কালের শেষের দিকেই মুনাফিকীর প্রাথমিক আলামতগুলো সুস্পষ্ট হতে শুরু হয়েছিল। তবুও সেখানে কেবল এমন ধরনের মুনাফিক পাওয়া যেত যারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতো এবং নিজেদের ঈমানের ঘোষণা দিতো। কিন্তু এ সত্যের খাতিরে নিজেদের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে নিজেদের পার্থিব সম্পর্কচ্ছেদ করতে এবং এ সত্য মতবাদটি গ্রহণ করার সাথে সাথেই যে সমস্ত বিপদ-আপদ, যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন-নির্যাতন নেমে আসতে থাকতো তা মাথা পেতে নিতে তারা প্রস্তুত ছিল না। মদীনায় আসার পর এ ধরনের মুনাফিকদের ছাড়াও আরো কয়েক ধরনের মুনাফিক ইসলামী দলে দেখা যেতে লাগলো। মুনাফিকদের একটি গোষ্ঠী ছিল ইসলামকে চূড়ান্তভাবে অস্বীকারকারী। তারা নিছক ফিতনা সৃষ্টি করার জন্য

মুসলমানদের দলে প্রবেশ করতো। মুনাফিকদের দ্বিতীয় গোষ্ঠীটির অবস্থা ছিল এই যে, চতুর্দিক থেকে মুসলিম কর্তৃত্ব ও প্রশাসন দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যাবার কারণে তারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একদিকে নিজেদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করতো এবং অন্যদিকে ইসলাম বিরোধীদের সাথেও সম্পর্ক রাখতো। এভাবে তারা উভয় দিকের লাভের হিস্‌সা ঝুলিতে রাখতো এবং উভয় দিকের বিপদের ঝাপ্‌টা থেকেও সংরক্ষিত থাকতো। তৃতীয় গোষ্ঠীতে এমন ধরনের মুনাফিকদের সমাবেশ ঘটেছিল যারা ছিল ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান। ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে তারা পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল না। কিন্তু যেহেতু তাদের গোত্রের বা বংশের বেশীর ভাগ লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তাই তারাও মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। মুনাফিকদের চতুর্থ গোষ্ঠীটিতে এমন সব লোকের সমাবেশ ঘটেছিল যারা ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল কিন্তু জাহেলিয়াতের আচার-আচরণ, কুসংস্কার ও বিশ্বাসগুলো ত্যাগ করতে, নৈতিক বাধ্যবাধকতার শৃঙ্খল গলায় পরে নিতে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা বহন করতে তাদের মন চাইতো না।

সূরা আল বাকারাহ নাযিলের সময় সবেমাত্র এসব বিভিন্ন ধরনের মুনাফিক গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ শুরু হয়েছিল। তাই মহান আল্লাহ এখানে তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত ইংগিত করেছেন মাত্র। পরবর্তীকালে তাদের চরিত্র ও গতি-প্রকৃতি যতই সুস্পষ্ট হতে থাকলো ততই বিস্তারিতভাবে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন মুনাফিক গোষ্ঠীর প্রকৃতি অনুযায়ী পরবর্তী সূরাগুলোয় তাদের সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

❒
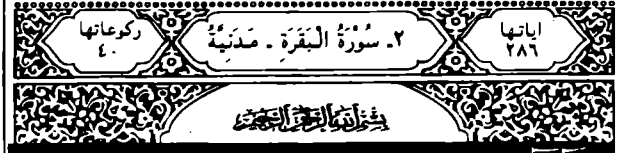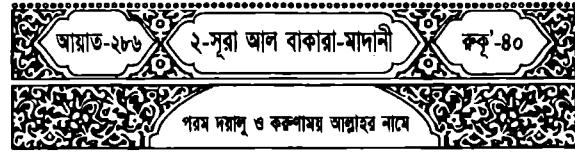
১. আলিফ লাম মীম[১]।

২. এটি আল্লাহর কিতাব, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। এটি হেদায়াত সেই 'মুত্তাকী'দের জন্য।

৩. যারা অদৃশ্যে[২] বিশ্বাস করে। নামায কায়েম করে[৩] এবং যে রিযিক তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।

৪. আর যে কিতাব তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) এবং তোমার আগে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছিল সে সবগুলোর ওপর ঈমান আনে আর আখিরাতের ওপর একীন রাখে।

৫. এ ধরনের লোকেরা তাদের রবের পক্ষ থেকে সরল সত্য পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা কল্যাণ লাভের অধিকারী।

৬. যেসব লোক (একথাগুলো মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য সমান—তোমরা তাদের সতর্ক করো বা না করো, তারা মেনে নেবে না।

৭. আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন[৪] এবং তাদের চোখের ওপর আবরণ পড়ে গেছে। তারা কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

রুকূ' ঃ ২

৮. কিছু লোক এমনও আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর ওপর ও আখেরাতের দিনের ওপর ঈমান এনেছি, অথচ আসলে তারা মুমিন নয়।

١ الٓمٓ

٢ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

٣ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

٤ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

٥ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

٦ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

٧ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ۗ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۫ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

٨ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

---

১. এরূপ "হরুফে মুকাত্তাআত্"—বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহ পবিত্র কুরআনের অনেক সূরার সূচনাতে আছে। তাফসীরকারগণ (কুরআনের ব্যাখ্যাতাগণ) এগুলোর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোনো অর্থে তাঁরা ঐকমত্য নন। এগুলোর অর্থ জানাও আবশ্যক নয়। কেননা এগুলোর অর্থ না জানার জন্য কুরআন থেকে হেদায়াত হাসিলের (পথ নির্দেশ গ্রহণের) কোনোরূপ বিঘ্ন ঘটে না।

২. "গায়েব"-'অদৃশ্য' বলতে বুঝানো হচ্ছে—সেই সমস্ত সত্যকে যা মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে গুপ্ত আছে। যা সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ও দর্শনে বা ইন্দ্রিয়ের গোচরে কখনও প্রত্যক্ষভাবে আসে না। যথা ঃ আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণ ; ফেরেশতাগণ ; আল্লাহর প্রত্যাদেশ বাণী ; জান্নাত (স্বর্গ) ; জাহান্নাম (নরক) প্রভৃতি।

৩. "নামায কায়েম" করার অর্থ শুধু যথারীতি ব্যক্তিগতভাবে নামায আদায় করা নয়। বরং এর অর্থ সমষ্টিগতভাবে যথারীতি নামাযের ব্যবস্থার প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা। যদি কোনো লোকালয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষ যথারীতি নামায আদায় করে ; কিন্তু যদি সেখানে সমষ্টিগতভাবে অর্থাৎ জামাআতের সাথে এ ফরয আদায়ের—এ অবশ্য পাল্য কর্তব্য পালনের ব্যবস্থা না থাকে, তবে সেখানে নামায কায়েম করা হচ্ছে বলা যায় না।

৪. এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তাআলা মোহর মেরে দিয়েছিলেন সেজন্য তারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। বরং এর অর্থ হচ্ছে—তারা যেহেতু উপরে বর্ণিত বুনিয়াদী বিষয়গুলো অস্বীকার করেছিল এবং নিজেদের জন্য কুরআন প্রদর্শিত পথ ভিন্ন অন্যবিধ পথ পসন্দ করেছিল, সেজন্য আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তঃকরণ ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে মোহর মেরে দিয়েছিলেন।

٩ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

৯. তারা আল্লাহর সাথে ও যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে ধোঁকাবাজি করছে। কিন্তু আসলে তারা নিজেদেরকেই প্রতারণা করছে, তবে তারা এ ব্যাপারে সচেতন নয়।

١٠ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝

১০. তাদের হৃদয়ের আছে একটি রোগ, আল্লাহ সে রোগ আরো বেশী বাড়িয়ে দিয়েছেন,[৫] আর যে মিথ্যা তারা বলে তার বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

١١ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ۝

১১. যখনই তাদের বলা হয়েছে, যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তারা এ কথাই বলেছে, আমরা তো সংশোধনকারী।

١٢ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۝

১২. সাবধান! এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, তবে তারা এ ব্যাপারে সচেতন নয়।

١٣ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۗ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

১৩. আর যখন তাদের বলা হয়েছে, অন্য লোকেরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো। তখন তারা এ জবাবই দিয়েছে—আমরা কি ঈমান আনবো নির্বোধদের মতো ? সাবধান! আসলে এরাই নির্বোধ, কিন্তু এরা জানে না।

١٤ وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚۖ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ۝

১৪. যখন এরা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, বলে ঃ "আমরা ঈমান এনেছি," আবার যখন নিরিবিলিতে নিজেদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলেঃ "আমরাতো আসলে তোমাদের সাথেই আছি আর ওদের সাথে তো নিছক তামাশা করছি।"

١٥ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

১৫. আল্লাহ এদের সাথে তামাশা করছেন, এদের রশি দীর্ঘায়িত বা ঢিল দিয়ে যাচ্ছেন এবং এরা নিজেদের আল্লাহদ্রোহিতার মধ্যে অন্ধের মতো পথ হাতড়ে মরছে।

١٦ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۠ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝

১৬. এরাই হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী কিনে নিয়েছে, কিন্তু এ সওদাটি তাদের জন্য লাভজনক নয় এবং এরা মোটেই সঠিক পথে অবস্থান করছে না।

١٧ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ۝

১৭. এদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো এবং যখনই সেই আগুন চারপাশ আলোকিত করলো তখন আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদের ছেড়ে দিলেন এমন অবস্থায় যখন অন্ধকারের মধ্যে তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না।[৬]

৫. "ব্যাধি"র অর্থ কপটতার ব্যাধি। এবং "আল্লাহ তাআলা এ ব্যাধি বৃদ্ধি করে দেন"——একথার অর্থ হচ্ছে ঃ কপট ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তৎক্ষণাৎ শাস্তি দান করেন না, তাকে ঢিল দিতে থাকেন, আর কপট ব্যক্তি অধিকতর কপট হতে থাকে।

৬. একথার তাৎপর্য হচ্ছে ঃ একজন আল্লাহর বান্দাহ যখন আলোক বিস্তার করলো এবং সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করে সম্পূর্ণ স্পষ্ট-প্রকট করে দিল, তখন দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের কাছে সত্য তত্ত্বসমূহ স্পষ্ট আলোকিত হলো ; কিন্তু এই সকল মুনাফিক যারা প্রবৃত্তি পূজায় অন্ধ হয়েছিল তারা সেই আলোকে কিছু দেখতে পেলো না।

(١٨) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝

১৮. তারা কালা, বোবা, অন্ধ। তারা আর ফিরে আসবে না।

(١٩) اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۝

১৯. অথবা এদের দৃষ্টান্ত এমন যে, আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। তার সাথে আছে অন্ধকার মেঘমালা, বজ্রের গর্জন ও বিদ্যুৎ চমক। বজ্রপাতের আওয়াজ শুনে নিজেদের প্রাণের ভয়ে এরা কানে আঙুল ঢুকিয়ে দেয়। আল্লাহ এ সত্য অস্বীকারকারীদেরকে সবদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছেন।

(٢٠) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

২০. বিদুৎ চমকে তাদের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যেন বিদুৎ শীগ্‌গির তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেবে। যখন সামান্য একটু আলো তারা অনুভব করে তখন তার মধ্যে তারা কিছুদূর চলে এবং যখন তাদের ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায় তারা দাঁড়িয়ে পড়ে।[৭] আল্লাহ চাইলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি একেবারেই কেড়ে নিতে পারতেন। নিসন্দেহে তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।

রুকূ’ ঃ ৩

(٢١) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

২১. হে মানব জাতি! ইবাদত করো তোমাদের রবের, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের সবার সৃষ্টিকর্তা, এভাবেই তোমরা নিষ্কৃতি লাভের আশা[৮] করতে পারো।

(٢٢) الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۪ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

২২. তিনিই তোমাদের জন্য মাটির শয্যা বিছিয়েছেন, আকাশের ছাদ তৈরী করেছেন, ওপর থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে সবরকমের ফসলাদি উৎপন্ন করে তোমাদের আহার যুগিয়েছেন। কাজেই একথা জানার পর তোমরা অন্যদেরকে আল্লাহর প্রতিপক্ষে[৯] পরিণত করো না।

(٢٣) وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۪ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

২৩. আর যে কিতাবটি আমি আমার বান্দার ওপর নাযিল করেছি সেটি আমার কিনা– এ ব্যাপারে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করে থাকো তাহলে তার মতো একটি সূরা তৈরী করে আনো এবং নিজেদের সমস্ত সমর্থক গোষ্ঠীকে ডেকে আনো– এক আল্লাহকে ছাড়া আর যার যার চাও তার সাহায্য নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে এ কাজটি করে দেখাও।

৭. প্রথম উপমা হচ্ছে সেই সকল মুনাফিকদের যারা আন্তরিকভাবে ছিল সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী, অস্বীকারকারী ; কিন্তু কোনো স্বার্থ ও সুবিধার খাতিরে মুসলমান বনেছিল। আর এ দ্বিতীয় উপমা হচ্ছে তাদের——যারা সন্দেহ, দ্বিধা ও ঈমানী দুর্বলতার বশবর্তী ছিল। তারা সত্যকে কিছুটা স্বীকার করতো, কিন্তু তারা সত্যের এতটা ভক্ত ছিল না যে, তার জন্য তারা দুঃখ-কষ্ট এবং বিপদ-আপদও বরদাস্ত করে নেবে।

৮. অর্থাৎ পৃথিবীতে ভুল চিন্তা, ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও ভুল কাজ থেকে এবং পরকালে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার আশা।

৯. অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বি গণ্য করার অর্থ হচ্ছে–বন্দেগী ও ইবাদাতের——দাসত্ব ও উপাসনা-আনুগত্যের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে কোনোটি আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারোর উদ্দেশ্যে পালন করা।

﴿٢٤﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝

২৪. কিন্তু যদি তোমরা এমনটি না করো আর নিঃসন্দেহে কখনই তোমরা এটা করতে পারবে না, তাহলে ভয় করো সেই আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর,[১০] যা তৈরী-রাখা হয়েছে সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য।

﴿٢٥﴾ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

২৫. আর হে নবী, যারা এ কিতাবের ওপর ঈমান আনবে এবং (এর বিধান অনুযায়ী) নিজেদের কার্যধারা সংশোধন করে নেবে তাদেরকে এ মর্মে সুখবর দাও যে, তাদের জন্য এমন সব বাগান আছে যার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা। সেই বাগানের ফল দেখতে দুনিয়ার ফলের মতই হবে। যখন কোনো ফল তাদের দেয়া হবে খাবার জন্য, তারা বলে উঠবে ঃ এ ধরনের ফলই ইতিপূর্বে দুনিয়ায় আমাদের দেয়া হতো। তাদের জন্য সেখানে থাকবে পাক-পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে থাকবে চিরকাল।

﴿٢٦﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝

২৬. অবশ্য আল্লাহ লজ্জা করেন না[১১] মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ কোনো জিনিসের দৃষ্টান্ত দিতে। যারা সত্য গ্রহণকারী তারা এ দৃষ্টান্ত-উপমাগুলো দেখে জানতে পারে এগুলো সত্য, এগুলো এসেছে তাদের রবেরই পক্ষ থেকে, আর যারা (সত্যকে) গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, তারা এগুলোশুনে বলতে থাকে, এ ধরনের দৃষ্টান্ত-উপমার সাথে আল্লাহর কী সম্পর্ক ? এভাবে আল্লাহ একই কথার সাহায্যে অনেককে গোমরাহীতে লিপ্ত করেন, আবার অনেককে দেখান সরল-সোজা পথ। আর তিনি গোমরাহীর মধ্যে তাদেরকেই নিক্ষেপ করেন যারা ফাসেক,[১২]

﴿٢٧﴾ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

২৭. যারা আল্লাহর সাথে মজবুতভাবে অংগীকার করার পর আবার তা ভেঙ্গে ফেলে,[১৩] আল্লাহ যাকে জোড়ার হুকুম দিয়েছেন তাকে কেটে ফেলে[১৪] এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে চলে। আসলে এরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

১০. অর্থাৎ সেখানে মাত্র তুমিই জাহান্নামের জ্বালানি (নরকের ইন্ধন) হবে না বরং সেখানে তোমার সাথে তোমার সেই উপাস্য মূর্তিগুলোও জাহান্নামের ইন্ধন হবে যাদেরকে তুমি উপাসনা ও প্রণিপাত করতে।

১১. এখানে একটি অভিযোগের উল্লেখ না করে তার জবাব দেয়া হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিপাদ্য বিষয় সুস্পষ্টরূপে বুঝাবার জন্য মাকড়শা, মশা, মাছি ইত্যাদির যে উপমা দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি ছিল——এ কি ধরনের আল্লাহর কালাম (বাণী) যার মধ্যে এরূপ তুচ্ছ বস্তুসমূহের দৃষ্টান্ত দান করা হয়েছে ?

১২. "ফাসেক"-এর অর্থ আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী, তাঁর আনুগত্যের সীমালংঘনকারী।

১৩. রাজা বা সম্রাট তাঁর কর্মচারী ও প্রজাগণের প্রতি যে আদেশ বা নির্দেশ দান করেন তাকে আরবী ভাষায় আহদুন (عهد) বলা হয়। আল্লাহর "আহদ" অর্থ ঃ তাঁর সেই স্থায়ী ফরমান যাতে সমগ্র মানবজাতিকে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য-উপাসনা, বন্দেগী-আরাধনা করার নির্দেশ দান করা হয়েছে।

১৪. অর্থাৎ যে সমস্ত সম্বন্ধ-সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করা ও যা মযবুত করার উপর মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণ নির্ভরশীল ও যা সুষ্ঠু-সঠিক রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়েছেন এ সকল ফাসেক লোক সেই সম্বন্ধ-সম্পর্কগুলো ছেদন করে।

﴿٢٨﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

২৮. তোমরা আল্লাহর সাথে কেমন করে কুফরীর আচরণ করতে পারো! অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। অতপর তিনি তোমাদের প্রাণ হরণ করবেন এবং অতপর তিনি তোমাদের জীবন দান করবেন। তারপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

﴿٢٩﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

২৯. তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের জন্য সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করলেন। তারপর ওপরের দিকে লক্ষ্য করলেন এবং সাত আকাশ[১৫] বিন্যস্ত করলেন। তিনি সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।

রুকূ' ঃ ৪

﴿٣٠﴾ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

৩০. আবার সেই সময়ের কথা একটু স্মরণ করো যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন, "আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা[১৬]—প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে চাই।" তারা বললো, "আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে নিযুক্ত করতে চান যে, সেখানকার ব্যবস্থাপনাকে বিপর্যস্ত করবে এবং রক্তপাত করবে ? আপনার প্রশংসা ও স্তুতি সহকারে তাসবীহ পাঠ এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা তো আমরা করেই যাচ্ছি।" আল্লাহ বললেন, "আমি জানি যা তোমরা জানো না।"

﴿٣١﴾ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُونِي بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ○

৩১. অতপর আল্লাহ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শেখালেন। তারপর সেগুলো পেশ করলেন ফেরেশতাদের সামনে এবং বললেন, "যদি তোমাদের ধারণা সঠিক হয় (অর্থাৎ কোনো প্রতিনিধি নিযুক্ত করলে ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হবে) তাহলে, একটু বলতো দেখি এ জিনিস গুলোর নাম ?"

﴿٣٢﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ○

৩২. তারা বললো ঃ "ত্রুটিমুক্ত তো একমাত্র আপনারই সত্তা, আমরা তো মাত্র ততটুকু জ্ঞান রাখি যতটুকু আপনি আমাদের দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আপনি ছাড়া আর এমন কোনো সত্তা নেই যিনি সবকিছু জানেন ও সবকিছু বুঝেন।"

﴿٣٣﴾ قَالَ يٰاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ ۚ فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّي اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ○

৩৩. তখন আল্লাহ আদমকে বললেন, "তুমি ওদেরকে এই জিনিসগুলোর নাম বলে দাও।" যখন সে তাদেরকে সে সবের নাম জানিয়ে দিল তখন আল্লাহ বললেন ঃ "আমি না তোমাদের বলেছিলাম, আমি আকাশ ও পৃথিবীর এমন সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব জানি যা তোমাদের অগোচরে রয়ে গেছে ? যা কিছু তোমরা প্রকাশ করে থাকো তা আমি জানি এবং যা কিছু তোমরা গোপন করো তাও আমি জানি।"

১৫. "স্যাত আসমান"-এর প্রকৃত স্বরূপ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা দুরূহ। প্রত্যেক যুগে মানুষ "আসমান" অন্য কথায় উর্ধলোক সম্পর্কে নিজেদের পর্যবেক্ষণ ও অনুমান অনুযায়ী বিভিন্ন ধারণা-কল্পনা পোষণ করে আসছে ; আর বরাবর তা পরিবর্তিত হয়ে আসছে। মোটকথা, এতটুকু বুঝে নেয়া দরকার, পৃথিবী উর্ধে বিশ্বের যে অংশ আছে আল্লাহ তাকে সাতটি দৃঢ় স্তরে বিভক্ত করে রেখেছেন, অথবা এ বিশ্ব-জগতের যে অংশ ভূমণ্ডল অবস্থিত তা সাতটি স্তর বিশিষ্ট।

১৬. 'খলিফা' তাকে বলে-যে কারোর মালিকত্বের অধীনে প্রতিনিধি হিসাবে মালিকের প্রদত্ত ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করে।

৩৪. তারপর যখন ফেরেশতাদের হুকুম দিলাম, আদমের সামনে নত হও, তখন সবাই অবনত হলো, কিন্তু ইবলিস অস্বীকার করলো। সে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মেতে উঠলো এবং নাফরমানদের অন্তরভুক্ত হলো।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

৩৫. তখন আমরা আদমকে বললাম, "তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়েই জান্নাতে থাকো এবং এখানে স্বাচ্ছন্দের সাথে ইচ্ছেমতো খেতে থাকো, তবে এই গাছটির কাছে যেয়ো না। অন্যথায় তোমরা দু'জন যালেমদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।"

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৩৬. শেষ পর্যন্ত শয়তান তাদেরকে সেই গাছটির লোভ দেখিয়ে আমার হুকুমের আনুগত্য থেকে সরিয়ে দিল এবং যে অবস্থার মধ্যে তারা ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে ছাড়লো। আমি আদেশ করলাম, "এখন তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করতে ও জীবন অতিবাহিত করতে হবে।"

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○

৩৭. তখন আদম তার রবের কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য শিখে নিয়ে তওবা করলো। তার রব তার এই তওবা কবুল করে নিলেন। কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

৩৮. আমরা বললাম, "তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। এরপর যখন আমার পক্ষ থেকে কোনো হেদায়াত তোমাদের কাছে পৌঁছুবে তখন যারা আমার সেই হেদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের জন্য থাকবে না কোনো ভয় দুঃখ বেদনা।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৩৯. আর যারা একে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে তারা হবে আগুনের মধ্যে প্রবেশকারী। এখানে তারা থাকবে চিরকাল।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

রুকূ' ঃ ৫

৪০. হে বনী ইসরাঈল![17] আমার সেই নিয়ামতের কথা মনে করো, যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম, আমার সাথে তোমাদের যে অংগীকার ছিল, তা পূর্ণ করো, তাহলে তোমাদের সাথে আমার যে অংগীকার ছিল, তা আমি পূর্ণ করবো এবং তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করো।

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ ○

১৭. পবিত্র মদিনা ও তার নিকটবর্তী এলাকায় বিপুল সংখ্যায় ইহুদীদের বসবাস থাকায়, এখান থেকে কয়েক রুকূ পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্যে তাবলীগ (ধর্মোপদেশ দান) করা হয়েছে।

(٤١) وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۡ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ○

৪১. আর আমি যে কিতাব পাঠিয়েছি তার ওপর ঈমান আনো। তোমাদের কাছে আগে থেকেই যে কিতাব ছিল এটি তার সত্যতা সমর্থনকারী। কাজেই সবার আগে তোমরাই এর অস্বীকারকারী হয়ো না। সামান্য দামে[18] আমার আয়াত বিক্রি করো না। আমার গযব থেকে আত্মরক্ষা করো।

(٤٢) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৪২. মিথ্যার রঙে রাঙিয়ে সত্যকে সন্দেহযুক্ত করো না এবং জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করো না।

(٤٣) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○

৪৩. নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং যারা আমার সামনে অবনত হচ্ছে তাদের সাথে তোমরাও অবনত হও।

(٤٤) اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৪৪. তোমরা অন্যদের সৎকর্মশীলতার পথ অবলম্বন করতে বলো কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাকো। তোমরা কি জ্ঞান বুদ্ধি একটুও কাজে লাগাও না ?

(٤٥) وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ○

৪৫. সবর ও নামায সহকারে সাহায্য নাও। নিসন্দেহে নামায বড়ই কঠিন কাজ, কিন্তু সেসব অনুগত বান্দাদের জন্য কঠিন নয় যারা মনে করে,

(٤٦) الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ○

৪৬. সব শেষে তাদের মিলতে হবে তাদের রবের সাথে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

রুকূ' ঃ ৬

(٤٧) يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

৪৭. হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম এবং একথাটিও যে, আমি দুনিয়ার সমস্ত জাতিদের ওপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।[19]

(٤٨) وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

৪৮. আর ভয় করো সেই দিনকে যেদিন কেউ কারো সামান্যতমও কাজে লাগবে না, কারো পক্ষ থেকে সুপারিশ গৃহীত হবে না, বিনিময় নিয়ে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না এবং অপরাধীরা কোথাও থেকে সাহায্য লাভ করতে পারবে না।

(٤٩) وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

৪৯. স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমরা ফেরাউনী দলের[20] দাসত্ব থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম। তারা তোমাদের কঠিন যন্ত্রণায় নিমজ্জিত করে রেখেছিল, তোমাদের পুত্র সন্তানদের যবেহ করতো এবং তোমাদের কন্যা সন্তানদের জীবিত রেখে দিতো। মূলত এ অবস্থায় তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য বড় কঠিন পরীক্ষা ছিল।

১৮. 'সামান্য মূল্য'-এর অর্থ ঃ পার্থিব স্বার্থের জন্য তারা আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ উপদেশকে খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান করছিল। সত্যকে বিক্রয় করার বিনিময়ে মানুষ পৃথিবীপূর্ণ ধন-সম্পদ লাভ করলেও তা যৎ সামান্য মূল্য বটে, কেননা সত্য নিশ্চিতরূপে তার থেকে অধিকতর মূল্যবান বস্তু।

৫০. স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমরা সাগর চিরে তোমাদের জন্য পথ করে দিয়েছিলাম, তারপর তার মধ্য দিয়ে তোমাদের নির্বিঘ্নে পার করে দিয়েছিলাম, আবার সেখানে তোমাদের চোখের সামনেই ফেরাউনী দলকে সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنٰكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

৫১. স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমরা মূসাকে চল্লিশ দিন-রাত্রির জন্য ডেকে নিয়েছিলাম,[২১] তখন তার অনুপস্থিতিতে তোমরা বাছুরকে নিজেদের উপাস্যে পরিণত করেছিলে। সে সময় তোমরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিলে।

وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَأَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

৫২. কিন্তু এর পরও আমরা তোমাদের মাফ করে দিয়েছিলাম এজন্য যে, হয়তো এবার তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৫৩. স্মরণ করো (ঠিক যখন তোমরা এ যুলুম করেছিলে সে সময়) আমরা মূসাকে কিতাব ও ফুরকান[২২] দিয়েছিলাম, যাতে তার মাধ্যমে তোমরা সোজা পথ পেতে পারো।

وَإِذْ آتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

৫৪. স্মরণ করো যখন মূসা (এ নিয়ামত নিয়ে ফিরে এসে) নিজের জাতিকে বললো, "হে লোকেরা! তোমরা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিজেদের ওপর বড়ই যুলুম করছো, কাজেই তোমরা নিজেদের স্রষ্টার কাছে তওবা করো এবং নিজেদেরকে হত্যা করো,[২৩] এরি মধ্যে তোমাদের স্রষ্টার কাছে তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সে সময় তোমাদের স্রষ্টা তোমাদের তওবা কবুল করে নিয়েছিলেন, কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

وَإِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْا إِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

৫৫. স্মরণ করো, যখন তোমরা মূসাকে বলেছিলে, "আমরা কখনো তোমার কথায় বিশ্বাস করবো না, যতক্ষণ না আমরা স্বচক্ষে আল্লাহকে তোমার সাথে প্রকাশ্যে (কথা বলতে) দেখবো।" সে সময় তোমাদের চোখের সামনে তোমাদের ওপর একটি ভয়াবহ বজ্রপাত হলো, তোমরা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে গেলে।

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

৫৬. কিন্তু আবার আমরা তোমাদের বাঁচিয়ে জীবিত করলাম, হয়তো এ অনুগ্রহের পর তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

১৯. এর অর্থ এই নয় যে, চিরকালের জন্য দুনিয়ার সকল জাতির উপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল। বরং এর তাৎপর্য হচ্ছে ঃ এক সময় দুনিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে তোমরাই সেই একক জাতি ছিলে যাদের কাছে আল্লাহ প্রদত্ত সত্যের শিক্ষা বর্তমান ছিল এবং যাদেরকে জগতের জাতিসমূহের নেতা ও পথপ্রদর্শক বানানো হয়েছিল যেন বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর আনুগত্য ও উপাসনার পথে সকল জাতিকে আহ্বান জানাও ও চালাও।

২০. 'আলে ফেরাউন'-এর অনুবাদ করা হয়েছে ঃ ফেরাউনী দল। এর দ্বারা ফেরাউনের বংশ ও মিশরের শাসক শ্রেণী উভয়কে বুঝানো হয়েছে।

২১. অর্থাৎ মিশর থেকে মুক্তি পেয়ে যখন বনী ইসরাঈলগণ সিনাই উপদ্বীপে উপস্থিত হলো, তখন আল্লাহ তাআলা এ সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত স্বাধীন জাতির উদ্দেশ্যে শরিয়তী বিধান ও বাস্তব জীবনে অনুসরণীয় হেদায়াত দানের জন্য হযরত মূসা আ.-কে চল্লিশ দিন-রাতের জন্য তূর পর্বতে আহ্বান করেন।

২২. 'ফুরকান' অর্থ যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট হয়। দীনের সেই বুঝ ও জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।

২৩. অর্থাৎ নিজেদের সেই লোকদেরকে হত্যা কর যারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তার উপাসনা করেছিল।

٥٧ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○

৫৭. আমরা তোমাদের ওপর মেঘমালার ছায়া দান করলাম, তোমাদের জন্য সরবরাহ করলাম মান্না ও সালওয়ার খাদ্য এবং তোমাদের বললাম, যে পবিত্র দ্রব্য-সামগ্রী আমরা তোমাদের দিয়েছি তা থেকে খাও। কিন্তু তোমাদের পূর্বপুরুষরা যা কিছু করেছে তা আমাদের ওপর যুলুম ছিল না বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

٥٨ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ○

৫৮. আরো স্মরণ করো যখন আমরা বলেছিলাম, "তোমাদের সামনের এই জনপদে প্রবেশ করো এবং সেখানকার উৎপন্ন দ্রব্যাদি যেমন ইচ্ছা খাও মজা করে। কিন্তু জনপদের দুয়ারে সিজদানত হয়ে প্রবেশ করবে 'হিত্তাতুন' 'হিত্তাতুন'[২৪] বলতে বলতে। আমরা তোমাদের ত্রুটিগুলো মাফ করে দেবো এবং সৎ-কর্মশীলদের প্রতি অত্যধিক, অনুগ্রহ করবো।"

٥٩ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○

৫৯. কিন্তু যে কথা বলা হয়েছিল যালেমরা তাকে বদলে অন্য কিছু করে ফেললো। শেষ পর্যন্ত যুলুমকারীদের ওপর আমরা আকাশ থেকে আযাব নাযিল করলাম। এ ছিল তারা যে নাফরমানি করছিল তার শাস্তি।

রুকূ' ঃ ৭

٦٠ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○

৬০. স্মরণ করো, যখন মূসা তার জাতির জন্য পানির দোয়া করলো, তখন আমরা বললাম, অমুক পাথরের ওপর তোমার লাঠিটি মারো। এর ফলে সেখান থেকে বারোটি ঝর্ণাধারা উৎসারিত হলো। প্রত্যেক গোত্র তার পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিল।[২৫] (সে সময় এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে,) আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক খাও, পান করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

٦١ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ○

৬১. স্মরণ করো, যখন তোমরা বলেছিলে, "হে মূসা ! আমরা একই ধরনের খাবারের ওপর সবর করতে পারি না, তোমার রবের কাছে দোয়া করো যেন তিনি আমাদের জন্য শাক-সব্জি, গম, রসুন, পেঁয়াজ, ডাল ইত্যাদি কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন করেন।" তখন মূসা বলেছিল, "তোমরা কি একটি উৎকৃষ্ট জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস নিতে চাও ? তাহলে তোমরা কোনো নগরে গিয়ে বসবাস করো, তোমরা যা কিছু চাও সেখানে পেয়ে যাবে।" অবশেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো যার ফলে লাঞ্ছনা, অধপতন, দুরবস্থা ও অনটন তাদের ওপর চেপে বসলো এবং আল্লাহর গযব তাদেরকে ঘিরে ফেললো। এ ছিল তাদের আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী করার এবং পয়গম্বরদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার ফল। এটি ছিল তাদের নাফরমানির এবং শরীয়তের সীমালংঘনের ফল।

রুকূ’ ঃ ৮

৬২. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, যারা শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনে কিংবা ইহুদি, খৃষ্টান বা সাবি তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তার প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের জন্য কোনো ভয় ও মর্মবেদনার অবকাশ নেই।[২৬]

৬৩. স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমরা ‘তূর’কে তোমাদের ওপর উঠিয়ে তোমাদের থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ “যে কিতাব আমরা তোমাদেরকে দিচ্ছি তাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তার মধ্যে যে সমস্ত নির্দেশ ও বিধান রয়েছে সেগুলো স্মরণ রেখো। এভাবেই আশা করা যেতে পারে যে, তোমরা তাকওয়ার পথে চলতে পারবে।

৬৪. কিন্তু এরপর তোমরা নিজেদের অংগীকার ভংগ করলে। তবুও আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত তোমাদের সংগ ছাড়েনি, নয়তো তোমরা কবেই ধ্বংস হয়ে যেতে।

৬৫. নিজেদের জাতির সেইসব লোকের ঘটনা তো তোমাদের জানাই আছে যারা শনিবারের বিধান[২৭] ভেঙেছিল। আমরা তাদের বলে দিলাম ঃ বানর হয়ে যাও এবং এমনভাবে অবস্থান করো যাতে তোমাদের সবদিক থেকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সইতে হয়।

৬৬. এভাবে আমরা তাদের পরিণতিকে সমকালীন লোকদের এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য শিক্ষণীয় এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য মহান উপদেশে পরিণত করেছি।

(٦٢) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

(٦٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

(٦٤) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

(٦٥) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ○

(٦٦) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ○

২৪. ‘হিত্তাতুন’-এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে ঃ (১) আল্লাহর কাছে স্বীয় দোষ-ত্রুটির জন্য মার্জনা ভিক্ষা করতে করতে যাওয়া। (২) লুঠ-মার ও পাইকারী হত্যার পরিবর্তে জনপদের অধিবাসীদের অপরাধ ক্ষমা ও সাধারণ মার্জনার কথা ঘোষণা করতে করতে যাওয়া।

২৫. বনী ইসরাঈল বারোটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। আল্লাহ প্রত্যেক গোত্রের জন্য স্বতন্ত্রভাবে এক একটি ঝরণাধারা প্রবাহিত করেন—যেন তাদের মধ্যে পানি নিয়ে কোনো ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি না হয়।

২৬. পূর্বাপর বাক্য-ধারা লক্ষ্য রাখলে একথা স্বতঃই সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, এখানে ঈমান ও সৎকাজসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দান করার উদ্দেশ্য নয় যে কোন্ কোন্ সত্য স্বীকার করলে ও কোন্ কোন্ কাজ সম্পাদন করলে মানুষ আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হবে। এখানে ইহুদীদের একটি বাতিল ধারণার খণ্ডন করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। তারা মনে করতো যে, ইহুদী সম্প্রদায়ই পরকালে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র অধিকারী। তারা এ ভুল ধারণার বশবর্তী ছিল যে, ইহুদীদের সাথে আল্লাহর বিশেষ সম্পর্ক আছে যা অপর কারোর সাথে নেই। কাজেই তাদের দলের সাথে যাদের এদিক দিয়ে সম্পর্ক আছে, আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র ও কাজের দিক দিয়ে তারা যে রূপই হোক না কেন সর্বাবস্থায়ই তারা নিশ্চিতরূপে মুক্তি লাভ করবে। আর অপরাপর লোকগণ যাদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, যারা তাদের দলের বাইরে তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবার জন্যই জন্মলাভ করেছে। এ ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য এখানে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের দল-বিভাগের কোনোই স্থান নেই। তাঁর কাছে মূল্য ও মর্যাদা একমাত্র ঈমান ও সৎকাজের। যে মানুষ এ সম্পদ নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, সে তার আল্লাহর কাছে পূর্ণ পুরস্কার লাভ করবে। আল্লাহর কাছে মানুষের গুণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেখানে মানুষের আদমশুমারীর তালিকা ও খাতা বই-এর কোনো মূল্য নেই।

২৭. ‘সাবত’-এর অর্থ ঃ শনিবার। বনী ইসরাঈলের জন্য এ বিধান নির্দেশ করা হয়েছিল যে ঃ তারা সপ্তাহের একদিন শনিবারকে বিশ্রাম গ্রহণ ও ইবাদাতের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে রাখবে, ঐদিন তারা কোনো বৈষয়িক কাজ-কারবার এমনকি খাদ্য রান্নার কাজও,-নিজেরা করবে না বা তাদের সেবক বা চাকরদের দ্বারাও করাবে না।

৬৭. এরপর স্মরণ করো সেই ঘটনার কথা যখন মূসা তার জাতিকে বললো, আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী যবেহ করার হুকুম দিচ্ছেন। তারা বললো, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছো ? মূসা বললো, নিরেট মূর্খদের মতো কথা বলা থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ○

৬৮. তারা বললো, আচ্ছা তাহলে তোমাদের রবের কাছে আবেদন করো তিনি যেন সেই গাভীর কিছু বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জানিয়ে দেন। মূসা জবাব দিল আল্লাহ বলছেন, সেটি অবশ্যি এমন একটি গাভী হতে হবে যে বৃদ্ধা নয়, একেবারে ছোট্ট বাছুরটিও নয় বরং হবে মাঝারি বয়সের। কাজেই যেমনটি হুকুম দেয়া হয় ঠিক তেমনিটিই করো।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ○

৬৯. আবার তারা বলতে লাগলো, তোমার রবের কাছে আরো জিজ্ঞেস করো, তার রংটি কেমন ? মূসা জবাব দিল, তিনি বলছেন, গাভীটি অবশ্যই হলুদ রংয়ের হতে হবে, তার রং এতই উজ্জ্বল হবে যাতে তা দেখে মানুষের মন ভরে যাবে।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ○

৭০. আবার তারা বললো, তোমার রবের কাছ থেকে এবার পরিষ্কারভাবে জেনে নাও, তিনি কেমন ধরনের গাভী চান ? গাভীটি নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমরা সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছি। আল্লাহ চাইলে আমরা অবশ্যই এটি বের করে ফেলবো।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ○

৭১. মূসা জবাব দিল আল্লাহ বলছেন, সেটি এমন একটি গাভী যাকে কোনো কাজে নিযুক্ত করা হয় না, জমি চাষ বা ক্ষেতে পানি সেচ কোনটিই করে না, সুস্থ-সবল ও নিখুঁত। এ কথায় তারা বলে উঠলো, হ্যাঁ, এবার তুমি ঠিক সন্ধান দিয়েছো। অতঃপর তারা তাকে যবেহ করলো, অন্যথায় তারা এমনটি করতো বলে মনে হচ্ছিল না।[২৮]

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ○

রুকূ' ঃ ৯

৭২. আর স্মরণ করো সেই ঘটনার কথা যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একজন আর একজনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনছিলে। আর আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছিলেন তোমরা যা কিছু গোপন করছো তা তিনি প্রকাশ করে দেবেন।

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ○

২৮. মিশরবাসী ও প্রতিবেশী জাতিসমূহের কাছ থেকে গাভীর মাহাত্ম-মহিমা ও পবিত্রতার ধারণা ও সংস্কার এবং গো-পূজার রোগ বনী ইসরাঈলের মধ্যে গভীরভাবে সংক্রমিত হয়েছিল। সে কারণে তারা মিশর থেকে বহির্গত হবার অব্যবহিত পরেই গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল। এজন্যই তাদেরকে গাভী যবেহ করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। তারা এ নির্দেশ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ও এ সম্পর্কে নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে শুরু করে। কিন্তু তারা যতই এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য প্রশ্ন করে ততই তারা সেই প্রশ্নসমূহের বেড়াজালে অধিকতর আটকে যেতে থাকে ; এমনকি সে যমানায় তারা যে বিশেষ ধরনের গাভী নিজেদের পূজার জন্য নির্দিষ্ট করতো, শেষ পর্যন্ত সেই বিশেষ ধরনের স্বর্ণ বর্ণের গাভী যবেহ করার হুকুম দেয়া হয়। এ যেন অঙ্গুলি দ্বারা নির্দেশ করে দেখিয়ে দেয়া হলো যে ঃ তারা তাদের উপাস্য নির্দিষ্ট ধরনের গাভীকেই যবেহ করুক।

﴿٧٣﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

৭৩. সে সময় আমরা হুকুম দিলাম, নিহতের লাশকে তার একটি অংশ দিয়ে আঘাত করো। দেখো এভাবে আল্লাহ মৃতদের জীবন দান করেন এবং তোমাদেরকে নিজের নিশানী দেখান, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।

﴿٧٤﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

৭৪. কিন্তু এ ধরনের নিশানী দেখার পরও তোমাদের দিল কঠিন হয়ে গেছে, পাথরের মত কঠিন বরং তার চেয়েও কঠিন। কারণ এমন অনেক পাথর আছে যার মধ্য দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয় আবার অনেক পাথর ফেটে গেলে তার মধ্য থেকে পানি বের হয়ে আসে, আবার কোনো কোনো পাথর আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পড়েও যায়। আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বেখবর নন।

﴿٧٥﴾ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

৭৫. হে মুসলমানরা! তোমরা কি তাদের থেকে আশা করো তারা তোমাদের দাওয়াতের ওপর ঈমান আনবে ?[২৯] অথচ তাদের একটি দলের চিরাচরিত রীতি এই চলে আসছে যে, আল্লাহর কালাম শুনার পর খুব ভালো করে জেনে বুঝে সজ্ঞানে তার মধ্যে 'তাহরীফ' বা বিকৃতি সাধন করেছে।

﴿٧٦﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

৭৬. (মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর ওপর) যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে সাক্ষাত হলে বলে, আমরাও তাঁকে মানি। আবার যখন পরস্পরের সাথে নিরিবিলিতে কথা হয় তখন বলে, তোমরা কি বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেলে ? এদেরকে তোমরা এমন সব কথা বলে দিচ্ছো যা আল্লাহ তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে, ফলে এরা তোমাদের রবের কাছে তোমাদের মোকাবিলায় তোমাদের এ কথাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে ?

﴿٧٧﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ○

৭৭. এরা কি জানেনা, যা কিছু এরা গোপন করছে এবং যা কিছু প্রকাশ করছে সমস্তই আল্লাহ জানেন ?

﴿٧٨﴾ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ○

৭৮. এদের মধ্যে দ্বিতীয় একটি দল হচ্ছে নিরক্ষরদের। তাদের কিতাবের জ্ঞান নেই, নিজেদের ভিত্তিহীন আশা-আকাংখাগুলো নিয়ে বসে আছে এবং নিছক অনুমান ও ধারণার ওপর নির্ভর করে চলছে।

২৯. মদিনার যে সমস্ত নও-মুসলিম সবেমাত্র আরবী নবী স.-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল—ঈমান এনেছিল তাদের উদ্দেশ্যে এ সম্ভাষণ। নবুয়ত, কিতাব, ফেরেশতা, পরকাল, শরীয়ত প্রভৃতির যেসব কথা তারা পূর্বে শুনেছিল, সেসব তারা তাদের প্রতিবেশী ইহুদীদেরই কাছ থেকে শুনেছিল। এখন তারা স্বভাবতই এ আশা পোষণ করছিল যে—পূর্ব থেকেই যেসব লোক নবী ও আসমানী কিতাব মান্য করে আসছে এবং যাদের দেয়া সংবাদের সাহায্যে তারা ঈমানের নিয়ামত লাভ করে ধন্য হয়েছে তারা এ ব্যাপারে অবশ্যই তাদের সংগী হবে—বরং এ পথে তারাই হবে অগ্রণী।

﴿٧٩﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ۝

৭৯. কাজেই তাদের জন্য ধ্বংস অবধারিত যারা স্বহস্তে শরীয়তের লিখন লেখে তারপর লোকদের বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এভাবে তারা এর বিনিময়ে সামান্য স্বার্থ লাভ করে। তাদের হাতের এই লিখন তাদের ধ্বংসের কারণ এবং তাদের এ উপার্জনও তাদের ধ্বংসের উপকরণ।

﴿٨٠﴾ وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ؕ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗۤ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৮০. তারা বলে, জাহান্নামের আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না, তবে কয়েক দিনের শাস্তি হলেও হয়ে যেতে পারে। এদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোনো অংগীকার নিয়েছো, যার বিরুদ্ধাচরণ তিনি করতে পারেন না ? অথবা তোমরা আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দিয়ে এমন কথা বলছো যে কথা তিনি নিজের ওপর চাপিয়ে নিয়েছেন বলে তোমাদের জানা নেই ? আচ্ছা জাহান্নামের আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না কেন ?

﴿٨١﴾ بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

৮১. যে ব্যক্তিই পাপ করবে এবং পাপের জালে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়বে সেই জাহান্নামী হবে এবং জাহান্নামের আগুনে পুড়তে থাকবে চিরকাল।

﴿٨٢﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

৮২. আর যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।

রুকু’ ঃ ১০

﴿٨٣﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۫ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

৮৩. স্মরণ করো যখন ইসরাঈল সন্তানদের থেকে আমরা এই মর্মে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদত করবে না, মা-বাপ, আত্মীয়-পরিজন, ইয়াতীম ও মিসকিনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, লোকদেরকে ভালো কথা বলবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। কিন্তু সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা সবাই অংগীকার ভংগ করেছিলে এবং এখনো ভেঙে চলছো।

﴿٨٤﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝

৮৪. আবার স্মরণ করো, যখন আমরা তোমাদের থেকে মজবুত অংগীকার নিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা পরস্পরের রক্ত প্রবাহিত করবে না এবং একে অন্যকে গৃহ থেকে উচ্ছেদ করবে না। তোমরা এর অংগীকার করেছিলে, তোমরা নিজেরাই এর সাক্ষী।

ثُمَّ أَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

৮৫. কিন্তু আজ সেই তোমরাই নিজেদের ভাই-বোনদেরকে হত্যা করছো, নিজেদের গোত্রীয় সম্পর্কযুক্ত কিছু লোককে বাস্তুভিটা ছাড়া করছো, যুলুম ও অত্যধিক বাড়াবাড়ি সহকারে তাদের বিরুদ্ধে দল গঠন করছো এবং তারা যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের কাছে এলে তাদের মুক্তির জন্য তোমরা মুক্তিপণ আদায় করছো। অথচ তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে উচ্ছেদ করাই তোমাদের জন্য হারাম ছিল। তাহলে কি তোমরা কিতাবের একটি অংশের ওপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশের সাথে কুফরী করছো ? তারপর তোমাদের মধ্য থেকে যারাই এমনটি করবে তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হবে এবং আখেরাতে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে ? তোমাদের কর্মকাণ্ড থেকে আল্লাহ বেখবর নন।

أُولٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٨٦﴾

৮৬. এই লোকেরাই আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে। কাজেই তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তারা কোনো সাহায্যও পাবে না।

রুকূ'ঃ ১১

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

৮৭. আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি। তারপর ক্রমাগত-ভাবে রসূল পাঠিয়েছি। অবশেষে ঈসা ইবনে মরিয়মকে পাঠিয়েছি উজ্জ্বল নিশানী দিয়ে এবং পবিত্র রূহের[৩০] মাধ্যমে তাকে সাহায্য করেছি। এরপর তোমরা এ কেমনতর আচরণ করে চলছো, যখনই কোনো রসূল তোমাদের প্রবৃত্তির কামনা বিরোধী কোনো জিনিস নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে তখনই তোমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করছো, কাউকে মিথ্যা বলেছো এবং কাউকে হত্যা করছো।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮. তারা বলে, আমাদের হৃদয় সুরক্ষিত। না, আসলে তাদের কুফরীর কারণে তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে, তাই তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

৮৯. আর এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে যে একটি কিতাব এসেছে তার সাথে তারা কেমন ব্যবহার করছে ? তাদের কাছে আগে থেকেই কিতাবটি ছিল যদিও এটি তার সত্যতা স্বীকার করতো এবং যদিও এর আগমনের পূর্বে তারা নিজেরাই কাফেরদের মোকাবিলায় বিজয় ও সাহায্যের দোয়া চাইতো,[৩১] তবুও যখন সেই জিনিসটি এসে গেছে এবং তাকে তারা চিনতেও পেরেছে তখন তাকে মেনে নিতে তারা অস্বীকার করেছে। আল্লাহর লানত এ অস্বীকারকারীদের ওপর।

৩০. 'রূহুল কুদুস' বা 'পবিত্র আত্মা'র অর্থ অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান হতে পারে, আবার অহী বাহক ফেরেশতা জিবরাঈল আ.-ও হতে পারে। এছাড়া এর মানে হযরত ঈসা আ.-এর নিজের পবিত্র 'আত্মা'ও হতে পারে। কেননা আল্লাহ তাঁর আত্মাকে পবিত্র গুণাবলীতে বিভূষিত করেছিলেন।

٩٠ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

৯০. যে জিনিসের সাহায্যে তারা মনের সান্ত্বনা লাভ করে,[৩২] তা কতই না নিকৃষ্ট। সেটি হচ্ছে, আল্লাহ যে হেদায়াত নাযিল করেছে তারা কেবল এই জিদের বশবর্তী হয়ে তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করছে যে, আল্লাহ তাঁর যে বান্দাকে চেয়েছেন নিজের অনুগ্রহ (অহী ও রিসালাত) দান করেছেন।[৩৩] কাজেই এখন তারা উপর্যুপরি গযবের অধিকারী হয়েছে। আর এই ধরনের কাফেরদের জন্য চরম লাঞ্ছনার শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

٩١ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৯১.. যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তার ওপর ঈমান আনো, তারা বলে, আমরা কেবল আমাদের এখানে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদের মধ্যে) যা কিছু নাযিল হয়েছে তার ওপর ঈমান আনি।" এর বাইরে যা কিছু এসেছে তার প্রতি ঈমান আনতে তারা অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। অথচ তা সত্য এবং তাদের কাছে পূর্ব থেকে যে শিক্ষা ছিল তার সত্যতার স্বীকৃতিও দিচ্ছে। তাদেরকে বলে দাওঃ যদি তোমরা তোমাদের ওখানে যে শিক্ষা নাযিল হয়েছিল তার ওপর ঈমান এনে থাকো, তাহলে ইতিপূর্বে আল্লাহর নবীদেরকে (যারা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিলেন) হত্যা করেছিলে কেন ?

٩٢ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

৯২. তোমাদের কাছে মূসা এসেছিল কেমন সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে। তারপরও তোমরা এমনি যালেম হয়ে গিয়েছিলে যে, সে একটু আড়াল হতেই তোমরা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে বসেছিলে।

٩٣ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৯৩. তারপর সেই অংগীকারের কথাটাও একবার স্মরণ করো, যা আমি তোমাদের থেকে নিয়েছিলাম তূর পাহাড়কে তোমাদের ওপর উঠিয়ে রেখে। আমি জোর দিয়েছিলাম, যে পথনির্দেশ আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি, দৃঢ় ভাবে তা মেনে চলো এবং এবং মন দিয়ে শুনো। তোমাদের পূর্বসূরীরা বলেছিল, আমরা শুনেছি কিন্তু মানবো না। তাদের বাতিলপ্রিয়তা ও অন্যায় প্রবণতার কারণে তাদের হৃদয় প্রদেশে বাছুরই অবস্থান গেড়ে বসেছিল। যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো; তাহলে এ কেমন ঈমান, বা তোমাদেরকে এহেন খারাপ কাজের নির্দেশ দেয় ?

৩১. নবী করীম স.-এর আগমনের পূর্বে ইহুদীরা সেই নবীর আবির্ভাবের জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতো যাঁর আগমন সম্পর্কে তাদের নবীগণ ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন ; এবং তারা তাঁর সত্বর আগমনের জন্য প্রার্থনাও করতো যাতে তাঁর আবির্ভাবে কাফেরদের আধিপত্য মিটে যায় ও তাদের উত্থান ও উন্নতির যুগ শুরু হয়।

৩২. এ আয়াতের আর একটি তরজমা এরূপ হতে পারে ঃ যার জন্য তারা নিজেদের প্রাণকে বিক্রয় করছে তা কত নিকৃষ্ট জিনিস ; অর্থাৎ নিজেদের সাফল্য ও সৌভাগ্য ও নিজেদের মুক্তিকে তারা জলাঞ্জলি দিল।

৩৩. তাদের মনের বাসনা ছিল—ভবিষ্যতে যে নবী আসবেন তিনি তাদের কওমের মধ্যে জন্মলাভ করুন। কিন্তু সেই নবী যখন অন্য একটি কওমের মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেন যে কওমকে তারা নিজেদের তুলনায় হীন মনে করতো তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করতে উদ্যোগী হলো ; তাদের মনের বাসনা—যেন আল্লাহ তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে তাদের কথামতো নবী পাঠালে তবে ঠিক হতো।

٩٤ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

৯৪. তাদেরকে বলো, যদি সত্যিসত্যিই আল্লাহ সমগ্র মানবতাকে বাদ দিয়ে একমাত্র তোমাদের জন্য আখেরাতের ঘর নির্দিষ্ট করে থাকেন, তাহলে তো তোমাদের মৃত্যু কামনা করা উচিত—যদি তোমাদের এ ধারণায় তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

٩٥ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ○

৯৫. নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তারা কখনো এটা কামনা করবে না। কারণ তারা স্বহস্তে যা কিছু উপার্জন করে সেখানে পাঠিয়েছে তার স্বাভাবিক দাবী এটিই (অর্থাৎ তারা সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে না।) আল্লাহ এসব যালেমদের অবস্থা ভালোভাবেই জানেন।

٩٦ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ○

৯৬. বেঁচে থাকার ব্যাপারে তোমরা তাদেরকে পাবে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে লোভী। এমনকি এ ব্যাপারে তারা মুশরিকদের চাইতেও এগিয়ে রয়েছে। এদের প্রত্যেকে চায় কোনক্রমে সে যেন হাজার বছর বাঁচতে পারে। অথচ দীর্ঘ জীবন কোনো অবস্থায়ই তাকে আযাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না। যে ধরনের কাজ এরা করছে আল্লাহ তার সবই দেখছেন।

রুকূ' ঃ ১২

٩٧ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ○

৯৭. ওদেরকে বলে দাও, যে ব্যক্তি জিব্রীলের সাথে শত্রুতা করে[৩৪] তার জেনে রাখা উচিত, জিব্রীল আল্লাহরই হুকুমে এই কুরআন তোমার দিলে অবতীর্ণ করেছে। এটি পূর্বে আগত কিতাবগুলোর সত্যতা স্বীকার করে ও তাদের প্রতি সমর্থন যোগায় এবং ঈমানদারদের জন্য পথ নির্দেশনা ও সাফল্যের বার্তাবাহী।

٩٨ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ○

৯৮. (যদি এ কারণে তারা জিবরাঈলের প্রতি শত্রুতার মনোভাব পোষণ করে থাকে তাহলে তাদেরকে বলে দাও) যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর রসূলগণ, জিব্রীল ও মীকাইলের শত্রু আল্লাহ সেই কাফেরদের শত্রু।

٩٩ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ○

৯৯. আমি তোমার প্রতি এমন সব আয়াত নাযিল করেছি যেগুলো দ্ব্যর্থহীন সত্যের প্রকাশে সমুজ্জল। একমাত্র ফাসেক গোষ্ঠী ছাড়া আর কেউ তার অনুগামিতায় অস্বীকৃতি জানায়নি।

١٠٠ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

১০০. যখনই তারা কোনো অংগীকার করেছে তখনই কি তাদের কোনো না কোনো উপদল নিশ্চিতরূপেই তার বুড়ো আঙুল দেখায়নি। বরং তাদের অধিকাংশই সাচ্চা-দিলে ঈমান আনে না।

৩৪. ইহুদীরা মাত্র নবী করীম স. এবং তাঁর প্রতি যাঁরা ঈমান এনেছিলেন তাঁদের মন্দ বলতো না। আল্লাহর প্রিয় সম্মানিত ফেরেশতা জিবরাঈল আ.-কেও তারা গালমন্দ করতো ও বলতো ঃ সে আমাদের শত্রু ; সে রহমতের ফেরেশতা নয়, বরং আযাবের।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝١٠١

১০১. আর যখনই তাদের কাছে পূর্ব থেকে রক্ষিত কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে ও তার প্রতি সমর্থন দিয়ে কোনো রসূল এসেছে তখনই এই আহলি কিতাবদের একটি উপদল আল্লাহর কিতাবকে এমনভাবে পেছনে ঠেলে দিয়েছে যেন তারা কিছু জানেই না।

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝١٠٢

১০২. আর এই সংগে তারা এমন সব জিনিসের অনুসরণ করতে মেতে ওঠে, যেগুলো শয়তানরা পেশ করতো সুলাইমানী রাজত্বের নামে। অথচ সুলাইমান কোনো দিন কুফরী করেনি। কুফরী করেছে সেই শয়তানরা, যারা লোকদেরকে যাদু শেখাতো। তারা ব্যবিলনে দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা আয়ত্ব করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। অথচ তারা (ফেরেশতারা) যখনই কাউকে এর শিক্ষা দিতো, তাকে পরিষ্কার ভাষায় এই বলে সতর্ক করে দিতো ঃ দেখো, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র, তুমি কুফরীতে লিপ্ত হয়ো না।[৩৫] এরপরও তারা তাদের থেকে এমন জিনিস শিখতো, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এনে দিতো। একথা সুস্পষ্ট, আল্লাহর হুকুম ছাড়া এ উপায়ে তারা কাউকেও ক্ষতি করতে পারতো না। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা এমন জিনিস শিখতো যা তাদের নিজেদের জন্য লাভজনক ছিল না বরং ছিল ক্ষতিকর। তারা ভালো করেই জানতো, এর ক্রেতার জন্য আখেরাতে কোনো অংশ নেই। কতই না নিকৃষ্ট জিনিসের বিনিময়ে তারা বিকিয়ে দিল নিজেদের জীবন। হায়, যদি তারা একথা জানতো!

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝١٠٣

১০৩. যদি তারা ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান লাভ করতো এটি তাদের জন্য হতো বেশী ভালো। হায়, যদি তারা একথা জানতো।

রুকূ' ঃ ১৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝١٠٤

১০৪. হে ঈমানদারগণ! 'রাইনা' বলোনা বরং 'উনযুরনা' বলো এবং মনোযোগ সহকারে কথা শোনো।[৩৬] এ কাফেররা তো যন্ত্রণাদায়ক আযাব লাভের উপযুক্ত।

৩৫. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন উক্তি আছে। কিন্তু আমি এর যা অর্থ বুঝেছি তা হচ্ছে ঃ বনী ইসরাঈল যে-সময়ে বাবেলে দাস ও বন্দী জীবনযাপন করছিল সে সময়ে তাদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ দুই ফেরেশতাকে প্রেরণ করেন। লূত আ.-এর জাতির কাছে যেরূপ ফেরেশতাগণ সুদর্শন বালকরূপ ধারণ করে গিয়েছিলেন, উক্ত ইসরাঈলীগণের কাছে ফেরেশতারা সম্ভবত পীর ও ফকিরের রূপধারণ করে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা হয়তো যাদুর বাজারে নিজেদের দোকান ফেঁদে বসেছিলেন ও অন্যদিকে তাঁরা লোকদের কাছে যুক্তি-জ্ঞানসহ সত্য পৌঁছে দিয়ে সতর্ক করার দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাবধানও করে দিতেন ঃ দেখ, আমরা তোমাদের পক্ষে পরীক্ষা স্বরূপ ; তোমরা নিজেদের পরকাল নষ্ট করো না। কিন্তু লোকে তাঁদের উপস্থাপিত যাদুর হীন ক্রিয়াকাণ্ড ও তাবীজ-তুমার, মন্ত্র-তন্ত্রের জন্য উন্মাদের মতো ছুটে আসতো।

৩৬. ইহুদীরা যখন রসূলুল্লাহ স.-এর মজলিসে আসতো তখন তাঁরা প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে তাদের অন্তরের জ্বলন মিটাবার চেষ্টা করতো, নবী করীম স.-এর সাথে আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তার মধ্যে যখন তাদের কোনো সময়ে একথা বলার প্রয়োজন হতো যে, 'থামুন, আমাদের কথাটা

(١٠٥) مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

১০৫. আহলি কিতাব বা মুশরিকদের মধ্য থেকে যারা সত্যের দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তারা কখনোই তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর কোনো কল্যাণ নাযিল হওয়া পসন্দ করে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান নিজের রহমত দানের জন্য বাছাই করে নেন এবং তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল।

(١٠٦) مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১০৬. আমি যে আয়াতকে 'মানসুখ' করি বা ভুলিয়ে দেই, তার জায়গায় আমি তার চাইতে ভালো অথবা কমপক্ষে ঠিক তেমনটিই।[৩৭] তুমি কি জানো না, আল্লাহ সব জিনিসের ওপর ক্ষমতাশালী ?

(١٠٧) اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

১০৭. তুমি কি জানো না, পৃথিবী ও আকাশের শাসন কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর ? আর তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই।

(١٠٨) اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

১০৮. তাহলে তোমরা কি তোমাদের রসূলের কাছে সেই ধরনের প্রশ্ন ও দাবী করতে চাও যেমন এর আগে মূসার কাছে করা হয়েছিল ?[৩৮] অথচ যে ব্যক্তি ঈমানী নীতিকে কুফরী নীতিতে পরিবর্তিত করেছে, সে-ই সত্য-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

(١٠٩) وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚۖ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১০৯. আহলি কিতাবদের অধিকাংশই তোমাদেরকে কোনোক্রমে ঈমান থেকে আবার কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিতে চায়। যদিও হক তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে তবুও নিজেদের হিংসাত্মক মনোবৃত্তির কারণে এটিই তাদের কামনা। এর জবাবে তোমরা ক্ষমা ও উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করো। যতক্ষণ না আল্লাহ নিজেই এর কোনো ফায়সালা করে দেন। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাশালী।

(١١٠) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

১১০. নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও। নিজেদের পরকালের জন্য তোমরা যা কিছু সৎ কাজ করে আগে পাঠিয়ে দেবে, তা সবই আল্লাহর ওখানে মজুত পাবে। তোমরা যা কিছু করো সবই আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে।

বুঝে নেবার একটু অবকাশ দিন', তখন তারা বলতো 'রায়েনা'। এর বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে ঃ 'আমাদের জন্য একটু অবকাশ দান করুন, রেয়ায়েত করুন বা আমাদের কথা শুনুন।' কিন্তু এর কয়েকটি কদর্থও আছে। এজন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয় যে, তোমরা এ শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থাকো ; ও তার পরিবর্তে 'উনযুরনা' বলতে থাকো অর্থাৎ 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন বা আমাদের একটু বুঝে নিতে অবকাশ দিন।'

৩৭. এখানে একটা বিশেষ সন্দেহের জবাব দেয়া হয়েছে যা ইহুদীগণ মুসলমানদের অন্তরে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করতো। তাদের আপত্তি ছিল ঃ যদি পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থগুলো আল্লাহর তরফ থেকে এসে থাকে আর এ কুরআনও যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তবে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের কতক নির্দেশের পরিবর্তে কুরআনে অন্যরূপ নির্দেশাবলী কেন দেয়া হয়েছে ?

৩৮. ইহুদীগণ খুঁটিনাটি ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কূট আলোচনা-তর্ক তুলে মুসলমানদের সামনে নানা প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করতো ও নবী স.-কে নানা প্রশ্ন করার জন্য তাদেরকে প্ররোচনা দিতো ঃ এটা জিজ্ঞেস কর, ওটা জিজ্ঞেস কর, সেটা জিজ্ঞেস কর প্রভৃতি। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তোমরা এ ব্যাপারে ইহুদীদের ন্যায় মতি-গতি অবলম্বন করো না ; সে রকম ভাব থেকে বেঁচে থাকো।

(١١١) وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

১১১. তারা বলে, কোনো ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, যে পর্যন্ত না সে ইহুদি হয় অথবা (খৃষ্টানদের ধারণামতে) খৃষ্টান হয়। এগুলো হচ্ছে তাদের আকাংখা। তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের প্রমাণ আনো, যদি নিজেদের দাবীর ব্যাপারে তোমরা সত্যবাদী হও।

(١١٢) بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

১১২. (আসলে তোমাদের বা অন্য কারোর কোনো বিশেষত্ব নেই। সত্য বলতে কি যে ব্যক্তিই নিজের সত্ত্বাকে আল্লাহর আনুগত্যে সোপর্দ করবে এবং কার্যত সৎ পথে চলবে, তার জন্য তার রবের কাছে আছে এর প্রতিদান। আর এ ধরনের লোকদের জন্য কোনো ভয় বা মর্মবেদনার অবকাশ নেই।

রুকূ' ঃ ১৪

(١١٣) وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

১১৩. ইহুদিরা বলে, খৃষ্টানদের কাছে কিছুই নেই। খৃষ্টানরা বলে, ইহুদিদের কাছে কিছুই নেই। অথচ তারা উভয়ই কিতাব পড়ে। আর যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান নেই তারাও এ ধরনের কথা বলে থাকে। এরা যে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ এর চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেবেন।

(١١٤) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

১১৪. আর তার চাইতে বড় যালেম আর কে হবে যে আল্লাহর ঘরে তাঁর নাম স্মরণ করা থেকে মানুষকে বাধা দেয় এবং সেগুলো ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায় ? এ ধরনের লোকেরা এসব ইবাদতগৃহে প্রবেশের যোগ্যতা রাখে না আর যদি কখনো প্রবেশ করে, তাহলে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রবেশ করতে পারে। তাদের জন্য রয়েছে এ দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে বিরাট শাস্তি।

(١١٥) وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম সব আল্লাহর। তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাবে সেদিকেই আল্লাহর চেহারা বিরাজমান। আল্লাহ বড়ই ব্যাপকতার অধিকারী এবং তিনি সবকিছু জ্ঞাত।

(١١٦) وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ○

১১৬. তারা বলে, আল্লাহ কাউকে ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ পবিত্র এই সব কথা থেকে। আসলে পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত জিনিসই তাঁর মালিকানাধীন, সব কিছুই তাঁর নির্দেশের অনুগত।

(١١٧) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ○

১১৭. তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি যে বিষয়েরই সিদ্ধান্ত নেন সে সম্পর্কে কেবলমাত্র হুকুম দেন 'হও', তাহলেই তা হয়ে যায়।

(١١٨) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ○

১১৮. অজ্ঞ লোকেরা বলে, আল্লাহ নিজে আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন অথবা কোনো নিশানী আমাদের কাছে আসে না কেন ? এদের আগের লোকেরাও এমনি ধারা কথা বলতো। এদের সবার (আগের ও পরের পথভ্রষ্টদের) মানসিকতা একই। দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আমরা নিশানীসমূহ সুস্পষ্ট করে দিয়েছি।

إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحٰبِ الْجَحِيمِ ○ ﴿١١٩﴾

১১৯. (এর চাইতে বড় নিশানী আর কি হতে পারে যে) আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সত্য জ্ঞান সহকারে সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে।[৩৯] যারা জাহান্নামের সাথে সম্পর্ক জুড়েছে তাদের জন্য তুমি দায়ী নও এবং তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيرٍ ○ ﴿١٢٠﴾

১২০. ইহুদি ও খৃষ্টানরা তোমার প্রতি কখনোই সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের পথে চলতে থাকো। পরিষ্কার বলে দাও, পথ মাত্র একটিই, যা আল্লাহ বাতলে দিয়েছেন। অন্যথায় তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তারপরও যদি তুমি তাদের ইচ্ছা ও বাসনা অনুযায়ী চলতে থাকো, তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষাকারী তোমার কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না।

الَّذِينَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۗ أُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ○ ﴿١٢١﴾

১২১. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে যথাযথভাবে পাঠ করে। তারা তার ওপর সাচ্চা দিলে ঈমান আনে।[৪০] আর যারা তার সাথে কুফরীর নীতি অবলম্বন করে তারাই আসলে ক্ষতিগ্রস্ত।

রুকূ' ঃ ১৫

يٰبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ ○ ﴿١٢٢﴾

১২২. হে বনী ইসরাঈল! তোমাদের আমি যে নিয়ামত দান করেছিলাম এবং বিশ্বের জাতিদের ওপর তোমাদের যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম তার কথা স্মরণ করো।

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ○ ﴿١٢٣﴾

১২৩. আর সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না, কারোর থেকে ফিদিয়া (বিনিময়) গ্রহণ করা হবে না, কোনো সুপারিশ মানুষের জন্য লাভজনক হবে না এবং অপরাধীরা কোথাও কোনো সাহায্য পাবে না।

وَإِذِ ابْتَلٰٓى إِبْرٰهٖمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِينَ ○ ﴿١٢٤﴾

১২৪. স্মরণ করো যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করলেন এবং সেসব পরীক্ষায় সে পুরোপুরি উতরে গেলো, তখন তিনি বললেন ঃ "আমি তোমাকে সকল মানুষের নেতার পদে অধিষ্ঠিত করবো।" ইবরাহীম বললো ঃ 'আর আমার সন্তানদের সাথেও কি এই অংগীকার ?" জবাব দিলেন ঃ "আমার এ অংগীকার যালেমদের ব্যাপারে নয়।"[৪১]

---

৩৯. অর্থাৎ অন্য নিদর্শনের আবশ্যকতা কি ? সব থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন তো মুহাম্মাদ স.-এর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনের নবুওয়াত পূর্ব অবস্থা, আর যে দেশ ও জাতির মধ্যে তিনি জন্মলাভ করেছেন তার অবস্থা এবং যে অবস্থার মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন ও জীবনের চল্লিশটি বছর যাপন করেছেন, তারপর সেই বিরাট মহিমান্বিত কর্মকাণ্ড যা নবুয়াত প্রাপ্তির পর তিনি আনজাম দিয়েছেন——এ সবকিছু এমন এক আলোকোজ্জ্বল নিদর্শন যারপর অন্য কোনো নিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা আর বাকী থাকে না।

৪০. এখানে আহলি কিতাবের মধ্যকার সৎ ও সত্য প্রিয় লোকদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। যেহেতু তাঁরা সততা, ন্যায়পরতা ও সত্য প্রিয়তার সাথে আল্লাহর সেই কিতাব যা তাদের কাছে পূর্ব থেকে ছিল তা পাঠ করেন। এজন্য তাঁরা কুরআন শুনে বা পাঠ করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন।

(١٢٥) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۖ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰهِمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعٰكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ○

১২৫. আর স্মরণ করো তখনকার কথা যখন আমি এ গৃহকে (কা'বা) লোকদের জন্য কেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল গণ্য করেছিলাম এবং ইবরাহীম যেখানে ইবাদত করার জন্য দাঁড়ায় সে স্থানটিকে স্থায়ীভাবে নামাযের স্থানে পরিণত করার হুকুম দিয়েছিলাম। আর ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাকীদ করে বলেছিলাম, আমার এ গৃহকে তওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকূ'-সিজদাকারীদের জন্য পাক-পবিত্র রাখো।

(١٢٦) وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

১২৬. আর এও স্মরণ করো যে, ইবরাহীম দোয়া করেছিল ঃ "হে আমার রব! এই শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও। আর এর অধিবাসীদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ্ ও আখেরাতকে মানবে তাদেরকে সব রকমের ফলের আহার্য দান করো।" জবাবে তার রব বললেন ঃ "আর যে মানবে না, দুনিয়ার গুটিকয় দিনের জীবনের সামগ্রী আমি তাকেও দেবো। কিন্তু সব শেষে তাকে জাহান্নামের আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করবো এবং সেটি নিকৃষ্টতম আবাস।"

(١٢٧) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيلُ ۖ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

১২৭. আর স্মরণ করো, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এই গৃহের প্রাচীর নির্মাণ করছিল, তারা দোয়া করে বলছিলঃ "হে আমাদের রব ! আমাদের এই খিদমত কবুল করে নাও। তুমি সবকিছু শ্রবণকারী ও সবকিছু জ্ঞাত।

(١٢٨) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

১২৮. হে আমাদের রব! আমাদের দু'জনকে তোমার মুসলিম (নির্দেশের অনুগত) বানিয়ে দাও। আমাদের বংশ থেকে এমন একটি জাতির সৃষ্টি করো যে হবে তোমার মুসলিম। তোমার ইবাদতের পদ্ধতি আমাদের বলে দাও এবং আমাদের ভুল-চুক মাফ করে দাও। তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

(١٢٩) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১২৯. হে আমাদের রব! এদের মধ্যে স্বয়ং এদের জাতি পরিসর থেকে এমন একজন রসূল পাঠাও যিনি এদেরকে তোমার আয়াত পাঠ করে শুনাবেন, এদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং এদের জীবন পরিশুদ্ধ করে সুসজ্জিত করবেন। অবশ্যই তুমি বড়ই প্রতিপত্তিশালী ও জ্ঞানবান।

রুকূ' ঃ ১৬

(١٣٠) وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرٰهِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ ○

১৩০. এখন কে ইবরাহীমের পদ্ধতিকে ঘৃণা করবে? হ্যাঁ, যে নিজেকে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতায় আচ্ছন্ন করেছে সে ছাড়া আর কে এ কাজ করতে পারে? ইবরাহীমকে তো আমি দুনিয়ায় নিজের জন্য নির্বাচিত করেছিলাম আর আখেরাতে সে সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ্য হবে।

৪১. অর্থাৎ এ প্রতিশ্রুতি তোমাদের বংশের মধ্যকার মাত্র সেইসব ব্যক্তিদের অনুকূলে দেয়া হয়েছে যারা সৎ। তাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী তাদের জন্য এ প্রতিশ্রুতি নয়। এখানে যালেমের অর্থ মাত্র মানুষের উপর অত্যাচারকারী নয়। হক ও ন্যায়পরতার বিরোধীদেরও বুঝানো হচ্ছে।

(١٣١) إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العلمين ○

১৩১. তার অবস্থা এই ছিল যে, যখন তার রব তাকে বললো, "মুসলিম হয়ে যাও।"[৪২] তখনই সে বলে উঠলো, "আমি বিশ্ব-জাহানের প্রভুর 'মুসলিম' হয়ে গেলাম।"

(١٣٢) ووصى بها إبرهم بنيه ويعقوب يبني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ○

১৩২. ঐ একই পথে চলার জন্য সে তার সন্তানদের উপদেশ দিয়েছিল এবং এরি উপদেশ দিয়েছিল ইয়াকুবও তার সন্তানদেরকে। সে বলেছিল, "আমার সন্তানেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনটিই পছন্দ করেছেন। কাজেই আমৃত্যু তোমরা মুসলিম থেকো।"

(١٣٣) أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبرهم وإسمعيل وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون ○

১৩৩. তোমরা কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুব এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছিল ? মৃত্যুকালে সে তার সন্তানদের জিজ্ঞেস করলো ঃ "আমার পর তোমরা কার বন্দেগী করবে ? তারা সবাই জবাব দিলঃ "আমরা সেই এক আল্লাহর বন্দেগী করবো, যাকে আপনি এবং আপনার পূর্বপরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক ইলাহ হিসেবে মেনে এসেছেন আর আমরা তাঁরই অনুগত– মুসলিম।

(١٣٤) تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون ○

১৩৪. এরা ছিল কিছু লোক। এরা তো অতীত হয়ে গেছে। তারা যা কিছু উপার্জন করেছে, তা তাদের নিজেদের জন্যই। আর তোমরা যা উপার্জন করবে, তা তোমাদের জন্য। তারা কি করতো সে কথা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

(١٣٥) وقالوا كونوا هودا أو نصرى تهتدوا قل بل ملة إبرهم حنيفا وما كان من المشركين ○

১৩৫. ইয়াহুদিরা বলে, "ইয়াহুদি হয়ে যাও, তাহলে সঠিক পথ পেয়ে যাবে।" খৃস্টানরা বলে, খৃস্টান হয়ে যাও, তাহলে হেদায়াত লাভ করতে পারবে।" ওদেরকে বলে দাও "না, তা নয় ; বরং এসব কিছু ছেড়ে একমাত্র ইবরাহীমের পদ্ধতি অবলম্বন করো। আর ইবরাহীম মুশরিকদের অন্তরভুক্ত ছিল না।

(١٣٦) قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبرهم وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ○

১৩৬. হে মুসলমানরা ! তোমরা বলো, "আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, যে হেদায়াত আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের সন্তানদের প্রতি নাযিল হয়েছিল তার প্রতি, আর যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য সকল নবীদেরকে তাদের রবের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল তার প্রতি। তাদের কারো মধ্যে আমরা কোনো পার্থক্য করি না। আমরা সবাই আল্লাহর অনুগত মুসলিম।"

৪২. 'মুসলিম' অর্থ ঃ যে আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির অবনত করে ; মাত্র আল্লাহকেই নিজের মালিক, প্রভু, শাসক, বিধান ও নির্দেশদাতা ও উপাস্য বলে গণ্য ও মান্য করে ; যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে ও আল্লাহর কাছ থেকে আগত হেদায়াত ও নির্দেশ অনুসারে জীবনযাপন করে। এ বিশ্বাস, প্রত্যয় ও এ কর্মধারার নাম 'ইসলাম'। আর এটাই হচ্ছে সমস্ত নবীদের দীন বা জীবন ধারা—যা সৃষ্টির শুরু থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে এসেছে।

١٣٧ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

১৩৭. তোমরা যেমনি ঈমান এনেছো তারাও যদি ঠিক তেমনিভাবে ঈমান আনে, তাহলে তারা হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলতে হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে সোজা কথায় বলা যায়, তারা হঠধর্মিতার পথ অবলম্বন করেছে। কাজেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাও, তাদের মোকাবিলায় তোমাদের সহায়তার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট। তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

١٣٨ صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ○

১৩৮. বলো ঃ "আল্লাহর রঙ ধারণ করো। আর কার রঙ তার চেয়ে ভালো ? আমরা তো তাঁরই ইবাদাতকারী।"

١٣٩ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ○

১৩৯. হে নবী ! এদেরেকে বলে দাও ঃ "তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমাদের সাথে ঝগড়া করছো ? অথচ তিনিই আমাদের রব এবং তোমাদেরও। আমাদের কাজ আমাদের জন্য, তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। আর আমরা নিজেদের ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করেছি।

١٤٠ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

১৪০. অথবা তোমরা কি একথা বলতে চাও যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুব-সন্তানরা সবাই ইয়াহুদি বা খৃষ্টান ছিল ?" বলো, "তোমরা বেশী জানো, না আল্লাহ বেশী জানেন ? তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে, যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সাক্ষ্য রয়েছে এবং সে তা গোপন করে চলে ? তোমাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আল্লাহ গাফেল নন।

١٤١ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

১৪১. তারা ছিল কিছু লোক। তারা আজ আর নেই। তারা যা কিছু উপার্জন করেছিল তা ছিল তাদের নিজেদের জন্য আর তোমরা যা উপার্জন করবে তা তোমাদের জন্য। তাদের কাজের ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।"

রুকূ' ঃ ১৭

২

١٤٢ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ○

১৪২. অবশ্যই নির্বোধ লোকেরা বলবে "এদের কি হয়েছে, প্রথমে এরা যে কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়তো, তা থেকে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ?[৪৩] হে নবী! ওদেরকে বলে দাও, "পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর। আল্লাহ যাকে চান তাকে সোজা পথ দেখান।

৪৩. নবী করীম স. হিজরতের পর পবিত্র মদিনা নগরীতে ষোল-সতেরো মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। তারপরে পবিত্র কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ আসে।

﴿١٤٣﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۚ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪৩. আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি 'মধ্যপন্থী' উম্মাতে পরিণত করেছি,[৪৪] যাতে তোমরা দুনিয়াবাসীদের ওপর সাক্ষী হতে পারো এবং রসূল হতে পারেন তোমাদের ওপর[৪৫] সাক্ষী। প্রথমে যে দিকে মুখ করে তুমি নামায পড়তে, তাকে তো কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে উল্টো দিকে ফিরে যায়, আমি শুধু তা দেখার জন্য কিবলাহ নির্দিষ্ট করেছিলাম। এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন বিষয়, তবে তাদের জন্য মোটেই কঠিন প্রমাণিত হয়নি যারা আল্লাহর হেদায়াত লাভ করেছিল। আল্লাহ তোমাদের এই ঈমানকে কখনো নষ্ট করবেন না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তিনি মানুষের জন্য অত্যন্ত স্নেহশীল ও করুণাময়।

﴿١٤٤﴾ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۖ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

১৪৪. আমরা তোমাদের বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখছি। নাও, এবার তাহলে সেই কিবলার দিকে তোমার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি, যাকে তুমি পছন্দ করো। মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। এখন তোমরা যেখানেই হও না কেন এদিকেই মুখ করে নামায পড়তে থাকো।[৪৬] এসব লোক, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, খুব ভালো করেই জানে, (কিব্‌লাহ পরিবর্তনের) এ হুকুমটি এদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে এবং এটি একটি যথার্থ সত্য হুকুম। কিন্তু এ সত্ত্বেও এরা যা কিছু করছে আল্লাহ তা থেকে গাফেল নন।

﴿١٤٥﴾ وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১৪৫. তুমি এ আহ্‌লি কিতাবদের কাছে যে কোনো নিশানীই আনো না কেন, এরা তোমার কিবলার অনুসারী কখনোই হবে না। তোমাদের পক্ষেও তাদের কিবলার অনুগামী হওয়া সম্ভব নয়। আর এদের কোনো একটি দলও অন্য দলের কিবলার অনুসারী হতে প্রস্তুত নয়। তোমাদের কাছে যে জ্ঞান এসেছে তা লাভ করার পর যদি তোমরা তাদের ইচ্ছা ও বাসনার অনুসারী হও, তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা যালেমদের অন্তরভুক্ত হবে।

৪৪. "উম্মতে অসাত"——মধ্যম পন্থী বা মধ্যম মর্যাদাসম্পন্ন জাতি বা দলের অর্থ ঃ এমন একটি সুউচ্চ আদর্শধারী মর্যাদাসম্পন্ন দল যারা ন্যায়পরতা, সুবিচার ও আতিশয্য মুক্ত মধ্যমপন্থার অনুসারী হবে ; দুনিয়ার বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যমনি বা নেতৃত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবে, সকলের সাথে যাদের সম্বন্ধ হবে ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কারোরই সাথে অন্যায় ও অনুচিত ব্যবহার তারা করবে না।

৪৫. এর অর্থ——পরকালে আমি যখন গোটা মানবজাতির একত্রে হিসাব গ্রহণ করবো, সে সময়ে আমার দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসাবে রসূল তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দান করবেন যে, আমি তাঁকে যে নির্ভুল চিন্তা, সৎকাজ ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার শিক্ষা দান করেছিলাম তা তিনি কিছুমাত্র কমবেশী না করে পূর্ণ ও সমগ্রভাবে তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন ও বাস্তবে সেই অনুসারে কাজ করে তোমাদেরকে দেখিয়েছেন। এরপর রসূলের স্থলাভিষিক্তরূপে তোমাদেরকে সাধারণ মানুষের পক্ষে সাক্ষী স্বরূপ আমার সামনে খাড়া হতে হবে ও তোমাদের এ সাক্ষ্য দিতে হবে যে রসূল তোমাদের কাছে যা কিছু পৌছে দিয়েছেন ও কাজ করে যাকিছু দেখিয়ে গিয়েছেন মানুষের কাছে তা তোমাদের সাধ্যমত পৌছে দিতে ও কাজ করে দেখিয়ে দিতে কোনোরূপ অবজ্ঞা অবহেলা তোমরা করনি।

৪৬. কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে এই ছিল মূল নির্দেশ। দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা শাবান মাসে এ হুকুম অবতীর্ণ হয়েছিল। নবী করীম স. এক সাহাবীর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে যোহরের ওয়াক্তে হুজুর ইমামরূপে নামায পড়াচ্ছেন। দু' রাকআত পড়ানো শেষ হয়েছে, অকস্মাৎ তৃতীয় রাকআতে অহীর মাধ্যমে এ আয়াত নাযিল হয়। আর তখনই তিনি ও তাঁর অনুবর্তী জামাআতের সকল লোক বায়তুল মোকাদ্দাসের দিক থেকে

﴿١٤٦﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

১৪৬. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা এ স্থানটিকে (যাকে কিবলাহ বানানো হয়েছে) এমনভাবে চেনে যেমন নিজেদের সন্তানদেরকে[৪৭] চেনে। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে একটি দল সত্যকে জেনে বুঝে গোপন করছে।

﴿١٤٧﴾ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝

১৪৭. এটি নির্দ্বিধায় তোমাদের রবের পক্ষ থেকে আগত একটি চূড়ান্ত সত্য, কাজেই এ ব্যাপারে তোমরা কখনোই কোনো প্রকার সন্দেহের শিকার হয়ো না।

রুকূ’ ঃ ১৮

﴿١٤٨﴾ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১৪৮. প্রত্যেকের জন্য একটি দিক আছে, সে দিকেই সে ফেরে। কাজেই তোমরা ভালোর দিকে এগিয়ে যাও। যেখানেই তোমরা থাকো না কেন আল্লাহ্ তোমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তাঁর ক্ষমতার বাইরে কিছুই নেই।

﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

১৪৯. তুমি যেখান থেকেই যাওনা কেন, সেখানেই তোমার মুখ (নামাযের সময়) মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও। কারণ এটা তোমার রবের সম্পূর্ণ সত্য ভিত্তিক ফায়সালা। আল্লাহ্ তোমাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে বেখবর নন।

﴿١٥٠﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

১৫০. আর যেখান থেকেই তুমি চলনা কেন তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও এবং যেখানেই তোমরা থাকো না কেন সে দিকেই মুখ করে নামায পড়ো, যাতে লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ খাড়া করতে না পারে[৪৮]—তবে যারা যালেম, তাদের মুখ কোনো অবস্থায়ই বন্ধ হবে না। কাজেই তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো—আর[৪৯] এজন্য যে, আমি তোমাদের ওপর নিজের অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেবো এবং এই আশায় যে, আমার এ নির্দেশের আনুগত্যের ফলে তোমরা ঠিক তেমনিভাবে সাফল্যের পথ লাভ করবে।

﴿١٥١﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

১৫১. যেমনিভাবে (তোমরা এই জিনিসটি থেকেও সাফল্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছো যে,) আমি তোমাদের মধ্যে স্বয়ং তোমাদের থেকেই একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে সুসজ্জিত করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় এবং এমন সব কথা তোমাদের শেখায়, যা তোমরা জানতে না।

কাবার দিকে মুখ ফেরান। অতপর মদীনা ও তার চতুর্দিকে এ কেবলা পরিবর্তনের ব্যাপক ঘোষণা প্রচার করা হয়। আয়াত শরীফে যে বলা হয়েছে—“আমি বার বার তোমাকে আকাশের দিকে মুখ উত্তোলন করতে দেখতে পাচ্ছি” এবং “আমি সেই কেবলার দিকে তোমার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পসন্দ কর–এর দ্বারা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, কেবলা পরিবর্তনের আদেশ আসার পূর্ব থেকেই নবী করীম স. এর জন্য প্রতীক্ষায় ছিলেন।

৪৭. এ আরবে প্রচলিত একটি বাগধারা। যে জিনিসকে লোকে নিশ্চিতরূপে জানে এবং সে সম্পর্কে যদি কোনো সন্দেহ-সংশয় না থাকে তবে বলা হয় যে, সে বস্তুকে সে সেইরূপ চেনে যেমন সে নিজের সন্তানকে চেনে। ইয়াহুদী ও খৃস্টান আলেমরা একথা ভালোভাবেই জানতো যে, হযরত ইবরাহীম আ. কাবা নির্মাণ করেছিলেন ; কিন্তু বায়তুল মোকাদ্দাস তার ১৩শ বছর পর হযরত সুলাইমান আ. কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। একথা সকলেই জানতো, কারোর কাছে গোপন ছিল না।

৪৮. অর্থাৎ কারোর পক্ষে যেন একথা বলার সুযোগ না ঘটে যে ঃ এরা তো আচ্ছা মুমিন যারা আল্লাহর সুস্পষ্ট আদেশ অমান্য করছে।

১৫২. কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ রাখো, আমিও তোমাদেরকে সমরণ রাখবো আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার নিয়ামত অস্বীকার করো না।

রুকূ' ঃ ১৯

১৫৩. হে ঈমানদারগণ! সবর ও নামাযের দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করো, আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।

১৫৪. আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না। এই ধরনের লোকেরা আসলে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবনসম্পর্কে তোমাদের কোনো চেতনা থাকে না।

১৫৫. আর নিশ্চয়ই আমরা ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানী হ্রাস করে তোমাদের পরীক্ষা করবো। এ অবস্থায় যারা সবর করে

১৫৬. এবং যখনই কোনো বিপদ আসে বলে ঃ 'আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে,—তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও।

১৫৭. তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের ওপর বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে, তাঁর রহমত তাদেরকে ছায়াদান করবে এবং এই ধরনের লোকেরাই হয় সত্যানুসারী।

১৫৮. নিসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিশানী সমূহের অন্তরভুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহর হজ্জ বা উমরাহ করে[৫০] তার জন্য ঐ দুই পাহাড়ের মাঝখানে 'সাঈ' করায় কোনো গুনাহ নেই। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে কোনো সৎ ও কল্যাণের কাজ করে, আল্লাহ তা জানেন এবং তার যথার্থ মর্যাদা ও মূল্য দান করবেন।

১৫৯. যারা আমার অবতীর্ণ উজ্জ্বল শিক্ষাবলী ও বিধান-সমূহ গোপন করে, অথচ সমগ্র মানবতাকে পথের সন্ধান দেবার জন্য আমি সেগুলো আমার কিতাবে বর্ণনা করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীরাও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে।

১৬০. তবে যারা এ নীতি পরিহার করে, নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেয় এবং যা কিছু গোপন করে যাচ্ছিল সেগুলো বিবৃত করতে থাকে, তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দেবো আর আসলে আমি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

١٥٢ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝

١٥٣ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

١٥٤ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

١٥٥ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝

١٥٦ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

١٥٧ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

١٥٨ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝

١٥٩ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ۝

١٦٠ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

৪৯. এ বাক্যাংশের সম্পর্ক হচ্ছে একথার সাথে—"ওরই দিকে ফিরে নামায পড়ো, যেন তোমার বিরুদ্ধে লোকদের কাছে কোনো সনদ ও যুক্তি-প্রমাণ না থাকে।"

৫০. যিলহাজ্জ মাসের নির্দিষ্ট তারিখগুলোতে কাবা শরীফের যে যিয়ারত করা হয় তাকে 'হজ্জ' বলা হয়। আর এ দিনগুলো ছাড়া অন্য সময়ে যে যিয়ারত করা হয় তাকে 'উমরা' বলা হয়।

١٦١ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

১৬১. যারা কুফরীর[৫১] নীতি অবলম্বন করেছে এবং কুফরীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের ওপর আল্লাহর ফেরেশতাদের ও সমগ্র মানবতার লানত।

١٦٢ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝

১৬২. এই লানত বিদ্ধ অবস্থায় তারা চিরকাল অবস্থান করবে, তাদের শাস্তি হ্রাস পাবে না এবং তাদের অন্য কোনো অবকাশও দেয়া হবে না।

١٦٣ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ۝

১৬৩. তোমাদের আল্লাহ এক ও একক। সেই দয়াবান ও করুণাময় আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

রুকূ' ঃ ২০

١٦٤ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

১৬৪. (এই সত্যটি চিহ্নিত করার জন্য যদি কোনো নিদর্শন বা আলামতের প্রয়োজন হয় তাহলে) যারা বুদ্ধি-বিবেক ব্যবহার করে তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর ঘটনাকৃতিতে, রাত্রদিনের অনবরত আবর্তনে, মানুষের প্রয়োজনীয় ও উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগর দরিয়ার চলমান জলযানসমূহে, বৃষ্টিধারার মধ্যে, যা আল্লাহ বর্ষণ করেন ওপর থেকে তারপর তার মাধ্যমে মৃত ভূমিকে জীবন দান করেন এবং নিজের এই ব্যবস্থাপনার বদৌলতে পৃথিবীতে সব রকমের প্রাণী ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন, আর বায়ু প্রবাহে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝ খানে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।

١٦٥ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝

১৬৫. কিন্তু (আল্লাহর একত্বের প্রমাণ নির্দেশক এইসব সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও) কিছু লোক আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ দাঁড় করায় এবং তাদেরকে এমন ভালোবাসা উচিত—অথচ ঈমানদাররা সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভালোবাসে। হায় ! আযাব সামনে দেখে এ যালেমরা যা কিছু অনুধাবন করার তা যদি আজই অনুধাবন করতো যে, সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর অধীন এবং শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর।

---

৫১. 'কুফর' শব্দটি 'ঈমান'-এর বিপরীত অর্থবোধক। ঈমান-এর অর্থ হচ্ছে মান্য করা, সত্য বলে গ্রহণ করা, কবুল করা; স্বীকার করা। বিপরীত পক্ষে 'কুফর এর অর্থ হচ্ছে ঃ মান্য না করা, রদ করা, অস্বীকার করা। কুরআনের দৃষ্টিতে কুফরের বিভিন্ন রূপ আছে ঃ (১) আদৌ আল্লাহকে না মানা; তাঁর সার্বভৌমত্ব—অর্থাৎ তিনিই একমাত্র সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী একথা স্বীকার না করা ; আল্লাহকে নিজের ও সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক ও উপাস্য বলে মেনে নিতে অস্বীকার করা। (২) আল্লাহকে স্বীকার বা মান্য করেও তাঁর নির্দেশ ও হেদায়াতকে জ্ঞান-বিদ্যা ও আইন-কানুনের একমাত্র উৎসরূপে মান্য করতে অস্বীকার করা। (৩) আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মুতাবেক চলা আবশ্যক—একথা নীতিগতভাবে মেনে নেয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁর হেদায়াত ও তাঁর আদেশ-নির্দেশ যেসব নবীগণের মাধ্যমে প্রেরণ করেন—তাদেরকে অস্বীকার করা। (৪) পয়গাম্বরদের মধ্যে পার্থক্য করা, নিজের পসন্দ ও সংস্কার অনুসারে নবীগণের মধ্যে কাউকে মান্য করা ও কাউকে অমান্য করা। (৫) নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আকায়েদ (প্রত্যয়-বিশ্বাস), আখলাক (নৈতিক চরিত্র ও ব্যবহার) এবং জীবনের বিধান সম্পর্কে যে শিক্ষা দান করেছেন সে সবকে বা তার মধ্যকার কোনো কিছুকে মান্য করতে অস্বীকার করা। (৬) আদর্শ ও মতবাদ হিসাবে এসব জিনিসকে স্বীকার করা সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে জেনেশুনে আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ অমান্য করতে থাকা এবং এরূপ অমান্য করার ব্যাপারে জিদ করা এবং পার্থিব জীবনে নিজের গতি আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না রেখে নাফরমানীর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা।

١٦٦ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ○

১৬৬. যখন তিনি শাস্তি দেবেন তখন এই সমস্ত নেতা ও প্রধান ব্যক্তিরা, দুনিয়ায় যাদের অনুসরণ করা হতো, তাদের অনুগামীদের সাথে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করতে থাকবে। কিন্তু শাস্তি তারা পাবেই এবং তাদের সমস্ত উপায়-উপকরণের ধারা ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যেসব লোক দুনিয়ায় তাদের অনুসারী ছিল তারা বলতে থাকবে, হায়!

١٦٧ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ○

১৬৭. যদি আমাদের আর একবার সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে আজ এরা যেমন আমাদের সাথে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছে তেমনি আমরাও এদের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে দেখিয়ে দিতাম। এভাবেই দুনিয়ায় এরা যে সমস্ত কাজ করছে সেগুলো আল্লাহ তাদের সামনে এমনভাবে উপস্থিত করবেন যাতে তারা কেবল দুঃখ ও আক্ষেপই করতে থাকবে কিন্তু জাহান্নামের আগুন থেকে বের হবার কোনো পথই খুঁজে পাবে না।

রুকূ' ঃ ২১

١٦٨ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ○

১৬৮. হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যে সমস্ত হালাল ও পাক জিনিস রয়েছে সেগুলো খাও এবং শয়তানের দেখানো পথে চলো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

١٦٩ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

১৬৯. সে তোমাদের অসৎ কাজ ও অনাচারের নির্দেশ দেয় আর একথাও শেখায় যে, তোমরা আল্লাহর নামে এমন সব কথা বলো যেগুলো আল্লাহ বলেছেন বলে তোমাদের জানা নেই।

١٧٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ○

১৭০. তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন তা মেনে চলো, জবাবে তারা বলে, আমাদের বাপ-দাদাদের যে পথের অনুসারী পেয়েছি আমরা তো সে পথে চলবো। আচ্ছা, তাদের বাপ-দাদারা যদি একটুও বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ না করে থেকে থাকে এবং সত্য-সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে থাকে তাহলেও কি তারা তাদের অনুসরণ করে যেতে থাকবে?

١٧١ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ○

১৭১. আল্লাহ প্রদর্শিত পথে চলতে যারা অস্বীকার করেছে তাদের অবস্থা ঠিক তেমনি যেমন রাখাল তার পশুদের ডাকতে থাকে কিন্তু হাঁক ডাকের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই তাদের কানে পৌছে না। তারা কালা, বোবা ও অন্ধ, তাই কিছুই বুঝতে পারে না।

١٧٢ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○

১৭২. হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর ইবাদতকারী হয়ে থাকো, তাহলে যে সমস্ত পাক পবিত্র জিনিস আমি তোমাদের দিয়েছি সেগুলো নিশ্চিন্তে খাও এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

১৭৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর যদি কোনো নিষেধাজ্ঞা থেকে থাকে তাহলে তা হচ্ছে এই যে, মৃতদেহ খেয়োনা, রক্ত ও শুকরের গোশ্ত থেকে দূরে থাকো। আর এমন কোনো জিনিস খেয়ো না যার ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম নেয়া হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি অক্ষমতার মধ্যে অবস্থান করে এবং এ অবস্থায় আইন ভংগ করার কোনো প্রেরণা ছাড়াই বা প্রয়োজনের সীমা না পেরিয়ে এর মধ্য থেকে কোনটা খায়, সেজন্য তার কোনো গুনাহ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[৫২]

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. মূলত আল্লাহ তাঁর কিতাবে যে সমস্ত বিধান অবতীর্ণ করেছেন সেগুলো যারা গোপন করে এবং সামান্য পার্থিব স্বার্থের বেদীমূলে সেগুলো বিসর্জন দেয় তারা আসলে আগুন দিয়ে নিজেদের পেট ভর্তি করেছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথাই বলবেন না, তাদের পবিত্রতার ঘোষণাও দেবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. এরাই হেদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা কিনে নিয়েছে এবং ক্ষমার বিনিময়ে কিনেছে শাস্তি। এদের কী অদ্ভুত সাহস দেখো। জাহান্নামের আযাব বরদাস্ত করার জন্যে এরা প্রস্তুত হয়ে গেছে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. এসব কিছুই ঘটার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তো যথার্থ সত্য অনুযায়ী কিতাব নাযিল করেছিলেন কিন্তু যারা কিতাবে মতবিরোধ উদ্ভাবন করেছে তারা নিজেদের বিরোধের ক্ষেত্রে সত্য থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

রুকূ’ ঃ ২২

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

১৭৭. তোমাদের মুখ পূর্বদিকে বা পশ্চিম দিকে ফিরাবার মধ্যে কোনো পুণ্য নেই। বরং সৎ কাজ হচ্ছে এই যে, মানুষ আল্লাহ, কিয়ামতের দিন, ফেরেশতা, আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব ও নবীদেরকে মনে প্রাণে মেনে নেবে এবং আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রাণপ্রিয় ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির সাহায্য প্রার্থী ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য ব্যয় করবে। আর নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দান করবে। যারা অংগীকার করে তা পূর্ণ করবে এবং বিপদে-অনটনে ও হক-বাতিলের সংগ্রামে সবর করবে তারাই সৎ ও সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকী।

৫২. এ আয়াতে 'হারাম' জিনিসের ব্যবহারের অনুমতির জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে ঃ (১) যথার্থ মজবুরী অর্থাৎ নিরুপায় অবস্থা। যথা ঃ ক্ষুধা বা পিপাসায় জীবন-সংকট অবস্থা বা রোগ ও অসুস্থতার কারণে জীবন বিপন্ন হওয়া ও সেই অবস্থায় হারাম জিনিস ছাড়া অন্য কোনো জিনিস পাওয়া না যাওয়া। (২) আল্লাহ তাআলার কানুন ভঙ্গ করার কোনো ইচ্ছা অন্তরে স্থান না পাওয়া। (৩) আবশ্যকতার সীমা অতিক্রম না করা যথা ঃ হারাম জিনিসের কয়েক গ্রাস বা কয়েক টুকরা বা কয়েক ঢোক দ্বারা যদি প্রাণ বাঁচে তবে সে পরিমাণ অপেক্ষা অধিক ব্যবহার না করা।

﴿١٧٨﴾ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

১৭৮. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হত্যার ব্যাপারে কিসাসের বিধান লিখে দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি হত্যা করে থাকলে তার বদলায় ঐ স্বাধীন ব্যক্তিকেই হত্যা করা হবে, দাস হত্যাকারী হলে ঐ দাসকেই হত্যা করা হবে আর নারী এই অপরাধ সংঘটিত করলে সেই নারীকে হত্যা করেই এর কিসাস নেয়া হবে। তবে কোনো হত্যাকারীর সাথে তার ভাই যদি কিছু কোমল ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়, তাহলে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী রক্তপণ দানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং সততার সঙ্গে রক্তপণ আদায় করা হত্যাকারীর জন্য অপরিহার্য।[৫৩] এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে দণ্ড হ্রাস ও অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি[৫৪] করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

﴿١٧٩﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

১৭৯. হে বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন লোকেরা ! তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে জীবন রয়েছে। আশা করা যায় তোমরা এ আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে সতর্ক হবে।

﴿١٨٠﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ○

১৮০. তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধন-সম্পত্তি ত্যাগ করে যেতে থাকলে পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী অসিয়ত করে যাওয়াকে তার জন্য ফরয করা হয়েছে,[৫৫] মুত্তাকীদের জন্য এটা একটা অধিকার।

﴿١٨١﴾ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

১৮১. তারপর যদি কেউ এই অসিয়ত শুনার পর তার মধ্যে পরিবর্তন করে ফেলে তাহলে ঐ পরিবর্তনকারীরাই এর সমস্ত গুনাহের ভাগী হবে। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।

﴿١٨٢﴾ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১৮২. তবে যদি কেউ অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে পক্ষপাতিত্ব বা হক নষ্ট হবার আশংকা করে এবং সে বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তাহলে তার কোনো গোনাহ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

৫৩. এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, ইসলামী দণ্ডবিধিতে হত্যাপরাধের দণ্ডও সংশ্লিষ্ট পক্ষের সম্মতিক্রমে ক্ষমাযোগ্য। হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার অধিকার নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের আছে। সুতরাং সে অবস্থায় হত্যাকারীর প্রাণ হরণেরই উপর জিদ করা আদালতের পক্ষে বৈধ নয়। ক্ষমার ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে অবশ্য রক্তপণ (দণ্ডের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ) আদায় করতে হবে।

৫৪. 'বাড়াবাড়ি করে' যথা—নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ রক্তপণ গ্রহণ করার পরও আবার প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে। অথবা হত্যাকারী রক্তপণ আদায় করতে টালবাহানা করে ও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ তার প্রতি যে অনুগ্রহ-সূচক ব্যবহার করেছে সে তার প্রতিদানে অকৃতজ্ঞতামূলক আচরণ করে।

৫৫. উত্তরাধিকার বন্টনের জন্য যখন কোনো কানুন নির্দিষ্ট হয়নি সে সময়, অন্তিমনির্দেশ দ্বারা নিজ উত্তরাধিকারীদের জন্য অংশ নির্দেশ করে দেয়া প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, যাতে তার মৃত্যুর পর বংশের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ না হতে পারে এবং কোনো হকদারের হক না মারা যায়। পরবর্তীকালে যখন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের জন্য পূর্ণাঙ্গ নিয়ম বিধান দান করলেন (সূরা নিসাতে পরে উল্লেখিত আছে)। তখন নবী করীম স. এ সম্পর্কে এ নীতি নির্দিষ্ট করে দিলেন যে ঃ উত্তরাধিকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলা যে অংশ নির্দেশ করে দিয়েছেন, তার মধ্যে অসীয়ত দ্বারা কোনো কমবেশী করা যাবে না এবং যারা উত্তরাধিকারী নয় এমন ব্যক্তিদের অনুকূলে সমগ্র সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশী অসিয়ত করা চলবে না এবং মুসলিম ও কাফের একে অপরের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।

রুকূ’ ঃ ২৩

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

১৮৩. হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। এ থেকে আশা করা যায়, তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলী সৃষ্টি হয়ে যাবে।

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

১৮৪. এ কতিপয় নির্দিষ্ট দিনের রোযা। যদি তোমাদের কেউ হয়ে থাকে রোগগ্রস্ত অথবা মুসাফির তাহলে সে যেন অন্য দিনগুলোয় এই সংখ্যা পূর্ণ করে। আর যাদের রোযা রাখার সামর্থ্য আছে (এরপরও রাখে না) তারা যেন ফিদিয়া দেয়। একটি রোযার ফিদিয়া একজন মিসকিনকে খাওয়ানো। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে কিছু বেশী সৎকাজ করে, তা তার জন্য ভালো। তবে যদি তোমরা সঠিক বিষয় অনুধাবন করে থাকো তাহলে তোমাদের জন্য রোযা রাখাই ভালো।[৫৬]

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

১৮৫. রমযানের মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য পুরোপুরি হেদায়াত এবং এমন দ্ব্যর্থহীন শিক্ষা সম্বলিত, যা সত্য-সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়। কাজেই এখন থেকে যে ব্যক্তি এ মাসের সাক্ষাত পাবে তার জন্য এই সম্পূর্ণ মাসটিতে রোযা রাখা অপরিহার্য এবং যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয় বা সফরে থাকে, সে যেন অন্য দিনগুলোয় রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে। আল্লাহ তোমাদের সাথে নরম নীতি অবলম্বন করতে চান, কঠোর নীতি অবলম্বন করতে চান না। তাই তোমাদেরকে এ পদ্ধতি জানানো হচ্ছে, যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে পারো এবং আল্লাহ তোমাদের যে হেদায়াত দান করেছেন সেজন্য যেন তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে ও তার স্বীকৃতি দিতে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝

১৮৬. আর হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাহলে তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দেই, কাজেই তাদের আমার আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং আমার ওপর ঈমান আনা উচিত, একথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও, হয়তো সত্য-সরল পথের সন্ধান পাবে।

৫৬. ইসলামের অধিকাংশ নির্দেশ ও বিধানের ন্যায় রোযাও ক্রমিক নিয়মে ফরয (অবশ্যপাল্য) করা হয়েছে। নবী করীম স. শুরুতে মুসলমানদের প্রত্যেক মাসে মাত্র তিনটি রোযা পালনের হেদায়াত (উপদেশ) দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন এ রোযা ফরয ছিল না। তারপর দ্বিতীয় হিজরীতে রমযান মাসে রোযা রাখার এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এ নির্দেশের মধ্যেও লোকদের জন্য এতটুকু সুবিধা রাখা হয়েছিল যে, রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা রোযা রাখবে না প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে তারা একজন মিসকিন (দরিদ্র)-কে খাদ্য দান করবে। এরপরে দ্বিতীয় নির্দেশ নাযিল হয় যা পরে উল্লেখিত হয়েছে।

(١٨٧) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

১৮৭. রোযার সময় রাতের বেলা স্ত্রীদের কাছে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ জানতে পেরেছেন, তোমরা চুপি চুপি নিজেরাই নিজেদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করছিলে। কিন্তু তিনি তোমাদের অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের ক্ষমা করেছেন। এখন তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে রাত্রিবাস করো এবং যে স্বাদ আল্লাহ তোমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন তা গ্রহণ করো। আর পানাহার করতে থাকো যতক্ষণ না রাত্রির কালো রেখার বুক চিরে প্রভাতের সাদা রেখা সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। তখন এসব কাজ ত্যাগ করে রাত পর্যন্ত নিজের রোযা পূর্ণ করো। আর যখন তোমরা মসজিদে ই'তিকাফে বসো তখন স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, এর ধারের কাছেও যেয়ো না। এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান লোকদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, আশা করা যায় এর ফলে তারা ভুল কর্মনীতি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।

(١٨٨) وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

১৮৮. আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অবৈধ পদ্ধতিতে খেয়ো না এবং শাসকদের সামনেও এগুলোকে এমন কোনো উদ্দেশ্যে পেশ করো না যার ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে তোমরা অন্যের সম্পদের কিছু অংশ খাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাও।[৫৭]

রুকূ' ঃ ২৪

(١٨٩) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

১৮৯. লোকেরা তোমাকে চাঁদ ছোট বড়ো হওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে। বলে দাওঃ এটা হচ্ছে লোকদের জন্য তারিখ নির্ণয় ও হজ্জের আলামত। তাদেরকে আরো বলে দাও ঃ তোমাদের পেছন দিক দিয়ে গৃহে প্রবেশ করার মধ্যে কোনো নেকী নেই। আসলে নেকী রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার মধ্যেই, কাজেই তোমরা দরজা পথেই নিজেদের গৃহে প্রবেশ করো। তবে আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, হয়তো তোমরা সাফল্য লাভে সক্ষম হবে।[৫৮]

৫৭. এ আয়াতের একটি অর্থ হচ্ছে ঃ শাসকদেরকে ঘুষ দিয়ে অবৈধ স্বার্থ লাভের চেষ্টা করো না এবং এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ঃ তোমরা নিজেরাই যখন জানো যে এ অপরের সম্পদ তখন তার কাছে তার নিজ মালিকানার কোনো প্রমাণ না থাকার সুযোগে বা কোনো কলা-কৌশলে তোমরা সে সম্পদ হস্তগত করতে পারো মাত্র, এ কারণে আদালতে সে সম্পর্কে মকদ্দমা নিয়ে যেও না। কেননা হতে পারে মকদ্দমার রুয়দাদ অনুযায়ী বিচারক ঐ সম্পদ তোমাকে দিয়ে দেবে ; কিন্তু তাতে সে সম্পদ তোমার পক্ষে বৈধ হবে না।

৫৮. আরবে প্রচলিত অসংখ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন রসম-রেওয়াজের মধ্যে এ প্রথাও ছিল যে, তারা হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলে আর নিজেদের ঘরে নির্দিষ্ট দ্বারপথ দিয়ে প্রবেশ করতো না ; বরং পিছন দিক দিয়ে দেয়াল টপকিয়ে বা খিড়কীতে দেয়ালের মধ্যে পথ বানিয়ে প্রবেশ করতো। শুধু তাই নয়, এছাড়া সফর থেকে প্রত্যাদেশ করেও তারা নিজেদের ঘরের পিছন দিকের পথ দিয়েই প্রবেশ করতো। আলোচ্য আয়াতে এরূপ প্রথার কেবল প্রতিবাদই করা হয়নি, বরং সকল রকমের কুসংস্কারের উপর এই বলে আঘাত হানা হয়েছে যে, এই সমস্ত রসম ও প্রথার মধ্যে কোনো পুণ্য নেই। আল্লাহকে ভয় করা ও তাঁর নির্দেশ অমান্য করা থেকে বেঁচে থাকাই হচ্ছে প্রকৃত পুণ্য।

(١٩٠) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ○

১৯০. আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করো না। কারণ যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ্‌ তাদের পসন্দ করেন না।

(١٩١) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ○

১৯১. তাদের সাথে যেখানেই তোমাদের মোকাবিলা হয় তোমরা যুদ্ধ করো এবং তাদের উৎখাত করো সেখান থেকে যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে উৎখাত করেছে। কারণ হত্যা যদিও খারাপ, ফিতনা তার চেয়েও বেশী খারাপ।[৫৯] আর মসজিদে হারামের কাছে যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, তোমরাও যুদ্ধ করো না। কিন্তু যদি তারা সেখানে যুদ্ধ করতে সংকোচবোধ না করে, তাহলে তোমরাও নিঃসংকোচে তাদেরকে হত্যা করো। কারণ এটাই এই ধরণের কাফেরদের যোগ্য শাস্তি।

(١٩٢) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

১৯২. তারপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে জেনে রাখো আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

(١٩٣) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ○

১৯৩. তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফিত্‌না নির্মূল হয়ে যায় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে জেনে রাখো যালেমদের ছাড়া আর কারোর ওপর হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়।

(١٩٤) الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ○

১৯৪. হারাম মাসের বিনিময় হারাম মাসই হতে পারে এবং সমস্ত মর্যাদা সমপর্যায়ের বিনিময়ের অধিকারী হবে।[৬০] কাজেই যে ব্যক্তি তোমার ওপর হস্তপেক্ষ করবে তুমিও তার ওপর ঠিক তেমনিভাবে হস্তক্ষেপ করো। তবে আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো এবং একথা জেনে রাখো যে, আল্লাহ্‌ তাদের সাথে আছেন যারা তাঁর নির্ধারিত সীমালংঘন করা থেকে বিরত থাকে।

(١٩٥) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ○

১৯৫. আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করো এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না। অনুগ্রহ প্রদর্শনের পথ অবলম্বন করো, কেননা আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ প্রদর্শনকারীদেরকে ভালোবাসেন।

৫৯. এখানে 'ফেতনা'-এর অর্থ হচ্ছে ঃ মিথ্যাকে ত্যাগ করে সত্যকে গ্রহণ করার কারণেই মাত্র কোনো ব্যক্তি বা দলের প্রতি অত্যাচার করা।

৬০. হযরত ইবরাহীম আ.-এর সময় থেকেই আরববাসীদের মধ্যে এ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, যিলক্বদ, যিলহজ্জ ও মহরম এ তিন মাস হজ্জের জন্য ও রজব মাস 'উমরার' জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এ চার মাস যুদ্ধ-লড়াই, নরহত্যা, লুণ্ঠতরাজ প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল——কাবার যিয়ারতকারীগণ যেন শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে ও যিয়ারত শেষে নিজেদের ঘরে নিরাপত্তাসহ ফিরে যেতে পারে। এ নিয়মের ভিত্তিতে এ মাস চারটিকে 'হারাম' মাস নামে অভিহিত করা হতো।

(১৯৬) وأتموا الحج والعمرة لله ۚ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ۖ ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ۚ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ۚ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ۚ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ۗ تلك عشرة كاملة ۗ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ۚ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ○

১৯৬. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যখন হজ্জ ও উমরাহ করার নিয়ত করো তখন তা পূর্ণ করো। আর যদি কোথাও আটকা পড়ো তাহলে যে কুরবানী তোমাদের আয়ত্বাধীন হয় তাই আল্লাহর উদ্দেশ্যে পেশ[৬১] করো। আর কুরবানী তার নিজের জায়গায় পৌঁছে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা নিজেদের মাথা মুণ্ডন করো না। তবে যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয় অথবা যার মাথায় কোনো কষ্ট থাকে এবং সেজন্য মাথা মুণ্ডন করে তাহলে তার 'ফিদিয়া' হিসেবে রোযা রাখা বা সাদ্‌কা দেয়া অথবা কুরবানী[৬২] করা উচিত। তারপর যদি তোমাদের নিরাপত্তা অর্জিত হয়।[৬৩] (এবং তোমরা হজ্জের আগে মক্কায় পৌঁছে যাও) তাহলে তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরাহর সুযোগ লাভ করে সে যেন সামর্থ্য অনুযায়ী কুরবানী করে। আর যদি কুরবানীর যোগাড় না হয়, তাহলে হজ্জের যামানায় তিনটি রোযা এবং সাতটি রোযা ঘরে ফিরে গিয়ে, এভাবে পুরো দশটি রোযা যেন রাখে। এ সুবিধে তাদের জন্য যাদের বাড়ী-ঘর মসজিদে হারামের কাছাকাছি নয়। আল্লাহর এই সমস্ত বিধানের বিরোধিতা করা থেকে দূরে থাকো এবং ভালোভাবে জেনে নাও। আল্লাহ কঠিন শাস্তি প্রদানকারী।

রুকূ' ঃ ২৫

(১৯৭) الحج أشهر معلومات ۚ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ۗ وما تفعلوا من خير يعلمه الله ۗ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ۚ واتقون يا أولي الألباب ○

১৯৭. হজ্জের মাসগুলো সবার জানা। যে ব্যক্তি এই নির্দিষ্ট মাসগুলোতে হজ্জ করার নিয়ত করে, তার জেনে রাখা উচিত, হজ্জের সময়ে সে যেন যৌনসম্ভোগ, দুষ্কর্ম ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয়। আর যা কিছু সৎকাজ তোমরা করবে আল্লাহ তা জানেন। হজ্জ সফরের জন্য পাথেয় সংগে নিয়ে যাও আর সবচেয়ে ভালো পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। কাজেই হে বুদ্ধিমানেরা! আমার নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকো।

(১৯৮) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ۚ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ۖ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ○

১৯৮. আর হজ্জের সাথে সাথে তোমরা যদি তোমাদের রবের অনুগ্রহের সন্ধান করতে থাকো তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই।[৬৪] তারপর আরাফাত থেকে অগ্রসর হয়ে 'মাশ্‌আরুল হারাম' (মুয্‌দালিফা) এর কাছে থেমে আল্লাহকে স্মরণ করো এবং এমনভাবে স্মরণ করো যেভাবে স্মরণ করার জন্য তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। নয়তো ইতিপূর্বে তোমরা তো ছিলে পথ-ভ্রষ্টদের অন্তরভুক্ত।

৬১. অর্থাৎ যদি পথে এমন কোনো কারণ ঘটে যার জন্য আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব না হয় এবং নিরুপায় হয়ে থেমে যেতে হয়, তবে উট, গরু, ছাগল——যে জন্তুই পাওয়া যায় আল্লাহর নামে তা কুরবানী কর।

১৯৯. তারপর যেখান থেকে আর সবাই ফিরে আসে তোমরাও সেখান থেকে ফিরে এসো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও।[৬৫] নিসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

২০০. অতপর যখন তোমরা নিজেদের হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করবে তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন ইতিপূর্বে তোমাদের বাপদাদাদেরকে স্মরণ করতে বরং তার চেয়ে অনেক বেশী করে স্মরণ করবে। (তবে আল্লাহকে স্মরণকারী লোকদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে) তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে যে বলে, হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়ায় সবকিছু দিয়ে দাও। এ ধরনের লোকের জন্য আখেরাতে কোনো অংশ নেই।

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝

২০১. আবার কেউ বলে, হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও।

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

২০২. এ ধরনের লোকরো নিজেদের উপার্জন অনুযায়ী (উভয় স্থানে) অংশ পাবে। মূলত হিসাব সম্পন্ন করতে আল্লাহর একটুও বিলম্ব হয় না।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

২০৩. এ হাতে গোণা কয়েকটি দিন, এ দিন কটি তোমাদের আল্লাহর স্মরণে অতিবাহিত করতে হবে। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দু'দিনে ফিরে আসে, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আর যদি কেউ একটু বেশীক্ষণ অবস্থান করে ফিরে আসে তবে তাতেও কোনো ক্ষতি নেই।[৬৬] তবে শর্ত হচ্ছে, এ দিনগুলো তাকে তাকওয়ার সাথে অতিবাহিত করতে হবে। আল্লাহর নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকো এবং খুব ভালোভাবে জেনে রাখো, একদিন তাঁর দরবারে তোমাদের হাযির হতে হবে।

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

২০৪. মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে পার্থিব জীবনে যার কথা তোমার কাছে বড়ই চমৎকার মনে হয় এবং নিজের সদিচ্ছার ব্যাপারে সে বার বার আল্লাহকে সাক্ষী মানে। কিন্তু আসলে সে সত্যের নিকৃষ্টতম শত্রু।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۝

৬২. হাদীস দৃষ্টে জানা যায়, নবী করীম স. এ অবস্থায় তিনদিন রোযা রাখার অথবা ছয়জন দরিদ্রকে খাদ্য খাওয়ানো কিংবা কমপক্ষে অন্ততঃ একটি ছাগল যবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৬৩. অর্থাৎ যদি সেই কারণ দূর হয়ে যায় যার জন্য তোমাদের পথিমধ্যে থেমে যেতে হয়েছিল।

৬৪. নিজ প্রতিপালকের ফযল (অনুগ্রহ) অন্বেষণ করার অর্থ হজ্জের সময়ের মধ্যে জীবিকা অর্জনের জন্য কোনো কাজ করা।

৬৫. হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমুসসালামের কাল থেকে আরব দেশে সাধারণ পরিচিত ও প্রচলিত হজ্জ পদ্ধতি ছিল ঃ লোকেরা এ যিলহজ্জে মিনা থেকে আরাফাতে গমন করতো এবং রাতে সেখান থেকে ফিরে এসে মুযদালিফায় অবস্থান করতো। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন ধীরে ধীরে কুরাইশদের ব্রাহ্মণ্য প্রভুত্ব ও প্রাধান্য কায়েম হয়ে গেলো তখন তারা বললো ঃ 'আমরা হলাম হারাম শরীফের অধিবাসী। সাধারণ লোকদের সাথে মিলে আরাফত পর্যন্ত যাওয়া আমাদের পক্ষে মর্যাদাহানিকর। সুতরাং তারা নিজেদের জন্য বিশেষ মর্যাদাসূচক ও বৈশিষ্ট্যমূলক এ ব্যবস্থা গ্রহণ করলো যে তারা মুযদালাফা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতো ও সাধারণ লোকদেরকে আরাফাত পর্যন্ত যাওয়ার জন্য ত্যাগ করতো। আলোচ্য আয়াতে তাদের এ আভিজাত্য গৌরব ও অহংকারের 'বূত'কে চূর্ণ করা হয়েছে।

৬৬. অর্থাৎ 'আইয়ামে তশরীকে"—মিনা থেকে মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন ১২ কিংবা ১৩ যিলহজ্জ তারিখে হোক কোনো দোষ নেই।

২০৫. যখন সে কর্তৃত্ব লাভ করে,[৬৭] পৃথিবীতে তার সমস্ত প্রচেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করে বিপর্যয় সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত ও মানব বংশ ধ্বংস করার কাজে। অথচ আল্লাহ (যাকে সে সাক্ষী মেনেছিল) বিপর্যয় মোটেই পসন্দ করেন না।

٢٠٥ وَإِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۚ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ○

২০৬. আর যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় করো তখন তার আত্মভিমান তাকে পাপের পথে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়, এ ধরনের লোকের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট এবং সেটি নিকৃষ্টতম আবাস।

٢٠٦ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

২০৭. অন্যদিকে মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অভিযানে যে নিজের প্রাণ সমর্পণ করে। এ ধরনের বান্দার ওপর আল্লাহ অত্যন্ত স্নেহশীল ও মেহেরবান।

٢٠٧ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ○

২০৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো[৬৮] এবং শয়তানের অনুসারী হয়ো না, কেননা সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন।

٢٠٨ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ○

২০৯. তোমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হেদায়াত এসে গেছে তা লাভ করার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তাহলে ভালোভাবে জেনে রাখো আল্লাহ মহা-পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

٢٠٩ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

২১০. (এই সমস্ত উপদেশ ও হেদায়াতের পরও যদি লোকেরা সোজা পথে না চলে, তাহলে) তারা কি এখন এ অপেক্ষায় বসে আছে যে, আল্লাহ মেঘমালার ছায়া দিয়ে ফেরেশতাদের বিপুল জমায়েত সংগে নিয়ে নিজেই সামনে এসে যাবেন এবং তখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে ? সমস্ত ব্যাপার তো শেষ পর্যন্ত আল্লাহরই সামনে উপস্থাপিতহবে।

٢١٠ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ۚ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ○

রুকূ' ঃ ২৬

২১১. বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করো, কেমন সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো আমি তাদেরকে দেখিয়েছি! আবার তাদেরকে একথাও জিজ্ঞেস করো, আল্লাহর নিয়ামত লাভ করার পর যে জাতি তাকে দুর্ভাগ্যে পরিণত করে তাকে আল্লাহ কেমন কঠিন শাস্তিদান করেন।

٢١١ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

৬৭. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে যে,—"যখন সে ফিরে যায়" অর্থাৎ সে ব্যক্তি ভালো ভালো ও চমৎকার চমৎকার কথা বানিয়ে যখন ফিরে যায় তখন কার্যত এসব অপকর্ম করে।

৬৮. অর্থাৎ কোনো প্রকার সংরক্ষণ ও ব্যতিক্রম ছাড়াই তোমাদের সমগ্র জীবনকে ইসলামের নিয়ন্ত্রণে আনো। নিজেদের জীবনকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করে কয়েকটি বিভাগে তোমরা ইসলামের অনুবর্তী হবে, আবার কয়েকটি বিভাগকে ইসলামের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখবে—এরূপ যেন না হয়।

﴿٢١٢﴾ زُيِّنَ لِلَّذِيۡنَ كَفَرُوا الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَا وَيَسۡخَرُوۡنَ مِنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا ۘ وَالَّذِيۡنَ اتَّقَوۡا فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرۡزُقُ مَنۡ يَّشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ ○

২১২. যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবন বড়ই প্রিয় ও মনোমুগ্ধকর করে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের লোকেরা ঈমানের পথ অবলম্বনকারীকে বিদ্রূপ করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাকওয়া অবলম্বনকারীরাই তাদের মোকাবিলায় উন্নত মর্যাদায় আসীন হবে। আর দুনিয়ার জীবিকার ক্ষেত্রে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত দান করে থাকেন।

﴿٢١٣﴾ كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۟ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيۡنَ وَمُنۡذِرِيۡنَ ۪ وَاَنۡزَلَ مَعَهُمُ الۡكِتٰبَ بِالۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ النَّاسِ فِيۡمَا اخۡتَلَفُوۡا فِيۡهِ ؕ وَمَا اخۡتَلَفَ فِيۡهِ اِلَّا الَّذِيۡنَ اُوۡتُوۡهُ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ الۡبَيِّنٰتُ بَغۡيًاۢ بَيۡنَهُمۡ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لِمَا اخۡتَلَفُوۡا فِيۡهِ مِنَ الۡحَقِّ بِاِذۡنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهۡدِىۡ مَنۡ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ○

২১৩. প্রথমে সব মানুষ একই পথের অনুসারী ছিল। (তারপর এই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকেনি, তাদের মধ্যে মতভেদের সূচনা হয়) তখন আল্লাহ নবী পাঠান। তারা ছিলেন সত্য-সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা এবং অসত্য ও বেঠিক পথ অবলম্বনের পরিণতির ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শনকারী। আর তাদের সাথে সত্য কিতাব পাঠান, যাতে সত্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল তার মীমাংসা করা যায়।—(এবং প্রথমে তাদেরকে সত্য সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হয়নি বলে এ মতভেদগুলো সৃষ্টি হয়েছিল, তা নয়) মতভেদ তারাই করেছিল যাদেরকে সত্যের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। তারা সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ লাভ করার পরও কেবলমাত্র পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করতে চাচ্ছিল বলেই সত্য পরিহার করে বিভিন্ন পথ উদ্ভাবন করে।—কাজেই যারা নবীদের ওপর ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ নিজের ইচ্ছাক্রমে সেই সত্যের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, যে ব্যাপারে লোকেরা মতবিরোধ করেছিল। আল্লাহ যাকে চান সত্য সঠিক পথ দেখিয়ে দেন।

﴿٢١٤﴾ اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تَدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَاۡتِكُمۡ مَّثَلُ الَّذِيۡنَ خَلَوۡا مِنۡ قَبۡلِكُمۡ ؕ مَسَّتۡهُمُ الۡبَاۡسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلۡزِلُوۡا حَتّٰى يَقُوۡلَ الرَّسُوۡلُ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ مَتٰى نَصۡرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصۡرَ اللّٰهِ قَرِيۡبٌ ○

২১৪. তোমরা কি মনে করেছো, এমনিতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে? অথচ তোমাদের আগে যারা ঈমান এনেছিল তাদের ওপর যা কিছু নেমে এসেছিল এখনও তোমাদের ওপর সেসব নেমে আসেনি।[৬৯] তাদের ওপর নেমে এসেছিল কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ মুসিবত, তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। এমনকি সমকালীন রসূল এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চীৎকার করে বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? তখন তাদরেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছিল, অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।

৬৯. অর্থাৎ কোনো নবী যখনই দুনিয়াতে আগমন করেছেন তখনই আল্লাহর বিদ্রোহী ও অবাধ্য বান্দাহদের পক্ষ থেকে সেই নবী ও তাঁর অনুগামী-বিশ্বাসীদের কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁরা বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদের প্রাণ রক্তরঞ্জিত করে তবে জান্নাত লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আল্লাহর জান্নাত এতোটা মূল্যহীন নয় যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য কোনো কষ্ট স্বীকার করবে না, অথচ তা তোমরা এমনিতেই লাভ করে যাবে।

(٢١٥) يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ○

২১৫. লোকেরা জিজ্ঞেস করছে, আমরা কি ব্যয় করবো? জবাব দাও, যে অর্থই তোমরা ব্যয় কর না কেন তা নিজেদের পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করো। আর যে সৎ-কাজই তোমরা করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত হবেন।

(٢١٦) كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

২১৬. তোমাদের যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং তা তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর। হতে পারে কোনো জিনিস তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর অথচ তা তোমাদের জন্য ভালো। আবার হতে পারে কোনো জিনিস তোমরা পসন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য খারাপ। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

রুকূ' ঃ ২৭

(٢١٧) يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ○

২১৭. লোকেরা তোমাকে হারাম মাসে যুদ্ধ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে। বলে দাও ঃ ঐ মাসে যুদ্ধ করা অত্যন্ত খারাপ কাজ। কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখা, আল্লাহর সাথে কুফরী করা, মসজিদে হারামের পথ আল্লাহ-বিশ্বাসীদের জন্য বন্ধ করে দেয়া এবং হারাম শরীফের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট তার চাইতেও বেশী খারাপ কাজ। আর ফিত্‌না হত্যাকাণ্ডের চাইতেও গুরুতর অপরাধ।[৭০] তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেই যাবে, এমনকি তাদের ক্ষমতায় কুলোলে তারা তোমাদেরকে এ দীন থেকেও ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। (আর একথা খুব ভালোভাবেই জেনে রাখো) তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই এই দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়ায় ও আখেরাতে উভয় স্থানে তার সমস্ত কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ ধরনের সমস্ত লোকই জাহান্নামের বাসিন্দা এবং তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

(٢١٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

২১৮. বিপরীত পক্ষে যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে বাড়ি-ঘর ত্যাগ করেছে ও জিহাদ করেছে[৭১] তারা সংগতভাবেই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের প্রতি নিজের করুণাধারা বর্ষণ করবেন।

৭০. এখানে একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরী সনের রজব মাসে নবী করীম স. আটজন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত একটি বাহিনীকে "নাখলা" (মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী) নামক স্থানের দিকে পাঠিয়ে কুরাইশদের গতিবিধি ও তাদের ভবিষ্যতের ইচ্ছা-বাসনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। নবী করীম স. তাঁদেরকে যুদ্ধের কোনো অনুমতি দান করেননি। কিন্তু পথিমধ্যে কুরাইশদের একটা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের সাথে তাঁদের সাক্ষাত ঘটলে, তাঁরা তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে একজনকে হত্যা করে ও অবশিষ্ট লোকদের মালসহ বন্দী করে মদীনাতে নিয়ে আসে। এ ঘটনাটি এমন সময় ঘটে যখন রজব মাস শেষ হয়ে শাবান শুরু হচ্ছিল ; ফলে এ ব্যাপারটা সন্দেহজনক হয়ে দাঁড়ায় যে—আক্রমণের ঘটনাটা কি রজব মাসে (অর্থাৎ 'হারাম' মাসে) ঘটলো না শাবান মাসে ?

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيْهِمَآ إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنفِقُوْنَ ۬ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْأٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝ فِى الدُّنْيَا وَالْأٰخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

২১৯-১২০. তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছেঃ মদ ও জুয়ার ব্যাপারে নির্দেশ কি ? বলে দাও ঃ ঐ দুটির মধ্যে বিরাট ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে যদিও লোকদের জন্য তাতে কিছুটা উপকারিতাও আছে,[৭২] কিন্তু তাদের উপকারিতার চেয়ে গোনাহ অনেক বেশী। তোমাকে জিজ্ঞেস করছেঃ আমরা আল্লাহর পথে কি ব্যয় করবো ? বলে দাও ঃ যা কিছু তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়।[৭৩] এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট বিধান বর্ণনা করেন, হয়তো তোমরা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের জন্য চিন্তা করবে। তোমার কাছে জিজ্ঞেস করছেঃ এতিমদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে ? বলে দাও ঃ যে কর্মপদ্ধতি তাদের জন্য কল্যাণকর তাই অবলম্বন করা ভালো। তোমরা যদি তোমাদের নিজেদের ও তাদের খরচপাতি ও থাকা-খাওয়া যৌথ ব্যবস্থাপনায় রাখো তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তারা তো তোমাদের ভাই। অনিষ্টকারী ও হীতকারী উভয়ের অবস্থা আল্লাহ ভালো করেই জানেন। আল্লাহ চাইলে এ ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করতেন। কিন্তু তিনি ক্ষমতা ও পরাক্রমের অধিকারী হবার সাথে সাথে জ্ঞান ও হিকমতের অধিকারী।

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَّلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ أٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

২২১. মুশরিক মেয়েদেরকে কখনো বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। একটি সম্ভ্রান্ত মুশরিক মেয়ে তোমাদের মনোহরণ করলেও একটি মুমিন দাসী তার চেয়ে ভালো। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে নিজেদের মেয়েদের কখনো বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। একজন সম্ভ্রান্ত মুশরিক পুরুষ তোমাদের মুগ্ধ করলেও একজন মুসলিম দাস তার চেয়ে ভালো। তারা তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছে আগুনের দিকে। আর আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। তিনি নিজের বিধান সুস্পষ্ট ভাষায় লোকদের সামনে বিবৃত করেন। আশা করা যায়, তারা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করবে।

কিন্তু কুরাইশরা ও তাদের সাথে গোপনভাবে মিলিত থেকে মদীনার ইহুদীও মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার জন্য এ ঘটনাটির খুব হাওয়া দিল। তারা কঠোর আপত্তি-অভিযোগ করে দিল যে, এসব লোক তো নিজেদের খুব আল্লাহওয়ালা রূপে পেশ করে! কিন্তু এদের অবস্থা দেখ। এরা হারাম মাসেও রক্তপাত ঘটাতে দ্বিধা করে না ! এসব অভিযোগের উত্তর এ আয়াতে দান করা হয়েছে।

৭১. জিহাদের অর্থ হচ্ছে ঃ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজের পূর্ণ শক্তি সামর্থ্য ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা। 'জিহাদ' মাত্র যুদ্ধের সমার্থবাচক নয়। 'জিহাদ' বলতে মাত্র যুদ্ধ বুঝায় না। যুদ্ধের অর্থ প্রকাশ করতে 'কিতাল' শব্দ ব্যবহার করা হয়। জিহাদের অর্থ এর থেকে ব্যাপক। জিহাদের অর্থের ব্যাপকতার মধ্যে যুদ্ধসহ সবরকমের চেষ্টা ও সাধনা-সংগ্রাম বর্তমান আছে।

৭২. মদ ও জুয়া সম্পর্কে এ প্রথম নির্দেশ। শরাব ও জুয়া যে পসন্দনীয় জিনিস নয়, এখানে মাত্র সে কথাটুকু উল্লেখ করা হয়েছে-এর বেশী এখানে কিছু বলা হয়নি। পরে সূরা নিসায় (৪৩ আয়াত) ও সূরা মায়েদায় (৯০ আয়াত) পরবর্তী আহকাম দান করা হয়েছে।

৭৩. আজকাল এ আয়াত থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ বের করা হচ্ছে। কিন্তু এ আয়াতের ভাষা ও শব্দ থেকে পরিষ্কার এ অর্থ বুঝা যাচ্ছে যে, লোকেরা নিজেদের অর্থের মালিক নিজেরাই ছিল। তাদের জিজ্ঞাস্য ছিল—আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কি ব্যয় করবো ? জবাব দেয়া হয়েছে ঃ তোমাদের অর্থ দ্বারা প্রথমে নিজেদের প্রয়োজন মিটাও। তারপর যা অতিরিক্ত বাঁচে তা আল্লাহর পথে খরচ কর। এ খরচ হচ্ছে স্বেচ্ছামূলক, যা বান্দা তার প্রতিপালকের রাস্তায় নিজের খুশীতে করে।

রুকূ’ ঃ ২৮

٢٢٢ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ○

২২২. তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, হায়েজ সম্পর্কে নির্দেশ কি ? বলে দাও ঃ সেটি একটি অশুচিকর ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থা। এ সময় স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তারা পাক-সাফ না হওয়া পর্যন্ত তাদের ধারে কাছেও যেয়ো না।[৭৪] তারপর যখন তারা পাক-পবিত্র হয়ে যায়, তাদের কাছে যাও যেভাবে যাবার জন্য আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে।

٢٢٣ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ○

২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের কৃষিক্ষেত। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের কৃষিক্ষেতে যাও। তবে নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তা করো এবং আল্লাহর অসন্তোষ থেকে দূরে থাকো।[৭৫] একদিন তোমাদের অবশ্যই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে হবে, একথা ভালোভাবেই জেনে রাখো। আর হে নবী ! যারা তোমার বিধান মেনে নেয় তাদেরকে সাফল্য ও সৌভাগ্যের সুখবর শুনিয়ে দাও।

٢٢٤ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

২২৪. যে শপথের উদ্দেশ্য হয় সৎকাজ, তাকওয়া ও মানব কল্যাণমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা, তেমন ধরনের শপথবাক্য উচ্চারণ করার জন্য আল্লাহর নাম ব্যবহার করো না। আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কথা শুনছেন এবং তিনি সবকিছু জানেন।

٢٢٥ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

২২৫. তোমরা অনিচ্ছায় যেসব অর্থহীন শপথ করে ফেলো সেগুলোর জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না, কিন্তু আন্তরিকতার সাথে তোমরা যেসব শপথগ্রহণ করো সেগুলোর জন্য তিনি অবশ্যই পাকড়াও করবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু।

٢٢٦ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

২২৬. যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক না রাখার কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য রয়েছে চার মাসের অবকাশ।[৭৬] যদি তারা রুজু করে (ফিরে আসে) তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

---

৭৪. অর্থাৎ এ অবস্থায় সংগম করো না।

৭৫. ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর দুটো অর্থ হতে পারে এবং দুটি অর্থেরই সমান গুরুত্ব রয়েছে। একটি অর্থ হচ্ছে—নিজের বংশ রক্ষার চেষ্টা করো, যেন তোমরা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পূর্বে তোমাদের স্থলে কাজ করার জন্য অন্যেরা পয়দা হয়। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ঃ যে ভবিষ্যত বংশধরকে তোমরা নিজেদের জায়গায় রেখে যাবে তাদেরকে দীন, আখলাক ও মনুষ্যত্বের গুণে গুণান্বিত করার চেষ্টা করো।

৭৬. শরীয়তের পরিভাষায় একে 'ইলা' বলে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক সবসময় সুষ্ঠু নাও থাকতে পারে। বিপর্যয় ও মনোমালিন্যের কারণ ঘটা একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহর শরীয়ত এরূপ বিপর্যয় পসন্দ করে না যাতে উভয়ে আইনত তো স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক বন্ধনে বদ্ধ থাকবে, কিন্তু সেই সাথে কার্যত একে অপরের কাছ থেকে এরূপভাবে পৃথক থাকবে যেন তারা স্বামী স্ত্রীই নয়। এ প্রকার বিপর্যয়ের জন্য আল্লাহ তাআলা চার মাসের সময় সীমা নির্ধারিত করে দিয়ে আদেশ করেছেন ঃ এ সময়ের মধ্যে হয় তোমরা তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক দোরস্ত করে নাও, নতুবা তোমাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক একেবারেই ছিন্ন কর।

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

২২৭. আর যদি তারা তালাক দেবার সংকল্প করে তাহলে জেনে রাখো আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।[৭৭]

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

২২৮. তালাক প্রাপ্তগণ তিনবার মাসিক ঋতুস্রাব হওয়া পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখবে। আর আল্লাহ তাদের গর্ভাশয়ে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাকে গোপন করা তাদের জন্য বৈধ নয়। তাদের কখনো এমনটি করা উচিত নয়, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়, তাদের স্বামীরা পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে প্রস্তুত হয়, তাহলে তারা এ অবকাশ কালের মধ্যে তাদেরকে নিজের স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নেবার অধিকারী হবে।[৭৮] নারীদের জন্যও ঠিক তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন পুরুষদের অধিকার আছে তাদের ওপর। তবে পুরুষদের তাদের ওপর একটি মর্যাদা আছে। আর সবার ওপরে আছেন আল্লাহ সর্বাধিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী।

রুকূ' ঃ ২৯

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

২২৯. তালাক দু'বার। তারপর সোজাসুজি স্ত্রীকে রেখে দিবে অথবা ভালোভাবে বিদায় করে দেবে।[৭৯] আর তাদেরকে যা কিছু দিয়েছো বিদায় করার সময় তা থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তবে এটা স্বতন্ত্র, স্বামী-স্ত্রী যদি আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না বলে আশংকা করে, তাহলে এহেন অবস্থায় যদি তোমরা আশংকা করো, তারা উভয়ে আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করতে পারবে না, তাহলে স্ত্রীর কিছু বিনিময় দিয়ে তার স্বামী থেকে বিচ্ছেদ লাভ করায়[৮০] কোনো ক্ষতি নেই। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, এগুলো অতিক্রম করো না। মূলত যারাই আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবে তারাই জালেম।

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

২৩০. অতপর যদি (দু'বার তালাক দেবার পর স্বামী তার স্ত্রীকে তৃতীয় বার) তালাক দেয়, তাহলে ঐ স্ত্রী তার জন্য আর হালাল হবে না। তবে যদি দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হয় এবং সে তাকে তালাক দেয়,[৮১] তাহলে এক্ষেত্রে প্রথম স্বামী এবং এই মহিলা যদি আল্লাহর সীমা রেখার মধ্যে অবস্থান করতে পারবে বলে মনে করে তাহলে তাদের উভয়ের জন্য পরস্পরের দিকে ফিরে আসায় কোনো ক্ষতি নেই। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। (এগুলো ভংগ করার পরিণতি) যারা জানে তাদের হেদায়াতের জন্য এগুলো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরছেন।

৭৭. অর্থাৎ যদি তুমি স্ত্রীকে অন্যায় করে ত্যাগ করে থাকো তবে আল্লাহ সম্পর্কে তোমার নির্ভয় হওয়া উচিত নয়। কেননা আল্লাহ তোমার বাড়াবাড়ি সম্পর্কে অবহিত আছেন।

৭৮. এ আদেশ মাত্র সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন স্বামী স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দান করে। এরূপ তালাক "রযয়ী" অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনযোগ্য হয়ে থাকে এবং ইদ্দতের (তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যে সময়সীমার মধ্যে স্ত্রীলোককে প্রতীক্ষায় থাকতে হয়) মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারে।

২৩১. আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও এবং তাদের ইদ্দত পূর্ণ হবার পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন হয় সোজাসুজি তাদেরকে রেখে দাও আর নয়তো ভালোভাবে বিদায় করে দাও। নিছক কষ্ট দেয়ার জন্য তাদেরকে আটকে রেখো না। কারণ এটা হবে বাড়াবাড়ি। আর যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে আসলে নিজের ওপর যুলুম করবে। আল্লাহর আয়াতকে খেলা-তামাসায় পরিণত করো না। ভুলে যেয়ো না আল্লাহ তোমাদের কত বড় নিয়ামত দান করেছেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দান করছেন, যে কিতাব ও হিকমাত তিনি তোমাদের ওপর নাযিল করেছন তাকে মর্যাদা দান করো। আল্লাহকে ভয় করো এবং ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ সব কথা জানেন।

রুকূ' ঃ ৩০

২৩২. তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার পর যখন তারা ইদ্দত পূর্ণ করে নেয় তখন তাদের নিজেদের প্রস্তাবিত স্বামীদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে তোমরা বাধা দিয়ো না, যখন তারা প্রচলিত পদ্ধতিতে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে সম্মত হয়। এ ধরনের পদক্ষেপ কখনো গ্রহণ না করার জন্য তোমাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাকো। এ থেকে বিরত থাকাই তোমাদের জন্য সবচেয়ে পরিমার্জিত ও সর্বাধিক পবিত্র পদ্ধতি। আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না।

২৩৩. যে পিতা তার সন্তানের দুধ পানের সময়-কাল পূর্ণ করতে চায়, সেক্ষেত্রে মায়েরা পুরো দু'বছর নিজেদের সন্তানদের দুধ পান করাবে।[৮২] এ অবস্থায় সন্তানদের পিতাকে প্রচলিত পদ্ধতিতে মায়েদের খোরাক পোশাক দিতে হবে। কিন্তু কারোর ওপর তার সামর্থের বেশী বোঝা চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। কোনো মা'কে এজন্য কষ্ট দেয়া যাবে না যে, সন্তানটি তার। আবার কোনো বাপকেও এজন্য কষ্ট দেয়া যাবে না যে, এটি তারই সন্তান। দুধ পানকারিণীর এ অধিকার যেমন সন্তানের পিতার ওপর আছে তেমনি আছে তার ওয়ারিশের ওপরও। কিন্তু যদি উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে এমনটি করায় কোনো ক্ষতি নেই। আর যদি তোমার সন্তানদের অন্য কোনো মেয়ের দুধ পান করাবার কথা তুমি চিন্তা করে থাকো, তাহলে তাতেও কোনো ক্ষতি নেই, তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, এজন্য যা কিছু বিনিময় নির্ধারণ করবে তা প্রচলিত পদ্ধতিতে আদায় করবে। আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করো না কেন সবই আল্লাহর নজরে আছে।

(٢٣١) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

(٢٣٢) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ ○

(٢٣٣) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

(٢٣٤) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○

(٢٣٥) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

(٢٣٦) لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ○

২৩৪. তোমাদের মধ্য থেকে যারা মারা যায়, তাদের পরে যদি তাদের স্ত্রীরা জীবিত থাকে, তাহলে তাদের চার মাস দশ দিন নিজেদেরকে (বিবাহ থেকে) বিরত রাখতে হবে।[৮৩] তারপর তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেলে তারা ইচ্ছামতো নিজেদের ব্যাপারে প্রচলিত পদ্ধতিতে যা চায় করতে পারে, তোমাদের ওপর এর কোনো দায়িত্ব নেই। আল্লাহ তোমাদের সবার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত।

২৩৫. ইদ্দতকালে তোমরা এ বিধবাদেরকে বিয়ে করার ইচ্ছা ইশারা ইংগিতে প্রকাশ করলে অথবা মনের গোপন কোণে লুকিয়ে রাখলে কোনো ক্ষতি নেই। আল্লাহ জানেন, তাদের চিন্তা তোমাদের মনে জাগবেই। কিন্তু দেখো, তাদের সাথে কোনো গোপন চুক্তি করো না। যদি কোনো কথা বলতে হয়, প্রচলিত ও পরিচিত পদ্ধতিতে বলো। তবে বিবাহ বন্ধনের সিদ্ধান্ত ততক্ষণ করবে না যতক্ষণ না ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। খুব ভালোভাবে জেনে রাখো আল্লাহ তোমাদের মনের অবস্থাও জানেন। কাজেই তাঁকে ভয় করো এবং একথাও জেনে রাখো, আল্লাহ ধৈর্য্যশীল এবং ছোট খাটো ত্রুটিগুলো এমনিতেই ক্ষমা করে দেন।

রুকূ' ঃ ৩১

২৩৬. নিজেদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার বা মোহরানা নির্ধারণ করার আগেই যদি তোমরা তালাক দিয়ে দাও তাহলে এতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। এ অবস্থায় তাদেরকে অবশ্যই কিছু না কিছু দিতে হবে।স্বচ্ছল ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং দরিদ্র তার সংস্থান অনুযায়ী প্রচলিত পদ্ধতিতে দেবে। সৎলোকদের ওপর এটি একটি অধিকার।

৭৯. এ আয়াতের বিধান অনুসারে একজন পুরুষ একটি বিবাহ-বন্ধন কালের মধ্যে নিজের স্ত্রীর উপর তালাকে রযয়ী–প্রত্যাবর্তনযোগ্য তালাক–দেবার অধিকার মোট মাত্র দুইবার প্রয়োগ করতে পারে। যে ব্যক্তি নিজ বিবাহিত স্ত্রীকে দুবার তালাক দিয়ে আবার গ্রহণ করেছে—সে জীবনে যখনি তাকে তৃতীয়বার তালাক দান করবে তার স্ত্রী তার থেকে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

৮০. শরীয়তের পরিভাষায় একে 'খোলা' বলে। অর্থাৎ একজন স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে কিছু দিয়ে তালাক হাসেল করা। এ ক্ষেত্রে পুরুষ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে স্ত্রীকে প্রদত্ত সম্পদ বা তার অংশবিশেষ স্ত্রীর কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে—এটা তার পক্ষে বৈধ হবে। কিন্তু পুরুষ যদি নিজেই স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে সে তার প্রদত্ত অর্থের কোনো কিছুই ফেরত নিতে পারবে না।

৮১. অর্থাৎ কোনো সময় যদি নিজের ইচ্ছায় তালাক দেয়। কিন্তু নিছক প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রীকে হালাল করার উদ্দেশ্যে যে ষড়যন্ত্রমূলক বিবাহ ও তালাক দেয়া হয় এ আয়াত দ্বারা তার বৈধতা সাব্যস্ত করা যায় না।

৮২. এ সেই অবস্থার হুকুম যখন স্বামী-স্ত্রী একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এবং স্ত্রীর কোলে দুগ্ধপোষ্য সন্তান রয়েছে, তা সে বিচ্ছিন্নতা তালাকের মধ্যে হোক বা 'খোলা' 'ফসক' (বিবাহ ভঙ্গ) বা তফরীক (বিচ্ছিন্নকরণ) দ্বারা হোক, তাতে কিছু যায় আসে না।

৮৩. স্বামীর মৃত্যুতে এ 'ইদ্দত' সেই স্ত্রীলোকদের পক্ষেও পালনীয় স্বামীর সাথে যাদের 'খেলওয়াতে সহীহা' (নির্জনবাস) হয়নি। তবে অবশ্য গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের কথা স্বতন্ত্র। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের 'ইদ্দত' তার গর্ভমোচন পর্যন্ত ; স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গর্ভমোচন ঘটুক বা কয়েক মাস পরে ঘটুক উভয় ক্ষেত্রেই এক নিয়ম : 'নিজেকে বিরত রাখা'র অর্থ মাত্র দ্বিতীয়বার বিবাহ থেকে বিরত থাকা নয়, অলংকরণ ও প্রসাধন থেকেও বিরত থাকা।

﴿٢٣٧﴾ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

২৩৭. আর যদি তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তোমরা তালাক দিয়ে দাও কিন্তু মোহরানা নির্ধারিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এ অবস্থায় মোহরানার অর্ধেক তাদেরকে দিতে হবে। স্ত্রী যদি নরমনীতি অবলম্বন করে (এবং মোহরানা না নেয়) অথবা সেই ব্যক্তি নরমনীতি অবলম্বন করে, যার হাতে বিবাহ বন্ধন নিবন্ধ (এবংসম্পূর্ণ মোহরানা দিয়ে দেয়)। তাহলে সেটা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা (অর্থাৎ পুরুষরা) নরমনীতি অবলম্বন করো। এ অবস্থায় এটি তাকওয়ার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। পারস্পরিক ব্যাপারে তোমরা উদারতা ও সহৃদয়তার নীতি ভুলে যেয়ো না। তোমাদের কার্যাবলী আল্লাহ দেখছেন।

﴿٢٣٨﴾ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ○

২৩৮. তোমাদের নামাযগুলো সংরক্ষণ করো, বিশেষ করে এমন নামায যাতে নামাযের সমস্ত গুণের সমন্বয় ঘটেছে।[৮৪] আল্লাহর সামনে এমনভাবে দাঁড়াও যেমন অনুগত সেবকরা দাঁড়ায়।

﴿٢٣٩﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ○

২৩৯. অশান্তি বা গোলযোগের সময় হলে পায়ে হেঁটে অথবা বাহনে চড়ে যেভাবেই সম্ভব নামায পড়ো। আর যখন শান্তি স্থাপিত হয়ে যায় তখন আল্লাহকে সেই পদ্ধতিতে স্মরণ করো, যা তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন, যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে তোমরা অনবহিত ছিলে।

﴿٢٤٠﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

২৪০. তোমাদের মধ্য থেকে যারা মারা যায় এবং তাদের পরে তাদের স্ত্রীরা বেঁচে থাকে, তাদের স্ত্রীদের যাতে এক বছর পর্যন্ত ভরণ পোষণ করা হয় এবং ঘর থেকে বের করে না দেয়া হয় সেজন্য স্ত্রীদের পক্ষে মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করে যাওয়া উচিত। তবে যদি তারা নিজেরাই বের হয়ে যায় তাহলে তাদের নিজেদের ব্যাপারে প্রচলিত পদ্ধতিতে তারা যাই কিছু করুক না কেন, তার কোনো দায়-দায়িত্ব তোমাদের ওপর নেই। আল্লাহ সবার ওপর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাশালী এবং তিনি অতি বিজ্ঞ।

﴿٢٤١﴾ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ○

২৪১. অনুরূপভাবে যেসব স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়েছে তাদেরকেও সংগতভাবে কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করা উচিত। এটা মুত্তাকীদের ওপর আরোপিত অধিকার।

﴿٢٤٢﴾ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

২৪২. এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান পরিষ্কার ভাষায় তোমাদের জানিয়ে দেন। আশা করা যায়, তোমরা ভেবে চিন্তে কাজ করবে।

৮৪. মূলে 'সালাতিল উস্‌তা' শব্দ আছে। 'উসতা' শব্দের অর্থ—মধ্যবর্তী বস্তু হতে পারে, আবার এর অর্থ উত্তম ও উন্নততর উৎকৃষ্ট জিনিসও হতে পারে। 'সালাতে উসতা'-এর অর্থ হতে পারে এরূপ নামায যা সঠিক সময়ে যথাযথ ভয়-ভক্তি-বিনয় ও আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা সহ পাঠ করা হয় ও যার মধ্যে নামাযের সকল সৌন্দর্য বর্তমান থাকে। পবিত্র কুরআনের যে সমস্ত ব্যাখ্যাকারক এ শব্দের অর্থ মধ্যবর্তী নামায গ্রহণ করেছেন তাঁরা সাধারণত এর অর্থ 'আসরের নামায' বুঝেছেন।

রুকূ’ ঃ ৩২

(٢٤٣) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ○

২৪৩. তুমি কি তাদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু চিন্তা করেছো, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়েছিল এবং তারা সংখ্যায়ও ছিল হাজার হাজার ? আল্লাহ তাদের বলেছিলেন ঃ মরে যাও, তারপর তিনি তাদের পূনর্বার জীবন দান করেছিলেন।[৮৫] আসলে আল্লাহ মানুষের ওপর বড়ই অনুগ্রহকারী কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

(٢٤٤) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

২৪৪. হে মুসলমানরা! আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো এবং ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।

(٢٤٥) مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

২৪৫. তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহকে ‘করযে হাসানা’ দিতে প্রস্তুত, যাতে আল্লাহ তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে তাকে ফেরত দেবেন ?[৮৬] কমাবার ক্ষমতাও আল্লাহর আছে, বাড়াবারও এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

(٢٤٦) أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ○

২৪৬. আবার তোমরা কি এ ব্যাপারেও চিন্তা করেছো, যা মূসার পরে বনী ইসরাঈলের সরদারদের সাথে ঘটেছিল? তারা নিজেদের নবীকে বলেছিল ঃ আমাদের জন্য একজন বাদশাহ ঠিক করে দাও, যাতে আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারি। নবী জিজ্ঞেস করলোঃ তোমাদের লড়াই করার হুকুম দেয়ার পর তোমরা লড়তে যাবে না, এমনটি হবে না তো ? তারা বলতে লাগলোঃ এটা কেমন করে হতে পারে, আমরা আল্লাহর পথে লড়বো না, অথচ আমাদের বাড়ি-ঘর থেকে আমাদের বের করে দেয়া হয়েছে, আমাদের সন্তানদের আমাদের থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে ? কিন্তু যখন তাদের লড়াই করার হুকুম দেয়া হলো, তাদের স্বল্প সংখ্যক লোক ছাড়া বাদবাকি সবাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলো। আল্লাহ তাদের প্রত্যেকটি জালেমকে জানেন।

(٢٤٧) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

২৪৭. তাদের নবী তাদেরকে বললোঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছেন। একথা শুনে তারা বললো ঃ “সে কেমন করে আমাদের ওপর বাদশাহ হবার অধিকার লাভ করলো ? তার তুলনায় বাদশাহী লাভের অধিকার আমাদের অনেক বেশী। সে তো কোনো বড় সম্পদশালী লোকও নয়।” নবী জবাব দিল ঃ “আল্লাহ তোমাদের মোকাবিলায় তাকেই নবী মনোনীত করেছেন। এবং তাকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক উভয় ধরনের যোগ্যতা ব্যাপকহারে দান করেছেন। আর আল্লাহ তাঁর রাজ্য যাকে ইচ্ছা দান করার ইখতিয়ার রাখেন। আল্লাহ অত্যন্ত ব্যাপকতার অধিকারী এবং সবকিছু তাঁর জ্ঞান-সীমার মধ্যে রয়েছে।”

﴿٢٤٨﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

২৪৮. এই সংগে তাদের নবী তাদের একথাও জানিয়ে দিল ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বাদশাহ নিযুক্ত করার আলাতমহচ্ছে এই যে, তার আমলে সেই সিন্ধুকটি তোমরা ফিরিয়ে পাবে, যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য মানসিক প্রশান্তির সামগ্রী, যার মধ্যে রয়েছে মূসার পরিবারের ও হারুনের পরিবারের পরিত্যাক্ত বরকতপূর্ন জিনিসপত্র এবং যাকে এখন ফেরেশতারা বহন করে ফিরছে। যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো তাহলে এটি তোমাদের জন্য অনেক বড় নিশানী।

রুকূ’ ঃ ৩৩

﴿٢٤٩﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ○

২৪৯. তারপর তালুত যখন সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে চললো, সে বললোঃ “আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নদীতে তোমাদের পরীক্ষা হবে। যে তার পানি পান করবে সে আমার সহযোগী নয়। একমাত্র সে-ই আমার সহযোগী যে তার পানি থেকে নিজের পিপাসা নিবৃত্ত করবে না। তবে এক আধ আঁজলা কেউ পান করতে চাইলে করতে পারে। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ছাড়া বাকি সবাই সেই নদীর পানি আকণ্ঠ পান করলো। অতপর তালুত ও তার সাথী মুসলমানরা যখন নদী পেরিয়ে সামনে এগিয়ে গেলো তখন তারা তালুতকে বলে দিল, আজ জালুত ও তার সেনাদলের মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের নেই।[৮৭] কিন্তু যারা একথা মনে করছিল যে, তাদের একদিন আল্লাহর সাথে মোলাকাত করতে হবে, তারা বললো ঃ “অনেক বারই দেখা গেছে, স্বল্প সংখ্যক লোকের একটি দল আল্লাহর হুকুমে একটি বিরাট দলের ওপর বিজয় লাভ করেছে। আল্লাহ সবরকারীদের সাথী।

﴿٢٥٠﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○

২৫০. আর যখন তারা জালুত ও তার সেনাদলের মোকাবিলায় বের হলো, তারা দোয়া করলো ঃ “হে আমাদের রব! আমাদের সবর দান করো, আমাদের অবিচলিত রাখ এবং এই কাফের দলের ওপর আমাদের বিজয় দান করো।”

﴿٢٥١﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ○

২৫১. অবশেষে আল্লাহর হুকুমে তারা কাফেরদের পরাজিত করলো। আর দাউদ জালুতকে হত্যা করলো এবং আল্লাহ তাকে রাজ্য ও প্রজ্ঞা দান করলেন, আর এই সাথে যা যা তিনি চাইলেন তাকে শিখিয়ে দিলেন। এভাবে আল্লাহ যদি মানুষদের একটি দলের সাহায্যে আর একটি দলকে দমন না করতে থাকতেন, তাহলে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হতো। কিন্তু দুনিয়াবাসীদের ওপর আল্লাহর অপার করুণা (যে, তিনি এভাবে বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা করতেন।)

٢٥٢ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

২৫২. এগুলো আল্লাহর আয়াত। আমি ঠিকমতো এগুলো তোমাকে শুনিয়ে যাচ্ছি। আর তুমি নিশ্চিতভাবে প্রেরিত পুরুষদের (রসূলদের) অন্তরভুক্ত।

৩

٢٥٣ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ۚ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۗ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ○

২৫৩. এই রসূলদের (যারা আমার পক্ষ থেকে মানবতার হেদায়েতের জন্য নিযুক্ত) একজনকে আর একজনের ওপর আমি অধিক মর্যাদাশালী করেছি। তাদের কারোর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, কাউকে তিনি অন্যদিক দিয়ে উন্নত মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন, অবশেষে ঈসা ইবনে মরিয়মকে উজ্জল নিশানীসমূহ দান করেছেন এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করেছেন। যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে এই রসূলদের পর যারা উজ্জল নিশানীসমূহ দেখেছিল তারা কখনো পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্তহতো না। কিন্তু (লোকদেরকে বলপূর্বক মতবিরোধ থেকে বিরত রাখা আল্লাহর ইচ্ছাধীন ছিল না, তাই) তারা পরস্পর মতবিরোধ করলো, তারপর তাদের মধ্য থেকে কেউ ঈমান আনলো আর কেউ কুফরীর পথ অবলম্বন করলো। হ্যাঁ, আল্লাহ চাইলে তারা কখ্খনো যুদ্ধে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ যা চান, তাই করেন।

রুকূ' ঃ ৩৪

٢٥٤ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

২৫৪. হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদের যা কিছু ধন-সম্পদ দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো, সেই দিনটি আসার আগে, যেদিন কেনাবেচা চলবে না, বন্ধুত্ব কাজে লাগবে না এবং কারো কোনো সুপারিশও কাজে আসবে না। আর জালেম আসলে সেই ব্যক্তি যে কুফরী নীতি অবলম্বন করে।

٢٥٥ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۗ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

২৫৫. আল্লাহ এমন এক চিরঞ্জীব ও চিরন্তন সত্তা যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের দায়িত্বভার বহন করছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি ঘুমান না এবং তন্দ্রাও তাঁকে স্পর্শ করে না। পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে ? যা কিছু মানুষের সামনে আছে তা তিনি জানেন এবং যা কিছু তাদের অগোচরে আছে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত। তিনি নিজে যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান সেটুকু ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর কর্তৃত্ব[৮৮] আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত করে না। মূলত তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠ সত্তা।

৮৫. এখানে বনী ইসরাঈলের মিশর থেকে বহির্গমনের ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সূরা মায়েদার ৪র্থ রুকূ'তে আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দান করেছেন।

৮৬. এখানে 'করযে হাসানা'-এর অর্থ পুণ্য লাভের বিশুদ্ধ প্রেরণায় নিস্বার্থভাবে আল্লাহর পথে মাল খরচ করা। এরূপ ব্যয়কে আল্লাহ নিজের যিম্মায় 'করয' বলে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, 'আমি মাত্র আসল' আদায় করবো না, বরং 'আসল'কে বহুগুণে বৃদ্ধি করে পরিশোধ করবো।

৮৭. সম্ভবত এ উক্তি সেইসব লোকের যারা প্রথমেই নদীতে নিজেদের ধৈর্যহীনতার পরিচয় দিয়েছিল।

২৫৬. দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।[৮৯] ভ্রান্ত মত ও পথ থেকে সঠিক মত ও পথকে ছাঁটাই করে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। এখন যে কেউ 'তাগূতকে'[৯০] অস্বীকার করে আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ছিন্ন হয় না। আর আল্লাহ (যাঁকে সে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে) সবকিছু শোনেন ও জানেন।

(٢٥٦) لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

২৫৭. যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ও সহায়। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে তাদের সাহায্যকারী ও সহায় হচ্ছে 'তাগূত'।[৯১] সে তাদেরকে আলোক থেকে অন্ধকারের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। এরা আগুনের অধিবাসী। সেখানে থাকবে এরা চিরকালের জন্য।

(٢٥٧) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

রুকূ' ঃ ৩৫

২৫৮. তুমি সেই ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করোনি, যে ইবরাহীমের সাথে তর্ক করেছিল ?[৯২] তর্ক করেছিল এই কথা নিয়ে যে, ইবরাহীমের রব কে ? এবং তর্ক এজন্য করেছিল যে, আল্লাহ তাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছিলেন। যখন ইবরাহীম বললোঃ যার হাতে জীবন ও মৃত্যু তিনিই আমার রব। জবাবে সে বললো ঃ জীবন ও মৃত্যু আমার হাতে। ইবরাহীম বললো ঃ তাই যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে ঃ আল্লাহ পূর্ব দিক থেকে সূর্য উঠান, দেখি তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উঠাও। একথা শুনে সেই সত্য অস্বীকারকারী হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। কিন্তু আল্লাহ জালেমদের সঠিক পথ দেখান না।

(٢٥٨) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

---

৮৮. মূল শব্দ—'কুরসী'। এ শব্দ সাধারণত রাষ্ট্রশক্তি ও ক্ষমতার রূপক বা প্রতীক রূপে ব্যবহার করা হয়।

৮৯. অর্থাৎ কাউকে 'ঈমান' আনার জন্য বাধ্য করা যেতে পারে না।

৯০. আভিধানিক অর্থে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে 'তাগূত' বলা যায়, যে নিজের বৈধ সীমালংঘন করে। বান্দাহ যখন বন্দেগীর সীমালংঘন করে নিজে মনিব ও প্রভু হওয়ার ঠাট জমিয়ে আল্লাহর বান্দাদেরকে দিয়ে নিজের বন্দেগী-দাসত্ব করায় তখন কুরআনের পরিভাষায় তাকে তাগূত বলা যায়।

৯১. 'তাগূত' শব্দটি একবচন হলেও এখানে তা বহুবচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাওয়াগিত–তাগূতসমূহ। আল্লাহর দিক থেকে মানুষ যখন মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন সে মাত্র এক তাগূতের জালে ফাঁসে না, বরং অসংখ্য 'তাগূত' তখন তার কাঁধে চেপে বসে।

৯২. 'ঐ ব্যক্তি' বলতে এখানে হযরত ইবরাহীম আ.-এর মাতৃভূমি ইরাকের বাদশাহ 'নমরূদ'কে বুঝানো হয়েছে।

﴿٢٥٩﴾ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ۚ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

২৫৯. অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই ব্যক্তিকে দেখো যে এমন একটি লোকালয় অতিক্রম করেছিল, যার গৃহের ছাদ-গুলো উপুড় হয়ে পড়েছিল। সে বললো ঃ এ ধ্বংসপ্রাপ্ত জনবসতি, একে আল্লাহ আবার কিভাবে জীবিত করবেন ? একথায় আল্লাহ তার প্রাণ হরণ করলেন এবং সে একশো বছর পর্যন্ত মৃত পড়ে রইলো। তারপর আল্লাহ পুনর্বার তাকে জীবন দান করলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বলো, তুমি কত বছর পড়েছিলে ? জবাব দিল ঃ এই, এক দিন বা কয়েক ঘণ্টা পড়েছিলাম। আল্লাহ বললেনঃ "বরং একশো বছর এই অবস্থায় তোমার ওপর দিয়ে চলে গেছে। এবার নিজের খাবার ও পানীয়ের ওপর একবার নজর বুলাও দেখো তার মধ্যে কোনো সামান্য পরিবর্তন আসেনি। অন্যদিকে তোমার গাধাটিকে দেখো (তাঁর পাঁজরগুলোও পঁচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে)। আর এটা আমি এজন্য করেছি যে, মানুষের জন্য তোমাকে আমি একটি নিদর্শন হিসেবে দাঁড় করাতে চাই। তারপর দেখো, এই অস্থি পাঁজরটি, কিভাবে একে উঠিয়ে এর গায়ে গোশ্‌ত ও চামড়া লাগিয়ে দেই।" এভাবে সত্য যখন তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো তখন সে বলে উঠলো ঃ "আমি জানি, আল্লাহ সবকিছুর ওপর শক্তিশালী"

﴿٢٦٠﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

২৬০. আর সেই ঘটনাটিও সামনে রাখো, যখন ইবরাহীম বলেছিলঃ "আমার প্রভু! আমাকে দেখিয়ে দাও কিভাবে তুমি মৃতদের পুনর্জীবিত করো।" বললেন ঃ তুমি কি বিশ্বাস করো না ? ইবরাহীম জবাব দিলঃ বিশ্বাস তো করি, তবে মানসিক নিশ্চিন্ততা লাভ করতে চাই।[৯৩] বললেন ঃ ঠিক আছে, তুমি চারটি পাখি নাও এবং তাদেরকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। তারপর তাদের এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের ওপর রাখো। এরপর তাদেরকে ডাকো। তারা তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসবে। ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।

রুকূ' ঃ ৩৬

﴿٢٦١﴾ مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

২৬১. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ যেমন একটি শস্যবীজ বপন করা হয় এবং তা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়, যার প্রত্যেকটি শীষে থাকে একশতটি করে শস্যকণা। এভাবে আল্লাহ যাকে চান, তার কাজে প্রাচুর্য দান করেন। তিনি মুক্তহস্ত ও সর্বজ্ঞ।

৯৩. অর্থাৎ সেই নিসন্দেহে বিশ্বাস ও নিরুদ্বিগ্ন প্রশান্তি যা চাক্ষুষ দর্শন দ্বারা লাভ করা যায়।

﴿٢٦٢﴾ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

২৬২. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর নিজেদের অনুগ্রহের কথা বলে বেড়ায় না আর কাউকে কষ্টও দেয় না, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের কোনো দুঃখ, মর্মবেদনা ও ভয় নেই।

﴿٢٦٣﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ۗ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ۝

২৬৩. একটি মিষ্টি কথা এবং কোনো অপ্রীতিকর ব্যাপারে সামান্য উদারতা ও ক্ষমা প্রদর্শন এমনি দানের চেয়ে ভালো, যার পেছনে আসে দুঃখ ও মর্মজ্বালা। মূলত আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সহনশীলতাই তাঁর গুণ।

﴿٢٦٤﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

২৬৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা বলে বেড়িয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাতকে সেই ব্যক্তির মতো নষ্ট করে দিয়ো না যে নিছক লোক দেখাবার জন্য নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, অথচ সে আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে না এবং পরকালেও বিশ্বাস করে না। তার ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ একটি মসৃণ পাথর খণ্ডের ওপর মাটির আস্তর জমেছিল। প্রবল বর্ষণের ফলে সমস্ত মাটি ধুয়ে গেলো। এখন সেখানে রয়ে গেলো শুধু পরিষ্কার পাথর খণ্ডটি। এ ধরনের লোকেরা দান খয়রাত করে যে নেকী অর্জন করে বলে মনে করে তার কিছুই তাদের হাতে আসে না। আর কাফেরদের সোজা পথ দেখানো আল্লাহর নিয়ম নয়।[৯৪]

﴿٢٦٥﴾ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

২৬৫. বিপরীত পক্ষে যারা পূর্ণ মানসিক একাগ্রতা ও অবিচলতা সহকারে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের এই ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ কোনো উচ্চ ভূমিতে একটি বাগান, প্রবল বৃষ্টিপাত হলে সেখানে দ্বিগুণ ফলন হয়। আর প্রবল বৃষ্টিপাত না হলে সামান্য হাল্কা বৃষ্টিপাতই তার জন্য যথেষ্ট। আর তোমরা যা কিছু করো সবই আল্লাহর দৃষ্টি সীমার মধ্যে রয়েছে।

﴿٢٦٦﴾ اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

২৬৬. তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে, তার একটি সবুজ শ্যামল বাগান থাকবে, সেখানে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, খেজুর, আংগুর ও সবরকম ফলে পরিপূর্ণ থাকবে এবং বাগানটি ঠিক এমন এক সময় প্রবল উষ্ণ বায়ু প্রবাহে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে যখন সে নিজে বৃদ্ধ হয়ে গেছে এবং তার সন্তানরাও তখনো যোগ্য হয়ে উঠেনি ?[৯৫] এভাবেই আল্লাহ তাঁর কথা তোমাদের সামনে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারো।

৯৪. এখানে 'কাফের' শব্দ 'অকৃতজ্ঞ ও নেয়ামত অস্বীকারকারীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৯৫. অর্থাৎ যখন তোমাদের জীবন ব্যাপী শ্রম-সাধনায় উপার্জিত ধন-সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়া তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশী আবশ্যক ও নতুনভাবে উপার্জন করার কোনো সুযোগই বর্তমান নেই, এমন এক সংকট সময়ে তোমাদের সকল সম্পদ অকস্মাৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়া তোমরা

রুকূ' ঃ ৩৭

২৬৭. হে ঈমানদারগণ! যে অর্থ তোমরা উপার্জন করেছো এবং যা কিছু আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য বের করে দিয়েছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করো। তাঁর পথে ব্যয় করার জন্য তোমরা যেন সবচেয়ে খারাপ জিনিস বাছাই করার চেষ্টা করোনা অথচ ঐ জিনিসই যদি কেউ তোমাদের দেয়, তা হলে তোমরা কখনো তা নিতে রাযী হওনা, যদি না তা নেবার ব্যাপারে তোমরা চোখ বন্ধ করে থাকো। তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সর্বোত্তম গুণে গুণান্বিত।

২৬৮. শয়তান তোমাদের দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর কর্মনীতি অবলম্বন করতে প্রলুব্ধ করে কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশ্বাস দেন। আল্লাহ বড়ই উদার হস্ত ও মহাজ্ঞানী।

২৬৯. তিনি যাকে চান, হিকমত দান করেন। আর যে ব্যক্তি হিকমত লাভ করে সে আসলে বিরাট সম্পদ লাভ করেছে। এই সব কথা থেকে কেবলমাত্র তারাই শিক্ষা লাভ করে যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী।

২৭০. তোমরা যা কিছু ব্যয় করেছো এবং যা মানতও[৯৬] করেছো আল্লাহ তা সবই জানেন। আর জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

২৭১. যদি তোমাদের দান-সদ্‌কাগুলো প্রকাশ্যে করো, তাহলে তাও ভালো ; তবে যদি গোপনে অভাবীদের দাও, তাহলে তোমাদের জন্য এটিই বেশী ভালো। এভাবে তোমাদের অনেক গোনাহ নির্মূল হয়ে যায়। আর তোমরা যা কিছু করে থাকো আল্লাহ অবশ্যই তা জানেন।

২৭২. মানুষকে হেদায়াত দান করার দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পিত হয়নি। আল্লহা যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করেন। তোমরা যে ধন-সম্পদ দান-খয়রাত করো, তা তোমাদের নিজেদের জন্য ভালো। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যই তো অর্থ ব্যয় করে থাকো। কাজেই দান-খয়রাত করে তোমরা যা কিছু অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে এবং এক্ষেত্রে কোনোক্রমেই তোমাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

(٢٦٧) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

(٢٦٨) اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

(٢٦٩) يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

(٢٧٠) وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

(٢٧١) اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

(٢٧٢) لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

পসন্দ করো না। তবে তোমরা একথা কেমন করে পসন্দ করছো যে, দুনিয়ায় জীবনভর শ্রম করার পর পরকালের জগতে পা রেখেই তোমরা দেখতে পাবে ঃ তোমাদের সারা জীবনব্যাপী কর্মকাণ্ডের সেখানে কোনো মূল্যই নেই, দুনিয়ার জন্য তোমরা যাকিছুই উপার্জন করেছিলে তা দুনিয়াতেই রয়ে গেছে এবং পরকালের জন্য তোমরা এমন কিছুই উপার্জন করে নিয়ে যাওনি, যার ফল তোমরা সেখানে ভোগ করতে পারো ?

৯৬. নিজের কোনো উদ্দেশ্য সফল হওয়ার বিনিময়ে কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো নেক কাজ করার অঙ্গীকার করে যে কাজ তার পক্ষে ফরয ছিল না তবে তাকে 'নযর' বলা হয়। যদিএ উদ্দেশ্য কোনো হালাল ও বৈধ বিষয় সম্পর্কে হয় ও তা আল্লাহ তাআলারই কাছে প্রার্থনা করা হয়

২৭৩. বিশেষ করে এমন সব গরীব লোক সাহায্য লাভের অধিকারী, যারা আল্লাহর কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে না এবং তাদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে স্বচ্ছল বলে মনে করে। তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের ভেতরের অবস্থা জানতে পারো। মানুষের পেছনে লেগে থেকে কিছু চাইবে, এমন লোক তারা নয়। তাদের সাহায্যার্থে তোমরা যা কিছু অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহর দৃষ্টির অগোচরে থাকবে না।

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

রুকু’ ঃ ৩৮

২৭৪. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ দিনরাত গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের কোনো ভয় ও দুঃখ নেই।

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

২৭৫. কিন্তু যারা সুদ খায়। তাদের অবস্থা হয় ঠিক সেই লোকটির মতো যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে।[৯৭] তাদের এ অবস্থায় উপনীত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলে ঃ “ব্যবসা তো সুদেরই মতো।[৯৮] অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করে দিয়েছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে এ নসীহত পৌঁছে যায় এবং ভবিষ্যতে সুদখোরী থেকে সে বিরত হয়, সেক্ষেত্রে যা কিছু সে খেয়েছে[৯৯] তাতো খেয়ে ফেলেছেই এবং এ ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ হয়ে গেছে। আর এ নির্দেশের পরও যে ব্যক্তি আবার এ কাজ করে, সে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে সে থাকবে চিরকাল।

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

২৭৬. আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত ও বিকশিত করেন। আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ দুষ্কৃতকারীকে পছন্দ করেন না।

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

এবং তা সফল হলে তার বিনিময়ে যে কাজ করার অঙ্গীকার করা হয় তা যদি শুধু আল্লাহ তাআলারই জন্য হয় তবে এরূপ ‘নযর’ আল্লাহর আনুগত্যের পথে হয়েছে বলা যায় এবং এরূপ নযর পূর্ণ করা পুরস্কার ও সওয়াবের কাজ। আর যদি এরূপ না হয়, তবে সে ‘নযর’ মানা ও তা পূর্ণ করা আল্লাহর আযাবের কারণ হবে।

৯৭. পাগল ও দিওয়ানা ব্যক্তিকে আরববাসীরা ‘মজনুন’ অর্থাৎ ‘প্রেতগ্রস্ত’ বলতো। কাউকে পাগল বলতে হলে তারা বলতো সে জ্বিনগ্রস্ত হয়েছে। এ বাগধারা ব্যবহার করে কুরআন সুদখোর ব্যক্তির প্রতি উদ্ভ্রান্ত বুদ্ধি ব্যক্তির উপমা প্রয়োগ করেছে।

৯৮. অর্থাৎ তাদের মতবাদ ও ধারণায় এ ভুল আছে যে ব্যবসায়ে মূলধনের উপর গৃহীত লাভের প্রকৃতি ও সুদের প্রকৃতির মধ্যকার পার্থক্য তারা বুঝতে পারে না এবং ব্যবসায়-জাত মুনাফা ও সুদ এ দুই জিনিসকে একই প্রকারের মনে করে তারা এ যুক্তি পেশ করে যে, ব্যবসায়ে নিয়োগ করা টাকার মুনাফা যদি বৈধ হয় তবে কর্য স্বরূপ দেয়া টাকার মুনাফা অবৈধ হবে কেন ?

৯৯. একথা বলা হয়নি যে, যাকিছু তারা খেয়ে নিয়েছে আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন। বরং বলা হয়েছে, তার ব্যাপার আল্লাহরই এখতিয়ারে। এ ব্যাক্যাংশ থেকে বুঝা যায়—“যা খেয়ে নিয়েছে তা খেয়ে নিয়েছে”—একথা বলার তাৎপর্য এই নয় যে, খেয়ে নিয়েছে তার জন্য ক্ষমা করে দেয়া হলো ; বরং এর লক্ষ্য এতটুকু আইনগত সুবিধাদান করা যে, যে সুদ ইতিপূর্বে গ্রহণ করা হয়েছে তা ফেরত দেয়ার জন্য আইনত নির্দেশ দেয়া হবে না।

২৭৭. অবশ্য যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাদের প্রতিদান নিসন্দেহে তাদের রবের কাছে আছে এবং তাদের কোনো ভয় ও মর্মজ্বালাও নেই।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

২৭৮. হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহকে ভয় করো এবং লোকদের কাছে তোমাদের যে সুদ বাকি রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও, যদি যথার্থই তোমরা ঈমান এনে থাকো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

২৭৯. কিন্তু যদি তোমরা এমনটি না করো তাহলে জেনে রাখো, এটা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।[১০০] এখনো তওবা করে নাও (এবং সুদ ছেড়ে দাও) তাহলে তোমরা আসল মূলধনের অধিকারী হবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপর জুলুম করাও হবে না।

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ○

২৮০. তোমাদের ঋণগ্রহীতা অভাবী হলে সচ্ছলতা লাভ করা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর যদি সাদ্‌কা করে দাও, তাহলে এটা তোমাদের জন্য বেশী ভালো হবে, যদি তোমরা জানতে।[১০১]

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

২৮১. যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে সেদিনের অপমান ও বিপদ থেকে বাঁচো। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জিত সৎ কর্মের ও অপকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারো ওপর কোনো প্রকার জুলুম করা হবে না।

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

১০০. মক্কা বিজয়ের পর যখন আরব ইসলামী শাসনাধীনে আসে সেই সময় এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। এর পূর্বে সুদকে যদিও নাপসন্দ জিনিস মনে করা হতো কিন্তু আইনত তা নিষিদ্ধ করা হয়নি। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর ইসলামী রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে সুদী কারবারকে ফৌজদারী অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। আয়াতের শেষাংশের ভিত্তিতে ইবনে আব্বাস রা., হাসান বসরী র., ইবনে সিরিন র. ও রবী বিন আনাস র. এ অভিমত পোষণ করেন যে, যে ব্যক্তি দারুল ইসলামের (ইসলামী রাষ্ট্রের) মধ্যে সুদ গ্রহণ করবে তাকে তাওবা করার জন্য বাধ্য করা হবে এবং যদি সে সুদ থেকে বিরত না হয় তবে তাকে নিহত করা হবে। অন্যান্য ফিকাহবিদদের অভিমত হচ্ছে–এরূপ ব্যক্তিকে বন্দী করাই যথেষ্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত সে সুদ খাওয়া ত্যাগ করার অংগীকার না করে ততক্ষণ তাকে মুক্তি দেয়া হবে না।

১০১. এ আয়াত থেকে এ শরীয়তী বিধান নির্গত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হবে তাকে ঋণ আদায়ের জন্যে যথেষ্ট সময় দেয়ার জন্যে ইসলামী আদালত ঋণদাতাকে বাধ্য করবে। কোনো কোনো অবস্থায় আদালত সম্পূর্ণ ঋণ কিংবা তার অংশবিশেষ একেবারে মাফ করে দেয়ার অধিকারী হবে। ফিকাহবিদগণ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ এক ব্যক্তির থাকার ঘর, খাবারের পাত্র, পরনের কাপড় এবং যেসব হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি দ্বারা সে জীবিকা উপার্জন করে কোনো অবস্থাতেই তা ক্রোক করা যাবে না।

রুকূ' ঃ ৩৯

২৮২. হে ঈমানদারগণ! যখন কোনো নির্ধারিত সময়ের জন্য তোমরা পরস্পরের মধ্যে ঋণের লেন-দেন করো[১০২] তখন তা লিখে রাখো। উভয় পক্ষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে এক ব্যক্তি দলীল লিখে দেবে। আল্লাহ্ যাকে লেখাপড়ার যোগ্যতা দিয়েছেন তার লিখতে অস্বীকার করা উচিত নয়। সে লিখবে এবং লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে সেই ব্যক্তি যার ওপর ঋণ চাপছে (অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা)। তার রব আল্লাহকে তার ভয় করা উচতি। যে বিষয় স্থিরীকৃত হয়েছে তার থেকে যেন কোনো কিছু কম বেশী না করা হয়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি বুদ্ধিহীন বা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তাহলে তার অভিভাবক ইনসাফ সহকারে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে। তারপর নিজেদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তিকে তার সাক্ষী রাখো। আর যদি দুজন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষী হবে, যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। এসব সাক্ষী এমন লোকদের মধ্য থেকে হতে হবে যাদের সাক্ষ্য তোমাদের কাছে গ্রহণীয়। সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্য দেবার জন্য বললে তারা যেন অস্বীকার না করে। ব্যাপার ছোট হোক বা বড়, সময়সীমা নির্ধারণ সহকারে দলীল লেখাবার ব্যাপারে তোমরা গড়িমসি করো না। আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য এ পদ্ধতি অধিকতর ন্যায়সংগত, এর সাহায্যে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা বেশী সহজ হয় এবং তোমাদের সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা কমে যায়। তবে যেসব ব্যবসায়িক লেন-দেন তোমরা পরস্পরের মধ্যে হাতে হাতে করে থাকো, সেগুলো না লিখলে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু ব্যবসায়িক বিষয়গুলো স্থিরীকৃত করার সময় সাক্ষী রাখো। লেখক ও সাক্ষীকে কষ্ট দিয়ো না। এমনটি করলে গোনাহের কাজ করবে। আল্লাহর গযব থেকে আত্মরক্ষা করো। তিনি তোমাদের সঠিক কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দান করেন এবং তিনি সব কিছু জানেন।

২৮৩. যদি তোমরা সফরে থাকো এবং এ অবস্থায় দলীল লেখার জন্য কোনো লেখক না পাও, তাহলে বন্ধক রেখে কাজ সম্পন্ন করো।[১০৩] যদি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি অন্যের ওপর ভরসা করে তার সাথে কোনো কাজ কারবার করে, তাহলে যার ওপর ভরসা করা হয়েছে সে যেন তার আমানত যথাযথরূপে আদায় করে এবং নিজেদের রব আল্লাহকে ভয় করে। আর সাক্ষ্য কোনোক্রমেই গোপন করো না। যে ব্যক্তি সাক্ষ্য গোপন করে তার হৃদয় গোনাহর সংস্পর্শে কলুষিত। আর আল্লাহ তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে বেখবর নন।

﴿٢٨٢﴾ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۭ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۠
وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ
فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَـيْـــًٔا ۭ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ ھُوَ فَلْيُمْلِلْ
وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۭ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ
فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاۗءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىھُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا
الْاُخْرٰى ۭ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَاۗءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۭ وَلَا تَسْــَٔـمُوْٓا
اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۭ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ
عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْھَا ۭ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۠ وَلَا يُضَاۗرَّ
كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ڛ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۭ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ۭ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

﴿٢٨٣﴾ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰي سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِھٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۭ
فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ
وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۭ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۭ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا
فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

রুকূ’ ঃ ৪০

২৮৪. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর। তোমরা নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করো বা লুকিয়ে রাখো, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে তার হিসেব নেবেন। তারপর তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন, এটা তাঁর ইখতিয়ারাধীন। তিনিসব জিনিসের ওপর শক্তি খাটাবার অধিকারী।

٢٨٤ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

২৮৫. রসূল তার রবের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর যে হেদায়াত নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে। আর যেসব লোক ঐ রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাও ঐ হেদায়াতকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাব-সমূহকে ও তাঁর রসূলদেরকে মানে এবং তাদের বক্তব্য হচ্ছে ঃ “আমরা আল্লাহর রসূলদের একজনকে আর একজন থেকে আলাদা করি না। আমরা নির্দেশ শুনেছি ও অনুগত হয়েছি। হে প্রভু! আমরা তোমার কাছে গোনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করছি। আমাদের তোমারই দিকে ফিরে যেতে হবে।

٢٨٥ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۗ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○

২৮৬. আল্লাহ কারোর ওপর তার সামর্থের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপান না। প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী উপার্জন করেছে তাঁর ফল তার নিজেরই জন্য এবং যে গোনাহ সে অর্জন করেছে, তার প্রতিফলও তারই ওপর বর্তাবে। (হে ঈমানদারগণ, তোমরা এভাবে দোয়া চাও ঃ) হে আমাদের রব! ভুল-ভ্রান্তিতে আমরা যেসব গোনাহ করে বসি, তুমি সেগুলো পাকড়াও করো না। হে প্রভু! আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না, যা তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে আমাদের প্রতিপালক! যে বোঝা বহন করার সামর্থ আমাদের নেই, তা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না। আমাদের প্রতি কোমল হও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি করুণা করো। তুমি আমাদের অভিভাবক। কাফেরদের মোকাবিলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।

٢٨٦ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِنْ نَّسِيْنَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ أَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

---

১০২. এর থেকে এ বিধান নির্গত হয় যে, ঋণের ব্যাপারে মেয়াদ (সময়-সীমা) নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক।

১০৩. গচ্ছিত জিনিসের বিনিময়ে ঋণদানের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ঋণদাতার ঋণ শোধ পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা লাভ হওয়া। কিন্তু ঋণের পরিবর্তে গচ্ছিত মাল থেকে কোনো ফায়দা হাসিল করার অধিকার ঋণদাতার নেই। কেননা তা সুদ বলে গণ্য হবে। অবশ্য যদি কোনো পশু বন্ধক রাখা হয়, তবে তার দুগ্ধ ব্যবহার করা যাবে ও তাকে যানবাহন ও ভারবহনের কাজেও লাগানো যাবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে উক্ত পশুকে ঘাস ও খাদ্য দানের বিনিময়।

সূরা আলে ইমরান

৩

নামকরণ

এ সূরার এক জায়গায় 'আলে ইমরানের' কথা বলা হয়েছে। একেই আলামত হিসেবে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল ও বিষয়বস্তুর অংশসমূহ

প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু হয়ে চতুর্থ রুকূ'র প্রথম দু' আয়াত পর্যন্ত চলেছে এবং এটি সম্ভবত বদর যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়।

দ্বিতীয় ভাষণটি—

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ۔

(আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদেরকে সারা দুনিয়াবাসীদের ওপর প্রাধান্য দিয়ে নিজের রিসালাতের জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন।) আয়াত থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ রুকূ'র শেষে গিয়ে শেষ হয়েছে। ৯ হিজরীতে নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনকালে এটি নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণটি সপ্তম রুকূ'র শুরু থেকে নিয়ে দ্বাদশ রুকূ'র শেষ অব্দি চলেছে। প্রথম ভাষণের সাথে সাথেই এটি নাযিল হয় বলে মনে হয়।

চতুর্থ ভাষণটি ত্রয়োদশ রুকূ' থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। উহুদ যুদ্ধের পর এটি নাযিল হয়।

সম্বোধন ও আলোচ্য বিষয়াবলী

এ বিভিন্ন ভাষণকে এক সাথে মিলিয়ে যে জিনিসটি একে একটি সুগ্রথিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে পরিণত করেছে সেটি হচ্ছে এর উদ্দেশ্য, মূল বক্তব্য ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য ও একমুখীনতা। সূরায় বিশেষ করে দু'টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। একটি দল হচ্ছে, আহলি কিতাব (ইহুদী ও খৃস্টান) এবং দ্বিতীয় দলটিতে রয়েছে এমন সব লোক যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল।

সূরা বাকারায় ইসলামের বাণী প্রচারের যে ধারা শুরু করা হয়েছিল প্রথম দলটির কাছে সেই একই ধারায় প্রচার আরো জোরালো করা হয়েছে। তাদের আকীদাগত ভ্রষ্টতা ও চারিত্রিক দুষ্কৃতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, এ রসূল এবং এ কুরআন এমন এক দীনের দিকে নিয়ে আসছে প্রথম থেকে সকল নবীই যার দাওয়াত দিয়ে আসছেন এবং আল্লাহর প্রকৃতি অনুযায়ী যা একমাত্র সত্য দীন। এ দীনের সোজা পথ ছেড়ে তোমরা যে পথ ধরেছো, তা যেসব কিতাবকে তোমরা আসমানী কিতাব বলে স্বীকার করো তাদের দৃষ্টিতেও সঠিক নয়। কাজেই যার সত্যতা তোমরা নিজেরাও অস্বীকার করতে পারো না তার সত্যতা স্বীকার করে নাও।

দ্বিতীয় দলটি এখন শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদা লাভ করার কারণে তাকে সত্যের পতাকাবাহী ও বিশ্বমানবতার সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব দান করা হয়েছে। এ প্রসংগে সূরা বাকারায় যে নির্দেশাবলী শুরু হয়েছিল এখানে তার পরিসর আরো বাড়ানো হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মতদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধপতনের ভয়াবহ চিত্র দেখিয়ে তাকে তাদের পদাংক অনুসরণ করা থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। একটি সংস্কারবাদী দল হিসেবে সে কিভাবে কাজ করবে এবং যেসব আহলি কিতাব ও মুনাফিক মুসলমান আল্লাহর পথে নানা প্রকার বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করছে তাদের সাথে কি আচরণ করবে, তাও তাকে জানানো হয়েছে। উহুদ যুদ্ধে তার মধ্যে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল তা দূর করার জন্যও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এভাবে এ সূরাটি শুধুমাত্র নিজের অংশগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি এবং নিজের অংশগুলোকে এক সূত্রে গ্রথিত করেনি বরং সূরা বাকারার সাথেও এর নিকট সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। এটি একেবারেই তার পরিশিষ্ট মনে হচ্ছে। সূরা বাকারার লাগোয়া আসনই তার স্বাভাবিক আসন বলে অনুভূত হচ্ছে।

নাযিলের কার্যকারণ

সূরাটির ঐতিহাসিক পটভূমি হচ্ছে—

এক ঃ এ সত্য দীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সূরা বাকারায় পূর্বাহ্নেই যেসব পরীক্ষা, বিপদ-আপদ ও সংকট সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল তা পূর্ণ মাত্রায় সংঘটিত হয়েছিল। বদর যুদ্ধে ঈমানদারগণ বিজয় লাভ করলেও এ যুদ্ধটি যেন ছিল ভীমরুলের চাকে ঢিল মারার মতো ব্যাপার। এপ্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষটি আরবের এমন সব শক্তিকে অকস্মাত নাড়া দিয়েছিল যারা এ নতুন আন্দোলনের সাথে শত্রুতা পোষণ করতো। সবদিকে ফুটে উঠছিল ঝড়ের আলামত। মুসলমানদের ওপর একটি নিরন্তর ভীতি ও অস্থিরতার অবস্থা বিরাজ করছিল। মনে হচ্ছিল, চারপাশের সারা দুনিয়ার আক্রমণের শিকার মদীনার এ ক্ষুদ্র জনবসতিটিকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলে দেয়া হবে। মদীনার অর্থনৈতিক অবস্থার এ পরিস্থিতির অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। মদীনা ছিল তো একটি ছোট্ট মফস্বল শহর। জনবসতি কয়েক শো ঘরের বেশী ছিল না। সেখানে হঠাৎ বিপুল সংখ্যক মুহাজিরের আগমন। ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য তো এমনিতেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর আবার এ যুদ্ধাবস্থার কারণে বাড়তি বিপদ দেখা দিল।

দুই ঃ হিজরতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার আশপাশের ইহুদী গোত্রগুলোর সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তারা সেই চুক্তির প্রতি সামান্যতমও সম্মান প্রদর্শন করেনি। বদর যুদ্ধকালে এ আহলি কিতাবদের যাবতীয় সহানুভূতি তাওহীদ ও নবুয়াত এবং কিতাব ও আখেরাত বিশ্বাসী মুসলমানদের পরিবর্তে মূর্তিপূজারী মুশরিকদের সাথে ছিল। বদর যুদ্ধের পর তারা কুরাইশ ও আরবের অন্যান্য গোত্রগুলোকে প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। বিশেষ করে বনী নযীরের সরদার কা'ব ইবনে আশরাফ তো এ ব্যাপারে নিজের বিরোধমূলক প্রচেষ্টাকে অন্ধ শত্রুতা বরং নীচতার পর্যায়ে নামিয়ে আনে। মদীনাবাসীদের সাথে এ ইহুদীদের শত শত বছর থেকে যে বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক চলে আসছিল তার কোনো পরোয়াই তারা করেনি। শেষে যখন তাদের দুষ্কর্ম ও চুক্তিভংগ সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর যুদ্ধের কয়েক মাস পরে এ ইহুদী গোত্রগুলোর সবচেয়ে বেশী দুষ্কর্মপরায়ণ 'বনী কাইনুকা' গোত্রের ওপর আক্রমণ চালান এবং তাদেরকে মদীনার শহরতলী থেকে বের করে দেন। কিন্তু এতে অন্য ইহুদী গোত্রগুলোর হিংসার আগুন আরো বেশী তীব্র হয়ে ওঠে। তারা মদীনার মুনাফিক মুসলমান ও হিজাযের মুশরিক গোত্রগুলোর সাথে চক্রান্ত করে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য চার দিকে অসংখ্য বিপদ সৃষ্টি করে। এমনকি কখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ নাশের জন্য তাঁর ওপর আক্রমণ চালানো হয় এ আশংকা সর্বক্ষণ দেখা দিতে থাকে। এ সময় সাহাবায়ে কেরাম সবসময় সশস্ত্র থাকতেন। নৈশ আক্রমণের ভয়ে রাতে পাহারা দেয়া হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি কখনো সামান্য সময়ের জন্যেও চোখের আড়াল হতেন তাহলে সাহাবায়ে কেরাম উদ্বেগ আকুল হয়ে তাঁকে খুঁজতে বের হতেন।

তিন ঃ বদরে পরাজয়ের পর কুরাইশদের মনে এমনিতেই প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল, ইহুদীরা তার ওপর কেরোসিন ছিটিয়ে দিল। ফলে এক বছর পরই মক্কা থেকে তিন হাজার সুসজ্জিত সৈন্যের একটি দল মদীনা আক্রমণ করলো। এ যুদ্ধটি হলো উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে। তাই উহুদের যুদ্ধ নামেই এটি পরিচিত। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মদীনা থেকে এক হাজার লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু পথে তিনশো মুনাফিক হঠাৎ আলাদা হয়ে মদীনার দিকে ফিরে এলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যে সাতশো লোক রয়ে গিয়েছিল তার মধ্যেও মুনাফিকদের একটি ছোট দল ছিল। যুদ্ধ চলাকালে তারা মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করার সম্ভাব্য সবরকমের প্রচেষ্টা চালালো। এ প্রথমবার জানা গেলো, মুসলমানদের স্বগৃহে এতো বিপুল সংখ্যক আস্তীনের সাপ লুকানো রয়েছে এবং তারা এভাবে বাইরের শত্রুদের সাথে মিলে নিজেদের ভাই-বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষতি করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

চার ঃ উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় যদিও মুনাফিকদের কৌশলের একটি বড় অংশ ছিল তবুও মুসলমানদের নিজেদের দুর্বলতার অংশও কম ছিল না। একটি বিশেষ চিন্তাধারা ও নৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে যে দলটি এই সবেমাত্র গঠিত হয়েছিল, যার নৈতিক প্রশিক্ষণ এখনো পূর্ণ হতে পারেনি এবং নিজের বিশ্বাস ও নীতি সমর্থনে যার লড়াই করার এই মাত্র দ্বিতীয় সুযোগ ছিল তার কাজে কিছু দুর্বলতা প্রকাশ হওয়াটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাই যুদ্ধের পর এ যুদ্ধের যাবতীয় ঘটনাবলীর ওপর বিস্তারিত মন্তব্য করা এবং তাতেই ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের মধ্যে যেসব দুর্বলতা পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্য থেকে প্রত্যেকটির প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে তার সংশোধনের জন্য নির্দেশ দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এ প্রসংগে একথাটি দৃষ্টি সমক্ষে রাখার উপযোগিতা রাখে যে, অন্য জেনারেলরা নিজেদের যুদ্ধের পরে তার ওপর যে মন্তব্য করেন এ যুদ্ধের ওপরে কুরআনের মন্তব্য তা থেকে কত ভিন্নতর।

আয়াত-২০০ | সূরা আলে ইমরান-মাদানী | রুকূ'-২০

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
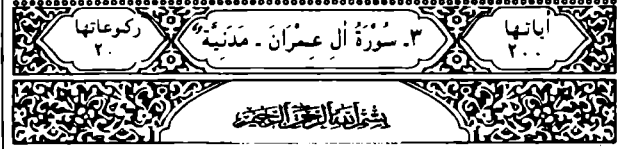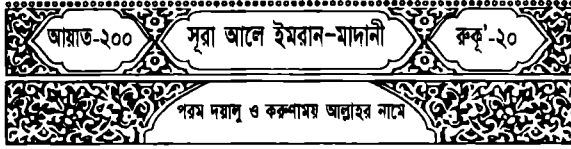
১. আলিফ লাম-মীম।

২. আল্লাহ এক চিরঞ্জীব ও শাশ্বত সত্তা, যিনি বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে ধারণ করে আছেন, আসলে তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

৩-৪. তিনি তোমার ওপর এ কিতাব নাযিল করেছেন, যা সত্যের বাণী বহন করে এনেছে এবং আগের কিতাবগুলোর সত্যতা প্রমাণ করছে। এর আগে তিনি মানুষের হেদায়াতের জন্য তাওরাত ও ইন্‌জীল নাযিল করেছিলেন। আর তিনি মানদণ্ড নাযিল করেছেন (যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দেয়)। এখন যারা আল্লাহর বিধানসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তারা অবশ্যই কঠিন শাস্তি পাবে। আল্লাহ অসীম ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি অন্যায়ের শাস্তি দিয়ে থাকেন।

৫. পৃথিবী ও আকাশের কোনো কিছু আল্লাহর কাছে গোপন নেই।

৬. তিনি মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। এ প্রবল পরাক্রান্ত মহা-জ্ঞানের অধিকারী সত্তা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

৭. তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন। এ কিতাবে দু' ধরনের আয়াত আছে ঃ এক হচ্ছে, মুহ্‌কামাত,[১] যেগুলো কিতাবের আসল বুনিয়াদ এবং দ্বিতীয় হচ্ছে, মুতাশাবিহাত[২]। যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সবসময় মুতাশাবিহাতের পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ করার চেষ্টা করে থাকে। অথচ সেগুলোর আসল অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। বিপরীত পক্ষে পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীরা বলে ঃ "আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, এসব আমাদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে।"[৩] আর প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান লোকেরাই কোনো বিষয় থেকে সঠিক শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে।

١ الٓمّٓ ۝

٢ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۝

٣ نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِیْلَ ۝

٤ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

٥ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَخْفٰی عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ ۝

٦ هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُكُمْ فِی الْاَرْحَامِ كَیْفَ یَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝

٧ هُوَ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰیٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِیْلِهٖ ۚ وَمَا یَعْلَمُ تَاْوِیْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِی الْعِلْمِ یَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا یَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

১. 'আয়াতে মুহকামাত' বলতে সেইসব আয়াত বুঝায় যেসবের ভাষা একান্ত সহজবোধ্য যার অর্থ নির্ধারণে কোনো দ্ব্যর্থতা ও সন্দেহের অবকাশ নেই। এ আয়াত কিতাবের মূল বুনিয়াদ অর্থাৎ কুরআন যে উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে এসব আয়াতই সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। এর মাধ্যমেই দুনিয়াকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো হয়েছে। এসবের মধ্যেই শিক্ষা ও উপদেশের কথা বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর দ্বারাই ভ্রান্তির খণ্ডন ও সঠিক পথের পরিচয় দান করা হয়েছে এবং দীনের বুনিয়াদী নীতিসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এসবের মধ্যেই আকায়েদ, ইবাদাত, আখলাক ফারায়েয এবং আমর ও নাহীর (আদেশ ও নিষেধমূলক) বিধান দান করা হয়েছে।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ۝٨

৮. তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে ঃ “হে আমাদের রব ! যখন তুমি আমাদের সোজা পথে চালিয়েছো তখন আর আমাদের অন্তরকে বক্রতায় আচ্ছন্ন করে দিয়ো না, তোমার দান ভাণ্ডার থেকে আমাদের জন্য রহমত দান করো, কেননা তুমিই আসল দাতা।

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝٩

৯. হে আমাদের রব! অবশ্যই তুমি সমগ্র মানবজাতিকে একদিন একত্রে সমবেত করবে, যে দিনটির আগমনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তুমি কখনো ওয়াদা থেকে বিচ্যুত হও না।”

রুকূ’ ঃ ২

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝١٠

১০. যারা কুফরী নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের না ধন-সম্পদ, না সন্তান-সন্ততি আল্লাহর মোকাবিলায় কোনো কাজে লাগবে। তারা জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবেই।

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝١١

১১. তাদের পরিণাম ঠিক তেমনি হবে যেমন ফেরাউনের সাথী ও তার আগের নাফরমানদের হয়ে গেছে ঃ তারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, ফলে আল্লাহ তাদের গোনাহের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। আর যথার্থই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদানকারী।

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝١٢

১২. কাজেই হে মুহাম্মদ ! যারা তোমার দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো, তাদের বলে দাও, সেই সময় নিকটবর্তী যখন তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদের জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, আর জাহান্নাম বড়ই খারাপ আবাস।

২. ‘মুতাশাবিহাত’—অর্থাৎ সেই আয়াত যার অর্থ গ্রহণের দ্ব্যর্থতা ও সন্দেহের অবকাশ আছে। একথা সহজেই বুঝা যায় যে বিশ্ব প্রকৃতির অদৃশ্য তত্ত্ব সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞান মানুষকে পরিবেশন না করে তাদের কোনো সুস্পষ্ট জীবন পথ প্রদর্শন করা যেতে পারে না। একথাও সুস্পষ্ট যে, যেসব জিনিস মানুষের ইন্দ্রিয়ের অতীত, যা সে কোনোদিন দেখেনি, স্পর্শ করেনি, আস্বাদন করেনি, সে সবের জন্য মানুষের ভাষায় এরূপ শব্দ পাওয়া যেতে পারে না যা সেইসব জিনিসগুলোর জন্য রচিত হয়েছে এবং সেরূপ পরিচিত বর্ণনাভঙ্গীও পাওয়া যেতে পারে না যার দ্বারা প্রত্যেক শ্রোতার মানসপটে সেইসব বস্তুর সঠিক চিত্র ফুটে উঠতে পারে। কাজেই এ ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণনার জন্য এরূপ শব্দ ও বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা অপরিহার্য যা আসল হাকীকতের (সত্য তত্ত্ব ও ব্যাপারের) সাথে নিকটতর সাদৃশ্য সম্পন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসের জন্য মানবীয় ভাষায় পাওয়া যায়। সুতরাং এই প্রকারের হাকীকতসমূহের বর্ণনার জন্য কুরআনে এরূপই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে এবং ‘মুতাশাবিহাত’ বলতে সেই সমস্ত আয়াতকে বুঝানো হয় যাতে এরূপ ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. এখানে কারোর মনে এ সন্দেহ জাগা উচিত নয় যে, যখন তারা ‘মুতাশাবিহ’ আয়াতের সঠিক অর্থই জানে না তখন তারা তার প্রতি কেমন করে ঈমান আনবে ? প্রকৃতপক্ষে একজন সুস্থ বিবেকবান মানুষের মনে কুরআন যে আল্লাহ তাআলার বাণী এ দৃঢ় বিশ্বাস ‘মুহকাম আয়াত’ পাঠেই হয়ে থাকে ; ‘মুতাশাবিহ’ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্বারা হয় না। ‘মুহকাম’ আয়াতসমূহে চিন্তা-গবেষণা করার পর এ কিতাব যখন আল্লাহরই কিতাব বলে তার মনে পূর্ণ বিশ্বাস ও নিশ্চিন্ততা জন্মে তখন ‘মুতাশাবিহ’ আয়াত তার মনে কোনো সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করতে পারে না।

১৩. তোমাদের জন্য সেই দু'টি দলের মধ্যে একটি শিক্ষার নিদর্শন ছিল যারা (বদরে) পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল এবং অন্য দলটি ছিল কাফের। চোখের দেখায় লোকেরা দেখছিল, কাফেররা মু'মিনদের দ্বিগুণ।[৪] কিন্তু ফলাফল (প্রমাণ করলো যে) আল্লাহ তাঁর বিজয় ও সাহায্য দিয়ে যাকে ইচ্ছা সহায়তা দান করেন। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য এর মধ্যে বড়ই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

১৪. মানুষের জন্য নারী, সন্তান, সোনারূপার স্তূপ, সেরা ঘোড়া, গবাদি পশু ও কৃষি ক্ষেতের প্রতি আসক্তিকে বড়ই সুসজ্জিত ও সুশোভিত করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উত্তম আবাস তো রয়েছে আল্লাহর কাছে।

১৫. বলো, আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো, ওগুলোর চেয়ে ভালো জিনিস কি ? যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বাগান, তার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে। পবিত্র স্ত্রীরা হবে তাদের সংগিনী এবং তারা লাভ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ তার বান্দাদের কর্মনীতির ওপর গভীর ও প্রখর দৃষ্টি রাখেন।

১৬. এ লোকেরাই বলে ঃ "হে আমাদের রব ! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গোনাহখাতা মাফ করে দাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের বাঁচাও।"

১৭. এরা সবরকারী, সত্যনিষ্ঠ, অনুগত ও দানশীল এবং রাতের শেষভাগে আল্লাহর কাছে গোনাহ মাফের জন্য দোয়া করে থাকে।

১৮. আল্লাহ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর ফেরেশতা ও সকল জ্ঞানবান লোকই সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সেই প্রবল পরাক্রান্ত ও জ্ঞানবান সত্তা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

১৯. ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন—জীবন বিধান। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারা এ দীন থেকে সরে গিয়ে যেসব বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সেগুলো অবলম্বনের এ ছাড়া আর কোনো কারণই ছিল না যে, প্রকৃত জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করার জন্য এমনটি করেছে। আর যে কেউ আল্লাহর হেদায়াতের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে, তার কাছ থেকে হিসেব নিতে আল্লাহর মোটেই দেরী হয় না।

⑬ قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ○

⑭ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○

⑮ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۚ○

⑯ اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ○

⑰ اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ○

⑱ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۚ○

⑲ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

৪. যদিও প্রকৃত পার্থক্য ছিল তিনগুণ কিন্তু তবুও যে কোনো ব্যক্তি সাধারণভাবে দেখলেও অন্তত এতটুকু মনে করবেই যে, কাফেরদের লোক সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণ।

⑳ فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْأُمِّيّٖنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

২০. এখন যদি এ লোকেরা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের বলে দাও ঃ "আমি ও আমার অনুগতরা আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করেছি।" তারপর আহলি কিতাব ও অ-আহলি কিতাব উভয়কে জিজ্ঞেস করো, "তোমরাও কি তাঁর বন্দেগী কবুল করেছো ?" যদি করে থাকে তাহলে ন্যায় ও সত্যের পথ লাভ করেছে আর যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকে, তাহলে তোমার ওপর কেবলমাত্র পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্বই অর্পিত হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ নিজেই তাঁর বান্দাদের অবস্থা দেখবেন।

রুকূ' ঃ ৩

㉑ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ۝

২১. যারা আল্লাহর বিধান ও হেদায়াত মানতে অস্বীকার করে তাঁর নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে আর এমন লোকদের প্রাণ সংহার করে, যারা মানুষের মধ্যে ন্যায়, ইনসাফ ও সততার নির্দেশ দেয়ার জন্য এগিয়ে আসে, তাদের কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দাও।

㉒ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

২২. এরা এমনসব লোক যাদের কর্মকাণ্ড (আমল) দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই নষ্ট হয়ে গেছে এবং এদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

㉓ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ إِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

২৩. তুমি কি দেখনি কিতাবের জ্ঞান থেকে যারা কিছু অংশ পেয়েছে, তাদের কি অবস্থা হয়েছে ? তাদের যখন আল্লাহর কিতাবের দিকে সে অনুযায়ী তাদের পরস্পরের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আহ্বান জানানো হয় তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল পাশ কাটিয়ে যায় এবং এই ফায়সালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

㉔ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۪ وَغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

২৪. তাদের এ কর্মপদ্ধতির কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলে ঃ "জাহান্নামের আগুন তো আমাদের স্পর্শও করবে না। আর যদি জাহান্নামের শাস্তি আমরা পাই তাহলে তা হবে মাত্র কয়েক দিনের।" তাদের মনগড়া বিশ্বাস নিজেদের দীনের ব্যাপারে তাদেরকে বড়ই ভুল ধারণার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।

㉕ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

২৫. কিন্তু সেদিন তাদের কি অবস্থা হবে, যেদিন আমি তাদের একত্র করবো, যেদিনটির আসা একেবারেই অবধারিত ? সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জনের পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারো ওপর জুলুম করা হবে না।

(٢٦) قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

২৬. বলো ঃ হে আল্লাহ ! বিশ্ব-জাহানের মালিক ! তুমি যাকে চাও রাষ্ট্রক্ষমতা দান করো এবং যার থেকে চাও রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নাও। যাকে চাও মর্যাদা ও ইয্যত দান করো এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত ও হেয় করো। কল্যাণ তোমার হাতেই নিহিত। নিসন্দেহে তুমি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।

(٢٧) تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

২৭. তুমি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের মধ্যে। জীবনহীন থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও এবং জীবন্ত থেকে জীবনহীনের। আর যাকে চাও তাকে তুমি বে-হিসেবে রিযিক দান করো।

(٢٨) لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

২৮. মু'মিনরা যেন ঈমানদারদের বাদ দিয়ে কখনো কাফেরদেরকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক, বন্ধু ও সহযোগী হিসেবে গ্রহণ না করে। যে এমনটি করবে, আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে হ্যাঁ, তাদের যুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য তোমরা যদি বাহ্যত এ নীতি অবলম্বন করো তাহলে তা মাফ করে দেয়া হবে।[৫] কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন আর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।[৬]

(٢٩) قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ط وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

২৯. হে নবী ! লোকদের জানিয়ে দাও যে, তোমাদের মনের মধ্যে যা কিছু আছে তাকে তোমরা লুকিয়ে রাখো বা প্রকাশ করো, আল্লাহ তা জানেন। পৃথিবী ও আকাশের কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে অবস্থান করছে না এবং তার কর্তৃত্ব সবকিছুর ওপর পরিব্যপ্ত।

(٣٠) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ج وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ ج تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗ اَمَدًا بَعِيْدًا ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ○

৩০. সেদিন নিশ্চয়ই আসবে, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ফল সামনে উপস্থিত পাবে, তা ভালো কাজই হোক আর মন্দ কাজ। সেদিন মানুষ কামনা করবে, হায় ! যদি এখনো এ দিন এর থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতো ! আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন। আর তিনি নিজের বান্দাদের গভীর শুভাকাঙ্ক্ষী।

৫. অর্থাৎ কোনো ঈমানদার ব্যক্তি যদি কোনো ইসলাম দুশমন দলের পাল্লায় পড়ে ও তার উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের ভয় হয় তাহলে তার প্রতিও অনুমতি আছে যে, সে তার ঈমানকে তখন গোপন রাখতে পারে এবং কাফেরদের সাথে বাহ্যত সে এরূপভাবে অবস্থান করতে পারে যেন সে তাদেরই একজন। অথবা তার মুসলমানত্ব যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে সে নিজ প্রাণ বাঁচানোর জন্য কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বমূলক আচরণ-ভাব প্রকাশ করতে পারে। এমনকি কঠিন ভয়ের অবস্থায়, যে ব্যক্তির সহ্য করার ক্ষমতা নেই তার পক্ষে কুফরী কথা পর্যন্তও বলে যাওয়ার অনুমতি (রুখসত) আছে। (অর্থাৎ এর জন্য আল্লাহ তাআলা পাকড়াও করবেন না।)

৬. অর্থাৎ নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য কাফেরদের সাথে যদি আত্মরক্ষামূলক নীতি অবলম্বন করতে তুমি একান্তই বাধ্য হও তবে তা শুধু এতটুকু পর্যন্ত হতে পারে যে, ইসলামের আন্দোলন, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ইসলামী জামায়াতের স্বার্থ ও কোনো মুসলমানের জান ও মালের কোনো ক্ষতি না হয় এরূপভাবে তুমি নিজের জান ও মাল রক্ষার পন্থা অবলম্বন করতে পারো। কিন্তু সাবধান থাকতে হবে, যেন তোমার দ্বারা কুফরী ও কাফেরদের এমন কোনো খেদমত আনজাম না পায় যার ফলে ইসলামের বিরুদ্ধে কুফরীর শক্তিবৃদ্ধি পাওয়া এবং মুসলমানদের উপর কাফেরদের প্রাধান্য বিস্তারের সম্ভাবনা আছে।

রুকূ' ঃ ৪

৩১. হে নবী! লোকদের বলে দাও ঃ "যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালো বাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

৩২. তাদেরকে বলো ঃ "আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করো।" তারপর যদি তারা তোমাদের এ দাওয়াত গ্রহণ না করে, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ এমন লোকদের ভালো বাসবেন না, যারা তাঁর ও তাঁর রসূলদের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে।

৩৩. আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও 'ইমরানের বংশধরদেরকে[৭] সমগ্র বিশ্ববাসীর ওপর প্রাধান্য দিয়ে (তাঁর রিসালাতের জন্য) মনোনীত করেছিলেন।

৩৪. এরা সবাই একই ধারার অন্তরগত ছিল, একজনের উদ্ভব ঘটেছিল অন্যজনের বংশ থেকে। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।

৩৫. (তিনি তখন শুনছিলেন) যখন ইমরানের মহিলা[৮] বলছিলঃ "হে আমার রব! আমার পেটে এই যে সন্তানটি আছে এটি আমি তোমার জন্য নযরানা দিলাম, সে তোমার জন্য উৎসর্গীত হবে। আমার এ নযরানা কবুল করে নাও। তুমি সবকিছু শোনো ও জানো।"

৩৬. তারপর যখন সেই শিশু কন্যাটি তার ওখানে জন্ম নিল, সে বললো ঃ "হে আমার রব! আমার এখানে তো মেয়ে জন্ম নিয়েছে। অথচ সে যা প্রসব করেছিল তা আল্লাহর জানাই ছিল।—আর পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মতো হয় না। যা হোক আমি তার নাম রেখে দিলাম মারয়াম। আর আমি তাকে ও তার ভবিষ্যত বংশধরদেরকে অভিশপ্ত শয়তানের ফিতনা থেকে রক্ষার জন্য তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করছি।

৩৭. অবশেষে তার রব কন্যা সন্তানটিকে সন্তুষ্টি সহকারে কবুল করে নিলেন, তাকে খুব ভালো মেয়ে হিসেবে গড়ে তুললেন এবং যাকারিয়াকে বানিয়ে দিলেন তার অভিভাবক। যাকারিয়া যখনই তার কাছে মিহরাবে যেতো, তার কাছে কিছু না কিছু পানাহার সামগ্রী পেতো। জিজ্ঞেস করতো ঃ "মারয়াম ! এগুলো তোমার কাছে কোথা থেকে এলো ?" সে জবাব দিতো ঃ আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। আল্লাহ যাকে চান, বে-হিসেব দান করেন।

٣١ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ○

٣٢ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ○

٣٣ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ○

٣٤ ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ○

٣٥ إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ○

٣٦ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ○

٣٧ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ○

٣٨ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ○

৩৮. এ অবস্থা দেখে যাকারিয়া তার রবের কাছে প্রার্থনা করলো ঃ "হে আমার রব! তোমার বিশেষ ক্ষমতা বলে আমাকে সৎ সন্তান দান করো। তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী।"

٣٩ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ○

৩৯. যখন তিনি মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন তখন এর জবাবে তাকে ফেরেশতাগণ বললো ঃ "আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দান করছেন। সে আল্লাহরপক্ষ থেকে একটি ফরমানের[৯] সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে আসবে। তার মধ্যে নেতৃত্ব ও সততার গুণাবলী থাকবে। সে পরিপূর্ণ সংযমী হবে, নবুওয়াতের অধিকারী হবে এবং সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ্য হবে।"

٤٠ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ○

৪০. যাকারিয়া বললো ঃ "হে আমার রব! আমার সন্তান হবে কেমন করে ? আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি এবং আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা।" জবাব এলো ঃ "এমনটিই হবে।[১০] আল্লাহ যা চান তাই করেন।

٤١ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ○

৪১. আরজ করলো ঃ "হে রব! তাহলে আমার জন্য কোনো নিশানী ঠিক করে দাও। জবাব দিলেন ঃ "নিশানী হচ্ছে এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারা-ইংগিত ছাড়া কোনো কথা বলবে না। এ সময়ে নিজের রবকে খুব বেশী করে ডাকো এবং সকাল সাঁঝে তাঁর 'তাস্‌বীহ' করতে থাকো।

রুকূ' ঃ ৫

٤٢ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ○

৪২. তারপর এক সময় এলো, ফেরেশতারা মারয়ামের কাছে এসে বললো ঃ "হে মারয়াম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন, তোমাকে পবিত্রতা দান করেছেন এবং সারা বিশ্বের নারী সমাজের মধ্যে তোমাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজের সেবার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন।

٤٣ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ○

৪৩. হে মারয়াম ! তোমার রবের ফরমানের অনুগত হয়ে থাকো। তাঁর সামনে সিজদানত হও এবং যেসব বান্দা তাঁর সামনে অবনত হয় তুমিও তাদের সাথে অবনত হও।

৭. 'ইমরান' হযরত মূসা আ. ও হারুন আ.-এর পিতার নাম ছিল। বাইবেলে তাঁর নাম 'আমরাম' লেখা আছে।

৮. 'ইমরানের মহিলা' বলতে যদি 'ইমরানের স্ত্রী' বুঝানো হয়, তবে বুঝতে হবে ইনি সে 'ইমরান' নন যাঁর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বরং ইনি হযরত মারয়ামের পিতা। সম্ভবত তাঁর নামও ইমরান ছিল। কিন্তু অপরপক্ষে 'ইমরানের মহিলা' বলতে যদি 'ইমরান বংশের মহিলা' তবে তার মানে এই হবে যে—হযরত মারয়ামের মাতা এ বংশেরই ছিলেন।

৯. 'আল্লাহ তাআলার ফরমান'-এর অর্থ হযরত ঈসা আ.। যেহেতু তার জন্ম আল্লাহ তাআলার এক অসাধারণ নির্দেশে সাধারণ স্বভাবের নিয়মের ব্যতিক্রমে ঘটেছিল সেজন্য পবিত্র কুরআনে তাঁকে 'কালিমাতুম মিনাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর ফরমান বলে অভিহিত করা হয়েছে।

১০. অর্থাৎ তোমার বার্ধক্য ও তোমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তোমাকে পুত্র সন্তান দান করবেন।

৪৪. হে মুহাম্মাদ ! এসব অদৃশ্য বিষয়ের খবর, অহীর মাধ্যমে আমি এগুলো তোমাকে জানাচ্ছি। অথচ তুমি তখন সেখানে ছিলে না, যখন হাইকেলের সেবায়েতরা মারয়ামের তত্ত্বাবধায়ক কে হবে একথার ফায়সালা করার জন্য নিজেদের কলম নিক্ষেপ করছিল।[১১] আর তুমি তখনো সেখানে ছিলে না যখন তাদের মধ্যে ঝগড়া চলছিল।

٤٤ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ○

৪৫. যখন ফেরেশতারা বলল ঃ "হে মারয়াম! আল্লাহ তোমাকে তাঁর একটি ফরমানের সুসংবাদ দান করছেন। তার নাম হবে মসীহ ঈসা ইবনে মারয়াম। সে দুনিয়ায় ও আখেরাতে সম্মানিত হবে। আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী বান্দাদের অন্তরভুক্ত হবে।

٤٥ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○

৪৬. দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সেও মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে সৎ ব্যক্তিদের অন্যতম।"

٤٦ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

৪৭. একথা শুনে মারয়াম বললো ঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমার সন্তান কেমন করে হবে ? আমাকে তো কোনো পুরুষ স্পর্শও করেনি।" জবাব এলো ঃ "এমনটিই হবে।[১২] আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন কেবল এতটুকুই বলেন, হয়ে যাও, তাহলেই তা হয়ে যায়।"

٤٧ قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৪৮. (ফেরেশতারা আবার তাদের আগের কথার জের টেনে বললো ঃ) "আর আল্লাহ তাকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন, তাওরাত ও ইনজীলের জ্ঞান দান করবেন।

٤٨ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ○

৪৯. এবং নিজের রসূল বানিয়ে বনী ইসরাঈলের কাছে পাঠাবেন।"

(আর বনী ইসরাঈলদের কাছে রসূল হিসেবে এসে সে বললো ঃ) "আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নিশানী নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের সামনে মাটি থেকে পাখির আকৃতি বিশিষ্ট একটি মূর্তি তৈরী করছি এবং তাতে ফুঁৎকার দিচ্ছি, আল্লাহর হুকুমে সেটি পাখি হয়ে যাবে। আল্লাহর হুকুমে আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করি এবং মৃতকে জীবিত করি। আমি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি, তোমরা নিজেদের গৃহে কি খাও ও কি মওজুদ করো। এর মধ্যে তোমাদের জন্য যথেষ্ট নিশানী রয়েছে, যদি তোমরা ঈমানদার হও।

٤٩ وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِىْ بُيُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

---

১১. অর্থাৎ 'কোরা' ব্যবহার করে লোক নির্বাচন করছিল। কোরা——ভাগ্যনির্বাচক গুটিকা, যথা পাশা।

১২. কোনো পুরুষ তোমাকে স্পর্শ না করলেও তোমার গর্ভে সন্তান জন্মলাভ করবে।

﴿٥٠﴾ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونِ ○

৫০. আমি সেই শিক্ষা ও হেদায়াতের সত্যতা ঘোষণা করার জন্য এসেছি, যা বর্তমানে আমার যুগে তাওরাতে আছে। আর তোমাদের জন্য যেসব জিনিস হারাম ছিল[১৩] তার কতকগুলো হালাল করার জন্য আমি এসেছি। দেখো, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে আমি নিশানী নিয়ে এসেছি। কাজেই আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

﴿٥١﴾ إِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ○

৫১. আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। কাজেই তোমরা তাঁর বন্দেগী করো। এটিই সোজাপথ।

﴿٥٢﴾ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّٰهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّٰهِ ۚ آمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ○

৫২. যখন ঈসা অনুভব করলো, ইসরাঈল কুফরী করতে উদ্যোগী হয়েছে, সে বললো ঃ "কে হবে আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী ?" হাওয়ারীগণ[১৪] বললো ঃ "আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী।[১৫] আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম (আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নতকারী)।

﴿٥٣﴾ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ○

৫৩. হে আমাদের মালিক ! তুমি যে ফরমান নাযিল করেছ, আমরা তা মেনে নিয়েছি এবং রসূলের আনুগত্য কবুল করে নিয়েছি। সাক্ষ্যদানকারীদের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নিয়ো।"

﴿٥٤﴾ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۖ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ○

৫৪. তারপর বনী ইসরাঈল (ঈসার বিরুদ্ধে) গোপন চক্রান্ত করতে লাগলো। জবাবে আল্লাহও তাঁর গোপন কৌশল খাটালেন। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কুশলী।

রুকূ' ঃ ৬

﴿٥٥﴾ إِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسٰى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○

৫৫. (এটি আল্লাহরই একটি গোপন কৌশল ছিল) যখন তিনি বললেনঃ "হে ঈসা ! এখন আমি তোমাকে ফিরিয়ে নেবো[১৬] এবং তোমাকে আমার নিজের দিকে উঠিয়ে নেবো। আর যারা তোমাকে অস্বীকার করেছে তাদের থেকে (অর্থাৎ তাদের সংগ এবং তাদের পূতিগন্ধময় পরিবেশে তাদের সংগে থাকা থেকে) তোমাকে পবিত্র করে দেবো এবং তোমাকে যারা অস্বীকার করেছে তাদের ওপর তোমার অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত প্রাধান্য দান করবো। তারপর তোমাদের সবাইকে অবশেষে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। সে সময় আমি তোমাদের মধ্যে যেসব বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর মীমাংসা করে দেবো।

১৩. অর্থাৎ তোমাদের মূর্খ জনগণের কুসংস্কারজনক অমূলক ধারণা-বিশ্বাস, তোমাদের ফকিহগণের আইনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চুলচেরা তর্ক-আলোচনা, তোমাদের বৈরাগ্যবাদী লোকদের কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনা এবং অমুসলিম জাতিসমূহের আধিপত্য ও প্রতিপত্তির কারণে তোমাদের মধ্যে আসল শরীয়তে ইলাহীর (আল্লাহর আইনের) উপর যে বাধা-বন্ধন বৃদ্ধি করা হয়েছে আমি তা বাতিল করে দেব এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলা যা হালাল ও যা হারাম করেছেন আমিও তা-ই হালাল ও হারাম করে দেবো।

٥٦ فَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

৫৬. যারা কুফরী ও অস্বীকার করার নীতি অবলম্বন করেছে তাদেরকে দুনিয়ায় ও আখেরাতে উভয় স্থানে কঠোর শাস্তি দেবো এবং তারা কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

٥٧ وَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ أُجُوْرَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৫৭. আর যারা ঈমান ও সৎকাজ করার নীতি অবলম্বন করেছে, তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। ভালো করেই জেনে রাখো আল্লাহ যালেমদের কখনোই ভালোবাসেন না।"

٥٨ ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝

৫৮. এ আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আমি তোমাকে শুনাচ্ছি।

٥٩ إِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

৫৯. আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতো। কেননা আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেন এবং হুকুম দেন, হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়।[১৭]

٦٠ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝

৬০. এ প্রকৃত সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। কাজেই তুমি সন্দেহকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ো না।

٦١ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ۟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ۝

৬১. এ জ্ঞান এসে যাওয়ার পর এখন যে কেউ এ ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করে, হে মুহাম্মাদ! তাকে বলে দাও ঃ "এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে, আর আমাদের নারীদেরকে এবং তোমাদের নারীদেরকে আর আমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে ; তারপর আল্লাহর কাছে এ মর্মে দোয়া করি যে, যে মিথ্যেবাদী হবে তার ওপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক।"[১৮]

٦٢ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ ؕ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৬২. নিসন্দেহে এটা নির্ভুল সত্য বৃত্তান্ত। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর আল্লাহর সত্তা প্রবল পরাক্রান্ত এবং তার জ্ঞান ও কর্মকৌশল সমগ্র বিশ্বব্যবস্থায় সক্রিয়।

٦٣ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝

৬৩. কাজেই এরা যদি (এ শর্তে মোকাবিলায় আসার ব্যাপারে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে (তারা যে ফাসাদকারী একথা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং) আল্লাহ অবশ্যই ফাসাদকারীদের অবস্থা ভালো করেই জানেন।

---

১৪. আমরা 'আনসার' বলতে যা বুঝি 'হাওয়ারী'-র অর্থ প্রায় তা-ই।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে আপনার সাহায্যকারী।

১৬. মূলে 'মুতাওয়াফ্‌ফিকা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'তাওয়াফ্‌ফি-এর আসল অর্থ 'গ্রহণ করা', 'আদায় করা'। রূহ কবয করার (অর্থাৎ মৃত্যুকালে ফেরেশতা কর্তৃক দেহ থেকে প্রাণকে বিচ্ছিন্ন করে নিজ আয়ত্বে গ্রহণ করার) অর্থে এ শব্দের প্রয়োগ গৌণ, এর মূল আভিধানিক অর্থ তা নয়।

১৭. অর্থাৎ মাত্র 'বিনা পিতায়' জন্মগ্রহণ করাই যদি কারো পক্ষে আল্লাহর পুত্র হওয়ার জন্য বড় যুক্তি হয়ে থাকে, তাহলে আদম আ. সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ খৃস্টানদের পক্ষে অধিকতর উচিত ছিল। কারণ, মসীহ আ.-এর জন্ম তো মাত্র বিনাবাপে হয়েছিল কিন্তু আদম আ. তো মা ও বাপ উভয় ছাড়াই পয়দা হয়েছিলেন।

রুকূ' ঃ ৭

٦٤ قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ○

৬৪. বলোঃ "হে আহলি কিতাব! এসো এমন একটি কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই ধরনের। তা হচ্ছে ঃ আমরা আল্লাহ ছাড়া কারোর বন্দেগী বা দাসত্ব করবো না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আর আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও নিজের রব হিসেবে গ্রহণ করবে না। যদি তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে পরিষ্কার বলে দাও ঃ "তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা অবশ্যই মুসলিম (একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যকারী)।"

٦٥ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَىٰةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

৬৫. হে আহলি কিতাব! তোমরা ইবরাহীমের ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছো কেন ? তাওরাত ও ইনজীল তো ইবরাহীমের পরে নাযিল হয়েছে। তাহলে তোমরা কি এতটুকু কথাও বুঝো না ?

٦٦ هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ حَٰجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

৬৬. তোমরা যেসব বিষয়ের জ্ঞান রাখো সেগুলোর ব্যাপারে বেশ বিতর্ক করলে, এখন আবার সেগুলোর ব্যাপারে বিতর্ক করতে চললে কেন যেগুলোর কোনো জ্ঞান তোমাদের নেই ?—আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না।

٦٧ مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ○

৬৭. ইবরাহীম ইহুদী ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না বরং সে তো ছিল একজন একনিষ্ঠ[১৮] মুসলিম এবং সে কখনো মুশরিকদের অন্তরভুক্ত ছিল না।

٦٨ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِىُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ○

৬৮. ইবরাহীমের যারা অনুসরণ করেছে তারাই তার সাথে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক রাখার অধিকারী। আর এখন এ নবী এবং এর ওপর যারা ঈমান এনেছে তারাই এ সম্পর্ক রাখার বেশী অধিকারী। আল্লাহ কেবল তাদেরই সমর্থন ও সাহায্যকারী যারা ঈমান এনেছে।

٦٩ وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ○

৬৯. (হে ঈমানদারগণ!) আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে একটি দল যে কোনো রকমে তোমাদের সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায়। অথচ তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকেই বিপথগামী করছে না। কিন্তু তারা এটা উপলব্ধি করে না।

٧٠ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ○

৭০. হে আহলি কিতাব! কেন আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করছো, অথচ তোমরা নিজেরাই তা প্রত্যক্ষ করছো ?[১৯]

১৮. মূলে 'হানিফ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয় যেসব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এক বিশেষ নির্দিষ্ট পথে চলে। এর মর্ম বুঝাবার জন্য আমরা অনুবাদ করেছি "একনিষ্ঠ মুসলিম"।

১৯. এ বাক্যাংশের আর একটি অনুবাদ হতে পারে—"তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দিচ্ছ।" উভয় অবস্থায় মূল অর্থ একই থাকে, তাতে কোনো প্রকার পার্থক্য দেখা যায় না। বস্তুত নবী করীম স.-এর পবিত্র জীবনধারা এবং সাহাবাদের জীবনের ওপর তাঁর মহান শিক্ষা ও দীক্ষা-প্রণালীর বিস্ময়কর প্রভাব এবং কুরআনে বর্ণিত উন্নত স্তরের বিষয়বস্তুসমূহ—এসবই আল্লাহর উজ্জ্বল নিদর্শন। নবীদের বিশেষ অবস্থা ও আসমানী কিতাবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির পক্ষে এসব আয়াত দেখে মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা বড়ই কঠিন ছিল।

٧١ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

৭১. হে আহিল কিতাব ! কেন সত্যের গায়ে মিথ্যার প্রলেপ লাগিয়ে তাকে সন্দেহযুক্ত করে তুলছো ? কেন জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করছো ?

রুকূ' ঃ ৮

٧٢ وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ءَامِنُوا۟ بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا۟ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

৭২. আহলি কিতাবদের একটি দল বলে, এ নবীকে যারা মেনে নিয়েছে তাদের ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছে, তার প্রতি তোমরা সকাল বেলায় ঈমান আনো এবং সাঁঝের বেলায় তা অস্বীকার করো। সম্ভবত এই উপায়ে এ লোকেরা নিজেদের ঈমান থেকে ফিরে যাবে।

٧٣ وَلَا تُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ۝

৭৩. তাছাড়া এই লোকেরা পরস্পর বলাবলি করে, নিজের ধর্মের লোক ছাড়া আর কারো কথা মেনে নিয়ো না। হে নবী! এদের বলে দাও, "আল্লাহর হেদায়াতই তো আসল হেদায়াত এবং এটা তো তাঁরই নীতি যে, এক সময় যা তোমাদের দেয়া হয়েছিল তাই অন্য একজনকে দেয়া হবে অথবা অন্যেরা তোমাদের রবের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে পেশ করার জন্য শক্তিশালী প্রমাণ পেয়ে যাবে।" হে নবী! তাদের বলে দাও, "অনুগ্রহ ও মর্যাদা আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। তিনি ব্যাপক দৃষ্টির অধিকারী[২০] এবং সবকিছু জানেন।

٧٤ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۝

৭৪. নিজের রহমতের জন্য তিনি যাকে চান নির্ধারিত করে নেন এবং তাঁর অনুগ্রহ বিশাল ব্যাপ্তির অধিকারী।"

٧٥ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلْأُمِّيِّۦنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

৭৫. আহলি কিতাবদের মধ্যে কেউ এমন আছে, তার ওপর আস্থাস্থাপন করে যদি তাকে সম্পদের স্তূপ দান করো, তাহলেও সে তোমার সম্পদ তোমাকে ফিরিয়ে দেবে। আবার তাদের কারো অবস্থা এমন যে, যদি তুমি তার ওপর একটি মাত্র দীনারের ব্যাপারেও আস্থাস্থাপন করো, তাহলে সে তা তোমাকে ফিরিয়ে দেবে না, তবে যদি তোমরা তার ওপর চড়াও হয়ে যাও। তাদের এ নৈতিক অবস্থার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলে ঃ "নিরক্ষরদের (অ-ইহুদী) ব্যাপারে আমাদের কোনো দায়দায়িত্ব নেই।" আর এটা একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট কথা তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করছে। অথচ তারা জানে, (আল্লাহ এমন কোনো কথা বলেননি)।

২০. মূলে 'ওয়াসিউন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে এ শব্দ সাধারণত তিন প্রকার জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমতঃ যেখানে কোনো মানব গোষ্ঠীর সংকীর্ণ দৃষ্টি ও সংকীর্ণ চিন্তার কথা আলোচিত হয় এবং এ সত্য তাদের জানিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হয় যে, আল্লাহ তোমাদের মত সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন নন, সেখানে এ শব্দ আল্লাহ সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যেখানে কারো কার্পণ্য, সংকীর্ণ হৃদয় ও সাহসহীনতার জন্য তিরস্কার করে একথা বলার প্রয়োজন হয় যে, আল্লাহ অত্যন্ত উদার হস্ত, তোমাদের মতো কৃপণ নন, সেখানেও আল্লাহর পরিচয় হিসাবে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তৃতীয়তঃ সেখানেও এ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে লোকেরা নিজেদের চিন্তা-বিশ্বাসের সংকীর্ণতার কারণে আল্লাহর প্রতি কোনো না কোনো দিক দিয়ে সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করে এবং তাদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য হয় যে—আল্লাহ অসীম!

৭৬. আচ্ছা, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না কেন ? যে ব্যক্তিই তার অংগীকার পূর্ণ করবে এবং অসৎকাজ থেকে দূরে থাকবে, সে আল্লাহর প্রিয়ভাজন হবে। কারণ আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।

৭৭. আর যারা আল্লাহর সাথে করা অংগীকার ও নিজেদের শপথ সামান্য দামে বিকিয়ে দেয়, তাদের জন্য আখেরাতে কোনো অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পাক-পবিত্রও করবেন না। বরং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৭৮. তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে, তারা কিতাব পড়ার সময় এমনভাবে জিহ্বা ওলট পালট করে যে, তোমরা মনে করতে থাকো, তারা কিতাবেরই ইবারত পড়ছে, অথচ তা কিতাবের ইবারত নয়। তারা বলে, যাকিছু আমরা পড়ছি, তা আল্লাহর কাছ থেকেই পাওয়া অথচ তা আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া নয়, তারা জেনে বুঝে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে।

৭৯. কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহর কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করবেন আর সে লোকদের বলে বেড়াবে, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও, এটা তার জন্য শোভনীয় নয়। সে তো একথাই বলবে, তোমরা খাঁটি রব্বানী হয়ে যাও, যেমন এ কিতাবের দাবী, যা তোমরা পড়ো এবং অন্যদের পড়াও।

৮০. তারা তোমাদের কখনো বলবে না, ফেরেশতা বা নবীদেরকে তোমাদের রব হিসেবে গ্রহণ করো। তোমরা যখন মুসলিম তখন তোমাদেরকে কুফরীর হুকুম দেয়া একজন নবীর পক্ষে কি সম্ভব ?

রুকূ' ঃ ৯

৮১. স্মরণ করো, যখন আল্লাহ নবীদের থেকে এ মর্মে অংগীকার নিয়েছিলেন, "আজ আমি তোমাদের কিতাব ও হিকমত দান করেছি, কাল যদি অন্য একজন রসূল এ শিক্ষার সত্যতা ঘোষণা করে তোমাদের কাছে আসে, যা আগে থেকেই তোমাদের কাছে আছে, তাহলে তোমাদের তারপ্রতি ঈমান আনতে হবে এবং তাকে সাহায্য করতে হবে।"[২১] এ বক্তব্য উপস্থাপন করার পর আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন ঃ "তোমরাকি একথার স্বীকৃতি দিচ্ছো এবং আমার পক্ষ থেকে অংগীকারের গুরুদায়িত্ব বহন করতে প্রস্তুত আছো ?" তারা বললো, হ্যাঁ, আমরা স্বীকার করলাম। আল্লাহ বললেন ঃ "আচ্ছা, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।"

(٧٦) بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ○

(٧٧) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

(٧٨) وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

(٧٩) مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ○

(٨٠) وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○

(٨١) وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ○

٨٢ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

৮২. এরপর যারাই এ অংগীকার ভংগ করবে তারাই হবে ফাসেক।

٨٣ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝

৮৩. এখন কি এরা আল্লাহর আনুগত্যের পথ (আল্লাহর দীন) ত্যাগ করে অন্য কোনো পথের সন্ধান করছে? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহর হুকুমের অনুগত (মুসলিম) এবং তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

٨٤ قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝

৮৪. হে নবী! বলোঃ "আমরা আল্লাহকে মানি, আমাদের ওপর অবতীর্ণ শিক্ষাকে মানি, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুব সন্তানদের ওপর অবতীর্ণ শিক্ষাকেও মানি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদেরকে তাদের রবের পক্ষ থেকে যে হেদায়াত দান করা হয় তার ওপরও ঈমান রাখি। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না এবং আল্লাহর হুকুমের অনুগত (মুসলিম)।"

٨٥ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

৮৫. এ আনুগত্য (ইসলাম) ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে চায় তার সে পদ্ধতি কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ব্যর্থ, আশাহত ও বঞ্চিত।

٨٦ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৮৬. ঈমানের নিয়ামত একবার লাভ করার পর পুনরায় যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, তাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করবেন, এটা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? অথচ তারা নিজেরা সাক্ষ দিয়েছে যে, রসূল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার কাছে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহও এসেছে। আল্লাহ যালেমদের হেদায়াত দান করেন না।

٨٧ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝

৮৭. তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের লানত, এটিই হচ্ছে তাদের যুলুমের সঠিক প্রতিদান।

٨٨ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝

৮৮. এই অবস্থায় তারা চিরদিন থাকবে। তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদের বিরামও দেয়া হবে না।

٨٩ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৮৯. তবে যারা তাওবা করে নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন করে নেয় তারা এর হাত থেকে রেহাই পাবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

২১. অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে বরাবর এ বিষয়ের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু কথা আরও বুঝে নেয়া আবশ্যক যে, হযরত মুহাম্মাদ স.-এর পূর্বে প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে এরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তারই ভিত্তিতে প্রত্যেক নবী তাঁর পরবর্তী নবী সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে অবহিত করেছেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনতে ও তাঁকে সমর্থন ও তাঁর সাথে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কুরআন বা হাদীস—কোনো ক্ষেত্রেই এরূপ কোনো বিষয়ের বিন্দুমাত্র উল্লেখ ও সন্ধান পাওয়া যায় না যে, হযরত মুহাম্মাদ স.-এর কাছ থেকে এরূপ কোনো প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে বা তিনি নিজের উম্মতকে তাঁর পরবর্তী কোনো নবীর আগমন সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে তাঁর (পরবর্তী নবীর) প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ উপদেশ দান করেছেন এবং কুরআন মজিদে নবী করীম স.-কে সুস্পষ্টভাবে 'খাতামুন নবীইন' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং বহু সংখ্যক হাদীসে রসূলুল্লাহ স. একথা নির্দেশ করেছেন যে, তাঁর পর আর কোনো নবী আগমন করবেন না।

٩٠ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۝

৯০. কিন্তু যারা ঈমান আনার পর আবার কুফরী অবলম্বন করে, তারপর নিজেদের কুফরীর মধ্যে এগিয়ে যেতে থাকে,[২২] তাদের তাওবা কবুল হবে না। এ ধরনের লোকেরা তো চরম পথভ্রষ্ট।

٩١ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ۝

৯১. নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং কুফরী অবস্থায় জীবন দিয়েছে, তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি নিজেকে শাস্তি থেকে বাঁচাবার জন্য সারা পৃথিবীটাকে স্বর্ণে পরিপূর্ণ করে বিনিময় স্বরূপ পেশ করে তাহলেও তা গ্রহণ করা হবে না। এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং তারা নিজেদের জন্য কোনো সাহায্যকারীও পাবে না।

রুকূ' ঃ ১০

٩٢ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

৯২. তোমরা নেকী অর্জন করতে পারো না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলো (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো। আর তোমরা যা ব্যয় করবে আল্লাহ তা থেকে বেখবর থাকবেন না।

٩٣ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

৯৩. এসব খাদ্যবস্তু (শরীআতে মুহাম্মাদীতে যেগুলো হালাল) বনী ইসরাঈলদের জন্যও হালাল ছিল।[২৩] তবে এমন কিছু বস্তু ছিল যেগুলোকে তাওরাত নাযিল হবার পূর্বে বনী ইসরাঈল নিজেই নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিল। তাদেরকে বলে দাও, যদি তোমরা (নিজেদের আপত্তির ব্যাপারে) সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তার কোনো বাক্য পেশ করো।

٩٤ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

৯৪. এরপরও যারা নিজেদের মিথ্যা মনগড়া কথা আল্লাহর প্রতি আরোপ করতে থাকবে তারাই আসলে যালেম।

٩٥ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

৯৫. বলে দাও, আল্লাহ যা কিছু বলেছেন, সত্য বলেছেন। কাজেই তোমাদের একাগ্রচিত্তে ও একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের পদ্ধতির অনুসরণ করা উচিত। আর ইবরাহীম শিরককারীদের অন্তরভুক্ত ছিল না।

---

২২. অর্থাৎ মাত্র অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং কার্যত বিরুদ্ধতা ও প্রতিরোধও করেছে ; লোকদের আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার চেষ্টায় নিজেদের সব শক্তি নিয়োগ করেছে, সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করেছে, কু-ধারণার বিস্তার করেছে। মানুষের মনে শয়তানী অসওয়াসা—কুপ্ররোচনায় নিক্ষেপ করেছে এবং নবী করীম স.-এর মিশন—তাঁর আন্দোলন এবং আদর্শ ও লক্ষ্যকে ব্যর্থ করার হীন মনোভাবে নিকৃষ্টতম ষড়যন্ত্র করেছে।

২৩. কুরআন মজিদ ও হযরত মুহাম্মাদ স.-এর উপস্থাপিত আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে ইয়াহুদী আলেমগণ যখন কোনো নৈতিক আপত্তি পেশ করার সুযোগ পেল না (কেননা দীনের মূল ভিত্তি যেসব জিনিসের উপর স্থাপিত সে দিক দিয়ে পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষা ও হযরত মুহাম্মদ স.-এর শিক্ষার মধ্যে একবিন্দুও পার্থক্য নেই), তখন তাঁরা ফিকাহ সম্পর্কীয় আপত্তি বা প্রশ্ন উত্থাপন করতে লাগলো। এ সম্পর্কে তাদের প্রথম আপত্তি ছিল—রসূলে করীম স. এমন অনেক খাদ্যবস্তু হালাল ঘোষণা করেছেন পূর্ববর্তী নবীদের সময় থেকে যেগুলো হারাম বলে মানিত হয়ে আসছে। এখানে ইয়াহুদীদের এ প্রশ্নের জবাব দেয়া হচ্ছে। তাদের অনুরূপ আরও একটি অভিযোগ এই ছিল যে—বায়তুল মুকাদ্দাসকে ত্যাগ করে কাবাকে কেন কিবলা নির্ধারণ করা হলো ? পরবর্তী আয়াতে তাদের এ অভিযোগের উত্তর দেয়া হয়েছে।

(٩٦) إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ ○

৯৬. নিঃসন্দেহে মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ইবাদাত গৃহটি নির্মিত হয় সেটি মক্কায় অবস্থিত। তাকে কল্যাণ ও বরকত দান করা হয়েছিল এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াতের কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছিল।

(٩٧) فِيهِ ءَايَٰتٌ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ○

৯৭. তার মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ[২৪] এবং ইবরাহীমের ইবাদাতের স্থান। আর তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, যে তার মধ্যে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। মানুষের মধ্য থেকে যারা সেখানে পৌছার সামর্থ রাখে, তারা যেন এ গৃহের হজ্জ সম্পন্ন করে, এটি তাদের ওপর আল্লাহর অধিকার। আর যে ব্যক্তি এ নির্দেশ মেনে চলতে অস্বীকার করে তার জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন।

(٩٨) قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ○

৯৮. বলো, হে আহলি কিতাব ! তোমরা কেন আল্লাহর কথা মানতে অস্বীকার করছো ? তোমরা যেসব কাজ কারবার করছো, আল্লাহ তা সবই দেখছেন।

(٩٩) قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

৯৯. বলো, হে আহলি কিতাব! তোমরা এ কেমন কর্মনীতি অবলম্বন করেছো, যে ব্যক্তি আল্লাহর কথা মানে তাকে তোমরা আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখো এবং সে যেন বাকা পথে চলে এ কামনা করে থাকো ? অথচ তোমরা নিজেরাই তার (সত্য পথাশ্রয়ী হবার) সাক্ষী। তোমরা যা কিছু করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফিল নন।

(١٠٠) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ كَٰفِرِينَ ○

১০০. হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা এ আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে একটি দলের কথা মানো, তাহলে তারা তোমাদের ঈমান থেকে কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

(١٠١) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ ۗ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِىَ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ○

১০১. তোমাদের জন্য কুফরীর দিকে ফিরে যাবার এখন আর কোন্ সুযোগটি আছে, যখন তোমাদের শুনানো হচ্ছে আল্লাহর আয়াত এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে অল্লাহর রসূল ? যে ব্যক্তি আল্লাহকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে, সে অবশ্যই সত্য সঠিক পথ লাভ করবে।

রুকূ' ঃ ১১

(١٠٢) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ○

১০২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো। মুসলিম থাকা অবস্থায় ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়।

২৪. অর্থাৎ এ ঘরে এরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ পাওয়া যায় যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ ঘর আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়েছে এবং এ ঘরকে আল্লাহ তাআলা নিজের ঘর হিসাবে মনোনীত ও মর্যাদা দান করেছেন। উষর-ধূসর মরুভূমির বুকে এ ঘরকে প্রতিষ্ঠিত করে, পরে আল্লাহ তাআলা তার চারপাশের অধিবাসীদের জীবিকা সংগ্রহের সর্বোত্তম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আড়াই হাজার বছরপর্যন্ত জাহেলিয়াতের কারণে সারা আরবদেশে নিতান্ত নিরাপত্তাহীন ও অশান্তির অবস্থায় বর্তমান ছিল। কিন্তু সেই অশান্তি ও হাঙ্গামাময় পরিবেশেও কাবা ও কাবার চারপাশেই এমন একটি ভূখণ্ড ছিল যেখানে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকতো। বরং এটা কাবারই বরকত (পুণ্যময়, কল্যাণ) ছিল যে বছরের মধ্যে পূর্ণ চার মাস কাল এ ঘরেরই ওসিলায় সারা দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকতো। এছাড়া মাত্র অর্ধ শতাব্দী পূর্বে সকলে প্রত্যক্ষ করেছে ঃ আবরাহা যখন কাবা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মক্কা শহর আক্রমণ করেছিল তখন তার সৈন্যবাহিনী কেমনভাবে আল্লাহর কহরে পড়ে বিনাশগ্রস্ত হয়েছিল। সে সময়ে আরবের প্রতিটি শিশুও এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময়ে এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী লোকও আরবে মওজুদ ছিল।

(١٠٣) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۖ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

১০৩. তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জু[২৫] মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং দলাদলি করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন সে কথা স্মরণ রেখো। তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু। তিনি তোমাদের হৃদয়গুলো জুড়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছো। তোমরা একটি অগ্নিকুণ্ডের কিনারে দাঁড়িয়ে ছিলে। আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদের বাঁচিয়ে নিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলেন। হয়তো এ নিদর্শনগুলোর মাধ্যমে তোমরা নিজেদের কল্যাণের সোজা সরল পথ দেখতে পাবে।

(١٠٤) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

১০৪. তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা নেকী ও সৎকর্মশীলতার দিকে আহ্বান জানাবে, ভালো কাজের নির্দেশ দেবে ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তারাই সফলকাম হবে।

(١٠٥) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

১০৫. তোমরা যেন তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য হেদায়াত পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। যারা এ নীতি অবলম্বন করেছে তারা সেদিন কঠিন শাস্তি পাবে।

(١٠٦) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ○

১০৬. যেদিন কিছু লোকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং কিছু লোকের মুখ কালো হয়ে যাবে। তাদেরকে বলা হবে, ঈমানের নিয়ামত লাভ করার পরও তোমরা কুফরী নীতি অবলম্বন করলে ? ঠিক আছে, তাহলে এখন এ নিয়ামত অস্বীকৃতির বিনিময়ে আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।

(١٠٧) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

১০৭. আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহর রহমতের আশ্রয় লাভ করবে এবং চিরকাল তারা এ অবস্থায় থাকবে।

(١٠٨) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ○

১০৮. এগুলো আল্লাহর বাণী, তোমাকে যথাযথভাবে শুনিয়ে যাচ্ছি। কারণ দুনিয়াবাসীদের প্রতি যুলুম করার কোনো এরাদা আল্লাহর নেই।

(١٠٩) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ○

১০৯. আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত জিনিসের মালিক এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর দরবারে পেশ হয়।

২৫. 'আল্লাহর রজ্জু' অর্থ তার দীন ইসলাম। দীনকে 'রজ্জু' এ কারণে বলা হয়েছে যে, এ সূত্র দ্বারাই একদিকে আল্লাহর সাথে ঈমানদার লোকদের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং অন্যদিকে এ দীনই সমস্ত ঈমানদার লোকদেরকে পরস্পর মিলিত করে একটি সুসংবদ্ধ দল সৃষ্টি করে।

রুকূ' ঃ ১২

১১০. এখন তোমরাই দুনিয়ায় সর্বোত্তম দল। তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য। তোমরা নেকীর হুকুম দিয়ে থাকো, দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো। এ আহলি কিতাবরা[২৬] ঈমান আনলে তাদের জন্যই ভালো হতো। যদিও তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ঈমানদার পাওয়া যায় ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাফরমান।

১১১. এরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। বড় জোর কিছু কষ্ট দিতে পারে। এরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তারপর এমনি অসহায় হয়ে পড়বে যে কোথাও থেকে কোনো সাহায্য পাবে না।

১১২. এদের যেখানেই পাওয়া গেছে সেখানেই এদের ওপর লাঞ্ছনার মার পড়েছে। তবে কোথাও আল্লাহর দায়িত্বে বা মানুষের দায়িত্বে কিছু আশ্রয় মিলে গেলে তা অবশ্য ভিন্ন কথা,[২৭] আল্লাহর গযব এদেরকে ঘিরে ফেলেছে। এদের ওপর মুখাপেক্ষিতা ও পরাজয় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এসব কিছুর কারণ হচ্ছে এই যে, এরা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করতে থেকেছে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। এসব হচ্ছে এদের নাফরমানি ও বাড়াবাড়ির পরিণাম।

১১৩. কিন্তু সমস্ত আহলি কিতাব এক ধরনের নয়। এদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে সত্য পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা রাতে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে এবং তাঁর সামনে সিজদানত হয়।

১১৪. আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে। সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে এবং কল্যাণ ও নেকীর কাজে তৎপর থাকে। এরা সৎলোক।

১১৫. এরা যে সৎকাজই করবে তার অমর্যাদা করা হবে না। আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে খুব ভালোভাবেই জানেন।

১১৬. আর যারা কুফরীনীতি অবলম্বন করেছে, আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ কোনো কাজে লাগবে না এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও। তারা তো আগুনের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং সেখানেই তারা থাকবে চিরকাল।

(١١٠) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ أَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ ○

(١١١) لَنْ يَّضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۚ وَإِنْ يُّقٰتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ قف ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ○

(١١٢) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ○

(١١٣) لَيْسُوا سَوَاءً ۚ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَّتْلُونَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ○

(١١٤) يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرٰتِ ۗ وَأُولٰئِكَ مِنَ الصّٰلِحِينَ ○

(١١٥) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ○

(١١٦) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۗ وَأُولٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ○

২৬. এখানে 'আহলি কিতাব' বলতে ইয়াহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

২৭. অর্থাৎ দুনিয়ায় কোথাও অল্প বিস্তর নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা তাদের ভাগ্যে জুটলেও তা তাদের নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যে অর্জিত শান্তি-নিরাপত্তা ছিল না ; বরং তা ছিল সবই অন্যের সাহায্য ও অনুগ্রহের ফল মাত্র। কোথাও কোনো মুসলিম রাষ্ট্র আল্লাহর নামে তাদের নিরাপত্তা দান করেছে, আর কোথাও কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র নিজস্বভাবে তাদের আশ্রয় দান করেছে। এভাবে অনেক সময় তারা দুনিয়ার বুকে শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগও পেয়েছে——কিন্তু তা তাদের নিজেদের বল-বিক্রমের ফল ছিল না, তা ছিল নিছক অন্যের অনুগ্রহের দান।

১১৭. তারা তাদের এ দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ব্যয় করছে তার উপমা হচ্ছে এমন বাতাস যার মধ্যে আছে তুষার কণা। যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে তাদের শস্যক্ষেত্রের ওপর দিয়ে এ বাতাস প্রবাহিত হয় এবং তাকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ তাদের ওপর যুলুম করেননি। বরং প্রকৃতপক্ষে এরা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

﴿١١٧﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

১১৮.হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিজেদের জামায়াতের লোকদের ছাড়া অন্য কাউকে তোমাদের গোপন কথার সাক্ষী করো না। তারা তোমাদের দুঃসময়ের সুযোগ গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। যা তোমাদের ক্ষতি করে তাই তাদের কাছে প্রিয়। তাদের মনের হিংসা ও বিদ্বেষ তাদের মুখ থেকে ঝরে পড়ে এবং যা কিছু তারা নিজেদের বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে তা এর চেয়েও মারাত্মক। আমি তোমাদের পরিষ্কার হেদায়াত দান করেছি। তবে যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও (তাহলে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে)।

﴿١١٨﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚۖ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

১১৯. তোমরা তাদেরকে ভালোবাসো কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে না অথচ তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাবকে মানো। তারা তোমাদের সাথে মিলিত হলে বলে, আমরাও (তোমাদের রসূল ও কিতাবকে) মেনে নিয়েছি। কিন্তু তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও আক্রোশ এতবেশী বেড়ে যায় যে, তারা নিজেদের আঙুল কামড়াতে থাকে। তাদেরকে বলে দাও, নিজেদের ক্রোধ ও আক্রোশে তোমরা নিজেরাই জ্বলেপুড়ে মরো। আল্লাহ মনের গোপন কথাও জানেন।

﴿١١٩﴾ هٰٓاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚۖ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ؕ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

১২০. তোমাদের ভালো হলে তাদের খারাপ লাগে এবং তোমাদের ওপর কোনো বিপদ এলে তারা খুশী হয়। তোমরা যদি সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোনো কৌশল কার্যকর হতে পারে না। তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তা চতুর্দিকে থেকে বেষ্টন করে আছেন।

﴿١٢٠﴾ اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۫ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○

রুকূ'ঃ ১৩

১২১. (হে নবী! মুসলমানদের সামনে সে সময়ের কথা বর্ণনা করো) যখন তুমি অতি প্রত্যুষে নিজের ঘর থেকে বের হয়েছিলে এবং (ওহুদের ময়দানে) মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত করছিলে। আল্লাহ সমস্ত কথা শুনেন এবং তিনি সবকিছু ভালো করে জানেন।

﴿١٢١﴾ وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

﴿١٢٢﴾ إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

১২২. স্মরণ করো, যখন তোমাদের দুটি দল কাপুরুষতার প্রদর্শনী করতে উদ্যোগী হয়েছিল, অথচ আল্লাহ্ তাদের সাহায্যের জন্য বর্তমান ছিলেন এবং মু'মিনদের আল্লাহরই ওপর ভরসা করা উচিত।

﴿١٢٣﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

১২৩. এর আগে বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন অথচ তখন তোমরা অনেক দুর্বল ছিলে। কাজেই আল্লাহর না-শোকরী করা থেকে তোমাদের দূরে থাকা উচিত, আশা করা যায় এবার তোমরা শোকরগুযার হবে।

﴿١٢٤﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ ۝

১২৪. স্মরণ করো যখন তুমি মু'মিনদের বলছিলে ঃ "আল্লাহ্ তাঁর তিন হাজার ফেরেশতা নামিয়ে দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় ?"

﴿١٢٥﴾ بَلَىٰ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۝

১২৫. অবশ্য, যদি তোমরা সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তাহলে যে মুহূর্তে দুশমন তোমাদের ওপর চড়াও হবে ঠিক তখনি তোমাদের রব (তিন হাজার নয়) পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন।

﴿١٢٦﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

১২৬. একথা আল্লাহ্ তোমাদের এজন্য জানিয়ে দিলেন যে, তোমরা এতে খুশী হবে এবং তোমাদের মন আশ্বস্ত হবে। বিজয় ও সাহায্য সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী।

﴿١٢٧﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ ۝

১২৭. (আর এ সাহায্য তিনি তোমাদের এ জন্য দেবেন) যাতে কুফরীর পথ অবলম্বনকারীদের একটি বাহু কেটে দেবার অথবা তাদের এমন লাঞ্ছনাপূর্ণ পরাজয় দান করার ফলে তারা নিরাশ হয়ে পশ্চাদপসরণ করবে।

﴿١٢٨﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ۝

১২৮. (হে নবী !) চূড়ান্ত ফায়সালা করার ক্ষমতায় তোমার কোনো অংশ নেই। এটা আল্লাহর ক্ষমতা-ইখতিয়ার ভুক্ত, তিনি চাইলে তাদের মাফ করে দেবেন। আবার চাইলে তাদের শাস্তি দেবেন। কারণ তারা যালেম।

﴿١٢٩﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১২৯. পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর মালিকানাধীন। তিনি যাকে চান মাফ করে দেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[২৮]

২৮. উহুদের যুদ্ধে যখন নবী করীম স. আহত হন, তখন তাঁর মুখ থেকে কাফেরদের জন্য 'বদদোয়া' নির্গত হয়ে যায়। তিনি বলেন "যে জাতি নিজেদের নবীকে আহত করে সে জাতি কেমন করে মুক্তি ও সাফল্য পেতে পারে"—এরই উত্তরে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

রুকু’ ঃ ১৪

১৩০. হে ঈমানদারগণ! এ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া বন্ধ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।

১৩১. সেই আগুন থেকে দূরে থাকো, যা কাফেরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।

১৩২. এবং আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মেনে নাও, আশা করা যায় তোমাদের ওপর রহম করা হবে।

১৩৩. দৌড়ে চলো তোমাদের রবের ক্ষমার পথে এবং সেই পথে যা পৃথিবী ও আকাশের সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গেছে, যা এমন সব আল্লাহভীরু লোকদের জন্য তৈরী করা হয়েছে,

১৩৪. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল সব অবস্থায়ই অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ দমন করে ও অন্যের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেয়। এ ধরনের সৎলোকদের আল্লাহ অত্যন্ত ভালোবাসেন।

১৩৫. আর যারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা কোনো গোনাহের কাজ করে নিজেদের ওপর যুলুম করে বসলে আবার সংগে সংগে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়ে তাঁর কাছে নিজেদের গোনাহখাতার জন্য মাফ চায়—কারণ আল্লাহ ছাড়া আর কে গোনাহ মাফ করতে পারেন—এবং জেনে বুঝে নিজেদের কৃতকর্মের ওপর জোর দেয় না।

১৩৬. এ ধরনের লোকদের যে প্রতিদান তাদের রবের কাছে আছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি তাদের মাফ করে দেবেন এবং এমন বাগিচায় তাদের প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সৎকাজ যারা করে তাদের জন্য কেমন চমৎকার প্রতিদান!

১৩৭. তোমাদের আগে অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে দেখে নাও যারা (আল্লাহর বিধান ও হেদায়াতকে) মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে।

১৩৮. এটি মানবজাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট সতর্কবাণী এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ।

১৩৯. মনমরা হয়ো না, দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মু’মিন হয়ে থাকো।

١٣٠ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

١٣١ وَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِىٓ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ۝

١٣٢ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

١٣٣ وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝

١٣٤ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۝

١٣٥ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

١٣٦ أُو۟لَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ ۝

١٣٧ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۝

١٣٨ هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝

١٣٩ وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝

١٤٠ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ○

১৪০. এখন যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তাহলে এর আগে এমনি ধরনের আঘাত লেগেছে[২৯] তোমাদের বিরোধী পক্ষের গায়েও। এ-তো কালের উথান পতন, মানুষের মধ্যে আমি এর আবর্তন করে থাকি। এ সময় এ অবস্থাটি তোমাদের ওপর এজন্য আনা হয়েছে যে, আল্লাহ দেখতে চান তোমাদের মধ্যে সাচ্চা মু'মিন কে ? আর তিনি তাদেরকে বাছাই করে নিতে চান, যারা যথার্থ (সত্য ও ন্যায়ের) সাক্ষী[৩০] হবে—কেননা যালেমদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না—

١٤١ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ○

১৪১. এবং তিনি এ পরীক্ষার মাধ্যমে সাচ্চা মু'মিনদেরকে বাছাই করে নিয়ে কাফেরদের নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলেন।

١٤٢ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ○

১৪২. তোমরা কি মনে করে রেখেছো, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে ? অথচ এখনো আল্লাহ দেখেনইনি, তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত এবং কে তাঁর জন্য সবরকারী।

١٤٣ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ○

১৪৩. তোমরা তো মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করছিলে! কিন্তু এটা ছিল তখনকার কথা যখন মৃত্যু সামনে আসেনি। তবে এখন তা তোমাদের সামনে এসে গেছে এবং তোমরা স্বচক্ষে তা দেখছো।

রুকূ' ঃ ১৫

١٤٤ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ○

১৪৪. মুহাম্মাদ একজন রসূল বৈ তো আর কিছুই নয়। তাঁর আগে আরো অনেক রসূলও চলে গেছে। যদি সে মারা যায় বা নিহত হয়, তাহলে তোমরা কি পেছনের দিকে ফিরে যাবে ? মনে রেখো, যে পেছনের দিকে ফিরে যাবে সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করবে না, তবে যারা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকবে তাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করবেন।

١٤٥ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ○

১৪৫. কোনো প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময় তো লেখা আছে। যে ব্যক্তি দুনিয়াবী পুরস্কার লাভের আশায় কাজ করবে আমি তাকে দুনিয়া থেকেই দেবো। আর যে ব্যক্তি পরকালীন পুরস্কার লাভের আশায় কাজ করবে সে পরকালের পুরস্কার পাবে এবং শোকরকারীদেরকে আমি অবশ্যই প্রতিদান দেবো।

---

২৯. এখানে বদর যুদ্ধের প্রতি ইংগীত করা হয়েছে। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ বদর যুদ্ধে কাফেররা আঘাত খেয়েও যখন সাহস হারায়নি, তখন তোমরা উহুদের যুদ্ধে আঘাতের ফলে কেন সাহস হারাবে ?

৩০. মূলে আছে "ওইয়াত্তাখিজা মিনকুম শুহাদা"-এর অর্থ—"তোমাদের মধ্য থেকে কিছু 'শহীদ' গ্রহণ করতে চাচ্ছিলেন। অর্থাৎ কিছুসংখ্যক লোককে শাহাদাতের মর্যাদা দান করতে চাচ্ছিলেন। আর দ্বিতীয় অর্থ, ঈমানদার ও মুনাফিকদের সেই যুক্ত ও মিশ্রিত দল থেকে, যার মধ্যে এখন তোমরাও শামিল রয়েছো, সেইসব লোকদের আলাদা ছাঁটাই করে নিতে চাচ্ছিলেন যারা প্রকৃতপক্ষে شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ মানবজাতির উপর সাক্ষীস্বরূপ, অর্থাৎ সেই মহান দায়িত্বপূর্ণ পদের যোগ্য যে পদ আমি মুসলিম জাতিকে দান করেছি।

১৪৬. এর আগে এমন অনেক নবী চলে গেছে যাদের সাথে মিলে বহু আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে। আল্লাহর পথে তাদের ওপর যেসব বিপদ এসেছে তাতে তারা মনমরা ও হতাশ হয়নি, তারা দুর্বলতা দেখায়নি এবং তারা বাতিলের সামনে মাথা নত করে দেয়নি। এ ধরনের সবরকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন।

وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ أَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ۝

১৪৭. তাদের দোয়া কেবল এতটুকুই ছিলঃ "হে আমাদের রব! আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দাও। আমাদের কাজের ব্যাপারে যেখানে তোমার সীমা লংঘিত হয়েছে, তা তুমি মাফ করে দাও। আমাদের পা মজবুত করে দাও এবং কাফেরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য করো।"

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيْٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

১৪৮. শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কারও দিয়েছেন এবং তার চেয়ে ভালো আখেরাতের পুরস্কারও দান করেছেন। এ ধরনের সৎকর্মশীলদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন।

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

রুকূ' ঃ ১৬

১৪৯. হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা তাদের ইশারায় চলো, যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, তাহলে তারা তোমাদের উল্টোদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

১৫০. (তাদের কথা ভুল) প্রকৃত সত্য এই যে, আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী এবং তিনি সবচেয়ে ভালো সাহায্যকারী।

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ۝

১৫১. শীঘ্র সেই সময় এসে যাবে যখন আমি সত্য অস্বীকারকারীদের মনের মধ্যে বিভীষিকা সৃষ্টি করে দেবো। কারণ তারা আল্লাহর সাথে তাঁর খোদায়ী কর্তৃত্বে অংশীদার করে, যার সপক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণপত্র অবতীর্ণ করেননি। তাদের শেষ আবাস জাহান্নাম এবং ঐ যালেমদের ভাগ্যে জুটবে অত্যন্ত খারাপ আবাসস্থল।

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَأْوٰىهُمُ النَّارُ ۗ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ۝

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ۗ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৫২. আল্লাহ তোমাদের কাছে (সাহায্য ও সমর্থনদানের) যে ওয়াদা করেছিলেন, তা পূর্ণ করেছেন। শুরুতে তাঁর হুকুমে তোমরাই তাদেরকে হত্যা করছিলে। কিন্তু যখন তোমরা দুর্বলতা দেখালে এবং নিজেদের কাজে পারস্পরিক মতবিরোধে লিপ্ত হলে আর যখনই আল্লাহ তোমাদের সেই জিনিস দেখালেন যার ভালোবাসায় তোমরা বাঁধা ছিলে (অর্থাৎ গনীমাতের মাল), তোমরা নিজেদের নেতার হুকুম অমান্য করে বসলে, কারণ তোমাদের কিছু লোক ছিল দুনিয়ার প্রত্যাশী আর কিছু লোকের কাম্য ছিল আখেরাত, তখনই আল্লাহ কাফেরদের মোকাবিলায় তোমাদেরকে পিছিয়ে দিলেন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তবে যথার্থই আল্লাহ এরপরও তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন। কারণ মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখেন।

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْٓ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

১৫৩. স্মরণ করো, যখন তোমরা পালাবার কাজে এমনই ব্যস্ত ছিলে যে, কারোর দিকে ফিরে তাকাবার হুঁশও কারো ছিল না এবং রসূল তোমাদের পেছনে তোমাদের ডাকছিল।[৩১] সে সময় তোমাদের এহেন আচরণের প্রতিফলস্বরূপ আল্লাহ তোমাদের দিলেন দুঃখের পর দুঃখ। এভাবে তোমরা ভবিষ্যতে এ শিক্ষা পাবে যে, যা কিছু তোমাদের হাত থেকে বের হয়ে যায় অথবা যে বিপদই তোমাদের ওপর নাযিল হয়, সে ব্যাপারে দুঃখিত হবে না। আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে জানেন।

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۗ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَىْءٍ ۗ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ۗ يُخْفُوْنَ فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ۗ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ۗ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِىَ اللّٰهُ مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

১৫৪. এ দুঃখের পর আল্লাহ তোমাদের কিছু লোককে আবার এমন প্রশান্তি দান করলেন যে, তারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।[৩২] কিন্তু আর একটি দল, নিজের স্বার্থই ছিল যার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, আল্লাহ সম্পর্কে নানান ধরনের জাহেলী ধারণা পোষণ করতে থাকলো, যা ছিল একেবারেই সত্য বিরোধী। তারা এখন বলছে, "এ কাজ পরিচালনার ব্যাপারে আমাদেরও কি কোনো অংশ আছে ?" তাদেরকে বলে দাও, "(কারো কোনো অংশ নেই,) এ কাজের সমস্ত ইখতিয়ার রয়েছে একমাত্র আল্লাহর হাতে।" আসলে এরা নিজেদের মনের মধ্যে যে কথা লুকিয়ে রেখেছে তা তোমাদের সামনে প্রকাশ করে না। এদের আসল বক্তব্য হচ্ছে, "যদি (নেতৃত্ব) ক্ষমতায় আমাদের কোনো অংশ থাকতো, তাহলে আমরা মারা পড়তাম না।" ওদেরকে বলে দাও, "যদি তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান করতে তাহলেও যাদের মৃত্যু লেখা হয়ে গিয়েছিল, তারা নিজেরাই নিজেদের বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে আসতো।" আর এই যে বিষয়টি সংঘটিত হলো, এটি এজন্য ছিল যে, তোমাদের বুকের মধ্যে যাকিছু গোপন রয়েছে আল্লাহ তা পরীক্ষা করে নেবেন এবং তোমাদের মনের মধ্যে যে গলদ রয়েছে তা দূর করে দেবেন। আল্লাহ মনের অবস্থা খুব ভালো করেই জানেন।

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

১৫৫. তোমাদের মধ্য থেকে যারা মোকাবিলার দিন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল তাদের এ পদস্খলনের কারণ এই ছিল যে, তাদের কোনো কোনো দুর্বলতার কারণে শয়তান তাদের পা টলিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহনশীল।

রুকূ’ ঃ ১৭

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

১৫৬. হে ঈমানদারগণ! কাফেরদের মতো কথা বলো না। তাদের আত্মীয়স্বজনরা কখনো সফরে গেলে অথবা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে (এবং সেখানে কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হলে) তারা বলে, যদি তারা আমাদের কাছে থাকতো তাহলে মারা যেতো না এবং নিহত হতো না। এ ধরনের কথাকে আল্লাহ তাদের মানসিক খেদ ও আক্ষেপের কারণে পরিণত করেন। নয়তো জীবন-মৃত্যু তো একমাত্র আল্লাহই দান করে থাকেন এবং তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপের ওপর তিনি দৃষ্টি রাখেন।

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝

১৫৭. যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও বা মারা যাও তাহলে তোমরা আল্লাহর যে রহমত ও ক্ষমা লাভ করবে, তা এরা যা কিছু জমা করে তার চেয়ে ভালো।

وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ۝

১৫৮. আর তোমরা মারা যাও বা নিহত হও, সব অবস্থায় তোমাদের অবশ্যই আল্লাহর দিকেই যেতে হবে।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝

১৫৯. (হে নবী!) এটা আল্লাহর বড় অনুগ্রহ যে, তোমার ব্যবহার তাদের প্রতি বড়ই কোমল। নয়তো যদি তুমি রুক্ষ স্বভাবের বা কঠোরচিত্ত হতে, তাহলে তারা সবাই তোমার চারপাশ থেকে সরে যেতো। তাদের ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। তাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করো এবং দীনের ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শে তাদেরকে অন্তরভুক্ত করো। তারপর যখন কোনো মতের ভিত্তিতে তোমরা স্থির সংকল্প হবে তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো। আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা তাঁর ওপর ভরসা করে কাজ করে।

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

১৬০. আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কোনো শক্তি তোমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তাহলে এরপর কে আছে তোমাদের সাহায্য করার মতো ? কাজেই সাচ্চা মু’মিনদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।

৩১. উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর যখন অকস্মাৎ দু দিক দিয়ে একই সময়ে আক্রমণ হলো, তখন কিছুসংখ্যক লোক মদীনার দিকে পলায়ন করলো, আর কিছুসংখ্যক লোক উহুদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করলো, কিন্তু নবী করীম স. নিজের স্থান থেকে এক ইঞ্চিও হটেননি। চারিদিকে দুশমনের প্রচণ্ড ভীড়, তাঁর নিকটে দশ বারজনের একটি দল বর্তমান ছিল মাত্র। কিন্তু রসূল এ সংগীন সময়েও পর্বতের ন্যায় অটল হয়ে নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন ও পলায়নকারী লোকদের আহ্বান জানাচ্ছিলেন ঃ "আল্লাহর বান্দারা আমার দিকে এসো, আল্লাহর বান্দারা আমার দিকে এসো।"

৩২. এ সময় ইসলামী বাহিনীর কিছুসংখ্যক লোক এক আশ্চর্য ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। হযরত আবু তালহা রা. যিনি নিজে এ যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন, বর্ণনা করেন, এ সময় আমাদের উপর তন্দ্রার এমন প্রভাব পড়ে যে, তরবারি পর্যন্ত হাত থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল।

১৬১. খেয়ানত করা কোনো নবীর কাজ হতে পারে না। যে ব্যক্তি খেয়ানত করবে কিয়ামতের দিন সে নিজের খেয়ানত করা জিনিস সহকারে হাযির হয়ে যাবে। তারপর প্রত্যেকেই তার উপার্জনের পুরোপুরি প্রতিদান পেয়ে যাবে এবং কারো প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

১৬২. যে ব্যক্তি সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলে সে কেমন করে এমন ব্যক্তির মতো কাজ করতে পারে, যাকে আল্লাহর গযব ঘিরে ফেলেছে এবং যার শেষ আবাস জাহান্নাম, যা সবচেয়ে খারাপ আবাস ?

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

১৬৩. আল্লাহর কাছে এ উভয় ধরনের লোকদের মধ্যে বহু পর্যায়ের পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ সবার কার্যকলাপের ওপর নজর রাখেন।

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ○

১৬৪. আসলে ঈমানদারদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন নবী পাঠিয়ে আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সে তাঁর আয়াত তাদেরকে শোনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করে এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেয়। অথচ এর আগে এই লোকেরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ○

১৬৫. তোমাদের ওপর যখন বিপদ এসে পড়লো তোমরা বলতে লাগলে, এ আবার কোথা থেকে এলো ? তোমাদের এ অবস্থা কেন ? অথচ (বদরের যুদ্ধে) এর দ্বিগুণ বিপদ তোমাদের মাধ্যমে তোমাদের বিরোধী পক্ষের ওপর পড়েছিল। হে নবী! ওদের বলে দাও, তোমরা নিজেরাই এ বিপদ এনেছো। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের ওপর শক্তিমান।

أَوَلَمَّآ أَصٰبَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنّٰى هٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

১৬৬. যুদ্ধের দিন তোমাদের যে ক্ষতি হয় তা ছিল আল্লাহর হুকুমে এবং তা এজন্য ছিল যাতে আল্লাহ দেখে নেন তোমাদের মধ্যে কে মু'মিন।

وَمَآ أَصٰبَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ○

১৬৭. এবং কে মুনাফিক ? এ মুনাফিকদের যখন বলা হলো, এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো অথবা (কমপক্ষে) নিজের শহরের প্রতিরক্ষা করো, তারা বলতে লাগলো ঃ যদি আমরা জানতাম আজ যুদ্ধ হবে, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে চলতাম। যখন তারা একথা বলছিল তখন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর অনেক বেশী কাছে অবস্থান করছিল। তারা নিজেদের মুখে এমন সব কথা বলে, যা তাদের মনের মধ্যে নেই এবং যা কিছু তারা মনের মধ্যে গোপন করে আল্লাহ তা খুব ভালো করেই জানেন।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قٰتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنٰكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمٰنِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ○

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾

১৬৮. এরা নিজেরা বসে থাকলো এবং এদের ভাই-বন্ধু যারা লড়াই করতে গিয়ে মারা গিয়েছিল তাদের সম্পর্কে বলেছিল ঃ যদি তারা আমাদের কথা মেনে নিতো, তাহলে মারা যেতো না। ওদের বলে দাও, তোমরা নিজেদের একথায় যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে তোমাদের নিজেদের মৃত্যু যখন আসবে তখন তা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে দেখাও।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। তারা আসলে জীবিত। নিজেদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা লাভ করছে।

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭০. আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত এবং যেসব ঈমানদার লোক তাদের পরে এ দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং এখনো সেখানে পৌঁছেনি, তাদের জন্যও কোনো ভয় ও দুঃখের কারণ নেই।

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

১৭১. একথা জেনে তারা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। তারা আল্লাহর পুরস্কার ও অনুগ্রহ লাভে আনন্দিত ও উল্লসিত এবং তারা জানতে পেরেছে যে, আল্লাহ মু'মিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

রুকূ' ঃ ১৮

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

১৭২. আহত হবার পরও যারা আল্লাহ ও রসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে,[৩৩] তাদের মধ্যে যারা সৎ-নেককার ও মুত্তাকী তাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান।

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

১৭৩. আর যাদেরকে লোকেরা বললো ঃ "তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনা সমাবেশ ঘটেছে। তাদেরকে ভয় করো", তা শুনে তাদের ঈমান আরো বেড়ে গেছে এবং তারা জবাবে বলেছে ঃ "আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি সবচেয়ে ভালো কার্য উদ্ধারকারী।

فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. অবশেষে তারা ফিরে এলো আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ সহকারে। তাদের কোনো রকম ক্ষতি হয়নি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর চলার সৌভাগ্যও তারা লাভ করলো। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহকারী।[৩৪]

৩৩. উহুদের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মুশরিকরা কয়েক মঞ্জিল দূরে চলে যাওয়ার পর তাদের মনে এ খেয়াল উদয় হলো, 'আমরা করলাম কি ? মুহাম্মাদের শক্তি চূর্ণ করার মহাসুযোগ হাতে পেয়েও তার সদ্ব্যবহার না করে ফিরে এলাম।' অতএব তারা এক স্থানে সমবেত হয়ে পারস্পরিক পরামর্শ করে স্থির করলো যে, মদীনার উপর এখনই দ্বিতীয়বার আক্রমণ করতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, তাদের সাহসে তা কুলালো না এবং তারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলো। এদিকে নবী করীম স.-ও কাফেরদের পুনরায় ফিরে আসার আশংকা করছিলেন, তাই তিনি উহুদের যুদ্ধের পর দ্বিতীয় দিনই মুসলমানদের একত্রিত করে বললেন যে, কাফেরদেরও পশ্চাদ্ধাবন করা আবশ্যক। যদিও এ অত্যন্ত সংগীন ব্যাপার ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও খাঁটি মুমিনগণ আত্মদান করার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং নবী করীম স.-এর সাথে "হামরা উল আসওয়াদ" নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। এ জায়গাটি মদীনা থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। আলোচ্য আয়াতে এসব আত্মদানে প্রস্তুত লোকদেরই প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. এখন তোমরা জেনে ফেলেছো, সে আসলে শয়তান ছিল, তার বন্ধুদের অনর্থক ভয় দেখাচ্ছিল। কাজেই আগামীতে তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো, যদি তোমরা যথার্থ ঈমানদার হয়ে থাকো।

وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. (হে নবী!) যারা আজ কুফরীর পথে খুব বেশী দৌড়াদৌড়ি করছে তাদের তৎপরতা যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। এরা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ আখেরাতে এদের কোনো অংশ দিতে চান না। আর সবশেষে তারা কঠোর শাস্তি পাবে।

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾

১৭৭. যারা ঈমানকে ছেড়ে দিয়ে কুফরী কিনে নিয়েছে তারা নিসন্দেহে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করছে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৮. কাফেরদের আমি যে ঢিল দিয়ে চলছি এটাকে যেন তারা নিজেদের জন্য ভালো মনে না করে। আমি তাদেরকে এজন্য ঢিল দিচ্ছি, যাতে তারা গোনাহের বোঝা ভারী করে নেয়, তারপর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন অপমানকর শাস্তি।

مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾

১৭৯. তোমরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছো আল্লাহ মু'মিনদের কখনো সেই অবস্থায় থাকতে দেবেন না। পাক-পবিত্র লোকদেরকে তিনি নাপাক ও অপবিত্র লোকদের থেকে আলাদা করেই ছাড়বেন। কিন্তু তোমাদেরকে গায়েবের খবর জানিয়ে দেয়া আল্লাহর রীতি নয়।[৩৫] গায়েবের খবর জানাবার জন্য তিনি নিজের রসূলদের মধ্য থেকে যাকে চান বাছাই করে নেন। কাজেই (গায়েবের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান রাখো। যদি তোমরা ঈমান ও আল্লাহকে ভয় করার নীতি অবলম্বন করো তাহলে বিরাট প্রতিদান পাবে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

১৮০. আল্লাহ যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তারপরও তারা কার্পণ্য করে, তারা যেন এই কৃপণতাকে নিজেদের জন্য ভালো মনে না করে। না, এটা তাদের জন্য অত্যন্ত খারাপ। কৃপণতা করে তারা যাকিছু জমাচ্ছে তাই কিয়ামতের দিন তাদের গলার বেড়ি হবে। পৃথিবী ও আকাশের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। আর তোমরা যা কিছু করছো, আল্লাহ তা সবই জানেন।

৩৪. উহুদ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় আবু সুফিয়ান মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিল যে, আগামী বছরে বদরে তোমাদের ও আমাদের আবার মুকাবিলা হবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতির সময় যখন কাছে এলো তখন তার আর সাহস হলো না। অতএব মুখ রক্ষার জন্য সে এ কৌশল অবলম্বন করলো। সে গোপনে এক ব্যক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করলো। সে মদীনায় এসে মুসলমানদের মধ্যে এ সংবাদ রটানো শুরু করলো যে, এ বছর কুরাইশরা আক্রমণের জন্য জবরদস্ত প্রস্তুতি নিয়েছে এবং এমন বিরাট শক্তিশালী বাহিনী সংগ্রহ করেছে যে সারা আরবে কারোর পক্ষে তার মুকাবিলা করার সাধ্য নেই। এ প্রপাগাণ্ডায় মুসলমানরা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যখন আল্লাহর রসূল পূর্ণ মজলিসে ঘোষণা

রুকূ’ ঃ ১৯

১৮১. আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন যারা বলে, আল্লাহ গরীব এবং আমরা ধনী।[৩৬] এদের কথাও আমি লিখে নেবো এবং এর আগে এ পয়গম্বরদেরকে এরা অন্যায় - ভাবে হত্যা করে এসেছে তাও এদের আমলনামায় বসিয়ে দেয়া হয়েছে। (যখন ফায়সালার সময় আসবে তখন) আমি তাদেরকে বলবো ঃ এই নাও, এবার জাহান্নামের আযাবের মজা চাখো!

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

১৮২. এটা তোমাদের নিজেদের হাতের উপার্জন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যালেম নন।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

১৮৩. যারা বলেঃ “আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা কাউকে রসূল বলে স্বীকার করবো না যতক্ষণ না তিনি আমাদের সামনে এমন কুরবানী করবেন যাকে আগুন (অদৃশ্য থেকে এসে) খেয়ে ফেলবে।” তাদেরকে বলো ঃ আমার আগে তোমাদের কাছে অনেক রসূল এসেছেন, তারা অনেক উজ্জ্বল নিদর্শন এনেছিলেন এবং তোমরা যে নিদর্শনটির কথা বলছো সেটিও তারা এনেছিলেন। এ ক্ষেত্রে (ঈমান আনার জন্য এ শর্ত পেশ করার ব্যাপারে) যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে ঐ রসূলদেরকে তোমরা হত্যা করেছিলে কেন ?

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

১৮৪. এখন, হে মুহাম্মাদ! যদি এরা তোমাকে মিথ্যা বলে থাকে, তাহলে তোমার পূর্বে বহু রসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তারা স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, সহীফা ও আলো-দানকারী কিতাব এনেছিল।

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۝

১৮৫. অবশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মরতে হবে এবং তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন নিজেদের পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে। একমাত্র সেই ব্যক্তিই সফলকাম হবে, যে সেখানে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে এবং যাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর এ দুনিয়াটা তো নিছক একটা বাহ্যিক প্রতারণার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

করলেন যে, “যদি কেউ অগ্রসর না হয়, তবে আমি একাকীই অগ্রসর হবো”, তখন একথা শুনে ১৫০০ আত্মোৎসর্গী সাহাবা তাঁর সাথে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। নবী করীম স. তাঁদের সাথে নিয়ে বদর প্রান্তে যাত্রা করলেন। আবু সুফিয়ান মুকাবিলার জন্য এলো না। মুসলমানরা আট দিন পর্যন্ত অবস্থান করে তেজারতী কারবার থেকে যথেষ্ট আর্থিক ফায়দা হাসিল করে তারপর প্রত্যাবর্তন করে।

৩৫. অর্থাৎ তোমাদের এ জানিয়ে দেয় যে তোমাদের মধ্যে কে মুমিন ও কে মুনাফিক।

৩৬. ইয়াহুদীদের কথা। যখন কুরআন মজিদের এ আয়াত নাযিল হলো —“আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে কে প্রস্তুত আছো ?” তখন ইয়াহুদীরা এ সম্পর্কে বিদ্রূপ করে বলতে লাগলো–“জী হাঁ, আল্লাহ মিয়াতো নিঃস্ব হয়ে গেছেন। তাই তিনি এখন তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে কর্জ চাওয়া শুরু করেছেন।

১৮৬. (হে মুসলমানগণ!) তোমাদের অবশ্যই ধন ও প্রাণের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে এবং তোমরা আহলি কিতাব ও মুশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি এমন অবস্থায় তোমরা সবর ও তাকওয়ার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। তাহলে তা হবে বিরাট সাহসিকতার পরিচায়ক।

১৮৭. এ আহলি কিতাবদের সেই অংগীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দাও, যা আল্লাহ তাদের থেকে নিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল ঃ তোমরা কিতাবের শিক্ষা মানুষের মধ্যে প্রচার করবে, তা গোপন করতে পারবে না। কিন্তু তারা কিতাবকে পিছনে ফেলে রেখেছে এবং সামান্য দামে তা বিক্রি করে দিয়েছে। কতই না নিকৃষ্ট কারবার তারা করে যাচ্ছে!

১৮৮. যারা নিজেদের কার্যকলাপে আনন্দিত এবং যে কাজ যথার্থই তারা নিজেরা করেনি সে জন্য প্রশংসা পেতে চায়, তাদেরকে তোমরা আযাব থেকে সংরক্ষিত মনে করো না। আসলে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী রয়েছে।

১৮৯. আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের মালিক এবং তাঁর শক্তি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

রুকূ' ঃ ২০

১৯০. পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পালাক্রমে যাওয়া আসার মধ্যে যে সমস্ত বুদ্ধিমান লোক উঠতে, বসতে ও শয়নে সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর গঠনাকৃতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাদের জন্য রয়েছে বহুতর নিদর্শন।

১৯১. (তারা আপনা আপনি বলে ওঠে ঃ) "হে আমাদের রব! এসব তুমি অনর্থক ও উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করোনি। বাজে ও নিরর্থক কাজ করা থেকে তুমি পাক-পবিত্র ও মুক্ত। কাজেই হে রব! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করো।

১৯২. তুমি যাকে জাহান্নামে ফেলে দিয়েছো, তাকে আসলে বড়ই লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে ঠেলে দিয়েছো এবং এহেন যালেমদের কোনো সাহায্যকারী হবে না।

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ○

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ○

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ○

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ○

رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ۝١٩٣

১৯৩. হে আমাদের মালিক! আমরা একজন আহ্‌বানকারীর আহ্বান শুনেছিলাম। তিনি ঈমানের দিকে আহ্বান করছিলেন। তিনি বলছিলেন, তোমরা নিজেদের রবকে মেনে নাও। আমরা তার আহ্বান গ্রহণ করেছি। কাজেই, হে আমাদের রব! আমরা যেসব গোনাহ করছি তা মাফ করে দাও। আমাদের মধ্যে যেসব অসৎবৃত্তি আছে সেগুলো আমাদের থেকে দূর করে দাও এবং নেক লোকদের সাথে আমাদের শেষ পরিণতি দান করো।

رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۝١٩٤

১৯৪. হে আমাদের রব! তোমার রসূলদের মাধ্যমে তুমি যেসব ওয়াদা করেছো আমাদের সাথে, সেগুলো পূর্ণ করো এবং কিয়ামতের দিন আমাদের লাঞ্ছনার গর্তে ফেলে দিয়ো না। নিসন্দেহে তুমি ওয়াদা খেলাফকারী নও।"

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَأُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأُوذُوا۟ فِى سَبِيلِى وَقَٰتَلُوا۟ وَقُتِلُوا۟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ۝١٩٥

১৯৫. জবাবে তাদের রব বললেন ঃ "আমি তোমাদের কারো কর্মকাণ্ড নষ্ট করবো না। পুরুষ হও বা নারী, তোমরা সবাই একই জাতির অন্তরভুক্ত। কাজেই যারা আমার জন্য নিজেদের স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করেছে এবং আমার পথে যাদেরকে নিজেদের ঘর বাড়ি থেকে বের করে দেয়া ও কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং যারা আমার জন্য লড়েছে ও মারা গেছে, তাদের সমস্ত গোনাহ আমি মাফ করে দেবো এবং তাদেরকে এমন সব বাগানে প্রবেশ করাবো যার নীচে দিয়ে ঝরণাধারা বয়ে চলবে। এসব হচ্ছে আল্লাহর কাছে তাদের প্রতিদান এবং সবচেয়ে ভালো প্রতিদান আল্লাহর কাছেই আছে।"

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى ٱلْبِلَٰدِ ۝١٩٦

১৯৬. হে নবী! দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে আল্লাহর নাফরমান লোকদের চলাফেরা যেন তোমাদের ধোঁকায় ফেলে না দেয়।

مَتَٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۝١٩٧

১৯৭. এটা নিছক কয়েক দিনের জীবনের সামান্য আনন্দ-ফূর্তি মাত্র। তারপর এরা সবই জাহান্নামে চলে যাবে, যা সবচেয়ে খারাপ স্থান।

لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ۝١٩٨

১৯৮. বিপরীত পক্ষে যারা নিজেদের রবকে ভয় করে জীবন যাপন করে তাদের জন্য এমন সব বাগান রয়েছে, যার নীচে দিয়ে ঝরণাধারা বয়ে চলছে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য মেহমানদারীর সরঞ্জাম। আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে, নেক লোকদের জন্য তাই ভালো।

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

১৯৯. আহলি কিতাবদের মধ্যেও এমন কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহকে মানে, তোমাদের কাছে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তার ওপর ঈমান আনে এবং এর আগে তাদের নিজেদের কাছে যে কিতাব পাঠানো হয়েছিল তার ওপরও ঈমান রাখে, যারা আল্লাহর সামনে বিনত মস্তক এবং আল্লাহর আয়াতকে সামান্য দামে বিক্রি করে না। তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে। আর তিনি হিসেব চুকিয়ে দেবার ব্যাপারে দেরী করেন না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

২০০. হে ঈমানদারগণ! সবরের পথ অবলম্বন করো, বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও, হকের খেদমত করার জন্য উঠে পড়ে লাগো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।

সূরা আন নিসা

৪

নাযিল হওয়ার সময়-কাল ও বিষয়বস্তু

এ সূরাটি কয়েকটি ভাষণের সমষ্টি। সম্ভবত তৃতীয় হিজরীর শেষের দিক থেকে নিয়ে চতুর্থ হিজরীর শেষের দিকে অথবা পঞ্চম হিজরীর প্রথম দিকের সময়-কালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এর বিভিন্ন অংশ নাযিল হয়। যদিও নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না, কোন্ আয়াত থেকে কোন্ আয়াত পর্যন্ত একটি ভাষণের অন্তরভুক্ত হয়ে নাযিল হয়েছিল এবং তার নাযিলের সময়টা কি ছিল, তবুও কোনো কোনো বিধান ও ঘটনার দিকে কোথাও কোথাও এমন সব ইংগিত করা হয়েছে যার সহায়তায় রেওয়ায়াত থেকে আমরা তাদের নাযিলের তারিখ জানতে পারি। তাই এগুলোর সাহায্যে আমরা এসব বিধান ও ইংগিত সম্বলিত এ ভাষণগুলোর মোটামুটি একটা সীমা নির্দেশ করতে পারি।

যেমন আমরা জানি উত্তরাধিকার বন্টন ও এতিমদের অধিকার সম্বলিত বিধানসমূহ ওহোদ যুদ্ধের পর নাযিল হয়। তখন সত্তরজন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। এ ঘটনাটির ফলে মদীনার ছোট জনবসতির বিভিন্ন গৃহে শহীদদের মীরাস কিভাবে বন্টন করা হবে এবং তারা যেসব এতিম ছেলেমেয়ে রেখে গেছেন তাদের স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষণ করা হবে, এ প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এরি ভিত্তিতে আমরা অনুমান করতে পারি, প্রথম চারটি রুকূ' ও পঞ্চম রুকূ'র প্রথম তিনটি আয়াত এ সময় নাযিল হয়ে থাকবে।

যাতুর রিকা'র যুদ্ধে ভয়ের নামায (যুদ্ধ চলা অবস্থায় নামায পড়া) পড়ারও রেওয়ায়াত আমরা হাদীসে পাই। এ যুদ্ধটি চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়। তাই এখানে অনুমান করা যেতে পারে, যে ভাষণে (১৫ রুকূ') এ নামাযের নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে সেটি এরি কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়ে থাকবে।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মদীনা থেকে বনী নযীরকে বহিষ্কার করা হয়। তাই যে ভাষণটিতে ইহুদীদেরকে এ মর্মে সর্বশেষ সতর্কবাণী শুনিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, "আমি তোমাদের চেহারা বিকৃত করে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেবার আগে ঈমান আনো," সেটি এর পূর্বে কোনো নিকটতম সময়ে নাযিল হয়েছিল বলে শক্তিশালী অনুমান করা যেতে পারে।

বনীল মুসতালিকের যুদ্ধের সময় পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। আর এ যুদ্ধটি পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। তাই যে ভাষণটিতে (৭ম রুকূ') তায়াম্মুমের কথা উল্লেখিত হয়েছে সেটি এ সময়ই নাযিল হয়েছিল মনে করতে হবে।

নাযিল হওয়ার কারণ ও আলোচ্য বিষয়

এভাবে সামগ্রিক পর্যায়ে সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়-কাল জানার পর আমাদের সেই যুগের ইতিহাসের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়া উচিত। এর সাহায্যে সূরার আলোচ্য বিষয় অনুধাবন করা সহজসাধ্য হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সে সময় যেসব কাজ ছিল সেগুলোকে তিনটি বড় বড় বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এক, একটি নতুন ইসলামী সমাজ সংগঠনের বিকাশ সাধন। হিজরাতের পরপরই মদীনা তাইয়েবা ও তার আশপাশের এলাকায় এ সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের পুরাতন পদ্ধতি নির্মূল করে নৈতিকতা, তমদ্দুন, সমাজ রীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থায় নতুন নীতি-নিয়ম প্রচলনের কর্মতৎপরতা এগিয়ে চলছিল। দুই, আরবের মুশরিক সম্প্রদায়, ইহুদী গোত্রসমূহ ও মুনাফিকদের সংস্কার বিরোধী শক্তিগুলোর সাথে ইসলামের যে ঘোরতর সংঘাত চলে আসছিল তা জারী রাখা। তিন, এ বিরোধী শক্তিগুলোর সকল বাধা উপেক্ষা করে ইসলামের দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকা এবং এজন্য আরো নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করে সেখানে ইসলামকে বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে যতগুলো ভাষণ অবতীর্ণ হয়, তা সবই এ তিনটি বিভাগের সাথে সম্পর্কিত।

ইসলামের সামাজিক কাঠামো নির্মাণ এবং বাস্তবে এ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম অবস্থায় যে সমস্ত নির্দেশ ও বিধানের প্রয়োজন ছিল সূরা বাকারায় সেগুলো প্রদান করা হয়েছিল। বর্তমানে এ সমাজ আগের চেয়ে বেশী সম্প্রসারিত হয়েছে। কাজেই এখানে আরো নতুন নতুন বিধান ও নির্দেশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য সূরা নিসার এ ভাষণগুলোতে মুসলমানরা কিভাবে ইসলামী পদ্ধতিতে তাদের সামাজিক জীবন ধারার সংশোধন ও সংস্কার সাধন করতে পারে তা আরো

বিস্তরিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে পরিবার গঠনের নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। বিয়েকে বিধি-নিষেধের আওতাধীন করা হয়েছে। সমাজে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। এতিমদের অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মীরাস বন্টনের নিয়ম-কানুন নির্ধারিত হয়েছে। অর্থনৈতিক লেনদেন পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঘরোয়া বিবাদ মিটাবার পদ্ধতি শিখানো হয়েছে। অপরাধ দণ্ডবিধির ভিত গড়ে তোলা হয়েছে। মদ পানের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাহারাত ও পাক-পবিত্রতা অর্জনের বিধান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ ও বান্দার সাথে একজন সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষের কর্মধারা কেমন হতে পারে, তা মুসলমানদের জানানো হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দলীয় সংগঠন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধান দেয়া হয়েছে। আহলে কিতাবদের নৈতিক, ধর্মীয় মনোভাব ও কর্মনীতি বিশ্লেষণ করে মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন পূর্ববর্তী উম্মতদের পদাংক অনুসরণ করে চলা থেকে বিরত থাকে। মুনাফিকদের কর্মনীতির সমালোচনা করে যথার্থ ও খাঁটি ঈমানদারীর এবং ঈমান ও নিফাকের পার্থক্য সূচক চেহারা পুরোপুরি উন্মুক্ত করে রেখে দেয়া হয়েছে।

সংস্কার ও সংশোধন বিরোধী শক্তিগুলোর সাথে যে সংঘাত চলছিল ওহোদ যুদ্ধের পর তা আরো নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছিল। ওহোদের পরাজয় আশপাশের মুশরিক গোত্রসমূহ, ইহুদী প্রতিবেশীবৃন্দ ও ঘরের শত্রু বিভীষণ তথা মুনাফিকদের সাহস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। মুসলমানরা সবদিক থেকে বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ একদিকে আবেগময় ভাষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে মুকাবিলায় উদ্বুদ্ধ করলেন এবং অন্যদিকে যুদ্ধাবস্থায় কাজ করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। মদীনায় মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদার লোকেরা সব রকমের ভীতি ও আশংকার খবর ছড়িয়ে হতাশা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। এ ধরনের প্রত্যেকটি খবর দায়িত্বশীলদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার এবং কোনো খবর সম্পর্কে পুরোপুরি অনুসন্ধান না করার আগে তা প্রচার করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার নির্দেশ দেয়া হয়।

মুসলমানদের বারবার যুদ্ধে ও নৈশ অভিযানে যেতে হতো। অধিকাংশ সময় তাদের এমন সব পথ অতিক্রম করতে হতো যেখানে পানির চিহ্নমাত্রও পাওয়া যেতো না। সে ক্ষেত্রে পানি না পাওয়া গেলে ওযু ও গোসল দুয়ের জন্য তাদের তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া হয়। এছাড়াও এ অবস্থায় সেখানে নামায সংক্ষেপ করারও অনুমতি দেয়া হয়। আর যেখানে বিপদ মাথার ওপর চেপে থাকে সেখানে সালাতুল খওফ (ভয়কালীন নামায) পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া হয়। আরবের বিভিন্ন এলাকায় যেসব মুসলমান কাফের গোত্রগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এবং অনেক সময় যুদ্ধের কবলেও পড়ে যেতো, তাদের ব্যাপারটি ছিল মুসলমানদের জন্য অনেক বেশী পেরেশানির কারণ। এ ব্যাপারে একদিকে ইসলামী দলকে বিস্তারিত নির্দেশ দেয়া হয় এবং অন্যদিকে ঐ মুসলমানদেরকেও সবদিক থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে সমবেত হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

ইহুদীদের মধ্যে বিশেষ করে বনী নাযীরের মনোভাব ও কার্যধারা অত্যন্ত বিরোধমূলক ও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। তারা সব রকমের চুক্তির খোলাখুলি বিরুদ্ধাচরণ করে ইসলামের শত্রুদের সাথে সহযোগিতা করতে থাকে এবং মদীনায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিছাতে থাকে। তাদের এসব কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদেরকে সর্বশেষ সতর্কবাণী শুনিয়ে দেয়া হয় এবং এরপরই মদীনা থেকে তাদের বহিষ্কারের কাজটি সমাধা করা হয়।

মুনাফিকদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে। কোন্ ধরনের মুনাফিকদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করা হবে, এ সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই এদের সবাইকে আলাদা আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণীর মুনাফিকদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করতে হবে, তা বলে দেয়া হয়েছে।

চুক্তিবদ্ধ নিরপেক্ষ গোত্রসমূহের সাথে মুসলমানদের কোন্ ধরনের ব্যবহার করতে হবে, তাও সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে।

মুসলমানদের নিজেদের চরিত্রকে ত্রুটিমুক্ত করাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এ সংঘাত সংঘর্ষে এ ক্ষুদ্র দলটি একমাত্র নিজের উন্নত নৈতিক চরিত্র বলেই জয় লাভ করতে সক্ষম ছিল। এছাড়া তার জন্য জয় লাভের আর কোনো উপায় ছিল না। তাই মুসলমানদেরকে উন্নত নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাদের দলের মধ্যে যে কোনো দুর্বলতা দেখা দিয়েছে কঠোর ভাষায় তার সমালোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের দিকটিও এ সূরায় বাদ যায়নি। জাহেলিয়াতের মুকাবিলায় ইসলাম দুনিয়াকে যে নৈতিক ও তমদ্দুনিক সংশোধনের দিকে আহবান জানিয়ে আসছিল, তাকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করার সাথে সাথে এ সূরায় ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরিক এ তিনটি সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধর্মীয় ধারণা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র নীতি ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে তাদের সামনে একমাত্র সত্য দীন ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে।

আয়াত-১৭৬ ৪-সূরা আন নিসা-মাদানী রুকূ'-২৪

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
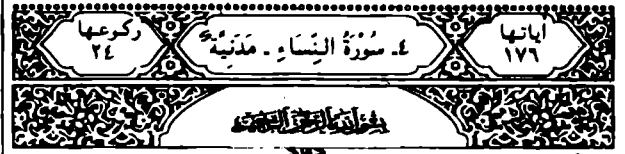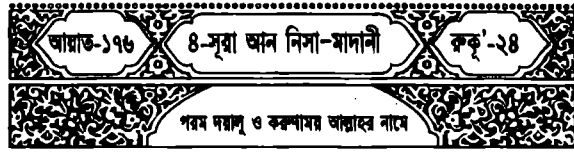
১. হে মানব জাতি! তোমাদের রবকে ভয় করো। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। তারপর তাদের দু'জনার থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। সেই আল্লাহকে ভয় করো যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের হক আদায় করে থাকো এবং আত্মীয়তা ও নিকট সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছেন।

① يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ○

২. এতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দাও। ভালো সম্পদের সাথে মন্দ সম্পদ বদল করো না। আর তাদের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে গ্রাস করো না। এটা মহাপাপ।

② وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ○

৩. আর যদি তোমরা এতিমদের (মেয়েদের) সাথে বেইনসাফী করার ব্যাপারে ভয় করো, তাহলে যেসব মেয়েদের তোমরা পসন্দ করো তাদের মধ্য থেকে দুই, তিন বা চারজনকে বিয়ে করো।[১] কিন্তু যদি তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না বলে আশংকা করো, তাহলে একজনকেই বিয়ে করো।[২] অথবা তোমাদের অধিকারে যেসব মেয়ে আছে তাদেরকে বিয়ে করো।[৩] বেইনসাফীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটিই অধিকতর সঠিক পদ্ধতি।

③ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ○

১. একথা লক্ষ্য করার বিষয় যে, একাধিক স্ত্রী বিবাহের অনুমতি দেয়ার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়নি। কারণ এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব থেকেই তা বৈধ ছিল এবং রসূলে করীম স.-এর সে সময়ে একাধিক বিবি বর্তমান ছিলেন। আসলে যুদ্ধে শহীদদের এতিম সন্তান-সন্ততির সমস্যা সমাধানের জন্য এ আয়াত নাযিল হয়েছে যে, যদি তোমরা এমনিতেই এতিমদের হক আদায় করতে না পারো তবে তোমরা সেই স্ত্রীলোকদের বিবাহ কর যাদের কাছে এতিম সন্তান-সন্ততি রয়েছে।

২. সমস্ত ফিকাহবিদগণ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত যে, এ আয়াত দ্বারা স্ত্রীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং এক সাথে চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া এ আয়াত একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয় বিচার-ইনসাফের শর্তে। যে ব্যক্তি এ ইনসাফের শর্ত পূর্ণ করে না অথচ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করে সে আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজির অপরাধ করে। যেসব স্ত্রীদের প্রতি ইনসাফ হয় না ইসলামী রাষ্ট্রের আদালতের তাদের অভিযোগ শ্রবণ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার রয়েছে। পাশ্চাত্য মতবাদ ও ধারণার দ্বারা বিজিত ও বিব্রত হয়ে কোনো কোনো ব্যক্তি একথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, কুরআনের আসল লক্ষ্য হচ্ছে বহু বিবাহ প্রথা বন্ধ করা—যা ইউরোপীয় দৃষ্টিতে মূলতই খারাপ। কিন্তু এ ধরনের কথা মূলত নিছক মানসিক গোলামীরই পরিণতি। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ মূলত খারাপ হওয়ার কথাটাই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ও নৈতিক প্রয়োজনে একাধিক বিবাহ আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় এটা বৈধ ঘোষণা করেছে এবং ইশারা-ইংগিতেও এর দোষ বর্ণনায় কুরআন এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করেনি যার দ্বারা জানা যেতে পারে যে, কুরআন বস্তুত এ জিনিস বন্ধ করতে চায়।

৩. এর অর্থ ক্রীতদাসী। অর্থাৎ যেসব স্ত্রীলোক যুদ্ধবন্দী হয়ে এসেছে এবং যুদ্ধবন্দী বিনিময় না হবার কারণে যাদেরকে হুকুমতের পক্ষ থেকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়েছে।

④ وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ○

৪. আর আনন্দের সাথে (ফরয মনে করে) স্ত্রীদের মোহরানা আদায় করে দাও। তবে যদি তারা নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছায় মোহরানার কিছু অংশ মাফ করে দেয়, তাহলে তোমরা সানন্দে তা খেতে পারো।

⑤ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○

৫. আর তোমাদের যে ধন-সম্পদকে আল্লাহ্ তোমাদের জীবন ধারণের মাধ্যমে পরিণত করেছেন, তা নির্বোধদের হাতে তুলে দিয়ো না। তবে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করো এবং সদুপদেশ দাও।

⑥ وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ؕ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○

৬. আর এতিমদের পরীক্ষা করতে থাকো, যতদিন না তারা বিবাহযোগ্য বয়সে পৌঁছে যায়।[৪] তারপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে যোগ্যতার সন্ধান পাও, তাহলে তাদের সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করে দাও। তারা বড় হয়ে নিজেদের অধিকার দাবী করবে, এ ভয়ে কখনো ইনসাফের সীমানা অতিক্রম করে তাদের সম্পদ তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। এতিমদের যে অভিভাবক সম্পদশালী হবে সে যেন পরহেযগারী অবলম্বন করে (অর্থাৎ অর্থ গ্রহণ না করে) আর যে গরীব হবে সে যেন প্রচলিত পদ্ধতিতে খায়।[৫] তারপর তাদের সম্পদ যখন তাদের হাতে সোপর্দ করতে যাবে তখন তাতে লোকদেরকে সাক্ষী বানাও। আর হিসেব নেয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

⑦ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ○

৭. মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজনরা যে ধন-সম্পত্তি রেখে গেছে তাতে পুরুষদের অংশ রয়েছে। আর মেয়েদেরও অংশ রয়েছে সেই ধন-সম্পত্তিতে যা মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজনরা রেখে গেছে, তা সামান্য হোক বা বেশী[৬] এবং এ অংশ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্ধারিত।

⑧ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○

৮. ধন-সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারার সময় আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকিনরা এলে তাদেরকেও ঐ সম্পদ থেকে কিছু দিয়ে দাও এবং তাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলো।

৪. অর্থাৎ যখন তারা বয়সে সাবালক হতে চলেছে তখন লক্ষ্য করতে থাকো—তাদের জ্ঞানবুদ্ধি কতটা বিকাশ লাভ করছে এবং তাদের নিজেদের কাজ-কর্ম নিজেদের দায়িত্বে চালাবার কতটা যোগ্যতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে।

৫. অর্থাৎ নিজের খেদমতের বিনিময় স্বরূপ এতটুকু গ্রহণ করবে যা সকল নিরপেক্ষ বিবেচক লোক যুক্তিসংগত মনে করবে। উপরন্তু যা সে গ্রহণ করবে তা গোপনে লুকিয়ে চোরের মতো গ্রহণ করবে না বরং প্রকাশ্যভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করবে ও তার হিসাব রাখবে।

৬. এ আয়াতে সুস্পষ্টরূপে পাঁচটি কানুনী নির্দেশ দান করা হয়েছে ঃ (১) প্রথমত, উত্তরাধিকার শুধুমাত্র পুরুষের হক নয়। স্ত্রীলোকদেরও এর মধ্যে হক আছে। (২) দ্বিতীয়ত, মীরাস অবশ্যই বন্টন করতে হবে তা পরিমাণে যতই কম হোক না কেন, (৩) তৃতীয়ত, এ আয়াতে মৃতের পরিত্যক্ত সমগ্র সম্পদকে বন্টনযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে—তা সে সম্পদ স্থাবর হোক বা অস্থাবর হোক, আবাদী হোক বা অনাবাদী হোক, পৈত্রিক হোক বা অপৈত্রিক হোক—বন্টনযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে এর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। (৪) চতুর্থত, এ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, মৃতের জীবিতকালে তার সম্পদ সম্পত্তিতে কারোর কোনো উত্তরাধিকার হক উদ্ভূত হয় না। উত্তরাধিকারের হক মাত্র তখনই উৎপন্ন হয় যখন মৃত ব্যক্তি কোনো সম্পদ ত্যাগ করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (৫) পঞ্চমত এ আয়াত থেকে এ নিয়মও পাওয়া যায় যে, নিকটতর আত্মীয়ের বর্তমানে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় মীরাস পাবে না। এ নিয়মের বিশদ বিবরণ পরে ১১ আয়াতের শেষাংশে ও ৩৩ আয়াতে দেয়া হয়েছে।

৯. লোকদের একথা মনে করে ভয় করা উচিত, যদি তারা অসহায় সন্তান পিছনে ছেড়ে রেখে যেতো, তাহলে মরার সময় নিজেদের সন্তানদের ব্যাপারে তাদের কতই না আশংকা হতো! কাজেই তাদের আল্লাহকে ভয় করা ও ন্যায়সংগত কথা বলা উচিত।

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝٩

১০. যারা এতিমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা আগুন দিয়ে নিজেদের পেট পূর্ণ করে এবং তাদেরকে অবশ্যই জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেয়া হবে।

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝١٠

রুকূ' ঃ ২

১১. তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেনঃ পুরুষদের অংশ দু'জন মেয়ের সমান।[৭] যদি (মৃতের ওয়ারিস) দু'য়ের বেশী মেয়ে হয়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ[৮] তাদের দাও। আর যদি একটি মেয়ে ওয়ারিস হয়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তার। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে, তাহলে তার বাপ-মা প্রত্যেককে সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ পাবে।[৯] আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং বাপ-মা তার ওয়ারিস হয়, তাহলে মাকে তিন ভাগের একভাগ[১০] দিতে হবে। যদি মৃতের ভাই-বোনও থাকে, তাহলে মা ছয় ভাগের একভাগ পাবে।[১১] (এ সমস্ত অংশ বের করতে হবে) মৃত ব্যক্তি যে অসিয়ত করে গেছে তা পূর্ণ করার এবং সে যে ঋণ রেখে গেছে তা আদায় করার পর।[১২] তোমরা জানো না তোমাদের বাপ-মা ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে তোমাদের বেশী নিকটবর্তী। এসব অংশ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ অবশ্যই সকল সত্য জানেন এবং সকল কল্যাণময় ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন।

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝١١

---

৭. যেহেতু শরীয়ত পারিবারিক জীবনে পুরুষের উপর অধিকতর আর্থিক দায়িত্বভার অর্পণ করেছে এবং বহু আর্থিক দায়িত্ব থেকে স্ত্রীলোককে মুক্ত রেখেছে সেজন্য বিচারের দাবী হচ্ছে—মীরাসে স্ত্রীলোকের অংশ পুরুষলোকের অংশ অপেক্ষা কম নির্ধারণ করা।

৮. দুই কন্যার ক্ষেত্রেও এ একই নির্দেশ। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তির কোনো পুত্র সন্তান উত্তরাধিকারী না থাকে, তাঁর শুধুমাত্র কন্যা সন্তানই থাকে তবে কন্যা সন্তান সংখ্যায় দুজন হোক বা দুই এর অধিক হোক, উভয় অবস্থাতেই তাঁর সমগ্র পরিত্যক্ত সম্পদের ২/৩ অংশ উক্ত কন্যা সন্তানদের মধ্যে বণ্টিত হবে এবং অবশিষ্ট ১/৩ অংশ অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির যদি মাত্র একটি পুত্র সন্তান থাকে, তবে সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে—অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের অবর্তমানে সে সমগ্র সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে এবং অন্যান্য উত্তরাধিকারী যদি বর্তমান থাকে তবে তাদের নির্দিষ্ট অংশ দানের পর অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি সেই পুত্র পাবে।

৯. অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি থাকলে তার মাতা-পিতা প্রত্যেকেই ত্যক্ত সম্পত্তির ১/৬ অংশের হকদার হবে—এ ক্ষেত্রে মৃতের উত্তরাধিকারী মাত্র কন্যা সন্তান বা পুত্র, বা পুত্র কন্যা উভয়ই থাকুক, কিংবা মাত্র এক পুত্র বা এক কন্যা থাকুক—এসব অবস্থাতেই একই বিধি। অবশিষ্ট ২/৩ অংশ অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা পাবে।

১০. মাতাপিতা ছাড়া যদি অন্য কোনো ওয়ারিশ না থাকে তবে অবশিষ্ট ২/৩ অংশ পিতা পাবে। অন্যথায় ২/৩ অংশে বাপ ও অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা শরীক হবে।

১১. ভাই-ভগ্নির বর্তমানে মায়ের অংশ ১/৩ -এর স্থলে ১/৬ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এভাবে মায়ের অংশ থেকে যে ১/৬ অংশ গ্রহণ করা হলো তা বাপের অংশে দেয়া হবে, কেননা সে অবস্থায় বাপের দায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। একথা জানা দরকার যে, মৃতের মাতাপিতা জীবিত থাকলে তার ভাই-ভগ্নীদের কোনো অংশ বর্তাবে না।

⑫ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

১২. তোমাদের স্ত্রীরা যদি নিঃসন্তান হয়, তাহলে তারা যা কিছু ছেড়ে যায় তার অর্ধেক তোমরা পাবে। অন্যথায় তাদের সন্তান থাকলে যে অসিয়ত তারা করে গেছে তা পূর্ণ করার এবং যে ঋণ তারা রেখে গেছে তা আদায় করার পর পরিত্যাক্ত সম্পত্তির চার ভাগের একভাগ তোমাদের। আর তোমাদের সন্তান না থাকলে তারা তোমাদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ পাবে, অন্যথায় তোমাদের সন্তান থাকলে তোমাদের অসিয়ত পূর্ণ করার ও তোমাদের রেখে যাওয়া ঋণ আদায় করার পর তারা সম্পত্তির আট ভাগের একভাগ পাবে।[১৩] আর যদি পুরুষ বা স্ত্রীলোকের (যার মীরাস বণ্টন হবে) সন্তান না থাকে এবং বাপ-মাও জীবিত না থাকে কিন্তু এক ভাই বা এক বোন থাকে, তাহলে ভাই ও বোন প্রত্যেকেই ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। তবে ভাই-বোন একজনের বেশী হলে সমগ্র পরিত্যাক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের একভাগে তারা সবাই শরীক হবে,[১৪] যে অসিয়ত করা হয়েছে তা পূর্ণ করার এবং যে ঋণ মৃত ব্যক্তি রেখে গেছে তা আদায় করার পর যদি তা ক্ষতিকর[১৫] না হয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও সহিষ্ণু।

⑬ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

১৩. এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তাকে আল্লাহ এমন বাগীচায় প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝরণা ধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটি সবচেয়ে বড় সাফল্য।

⑭ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

১৪. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানি করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে যাবে, তাকে আল্লাহ আগুনে ফেলে দেবেন। সেখানে সে থাকবে চিরকাল, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমানজনক শাস্তি।

১২. যদিও অসীয়াতের উল্লেখ ঋণের উল্লেখের পূর্বে করা হয়েছে, কিন্তু উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে—ঋণ অসীয়াত অপেক্ষা অগ্রগণ্য। অর্থাৎ যদি মৃতের দায়িত্বে কোনো ঋণ থাকে তবে সকলের আগে মৃতের ত্যক্ত সম্পত্তি থেকে ঋণ পরিশোধ করা হবে, তারপর অসীয়াত পালন করা হবে ; এরপরে উত্তরাধিকার বণ্টন করা হবে।

১৩. অর্থাৎ এক স্ত্রী হোক বা একাধিক স্ত্রী হোক, সন্তান-সন্ততি থাকলে স্ত্রী বা স্ত্রীরা ১/৮ অংশ, ও সন্তান সন্ততি না থাকলে ১/৪ অংশের হকদার হবে। এবং এ ১/৪ অংশ বা ১/৮ অংশ সকল স্ত্রীদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে।

১৪. এ আয়াত সম্পর্কে সমস্ত তাফসীরকার একমত যে, এখানে ভাই ও বোন বলতে বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সাথে যাদের মাত্র মায়ের দিক দিয়ে সম্পর্ক এবং পিতা তাদের ভিন্ন। কিন্তু আপন ভাইবোন ও বৈমাত্রেয় ভাইবোন যারা বাপের দিক দিয়ে মৃতের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং মা যাদের ভিন্ন তাদের সম্পর্কে বিধান এ সূরার শেষ আয়াতে দান করা হয়েছে।

১৫. অসীয়াত দ্বারা ক্ষতি সাধনের অর্থ—এরূপ ভাবে অসীয়াত করা যাতে হকদার আত্মীয়দের হক মারা যায় এবং কর্যের ব্যাপারে ক্ষতিসাধন হচ্ছে—মাত্র হকদারদের বঞ্চিত করার জন্য নিজের উপর এরূপ ঋণের কথা বলা যা প্রকৃতপক্ষে গ্রহণ করা হয়নি, বা এরূপ অন্য কোনো অপকৌশল অবলম্বন করা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে হকদার উত্তরাধিকারীদের তাদের হক থেকে বঞ্চিত করা।

রুকূ' ঃ ৩

(১৫) وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ○

১৫. তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী নিয়ে এসো আর চারজন সাক্ষ্য দিয়ে যাবার পর তাদেরকে (নারীদের) গৃহে আবদ্ধ করে রাখো, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু এসে যায় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোনো পথ বের করে দেন।

(১৬) وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ○

১৬. আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা (দু'জন) এতে লিপ্ত হবে তাদেরকে শাস্তি দাও। তারপর যদি তারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। কেননা আল্লাহ বড়ই তাওবা কবুলকারী ও অনুগ্রহশীল।[১৬]

(১৭) اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

১৭. তবে একথা জেনে রাখো, আল্লাহর কাছে তাওবা কবুল হবার অধিকার একমাত্র তারাই লাভ করে যারা অজ্ঞতার কারণে কোনো খারাপ কাজ করে বসে এবং তারপর অতি দ্রুত তাওবা করে। এ ধরনের লোকদের প্রতি আল্লাহ আবার তাঁর অনুগ্রহের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের খবর রাখেন, তিনি জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।

(১৮) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

১৮. কিন্তু তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা খারাপ কাজ করে যেতেই থাকে, এমন কি তাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে গেলে সে বলে, এখন আমি তাওবা করলাম। অনুরূপ-ভাবে তাওবা তাদের জন্যও নয় যারা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত কাফের থাকে। এমন সব লোকদের জন্য তো আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি।

(১৯) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ○

১৯. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা মোটেই হালাল নয়।[১৭] আর তোমরা যে মোহরানা তাদেরকে দিয়েছো। তার কিছু অংশ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আত্মসাৎ করাও তোমাদের জন্য হালাল নয়। তবে তারা যদি কোনো সুস্পষ্ট চরিত্রহীনতার কাজে লিপ্ত হয় (তাহলে অবশ্যই তোমরা তাদেরকে কষ্ট দেবার অধিকারী হবে)[১৮] তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো। যদি তারা তোমাদের কাছে অপসন্দনীয় হয়, তাহলে হতে পারে একটা জিনিস তোমরা পসন্দ করো না কিন্তু আল্লাহ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।

---

১৬. এ হচ্ছে ব্যভিচার সম্পর্কীয় প্রাথমিক নির্দেশ। পরে সূরা আন-নূরের আয়াত নাযিল হয়। তাতে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে একই বিধান দেয়া হয়—প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত।

১৭. অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর তার পরিবারের লোকজন তার বিধবাকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি মনে করে তার ওলি ও উত্তরাধিকারী হয়ে না বসে। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী হবে স্বাধীন। ইদ্দত পালনের পর সে যেখানে ইচ্ছা যেতে ও যার সাথে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবে।

১৮. মাল হরণ করার জন্য নয়, বরং তার বদচলনের শাস্তি দান স্বরূপ।

٢٠ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ○

২০. আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী আনার সংকল্প করেই থাকো, তাহলে তোমরা তাকে স্তূপীকৃত সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিয়ো না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট যুলুম করে তা ফিরিয়ে নেবে ?

٢١ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ○

২১. আর তোমরা তা নেবেইবা কেমন করে যখন তোমরা পরস্পরের স্বাদ গ্রহণ করেছো এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার নিয়েছে।

٢٢ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ○

২২. আর তোমাদের পিতা যেসব স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছে, তাদেরকে কোনোক্রমেই বিয়ে করো না। তবে আগে যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে।[১৯] আসলে এটা একটা নির্লজ্জতাপ্রসূত কাজ, অপসন্দনীয় ও নিকৃষ্ট আচরণ।[২০]

রুকূ' ঃ ৪

٢٣ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ○

২৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা,[২১] কন্যা,[২২] বোন,[২৩] ফুফু, খালা, ভাতিজি, ভাগিনী[২৪] ও তোমাদের সেই সমস্ত মাকে যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে এবং তোমাদের দুধ বোন,[২৫] তোমাদের স্ত্রীদের মা ও তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েদেরকে যারা তোমাদের কোলে মানুষ হয়েছে[২৬]—সেই সমস্ত স্ত্রীদের মেয়েদেরকে যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যথায় যদি (শুধুমাত্র বিয়ে হয় এবং) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে (তাদেরকে বাদ দিয়ে তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করলে) তোমাদের কোনো জবাবদিহি করতে হবে না—এবং তোমাদের ঔরসজাত[২৭] পুত্রদের স্ত্রীদেরকেও। আর দুই বোনকে এক সাথে বিয়ে করাও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে।[২৮] তবে যা প্রথমে হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[২৯]

---

১৯. এর অর্থ এই নয় যে, জাহেলিয়াতের যমানায় যে ব্যক্তি সৎমায়ের সাথে বিবাহ করেছিল সে এ নির্দেশ আসার পরও তার সেই সৎমাকে নিজের স্ত্রী রূপে রাখতে পারবে ; বরং এর দ্বারা এখানে বুঝানো হচ্ছে ঃ পূর্বে এ প্রকারের যেসব বিবাহ করা হয়েছিল তার থেকে উদ্ভূত সন্তানরা এ নির্দেশ আসার পরও 'হারামী' বলে গণ্য হবে না, এবং নিজেদের পিতার সম্পত্তিতে তাদের উত্তরাধিকার স্বত্ব লুপ্ত হবে না।

২০. ইসলামী আইনে একাজ ফৌজদারি অপরাধ এবং পুলিশের হস্তক্ষেপের উপযোগী।

২১. 'মা' বলতে 'আপন' ও 'সৎ' উভয় প্রকার মা'ই বুঝায়। কাজেই এ উভয় প্রকার মাকে বিবাহ করা হারাম। উপরন্তু এ নির্দেশের আওতার মধ্যে পিতার মা ও মাতার মাও অন্তরভুক্ত।

২২. কন্যা সম্পর্কে এখানে যে হুকুম দেয়া হয়েছে তার মধ্যে পৌত্রী ও নাতনীও অন্তরভুক্ত।

২৩. আপন সহোদরা বোন, বৈপিত্রিক বোন ও বৈমাত্রিক বোন—সকলের ক্ষেত্র সমানভাবে একই হুকুম প্রযোজ্য।

২৪. এসব আত্মীয়তার ক্ষেত্রে 'আপন' ও 'সৎ' এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

২৫. এ বিষয়েও উম্মতের মধ্যে ঐকমত্য আছে যে, কোনো ছেলে বা কোনো মেয়ে কোনো স্ত্রীলোকের দুধ পান করে থাকলে সেই ছেলে মেয়ের জন্য সেই স্ত্রীলোক মায়ের মতো ও তার স্বামী পিতার মতো গণ্য হবে এবং আপন মা ও বাপের সম্পর্কের দিক দিয়ে যেসব আত্মীয়ের সাথে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন হারাম, দুধ মা ও দুধ বাপের দিক দিয়েও তা হারাম হবে। দুধ মার মাত্র সেই সন্তানটি—যার সাথে দুধ পান করা হয়েছে—হারাম নয় বরং দুধ মার সকল সন্তান-সন্ততি আপন ভাই-বোনের মতো গণ্য হবে ও তাদের সন্তান-সন্ততি আপন ভাইপো-ভাইঝি, ভাগ্নে-ভাগ্নির মতো।

২৪. আর (যুদ্ধের মাধ্যমে) তোমাদের অধিকারভুক্ত হয়েছে[৩০] এমন সব মেয়ে ছাড়া বাকি সমস্ত সধবাই তোমাদের জন্য হারাম। এ হচ্ছে আল্লাহর আইন। এ আইন মেনে চলা তোমাদের জন্য অপরিহার্য গণ্য করা হয়েছে। এদের ছাড়া বাদ বাকি সমস্ত মহিলাকে অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে লাভ করা তোমাদের জন্য হালাল গণ্য করা হয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে, অবাধ যৌন লালসা তৃপ্ত করতে পারবে না। তারপর যে দাম্পত্য জীবনের স্বাদ তোমরা তাদের মাধ্যমে গ্রহণ করো, তার বদলে তাদের মোহরানা ফরয হিসেবে আদায় করো। তবে মোহরানার চুক্তি হয়ে যাবার পর পারস্পরিক সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে যদি কোনো সমঝোতা হয়ে যায় তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানী।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২৫. আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির সম্ভ্রান্ত পরিবারের মুসলিম মেয়েদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই তার তোমাদের অধিকারভুক্ত মু'মিন দাসীদের মধ্য থেকে কাউকে বিয়ে করে নেয়া উচিত। আল্লাহ তোমাদের ঈমানের অবস্থা খুব ভালোভাবেই জানেন। তোমরা সবাই একই দলের অন্তরভুক্ত। কাজেই তাদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে করো এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে তাদের মোহরানা আদায় করো, যাতে তারা বিয়ের আবেষ্টনীর মধ্যে সংরক্ষিত থাকে, অবাধ যৌন লালসা পরিতৃপ্ত করতে উদ্যোগী না হয় এবং লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম না করে বেড়ায়। তারপর যখন তারা বিয়ের আবেষ্টনীর মধ্যে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং এরপর কোনো ব্যভিচার করে তখন তাদের জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের জন্য নির্ধারিত শাস্তির অর্ধেক[৩১] শাস্তি দিতে হবে। তোমাদের মধ্য থেকে সেইসব লোকের জন্য এ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে, যাদের বিয়ে না করলে তাকওয়ার বাঁধ ভেঙে পড়ার আশংকা থাকে। তবে সবর করলে তা তোমাদের জন্য ভালো। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

---

২৬. এ ধরনের মেয়েদের বিবাহ করা হারাম হওয়া কেবল সৎ পিতার ঘরে লালিত পালিত হওয়ার শর্তের উপর নির্ভরশীল নয়। উম্মতের ফিকাহবিদদের মধ্যে এ সম্পর্কে প্রায় ঐকমত্য বর্তমান যে, সৎ কন্যা সৎ পিতার জন্য সর্বাবস্থায় হারাম, তা সে সৎ কন্যা সৎ পিতার ঘরে লালিত পালিত হোক বা না হোক।

২৭. পুত্রের ন্যায় পৌত্র ও নাতীর স্ত্রীও দাদা ও নানার জন্য হারাম।

২৮. নবী করীম স.-এর নির্দেশ হচ্ছে ঃ খালা, ভাগ্নী এবং ফুফি ও ভাইঝিকেও একই সাথে বিবাহ করা হরাম। এ সম্পর্কে একটি মূলনীতি বুঝে নেয়া প্রয়োজন—এমন দুজন স্ত্রীলোককে একত্রে বিবাহ করা হারাম যাদের একজন যদি পুরুষ হতো, তাহলে অন্যের সাথে তার বিবাহ হারাম হতো।

২৯. অর্থাৎ এর জন্য শাস্তিদান করা হবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি কাফের থাকা অবস্থায় দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করে রেখেছে ইসলাম গ্রহণের পর তাকে একজনকে রেখে অন্যজনকে ত্যাগ করতে হবে।

৩০. অর্থাৎ যেসব স্ত্রীলোক যুদ্ধে বন্দিনী হয়ে আসে, তাদের কাফের স্বামী 'দারুল হারবে' অর্থাৎ কাফের শত্রুদের দেশে বর্তমান থাকলেও তারা তোমাদের জন্য হারাম নয়। কেননা 'দারুল হারব' থেকে দারুল ইসলামে আসার পর তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে।

রুকূ' ঃ ৫

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

২৬. তোমাদের আগে যেসব সৎলোক চলে গেছে, তারা যেসব পদ্ধতির অনুসরণ করতো, আল্লাহ তোমাদের সামনে সেই পদ্ধতিগুলো সুস্পষ্ট করে দিতে এবং সেই সব পদ্ধতিতে তোমাদের চালাতে চান। তিনি নিজের রহমত সহকারে তোমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চান। আর তিনি সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানময়।

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ○

২৭. হ্যাঁ, আল্লাহ তো রহমত সহকারে তোমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চান। কিন্তু যারা নিজেদের প্রবৃত্তির লালসার অনুসরণ করছে তারা চায় তোমরা ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে দূরে চলে যাও।

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ○

২৮. আল্লাহ তোমাদের ওপর থেকে বিধি-নিষেধ হালকা করতে চান। কারণ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ○

২৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলো না। লেনদেন হতে হবে পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে।[৩২] আর নিজেকে হত্যা করো না।[৩৩] নিশ্চিত জানো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি মেহেরবান।

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ○

৩০. যে ব্যক্তি যুলুম ও অন্যায় বাড়াবাড়ি করে এমনটি করবে তাকে আমি অবশ্যই আগুনে নিক্ষেপ করবো। আর আল্লাহর জন্য এটা কোনো কঠিন কাজ নয়।

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ○

৩১. তোমরা যদি বড় বড় গোনাহ থেকে দূরে থাকো, যা থেকে দূরে থাকার জন্য তোমাদের বলা হচ্ছে, তাহলে তোমাদের ছোট-খাটো খারাপ কাজগুলো আমি তোমাদের হিসেব থেকে বাদ দিয়ে দেবো এবং তোমাদের সম্মান ও মর্যাদার জায়গায় প্রবেশ করিয়ে দেবো।

৩১. এ রুকূতে 'মুহসানাত' (সুরক্ষিতা মেয়েরা) শব্দটি দুই ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম—বিবাহিত স্ত্রীলোক যারা স্বামীর সংরক্ষণ লাভ করেছে। দ্বিতীয়—বংশীয় মহিলা যারা পারিবারিক ও বংশীয় সংরক্ষণের মধ্যে আছে, যদিও তারা বিবাহিতা না হয়। ২৪নং আয়াতে—'মুহসানাত' শব্দটি ক্রীতদাসীর বিপরীতার্থক রূপে অবিবাহিত বংশীয় স্ত্রীলোকদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে ; আয়াতের বক্তব্য থেকে একথা পরিষ্কার বুঝা যায়। পক্ষান্তরে ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে 'মুহসানাত' শব্দ প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ; এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে—যখন তারা বিবাহ বন্ধনে সংরক্ষণের মধ্যে আনীত হবে, (ফা-ইযা উহ্‌সিন্না) তখন তাদের 'যিনার' অপরাধের জন্য মুহসানাত (অবিবাহিত বংশীয়) স্ত্রীলোকদের জন্য উক্ত অপরাধে নির্দিষ্ট শাস্তির অর্ধেক শাস্তি দান করা হবে।

৩২. বাতিল পন্থা অর্থাৎ সেই সমস্ত পন্থা যা সত্যের বিপরীত এবং শরীয়ত ও নৈতিক চরিত্র উভয় দিক দিয়ে অবৈধ। 'পারস্পরিক সন্তোষ'-এর অর্থ—স্বাধীনভাবে জেনেও বুঝে যে সম্মতি দান করা হয়। কোনো চাপ, ধোঁকা ও প্রতারণার দ্বারা অর্জিত সন্তোষ বা সম্মতি 'সন্তোষ' বা 'সম্মতি' নয়।

৩৩. এ বাক্যাংশ এর পূর্বের বাক্যাংশের সম্পূরকও হতে পারে ; আর এটি একটি স্বতন্ত্র বাক্যও হতে পারে। যদি পূর্ব বাক্যের সম্পূরক হিসেবে গ্রহণ করা হয় তবে অর্থ হবে—অপরের মাল অবৈধভাবে ভক্ষণ করা, নিজেকে নিজে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা। আর যদি এটাকে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ বাক্যাংশ রূপে গ্রহণ করা হয় তবে এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে, প্রথম—একে অপরকে হত্যা করো না; আর দ্বিতীয় আত্মহত্যা করো না।

٣٢ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ○

৩২. আর যা কিছু আল্লাহ তোমাদের কাউকে অন্যদের মোকাবিলায় বেশী দিয়েছেন তার আকাঙ্ক্ষা করো না। যাকিছু পুরুষরা উপার্জন করেছে তাদের অংশ হবে সে অনুযায়ী। আর যা কিছু মেয়েরা উপার্জন করেছে তাদের অংশ সেই অনুযায়ী। হ্যাঁ, আল্লাহর কাছে তাঁর ফযল ও মেহেরবানীর জন্য দোয়া করতে থাকো। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত জিনিসের জ্ঞান রাখেন।

٣٣ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ○

৩৩. আর বাপ-মা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তিতে আমি তাদের হকদার নির্ধারিত করে দিয়েছি। এখন থাকে তারা, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ও অংগীকার আছে, তাদের অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও। নিশ্চিত জেনে রাখো আল্লাহ সব জিনিসের রক্ষণা-বেক্ষণকারী।[৩৪]

রুকূ' ঃ ৬

٣٤ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ○

৩৪. পুরুষ নারীর কর্তা।[৩৫] এজন্য যে, আল্লাহ তাদের একজনকে অন্য জনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্য যে, পুরুষ নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। কাজেই সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা আনুগত্যপরায়ণ হয় এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর হেফাযত ও তত্ত্বাবধানে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। আর যেসব স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা করো, তাদেরকে বুঝাও, শয়নগৃহে তাদের থেকে আলাদা থাকো এবং তাদেরকে মারধোর করো।[৩৬] তারপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে অযথা তাদের ওপর নির্যাতন চালাবার জন্য বাহানা তালাশ করো না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ ওপরে আছেন, তিনি বড় ও শ্রেষ্ঠ।

٣٥ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ○

৩৫. আর যদি কোথাও তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিগড়ে যাবার আশংকা দেখা দেয় তাহলে পুরুষের আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন সালিশ এবং স্ত্রীর আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন সালিশ নির্ধারিত করে দাও। তারা দু'জন[৩৭] সংশোধন করে নিতে চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসা ও মিলমিশের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ।

---

৩৪. আরববাসীদের মধ্যে এ নিয়ম ছিল যে, যেসব লোকের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃ সম্পর্কের অংগীকার প্রতিশ্রুতি করা হতো তারা একে অপরের মীরাস পাওয়ার হকদার হতো। অনুরূপভাবে যাকে পালক পুত্র রাখা হতো সেও পালক পিতার উত্তরাধিকারী হতো। এ আয়াতে জাহেলী যুগের এ নিয়মকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, 'আমি মীরাস বন্টনের যে বিধি দান করেছি, সেই নিয়ম অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে তা বন্টন হওয়া চাই। অবশ্য যেসব লোকের সাথে তোমাদের অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি আছে তাদেরকে তোমরা জীবিতকালে যা ইচ্ছা তা দান করতে পারো।

৩৫. 'কাউয়াম' অথবা 'কাইয়েম' সেই লোককে বলা হয় যে কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যবস্থাপনার ব্যাপারসমূহ সুষ্ঠু সঠিকভাবে পরিচালনা করার, রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদারী করার ও তার সকল প্রয়োজন পূরণ করার জন্য দায়িত্বশীল হয়ে থাকে।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর তোমরা সবাই আল্লাহর বন্দেগী করো। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। বাপ-মা'র সাথে ভালো ব্যবহার করো। নিকটাত্মীয় ও এতিম-মিসকীনদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্বসাথী[৩৮] মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন বাদী ও গোলামদের প্রতি সদয় ব্যবহার করো। নিশ্চিত-ভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ এমন কোনো ব্যক্তিকে পসন্দ করেন না যে আত্মঅহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে এবং নিজের বড়াই করে।

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۚ ﴿٣٧﴾

৩৭. আর আল্লাহ এমন লোকদেরকেও পছন্দ করেন না, যারা কৃপণতা করে, অন্যদেরকেও কৃপণতা করার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন সেগুলো গোপন করে। এ ধরনের অনুগ্রহ অস্বীকারকারী লোকদের জন্য আমি লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿٣٨﴾

৩৮. আর আল্লাহ তাদেরকেও অপসন্দ করেন, যারা নিজেদের ধন-সম্পদ কেবলমাত্র লোকদেরকে দেখাবার জন্য ব্যয় করে এবং আসলে না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে আর না আখেরাতের দিনের প্রতি। সত্য বলতে কি, শয়তান যার সাথী হয়েছে তার ভাগ্যে বড় খারাপ সাথীই জুটেছে।

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿٣٩﴾

৩৯. হ্যাঁ, যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনতো এবং যাকিছু আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করতো, তাহলে তাদের মাথায় এমন কী আকাশ ভেঙে পড়তো ? যদি তারা এমনটি করতো, তাহলে তাদের নেকীর অবস্থা আল্লাহর কাছে গোপন থেকে যেতো না।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾

৪০. আল্লাহ কারো ওপর এক অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। যদি কেউ একটি সৎকাজ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।

৩৬. তিনটি কাজ একই সময়ে করার কথা বলা হচ্ছে না। বরং এখানে অর্থ হচ্ছে ঃ স্ত্রীর মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব দেখা গেলে এ তিনটি পন্থায় চেষ্টা-তদবির করার অনুমতি আছে। অবশ্য এ চেষ্টা-তদবিরের ব্যাপারে অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে আনুপাতিক সামঞ্জস্য রক্ষা করা আবশ্যক হবে। যেখানে সহজ ও হালকা তদবিরে সংশোধন সম্ভব সেখানে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন উচিত হবে না। নবী করীম স. স্ত্রীদেরকে প্রহার করার অনুমতি যখনই দিয়েছেন, দিয়েছেন খুবই অনিচ্ছাসত্ত্বে। কিন্তু তবুও তিনি মারধরকে অপসন্দই করেছেন।

৩৭. এখানে 'দু'জন' অর্থ ঃ দু'জন শালিশও হয় এবং স্বামী ও স্ত্রী এ দু'জনও হয়। প্রত্যেক বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা সম্ভব ; অবশ্য যদি পক্ষদ্বয় সন্ধি-প্রিয় হয় এবং মধ্যস্থ ব্যক্তিরাও যে কোনো প্রকারে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা-যত্ন করে।

৩৮. 'সাহিবিল জামবি'—'পাশের সাথী'র অর্থ—একত্র বসবাসকারী বন্ধুও হতে পারে ; কোথায়ও কোনো সময় সাময়িকভাবে যে একজনের সাথী হয় তাকেও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ আপনি বাজারে চলেছেন এবং কোনো ব্যক্তি আপনার সাথে পথ চলছে ; বা আপনি কোনো দোকানে জিনিস খরিদ করছেন আর কোনো দ্বিতীয় খরিদদারও আপনার পাশে বসেছে ; বা সফরে কোনো ব্যক্তি আপনার সহযাত্রী হয়েছে। এসব অস্থায়ী ও সাময়িক প্রতিবেশীত্বেরও প্রত্যেক ভদ্র ও সম্ভ্রমশীল মানুষের উপর কিছু না কিছু হক আছে। সুতরাং তার প্রতি যথাসম্ভব ভালো ব্যবহার করা ও তাকে দুঃখ দেয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ○

৪১. তারপর চিন্তা করো, তখন তারা কি করবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী আনবো এবং তাদের ওপর তোমাকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাবো।

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ ۖ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ○

৪২. সে সময় যারা রসূলের কথা মানেনি এবং তাঁর নাফরমানি করতে থেকেছে তারা কামনা করবে, হায় ! যমীন যদি ফেটে যেতো এবং তারা তার মধ্যে চলে যেতো। সেখানে তারা আল্লাহর কাছ থেকে নিজেদের কোনো কথা লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

রুকূ' ঃ ৭

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ○

৪৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছে যেয়ো না।[৩৯] নামায সেই সময় পড়া উচিত যখন তোমরা যা বলছো তা জানতে পারো।[৪০] অনুরূপভাবে অপবিত্র অবস্থায়ও[৪১] গোসল না করা পর্যন্ত নামাযের কাছে যেয়ো না। তবে যদি পথ অতিক্রমকারী[৪২] হও, তাহলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আর যদি কখনো তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো, সফরে থাকো বা তোমাদের কেউ মলমূত্র ত্যাগ করে আসে অথবা তোমরা নারীসম্ভোগ করে থাকো[৪৩] এবং এরপর পানি না পাও, তাহলে পাক-পবিত্র মাটির সাহায্য গ্রহণ করো এবং তা নিজেদের চেহারা ও হাতের ওপর বুলাও।[৪৪] নিসন্দেহে আল্লাহ কোমলতা অবলম্বনকারী ও ক্ষমাশীল।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ○

৪৪. তুমি কি তাদেরকেও দেখেছো, যাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে ? তারা নিজেরাই গোমরাহীর খরিদ্দার বনে গেছে এবং কামনা করছে যেন তোমরাও পথ ভুল করে বসো।

৩৯. এ হচ্ছে 'মদ্য' সম্পর্কে দ্বিতীয় হুকুম। প্রথম নির্দেশ সূরা আল বাকারার ২১৯ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

৪০. নামাযে মানুষের এতটা চেতনা থাকা আবশ্যক যে, সে নামাযে যা পড়ে সে সম্পর্কে যেন তার বোধ থাকে। তার বুঝা দরকার যে, সে নিজ যবানে কি উচ্চারণ করছে। এ রকম যেন না হয় যে, দাঁড়ানো হলো নামায পড়তে কিন্তু আরম্ভ করা হলো গযল গান করতে ।

৪১. সংগমজনিত বা নিদ্রায় শুক্রস্খলনজনিত অপবিত্রতাকে 'জানাবাত' বলে।

৪২. একদল ফকিহ ও তাফসীরকার এ আয়াতের অর্থে এ বুঝেছেন যে, জানাবাতের অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা সংগত নয় ; তবে অবশ্য কোনো কাজের প্রয়োজনে মসজিদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা বৈধ হবে। দ্বিতীয় দলের অভিমতে এর অর্থ–সফর। অর্থাৎ সফরকালে কোনো ব্যক্তির জানাবাতের অবস্থা হলে সে তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করতে পারে।

৪৩. স্পর্শ করার অর্থ কি, এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কিছুসংখ্যক ইমামের মতে এর অর্থ–স্ত্রী সহবাস। ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সহচরগণ এ অভিমত গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে অন্য কিছুসংখ্যক ফকিহর মতে এর অর্থ 'স্পর্শ করা' বা 'হাত লাগানো' মাত্র। ইমাম শাফেঈ এ মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালেকের মতে, যদি পুরুষ বা স্ত্রীলোক কামনাবশে একে অন্যকে স্পর্শ করে তবে ওযু নষ্ট হবে, কিন্তু কামভাব ছাড়া যদি একের দেহে অন্যের স্পর্শ লাগে, তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

৪৪. এ নির্দেশের বিস্তারিত কথা এই যে, কেউ যদি ওযুহীন হয়, বা কারোর যদি গোসলের প্রয়োজন হয় কিন্তু পানি না পাওয়া যায় তবে তায়াম্মুম করে সে নামায পড়তে পারে। আর যদি কেউ অসুস্থ ও রোগগ্রস্ত হয় এবং গোসল বা অযু করলে তার ক্ষতি হওয়ার আশংকা হয় তবে পানি পাওয়া গেলেও তায়াম্মুম করার অনুমতির সুযোগ সে গ্রহণ করতে পারবে।

৪৫. আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের ভালো করেই জানেন এবং তোমাদের সাহায্য-সমর্থনের জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট।

﴿٤٥﴾ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۟ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ○

৪৬. যারা ইহুদী হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা শব্দকে তার স্থান থেকে ফিরিয়ে দেয়[৪৫] এবং সত্য দীনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশের জন্য নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে বলে, "আমরা শুনলাম"[৪৬] এবং "আমরা অমান্য করলাম" আর "শোনে না শোনার মতো"[৪৭] এবং বলে "রাঈনা"।[৪৮] অথচ তারা যদি বলতো, "আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম" এবং "শোন" ও "আমাদের প্রতি লক্ষ্য করো" তাহলে এটা তাদেরই জন্য ভালো হতো এবং এটাই হতো অধিকতর সততার পরিচায়ক। কিন্তু তাদের বাতিল পরস্তির কারণে তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়েছে। তাই তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে।

﴿٤٦﴾ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

৪৭. হে কিতাবধারীগণ! সেই কিতাবটি মেনে নাও যেটি আমি এখন নাযিল করেছি এবং যেটি তোমাদের কাছে আগে থেকে মওজুদ কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে ও তার প্রতি সমর্থন জানায়। আর আমি চেহারা বিকৃত করে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেবার অথবা শনিবার—ওয়ালাদের মতো তাদেরকে অভিশপ্ত করার আগে এর প্রতি ঈমান আনো। আর মনে রাখো, আল্লাহর নির্দেশ প্রতিপালিত হয়েই থাকে।

﴿٤٧﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○

৪৮. আল্লাহ অবশ্যই শিরককে মাফ করেন না। এছাড়া অন্যান্য যত গোনাহই হোক না কেন তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করেছে সেতো এক বিরাট মিথ্যা রচনা করেছে এবং কঠিন গোনাহের কাজ করেছে।

﴿٤٨﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ○

৪৫. এর তিন প্রকার অর্থ হতে পারে। প্রথম, তারা আল্লাহর কিতাবের শব্দ অদল-বদল করতো ; দ্বিতীয়—তারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা আল্লাহর কিতাবের আয়াতের বিকৃত অর্থ দান করতো ; তৃতীয়, হযরত মুহাম্মদ স. ও তার অনুগামীদের সাহচর্যে এসে তাদের কথা শুনতো এবং ফিরে গিয়ে লোকদের সামনে তার বিবরণ দান করতো। তাঁরা এক কথা বলতেন, কিন্তু ওরা নিজেদের নষ্টামি বশে তার থেকে অন্য কথা বানিয়ে লোকদের মধ্যে বিকৃতভাবে প্রচার করতো।

৪৬. অর্থাৎ যখন তাদের আল্লাহর নির্দেশ শুনানো হতো তখন তারা প্রকাশ্যে উচ্চস্বরে বলতো 'সামেনা' অর্থাৎ 'আমরা শুনেছি'। কিন্তু সেই সাথে অনুচ্চস্বরে চুপে চুপে বলতো 'আসাইনা অর্থাৎ আমরা মানি না। কিংবা 'আতাইনা' (আমরা মেনে নিলাম) শব্দটি এরূপভাবে জিহ্বা বাঁকিয়ে বিকৃত করে বলতো যে তার দ্বারা তা 'আসাইনা' (আমরা মানি না) হয়ে যেতো।

৪৭. অর্থাৎ কথাবার্তা বলার মধ্যে যখন তারা হযরত মুহাম্মদ স.-কে কিছু বলার ইচ্ছা করতো তখন তারা বলতো-اِسْمَعْ (শুনুন), এবং সাথে সাথে বলতো غَيْرَ مُسْمَعٍ ; এ শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে ঃ আপনি এরূপ সম্মানীয় ব্যক্তি যে আপনার মর্জির খেলাফ কোনো কথা আপনাকে শুনানো যেতে পারে না। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ঃ তোমাকে কোনো কথা বলা যেতে পারে এর যোগ্যই তুমি নও। এর আরও একটি অর্থ হয় ঃ তা হচ্ছে—খোদা যেন তোমাকে বধির করেন।

৪৮. এর ব্যাখ্যা সূরা আল বাকারার ৩৬নং টীকাতে করা হয়েছে।

﴿٤٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ○

৪৯. তুমি কি তাদেরকেও দেখেছো, যারা নিজেদের আত্মশুদ্ধি ও আত্মপবিত্রতার বড়াই করে বেড়ায় ? অথচ শুদ্ধি ও পবিত্রতা আল্লাহ যাকে চান তাকে দেন। আর (তারা যে শুদ্ধি ও পবিত্রতা লাভ করে না সেটা আসলে) তাদের ওপর বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হয় না।

﴿٥٠﴾ انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ○

৫০. আচ্ছা, দেখো তো এরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। এদের স্পষ্ট গোনাহগার হবার ব্যাপারে এ একটি গোনাহই যথেষ্ট।

রুকূ' ঃ ৮

﴿٥١﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ○

৫১. তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যাদেরকে কিতাবের জ্ঞান থেকে কিছু অংশ দেয়া হয়েছে এবং তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা জিবৃত[৪৯] ও তাগূতকে[৫০] মানে আর কাফেরদের[৫১] সম্পর্কে বলে, ঈমানদারদের তুলনায় এরাই তো অধিকতর নির্ভুল পথে চলছে ?

﴿٥٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ○

৫২. এ ধরনের লোকদের ওপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন। আর যার ওপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করেন তোমরা তার কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

﴿٥٣﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ○

৫৩. রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের কোনো অংশ আছে কি ? যদি তাই হতো, তাহলে তারা অন্যদেরকে একটি কানাকড়িও দিতো না।

﴿٥٤﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ○

৫৪. তাহলে কি অন্যদের প্রতি তারা এ জন্য হিংসা করছে যে, আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহ দানে সমৃদ্ধ করেছেন। যদি এ কথাই হয়ে থাকে, তাহলে তাদের জেনে রাখা দরকার, আমি ইবরাহীমের সন্তানদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি এবং তাদেরকে দান করেছি বিরাট রাজত্ব।

﴿٥٥﴾ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ○

৫৫. কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কেউ এর ওপর ঈমান এনেছে আবার কেউ এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের জন্য তো জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুনই যথেষ্ট।[৫২]

---

৪৯. 'জিবৃত' এর আসল অর্থ-অর্থ শূন্য, ভিত্তিহীন নিষ্ফল জিনিস। ইসলামী পরিভাষায় জাদু, গোনাপড়া (জ্যোতিষ), ফাল গ্রহণ, টোনা টোট্‌কা, শুগুণ (কুসংস্কারমূলক শুভাশুভ লক্ষণ বিচার-বিদ্যা, মাহূরাত) এবং অন্যান্য সকল প্রকার কুসংস্কারপূর্ণ অমূলক ধারণা ভিত্তিক ও খেয়ালী কথাবার্তা ও জিনিসকে 'জিবৃত' বলা হয়।

৫০. সূরা আল বাকারার ৮৯-৯০ টীকা দ্রষ্টব্য।

৫১. এখানে 'কাফের' বলতে আরবের মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে।

৫২. মনে রাখা আবশ্যক, এখানে বনী ইসরাঈলের হিংসাত্মক কথাবার্তার জবাব দেয়া হচ্ছে। এ জবাবের অর্থ হচ্ছে—তোমরা কোন্ কথাটায় জ্বলে মরছো ? তোমরা যেমন ইবরাহীম আ.-এর সন্তান, এ বনী ইসরাঈলরাও তো সেরূপ ইবরাহীম আ.-এরই সন্তান, ইবরাহীমকে দুনিয়ার নেতৃত্ব সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম, তা ইবরাহীমের বংশধরদের মধ্যে মাত্র সেইসব লোকদের জন্য ছিল যারা আমার প্রেরিত কিতাব ও জ্ঞানের অনুসারী হবে। এ কিতাব ও জ্ঞান প্রথমে আমি তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, কিন্তু তোমরা নিজেদের অযোগ্যতার ফলে তা থেকে বিমুখ হয়ে গেলে। এখন সেই জিনিসই আমি বনী ইসরাঈলকে দান করেছি। এবং এটা তাদের সৌভাগ্য যে তারা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

৫৬. যারা আমার আয়াতগুলো মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদেরকে আমি নিশ্চিতভাবেই আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবো। আর যখন তাদের চামড়া পুড়ে গলে যাবে তখন তার জায়গায় আমি অন্য চামড়া তৈরী করে দেবো, যাতে তারা খুব ভালোভাবে আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ বিপুল ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি নিজের ফায়সালাগুলো বাস্তবায়নের কৌশল খুব ভালো-ভাবেই জানেন।

٥٦ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ○

৫৭. আর যারা আমার আয়াতগুলো মেনে নিয়েছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে এমন সব বাগিচার মধ্যে প্রবেশ করাবো যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা থাকবে চিরস্থায়ীভাবে, তারা সেখানে পবিত্র স্ত্রীদেরকে লাভ করবে এবং তাদেরকে আমি আশ্রয় দেবো ঘন স্নিগ্ধ ছায়াতলে।

٥٧ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ○

৫৮. হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারের হাতে ফেরত দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর লোকদের মধ্যে ফায়সালা করার সময় 'আদল' ও 'ন্যায়নীতি' সহকারে ফায়সালা করো।[৫৩] আল্লাহ তোমাদের বড়ই উৎকৃষ্ট উপদেশ দান করেন। আর অবশ্যই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।

٥٨ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ○

৫৯. হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রসূলের, আর সেই সব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে তাকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।[৫৪] যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান এনে থাকো। এটিই একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটিই উৎকৃষ্ট।

٥٩ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ○

---

৫৩. অর্থাৎ বনী ইসরাঈল যে সমস্ত পাপে লিপ্ত হয়ে গেছে তোমরা তা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখো। বনী ইসরাঈলের লোকদের মৌলিক ভুল-ত্রুটির মধ্যে একটি এই ছিল যে, তারা তাদের পতন যুগে আমানতসমূহ অর্থাৎ দায়িত্বের পদ এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব ও জাতীয় কর্তৃত্বের মর্যাদা ও দায়িত্ব অযোগ্য, সংকীর্ণ চেতা, দুশ্চরিত্র, নীতিহীন, বিশ্বাসঘাতক ও দুষ্কর্মী, পাপী-ব্যভিচারী লোকদের হাতে সমর্পণ করতো। ফলে খারাপ লোকদের নেতৃত্বাধীন সমগ্র জাতি খারাপের পথে চলে যেতে লাগলো। মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা এরূপ পন্থা অবলম্বন করো না। বনী ইসরাঈলের দ্বিতীয় খারাপ দুর্বলতা ছিল—তাদের মধ্য থেকে বিচারবোধ সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল। ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থের জন্য তারা বিনা দ্বিধায় ঈমানকে বিসর্জন দিতো, সুস্পষ্ট হঠকারিতার কাজ করতে তাদের কুণ্ঠা ছিল না, ইনসাফের গলায় ছুরি চালাতে তাদের বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ হতো না। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপদেশ দান করেন তোমরা যেন ঐরূপ অবিচারক হয়ো না। কারো সাথে বন্ধুত্ব থাক বা শত্রুতা সর্ব অবস্থায় তোমরা যখন কথা বলবে তখন বিচারের সাথে কথা বলো এবং যখন কোনো ফায়সালা করবে তখন ন্যায় সহকারে ফায়সালা করো।

৫৪. এ আয়াত ইসলামের সমগ্র ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি এবং ইসলামী রাষ্ট্রে সংবিধানের প্রাথমিক ধারা। এতে নিম্নলিখিত চারটি বুনিয়াদী নীতি স্থায়ীরূপে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। (১) ইসলামী জীবন বিধান ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় মূল আনুগত্যের হকদার একমাত্র আল্লাহ তাআলা। একজন মুসলমান সর্বপ্রথম হচ্ছে আল্লাহর বান্দাহ, তারপরে অন্য কিছু (২) ইসলামী রাষ্ট্র ও জীবনব্যবস্থার দ্বিতীয় বুনিয়াদ হচ্ছে রসূলের আনুগত্য। (৩) আর উপরোক্ত দুই প্রকার আনুগত্যের পর এবং এ দুটির অধীন তৃতীয় যে আনুগত্য মুসলমানদের উপর অবশ্য কর্তব্য তা হচ্ছে 'উলিল

রুকূ' ঃ ৯

⑥⓪ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ○

৬০. হে নবী! তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা এই মর্মে দাবী করে চলছে যে, তারা ঈমান এনেছে সেই কিতাবের প্রতি যা তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং সেই সব কিতাবের প্রতি যেগুলো তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল ; কিন্তু তারা নিজেদের বিষয়সমূহের ফায়সালা করার জন্য 'তাগুতে'র দিকে ফিরতে চায়, অথচ তাদেরকে তাগুতকে অস্বীকার করার হুকুম দেয়া হয়েছিল ?[৫৫]—শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সরল সোজা পথ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

⑥① وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ○

৬১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো সেই জিনিসের দিকে, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং এসো রসূলের দিকে, তখন তোমরা দেখতে পাও ঐ মুনাফিকরা তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

⑥② فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ۖ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ○

৬২. তারপর তখন তাদের কী অবস্থা হয় যখন তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের ওপর কোনো বিপদ এসে পড়ে ? তখন তারা কসম খেতে খেতে তোমার কাছে আসে এবং বলতে থাকে ঃ আল্লাহর কসম, আমরা তো কেবল কল্যাণ চেয়েছিলাম এবং উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো প্রকারে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক, এটিই ছিল আমাদের বাসনা।

⑥③ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ○

৬৩. আল্লাহ জানেন তাদের অন্তরে যা কিছু আছে। তাদের পেছনে লেগো না, তাদেরকে বুঝাও এবং এমন উপদেশ দাও, যা তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যায়।

⑥④ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ○

৬৪. (তাদেরকে জানিয়ে দাও) আমি যে কোনো রসূলই পাঠিয়েছি, এ উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে। আর যদি তারা এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতো যার ফলে যখন তারা নিজেদের ওপর যুলুম করতো তখন তোমার কাছে এসে যেতো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতো আর রসূলও তাদের জন্য ক্ষমার আবেদন করতো, তাহলে নিসন্দেহে তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল হিসেবে পেতো।

আমর'-এর আনুগত্য, অবশ্য এ 'উলিল আমর' খোদ মুসলিমদের মধ্য থেকে হতে হবে। 'উলিল আমর' বলতে সেইসব ব্যক্তিকেই বুঝায় যাঁরা মুসলমানদের সামগ্রিক ব্যাপারসমূহের পরিচালক। আলেম বা রাজনৈতিক নেতা, দেশের শাসনব্যবস্থার পরিচালক, আদালতের বিচারপতি বা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়ে বংশ গোত্র, মহল্লা ও গ্রামের নেতৃত্ব দানকারী সরদার-মাতোব্বরগণ সকলেই 'উলিল আমরের' মধ্যে গণ্য। (৪) আল্লাহর নির্দেশ ও রসূলের আদর্শ হচ্ছে বুনিয়াদী কানুন ও আখেরী সনদ (Final Authority)। মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে অথবা সরকার ও প্রজা সাধারণের মধ্যে যে বিষয় ও ব্যাপারেই বিরোধ সৃষ্টি হোক না কেন, তার মীমাংসার জন্য কুরআন ও সুন্নাতকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে হবে এবং তা থেকে যে ফায়সালাই পাওয়া যাবে তার সামনে সকলকেই আনুগত্যের মস্তক অবনত করতে হবে।

৫৫. এখানে 'তাগূত' বলতে সম্পূর্ণরূপে বুঝানো হচ্ছে সেই শাসককে যে আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং সেই বিচারব্যবস্থাকে যা আল্লাহর সার্বভৌম ও প্রভুত্বের অনুগত নয় এবং আল্লাহর কিতাবকে সর্বোচ্চ সনদরূপে মান্য করে না।

(৬৫) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

৬৫. না, হে মুহাম্মদ! তোমার রবের কসম, এরা কখনো মু'মিন হতে পারে না যতক্ষণ এদের পারস্পরিক মত-বিরোধের ক্ষেত্রে এরা তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেবে, তারপর তুমি যা ফায়সালা করবে তার ব্যাপারে নিজেদের মনের মধ্যে কোনো প্রকার কুণ্ঠা ও দ্বিধার স্থান দেবে না, বরং সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।

(৬৬) وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۝

৬৬. যদি আমি তাদের হুকুম দিতাম, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো অথবা নিজেদের ঘর থেকে বের হয়ে যাও, তাহলে তাদের খুব কম লোকই এটাকে কার্যকর করতো। অথচ তাদেরকে যে নসীহত করা হয় তাকে যদি তারা কার্যকর করতো তাহলে এটি হতো তাদের জন্য অধিকতর ভালো ও অধিকতর দৃঢ়তা ও অবিচলতার প্রমাণ।

(৬৭) وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۝

৬৭. আর এমনটি করলে আমি নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে অনেক বড় পুরস্কার দিতাম।

(৬৮) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝

৬৮. এবং তাদেরকে সত্য সরল পথ দেখাতাম।

(৬৯) وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝

৬৯. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে সে তাদের সহযোগী হবে, যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের[৫৬] মধ্য থেকে। মানুষ যাদের সংগ লাভ করতে পারে তাদের মধ্যে এরা কতই না চমৎকার সংগী।

(৭০) ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ۝

৭০. আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া এই হচ্ছে প্রকৃত অনুগ্রহ এবং যথার্থ সত্য জানার জন্য একমাত্র আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট।

রুকূ' ঃ ১০

(৭১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا ۝

৭১. হে ঈমানদারগণ! মোকাবিলা করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকো। তারপর সুযোগ পেলে পৃথক পৃথক বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে বের হয়ে পড়ো অথবা এক সাথে।[৫৭]

(৭২) وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ۝

৭২. হ্যাঁ, তোমাদের কেউ কেউ এমনও আছে যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে গড়িমসি করে। যদি তোমাদের ওপর কোনো মুসিবত এসে পড়ে তাহলে সে বলে, আল্লাহ আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন, আমি তাদের সাথে যাইনি।

(৭৩) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

৭৩. আর যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, তাহলে সে বলে—এবং এমনভাবে বলে যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোনো প্রীতির সম্পর্ক ছিলই না,—হায়! যদি আমিও তাদের সাথে হতাম তাহলে বিরাট সাফল্য লাভ করতাম।

৫৬. এর অর্থ—পরকালে সে এসব ব্যক্তিগণের সাথে অবস্থান করবে। এর অর্থ এই নয় যে—তাদের মধ্যেকার কেউ নিজের এ কাজের জন্য 'নবী' হয়ে যাবে।

﴿٧٤﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ○

৭৪. (এ ধরনের লোকদের জানা উচিত) আল্লাহর পথে তাদের লড়াই করা উচিত যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিকিয়ে দেয়। তারপর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়বে এবং মারা যাবে অথবা বিজয়ী হবে তাকে নিশ্চয়ই আমি মহাপুরস্কার দান করবো।

﴿٧٥﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ○

৭৫. তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহর পথে অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য লড়বে না, যারা দুর্বলতার কারণে নির্যাতিত হচ্ছে ? তারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা যালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কোনো বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী তৈরী করে দাও।[৫৮]

﴿٧٦﴾ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ○

৭৬. যারা ঈমানের পথ অবলম্বন করেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। কাজেই শয়তানের সহযোগীদের সাথে লড়ো এবং নিশ্চিত জেনে রাখো, শয়তানের কৌশল আসলে নিতান্তই দুর্বল।[৫৯]

রুকূ' ঃ ১১

﴿٧٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ○

৭৭. তোমরা কি তাদেরকেও দেখেছো, যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখো এবং নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও ? এখন তাদেরকে যুদ্ধের হুকুম দেয়ায় তাদের একটি দলের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, তারা মানুষকে এমন ভয় করছে যেমন আল্লাহকে ভয় করা উচিত অথবা তার চেয়েও বেশী। তারা বলছে ঃ হে আমাদের রব! আমাদের জন্য এ যুদ্ধের হুকুমনামা কেন লিখে দিলে ? আমাদের আরো কিছু সময় অবকাশ দিলে না কেন ? তাদেরকে বলো ঃ দুনিয়ার জীবন ও সম্পদ অতি সামান্য এবং একজন আল্লাহর ভয়ে ভীত মানুষের জন্য আখেরাতই উত্তম। আর তোমাদের ওপর এক চুল পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

৫৭. একথা জানা আবশ্যক যে—এ ভাষণ সেই সময় নাযিল হয়েছিল যখন উহুদের যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে চারিদিকে আরব গোত্রসমূহের সাহস বেড়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানরা চারিদিক থেকে বিপদে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল।

৫৮. মক্কাতে ও আরবের অন্যান্য গোত্রে যে সমস্ত শিশু, বালক, স্ত্রীলোক ও পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং সে জন্য অত্যাচারিত হচ্ছিল কিন্তু তারা হিজরত করতে এবং নিজেদেরকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে সমর্থ ছিল না এখানে তাদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এ বেচারাদের উপর নানা উৎপীড়ন-অত্যাচার চালানো হচ্ছিল ও তারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে সকরুণ প্রার্থনা জানাচ্ছিল যে, তাদের এ নিপীড়ন থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ কোনো সাহায্যকারীকে প্রেরণ করুন।

৫৯. অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর দীনের খেদমতের আনজাম দাও ও তাঁর পথে প্রাণপণ সাধ্য-সাধনা করো তবেএ কখনও সম্ভব নয় যে, আল্লাহর কাছে তোমাদেরএ কাজের প্রতিদান নষ্ট হবে।

৭৮. আর মৃত্যু, সে তোমরা যেখানেই থাকো না কেন সেখানে তোমাদের নাগাল পাবেই, তোমরা কোনো মজবুত প্রাসাদে অবস্থান করলেও। যদি তাদের কোনো কল্যাণ হয় তাহলে তারা বলে, এতো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আর কোনো ক্ষতি হলে বলে, এটা হয়েছে তোমার বদৌলতে। বলে দাও, সবকিছুই হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। লোকদের কী হয়েছে, কোনো কথাই তারা বুঝে না।

৭৯. হে মানুষ! যে কল্যাণই তুমি লাভ করে থাকো তা আল্লাহর দান এবং যে বিপদ তোমার ওপর এসে পড়ে তা তোমার নিজের উপার্জন ও কাজের বদৌলতেই আসে।

হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি এবং এর ওপর আল্লাহর সাক্ষ্য যথেষ্ট।

৮০. যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করলো সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিলো, যাই হোক, তাদের ওপর তো আমি তোমাকে পাহারাদার বানিয়ে পাঠাইনি।

৮১. তারা মুখে বলে, আমরা অনুগত ফরমাবরদার। কিন্তু যখন তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায় তখন তাদের একটি দল রাতে সমবেত হয়ে তোমার কথার বিরুদ্ধে পরামর্শ করে। আল্লাহ তাদের এই সমস্ত কানকথা লিখে রাখছেন। তুমি তাদের পরোয়া করো না, আল্লাহর ওপর ভরসা করো, ভরসা করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

৮২. তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি এটি আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষ থেকে হতো, তাহলে তারা এর মধ্যে বহু বর্ণনাগত অসংগতি খুঁজে পেতো।[৬০]

৮৩. তারা যখনই কোনো সন্তোষজনক বা ভীতিপ্রদ খবর শুনতে পায় তখনই তা চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। অথচ তারা যদি এটা রসূল ও তাদের জামায়াতের দায়িত্বশীল লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, তাহলে তা এমন লোকদের গোচরীভূত হয়, যারা তাদের মধ্যে কথা বলার যোগ্যতা রাখে[৬১] এবং তা থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হতো তাহলে (তোমাদের এমন সব দুর্বলতা ছিল যে) মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া তোমরা সবাই শয়তানের পেছনে চলতে থাকতে।

٧٨ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ○

٧٩ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ○

٨٠ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ

٨١ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ○

٨٢ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ○

٨٣ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ○

৬০. এ বাণী স্বয়ং এ সাক্ষ্য দান করছে যে—এ বাণী আল্লাহর বাণী ছাড়া অন্য আর কারোর বাণী হতেই পারে না। বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন অবস্থা ও বিভিন্ন সুযোগে ও বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সম্পর্কে এরূপ ভাষণ দান করা প্রথম থেকে সর্বশেষ পর্যন্ত যা একই ভাবধারা সম্বলিত, সংগতি ও ভারসাম্যপূর্ণ যার কোনো একটি অংশও অপর কোনো অংশের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, যাতে মত পরিবর্তনের সামান্য কোনো চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় না এবং বক্তার বিভিন্ন মনস্তাত্বিক অবস্থার বিভিন্ন রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে না এবং যার পুনর্বিবেচনা ও পুনর্লিখনের কোনো প্রয়োজনই দেখা দেয় না, কোনো মানুষের ক্ষমতা ও সাধ্যে কখনও সম্ভব হতে পারে না।

٨٤ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ○

৮৪. কাজেই হে নবী! তুমি আল্লাহর পথে লড়াই করো। তুমি নিজের সত্তা ছাড়া আর কারো জন্য দায়ী নও। অবশ্যই ঈমানদারদেরকে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করো। আল্লাহ শীঘ্রই কাফেরদের শক্তির মস্তক চূর্ণ করে দেবেন। আল্লাহর শক্তি সবচেয়ে জবরদস্ত এবং তাঁর শাস্তি সবচেয়ে বেশী কঠোর।

٨٥ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ○

৮৫. যে ব্যক্তি কল্যাণ ও সৎকাজের সুপারিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি অকল্যাণ ও অসৎকাজের সুপারিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে। আর আল্লাহ সব জিনিসের প্রতি নজর রাখেন।

٨٦ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ○

৮৬. আর যখনই কেউ মর্যাদা সহকারে তোমাকে সালাম করে তখন তাকে তার চাইতে ভালো পদ্ধতিতে জবাব দাও অথবা কমপক্ষে তেমনিভাবে। আল্লাহ সব জিনিসের হিসেব গ্রহণকারী।

٨٧ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ○

৮৭. আল্লাহ তিনিই যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই তিনি তোমাদের সবাইকে সেই কিয়ামতের দিন একত্র করবেন, যার আসার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর আল্লাহর কথার চাইতে বেশী সত্য আর কার কথা হতে পারে ?

রুকূ' ঃ ১২

٨٨ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ○

৮৮. তারপর তোমার কী হয়েছে, মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে দ্বিমত পাওয়া যাচ্ছে ? অথচ যে দুষ্কৃতি তারা উপার্জন করেছে তার বদৌলতে আল্লাহ তাদেরকে উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তোমরা কি চাও, আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেননি তোমরা তাকে হেদায়াত করবে ? অথচ আল্লাহ যাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন তার জন্য তুমি কোনো পথ পাবে না।

٨٩ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ○

৮৯. তারা তো এটাই চায়, তারা নিজেরা যেমন কাফের হয়েছে তেমনি তোমরাও কাফের হয়ে যাও, যাতে তারা ও তোমরা সমান হয়ে যাও। কাজেই তাদের মধ্য থেকে কাউকেও নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে আসে। আর যদি তারা (হিজরত থেকে) বিরত থাকে, তাহলে তাদেরকে যেখানেই পাও ধরো এবং হত্যা করো।[৬২] এবং তাদের মধ্য থেকে কাউকেও নিজেদের বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না।

৬১. হাঙ্গামাকালীন অবস্থা থাকার দরুন চতুর্দিকে গুজব সৃষ্টি হচ্ছিল। কখনও বিপদের ভিত্তিহীন অতিরঞ্জিত সংবাদ এসে পৌঁছাতো এবং তার ফলে সহসা মদীনা ও তার আশেপাশে ব্যাপক উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি হতো। কখনো কোনো চালাক শত্রু কোনো প্রকৃত বিপদকে লুকাবার জন্য তুষ্টিমূলক সংবাদ প্রেরণ করতো এবং জনগণ তা শুনে অসতর্ক হয়ে যেতো। সাধারণ লোকের ধারণা ছিল না যে, এই প্রকারের দায়িত্বহীন গুজব প্রচারের ফল কত সুদূর প্রসারী হতে পারে। তাদের কানে কোনো একটু কথা এসে পৌঁছালেই তারা তা নিয়ে যেখানে সেখানে রটিয়ে ফিরতো। এ আয়াতে এসব লোকদের কঠিনভাবে ভর্ৎসনা করা হয়েছে এবং অমূলক গুজব রটনা থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আর যখনই কোনো প্রকার সংবাদ পৌঁছাবে তখন তা দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দিয়ে চুপ হয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৯০. অবশ্য সেইসব মুনাফিক এ নির্দেশের আওতাভুক্ত নয়,[৬৩] যারা এমন কোনো জাতির সাথে মিলিত হয়, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ। এভাবে সেইসব মুনাফিকও এর আওতাভুক্ত নয়, যারা তোমাদের কাছে আসে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে অনুৎসাহিত, না তোমাদের বিরুদ্ধে লড়তে চায়, না নিজেদের জাতির বিরুদ্ধে। আল্লাহ চাইলে তাদেরকে তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিতেন এবং তারাও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। কাজেই তারা যদি তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে আর তোমাদের দিকে সন্ধি ও সখ্যতার হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের ওপর হস্তক্ষেপ করার কোনো পথ রাখেননি।

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝

৯১. তোমরা আর এক ধরনের মুনাফিক পাবে, যারা চায় তোমাদের থেকে নিরাপদ থাকতে এবং নিজেদের জাতি থেকেও। কিন্তু যখনই ফিতনার সুযোগ পাবে তারা তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এ ধরনের লোকেরা যদি তোমাদের সাথে মোকাবিলা করা থেকে বিরত না থাকে, তোমাদের কাছে সন্ধি ও শান্তির আবেদন পেশ না করে এবং নিজেদের হাত টেনে না রাখে, তাহলে তাদেরকে যেখানেই পাও ধরো এবং হত্যা করো। তাদের ওপর হাত উঠাবার জন্য আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট অধিকার দান করলাম।

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ۚ فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۝

রুকূ' ঃ ১৩

৯২. কোনো মু'মিনের কাজ নয় অন্য মু'মিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত হতে পারে। আর যে ব্যক্তি ভুলবশত কোনো মু'মিনকে হত্যা করে তার কাফ্ফারা হিসেবে একজন মু'মিনকে গোলামী থেকে মুক্ত করে দিতে হবে[৬৪] এবং নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদেরকে রক্তমূল্য দিতে হবে,[৬৫] তবে যদি তারা রক্তমূল্য মাফ করে দেয় তাহলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যদি ঐ নিহত মুসলিম ব্যক্তি এমন কোনো জাতির অন্তরভুক্ত হয়ে থাকে যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে। তাহলে একজন মু'মিন গোলামকে মুক্ত[৬৬] করে দেয়াই হবে তার কাফ্ফারা। আর যদি সে এমন কোনো অমুসলিম জাতির অন্তরভুক্ত হয়ে থাকে যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে তাহলে তার ওয়ারিসদেরকে রক্তমূল্য দিতে হবে এবং একজন মু'মিন গোলামকে মুক্ত করে দিতে হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো গোলাম পাবে না তাকে পরপর দু' মাস রোযা রাখতে হবে।[৬৭] এটিই হচ্ছে এ গোনাহের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে তাওবা করার পদ্ধতি।[৬৮] আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানময়।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ○

৯৩. আর যে ব্যক্তি জেনে বুঝে কোনো মু'মিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার ওপর আল্লাহর গযব ও তাঁর লানত এবং আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ○

৯৪. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য বের হও তখন বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে পার্থক্য করো এবং যে ব্যক্তি সালামের মাধ্যমে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসে তাকে সংগে সংগেই বলে দিয়ো না যে, তুমি মু'মিন নও। যদি তোমরা বৈষয়িক স্বার্থলাভ করতে চাও তাহলে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য অনেক গনীমতের মাল রয়েছে। ইতিপূর্বে তোমরা নিজেরাও তো একই অবস্থায় ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কাজেই তোমরা অনুসন্ধান করে পদক্ষেপ গ্রহণ করো।[৬৯] তোমরা যা কিছু করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত।

৬২. এ নির্দেশ সেইসব মুনাফিকদের প্রতি যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফের কাওমের সাথে সম্পর্ক রাখে ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কার্যক্রমে কার্যত অংশ গ্রহণ করে।

৬৩. এর অর্থ এই নয় যে, এরূপ মুনাফিকদের বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। বরং এর অর্থ হচ্ছে—তাদেরকে ধরা ও মারা যাবে না, কেননা তারা এমন ব্যক্তির সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে যাদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সন্ধিচুক্তি আছে।

৬৪. নিহত ব্যক্তি মুমিন থাকার কারণে তার হত্যার কাফ্ফারা স্বরূপ একটি মুমিন গোলাম মুক্ত করার বিধি দান করা হয়েছে।

৬৫. নবী করীম স. রক্তপণের পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন—একশত উট, অথবা দুই শত গাভী ; কিংবা দুই হাজার ছাগল। এছাড়া অন্য কোনো উপায়ে কেউ রক্তের বিনিময় মূল্য দিতে চাইলে ঐসব জিনিসের বাজার মূল্য হিসাবেও নির্ধারণ করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে নবী করীম স.-এর যামানায় নগদ মূল্যে রক্তপণ নির্দিষ্ট ছিল ৮ (আট) শত দীনার বা ৮ (আট) হাজার দিরহাম। হযরত উমর রা.-এর যামানা এলে হযরত উমর রা. বললেন, এখন উটের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ; সুতরাং এখন স্বর্ণমুদ্রায় এক হাজার দীনার বা রৌপ্যমুদ্রায় ১২ হাজার দিরহাম রক্তপণ দিতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রক্তপণের এ পরিমাণ যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য নয় ; এ হচ্ছে ভুলবশত হত্যার জন্য।

৬৬. এ আয়াতের নির্দেশের সারাংশ এই যে—যদি নিহত ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী হয় তবে হত্যাকারীকে রক্তের বিনিময় মূল্য দিতে হবে এবং আল্লাহর কাছে নিজ অপরাধের ক্ষমা লাভের জন্য একটি গোলামকেও মুক্ত করতে হবে। আর যদি নিহত ব্যক্তি দারুল হারবের বাসিন্দা হয় ; তবে হত্যাকারীকে মাত্র গোলাম আযাদ করতে হবে ; এর জন্যে রক্তপণ নেই। নিহত ব্যক্তি যদি ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসী হয় তবে হত্যাকারীকে একটি দাসমুক্ত করতে হবে ও উপরন্তু রক্তপণও দান করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রক্তের বিনিময় মূল্যের পরিমাণ হবে—চুক্তিবদ্ধ জাতির কোনো অমুসলিম ব্যক্তিকে হত্যার জন্য চুক্তিমত যে পরিমাণ প্রদেয়।

৬৭. অর্থাৎ রোযা অবিচ্ছিন্নভাবে রাখতে হবে, মাঝে রোযা ভংগ করা চলবে না। যদি শরীয়ত সংগত কোনো কারণ ছাড়া মাঝে একদিনও রোযা ভংগ করা হয়, তবে পুনরায় নতুন করে প্রথম থেকে একাধিক্রমে রোযা রাখা শুরু করতে হবে।

৬৮. অর্থাৎ এ জরিমানা নয়, এ হচ্ছে—তাওবা ও কাফ্ফারা ; জরিমানা দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো আন্তরিক অনুতাপ, লজ্জা ও আত্মসংশোধনের প্রেরণাবোধ থাকে না বরং সাধারণত তা অত্যন্ত অসন্তুষ্টির সাথে নিরুপায় হয়ে দেয়া হয়ে থাকে এবং অসন্তুষ্টি ও মনের তিক্ততা থেকেই যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ চান, যে বান্দাহর ভুল হয়েছে, সে ইবাদাত, সৎকাজ ও হক আদায় করার মাধ্যমে নিজের আত্মার উপর থেকে এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া মুছে ফেলুক ও বিনয় লজ্জা ও অনুতাপের সাথে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করুক, যেন শুধু মাত্র বর্তমান গুনাহই মাফ না হয়, বরং ভবিষ্যতেও সে এরূপ ভুলত্রুটির পুনরাবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

৬৯. ইসলামের সূচনাকালে 'আস্সালামু আলাইকুম' শব্দটি মুসলমানদের ধর্মীয় কৃষ্টির বিশেষ চিহ্ন ও নিদর্শন রূপে গণ্য হতো এবং একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে দেখে এ শব্দ এ অর্থে ব্যবহার করতো যে, আমি তোমাদেরই দলভুক্ত লোক, আমি তোমাদের বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী, শত্রু নই। বিশেষত সে সময়ে এ 'শে'আর' (ধর্মীয় চিহ্ন)-এর গুরুত্ব আরও বেশী থাকার কারণ ছিল তখন আরবের নব মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে পোশাক, ভাষা বা অন্য কোনো জিনিসের এরূপ কোনো সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল না যে, একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে সাধারণভাবে দেখে তাকে মুসলমান বলে চিনতে পারে। কিন্তু যুদ্ধকালে একটি জটিলতার সৃষ্টি হতো। মুসলমান যখন কোনো শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ চালাতো, সেখানে যদি কোনো মুসলমান এ আক্রমণের পাল্লায় পড়ে যেতো তবে সে আক্রমণকারী মুসলমানকে সে যে তার দীনি ভাই একথা জানাবার জন্য 'আস্সালামু আলাইকুম' বা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে উঠতো। কিন্তু মুসলমানদের তার উপর এ সন্দেহ হতো যে—এ কোনো

৯৫. যেসব মুসলমান কোনো প্রকার অক্ষমতা ছাড়াই ঘরে বসে থাকে আর যারা ধন-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তাদের উভয়ের মর্যাদা সমান নয়। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের তুলনায় জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ বুলন্দ করেছেন। যদিও সবার জন্য আল্লাহ কল্যাণ ও নেকীর ওয়াদা করেছেন তবুও তাঁর কাছে মুজাহিদদের কাজের বিনিময় বসে থাকা লোকদের তুলনায় অনেক বেশী

৯৬. তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে বিরাট মর্যাদা, মাগফেরাত ও রহমত। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

রুকূ' ঃ ১৪

৯৭. যারা নিজেদের ওপর যুলুম করছিল[৭০] ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় জিজ্ঞেস করলোঃ তোমরা কি অবস্থায় ছিলে ? তারা জবাব দিল, আমরা পৃথিবীতে ছিলাম দুর্বল ও অক্ষম। ফেরেশতারা বললো ঃ আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না ? তোমরা কি সেখানে হিজরত করে অন্যস্থানে যেতে পারতে না ? জাহান্নাম এসব লোকের আবাস স্থিরীকৃত হয়েছে এবং আবাস হিসেবে তা বড়ই খারাপ জায়গা।

৯৮. তবে যেসব পুরুষ নারী ও শিশু যথার্থই অসহায় এবং তারা বের হবার কোনো পথ-উপায় খুঁজে পায় না,

৯৯. আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেবেন এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১০০. যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে আশ্রয়লাভের জন্য অনেক জায়গা এবং সময় অতিবাহিত করার জন্য বিরাট অবকাশ পাবে। আর যে ব্যক্তি নিজের গৃহ থেকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে হিজরত করার জন্য বের হবে তারপর পথেই তার মৃত্যু হবে, তার প্রতিদান দেয়া আল্লাহর জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[৭১]

(٩٥) لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۚ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا ۝

(٩٦) دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

(٩٧) إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوْٓا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ۚ فَأُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝

(٩٨) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ۝

(٩٩) فَأُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝

(١٠٠) وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ۚ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

কাফের হবে, কিন্তু নিছক প্রাণ বাঁচানোর জন্য কৌশল অবলম্বন করছে। এজন্য অনেক সময় তাকে হত্যা করে ফেলা হতো। আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে—যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান হিসাবে পেশ করে তার সম্পর্কে বিনা অনুসন্ধানে হালকাভাবে তোমাদের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার নেই যে—সে মাত্র প্রাণ বাঁচানোর জন্য মিথ্যা কথা বলছে। সে সত্যবাদীও হতে পারে আর মিথ্যাবাদীও হতে পারে। প্রকৃত ব্যাপার তো অনুসন্ধানের পরই জানা যেতে পারে। তদন্ত ছাড়া ছেড়ে দেয়ায় যেমন একজন কাফেরের পক্ষে মিথ্যা বলে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা আছে সেরূপ তদন্ত ছাড়া তাকে হত্যা করার মধ্যেও একজন নিষ্পাপ মুমিনের তোমাদের হাতে নিহত হবার সম্ভাবনাও বর্তমান আছে।

৭০. অর্থাৎ সেইসব লোক—যারা ইসলাম গ্রহণ করার পরও কোনো বাধ্যতা ও অক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও আপন কাফের কওমের মধ্যে বসবাস করছিল ও আধা-মুসলমানী ও আধা-কাফেরী জীবন যাপনে তৃপ্ত ছিল, অথচ একটি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়ে গেছে এবং সেখানে হিজরত

রুকূ’ ঃ ১৫

(١٠١) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ۝

১০১. আর যখন তোমরা সফরে বের হও তখন নামায সংক্ষেপ করে নিলে[৭২] কোনো ক্ষতি নেই। (বিশেষ করে) যখন তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফেররা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে। কারণ তারা প্রকাশ্যে তোমাদের শত্রুতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

(١٠٢) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝

১০২. আর হে নবী! যখন তুমি মুসলমানদের মধ্যে থাকো এবং (যুদ্ধাবস্থায়) তাদেরকে নামায পড়াবার জন্য দাঁড়াও তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দলের তোমার সাথে দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত এবং তারা অস্ত্রশস্ত্র সংগে নেবে।[৭৩] তারপর তারা সিজদা করে নিলে পেছনে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দলটি, যারা এখনো নামায পড়েনি, তারা এসে তোমার সাথে নামায পড়বে। আর তারাও সতর্ক থাকবে এবং নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র বহন করবে। কারণ কাফেররা সুযোগের অপেক্ষায় আছে, তোমরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিস পত্রের দিক থেকে সামান্য গাফেল হলেই তারা তোমাদের ওপর অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে। তবে যদি তোমরা বৃষ্টির কারণে কষ্ট অনুভব করো অথবা অসুস্থ থাকো, তাহলে অস্ত্র রেখে দিলে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু তবুও সতর্ক থাকো, নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাকর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

(١٠٣) فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوٰةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَوْقُوتًا ۝

১০৩. তারপর তোমরা নামায শেষ করার পর দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। আর মানসিক প্রশান্তি লাভ করার পর পুরো নামায পড়ে নাও। আসলে নামায নির্ধারিত সময়ে পড়ার জন্য মু’মিনদের ওপর ফরয করা হয়েছে।

করে স্বীয় দীন ও ঈমান মুতাবেক পূর্ণ ইসলামী জীবনযাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল এবং দারুল ইসলামের পক্ষ থেকে তাদেরকে এ আমন্ত্রণও জানানো হয়েছিল যে—নিজেদের ঈমান বাঁচানোর জন্য তারা হিজরত করে সেখানে আসুক।

৭১. একথা বুঝে নেয়া আবশ্যক যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনের উপর ঈমান এনেছে তার পক্ষে কাফেরী সমাজব্যবস্থার অধীনে জীবনযাপন করা মাত্র দুই ক্ষেত্রে বৈধ হতে পারে। প্রথম—সে সেই ভূখণ্ডে ইসলামকে বিজয়ী করার এবং কাফেরী ব্যবস্থাকে ইসলামী ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করার জন্য সাধ্য-সাধনা করতে থাকবে—যেমন নবীগণ আ. ও তাঁদের প্রাথমিক সঙ্গী-সাথীরা করেছিলেন। দ্বিতীয়—সে সে স্থান থেকে প্রস্থান করার কোনো উপায়ই পাচ্ছে না এবং তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষের সাথে নিরুপায় হয়ে সেখানে বসবাস করছে।

৭২. শান্তির সময়কার সফরে কসর (নামায সংক্ষিপ্তকরণ) হচ্ছে ঃ চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাকাআত করে পড়া। যুদ্ধের অবস্থায় কসরের জন্য কোনো সীমা নির্দিষ্ট নেই। যুদ্ধের অবস্থায় যখন যেভাবে সম্ভব হয় সেইভাবে নামায পড়ার অনুমতি আছে।

৭৩. ভয়কালীন নামাযের এ হুকুম সেই অবস্থার জন্য যখন শত্রুর আক্রমণের আশংকা আছে বটে, তবে কার্যত যুদ্ধ বাধেনি।

(١٠٤) وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

১০৪. এ দলের পশ্চাদ্ধাবনে তোমরা দুর্বলতা প্রদর্শন করো না। যদি তোমরা যন্ত্রণা ভোগ করে থাকো তাহলে তোমাদের মতো তারাও যন্ত্রণা ভোগ করছে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে এমন জিনিস আশা করো, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।

রুকূ’ ঃ ১৬

(١٠٥) إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۝

১০৫. হে নবী! আমি সত্য সহকারে এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যে সঠিক পথ দেখিয়েছেন সেই অনুযায়ী তুমি লোকদের মধ্যে ফায়সালা করতে পারো। তুমি খেয়ানতকারী ও বিশ্বাস ভংগকারীদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হয়ো না।

(١٠٦) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

১০৬. আর আল্লাহর কাছে ক্ষমার আবেদন করো। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।

(١٠٧) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۝

১০৭. যারা নিজেদের সাথে খেয়ানত[৭৪] ও প্রতারণা করে, তুমি তাদের সমর্থন করো না। আল্লাহ খেয়ানতকারী পাপীকে পছন্দ করেন না।

(١٠٨) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝

১০৮. এরা মানুষের কাছ থেকে নিজেদের কার্যকলাপ গোপন করতে পারে কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করতে পারে না। তিনি তো তখনো তাদের সাথে থাকেন যখন তারা রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে তিনি যা চান না এমন বিষয়ের পরামর্শ করে। আল্লাহ তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে পরিবেশ্টন করে রেখেছেন।

(١٠٩) هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝

১০৯. হ্যাঁ, তোমরা এ অপরাধীদের পক্ষ থেকে দুনিয়ার জীবনেই বিতর্ক করে নিলে কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে তাদের জন্য কে বিতর্ক করবে ?

(١١٠) وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

১১০. সেখানে কে তাদের উকিল হবে ? যদি কোনো ব্যক্তি খারাপ কাজ করে বসে অথবা নিজের ওপর যুলুম করে এবং এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও পরম দয়ালু হিসেবেই পাবে।

(١١١) وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

১১১. কিন্তু যে ব্যক্তি পাপ কাজ করবে, তার এ পাপ কাজ তার নিজের জন্যই ক্ষতিকর হবে। আল্লাহ সব কথাই জানেন, তিনি জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

(١١٢) وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝

১১২. আর যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় বা গোনাহর কাজ করে কোনো নিরপরাধ ব্যক্তির ওপর তার দোষ চাপিয়ে দেয়, সে তো বড় মারাত্মক মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট গোনাহের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেয়।

৭৪. যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে সে প্রকৃতপক্ষে তার দ্বারা প্রথমে নিজ সত্তার প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করে।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ
اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ
مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ
مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ○

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ
اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ
ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ
وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ○

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ
لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا ○

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّآ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا
شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ○

রুকূ' ঃ ১৭

১১৩. হে নবী! তোমার প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ না হতো এবং তার রহমত যদি তোমার সাথে সংযুক্ত না থাকতো, তাহলে তাদের মধ্য থেকে একটি দলতো তোমাকে বিভ্রান্ত করার ফায়সালা করেই ফেলেছিল। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে বিভ্রান্ত করছিল না এবং তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারতো না।[৭৫] আল্লাহ তোমার ওপর কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন, এমন সব বিষয় তোমাকে শিখিয়েছেন যা তোমার জানা ছিল না এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ অনেক বেশী।

১১৪. লোকদের অধিকাংশ গোপন সলা-পরামর্শে কোনো কল্যাণ থাকে না। তবে যদি কেউ গোপনে সাদ্কা ও দান-খয়রাতের উপদেশ দেয় অথবা কোনো সৎকাজের জন্য বা জনগণের পারস্পরিক বিষয়ের সংশোধন ও সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে কাউকে কিছু বলে, তাহলে অবশ্য এটি ভালো কথা। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে কেউ এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তাকে আমি বিরাট পুরস্কার দান করবো।

১১৫. কিন্তু যে ব্যক্তি রসূলের বিরোধিতায় কোমর বাঁধে এবং ঈমানদারদের পথ পরিহার করে অন্য পথে চলে, অথচ তার সামনে সত্য-সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, তাকে আমি সেদিকেই চালাবো যেদিকে সে চলে গেছে এবং তাকে জাহান্নামে ঠেলে দেবো, যা নিকৃষ্টতম আবাস।

রুকূ' ঃ ১৮

১১৬. আল্লাহ কেবলমাত্র শিরকের গোনাহ মাফ করেন না। এ ছাড়া আর যাবতীয় গোনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করে, সে গোমরাহীর মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

১১৭. এ ধরনের লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেবীর পূজা করে।[৭৬] তারা সেই বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে,

৭৫. অর্থাৎ যদি তারা ভুল বিবরণ ও সাক্ষ্য পেশ করে তোমাকে ভুল ধারণার বশবর্তী করতে সক্ষমও হয়ে যেত এবং নিজেদের অনুকূলে ইনসাফের খেলাফ ফায়সালাও হাসিল করে নিতো, তবু ক্ষতি তাদেরই হতো। তোমার তাতে কোনো ক্ষতি হতো না। কেননা তার জন্য আল্লাহর কাছে তারাই দোষী সাব্যস্ত হতো, তুমি নও। যে ব্যক্তি বিচারককে ধোঁকা দিয়ে নিজের অনুকূলে অন্যায় ফায়সালা হাসিল করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজেকে এ বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে যে, এ তদবিরের ফলে 'হক' তারই পক্ষে এসে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে হক তারই আছে, প্রকৃত যার হক। কোনো ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আদালতের বিচারক ফায়সালা দান করলে তার দ্বারা প্রকৃত সত্যের ওপর কোনো প্রভাব প্রতিক্রিয়া পড়ে না।

৭৬. শয়তানকে কেউই এ অর্থে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে না যে, তার সামনে কেউ পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠান পালন করে বা তাকে খোদারূপে মর্যাদা দান করে। শয়তানকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করার অর্থ মানুষের নিজের প্রবৃত্তির লাগাম শয়তানের হাতে সমর্পণ করা এবং সে যেদিকে পরিচালনা করে সেই দিকে চালিত হওয়া, যেন এ তার বান্দা এবং সে তার খোদা। এর থেকে এ সত্য জানা যায় যে—অন্ধ ও প্রশ্নাতীতভাবে কারোর আনুগত্য ও আদেশ পালন করাকেও 'ইবাদাত' বলা হয় এবং যে ব্যক্তি কারোর এরূপ আনুগত্য করে সে খোদাকে ত্যাগ করে তাকেই নিজের মাবুদ বানিয়েছে বলা যেতে পারে।

(١١٨) لَعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ○

১১৮. যাকে আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন। (তারা সেই শয়তানের আনুগত্য করছে) যে আল্লাহকে বলেছিল, "আমি তোমার বান্দাদের থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়েই ছাড়বো।[৭৭]

(١١٩) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ○

১১৯. আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো। তাদেরকে আশার ছলনায় বিভ্রান্ত করবো। আমি তাদেরকে হুকুম করবো এবং আমার হুকুমে তারা পশুর কান ছিঁড়বেই।[৭৮] আমি তাদেরকে হুকুম করবো এবং আমার হুকুমে তারা আল্লাহর সৃষ্টির আকৃতিতে রদবদল করে ছাড়বেই।[৭৯] যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই শয়তানকে বন্ধু ও অভিভাবক বানিয়েছে সে সুস্পষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

(١٢٠) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ○

১২০. সে তাদের কাছে ওয়াদা করে এবং তাদেরকে নানা প্রকার আশা দেয়, কিন্তু শয়তানের সমস্ত ওয়াদা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

(١٢١) أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ○

১২১. এসব লোকের আবাস হচ্ছে জাহান্নাম। সেখান থেকে নিষ্কৃতির কোনো পথ তারা পাবে না।

(١٢٢) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ○

১২২. আর যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদেরকে আমি এমন সব বাগিচায় প্রবেশ করাবো যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তারা সেখানে থাকবে চিরস্থায়ীভাবে। এটি আল্লাহর সাচ্চা ওয়াদা। আল্লাহর চেয়ে বেশী সত্যবাদী আর কে হতে পারে ?

(١٢٣) لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ○

১২৩. চূড়ান্ত পরিণতি না তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভর করছে, না আহলি কিতাবদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর। অসৎকাজ যে করবে সে তার ফল ভোগ করবে এবং আল্লাহর মোকাবিলায় সে নিজের জন্য কোনো সমর্থক ও সাহায্যকারী পাবে না।

৭৭. অর্থাৎ তার সময়ের মধ্যে, তার শ্রম ও চেষ্টা-সাধনার মধ্যে, শক্তি-সামর্থ ও যোগ্যতার মধ্যে, তার মাল ও আওলাদের মধ্যে—নিজের জন্য অংশ নির্ধারণ করবো এবং তাকে প্রতারিত করে এরূপ প্ররোচিত করবো যে, সে এই সমস্ত জিনিসের অংশবিশেষ আমার পথে ব্যয় করবে।

৭৮. এখানে আরববাসীদের কুসংস্কারের মধ্যে একটির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তাদের নিয়ম ছিল, উষ্ট্রী পাঁচ কিংবা দশটি বাচ্চা প্রসব করলে তার কান ছিন্ন করে তাকে তারা দেবতার নামে ছেড়ে দিতো এবং তার দ্বারা কোনো কাজ করানো তারা হারাম জ্ঞান করতো। অনুরূপভাবে যে উষ্ট্রের ঔরসে দশটি বাচ্চার জন্ম হতো তাকেও দেবতার নামে 'পণ' করা হতো এবং কান চিরে দেয়া এরূপ 'পণ' করার নিদর্শন বলে গণ্য হতো। তার দ্বারা সকলে বুঝতো যে এ পশুকে দেবতার নামে 'পণ' করা হয়েছে।

৭৯. আল্লাহর গঠনে পরিবর্তন করার অর্থ—জিনিসের জন্মগত গঠনে পরিবর্তন করা নয়, বরং আসলে এখানে যে পরিবর্তনকে শয়তানী কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহ যে জিনিসকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেননি সে জিনিসকে সেই কাজে ব্যবহার করা ও যে জিনিসকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তার থেকে সে কাজ গ্রহণ না করা। অন্য কথায়, মানুষ নিজের ও দ্রব্যাদির প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে কাজই করে প্রকৃতির উদ্দেশ্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে যেসব পন্থা অবলম্বন করে তা সবই এ আয়াতের দৃষ্টিতে শয়তানের ভ্রষ্টকারী তৎপরতার ফল যথা, হযরত লূত আ.-এর জাতির অপকর্ম জন্মনিরোধ, বৈরাগ্যবাদ, ব্রহ্মচর্য, স্ত্রী ও পুরুষকে বন্ধ্যাকরণ, পুরুষদের খোজা বানানো, প্রকৃতি স্ত্রীলোকদের যেসব কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা থেকে তাদের বিচ্যুতি করা এবং সমাজ সভ্যতার যেসব বিভাগে কাজ করার জন্য আল্লাহ পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন সেইসব বিভাগে স্ত্রীলোকদের টেনে এনে নিযুক্ত করা।

১২৪. আর যে ব্যক্তি কোনো সৎকাজ করবে, সে পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, তবে যদি সে মু'মিন হয়, তাহলে এ ধরনের লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের এক অণু পরিমাণ অধিকারও হরণ করা হবে না।

١٢٤ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ○

১২৫. সেই ব্যক্তির চেয়ে ভালো আর কার জীবনধারা হতে পারে, যে আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছে, সৎনীতি অবলম্বন করেছে এবং একনিষ্ঠ হয়ে ইবরাহীমের পদ্ধতি অনুসরণ করেছে ? সেই ইবরাহীমের পদ্ধতি যাকে আল্লাহ নিজের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিলেন।

١٢٥ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ
مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ○

১২৬. আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আর আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

١٢٦ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ مُّحِيْطًا ○

রুকূ' ঃ ১৯

১২৭. লোকেরা মেয়েদের ব্যাপারে তোমার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করছে।[৮০] বলে দাও, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ফতোয়া দেন এবং একই সাথে সেই বিধানও স্মরণ করিয়ে দেন, যা প্রথম থেকে এ কিতাবে তোমাদের শুনানো হচ্ছে। অর্থাৎ এ এতিম মেয়েদের সম্পর্কিত বিধানসমূহ, যাদের হক তোমরা আদায় করছো না এবং যাদেরকে বিয়ে দিতে তোমরা বিরত থাকছো (অথবা লোভের বশবর্তী হয়ে নিজেরাই যাদেরকে বিয়ে করতে চাও)।[৮১] আর যে শিশুরা কোনো ক্ষমতা রাখে না তাদের সম্পর্কিত বিধানসমূহ। আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, এতিমদের সাথে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ইনসাফের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকো এবং যে কল্যাণ তোমরা করবে তা আল্লাহর অগোচরে থাকবে না।

١٢٧ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ ۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ
وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا
تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ
وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى
بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ○

১২৮. যখনই[৮২] কোনো স্ত্রীলোক নিজের স্বামীর কাছ থেকে অসদাচরণ অথবা উপেক্ষা প্রদর্শনের আশংকা করে, তারা দু'জনে (কিছু অধিকারের কমবেশীর ভিত্তিতে) যদি পরস্পর সন্ধি করে নেয়,[৮৩] তাহলে এতে কোনো দোষ নেই। যে কোনো অবস্থায়ই সন্ধি উত্তম। মন দ্রুত সংকীর্ণতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু যদি তোমরা পরোপকার করো ও আল্লাহভীতি সহকারে কাজ করো, তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের এ কর্মনীতি সম্পর্কে অনবহিত থাকবেন না।

١٢٨ وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَاُحْضِرَتِ
الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

৮০. তারা কি ফতওয়া জিজ্ঞেস করতো তা এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। কিন্তু ১২৮ থেকে ১৩০ পর্যন্ত আয়াতে যে উত্তর দেয়া হয়েছে তা থেকে প্রশ্নের ধরন বুঝা যায়।

৮১. وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ –এর অর্থ হতে পারে ঃ তোমরা তাদের যে বিবাহ করার আগ্রহ করো। আবার এ অর্থও হতে পারে যে—তোমরা তাদের বিবাহ করতে ইচ্ছা করো না।

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوٓا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

১২৯. স্ত্রীদের মধ্যে পুরোপুরি ইনসাফ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা চাইলেও এ ক্ষমতা তোমাদের নেই। কাজেই (আল্লাহর বিধানের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এটিই যথেষ্ট যে,) এক স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অন্য স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়বে না।[৮৪] যদি তোমরা নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝

১৩০. কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পর থেকে আলাদা হয়েই যায়, তাহলে আল্লাহ তাঁর বিপুল ক্ষমতার সাহায্যে প্রত্যেককে অন্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি মহাজ্ঞানী।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۝

১৩১. আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। তোমরা না মানতে চাও না মানো, কিন্তু আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি অভাব মুক্ত ও সমস্ত প্রশংসার অধিকারী।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ۝

১৩২. হ্যাঁ, আল্লাহ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। আর কার্যসম্পাদনের জন্য তিনিই যথেষ্ট।

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِاٰخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيرًا ۝

১৩৩. তিনি চাইলে তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে তোমাদের জায়গায় অন্যদেরকে নিয়ে আসবেন এবং তিনি এ ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

১৩৪. যে ব্যক্তি কেবলমাত্র ইহকালের পুরস্কার চায়, তার জেনে রাখা উচিত, আল্লাহর কাছে ইহকাল ও পরকাল উভয়স্থানের পুরস্কার আছে এবং আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।

---

৮২. এখান থেকে লোকদের প্রশ্নের উত্তর শুরু হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে ঃ একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের যে হুকুম দেয়া হয়েছে তা কিভাবে কার্যকরী করা হবে। যদি এক স্ত্রী চির রুগ্না হয় বা স্বামী-স্ত্রী যৌন সম্পর্কস্থাপনের উপযোগিনী না থাকে তবে সে অবস্থাতেও কি স্বামীর পক্ষে দুজনের প্রতি একই প্রকার অনুরাগ রাখতেই হবে ? একইভাবে দুজনকে ভালোবাসতে হবে ? দৈহিক সম্পর্কের দিক দিয়েও কি সমতা রক্ষা করতে হবে ? যদি সে এরূপ না করতে পারে তবে এটাই কি বিচারের দাবী যে, সে দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য প্রথম স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবে ? তাছাড়া এ প্রশ্নও থেকে যায় যে, যদি প্রথমা স্ত্রী নিজে বিচ্ছিন্ন হতে না চায়, তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরূপ সমঝোতা কি হতে পারে যে, যে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আগ্রহ-অনুরাগ বর্তমান নেই, সে স্ত্রী কি নিজের কিছু অধিকার ও ন্যায্য দাবী স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে স্বামীকে তালাক না দিতে সম্মত করে ? এরূপ সমঝোতা কি ন্যায় বিচারের পরিপন্থী হবে ?

৮৩. অর্থাৎ এরূপ সমঝোতা দ্বারা যদি কোনো স্ত্রীলোক তার সেই স্বামীর সাথে থাকে—যার সাথে সে জীবনের এক অংশ যাপন করেছে তবে সেটাই, তালাক বা বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তম।

৮৪. এ আয়াত থেকে কোনো কোনো লোক এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বসেছে যে—কুরআন একদিকে 'আদল' করার শর্ত সাপেক্ষে বহু বিবাহের অনুমতি দিয়েছে ও আবার অপরদিকে 'আদল' রক্ষা করা অসম্ভব ঘোষণা করে সে অনুমতিকে কার্যত বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো অবকাশই নেই। কুরআনে যদি কেবলমাত্র 'তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে আদল রক্ষা করতে পারবে না' বলে ক্ষান্ত করা হতো, তাহলে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার একটি যুক্তি থাকতে পারতো, কিন্তু তারপরই যে বলা হয়েছে, "সুতরাং এক স্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়ো না।" আসলে খৃস্টবাদী ইউরোপের কিছু নকলনবিশ এ ব্যাপারে নিতান্ত উদ্ভট সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন।

রুকূ’ ঃ ২০

১৩৫. হে ঈমানদারগণ! ইনসাফের পতাকাবাহী ও আল্লাহর সাক্ষী হয়ে যাও, তোমাদের ইনসাফ ও সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের ব্যক্তিসত্তার অথবা তোমাদের বাপ-মা ও আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে গেলেও। উভয় পক্ষ ধনী বা অভাবী যাই হোক না কেন আল্লাহ তাদের চেয়ে অনেক বেশী কল্যাণকামী। কাজেই নিজেদের কামনার বশবর্তী হয়ে ইনসাফ থেকে বিরত থেকো না। আর যদি তোমরা পেঁচালো কথা বলো অথবা সত্যতাকে পাশ কাটিয়ে চলো, তাহলে জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করেছো আল্লাহ তার খবর রাখেন।

১৩৬. হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি, আল্লাহ তাঁর রসূলের ওপর যে কিতাব নাযিল করেছেন[৮৫] তার প্রতি এবং পূর্বে তিনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাবর্গ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ ও পরকালের প্রতি কুফরী করলো,[৮৬] সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূর চলে গেলো।

১৩৭. অবশ্য যেসব লোক ঈমান এনেছে তারপর কুফরী করেছে, আবার ঈমান এনেছে আবার কুফরী করেছে, তারপর নিজেদের কুফরীর মধ্যে এগিয়ে যেতে থেকেছে, আল্লাহ কখনো তাদেরকে মাফ করবেন না এবং কখনো তাদেরকে সত্য-সঠিক পথও দেখাবেন না।

১৩৮-১৩৯. আর যেসব মুনাফিক ঈমানদারদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু বানায় তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে, এ ‘সুসংবাদটি’ তাদেরকে জানিয়ে দাও। এরা কি মর্যাদা লাভের সন্ধানে তাদের কাছে যায়? অথচ সমস্ত মর্যাদা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত।

১৪০. আল্লাহ এ কিতাবে তোমাদের পূর্বেই হুকুম দিয়েছেন, যেখানে তোমরা আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে কুফরী কথা বলতে ও তার প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতে শুনবে সেখানে বসবে না, যতক্ষণ না লোকেরা অন্য প্রসংগে ফিরে আসে। অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হবে। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদেরকে জাহান্নামে একই জায়গায় একত্র করবেন।

(١٣٥) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

(١٣٦) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ۝

(١٣٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ۝

(١٣٨) بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا ۝

(١٣٩) الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝

(١٤٠) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖۤ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۝

৮৫. ঈমানদার লোকদের আবার বলা—‘তোমরা ঈমান আনো’ বাহ্য দৃষ্টিতে আশ্চর্যের ব্যাপার মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে ‘ঈমান’ শব্দটি দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈমান আনার অর্থ হচ্ছেঃ মানুষ ‘অস্বীকার করার’ পরিবর্তে স্বীকার ও গ্রহণ করার পথ অবলম্বন করবে, অমান্যকারীদের থেকে পৃথক হয়ে মান্যকারীদের অন্তরভুক্ত হবে। আর এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে—মানুষ যে জিনিসকে মানে তাকে আন্তরিকতার সাথে মানে, পূর্ণ গম্ভীরতা ও অকপট নিষ্ঠার সাথে মানে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে যে সমস্ত মুসলমান মান্যকারীদের মধ্যে গণ্য হয়েছিল, তাদের প্রতি এ আয়াতে সম্বোধন করে দাবী করা হচ্ছে যে—তোমরা দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়েও খাঁটি মু’মিন হয়ে যাও।

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾

১৪১. এ মুনাফিকরা তোমাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করছে। তারা দেখছে পানি কোন্ দিকে গড়ায়। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় সূচিত হয় তাহলে তারা এসে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ? আর যদি কাফেরদের পাল্লা ভারী থাকে তাহলে তাদেরকে বলবে, আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম ছিলাম না ? এরপরও আমরা মুসলমানদের হাত থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছি। কাজেই কিয়ামতের দিন তোমাদের ও তাদের ব্যাপারে ফায়সালা আল্লাহই করে দেবেন। আর (এ ফায়সালায়) আল্লাহ কাফেরদের জন্য মুসলমানদের ওপর বিজয় লাভ করার কোনো পথই রাখেননি।

রুকূ’ ঃ ২১

১৪২. এ মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করছে। অথচ আল্লাহই তাদরেকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখে দিয়েছেন। তারা যখন নামাযের জন্য ওঠে, আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে শৈথিল্য সহকারে নিছক লোক দেখাবার জন্য ওঠে এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।

১৪৩. কুফর ও ঈমানের মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে, না পুরোপুরি এদিকে, না পুরোপুরি ওদিকে। যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন তার জন্য তুমি কোনো পথ পেতে পারো না।[৮৭]

১৪৪. হে ঈমানদারগণ! মু’মিনদের বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর হাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ তুলে দিতে চাও ?

১৪৫. নিশ্চিত জেনো, মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে চলে যাবে এবং তোমরা কাউকে তাদের সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না।

১৪৬. তবে তাদের মধ্য থেকে যারা তাওবা করবে, নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেবে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং নিজেদের দীনকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নেবে, তারা মু’মিনদের সাথে থাকবে। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই মু’মিনদেরকে মহাপুরস্কার দান করবেন।

৮৬. কুফুরী করারও দুটি অর্থ আছে। প্রথম, সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করা; দ্বিতীয়, মুখে তো মান্য করে, কিন্তু অন্তর দিয়ে মান্য করে না, কিংবা নিজের কার্য ও গতিধারা দ্বারা প্রমাণিত করে যে, সে যাকে স্বীকার ও মান্য করার মৌখিক দাবী করে বস্তুত তাকে মান্য করে না।

৮৭. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর কালাম ও তাঁর রসূলের জীবন থেকে হেদায়াত পায়নি। যাকে সত্য থেকে বিচ্যুত ও বাতিলের প্রতি অনুরাগী দেখে আল্লাহ তাআলাও তাকে সেই দিকে মুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন যে দিকে সে মুখ ফেরানোর কামনা করছিল এবং যার ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার প্রতি আগ্রহের কারণে আল্লাহ তার প্রতি হেদায়াতের (সঠিক পথপ্রাপ্তির) দরজা বন্ধ করে দিয়ে মাত্র বিভ্রান্তির রাস্তা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এরূপ ব্যক্তিকে সত্য সঠিক পথ দেখানো বাস্তবিক কোনো মানুষের সাধ্যের বাহিরে।

(১৪৭) مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ○

১৪৭. আল্লাহর কী প্রয়োজন তোমাদের অযথা শাস্তি দেবার, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকো। এবং ঈমানের নীতির ওপর চলো ? আল্লাহ বড়ই পুরস্কার দানকারী[৮৮] ও সর্বজ্ঞ।

(৬)

(১৪৮) لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ○

১৪৮. মানুষ খারাপ কথা বলে বেড়াক, এটা আল্লাহ পসন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি যুলুম করা হলে তার কথা স্বতন্ত্র।[৮৯] আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন। (মযলূম অবস্থায় তোমাদের খারাপ কথা বলার অধিকার থাকলেও)

(১৪৯) اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ○

১৪৯. যদি তোমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে সৎকাজ করে যাও অথবা কমপক্ষে অসৎকাজ থেকে বিরত থাকো, তাহলে আল্লাহও বড়ই ক্ষমা-গুণের অধিকারী। অথচ তিনি শাস্তি দেবার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

(১৫০) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ○

১৫০. যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের সাথে কুফরী করে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে আমরা কাউকে মানবো ও কাউকে মানবো না। আর কুফর ও ঈমানের মাঝখানে একটি পথ বের করতে চায়।

(১৫১) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○

১৫১. তারা সবাই আসলে কট্টর কাফের। আর এহেন কাফেরদের জন্য আমি এমন শাস্তি তৈরী করে রেখেছি, যা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবে।

(১৫২) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

১৫২. বিপরীত পক্ষে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদেরকে মেনে নেয় এবং তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না, তাদেরকে আমি অবশ্যই তার পুরস্কার দান করবো। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

রুকূ' ঃ ২২

(১৫৩) يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ○

১৫৩. এ আহ্‌লি কিতাবরা যদি আজ তোমার কাছে আকাশ থেকে তাদের জন্য কোনো লিখন অবতীর্ণ করার দাবী করে থাকে, তাহলে ইতিপূর্বে তারা এর চাইতেও বড় ধৃষ্ঠতাপূর্ণ দাবী মূসার কাছে করেছিল। তারা তো তাকে বলেছিল, আল্লাহকে প্রকাশ্যে আমাদের দেখিয়ে দাও। তাদের এই সীমালংঘনের কারণে অকস্মাৎ তাদের ওপর বিদ্যুৎ আপতিত হয়েছিল। তারপর সুস্পষ্ট নিশানীসমূহ দেখার পরও তারা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল। এরপরও আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছি। আমি মূসাকে সুস্পষ্ট ফরমান দিয়েছি।

৮৮. 'শোকর' যখন বান্দাহর পক্ষ থেকে হয় তখন তার অর্থ কৃতজ্ঞতা এবং যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বলা হয় তখন তার অর্থ হয় ঃ কদরদানি এবং কাজের স্বীকৃতি এবং মূল্য ও মর্যাদা দান।

৮৯. অর্থাৎ অত্যাচারিতের হক বা অধিকার আছে—অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠানোর।

১৫৪. এবং তূর পাহাড় তাদের ওপর উঠিয়ে তাদের থেকে (এ ফরমানের আনুগত্যের) অংগীকার নিয়েছি। আমি তাদেরকে হুকুম দিয়েছি, সিজদানত হয়ে দরজার মধ্যে প্রবেশ করো।[৯০] আমি তাদেরকে বলেছি, শনিবারের বিধান লংঘন করো না এবং এর সপক্ষে তাদের থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছি।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

১৫৫. শেষ পর্যন্ত তাদের অংগীকার ভংগের জন্য আল্লাহর আয়াতের ওপর মিথ্যা আরোপ করার জন্য নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এবং 'আমাদের দিল আবরণের মধ্যে সুরক্ষিত'[৯১] তাদের এ উক্তির জন্য (তারা অভিশপ্ত হয়েছিল)। অথচ মূলত তাদের বাতিল পরস্তির জন্য আল্লাহ তাদের দিলের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এ জন্য তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

১৫৬. তারা তাদের নিজেদের কুফরীর মধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে মারয়ামের ওপর গুরুতর অপবাদ লাগাবার জন্য।

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝

১৫৭. এবং তাদের 'আমরা আল্লাহর রসূল মারয়াম পুত্র ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করেছি।'[৯২] এ উক্তির জন্য (তারা অভিশপ্ত হয়েছিল)। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা তাকে হত্যাও করেনি এবং শূলেও চড়ায়নি বরং ব্যাপারটিকে তাদের জন্য সন্দিগ্ধ করে দেয়া হয়েছে।[৯৩] আর যারা এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছে তারাও আসলে সন্দেহের মধ্যে অবস্থান করছে। তাদের কাছে এ সম্পর্কিত কোনো জ্ঞান নেই, আছে নিছক আন্দাজ-অনুমানের অন্ধ অনুসৃতি। নিসন্দেহে তারা ঈসা মসীহকে হত্যা করেনি।

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝

১৫৮. বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ জবরদস্ত শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাময়।

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

১৫৯. আর আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে এমন একজনও হবে না যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার ওপর ঈমান আনবে না,[৯৪] এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝

৯০. সূরা আল বাকারার ৫৮-৫৯নং আয়াতে এর উল্লেখ আছে।

৯১. অর্থাৎ তুমি যাই বল না কেন আমার অন্তঃকরণে তার কোনোই প্রভাব পড়বে না।

৯২. অর্থাৎ তাদের অপরাধমূলক দুঃসাহস এতদূর পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল যে, রসূলকে রসূল বলে চিনতে ও জানতে পেরেও তাঁকে হত্যা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এবং গর্ব ভরে বলতো, "আমরা আল্লাহর রসূলকে হত্যা করেছি।" এ প্রসঙ্গে এ টীকার সাথে যদি সূরা মরিয়মের ২য় রুকু' পাঠ করা যায়, তবে জানতে পারা যাবে যে, বনী ইসরাঈল হযরত ঈসা আ.-কে বস্তুত রসূল বলে জানতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের ধারণায় তাঁকে শূলেবিদ্ধ করেছে।

৯৩. এ আয়াত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে যে, হযরত মসিহ আ.-কে শূলে চড়াবার আগেই তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল এবং খৃষ্টান ও ইহুদীদের এ ধারণা যে তিনি শূলের উপর প্রাণ ত্যাগ করেছেন—নিছক বিভ্রান্তিজনিত। ইহুদীরা হযরত মসীহ আ.-কে শূলের উপর চড়াবার কোনো এক সময় আল্লাহ তাআলা তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। এরপর ইহুদীরা যে ব্যক্তিকে শূলের উপর চড়িয়েছিল সে ছিল অন্য কোনো লোক ; কিন্তু আল্লাহ জানেন, কি কারণে ইহুদীরা তাকেই ঈসা ইবনে মরিয়ম মনে করেছিল।

(১৬০) فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۝

১৬০. মোটকথা এ ইহুদী মতাবলম্বীদের এহেন যুলুম নীতির জন্য, তাদের মানুষকে ব্যাপকভাবে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার জন্য,

(১৬১) وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

১৬১. তাদের সুদ গ্রহণ করার জন্য যা গ্রহণ করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য, আমি এমন অনেক পাক-পবিত্র জিনিস তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি, যা পূর্বে তাদের জন্য হালাল ছিল[৯৫] আর তাদের মধ্য থেকে যারা কাফের তাদের জন্য কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি।

(১৬২) لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে যারা পাকাপোক্ত জ্ঞানের অধিকারী ও ঈমানদার তারা সবাই সেই শিক্ষার প্রতি ঈমান আনে, যা তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল। এ ধরনের ঈমানদার নিয়মিতভাবে নামায কায়েমকারী, যাকাত আদায়কারী এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী লোকদেরকে আমি অবশ্যই মহাপুরস্কার দান করবো।

রুকূ' ঃ ২৩

(১৬৩) اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝

১৬৩. হে মুহাম্মদ! আমি তোমার কাছে ঠিক তেমনিভাবে অহী পাঠিয়েছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে পাঠিয়ে ছিলাম। আমি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুব সন্তানদের কাছে এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের কাছে অহী পাঠিয়েছি। আমি দাউদকে যাবূর দিয়েছি।

(১৬৪) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ۝

১৬৪. এর পূর্বে যেসব নবীর কথা তোমাকে বলেছি তাদের কাছেও আমি অহী পাঠিয়েছি এবং যেসব নবীর কথা তোমাকে বলিনি তাদের কাছেও। আমি মূসার সাথে কথা বলেছি ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়।

(১৬৫) رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

১৬৫. এ সমস্ত রসূলকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল, যাতে তাদেরকে রসূল বানিয়ে পাঠাবার পর লোকদের কাছে আল্লাহর মোকাবিলায় কোনো প্রমাণ না থাকে।[৯৬] আর আল্লাহ সর্বাবস্থায়ই প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

৯৪. এ বাক্যাংশের দু' প্রকার অর্থ করা হয়েছে এবং ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে এ দু' প্রকার অর্থের সমভাবে অবকাশ রয়েছে; একটি অর্থ তো এখানে অনুবাদে করা হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ আহলে কিতাবদের মধ্য থেকেই এরূপ নেই, যে না নিজের মৃত্যুর পূর্বে মসীহ আ.-এর উপর ঈমান আনে।

৯৫. সূরা আনআমের ১৪৬ আয়াতে যে বিষয় পরে উল্লেখিত হবে, সম্ভবত সে বিষয়ের প্রতি এখানে ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যেসব জন্তুর নখর আছে তা সবই বনী ইসরাঈলের প্রতি হারাম করা হয়েছে। গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে। তাছাড়া ইহুদীদের ফিকাহ শাস্ত্রে যেসব বিধি- নিষেধ আছে সম্ভবত সেদিকেও ইংগিত করা হয়েছে। কোনো গোষ্ঠীর জন্য জীবন পরিধি সংকীর্ণ করে দেয়া বস্তুত তাদের প্রতি এক শাস্তি স্বরূপ।

৯৬. অর্থাৎ এই সমস্ত পয়গম্বর পাঠানোর একটিই উদ্দেশ্য ছিল যে, তা হচ্ছে—আল্লাহ তাআলা মানবজাতির প্রতি পূর্ণ যুক্তি সহকারে সত্য প্রদর্শন দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে তাদের প্রতি নিজ দায়িত্ব পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন, যেন শেষ বিচারের সময় কোনো পথভ্রষ্ট অপরাধী আল্লাহ তাআলার সামনে এই ওজর পেশ করতে না পারে যে, "আমি অজ্ঞাত ছিলাম এবং প্রকৃত সত্যাবস্থা আমাকে জ্ঞাত করানোর জন্য আপনি কোনো ব্যবস্থা করেননি।"

(١٦٦) لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝

১৬৬. (লোকেরা চাইলে না মানতে পারে) কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দেন, তিনি যা কিছু তোমাদের ওপর নাযিল করেছেন নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে নাযিল করেছেন এবং এর ওপর ফেরেশতারাও সাক্ষী, যদিও আল্লাহর সাক্ষী হওয়াই যথেষ্ট হয়।

(١٦٧) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۝

১৬৭. যারা নিজেরাই এটা মানতে অস্বীকার করে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয় তারা নিসন্দেহে ভুল পথে অগ্রসর হয়ে সত্য থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।

(١٦٨) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ۝

(١٦٩) اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

১৬৮-১৬৯. এভাবে যারা কুফরী ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করে এবং যুলুম-নিপীড়ন চালায়, আল্লাহ তাদেরকে কখনো মাফ করবেন না এবং তাদেরকে জাহান্নামের পথ ছাড়া আর কোনো পথ দেখাবেন না, যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহর জন্য এটা কোনো কঠিন কাজ নয়।

(١٧٠) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

১৭০. হে লোকেরা! এ রসূল তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হক নিয়ে এসেছে। কাজেই তোমরা ঈমান আনো তা তোমাদের জন্যই ভালো। আর যদি অস্বীকার করো, তাহলে জেনে রাখো, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি প্রজ্ঞাময়।[৯৭]

(١٧١) يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

১৭১. হে আহলি কিতাব! নিজেদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।[৯৮] আর সত্য ছাড়া কোনো কথা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করো না। মারয়াম পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহর একজন রসূল ও একটি ফরমান ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যা আল্লাহ মারয়ামের দিকে পাঠিয়েছিলেন।[৯৯] আর সে একটি রূহ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে[১০০] (যে মারয়ামের গর্ভে শিশুর রূপ ধারণ করেছিল)। কাজেই তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান আনো। এবং "তিন" বলো না।[১০১] নিবৃত্ত হও, এটা তোমাদের জন্যই ভালো। আল্লাহই তো একমাত্র ইলাহ। কেউ তাঁর পুত্র হবে, তিনি এর অনেক উর্ধে।[১০২] পৃথিবী ও আকাশের সবকিছুই তাঁর মালিকানাধীন এবং সেসবের প্রতিপালক ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট।

---

৯৭. অর্থাৎ তোমাদের আল্লাহ বে-খবর নন যে, তোমরা তাঁর রাজত্বের মধ্যে থেকে অপরাধ অপকর্ম করবে, অথচ তিনি তা জানতে পারবেন না এবং তিনি অজ্ঞও নন যে তাঁর নির্দেশ অমান্যকারীদের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের পন্থাই তিনি জানেন না।

৯৮. এখানে আহলে কিতাব বলতে খৃস্টানদের বুঝানো হয়েছে এবং আতিশয্যের অর্থ হচ্ছে—কোনো জিনিসের সাহায্য-সমর্থনে সীমালংঘন করা। ইহুদীদের অপরাধ ছিল তারা মসীহ আ.-কে অস্বীকার করার ও তাঁর বিরোধিতার সীমালংঘন করে গিয়েছিল; পক্ষান্তরে খৃস্টানদের অপরাধ ছিল, তারা মসীহ আ.-এর প্রতি ভক্তি ভালোবাসার সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছিল এবং তাঁকে তারা খোদার পুত্র—এমনকি স্বয়ং খোদা বলে অভিহিত করেছিল।

রুকূ' ঃ ২৪

١٧٢ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا

১৭২. মসীহ কখনো নিজের আল্লাহর এক বান্দা হবার ব্যাপারে লজ্জা অনুভব করে না এবং ঘনিষ্ঠতর ফেরেশতারাও একে নিজেদের জন্য লজ্জাকর মনে করে না। যদি কেউ আল্লাহর বন্দেগীকে নিজের জন্য লজ্জাকর মনে করে এবং অহংকার করতে থাকে তাহলে এক সময় আসবে যখন আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে নিজের সামনে হাযির করবেন।

١٧٣ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

১৭৩. যারা ঈমান এনে সৎকর্মনীতি অবলম্বন করেছে তারা সে সময় নিজেদের পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো প্রতিদান দেবেন। আর যারা বন্দেগীকে লজ্জাকর মনে করেছে ও অহংকার করেছে, তাদেরকে আল্লাহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ ছাড়া আর যার যার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার ওপর তারা ভরসা করে, তাদের মধ্যে কাউকেও তারা সেখানে পাবে না।

৯৯. এখানে ব্যবহৃত মূল শব্দ হচ্ছে 'কালেমা'। মরিয়মের প্রতি 'কালেমা' প্রেরণের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা মরিয়ম আ.-এর গর্ভাধারের প্রতি এ নির্দেশ অবতীর্ণ করলেন যে, কোনো পুরুষের শুক্রকীট গ্রহণ ছাড়াই তা গর্ভধারণ করুক। খৃস্টানরা প্রথমে কালেমার অর্থ 'কথা' বা 'বাক' (Logos)-এর সমার্থক মনে করলো। তারপর এ 'কথা' ও 'বাক' বলতে তারা আল্লাহ তাআলার নিজস্ব সত্তা গুণ বিশিষ্ট 'কথা' বুঝালো। এরপর তারা এর থেকে এ যুক্তি ও অনুমান খাড়া করলো যে, আল্লাহ তাআলার এ সত্তাগত গুণ মরিয়ম আ.-এর গর্ভে প্রবেশ করে মসীহ-এর দৈহিক আকারে রূপ পরিগ্রহ করেছে। এভাবে খৃস্টানদের মধ্যে 'মসীহ' এর ঈশ্বরত্বের ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট বিশ্বাস সৃষ্টি হয় এবং এ ভুল ধারণা তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হলো যে, আল্লাহ স্বয়ং নিজেকে অথবা নিজস্ব আদিম সত্তা গত গুণের মধ্য থেকে 'বাক' বা 'কথা' গুণকে মসিহ-এর রূপে প্রকাশ করেছেন।

১০০. এখানে স্বয়ং মসীহকে رُوحٌ مِّنْهُ (আল্লাহর নিকট হতে আসা 'রূহ') বলা হয়েছে এবং সূরা আল বাকারার ৮৭ আয়াতে এ বিষয়কে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "আমি পবিত্র 'রূহ' দ্বারা মসীহকে সাহায্য করেছি।"—এ উভয় বর্ণনার অর্থ হচ্ছে—আল্লাহ তাআলা হযরত মসীহ আলাইহিস সালামকে যে পবিত্র রূহ দিয়েছিলেন তা সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ থেকে মুক্ত ছিল; তা ছিল পরিপূর্ণ সত্যবাদিতা, ন্যায়বাদিতা ও আদ্যন্ত চরিত্র মাহাত্ম্যের প্রতীক। খৃস্টানগণ এ ক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি করেছে। তারা 'রূহ মিনাল্লাহ'—"আল্লাহর পক্ষ থেকে রূহ"-এর অর্থ স্বয়ং আল্লাহরই রূহ বলে গ্রহণ করলো এবং রূহুল কুদুস—'পবিত্র আত্মা'–এর অর্থ এই গ্রহণ করলো যে তা আল্লাহ তাআলার নিজস্ব পবিত্র আত্মা—যা ঈসা আলাইহিস সালামের সত্তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। এভাবে আল্লাহ ও মসীহ আলাইহিস সালামের সাথে পবিত্র আত্মা নামে আর একটি তৃতীয় খোদাও তারা বানিয়ে নিল।

১০১. অর্থাৎ তিন খোদার ধারণা ত্যাগ কর, সে ধারণা তোমাদের মধ্যে যেভাবেই বর্তমান থাকুক না কেন। প্রকৃত অবস্থা এই যে, খৃস্টানগণ এ একই সময়ে তাওহীদকে স্বীকার করে আবার ত্রিত্ববাদকেও মান্য করে। ইনজিল গ্রন্থসমূহে হযরত ঈসা আ.-এর যেসব সুস্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে কোনো খৃস্টানের পক্ষে—'আল্লাহ যে মাত্র একজন এবং তিনি ছাড়া আর কোনো আল্লাহ নেই—একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তাওহীদ আসল ধর্ম—একথা স্বীকার করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মসীহ আ.-এর সত্তা সম্পর্কে আতিশয্য করার কারণে তারা ত্রিত্ববাদকেও মান্য করে এবং আজ পর্যন্ত তারা এর কোনো শেষ মীমাংসাই করতে পারেনি যে, এ দুই পরস্পর বিপরীত ধারণা ও বিশ্বাসের মধ্যে তারা কিভাবে সমন্বয় স্থাপন করবে।

১০২. এখানে খৃস্টানদের চতুর্থ 'বাড়াবাড়ি'র খণ্ডন করা হয়েছে। খৃস্টানদের বর্ণনা বিশেষত প্রথম তিনটি ইনজিল গ্রন্থে যা পাওয়া যায়—যদি সত্যও হয়ে থাকে, তবে তার থেকে এর চেয়ে বেশী কিছু প্রমাণিত হয় না যে, মসীহ আ. আল্লাহ ও বান্দাহর সম্পর্কের সাথে পিতা ও সন্তানের মধ্যেকার সম্পর্কের উপমা দিয়েছেন এবং আল্লাহ সম্পর্কে 'পিতা' শব্দটি তিনি নিছক গৌণ ও রূপক অর্থে ব্যবহার করতেন। এ শুধুমাত্র মসীহ আ.-এরই বৈশিষ্ট্য ছিল না। প্রাচীন যামানা থেকেই বনী ইসরাঈল আল্লাহর জন্য 'পিতা' শব্দটি ব্যবহার করে আসছিল। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে (Old Testament)-এর প্রচুর দৃষ্টান্ত বর্তমান আছে। মসীহ আ. এ শব্দটি নিজের জাতির প্রচলিত বাগধারা অনুযায়ীই ব্যবহার করেছিলেন এবং আল্লাহকে মাত্র নিজেরই নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির পিতা বলে তিনি বলতেন। কিন্তু খৃস্টানগণ এ ক্ষেত্রেও আতিশয্যের শিকার হয়েছে এবং ঈসা আ.-কে খোদার একমাত্র পুত্র বলে গণ্য করেছে।

﴿١٧٤﴾ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ○

১৭৪. হে লোকেরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে উজ্জ্বল প্রমাণপত্র এসে গেছে এবং আমি তোমাদের কাছে এমন আলোকরশ্মি পাঠিয়েছি যা তোমাদের সুস্পষ্টভাবে পথ দেখিয়ে দেবে।

﴿١٧٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ○

১৭৫. এখন যারা আল্লাহর কথা মেনে নেবে এবং তার আশ্রয় খুঁজবে তাদেরকে আল্লাহ নিজের রহমত, করুণা ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নেবেন এবং নিজের দিকে আসার সোজা পথ দেখিয়ে দেবেন।

﴿١٧٦﴾ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

১৭৬. লোকেরা তোমার কাছে পিতা-মাতাহীন নিসন্তান[১০৩] ব্যক্তির ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করছে। বলে দাও, আল্লাহ তোমাদের ফতোয়া দিচ্ছেন ঃ যদি কোনো ব্যক্তি নিসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার একটি বোন থাকে,[১০৪] তাহলে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। আর যদি বোন নিসন্তান অবস্থায় মারা যায় তাহলে ভাই হবে তার ওয়ারিস।[১০৫] দুই বোন যদি মৃতের ওয়ারিস হয়, তাহলে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশের হকদার হবে,[১০৬] আর যদি কয়েকজন ভাই ও বোন হয় তাহলে মেয়েদের একভাগ ও পুরুষদের দুইভাগ হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট বিধান বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বিভ্রান্ত না হও এবং আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে জানেন।

১০৩. 'কালালা'-এর অর্থ কি সে সম্বন্ধে মতভেদ বর্তমান। কারোর মতে 'কালালা' হলো সেই মৃত ব্যক্তি যিনি নিসন্তান এবং যার বাপ এবং দাদা কেউই জীবিত নেই। কারোর কারোর মতে নিসন্তান মৃত ব্যক্তিকেই মাত্র 'কালালা' বলা হয়। কিন্তু সাধারণ ফিকাহবিদগণ হযরত আবু বকর রা.-এর অভিমতকে মেনে নিয়ে প্রথম অর্থই গ্রহণ করেছেন। খোদ কুরআন শরীফ থেকেও এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা সেখানে 'কালালা'র ভগ্নীকে ত্যক্ত সম্পত্তির হকদার বলা হয়েছে। কিন্তু 'কালালা'র পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় ভগ্নী কোনো অংশই পেতে পারে না।

১০৪. এখানে সেই ভাই-বোনদের মীরাসের কথা বলা হচ্ছে যারা মৃত ব্যক্তির সাথে মা-বাপ উভয় দিক দিয়ে কিংবা শুধুমাত্র বাপের দিক দিয়ে সম্পর্কযুক্ত ছিল। হযরত আবু বকর রা. একবার তাঁর এক ভাষণে এ অর্থ ব্যক্ত করেছিলেন এবং সাহাবাদের মধ্যে কেউ এ সম্পর্কে দ্বিমত প্রকাশ করেননি। এ হিসাবে এ বিষয়ের অভিমত সর্বসম্মত।

১০৫. অর্থাৎ ভাই তার সমগ্র সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে, যদি নির্দিষ্ট অংশের অধিকারীর অপর কেউ বর্তমান না থাকে। আর যদি নির্দিষ্ট অংশের অধিকারীর অন্য কেউ বর্তমান থাকে, যেমন স্বামী, তবে তার অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সমগ্র ত্যক্ত সম্পদ ভাই পাবে।

১০৬. দুই এর অধিক সংখ্যক বোনের বেলায়ও এ একই হুকুম কার্যকরী হবে।

সূরা আল মায়েদা

৫

নামকরণ

এ সূরার ১৫ রুকূ'র هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ আয়াতে উল্লেখিত "মায়েদাহ" শব্দ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে। কুরআনের অধিকাংশ সূরার নামের মতো এ সূরার নামের সাথেও এর আলোচ্য বিষয়বস্তুর তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। নিছক অন্যান্য সূরা থেকে আলাদা হিসেবে চিহ্নিত করার জন্যই একে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হোদাইবিয়ার সন্ধির পর ৬ হিজরীর শেষের দিকে অথবা ৭ হিজরীর প্রথম দিকে এ সূরাটি নাযিল হয়। সূরায় আলোচ্য বিষয় থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় এবং হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনাও এর সত্যতা প্রমাণ করে। ষষ্ঠ হিজরীর যিলকাদ মাসের ঘটনা। চৌদ্দশ' মুসলমানকে সাথে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরাহ সম্পন্ন করার জন্য মক্কায় উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু কুরাইশ কাফেররা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে আরবের প্রাচীনতম ধর্মীয় ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁকে উমরাহ করতে দিল না। অনেক তর্ক-বিতর্ক ও বাদানুবাদের পর তারা এতটুকু মেনে নিল যে, আগামী বছর আপনারা আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার জন্য আসতে পারেন। এ সময় একদিকে মুসলমানদেরকে কাবাঘর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করার নিয়ম-কানুন বাতলে দেবার প্রয়োজন ছিল, যাতে পরবর্তী বছর পূর্ণ ইসলামী শান-শওকতের সাথে উমরাহর সফর করা যায় এবং অন্য দিকে তাদেরকে এ মর্মে ভালোভাবে তাকীদ করারও প্রয়োজন ছিল যে, কাফের শত্রু দল তাদের উমরাহ করতে না দিয়ে যে বাড়াবাড়ি করেছে তার জবাবে তারা নিজেরা অগ্রবর্তী হয়ে যেন আবার কাফেরদের ওপর কোনো অন্যায় বাড়াবাড়ি ও জুলুম না করে বসে। কারণ অনেক কাফের গোত্রকে হজ্জ সফরের জন্য মুসলিম অধিকারভুক্ত এলাকার মধ্য দিয়ে যাওয়া আসা করতে হতো। মুসলমানদেরকে যেভাবে কাবা যিয়ারত করতে দেয়া হয়নি সেভাবে তারাও এ ক্ষেত্রে জোরপূর্বক এসব কাফের গোত্রের কাবা যিয়ারতের পথ বন্ধ করে দিতে পারতো। এ সূরার শুরুতে ভূমিকাস্বরূপ যে ভাষণটির অবতারণা করা হয়েছে সেখানে এ প্রসংগই আলোচিত হয়েছে। সামনের দিকে তের রুকূ'তে আবার এ প্রসংগটি উত্থাপিত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, প্রথম রুকূ' থেকে নিয়ে চৌদ্দ রুকূ' পর্যন্ত একই ভাষণের ধারাবাহিকতা চলছে। এছাড়াও এ সূরার মধ্যে আর যে সমস্ত বিষয়বস্তু আমরা পাই তা সবই একই সময়কার বলে মনে হয়।

বর্ণনার ধারাবাহিকতা দেখে মনে হয় এ সমগ্র সূরাটি একটি মাত্র ভাষণের অন্তরভুক্ত এবং সম্ভবত এটি একই সাথে নাযিল হয়েছে। আবার এর কোনো কোনো আয়াত পরবর্তীকালে পৃথক পৃথকভাবে নাযিল হতেও পারে এবং বিষয়বস্তুর একাত্মতার কারণে সেগুলোকে এ সূরার বিভিন্ন স্থানে জায়গা মতো জুড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বর্ণনার ধারাবাহিকতার মধ্যে কোথাও সামান্যতম শূন্যতাও অনুভূত হয় না। ফলে একে দুটি বা তিনটি ভাষণের সমষ্টি মনে করার কোনো অবকাশ নেই।

নাযিলের উপলক্ষ

আলে ইমরান ও আন নিসা সূরা দু'টি যে যুগে নাযিল হয় সে যুগ থেকে এ সূরাটির নাযিলের যুগে পৌঁছতে পৌঁছতে বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে অনেক বড় রকমের পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। উহুদ যুদ্ধের বিপর্যয় যেখানে মদীনার নিকটতম পরিবেশও মুসলমানদের জন্য বিপদসংকুল করে তুলেছিল। সেখানে এখন সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আরবে ইসলাম এখন একটি অজেয় ও অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র একদিকে নজদ থেকে সিরিয়া সীমান্ত এবং অন্যদিকে লোহিত সাগর থেকে মক্কার নিকট এলাকা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। উহুদে মুসলমানরা যে আঘাত পেয়েছিল তা তাদের হিম্মত ও সাহসকে দমিত এবং মনোবলকে নিস্তেজ করার পরিবর্তে তাদের সংকল্প ও কর্মোন্মাদনার জন্য চাবুকের কাজ করেছিল। তারা আহত সিংহের মতো গর্জে ওঠে এবং মাত্র তিন বছরের মধ্যে সমগ্র পরিস্থিতি পাল্টে দেয়। তাদের ক্রমাগত প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও আত্মদানের ফলে মদীনার চারদিকে দেড়শ' দুশ' মাইলের মধ্যে সমস্ত বিরোধী গোত্রের শক্তির দর্প চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মদীনার ওপর সবসময় যে ইহুদী বিপদ শকুনির মতো ডানা বিস্তার করে রেখেছিল তার অশুভ পাঁয়তারার অবসান ঘটেছিল চিরকালের জন্য। আর হিজাযের অন্যান্য যেসব জায়গায় ইহুদী জনবসতি ছিল সেসব এলাকা মদীনার ইসলামী শাসনের অধীনে চলে গিয়েছিল। ইসলামের শক্তিকে দমন করার জন্য কুরাইশরা সর্বশেষ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল খন্দকের যুদ্ধে। এতেও তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। এরপর আরববাসীদের মনে এ ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহই রইলো না যে, ইসলামের এ আন্দোলনকে খতম করার সাধ্য দুনিয়ার

আর কোনো শক্তির নেই। ইসলাম এখন আর নিছক একটি আকীদা-বিশ্বাস ও আদর্শের পর্যায়ে সীমিত নয়। নিছক মন ও মস্তিষ্কের ওপরই তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং ইসলাম এখন একটি পরাক্রান্ত রাষ্ট্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং এ রাষ্ট্রের সীমানায় বসবাসকারী সমস্ত অধিবাসীর জীবনের ওপর তার কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত। এখন মুসলমানরা এতটা শক্তির অধিকারী যে, যে চিন্তা ও ভাবধারার ওপর তারা ঈমান এনেছিল সে অনুযায়ী স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলার এবং সে চিন্তা ও ভাবধারা ছাড়া অন্য কোনো আকীদা-বিশ্বাস, ভাবধারা, কর্মনীতি অথবা আইন-বিধানকে নিজেদের জীবন ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করতে না দেয়ার পূর্ণ ইখতিয়ার তারা লাভ করেছিল।

তাছাড়া এ কয়েক বছরের মধ্যে ইসলামী মূলনীতি ও দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী মুসলমানদের নিজস্ব একটি কৃষ্টি ও সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছিল। এ সংস্কৃতি জীবনের যাবতীয় বিস্তারিত বিষয়ে অন্যদের থেকে আলাদা একটি স্বতন্ত্র ভাবমূর্তির অধিকারী ছিল। নৈতিকতা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ, জীবন-যাপন প্রণালী, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে মুসলমানরা এখন অমুসলিমদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামী রাষ্ট্রের সমস্ত মুসলিম অধ্যুসিত জনপদে মসজিদ ও জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক জনবসতিতে ও প্রত্যেক গোত্রে একজন ইমাম নিযুক্ত রয়েছে। ইসলামের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন-কানুন অনেকটা বিস্তারিত আকারে প্রণীত হয়ে গেছে এবং মুসলমানদের নিজস্ব আদালতের মাধ্যমে সর্বত্র সেগুলো প্রবর্তিত হচ্ছে। লেনদেন ও কেনা-বেচা ব্যবসায় বাণিজ্যের পুরাতন রীতি ও নিয়ম রহিত করে নতুন সংশোধিত পদ্ধতির প্রচলন চলছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের স্বতন্ত্র বিধান তৈরি হয়ে গেছে। বিয়ে ও তালাকের আইন, শরয়ী পরদা ও অনুমতি নিয়ে অন্যের গৃহে প্রবেশের বিধান এবং যিনা ও মিথ্যা অপবাদের শাস্তি বিধান জারি হয়ে গেছে। এর ফলে মুসলমানদের সমাজ জীবন একটি বিশেষ ছাঁচে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। মুসলমানদের ওঠা-বসা, কথাবার্তা, পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং জীবন যাপন ও বসবাস করার পদ্ধতিও একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্টে সমুজ্জল হয়ে উঠেছে। এভাবে ইসলামী জীবন একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করার এবং মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও তামাদ্দুন গড়ে ওঠার পর, তারা যে আবার কোনো দিন অমুসলিম সমাজের সাথে মিলে একাত্ম হয়ে যেতে পারে। তেমনটি আশা করা তৎকালীন অমুসলিম বিশ্বের পক্ষে আর সম্ভবপর ছিল না।

হোদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হবার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের পথে একটি বড় প্রতিবন্ধক ছিল এই যে, কুরাইশ কাফেরদের সাথে তাদের ক্রমাগত যুদ্ধ, সংঘর্ষ ও সংঘাত লেগেই ছিল। নিজেদের ইসলামী দাওয়াতের সীমানা বৃদ্ধি ও এর পরিসর প্রশস্ত করার কোনো অবকাশই তারা পায়নি। হোদাইবিয়ার বাহ্যিক পরাজয় ও প্রকৃত বিজয় এ বাধা দূর করে দিয়েছিল। এর ফলে কেবল নিজেদের রাষ্ট্রীয় সীমায়ই তারা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে পায়নি বরং আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের দাওয়াত বিস্তৃত করার সুযোগ এবং অবকাশও লাভ করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজটিরই উদ্বোধন করলেন ইরান, রোম, মিসর ও আরবের বাদশাহ ও রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে পত্র লেখার মাধ্যমে। এ সাথে ইসলাম প্রচারকবৃন্দ মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান জানাবার জন্য বিভিন্ন গোত্র ও কওমের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লেন।

আলোচ্য বিষয়সমূহ

এ ছিল সূরা মায়েদাহ নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট। নিম্নলিখিত তিনটি বড় বড় বিষয় এ সূরাটির অন্তরভুক্ত—

এক ঃ মুসলমানদের ধর্মীয়, তামাদ্দুনিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আরো কিছু বিধি নির্দেশ। এ প্রসংগে হজ্জ সফরের রীতি-পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। ইসলামী নিদর্শনগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং কাবা যিয়ারতকারীদেরকে কোনো প্রকার বাধা না দেবার হুকুম দেয়া হয়। পানাহার দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে হালাল ও হারামের চূড়ান্ত সীমা প্রবর্তিত হয়। জাহেলী যুগের মনগড়া বাধা নিষেধগুলো উঠিয়ে দেয়া হয়। আহলে কিতাবদের সাথে পানাহার ও তাদের মেয়েদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়। অযু, গোসল ও তায়াম্মুম করার রীতি-পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। বিদ্রোহ ও অরাজকতা সৃষ্টি এবং চুরি-ডাকাতির শাস্তি প্রবর্তিত হয়। মদ ও জুয়াকে চূড়ান্তভাবে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়। কসম ভাঙার কাফ্‌ফারা নির্ধারিত হয়। সাক্ষ প্রদান আইনের আরো কয়েকটি ধারা প্রবর্তন করা হয়।

দুই ঃ মুসলমানদেরকে উপদেশ প্রদান। এখন মুসলমানরা একটি শাসক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে যাওয়ায় তাদের হাতে ছিল শাসন শক্তি। এর নেশায় বহু জাতি পথভ্রষ্ট হয়। মজলুমীর যুগের অবসান ঘটতে যাচ্ছিল এবং তার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন পরীক্ষার যুগে মুসলমানরা পদার্পণ করেছিল। তাই তাদেরকে সম্বোধন করে বারবার উপদেশ দেয়া হয়েছে ঃ ন্যায়, ইনসাফ ও ভারসাম্যের নীতি অবলম্বন করো। তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের মনোভাব ও নীতি পরিহার করো। আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর হুকুম ও আইন কানুন মেনে চলার যে অংগীকার তোমরা করেছো তার ওপর অবিচল থাকো। ইহুদী ও খৃস্টানদের মতো তার সীমালংঘন করে

তাদের মতো একই পরিণতির শিকার হয়ো না। নিজেদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালার জন্য আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করো। মুনাফিকী নীতি পরিহার করো।

তিন ঃ ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে উপদেশ প্রদান। এ সময় ইহুদীদের শক্তি খর্ব হয়ে গেছে। উত্তর আরবের প্রায় সমস্ত ইহুদী জনপদ মুসলমানদের পদানত। এ অবস্থায় তাদের অনুসৃত ভ্রান্ত নীতি সম্পর্কে তাদেরকে আর একবার সতর্ক করে দেয়া হয়। তাদেরকে সত্য-সঠিক পথে আসার দাওয়াত দেয়া হয়। এছাড়া যেহেতু হোদাইবিয়ার চুক্তির কারণে সমগ্র আরবে ও আশপাশের দেশগুলোয় ইসলামের দাওয়াত প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তাই খৃস্টানদেরকেও ব্যাপকভাবে সম্বোধন করে তাদের বিশ্বাসের ভ্রান্তিগুলো জানিয়ে দেয়া হয় এবং শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানানো হয়। যেসব প্রতিবেশী দেশে মূর্তিপূজারী ও অগ্নিউপাসক জাতির বসবাস ছিল সেসব দেশের অধিবাসীদেরকে সরাসরি সম্বোধন করা হয়নি। কারণ ইতিপূর্বে তাদের সমমনা আরবের মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে মক্কায় যে হেদায়াত নাযিল হয়েছিল তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল।

❐

① يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ○
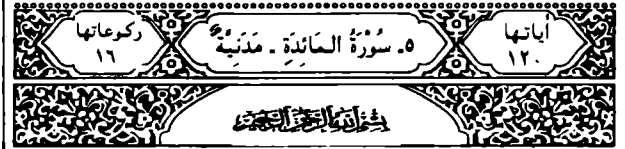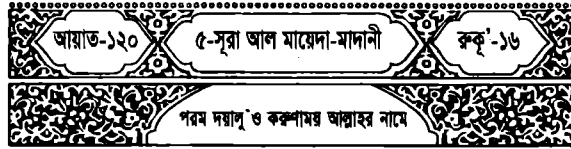
১. হে ঈমানদারগণ! বন্ধনগুলো পুরোপুরি মেনে চলো।[১] তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু জাতীয় সব পশুই হালাল করা হয়েছে[২] তবে সামনে যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের জানানো হবে সেগুলো ছাড়া। কিন্তু ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়ো না। নিসন্দেহে আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ করেন।

② يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

২. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য ও ভক্তির নিদর্শনগুলোর অমর্যাদা করো না।[৩] হারাম মাসগুলোর কোনোটিকে হালাল করে নিয়ো না। কুরবানীর পশুগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করো না। যেসব পশুর গলায় আল্লাহর জন্য উৎসর্গীত হবার আলামত স্বরূপ পট্টি বাঁধা থাকে তাদের ওপরও হস্তক্ষেপ করো না। আর যারা নিজেদের রবের অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টির সন্ধানে সম্মানিত গৃহের (কা'বা) দিকে যাচ্ছে তাদেরকেও উত্যক্ত করো না। হ্যাঁ, ইহরামের অবস্থা শেষ হয়ে গেলে অবশ্য তোমরা শিকার করতে পারো। আর দেখো, একটি দল তোমাদের জন্য মসজিদুল হারামের পথ বন্ধ করে দিয়েছে, এজন্য তোমাদের ক্রোধ যেন তোমাদেরকে এতখানি উত্তেজিত না করে যে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা অবৈধ বাড়াবাড়ি করতে শুরু কর।[৪] নেকী ও আল্লাহভীতির সমস্ত কাজে সবার সাথে সহযোগিতা করো এবং গোনাহ ও সীমালংঘনের কাজে কাউকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। তাঁর শাস্তি বড়ই কঠোর।

১. অর্থাৎ সেই সীমা ও নিয়মগুলো পালন করো যা তোমাদের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

২. 'আনআম' (গৃহপালিত চতুষ্পদ পশু) শব্দটি আরবী ভাষায় উট, গরু, ভেড়া ও ছাগলকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর 'বাহিমাত', শব্দটি সব রকমের বিচরণশীল চতুষ্পদ জন্তু সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। "গৃহপালিত ধরনের বিচরণশীল চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হলো—একথার অর্থ হচ্ছে ঃ সকল বিচরণশীল জন্তু যা গৃহপালিত প্রকৃতির তা সবই হালাল। অর্থাৎ যারা খোলস ছাড়ে না যা জান্তব খাদ্যের পরিবর্তে উদ্ভিদ খাদ্য গ্রহণ করে এবং অন্যান্য পাশব বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আরবের গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সাদৃশ্য রাখে। নবী স.-এর সেই নির্দেশে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যার দ্বারা তিনি হিংস্র পশু ও শিকারী পক্ষী এবং মৃত ভক্ষণকারী সবকিছুকে হারাম বলে গণ্য করেছেন।

৩. প্রতিটি জিনিস যা কোনো আদর্শ, বিশ্বাস, চিন্তাধারা, কর্মপদ্ধতি বা কোনো জীবনব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে তা তার 'শেআর' বা প্রতীক চিহ্ন নামে অভিহিত হবে। কেননা তা তার জন্য চিহ্ন বা নিদর্শনের কাজ করে। রাষ্ট্রীয় পতাকা, ফৌজ ও পুলিশ প্রভৃতির ইউনিফরম-নির্দিষ্ট পোশাক, মুদ্রা, নোট ও ষ্টাম্প সরকারসমূহের নিদর্শন বা প্রতীক চিহ্ন। গীর্জা, বলিদানের স্থান, ক্রুশ খৃষ্টান ধর্মের নিদর্শনসমূহ। টিকি, পৈতা ও মন্দির ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চিহ্ন। মাথার ঝুঁটি, হাতের বলয় ও কৃপাণ ইত্যাদি শিখ ধর্মের প্রতীক চিহ্নসমূহ। হাতুড়ি ও কাস্তে কমিউনিজমের নিদর্শন। এসব মত ও পথই নিজ নিজ অনুসারীদের কাছে নিজ নিজ নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবী রাখে। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মত-ব্যবস্থার কোনো একটি প্রতীক চিহ্নের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে তবে তার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, সে উক্ত ব্যবস্থার প্রতি শত্রুতা পোষণকারী এবং তার অসম্মান প্রদর্শন সেই শত্রুতা পোষণেরই লক্ষণ। আর যদি সেই অসম্মানকারী নিজে সেই ব্যবস্থার অনুসারীদের একজন হয় তবে তার এ কাজের অর্থ হবে—সে তার অনুসৃত ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে এবং এখন সে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। শাআয়ের-আল্লাহ বলতে সেই সমস্ত প্রতীক চিহ্ন ও নিদর্শনকে বুঝায় যা শেরেক, কুফর ও নাস্তিকতার প্রতিকূলে শুদ্ধ আল্লাহপরস্তির মত ও পথের প্রতিনিধিত্ব করে।

৩. তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে মৃতজীব, রক্ত, শূকরের গোশ্‌ত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে যবেহকৃত জীব এবং কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে, আহত হয়ে, ওপর থেকে পড়ে গিয়ে বা ধাক্কা খেয়ে মরা অথবা কোনো হিংস্র প্রাণী চিরে ফেলেছে এমন জীব, তোমরা জীবিত পেয়ে যাকে যবেহ করে দিয়েছো সেটি ছাড়া। আর যা কোনো বেদীমূলে[৫] যবেহ করা হয়েছে (তাও তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে) এ ছাড়াও শর নিক্ষেপের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের জন্য জায়েয নয়। এগুলো ফাসেকীর কাজ। আজ তোমাদের দীনের ব্যাপারে কাফেররা পুরোপুরি নিরাশ হয়ে পড়েছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো।[৬] আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি[৭] (কাজেই তোমাদের ওপর হালাল ও হারামের যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে তা মেনে চলো।) তবে যদি কোনো ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালায় বাধ্য হয়ে ঐগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি জিনিস খেয়ে নেয় গোনাহের প্রতি কোনো আকর্ষণ ছাড়াই, তাহলে নিসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল[৮] ও অনুগ্রহকারী।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

৪. কাফেররা সে সময়ে মুসলমানদের কাবা যিয়ারতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে তাদের হজ্জ করা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। এ কারণে মুসলমানদের মনে এ খেয়াল দেখা দিল যে, যে সমস্ত কাফের গোত্রের হজ্জ যাত্রাপথ মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলের কাছ দিয়ে গিয়েছে তাদের হজ্জ করতে যাওয়ায় আমরাও বাধা দেবো ও হজ্জের মৌসুমে তাদের কাফেলাসমূহের উপর আমরা আকস্মিক আক্রমণ শুরু করে দেবো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করে মুসলমানদেরকে এ খেয়াল থেকে বিরত করেন।

৫. মূলে 'নুসুব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ ঃ এমন সব স্থান যা গায়রুল্লাহর—আল্লাহ ছাড়া অন্যের নযর ও নিয়াতের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে সেখানে কোনো পাথর বা কাঠের মূর্তি থাকুক বা না থাকুক। আমাদের ভাষায় এর সমার্থবোধক শব্দ হচ্ছে 'আস্তানা' বা 'থান'—যা কোনো বিশেষ বুযুর্গ ব্যক্তি বা কোনো দেবতা বা বিশেষ কোনো মুশরিকানা বিশ্বাসের সাথে জড়িত। এরূপ কোনো আস্তানায় যবেহ করা পশুও হারাম।

৬. 'আজ' বলতে এখানে কোনো বিশেষ দিন বা তারিখ বুঝাচ্ছে না, বরং এর অর্থ সেই যুগ বা কাল যখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। আমাদের ভাষায়ও বর্তমান কালকে বুঝাতে 'আজ' শব্দ সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। "কাফেররা তোমাদের দীনের প্রতি সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে গিয়েছে"–অর্থাৎ তোমাদের দীন একটি স্থায়ী জীবন ব্যবস্থার রূপ লাভ করেছে ও তা নিজস্ব সার্বভৌম ক্ষমতায় কার্যকরী ও প্রতিষ্ঠিত আছে। কাফেররা এ দীনকে আর মিটাতে পারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গিয়েছে। তারা এ সম্পর্কেও নিরাশ হয়েছে যে তারা তোমাদেরকে আর পূর্বতন জাহেলিয়াতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না বরং আমার ভয় কর। অর্থাৎ এ দীনের নির্দেশ ও এর আইন-উপদেশ অনুযায়ী কাজ করার ব্যাপারে এখন কোনো কাফেরী শক্তির প্রভুত্ব, আধিপত্য, বলপ্রয়োগ ও প্রতিবন্ধকতার বিপদ সম্ভাবনা আর নেই। এখন তোমাদের আল্লাহর প্রতি এ ভয় রাখা উচিত যে—আল্লাহর হুকুম-আহকামের পালনে এখন যদি তোমরা কোনো অবহেলা করো তবে তোমাদের কাছে তেমন কোনো ওযর থাকবে না যার ভিত্তিতে তোমাদের প্রতি কোনো নরম ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭. দীনকে সম্পূর্ণ করে দেয়ার অর্থ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্থায়ী চিন্তা ও কর্ম ব্যবস্থা এবং এমন এক পরিপূর্ণ সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা রূপে স্থাপিত করা যাতে জীবনের যাবতীয় প্রশ্নের জবাব, সমস্যার সমাধান নীতিগতভাবে যা বিস্তারিত খুঁটিনাটিসহ বিদ্যমান পাওয়া যাবে এবং পথনির্দেশ ও আদেশ উপদেশ লাভ করার জন্য কোনো অবস্থাতেই এর বাইরে হাত বাড়াবার কোনো আবশ্যকতা দেখা দিবে না। "নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দেয়ার" অর্থ ঃ হেদায়াত বা জীবন পথের ব্যবস্থা দানের কাজ সম্পূর্ণ করা এবং "ইসলামকে একটি দীন হিসাবে কবুল করে নেয়ার" অর্থ ঃ তোমরা আমার

④ يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ۗ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۫ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

৪. লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে, তাদের জন্য কি হালাল করা হয়েছে ?[৯] বলে দাও, তোমাদের জন্য সমস্ত পাক-পবিত্র জিনিস হালাল করা হয়েছে। আর যেসব শিকারী প্রাণীকে তোমরা শিক্ষিত করে তুলেছো, যাদেরকে আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমরা শিকার করা শিখিয়েছো, তারা তোমাদের জন্য যেসব প্রাণী ধরে রাখে, তাও তোমরা খেতে পারো।[১০] তবে তার ওপর আল্লাহর নাম নিতে হবে।[১১] আর আল্লাহর আইন ভাঙার ব্যাপারে সাবধান! অবশ্যই হিসেব নিতে আল্লাহর মোটেই দেরী হয় না।

⑤ اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۭ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۠ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۡ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۡ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৫. আজ তোমাদের সমস্ত পাক-পবিত্র বস্তু হালাল করে দেয়া হয়েছে। আহলি কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য[১২] হালাল। আর সংরক্ষিত মেয়েরা তোমাদের জন্য হালাল, তারা ঈমানদারদের দল থেকে হোক বা এমন জাতিদের মধ্য থেকে হোক, যাদেরকে তোমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছিল।[১৩] তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তোমরা তাদের মোহরানা আদায় করে দিয়ে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে তাদের রক্ষক হবে। তোমরা অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হতে পারবে না অথবা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করতেও পারবে না। আর যে ব্যক্তি ঈমানের পথে চলতে অস্বীকার করবে, তার জীবনের সকল সৎকার্যক্রম নষ্ট হয়ে যাবে এবং আখেরাতে সে হবে নিঃস্ব ও দেউলিয়া।

আনুগত্য ও দাসত্ব করা র যে স্বীকৃতি দিয়েছিলে, যেহেতু তোমরা তোমাদের চেষ্টা ও কর্ম সাধনা দ্বারা তা খাঁটি আন্তরিক ও অকপট স্বীকৃতি বলে প্রমাণিত করেছ, সেজন্য আমি তাকে আমার মঞ্জুরী ও কবুলিয়াতের মর্যাদা দান করেছি। এখন তোমাদের আমি কার্যত এমন অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছি যে, আমার ছাড়া অপর কারোর দাসত্ব ও আনুগত্যের শৃঙ্খলে তোমাদের গলা আর আবদ্ধ নেই। তোমরা আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে যেরূপ মুসলিম হয়েছ, সেইভাবে বাস্তব জীবনেও আমার ছাড়া কার্যত অন্য কারোর অনুগত থাকার অনুকূলে কোনো বাধ্যবাধকতা করাও এখন আর তোমাদের পক্ষে উচিত নয়।

৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন ঃ সূরা আল বাকারা টীকা নং ৫২।

৯. প্রশ্নকারীদের বাসনা এই যে—তাদেরকে সমস্ত হালাল জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ জানানো হোক, যেন তারা সেগুলো ছাড়া প্রত্যেক জিনিসকে হারাম গণ্য করতে পারে। কিন্তু উত্তরে কুরআন হারাম জিনিসের বিবরণ দান করে সাধারণভাবে এ নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দিল যে, সমস্ত পবিত্র বস্তুই হালাল। এভাবে প্রাচীন ধর্মীয় ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হলো। প্রাচীন ধর্ম ধারণা এই ছিল যে—সবকিছু হারাম, মাত্র সেই জিনিসগুলো ছাড়া যেগুলোকে হালাল বলে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এর প্রতিকূলে কুরআন এ নীতি স্থির করে দিল যে, যেগুলো হারাম বলে নির্দিষ্ট করা হয় তাছাড়া সবকিছুই হালাল। হালালের জন্য পাক ও পবিত্র হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য কোনো নাপাক ও অপবিত্র জিনিসকে যেন হালাল করার চেষ্টা না করা হয়। এখন প্রশ্ন উঠে, কোনো জিনিসের পাক-পবিত্র হওয়া কেমন করে নির্ণয় করা হবে ? তার উত্তর হচ্ছেঃ শরীয়াতের কোনো নীতির ভিত্তিতে যে বস্তুকে নাপাক স্থির করা হবে বা সুস্থ রুচিবোধ যেসব জিনিসের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে অথবা সুসভ্য শালীনতাবোধ সম্পন্ন মানুষ যেসব জিনিসকে সাধারণত নিজের স্বাভাবিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অনুভূতির বিপরীত বোধ করবে যেগুলো ছাড়া সবকিছু পাক-পবিত্র বলে মনে করতে হবে।

১০. 'শিকারী জন্তু' বলতে বুঝায় ঃ কুকুর, চিতাবাঘ, বাজ, শিকরা আর যেসব পাখী ও জন্তুর দ্বারা মানুষ শিকার করার কাজ করে থাকে তা সবই। শিক্ষা দেয়া জন্তুর বিশেষত্ব এই যে, তারা যাকিছু শিকার করে সাধারণ হিংস্র জন্তুর মত—তারা তা দীর্ণ করে ভক্ষণ করে না ; বরং নিজ মালিকের জন্য তা ধরে রাখে। এ কারণে সাধারণ হিংস্র জন্তুর দীর্ণ করা জন্তু খাওয়া হারাম, কিন্তু শিক্ষিত শিকারী জন্তুর শিকার হালাল।

১১. অর্থাৎ শিকারী জন্তুকে শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে ছাড়ো। আলোচ্য আয়াত থেকে যে মাসআলাটি জানা গেল যে, শিকারী জন্তুকে শিকারের উদ্দেশ্যে পাঠাবার সময় আল্লাহর নাম নেয়া জরুরী। এরপর শিকার যদি জীবন্ত অবস্থায় হস্তগত হয় তবে পুনরায় তাকে

রুকূ' ঃ ২

⑥ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا
وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ
وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۭ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۭ
وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۗءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ
الْغَاۗىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۗءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۗءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۭ مَا يُرِيْدُ
اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

৬. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য তৈরী হও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত দুটি কনুই পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো, মাথার ওপর হাত বুলাও এবং পা দুটি গেরো পর্যন্ত ধুয়ে[১৪] ফেলো। যদি তোমরা 'জানাবাত' অবস্থায় থাকো, তাহলে গোসল করে পাক সাফ হয়ে যাও। যদি তোমরা রোগগ্রস্ত হও বা সফরে থাকো অথবা তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করে আসে বা তোমরা নারীদেরকে স্পর্শ করে থাকো এবং পানি না পাও, তাহলে পাক-পবিত্র মাটি দিয়ে কাজ সেরে নাও। তার ওপর হাত রেখে নিজের চেহারা ও হাতের ওপর মাসেহ করে নাও।[১৫] আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না কিন্তু তিনি চান তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে এবং তাঁর নিয়ামত তোমাদের ওপর সম্পূর্ণ করে দিতে, হয়তো তোমরা শোকরগুযার হবে।

⑦ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ
اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ
الصُّدُوْرِ ۝

৭. আল্লাহ তোমাদের যে নিয়ামত দান করেছেন তার কথা মনে রাখো এবং তিনি তোমাদের কাছ থেকে যে পাকা-পোক্ত অংগীকার নিয়েছেন তা ভুলে যেয়ো না। অর্থাৎ তোমাদের একথা—"আমরা শুনেছি ও আনুগত্য করেছি।" আর আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ মনের কথা জানেন।

যবেহ করা চাই, আর যদি জীবন্ত না পাওয়া যায় তবে তা যবেহ ছাড়াই হালাল হবে ; কেননা শুরুতেই শিকারী জন্তু ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে। তীর দিয়ে শিকার করার হুকুম এবং বিধিও অনুরূপ।

১২. আহলে কিতাবের খাদ্যে তাদের যবেহ করা জন্তুও শামিল রয়েছে। আমাদের জন্য তাদের ও তাদের জন্য আমাদের খাদ্য হালাল হওয়ার অর্থ এই যে, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তাদের ও আমাদের মধ্যে কোনো বাধা-নিষেধ ও কোনো প্রকার ছুতমার্গের ব্যাপার নেই। আমরা তাদের সাথে খেতে পারি ও তারা আমাদের সাথে খেতে পারে। কিন্তু এ সাধারণ অনুমতি দেয়ার পূর্বে এ বাক্যাংশের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে যে, "তোমাদের জন্য পাক-পবিত্র জিনিস হালাল করে দেয়া হয়েছে।এর থেকে জানা গেল আহলে কিতাবগণ যদি পবিত্রতা ও 'পাকি' সম্পর্কীয় সেই সকল নিয়ম-কানুন পালন না করে যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে আবশ্যকীয় কিংবা তাদের খাদ্যে যদি হারাম জিনিস শামিল থাকে, তবে তা গ্রহণ করা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ, যদি তারা আল্লাহর নাম না নিয়ে কোনো জন্তু যবেহ করে বা তার উপর আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারোর নাম নেয় তবে তা খাওয়া আমাদের জন্য বৈধ হবে না।

১৩. এখানে ইয়াহুদ ও নাসারা অর্থাৎ খৃষ্টানদের কথা বলা হয়েছে। কেবল তাদের মেয়েদের বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সেই সাথে এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, তাদের 'মুহসিনা' অর্থাৎ সুরক্ষিতা নারী হতে হবে অর্থাৎ তারা আওওয়ারা (অবাধ-উচ্ছৃঙ্খল) হবে না। এবং পরবর্তী বাক্যাংশে এ সতর্কবাণীও উচ্চারণ করা হয়েছে যে, ইহুদী বা খৃষ্টানী বিবির খাতিরে যেন 'ঈমান' না নষ্ট করে ফেলা হয়।

১৪. নবী করীম স. এ নির্দেশের যে ব্যাখ্যা দান করেছেন তার থেকে জানা যায় যে, মুখমণ্ডল ধৌত করার মধ্যে কুলি করা ও নাক পরিচ্ছন্ন করাও শামিল আছে। তা না করলে মুখমণ্ডল ধৌত করা সম্পূর্ণ হয় না। কান যেহেতু মাথারই একটি অংশ সে জন্য মাথা মাসেহ করার মধ্যে কানের বাহির ও ভেতর দিক মাসেহ করাও শামিল আছে। অযু শুরু করার পূর্বে হাত দুটি ধৌত করাও আবশ্যক, কেননা যে হাত দ্বারা লোক অযু সম্পন্ন করে সেই হাত প্রথমে পাক করে নেয়া দরকার।

১৫. সূরা আন নিসার ৪১ ও ৪৩নং টীকা দ্রষ্টব্য।

٨ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

৮. হে ঈমানদারগণ! সত্যের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত ও ইনসাফের সাক্ষদাতা হয়ে যাও। কোনো দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এমন উত্তেজিত না করে দেয় যার ফলে তোমরা ইনসাফ থেকে সরে যাও। ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত করো। এটি আল্লাহভীতির সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত আছেন।

٩ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ○

৯. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দেয়া হবে এবং তারা বিরাট প্রতিদান লাভ করবে।

١٠ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○

১০. আর যারা কুফরী করবে এবং আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

١١ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

১১. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যা তিনি (এ সাম্প্রতিককালে) তোমাদের প্রতি করেছেন, যখন একটি দল তোমাদের ক্ষতি করার চক্রান্ত করেছিল কিন্তু আল্লাহ তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন।[১৬] আল্লাহকে ভয়করে কাজকরতে থাকো। ঈমানদারদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।

রুকূ' ঃ ৩

١٢ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ○

১২. আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে বারোজন 'নকীব'[১৭] নিযুক্ত করেছিলেন। আর তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ "আমি তোমাদের সাথে আছি। যদি তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও, আমার রসূলদেরকে মানো ও তাদেরকে সাহায্য করো এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে থাকো, তাহলে নিশ্চিত বিশ্বাস করো আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপগুলো মোচন করে দেবো এবং তোমাদের এমন সব বাগানের মধ্যে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে। কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কুফরী নীতি অবলম্বন করবে, সে আসলে 'সাওয়া-উস-সাবীল' তথা সরল সঠিক[১৮] পথ হারিয়ে ফেলেছে।

১৬. এখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণিত একটি ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। ইহুদীদের একটি দল নবী করীম স. ও তাঁর বিশেষ বিশেষ সাহাবীদের এক ভোজনের আমন্ত্রণ করেছিল এবং গুপ্তভাবে এ ষড়যন্ত্র করেছিল যে, আকস্মিকভাবে তাদেরকে আক্রমণ করে ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু যথাসময়ে আল্লাহর অনুগ্রহে এ ষড়যন্ত্রের কথা রসূলে করীম স. জানতে পেরে নিমন্ত্রণে উপস্থিত হননি।

১৭. 'নকীব'-এর অর্থ পর্যবেক্ষক ও অনুসন্ধানকারী। বনী ইসরাঈলের বারোটি গোত্র ছিল, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রত্যেকটি গোত্রের এক একজন নকীব সেই গোত্রের লোকদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন সে সংশ্লিষ্ট গোত্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে ও তাদেরকে 'বে-দীন' ও অসচ্চরিত্রতা থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করতে থাকে।

﴿١٣﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

১৩. তারপর তাদের নিজেদের অংগীকার ভংগের কারণেই আমি তাদেরকে নিজের রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি। এখন তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা শব্দের হেরফের করে কথাকে একদিক থেকে আর একদিকে নিয়ে যায়, যে শিক্ষা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তার বড় অংশ তারা ভুলে গেছে এবং প্রায় প্রতিদিনই তাদের কোনো না কোনো বিশ্বাসঘাতকতার খবর তুমি লাভ করে থাকো, তাদের অতি অল্প সংখ্যক লোকই এ দোষমুক্ত আছে (কাজেই তারা যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তখন তাদের যে কোনো কুকর্ম মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়।) তাই তাদেরকে মাফ করে দাও এবং তাদের কাজকর্মকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো। আল্লাহ তাদেরকে পসন্দ করেন যারা সৎকর্মশীলতা ও পরোপকারের নীতি অবলম্বন করে।

﴿١٤﴾ وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۠ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○

১৪. এভাবে যারা বলেছিল আমরা "নাসারা" তাদের থেকেও আমি পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের স্মৃতিপটে যে শিক্ষা সংবদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল তারও বড় অংশ তারা ভুলে গেছে। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিয়েছি। আর এমন এক সময় অবশ্যই আসবে যখন আল্লাহ তাদের জানিয়ে দেবেন তারা দুনিয়ায় কি করতো।

﴿١٥﴾ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ○

১৫. হে আহলি কিতাব! আমার রসূল তোমাদের কাছে এসে গেছে। সে আল্লাহর কিতাবের এমন অনেক কথা তোমাদের কাছে প্রকাশ করছে যেগুলো তোমরা গোপন করে রাখতে এবং অনেক ব্যাপার ক্ষমার চোখেও দেখছে।[১৯] তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে গেছে এক জ্যোতি এবং এমন একখানি সত্য দিশারী কিতাব।

﴿١٦﴾ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

১৬. যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর সন্তোষকামী লোকদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথপ্রদর্শন করেন এবং নিজ ইচ্ছাক্রমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের দিকে নিয়ে আসেন এবং সরল-সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন।

১৮. 'সাওয়া-আস-সবীল'-এর অর্থ ঃ গন্তব্যে পৌঁছাবার জন্য যথারীতিভাবে নির্মিত রাজপথ। তা হারিয়ে ফেলার অর্থ ঃ সে রাজপথ হারিয়ে মানুষের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পায়ে মাড়ানো পথে বিভ্রান্ত হয়ে চলা।

১৯. অর্থাৎ তোমাদের সেইসব চুরি ও খেয়ানত, যেগুলো প্রকাশ করে দেয়া সত্য দীন কায়েম করার জন্য অপরিহার্য সেগুলো প্রকাশ করে দেন ও যেগুলো প্রকাশ করার কোনো যথার্থ আবশ্যকতা দেখা দেয় না সেগুলো ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না, তার জন্য পাকড়াও করেন না।

١٧ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

১৭. যারা বলে, "মারয়াম পুত্র মসীহই আল্লাহ" তারা অবশ্যই কুফরী করেছে। হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, আল্লাহ যদি মারয়াম পুত্র মসীহকে, তার মাকে ও সারা দুনিয়াবাসীকে ধ্বংস করতে চান, তাহলে তাঁকে তাঁর এ সংকল্প থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা কার আছে ? আল্লাহ তো আকাশসমূহের এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন।[২০] তাঁর শক্তি সবকিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত।

١٨ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ○

১৮. ইহুদী ও খৃস্টানরা বলে, "আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়পাত্র।" তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তাহলে তোমাদের গোনাহের জন্য তিনি তোমাদের শাস্তি দেন কেন ? আসলে তোমরাও ঠিক তেমনি মানুষ যেমন আল্লাহ অন্যান্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি যাকে চান মাফ করে দেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন। পৃথিবী ও আকাশসমূহ এবং এ দুয়ের মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টি আল্লাহর মালিকানাধীন এবং তাঁরই দিকে সবাইকে যেতে হবে।

١٩ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

১৯. হে আহ্‌লি কিতাব! আমার এ রসূল এমন এক সময় তোমাদের কাছে এসেছেন এবং তোমাদেরকে দীনের সুস্পষ্ট শিক্ষা দিচ্ছেন যখন দীর্ঘকাল থেকে রসূলদের আগমনের সিলসিলা বন্ধ ছিল, তোমরা যেন একথা বলতে না পারো, "আমাদের কাছে তো সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী আসেনি।" বেশ, এই দেখো, এখন সেই সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী এসে গেছেন এবং আল্লাহ সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।[২১]

রুকূ' ঃ ৪

٢٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ○

২০. স্মরণ করো যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিল, "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা আল্লাহর সেই নিয়ামতের কথা মনে করো, যা তিনি তোমাদের দান করেছিলেন। তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবীর জন্ম দিয়েছেন, তোমাদেরকে শাসকে পরিণত করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন সব জিনিস দিয়েছেন, যা দুনিয়ায় আর কাউকে দেননি।

٢١ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ○

২১. হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! সেই পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন।[২২] পিছনে হটো না। পিছনে হটলে তোমরা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২০. অর্থাৎ মসীহ আ. কেবলমাত্র বিনা বাপে পয়দা হওয়ার কারণে তোমরা তাকে খোদা বানিয়ে নিয়েছ, কিন্তু আল্লাহ তাআলা যাকে যেভাবে ইচ্ছা করেন সেইভাবে পয়দা করেন। আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাহকে অসাধারণভাবে পয়দা করলেই সে খোদা হয়ে যায় না।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ○ (٢٢)

২২. তারা জবাব দিল, "হে মূসা! সেখানে একটা অতীব দুর্ধর্ষ জাতি বাস করে। তারা সেখান থেকে বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা কখনই সেখানে যাবো না। হ্যাঁ, যদি তারা বের হয়ে যায় তাহলে আমরা সেখানে প্রবেশ করতে প্রস্তুত আছি।"

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ (٢٣)

২৩. ঐ ভীরু লোকদের মধ্যে দু'জন এমন লোকও ছিল যাদের প্রতি আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন।[২৩] তারা বললো, "এ শক্তিশালী লোকদের মোকাবিলা করে দরজার মধ্যে ঢুকে পড়ো। ভেতরে প্রবেশ করলে তোমরাই জয়ী হবে। আর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহর ওপর নির্ভর করো।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ○ (٢٤)

২৪. কিন্তু তারা আবার সেই একই কথা বললো ঃ "হে মূসা! যতক্ষণ তারা সেখানে অবস্থান করবে ততক্ষণ আমরা কোনোক্রমেই সেখানে যাবো না। কাজেই তুমি ও তোমার রব, তোমরা দু'জনে সেখানে যাও এবং লড়াই করো, আমরা তো এখানে বসেই রইলাম।"

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○ (٢٥)

২৫. একথায় মূসা বললো, "হে আমার রব! আমার ও আমার ভাই ছাড়া আর কারোর ওপর আমার কোনো ইখতিয়ার নেই। কাজেই তুমি এ নাফরমান লোকদের থেকে আমাকে আলাদা করে দাও।"

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۗ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○ (٢٦)

২৬. আল্লাহ জবাব দিলেনঃ "ঠিক আছে, তাহলে ঐ দেশটি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য হারাম। তারা পৃথিবীতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবে, এ নাফরমানদের প্রতি কখনো সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করো না।[২৪]

রুকূ' ঃ ৫

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ۗ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ○ (٢٧)

২৭. আর তাদেরকে আদমের দু' ছেলের সঠিক কাহিনীও শুনিয়ে দাও। তারা দু'জন কুরবানী করলে তাদের একজনের কুরবানী কবুল করা হলো, অন্য জনেরটা কবুল করা হলো না। সে বললো, আমি তোমাকে মেরে ফেলবো। সে জবাব দিল, "আল্লাহ তো মুত্তাকীদের নযরানা কবুল করে থাকেন।

---

২১. অর্থাৎ যদি তোমরা এ সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীর কথা না মানো তবে মনে রেখো—আল্লাহ তাআলা সর্বক্ষম ও সর্বশক্তিমান। তিনি বিনা বাধায় যে কোনো শাস্তি ইচ্ছা করেন তোমাদের দান করতে পারেন।

২২. এখানে 'ফিলিস্তিনের' সরযমীনকে বুঝানো হচ্ছে। সে সময় ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা কঠিন মুশরিক ও বদকার ছিল। বনী ইসরাঈল মিশর থেকে বহির্গত হয়ে এলে আল্লাহ তাআলা এ ভূখণ্ড তাদের জন্য নির্দিষ্ট করেন ও তাদেরকে এ ভূখণ্ড জয় করার জন্য নির্দেশ দান করেন।

২৩. এ দুই বুযুর্গের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত ইউশা-বিন-নুন। হযরত মূসা আ.-এর পর তিনি তাঁর খলিফা হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত কালেব। ইনি হযরত 'ইউশা'র দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। চল্লিশ বছর যাবত বিভ্রান্ত হয়ে ভ্রমণ করার পর যখন বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে তখন হযরত মূসা আ.-এর সাথীদের মধ্যে মাত্র এ দুই বুযুর্গ জীবিত ছিলেন।

٢٨ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ○

২৮. তুমি আমাকে মেরে ফেলার জন্য হাত উঠালেও আমি তোমাকে মেরে ফেলার জন্য হাত উঠাবো না।[২৫] আমি বিশ্বজাহানের রব আল্লাহকে ভয় করি।

٢٩ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ○

২৯. অমি চাই, আমার ও তোমার পাপের ভার তুমি একাই বহন করো এবং তুমি জাহান্নামী হয়ে যাও। যালেমদের যুলুমের এটিই সঠিক প্রতিফল।

٣٠ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

৩০. অবশেষে তার প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনা তার ভাইকে মেরে ফেলা তার জন্য সহজ করে দিল এবং তাকে মেরে ফেলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তরভুক্ত হয়ে গেলো।

٣١ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ○

৩১. তারপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন। সে মাটি খুঁড়তে লাগলো, যাতে তাকে দেখিয়ে দেয় তার ভাইয়ের লাশ কিভাবে লুকিয়ে ফেলবে। এ দৃশ্য দেখে সে বললো, হায় আফসোস! অমি এ কাকটির মতোও হতে পারলাম না যাতে নিজের ভাইয়ের লাশটিও লুকাতে পারি। এরপর নিজের কৃতকর্মের জন্য সে খুবই অনুতপ্ত হলো।[২৬]

٣٢ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ○

৩২. এ কারণেই বনী ইসরাঈলের জন্য আমি এ ফরমান লিখে দিয়েছিলাম, "নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলো সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করলো সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করলো। কিন্তু তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমার রসূলগণ একের পর এক সুস্পষ্ট হেদায়াত নিয়ে তাদের কাছে এলো, তারপরও তাদের বিপুল সংখ্যক লোক পৃথিবীতে সীমালংঘনকারীই থেকে গেলো।

٣٣ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

৩৩. যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়,[২৭] তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলিবিদ্ধ করা হবে বা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে। অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় তাদের জন্য এ অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত রয়েছে আর আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্য এর চাইতেও বড় শাস্তি।

২৪. এখানে এ ঘটনার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বনী ইসরাঈলদেরকে জানিয়ে দেয়া যে, মূসা আ.-এর যমানায় নাফরমানি, বিচ্যুতি ও ভীরুতা প্রদর্শন করার ফলে তোমরা যে শাস্তি লাভ করেছিলে তার থেকে অনেক বেশী শাস্তি তোমরা পাবে যদি তোমরা হযরত মুহাম্মদ স.-এর প্রতি বিদ্রোহমূলক আচরণ করো।

২৫. এর অর্থ এই নয় যে, তুমি আমাকে হত্যা করতে এলে আমি আমার হাত পা বন্ধ করে নিহত হবার জন্য বসে পড়ে নিজেকে তোমার হাতে সমর্পণ করবো। বরং এর অর্থ হচ্ছে ঃ তুমি আমার হত্যার চেষ্টা ও আয়োজনে লিপ্ত হলেও আমি তোমার হত্যার চেষ্টা ও আয়োজনে লিপ্ত হবো না।

﴿٣٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৩৪. তবে যারা তোমাদের হাতে ধরা পড়ার আগেই তাওবা করে তাদের জন্য নয়। তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।[২৮]

রুকূ' ঃ ৬

﴿٣٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

৩৫. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর দরবারে নৈকট্যলাভের উপায় অনুসন্ধান করো[২৯] এবং তাঁর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনা করো, সম্ভবত তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

﴿٣٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

৩৬. ভালভাবে জেনে নাও, যারা কুফরীর নীতি অবলম্বন করেছে সারা দুনিয়ার ধন-দৌলত যদি তাদের অধিকারে থাকে এবং এর সাথে আরো সমপরিমাণও যুক্ত হয়। আর তারা যদি কিয়ামতের দিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য সেগুলো মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চায়, তাহলেও তাদের কাছ থেকে তা গৃহীত হবে না। তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবেই।

﴿٣٧﴾ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

৩৭. তারা জাহান্নামের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে। কিন্তু তা তারা পারবে না। তাদেরকে স্থায়ী শাস্তি দেয়া হবে।

﴿٣٨﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

৩৮. চোর—পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, উভয়ের হাত কেটে দাও।[৩০] এটা তাদের কর্মফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আল্লাহর শক্তি সবার ওপর বিজয়ী এবং তিনি জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।

২৬. এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য—ইয়াহুদীগণ নবী করীম (স) ও তাঁর মহাসম্মানিত সাহাবীদেরকে হত্যা করার জন্য যে ষড়যন্ত্র করেছিল সেজন্য তাদের ভর্ৎসনা করা। উভয় ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। ইহুদীরা হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে নবী করীম স.-কে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং আদম আ.-এর এক পুত্রও হিংসার বশবর্তী হয়েই নিজ ভাইকে হত্যা করেছিল।

২৭. এখানে 'যমীন'-এর অর্থ সেই দেশ বা সেই এলাকা যেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ ও রসূলের সাথে যুদ্ধ করার অর্থ ইসলামী শাসন দেশে যে সৎ রাষ্ট্র ও জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। ইসলামী ফিকাহবিদদের অভিমতে-এর দ্বারা সেইসব লোকদের বুঝানো হচ্ছে যারা অস্ত্র সজ্জিত ও দলবদ্ধ হয়ে খুন-ডাকাতি ও ধ্বংস বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

২৮. অর্থাৎ যদি তারা বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে থাকে এবং সৎ সমাজ ও জীবনব্যবস্থাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বা উৎখাত করার চেষ্টা ত্যাগ করে থাকে এবং তাদের পরবর্তী কার্যধারা প্রমাণ করে যে তারা শান্তিপ্রিয় আইনানুগ ও সদ্ব্যবহারকারী মানুষ হয়েছে তবে এরপর যদি তাদের পূর্ব অপরাধের খোঁজও পাওয়া যায় তবে উপরে বর্ণিত কোনো একটি দণ্ডও তাদের দেয়া হবে না। অবশ্য মানুষের কোনো অধিকার হরণ করে থাকলে তার দায়িত্ব থেকে তারা নিষ্কৃতি পাবে না। যথা ঃ কোনো ব্যক্তিকে যদি তারা হত্যা করে থাকে, কারোর ধন-সম্পদ হরণ করে থাকে, কিংবা মানুষের জান-মালের বিরুদ্ধে যদি অন্য কোনো অপরাধ করে থাকে তাহলে সে অপরাধের বিচারের জন্য তাদের বিরুদ্ধে এ ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হবে। কিন্তু বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ' করার কারণে কোনো মকদ্দমা দায়ের করা হবে না।

২৯. অর্থাৎ সেরূপ প্রতিটি উপায়, মাধ্যম ও পন্থার সন্ধান কর যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর নৈকট্য ও তাঁর সন্তোষ লাভে সক্ষম হও।

৩০. উভয় হাত নয়, বরং একটি হাত। প্রথম চুরির অপরাধে ডান হাত কাটা হবে। 'চুরি' অর্থ অন্যের মাল তার সংরক্ষণ থেকে বের করে নিয়ে নিজের কব্জায় আনা। একটি ঢালের মূল্য থেকে কম মূল্যের জিনিস চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে না। বিশ্বস্ত বর্ণনা মতে নবী করীম স.-এর পুণ্য যুগে একটি ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম। সেকালে দিরহামে তিন মাশা ১ ১/৫ রতি রৌপ্য থাকতো। অনেক জিনিস এমন আছে যার চুরিতে হাত কাটার দণ্ড দেয়া যাবেনা। যথা—ফল, তরকারী চুরি, খাবার জিনিস চুরি, সামান্য ও তুচ্ছ জিনিস চুরি, পাখি চুরি, বায়তুলমাল হতে চুরি। এসব চুরিতে হাত না কাটা যাওয়ার অর্থ এ নয় যে, এসব চুরি একেবারে মাফ।

৩৯. তবে যে ব্যক্তি যুলুম করার পর তাওবা করবে এবং নিজের সংশোধন করে নেবে, আল্লাহর অনুগ্রহের দৃষ্টি আবার তার দিকে ফিরে আসবে।[৩১] আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

৪০. তুমি কি জানো না, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ রাজ্যের মালিক? তিনি যাকে চান শাস্তি দেন এবং যাকে চান ক্ষমা করে দেন, তিনি সব জিনিসের ওপর ইখতিয়ার রাখেন।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

৪১. হে রাসূল! কুফরীর পথে যারা দ্রুত পদচারণার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে তারা যেন তোমার মর্মপীড়ার কারণ না হয়, যদিও তারা এমন সব লোকের অন্তরভুক্ত হয় যারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান আনেনি অথবা তারা এমন সব লোকের অন্তরভুক্ত হয় যারা ইহুদী হয়ে গেছে, যাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তারা মিথ্যা ভাষণ শোনার জন্য কান পেতে বসে থাকে এবং যারা কখনো তোমার কাছে আসেনি তাদের জন্য আড়ি পেতে থাকে, আল্লাহর কিতাবের শব্দাবলীর সঠিক স্থান নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও যারা সেগুলোকে তাদের আসল অর্থ থেকে বিকৃত করে এবং লোকদের বলে, যদি তোমাদের এ হুকুম দেয়া হয় তাহলে মেনে নাও অন্যথায় মেনো না।[৩২] যাকে আল্লাহ নিজেই ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেন, তাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাবার জন্য তোমরা কিছুই করতে পারো না।[৩৩] এসব লোকের অন্তরকে আল্লাহ পবিত্র করতে চাননি। এদের জন্য দুনিয়াতে আছে লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে কঠিন শাস্তি।

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

৩১. এর অর্থ এই নয় যে, এরূপ চোরের হাত কাটা যাবে না। বরং এর অর্থ হচ্ছেঃ হাত কাটার পর যে ব্যক্তি তাওবা করবে ও নিজের প্রবৃত্তিকে চুরির কলুষ থেকে পবিত্র করে আল্লাহর সৎ বান্দা হয়ে যাবে সে আল্লাহর গযব থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং আল্লাহ তাআলা তার থেকে সে কলঙ্ক চিহ্ন মুছে দেবেন। কিন্তু কোনো লোক যদি তার হাত কাটা যাওয়ার পরও নিজেকে কু-ইচ্ছা থেকে পাক না করে এবং যেজন্য তার হাত কাটা গিয়েছে সেই জঘন্য ইচ্ছা প্রবণতাকে নিজের মধ্যে লালন করে তবে তার অর্থ হচ্ছে তার দেহে থেকে তার হাত তো বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিন্তু তার প্রবৃত্তির মধ্যে 'চুরি' যথারীতি বর্তমান আছে। সে জন্য সে হাত কাটা কুরআন মজিদ চোরকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার ও নিজের প্রবৃত্তির সংশোধন করার জন্য উপদেশ দান করে। কেননা নফসের পবিত্রতা আদালতী শাস্তির দ্বারা সাধিত হয় না। এ পবিত্রতা লাভ করা যায় মাত্র তাওবা ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে।

৩২. অর্থাৎ অজ্ঞ জনসাধারণকে বলে—"আমরা তোমাদেরকে যে হুকুম জানাচ্ছি মুহাম্মাদ স. যদি এ হুকুম দেয় তবে তা মানো, নচেত মান্য করো না।"

৩৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে কাউকে 'ফিতনায়' নিক্ষেপ করার অর্থ হচ্ছে ঃ কোনো ব্যক্তির মধ্যে যখন আল্লাহ তাআলা খারাপ প্রবণতা লালিত-পালিত হতে দেখেন তখন তিনি তার সামনে উপর্যুপরি এরূপ সুযোগ উপস্থিত করেন যার দ্বারা সে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। যদি সে ব্যক্তি তখনও পর্যন্ত খারাপের দিকে পুরাপুরি ঝুঁকে না থাকে, তবে সেই সকল পরীক্ষা দ্বারা সে নিজেকে সামলে নেয়। তার মধ্যে পাপ ও খারাপের মুকাবিলা করার জন্য যে শক্তি বর্তমান আছে যে জাগরুক ও বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু যদি সে মন্দের দিকে পুরাপুরি ঝুঁকে গিয়ে থাকে এবং তার পুণ্যশীলতা তার পাপ প্রবণতার কাছে ভিতরে ভিতরে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে এরূপ প্রতিটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি আরও বেশী পাপ ও খারাপের জালে ক্রমাগত জড়িত হয়ে পড়তে থাকে। এটাই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সেই 'ফিতনা' যার থেকে কোনো ভ্রষ্টাচারী মানুষকে উদ্ধার করা তার কোনো হিতাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে অসাধ্য হয়ে থাকে।

٤٢ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

৪২. এরা মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারাম আহারকারী। কাজেই এরা যদি তোমাদের কাছে (নিজেদের মামলা নিয়ে) আসে তাহলে তোমরা চাইলে তাদের মীমাংসা করে দিতে অথবা অস্বীকার করে দিতে পারো। অস্বীকার করে দিলে এরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর মীমাংসা করে দিলে যথার্থ ইনসাফ সহকারে মীমাংসা করো। কারণ আল্লাহ ইনসাফকারীদের পসন্দ করেন।[৩৪]

٤٣ وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৪৩. আর এরা তোমাকে কিভাবে বিচারক মানছে যখন এদের কাছে তাওরাত রয়ে গেছে, যাতে আল্লাহর হুকুম লিখিত আছে আর তারপরও এরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ? আসলে এরা ঈমানই রাখে না।

রুকূ' ঃ ৭

٤٤ اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِیْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

৪৪. আমি তাওরাত নাযিল করেছি। তাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো। সমস্ত নবী, যারা মুসলিম ছিল, সে অনুযায়ী এ ইহুদী হয়ে যাওয়া লোকদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা করতো। আর এভাবে রব্বানী ও আহবারও[৩৫] (এরি ওপর তাদের ফায়সালার ভিত্তি স্থাপন করতো)। কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল এর ওপর সাক্ষী। কাজেই (হে ইহুদী গোষ্ঠী!) তোমরা মানুষকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো এবং সামান্য তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে আমার আয়াত বিক্রি করা পরিহার করো। আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারাই কাফের।

٤٥ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَاۤ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

৪৫. তাওরাতে আমি ইহুদীদের জন্য এ বিধান লিখে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং সব রকমের যখমের জন্য সমপর্যায়ের বদলা। তারপর যে ব্যক্তি ঐ শাস্তি সাদকা করে দেবে তা তার জন্য কাফ্‌ফারায় পরিণত হবে। আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই যালেম।

٤٦ وَقَفَّيْنَا عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۪ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

৪৬. তারপর ঐ নবীদের পরে মারয়ামপুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি। তাওরাতের মধ্য থেকে যা কিছু তার সামনে ছিল সে তার সত্যতা প্রমাণকারী ছিল। আর তাকে ইনজীল দিয়েছি। তাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো এবং তাও তাওরাতের মধ্য থেকে যা কিছু সে সময় বর্তমান ছিল তার সত্যতা প্রমাণকারী ছিল আর তা ছিল আল্লাহ-ভীরুদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ।

৩৪. সে সময় পর্যন্ত ইহুদীরা ইসলামী রাষ্ট্রের যথারীতি প্রজা হয়নি, ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে তাদের সম্বন্ধ চুক্তি ভিত্তিক ছিল। সেজন্য নবী করীম স.-এর আদালতে আসা তাদের জন্য জরুরী ছিল না। কিন্তু যে সমস্ত ব্যাপারে তারা তাদের নিজেদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিচার-মীমাংসা না

৪৭. আমার নির্দেশ ছিল, ইনজীলে আল্লাহ যে আইন নাযিল করেছেন ইনজীল অনুসারীরা যেন সে মোতাবিক ফায়সালা করে। আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই ফাসেক।[৩৬]

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

৪৮. তারপর হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যা সত্য নিয়ে এসেছে এবং আল কিতাবের মধ্য থেকে তার সামনে যা কিছু বর্তমান আছে তার সত্যতা প্রমাণকারী[৩৭] ও তার সংরক্ষক। কাজেই তুমি আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী লোকদের বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা করো এবং যে সত্য তোমার কাছে এসেছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।— তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি শরীআত ও একটি কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে রেখেছি। আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে একই উম্মতের অন্তরভুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তার মধ্যে তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য এমনটি করেছেন। কাজেই সৎ কাজে একে অপরের চাইতে অগ্রবর্তী হবার চেষ্টা করো। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। তারপর তিনি সেই প্রকৃত সত্যটি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যে ব্যাপারে তোমরা মতবিরোধ করে আসছিলে।

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

৪৯.— কাজেই হে মুহাম্মাদ! তুমি আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী তাদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা করো এবং তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো না। সাবধান হয়ে যাও, এরা যেন তোমাকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করে সেই হেদায়াত থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত করতে না পারে, যা আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন। যদি এরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ এদের কোনো কোনো গোনাহর কারণে এদেরকে বিপদে ফেলার সিদ্ধান্তই করে ফেলেছেন। আর যথার্থই এদের অধিকাংশ ফাসেক।

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۝

করতে চাইতো, সে সকল ব্যাপারে তারা এ আশা নিয়ে নবী করীম স.-এর কাছে ফয়সালা করানোর জন্য আসতো যে, সম্ভবত ইসলামী শরীয়তে সেসব ব্যাপারে ভিন্নরূপ নির্দেশ থাকতে পারে এবং তারা এভাবে তাদের নিজেদের ধর্মীয় কানুনের বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্তি পাবে।

৩৫. 'রব্বানী' এর অর্থ—আলেমগণ। 'আহবার' এর অর্থ—ফকীহগণ।

৩৬. যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন ও বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না এখানে আল্লাহ তাদের জন্য তিনটি হুকুম নির্দেশ করেছেন। প্রথম, তারা কাফের, দ্বিতীয়, তারা যালেম এবং তৃতীয়, তারা ফাসেক। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমকে ভুল ও নিজের বা অন্য কারোর হুকুমকে সঠিক মনে করে আল্লাহর হুকুমের খেলাপ ফায়সালা করে, সে পরিপূর্ণ কাফের, যালেম ও ফাসেক এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমকে সঠিক বলে বিশ্বাস করে, তবুও কার্যত আল্লাহর হুকুমের খেলাপ ফায়সালা করে সে যদিও ইসলামী মিল্লাত থেকে খারিজ হয়ে যায় না; কিন্তু নিজের ঈমানকে 'কুফর' ও 'যুলুম' ও 'ফিসক'-এর সাথে সংমিশ্রিত করে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমের বিপরীত পথ অবলম্বন করে সে সমস্ত ব্যাপারেই কাফের, যালেম ও ফাসেক। আর যে ব্যক্তি কোনো কোনো ব্যাপারে আল্লাহর অনুগত ও কোনো কোনো ব্যাপারে বিপথগামী, তার জীবনে ঈমান ও ইসলাম এবং 'কুফর', 'যুলুম' ও 'ফিসক'-এর সংমিশ্রণ ঠিক সেই অনুপাতেই থাকে যে অনুপাতে সে আনুগত্য ও বিপথগামিতাকে সংমিশ্রিত করে রেখেছে।

৫০. (যদি এরা আল্লাহর আইন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়) তাহলে কি এরা আবার সেই জাহেলিয়াতের[৩৮] ফায়সালা চায় ? অথচ যারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর চাইতে ভাল ফায়সালাকারী আর কেউ নেই।

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

রুকূ' ঃ ৮

৫১. হে ঈমানদারগণ! ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসেবে পরিগণিত করে তাহলে সেও তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। অবশ্যই আল্লাহ যালেমদেরকে নিজের পথ-নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত রাখেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

৫২. তুমি দেখতে পাচ্ছো, যাদের অন্তরে মোনাফেকীর রোগ আছে তারা তাদের মধ্যেই তৎপর থাকে। তারা বলে, "আমাদের ভয় হয়, আমরা কোনো বিপদের কবলে না পড়ে যাই।" কিন্তু অচিরেই আল্লাহ যখন তোমাদের চূড়ান্ত বিজয় দান করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে অন্য কোনো কথা প্রকাশ করবেন। তখন তারা নিজেদের অন্তরে লুকিয়ে রাখা এ মুনাফিকীর জন্য লজ্জিত হবে।

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ

৫৩. আর সে সময় ঈমানদাররা বলবে, "এরা কি সেসব লোক যারা আল্লাহর নামে শক্ত কসম খেয়ে আমরা তোমাদের সাথে আছি বলে আশ্বাস দিতো ?"—এদের সমস্ত কর্মকাণ্ড নষ্ট হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত এরা ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে।

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ

৩৭. এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যদিও কথাটি এভাবেও বলা যেতোঃ "পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্য থেকে যাকিছু নিজ আসল ও সঠিক অবস্থায় অবশিষ্ট আছে, কুরআন তার সত্যতা স্বীকার করে।" কিন্তু আল্লাহ তাআলা এখানে "পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের" স্থলে "আল কিতাব" শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা এ তত্ত্ব জানতে পারা যায় যে, কুরআন এবং সেই সমস্ত কিতাব যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা সমস্তই প্রকৃতপক্ষে একই কিতাব ; তাদের গ্রন্থকারও একই, তাদের বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য একই, তাদের শিক্ষাও একই এবং সে জ্ঞানও একই যা সেইসব গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে মানবজাতিকে প্রদান করা হয়েছে। পার্থক্য কিছু থাকলে তা মাত্র ভাষা ও ভংগীর, একই উদ্দেশ্যের জন্য বিভিন্ন শ্রোতার প্রতি লক্ষ রেখে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। কুরআনকে আল কিতাবের 'মুহাইমিন' ও 'মুহাফিয' 'নেগাহবান' ও 'সংরক্ষক' বলার অর্থ হচ্ছেঃ সমস্ত বরহক—সত্য সঠিক শিক্ষা যা অতীতের আসমানী গ্রন্থসমূহে দেয়া হয়েছিল কুরআন নিজের মধ্যে গ্রহণ করে তা সব সংরক্ষিত করে দিয়েছে। সব বরহক শিক্ষার কোনো অংশ এখন আর বিনষ্ট হতে পারবে না।

৩৮. 'জাহেলিয়াত' শব্দটি 'ইসলামের' বিপরীতার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইসলামের পন্থা হচ্ছে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞানের পন্থা। কেননা সেই আল্লাহই এ পন্থা প্রদর্শন করেছেন, যিনি সকল নিগূঢ় তত্ত্ব ও মৌলিক তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। পক্ষান্তরে ইসলাম থেকে ভিন্ন যে কোনো পন্থা জাহেলিয়াতের পন্থা। আরবের ইসলামপূর্ব যুগকে এ অর্থে জাহেলিয়াতের যুগ বলা হয়েছে যে, সে সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়া নিছক ভিত্তিহীন অলীক অনুমান, কল্পনা, ধারণা ও প্রবৃত্তির বাসনা-কামনার ভিত্তিতে মানুষ নিজেদের জীবন পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। এরূপ কার্যপদ্ধতি যেখানে যে যুগে অবলম্বন করা হোক না কেন তাকে জাহেলিয়াতেরই কার্যপদ্ধতি বলতে হবে।
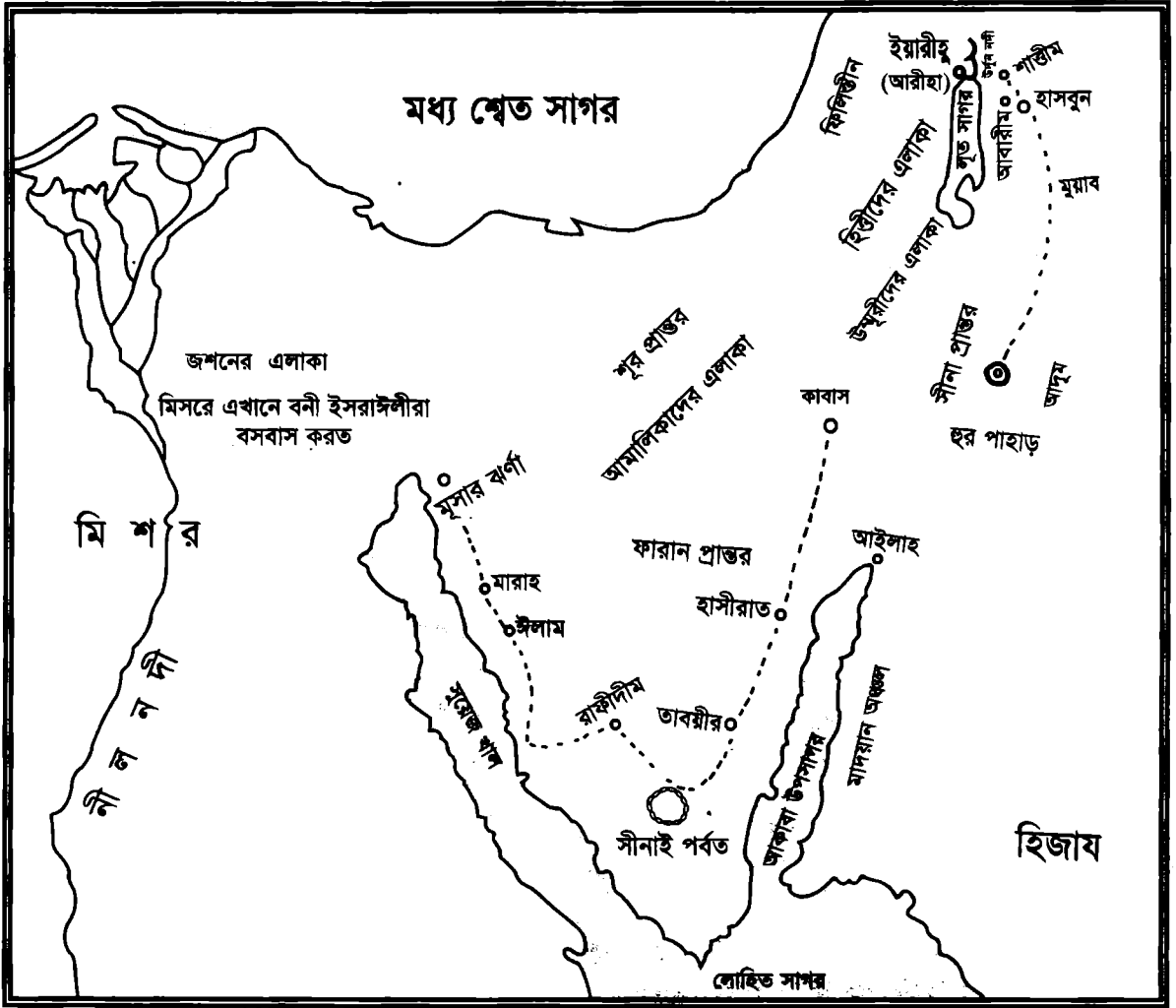
বনী ইসরাঈলের মরু পরিক্রমা

ব্যাখ্যা ঃ হযরত মূসা আ. বনী ইসরাঈলদের মিসর হতে বের করে সীনা প্রান্তরের মারাহ, ঈলম ও রাফীদাম–এর পথে সীনাই পর্বতের দিকে নিয়ে আসেন এবং এক বছরের কিছু বেশী কাল পর্যন্ত এ স্থানে অবস্থান করতে থাকেন। তাওরাতের বেশীর ভাগ বিধান এখানেই নাযিল হয়। অতপর তাঁকে বনী ইসরাঈলদের নিয়ে ফিলিস্তিনের দিকে যাওয়ার এবং তা জয় করার নির্দেশ দেয়া হয়। বলা হয়, এটা তোমাকে মীরাস হিসেবে দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মূসা আ. বনী ইসরাঈলদের সাথে নিয়ে তাবয়ীর ও-সীরাত–এর পথে 'ফারান' প্রান্তরে উপস্থিত হন। এখান হতে তিনি ফিলিস্তিনের অবস্থা জানার জন্য একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন । কাবাস নামক জায়গায় এ প্রতিনিধিদল ফিরে এসে রিপোর্ট পেশ করে। হযরত ইউশা' ও কালিব ছাড়া প্রতিনিধি দলের অন্যান্যের রিপোর্ট ছিলো অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। বনী ইসরাঈলরা তা শুনে চিৎকার করে উঠে এবং তারা ফিলিস্তিন অভিযানে যেতে অস্বীকার করে। তখন আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন যে, এখন হতে চল্লিশ বছর কাল এরা এ অঞ্চলে ঘুরে ফিরবে এবং ইউশা' ও কালিব ছাড়া বর্তমান লোকদের আর কেউ ফিলিস্তিনের চেহারা দেখতে পাবে না। এরপর বনী ইসরাঈলরা ফারান প্রান্তর, শূর প্রান্তর, সীনা প্রান্তর–এর মাঝে ইতস্তত দিশাহারা হয়ে ঘুরতে থাকে এবং আমালিকা, উম্মুরিয়া, আদূমীয়, মাদিয়ান এবং মুয়াব–এর লোকদের সাথে লড়াই করতে থাকে। চল্লিশ বছর অতিবাহিত হবার উপক্রম হলে আদূম–এর সিমান্তের নিকট 'হুর' পর্বতে হযরত হারুন আ. ইন্তেকাল করেন। পরে হযরত মূসা আ. বনী ইসরাঈলদের নিয়ে মুয়াব অঞ্চলে প্রবেশ করেন ও এ পূর্ণ অঞ্চলটিকে দখল করে নিলেন। এভাবে হাসবুন ও শাত্তীম পর্যন্ত পৌছেন এবং আবারীম পর্বতে হযরত মূসা আ. প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর পর তাঁর প্রথম খলীফা ইউশা' পূর্বদিক হতে উর্দুন নদী পার হয়ে ইয়ারীহু (আরীহা) শহর জয় করেন। এটা ছিল ফিলিস্তিনের প্রথম শহর, যা বনী ইসরাঈলদের দখলে আসে। এরপর অল্প কালের মধ্যেই সমগ্র ফিলিস্তিন তারা দখল করে।

এ মানচিত্রে উদ্ধৃত 'আ.লা' (প্রাচীন নাম ঈলাত আর বর্তমান নাম আকাবা) সেই ঐতিহাসিক স্থান, যেখানে সম্ভবত শনিবার ওয়ালাদের সূরা আল বাকারা (৮ রুকূ') ও সূরা আল আরাফ–এর (২১ রুকূ') উল্লেখিত সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল।

٥٤ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَاۤئِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

৫৪. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি দীন থেকে ফিরে যায় (তাহলে ফিরে যাক), আল্লাহ এমনিতর আরো বহু লোক সৃষ্টি করে দেবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারা আল্লাহকে ভালবাসবে, যারা মুমিনদের ব্যাপারে কোমল ও কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর হবে,[৩৯] যারা আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনা করে যাবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান তা তাকে দান করেন। আল্লাহ ব্যাপক উপায় উপকরণের অধিকারী এবং তিনি সবকিছু জানেন।

٥٥ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ○

৫৫. আসলে তোমাদের বন্ধু হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং সেই ঈমানদাররা যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহর সামনে বিনত হয়।

٥٦ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ○

৫৬. আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে, তাঁর রসূলকে ও মুমিনদেরকে নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তার জেনে রাখা দরকার, আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।

রুকূ' ঃ ৯

٥٧ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاۤءَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৫৭. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে যেসব লোক তোমাদের দীনকে বিদ্রূপ ও হাসি-তামাশার বিষয়ে পরিণত করেছে তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।

٥٨ وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ○

৫৮. যখন তোমরা নামাযের জন্য ডাক দাও তখন তারা এর প্রতি বিদ্রূপবান নিক্ষেপ করে এবং এ নিয়ে টিটকারী ও তামাশা করে।[৪০] এর কারণ হচ্ছে তাদের জ্ঞান নেই।

٥٩ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৫৯. তাদেরকে বলে দাও, "হে আহলি কিতাব! আমাদের প্রতি তোমাদের ক্রোধের একমাত্র কারণ তো এই যে, আমরা আল্লাহর ওপর এবং দীনের সে শিক্ষার ওপর ঈমান এনেছি যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং আমাদের আগেও নাযিল হয়েছিল। আর তোমাদের বেশীর ভাগ লোকই তো অবাধ্য।"

৩৯. মুমিনের প্রতি 'নরম' হওয়া অর্থ ঃ যারা ঈমান এনেছে তাদের বিরুদ্ধে সে কখনও নিজ শক্তি প্রয়োগ করবে না ; তার বুদ্ধি, প্রতিভা, সতর্কতা বিচক্ষণতা, যোগ্যতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি তার ধন, দৈহিক বল—কোনো কিছুই সে মুসলমানদের দমন, অত্যাচারে ও অনিষ্ট সাধনে নিয়োগ করবে না। মুসলমানগণ তাকে সর্বদা নম্র স্বভাব, দয়াদ্র চিত্ত, সহানুভূতিশীল ও ধৈর্যশীল মানুষরূপে পাবে। 'কাফেরদের প্রতি কঠোর' এর অর্থ—একজন মুমিন নিজ ঈমানের পরিপক্কতা, দীনদারীর ঐকান্তিকতা ও আদর্শ ও নীতির দৃঢ়তা ; চরিত্র শক্তি ও ঈমানী দূরদর্শিতার কারণে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবিলায় বিশাল পাথরের ন্যায় ভারী, মযবুত ও দৃঢ় হবে যাকে কোনো রূপেই নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত করা যাবে না। কাফেররা কখনও তাকে মোমের পুতুল বা 'নরম চারা' রূপে পাবে না। যখনই কাফেরদের সাথে তার কোনো সংঘর্ষ ঘটবে তখন তাদের কাছে এটা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে,এ আল্লাহর বান্দা মৃত্যুবরণ করতে পারে কিন্তু কোনো মূল্যেই তাকে কেনা যেতে পারে না এবং কোনো চাপেই তাকে নত করা যায় না।

৪০. অর্থাৎ 'আযান' এর শব্দ শুনে বিদ্রূপাত্মকভাবে তার নকল করে ; আযানের শব্দ পরিবর্তিত ও বিকৃতভাবে উচ্চারণ করে, ব্যঙ্গ করে ও নানা রকম ব্যঙ্গাত্মক ধ্বনি করে।

٦٠ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۚ مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ○

৬০. তাহলে বলো, আমি কি তাদেরকে চিহ্নিত করবো। যাদের পরিণাম আল্লাহর কাছে এ ফাসেকদের চাইতেও খারাপ ? বস্তুত যাদের ওপর আল্লাহ লা'নত বর্ষণ করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত, যাদের মধ্য থেকে কতককে বানর ও শুকর বানানো হয়েছে এবং যারা তাগুতের বন্দেগী করেছে, তারা আরো নিকৃষ্ট এবং তারা সাওয়া-উস-সাবীল—(সরল সঠিক পথ) থেকে বিচ্যুত হয়ে অনেক দূরে সরে গেছে।

٦١ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ○

৬১. যখন তারা তোমাদের কাছে আসে, তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। অথচ তারা কুফর নিয়ে এসেছিল, কুফর নিয়েই ফিরে গেছে এবং আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন তারা তাদের মনের মধ্যে কি জিনিস লুকিয়ে রেখেছে।

٦٢ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

৬২. তুমি দেখতে পাচ্ছো, এদের বেশীর ভাগ লোক গোনাহ, যুলম ও সীমালংঘনের কাজে তৎপর এবং এরা হারাম খায়। এরা অত্যন্ত খারাপ কাজ করে যাচ্ছে।

٦٣ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ○

৬৩. এদের উলামা ও মাশায়েখগণ কেন এদেরকে পাপ কথা বলতে ও হারাম খেতে বাধা দেয় না ? অবশ্যই এরা যা করে যাচ্ছে তা অত্যন্ত জঘন্য কার্যক্রম।

٦٤ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّٰهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ○

৬৪. ইহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত বাঁধা,[৪১] আসলে তো বাঁধা হয়েছে ওদেরই হাত[৪২] এবং তারা-যে বাজে কথা বলছে সেজন্য তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। —আল্লাহর হাত তো দরাজ, যেভাবে চান তিনি খরচ করে যান। আসলে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার ওপর যে কালাম নাযিল করা হয়েছে তা উল্টো তাদের অধিকাংশের বিদ্রোহ ও বাতিলের পূজা বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর (এ অপরাধে) আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছি। যতবারই তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালায় ততবারই আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কখনোই পছন্দ করেন না।

٦٥ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ○

৬৫. যদি (বিদ্রোহের পরিবর্তে) এ আহলি কিতাব গোষ্ঠী ঈমান আনতো এবং আল্লাহ ভীতির পথ অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের থেকে তাদের দুষ্কৃতিগুলো মোচন করে দিতাম এবং তাদেরকে পৌঁছিয়ে দিতাম নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে।

৪১. আরবী বাগধারা অনুযায়ী কারোর হাত বন্ধ হওয়ার অর্থ—সে কৃপণ, দান-খয়রাত থেকে তার হাত সংকুচিত।

৪২. অর্থাৎ তারা নিজেরা কৃপণতা দোষে দোষী। নিজেদের কৃপণতা ও সংকীর্ণ চিত্ততার জন্য তারা দুনিয়ার মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৬৬. হায়, যদি তারা তাওরাত, ইনজীল ও অন্যান্য কিতাবগুলো প্রতিষ্ঠিত করতো, যা তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল! তাহলে তাদের জন্য রিযিক ওপর থেকেও বর্ষিত হতো এবং নীচে থেকেও উথিত হতো। তাদের মধ্যে কিছু লোক সত্যপন্থী হলেও অধিকাংশই অত্যন্ত খারাপ কাজে লিপ্ত।

রুকূ’ ঃ ১০

৬৭. হে রসূল! তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা মানুষের কাছে পৌঁছাও। যদি তুমি এমনটি না করো তাহলে তোমার দ্বারা তার রিসালাতের হক আদায় হবে না। মানুষের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমাকে আল্লাহ রক্ষা করবেন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তিনি কখনো কাফেরদেরকে (তোমার মোকাবিলায়) সফলতার পথ দেখাবেন না।

৬৮. পরিষ্কার বলে দাও, “হে আহলি কিতাব! তোমরা কখনোই কোনো মূল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে না। যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত, ইনজীল ও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নাযিল করা অন্যান্য কিতাবগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করবে।”

তোমার ওপর এই যে ফরমান নাযিল করা হয়েছে এটা অবশ্যই তাদের অনেকের গোয়ার্তুমী ও অবিশ্বাস আরো বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু অস্বীকারকারীদের অবস্থার জন্য কোনো দুঃখ করো না।

৬৯. (নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো এখানে কারোর ইজারাদারী নেই।) মুসলমান হোক বা ইহুদী ; সাবী হোক বা খৃস্টান যে-ই আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে নিসন্দেহে তার কোনো ভয় বা মর্মবেদনার কারণ নেই।[৪৩]

৭০. বনী ইসরাঈলের থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে অনেক রসূল পাঠিয়েছিলাম কিন্তু যখনই তাদের কাছে কোনো রসূল তাদের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা বিরোধী কিছু নিয়ে হাযির হয়েছেন তখনই কাউকে তারা মিথ্যুক বলেছে এবং কাউকে হত্যা করেছে।

৭১. আর এতে কোনো ফিত্‌না সৃষ্টি হবে না ভেবে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে। তারপর আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। এতে তাদের অনেকেই আরো বেশী অন্ধ ও বধির হয়ে চলেছে। আল্লাহ তাদের এসব কাজ পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন।

(৬৬) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۚ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ○

(৬৭) يٰأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۖ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهُ ۚ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ ○

(৬৮) قُلْ يٰأَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ ○

(৬৯) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصّٰبِئُونَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

(৭০) لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوٰى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَّقْتُلُونَ ○

(৭১) وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ○

৪৩. সূরা আল বাকারা আয়াত ৬২, টীকা-২৬ দ্রষ্টব্য।

﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ○

৭২. নিসন্দেহে তারা কুফরী করেছে যারা বলেছে, মারয়াম পুত্র মসীহ্ই আল্লাহ। অথচ মসীহ্ বলেছিল; "হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহর বন্দেগী করো, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব! যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেছে তার ওপর আল্লাহ্ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। আর এ ধরনের যালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।"

﴿٧٣﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

৭৩. নিসন্দেহে তারা কুফরী করেছে যারা বলেছে, আল্লাহ তিন জনের মধ্যে একজন। অথচ এক ইলাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই যদি তারা নিজেদের এসব কথা থেকে বিরত না হয়, তাহলে তাদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।

﴿٧٤﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

৭৪. তবে কি তারা আল্লাহর কাছে তাওবা করবে না এবং তাঁর কাছে মাফ চাইবে না ? আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

﴿٧٥﴾ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ○

৭৫. মারয়াম পুত্র মসীহ্ তো একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই ছিল না ? তার পূর্বেও আরো অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়েছিল। তার মা ছিল একজন সত্যনিষ্ঠ মহিলা। তারা দু'জনই খাবার খেতো। দেখো কিভাবে তাদের সামনে সত্যের নিদর্শনগুলো সুস্পষ্ট করি। তারপর দেখো তারা কিভাবে উল্টো দিকে ফিরে যাচ্ছে।[৪৪]

﴿٧٦﴾ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

৭৬. তাদেরকে বলো, তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর ইবাদাত করছো, যা তোমাদের না ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা রাখে না উপকারের ? অথচ একমাত্র আল্লাহই তো সবার সবকিছু শোনেন ও জানেন।

﴿٧٧﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ○

৭৭. বলে দাও, হে আহলি কিতাব! নিজের দীনের ব্যাপারে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো না যারা তোমাদের পূর্বে নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং আরো অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে আর 'সাওয়া-উস-সাবীল' থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

রুকূ' ঃ ১১

﴿٧٨﴾ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ○

৭৮. বনী ইসরাঈল জাতির মধ্য থেকে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের ওপর দাউদ ও মারয়াম পুত্র ঈসার মুখ দিয়ে অভিসম্পাত করা হয়েছে। কারণ তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং বাড়াবাড়ি করতে শুরু করেছিল।

৪৪. এখানে মাত্র কয়েকটি শব্দে ঈসা আ.-এর 'খোদায়ি' সম্পর্কিত খৃস্টানদের বিশ্বাস এরূপ পরিষ্কার ও সুন্দরভাবে খণ্ডন করা হয়েছে যে, তার থেকে ভালো ও স্পষ্টতররূপে খণ্ডন সম্ভব নয়। হযরত ঈসা মসিহ প্রকৃতপক্ষে কি ছিলেন—কেউ যদি তা জানতে চায় তবে উক্ত চিহ্ন ও লক্ষণসমূহ দ্বারা নিসন্দেহ রূপে জানতে পারবে যে—তিনি মাত্র একজন মানুষ ছিলেন। যে ব্যক্তি এক স্ত্রীলোকের গর্ভ থেকে জন্মলাভ করেছেন, তাঁর বংশনামা পর্যন্ত বর্তমান

৭৯. তারা পরস্পরকে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত রাখা পরিহার করেছিল,[৪৫] তাদের গৃহীত সেই কর্মপদ্ধতি বড়ই জঘন্য ছিল।

৮০. আজ তুমি তাদের মধ্যে এমন অনেক লোক দেখছো যারা (ঈমানদারদের মোকাবিলায়) কাফেরদের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করে। নিসন্দেহে তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে যে পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। সে পরিণতি হলো, আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং তারা চিরন্তন শাস্তি ভোগ করবে।

৮১. যদি এ লোকেরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ, নবী এবং নবীর ওপর যা নাযিল হয়েছিল তা মেনে নিতো তাহলে কখনো (ঈমানদারদের মোকাবিলায়) কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের অধিকাংশ আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করেছে।

৮২. ঈমানদারদের সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে তুমি ইহুদী ও মুশরিকদের পাবে সবচেয়ে বেশী উগ্র। আর ঈমানদারদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে নিকটতম পাবে তাদেরকে যারা বলেছিল আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। এর কারণ হচ্ছে, তাদের মধ্যে ইবাদাতকারী আলেম, সংসার বিরাগী দরবেশ পাওয়া যায়, আর তাদের মধ্যে আত্মগরিমা নেই।

৭

৮৩. যখন তারা এ কালাম শোনে, যা রসূলের ওপর নাযিল হয়েছে, তোমরা দেখতে পাও, সত্যকে চিনতে পারার কারণে তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তারা বলে ওঠে, "হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, সাক্ষদাতাদের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নাও।"

৮৪. আর তারা আরো বলে, "আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান কেন আনবো না এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে তাকে কেন মেনে নেবো না—যখন আমরা এ ইচ্ছা পোষণ করে থাকি যে, আমাদের রব যেন আমাদের সৎ ও সত্যনিষ্ঠ লোকদের অন্তরভুক্ত করেন।"

৮৫. তাদের এ উক্তির কারণে আল্লাহ তাদেরকে এমনসব জান্নাত দান করেছেন যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয় এবং তারা সেখানে থাকবে চিরকালের জন্য। সৎ-কর্মনীতি অবলম্বনকারীদের জন্য এ প্রতিদান।

٧٩ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

٨٠ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ۝

٨١ وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَاءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

٨٢ لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

٨٣ وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

٨٤ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ۝

٨٥ فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

আছে, যিনি মানুষের দেহ বিশিষ্ট ছিলেন, মানবীয় সীমা ও নিয়মে বদ্ধ ছিলেন, মানুষের জন্য বিশিষ্ট গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত ছিলেন, যিনি নিদ্রা যেতেন, আহার করতেন, গরম ও ঠাণ্ডা দ্বারা প্রভাবিত হতেন–এমনকি খৃষ্টানদেরই নিজেদের বর্ণনা মতে—যাঁকে শয়তান দ্বারা পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাঁর সম্পর্কে কোনো বুদ্ধিমান মানুষ কি এ ধারণা করতে পারে যে, তিনি স্বয়ং খোদা কিংবা খোদার খোদায়িতে অংশীদার বা সহকারী ছিলেন?

৪৫. একথা অতি স্পষ্ট পরিষ্কার যে, প্রত্যেক জাতির পতন ও বিপর্যয় প্রথমে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের দ্বারা শুরু হয়। তখন জাতির সমষ্টিগত চেতনা ও অনুভূতি যদি জীবন্ত থাকে, তবে সাধারণ জনমত ঐ বিপথগামী লোক কয়টিকে দমন করে রাখতে পারে এবং জাতি সামগ্রিকভাবে বিগড়ে যেতে পারে না। কিন্তু

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

৮৬. আর যারা আমার আয়াত মানতে অস্বীকার করেছে ও সেগুলোকে মিথ্যা বলেছে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

রুকূ' : ১২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

৮৭. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব পবিত্র জিনিস হালাল করেছেন সেগুলো হারাম করে নিয়ো না।[৪৬] আর সীমালংঘন করো না। সীমা লংঘনকারীদেরকে আল্লাহ ভীষণভাবে অপসন্দ করেন।

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

৮৮. আল্লাহ তোমাদের যে হালাল ও পবিত্র রিযিক দিয়েছেন তা থেকে পানাহার করো এবং সে আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে থাকো যার ওপর তোমরা ঈমান এনেছো।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

৮৯. তোমরা যে সমস্ত অর্থহীন কসম খেয়ে ফেলো। সে সবের জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করেন না। কিন্তু তোমরা জেনেবুঝে যেসব কসম খাও সেগুলোর ওপর তিনি অবশ্যই তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। (এ ধরনের কসম ভেঙে ফেলার) কাফ্‌ফারা হচ্ছে, দশ জন মিসকিনকে এমন মধ্যম পর্যায়ের আহার দান করো যা তোমরা নিজেদের সন্তানদের খেতে দাও অথবা তাদেরকে কাপড় পরাও বা একটি গোলামকে মুক্ত করে দাও। আর যে ব্যক্তি এর সামর্থ্য রাখে না সে যেন তিন দিন রোযা রাখে। এ হচ্ছে তোমাদের কসমের কাফ্‌ফারা যখন তোমরা কসম খেয়ে তা ভেঙে ফেলো। তোমাদের কসম সংরক্ষণ করো। এভাবে আল্লাহ নিজের বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট করেন, হয়তো তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

৯০. হে ঈমানদারগণ! এ মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শরসমূহ এ সমস্তই হচ্ছে ঘৃণ্য শয়তানী কার্যকলাপ। এগুলো থেকে দূরে থাকো, আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।[৪৭]

জাতি যদি ঐ কয়টি লোক সম্পর্কে শিথিলতা ও অসতর্কতা পোষণ শুরু করে এবং দুষ্কৃতকারী লোকদের নিন্দা-তিরস্কার করার পরিবর্তে যদি সমাজের মধ্যে খারাপ কাজ করার জন্য তাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে সেই খারাপি যা প্রথমে মাত্র কয়েকটি মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ধীরে ধীরে সমগ্র জাতির মধ্যে তা বিস্তার লাভ করবেই। এটিই ছিল মূল কারণ, যা শেষ পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।

৪৬. এ আয়াতে দুটি কথার আদেশ করা হয়েছে। প্রথম এই যে—নিজেরা হালাল ও হারাম করার স্বাধীন অধিকারী বনে বসো না। হালাল তা-ই যা আল্লাহ হালাল করেছেন ও হারাম তা-ই যা আল্লাহ হারাম করেছেন। নিজেদের স্বেচ্ছাধীনে যদি কোনো হালালকে হারাম করো তবে আল্লাহর কানুনের পরিবর্তে প্রবৃত্তির কানুনের অনুসারী হয়ে যাবে। দ্বিতীয় আদেশ হচ্ছে—খৃষ্টান সন্ন্যাসী, হিন্দু যোগী, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও প্রাচ্য মরমিয়াবাদীদের মতো বৈরাগ্য এবং দুনিয়ার বৈধ স্বাদ-আস্বাদন পরিহার করার পন্থা অবলম্বন করো না।

৪৭. মদপানের হারাম হওয়া সম্পর্কে এর পূর্বে দুটি আদেশ এসেছিল। তা সূরা আল বাকারার ২১৯ আয়াত ও সূরা নিসার ৪৩ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। এখন এ শেষ হুকুম আসার পূর্বে নবী করীম স. এক ভাষণে লোকদেরকে সতর্ক করে দেন যে, আল্লাহ তাআলা শরাবকে খুবই অপসন্দ করেন। সুতরাং এর চূড়ান্তরূপে হারাম হওয়ার হুকুম নাযিল হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব যাদের কাছে মদ মওজুদ আছে তারা তা বিক্রি করে ফেলুক। এর কিছুদিন পরে এ আয়াত নাযিল হয় এবং তিনি ঘোষণা করে দেন যে, এখন যার কাছে শরাব আছে সে তা পানও করতে পারবে না, বিক্রিও করতে পারবে না ; তাকে তা নষ্ট করে ফেলতে হবে। ফলে, তখনই সমস্ত শরাব মদীনার গলিতে গলিতে প্রবাহিত করে দেয়া হলো।

٩١ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ○

৯১. শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। তাহলে তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে ?

٩٢ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○

৯২. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা মেনে চলো এবং (নিষিদ্ধ কাজ থেকে) বিরত থাকো। কিন্তু যদি তোমরা আদেশ অমান্য করো, তাহলে জেনে রাখো, আমার রসূলের প্রতি শুধুমাত্র সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ পৌছিয়ে দেবারই দায়িত্ব ছিল।

٩٣ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ○

৯৩. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করছে, তারা পূর্বে যা কিছু পানাহার করেছিল সেজন্য তাদেরকে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না, তবে এজন্য শর্ত হচ্ছে, তাদেরকে অবশ্যই ভবিষ্যতে যেসব জিনিস হারাম করা হয়েছে সেগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে, ঈমানের ওপর অবিচল থাকতে হবে এবং ভাল কাজ করতে হবে তারপর যে যে জিনিস থেকে বিরত রাখা হয় তা থেকে তাদের বিরত থাকতে হবে এবং আল্লাহর যেসব হুকুম নাযিল হয় সেগুলো মেনে চলতে হবে। অতপর আল্লাহভীতি সহকারে সদাচরণ অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহ সদাচারীদের ভালবাসেন।

রুকূ' ঃ ১৩

٩٤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

৯৪. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ এমন শিকারের মাধ্যমে তোমাদের কঠিন পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করবেন যা হবে একেবারে তোমাদের হাত ও বর্শার নাগালের মধ্যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে, তা দেখার জন্য। কাজেই এ সতর্কবাণীর পর যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করলো তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٩٥ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ○

৯৫. হে ঈমানদারগণ! ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করো না।[৪৮] আর তোমাদের কেউ যদি জেনে বুঝে এমনটি করে বসে, তাহলে যে প্রাণীটি সে মেরেছে গৃহপালিত প্রাণীর মধ্য থেকে তারই সমপর্যায়ের একটি প্রাণী তাকে নযরানা দিতে হবে, যার ফায়সালা করবে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি। আর এ নযরানা কা'বাঘরে পৌছাতে হবে। অথবা এ গুনাহের কাফ্‌ফারা হিসেবে কয়েকজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হবে। অথবা সে অনুপাতে রোযা রাখতে হবে, যাতে সে নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। পূর্বে যা কিছু হয়ে গেছে সেসব আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু এখন যদি কেউ সে কাজের পুনরাবৃত্তি করে তাহলে আল্লাহ তার বদলা নেবেন। আল্লাহ সবার ওপর বিজয়ী এবং তিনি বদলা নেবার ক্ষমতা রাখেন।

٩٦ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

৯৬. তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তা খাওয়া হালাল করে দেয়া হয়েছে। যেখানে তোমরা অবস্থান করবে সেখানে তা খেতে পারো এবং কাফেলার জন্য পাথেয় হিসেবে নিয়ে যেতে পার। তবে যতক্ষণ তোমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকো ততক্ষণ তোমাদের জন্য স্থল ভাগের শিকার হারাম করে দেয়া হয়েছে। কাজেই আল্লাহর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকো। তোমাদের সবাইকে ঘেরাও করে তাঁর সামনে হাযির করা হবে।

٩٧ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

৯৭. আল্লাহ পবিত্র কা'বাঘরকে মানুষের জন্য (সমাজ জীবন) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিণত করেছেন আর হারাম মাস, কুরবানীর পশু ও গলায় মালা পরা পশুগুলোকেও (এ কাজে সহায়ক বানিয়ে দিয়েছেন) যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত অবস্থা জানেন এবং তিনি সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।

٩٨ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

৯৮. জেনে রাখো, আল্লাহ শাস্তি দানের ব্যাপারে যেমন কঠোর তেমনি তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

٩٩ مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ○

৯৯. রসূলের ওপর কেবলমাত্র বাণী পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্বই অর্পিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সমস্ত অবস্থাই আল্লাহ জানেন।

١٠٠ قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

১০০. হে নবী! এদেরকে বলে দাও, পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়, অপবিত্রের আধিক্য তোমাদের যতই চমৎকৃত করুক না কেন।[৪৯] কাজেই হে বুদ্ধিমানেরা! আল্লাহর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকো। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।

রুকু' ঃ ১৪

١٠١ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

১০১. হে ঈমানদারগণ! এমন কথা জিজ্ঞেস করো না যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দেয়া হলে তোমাদের খারাপ লাগবে।[৫০] তবে কুরআন নাযিলের সময় যদি তোমরা সেসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করো তাহলে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে। এ পর্যন্ত তোমরা যা কিছু করেছো, আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। তিনি ক্ষমাশীল ও সহনশীল।

৪৮. স্বয়ং শিকার করা বা অন্য কারোর শিকারে কোনোরূপ সাহায্য করা—দুটো কাজই ইহরাম বাঁধা অবস্থায় হারাম। এমন কি 'মুহরিম' ব্যক্তির জন্য যদিও অন্য কেউ শিকার করে তবুও তা খাওয়া 'মুহরিম' ব্যক্তির পক্ষে বৈধ নয়। অবশ্য কোনো ব্যক্তি যদি নিজের জন্য নিজে শিকার করে এবং সে তা থেকে মুহরিম ব্যক্তিকে উপঢৌকন স্বরূপ কিছু দেয় তবে 'মুহরিম' ব্যক্তির পক্ষে তা খাওয়ায় কোনো দোষ নেই। অবশ্য 'মুহরিম অবস্থায় শিকার করা হারাম'—এ সাধারণ নির্দেশের আওতা থেকে ক্ষতিকর জন্তু-জানোয়ার বাদ। ইহরাম বাঁধা অবস্থাতেও সাপ, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর এবং এদের মতো ক্ষতিকর অন্যান্য জন্তু-জানোয়ার মারা বৈধ।

৪৯. এ আয়াত মূল্য ও মর্যাদার জন্য এমন একটি মানদণ্ড পেশ করে যা বাহ্যদর্শী মানুষের মূল্যমান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টিতে ১০০ (একশত) টাকা অবশ্য ৫ (পাঁচ) টাকা থেকে বেশী মূল্যবান। কারণ একটা সংখ্যা একশ ও একটা মাত্র পাঁচ। কিন্তু এ আয়াত শরীফ বলেঃ

١٠٢ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كٰفِرِينَ ○

১০২. তোমাদের পূর্বে একটি দল এ ধরনের প্রশ্ন করেছিল। তারপর সেসব কথার জন্যই তারা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিল।

١٠٣ مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ○

১০৩. আল্লাহ কোনো 'বাহীরা', 'সায়েবা' 'অসীলা' বা 'হাম'[৫১] নির্ধারণ করেননি কিন্তু এ কাফেররা আল্লাহর ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে এবং তাদের অধিকাংশই জ্ঞানহীন (কারণ তারা এ ধরনের কাল্পনিক বিষয় মেনে নিচ্ছে)।

١٠٤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلٰى مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُونَ ○

১০৪. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো সেই বিধানের দিকে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং এসো রসূলের দিকে, তখন তারা জবাব দেয়, আমাদের বাপ-দাদাকে যে পথে পেয়েছি সে পথই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তারা কি নিজেদের বাপ-দাদারই অনুসরণ করে চলবে, যদিও তারা কিছুই জানতো না এবং সঠিক পথও তাদের জানা ছিল না?

١٠٥ يٰأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

১০৫. হে ঈমানদারগণ! নিজেদের কথা চিন্তা করো, অন্য কারোর গোমরাহীতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই যদি তোমরা নিজেরা সত্য সঠিক পথে থাকো।[৫২] তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। তখন তোমরা কি করছিলে তা তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন।

শত টাকা যদি আল্লাহর না-ফরমানির রাস্তা দিয়ে অর্জন করা হয় তবে তা অপবিত্র এবং পাঁচ টাকা যদি আল্লাহর আনুগত্যের রাস্তা দিয়ে অর্জন করা হয়, তবে তা পবিত্র। আর অপবিত্র জিনিস পরিমাণে তা যতই বেশী হোক না কেন তা কখনও কোনোরূপেই পবিত্র বস্তুর তুল্য হতে পারে না।

৫০. নবী করীম স.-এর কাছে লোকে অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থহীন এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো যার না দীনের ব্যাপারে আর না দুনিয়ার ব্যাপারে কোনো প্রকার প্রয়োজনীয়তা ছিল। এরূপ অনর্থক প্রশ্ন করা সম্পর্কে এখানে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

৫১. এখানে আরববাসীদের কতকগুলো কুসংস্কারের উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

বাহীরা ঃ সেই উষ্ট্রীকে বলা হয় যে পাঁচবার শাবক প্রসব করেছে এবং শেষবারে (পুং) শাবক প্রসব করেছে। জাহেলিয়াতের যুগে আরববাসীরা এরূপ উষ্ট্রীর কান চিরে দিয়ে তাকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করার জন্য ছেড়ে দিতো। তারপর কেউ তার উপর আরোহণ করতো না এবং তার দুগ্ধও পান করতো না, তার পশমও কাটা হতো না এবং এরূপ উষ্ট্রীর স্বাধীনতা ছিল—সে যে কোনো ক্ষেতে ও যে কোনো চারণভূমিতে চরে বেড়াতে পারতো এবং যে কোনো ঘাটে ইচ্ছা পানি পান করতে পারতো—তাকে বাধা দেয়া নিষিদ্ধ ছিল।

সায়েবা ঃ সেই উষ্ট্র বা উষ্ট্রীকে বলা হতো যাকে কোনো 'মানত' পূর্ণ হওয়ায় বা কোনো ব্যাধি আরোগ্য হওয়ায় কিংবা কোনো বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনস্বরূপ উৎসর্গ করে দেয়া হতো। তাছাড়া যে উষ্ট্রী দশবার শাবক প্রসব করেছে এবং প্রতিবারই 'মাদা' শাবক প্রসব করেছে তাকেও মুক্ত ছেড়ে দেয়া হতো।

অসীলা ঃ ছাগীর প্রথম শাবক (পুং) হলে তাকে উপাস্য দেব-দেবীর নামে যবেহ করা হতো। আর যদি সে প্রথমবার স্ত্রী শাবক প্রসব করতো তবে তাকে রেখে দেয়া হতো। কিন্তু যদি 'পুং' শাবক ও 'স্ত্রী' শাবক এক সাথেই পয়দা হতো তবে 'পুংটিকে যবেহ করার পরিবর্তে এমনিই উপাস্য দেবতাদের নামে ছেড়ে দেয়া হতো—আর একেই বলা হতো 'অসীলা'।

হাম ঃ কোনো উষ্ট্রের পৌত্র নিজের উপর 'সওয়ার' নেয়ার উপযুক্ত হলে সেই বৃদ্ধ উষ্ট্রকে স্বাধীন করে ছেড়ে দেয়া হতো। আবার কোনো উষ্ট্রের ঔরষে যদি দশটি সন্তান জন্মলাভ করতো তবে সেও 'স্বাধীনতা' লাভের হকদার হতো।

৫২. অর্থাৎ অন্যে কি করছে, তার বিশ্বাসের মধ্যে কি খারাপি আছে, তার কাজের মধ্যে কি দোষ-ত্রুটি আছে সর্বদা তা দেখতে থাকার পরিবর্তে মানুষের নিজের দিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার যে, সে নিজে কি করছে। কিন্তু এ আয়াতের অর্থ কখনও এই নয় যে—মানুষ মাত্র নিজের মুক্তির চিন্তা করুক, অন্যের সংশোধনের চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. নিজের এক ভাষণে এ ভুল ধারণা খণ্ডন করে বলেছেন ঃ হে লোক সকল, তোমরা এ

১০৬. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় এবং সে অসিয়ত করতে থাকে তখন তার জন্য সাক্ষ নির্ধারণ করার নিয়ম হচ্ছে এই যে, তোমাদের সমাজ থেকে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে সাক্ষী করতে হবে।[৫৩] অথবা যদি তোমরা সফরের অবস্থায় থাকো এবং সেখানে তোমাদের ওপর মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হয় তাহলে দু'জন অমুসলিমকেই সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করে নেবে। তারপর কোনো সন্দেহ দেখা দিলে নামাযের পরে উভয় সাক্ষীকে (মসজিদে) অপেক্ষমান রাখবে এবং তারা আল্লাহর কসম খেয়ে বলবেঃ "আমরা কোনো ব্যক্তি স্বার্থের বিনিময়ে সাক্ষ বিক্রি করবো না, সে কোনো আত্মীয় হলেও (আমরা তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবো না) এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষকে আমরা গোপনও করবো না। এমনটি করলে আমরা গোনাহগারদের অন্তরভুক্ত হবো।"

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ
اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ۚ
تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ
لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ
اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ○

১০৭. কিন্তু যদি একথা জানা যায় যে, তারা দু'জন নিজেদেরকে গোনাহে লিপ্ত করেছে, তাহলে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের মধ্য থেকে সাক্ষ দেবার ব্যাপারে আরো বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন দু'জন লোক তাদের স্থলবর্তী হবে এবং তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, "আমাদের সাক্ষ তাদের সাক্ষের চাইতে আরো বেশী ন্যায়নিষ্ঠ এবং নিজেদের সাক্ষের ব্যাপারে আমরা কোনো বাড়াবাড়ি করিনি। এমনটি করলে আমরা যালেমদের অন্তরভুক্ত হবো।"

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ
الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ اَحَقُّ
مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ ۖ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১০৮. এ পদ্ধতিতে বেশী আশা করা যায়, লোকেরা সঠিক সাক্ষ দেবে অথবা কমপক্ষে এতটুকু ভয় করবে যে, তাদের কসমের পর অন্য কসমের সাহায্যে তাদের বক্তব্য খণ্ডন করা হতে পারে। আল্লাহকে ভয় করো এবং শোনো! আল্লাহ নাফরমানদেরকে তাঁর পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত করেন।

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَآ اَوْ يَخَافُوْٓا
اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ۗ وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

রুকূ' ঃ ১৫

১০৯. যেদিন আল্লাহ সমস্ত রসূলকে একত্র করে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের কী জবাব দেয়া হয়েছে ?[৫৪] তারা আরয করবে, আমরা কিছুই জানি না, গোপন সত্য-সমূহের জ্ঞান একমাত্র আপনারই কাছে।

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ۗ قَالُوْا لَا
عِلْمَ لَنَا ۗ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

আয়াত পাঠ করো ; কিন্তু তার ভুল অর্থ গ্রহণ করো। আমি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি—তিনি বলেছেন ঃ যখন লোকদের এ অবস্থা হবে যে, তারা খারাপ কাজ দেখবে কিন্তু তা পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে না ; যালেমকে যুলুম করতে দেখবে কিন্তু তার বস্তু ধারণ করবে না, তবে তখন এটা অসম্ভব নয় যে আল্লাহ তাঁর গযব দ্বারা সকলকে বেষ্টন করবেন। আল্লাহর শপথ, ভালো কাজের হুকুম দেয়া ও খারাপ ও মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যকার সব থেকে খারাপ লোকদেরকে তোমাদের উপর আধিপত্যশীলরূপে চাপিয়ে দেবেন এবং তারা তোমাদের কঠোর দুঃখ-যন্ত্রণা দান করবে। এ অবস্থায় তোমাদের সৎ লোকগণ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, কিন্তু তা গৃহীত হবে না।

৫৩. অর্থাৎ—ধর্মপরায়ণ, সত্যাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য মুসলমান।

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى ۖ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ○ (١١٠)

১১০. তারপর সে সময়ের কথা চিন্তা করো যখন আল্লাহ বলবেন, "হে মারয়ামের পুত্র ঈসা! আমার সে নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাকে ও তোমার মাকে দিয়েছিলাম। আমি পাক-পবিত্ররূহের মাধ্যমে তোমাকে সাহায্য করেছিলাম। তুমি দোলনায় থেকেও লোকদের সাথে কথা বলেছিলে এবং পরিণত বয়সে পৌঁছেও। আমি তোমাকে কিতাব ও হিকমত এবং তাওরাত ও ইনজীলের শিক্ষা দিয়েছিলাম। তুমি আমার হুকুমে পাখির আকৃতির মাটির পুতুল তৈরী করে তাতে ফুঁক দিতে এবং আমার হুকুমে তা পাখি হয়ে যেতো। তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আমার হুকুমে নিরাময় করে দিতে এবং মৃতদেরকে আমার হুকুমে বের করে আনতে।[৫৫] তারপর যখন তুমি সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে বনী ইসরাঈলের কাছে পৌঁছলে এবং তাদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকারকারী ছিল তারা বললো, এ নিশানীগুলো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّـۧنَ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِى وَبِرَسُولِى قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ○ (١١١)

১১১. তখন আমিই তোমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম। আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে ইংগিত করেছিলাম, আমার ও আমার রসূলের প্রতি ঈমান আনো, তারা বলেছিল, আমরা ঈমান আনলাম এবং সাক্ষী থাকো আমরা মুসলিম।

إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۖ قَالَ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○ (١١٢)

১১২. হাওয়ারীদের (প্রসংগে)[৫৬] এ ঘটনাটিও যেন মনে থাকে, যখন হাওয়ারীরা বলেছিল, হে মারয়াম পুত্র ঈসা! আপনার রব কি আমাদের জন্য আকাশ থেকে একটি খাবার পরিপূর্ণ খাঞ্চা নাযিল করতে পারেন? ঈসা বলেছিল, আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।

قَالُوا۟ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ○ (١١٣)

১১৩. তারা বলেছিল, আমরা কেবল এতটুকুই চাই যে, আমরা সেই খাঞ্চা থেকে খাবার খাবো, আমাদের মন নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে এবং আমরা জেনে নেবো যে, আপনি যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য এবং আমরা তার সাক্ষী হয়ে যাবো।

৫৪. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন রসূলদের কাছে প্রশ্ন করা হবে ঃ তোমরা দুনিয়ার প্রতি ইসলামের যে আহ্বান জানিয়েছিলে, দুনিয়া তোমাদের সে আহ্বানে কি জবাব দিয়েছিল ?

৫৫. অর্থাৎ মৃত্যুর অবস্থা থেকে বহির্গত করে জীবনের অবস্থায় আনয়ন করতো।

৫৬. মাঝখানে হাওয়ারীদের উল্লেখ এসে যাওয়ায় ভাষণের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে এখানে হাওয়ারীদেরই সম্পর্কে আরও এমন একটি ঘটনার প্রতি ইংগীত করা হয়েছে, যা থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, মসিহ আ.-এর কাছে প্রত্যক্ষভাবে যে সমস্ত শিষ্য শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরা মসিহকে একজন মানুষ ও আল্লাহর একজন বান্দা বলেই জানতো; তাদের সুদূর চিন্তা ও কল্পনাতেও নিজেদের গুরু সম্পর্কে এ ধারণা ছিল না যে, তিনি আল্লাহ বা আল্লাহর শরীক বা আল্লাহর পুত্র ছিলেন। অধিকন্তু একথাও জানা যায় যে, মসিহ নিজেও তাঁদের সামনে নিজেকে খোদার একজন শক্তিহীন বান্দারূপেই পেশ করেছিলেন।

﴿١١٤﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ○

১১৪. এ কথায় ঈসা ইবনে মারয়াম দোয়া করেছিল, "হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! আমাদের ওপর আকাশ থেকে একটি খাদ্যভরা খাঞ্চা নাযিল করো, যা আমাদের জন্য এবং আমাদের আগের-পিছের সবার জন্য আনন্দের উপলক্ষ হিসেবে গণ্য হবে এবং তোমার পক্ষ থেকে হবে একটি নিদর্শন। আমাদের জীবিকা দান করো এবং তুমি সর্বোত্তম জীবিকা দানকারী।"

﴿١١٥﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ○

১১৫. আল্লাহ জবাব দিয়েছিলেন, "আমি তা তোমাদের ওপর নাযিল করবো। কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কুফরী করবে তাকে আমি এমন শাস্তি দেবো, যা দুনিয়ায় আর কাউকে দেইনি।"

রুকূ' ঃ ১৬

﴿١١٦﴾ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ○

১১৬. (মোটকথা এসব অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে) আল্লাহ যখন বলবেন, "হে মারয়াম পুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করো ?"[৫৭] তখন সে জবাব দেবে, "সুবহানাল্লাহ! যে কথা বলার কোনো অধিকার আমার ছিল না সে ধরনের কোনো কথা বলা আমার জন্য ছিল অশোভন ও অসংগত। যদি আমি এমন কথা বলতাম তাহলে আপনি নিশ্চয়ই তা জানতে পারতেন, আমার মনে যা আছে আপনি জানেন কিন্তু আপনার মনে যা আছে আমি তা জানি না, আপনি তো সমস্ত গোপন সত্যের জ্ঞান রাখেন।

﴿١١٧﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ○

১১৭. আপনি যা হুকুম দিয়েছিলেন তার বাইরে আমি তাদেরকে আর কিছুই বলিনি। তা হচ্ছেঃ আল্লাহর বন্দেগী করো যিনি আমারও রব এবং তোমাদেরও। আমি যতক্ষণ তাদের মধ্যে ছিলাম ততক্ষণ আমি ছিলাম তাদের তদারককারী ও সংরক্ষক। যখন আপনি আমাকে ফিরিয়ে নিয়েছেন তখন আপনিই ছিলেন তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও সংরক্ষক। আর অপনি তো সমস্ত জিনিসের তত্ত্বাবধায়ক ও সংরক্ষক।

﴿١١٨﴾ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১১৮. এখন যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন তাহলে তারা তো আপনার বান্দা আর যদি মাফ করে দেন তাহলে আপনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।"

৫৭. আল্লাহ তাআলার সাথে মাত্র মসিহ ও 'পবিত্র আত্মা'-কেই খোদা বানিয়ে খৃস্টানগণ ক্ষান্ত হয়নি, এছাড়া তারা মসিহর সম্মানীয় জননী মরিয়মকেও এক স্থায়ী উপাস্যরূপে গণ্য করে বসে। মসিহ (আ)-এর মৃত্যুর পর প্রথম তিনশ বছর পর্যন্ত খৃস্টান জগত এ ধারণার সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। তৃতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীর শেষাংশে আলেকজান্দ্রিয়ার কয়েকজন ধর্মীয় পণ্ডিত প্রথমবারের মতো হযরত মরিয়মকে 'আল্লাহর মাতা' এ আখ্যায় আখ্যায়িত করে এবং তারপর ধীরে ধীরে গীর্জাতে মরিয়ম পূজা বিস্তার লাভ করতে শুরু করে।

(١١٩) قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ۗ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ۗ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

(١٢٠) لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১১৯. তখন আল্লাহ্ বলবেন, "এটি এমন একটি দিন যেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতা উপকৃত করে। তাদের জন্য রয়েছে এমন বাগান যার নিম্নদেশে ঝরণা ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এখানে তারা থাকবে চিরকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।"

১২০. পৃথিবী, আকাশসমূহ ও সমগ্র জাতির ওপর রাজত্ব আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত এবং তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।

সূরা আল আন'আম

৬

নামকরণ

এ সূরার ১৬ ও ১৭ রুকূ'তে কোনো কোনো আন'আমের (গৃহপালিত পশু) হারাম হওয়া এবং কোনো কোনোটির হালাল হওয়া সম্পর্কিত আরববাসীদের কাল্পনিক ও কুসংস্কারমূলক ধারণা বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এ সূরাকে আল আন'আম নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা মতে এ সম্পূর্ণ সূরাটি একই সাথে মক্কায় নাযিল হয়েছিল। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা.-র চাচাত বোন হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ রা. বলেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটনীর পিঠে সওয়ার থাকা অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হতে থাকে। তখন আমি তাঁর উটনীর লাগাম ধরে ছিলাম। বোঝার ভারে উটনীর অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যেন মনে হচ্ছিল এই বুঝি তার হাড়গোড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।" হাদীসে একথাও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যে রাতে এ সূরাটি নাযিল হয় সে রাতেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে লিপিবদ্ধও করান।

এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে সুস্পষ্টভাবে মনে হয়, এ সূরাটি মক্কী যুগের শেষের দিকে নাযিল হয়ে থাকবে। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদের রেওয়ায়াতটিও একথার সত্যতা প্রমাণ করে। কারণ তিনি ছিলেন আনসারদের অন্তরভুক্ত। হিজরাতের পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে। যদি ইসলাম গ্রহণ করার আগে তিনি নিছক ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই হয়ে থাকবেন তাঁর মক্কায় অবস্থানের শেষ বছরে। এর আগে ইয়াসরেববাসীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক এতবেশী ঘনিষ্ঠ হয়নি যার ফলে তাদের একটি মহিলা তার খেদমতে হাযির হয়ে যেতে পারে।

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ

সূরাটির নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর আমরা সহজেই এর প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি। আল্লাহর রসূল যখন মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবার কাজ শুরু করেছিলেন তারপর থেকে বারোটি বছর অতীত হয়ে গিয়েছিল। কুরাইশদের প্রতিবন্ধকতা, জুলুম ও নির্যাতন চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। ইসলাম গ্রহণকারীদের একটি অংশ তাদের অত্যাচার নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ত্যাগ করেছিল। তারা হাবশায় (ইথিওপিয়া) অবস্থান করছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্য-সমর্থন করার জন্য আবু তালিব বা হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা কেউই বেঁচে ছিলেন না। ফলে সব রকমের পার্থিব সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি কঠোর প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রচার ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। তাঁর ইসলাম প্রচারের প্রভাবে মক্কায় ও চারপাশের গোত্রীয় উপজাতিদের মধ্য থেকে সৎলোকেরা একের পর এক ইসলাম গ্রহণ করে চলেছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমগ্র জাতি ইসলামকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের গোঁয়ার্তুমি অব্যাহত রেখেছিল। কোথাও কোনো ব্যক্তি ইসলামের দিকে সামান্যতম ঝোঁক প্রকাশ করলেও তার পেছনে ধাওয়া করা হতো। তাকে তিরস্কার, গালিগালাজ করা হতো। শারীরিক দুর্ভোগ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিপীড়নে তাকে জর্জরিত করা হতো। এ অন্ধকার বিভীষিকাময় পরিবেশে একমাত্র ইয়াসরেবের দিক থেকে একটি হালকা আশার আলো দেখা গিয়েছিল। সেখানকার আওস ও খাযরাজ গোত্রের প্রভাবশালী লোকেরা এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করে গিয়েছিলেন। সেখানে কোনো প্রকার আভ্যন্তরীণ বাধা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয়েই ইসলাম প্রসার লাভ করতে শুরু করেছিল। কিন্তু এ ছোট্ট একটি প্রারম্ভিক বিন্দুর মধ্যে ভবিষ্যতের যে বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল তা কোনো স্থূলদর্শীর দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়া সম্ভবপর ছিল না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হতো, ইসলাম একটি দুর্বল আন্দোলন। এর পেছনে কোনো বৈষয়িক ও বস্তুগত শক্তি নেই। এর আহ্বায়কের পেছনে তার পরিবারের ও বংশের দুর্বল ও ক্ষীণ সাহায্য-সমর্থন ছাড়া আর কিছুই নেই। মুষ্টিমেয় অসহায় ও বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করেছে। যেন মনে হয় নিজেদের জাতির বিশ্বাস, মত ও পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা সমাজ থেকে এমনভাবে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে যেমন গাছের মরা পাতা মাটির ওপর ঝরে পড়ে।

আলোচ্য বিষয়

এহেন পটভূমিতে এ ভাষণটি নাযিল হয়। এ হিসেবে এখানে আলোচ্য বিষয়গুলোকে প্রধান সাতটি শিরোনামে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

এক ঃ শিরককে খণ্ডন করা ও তাওহীদ বিশ্বাসের দিকে আহ্বান জানানো।

দুই ঃ আখেরাত বিশ্বাসের প্রচার এবং এ দুনিয়ার জীবনটাই সবকিছু—এ ভুল চিন্তার অপনোদন।

তিন ঃ জাহেলিয়াতের যে সমস্ত ভ্রান্ত কাল্পনিক বিশ্বাস ও কুসংস্কারে লোকেরা ডুবেছিল তার প্রতিবাদ করা।

চার ঃ যেসব বড় বড় নৈতিক বিধানের ভিত্তিতে ইসলাম তার সমাজ কাঠামো গড়ে তুলতে চায় সেগুলো শিক্ষা দেয়া।

পাঁচ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত লোকদের বিভিন্ন আপত্তি ও প্রশ্নের জবাব।

ছয় ঃ সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা ও সাধনা সত্ত্বেও দাওয়াত ফলপ্রসূ না হবার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যে অস্থিরতা ও হতাশাজনক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছিল সেজন্য তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া।

সাত ঃ অস্বীকারকারী ও বিরোধী পক্ষকে তাদের গাফলতি, বিহ্বলতা ও অজ্ঞানতা প্রসূত আত্মহত্যার কারণে উপদেশ দেয়া, ভয় দেখানো ও সতর্ক করা।

কিন্তু এখানে যে ভাষণ দেয়া হয়েছে তাতে এক একটি শিরোনামের আওতায় আলাদা আলাদাভাবে একই জায়গায় পূর্ণাঙ্গরূপে আলোচনা করার রীতি অনুসৃত হয়নি। বরং ভাষণ এগিয়ে চলেছে নদীর স্রোতের মতো মুক্ত অবাধ বেগে আর তার মাঝখানে এ শিরোনামগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ভেসে উঠেছে এবং প্রতিবারেই নতুন নতুন ভংগীতে এর ওপর আলোচনা করা হয়েছে।

মক্কী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়

এখানে পাঠকের সামনে সর্বপ্রথম একটি বিস্তারিত মক্কী সূরা আসছে। তাই এ প্রসংগে মক্কী সূরাগুলোর ঐতিহাসিক পটভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ বিশদ আলোচনা করে নেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। এ ধরনের আলোচনার পরে পরবর্তী পর্যায়ে যেসব মক্কী সূরা আসবে এবং তাদের ব্যাখ্যা প্রসংগে আমি যেসব কথা বলবো সেগুলো অনুধাবন করা সহজ হবে।

মাদানী সূরাগুলোর মধ্যে প্রায় সবগুলোর নাযিলের সময়-কাল আমাদের জানা আছে অথবা সামান্য চেষ্টা-পরিশ্রম করলে তার সময়-কাল চিহ্নিত করে নেয়া যেতে পারে। এমনকি সেসব সূরার বহু সংখ্যক আয়াতের পর্যন্ত নাযিলের উপলক্ষ ও কারণ নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতে পাওয়া যায়। কিন্তু মক্কী সূরাগুলো সম্পর্কে এতটা বিস্তারিত তথ্য-উপকরণ আমাদের কাছে নেই। খুব কম সংখ্যক সূরা এমন রয়েছে যার নাযিলের সময়-কাল ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। কারণ মাদানী যুগের তুলনায় মক্কী যুগের ইতিহাসে খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা কম। তাই মক্কী সূরাগুলোর ব্যাপারে আমাদের ঐতিহাসিক সাক্ষ-প্রমাণের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সূরার বিষয়বস্তু, আলোচ্য বিষয় ও বর্ণনা পদ্ধতি এবং প্রত্যেক সূরার নাযিলের পটভূমি সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট ইশারা-ইংগিতের আকারে যে আভ্যন্তরীণ সাক্ষ-প্রমাণ রয়েছে তার ওপরই নির্ভর করতে হয়। একথা সুস্পষ্ট যে, এ ধরনের সাক্ষ-প্রমাণের সাহায্যে প্রত্যেকটি সূরা ও আয়াত সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অংগুলি নির্দেশ করে একথা বলা যেতে পারে না যে, এটি অমুক তারিখে অমুক বছর বা অমুক উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। সর্বাধিক নির্ভুলভাবে বড়জোর এতটুকু বলা যেতে পারে যে, একদিকে আমরা মক্কী সূরাগুলোর ভেতরের সাক্ষ-প্রমাণ এবং অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের ইতিহাস পাশাপাশি রেখে এবং উভয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে কোন্ সূরা কোন্ পর্যায়ের সাথে সম্পর্কিত ছিল সে সম্পর্কে একটি মত গঠন করতে পারি।

গবেষণা ও অনুসন্ধানের এ পদ্ধতি অনুসরণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা ইসলামী দাওয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে একে চারটি প্রধান প্রধান ও উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে বিভক্ত দেখতে পাই ঃ

প্রথম পর্যায় ঃ নবুওয়াত প্রাপ্তির সূচনা থেকে শুরু করে নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা পর্যন্ত প্রায় তিন বছর। এ সময় গোপনে দাওয়াত দেবার কাজ চলে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়। মক্কার সাধারণ লোকেরা এ সম্পর্কে তখনো কিছুই জানতো না।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণার পর থেকে জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন ও উৎপীড়নের সূচনাকাল পর্যন্ত প্রায় দু' বছর। এ সময় প্রথমে বিরোধিতা শুরু হয়। তারপর তা প্রতিরোধের রূপ নেয়। এরপর ঠাট্টা, বিদ্রূপ, উপহাস, দোষারোপ,

গালিগালাজ, মিথ্যা প্রচারণা এবং জোটবদ্ধভাবে বিরোধিতা করার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এমনকি শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। যারা তুলনামূলকভাবে বেশী গরীব, দুর্বল ও আত্মীয় বান্ধবহীন ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে তারাই হয় সর্বাধিক নির্যাতনের শিকার।

তৃতীয় পর্যায় ঃ চরম উৎপীড়নের সূচনা অর্থাৎ নবুওয়াতের ৫ম বছর থেকে নিয়ে আবু তালিব ও হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকাল তথা ১০ম বছর পর্যন্ত পাঁচ বছর সময়-কাল পর্যন্ত এ পর্যায়টি বিস্তৃত। এ সময়ে বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করতে থাকে। মক্কার কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক মুসলমান আবিসিনিয়া হিজরত করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কট করা হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সমর্থক ও সংগী-সাথীদের নিয়ে আবু তালিব গিরিবর্তে অবরুদ্ধ হন।

চতুর্থ পর্যায় ঃ নবুওয়াতের দশম বছর থেকে ত্রয়োদশ বছর পর্যন্ত প্রায় তিন বছর। এটি ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদের জন্য সবচেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক সময়। তাঁর জন্য মক্কায় জীবনযাপন করা কঠিন করে দেয়া হয়েছিল। তায়েফে গেলেন। সেখানেও আশ্রয় পেলেন না। হজ্জের সময়ে আরবের প্রতিটি গোত্রকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ ও তাঁকে সাহায্য করার আবেদন জানালেন। কিন্তু কোথাও সাড়া পেলেন না। এদিকে মক্কাবাসীরা তাঁকে হত্যা করার, বন্দী করার বা নগর থেকে বিতাড়িত করার জন্য সলা-পরামর্শ করেই চলছিল। অবশেষে আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আনসারদের হৃদয় দুয়ার ইসলামের জন্য খুলে গেলো। তাদের আহ্বানে তিনি মদীনায় হিজরত করলেন।

এ সকল পর্যায়ে বিভিন্ন সময় কুরআন মজীদের যে সমস্ত আয়াত নাযিল হয় সেগুলোর প্রত্যেকটি তাদের বিষয়বস্তু ও বর্ণনা রীতির দিক দিয়ে পরস্পর থেকে বিভিন্ন। এক পর্যায়ের আয়াতের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী অন্য পর্যায়ের আয়াতের থেকে ভিন্নধর্মী। এদের বহু স্থানে এমন সব ইশারা-ইংগিত পাওয়া যায়, যা থেকে তাদের পটভূমির অবস্থা ও ঘটনাবলীর ওপর সুস্পষ্ট আলোকপাত হয়। প্রত্যেক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যের প্রভাব সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে নাযিলকৃত বাণীর মধ্যে বিপুলভাবে লক্ষণীয়। এসব আলামতের ওপর নির্ভর করে আমি পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত প্রত্যেকটি মক্কী সূরার ভূমিকায় সেটি মক্কী যুগের কোন্ পর্যায়ে নাযিল হয় তা জানিয়ে দেবো।

❐
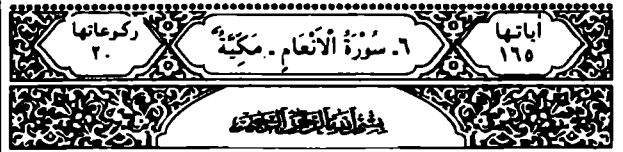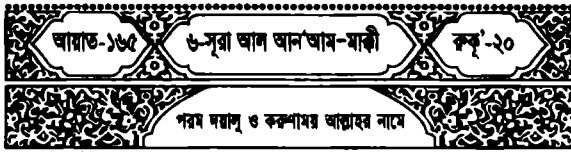
১. প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উৎপত্তি ঘটিয়েছেন। তবুও সত্যের দাওয়াত অস্বীকারকারীরা অন্যদেরকে তাদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছে।

২. তিনিই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। তারপর তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন জীবনের একটি সময়সীমা এবং আর একটি সময়সীমাও আছে, যা তাঁর কাছে স্থিরীকৃত,[১] কিন্তু তোমরা কেবল সন্দেহেই লিপ্ত রয়েছো।

৩. তিনিই এক আল্লাহ আকাশেও আছেন এবং পৃথিবীতেও, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব অবস্থাই জানেন এবং ভালো বা মন্দ যা-ই তোমরা উপার্জন করো তাও তিনি ভালোভাবেই অবগত।

৪. মানুষের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, তাদের রবের নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে এমন কোনো নিদর্শন নেই যা তাদের সামনে আসার পর তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি।

৫. অনুরূপভাবে এখন যে সত্য তাদের কাছে এসেছে তাকেও তারা মিথ্যা বলেছে। ঠিক আছে, এতদিন পর্যন্ত যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এসেছে শীঘ্রই সে সম্পর্কে কিছু খবর তাদের কাছে পৌছুবে।[২]

৬. তারা কি দেখেনি তাদের পূর্বে এমনি ধরনের কত মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি, যারা নিজ নিজ যুগে ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ? পৃথিবীতে তাদেরকে এমন কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকেও দেইনি। তাদের ওপর আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং তাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম। (কিন্তু যখন তারা নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো তখন) অবশেষে তাদের গোনাহের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের জায়গায় পরবর্তী যুগের মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি।

① اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۬ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○

② هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ۭ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ○

③ وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ ۭ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ○

④ وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ○

⑤ فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاۗءَهُمْ ۭ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰۗؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

⑥ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَاۗءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۠ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ○

১. অর্থাৎ কিয়ামতের সময় যখন সকল পূর্বের ও পরের লোককে পুনরায় নতুনভাবে জীবিত করা হবে এবং তারা হিসাব দেয়ার জন্য নিজেদের প্রভুর সামনে হাজির হবে।

২. এখানে হিজরত ও হিজরতের পরবর্তীকালে উপর্যোপরি ইসলাম যে সাফল্য লাভ করবে সে সম্পর্কে ইংগিত করা হয়েছে। যে সময় এ ইংগিত করা হয় তখন কি ধরনের সংবাদ তাদের কাছে পৌছাবে সে সম্পর্কে না কাফেররা কোনো অনুমান করতে পেরেছিল আর না মুসলমানদের মনেও সে সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল।

٧ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৭. হে নবী! যদি তোমার প্রতি কাগজে লেখা কোনো কিতাবও নাযিল করতাম এবং লোকেরা নিজেদের হাত দিয়ে তা স্পর্শ করেও দেখে নিতো, তাহলেও আজ যারা সত্যকে অস্বীকার করছে তারা তখন বলতো, এটা সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

٨ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۚ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ○

৮. তারা বলে, এ নবীর কাছে কোনো ফেরেশতা পাঠানো হয় না কেন ?[৩] যদি ফেরেশতা পাঠাতাম, তাহলে এতদিনে কবেই ফায়সালা হয়ে যেতো, তখন তাদেরকে আর কোনো অবকাশই দেয়া হতো না।

٩ وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ○

৯. যদি ফেরেশতা পাঠাতাম তাহলেও তাকে মানুষের আকৃতিতেই পাঠাতাম এবং এভাবে তাদেরকে ঠিক তেমনি সংশয়ে লিপ্ত করতাম যেমন তারা এখন লিপ্ত রয়েছে।

١٠ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

১০. হে মুহাম্মদ! তোমার পূর্বেও অনেক রসূলের প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্রূপকারীরা যে অকাট্য সত্য নিয়ে বিদ্রূপ করতো, সেটাই অবশেষে তাদের ওপর চেপে বসেছিল।

রুকূ’ ঃ ২

١١ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

১১. এদেরকে বলে দাও, পৃথিবীর বুকে একটু চলাফেরা করে দেখো, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে।

١٢ قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قُلْ لِّلّٰهِ ۚ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১২. এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেগুলো কার ?—বলো, সবকিছু আল্লাহরই। অনুগ্রহের পথ অবলম্বন করা তিনি নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছেন। (এজন্যই তিনি নাফরমানী ও সীমালংঘন করার অপরাধে তোমাদেরকে তাৎক্ষণিক ভাবে পাকড়াও করেন না।) কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদের সবাইকে অবশ্যই একত্র করবেন। এটি এমন একটি সত্য যার মধ্যে সংশয়-সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। কিন্তু যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে তারা একথা মানে না।

١٣ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

১৩. রাতের আঁধারে ও দিনের আলোয় যা কিছু বিরাজমান সবই আল্লাহর এবং তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।

١٤ قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১৪. বলো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি কি আর কাউকে নিজের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবো ? সেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে—যিনি পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা এবং যিনি জীবিকা দান করেন, জীবিকা গ্রহণ করেন না ? বলো, আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যেন আমি সবার আগে তাঁর সামনে আনুগত্যের শির নত করি। (আর তাকিদ করা হয়েছে, কেউ শিরক করলে করুক) কিন্তু তুমি মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়ো না।

١٥ قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

১৫. যদি আমি আমার রবের নাফরমানী করি, তাহলে ভয়হয় একটি মহা (ভয়ংকর) দিনে আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

١٦ مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُۥ ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۝

১৬. সেদিন যে ব্যক্তি শাস্তি থেকে রেহাই পাবে আল্লাহ তার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন এবং এটিই সুস্পষ্ট সাফল্য।

١٧ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝

১৭. যদি আল্লাহ তোমার কোনো ধরনের ক্ষতি করেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে তোমাকে ঐ ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে। আর যদি তিনি তোমার কোনো কল্যাণ করেন, তাহলে তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।

١٨ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۝

১৮. তিনি নিজের বান্দাদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তিনি জ্ঞানী ও সবকিছু জানেন।

١٩ قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَٰدَةً ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ شَهِيدٌۢ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّآ أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَإِنَّنِى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝

১৯. এদেরকে জিজ্ঞেস করো, কার সাক্ষ সবচেয়ে বড় ?—বলো, আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আর এ কুরআন আমার কাছে পাঠানো হয়েছে অহীর মাধ্যমে, যাতে তোমাদের এবং আর যার যার কাছে এটি পৌঁছে যায় তাদের সবাইকে আমি সতর্ক করি। সত্যিই কি তোমরা এমন সাক্ষ দিতে সক্ষম যে, আল্লাহর সাথে আরো ইলাহও আছে ?[৪] বলে দাও, আমি তো কখনোই এমন সাক্ষ দিতে পারি না। বলো, আল্লাহ তো একজনই এবং তোমরা যে শিরকে লিপ্ত রয়েছো আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

٢٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ۘ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

২০. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা এ বিষয়টিকে এমন সন্দেহাতীতভাবে চেনে যেমন নিজেদের সন্তানদেরকে চেনার ব্যাপারে তারা সন্দেহের শিকার হয় না। কিন্তু যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তারা একথা মানে না।

রুকূ' ঃ ৩

٢١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۝

২১. তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে অথবা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে ? অবশ্যই এ ধরনের যালেমরা কখনই সফলকাম হতে পারে না।

٢٢ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۝

২২. যেদিন এদের সবাইকে একত্র করবো এবং মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস করবো, এখন তোমাদের মনগড়া সেই শরীকরা কোথায়, যাদেরকে তোমরা নিজেদের ইলাহ মনে করতে ?

৩. অর্থাৎ এ ব্যক্তি যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীরূপে প্রেরিত হয়েছেন তখন আসমান থেকে একজন ফেরেশতার নেমে আসা দরকার ছিল, যে ফেরেশতা লোকদের সামনে ঘোষণা করবে যে—'ইনি আল্লাহর প্রেরিত নবী, সুতরাং তোমরা এর কথা মান্য কর, অন্যথায় তোমাদের শাস্তি দেয়া হবে।'

৪. কোনো জিনিস সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য মাত্র অনুমান আন্দায যথেষ্ট নয়, বরং তার জন্য 'জ্ঞান' এর দরকার যার ভিত্তিতে মানুষ নিসন্দেহে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারে যে, 'এটা এরূপ'। এখানে জিজ্ঞাসার তাৎপর্য এই যে, তোমাদের কি সত্য সত্যিই এ জ্ঞান আছে যে, এ বিশ্বজগতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কার্যকারক ক্ষমতাবান, নির্দেশক ও শাসক আছেন যিনি উপাসনা ও আনুগত্য পাবার উপযুক্ত ?

২৩. তখন তারা এ (মিথ্যা বিবৃতি দেয়া) ছাড়া আর কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারবে না যে, হে আমাদের রব! তোমার কসম, আমরা কখনো মুশরিক ছিলাম না।

﴿٢٣﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ○

২৪. দেখো, সে সময় এরা কিভাবে নিজেরাই নিজেদের সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে নেবে এবং সেখানে তাদের সমস্ত বানোয়াট মাবুদ উধাও হয়ে যাবে।

﴿٢٤﴾ انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

২৫. এদের কিছু লোক কান পেতে তোমার কথা শোনে কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি তাদের অন্তরের ওপর আবরণ ফেলে দিয়েছি যার ফলে তারা এর কিছুই বুঝে না এবং তাদের কানে ভার রেখে দিয়েছি (যার ফলে সবকিছু শোনার পরও তারা কিছুই শোনে না)। তারা যে নিদর্শনই প্রত্যক্ষ করুক তার ওপর ঈমান আনবে না। এমনকি যখন তারা তোমার কাছে এসে তোমার সাথে ঝগড়া করে তখন তাদের মধ্য থেকে যারা অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে তারা (সমস্ত কথা শোনার পর) একথাই বলে যে, এটি প্রাচীন কালের একটি গালগল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

﴿٢٥﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ○

২৬. তারা এ মহাসত্যবাণী গ্রহণ করা থেকে লোকদেরকে বিরত রাখে এবং নিজেরাও এর কাছ থেকে দূরে পালায়। (তারা মনে করে এ ধরনের কাজ করে তারা তোমার কিছু ক্ষতি করছে) অথচ আসলে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করছে। কিন্তু এটা তারা উপলব্ধি করে না।

﴿٢٦﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ۚ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ○

২৭. হায়! যদি তুমি সে সময়ের অবস্থা দেখতে পারতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের পাশে দাঁড় করানো হবে। সে সময় তারা বলবে, হায়! যদি এমন কোনো উপায় হতো যার ফলে আমরা আবার দুনিয়ায় প্রেরিত হতাম তখন আমাদের রবের নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা বলতাম না এবং মুমিনদের অন্তরভুক্ত হয়ে যেতাম।

﴿٢٧﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

২৮. আসলে একথা তারা নিছক এজন্য বলবে যে, তারা যে সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল তা সে সময় আবরণমুক্ত হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে। নয়তো তাদেরকে যদি আগের জীবনের দিকে ফেরত পাঠানো হয় তাহলে আবার তারা সে সবকিছুই করে যাবে যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। তারা তো মিথ্যুকই।

﴿٢٨﴾ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○

২৯. (তাই নিজেদের মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও তারা মিথ্যারই আশ্রয় নেবে)। আজ এরা বলে, জীবন বলতে যা কিছু আছে, তা কেবল এ দুনিয়ার জীবনটুকুই এবং মরার পর আমাদের আর কোনোক্রমেই উঠানো হবে না।

﴿٢٩﴾ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ○

৩০. হায়! সেই দৃশ্যটা যদি তোমরা দেখতে পারতে যখন এদেরকে এদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে। সে সময় এদের রব এদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "এটা কি সত্য নয়"? এরা বলবে, "হ্যাঁ, হে আমাদের রব! এটা সত্যই।" তিনি বলবেন, "আচ্ছা, এবার তাহলে নিজেদের সত্য অস্বীকারের ফলস্বরূপ আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।

রুকূ' ঃ ৪

৩১. যারা আল্লাহর সাথে নিজেদের সাক্ষাতের ঘোষণাকে মিথ্যা গণ্য করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যখন অকস্মাৎ সে সময় এসে যাবে তখন এরাই বলবে, "হায়, আফসোস! এ ব্যাপারে আমাদের কেমন ভুল হয়ে গেছে।" আর তারা নিজেদের পিঠে নিজেদের গোনাহের বোঝা বহন করতে থাকবে। দেখো, কেমন নিকৃষ্ট বোঝা এরা বহন করে চলছে।

৩২. দুনিয়ার জীবন তো একটি খেল-তামাসার ব্যাপার।[৫] আসলে যারা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে চায় তাদের জন্য আখেরাতের আবাসই ভালো তবে কি তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগাবে না?

৩৩. হে মুহাম্মাদ! একথা অবশ্যই জানি, এরা যেসব কথা তৈরী করে তা তোমাকে কষ্ট দেয় কিন্তু এরা তোমাকে মিথ্যা বলে না বরং এ যালেমরা আসলে আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করছে।[৬]

৩৪. তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে কিন্তু তাদের ওপর যে মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে এবং যে কষ্ট দেয়া হয়েছে, তাতে তারা সবর করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে গেছে। আল্লাহর কথাগুলো পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারোর নেই এবং আগের রসূলদের সাথে যা কিছু ঘটে গেছে তার খবর তো তোমার কাছে পৌঁছে গেছে।

۝٣٠ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

۝٣١ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ۝

۝٣٢ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

۝٣٣ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝

۝٣٤ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ ۝

৫. এর অর্থ এই নয় যে, দুনিয়ার জীবনে কোনো গুরুত্ব-গাম্ভীর্য নেই এবং মাত্র খেল-তামাশার ছলে এ দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে ; বরং মূলত এর অর্থ হচ্ছে—পরকালের প্রকৃত ও চিরস্থায়ী জীবনের তুলনায় এ পার্থিব জীবন খেল-তামাশার মতোই ক্ষণস্থায়ী ; যেমন কোনো মানুষ কিছু সময়ের জন্য খেলা ও আনন্দ-স্ফূর্তিজনক চিত্ত বিনোদনের পর আবার আসল গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্ব সংকুল কাজের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এছাড়া পার্থিব জীবনকে খেল-তামাশার সাথে এজন্যও তুলনা করা হয়েছে যে, এখানে প্রকৃত সত্য তত্ত্ব অন্তর্নিহিত থাকার কারণে অন্তর্দৃষ্টিহীন বাহ্যদর্শী লোকদের পক্ষে নানা রকম ভুল ধারণার বশবর্তী হওয়ার বহু কারণ বর্তমান আছে। আর এ ভুল ধারণায় আবদ্ধ হয়ে তারা প্রকৃত সত্যের বিপরীত অদ্ভুত অদ্ভুত এমন সব কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করে যার ফলে তাদের জীবন নিছক খেল-তামাশায় পর্যবসিত হয়।

৬. নবী করীম স. যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর বাণী শুনাবার কাজ শুরু করেননি ততদিন তাঁর জাতির লোকজন তাঁকে 'আমীন' ও 'সত্যবাদী' বলে মনে করতো এবং তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ছিল। কিন্তু তারা তাঁকে অমান্য ও অস্বীকার করতে শুরু করলো তখন, যখন তিনি আল্লাহর বাণী তাদের সামনে পেশ করতে শুরু করলেন। এ দ্বিতীয় পর্যায়েও তাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তিও এরূপ ছিল না যে, রসূলে করীম স.-কে ব্যক্তিগত দিক দিয়ে মিথ্যাবাদী বলার দুঃসাহস করতে পারতো। তাঁর কোনো প্রাণের শত্রুও কখনও তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেননি যে, তিনি দুনিয়ার কোনো

৩৫. তবুও যদি তাদের উপেক্ষা তোমার কাছে অসহনীয় হয়ে থাকে তাহলে তোমার মধ্যে কিছু শক্তি থাকলে তুমি ভূগর্ভে কোনো সুড়ংগ খুঁজে নাও অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগাও এবং তাদের কাছে কোনো নিদর্শন আনার চেষ্টা করো। আল্লাহ চাইলে এদের সবাইকে হেদায়াতের ওপর একত্র করতে পারতেন। কাজেই মূর্খদের অন্তরভুক্ত হয়ো না।[৭]

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ○

৩৬. সত্যের দাওয়াতে তারাই সাড়া দেয় যারা শোনে। আর মৃতদেরকে[৮] তো আল্লাহ কবর থেকেই ওঠাবেন, তারপর তাদেরকে (তাঁরা আদালতে হাযির হবার জন্য) ফিরিয়ে আনা হবে।

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ○

৩৭. তারা বলে, এ নবীর ওপর তার রবের পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন ? বলো, আল্লাহ নিদর্শন অবতীর্ণ করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক অজ্ঞতায় ডুবে আছে।[৯]

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

৩৮. ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল কোনো প্রাণী এবং বাতাসে ডানা বিস্তার করে উড়ে চলা কোনো পাখিকেই দেখ না কেন, এরা সবাই তোমাদের মতই বিভিন্ন শ্রেণী। তাদের ভাগ্য লিপিতে কোনো কিছু লিখতে আমি বাদ দেইনি। তারপর তাদের সবাইকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ○

৩৯. কিন্তু যারা আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা বলে তারা বধির ও বোবা, তারা অন্ধকারে ডুবে আছে, আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন আবার যাকে চান সত্য সরল পথে পরিচালিত করেন।[১০]

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

ব্যাপারে কখনও মিথ্যা বলেছেন। তারা তাঁর যাকিছু বিরোধিতা করেছে তা তাঁর নবী হওয়ার দিক দিয়েই। তাঁর সবচেয়ে বড় দুশমন ছিল আবু জাহেল। হযরত আলী রা.-এর বর্ণনা মতে একবার আবু জাহেল নিজে নবী করীম স.-এর সাথে কথা প্রসঙ্গে বলেন, "আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী তো বলি না, কিন্তু আপনি যাকিছু প্রচার করছেন আমরা তাকেই মিথ্যা বলছি।"

৭. অর্থাৎ এ চিন্তার মধ্যে পড়ো না যে, তাদের কোনো অলৌকিক নিদর্শন দেখানো হোক যার দ্বারা তারা ঈমান নিয়ে আসবে। যদি আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য এই হতো যে, সারা মানবজাতিকে সত্য পথের উপর একত্রিত করে দেয়া হবে তবে তিনি সকলকে মুমিনরূপেই পয়দা করে দিতেন ; রসূল পাঠাবার ও বিশ্বাসীদল ও কাফের দলের মধ্যে বছরের পর বছর দ্বন্দ্ব করানোর কি প্রয়োজন ছিল ?

৮. 'যারা শুনতে পায়' বলতে সেই সব লোক বুঝানো হচ্ছে যাদের অন্তর ও বিবেক জীবন্ত ও প্রাণবন্ত আছে, যারা নিজেদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিকে অকর্মণ্য করে দেয়নি এবং যারা নিজেদের অন্তকরণের দ্বারগুলোতে বিদ্বেষ ও জড়ত্বের তালা লাগিয়ে দেয়নি। অপর পক্ষে 'মুর্দা' হচ্ছে সেই সব লোক যারা গতানুগতিক ধারায় অন্ধত্বের মধ্যে জীবনযাপন করে চলেছে এবং গতানুগতিক ধারা থেকে সামান্য বিচ্যুত হয়ে কোনো কথা গ্রহণ করার জন্য তারা প্রস্তুত নয়—যদিও সেকথা সুস্পষ্ট সত্য হয়।

৯. এখানে 'নিদর্শন' এর অর্থ হচ্ছে—অনুভবযোগ্য মুজিযা (অলৌকিক ক্রিয়া)। আল্লাহ তাআলার বক্তব্য এই যে, মুজিযা না দেখানোর কারণ এ নয় যে, তিনি তা দেখাতে অসমর্থ ; বরং তার কারণ অন্য কিছু। এসব লোক নিজেদের নিছক অজ্ঞতার কারণেও উপলব্ধি করতে পারছে না।

১০. আল্লাহর পথভ্রষ্ট করার অর্থ হচ্ছে ঃ একজন অজ্ঞতা ও মূর্খতাপ্রিয় মানুষ আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করে না। এছাড়া সংকারান্ধ, বিদ্বিষ্ট ও অবাস্তব দৃষ্টি সম্পন্ন কোনো বিদ্যার্থী যদি আল্লাহর নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করেও তবুও প্রকৃত সত্য লাভের পন্থাসমূহ তার দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায় এবং ভুল ধারণা সৃষ্টিকারী জিনিসসমূহ তাকে সত্য থেকে ক্রমাগত দূরে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। অপরপক্ষে আল্লাহর পথপ্রদর্শনের অর্থ হচ্ছে ঃ এক সৎ সত্য-সন্ধানীকে জ্ঞান লাভের উপায়-উপকরণ থেকে উপকার লাভের সুযোগ দান করা হয় এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে সে সত্য পর্যন্ত পৌঁছবার পন্থাসমূহ লাভ করতে থাকে।

٤٠ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ○

৪০. এদেরকে বলো, একটু ভেবে চিন্তে বলতো দেখি, যদি তোমার ওপর কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বড় রকমের বিপদ এসে পড়ে অথবা শেষ সময় এসে যায়, তাহলে সে সময় কি তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ডাকো ? বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

٤١ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ○

৪১. তখন তোমরা একমাত্র আল্লাহকেই ডেকে থাকো। তারপর তিনি চাইলে তোমাদেরকে সেই বিপদমুক্ত করেন। যাদেরকে তোমরা তাঁর সাথে শরীক করতে তাদের কথা এ সময় একদম ভুলে গিয়ে থাকো।[11]

রুকূ' ঃ ৫

٤٢ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَٰهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ○

৪২. তোমার পূর্বে অনেক মানব গোষ্ঠীর কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে বিপদ ও কষ্টের মুখে নিক্ষেপ করেছি, যাতে তারা বিনীতভাবে আমার সামনে মাথানত করে।

٤٣ فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ○

৪৩. কাজেই যখন আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপিত হলো তখন তারা বিনম্র হলো না কেন ? বরং তাদের মন আরো বেশী কঠিন হয়ে গেছে এবং শয়তান তাদেরকে এ মর্মে নিশ্চিন্ততা বিধান করেছে যে, তোমরা যা কিছু করছো ভালই করছো।

٤٤ فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ○

৪৪. তারপর যখন তারা তাদের যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা ভুলে গেলো তখন তাদের জন্য সমৃদ্ধির সকল দরজা খুলে দিলাম। শেষ পর্যন্ত তারা যখন তাদেরকে যা কিছু দান করা হয়েছিল তার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে গেলো তখন অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম এবং তখন অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, তারা সব রকমের কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছিল।

٤٥ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ۚ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ○

৪৫. এভাবে যারা যুলুম করেছিল তাদের শিকড় কেটে দেয়া হলো। আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্য (কারণ তিনিই তাদের শিকড় কেটে দিয়েছেন)।

٤٦ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَٰرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ○

৪৬. হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো একথা ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ছিনিয়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন[12] তাহলে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন্ ইলাহ আছে যে এ শক্তিগুলো তোমাদের ফিরিয়ে দিতে পারে ? দেখো, কিভাবে আমরা বারবার আমাদের নিশানীগুলো তাদের সামনে পেশ করি এবং এরপরও তারা কিভাবে এগুলো থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়।

٤٧ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ○

৪৭. বলো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যে আযাব এসে যায় তাহলে যালেমরা ছাড়া আর কেউ ধ্বংস হবে কি ?

٤٨ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

৪৮. আমি যে রসূল পাঠাই তা তো কেবল এ জন্যই পাঠাই যে, তারা সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদ দানকারী এবং দুষ্কৃতকারীদের জন্য ভীতিপ্রদর্শনকারী হবে। তারপর যারা তাদের কথা মেনে নেবে এবং নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করবে তাদের জন্য কোনো ভয় ও দুঃখের কারণ নেই।

٤٩ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ○

৪৯. আর যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলবে তাদেরকে নিজেদের নাফরমানীর শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

٥٠ قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ○

৫০. হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো, "আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে, আমি গায়েবের জ্ঞানও রাখি না এবং তোমাদের একথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমিতো কেবল মাত্র সে অহীর অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি নাযিল করা হয়।" তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে ? তোমার কি চিন্তা-ভাবনা করো না ?

রুকূ' ঃ ৬

٥١ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِىٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

৫১. আর হে মুহাম্মাদ! তুমি এ অহীর জ্ঞানের সাহায্যে তাদেরকে নসিহত করো যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রবের সামনে কখনো এমন অবস্থায় পেশ করা হবে যে, সেখানে তাদের সাহায্য-সমর্থন বা সুপারিশ করার জন্য তিনি ছাড়া আর কেউ (ক্ষমতা ও কর্তৃত্বশালী) থাকবে না। হয়তো (এ নসিহতের কারণে সতর্ক হয়ে) তারা আল্লাহভীতির পথ অবলম্বন করবে।

٥٢ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ○

৫২. আর যারা তাদের রবকে দিন-রাত ডাকতে থাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টারত থাকে তাদেরকে তোমার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিয়ো না। তাদের কৃতকর্ম থেকে কোনো জিনিসের (জবাবদিহির) দায়িত্ব তোমার ওপর নেই এবং তোমার কৃতকর্ম থেকেও কোনো জিনিসের (জবাবদিহির) দায়িত্ব তাদের ওপর নেই। এ সত্ত্বেও যদি তুমি তাদেরকে দূরে ঠেলে দাও তাহলে তুমি যালেমদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।

---

১১. অর্থাৎ এ নিদর্শন তো তোমাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেই বর্তমান আছে। যখন তোমাদের উপর কোনো বিপদ ঘটে, কিংবা মৃত্যু তার ভয়াবহ রূপ নিয়ে তোমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, সে সময় আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া দ্বিতীয় কোনো আশ্রয়স্থল তোমরা দেখতে পাও না, বড় বড় মুশরিকরাও এরূপ অবস্থায় নিজেদের উপাস্য দেবতাদের বিস্মৃত হয়ে একমাত্র সেই এক আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে। কট্টর থেকে কট্টর নাস্তিকও আল্লাহর কাছে প্রার্থনার হাত প্রসারিত করে দেয়। এ ঘটনা এ সত্যিই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ পরস্ত ও তাওহীদের সাক্ষ্য প্রতিটি মানুষের নিজস্ব সত্তার মধ্যে বিদ্যমান আছে। তার উপর উদাসীনতা ও অজ্ঞানতার যতই আবরণ ঢেকে দেয়া হোক না কেন তবুও তা কখনও কখনও আবরণ ভেদ করে উপরে জাগরুক হয়।

১২. এখানে অন্তকরণের উপর মোহর লাগানোর অর্থ—চিন্তা করার ও বুঝবার শক্তি হরণ করে নেয়া।

٥٣ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓا أَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِالشّٰكِرِينَ ○

৫৩. আসলে আমি এভাবে মানুষের মধ্য থেকে এক দলকে আর এক দলের সাহায্যে পরীক্ষা করেছি,[১৩] যাতে তারা এদেরকে দেখে বলে, "এরা কি সেসব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন?"—হ্যাঁ, আল্লাহ কি তাঁর শোকরগুজার বান্দা কারা, সেটা এদের চাইতে বেশী জানেন না?

٥٤ وَإِذَا جَآءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًۢا بِجَهٰلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

৫৪. আমার আয়াতের প্রতি যারা ঈমান আনে তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন তাদেরকে বলো, "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের রব দয়া ও অনুগ্রহের নীতি নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছেন। তোমাদের কেউ যদি অজ্ঞতা বশত কোনো খারাপ কাজ করে বসে, তারপর তাওবা করে এবং সংশোধন করে নেয়, তাহলে তিনি তাকে মাফ করে দেন এবং নরম নীতি অবলম্বন করেন।[১৪]

٥٥ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ○

৫৫. এটি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহেরই প্রকাশ। আর এভাবে আমি আমার নিশানীগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি যাতে অপরাধীদের পথ একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রুকূ' ঃ ৭

٥٦ قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ ۚ قُل لَّآ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ○

৫৬. হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যাদেরকে ডাকো তাদের বন্দেগী করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বলো, আমি তোমাদের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করবো না। এমনটি করলে আমি বিপথগামী হবো এবং সরল-সত্য পথ লাভকারীদের অন্তরভুক্ত থাকবো না।

٥٧ قُلْ إِنِّى عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ ۚ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِينَ ○

৫৭ বলো, আমার রবের পক্ষ থেকে আমি একটি উজ্জ্বল প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমরা তাকে মিথ্যা বলেছো। এখন তোমরা যে জিনিসটি তাড়াতাড়ি চাচ্ছো সেটি আমার ক্ষমতার আওতাধীন নয়। ফায়সালার সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। তিনিই সত্য বিবৃত করেন এবং তিনিই সবচেয়ে ভাল ফায়সালাকারী।

٥٨ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِىَ الْأَمْرُ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالظّٰلِمِينَ ○

৫৮. বলো, তোমরা যে জিনিসটি তাড়াতাড়ি চাচ্ছো সেটি যদি আমার আওতার মধ্যে থাকতো তাহলে তো আমার ও তোমাদের মধ্যে কবেই ফায়সালা হয়ে যেতো। কিন্তু যালেমদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করা উচিত তা আল্লাহই ভাল জানেন।

১৩. অর্থাৎ গরীব, নিঃস্ব ও সেইসব লোক যারা সমাজে মর্যাদাহীন। সকলের আগে এদের ঈমান আনার সুযোগ দিয়ে আমি ধন ও সম্মানের গর্বে গর্বিত লোকদেরকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছি।

১৪. যেসব লোক সে সময় নবী করীম স.-এর উপর ঈমান এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেক এরূপ লোকও ছিলেন যাঁদের দ্বারা ইসলাম পূর্ব যমানায় বড় বড় পাপ সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। এখন ইসলাম গ্রহণ করার পর যদিও তাঁদের জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছিল তবুও ইসলামের বিরুদ্ধাচারীরা তাঁদের অতীত জীবনের দোষ-ত্রুটি ও কাজের উল্লেখ করে তাঁদেরকে লাঞ্ছিত করতে চাইতো। এ সম্পর্কেই এরশাদ হচ্ছে—ঈমানদারদেরকে আশ্বাস দান

۝٥٩ وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

৫৯. তাঁরই কাছে আছে অদৃশ্যের চাবি, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। জলে স্থলে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে গাছের একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকার প্রদেশে এমন একটি শস্যকণাও নেই যে সম্পর্কে তিনি অবগত নন। শুষ্ক ও আর্দ্র সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত আছে।

۝٦٠ وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৬০. তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে তোমরা যা কিছু করো তা জানেন। আবার পরদিন তোমাদের সেই কর্মজগতে ফেরত পাঠান, যাতে জীবনের নির্ধারিত সময়-কাল পূর্ণ হয়। সবশেষে তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি জানিয়ে দেবেন তোমরা কি কাজে লিপ্ত ছিলে।

রুকূ' ঃ ৮

۝٦١ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ۝

৬১. তিনি নিজের বান্দাদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তোমাদের ওপর রক্ষক নিযুক্ত করে পাঠান। অবশেষে যখন তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় সমুপস্থিত হয় তখন তাঁর প্রেরিত ফেরেশতারা তার প্রাণ বের করে নেয় এবং নিজেদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তারা সামান্যতম শৈথিল্যও দেখায় না।

۝٦٢ ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ۭ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۣ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ۝

৬২. তারপর তাদের প্রকৃত মালিক ও প্রভু আল্লাহর দিকে তাদের সবাইকে ফিরিয়ে আনা হয়। সাবধান হয়ে যাও, ফায়সালা করার যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র তিনিই এবং তিনি হিসেব গ্রহণের ব্যাপারে অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন।

۝٦٣ قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَىِٕنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝

৬৩. হে মুহাম্মাদ! এদেরকে জিজ্ঞেস করো, জল-স্থলের গভীর অন্ধকারে কে তোমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে? কার কাছে তোমরা কাতর কণ্ঠে ও চুপে চুপে প্রার্থনা করো? কার কাছে বলে থাকো, এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করলে আমরা অবশ্যই তোমার শোকরগুজারী করবো?

۝٦٤ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۝

৬৪.—বলো, আল্লাহ তোমাদের এ থেকে এবং প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেন। এরপরও তোমরা অন্যদেরকে তাঁর সাথে শরীক করো।[১৫]

কর। তাদের বলে দাও—যে ব্যক্তি তাওবা করে অনুতাপসহ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে নিজেকে সংশোধন করে নেয় তার অতীত দোষ-ত্রুটির জন্য পাকড়াও করার রীতি আল্লাহ তাআলার কাছে নেই।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সর্বশক্তিমান। তিনিই সকল ক্ষমতা ও অধিকারের মালিক এবং তোমাদের ভালো ও মন্দের একমাত্র অধিকারী তিনিই এবং তাঁরই হাতে তোমাদের ভাগ্যের চাবিকাঠি—এ সত্যের সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের আপন সত্তার মধ্যেই বর্তমান আছে। যখন কোনো কঠিন সময় উপস্থিত হয় এবং সকল প্রকার উপায়-উপকরণ অকার্যকরী বলে মনে হয় তখন তোমরা স্বতঃই নিরুপায় হয়ে তাঁরই দিকে রুজু কর। তোমাদের আপন সত্তার মধ্যে এ সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও তোমরা বিনা দলীল, বিনা যুক্তি ও বিনা প্রমাণে অপরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে রেখেছ। তাঁরই জীবিকায় তোমরা প্রতিপালিত হচ্ছো, আর 'দাতা' বানিয়ে রেখেছ অন্য কাউকে। তাঁরই দয়া ও অনুগ্রহ হতে তোমরা সাহায্য লাভ করো, আর অন্যকে সহায় ও সাহায্যকারী ধারণা করে বসে থাকো। তোমরা দাস হচ্ছো তাঁর, কিন্তু দাসত্ব কর অন্য কারোর। তিনিই তোমাদের বিপদ হতে উদ্ধার করেন

٦٥ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ○

৬৫. বলো, তিনি ওপর থেকে বা তোমাদের পদতল থেকে তোমাদের ওপর কোনো আযাব নাযিল করতে অথবা তোমাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে এক দলকে আর এক দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করিয়ে দিতে সক্ষম। দেখো, আমি কিভাবে বারবার বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমার নিদর্শনসমূহ তাদের সামনে পেশ করছি, হয়তো তারা এ সত্যটি অনুধাবন করবে।

٦٦ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ○

৬৬. তোমার জাতি সেটি অস্বীকার করছে। অথচ সেটি সত্য। এদেরকে বলে দাও, আমাকে তোমাদের ওপর হাবিলদার নিযুক্ত করা হয়নি।[১৬]

٦٧ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ○

৬৭. প্রত্যেকটি খবর প্রকাশিত হবার একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। শীঘ্রই তোমরা নিজেরাই পরিণাম জানতে পারবে।

٦٨ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

৬৮. আর হে মুহাম্মদ! যখন তুমি দেখো, লোকেরা আমার আয়াতের মধ্যে দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন তাদের কাছ থেকে সরে যাও, যে পর্যন্ত না তারা এ আলোচনা বাদ দিয়ে অন্য প্রসংগে লিপ্ত হয়। আর যদি কখনো শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তাহলে যখনই তোমার মধ্যে এ ভুলের অনুভূতি জাগে তারপর আর এ যালেম লোকদের কাছে বসো না।

٦٩ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

৬৯. তাদের কৃতকর্ম থেকে কোনো কিছুর দায়-দায়িত্ব সতর্কতা অবলম্বনকারীদের ওপর নেই। তবে নসীহত করা তাদের কর্তব্য। হয়তো তারা ভুল কর্মনীতি অবলম্বন করা থেকে বেঁচে যাবে।

٧٠ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ○

৭০. যারা নিজেদের দীনকে খেল-তামাশায় পরিণত করেছে এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারণায় নিক্ষেপ করেছে তাদেরকে পরিত্যাগ করো। তবে এ কুরআন শুনিয়ে উপদেশ দিতে ও সতর্ক করতে থাকো, যাতে কোনো ব্যক্তি নিজের কর্মকাণ্ডের দরুন ধ্বংসের শিকার না হয়, যখন আল্লাহর হাত থেকে তাতে বাঁচাবার জন্য কোনো রক্ষাকারী, সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবে না, আর যদি সে সম্ভাব্য সকল জিনিসের বিনিময়ে নিষ্কৃতি লাভ করতে চায় তাহলে তাও গৃহীত হবে না। কারণ, এ ধরনের লোকেরা তো নিজেরাই নিজেদের কৃতকর্মের ফলে ধরা পড়ে যাবে। নিজেদের সত্য অস্বীকৃতির বিনিময়ে তারা পান করার জন্য পাবে ফুটন্ত পানি আর ভোগ করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

এবং বিপদের সময় তাঁরই কাছে তোমরা বিনয়াবনত হয়ে ক্রন্দন করতে থাকো, কিন্তু যখন সে দুঃসময় কেটে যায় তখন তোমাদের কাছে 'বিপদ-তারণ' হয়ে দাঁড়ায় অন্য কেউ এবং অন্যদের নামে ও আস্তানায় তখন নযর-নিয়ায চড়তে থাকে।

১৬. অর্থাৎ আমার এ কাজ নয় যে, তোমরা যা দেখছো না তা আমি বলপূর্বক তোমাদের দৃষ্টিগোচর করাবো এবং যাকিছু তোমরা বুঝছো না তা বলপূর্বক তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবো। আর যদি তোমরা না দেখ ও না বুঝ তবে তোমাদের উপর আযাব নাযিল করাও আমার কাজ নয়।

রুকূ' ঃ ৯

(٧١) قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৭১. হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, আমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডাকবো, যারা আমাদের উপকারও করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না? আর আল্লাহ যখন আমাদের সোজা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তখন আবার কি আমরা উল্টো দিকে ফিরে যাবো? আমরা কি নিজেদের অবস্থা সে ব্যক্তির মতো করে নেবো, যাকে শয়তানরা মরুভূমির বুকে পথ ভুলিয়ে দিয়েছে এবং সে হয়রান, পেরেশান ও উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? অথচ তার সাথীরা তাকে চীৎকার করে ডেকে বলছে, এদিকে এসো, এখানে রয়েছে সোজা পথ? বলো, আসলে আল্লাহর হেদায়াতই একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল হেদায়াত এবং তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছে, বিশ্ব-জাহানের প্রভুর সামনে আনুগত্যের শির নত করে দাও,

(٧٢) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

৭২. নামায কায়েম করো এবং তাঁর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকো। তাঁরই কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে।

(٧٣) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ○

৭৩. তিনিই যথাযথভাবে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।[১৭] আর যেদিন তিনি বলবেন, হাশর হয়ে যাও, সেদিনই তা হয়ে যাবে। তাঁর কথা যথার্থ অকাট্য সত্য। আর যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন রাজত্ব হবে একমাত্র তাঁরই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য[১৮] সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন এবং তিনি প্রজ্ঞাময় ও সবকিছুই জানেন।

(٧٤) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○

৭৪. ইবরাহীমের ঘটনা স্মরণ করো যখন সে তার পিতা আযরকে বলেছিল, "তুমি কি মূর্তিগুলোকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করছো? আমি তো দেখছি, 'তুমি ও তোমার জাতি প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত।"

১৭. কুরআনের মধ্যে একথা স্থানে স্থানে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা যমীন ও আসমানসমূহ সত্যভিত্তিক করে সৃষ্টি করেছেন বা সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন। এর একটি তাৎপর্য হচ্ছে ঃ যমীন ও আসমানসমূহের সৃষ্টি মাত্র খেলা হিসাবে করা হয়নি। এ কোনো বালকের খেলার জিনিস নয় যে, মাত্র চিত্ত-বিনোদনের জন্য সে জিনিসটি নিয়ে খেলতে থাকে ; তারপর আবার ভেঙেচুরে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। প্রকৃতপক্ষে এ সৃষ্টি এক গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যাপার ; হিকমতের ভিত্তিতে—মহান উদ্দেশ্যমূলক এক জ্ঞান পদ্ধতির ভিত্তিতে এ বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে। এক বিরাট মহান লক্ষ্য এ সৃষ্টির অন্তর্নিহিতরূপে বর্তমান। সৃষ্টির এক পর্যায় অতীত হওয়ার পর এটা অপরিহার্য যে স্রষ্টা অতিক্রান্ত যুগের মধ্যে যেসব কাজ করা হয়েছে তার হিসাব গ্রহণ করবেন এবং তার ফলের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভিত্তিস্থাপন করবেন। দ্বিতীয় তাৎপর্য হচ্ছে ঃ আল্লাহ তাআলা এ সমগ্র বিশ্বলোক সত্যের সুদৃঢ় বুনিয়াদের উপর স্থাপিত করেছেন। ন্যায়বিচার, জ্ঞানবিজ্ঞান ও সত্যতার বিধানের উপর এর প্রতিটি বস্তুর ভিত্তি স্থাপিত। বাতিল ও মিথ্যার জন্য যথার্থ পক্ষে এ বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে মূল বিস্তার করার ও ফলপ্রসূ হওয়ার কোনো অবকাশই নেই। তবে এ অবশ্য অন্য কথা—যে আল্লাহ তাআলা এখানে বাতিলপন্থীদেরকে এ সুযোগ দান করেন যে, তারা যদি তাদের মিথ্যা, যুলুম ও অসত্যতাকে বিকাশ দান করতে চায় তবে তারা চেষ্টা করে দেখুক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যমীন মিথ্যার প্রত্যেকটি জিনিসকে উদ্গারিত করে দূরে নিক্ষেপ করবে এবং সর্বশেষ হিসাব-নিকাশে প্রত্যেক বাতিলপন্থীই দেখতে পাবে যে, মিথ্যা ও অন্যায়ের বিষবৃক্ষের চাষে ও তার উন্নয়ন পরিচর্যায় সে যে সকল চেষ্টা-সাধনা করেছিল তা সবই ব্যর্থ ও ধ্বংস হয়েছে। তৃতীয় তাৎপর্য হচ্ছে ঃ আল্লাহ তাআলা এই সমগ্র বিশ্বলোক সত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন এবং নিজ সত্তার সত্যতার ভিত্তিতে তিনি এ বিশ্বব্যবস্থার পরিচালনা করছেন। তাঁর আদেশ এখানে এজন্যেই চলে যে তাঁর সৃষ্টি করা বিশ্বে একমাত্র তিনিই হুকুম পরিচালনার ন্যায্য অধিকার রাখেন। অন্য কারোর এখানে হুকুম পরিচালনার কোনোই অধিকার নেই।

১৮. 'গায়েব' অর্থ—সেসব কিছুই যা সৃষ্টিলোকের অন্তরালে লুকায়িত আছে। 'শাহাদাত অর্থ—সেই সবকিছু যা সৃষ্টিলোকের জন্য প্রকাশিত ও সকলের নিকট জ্ঞাত।

٧٥ وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ○

৭৫. ইবরাহীমকে এভাবেই আমি যমীন ও আসমানের রাজ্য পরিচালনব্যবস্থা দেখাতাম। আর এজন্য দেখাতাম যে, এভাবে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।

٧٦ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ○

৭৬. অতপর যখন রাত তাকে আচ্ছন্ন করলো তখন একটি নক্ষত্র দেখে সে বললোঃ এ আমার রব। কিন্তু যখন তা ডুবে গেলো, সে বললো ঃ যারা ডুবে যায় আমি তো তাদের ভক্ত নই।

٧٧ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ○

৭৭. তারপর যখন চাঁদকে আলো বিকীর্ণ করতে দেখলো, বললোঃ এ আমার রব। কিন্তু যখন তাও ডুবে গেলো তখন বললো ঃ আমার রব যদি আমাকে পথ না দেখাতেন তাহলে আমি পথভ্রষ্টদের অন্তরভুক্ত হয়ে যেতাম।

٧٨ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○

৭৮. এরপর যখন সূর্যকে দীপ্তিমান দেখলো তখন বললোঃ এ আমার রব, এটি সবচেয়ে বড়। কিন্তু তাও যখন ডুবে গেলো তখন ইবরাহীম চীৎকার করে বলে উঠলো ঃ "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করো তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।[১৯]

٧٩ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

৭৯. আমিতো একনিষ্ঠভাবে নিজের মুখ সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি যিনি যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখনো মুশরিকদের অন্তরভুক্ত নই।"

٨٠ وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ۗ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ۗ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْـًٔا ۗ وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ○

৮০. তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। তাতে সে তার সম্প্রদায়কে বললো ঃ তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে বিতর্ক করছো ? অথচ তিনি আমাকে সত্য-সরল পথ দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা যাদেরকে তাঁর সাথে শরীক করছো তাদেরকে আমি ভয় করি না, তবে আমার রব যদি কিছু চান তাহলে অবশ্যই তা হতে পারে। আমার রবের জ্ঞান সকল জিনিসের ওপর পরিব্যাপ্ত। এরপরও কি তোমাদের চেতনার উদয় হবে না ?[২০]

٨١ وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ۗ فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৮১. আর তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করেছো তাদেরকে আমি কেমন করে ভয় করবো যখন তোমরা এমন সব জিনিসকে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক করতে ভয় করো না যাদের জন্য তিনি তোমাদের কাছে কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি ? আমাদের এ দু'দলের মধ্যে কে বেশী নিরাপত্তালাভের অধিকারী ? বলো, যদি তোমরা কিছু জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকো।

১৯. হযরত ইবরাহীম আ. নবুয়াতের মর্যাদা লাভ করার পূর্বে যে প্রাথমিক চিন্তা ও মননের সাহায্যে সত্যের উপলব্ধি লাভ করেছিলেন এ আয়াতে সেই চিন্তা ও মননের প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, প্রকাশ্য শির্ক আচ্ছন্ন পরিবেশে জন্মলাভ করেও একজন সুস্থ বিবেক ও স্বচ্ছ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কেমন করে বিশ্বপ্রকৃতির নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করে এবং এ সম্পর্কে সঠিক পদ্ধতিতে চিন্তা-গবেষণা করে সত্যের জ্ঞান লাভে কৃতকার্য হয়েছিলেন।

৮২. আসলে তো নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা তাদেরই জন্য এবং সত্য-সরল পথে তারাই পরিচালিত যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নিজেদের ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশিয়ে ফেলেনি।

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

রুকূ' ঃ ১০

৮৩. ইবরাহীমকে তার জাতির মোকাবিলায় আমি এ যুক্তি-প্রমাণ প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে চাই উন্নত মর্যাদা দান করি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, তোমার রব প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানী।

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

৮৪. তারপর আমি ইবরাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকূবের মতো সন্তান দিয়েছি এবং সবাইকে সত্য পথ দেখিয়েছি, (সে সত্য পথ যা) ইতিপূর্বে নূহকে দেখিয়েছিলাম। আর তারই বংশধরদের থেকে দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুণকে (হেদায়াত দান করেছি।) এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে তাদের সৎকাজের বদলা দিয়ে থাকি।

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

৮৫. (তারই সন্তানদের থেকে)—যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে (সত্য পথের পথিক বানিয়েছি)। তাদের প্রত্যেকে ছিল সৎ।

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ

৮৬. (তারই বংশ থেকে) ইসমাঈল, আল ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে (পথ দেখিয়েছি)। তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে আমি সমস্ত দুনিয়াবাসীর ওপর মর্যাদাসম্পন্ন করেছি।

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ

৮৭. তাছাড়া তাদের বাপ-দাদা, সন্তান সন্তুতি ও ভ্রাতৃ সমাজ থেকে অনেককে আমি সম্মানিত করেছি, নিজের খেদমতের জন্য তাদেরকে নির্বাচিত করেছি এবং সত্য-সরল পথের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করেছি।

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۖ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

৮৮. এটি হচ্ছে আল্লাহর হেদায়াত, নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে তিনি যাকে চান তাকে এর সাহায্যে হেদায়াতদান করেন। কিন্তু যদি তারা কোনো শিরক করে থাকতো তাহলে তাদের সমস্ত কৃতকর্ম ধ্বংস হয়ে যেতো।

ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

৮৯. তাদেরকে আমি কিতাব, হুকুম ও নবুওয়াত দান করেছিলাম।[২১] এখন যদি এরা তা মানতে অস্বীকার করে তাহলে (কোনো পরোয়া নেই) আমি অন্য এমন কিছু লোকের হাতে এ নিয়ামত সোপর্দ করে দিয়েছি যারা এগুলো অস্বীকার করে না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ

২০. মূলে এখানে 'তাযাক্কুর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর সঠিক অর্থ হচ্ছে ঃ কোনো বিষয়ে গাফলতি ও বিস্মৃতিতে পড়ার পর হঠাৎ চমকিত হয়ে সেই জিনিসকে স্মরণ করা। এজন্য أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ-এর আমি এ অনুবাদ করেছি।

২১. নবীদেরকে তিনটি বস্তু দান করার বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম, 'কিতাব' অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার হেদায়াতনামা (আদেশ-উপদেশ সম্বলিত গ্রন্থ), দ্বিতীয়, 'হুকুম' অর্থাৎ এ হেদায়াতনামার সঠিক বুঝ ও উপলব্ধি এবং তার আদর্শ ও নীতি-নিয়মগুলো জীবনের

٩٠ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ۝

৯০. হে মুহাম্মাদ! তারাই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত ছিল, তাদেরই পথে তুমি চল এবং বলে দাও, এ (তাবলীগ ও হেদায়াতের) কাজে আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। এটি সারা দুনিয়াবাসীর জন্য একটি সাধারণ উপদেশমালা।

রুকূ' ঃ ১১

٩١ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۝

৯১. তারা আল্লাহ সম্পর্কে বড়ই ভুল অনুমান করলো যখন তারা বললো, আল্লাহ কোনো মানুষের ওপর কিছুই নাযিল করেননি। তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তাহলে মূসা যে কিতাবটি এনেছিল, যা ছিল সমস্ত মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশনা, যাকে তোমরা খণ্ড বিখণ্ড করে রাখছো, কিছু দেখাও আর কিছু লুকিয়ে রাখো এবং যার মাধ্যমে তোমাদের এমন জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা তোমাদেরও ছিল না, তোমাদের বাপ-দাদাদেরও ছিল না।—কে তা নাযিল করেছিল[২২] কেবল এতটুকু বলে দাও ঃ আল্লাহ, তারপর তাদেরকে যুক্তিবাদের খেলায় মেতে থাকতে দাও।

٩٢ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝

৯২. (সে কিতাবের মতো) এটি একটি কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি, বড়ই কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ, এর পূর্বে যা এসেছিল তার সত্যতা প্রমাণকারী এবং এর সাহায্যে তুমি জনপদসমূহের এ কেন্দ্র (অর্থাৎ মক্কা) ও তার চারপাশের অধিবাসীদেরকে সতর্ক করবে। যারা আখেরাত বিশ্বাস করে তারা এ কিতাবের ওপর ঈমান আনে এবং নিজেদের নামাযগুলো নিয়মিত যথাযথভাবে হেফাজত করে।

٩٣ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ۝

৯৩. আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম কে হবে যে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটায় অথবা বলে আমার কাছে অহী এসেছে অথচ তার ওপর কোনো অহী নাযিল করা হয়নি অথবা যে আল্লাহর নাযিল করা জিনিসের মোকাবিলায় বলে, আমিও এমন জিনিস নাযিল করে দেখিয়ে দেবো ? হায়! তুমি যদি যালেমদেরকে সে অবস্থায় দেখতে পেতে যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকবে এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে থাকবে। "নাও, তোমাদের প্রাণ বের করে দাও।" তোমরা আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে যেসব অন্যায় ও অসত্য কথা বলতে এবং তাঁর আয়াতের বিরুদ্ধে যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে তারই শাস্তি স্বরূপ আজ তোমাদের অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে।

ব্যাপারসমূহের উপর সঠিকভাবে প্রয়োগ করার যোগ্যতা এবং জীবনের সমস্যাসমূহের ক্ষেত্রে কঠিন সিদ্ধান্তকারী অভিমত গ্রহণ করার আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা; তৃতীয়, 'নবুয়াত' অর্থাৎ এ হেদায়াতনামা অনুযায়ী সৃষ্টিলোকের পথপ্রদর্শন করার আল্লাহ প্রদত্ত পদ ও সনদ।

২২. ইয়াহুদীদের প্রতি এ জবাব দেয়া হচ্ছে, সেজন্য মূসা আ.-এর উপর তাওরাত নাযিল করার বিষয়টি এখানে প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয়েছে।

٩٤ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

৯৪. (আর আল্লাহ বলবেনঃ) "দেখো এবার তোমরা ঠিক তেমনি নিসংগ ও একাকী আমার সামনে হাযির হয়ে গেছো যেমনটি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, যা কিছু তোমাদের দুনিয়ায় দিয়েছিলাম তা সব তোমরা পেছনে রেখে এসেছো এবং এখন তোমাদের সাথে তোমাদের সে সব সুপারিশকারীদেরকেও দেখছি না যাদের সম্পর্কে তোমরা মনে করতে তোমাদের কার্য সম্পাদন করার ব্যাপারে তাদেরও কিছুটা অবদান আছে। তোমাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যেসব ধারণা করতে তা সবই তোমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।"

রুকূ' ঃ ১২

٩٥ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ

৯৫. আল্লাহই শস্যবীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী।[২৩] তিনিই জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং তিনিই বের করেন মৃতকে জীবিত থেকে।[২৪] এ সমস্ত কাজ তো আল্লাহই করেন, তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে কোন্ দিকে ছুটে চলছো?

٩٦ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

৯৬. রাতের আবরণ দীর্ণ করে তিনিই ফোটান উষার আলো। তিনিই রাতকে করেছেন প্রশান্তিকাল। চন্দ্র ও সূর্যের উদয়াস্তের হিসেব তিনিই নির্দিষ্ট করেছেন। এসব কিছুই সেই জবরদস্ত ক্ষমতা ও জ্ঞানের অধিকারীর নির্ধারিত পরিমাপ।

٩٧ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

৯৭. আর তিনিই তারকাগুলোকে বানিয়েছেন তোমাদের জন্য পৃথিবী ও সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে পথের দিশা জানার মাধ্যম। দেখো, আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি[২৫] তাদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।

٩٨ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ

৯৮. আর তিনিই একটি মাত্র প্রাণসত্তা থেকে তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর প্রত্যেকের জন্য রয়েছে একটি অবস্থান স্থল এবং তাকে সোপর্দ করার একটি জায়গা। এ নিদর্শনগুলো সুস্পষ্ট করে দিয়েছি তাদের জন্য যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে।

কেননা তারা নিজেরাই এ বিষয়টি স্বীকার করে। তারা যখন স্বীকার করে যে মূসা আ.-এর উপর তাওরাত নাযিল হয়েছিল। তখন স্পষ্টত তাদের এ স্বীকৃতি দ্বারা তাদের একথা আপনা আপনিই রদ হয়ে যায় যে, আল্লাহ তাআলা কোনো মানব সন্তানের উপর কিছু নাযিল করেন না। উপরন্তু এর দ্বারা অন্তত একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মানব সন্তানের উপর আল্লাহর 'কালাম' অবতীর্ণ হতে পারে ও হয়েছে।

২৩. অর্থাৎ ভূমির অভ্যন্তরে বীজকে বিদীর্ণ করে তার থেকে উদ্ভিদের অংকুর ও চারার বিকাশকারী।

২৪. 'জীবিত' থেকে 'মৃত' বহির্গত করার অর্থ—প্রাণহীন উপাদান থেকে জীবন্ত জীব সৃষ্টি করা। আর মৃত থেকে জীবিতকে নির্গত করার অর্থ—জীবদেহ থেকে নিষ্প্রাণ বস্তু বের করা।

২৫. অর্থাৎ সেই সত্যের নিদর্শনসমূহ যে, আল্লাহ মাত্র একজন, অন্য কোনো দ্বিতীয়জন আল্লাহর গুণাবলী ধারণ করে না ও আল্লাহর ক্ষমতা ও অধিকারেও কেউ অংশীদার নেই এবং আল্লাহর স্বত্ব ও হকসমূহে অন্য কেউ হকদার নেই।

وَهُوَ الَّذِيٓ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّٰتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۗ انظُرُوٓا إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

৯৯. আর তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। তারপর তার সাহায্যে সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপাদন করেছেন। এরপর তা থেকে সবুজ শ্যামল ক্ষেত ও বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন। তারপর তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করেছেন। আর খেজুর গাছের মাথি থেকে খেজুরের কাঁদির পর কাঁদি সৃষ্টি করেছেন, যা বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে। আর সজ্জিত করেছেন আংগুর, যয়তুন ও ডালিমের বাগান। এসবের ফলগুলো পরস্পরের সাথে সাদৃশ্যও রাখে আবার প্রত্যেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যেরও অধিকারী। এ গাছ যখন ফলবান হয় তখন এর ফল ধরা ও ফল পাকার অবস্থাটি একটু গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করো এসব জিনিসের মধ্যে ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُوا۟ لَهُۥ بَنِينَ وَبَنَٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ۝

১০০. এসব সত্ত্বেও লোকেরা জ্বিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করলো,[২৬] অথচ তিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা। আর তারা না জেনে বুঝে তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যা তৈরী করে ফেললো, অথচ এরা যেসব কথা বলে তা থেকে তিনি পবিত্র এবং তার উর্ধে।

রুকূ' ঃ ১৩

بَدِيعُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

১০১. তিনি তো আসমান ও যমীনের উদ্ভাবক। তাঁর কোনো সন্তান হতে পারে কেমন করে, যখন তাঁর কোনো জীবন সংগিনী নেই ? তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সবকিছুর জ্ঞান রাখেন।

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝

১০২. এ তো আল্লাহ তোমাদের রব। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। সবকিছুর তিনিই স্রষ্টা। কাজেই তোমরা তাঁরই বন্দেগী করো। তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَٰرَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝

১০৩. দৃষ্টিশক্তি তাঁকে দেখতে অক্ষম কিন্তু তিনি দৃষ্টিকে আয়ত্ব করে নেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।

قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۝

১০৪. দেখো, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অন্তরদৃষ্টির আলো এসে গেছে। এখন যে ব্যক্তি নিজের দৃষ্টিশক্তিকে কাজে লাগাবে, সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করবে। আর যে অন্ধ সাজবে, সে নিজেই নিজের ক্ষতি করবে। আমি তো তোমাদের পাহারাদার নই।[২৭]

২৬. অর্থাৎ নিজেদের অলীক কল্পনা ও অনুমানে এটা ধরে নেয়া হয়েছে যে, এ বিশ্বলোকের ব্যবস্থাপনায় ও মানুষের ভাগ্য রচনা ও ভাগ্য বিড়ম্বনায় আল্লাহর সাথে সাথে অপরাপর প্রচ্ছন্ন সত্তাসমূহ শরীক আছে—কেউ বৃষ্টির দেবতা, কেউ বৃদ্ধি ও বিকাশের দেবতা, কেউ ধন-ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী, কেউ রোগ ব্যাধির দেবী। আত্মা, শয়তান, রাক্ষস, দেবতা ও দেবীদের সম্পর্কে এ অলীক ধারণা-বিশ্বাস দুনিয়ার মুশরিক জাতিগুলোর মধ্যে বরাবর পাওয়া যায়।

২৭. এ বাক্যাংশ যদিও আল্লাহ তাআলার বাণী কিন্তু নবী করীম স.-এর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছেঃ যেমন সূরা 'ফাতেহা' আল্লাহ তাআলার কালাম বটে, কিন্তু তা বান্দার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। "আমি তোমাদের উপর পাহারাদার নই"—অর্থাৎ আমার কাজ মাত্র এতটুকুই যে আমি এ 'আলোক'কে তোমাদের সামনে পেশ করে দেবো। তারপর চোখ মেলে দেখা বা না দেখা তোমাদের কাজ। আমার দায়িত্বে এ কাজ সোপর্দ করা হয়নি যে, যারা চক্ষু বন্ধ করে রাখবে তাদের চক্ষু আমি বলপূর্বক খুলে দেবো এবং তারা যা দেখতে চাইবে না আমি তাদের বলপূর্বক তা দেখিয়েই ছাড়বো।

١٠٥ وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

১০৫. এভাবে আমার আয়াতকে আমি বার বার বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করে থাকি। এজন্য বর্ণনা করি যাতে এরা বলে, তুমি কারোর কাছ থেকে শিখে এসেছো এবং যারা জ্ঞানের অধিকারী তাদের কাছে প্রকৃত সত্যকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে চাই।

١٠٦ اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১০৬. হে মুহাম্মাদ ! সেই অহীর অনুসরণ করো, যা তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, কারণ সে একক রব ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং এ মুশরিকদের পেছনে লেগে থেকো না।

١٠٧ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ۗ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ○

১০৭. যদি আল্লাহর ইচ্ছা হতো, তাহলে (তিনি নিজেই এমন ব্যবস্থা করতে পারতেন যাতে) এরা শিরক করতো না। তোমাকে এদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত করিনি এবং তুমি এদের অভিভাবকও নও।

١٠٨ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১০৮. আর (হে ঈমানদারগণ!) এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে তোমরা তাদেরকে গালি দিয়ো না। কেননা, এরা শির্ক থেকে আরো খানিকটা অগ্রসর হয়ে অজ্ঞতাবশত যেন আল্লাহকে গালি দিয়ে না বসে। আমি তো এভাবে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের কার্যক্রমকে সুশোভন করে দিয়েছি। তারপর তাদের ফিরে আসতে হবে তাদের রবের দিকে। তখন তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে জানিয়ে দেবেন।

١٠٩ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَآ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১০৯. এরা শক্ত কসম খেয়ে বলছে, যদি কোনো নিদর্শন আমাদের সামনে এসে যায় তাহলে আমরা তার প্রতি ঈমান আনবো। হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলে দাও। "নিদর্শন তো রয়েছে আল্লাহর কাছে"। আর তোমাদের কিভাবে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শন এসে গেলেও এরা বিশ্বাস করবে না।[২৮]

١١٠ وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

১১০. প্রথম বারে যেমন তারা এর প্রতি ঈমান আনেনি ঠিক তেমনিভাবেই আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমি এদেরকে এদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি।

রুকূ' ঃ ১৪

৮

١١١ وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ○

১১১. যদি আমি তাদের কাছে ফেরেশতাও নাযিল করতাম, মৃতেরাও তাদের সাথে কথা বলতে থাকতো এবং সারা দুনিয়ার সমস্ত জিনিসও তাদের চোখের সামনে এক সাথে তুলে ধরতাম, তাহলেও তারা ঈমান আনতো না। তবে তারা ঈমান আনুক এটা যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয়, তাহলে অবশ্যই অন্য কথা। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক অজ্ঞের মতো কথা বলে থাকে।

۝١١٢ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ۝

১১২. আর এভাবে আমি সবসময় মনুষ্য জাতীয় শয়তান ও জিন জাতীয় শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর দুশমনে পরিণত করেছি, তারা ধোঁকা ও প্রতারণার ছলে পরস্পরকে চমকপ্রদ কথা বলতো। তোমার রব চাইলে তারা এমনটি কখনো করতো না। কাজেই তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও, তারা মিথ্যা রচনা করতে থাকুক।

۝١١٣ وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ۝

১১৩. (এসব কিছু আমি তাদেরকে এজন্য করতে দিচ্ছি যে) যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর এ (সুদৃশ্য) প্রতারণার প্রতি ঝুঁকে পড়ুক, তারা এর প্রতি তুষ্ট থাকুক এবং যেসব দুষ্কর্ম তারা করতে চায় সেগুলো করতে থাকুক।[২৯]

۝١١٤ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ؕ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝

১১৪. এমতাবস্থায় আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মীমাংসাকারীর সন্ধান করবো ? অথচ তিনি পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণসহ তোমাদের কাছে কিতাব নাযিল করেছেন।[৩০] আর যাদেরকে আমি (তোমার আগে) কিতাব দিয়েছিলাম তারা জানে এ কিতাবটি তোমার রবেরই পক্ষ থেকে সত্য সহকারে নাযিল হয়েছে। কাজেই তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ো না।

۝١١٥ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

১১৫. সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার রবের কথা পূর্ণাংগ, তাঁর ফরমানসমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই এবং তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

۝١١٦ وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝

১১৬. আর হে মুহাম্মাদ! যদি তুমি দুনিয়ায় বসবাসকারী অধিকাংশ লোকের কথায় চলো তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে। তারা তো চলে নিছক আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে এবং তারা কেবল আন্দাজ-অনুমানই করে থাকে।

۝١١٧ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝

১১৭. আসলে তোমার রবই ভাল জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আছে আর কে সত্য-সরল পথে অবিচল রয়েছে।

۝١١٨ فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ۝

১১৮. এখন যদি তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ বিশ্বাস করে থাকো, তাহলে যে পশুর ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তার গোশ্‌ত খাও।

---

২৮. একথা মুসলমানদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। কেননা তারা অস্থিরতার সাথে কামনা করছিল যে, এমন কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হোক, যা দেখে তাদের পথভ্রষ্ট ভাইরা সত্য সঠিক পথে এসে যায়।

২৯. ১১০ থেকে ১১৩ আয়াতে যা কিছু বলা হয়েছে তার মর্ম হচ্ছে ঃ মানুষ সম্পর্কে আল্লাহর কানুন এই নয় যে, আল্লাহ তাঁর 'ইচ্ছা' অনুযায়ী মানুষকে সেই প্রকারে হেদায়াত দান করবেন যে প্রকারে উদ্ভিদে ফল উদ্গাত হয় অথবা মানুষের নিজের মস্তকে চুল উদ্গাত হয়। বরং তিনি পৃথিবীর বুকে মানুষকে পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং স্বাধীনতা দান করা হয়েছে—সে ইচ্ছা করলে সত্য পথে চলতে পারে বা ইচ্ছা করলে বিপথগামী হতে পারে। মানুষ যদি নিজেই গোমরাহীর দিকে যেতে চায় তবে আল্লাহ তাঁর ইচ্ছাতে বলপূর্বক তাকে হেদায়াতের পথে আনেন না।

৩০. এখানে বক্তা হচ্ছেন নবী করীম স. এবং সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদেরকে।

﴿١١٩﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ○

১১৯. যে জিনিসের ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে সেটি না খাওয়ার তোমাদের কি কারণ থাকতে পারে ? অথচ যেসব জিনিসের ব্যবহার আল্লাহ নিরূপায় অবস্থা ছাড়া অন্য সব অবস্থায় হারাম করে দিয়েছেন সেগুলোর বিশদ বিবরণও তিনি তোমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। অধিকাংশ লোকের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা জ্ঞান ছাড়া নিছক নিজেদের খেয়াল খুশী অনুযায়ী বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে থাকে। তোমার রব এ সীমা অতিক্রম-কারীদেরকে খুব ভাল করেই জানেন।

﴿١٢٠﴾ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ○

১২০. তোমরা প্রকাশ্য গোনাহসমূহ থেকে বাঁচো এবং গোপন গোনাহসমূহ থেকেও। যারা গোনাহে লিপ্ত হয়, তাদেরকে নিজেদের সব কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করতেই হবে।

﴿١٢١﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ○

১২১. আর যে পশুকে আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়নি তার গোশ্‌ত খেয়ো না। এটা অবশ্যই মহাপাপ। শয়তানরা তাদের সাথীদের অন্তরে সন্দেহ ও আপত্তির উদ্ভব ঘটায়, যাতে তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করতে পারে। কিন্তু যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো তাহলে অবশ্যই তোমরা মুশরিক হবে।

রুকূ' ঃ ১৫

﴿١٢٢﴾ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

১২২. যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিল পরে আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তাকে এমন আলো দিয়েছি যার উজ্জ্বল আভায় সে মানুষের মধ্যে জীবন পথে চলতে পারে, সেকি এমন ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে অন্ধকারের বুকে পড়ে আছে এবং কোনোক্রমেই সেখান থেকে বের হয় না ?[৯১] কাফেরদের জন্য তো এভাবেই তাদের কর্মকাণ্ডকে সুদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

﴿١٢٣﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ○

১২৩. আর এভাবে প্রতিটি লোকালয়ে আমি অপরাধীদের লাগিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা নিজেদের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার জাল ছড়াতে পারে। আসলে নিজেদের প্রতারণার জালে তারা নিজেরাই আবদ্ধ হয় কিন্তু তারা এর চেতনা রাখে না।

﴿١٢٤﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ○

১২৪. তাদের সামনে কোনো আয়াত এলে তারা বলে, "আল্লাহর রসূলদেরকে যে জিনিস দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তা আমাদের দেয়া হয় ততক্ষণ আমরা মানবো না।" আল্লাহ নিজের রিসালাতের কাজ কাকে দিয়ে কিভাবে নেবেন তা তিনি নিজেই ভাল জানেন। এ অপরাধীরা নিজেদের প্রতারণা ও কূটকৌশলের অপরাধে আল্লাহর কাছে অচিরেই লাঞ্ছনা ও কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে।

১২৫. প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যাকে সত্য পথ দেখাবার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ সংকীর্ণ করে দেন এবং এমনভাবে তাকে সংকুচিত করতে থাকেন যে, (ইসলামের কথা চিন্তা করতেই) তার মনে হতে থাকে যেন তার আত্মা আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। এভাবে আল্লাহ (সত্য থেকে দূরে পলায়ন ও সত্যের প্রতি ঘৃণার) আবিলতা ও অপবিত্রতা বেঈমানদের ওপর চাপিয়ে দেন।[৩২]

(১২৫) فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ ؕ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

১২৬. অথচ এ পথটিই তোমাদের রবের সোজা পথ। আর তার নিদর্শনগুলো তাদের জন্য সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

(১২৬) وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ۝

১২৭. তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে শান্তির আবাস এবং তিনি তাদের অভিভাবক। কারণ, তারা সঠিক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

(১২৭) لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১২৮. যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে ঘেরাও করে একত্র করবেন সেদিন তিনি জিনদের সম্বোধন করে বলবেন, "হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা তো মানুষদেরকে অনেক বেশী তোমাদের অনুগামী করেছো।" মানুষদের মধ্য থেকে যারা তাদের বন্ধু ছিল তারা বলবে, "হে আমাদের রব! আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে প্রত্যেককে খুব বেশী ব্যবহার করেছে এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলে এখন আমরা সেখানে পৌঁছে গেছি।" আল্লাহ বলবেন, "বেশ, এখন আগুনই তোমাদের আবাস। সেখানে তোমরা থাকবে চিরকাল।" তা থেকে রক্ষা পাবে একমাত্র তারাই যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে চাইবেন। নিসন্দেহে তোমাদের রব জ্ঞানময় ও সবকিছু জানেন।

(১২৮) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ؕ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝

১২৯. দেখো এভাবে আমি (আখেরাতে) যালেমদেরকে পরস্পরের সাথী বানিয়ে দেবো (দুনিয়ায় তারা এক সাথে মিলে) যা কিছু উপার্জন করেছিল তার কারণে।

(১২৯) وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

৩১. অর্থাৎ তোমরা কেমন করে এ আশা পোষণ করতে পারো যে, যে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের বোধ বর্তমান এবং যে জ্ঞানের আলোকের সাহায্যে ভ্রষ্ট ও বক্রপথসমূহের মধ্য থেকে সত্যের সরল-সোজা পথটি পরিষ্কাররূপে দেখতে পাচ্ছে—সে মানুষ সেই বোধহীন ও চেতনাহীন মানুষদের মতো পৃথিবীতে জীবনযাপন করবে যারা মূর্খতা ও অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে ফিরছে?

৩২. এ বাক্যাংশ দ্বারা একথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, যারা ঈমান আনয়ন করে না আল্লাহ তাআলা তাদের বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত না করে বন্ধ করে দেন এবং তাদেরকে হেদায়াত দান করতে ইচ্ছা করেন না।

রুকূ' ঃ ১৬

١٣٠ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ○

১৩০. (এ সময় আল্লাহ তাদেরকে একথাও জিজ্ঞেস করবেন) "হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে কি রসূলরা আসেনি, যারা তোমাদেরকে আমার আয়াত শোনাতো এবং এ দিনটির পরিণাম সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করতো ?" তারা বলবে, "হ্যাঁ, আমরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দিচ্ছি।" আজ দুনিয়ার জীবন এদেরকে প্রতারণা জালে আবদ্ধ করে রেখেছে কিন্তু সেদিন এরা কাফের ছিল বলে নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

١٣١ ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ○

১৩১. (একথা প্রমাণ করার জন্য তাদের কাছ থেকে এ সাক্ষ নেয়া হবে যে,) তোমাদের রব জনপদগুলোকে যুলুম সহকারে ধ্বংস করতেন না যখন সেখানকার অধিবাসীরা প্রকৃত সত্য অবগত নয়।

١٣٢ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ○

১৩২. প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা তার কার্য অনুযায়ী হয়। আর তোমার রব মানুষের কাজের ব্যাপারে বেখবর নন।

١٣٣ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ○

১৩৩. তোমার রব কারোর মুখাপেক্ষী নন এবং দয়া ও করুণা তাঁর রীতি। তিনি চাইলে তোমাদের সরিয়ে দিতে এবং তোমাদের জায়গায় তার পসন্দমত অন্য লোকদের বসাতে পারেন, যেমন তিনি তোমাদের আবির্ভূত করেছেন অন্য কিছু লোকের বংশধারা থেকে।

١٣٤ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ۖ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ○

১৩৪. তোমাদের কাছে যে জিনিসের ওয়াদা করা হচ্ছে তা নিশ্চিতভাবেই আসবে। আর তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করে দেবার ক্ষমতা রাখো না।

١٣٥ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ○

১৩৫. হে মুহাম্মদ! বলে দাও, হে লোকেরা, তোমরা নিজেদের জায়গায় কাজ করে যেতে থাকো এবং আমিও নিজের জায়গায় কাজ করে যেতে থাকি, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে পরিণাম কার জন্য কল্যাণকর হবে। তবে যালেম কখনো সফলকাম হতে পারে না, এটি একটি চিরন্তন সত্য।

١٣٦ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ○

১৩৬. এ লোকেরা আল্লাহর জন্য তাঁরই সৃষ্ট ক্ষেত-খামার ও গবাদি পশুর মধ্য থেকে একটি অংশ নির্দিষ্ট করেছে আর নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলছে, এটি আল্লাহর জন্য এবং এটি আমাদের বানানো আল্লাহর শরীকদের জন্য। তারপর যে অংশ তাদের বানানো শরীকদের জন্য, তা তো আল্লাহর কাছে পৌছে না[৩৩] কিন্তু যে অংশ আল্লাহর জন্য তা তাদের বানানো শরীকদের কাছে পৌছে যায়। কতই না খারাপ ফায়সালা করে এরা!

১৩৭. আর এভাবেই বহু মুশরিকের জন্য তাদের শরীকরা নিজেদের সন্তান হত্যা করাকে সুশোভন করে দিয়েছে,[৩৪] যাতে তাদেরকে ধ্বংসের আবর্তে নিক্ষেপ করতে এবং তাদের দীনকে তাদের কাছে সংশয়িত করে তুলতে পারে।[৩৫] আল্লাহ চাইলে তারা এমনটি করতো না। কাজেই তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা নিজেদের মিথ্যা রচনায় ডুবে থাক।

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮. তারা বলে, এ পশু এবং এ ক্ষেত-খামার সুরক্ষিত। এগুলো একমাত্র তারাই খেতে পারে যাদেরকে আমরা খাওয়াতে চাই। অথচ এ বিধি-নিষেধ তাদের মনগড়া। তারপর কিছু পশুর পিঠে চড়া ও তাদের পিঠে মাল বহন করা হারাম করে দেয়া হয়েছে আবার কিছু পশুর ওপর তারা আল্লাহর নাম নেয় না। আর এসব কিছু আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা রটনা। শীঘ্রই আল্লাহ তাদেরকে এ মিথ্যা রটনার প্রতিফল দেবেন।

وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯. আর তারা বলে, এ পশুদের পেটে যা কিছু আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য সেগুলো হারাম। কিন্তু যদি তা মৃত হয় তাহলে উভয়েই তা খাবার ব্যাপারে শরীক হতে পারে। তাদের এ মনগড়া কথার প্রতিফল আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই দেবেন। অবশ্যই তিনি প্রজ্ঞাময় ও সবকিছু জানেন।

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾

৩৩. তারা আল্লাহর নামে যে অংশ নির্দিষ্ট করতো তার মধ্যেও নানা প্রকার বাহানাবাজি করে যেনতেন প্রকারে নিজেদের কল্পিত দেব-দেবীদের জন্য নির্দিষ্ট অংশকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতো। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঃ যে শস্য বা ফল প্রভৃতি তারা আল্লাহর অংশে নির্দিষ্ট করতো তার মধ্য থেকে যদি কিছু পড়ে যেতো তবে তা শরীকদের অর্থাৎ দেবদেবীদের অংশে শামিল করে দেয়া হতো। কিন্তু অপরপক্ষে যদি শরীকদের অংশ থেকে কিছু পতিত হতো বা আল্লাহর অংশের সাথে মিশ্রিত হয়ে যেতো ; তাহলে তা পুনরায় শরীকদের অংশেই শামিল করে দেয়া হতো। যদি কোনো কারণবশত নযর ও নিয়াযের শস্য নিজেদের ব্যবহার করার প্রয়োজন হতো তবে আল্লাহর অংশ খেয়ে নিতো, কিন্তু শরীকদের অংশে হাত দিতে ভয় পেতো—পাছে কোনো বিপদাপদ ঘটে।

৩৪. এখানে 'শরীক' শব্দটি উপরোক্ত অর্থ থেকে এক ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৩৬ আয়াতে যে 'শরীক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার দ্বারা বুঝানো হয়েছে তাদের সেই সব উপাস্য দেবদেবীদের নেয়ামত লাভের জন্য যাদের বরকত বা সুপারিশ বা মধ্যস্থতাকে তারা সহায়ক মনে করতো এবং প্রাপ্ত নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতার হকদার স্বরূপ তারা তাদের সেই সব উপাস্য ঠাকুর দেবতাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদার বানাতো। অপরপক্ষে এ আয়াতে 'শরীক' এর অর্থ সেই মানুষ যে সন্তান হত্যার প্রথা প্রথম চালু করেছিল এবং সেই শয়তান যে এ অত্যাচারমূলক প্রথাকে তাদের দৃষ্টিতে এক বৈধ ও পসন্দনীয় কাজ রূপে দাঁড় করিয়েছে। সন্তান হত্যার তিন রকম প্রথা আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং কুরআন মজীদে এ তিন প্রথার প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে ঃ (১) কেউ যেন জামাতার মর্যাদা না পেতে পারে বা গোত্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক লড়াইয়ে মেয়েছেলে শত্রুদের কবজায় না পড়ে বা অন্য কোনো কারণে সে যেন তাদের অপমান অসম্মানের কারণ না হয় সেজন্য কন্যা সন্তান হত্যা। (২) এ ধারণায় সন্তান হত্যা যে তাদের প্রতিপালকের ভার বহন করা যাবে না এবং জীবিকার অভাববশত তারা এক অসহনীয় বোঝা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। (৩) নিজেদের উপাস্য দেবদেবীর সন্তোষ অর্জনের জন্য সন্তান-সন্ততি উৎসর্গ করা।

৩৫. জাহেলিয়াতের যুগের আরবগণ নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল আ.-এর অনুসারী বলতো ও মনে করতো এবং সেই হিসাবে তাদের ধারণা ছিল যে তারা যে, ধর্মের অনুসারী তা আল্লাহ তাআলার প্রিয় ও পসন্দনীয় ধর্ম। কিন্তু এ দীনের মধ্যে পরবর্তী যুগসমূহে—তাদের ধর্মীয় নেতারা, গোত্রীয় সরদারেরা, বংশের বড় ও জেষ্ঠরা এবং বিভিন্ন লোকে নানা অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকাণ্ড ও প্রথা সংযুক্ত করতে থাকে ; পরবর্তী বংশধরেরা সেগুলোকে মূল ধর্মের অংগ বলে মনে করেছে এবং এভাবে তাদের সমগ্র ধর্মটিই সন্দেহ-সংশয় যুক্ত হয়ে গেছে।

﴿١٤٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

১৪০. নিসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নিজেদের সন্তানদেরকে নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাবশত হত্যা করেছে এবং আল্লাহর দেয়া জীবিকাকে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা ধারণাবশত হারাম গণ্য করেছে। নিসন্দেহে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা কখনোই সত্যপথ লাভকারীদের অন্তরভুক্ত ছিল না।

রুকূ' ঃ ১৭

﴿١٤١﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝

১৪১. তিনি আল্লাহই নানা প্রকার লতাগুল্ম ও বাগান সৃষ্টি করেছেন। খেজুর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, শস্য উৎপাদন করেছেন, তা থেকে নানা প্রকার খাদ্য সংগৃহিত হয়। যাইতুন ও ডালিম বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, এসব ফলের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও স্বাদ বিভিন্ন। এগুলোর ফল খাও যখন ফলবান হয় এবং এগুলোর ফসল কাটার সময় আল্লাহর হক আদায় করো, আর সীমা অতিক্রম করো না। কারণ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

﴿١٤٢﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

১৪২. আবার তিনিই গবাদি পশুর মধ্যে এমন পশুও সৃষ্টি করেছেন, যাদের সাহায্যে যাত্রী ও ভারবহনের কাজ নেয়া হয় এবং যাদেরকে খাদ্য ও বিছানার কাজেও ব্যবহার করা হয়।[৩৬] খাও এ জিনিসগুলো থেকে, যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন এবং শয়তানের অনুসরণ করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

﴿١٤٣﴾ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

১৪৩. এ আটটি নর ও মাদী, দুটি মেষ শ্রেণীর ও দুটি ছাগল শ্রেণীর। হে মুহাম্মদ! এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ এদের নর দুটি হারাম করেছেন, না মাদী দুটি অথবা মেষ ও ছাগলের পেটে যে বাচ্চা আছে সেগুলো ? যথার্থ জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে জানাও ; যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

﴿١٤٤﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

১৪৪. আর এভাবে দুটি উট শ্রেণীর ও দুটি গাভী শ্রেণীর মধ্য থেকে। জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ এদের নর দুটি হারাম করেছেন, না মাদী দুটি, না সেই বাচ্চা যা উটনী ও গাভীর পেটে রয়েছে ? তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ তোমাদেরকে এদের হারাম হবার হুকুম দিয়েছিলেন ? কাজেই তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হবে যে আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা বলে ? তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সঠিক জ্ঞান ছাড়াই মানুষকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করা। নিসন্দেহে আল্লাহ এহেন যালেমদের সত্য-সঠিক পথ দেখান না।

৩৬. অর্থাৎ তাদের চামড়া ও পশম থেকে বিছানা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

রুকূ' ঃ ১৮

(١٤٥) قُلْ لَّآ أَجِدُ فِىْ مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ إِلَّآ أَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهٗ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪৫. হে মুহাম্মদ! এদেরকে বলে দাও, যে অহী আমার কাছে এসেছে তার মধ্যে তো আমি এমন কিছু পাই না যা খাওয়া কারো ওপর হারাম হতে পারে, তবে মরা, বহমান রক্ত বা শুকরের গোশ্‌ত ছাড়া। কারণ তা নাপাক। অথবা যদি অবৈধ হয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে যবেহ করার কারণে।[৩৭] তবে অক্ষম অবস্থায় যে ব্যক্তি (তার মধ্য থেকে কোনো জিনিস খেয়ে নেবে) নাফরমানীর ইচ্ছা না করে এবং প্রয়োজনের সীমা না পেরিয়ে, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমার রব ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

(١٤٦) وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ أَوِ الْحَوَايَآ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۚ وَإِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○

১৪৬. আর যারা ইহুদীবাদ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য নখরধারী প্রাণী হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও, তবে যা তাদের পিঠ, অন্ত্র বা হাড়ের সাথে লেগে থাকে তা ছাড়া। তাদের সীমালংঘনের দরুন তাদেরকে এ শাস্তিটি দিয়েছিলাম।[৩৮] আর এই যা কিছু আমি বলছি সবই সত্য।

(١٤٧) فَإِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ○

১৪৭. এখন তারা যদি তোমার কথা না মানে তাহলে তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের রবের অনুগ্রহ সর্বব্যাপী এবং অপরাধীদের ওপর থেকে তাঁর আযাব রদ করা যেতে পারে না।

(١٤٨) سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَىْءٍ ۚ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَأْسَنَا ۚ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ۚ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُوْنَ ○

১৪৮. এ মুশরিকরা (তোমাদের এসব কথার জবাবে) নিশ্চয়ই বলবে, "যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে আমরা শিরকও করতাম না, আমাদের বাপ-দাদারাও শিরক করতো না। আর আমরা কোনো জিনিসকে হারামও গণ্য করতাম না।"[৩৯] এ ধরনের উদ্ভট কথা তৈরী করে করে এদের পূর্ববর্তী লোকেরাও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, এভাবে তারা অবশেষে আমার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করেছে। এদেরকে বলে দাও, "তোমাদের কাছে কোনো জ্ঞান আছে কি ? থাকলে আমার কাছে পেশ করো। তোমরা তো নিছক অনুমানের ওপর চলছো এবং শুধুমাত্র ধারণা ও আন্দাজ করা ছাড়া তোমাদের কাছে আর কিছুই নেই।

৩৭. এর অর্থ এ নয় যে, এছাড়া কোনো খাদ্যবস্তু শরীয়তে হারাম নয়, এর অর্থ হচ্ছে—সেসব জিনিস হারাম নয়, যেগুলোকে তোমরা হারাম করে নিয়েছ, বরং হারাম হচ্ছে এ জিনিসগুলো—সূরা আল মায়েদা ঃ টীকা ২ এবং ৯ দ্রষ্টব্য)।

৩৮. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ঃ ৩৯ ; সূরা আন নিসা ঃ ১৬০ দ্রষ্টব্য।

৩৯. অর্থাৎ তারা নিজেদের অপরাধ ও খারাপ কাজগুলোর জন্য সেই পুরাতন ওযরগুলোই পেশ করবে যেগুলো অপরাধী ও দুষ্কৃতকারী লোকেরা চিরদিন পেশ করে থাকে। তারা বলবে—আমাদের জন্য আল্লাহর ইচ্ছাই হচ্ছে এই যে, আমরা শেরেক করবো এবং যেসব জিনিসকে আমরা হারাম করে রেখেছি সেগুলো আমরা হারাম করবো। কারণ আল্লাহ যদি না চাইতো যে আমরা এরূপ করি তবে কেমন করে এটা সম্ভব যে, আমাদের দ্বারা ঐ কাজগুলো সংঘটিত হয় ? সুতরাং যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা এসব কিছু করছি, আমরা ঠিকই করছি। এর জন্য যদি দোষ হয়ে থাকে তবে সে দোষ আমাদের নয়, সে দোষ হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার। আর যাকিছু আমরা করছি তা করতে আমরা বাধ্য, কেননা এছাড়া অন্য কিছু করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

(١٤٩) قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَاءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

১৪৯. তাহলে বলো, (তোমাদের এ যুক্তির মোকাবিলায়) প্রকৃত সত্যে উপনীত অকাট্য যুক্তি তো আল্লাহর কাছে আছে। অবশ্য যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তোমাদের সবাইকে সঠিক পথ দেখাতেন।[৪০]

(١٥٠) قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝

১৫০. এদেরকে বলে দাও, "আনো তোমাদের সাক্ষী, যে এ সাক্ষ দেবে যে, আল্লাহই এ জিনিসগুলো হারাম করেছেন।" তারপর যদি তারা সাক্ষ দিয়ে দেয় তাহলে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ দিয়ো না।[৪১] এবং যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলেছে, যারা আখেরাত অস্বীকারকারী এবং অন্যদেরকে নিজেদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করায় কখখনো তাদের খেয়ালখুশী অনুযায়ী চলো না।

রুকু' ঃ ১৯

(١٥١) قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

১৫১. হে মুহাম্মদ! এদেরকে বলো, এসো আমি তোমাদের শোনাই তোমাদের রব তোমাদের ওপর কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন।[৪২] (১) তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। (২) পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। (৩) দারিদ্রের ভয়ে নিজের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে জীবিকা দিচ্ছি এবং তাদেরকেও দেবো। (৪) প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীল বিষয়ের ধারে কাছেও যাবে না।[৪৩] (৫) আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন ন্যায়সংগতভাবে ছাড়া তাকে ধ্বংস করো না। তিনি তোমাদের এ বিষয়গুলোর নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ করবে।

(١٥٢) وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

১৫২. (৬) আর তোমরা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এতীমের সম্পদের ধারে কাছেও যেয়ো না, তবে উত্তম পদ্ধতিতে যেতে পারো। (৭) ওজন ও পরিমাপে পুরোপুরি ইনসাফ করো, প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর আমি ততটুকু দায়িত্বের বোঝা রাখি যতটুকু তার সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে।(৮) যখন কথা বলো, ন্যায্য কথা বলো, চাই তা তোমার আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারই হোক না কেন।(৯) আল্লাহর অংগীকার পূর্ণ করো।[৪৪] এ বিষয়গুলোর নির্দেশ আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা নসীহত গ্রহণ করবে।

৪০. অর্থাৎ তোমরা নিজেদের দোষস্খলনের কৈফিয়ত স্বরূপ যে যুক্তি পেশ করছো যে, আল্লাহ যদি চাইতো তবে আমরা শেরেক করতাম না। এর দ্বারা পুরাপুরি কথা বলা হচ্ছে না। পুরা কথা যদি বলতে চাও তবে এরূপ বল যে—যদি আল্লাহ চাইতো তবে আমাদের সকলের হেদায়াত দান করতো। অন্য কথায় তোমরা তোমাদের নিজেদের পসন্দ ও ইচ্ছায় সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করার জন্য প্রস্তুত নও। তোমরা চাও যে, আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে যেরূপ পয়দায়েশীভাবে সত্যনিষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন সেরূপভাবে তোমাদেরও সৃষ্টি করতেন। নিসন্দেহে মানুষ সম্পর্কে এই যদি আল্লাহর ইচ্ছা হতো তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তা করতে পারতেন। কিন্তু এ তার ইচ্ছা নয়। অতএব যে গোমরাহীকে তোমরা নিজেদের জন্য নিজেরা পসন্দ করে নিয়েছ আল্লাহও তোমাদেরকে তার মধ্যে পড়ে থাকতে দেবে।

৪১. অর্থাৎ যদি তারা সাক্ষ্য দানের দায়িত্ব উপলব্ধি করে এবং এটা বুঝে যে, সাক্ষ্য সেই কথার দেয়া উচিত যে সম্পর্কে জ্ঞান আছে, তবে তারা কখনও

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝١٥٣

১৫৩. (১০) এ ছাড়াও তাঁর নির্দেশ হচ্ছে এই ঃ এটিই আমার সোজা পথ। তোমরা এ পথেই চলো এবং অন্য পথে চলো না। কারণ তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে সরিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে। এ হেদায়াত তোমাদের রব তোমাদেরকে দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা বাঁকা পথ অবলম্বন করা থেকে বাঁচতে পারবে।

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝١٥٤

১৫৪. তারপর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যা সৎকর্মশীল মানুষের প্রতি নিয়ামতের পূর্ণতা এবং প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় জিনিসের বিশদ বিবরণ, সরাসরি পথনির্দেশ ও রহমত ছিল, (এবং তা এজন্য বনী ইসরাঈলকে দেয়া হয়েছিল যে,) সম্ভবত লোকেরা নিজেদের রবের সাথে সাক্ষাতের প্রতি ঈমান আনবে।[৪৫]

রুকূ' ঃ ২০

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝١٥٥

১৫৫. আর এভাবেই এ কিতাব আমি নাযিল করেছি একটি বরকতপূর্ণ কিতাব হিসেবে। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ করো এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করো, হয়তো তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।

أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ۝١٥٦

১৫৬. এখন তোমরা আর একথা বলতে পারো না যে, কিতাব তো দেয়া হয়েছিল আমাদের পূর্বের দু'টি দলকে এবং তারা কি পড়তো পড়াতো তাতো আমরা কিছুই জানি না।

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ۝١٥٧

১৫৭. আর এখন তোমরা এ ওজুহাতও দিতে পারো না যে, যদি আমাদের ওপর কিতাব নাযিল করা হতো তাহলে আমরা তাদের চাইতে বেশী সত্য পথানুসারী প্রমাণিত হতাম। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ, পথনির্দেশ ও রহমত এসে গেছে। এখন তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হবে, যে আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে এবং তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ? যারা আমার আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের এ সত্য বিমুখতার কারণে তাদেরকে আমি নিকৃষ্টতম শাস্তি দেবো।

এ সাক্ষ্যদান করার সাহস করবে না। কিন্তু যদি তারা শাহাদাতের দায়িত্ব উপলব্ধি না করেই এতোটা হঠকারিতা দেখায় যে, আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্যদান করতে দ্বিধা না করে, তবে তাদের এ মিথ্যায় তুমি তাদের সহযোগী হয়ো না।

৪২. অর্থাৎ তোমরা যে বাধ্যবাধকতার মধ্যে গ্রেফতার হয়ে আছো সেগুলো তোমাদের প্রভুর নির্দেশিত বাধ্যবাধকতা নয়।

৪৩. মূলে শব্দ فَوَاحِشَ ব্যবহৃত হয়েছে। সেই সকল কাজের প্রতি এ শব্দ প্রযুক্ত হয় যেগুলোর খারাবি অতি সুস্পষ্ট ! যৌন ব্যভিচার ; লূত আ.-এর জাতির অপকর্ম, সম-যৌনি মৈথুন, নগ্নতা, মিথ্যা অপবাদ ও পিতার বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করাকে পবিত্র কুরআনে 'ফাহেশ' কাজের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। হাদীসে মদপান ও ভিক্ষা করাকে মোটামুটি 'ফাহেশ' কাজ বলা হয়েছে। এরূপে অন্যান্য সকল লজ্জাকর কাজও ফাহেশ কাজ বলে গণ্য এবং আল্লাহ তাআলার আদেশ ঃ এরূপ কাজ প্রকাশ্য বা গোপনে করা নিষিদ্ধ।

৪৪. 'আল্লাহর ওয়াদা' এর অর্থ—সেই আহাদ বা প্রতিশ্রুতি যা মানুষ ও আল্লাহ এবং মানুষ ও মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই বাঁধা হয়ে যায় যখনই একজন মানুষ আল্লাহর পৃথিবীতে এবং মানুষের সমাজে জন্মলাভ করে।

(١٥٨) هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّآ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ إِيْمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوْٓا إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ○

১৫৮. লোকেরা কি এখন এজন্য অপেক্ষা করছে যে, তাদের সামনে ফেরেশতারা এসে দাঁড়াবে অথবা তোমার রব নিজেই এসে যাবেন বা তোমার রবের কোনো কোনো সুস্পষ্ট নিশানী[৪৬] প্রকাশিত হবে ? যে দিন তোমার রবের বিশেষ কোনো কোনো নিশানী প্রকাশিত হয়ে যাবে তখন এমন কোনো ব্যক্তির ঈমান কোনো কাজে লাগবে না যে প্রথমে ঈমান আনেনি অথবা যে তার ঈমানের সাহায্যে কোনো কল্যাণ অর্জন করতে পারেনি। হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলে দাও, তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও অপেক্ষা করছি।

(١٥٩) إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ۗ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

১৫৯. যারা নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে নিসন্দেহে তাদের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত রয়েছে। তারা কি করেছে, সে কথা তিনিই তাদেরকে জানাবেন।

(١٦٠) مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

১৬০. যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে হাযির হবে সৎকাজ নিয়ে তার জন্য রয়েছে দশগুণ প্রতিফল আর যে ব্যক্তি অসৎকাজ নিয়ে আসবে সে ততটুকুই প্রতিফল পাবে যতটুকু অপরাধ সে করেছে এবং কারোর ওপর যুলুম করা হবে না।

(١٦١) قُلْ إِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْٓ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১৬১. হে মুহাম্মাদ! বলো, আমার রব নিশ্চিতভাবেই আমাকে সোজা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। একদম সঠিক নির্ভুল দীন, যার মধ্যে কোনো বক্রতা নেই, ইবরাহীমের পদ্ধতি, যাকে সে একাগ্রচিত্তে একমুখী হয়ে গ্রহণ করেছিল এবং সে মুশরিকদের অন্তরভুক্ত ছিল না।

(١٦٢) قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৬২. বলো, আমার নামায, আমার ইবাদাতের সমস্ত অনুষ্ঠান,[৪৭] আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য,

(١٦٣) لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ○

১৬৩. যার কোনো শরীক নেই। এরই নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে এবং সবার আগে আমিই আনুগত্যের শির নতকারী।

৪৫. অর্থাৎ মানুষ যেন নিজেকে দায়িত্বহীন না ভাবে এবং এ সত্য যেন তারা মেনে নেয় যে একদিন তাদেরকে তাদের প্রতিপালক প্রভুর সামনে হাজির হয়ে নিজেদের কাজের জবাবদিহি করতে হবে।

৪৬. অর্থাৎ কিয়ামতের নিদর্শনাবলী বা আযাব বা এরূপ আর কোনো চিহ্ন বা হকীকতকে—দুনিয়ার পশ্চাতে লুকায়িত নিগূঢ় সত্য তত্ত্বকে অনাবৃত করে দেবে যা প্রকাশ পাওয়ার পর পরীক্ষা ও যাচাই-এর কোনো প্রশ্নই বাকী থাকে না।

৪৭. এখানে 'নুসুক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ কুরবানীও হয় এবং সাধারণভাবে বন্দেগী-উপাসনার সকল প্রকার-পদ্ধতির উপরও এ শব্দ প্রযুক্ত হয়।

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

১৬৪. বল, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো রবের সন্ধান করবো অথচ তিনিই সকল কিছুর মালিক ? প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু উপার্জন করে সেজন্য সে নিজে দায়ী, কেউ কারো বোঝা বহন করবে না।[৪৮] তারপর তোমাদের সবাইকে তোমাদের রবের দিকে ফিরে যেতে হবে। সে সময় তোমাদের মতবিরোধের প্রকৃত স্বরূপ তিনি তোমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেবেন।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

১৬৫. তিনিই তোমাদের করেছেন দুনিয়ার প্রতিনিধি এবং যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তাতে তোমাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কাউকে অন্যের ওপর অধিক উন্নত মর্যাদা দান করেছেন। নিসন্দেহে তোমার রব শাস্তি দেবার ব্যাপারে অতি তৎপর এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

৪৮. অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তি নিজেই নিজের কাজের জন্য দায়ী, একের কাজের জন্য অন্যে দায়ী নয়।

সূরা আল আ'রাফ

৭

নামকরণ

এ সূরার ৪৬ ও ৪৭নং আয়াতে (পঞ্চম রুকূ'তে) "আসহাবে আ'রাফ" বা আ'রাফবাসীদের উল্লেখ করা হয়েছে। সে জন্য এর নামকরণ করা হয়েছে "আল আ'রাফ"। অন্য কথায় বলা যায়, এ সূরাকে সূরা আ'রাফ বলার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যে সূরার মধ্যে আ'রাফের কথা বলা হয়েছে, এটা সেই সূরা।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরার আলোচ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, এ সূরাটি সূরা আন'আমের প্রায় সমসময়ে নাযিল হয়। অবশ্য এটি আগে না আন'আম আগে নাযিল হয় তা নিশ্চয়তার সাথে চিহ্নিত করা যাবে না। তবে এ সূরায় প্রদত্ত ভাষণের বাচনভংগী থেকে এটি যে ঐ সময়ের সাথে সম্পর্কিত তা পরিষ্কার বুঝা যায়। কাজেই এর ঐতিহাসিক পটভূমি অনুধাবন করার জন্য সূরা আল আন'আমের শুরুতে যে ভূমিকা লেখা হয়েছে তার ওপর একবার নজর বুলিয়ে নেয়া যথেষ্ট হবে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার ভাষণের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত। আল্লাহ প্রেরিত রসূলের আনুগত্য করার জন্য শ্রোতাদেরকে উদ্বুদ্ধ করাই এর সমগ্র আলোচনার মৌল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কিন্তু এ দাওয়াতে সতর্ক করার ও ভয় দেখানোর ভাবধারাই ফুটে উঠেছে বেশী করে। কারণ এখানে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে (অর্থাৎ মক্কাবাসী) তাদেরকে বুঝাতে বুঝাতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। তাদের স্থূল শ্রবণ ও অনুধাবন শক্তি, হঠকারিতা, গোয়ার্তুমী ও একগুঁয়ে মনোভাব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। যার ফলে রসূলের প্রতি তাদেরকে সম্বোধন করা বন্ধ করে দিয়ে অন্যদেরকে সম্বোধন করার হুকুম অচিরেই নাযিল হতে যাচ্ছিল। তাই বুঝাবার ভংগীতে নবুওয়াত ও রিসালাতের দাওয়াত পেশ করার সাথে সাথে তাদেরকে একথাও জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, নবীর মুকাবিলায় তোমরা যে কর্মনীতি অবলম্বন করেছো তোমাদের আগের বিভিন্ন মানব সম্প্রদায়ও নিজেদের নবীদের সাথে অনুরূপ আচরণ অবলম্বন করে অত্যন্ত মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল। তারপর বর্তমানে যেহেতু তাদেরকে যুক্তি-প্রমাণ সহকারে দাওয়াত দেয়ার প্রচেষ্টা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হতে চলেছে। তাই ভাষণের শেষ অংশে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আহলি কিতাবদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এক জায়গায় সারা দুনিয়ার মানুষকে সাধারণভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। এ থেকে এরূপ আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, এখন হিজরত নিকটবর্তী এবং নবীর জন্য তার নিকটতর লোকদেরকে সম্বোধন করার যুগ শেষ হয়ে আসছে।

এ ভাষণের এক পর্যায়ে ইহুদীদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাই এই সাথে রিসালাত ও নবুওয়াতের দাওয়াতের আর একটি দিকও সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। নবীর প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর সাথে মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করার, আনুগত্য ও অনুসৃতির অংগীকার করার পর তা ভংগ করার এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাওয়ার পর মিথ্যার প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা দানের কাজে আপাদমস্তক ডুবে থাকার পরিণাম কি, তাও এতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

সূরার শেষের দিকে ইসলাম প্রচারের কৌশল সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীদের উত্তেজনা সৃষ্টি এবং নিপীড়ন ও দমনমূলক কার্যকলাপের মুকাবিলায় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন এবং আবেগ-উত্তেজনার বশে মূল উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করার জন্য তাদেরকে বিশেষভাবে উপদেশ দেয়া হয়েছে।

❐

আয়াত-২০৬ ৭-সূরা আল আ'রাফ-মাক্কী রুকূ'-২৪

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
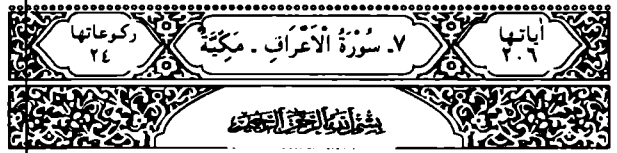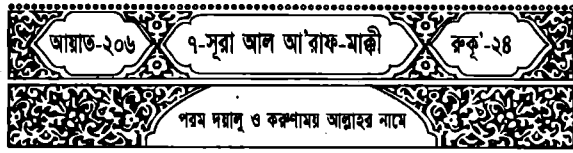
১. আলিফ, লাম, মীম, সোয়াদ।

২. এটি তোমার প্রতি নাযিল করা একটি কিতাব। কাজেই তোমার মনে যেন এর সম্পর্কে কোনো সংকোচ না থাকে।[১]এটি নাযিল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর মাধ্যমে তুমি (অস্বীকারকারীদেরকে) ভয় দেখাবে এবং মু'মিনদের জন্য এটি হবে একটি স্মারক।

৩. হে মানব সমাজ! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর যাকিছু নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ করো এবং নিজেদের রবকে বাদ দিয়ে অন্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। কিন্তু তোমরা খুব কমই উপদেশ মেনে থাকো।

৪. কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের ওপর আমার আযাব অকস্মাত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাতের বেলা অথবা দিনের বেলা যখন তারা বিশ্রামরত ছিল।

৫. আর যখন আমার আযাব তাদের ওপর আপতিত হয়েছিল তখন তাদের মুখে এ ছাড়া আর কোনো কথাই ছিল না যে, "সত্যিই আমরা যালেম ছিলাম।"

৬. কাজেই যাদের কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবো এবং রসূলদেরকেও জিজ্ঞেস করবো (তারা পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব কতটুকু সম্পাদন করেছে এবং এর কি জবাব পেয়েছে)।

৭. তারপর আমি নিজেই পূর্ণ জ্ঞান সহকারে সমুদয় কার্যবিবরণী তাদের সামনে পেশ করবো। আমি তো আর সেখানে অনুপস্থিত ছিলাম না!

৮. আর ওযন হবে সেদিন যথার্থ সত্য।[২] যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম

৯. এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা নিজেরাই হবে নিজেদেরক্ষতি সাধনকারী। কারণ তারা আমার আয়াতের সাথে যালেমসুলভ আচরণ চালিয়ে গিয়েছিল।

أياتها ٢٠٦ ٧- سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ - مَكِّيَّةٌ ركوعاتها ٢٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① الٓمّٓصٓ ۚ

② كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

③ اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝

④ وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ۝

⑤ فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝

⑥ فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

⑦ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ۝

⑧ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

⑨ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ۝

১. অর্থাৎ কোনো দ্বিধা ও ভয় না করে মানুষের কাছে এটা পৌছে দাও এবং বিরুদ্ধবাদীরা কিভাবে তা গ্রহণ করবে বা এর সাথে কি ব্যবহার করবে সে সম্পর্কে মোটেই পরওয়া করো না।

২. অর্থাৎ সেদিন আল্লাহর ন্যায়ের তুলাদণ্ডে 'হক' ছাড়া কোনো কিছুর কিছুই ওযন থাকবে না এবং ওযন ছাড়া কোনো জিনিস 'হক' হবে না। যার সাথে যতটা 'হক' থাকবে তা ততটা 'ভারী' হবে এবং ফায়সালা যাকিছু হবে তা ওযন অনুযায়ী হবে, অন্য কোনো কিছুর সামান্যতমও গুরুত্ব দেয়া হবে না।

১০. তোমাদেরকে আমি ক্ষমতা-ইখতিয়ার সহকারে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য এখানে জীবন ধারণের উপকরণ সরবরাহ করেছি। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকরগুজারী করে থাকো।

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

রুকূ' ঃ ২

১১. আমি তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করলাম তারপর তোমাদের আকৃতি দান করলাম অতপর ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো। এ নির্দেশ অনুযায়ী সবাই সিজদা করলো। কিন্তু ইবলীস সিজদাকারীদের অন্তরভুক্ত হলো না।[৩]

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ

১২. আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, "আমি যখন তোকে হুকুম দিয়েছিলাম তখন সিজদা করতে তোকে বাধা দিয়েছিল কিসে"?

সে জবাব দিলঃ "আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো এবং ওকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে।"

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

১৩. তিনি বললেন ঃ "ঠিক আছে, তুই এখান থেকে নীচে নেমে যা। এখানে অহংকার করার অধিকার তোর নেই। বের হয়ে যা। আসলে তুই এমন লোকদের অন্তরভুক্ত, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে লাঞ্ছিত করতে চায়।"[৪]

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ

১৪. সে বললো ঃ "আমাকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যখন এদের সবাইকে পুনর্বার ওঠানো হবে।"

قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

১৫. তিনি বললেনঃ "তোকে অবকাশ দেয়া হলো।"

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ

১৬. সে বললো ঃ "তুমি যেমন আমাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছো তেমনি আমিও এখন তোমার সরল-সত্য পথে এ লোকদের জন্য ওঁত পেতে বসে থাকবো,

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

১৭. সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে, সবদিক থেকে এদেরকে ঘিরে ধরবো এবং এদের অধিকাংশকে তুমি শোকরগুজার পাবে না।"

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

১৮. আল্লাহ বললেন ঃ "বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও ধিকৃত অবস্থায়। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখিস, এদের মধ্য থেকে যারাই তোর অনুসরণ করবে তাদেরকে এবং তোকে দিয়ে আমি জাহান্নাম ভরে দেবো।

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ

৩. এ দ্বারা এ বুঝায় না যে, ইবলিস ফেরেশতাদের অন্তর্গত ছিল। যখন পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার পরিচালক ফেরেশতাগণকে আদমকে সেজদা করার হুকুম দিয়েছিলেন—তার তাৎপর্য এও ছিল যে, ফেরেশতাদের ব্যবস্থাপনাধীন সমগ্র সৃষ্টিলোকও আদমের আনুগত্য মেনে নেবে। এ সৃষ্টি লোকের মধ্যে মাত্র ইবলিসই অগ্রসর হয়ে এ ঘোষণা করলো যে, সে আদমের সামনে শির অবনত করবে না।

৪. মূলে صاغرين 'সাগেরীন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'সাগির' শব্দের অর্থ الرضى بالذل অর্থাৎ ঃ যে স্বেচ্ছায় অপমান লাঞ্ছনা ও ক্ষুদ্রত্ব নিজের জন্য গ্রহণ করে। আল্লাহ তা'আলার হুকুমের তাৎপর্য ঃ বান্দাও সৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তোর নিজের বড়াই ও অহংকারে মত্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে—তুই নিজেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে চাস।

١٩ وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১৯. আর হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী তোমরা দু'জনই এ জান্নাতে থাকো। যেখানে যা তোমাদের ইচ্ছা হয় খাও, কিন্তু এ গাছটির কাছে যেয়ো না, অন্যথায় তোমরা যালেমদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।"

٢٠ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَاوٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ○

২০. তারপর তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের পরস্পর থেকে গোপন রাখা হয়েছিল, তাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল। সে তাদেরকে বললো ঃ "তোমাদের রব যে, তোমাদের এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করেছেন তার পেছনে এ ছাড়া আর কোনো কারণ নেই যে, পাছে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাও অথবা তোমরা চিরন্তন জীবনের অধিকারী হয়ে পড়ো।"

٢١ وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ○

২১. আর সে কসম খেয়ে তাদেরকে বললো, আমি তোমাদের যথার্থ কল্যাণকামী।

٢٢ فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

২২. এভাবে প্রতারণা করে সে তাদের দু'জনকে ধীরে ধীরে নিজের পথে নিয়ে এলো। অবশেষে যখন তারা সেই গাছের ফল আস্বাদন করলো, তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের সামনে খুলে গেলো এবং তারা নিজেদের শরীর ঢাকতে লাগলো জান্নাতের পাতা দিয়ে। তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললো ঃ "আমি কি তোমাদের এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি এবং তোমাদের বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ?"

٢٣ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۚ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

২৩. তারা দু'জন বলে উঠলো ঃ "হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের ওপর যুলুম করেছি। এখন যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি রহম না করো, তাহলে নিসন্দেহে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।"[৫]

٢٤ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○

২৪. তিনি বললেনঃ "নেমে যাও, তোমরা পরস্পরের শত্রু এবং তোমাদের জন্য একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত পৃথিবীতেই রয়েছে বসবাসের জায়গা ও জীবনযাপনের উপকরণ।

٢٥ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ○

২৫. আর বললেন ঃ "সেখানেই তোমাদের জীবনযাপন করতে এবং সেখানেই মরতে হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের সবশেষে আবার বের করে আনা হবে।

৫. এর দ্বারা বুঝা যায় মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরমের অনুভূতি তার প্রকৃতিগত, এর প্রাথমিক প্রকাশ হচ্ছেঃ মানুষের নিজের দেহের বিশেষ বিশেষ অংশকে অপরের সামনে উন্মুক্ত করতে প্রকৃতিগতভাবে লজ্জা অনুভব করা। এজন্যই মানুষকে তার প্রকৃতি ও স্বভাবের সোজা সরল রাস্তা থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে শয়তানের সর্বপ্রথম চাল হচ্ছে ঃ মানুষের এ শরম ও লজ্জাবোধের ওপর আঘাত হানা, নগ্নতার পথ দিয়ে মানুষের জন্য প্রকাশ্য জঘন্যতা ও অশ্লীলতার দরোজা মুক্ত করা ও কোনো প্রকারে মানুষকে ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত করা। উপরন্তু এর দ্বারা এটাও জানা যায় যে, উচ্চ ও উন্নত অবস্থায় পৌছবার জন্য মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে এক আকাঙ্ক্ষা বর্তমান—এজন্যই শয়তানকে মানুষের সামনে হিতাকাঙ্ক্ষীর ছদ্মবেশে এসে বলতে হয়েছিল ঃ "আমি তোমাকে অধিকতর উন্নত অবস্থায় সমুন্নত করতে চাই।" এছাড়া এর দ্বারা একথাও জানা যায় যে, মানুষের যে বিশেষ সদগুণ মানুষকে শয়তানের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করে তা হচ্ছে ঃ মানুষ দোষ-ত্রুটি ও অপরাধ করে ফেললে লজ্জিত হয়ে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে, অন্য পক্ষে যে জিনিস শয়তানকে লাঞ্ছিত ও নিকৃষ্ট অবস্থায় নিক্ষেপ করেছিল তা হচ্ছে ঃ সে দোষ করা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার সামনে একগুয়েমী প্রদর্শন করে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পিছপা হয়নি।

রুকূ' ঃ ৩

٢٦ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ○

২৬. হে বনী আদম! তোমাদের শরীরের লজ্জাস্থানগুলো ঢাকার এবং তোমাদের দেহের সংরক্ষণ ও সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের জন্য পোশাক নাযিল করেছি। আর তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম, সম্ভবত লোকেরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

٢٧ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَآ ۗ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ○

২৭. হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে আবার ঠিক তেমনিভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ না করে যেমনি ভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল এবং তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের কাছে উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য তাদেরকে বিবস্ত্র করেছিল। সে ও তার সাথীরা তোমাদেরকে এমন জায়গা থেকে দেখে যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। এ শয়তানদেরকে আমি যারা ঈমান আনে না তাদের অভিভাবক করে দিয়েছি।

٢٨ وَإِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً قَالُوا۟ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

২৮. তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, আমাদের বাপ-দাদাদেরকে আমরা এভাবেই করতে দেখেছি এবং আল্লাহই আমাদের এমনটি করার হুকুম দিয়েছেন।[৬] তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহ কখনো নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার হুকুম দেন না। তোমরা কি আল্লাহর নাম নিয়ে এমন কথা বলো যাকে তোমরা আল্লাহর কথা বলে জানো না ?

٢٩ قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا۟ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ○

২৯. হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও, আমার রব তো সততা ও ইনসাফের হুকুম দিয়েছেন। তাঁর হুকুম হচ্ছে, প্রত্যেক ইবাদাতে নিজের লক্ষ ঠিক রাখো এবং নিজের দীনকে একান্তভাবে তাঁর জন্য করে নিয়ে তাঁকেই ডাকো। যেভাবে তিনি এখন তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের আবার সৃষ্টি করা হবে।

٣٠ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَٰلَةُ ۗ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ○

৩০. একটি দলকে তিনি সোজা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন কিন্তু অন্য দলটির ওপর গোমরাহী সত্য হয়ে চেপেই বসেছে। কারণ তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানদেরকে নিজেদের অভিভাবকে পরিণত করেছে এবং তারা মনে করছে, আমরা সঠিক পথেই আছি।

٣١ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ○

৩১. হে বনী আদম! প্রত্যেক ইবাদাতের সময় তোমরা নিজ নিজ সুন্দর সাজে সজ্জিত হও।[৭] আর খাও ও পান করো কিন্তু সীমা অতিক্রম করে যেয়ো না, আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পসন্দ করেন না।

৬. আরববাসীদের উলংগ হয়ে কা'বা প্রদক্ষিণ করার প্রথার প্রতি এখানে ইংগিত করা হয়েছে। তাদের অধিকাংশ লোক হজ্জ করার সময় নগ্ন হয়ে কা'বা তাওয়াফ করতো এবং এ ব্যাপারে তাদের স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের থেকেও বেশী বেহায়া ছিল। তাদের দৃষ্টিতে এটা ছিল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং পুণ্য কাজ মনে করেই তারা তা করতো।

রুকূ' ঃ ৪

৩২. হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব সৌন্দর্য সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো কে হারাম করেছে ? আর আল্লাহর দেয়া পবিত্র জিনিসগুলোকে নিষিদ্ধ করেছে ? বলো, দুনিয়ার জীবনেও এ সমস্ত জিনিস ঈমানদারদের জন্য, আর কিয়ামতের দিনে এগুলো তো একান্তভাবে তাদেরই জন্য হবে। এভাবে যারা জ্ঞানের অধিকারী তাদের জন্য আমার কথাগুলো আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করে থাকি।

٣٢ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৩৩. হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন সেগুলো হচ্ছেঃ প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, গোনাহ,[৮] সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি,[৯] আল্লাহর সাথে তোমাদের কাউকে শরীক করা, যার স্বপক্ষে তিনি কোনো সনদ পাঠাননি এবং আল্লাহর নামে তোমাদের এমন কোনো কথা বলা, যা মূলত তিনি বলেছেন বলে তোমাদের জানা নেই।

٣٣ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৩৪. প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। তারপর যখন কোনো জাতির সময় পূর্ণ হয়ে যাবে তখন এক মুহূর্তকালের জন্যও তাকে বিলম্বিত বা ত্বরান্বিত করা হবে না।

٣٤ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

৩৫. (আর সৃষ্টির সূচনাপর্বেই আল্লাহ একথা পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন ঃ) হে বনী আদম! মনে রেখো, যদি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে কোনো রসূল এসে তোমাদেরকে আমার আয়াত শুনাতে থাকে, তাহলে যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকবে এবং নিজের কর্মনীতির সংশোধন করে নেবে, তার কোনো ভয় এবং দুঃখের কারণ নেই।

٣٥ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৩৬. আর যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলবে এবং তার সাথে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করবে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।

٣٦ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

---

৭. এখানে 'যিনাত' বা 'ভূষণ'-এর অর্থ পরিপূর্ণ পোশাক। আল্লাহর উপাসনায় দাঁড়াবার জন্য মাত্র এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, মানুষ শুধু নিজ শরমের অংশগুলো আবৃত করবে ; বরং সেই সাথে এটাও আবশ্যক যে, মানুষ তার সাধ্যমত পূর্ণ পোশাক পরিধান করবে যার দ্বারা তার লজ্জা স্থান আবৃত হবে ও শোভনতা বৃদ্ধি পাবে। মানুষ কোনো সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের জন্য যেমন উত্তম পোশাক পরিধান করে সেরূপ আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের সময় তার উত্তম পোশাক পরিধান করা উচিত।

৮. মূলে اثـم (ইস্‌ম) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার আসল অর্থ হলো অবহেলা। আর এর অর্থ হচ্ছে আপন প্রভুর আনুগত্য ও আদেশ পালনের ব্যাপারে অবহেলা করা, অপরাধ করা।

৯. অর্থাৎ নিজের সীমা অতিক্রম করে এরূপ সীমায় পদার্পণ করা যেখানে প্রবেশ করার 'হক' মানুষের নেই।

٣٧ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۚ أُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ۖ حَتّٰٓى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوٓا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۖ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ○

৩৭. একথা সুস্পষ্ট, যে ব্যক্তি ডাহা মিথ্যা কথা বানিয়ে আল্লাহর কথা হিসেবে প্রচার করে অথবা আল্লাহর সত্য আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হবে ? এ ধরনের লোকেরা নিজেদের তকদীরের লিখন অনুযায়ী তাদের অংশ পেতে থাকবে,[১০] অবশেষে সেই সময় উপস্থিত হবে যখন আমার পাঠানো ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করার জন্য তাদের কাছে এসে যাবে। সে সময় তারা (ফেরেশতারা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, বলো, এখন তোমাদের সেই মাবুদরা কোথায়, যাদেরকে তোমরা ডাকতে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে ? তারা বলবে, "সবাই আমাদের কাছ থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছে" এবং তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, বাস্তবিক পক্ষেই তারা সত্য অস্বীকারকারী ছিল।

٣٨ قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتّٰٓى إِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ أُخْرٰىهُمْ لِأُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ○

৩৮. আল্লাহ বলবেন ৪ যাও, তোমরাও সেই জাহান্নামে চলে যাও, যেখানে চলে গেছে তোমাদের পূর্বের অতিক্রান্ত জিন ও মানবগোষ্ঠী। প্রত্যেকটি দলই নিজের পূর্ববর্তী দলের প্রতি অভিসম্পাত করতে করতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অবশেষে যখন সবাই সেখানে একত্র হয়ে যাবে তখন পরবর্তী প্রত্যেকটি দল পূর্ববর্তী দলের ব্যাপারে বলবে, হে আমাদের রব! এরাই আমাদের গোমরাহ করেছে, কাজেই এদেরকে আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি দাও। জবাবে বলা হবে, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ শাস্তিই রয়েছে কিন্তু তোমরা জানো না।[১১]

٣٩ وَقَالَتْ أُوْلٰىهُمْ لِأُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ○

৩৯. প্রথম দলটি দ্বিতীয় দলকে বলবে ৪ (যদি আমরা দোষী হয়ে থাকি) তাহলে তোমরা কোন্ দিক দিয়ে আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলে ? এখন নিজেদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।

রুকূ' ৪ ৫

٤٠ إِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ ○

৪০. নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাদের জন্য কখনো আকাশের দরজা খুলবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ এমনই অসম্ভব ব্যাপার যেমন সূঁচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করানো। অপরাধীরা আমার কাছে এভাবেই বদলা পেয়ে থাকে।

১০. অর্থাৎ তাদের জন্য যতোদিন দুনিয়ার মধ্যে অবস্থান করার অবকাশ নির্দিষ্ট আছে ততোদিন তারা সেখানে অবস্থান করবে এবং বাহ্যত যে ধরনের ভালো-মন্দ জীবনযাপন তাদের ভাগ্যে আছে তা তারা যাপন করবে।

১১. অর্থাৎ এক শাস্তি নিজে গোমরাহী অবলম্বন করার ও অন্য আর একটি শাস্তি অপরকে গোমরাহ করার। এক শাস্তি নিজের অপরাধসমূহের জন্য, দ্বিতীয় শাস্তি অপরের জন্য আগামী অপরাধ অনুষ্ঠানের উত্তরাধিকার ত্যাগ করার জন্য।

৪১. তাদের জন্য বিছানাও হবে জাহান্নামের এবং ওপরের আচ্ছাদনও হবে জাহান্নামের। এ প্রতিফল আমি যালেমদেরকে দিয়ে থাকি।

৪২. অন্যদিকে যারা আমার আয়াত মেনে নিয়েছে এবং সৎকাজ করেছে—আর এ পর্যায়ে আমি কাউকে তার সামর্থের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করি না—তারা হচ্ছে জান্নাতবাসী। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

৪৩. তাদের মনে পরস্পরের বিরুদ্ধে যা কিছু গ্লানি থাকবে তা আমি বের করে দেবো। তাদের নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা বলবে ঃ "প্রশংসা সব আল্লাহরই জন্য, যিনি আমাদের এ পথ দেখিয়েছেন। আমরা নিজেরা পথের সন্ধান পেতাম না যদি না আল্লাহ আমাদের পথ দেখাতেন। আমাদের রবের পাঠানো রসূলগণ যথার্থ সত্য নিয়েই এসেছিলেন।" সে সময় আওয়াজ ধ্বনিত হবে ঃ "তোমাদেরকে এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে, এটি তোমরা লাভ করেছো সেই সমস্ত কাজের প্রতিদানে যেগুলো তোমরা অব্যাহতভাবে করতে।"

৪৪. তারপর জান্নাতের অধিবাসীরা জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবেঃ "আমাদের রব আমাদের সাথে যে সমস্ত ওয়াদা করেছিলেন তার সবগুলোকেই আমরা সঠিক পেয়েছি, তোমাদের রব যেসব ওয়াদা করেছিলেন তোমরাও কি সেগুলোকে সঠিক পেয়েছো ?" তারা জবাবে বলবেঃ "হ্যাঁ", তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে ঃ "আল্লাহর লা'নত সেই যালেমদের ওপর

৪৫. যারা মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিতো এবং তাকে বাঁকা করে দিতে চাইতো আর তারা ছিল আখেরাত অস্বীকারকারী।"

৪৬. এ উভয় দলের মাঝখানে থাকবে একটি অন্তরাল। এর উঁচু স্থানে (আ'রাফ) অপর কিছু লোক থাকবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করেনি ঠিকই কিন্তু তারা হবে তার প্রার্থী। তারা প্রত্যেককে তার লক্ষণের সাহায্যে চিনে নেবে। জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে তারা বলবে ঃ "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।"

৪৭. আর যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামবাসীদের দিকে ফিরবে,[১২] তারা বলবে ঃ "হে আমাদের রব! এ যালেমদের সাথে আমাদের শামিল করো না।

٤١ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ○

٤٢ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ز أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

٤٣ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

٤٤ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ○

٤٥ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ○

٤٦ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ○

٤٧ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

১২. অর্থাৎ এ আ'রাফবাসীরা হবে সেই লোক যাদের জীবনের ইতিবাচক দিক এতোটা শক্তিশালী হবে না যে, তারা জান্নাতে প্রবেশ লাভ করতে সক্ষম হবে ও তাদের জীবনের নেতিবাচক দিকও এতোটা খারাপ হবে না যে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এজন্য তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী এক সীমায় অবস্থান করবে এবং তারা এ আশা পোষণ করতে থাকবে যে, আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের ভাগ্যে জান্নাত লাভ ঘটবে।

রুকূ' ঃ ৬

৪৮. আবার এ আ'রাফের লোকেরা জাহান্নামের কয়েক জন বড় বড় ব্যক্তিকে তাদের আলামত দেখে চিনে নিয়ে ডেকে বলবে ঃ "দেখলে তো তোমরা, আজ তোমাদের দলবলও তোমাদের কোনো কাজে লাগলো না।আর তোমাদের যেই সাজ-সরঞ্জামকে তোমরা অনেক বড় মনে করতে তাও কোনো উপকারে আসলো না।

৪৯. আর এ জান্নাতের অধিবাসীরা কি তারাই নয়, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে বলতে, এদেরকে তো আল্লাহ তাঁর রহমত থেকে কিছুই দেবেন না ? আজ তাদেরকেই বলা হয়েছে, প্রবেশ করো জান্নাতে— তোমাদের কোনো ভয়ও নেই, দুঃখও নেই।"

৫০. আর জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবে ঃ সামান্য একটু পানি আমাদের ওপর ঢেলে দাও না। অথবা আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দান করেছেন তা থেকেই কিছু ফেলে দাও না। তারা জবাবে বলবে ঃ আল্লাহ এ দু'টি জিনিসই সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য হারাম করেছেন,

৫১. যারা নিজেদের দীনকে খেলা ও কৌতুকের ব্যাপার বানিয়ে নিয়েছিল এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারণায় নিমজ্জিত করেছিল। আল্লাহ বলেন, আজ আমিও তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে ভুলে যাবো যেভাবে তারা এ দিনটির মুখোমুখী হওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিল এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল।

৫২. আমি এদের কাছে এমন একটি কিতাব নিয়ে এসেছি যাকে পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশদ ব্যাখ্যামূলক করেছি এবং যা ঈমানদারদের জন্য পথনির্দেশনা ও রহমতস্বরূপ।

৫৩. এখন এরা কি এর পরিবর্তে এ কিতাব যে পরিণামের খবর দিচ্ছে তার প্রতীক্ষায় আছে ? যেদিন সেই পরিণাম সামনে এসে যাবে সেদিন যারা তাকে উপেক্ষা করেছিল তারাই বলবে ঃ "যথার্থই আমাদের রবের রসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছিলেন। এখন কি আমরা এমন কিছু সুপারিশকারী পাবো যারা আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে ? অথবা আমাদের পুনরায় ফিরে যেতে দেয়া হবে, যাতে পূর্বে আমরা যা কিছু করতাম তার পরিবর্তে এখন অন্য পদ্ধতিতে কাজ করে দেখাতে পারি ?" তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং যে মিথ্যা তারা রচনা করেছিল তার সবটুকুই আজ তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে।

٤٨ وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَىٰهُمْ قَالُوا۟ مَآ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ○

٤٩ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ○

٥٠ وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا۟ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ○

٥١ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُوا۟ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ ○

٥٢ وَلَقَدْ جِئْنَٰهُم بِكِتَٰبٍ فَصَّلْنَٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

٥٣ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ ۚ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا۟ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ○

রুকূ' ঃ ৭

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

৫৪. প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদের রব, যিনি আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে[১৩] সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি নিজের কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হন।[১৪] তিনি রাত দিয়ে দিনকে ঢেকে দেন তারপর রাতের পেছনে দিন দৌড়িয়ে চলে আসে। তিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি সৃষ্টি করেন। সবাই তাঁর নির্দেশের অনুগত। জেনে রাখো, সৃষ্টি তাঁরই এবং নির্দেশও তাঁরই।[১৫] আল্লাহ বড়ই বরকতের অধিকারী।[১৬] তিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রতিপালক।

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তোমাদের রবকে ডাকো কান্নাজড়িত কণ্ঠে ও চুপে চুপে। অবশ্যই তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে পসন্দ করেন না।

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬. দুনিয়ায় সুস্থ পরিবেশ বহাল করার পর আর সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।[১৭] আল্লাহকেই ডাকো ভীতি ও আশা সহকারে। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীল লোকদের নিকটবর্তী।

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭. আর আল্লাহই বায়ুকে নিজের অনুগ্রহে পূর্বাহ্নে সুসংবাদবাহীরূপে পাঠান। তারপর যখন সে পানি ভরা মেঘ বহন করে তখন কোনো মৃত ভূখণ্ডের দিকে তাকে চালিয়ে দেন এবং সেখানে বারি বর্ষণ করে (সেই মৃত ভূখণ্ড থেকে) নানা প্রকার ফল উৎপাদন করেন। দেখো, এভাবে আমি মৃতদেরকে মৃত্যুর অবস্থা থেকে বের করে আনি। হয়তো এ চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ থেকে তোমরা শিক্ষা লাভ করবে।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. উৎকৃষ্ট ভূমি নিজের রবের নির্দেশে প্রচুর ফসল উৎপন্ন করে এবং নিকৃষ্ট ভূমি থেকে নিকৃষ্ট ধরনের ফসল ছাড়া আর কিছুই ফলে না। এভাবেই আমি কৃতজ্ঞ জনগোষ্ঠীর জন্য বারবার নিদর্শনসমূহ পেশ করে থাকি।

---

১৩. 'দিন' অর্থ এখানে দুনিয়ার ২৪ ঘন্টায় দিনের সমার্থক হতে পারে। অথবা এখানে 'দিন' শব্দটি যুগ বা কালের একটি অধ্যায়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৪. আল্লাহর আরশের উপর আসীন হওয়ার বিস্তারিত রূপ আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এ 'মুতাশাবিহাত'-এর অন্তর্গত যার অর্থ নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহ এ বিশ্বলোক সৃষ্টি করেছেন ও তিনিই এর নির্দেশক ও পরিচালক। নিজের সৃষ্টিকে তিনি অন্যের অধীনে ছেড়ে দেননি এবং তিনি তাঁর কোনো সৃষ্ট বস্তুকেও এ অধিকার দেননি যে সে নিজ ক্ষমতা ও অধিকারে যা ইচ্ছা কাজ করবে।

১৬. আল্লাহ তা'আলার নিতান্ত 'বা-বরকত' হওয়ার অর্থ হচ্ছে ঃ তাঁর সুগুণ ও কল্যাণের কোনো সীমা পরিসীমা নেই। সীমাহীন কল্যাণ তাঁর সত্তা থেকে পরিব্যাপ্ত।

১৭. অর্থাৎ শত শত সহস্র সহস্র বছর ধরে আল্লাহর নবী ও মানবজাতির সংস্কারকদের চেষ্টা-সাধনায় মানবিক চরিত্র, নৈতিকতা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির যে সংশোধন সাধিত হয়েছে নিজের দুষ্কৃতি ও ভ্রষ্টাচার দ্বারা তার মধ্যে বিকৃতি ও খারাপি সৃষ্টি করো না।

রুকূ' ঃ ৮

৫৯. নূহকে আমি তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই।[১৮] সে বলে ঃ "হে আমার স্বগোত্রীয় ভাইয়েরা! আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ্ নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা করছি।"

٥٩ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

৬০. তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা জবাব দেয় ঃ "আমরা তো দেখতে পাচ্ছি তুমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছো।"

٦٠ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

৬১. নূহ বলে ঃ "হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! আমি কোনো গোমরাহীতে লিপ্ত হইনি বরং আমি রব্বুল আলামীনের রসূল।

٦١ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

৬২. তোমাদের কাছে আমার রবের বাণী পৌঁছে দিচ্ছি। আমি তোমাদের কল্যাণকামী। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি এমন সব কিছু জানি যা তোমরা জান না।

٦٢ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

৬৩. তোমরা কি এ জন্য অবাক হচ্ছো যে, "তোমাদের কাছে তোমাদের স্বীয় সম্প্রদায়েরই এক ব্যক্তির মাধ্যমে তোমাদের রবের স্মারক এসেছে, তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য যাতে তোমরা ভুল পথে চলা থেকে রক্ষা পাও এবং তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয় ?"

٦٣ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

৬৪. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো। অবশেষে আমি তাকে ও তার সাথীদেরকে একটি নৌকায় (আরোহণ করিয়ে) রক্ষা করি এবং আমার আয়াতকে যারা মিথ্যা বলেছিল তাদেরকে ডুবিয়ে দেই। নিসন্দেহে তারা ছিল দৃষ্টিশক্তিহীন জনগোষ্ঠী।

٦٤ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ

রুকূ' ঃ ৯

৬৫. আর 'আদ' (জাতি)র কাছে আমি পাঠাই তাদের ভাই হূদকে।[১৯] সে বলে ঃ "হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। এরপরও কি তোমরা ভুল পথে চলার ব্যাপারে সাবধান হবে না ?

٦٥ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

৬৬. তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করছিল, তারা বললোঃ "আমরা তো তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত মনে করি এবং আমাদের ধারণা তুমি মিথ্যুক।"

٦٦ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

১৮. আজকের যুগে 'ইরাক' নামে অভিহিত ভূখণ্ডেই হযরত নূহ আ.-এর জাতির বাসস্থান ছিল।

১৯. 'হিজায' 'ইয়ামান' ও 'ইয়ামামা'র মধ্যবর্তী 'আহকাফ-এর এলাকায় 'আদ' জাতির মূল বাসস্থান ছিল। এখান থেকেই বিস্তৃত হয়ে তারা 'ইয়ামান'-এর পশ্চিম উপকূল এবং ওমান ও হাজরে মাউত থেকে ইরাক পর্যন্ত নিজেদের শক্তির প্রভাব বিস্তার করেছিল।

٦٧ قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَٰلَمِينَ ○

৬৭. সে বললোঃ "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আমি নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত নই। বরং আমি রব্বুল আলামীনের রসূল,

٦٨ أُبَلِّغُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ○

৬৮. আমার রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌছাই এবং আমি তোমাদের এমন হিতাকাংখী যার ওপর ভরসা করা যেতে পারে।

٦٩ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوٓا ءَالَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

৬৯. তোমরা কি এ জন্য অবাক হচ্ছো যে, তোমাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তোমাদেরই স্বগোত্রীয় এক ব্যক্তির মাধ্যমে তোমাদের রবের স্মারক তোমাদের কাছে এসেছে ? ভুলে যেয়ো না, তোমাদের রব নূহের সম্প্রদায়ের পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেন এবং অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ও সুঠাম দেহের অধিকারী করেন। কাজেই আল্লাহর অপরিসীম শক্তির কথা স্মরণ রাখো,[২০] আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।"

٧٠ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُۥ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ۚ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّٰدِقِينَ ○

৭০. তারা জবাব দিলো ঃ "তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছো যে, আমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবো এবং আমাদের বাপ-দাদারা যাদের ইবাদাত করে এসেছে তাদেরকে পরিহার করবো ? বেশ, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তাহলে আমাদের যে আযাবের হুমকি দিচ্ছো, তা নিয়ে এসো।"

٧١ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَٰدِلُونَنِى فِىٓ أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ فَانتَظِرُوٓا إِنِّى مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ○

৭১. সে বললো ঃ "তোমাদের রবের অভিসম্পাত পড়েছে তোমাদের ওপর এবং তাঁর গযবও। তোমরা কি আমার সাথে এমন কিছু নাম নিয়ে বিতর্ক করছো, যেগুলো তৈরী করেছো তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা[২১] এবং যেগুলোর স্বপক্ষে আল্লাহ কোনো সনদ নাযিল করেননি ? ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা করো এবং আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।"

٧٢ فَأَنجَيْنَٰهُ وَالَّذِينَ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ○

৭২. অবশেষে নিজ অনুগ্রহে আমি হূদ ও তার সাথীদেরকে উদ্ধার করি এবং আমার আয়াতকে যারা মিথ্যা বলেছিল এবং যারা ঈমান আনেনি তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেই।

রুকূ' ঃ ১০

٧٣ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۘ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

৭৩. আর সামূদের কাছে পাঠাই তাদের ভাই সালেহকে।[২২] সে বলেঃ হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। আল্লাহর এ উটনীটি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন।[২৩] কাজেই তাকে আল্লাহর জমিতে চরে খাবার জন্য ছেড়ে দাও। কোনো অসদুদ্দেশ্যে এর গায়ে হাত দিয়ো না। অন্যথায় একটি যন্ত্রণাদায়ক আযাব তোমাদের ওপর আপতিত হবে।

٧٤ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○

৭৪. স্মরণ করো, সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ 'আদ' জাতির পর তোমাদেরকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যার ফলে আজ তোমরা তাদের সমতলভূমিতে বিপুলায়তন প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছো। কাজেই তাঁর সর্বময় ক্ষমতার স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যেয়ো না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

٧٥ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ○

৭৫. তার সম্প্রদায়ের স্বঘোষিত প্রতাপশালী নেতারা দুর্বল শ্রেণীর মুমিনদেরকে বললোঃ "তোমরা কি সত্যিই জানো, সালেহ তার রবের প্রেরিত নবী ?" তারা জবাব দিলো ঃ "নিশ্চয়ই, যে বাণী সহকারে তাঁকে পাঠানো হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি।"

٧٦ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ○

৭৬. ঐ শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদাররা বললো "তোমরা যা বিশ্বাস করো আমরা তা অস্বীকার করি।"

٧٧ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ○

৭৭. তারপর তারা সেই উটনীটিকে মেরে ফেললো,[২৪] পূর্ণদাম্ভিকতা সহকারে নিজেদের রবের হুকুম অমান্য করলো এবং সালেহকে বললো ঃ "নিয়ে এসো সেই আযাব, যার হুমকি তুমি আমাদের দিয়ে থাকো, যদি সত্যিই তুমি নবী হয়ে থাকো।"

٧٨ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ○

৭৮. অবশেষে একটি প্রলয়ংকর দুর্যোগ তাদেরকে গ্রাস করলো এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো।

٧٩ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ○

৭৯. আর সালেহ একথা বলতে বলতে তাদের জনপদ থেকে বের হয়ে গেলো ঃ "হে আমার সম্প্রদায়! আমার রবের বাণী আমি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং আমি তোমাদের জন্য যথেষ্ট কল্যাণ কামনা করেছি। কিন্তু আমি কি করবো, তোমরা তো নিজেদের হিতাকাংখীকে পসন্দই করো না।"

২০. মূলে الاء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ নেয়ামতসমূহও হয় এবং ক্ষমতার বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহও হয়, আবার উত্তম গুণাবলীও হয়।

২১. অর্থাৎ তোমরা কাউকে বৃষ্টির, কাউকে বাতাসের, কাউকে ঐশ্বর্যের, আবার কাউকে রোগ-ব্যধির প্রভু-দেবতা বলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কেউই কোনো জিনিসের প্রভু নয় ; এগুলো তোমাদের কল্পিত নিছক কতকগুলো 'নাম' মাত্র। যারা এগুলো নিয়ে বিবাদ করে তারা আসলে কতকগুলো নাম নিয়ে মাত্র বিবাদ করে, কোনো সত্য বস্তুর জন্য বিবাদ করে না।

২২. সামুদ জাতির বাসস্থান উত্তর পশ্চিম আরবের সেই এলাকায় ছিল, যা আজও 'আল হিজর' নামে খ্যাত আছে, বর্তমান যামানায় মদীনা ও তাবুকের মধ্যবর্তী একটি জায়গা আছে যাকে 'মাদায়েনে সালেহ' বলা হয়।এ জায়গাই সামূদ জাতির সদর জায়গা ছিল এবং প্রাচীনকালে এ স্থান 'হিজর' নামে অভিহিত ছিল। আজও এখানে সামূদীদের কিছু ইমারত বর্তমান আছে যা তারা পাহাড় খনন করে নির্মাণ করেছিল।

২৩. এ কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। তার থেকে জানা যায় সামূদীগণ নিজেরা হযরত সালেহের কাছে এমন এক নিদর্শনের দাবী করেছিল যা তিনি যে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবী—এক কথায় সুস্পষ্ট প্রমাণপত্র স্বরূপ হবে।এ দাবীর উত্তর হিসেবে হযরত সালেহ এ উটনীকে পেশ করেছিলেন।

২৪. যদিও একজন ব্যক্তি উটনীকে হত্যা করেছিল, সূরা 'কামার' ও সূরা 'শামসে' যেমন উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু সমগ্র জাতিই এ অপরাধের সহায়ক ছিল এবং হত্যাকারী ব্যক্তিএ অপরাধী জাতির ইচ্ছা সাধনের যন্ত্র-স্বরূপ ছিল, সে জন্য সারা জাতির ওপরই এ অপরাধের অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে।

৮০. আর লূতকে আমি পয়গাম্বর করে পাঠাই। তারপর স্মরণ করো, যখন সে নিজের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বললোঃ[২৫] "তোমরা কি এতই নির্লজ্জ হয়ে গেলে যে, দুনিয়ায় ইতোপূর্বে কেউ কখনো করেনি এমন অশ্লীল কাজ করে চলছো ?

٨٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ○

৮১. তোমরা মেয়েদের বাদ দিয়ে পুরুষদের দ্বারা কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করছো ? প্রকৃতপক্ষে তোমরা একেবারেই সীমালংঘনকারী গোষ্ঠী।"

٨١ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ○

৮২. কিন্তু তার সম্প্রদায়ের জওয়াব এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, "এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা বড়ই পবিত্রতার ধ্বজাধারী হয়েছে।"

٨٢ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ○

৮৩. শেষ পর্যন্ত আমি লূতের স্ত্রীকে ছাড়া—যে পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তরভুক্ত ছিল তাকে ও তার পরিবার-বর্গকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি

٨٣ فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ○

৮৪. এবং এ সম্প্রদায়ের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করি।[২৬] তারপর সেই অপরাধীদের কী পরিণাম হয়েছিল দেখো!

٨٤ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ○

রুকূ' ঃ ১১

৮৫. আর মাদ্ইয়ানবাসীদের[২৭] কাছে আমি তাদের ভাই শোআইবকে পাঠাই। সে বলেঃ হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা এসে গেছে। কাজেই ওযন ও পরিমাপ পুরোপুরি দাও, লোকদের পাওনা জিনিস কম করে দিয়ো না এবং পৃথিবী পরিশুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর তার মধ্যে আর বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। এরই মধ্যে রয়েছে তোমাদের কল্যাণ, যদি তোমরা যথার্থ মু'মিন হয়ে থাকো।[২৮]

٨٥ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○

৮৬. আর লোকদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করার, ঈমান-দারদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়ার এবং সোজা পথকে বাঁকা করার জন্য (জীবনের) প্রতিটি পথে লুটেরা হয়ে বসে থেকো না। স্মরণ করো, সেই সময়ের কথা যখন তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক। তারপর আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেন। আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরা কোন্ ধরনের পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে তা একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখো।

٨٦ وَلَا تَقْعُدُوا۟ بِكُلِّ صِرَٰطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ○

২৫. হযরত লূত, হযরত ইবরাহীম আ.-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন এবং তিনি যে জাতির হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের বাসস্থান ছিল সেই স্থানে যেখানে আজ মৃত সাগর (Dead Sea) অবস্থিত।

২৬. 'বর্ষণ' বলতে এখানে পানি বর্ষণ বুঝাচ্ছে না এখানে 'বর্ষণ' অর্থ–প্রস্তর বর্ষণ। কুরআনের অন্যত্র এ প্রস্তর বর্ষণের কথাও বলা হয়েছে।
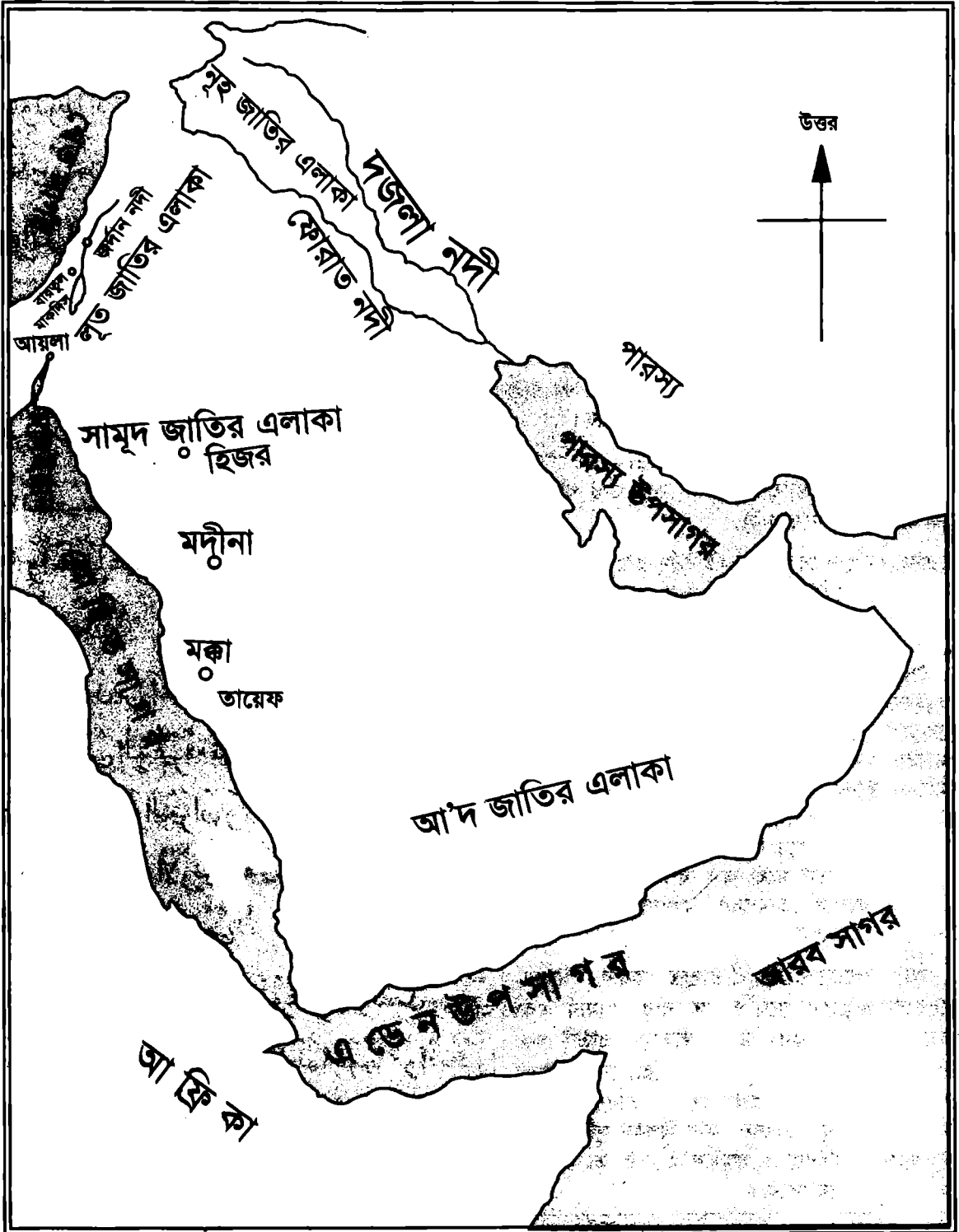
সূরা আল আ'রাফে উল্লেখিত জাতিসমূহের এলাকা

٨٧ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ○

৮৭. যে শিক্ষা সহকারে আমাকে পাঠানো হয়েছে, তোমাদের মধ্য থেকে কোনো একটি দল যদি তার প্রতি ঈমান আনে এবং অন্য একটি দল যদি তার প্রতি ঈমান না আনে তাহলে ধৈর্যসহকারে দেখতে থাকো, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেন। আর তিনিই সবচেয়ে ভাল ফায়সালাকারী।

৯

٨٨ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ○

৮৮. নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মত্ত গোত্রপতিরা তাকে বললো ঃ “হে শোআইব! আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবো। অন্যথায় তোমাদের ফিরে আসতে হবে আমাদের ধর্মে।” শোআইব জবাব দিলো ঃ “আমরা রাজি না হলেও কি আমাদের জোর করে ফিরিয়ে আনা হবে ?

٨٩ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ○

৮৯. তোমাদের ধর্ম থেকে আল্লাহ আমাদের উদ্ধার করার পর আবার যদি আমরা তাতে ফিরে আসি, তাহলে আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী বিবেচিত হবো। আমাদের রব আল্লাহ যদি না চান, তাহলে আমাদের পক্ষে সে দিকে ফিরে যাওয়া আর কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। আমাদের রবের জ্ঞান সমস্ত জিনিসকে ঘিরে আছে। আমরা তাঁরই ওপর নির্ভর করি। হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যথাযথভাবে ফায়সালা করে দাও এবং তুমি সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী।”

٩٠ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ○

৯০. তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা, যারা তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল, পরস্পরকে বললো ঃ “যদি তোমরা শোআইবের আনুগত্য মেনে নাও, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।”[২৯]

٩١ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ○

৯১. কিন্তু সহসা একটি প্রলয়ংকরী বিপদ তাদেরকে পাকড়াও করে এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে,

২৭. মাদইয়ানের আসল এলাকা হেজাযের উত্তর-পশ্চিম ও ফিলিস্তিনের দক্ষিণে লোহিত সাগর ও ওকাবা উপসাগরের তীরে অবস্থিত ছিল ; কিন্তু সিনাই উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলেও এ এলাকার কিছু অংশ প্রসারিত ছিল। মাদইয়ান জাতি ছিল এক বড় ব্যবসায়ী জাতি। প্রাচীনকালে লোহিত সাগরের তীর বরাবর 'ইয়ামান' থেকে 'মক্কা' এবং ইয়ামবুর মধ্য দিয়ে সিরিয়া পর্যন্ত যে বাণিজ্যিক রাজপথ প্রসারিত ছিল এবং অন্য একটি বাণিজ্যিক রাজপথ যা ইরাক থেকে মিশর অভিমুখে প্রসারিত ছিল—এদের ঠিক চৌমাথায় এ জাতির বসতি অবস্থিত ছিল।

২৮. এ বাক্যাংশ থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় এরা নিজেরা ঈমানদার হওয়ার দাবী করতো।

২৯. মাত্র 'শোয়াইব' আ.-এর জাতির সরদারদের পর্যন্ত একথা সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেক যুগের ভ্রষ্ট লোকেরা সত্য, সততা ও বিশ্বস্ততার পথে চলার মধ্যে এরূপ অনিষ্টের আশংকা অনুভব করে। প্রত্যেক যুগের দুষ্কৃতকারীদের ধারণাই হচ্ছে—ব্যবসায়, রাজনীতি ও অন্যান্য পার্থিব ব্যাপার মিথ্যা, বেঈমানী ও নীতিহীনতা ছাড়া চলতে পারে না। 'ঈমানদারী' অবলম্বন করার অর্থ হচ্ছে নিজের পার্থিব স্বার্থ বরবাদ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

٩٢ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ○

৯২. যারা শোআইবকে মিথ্যা বলেছিল তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় যেন সেই সব গৃহে কোনোদিন তারা বসবাসই করতো না। শোআইবকে যারা মিথ্যা বলেছিল অবশেষে তারাই ধ্বংস হয়ে যায়।

٩٣ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ○

৯৩. আর শোআইব একথা বলতে বলতে তাদের জনপদ থেকে বের হয়ে যায়—"হে আমার জাতির লোকেরা! আমি আমার রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনার হক আদায় করেছি। এখন আমি এমন জাতির জন্য দুঃখ করবো কেন, যারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করে ?"

রুকূ' ঃ ১২

٩٤ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ○

৯৪. আমি যখনই কোনো জনপদে নবী পাঠিয়েছি, সেখানকার লোকদেরকে প্রথমে অর্থকষ্ট ও দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন করেছি, একথা ভেবে যে, হয়তো তারা বিনম্র হবে ও নতি স্বীকার করবে।

٩٥ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا وَّقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

৯৫. তারপর তাদের দুরবস্থাকে সমৃদ্ধিতে ভরে দিয়েছি। ফলে তারা প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং বলতে শুরু করেছে, "আমাদের পূর্বপুরুষদের ওপরও দুর্দিনও সুদিনের আনাগোনা চলতো।" অবশেষে আমি তাদেরকে সহসাই পাকড়াও করেছি। অথচ তারা জানতেও পারেনি।[৩০]

٩٦ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

৯৬. যদি জনপদের লোকেরা ঈমান আনতো এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বরকতসমূহের দুয়ার খুলে দিতাম। কিন্তু তারা তো প্রত্যাখ্যান করেছে। কাজেই তারা যে অসৎকাজ করে যাচ্ছিলো তার জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি।

٩٧ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ○

৯৭. জনপদের লোকেরা কি এখন এ ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আমার শাস্তি কখনো অকস্মাত রাত্রিকালে তাদের ওপর এসে পড়বে না, যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন ?

٩٨ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ○

৯৮. অথবা তারা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আমাদের মজবুত হাত কখনো দিনের বেলা তাদের ওপর এসে পড়বে না, যখন তারা খেলাধুলায় মেতে থাকবে ?

৩০. এক একজন নবী ও এক একজাতির বিষয় পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করার পর এখানে সেই সামগ্রিক নিয়ম বর্ণনা করা হচ্ছে যা আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি যুগে নবী প্রেরণকালে অবলম্বন করেন। যখনই কোনো জাতির মধ্যে নবী প্রেরণ করা হয়েছে তখন তার পূর্বে সে জাতিকে বিপদ-আপদে নিক্ষেপ করা হয়েছে যেন তাদের কর্ণ উপদেশ শ্রবণের জন্য উন্মুক্ত হয় এবং তারা তাদের আল্লাহর সামনে বিনয়ের সাথে অবনত হতে প্রস্তুত হয়। এরপর এ অনুকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিতেও যদি তাদের অন্তর সত্য গ্রহণের প্রতি অনুরাগী না হয় তবে তাদেরকে (সচ্ছলতার) ফিতনায় (পরীক্ষায়) নিক্ষেপ করা হয় এবং এখান থেকেই তাদের ধ্বংসের সূচনা শুরু হয়। নবীর কথা অমান্য করা সত্ত্বেও যখন তাদের উপর নেয়ামতের অঢেল বর্ষণ শুরু হয় তখন তারা ভাবে তাদের ওপর পাকড়াও করনেওয়ালা কোনো রব নেই। 'আমাদের সমকক্ষ আর কেউ নেই'—এ অহংকার তাদের পেয়ে বসে ; এ জিনিসই শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আল্লাহর আযাবে নিমজ্জিত করে।

﴿٩٩﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

৯৯. এরা কি আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে নির্ভীক হয়ে গেছে ? অথচ যেসব সম্প্রদায়ের ধ্বংস অবধারিত তারা ছাড়া আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে আর কেউ নির্ভীক হয় না।[৩১]

রুকূ' ঃ ১৩

﴿١٠٠﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

১০০. পৃথিবীর পূর্ববর্তী অধিবাসীদের পর যারা তার উত্তরাধিকারী হয়, তারা কি এ বাস্তবতা থেকে ততটুকুও শিখেনি যে, আমি চাইলে তাদের অপরাধের দরুন তাদেরকে পাকড়াও করতে পারি। (কিন্তু তারা শিক্ষণীয় বিষয়াবলীর ব্যাপারে অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শন করে থাকে।) আর আমি তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেই। ফলে তারা কিছুই শোনে না।

﴿١٠١﴾ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ

১০১. যেসব জাতির কাহিনী আমি তোমাদের শুনাচ্ছি (যাদের দৃষ্টান্ত তোমাদের সামনে রয়েছে) তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তাদের কাছে আসে, কিন্তু যে জিনিসকে তারা একবার মিথ্যা বলেছিল তাকে আবার মেনে নেবার পাত্র তারা ছিল না। দেখো, এভাবে আমি সত্য অস্বীকারকারীদের দিলে মোহর মেরে দেই।

﴿١٠٢﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۖ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ

১০২. তাদের অধিকাংশের মধ্যে আমি অংগীকার পালনের মনোভাব পাইনি। বরং অধিকাংশকেই পেয়েছি ফাসেক ও নাফরমান।

﴿١٠٣﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

১০৩. তারপর এ জাতিগুলোর পর (যাদের কথা ওপরে বলা হয়েছে) আমার নিদর্শনসমূহ সহকারে মূসাকে পাঠাই ফেরাউন[৩২] ও তার জাতির প্রধানদের কাছে। কিন্তু তারাও আমার নিদর্শনসমূহের ওপর যুলুম করে। ফলতঃ এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল একবার দেখো।

﴿١٠٤﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

১০৪. মূসা বললো ঃ "হে ফেরাউন। আমি বিশ্বজাহানের রবের নিকট থেকে প্রেরিত।

﴿١٠٥﴾ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

১০৫. আমার দায়িত্বই হচ্ছে, আল্লাহর নামে সত্য ছাড়া আর কিছুই বলবো না। আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিযুক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছি। কাজেই তুমি বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও।"

৩১. মূলে مكر (মকর) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় 'মকর' এর অর্থ গুপ্ত তদবির। অর্থাৎ এরূপ 'চাল' চালা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত চরম আঘাত না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত যে ব্যক্তি এ চরম আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হবে সে সম্পর্কে একেবারেই বে-খবর থাকে, সে জানতেই পারে না যে, তার দুর্গতির পরিণাম আসন্ন ; বরং বাহ্য অবস্থা দৃষ্টে সে মনে করতে থাকে—সবই ঠিক আছে।

৩২. 'ফিরাউন' শব্দের অর্থ হচ্ছে ঃ সৌর বংশ—সূর্যদেবের বংশধর। প্রাচীন মিশরবাসীদের কাছে সূর্য ছিল 'রব্বে আ'লা' বা মহাদেবতা, আর তারা সূর্যকে 'রা' বলতো। এ 'রা' থেকেই 'ফিরাউন' শব্দ উদ্ভূত। 'ফিরাউন' কোনো এক ব্যক্তি বিশেষের নাম ছিল না। মিশরের বাদশাহের উপাধি ছিল ফিরাউন, যেমন রূম সম্রাটগণের উপাধি ছিল 'যার' ও পারস্য সম্রাটদের উপাধি ছিল 'খসরু'।

১০৬. ফেরাউন বললো ঃ "তুমি যদি কোনো প্রমাণ এনে থাকো এবং নিজের দাবীর ব্যাপারে সত্যবাদী হও, তাহলে তা পেশ করো।"

قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○

১০৭. মূসা নিজের লাঠিটি ছুড়ে দিল। অমনি তা একটি জ্বলজ্যান্ত অজগরের রূপ ধারণ করলো।

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ○

১০৮. সে নিজের হাত বের করলো তৎক্ষণাত দেখা গেলো সেটি দর্শকদের সামনে চমকাচ্ছে।

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ○

রুকূ' ঃ ১৪

১০৯. এ দৃশ্য দেখে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের প্রধানরা পরস্পরকে বললো ঃ "নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি একজন অত্যন্ত দক্ষ যাদুকর,

قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ○

১১০. তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বে-দখল করতে চায়।[৩৩] এখন তোমরা কি বলবে বলো ?"

يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ○

১১১. তখন তারা সবাই ফেরাউনকে পরামর্শ দিলো তাকে ও তার ভাইকে অপেক্ষারত রাখুন এবং নগরে নগরে সংগ্রাহক পাঠান।

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ○

১১২. তারা প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে আপনার কাছে নিয়ে আসবে।

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ○

১১৩. অবশেষে যাদুকরেরা ফেরাউনের কাছে এলো।

তারা বললো ঃ "যদি আমরা বিজয়ী হই; তাহলে অবশ্যই এর প্রতিদান পাবো তো ?"

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ○

১১৪. ফেরাউন জবাব দিলো ঃ "হ্যাঁ, তাছাড়া তোমরা আমার দরবারের ঘনিষ্ঠজনেও পরিণত হবে।"

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ○

১১৫. তখন তারা মূসাকে বললো ঃ "তুমি ছুঁড়বে, না আমরা ছুঁড়বো ?"

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ○

১১৬. মূসা জবাব দিলোঃ "তোমরাই ছোঁড়ো।"

তারা যখন নিজেদের যাদুর বাণ ছুঁড়লো তখনই তা লোকদের চোখে যাদু করলো, মনে আতংক ছড়ালো এবং তারা বড়ই জবরদস্ত যাদু দেখালো।

قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ○

৩৩. মূসা আ.-এর নবুয়াতের দাবীর মধ্যে এ তাৎপর্য স্বতঃই নিহিত ছিল যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে পুরা জীবনব্যবস্থাটি সামগ্রিকভাবে পরিবর্তন করতে চাচ্ছিলেন এবং এ জীবনব্যবস্থার আওতার মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থাও অন্তরভুক্ত ছিল। কেননা বিশ্ব প্রভুর প্রতিনিধি কখনও অনুগত, বশ্য ও প্রজা বনে থাকার জন্য আসে না; বরং আনুগত্য পাবার হকদার ও শাসকের দায়িত্ব বহনের জন্য আগমন করে এবং কোনো কাফেরের শাসনাধিকার স্বীকার করা তার নবুয়াতের পদ ও মর্যাদার সম্পূর্ণ বিরোধী। এ কারণেই হযরত মূসা আ.-এর মুখে রেসালাতের দাবী শোনা মাত্রই ফেরাউন ও তাঁর রাজ দরবারের সামনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আশংকা দেখা দিয়েছিলো এবং তারা বুঝে নিয়েছিল যে, যদি এ ব্যক্তির কথা চলে, তবে আমাদের ক্ষমতাচ্যুতি অনিবার্য।

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾

১১৭. মূসাকে আমি ইংগিত করলাম, তোমার লাঠিটা ছুঁড়ে দাও। তার লাঠি ছোঁড়ার সাথে সাথেই তা এক নিমেষেই তাদের মিথ্যা যাদুকর্মগুলোকে গিলে ফেলতে লাগলো।

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾

১১৮. এভাবে যা সত্য ছিল তা সত্য প্রমাণিত হলো এবং যা কিছু তারা বানিয়ে রেখেছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো।

فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴿١١٩﴾

১১৯. ফেরাউন ও তার সাথীরা মোকাবিলার ময়দানে পরাজিত হলো এবং (বিজয়ী হবার পরিবর্তে) উল্টো তারা লাঞ্ছিত হলো।

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿١٢٠﴾

১২০. আর যাদুকরদের অবস্থা হলো এই—যেন কোনো জিনিস ভিতর থেকে তাদেরকে সিজদাবনত করে দিলো।

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾

১২১. তারা বলতে লাগলো ঃ "আমরা ঈমান আনলাম বিশ্বজাহানের রবের প্রতি,

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾

১২২. যিনি মূসা ও হারুনেরও রব।"[৩৪]

قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. ফেরাউন বললোঃ "আমার অনুমতি দেবার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে ? নিশ্চয়ই এটা কোনো গোপন চক্রান্ত ছিল। তোমরা এ রাজধানীতে বসে এ চক্রান্ত এঁটেছো, এর মালিকদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য। বেশ, এখন এর পরিণাম তোমরা জানতে পারবে।

لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. তোমাদের হাত-পা আমি কেটে ফেলবো বিপরীত দিক থেকে এবং তারপর তোমাদের সবাইকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করবো।"

قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. তারা জবাব দিলো ঃ "সে যাই হোক আমাদের রবের দিকেই তো আমাদের ফিরতে হবে।

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ۚ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. তুমি যে ব্যাপারে আমাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছো, তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আমাদের রবের নিদর্শনসমূহ যখন আমাদের সামনে এসেছে তখন আমরা তা মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব! আমাদের সবর দান করো এবং তোমার অনুগত থাকা অবস্থায় আমাদের দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নাও।"[৩৫]

৩৪. এভাবে আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের চালকে তার নিজেরই উপর প্রত্যাবৃত করেন ; অর্থাৎ ফেরাউন নিজেরই কৌশল জালে নিজে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সে সারা দেশের দক্ষ যাদুকরদের আহুত করে জনসাধারণের সামনে এ উদ্দেশ্যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল যে, জনসাধারণ দৃঢ় বিশ্বাস করে নেবে—হযরত মূসা একজন যাদুকর বা অন্ততঃপক্ষে জনগণের মনে এ সম্পর্কে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করা যাবে। কিন্তু এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হবার পর নিজেরই আহুত যাদু বিদ্যায় দক্ষ ও কীর্তিমান যাদুকরেরা সকলে একযোগে এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল যে, হযরত মূসা আ. যে জিনিস নিয়ে এসেছেন তা কিছুতেই যাদু নয়; বরং নিশ্চিতরূপে তা হচ্ছে বিশ্ব প্রভুর শক্তির বিস্ময়কর নিদর্শন, যার সামনে কোনো প্রকার যাদুর শক্তি অচল।

৩৫. পাশা উল্টে যেতে দেখে, ফেরাউন শেষ 'চাল' চাললো ঃ সমস্ত ব্যাপারটিকে সে মূসা আ. ও যাদুকরদের ষড়যন্ত্র বলে অপবাদ দিয়ে যাদুকরদেরকে দৈহিক শাস্তিদান ও হত্যার ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে তার এ অপবাদের স্বীকৃতি আদায় করতে চাইলো। কিন্তু ফেরাউনের এ চালও উল্টে গেল। যাদুকরেরা যে কোনো প্রকার শাস্তি বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে একথা প্রমাণ করে দিল যে, মূসা আলাইহিস সালামের সত্যতার প্রতি তাদের

রুকূ' ঃ ১৫

১২৭. ফেরাউনকে তার জাতির প্রধানরা বললো ঃ "তুমি কি মূসা ও তার জাতিকে এমনিই ছেড়ে দেবে যে, তারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াক এবং তোমার ও তোমার মাবুদদের বন্দেগী পরিত্যাগ করুক ?" ফেরাউন জবাব দিল ঃ "আমি তাদের পুত্রদের হত্যা করবো এবং তাদের কন্যাদের জীবিত রাখবো।[৩৬] আমরা তাদের ওপর প্রবল কর্তৃত্বের অধিকারী।

১২৮. মূসা তার জাতিকে বললো ঃ "আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং সবর করো। এ পৃথিবী তো আল্লাহরই। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তাকে এর উত্তরাধিকারী করেন।[৩৭] আর যারা তাঁকে ভয় করে কাজ করে চূড়ান্ত সাফল্য তাদের জন্য নির্ধারিত।"

১২৯. তার জাতির লোকেরা বললো ঃ "তোমার আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং এখন তোমার আসার পরেও নির্যাতিত হচ্ছি।" সে জবাব দিলঃ "শীঘ্রই তোমাদের রব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে খলীফা করবেন, তারপর তোমরা কেমন কাজ করো তা তিনি দেখবেন।"

রুকূ' ঃ ১৬

১৩০. ফেরাউনের লোকদেরকে আমি কয়েক বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ও ফসলহানিতে আক্রান্ত করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, হয়তো তাদের চেতনা ফিরে আসবে।

১৩১. কিন্তু তাদের এমনি অবস্থা ছিল যে, ভাল সময় এলে তারা বলতো, এটা তো আমাদের প্রাপ্য। আর খারাপ সময় এলে মূসা ও তার সাথীদেরকে নিজেদের জন্য কুলক্ষণে গণ্য করতো। অথচ তাদের কুলক্ষণ তো আল্লাহর কাছে ছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল অজ্ঞ।

﴿١٢٧﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ۝

﴿١٢٨﴾ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝

﴿١٢٩﴾ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝

﴿١٣٠﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝

﴿١٣١﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

বিশ্বাসস্থাপন কোনো ষড়যন্ত্রের নয় বরং অকপট সত্য স্বীকারের ফল। এখানে এ বিষয়টি লক্ষণীয় যে, মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঈমান এ যাদুকরদের চরিত্রে কত বড় বিপ্লব ঘটিয়ে দিল। মাত্র কিছু সময় পূর্বে এ যাদুকরদের মানসিকতার অবস্থা তো এই ছিল যে—তারা নিজেদের পৈতৃক ধর্মের বিজয় ও সাহায্য-সহায়তার জন্য গৃহ থেকে বহির্গত হয়ে এসেছিল এবং ফেরাউনের কাছে এ প্রশ্ন করেছিল যে যদি আমরা আমাদের ধর্মকে মূসার আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে নিতে পারি তবে সরকার থেকে আমরা পুরস্কার লাভ করবো তো ? এখন ঈমানের মহাধন লাভ করার পর সেই একই যাদুকরদের সত্যানুরাগ ও কৃত সংকল্পতা এতদূর পর্যন্ত বৃদ্ধি পেল যে, কিছু পূর্বে তারা যে বাদশাহের সামনে লালসার বশে বিক্রীত হচ্ছিল এখন সেই বাদশাহর বড়াই ও শক্তিকে তারা প্রত্যাঘাত করছে এবং সেই ভীষণতম শাস্তি যার ভয় ফিরাউন তাদেরকে দেখাচ্ছে তা ভোগ করার জন্যও তারা প্রস্তুত, কিন্তু সেই সত্যকে ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত নয় যার সত্যতা তারা সুস্পষ্ট রূপে হৃদয়ংগম করেছে।

৩৬. একথা জানা দরকার যে, এক জুলুমের যুগ চলেছিল মূসা আ.-এর জন্মের পূর্বে এবং দ্বিতীয় অত্যাচারের যুগ মূসা আ.-এর অভ্যুত্থানের পর শুরু হয়েছিল। এ উভয় যুগেই এ অত্যাচার ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঃ বনী ইসরাঈলদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করা হতো ও তাদের কন্যা সন্তানদের অব্যাহতি দেয়া হতো। এর উদ্দেশ্য ছিল যে, ক্রমে ক্রমে তাদের বংশধর যেন নিঃশেষ হয়ে যায় এবং জাতি হিসেবে তারা যেন অন্য জাতির মধ্যে নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলে।

৩৭. আধুনিককালে কতক লোক এ আয়াত থেকে—"যমীন আল্লাহ তাআলার" এ অংশটুকু গ্রহণ করে ও "তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে উত্তরাধিকারী করেন"—এ পরবর্তী অংশ ত্যাগ করে।

১৩২. তারা মূসাকে বললোঃ "আমাদের যাদু করার জন্য তুমি যে কোনো নিদর্শনই আনো না কেন, আমরা তোমার কথা মেনে নেবো না।

১৩৩. অবশেষে আমি তাদের ওপর দুর্যোগ পাঠালাম, পংগপাল ছেড়ে দিলাম, উকুন ছড়িয়ে দিলাম, ব্যাঙের উপদ্রব সৃষ্টি করলাম এবং রক্ত বর্ষণ করলাম। এসব নিদর্শন আলাদা আলাদা করে দেখালাম। কিন্তু তারা অহংকারে মেতে রইলো এবং তারা ছিল বড়ই অপরাধ-প্রবণ সম্প্রদায়।

১৩৪. যখনই তাদের ওপর বিপদ আসতো তারা বলতোঃ "হে মূসা ! তোমার রবের কাছে তুমি যে মর্যাদার অধিকারী তার ভিত্তিতে তুমি আমাদের জন্য দোয়া করো। যদি এবার তুমি আমাদের ওপর থেকে এ দুর্যোগ হটিয়ে দাও, তাহলে আমরা তোমার কথা মেনে নেবো এবং বনী ইসরাঈলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দেবো।"

১৩৫. কিন্তু যখনই তাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে নিতাম একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, অমনি তারা সেই অংগীকার ভংগ করতো।

১৩৬. তাই আমি তাদের থেকে বদলা নিয়েছি এবং তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছি। কারণ তারা আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা বলেছিল এবং সেগুলোর ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল।

১৩৭. আর তাদের জায়গায় আমি প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম দুর্বল ও অধপতিত করে রাখা মানব গোষ্ঠীকে। অতপর যে ভূখণ্ডকে আমি প্রাচুর্যে ভরে দিয়েছিলাম,[৩৮] তার পূর্ব ও পশ্চিম অংশকে তাদের করতলগত করে দিয়েছিলাম। এভাবে বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে তোমার রবের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। কারণ তারা সবর করেছিল। আর ফেরাউন ও তার জাতি যা কিছু তৈরী করছিল ও উঁচু করছিল তা সব ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

১৩৮. বনী ইসরাঈলকে আমি সাগর পার করে দিয়েছি। তারপর তারা চলতে চলতে এমন একটি জাতির কাছে উপস্থিত হলো যারা নিজেদের কতিপয় মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। বনী ইসরাঈল বলতে লাগলো ঃ "হে মূসা! এদের মাবুদদের মত আমাদের জন্যও একটা মাবুদ বানিয়ে দাও।"[৩৯] মূসা বললো,ঃ "তোমরা বড়ই অজ্ঞের মত কথা বলছো।

١٣٢ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ○

١٣٣ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ○

١٣٤ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۖ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ○

١٣٥ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ○

١٣٦ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ○

١٣٧ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ○

١٣٨ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ ۚ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ○

৩৮. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে প্যালেষ্টাইন ভূখণ্ডের উত্তরাধিকারী করা হলো। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ার ভূভাগের জন্যই এ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে যে, আমি এ ভূভাগের মধ্যে বরকত দান করেছি।

إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. এরা যে পদ্ধতির অনুসরণ করছে তাতো ধ্বংস হবে এবং যে কাজ এরা করছে তা সম্পূর্ণ বাতিল।"

قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٤٠﴾

১৪০. মূসা আরো বললো ঃ "আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ খুঁজবো ? অথচ আল্লাহই সারা দুনিয়ার সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর ওপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

وَإِذْ أَنجَيْنَٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۖ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

১৪১. আর (আল্লাহ বলেন) ঃ সেই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন আমি ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতো, তোমাদের ছেলেদের হত্যা করতো এবং মেয়েদের জীবিত রাখতো। আর এর মধ্যে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য ছিল মহা পরীক্ষা।"

রুকূ' ঃ ১৭

وَوَٰعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِۦٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَٰرُونَ ٱخْلُفْنِى فِى قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾

১৪২. মূসাকে আমি তিরিশ রাত-দিনের জন্য (সিনাই পর্বতের ওপর) ডাকলাম এবং পরে দশ দিন আরো বাড়িয়ে দিলাম। এভাবে তার রবের নির্ধারিত সময় পূর্ণ চল্লিশ দিন হয়ে গেলো। যাওয়ার সময় মূসা তার ভাই হারুনকে বললো ঃ "আমার অনুপস্থিতিতে তুমি আমার জাতির মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সঠিক কাজ করতে থাকবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথে চলবে না।

وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَىٰنِى وَلَٰكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَىٰنِى ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾

১৪৩. অতপর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন তখন সে আকুল আবেদন জানালো, "হে রব! আমাকে দর্শনের শক্তি দাও, আমি তোমাকে দেখবো।" তিনি বললেন ঃ "তুমি আমাকে দেখতে পারো না। হ্যাঁ, সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাও। সেটি যদি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখতে পাবে।" কাজেই তার রব যখন পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলো। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে মূসা বললো ঃ "পাক-পবিত্র তোমার সত্তা। আমি তোমার কাছে তাওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম মুমিন।"

قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّى ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَٰلَٰتِى وَبِكَلَٰمِى فَخُذْ مَآ ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. বললেন ঃ "হে মূসা! আমি সমস্ত লোকদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে তোমাকে নির্বাচিত করছি যেন আমার নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে পারো এবং আমার সাথে কথা বলতে পারো, কাজেই আমি তোমাকে যা কিছু দেই তা নিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"

৩৯. এ জাতি যদিও মুসলিম ছিল, কিন্তু মিশরে কয়েক শতাব্দী যাবত এক পৌত্তলিক জাতির মধ্যে বাস করার প্রভাব ছিল এটা।

١٤٥ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ○

১৪৫. এরপর আমি মূসাকে কতকগুলো ফলকে জীবনের সকল বিভাগ সম্পর্কে উপদেশ এবং প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ লিখে দিলাম এবং তাকে বললামঃ "এগুলো শক্ত হাতে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তোমার জাতিকে এর উত্তম তাৎপর্যের অনুসরণ করার হুকুম দাও। শীঘ্রই আমি তোমাদের দেখাবো ফাসেকদের গৃহ।

١٤٦ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ○

১৪৬. কোনো প্রকার অধিকার ছাড়াই যারা পৃথিবীতে বড়াই করে বেড়ায়, শীঘ্রই আমার নিদর্শনসমূহ থেকে আমি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবো। তারা আমার যে কোনো নিদর্শন দেখলেও তার প্রতি ঈমান আনবে না। তাদের সামনে যদি সোজা পথ এসে যায় তাহলে তারা তা গ্রহণ করবে না। আর যদি তারা বাঁকা পথ দেখতে পায় তাহলে তার ওপর চলতে আরম্ভ করবে। কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং সেগুলোর ব্যাপারে বেপরোয়া থেকেছে।

١٤٧ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

১৪৭. আমার নিদর্শনসমূহকে যারাই মিথ্যা বলেছে এবং আখেরাতের সাক্ষাতের কথা অস্বীকার করেছে তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হয়ে গেছে। যেমন কর্ম তেমন ফল— এছাড়া লোকেরা কি আর কোনো প্রতিদান পেতে পারে ?

রুকূ' ঃ ১৮

١٤٨ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ○

১৪৮. মূসার অনুপস্থিতিতে তার জাতির লোকেরা নিজেদের অলংকার দিয়ে একটি বাছুরের মূর্তি তৈরী করলো। তার মুখ দিয়ে গরুর মত 'হাম্বা'; রব বের হতো। তারা কি দেখতে পেতো না যে, ঐ বাছুর তাদের সাথে কথাও বলে না আর কোনো ব্যাপারে তাদেরকে পথনির্দেশনাও দেয় না ? কিন্তু এরপরও তাকে মাবুদে পরিণত করলো। বস্তুত তারা ছিল বড়ই যালেম।[৪০]

١٤٩ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

১৪৯. তারপর যখন তাদের প্রতারণার জাল ছিন্ন হয়ে গেলো এবং তারা দেখতে পেল যে, আসলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন বলতে লাগলো ঃ "যদি আমাদের রব আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন এবং আমাদের ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।"

৪০. মিশরীয় প্রভাবের এটা ছিল দ্বিতীয় নিদর্শন, যা সাথে নিয়ে বনী ইসরাঈল মিশর থেকে বহির্গত হয়েছিল। মিশরের গো-পূজা করা ও গোজাতির পবিত্রতা ও মাহাত্মের যে রেওয়াজ বর্তমান ছিল তার দ্বারা বনী ইসরাঈল এতো গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল যে, নবী পিছন ফিরতেই তারা উপাসনার জন্য একটি কৃত্রিম গো-বৎস বানিয়ে ফেললো।

﴿١٥٠﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِى مِنۢ بَعْدِىٓ ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥٓ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِى وَكَادُوا۟ يَقْتُلُونَنِى فَلَا تُشْمِتْ بِىَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ○

১৫০. ও দিকে মূসা ফিরে এলেন তার জাতির কাছে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায়। এসেই বললেনঃ "আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার বড়ই নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছো! তোমরা কি নিজেদের রবের হুকুমের অপেক্ষা করার মত এতটুকু সবরও করতে পারলে না ?" সে ফলকগুলো ছুঁড়ে দিল এবং নিজের ভাইয়ের (হারুন) মাথার চুল ধরে টেনে আনলো। হারুন বললোঃ "হে আমার সহোদর! এ লোকগুলো আমাকে দুর্বল করে ফেলেছিল এবং আমাকে হত্যা করার উপক্রম করেছিল। কাজেই তুমি শত্রুর কাছে আমাকে হাস্যাস্পদ করো না এবং আমাকে এ যালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না।"

﴿١٥١﴾ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِى رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ○

১৫১. তখন মূসা বললো ঃ "হে আমার রব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো এবং তোমার অনুগ্রহের মধ্যে আমাদের দাখিল করে নাও, তুমি সবচাইতে বেশী অনুগ্রহকারী।"

রুকূ' ঃ ১৯

﴿١٥٢﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ○

১৫২. (জওয়াবে বলা হলো) "যারা বাছুরকে মাবুদ বানিয়েছে তারা নিশ্চয়ই নিজেদের রবের ক্রোধের শিকার হবেই এবং দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত হবে। মিথ্যা রচনাকারীদেরকে আমি এমন ধরনের শাস্তিই দিয়ে থাকি।

﴿١٥٣﴾ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ثُمَّ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا۟ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১৫৩. আর যারা খারাপ কাজ করে তারপর তাওবা করে নেয় এবং ঈমান আনে, এ ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে এ তাওবা ও ঈমানের পর তোমার রব ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

﴿١٥٤﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ ۖ وَفِى نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ○

১৫৪. তারপর মূসার ক্রোধ প্রশমিত হলে সে ফলকগুলো উঠিয়ে নিল। যারা নিজেদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য ঐ সব ফলকে ছিল পথনির্দেশ ও রহমত।

﴿١٥٥﴾ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُۥ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَٰتِنَا ۖ فَلَمَّآ أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّٰىَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ ۖ إِنْ هِىَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِى مَن تَشَآءُ ۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَٰفِرِينَ ○

১৫৫. আর মূসা (তার সাথে) আমার নির্ধারিত সময়ে হাযির হবার[৪১] জন্য নিজের জাতির সত্তর জন লোককে নির্বাচিত করলো। যখন তারা একটি ভয়াবহ ভূমিকম্পে আক্রান্ত হলো তখন মূসা বললোঃ "হে রব! তুমি চাইলে আগেই এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করে দিতে পারতে। আমাদের মধ্য থেকে কিছু নির্বোধ লোক যে অপরাধ করেছিল সেজন্য কি তুমি আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবে ? এটি তো ছিল তোমার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা, এর মাধ্যমে তুমি যাকে চাও পথভ্রষ্ট করো আবার যাকে চাও হেদায়াত দান করো। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। কাজেই আমাদের মাফ করে দাও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ।

৪১. এ ডাক এজন্য ছিল যে, জাতির প্রতিনিধিবৃন্দ সিনাই পর্বতে হাজির হয়ে আল্লাহ তাআলার হুযুরে জাতির পক্ষ থেকে গো-বৎস পূজার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে পুনরায় নতুনভাবে আল্লাহ তাআলার পূর্ণ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবে।

১৫৬. আর আমাদের জন্য এ দুনিয়ার কল্যাণ লিখে দাও এবং আখেরাতেরও, আমরা তোমার দিকে ফিরেছি।" জওয়াবে বলা হলো ঃ "শাস্তি তো আমি যাকে চাই তাকে দিয়ে থাকি কিন্তু আমার অনুগ্রহ সব জিনিসের ওপর পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। কাজেই তা আমি এমন লোকদের নামে লিখবো যারা নাফরমানী থেকে দূরে থাকবে, যাকাত দেবে এবং আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনবে।"

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ○

১৫৭. (আজ তারাই এ রহমতের অংশীদার) যারা এ প্রেরিত উম্মী নবীর আনুগত্য করে,[৪২] যার উল্লেখ তাদের নিকট তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত অবস্থায় পাওয়া যায়। সে তাদের সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে, তাদের জন্য পাক-পবিত্র জিনিসগুলো হালাল ও নাপাক জিনিসগুলো হারাম করে এবং তাদের ওপর থেকে এমন সব বোঝা নামিয়ে দেয়, যা তাদের ওপর চাপনো ছিল আর এমন সব বাঁধন থেকে তাদেরকে মুক্ত করে যাতে তারা আবদ্ধ ছিল।[৪৩] কাজেই যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সাহায্য সহায়তা দান করে এবং তার সাথে অবতীর্ণ আলোক রশ্মির অনুসরণ করে, তারাই সফলতা লাভের অধিকারী।

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

রুকূ' ঃ ২০

১৫৮. হে মুহাম্মাদ! বলে দাও, "হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের জন্য সেই আল্লাহর রসূল হিসেবে এসেছি, যিনি পৃথিবী ও আকাশজগতের সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। কাজেই ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তার প্রেরিত সেই নিরক্ষর নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীর প্রতি ঈমান আনে এবং তার আনুগত্য করে। আশা করা যায়, এভাবে তোমরা সঠিক পথ পেয়ে যাবে।"

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

১৫৯. মূসার জাতির মধ্যে এমন একটি দলও ছিল যারা সত্য অনুযায়ী পথনির্দেশ দিতো এবং সত্য অনুযায়ী ইনসাফ করতো।

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ○

৪২. এখানে ইহুদী পরিভাষা অনুযায়ী 'উম্মী' শব্দ নবী করীম স.-এর প্রতি ব্যবহার হয়েছে। বনী ইসরাঈল নিজেদের ছাড়া অন্য সব জাতিকে 'উম্মী' (গোয়েম বা জেন্টাইল) বলে অভিহিত করতো এবং তাদের জাতীয় গর্ব ও অহংকার এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, কোনো উম্মীর নেতৃত্ব মেনে নেয়া তো দূরের কথা, কোনো উম্মীর জন্য তারা নিজেদের সমান মানবিক অধিকারও স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। কুরআন মজীদে তাদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে—"উম্মীদের ধন-সম্পদ আত্মসাত ও অপহরণ করলে তার জন্য আমাদের কোনো পাকড়াও হবে না।"–(আলে ইমরান আয়াত ঃ ৭৫) এখন আল্লাহ তাআলা তাদেরই পরিভাষা ব্যবহার করে এরশাদ করছেন—এখন এ উম্মীর সাথেই তোমাদের ভাগ্য গ্রোথিত হয়ে গেছে। এরই আনুগত্য অনুসরণ করো তো তোমাদের ভাগ্যে আমার রহমত প্রাপ্তি ঘটবে, নচেত সেই গযবই তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে যার ঘোষণাতে তোমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী আবদ্ধ হয়ে রয়েছো।

৪৩. অর্থাৎ তাদের ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ আইনগত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিতর্ক দ্বারা, তাদের সন্ন্যাসীগণ নিজেদের বৈরাগ্যের আতিশয্য দ্বারা এবং তাদের অজ্ঞ জনসাধারণ নিজেদের কুসংস্কার ও মনগড়া সীমা ও নিয়ম-নীতি দ্বারা তাদের জীবনকে যেসব বোঝার তলায় ভারাক্রান্ত ও যেসব জটিল বন্ধন দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ করে রেখেছে, এ নবী সে সমস্ত গুরুভার নামিয়ে দেয় ও সে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে জীবনধারাকে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ করে দেয়।

(١٦٠) وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

১৬০. আর তার জাতিকে আমি বারোটি পরিবারে বিভক্ত করে তাদেরকে স্বতন্ত্র গোত্রের রূপ দিয়েছিলাম। আর যখন মূসার কাছে তার জাতি পানি চাইলো তখন আমি তাকে ইঙ্গিত করলাম, অমুক পাথরে তোমার লাঠি দিয়ে আঘাত করো। ফলে সেই পাথরটি থেকে অকস্মাত বারোটি ঝরনাধারা প্রবাহিত হলো এবং প্রত্যেকটি দল তাদের পানি গ্রহণ করার জায়গা নির্দিষ্ট করে নিল। আমি তাদের ওপর মেঘমালার ছায়া দান করলাম এবং তাদের ওপর অবতীর্ণ করলাম মান্না ও সালওয়া— যেসব ভাল ও পাক জিনিস তোমাদের দিয়েছি সেগুলো খাও। কিন্তু এরপর তারা যা কিছু করেছে তাতে আমার ওপর যুলুম করেনি বরং নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

(١٦١) وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ○

১৬১. স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, এ জনপদে গিয়ে বসবাস করো, সেখানে উৎপাদিত ফসল থেকে নিজেদের ইচ্ছামত আহার্য সংগ্রহ করো, 'হিত্তাতুন' 'হিত্তাতুন' বলতে বলতে যাও এবং শহরের দরজা দিয়ে সিজদানত হয়ে প্রবেশ করতে থাকো। তাহলে আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবো এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে অতিরিক্ত অনুগ্রহ দান করবো।"

(١٦٢) فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ○

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা যালেম ছিল তারা তাদেরকে যে কথা বলতে বলা হয়েছিল তা পরিবর্তিত করে ফেললো। এর ফলে তাদের যুলুমের বদলায় আমি আকাশ থেকে তাদের প্রতি আযাব পাঠিয়ে দিলাম।

রুকূ' ঃ ২১

(١٦٣) وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

১৬৩. আর সমুদ্রের তীরে যে জনপদটি অবস্থিত ছিল[১৪৪] তার অবস্থা সম্পর্কেও তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করো। তাদের সেই ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দাও যে, সেখানকার লোকেরা শনিবারে আল্লাহর হুকুম অমান্য করতো এবং শনিবারেই মাছেরা পানিতে ভেসে ভেসে তাদের সামনে আসতো অথচ শনিবার ছাড়া অন্য দিন আসতো না। তাদের নাফরমানীর কারণে তাদেরকে আমি ক্রমাগত পরীক্ষার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিলাম বলেই এমনটি হতো।

(١٦٤) وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

১৬৪. আর তাদের একথাও স্মরণ করিয়ে দাও, যখন তাদের একটি দল অন্য দলকে বলেছিল ঃ "তোমরা এমন লোকদের উপদেশ দিচ্ছো কেন যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন বা কঠোর শাস্তি দেবেন ?" জবাবে তারা বলেছিল, "এসব কিছু এজন্যই করছি যেন আমরা তোমাদের রবের সামনে নিজের ওযর পেশ করতে পারি এবং এ আশায় করছি যে, হয়তো এ লোকেরা তাঁর নাফরমানী করা ছেড়ে দেবে।"

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَیْنَا الَّذِیْنَ یَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَـِٕیْسٍۭ بِمَا كَانُوْا یَفْسُقُوْنَ ○

১৬৫. শেষ পর্যন্ত তাদেরকে যে সমস্ত হেদায়াত স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল তারা যখন সেগুলো সম্পূর্ণ ভুলে গেলো তখন যারা খারাপ কাজে বাধা দিতো তাদেরকে আমি বাঁচিয়ে নিলাম এবং বাকি সমস্ত লোক যারা দোষী ছিল তাদের নাফরমানীর জন্য তাদের কঠিন শাস্তি দিলাম।

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕیْنَ ○

১৬৬. তারপর যে কাজ থেকে তাদেরকে বাধা দেয়া হয়েছিল তাই যখন তারা পূর্ণ ঔদ্ধত্যসহকারে করে যেতে লাগলো তখন আমি বললাম, তোমরা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত বানর হয়ে যাও।[৪৫]

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَیَبْعَثَنَّ عَلَیْهِمْ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَةِ مَنْ یَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِیْعُ الْعِقَابِ ۚ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ○

১৬৭. আর স্মরণ করো, যখন তোমাদের রব ঘোষণা করেন "কিয়ামত পর্যন্ত তিনি সবসময় বনী ইসরাঈলীদের ওপর এমন সব লোককে চাপিয়ে দিয়ে যেতে থাকবেন যারা তাদেরকে দেবে কঠিনতম শাস্তি।" নিসন্দেহে তোমাদের রব দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চিতভাবেই তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়ও।

وَقَطَّعْنٰهُمْ فِی الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّیِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ○

১৬৮. আমি তাদেরকে পৃথিবীতে খণ্ডবিখণ্ড করে বহু সংখ্যক জাতিতে বিভক্ত করে দিয়েছি। তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল সৎ এবং কিছু লোক অন্য রকম। আর আমি ভাল ও খারাপ অবস্থায় নিক্ষেপ করার মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করতে থাকি, হয়তো তারা ফিরে আসবে।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ یَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰی وَیَقُوْلُوْنَ سَیُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ یَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ یَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ یُؤْخَذْ عَلَیْهِمْ مِّیْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا یَقُوْلُوْا عَلَی اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِیْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَیْرٌ لِّلَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

১৬৯. তারপর পরবর্তী বংশধরদের পর এমন কিছু অযোগ্য লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় যারা আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়ে এ তুচ্ছ দুনিয়ার স্বার্থ আহরণে লিপ্ত হয় এবং বলতে থাকে আশা করা যায়, আমাদের ক্ষমা করা হবে। পরক্ষণে সেই ধরনের পার্থিব সামগ্রী যদি আবার তাদের সামনে এসে যায় তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে তা লুফে নেয়। তাদের কাছ থেকে কি কিতাবের অংগীকার নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর নামে কেবল মাত্র সত্য ছাড়া আর কিছুই বলবে না ? আর কিতাবে যা লেখা আছে তাতো তারা নিজেরাই পড়ে নিয়েছে। আখেরাতের আবাস তো আল্লাহর ভয়ে ভীত লোকদেরই জন্য ভাল[৪৬]—এতটুকু কথাও কি তোমরা বুঝো না ?

---

৪৪. গবেষকদের প্রবল আনুকূল্য এ অভিমতের প্রতি যে—এ জায়গা হচ্ছেঃ ইলা, ইলাত বা ইলওয়াত যেখানে বর্তমান ইজরাইলের ইহুদী রাষ্ট্র ঐ নামেই একটি বন্দর নির্মাণ করেছে এবং জর্দনের বিখ্যাত বন্দর 'আকাবা' যার নিকটে অবস্থিত।

৪৫. এ বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ জনপদে তিন প্রকার লোক বর্তমান ছিল। প্রথম, যারা বে-ধড়ক আল্লাহর হুকুম অমান্য করছিলো। দ্বিতীয়, যারা নিজেরা আল্লাহর হুকুম অমান্য করছিল না কিন্তু এ অমান্য করাকে তারা নীরবে দেখছিলো ও যারা উপদেশ দিতো তাদের বলতো, এ হতভাগ্যদের নসিহত করে লাভ কি ? তৃতীয়, সেসব লোক যাদের ঈমানী মর্যাদাবোধ আল্লাহর সীমাসমূহেরএ প্রকাশ্য অমর্যাদাকে সহ্য করতে পারছিলো না এবং তারা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধে তৎপর ছিল যে, সম্ভবত অপরাধী লোক তাদের উপদেশের ফলে সঠিক পথে আসতে পারে বা যদি তারা সঠিক পথ অবলম্বন নাঁও করে, তবুও আমরা তো আমাদের সাধ্যমত নিজেদের দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর

১৭০. যারা কিতাবের বিধান যথাযথভাবে মেনে চলে এবং নামায কায়েম করে, নিসন্দেহে এহেন সৎকর্মশীল লোকদের কর্মফল আমি নষ্ট করবো না।

(١٧٠) وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَٰبِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ۝

১৭১. তাদের কি সেই সময়টার কথা কিছু মনে আছে যখন আমি পাহাড়কে হেলিয়ে তাদের ওপর ছাতার মত এমনভাবে বিস্তৃত করে দিয়েছিলাম যে, তারা ধারণা করছিল, তা বুঝি তাদের ওপর পতিত হবে ? সে সময় আমি তাদেরকে বলেছিলাম, তোমাদেরকে আমি যে কিতাব দিচ্ছি তাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তাতে যা কিছু লেখা আছে তা স্বরণ রাখো, আশা করা যায়, তোমরা ভুল পথ অবলম্বন করা থেকে বাঁচতে পারবে।

(١٧١) وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ۚ خُذُوا مَا آتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

রুকূ' ঃ ২২

১৭২. আর হে নবী ! লোকদের স্বরণ করিয়ে দাও সেই সময়ের কথা যখন তোমাদের রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করেছিলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ "আমি কি তোমাদের রব নই ?" তারা বলেছিল ঃ "নিশ্চয়ই তুমি আমাদের রব, আমরা এর সাক্ষ দিচ্ছি।"[৪৭] এটা আমি এজন্য করেছিলাম যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা না বলে বসো, "আমরা তো একথা জানতাম না।"

(١٧٢) وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۚ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ۝

১৭৩. অথবা না বলে ওঠো, "শিরকের সূচনা তো আমাদের বাপ-দাদারা আমাদের পূর্বেই করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশে আমাদের জন্ম হয়েছে। তবে কি ভ্রষ্টচারী লোকেরা যে অপরাধ করেছিল সেজন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করছো ?"

(١٧٣) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۝

১৭৪. দেখো, এভাবে আমি নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে পেশ করে থাকি।[৪৮] আর এজন্য করে থাকি যাতে তারা ফিরে আসে।

(١٧٤) وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

সামনে নিজেদের দায়িত্ব মুক্তির প্রমাণ পেশ করতে পারবো! এ অবস্থায় যখন ঐ জনপদের উপর আল্লাহর আযাব এলো—কুরআনের ঘোষণা অনুসারে ঐ তিন দলের মধ্যে মাত্র তৃতীয় দলকেই এ আযাব থেকে বাঁচানো হয়েছিল ; কেননা এরাই আল্লাহর সামনে নিজেদের "কৈফিয়ত পেশ' করার চিন্তা করেছিল এবং এরাই নিজেদের দায়িত্ব মুক্তির প্রমাণ সংগ্রহ করে রেখেছিল। অবশিষ্ট দুই দল অত্যাচারী হিসাবে গণ্য হয়েছিল এবং তারা তাদের অপরাধ অনুসারে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল। অবশ্য মাত্র সেসব লোককে 'বানরে' পরিণত করা হয়েছিল যারা পূর্ণহঠকারিতা ও বিদ্রোহের সাথে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে যাচ্ছিল।

৪৬. এ আয়াতের দুই প্রকার অনুবাদ হতে পারে। প্রথম, এখানে 'মতনে' যে অনুবাদ করা হয়েছে। দ্বিতীয়, আল্লাহভীরু লোকদের জন্য তো পরকালের বাসস্থানই উৎকৃষ্টতর।

৪৭. কতিপয় হাদীস দ্বারা জানা যায়—আদম আ.-এর সৃষ্টির সময় ব্যাপারটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সে সময়ে যেরূপে ফেরেশতাদের একত্রিত করে প্রথম মানুষের প্রতি সেজদা করানো হয়েছিল এবং পৃথিবীর ওপর মানবজাতির খেলাফতের ঘোষণা করা হয়েছিল, সেইরূপে সমগ্র আদম বংশকেও যারা কিয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভ করবে আল্লাহ তাআলা একই সময়ে অস্তিত্ব ও চেতনা দান করে নিজের সামনে হাজির করেছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে স্বীয় প্রভুত্বের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন।

৪৮. অর্থাৎ 'মারেফাতে হক'-এর ('সত্য পরিচিতি'র) সেই নিদর্শনাবলী যা মানুষের নিজের সত্তার মধ্যে বিদ্যমান ও সত্যের দিকে মানুষকে পথ প্রদর্শন করে।

(١٧٥) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْۤ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ○

১৭৫. আর হে মুহাম্মাদ! এদের সামনে সেই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করো যাকে আমি দান করেছিলাম আমার আয়াতের জ্ঞান। কিন্তু সে তা যথাযথভাবে মেনে চলা থেকে দূরে সরে যায়। অবশেষে শয়তান তার পিছনে লাগে। শেষ পর্যন্ত সে বিপথগামীদের অন্তরভুক্ত হয়েই যায়।

(١٧٦) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗۤ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

১৭৬. আমি চাইলে ঐ আয়াতগুলোর সাহায্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম কিন্তু সে তো দুনিয়ার প্রতিই ঝুঁকে রইল এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। কাজেই তার অবস্থা হয়ে গেল কুকুরের মত, তার ওপর আক্রমণ করলেও সে জিভ্ ঝুলিয়ে রাখে আর আক্রমণ না করলেও জিভ ঝুলিয়ে রাখে।[৪৯] যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা· সাব্যস্ত করে তাদের দৃষ্টান্ত এটাই।

তুমি এ কাহিনী তাদেরকে শুনাতে থাকো, হয়তো তারা কিছু চিন্তা-ভাবনা করবে।

(١٧٧) سَآءَ مَثَلَا ِۨالْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ○

১৭৭. যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলেছে তাদের দৃষ্টান্ত বড়ই খারাপ এবং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম চালিয়ে গেছে।

(١٧٨) مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

১৭৮. আল্লাহ যাকে সুপথ দেখান সে-ই সঠিক পথ পেয়ে যায় এবং যাকে আল্লাহ নিজের পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত করেন সে-ই ব্যর্থ ক্ষতিগ্রস্ত থাকে।

(١٧٩) وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ○

১৭৯. আর এটি একটি অকাট্য সত্য যে, বহু জিন ও মানুষ এমন আছে যাদেরকে আমি জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা পশুর মত বরং তাদের চাইতেও অধম। তারা চরম গাফলতির মধ্যে হারিয়ে গেছে।[৫০]

(١٨٠) وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْۤ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৮০. ভাল নামগুলো আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। সুতরাং ভাল নামেই তাঁকে ডাকো এবং তাঁর নাম রাখার ব্যাপারে যারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তাদেরকে বর্জন কর। তারা যা কিছু করে এসেছে, তার ফল অবশ্যই পাবে।[৫১]

৪৯. তাফসীরকারগণ রসূলের যুগেরও পূর্বেকার বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি এ দৃষ্টান্ত আরোপ করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য কথা হচ্ছে—যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এ দৃষ্টান্ত সে বিশেষ ব্যক্তিটির পরিচয় তো গুপ্তই আছে। অবশ্য এ দৃষ্টান্ত সেরূপ প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি আরোপিত হতে পারে যাদের মধ্যে এ বিশেষত্ব পাওয়া যায়। আল্লাহ তার অবস্থাকে কুকুরের সাথে উপমা দেন যার সদা ঝুলে থাকা জিহবা ও টপকাতে থাকে লালা তার সদা প্রজ্জ্বলমান লালসার আগুন ও চির অতৃপ্ত বাসনার পরিচয় দান করে। এর দৃষ্টান্ত ঃ যেমন আমরা নিজেদের ভাষায় দুনিয়ার প্রতি লোভান্ধ ব্যক্তিকে দুনিয়ার কুত্তা বলে থাকি।

৫০. অর্থাৎ আমি তো তাদের হৃদয়, মস্তিষ্ক, চক্ষু ও কর্ণ দান করে সৃষ্টি করেছিলাম কিন্তু যালেমরা এগুলোর সঠিক ব্যবহার করলো না এবং নিজেদের অপকর্মের জন্য শেষ পর্যন্ত জাহান্নামের যোগ্য বলে গণ্য হলো।
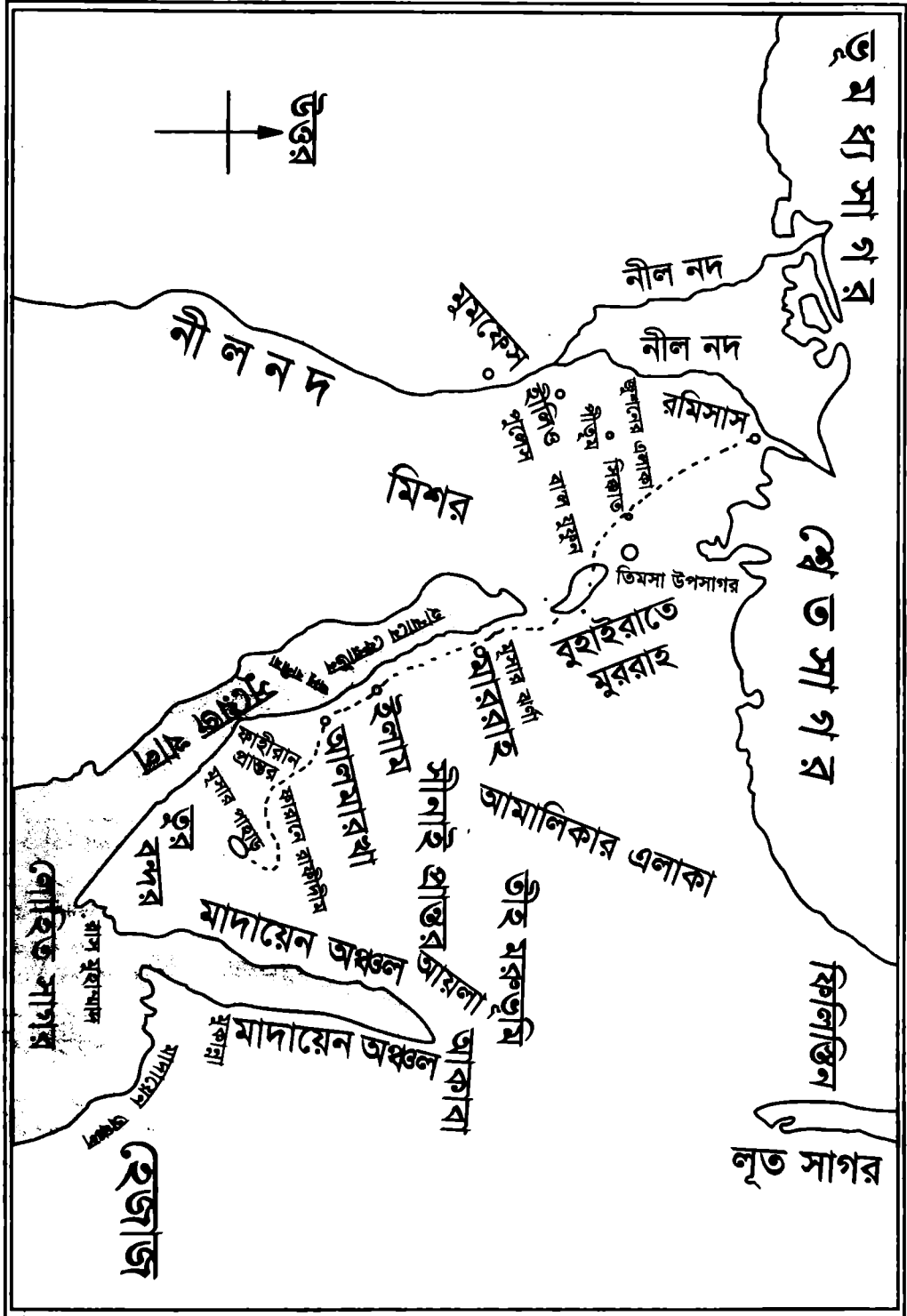
বনী ইসরাঈলের নির্গমন পথ

১৮১. আমার সৃষ্টির মধ্যে একটি দল এমনও আছে যে, যথার্থ সত্য অনুযায়ী পথনির্দেশ দেয় এবং সত্য অনুযায়ী বিচার করে।

١٨١ ومن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون

রুকূ' ঃ ২৩

১৮২. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে তাদেরকে আমি এমন পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবো যে, তারা জানতেও পারবে না।

١٨٢ والذين كذبوا بايتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون

১৮৩. আমি তাদেরকে ঢিল দিচ্ছি। আমার কৌশল অব্যর্থ।

١٨٣ واملي لهم ان كيدي متين

১৮৪. তারা কি কখনো চিন্তা করে না, তাদের সাথীর ওপর উন্মাদনার কোনো প্রভাব নেই ?[৫২] সে তো একজন সতর্ককারী মাত্র, (অশুভ পরিণতির উদ্ভব হবার আগেই) সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিচ্ছে।

١٨٤ اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ان هو الا نذير مبين

১৮৫. তারা কি কখনো আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা করেনি এবং আল্লাহর সৃষ্ট কোনো জিনিসের দিকে চোখ মেলে তাকায়নি ? আর তারা কি এটাও ভেবে দেখেনি যে, সম্ভবত তাদের জীবনের অবকাশকাল পূর্ণ হবার সময় ঘনিয়ে এসেছে ? তাহলে নবীর এ সতর্কীকরণের পর আর এমন কি কথা থাকতে পারে যার প্রতি তারা ঈমান আনবে ?

١٨٥ اولم ينظروا في ملكوت السموت والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون

১৮৬. আল্লাহ যাকে পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত করেন তার জন্য আর কোনো পথ নির্দেশক নেই। আর আল্লাহ তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দেন।

١٨٦ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون

১৮৭. তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিয়ামত কবে ও কখন হবে ? বলে দাও, "একমাত্র আমার রবই এর জ্ঞান রাখেন। সঠিক সময়ে তিনিই তা প্রকাশ করবেন। আকাশ ও পৃথিবীতে তা হবে ভয়ংকর কঠিন সময়। সহসাই তা তোমাদের ওপর এসে পড়বে।" তারা তোমার কাছে এ ব্যাপারে এমনভাবে জিজ্ঞেস করছে যেন তুমি তার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছ ? বলে দাও, "একমাত্র আল্লাহই এর জ্ঞান রাখেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্যটি জানে না।"

١٨٧ يسئلونك عن الساعة ايان مرسها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السموت والارض لا تاتيكم الا بغتة يسئلونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون

৫১. 'উত্তম নামসমূহ' অর্থ ঃ সেইসব নাম যার দ্বারা আল্লাহর মহানত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য এবং তাঁর পূর্ণতাসূচক গুণাবলী প্রকাশ পায়। আল্লাহর নাম দেয়ার ব্যাপারে সত্যচ্যুতি হচ্ছে—আল্লাহর প্রতি এরূপ নামসমূহ আরোপ করা বা তাঁর মর্যাদা হানিকর, তাঁর শ্রদ্ধা-সম্মানের পরিপন্থী, যার দ্বারা তাঁর প্রতি দোষ-ত্রুটি আরোপিত হয় কিংবা যার দ্বারা তাঁর শ্রেষ্ঠ ও মহান পবিত্র সত্তা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা-বিশ্বাস প্রকাশ পায়।

৫২. 'সহচর' অর্থ–মুহাম্মাদ স.। তাঁকে মক্কাবাসীদের সহচর এ কারণে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁদের অপরিচিত ছিলেন না ; তাদেরই মধ্যে তিনি জন্মলাভ করেছিলেন ; তাদেরই মধ্যে তিনি থেকেছেন, বাস করেছেন, তাদের মধ্যেই তিনি শিশু থেকে যুবক হয়ে বেড়ে উঠেছেন ও যুবক থেকে বৃদ্ধ হয়েছেন। নবুয়াতের পূর্বে সমগ্র জাতি তাঁকে একজন নিতান্ত সৎ স্বভাব ও স্বচ্ছ-সঠিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরূপে জানতো। নবুয়াতের পর যখন তিনি আল্লাহর বাণী প্রচার শুরু করলেন তখন অকস্মাৎ তাঁকে তারা পাগল বলতে শুরু করলো। স্পষ্টত তিনি নবী হবার পূর্বে যা কিছু বলতেন সে কথার জন্য তাঁকে পাগল বলা হচ্ছিল না বরং তিনি নবী হওয়ার পর যেসব কথার তাবলীগ শুরু করেছিলেন সেইসব কথার কারণেই তাঁকে পাগল বলা হচ্ছিল। এজন্যই বলা হয়েছে ঃ একথা কি কখনও চিন্তা করে দেখেছে—ঐসব কথার মধ্যে কোন্ কথাটি পাগলামীর ?

১৮৮. হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো, "নিজের জন্য লাভ-ক্ষতির কোনো ইখতিয়ার আমার নেই। একমাত্র আল্লাহই যা কিছু চান তাই হয়। আর যদি আমি গায়েবের খবর জানতাম, তাহলে নিজের জন্য অনেক ফায়দা হাসিল করতে পারতাম এবং কখনো আমার কোনো ক্ষতি হতো না। আমি তো যারা আমার কথা মেনে নেয় তাদের জন্য নিছক একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা মাত্র।"

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاۤءَ اللّٰهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚۛ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْۤءُ ۚۛ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۟

রুকূ' ঃ ২৪

১৮৯. আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র প্রাণ থেকে এবং তারই প্রজাতি থেকে তার জুড়ি বানিয়েছেন, যাতে তার কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। তারপর যখন পুরুষ নারীকে ঢেকে ফেলে তখন সে হালকা গর্ভধারণ করে। তাকে বহন করে সে চলাফেরা করে। গর্ভ যখন ভারি হয়ে যায় তখন তারা দু'জনে মিলে এক সাথে তাদের আল্লাহর কাছে দোয়া করে ঃ যদি তুমি আমাদের একটি ভাল সন্তান দাও তাহলে আমরা তোমার শোকরগুযারী করবো।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّاۤ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۟

১৯০. কিন্তু যখন আল্লাহ তাদেরকে একটি সুস্থ-নিখুঁত সন্তান দান করেন, তখন তারা তাঁর এ দান ও অনুগ্রহে অন্যদেরকে তাঁর সাথে শরীক করতে থাকে।[৫৩] তারা যেসব মুশরিকী কথাবার্তা বলে আল্লাহ তার অনেক উর্ধে।

فَلَمَّاۤ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَاۤءَ فِيْمَاۤ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۟

১৯১. কি ধরনের নির্বোধ লোক এরা! আল্লাহর শরীক গণ্য করে তাদেরকে, যারা কোনো জিনিস সৃষ্টি করেনি বরং নিজেরাই সৃষ্ট।

اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ۟

১৯২. যারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে না এবং নিজেরাও নিজেদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না।

وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَاۤ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ۟

১৯৩. যদি তোমরা তাদেরকে সত্য-সরল পথে আসার দাওয়াত দাও তাহলে তারা তোমাদের পেছনে আসবে না, তোমরা তাদেরকে ডাকো বা চুপ করে থাকো উভয় অবস্থায়ই ফল তোমাদের জন্য সমানই থাকবে।[৫৪]

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ۚ سَوَاۤءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ۟

৫৩. অর্থাৎ সন্তান দান করার মালিক তো আল্লাহ তাআলা। যদি আল্লাহ তাআলা স্ত্রী লোকের গর্ভে বানর বা সাপ বা অন্য কোনো অদ্ভুত জন্তু সৃষ্টি করে দেন, কিংবা যদি শিশুকে পেটের মধ্যেই অন্ধ, বধির, খঞ্জ ও পংগু করে দেন, কিংবা তার দৈহিক মানসিক ও প্রবৃত্তিগত শক্তি প্রবণতার মধ্যে কোনো ত্রুটি রেখে দেন তবে কারোর মধ্যেই আল্লাহ তাআলার এ গঠনকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা নেই। এক আল্লাহ তাআলার উপাসকদের ন্যায় ঠিক একই রূপে বহু দেববাদীরাও এ সত্য জানে। এ কারণেই গর্ভকালে সমস্ত আশা ভরসা আল্লাহরই প্রতি নিবদ্ধ রাখা হয় ঃ তিনিই সুস্থ-সঠিক শিশু সন্তান পয়দা করবেন। কিন্তু যখন আশা ফলপ্রসূ হয় এবং চাঁদের মতো সুন্দর শিশু ভাগ্যে লাভ হয়, তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য নযর ও নিয়ায কোনো দেবী, কোনো অবতার, কোনো 'ওলি' ও কোনো 'হযরত' এর নামেই চড়ানো হয় এবং শিশুর এরূপ নামকরণ করা হয় যার দ্বারা মনে হয় সে যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর অনুগ্রহের ফল।

৫৪. অর্থাৎ এ মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্যদের অবস্থা তো এরূপ যে, সোজা পথ দেখানো বা নিজেদের উপাসকদের পথনির্দেশ করা তো দূরের কথা বেচারাদের তো কোনো পথপ্রদর্শকের অনুসরণ করারও ক্ষমতা নেই, এমনকি যদি কেউ ডাকে তবে তার ডাকের জবাব দেয়ারও ক্ষমতা তাদের নেই।

١٩٤ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

১৯৪. তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকো তারা তো তোমাদের মতই বান্দা। তাদের কাছে দোয়া চেয়ে দেখো, তাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যদি সত্য হয়ে থাকে,তবে তারা তোমাদের দোয়ায় সাড়া দিক।

١٩٥ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ○

১৯৫. তাদের কি পা আছে, যা দিয়ে তারা চলতে পারে ? তাদের কি হাত আছে, যা দিয়ে তারা ধরতে পারে ? তাদের কি চোখ আছে, যার সাহায্যে তারা দেখতে পারে ? তাদের কি কান আছে, যা দিয়ে তারা শুনতে পারে ? হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, "তোমাদের বানানো শরীকদেরকে ডেকে নাও তারপর তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো এবং আমাকে একদম অবকাশ দিয়ো না।

١٩٦ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ○

১৯৬. আমার সহায় ও সাহায্যকারী সেই আল্লাহ যিনি কিতাব নাযিল করেছেন এবং তিনি সৎ-লোকদের সহায়তা দান করে থাকেন।

١٩٧ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ○

১৯৭. অন্যদিকে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডেকে থাকো তারা তোমাদেরও সাহায্য করতে পারে না এবং নিজেরাও নিজেদের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না।

١٩٨ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ○

১৯৮. বরং তোমরা যদি তাদেরকে সত্য-সঠিক পথে আসতে বলো তাহলে তারা তোমাদের কথা শুনতেও পাবে না। বাহ্যত তোমরা দেখছো, তারা তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু আসলে তারা কিছুই দেখছে না।"

١٩٩ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ○

১৯৯. হে নবী! কোমলতা ও ক্ষমার পথ অবলম্বন করো। সৎকাজের উপদেশ দিতে থাকো এবং মূর্খদের সাথে বিতর্কে জড়িও না।

٢٠٠ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

২০০. যদি কখনো শয়তান তোমাকে উত্তেজিত করে তাহলে আল্লাহর আশ্রয় চাও। তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।

٢٠١ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَيْفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ○

২০১. প্রকৃতপক্ষে যারা মুত্তাকী, তাদেরকে যদি কখনো শয়তানের প্রভাবে অসৎচিন্তা স্পর্শও করে যায় তাহলে তারা তখনই সতর্ক হয়ে ওঠে, তারপর তারা নিজেদের সঠিক কর্মপদ্ধতি পরিষ্কার দেখতে পায়।

٢٠٢ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ○

২০২. আর তাদের অর্থাৎ (শয়তানদের) ভাই-বন্ধুরা তো তাদেরকে তাদের বাঁকা পথেই টেনে নিয়ে যেতে থাকে এবং তাদেরকে বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে তারা কোনো ত্রুটি করে না।

٢٠٣ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

২০৩. হে নবী! যখন তুমি তাদের সামনে কোনো নিদর্শন (অর্থাৎ মুজিযা) পেশ করো তখন তারা বলে, তুমি নিজের জন্য কোনো নিদর্শন বেছে নাওনি কেন ? তাদেরকে বলে দাও, "আমি তো কেবল সেই অহীরই আনুগত্য করি যা আমার রব আমার কাছে পাঠান। এটি তো অন্তরদৃষ্টির আলো তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এবং হেদায়াত ও রহমত তাদের জন্য যারা একে গ্রহণ করে।

٢٠٤ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

২০৪. যখন কুরআন তোমাদের সামনে পড়া হয়, তা শোনো মনোযোগ সহকারে এবং নীরব থাকো, হয়তো তোমাদের প্রতিও রহমত বর্ষিত হবে।

٢٠٥ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ○

২০৫. হে নবী! তোমার রবকে স্মরণ করো সকাল-সাঁঝে মনে মনে কান্নাজড়িত স্বরে ও ভীতি বিহ্বলচিত্তে এবং অনুচ্চ কণ্ঠে। তুমি তাদের অন্তরভুক্ত হয়ো না যারা গাফলতির মধ্যে ডুবে আছে।

٢٠٦ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۩ ○

২০৬. তোমার রবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ কখনো নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে তাঁর ইবাদাতে বিরত হয় না, বরঞ্চ তারা তাঁর মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁর সামনে বিনত থাকে।[৫৫]

৫৫. যে ব্যক্তি এ আয়াত পড়ে বা শোনে তার প্রতি সেজদা করার আদেশ। কুরআন মজিদে এরূপ ১৪টি সেজদার আয়াত আছে।

সূরা আল আনফাল

৮

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটি দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের পরে নাযিল হয়। ইসলাম ও কুফরের মধ্যে সংঘটিত এ প্রথম যুদ্ধের ওপর এতে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। সূরার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে অনুমান করা যায়, সম্ভবত এ সমগ্র সূরাটি একটি মাত্র ভাষণের অন্তরভুক্ত এবং একই সাথে এ ভাষণটি নাযিল করা হয়। তবে এর কোনো কোনো আয়াত বদর যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পরে নাযিল হয়ে থাকতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে ভাষণের ধারাবাহিকতায় এগুলোকে উপযুক্ত স্থানে রেখে এ সমগ্র ভাষণটিকে একটি ধারাবাহিক ভাষণের রূপ দান করা হয়েছে। কিন্তু দু-তিনটি আলাদা আলাদা ভাষণকে এক সাথে জুড়ে দিয়ে একটি অখণ্ড ভাষণে রূপান্তরিত করা হয়েছে বলে মনে হতে পারে এমন কোনো জোড়ের সন্ধান এ সমগ্র ভাষণের কোথাও পাওয়া যাবে না।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরাটি পর্যালোচনা করার আগে বদরের যুদ্ধ এবং তার সাথে সম্পর্কিত অবস্থা ও ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দাওয়াতের প্রথম দশ বারো বছর মক্কা মুয়ায্যমায় অবস্থান করেছিলেন। এ সময় তাঁর দাওয়াত যথেষ্ট পরিপক্কতা ও স্থিতিশীলতা অর্জন করেছিল। কারণ এর পেছনে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহী উন্নত চরিত্র ও বিশাল হৃদয়বৃত্তির অধিকার এক জ্ঞানী পুরুষ। তিনি নিজের ব্যক্তি সত্তার সমস্ত যোগ্যতা ও সামর্থ এ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর কার্যধারা থেকে এ সত্যটি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, এ আন্দোলনকে তার সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প। এ লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য পথের যাবতীয় বিপদ-আপদ ও সংকট-সমস্যার মুকাবিলায় তিনি সর্বক্ষণ প্রস্তুত। অন্যদিকে এ দাওয়াতের মধ্যে ছিল এমন এক অদ্ভুত ও তীব্র আকর্ষণী ক্ষমতা যে, হৃদয়-মস্তিষ্কের গভীরে তার অনুপ্রবেশ কার্য চলছিল দ্রুত ও অপ্রতিহত গতিতে। মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার এবং হিংসা ও সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতির প্রাচীর তার পথ রোধ করতে পারছিল না। এ কারণে আরবের প্রাচীন জাহেলী ব্যবস্থার সমর্থক শ্রেণী প্রথম দিকে একে হালকাভাবে এবং অবজ্ঞার চোখে দেখলেও মক্কী যুগের শেষের দিকে একে একটি গুরুতর বিপদ বলে মনে করছিল। একে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা নিজেদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তখনো পর্যন্ত এ দাওয়াতের মধ্যে কোনো কোনো দিক দিয়ে বেশ কিছুটা অভাব রয়ে গিয়েছিল।

এক ঃ তখনো একথা পুরোপুরি প্রমাণ হয়নি যে, এমন ধরনের যথেষ্ট সংখ্যক অনুসারী এ দাওয়াতের পতাকা তলে সমবেত হয়েছে যারা শুধু তার অনুগতই নয় বরং তার নীতিকে মনেপ্রাণে ভালোও বাসে, তাকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে নিজেদের সর্বশক্তি ও সকল উপায়-উপকরণ ব্যয় করতে প্রস্তুত এবং এজন্য নিজেদের সবকিছু কুরবানী করে দিতে, সারা দুনিয়ার সাথে লড়াই করতে, এমনকি নিজেদের প্রিয়তম আত্মীয়তার বাঁধনগুলো কেটে ফেলতেও উদগ্রীব। যদিও মক্কায় ইসলামের অনুসারীরা কুরাইশদের জুলুম-নির্যাতন বরদাশত করে নিজেদের ঈমানের অবিচলতা ও নিষ্ঠা এবং ইসলামের সাথে তাদের অটুট সম্পর্কের পক্ষে বেশ বড় আকারের প্রমাণ পেশ করেছিল, তবুও একথা প্রমাণিত হওয়া তখনো বাকী ছিল যে, ইসলামী আন্দোলন এমন একদল উৎসর্গীত প্রাণ অনুসারী পেয়ে গেছে যারা নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মুকাবিলায় অন্য কোনো জিনিসকেই প্রিয়তর মনে করে না। বস্তুত একথা প্রমাণ করার জন্য তখনো অনেক পরীক্ষারও প্রয়োজন ছিল।

দুই ঃ এ দাওয়াতের আওয়াজ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লেও এর প্রভাবগুলো ছিল চারদিকে বিক্ষিপ্ত ও অসংহত। এ দাওয়াত যে জনশক্তি সংগ্রহ করেছিল তা এলোমেলো অবস্থায় সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। পুরাতন জাহেলী ব্যবস্থার সাথে চূড়ান্ত মুকাবিলা করার জন্য যে ধরনের সামষ্টিক শক্তির প্রয়োজন ছিল তা সে তখনো অর্জন করেনি।

তিন ঃ এ দাওয়াত তখনো মাটিতে কোথাও শিকড় গাড়তে পারেনি। তখনো তা কেবল বাতাসেই উড়ে বেড়াচ্ছিল। দেশের অভ্যন্তরে এমন কোনো এলাকা ছিল না যেখানে দৃঢ়পদ হয়ে নিজের ভূমিকাকে সুসংহত করে সে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারতো। তখনো পর্যন্ত যেখানেই যে মুসলমান ছিল, কুফর ও শিরকে নিমজ্জিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তার অবস্থান ছিল ঠিক খালি পেটে গেলা কুইনিনের মতো। অর্থাৎ খালি পেটে কুইনিন গিললে পেট তাকে বমি করে উগ্‌রে দেবার জন্য সর্বক্ষণ চাপ দিতে থাকে এবং কোথাও তাকে এক দণ্ড তিষ্টাতে দেয় না।

চার ঃ সে সময় পর্যন্ত এ দাওয়াত বাস্তব জীবনের কার্যাবলী নিজের হাতে পরিচালনা করার সুযোগ পায়নি। তখনো সে তার নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়নি। নিজস্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা রচনাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অন্যান্য শক্তির সাথে তার যুদ্ধ ও সন্ধির কোনো ঘটনাই ঘটেনি। তাই যেসব নৈতিক বিধানের ভিত্তিতে এ দাওয়াত সমগ্র দেশ ও সমাজকে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করতে চাচ্ছিল তার কোনো প্রদর্শনীও করা যায়নি। আর এ দাওয়াতের বাণীবাহক ও তাঁর অনুসারীরা যে জিনিসের দিকে সমগ্র দুনিয়াবাসীকে আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন তাকে কার্যকর করার ব্যাপারে তারা নিজেরা কতটুকু নিষ্ঠাবান, এখনো কোনো পরীক্ষার মানদণ্ডে যাচাই বাছাই করার পর তার সুস্পষ্ট চেহারাও সামনে আসেনি।

মক্কী যুগের শেষ তিন-চার বছরে ইয়াসরেবে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে অপ্রতিহত গতিতে। সেখানকার লোকেরা আরবের অনান্য এলাকার গোত্রগুলোর তুলনায় অধিকতর সহজে ও নির্দ্বিধায় এ আলো গ্রহণ করতে থাকে। শেষে নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে হজ্জের সময় ৭৫জনের একটি প্রতিনিধি দল রাতের আঁধারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলো, তারা কেবল ইসলাম গ্রহণই করেননি ; বরং তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে নিজেদের শহরে স্থান দেয়ারও আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসের একটি বৈপ্লবিক পটপরিবর্তন। মহান আল্লাহ তাঁর নিজ অনুগ্রহে এ দুর্লভ সুযোগটি দিয়েছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হাত বাড়িয়ে তা লুফে নিয়েছিলেন। ইয়াসরেববাসীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুধুমাত্র একজন শরণার্থী হিসেবে নয় বরং আল্লাহর প্রতিনিধি এবং নেতা ও শাসক হিসেবেও আহ্বান করছিলেন। আর তাঁর অনুসারীদেরকেও তারা একটি অপরিচিত দেশে নিছক মুহাজির হিসেবে বসবাস করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিলেন না। বরং আরবের বিভিন্ন এলাকায় ও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যেসব মুসলমান ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তাদের সবাইকে ইয়াসরেবে জমা করে ইয়াসরেবী মুসলমানদের সাথে মিলে একটি সুসংবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এভাবে মূলত ইয়াসরেব নিজেকে 'মদীনাতুল ইসলাম' তথা ইসলামের নগর হিসেবে উপস্থাপিত করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেখানে আরবের প্রথম দারুল ইসলাম গড়ে তুললেন।

এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের অর্থ কি হতে পারে সে সম্পর্কে মদীনাবাসীরা অনবহিত ছিল না। এর পরিষ্কার অর্থ ছিল, একটি ছোট্ট শহর সারা দেশের উদ্যত তরবারি এবং সমগ্র দেশবাসীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বয়কটের মোকাবিলায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কাজেই আকাবার বাইআত গ্রহণ করার সময় সেদিনের সেই রাত্রিকালীন মজলিসে ইসলামের প্রাথমিক সাহায্যকারীরা (আনসারগণ) এ পরিণাম সম্পর্কে পুরোপুরি জেনে বুঝেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে নিজেদের হাত রেখেছিলেন। যখন এ বাইআত অনুষ্ঠিত হচ্ছিল ঠিক তখনই ইয়াসরেবী প্রতিনিধি দলের সর্বকনিষ্ঠ যুব সদস্য আস'আদ ইবনে যুরারাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠে বললেন ঃ

رويدا يا اهل يثرب ! انالم نضرب اليه اكباد الابل الاونحن نعلم انه رسول الله، وان اخراجه اليوم مناواة للعرب كافة، وقتل خياركم، وتعضكم السيوف ـ فاما انتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه واجره على الله، واما انتم قوم تخافون من انفسكم خيفة فذروه فبينوا ذلك فهو اعذر لكم عند الله ـ

"থামো, হে ইয়াসরেব বাসীরা ! আমরা একথা জেনে বুঝেই এঁর কাছে এসেছি যে, ইনি আল্লাহর রসূল এবং আজ এঁকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে সমগ্র আরববাসীর শত্রুতার ঝুঁকি নেয়া। এর ফলে তোমাদের শিশু সন্তানদেরকে হত্যা করা হবে এবং তোমাদের ওপর তরবারি বর্ষিত হবে। কাজেই যদি তোমাদের এ আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা থাকে তাহলে এঁর দায়িত্ব গ্রহণ করো। আল্লাহ এর প্রতিদান দেবেন। আর যদি তোমরা নিজেদের প্রাণকে প্রিয়তর মনে করে থাকো তাহলে দায়িত্ব ছেড়ে দাও এবং পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের অক্ষমতা জানিয়ে দাও। কারণ এ সময় অক্ষমতা প্রকাশ করা আল্লাহর কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য হতে পারে।"

প্রতিনিধি দলের আর একজন সদস্য আব্বাস ইবনে উবাদাহ ইবনে নাদ্‌লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু একথারই পুনরাবৃত্তি করেন এভাবে ঃ

اتعلمون علام تبايعون هذا الرجل ؟ (قالوا نعم، قال) انكم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود من الناس ـ فان كنتم ترون انكم اذا نهكت اموالكم مصيبة واشرافكم قتلا اسلمتموه فمن الان قدعوه، فهو والله ان

فعلتم خزى الدنيا والاخرة وان كنتم ترون انكم وافون له بما دعوتموه اليه على نهكة الاموال وقتل الاشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والاخرة ـ

"তোমরা কি জানো, এ ব্যক্তির হাতে কিসের বাইআত করছো ? (ধ্বনি ঃ হ্যাঁ আমরা জানি) তোমরা এঁর হাতে বাইআত করে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ঝুঁকি নিচ্ছো। কাজেই যদি তোমরা মনে করে থাকো, যখন তোমাদের ধন-সম্পদ ধ্বংসের মুখোমুখি হবে এবং তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হবার আশংকা দেখা দেবে তখন তোমরা এঁকে শত্রুদের হাতে সোপর্দ করে দেবে, তাহলে আজই বরং এঁকে ত্যাগ করাই ভালো। কারণ আল্লাহর কসম, এটা দুনিয়া ও আখেরাতে সবখানেই লাঞ্ছনার কারণ হবে। আর যদি তোমরা মনে করে থাকো, এ ব্যক্তিকে তোমরা যে আহ্বান জানাচ্ছো, নিজেদের ধন-সম্পদ ধ্বংস ও নেতৃস্থানীয় লোকদের জীবন নাশ সত্ত্বেও তোমরা তা পালন করতে প্রস্তুত থাকবে, তাহলে অবশ্যই তাঁর হাত আঁকড়ে ধরো। কারণ আল্লাহর কসম, এরই মধ্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ।"

এ কথায় প্রতিনিধি দলের সবাই এক বাক্যে বলে উঠলেন ঃ

فانا ناخذه على مصيبة الاموال وقتل الاشراف ـ

"আমরা এঁকে গ্রহণ করে আমাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করতে ও নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হবার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।"

এ ঘটনার পর সেই ঐতিহাসিক বাইআত অনুষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে একে আকাবার দ্বিতীয় বাইআত বলা হয়।

অন্যদিকে মক্কাবাসীর কাছেও এ ঘটনাটির তাৎপর্য ছিল সুবিদিত। ইতিপূর্বে কুরাইশরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিপুল প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ যোগ্যতার সাথে পরিচিত হয়েছিল এবং এখন সেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই যে একটি আবাস লাভ করতে যাচ্ছিলেন, তা তারা বেশ অনুধাবন করতে পারছিল। তাঁর নেতৃত্বে ইসলামের অনুসারীরা যে একটি সুসংগঠিত দলের আকারে অচিরেই গড়ে উঠবে এবং সমবেত হবে একথাও তারা বুঝতে পারছিল। আর ইসলামের এ অনুসারীরা সংকল্পে কত দৃঢ়, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগে কত অবিচল, এতদিনে সেটা তাদের কাছে অনেকটা পরীক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। এহেন সত্যাভিসারী কাফেলার এ নব উত্থান পুরাতন ব্যবস্থার জন্য মৃত্যুর ঘণ্টা স্বরূপ। তাছাড়া মদীনার মতো জায়গায় এ মুসলিম শক্তির একত্র সমাবেশ কুরাইশদের জন্য আরো নতুন বিপদের সংকেত দিচ্ছিল। কারণ লোহিত সাগরের কিনারা ধরে ইয়ামান থেকে সিরিয়ার দিকে যে বাণিজ্য পথটি চলে গিয়েছিল তার সংরক্ষিত ও নিরাপদ থাকার ওপর কুরাইশ ও অন্যান্য বড় বড় গোত্রের অর্থনৈতিক জীবন নির্ভরশীল ছিল। আর এটি এখন মুসলমানদের প্রভাবাধীনে চলে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত। এ প্রধান বাণিজ্য পথটি দখল করে মুসলমানরা জাহেলী ব্যবস্থার জীবন ধারণ দুর্বিসহ করে তুলতে পারতো। এ প্রধান বাণিজ্য পথের ভিত্তিতে শুধুমাত্র মক্কাবাসীদের যে ব্যবসায় চলতো তার পরিমাণ ছিল বছরে প্রায় আড়াই লাখ আশরাফী। তায়েফ ও অন্যান্য স্থানের ব্যবসায় ছিল এর বাইরে।

কুরাইশরা এ পরিণতির কথা ভালোভাবেই জানতো। যে রাতে আকাবার বাইআত অনুষ্ঠিত হলো সে রাতেই এ ঘটনার উড়ো খবর মক্কাবাসীদের কানে পৌঁছে গেলো। আর সাথে সাথেই সেখানে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেলো। প্রথমে তারা চেষ্টা করলো মদীনাবাসীদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দল থেকে ভাগিয়ে নিতে। তারপর যখন মুসলমানরা একজন দুজন করে মদীনায় হিজরত করতে থাকলো এবং কুরাইশদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেলো যে, এখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেখানে স্থানান্তরিত হয়ে যাবেন তখন তারা এ বিপদকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য সর্বশেষ উপায় অবলম্বনে এগিয়ে এলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের মাত্র কয়েক দিন আগে কুরাইশদের পরামর্শ সভা বসলো। অনেক আলোচনা পর্যালোচনার পর সেখানে স্থির হলো, বনী হাশেম ছাড়া কুরাইশদের প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে লোক বাছাই করা হবে এবং এরা সবাই মিলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করবে। এর ফলে বনী হাশেমের জন্য এ সমস্ত গোত্রের সাথে একাকী লড়াই করা কঠিন হবে। কাজেই এ ক্ষেত্রে তারা প্রতিশোধের পরিবর্তে রক্ত মূল্য গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানী এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর ওপর নির্ভরতা ও উন্নত কৌশল অবলম্বনের কারণে তাদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেলো। ফলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্বিঘ্নে মদীনায় পৌঁছে গেলেন। এভাবে হিজরত প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে কুরাইশরা মদীনার সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে (যাকে হিজরতের আগে মদীনাবাসীরা নিজেদের বাদশাহ বানাবার প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং রসূলের মদীনায় পৌঁছে যাবার এবং আওস ও খাযরাজের অধিকাংশের ইসলাম গ্রহণের ফলে যার বাড়া ভাতে ছাই পড়ে গিয়েছিল) পত্র লিখলো ঃ "তোমরা আমাদের লোককে তোমাদের ওখানে আশ্রয় দিয়েছো। আমরা এ

মর্মে আল্লাহর কসম খেয়েছি, হয় তোমরা তার সাথে লড়বে বা তাকে সেখান থেকে বের করে দেবে। অন্যথায় আমরা সবাই মিলে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা ও মেয়েদেরকে বাঁদী বানাবো।" কুরাইশদের এ উস্কানির মুখে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই কিছু দুষ্কর্ম করার চক্রান্ত এঁটেছিল। কিন্তু সময় মত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দুষ্কর্ম রুখে দিলেন। তারপর মদীনার প্রধান সা'দ ইবনে মু'আয উমরাহ করার জন্য মক্কা গেলেন। সেখানে হারম শরীফের দরজার ওপর আবু জেহেল তার সমালোচনা করে বললো ঃ

الا اراك تطوف بمكه امنا وقد اويتم الصباة وزعمتم انكم تنصرونهم وتعينونهم ؟ لولا انك مع ابى صفوان مارجعت الى اهلك سالما -

"তোমরা আমাদের ধর্মত্যাগীদেরকে আশ্রয় দেবে এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দান করবে আর আমরা তোমাদেরকে অবাধে মক্কায় তাওয়াফ করতে দেবো ভেবেছ ? যদি তুমি আবু সফওয়ান তথা উমাইয়াহ ইবনে খলফের মেহমান না হতে তাহলে তোমাকে এখান থেকে প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরে যেতে দিতাম না।"

সা'দ জবাবে বললেন ঃ

والله لئن منعتنى هذا لامنعنك ماهو اشد عليك منه طريقك على المدينة -

"আল্লাহর কসম, যদি তুমি আমাকে এ কাজে বাধা দাও তাহলে আমি তোমাকে এমন জিনিস থেকে রুখে দেবো, যা তোমার জন্য এর চেয়ে অনেক বেশী মারাত্মক। অর্থাৎ মদীনা দিয়ে তোমাদের যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেবো।"

অর্থাৎ এভাবে মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে যেন একথা ঘোষণা করে দেয়া হলো যে, বায়তুল্লাহ যিয়ারত করার পথ মুসলমানদের জন্য বন্ধ। আর এর জবাবে মদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে বলা হলো, সিরিয়ার সাথে বাণিজ্য করার পথ ইসলাম বিরোধীদের জন্য বিপদসংকুল।

আসলে সে সময় মুসলমানদের জন্য উল্লেখিত বাণিজ্য পথের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব মযবুত করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় ছিল না। কারণ এ পথের সাথে কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রগুলোর স্বার্থ বিজড়িত ছিল। ফলে এর ওপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব বেশী মযবুত হলে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে নিজেদের শত্রুতামূলক নীতি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হতে পারে বলে আশা করা যায়। কাজেই মদীনায় পৌঁছার সাথে সাথেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদ্যজাত ইসলামী সমাজে প্রাথমিক নিয়ম-শৃংখলা বিধান ও মদীনার ইহুদী অধিবাসীদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করার পর সর্বপ্রথম এ বাণিজ্য পথটির প্রতি নজর দিলেন। এ ব্যাপারে তিনি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন।

প্রথমত মদীনা ও লোহিত সাগরের উপকূলের মধ্যবর্তীস্থলে এ বাণিজ্য পথের আশেপাশে যেসব গোত্রের বসতি ছিল তাদের সাথে তিনি আলাপ-আলোচনা শুরু করে দিলেন। এভাবে তাদেরকে সহযোগিতামূলক মৈত্রী অথবা কমপক্ষে নিরপেক্ষতার চুক্তিতে আবদ্ধ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণ সফলতা লাভ করলেন। সর্বপ্রথম নিরপেক্ষতার চুক্তি অনুষ্ঠিত হলো সাগর তীরবর্তী পার্বত্য এলাকার জুহাইনা গোত্রের সাথে। এ গোত্রটির ভূমিকা এ এলাকায় ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারপর প্রথম হিজরীর শেষের দিকে চুক্তি অনুষ্ঠিত হলো বনী যাম্‌রার সাথে। এ গোত্রটির অবস্থান ছিল ইয়াম্বু ও যুল আশীরার সন্নিহিত স্থানে এটি ছিল প্রতিরক্ষামূলক সহযোগিতার চুক্তি। দ্বিতীয় হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে বনী মুদলিজও এ চুক্তিতে শামিল হলো। কারণ এ গোত্রটি ছিল বনী যাম্‌রার প্রতিবেশী ও বন্ধু গোত্র। এ ছাড়াও ইসলাম প্রচারের ফলে এ গোত্রগুলোতে ইসলামের সমর্থক ও অনুসারীদের একটি বিরাট গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত কুরাইশদের সওদাগরী কাফেলাগুলোকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য বাণিজ্য পথের ওপর একের পর এক ছোট ছোট ঝটিকা বাহিনী পাঠাতে থাকলেন। কোনো কোনো ঝটিকা বাহিনীর সাথে তিনি নিজেও গেলেন। প্রথম বছর এ ধরনের ৪টি বাহিনী পাঠানো হলো। মাগাযী (যুদ্ধ ইতিহাস) গ্রন্থগুলো এগুলোকে সারীয়া হামযা, সারীয়া উবাইদা ইবনে হারেস, সারীয়া সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও গাযওয়াতুল আবওয়া নামে অভিহিত করা হয়েছে।[১] দ্বিতীয় বছরের প্রথম দিকের মাসগুলোয় একই দিকে আরো দুটি আক্রমণ চালানো হলো। মাগাযী গ্রন্থগুলোয় এ দুটিকে গায্‌ওয়া বুওয়াত ও গায্‌ওয়া যুল আশীরা নামে উল্লেখ

১. ইসলামের ইতিহাসের পরিভাষায় 'সারীয়া' বলা হয় এমন ধরনের ছোটখাট বাহিনীকে যাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো সাহাবীর নেতৃত্বে পাঠিয়ে দিলেন। আর যে বাহিনীতে তিনি নিজে গিয়েছিলেন তাকে বলা হয় গায্‌ওয়া।

করা হয়েছে। এ সমস্ত অভিযানের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। এক, এ অভিযানগুলোয় কোনো রক্তপাতের ঘটনা ঘটেনি এবং কোনো কাফেলা লুণ্ঠিতও হয়নি। এ থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এর মাধ্যমে কুরাইশদেরকে বাতাসের গতি কোন্ দিকে তা জানিয়ে দেয়াই ছিল আসল উদ্দেশ্য। দুই, এর মধ্য থেকে কোনো একটি বাহিনীতেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার একটি লোককেও শামিল করেননি। মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদেরকেই তিনি এসব বাহিনীর অন্তরভুক্ত করেন। কারণ এর ফলে যদি সংঘর্ষ বাধে তাহলে তা যেন শুধু কুরাইশদের নিজেদের পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অন্য গোত্রগুলো যেন এর সাথে জড়িয়ে পড়ে এ আগুনকে চারদিকে ছড়িয়ে না দেয়। ওদিকে মক্কাবাসীরাও মদীনার দিকে লুটেরা বাহিনী পাঠাতে থাকে। তাদেরই একটি বাহিনী কুর্‌য ইবনে জাবের আল ফিহ্‌রীর নেতৃত্বে একেবারে মদীনার কাছাকাছি এলাকায় হামলা চালিয়ে মদীনাবাসীদের গৃহপালিত পশু লুট করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে কুরাইশরা এ সংঘর্ষের মধ্যে অন্যান্য গোত্রদেরকেও জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া তারা কেবল ভয় দেখিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছিলো না, লুটতরাজও শুরু করে দিয়েছিল।

এ অবস্থায় ২য় হিজরীর শাবান মাসে (৬২৩ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বা মার্চ মাস) কুরাইশদের একটি বিরাট বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কার পথে অগ্রসর হয়ে এমন এক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যে জায়গাটি ছিল মদীনাবাসীদের আওতার মধ্যে। এ কাফেলার সাথে ছিল প্রায় ৫০ হাজার আশরফীর সামগ্রী। তাদের সাথে তিরিশ চল্লিশ জনের বেশী রক্ষী ছিল না। যেহেতু পণ্য সামগ্রী ছিল বেশী এবং রক্ষীর সংখ্যা ছিল কম আর আগের অবস্থার কারণে মুসলমানদের কোনো শক্তিশালী দলের তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করার আশংকা ছিল অত্যন্ত প্রবল, তাই কাফেলা সরদার আবু সুফিয়ান এ বিপদ সংকুল স্থানে পৌঁছেই সাহায্য আনার জন্য এক ব্যক্তিকে মক্কা অভিমুখে পাঠিয়ে দিল। লোকটি মক্কায় পৌঁছেই প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী নিজের উটের কান কেটে ফেললো, তার নাক চিরে দিল, উটের পিঠের আসন উল্টে দিলো এবং নিজের জামা সামনের দিকে ও পিছনের দিকে ছিঁড়ে ফেলে এই বলে চিৎকার করতে থাকলো ঃ

يا معشر قريش اللطيمه اللطيمه، اموالكم مع ابى سفيان قد عرض لها محمد فى اصحابه، لا ارى ان تدركوها، الغوث، الغوث،

"হে কুরাইশরা ! তোমাদের বাণিজ্য কাফেলার খবর শোনো। আবু সুফিয়ানের সাথে তোমাদের যে সম্পদ আছে, মুহাম্মদ তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে তার পেছনে ধাওয়া করেছে। তোমাদের তা পাবার আশা নেই। সাহায্যের জন্য দৌড়ে চলো ! সাহায্যের জন্য দৌড়ে চলো !"

এ ঘোষণা শুনে সারা মক্কায় বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেলো। কুরাইশদের বড় বড় সরদাররা সবাই যুদ্ধের জন্য তৈরি হলো। প্রায় এক হাজার যোদ্ধা রণসাজে সজ্জিত হয়ে পূর্ণ আড়ম্বর ও জাঁক-জমকের সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে রওয়ান হলো। তাদের মধ্যে ছিল ৬শ বর্মধারী এবং একশ'জন অশ্বারোহী। নিজেদের কাফেলাকে শুধু নিরাপদে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে আসাই তাদের কাজ ছিল না বরং এ সংগে তারা নিত্য দিনের এ আশংকা ও আতংকবোধকে চিরতরে খতম করে দিতে চাচ্ছিল। মদীনায় এ বিরোধী শক্তির নতুন সংযোজনকে তারা গুঁড়িয়ে দিতে এবং আশপাশের গোত্রগুলোকে এতদূর সন্ত্রস্ত করে তুলতে চাচ্ছিল যার ফলে ভবিষ্যতে এ বাণিজ্য পথটি তাদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলমান ঘটনাবলীর প্রতি সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অনুভব করলেন যেন চূড়ান্ত মীমাংসার সময় এসে গেছে। তিনি ভাবলেন এ সময় যদি একটি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয় তাহলে ইসলামী আন্দোলন চিরকালের জন্য নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে। বরং এরপর এ আন্দোলনের জন্য হয়তো আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার আর কোনো সুযোগই থাকবে না। মক্কা থেকে হিজরত করে এ নতুন শহরে আসার পর এখনো দুটি বছরও পার হয়ে যায়নি। মুহাজিররা বিত্ত ও সরঞ্জামহীন, আনসাররা অনভিজ্ঞ, ইহুদী গোত্রগুলো বিরুদ্ধবাদিতায় মুখর খোদ মদীনাতেই মুনাফিক ও মুশরিকদের একটি বিরাট গোষ্ঠী উপস্থিত এবং চারপাশের সমস্ত গোত্র কুরাইশদের ভয়ে ভীত। আর সেই সাথে ধর্মীয় দিক দিয়েও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এ অবস্থায় যদি কুরাইশরা মদীনা আক্রমণ করে তাহলে মুসলমানদের এ ক্ষুদ্র দলটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি তারা মদীনা আক্রমণ না করে শুধু মাত্র নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করে বাণিজ্য কাফেলাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় এবং মুসলমানরা দমে গিয়ে ঘরের কোণে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে তাহলেও সহসাই মুসলমানদের প্রতিপত্তি এমনভাবে আহত হবে এবং তাদের প্রভাব এত বেশী ক্ষুণ্ন হবে যার ফলে আরবের প্রতিটি শিশুও তাদের বিরুদ্ধে দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। সারা দেশে তাদের কোনো আশ্রয় স্থল থাকবে না। তখন চারপাশের সমস্ত গোত্র কুরাইশদের ইংগিতে কাজ করতে থাকবে। মদীনার ইহুদী, মুনাফিক ও মুশরিকরা প্রকাশ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। মদীনায় জীবন ধারণ
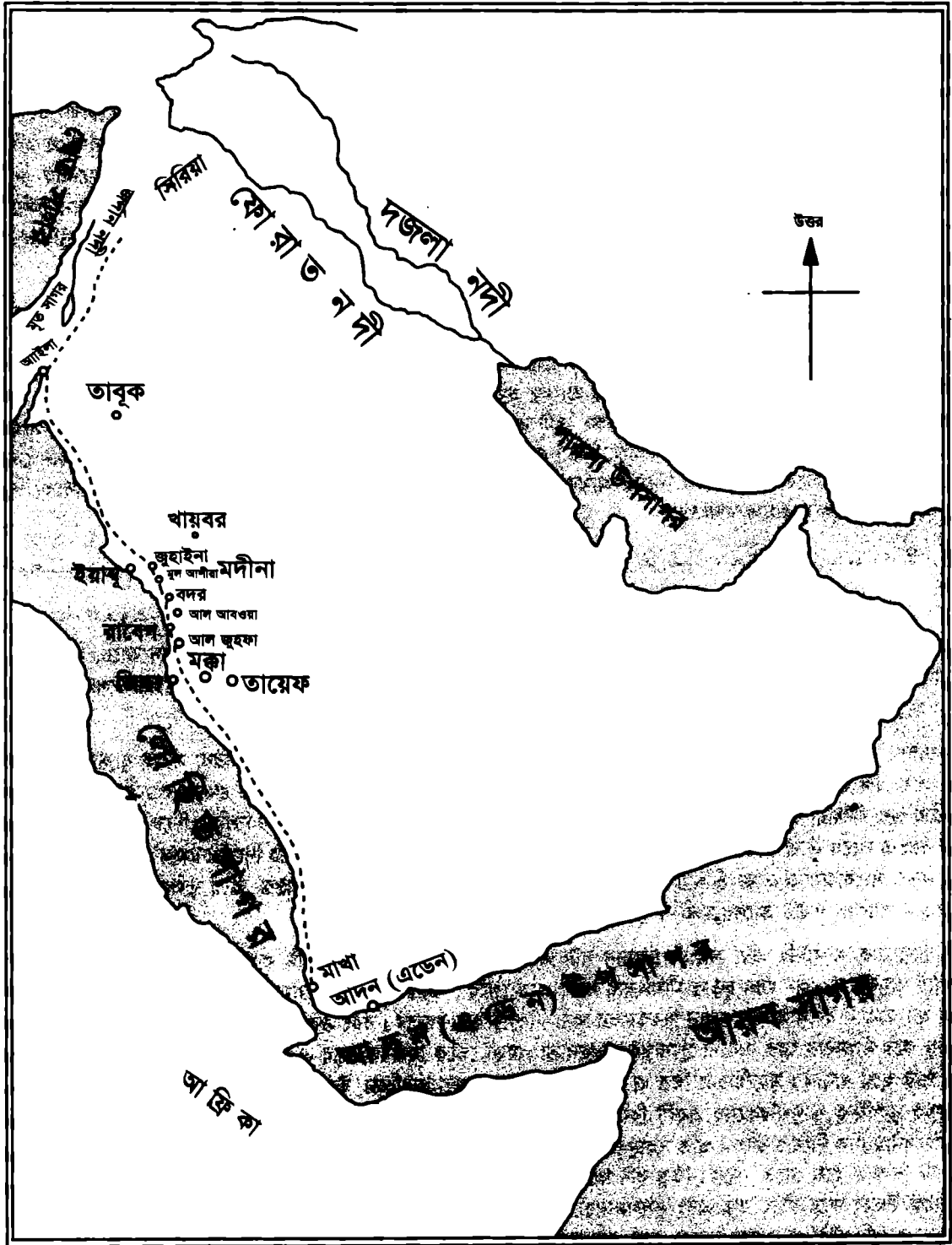
কুরাইশদের বাণিজ্যিক পথ

করাও সে সময় দুসাধ্য হয়ে পড়বে। মুসলমানদের কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকবে না। ফলে তাদের ধন-প্রাণ-ইজ্জত-আবরুর ওপর আক্রমণ চালাতে কেউ ইতস্তত করবে না। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃঢ় সংকল্প নিলেন যে, বর্তমানে যতটুকু শক্তি-সামর্থ আমাদের আছে তাই নিয়েই আমরা বের হয়ে পড়বো। দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকার ও টিকে থাকার ক্ষমতা কার আছে এবং কার নেই ময়দানেই তার ফায়সালা হয়ে যাবে।

এ চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবার সংকল্প করেই তিনি আনসার ও মোহাজিরদের একত্র করলেন। তাদের সামনে পরিস্থিতি পরিষ্কার করে তুলে ধরলেন। একদিকে উত্তরে বাণিজ্য কাফেলা এবং অন্যদিকে দক্ষিণে এগিয়ে আসছে কুরাইশদের সেনাদল। আল্লাহর ওয়াদা, এ দুটির মধ্য থেকে কোনো একটি তোমরা পেয়ে যাবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ বলো, এর মধ্য থেকে কার মুকাবিলায় তোমরা এগিয়ে যেতে চাও? জবাবে বিপুল সংখ্যক সাহাবী মত প্রকাশ করলেন, কাফেলার ওপর আক্রমণ চালানো হোক। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ছিল অন্য কিছু অভিপ্রায়। তাই তিনি নিজের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। একথায় মোহাজিরদের মধ্য থেকে মিকদাদ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠে বললেন ঃ

يا رسول الله! امض لما امرك الله، فانا معك حيثما احببت، لانقول لك كما قال بنوا اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هـهنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون مادامت عين منا تطرف۔
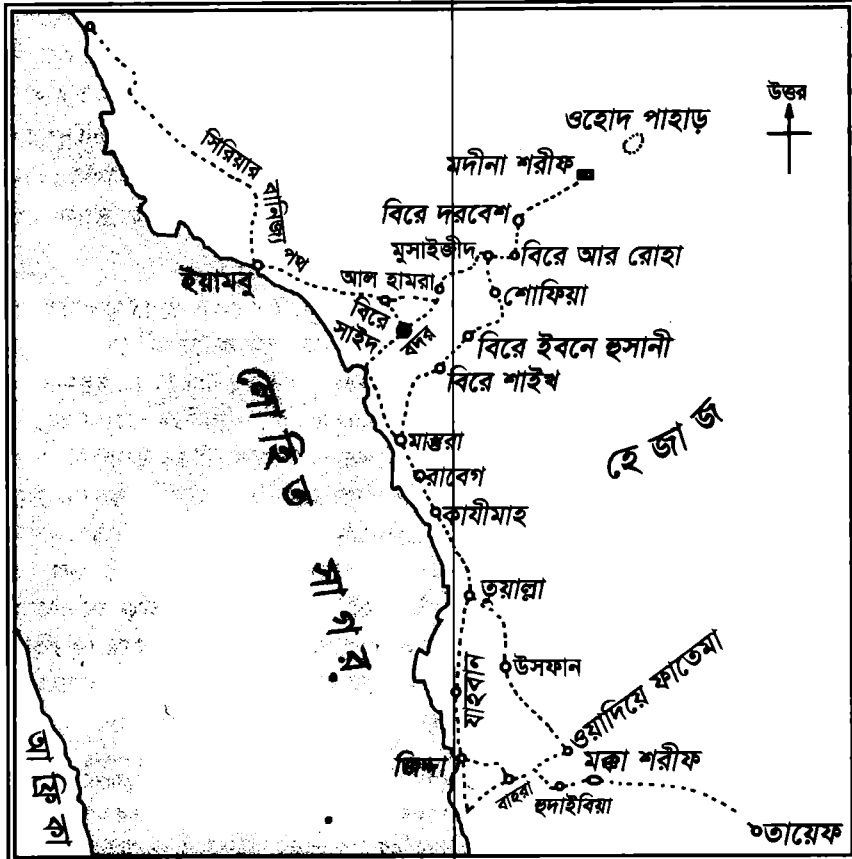
মদীনা থেকে বদর পর্যন্ত

উপরোক্ত মানচিত্রে কাফেলাদের মক্কা এবং মদীনা থেকে বদর পর্যন্ত যাতায়াতের রাস্তা প্রদর্শিত হলো।

"হে আল্লাহর রসূল ! আপনার রব আপনাকে যেদিকে যাবার হুকুম দিচ্ছেন সেদিকে চলুন। আপনি যেদিকে যাবেন আমরা আপনার সাথে আছি। আমরা বনী ইসরাঈলের মতো একথা বলবো না ঃ যাও, তুমি ও তোমার আল্লাহ দুজনে লড়াই করো, আমরা তো এখানেই বসে রইলাম। বরং আমরা বলছি ঃ চলুন আপনি ও আপনার আল্লাহ দুজনে লড়ুন আর আমরাও আপনাদের সাথে জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই করবো। যতক্ষণ আমাদের একটি চোখের তারাও নড়াচড়া করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত।"

কিন্তু আনসারদের মতামত না জেনে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। কারণ এ পর্যন্ত যেসব সামরিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল তাতে তাদের সাহায্য গ্রহণ করা হয়নি এবং প্রথম দিন তারা ইসলামকে সমর্থন করার যে শপথ নিয়েছিল তাকে কার্যকর করতে তারা কতটুকু প্রস্তুত তা পরীক্ষা করার এটি ছিল প্রথম সুযোগ। সুতরাং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি তাদেরকে সম্বোধন না করে নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। একথায় সা'দ ইবনে মু'আয উঠে বললেন, সম্ভবত আপনি আমাদের সম্বোধন করে বলছেন ? জবাব দিলেন ঃ হাঁ। একথা শুনে সা'দ বললেন ঃ

لقد امنا بك وصدقناك وشهدنا ان ماجئت به هوا الحق واعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ـ فامض يارسول الله لما اردت فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد ـ وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا انا لنصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا مانقربه عينك فسربنا على بركة الله

"আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি। আপনি যা কিছু এনেছেন তাকে সত্য বলে ঘোষণা করেছি। আপনার কথা শুনার ও আপনার আনুগত্য করার দৃঢ় শপথ নিয়েছি। কাজেই হে আল্লাহর রসূল! আপনি যা সংকল্প করেছেন তা করে ফেলুন। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন তাহলে আমরাও আপনার সাথে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমাদের একজনও পিছনে পড়ে থাকবে না। আপনি কালই আমাদের দুশমনের সাথে যুদ্ধ শুরু করুন। এটা আমাদের কাছে মোটেই অপসন্দনীয় নয়। আমরা যুদ্ধে অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকবো। মুকাবিলায় আমরা সত্যিকার প্রাণ উৎসর্গীতার প্রমাণ দেবো। সম্ভবত আল্লাহ আমাদের থেকে আপনাকে এমন কিছু কৃতিত্ব দেখিয়ে দেবেন, যাতে আপনার চোখ শীতল হবে। কাজেই আল্লাহর বরকতের ভরসায় আপনি আমাদের নিয়ে চলুন।"

এ আলোচনা ও বক্তৃতার পরে সিদ্ধান্ত হলো, বাণিজ্য কাফেলার পরিবর্তে কুরাইশ সেনা দলের মুকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু এটা কোনো যেনতেন সিদ্ধান্ত ছিল না। এ সংক্ষিপ্ত সময়ে যারা যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন, তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ'র কিছু বেশী (৮৬জন মোহাজির, ৬১জন আওস গোত্রের এবং ১৭০জন খাযরাজ গোত্রের)। এদের মধ্যে মাত্র দু'তিন জনের কাছে ঘোড়া ছিল। আর বাকি লোকদের জন্য ৭০টির বেশী উট ছিল না। এগুলোর পিঠে তারা তিন চারজন করে পালাক্রমে সওয়ার হচ্ছিলেন। যুদ্ধাস্ত্রও ছিল একেবারেই অপ্রতুল। মাত্র ৬০জনের কাছে বর্ম ছিল। এ কারণে গুটিকয় উৎসর্গীত প্রাণ মুজাহিদ ছাড়া এ ভয়ংকর অভিযানে শরীক অধিকাংশ মুজাহিদই হৃদয়ে উৎকণ্ঠা অনুভব করছিলেন। তারা মনে করছিলেন, যেন তারা জেনেবুঝে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিছু সুবিধাবাদী ধরনের লোক ইসলামের পরিসরে প্রবেশ করলেও তারা এমন ইসলামের প্রবক্তা ছিল না যাতে ধন-প্রাণের সংশয় দেখা দেয়। তারা এ অভিযানকে নিছক পাগলামী বলে অভিহিত করছিল। তারা মনে করছিল, ধর্মীয় আবেগ উচ্ছাস এ লোকগুলোকে পাগলে পরিণত করেছে। কিন্তু নবী ও সাচ্চা-সত্যনিষ্ঠ মুমিনগণ একথা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, এটিই ছিল প্রাণ উৎসর্গ করার সময়। তাই আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাঁরা বের হয়ে পড়েছিলেন। তারা সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলেন। এ পথেই কুরাইশদের বাহিনী মক্কা থেকে ধেয়ে আসছিল। অথচ শুরুতে যদি বাণিজ্য কাফেলা লুট করার ইচ্ছা থাকতো তাহলে উত্তর-পশ্চিমের পথে এগিয়ে যাওয়া হতো।[১]

---

১. উল্লেখ্য, বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে ইতিহাস ও সীরাত লেখকরা যুদ্ধ কাহিনী সংক্রান্ত হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থগুলোর উদ্ধৃত বর্ণনাসমূহের ওপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু এ বর্ণনাগুলোর বিরাট অংশ কুরআন বিরোধী ও অনির্ভরযোগ্য। শুধুমাত্র ঈমানের কারণেই আমরা বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত কুরআনী বর্ণনাকে সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতে বাধ্য হই না বরং ঐতিহাসিক দিক দিয়েও যদি আজ এ যুদ্ধ সংক্রান্ত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনা থেকে থাকে তাহলে তা হচ্ছে এ সূরা আনফাল। কারণ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এটি নাযিল হয়েছিল। যুদ্ধে যারা শরীক ছিলেন এবং যুদ্ধের স্বপক্ষের বিপক্ষের সবাই এটি শুনেছিলেন ও পড়েছিলেন। 'নাউযুবিল্লাহ' এর মধ্যে কোনো একটি কথাও যদি সত্য ও বাস্তব ঘটনা বিরোধী হতো তাহলে হাজার হাজার লোক এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতো।

রমযান মাসের ১৭ তারিখে বদর নামক স্থানে উভয় পক্ষের মুকাবিলা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, তিনজন কাফেরের মোকাবিলায় একজন মুসলমান দাঁড়িয়েছে এবং তাও আবার তারা পুরোপুরি অস্ত্র সজ্জিত নয়। এ অবস্থা দেখে তিনি আল্লাহর সামনে দোয়া করার জন্য দু' হাত বাড়িয়ে দিলেন। অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে ও কান্না বিজড়িত স্বরে তিনি দোয়া করতে থাকলেন ঃ

اللهم هذه قريش قد اتت بخيلائها تحاول ان تكذب رسولك، اللهم فنصرك الذى وعدتنى، اللهم ان تهلك هذه العصابة اليوم لاتعبد -

"হে আল্লাহ! এই যে কুরাইশরা এসেছে, তাদের সকল ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা নিয়ে তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রমাণ করতে। হে আল্লাহ! এখন তোমার সেই সাহায্য এসে যাওয়া দরকার, যার ওয়াদা তুমি করেছিলে আমার সাথে। হে আল্লাহ! যদি আজ এ মুষ্টিমেয় দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে এ পৃথিবীতে আর কোথাও তোমার ইবাদাত করার মতো কেউ থাকবে না।"

এ যুদ্ধের ময়দানে মক্কার মোহাজিরদের পরীক্ষা ছিল সবচেয়ে কঠিন। তাদের আপন ভাই-চাচা ইত্যাদি তাদের বিরুদ্ধে ময়দানে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারোর বাপ, কারোর ছেলে, কারোর চাচা, কারোর মামা, কারোর ভাই দাঁড়িয়েছিল তার প্রতিপক্ষে। এ যুদ্ধে নিজের কলিজার টুকরার ওপর তরবারি চালাতে হচ্ছিল তাদের। এ ধরনের কঠিন পরীক্ষায় একমাত্র তারাই উত্তীর্ণ হতে পারে যারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে হক ও সত্যের সাথে সম্পর্ক জুড়েছে এবং মিথ্যা ও বাতিলের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে পুরোপুরি উদ্যোগী হয়েছে। ওদিকে আনসারদের পরীক্ষাও কিছু কম ছিল না। এতদিন তারা মুসলমানদেরকে শুধুমাত্র আশ্রয় দিয়ে কুরাইশ ও তাদের সহযোগী গোত্রগুলোর শত্রুতার ঝুঁকি নিয়েছিল। কিন্তু এবার তো তারা ইসলামের সমর্থনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিল। এর মানে ছিল, কয়েক হাজার লোকের একটি জনবসতি সমগ্র আরব দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। এ ধরনের দুঃসাহস একমাত্র তারাই করতে পারে যারা সত্য আদর্শের ওপর ঈমান এনে তার জন্য নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে পুরোপুরি জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হতে পারে। অবশেষে তাদের অবিচল ঈমান ও সত্য নিষ্ঠা আল্লাহর সাহায্যের পুরস্কার লাভে সফল হয়ে গেলো। আর নিজেদের সমস্ত অহংকার ও শক্তির অহমিকা সত্ত্বেও কুরাইশরা এ
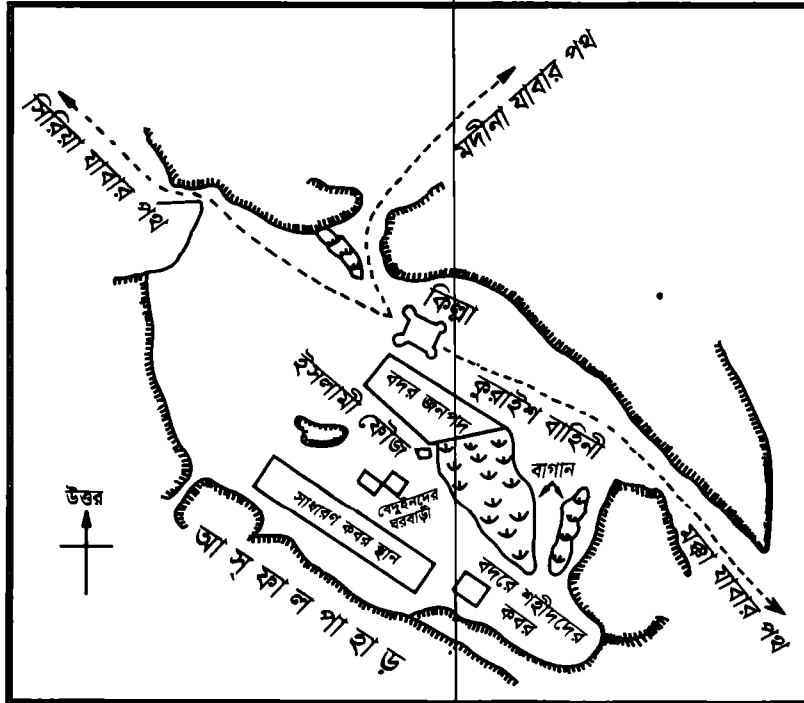
বদর যুদ্ধের মানচিত্র

সহায় সম্বলহীন জানবাজ সৈনিকদের হাতে পরাজিত হয়ে গেলো। তাদের ৭০জন নিহত হলো, ৭০জন বন্দী হলো এবং তাদের সাজ-সরঞ্জামগুলো গনীমাতের সামগ্রী হিসেবে মুসলমানদের দখলে এলো। কুরাইশদের যেসব বড় বড় সরদার তাদের মজলিস গুলজার করে বেড়াতো এবং ইসলাম বিরোধী আন্দোলনে যারা সর্বক্ষণ তৎপর থাকতো তারা এ যুদ্ধে নিহত হলো। এ চূড়ান্ত বিজয় আরবে ইসলামকে একটি উল্লেখযোগ্য শক্তিতে পরিণত করলো। একজন পাশ্চাত্য গবেষক লিখেছেন, "বদর যুদ্ধের আগে ইসলাম ছিল শুধুমাত্র একটি ধর্ম ও রাষ্ট্র। কিন্তু বদর যুদ্ধের পরে তা রাষ্ট্রীয় ধর্মে বরং নিজেই রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গেলো।"

আলোচ্য বিষয়

কুরআনের এ সূরাটিতে এ ঐতিহাসিক যুদ্ধের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার রাজা বাদশাহরা যুদ্ধ জয়ের পর যেভাবে নিজেদের সেনাবাহিনীর পর্যালোচনা করে থাকেন এ পর্যালোচনার ধারাটি তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

মুসলমানরা যাতে তাদের নৈতিক ত্রুটিগুলো দূর করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে, সে উদ্দেশ্যে এখানে সর্বপ্রথম সেসব নৈতিক ত্রুটি নির্দেশ করা হয়েছে। যেগুলো তখনো পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান ছিল। তারপর তাদের জানানো হয়েছে, এ বিজয়ে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন কি পরিমাণ ছিল। এর ফলে তারা নিজেদের সাহসিকতা ও শৌর্য-বীর্যের মিথ্যা গরীমায় স্ফীত না হয়ে বরং এ থেকে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

এরপর যে নৈতিক উদ্দেশ্যে মুসলমানদের হক ও বাতিলের এ সংঘাত সৃষ্টি করতে হবে তা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। এই সংগে এ সংঘাতে যেসব নৈতিক গুণের সাহায্যে তারা সাফল্য লাভ করতে পারে সেগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তারপর মুনাফিক, মুশরিক ও ইহুদীদের এবং এ যুদ্ধে বন্দী অবস্থায় আনীত লোকদের সম্বোধন করে অত্যন্ত শিক্ষণীয় বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

অতপর যুদ্ধের ফলে যেসব সম্পদ দখলে এসেছিল সেগুলো সম্পর্কে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেগুলোকে যেন তারা নিজেদের নয় বরং আল্লাহর সম্পদ মনে করে আল্লাহ তার মধ্য থেকে তাদের জন্য যতটুকু অংশ নির্ধারিত করেছেন ঠিক ততটুকুই যেন তারা কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করে নেয় এবং আল্লাহ নিজের কাজের জন্য এবং নিজের গরীব বান্দাদের সাহায্য করার জন্য যতটুকু অংশ নির্দিষ্ট করেছেন সন্তোষ ও আগ্রহ সহকারে যেন তা মেনে নেয়।

এরপর যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কে কতিপয় নৈতিক বিধান দেয়া হয়েছে। ইসলামী দাওয়াতের এ পর্যায়ে এগুলো ছিল একান্ত জরুরী। এর মাধ্যমে নিজেদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ধির ক্ষেত্রে মুসলমানরা জাহেলী পদ্ধতি থেকে দূরে থাকতে পারবে এবং দুনিয়ার ওপর তাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সংগে সারা দুনিয়াবাসী একথা জানতে সক্ষম হবে যে, ইসলাম তার আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকেই নৈতিকতার ওপর বাস্তব জীবনের ভিত্ কায়েম করার যে দাওয়াত দিয়ে আসছে তার নিজের বাস্তব জীবনেই সে যথার্থই তা কার্যকর করেছে।

সবশেষে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক আইনের কতিপয় ধারা বর্ণনা করা হয়েছে এতে দারুল ইসলামের মুসলমান অধিবাসীদের আইনগত মর্যাদা দারুল ইসলামের সীমানার বাইরে অবস্থানকারী মুসলমানদের থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে।

❐

আয়াত-৭৫ ৮-সূরা আল আনফাল--মাদানী রুকূ'-১০

ایاتها ٧٥ ٨ سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ - مَدَنِيَّةٌ ركوعاتها ١٠

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
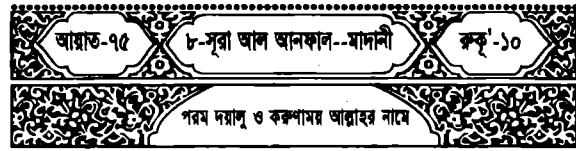
১. লোকেরা তোমার কাছে গনীমাতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে।[১] বলে দাও, "এ গনীমতের মাল তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধরে নাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।[২]

① يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۭ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۠ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

২. সাচ্চা ঈমানদার তো তারাই আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পড়া হয়, তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা নিজেদের রবের ওপর ভরসা করে।

② اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

৩. তারা নামায কায়েম করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে (আমার পথে) খরচ করে।

③ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

৪. এ ধরনের লোকেরাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বিরাট মর্যাদা, ভুলত্রুটির ক্ষমা ও উত্তম রিযিক।

④ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۭ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

৫. (এ গনীমতের মালের ব্যাপারে ঠিক তেমনি অবস্থা দেখা দিচ্ছে যেমন অবস্থা সে সময় দেখা দিয়েছিল যখন) তোমার রব তোমাকে সত্য সহকারে ঘর থেকে বের করে এনেছিলেন এবং মুমিনদের একটি দলের কাছে এটা ছিল বড়ই অসহনীয়।

⑤ كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۠ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝

৬. তারা এ সত্যের ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করছিল অথচ তা একেবারে পরিষ্কার হয়ে ভেসে উঠেছিল। তাদের অবস্থা এমন ছিল, যেন তারা দেখছিল তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

⑥ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝

৭. স্মরণ করো, সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ তোমাদের সাথে ওয়াদা করছিলেন, দুটি দলের মধ্য থেকে একটি তোমরা পেয়ে যাবে।[৩] তোমরা চাচ্ছিলে, তোমরা দুর্বল দলটি লাভ করবে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, নিজের বাণীসমূহের সাহায্যে তিনি সত্যকে সত্যরূপে প্রকাশিত করে দেখিয়ে দেবেন এবং কাফেরদের শিকড় কেটে দেবেন,

⑦ وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّاۗىِٕفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

১. 'আনফাল' হচ্ছে 'নফল'-এর বহুবচন। আরবী ভাষায় আবশ্যিক ও 'হক'-এর অতিরিক্ত জিনিসকে নফল বলে। অধীনস্তের পক্ষ থেকে 'নফল' হচ্ছে সেই ঐচ্ছিক খেদমত যা একজন দাস তার প্রভুর জন্য সন্তোষের সাথে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তার নির্ধারিত কর্তব্য অপেক্ষা অতিরিক্ত করে। যথা নফল নামায এবং প্রভুর পক্ষে নফল হচ্ছেঃ যে দান বা পুরস্কার প্রভু ভৃত্যকে তার প্রাপ্য 'হক' অপেক্ষা অতিরিক্ত দান করে। এখানে 'আনফাল' অর্থ সেই যুদ্ধলব্ধ মাল যা মুসলমানরা বদর যুদ্ধে লাভ করেছিল। "এ মাল তোমাদের উপার্জনের ফল নয়, বরং এ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার অতিরিক্ত অনুগ্রহ ও পুরস্কার যা তিনি তোমাদের দান করেছেন"—একথা মুসলমানদের অন্তরে ভালোভাবে বুঝবার জন্য এ মালকে 'আনফাল' বলা হয়েছে।

৮. যাতে সত্য সত্য রূপে এবং বাতিল বাতিল হিসেবে প্রমাণিত হয়ে যায়, অপরাধীদের কাছে তা যতই অসহনীয় হোক না কেন।

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝٨

৯. আর সেই সময়ের কথাও স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে ফরিয়াদ করছিলে। জবাবে তিনি বললেন, তোমাদের সাহায্য করার জন্য আমি একের পর এক, এক হাজার ফেরেশতা পাঠাচ্ছি।

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝٩

১০. একথা আল্লাহ তোমাদের শুধুমাত্র এ জন্য জানিয়ে দিলেন যাতে তোমরা সুখবর পাও এবং তোমাদের হৃদয়ে নিশ্চিন্ততা অনুভব কর। নয়তো সাহায্য যখনই আসে আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। অবশ্যই আল্লাহ মহা-পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝١٠

রুকূ' ঃ ২

১১. আর সেই সময়, যখন আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তন্দ্রার আকারে তোমাদের জন্য নিশ্চিন্ততা ও নির্ভীকতার পরিবেশ সৃষ্টি করছিলেন[৪] এবং আকাশ থেকে তোমাদের ওপর পানি বর্ষণ করছিলেন, যাতে তোমাদের পাক-পবিত্র করা যায়, শয়তান তোমাদের ওপর যে নাপাকী ফেলে দিয়েছিল তা তোমাদের থেকে দূর করা যায়, তোমাদের সাহস যোগানো যায় এবং তার মাধ্যমে তোমাদেরকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝١١

১২. আর সেই সময়, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে ইঙ্গিত করছিলেন এই বলে ঃ "আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা ঈমানদারদেরকে অবিচল রাখো, আমি এখনই এ কাফেরদের মনে আতংক সৃষ্টি করে দিচ্ছি। কাজেই তোমরা তাদের ঘাড়ে আঘাত করো এবং প্রতিটি জোড়ে ও গ্রন্থী-সন্ধিতে ঘা মারো।"[৫]

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝١٢

১৩. এটা করার কারণ, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিদ্রোহ পোষণ করেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিদ্রোহ করে আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আর আল্লাহর পাকড়াও বড়ই কঠিন।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝١٣

২. একথা বলার কারণ—এ মাল বন্টন সম্পর্কে কোনো হুকুম আসার পূর্বে মুসলমানদের বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ অংশের জন্য দাবী উপস্থাপিত করতে শুরু করেছিল।

৩. অর্থাৎ কুরাইশদের ব্যবসায়ী দল যা সিরিয়ার দিক হতে আসছিল বা কুরাইশদের সেনাবাহিনী যা মক্কা থেকে আসছিল।

৪. ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের এ একই প্রকারের অভিজ্ঞতা ঘটেছিল, সূরা আলে ইমরানের ১৫৪ আয়াতে তা উল্লেখিত হয়েছে।

৫. বদর যুদ্ধের যে ঘটনাগুলোকে এ পর্যন্ত এক এককরে স্মরণ করানো হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে-'আনফাল' শব্দটির তাৎপর্য পরিস্ফুট করা। প্রথমে এরশাদ করা হয়েছে যে, এ যুদ্ধলব্ধ ধনকে নিজেদের প্রাণপাতের ফল মনে করে এর মালিক ও মোখতার হয়ে বসছো কি?—এতো

⑭ ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ○

১৪. এটা[৬] হচ্ছে তোমাদের শাস্তি, এখন এর মজা উপভোগ কর। আর তোমাদের জানা উচিত, সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব।

⑮ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ○

১৫. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা একটি সেনাবাহিনীর আকারে কাফেরদের মুখোমুখি হও তখন তাদের মোকাবিলায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। যে ব্যক্তি এ অবস্থায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সে আল্লাহর গযবে ঘেরাও হয়ে যাবে।

⑯ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

১৬. তার আবাস হবে জাহান্নাম এবং ফিরে যাবার জন্য তা বড়ই খারাপ জায়গা। তবে হ্যাঁ যুদ্ধের কৌশল হিসেবে এমনটি করে থাকলে অথবা অন্য কোনো সেনাদলের সাথে যোগ দেবার জন্য করে থাকলে তা ভিন্ন কথা।

⑰ فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

১৭. কাজেই সত্য বলতে কি, তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তোমরা নিক্ষেপ করনি বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন।[৭] (আর এ কাজে মুমিনদের হাত ব্যবহার করা হয়েছিল) এজন্য যে, আল্লাহ মুমিনদেরকে একটি চমৎকার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সফলতার সাথে পার করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।

⑱ ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ○

১৮. এ ব্যাপারটি তো তোমাদের সাথে! আর কাফেরদের সাথে যে আচরণ করা হবে তা হচ্ছে, আল্লাহ তাদের কৌশলগুলো দুর্বল করে দেবেন।

⑲ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৯. (এ কাফেরদের বলে দাও) যদি তোমরা ফায়সালা চেয়ে থাকো, তাহলে এই নাও ফায়সালা তোমাদের সামনে এসে গেছে।[৮] এখন যদি ক্ষান্ত হও, তাহলে তো তোমাদের জন্যই ভাল হবে। নয়তো যদি ফিরে আবার সেই বোকামির পুনরাবৃত্তি করো তাহলে আমিও সেই শাস্তির পুনরাবৃত্তি করবো. এবং তোমাদের দলবল যত বেশীই হোক না কেন, তা তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ অবশ্যই মুমিনদের সাথে রয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের দান এবং দানকারী প্রভু নিজেই এ ধনের মালিক ও মোখতার। এখন এর প্রমাণ স্বরূপ এ ঘটনাগুলো এক এক করে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা নিজেরাই হিসাব করে বুঝো—এ বিজয়ে তোমাদের নিজেদের প্রাণপাত, সাহসিকতা ও বীরত্বের কতটুকু অংশ ছিল এবং আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহদানের কতটা অংশ। সুতরাং কিভাবে এখন বন্টন করা হবে তা ঠিক করা তোমাদের কাজ নয়, সে কাজ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার।

৬. এ বাক্যাংশ কুরাইশী কাফেরদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যারা বদরে পরাজিত হয়েছিল।

৭. বদর যুদ্ধে যখন মুসলমান ও কাফেরগণ পরস্পরের সম্মুখীন হলো ও সাধারণ ঘাত-প্রত্যাঘাতের সময় এলো তখন নবী করীম স. এক মুঠি বালু হাতে নিয়ে شاهت الوجوه বলে কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করেন এবং সাথে সাথে তাঁর আদেশে মুসলমানরা কাফেরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখানে এ ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ হাত তো ছিল রসূলুল্লাহর কিন্তু আঘাত ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে।

৮. মক্কা থেকে যাত্রা করার সময় মুশরিকরা কাবার পর্দা ধরে প্রার্থনা করেছিল—খোদা "দুই দলের মধ্যে উত্তম দলকে তুমি বিজয় দান কর।"

রুকূ' ঃ ৩

(٢٠) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ۝

২০. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো এবং হুকুম শোনার পর তা অমান্য করো না।

(٢١) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝

২১. তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, যারা বললো, আমরা শুনেছি অথচ তারা শোনে না।

(٢٢) اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

২২. অবশ্যই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের জানোয়ার হচ্ছে সেই সব বধির ও বোবা লোক যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

(٢٣) وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ۗ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

২৩. যদি আল্লাহ জানতেন, এদের মধ্যে সামান্য পরিমাণও কল্যাণ আছে তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে শুনতে উদ্বুদ্ধ করতেন। (কিন্তু কল্যাণ ছাড়া) যদি তিনি তাদের শুনাতেন তাহলে তারা নির্লিপ্ততার সাথে মুখ ফিরিয়ে নিতো।

(٢٤) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

২৪. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন রসূল তোমাদের এমন জিনিসের দিকে ডাকেন যা জীবন দান করবে। আর জেনে রাখো আল্লাহ মানুষ ও তার দিলের মাঝখানে আড়াল হয়ে আছেন এবং তোমাদের তাঁর দিকেই সমবেত করা হবে।

(٢٥) وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

২৫. আর সেই ফিত্‌না থেকে দূরে থাকো, যার অনিষ্টকারিতা শুধুমাত্র তোমাদের গোনাহগারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।[৯] জেনে রাখো, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

(٢٦) وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

২৬. স্মরণ করো, সেই সময়ের কথা যখন তোমরা ছিলে সামান্য কয়েকজন। পৃথিবীর বুকে তোমাদের দুর্বল মনে করা হতো। লোকেরা তোমাদেরকে খতম করেই দেয় নাকি, এ ভয়ে তোমরা কাঁপতে। তারপর আল্লাহ তোমাদের আশ্রয়স্থল যোগাড় করে দিলেন, নিজের সাহায্য দিয়ে তোমাদের শক্তিশালী করলেন এবং তোমাদের ভাল ও পবিত্র জীবিকা দান করলেন, হয়তো তোমরা শোকর-গুযার হবে।

(٢٧) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

২৭. হে ঈমানদারগণ! জেনে বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না, নিজেদের আমানত-সমূহের খেয়ানত করো না।[১০]

৯. এর অর্থ হচ্ছে—সেই সামগ্রিক ফেতনা যা মহামারীর ন্যায় ব্যাপক ধ্বংস নিয়ে আসে যাতে মাত্র পাপী লোকেরা গ্রেফতার হয় না, বরং তারাও মারা পড়ে যারা সেই পাপী সমাজ পরিবেশে বাস করাকে নিজেদের জন্য সহনীয় করে নেয়।

১০. নিজেদের 'আমানতসমূহ' বলতে সেই সমস্ত দায়িত্ব বুঝাচ্ছে যা কারোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে সোপর্দ করা হয় তা সেগুলো প্রতিজ্ঞা পালনের দায়িত্ব হতে পারে, দলগত প্রতিশ্রুতি হতে পারে বা দলের গুপ্ত ব্যাপার হতে পারে বা ব্যক্তিগত ও দলগত ধন-সম্পদ বা কোনো পদের দায়িত্বও হতে পারে যা কারো প্রতি আস্থা স্থাপন করে জামায়াত তাকে অর্পণ করে।

(٢٨) وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

২৮. এবং জেনে রাখো, তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি আসলে পরীক্ষার সামগ্রী। আর আল্লাহর কাছে প্রতিদান দেবার জন্য অনেক কিছুই আছে।

রুকূ’ ঃ ৪

(٢٩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

২৯. হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করার পথ অবলম্বন করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের কষ্টিপাথর দান করবেন।[১১] এবং তোমাদের পাপগুলো তোমাদের থেকে দূর করে দেবেন এবং তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল।

(٣٠) وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ؕ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ○

৩০. সেই সময়ের কথাও স্মরণ করার মত যখন সত্য অস্বীকারকারীরা তোমার বিরুদ্ধে নানান রকমের চক্রান্ত আঁটছিল তারা চাচ্ছিল তোমাকে বন্দী করতে। হত্যা করতে বা দেশ ছাড়া করতে।[১২] তারা নিজেদের কূট-কৌশল প্রয়োগ করে চলছিল, অন্যদিকে আল্লাহও তাঁর কৌশল প্রয়োগ করছিলেন আর আল্লাহ সবচেয়ে ভাল কৌশল অবলম্বনকারী।

(٣١) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

৩১. যখন তাদেরকে আমার আয়াত শুনানো হতো, তারা বলতো, “হ্যাঁ, আমরা শুনেছি, আমরা চাইলে এমন কথা আমরাও শুনাতে পারি। এতো সেই সব পুরানো কাহিনী, যা আগে থেকে লোকেরা বলে আসছে।”

(٣٢) وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

৩২. আর সেই কথাও স্মরণযোগ্য যা তারা বলেছিলঃ “হে আল্লাহ! যদি এটা যথার্থই সত্য হয়ে থাকে এবং তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো অথবা কোনো যন্ত্রণাদায়ক আযাব আমাদের ওপর আনো।”

(٣٣) وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○

৩৩. তুমিই যখন তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলে তখন আল্লাহ তাদের ওপর আযাব নাযিল করতে চাচ্ছিলেন না। আর এটা আল্লাহর রীতিও নয় যে, লোকেরা ক্ষমা চাইতে থাকবে এবং তিনি তাদেরকে আযাব দেবেন।

(٣٤) وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৩৪. কিন্তু এখন কেন তিনি তাদের ওপর আযাব নাযিল করবেন না যখন তারা মসজিদে হারামের পথ রোধ করছে? অথচ তারা এ মসজিদের বৈধ মুতাওয়াল্লীও নয়। এর বৈধ মুতাওয়াল্লী হতে পারে একমাত্র তাকওয়া-ধারীরাই। কিন্তু অধিকাংশ লোক একথা জানে না।

১১. কষ্টিপাথর সেই জিনিসকে বলে যা খাঁটি ও অখাঁটির পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করে। ‘ফুরকান’-এর অর্থও তাই। এজন্য আমি ‘ফুরকান’-এর অনুবাদ করেছি–কষ্টিপাথর। আল্লাহ তাআলার এরশাদের তাৎপর্য হচ্ছে ঃ যদি তুমি পৃথিবীতে আল্লাহকে ভয় করে কাজ কর তবে আল্লাহ তাআলা তোমার মধ্যে সেই পার্থক্য করার বোধশক্তি সৃষ্টি করে দেবেন যার দ্বারা পদে পদে তুমি নিজেই এটা জানতে ও বুঝতে পারবে যে, কোন্ গতি সঠিক ও কোন্‌টি ভুল, কোন্ পথ সত্য ও আল্লাহর দিকে গিয়েছে এবং কোন্ পথ মিথ্যা এবং শয়তানের সাথে মিলিত করে।

٣٥ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

৩৫. বায়তুল্লাহর কাছে তারা কি নামায পড়ে! তারা তো শুধু শিস দেয় ও তালি বাজায়। কাজেই তোমরা যে সত্য অস্বীকার করে আসছিলে তার প্রতিদানে এখন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।

٣٦ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ۝

৩৬. যারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথ রোধ করার জন্য ব্যয় করছে এবং এখনো আরো ব্যয় করতে থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা তাদের অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তারপর তারা বিজিত হবে। আর এ কাফেরদেরকে ঘেরাও করে জাহান্নামের দিকে আনা হবে।

٣٧ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

৩৭. মূলত আল্লাহ কলুষতাকে পবিত্রতা থেকে ছেঁটে আলাদা করবেন এবং সকল প্রকার কলুষতা মিলিয়ে একত্র করবেন তারপর এ পুঁটলিটা জাহান্নামে ফেলে দেবেন। মূলত এরাই হবে দেউলিয়া।

রুকূ' ঃ ৫

٣٨ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۝

৩৮. হে নবী! এ কাফেরদের বলে দাও, যদি এখনো তারা ফিরে আসে, তাহলে যা কিছু আগে হয়ে গেছে তা মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু যদি তারা আগের আচরণের পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে অতীতের জাতিগুলোর সাথে যা কিছু ঘটে গেছে তা সবার জানা।

٣٩ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

৩৯. হে ঈমানদারগণ! এ কাফেরদের সাথে এমন যুদ্ধ করো যেন গোমরাহী ও বিশৃংখলা নির্মূল হয়ে যায় এবং দীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তারপর যদি তারা ফিত্না থেকে বিরত হয় তাহলে আল্লাহই তাদের আমল দেখবেন।

٤٠ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

৪০. আর যদি তারা না মানে তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের পৃষ্ঠপোষক এবং তিনি সবচেয়ে ভাল সাহায্য-সহায়তা দানকারী।

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১০

৪১. আর তোমরা জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু গনীমতের মাল লাভ করেছো[১৩] তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ, তাঁর রসূল, আত্মীয়স্বজন, এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য নির্ধারিত। যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহর প্রতি এবং ফায়সালার দিন অর্থাৎ উভয় সেনাবাহিনীর সামনা সামনি মোকাবিলার দিন আমি নিজের বান্দার ওপর যা নাযিল করেছিলাম[১৪] তার প্রতি, (অতএব সানন্দে এ অংশ আদায় করো) আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর শক্তিশালী।

٤٢ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ۙ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ

৪২. স্মরণ করো, সেই সময়ের কথা যখন তোমরা উপত্যকার এদিকে ছিলে এবং তারা ছিল অন্যদিকে শিবির তৈরী করে আর কাফেলা ছিল তোমাদের থেকে নিচের (উপকূল) দিকে। যদি আগেভাগেই তোমাদের ও তাদের মধ্যে মোকাবিলার চুক্তি হয়ে থাকতো তাহলে তোমরা অবশ্যই এ সময় পাশ কাটিয়ে যেতে। কিন্তু যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তা এ জন্য ছিল যে, আল্লাহ যে বিষয়ের ফায়সালা করে ফেলেছিলেন তা তিনি কার্যকর করবেনই। এভাবে যাকে ধ্বংস হতে হবে সে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে ধ্বংস হবে এবং যাকে জীবিত থাকতে হবে সে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে জীবিত থাকবে। অবশ্যই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।

٤٣ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

৪৩. আর স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন হে নবী, আল্লাহ তোমার স্বপ্নের মধ্যে তাদেরকে সামান্য সংখ্যক দেখাচ্ছিলেন।[১৫] যদি তিনি তোমাকে তাদের সংখ্যা বেশী দেখিয়ে দিতেন তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধ করার ব্যাপারে ঝগড়া শুরু করে দিতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের এ থেকে রক্ষা করেছেন। অবশ্যই তিনি মনের অবস্থাও জানেন।

٤٤ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

৪৪. আর স্মরণ করো, যখন সামনাসামনি যুদ্ধের সময় আল্লাহ তোমাদের দৃষ্টিতে শত্রুদের সামান্য সংখ্যক দেখিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টিতেও তোমাদের কম করে দেখিয়েছেন, যাতে যে বিষয়টি অনিবার্য ছিল তাকে আল্লাহ প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিষয় আল্লাহর দিকেই ফিরে যায়।

রুকূ' ঃ ৬

٤٥ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

৪৫. হে ঈমানদারগণ! যখন কোনো দলের সাথে তোমাদের মোকাবিলা হয়, তোমরা দৃঢ়পদ থাকো এবং আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো বেশী বেশী করে। আশা করা যায়, এতে তোমরা সাফল্য অর্জন করবে।

১২. এখানে সেই সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যখন কুরাইশদের সন্দেহ যে মুহাম্মদ স.-ও এবার মদীনায় চলে যাবেন—দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল। সেই সময়ে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে শুরু করে যে—যদি এ ব্যক্তি মক্কা হতে সরে পড়ে তবে বিপদাশংকা আমাদের আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে। সুতরাং তারা তাঁর সম্পর্কে এক শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে একটি বৈঠক আহ্বান করে কিভাবে এ বিপদাশংকা দূর করা যেতে পারে সে বিষয়ে পারস্পরিক পরামর্শ করলো।

১৩. এখানে সেই যুদ্ধলব্ধ ধন বন্টনের বিধি জানানো হয়েছে যে সম্পর্কে ভাষণের সূচনাতে বলা হয়েছিল যে, এ আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের দান ও যে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার অধিকার হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের। এখন সেই সিদ্ধান্ত বিবৃত করা হয়েছে।

১৪. অর্থাৎ সেই সহায়তা-সাহায্য যার বদৌলতে তোমরা বিজয় লাভ করতে পেরেছ এবং যার বদৌলতে তোমাদের এ মালে গনীমত লাভ হয়েছে।

১৫. এ হচ্ছে সেই সময়ের কথা, যখন নবী করীম স. মুসলমানদের সাথে নিয়ে মদীনা থেকে চলে যাচ্ছিলেন বা পথে কোনো স্থানে ছিলেন এবং কাফেরদের সেনা সংখ্যা প্রকৃত কত ছিল তা সঠিক জানা যায়নি। এ সময়ে নবী স. স্বপ্নে এ সৈন্যদলকে দেখেছিলেন এবং যে দৃশ্য তাঁর সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছিল তা থেকে তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, শত্রু সংখ্যা খুব বেশী হবে না।

٤٦ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

৪৬. আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না, তাহলে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তির দিন শেষ হয়ে যাবে। সবরের পথ অবলম্বন করো,[১৬] অবশ্যই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে রয়েছেন।

٤٧ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

৪৭. আর তোমরা এমন লোকদের মত আচরণ করো না, যারা অহংকার করতে করতে ও লোকদেরকে নিজেদের মাহাত্ম্য দেখাতে দেখাতে ঘর থেকে বের হয়েছে এবং যারা আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বিরত রাখে। তারা যা কিছু করছে তা আল্লাহর নাগালের বাইরে নয়।

٤٨ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

৪৮. সেই সময়ের কথা একটু মনে করো, যখন শয়তান এদের কার্যকলাপকে এদের চোখে ঔজ্জ্বল্যময় করে দেখিয়েছিল এবং এদেরকে বলেছিল, আজ তোমাদের ওপর কেউ বিজয়ী হতে পারে না এবং আমি তোমাদের সাথে আছি। কিন্তু যখন উভয় বাহিনীর সামনাসামনি মোকাবিলা শুরু হলো তখনই সে পিছনের দিকে ফিরে গেলো এবং বলতে লাগলো ঃ তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি এমন কিছু দেখছি যা তোমরা দেখো না। আমি আল্লাহকে ভয় পাচ্ছি। আল্লাহ বড় কঠোর শাস্তিদাতা।

রুকু' ঃ ৭

٤٩ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

৪৯. যখন মুনাফিকরা এবং যাদের দিলে রোগ আছে তারা সবাই বলছিল, এদের দীনই তো এদের মাথা বিগড়ে দিয়েছে।[১৭] অথচ যদি কেউ আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাহলে আল্লাহ অবশ্যই বড়ই পরাক্রান্ত ও জ্ঞানী।

٥٠ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

৫০. হায়, যদি তোমরা সেই অবস্থা দেখতে পেতে যখন ফেরেশতারা নিহত কাফেরদের রূহ কবয করছিল। তারা তাদের চেহারায় ও পিঠে আঘাত করছিল এবং বলে চলছিল "নাও এবং জ্বালাপোড়ার শাস্তি ভোগ করো।

১৬. অর্থাৎ নিজেদের আবেগ ও বাসনা-কামনাকে সংযত করে রাখো। জলদি-বাজি, ঘর সন্ত্রস্ততা, বিহ্বলতা, নিরাশা, লোভ ও অসমীচীন উদ্দীপনা ও আবেগ থেকে বাঁচো। ঠাণ্ডা হৃদয়ে ও বিচার-বিবেচনাসহ সিদ্ধান্ত করার শক্তি নিয়ে কাজ করো। আপদ-বিপদ সামনে এলে তোমাদের যেন পদস্খলন না হয়। উত্তেজনার মুহূর্ত সামনে এলে ক্রোধের প্রকোপে কোনো অনুচিত কাজ যেন তোমার দ্বারা না ঘটে। দুঃখ-মুসিবতের আক্রমণ হোক, আর অবস্থার অবনতি ঘটেছে দেখা যাক—অস্থিরতা দ্বারা তোমার বোধ ও অনুভূতি যেন বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত না হয়। উদ্দেশ্য সাধন করার উদ্দীপনায় আকুল হয়ে কিংবা কোন অর্ধপক্ক তদবিরকে আপাত দৃষ্টিতে কার্যকরী দেখে তোমার সংকল্প যেন ব্যস্ততার শিকার না হয়। এবং যদি কখনও পার্থিব স্বার্থ লাভ এবং প্রবৃত্তির আস্বাদের লোভ তোমাকে তার দিকে আকর্ষণ করে তবে তার মুকাবিলায় তোমার মন যেন এত দুর্বল না হয় যে, তুমি অক্ষমভাবে তার দিকে চলে পড়। এবং যদি কখনও পার্থিব স্বার্থ ও লাভ এবং প্রবৃত্তির আস্বাদের লোভ তোমাকে তার দিকে টানে তবে তার মুকাবিলায় তোমার চিত্ত যেন এতো দুর্বল না হয় যে, বে-এখতিয়ার তুমি তার দিকে আকর্ষিত হয়ে চলে যাও। এ সমস্ত অর্থ ও তাৎপর্য মাত্র একটি শব্দ 'সবর'-এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। এবং আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা এসব দিক দিয়ে 'সাবের' (ধৈর্যশীল) আমার সাহায্য তারাই লাভ করবে।

১৭. অর্থাৎ মদীনার মুনাফিকরা এবং এসব লোক যারা দুনিয়া পরস্তি ও আল্লাহর প্রতি গাফিলতির ব্যাধিতে ভুগছে। যখন দেখলো যে মুসলমানদের সহায়-সম্পদহীন মুষ্টিমেয় জামায়াত কুরাইশদের মত জবরদস্ত শক্তির সাথে টক্কর দিতে চলেছে তখন তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরে বলাবলি করতো যে, এরা নিজেদের দীনী উৎসাহ-উদ্দীপনায় পাগল হয়ে গেছে। এ সংঘর্ষে তাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত। কিন্তু এ নবী তাদের ওপর এমন কিছু যাদুমন্ত্র ফুঁকে দিয়েছে যে, তাদের বুদ্ধিসুদ্ধি বিকৃত হয়ে গেছে। তারা চোখে দেখেও এ মৃত্যুর মুখে দৌড়ে চলেছে।

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝٥١

৫১. এ হচ্ছে সেই অপকর্মের প্রতিফল যা তোমরা আগেই করে রেখে এসেছো। নয়তো আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর যুলুমকারী নন।"

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٥٢

৫২. এ ব্যাপারটি তাদের সাথে ঠিক তেমনিভাবে ঘটেছে যেমন ফেরাউনের লোকদের ও তাদের আগের অন্যান্য লোকদের সাথে ঘটে এসেছে। তারা আল্লাহর আয়াত-সমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। ফলে তাদের গোনাহের ওপর আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। আল্লাহ ক্ষমতাশালী এবং কঠোর শাস্তিদাতা।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٥٣

৫৩. এটা ঠিক আল্লাহর এ রীতি অনুযায়ী হয়েছে, যে রীতি অনুযায়ী তিনি কোনো জাতিকে কোনো নিয়ামত দান করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধন করেন না যতক্ষণ না সেই জাতি নিজেই নিজের কর্মনীতির পরিবর্তন সাধন কর। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন।

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ۝٥٤

৫৪. ফেরাউনের লোকজন ও তাদের আগের জাতিদের সাথে যা কিছু ঘটেছে এ রীতি অনুযায়ীই ঘটেছে। তারা নিজেদের রবের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। ফলে তাদের গুনাহের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফেরাউনের লোক-লস্করকে ডুবিয়ে দিয়েছি এরা সবাই ছিল জালেম।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٥٥

৫৫. অবশ্যই আল্লাহর কাছে যমীনের ওপর বিচরণশীল জীবের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে তারাই যারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। তারপর তারা আর কোনো মতেই তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝٥٦

৫৬. (বিশেষ করে) তাদের মধ্য থেকে এমন সব লোক যাদের সাথে তুমি চুক্তি করেছো তারপর তারা প্রত্যেকবার তা ভংগ করে এবং একটুও আল্লাহর ভয় করে না।[১৮]

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝٥٧

৫৭. কাজেই এ লোকদের যদি তোমরা যুদ্ধের মধ্যে পাও তাহলে তাদের এমনভাবে মার দেবে যেন তাদের পরে অন্য যারা এমনি ধরনের আচরণ করতে চাইবে তারা দিশা হারিয়ে ফেলে।[১৯] আশা করা যায়, চুক্তি ভংগকারীদের এ পরিণাম থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

১৮. এখানে বিশেষ করে ইয়াহুদীদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, তাদের সাথে নবী করীম স.-এর চুক্তি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁর ও মুসলমানদের বিরুদ্ধতায় তৎপর ছিল। বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তারা কুরাইশদেরকে উত্তেজিত করতে শুরু করে।

১৯. অর্থাৎ যদি কোনো জাতির সাথে আমাদের সন্ধিচুক্তি থাকে এবং তারা যদি নিজেদের চুক্তিমত দায়িত্ব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তবে আমরাও চুক্তির নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবো এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা আমাদের 'হক' হবে। তাছাড়া যদি কোনো কওমের সাথে আমাদের যুদ্ধের সময় আমরা দেখি যে আমাদের সাথে সন্ধিচুক্তিবদ্ধ কোনো কওমের লোকেরাও শত্রু পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেছে তবে আমরা তাদের হত্যা করতে ও তাদের সাথে শত্রুর যোগ্য ব্যবহার করতে কখনও কোনো কুণ্ঠাবোধ করবো না।

৫৮. আর যদি কখনো কোনো জাতির পক্ষ থেকে তোমাদের খেয়ানতের আশংকা থাকে তাহলে তার চুক্তি প্রকাশ্যে তার সামনে ছুঁড়ে দাও।[২০] নিসন্দেহে আল্লাহ খেয়ানতকারীকে পসন্দ করেন না।

রুকূ’ ঃ ৮

৫৯. সত্য অস্বীকারকারীরা যেন এ ভুল ধারণা পোষণ না করে যে, তারা জিতে গেছে। নিশ্চয়ই তারা আমাকে হারাতে পারবে না।

৬০. আর তোমরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি ও সদাপ্রস্তুত ঘোড়া তাদের মোকাবিলার জন্য যোগাড় করে রাখো।[২১] এর মাধ্যমে তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, নিজের শত্রুকে এবং অন্য এমন সব শত্রুকে যাদেরকে তোমরা চিন না। কিন্তু আল্লাহ চেনেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু খরচ করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কখনো জুলুম করা হবে না।

৬১. আর হে নবী! শত্রু যদি সন্ধি ও শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তুমিও সেদিকে ঝুঁকে পড়ো এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভর করো। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

৬২. যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায় তাহলে তোমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। তিনিই তো নিজের সহায়তায় ও মুমিনদের মাধ্যমে তোমাকে সমর্থন জানিয়েছেন।

৬৩. এবং মুমিনদের অন্তর পরস্পরের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। তুমি সারা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করলেও এদের অন্তর জোড়া দিতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের অন্তর জুড়ে দিয়েছেন। অবশ্যই তিনি বড়ই পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।

৬৪. হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী ঈমানদারদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

রুকূ’ ঃ ৯

৬৫. হে নবী! মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করো। তোমাদের মধ্যে বিশজন সবরকারী থাকলে তারা দু’শ জনের ওপর বিজয়ী হবে। আর যদি এমনি ধরনের একশ জন থাকে তাহলে তারা সত্য অস্বীকারকারীদের মধ্য থেকে এক হাজার জনের ওপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক ধরনের লোক যাদের বোধশক্তি নেই।[২২]

(٥٨) وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝

(٥٩) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۝

(٦٠) وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ۚ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝

(٦١) وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

(٦٢) وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۝

(٦٣) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

(٦٤) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

(٦٥) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۝

۞ اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

৬৬. বেশ, এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা হাল্‌কা করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনেছেন যে, এখনো তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই যদি তোমাদের মধ্যে একশ জন সবরকারী হয় তাহলে তারা দু'শ জনের ওপর এবং এক হাজার লোক এমনি পর্যায়ের হলে তারা দু'হাজারের ওপর আল্লাহর হুকুমে বিজয়ী হবে।[২৩] আর আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।

۞ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖۗ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

৬৭. সারা দেশে শত্রুদেরকে ভালভাবে পর্যুদস্ত না করা পর্যন্ত কোনো নবীর পক্ষে নিজের কাছে বন্দীদের রাখা শোভনীয় নয়। তোমরা চাও দুনিয়ার স্বার্থ। অথচ আল্লাহর সামনে রয়েছে আখেরাত। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ।

۞ لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَاۤ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

৬৮. আল্লাহর লিখন যদি আগেই না লেখা হয়ে যেতো তাহলে তোমরা যা কিছু করেছো সে জন্য তোমাদের কঠোর শাস্তি দেয়া হতো।

۞ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖؗ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৬৯. কাজেই তোমরা যা কিছু সম্পদ লাভ করেছো তা খাও, কেননা, তা হালাল ও পাক-পবিত্র এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো।[২৪] নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

২০. অর্থাৎ তাদের পরিষ্কাররূপে জানিয়ে দাও যে, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো চুক্তি আর বাকী নেই। কেননা তোমরা প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছো।

২১. অর্থাৎ তোমাদের কাছে যুদ্ধ সামগ্রী ও একটি স্থায়ী সৈন্যবাহিনী সবসময়ের জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার, যেন প্রয়োজনে অবিলম্বে যুদ্ধ ক্রিয়া শুরু করতে পারো। যেন এরূপ না হয় যে, বিপদ মাথার উপর এসে পড়ার পর তাড়াহুড়া করে স্বেচ্ছাসেবক, হাতিয়ার ও রসদ সামগ্রী সংগ্রহ করার চেষ্টা করার চেষ্টা করতে লেগে যাও আর ইতিমধ্যে তোমাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই শত্রু তার কাজ শেষ করে চলে যায়।

২২. আধুনিক পরিভাষায় যে জিনিসকে আত্মিক বা নৈতিকশক্তি (মর‍্যাল) বলা হয়ে থাকে আল্লাহ তাআলা তাকে ফেকাহ ও ফহম এবং সমঝ-বুঝ বলে অভিহিত করেছেন। যে ব্যক্তি নিজের উদ্দেশ্যের সঠিক চেতনা ও বুঝ রাখে এবং নিরুদ্বিগ্ন হৃদয়ে খুব বুঝেসুঝে এজন্য সংগ্রাম করছে যে, যে জিনিসের জন্য সে জীবনপাত করতে এসেছে তা তার ব্যক্তিগত জীবন থেকে অধিকতর মূল্যবান এবং তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তার জীবনধারণ অর্থহীন, সে ব্যক্তি নিজ অজ্ঞাতেই তার সাথে সংগ্রামরত ব্যক্তির চেয়ে অনেকগুণ অধিক শক্তি ধারণ করে, যদিও দৈহিক শক্তিতে উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকে।

২৩. এর অর্থ এ নয় যে—প্রথমে এক ও দশের অনুপাত ছিল। আর এখন তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা এসে যাওয়ার জন্য এক ও দুইয়ের অনুপাত কায়েম করে দেয়া হয়েছে। বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে—নীতিগত ও আদর্শগত দিক দিয়ে তো মুমিন ও কাফেরের মধ্যে অনুপাত হচ্ছে এক ও দশেরই অনুপাত। কিন্তু যেহেতু এখন তোমাদের নৈতিক শিক্ষা পরিপূর্ণ হয়নি এবং এখনও পর্যন্ত তোমাদের চেতনা ও তোমাদের সমঝবুঝের মান পরিপক্কতা লাভ করেনি এজন্য আপাতত অন্ততপক্ষে তোমাদের কাছে এ দাবী করা হচ্ছে যে, তোমাদের থেকে দ্বিগুণ শক্তির সাথে টক্কর নিতে তোমাদের কোনো দ্বিধা-সংকোচ হওয়া উচিত নয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন—এ হুকুম হচ্ছে দ্বিতীয় হিজরী সনের, যখন মুসলমানদের মধ্যে বহুলোক সবেমাত্র ইসলামে প্রবেশ করেছে ও তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক শিক্ষা (তরবিয়ত) প্রাথমিক অবস্থায় ছিল।

২৪. বদর যুদ্ধের পূর্বে সূরা মুহাম্মদে যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রাথমিক হেদায়াত দান করা হয়েছিল। তাতে যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে ফিদইয়া (মুক্তিপণ) আদায়ের অনুমতি ছিল ; কিন্তু তার সাথে এ শর্ত যুক্ত করা হয়েছিল যে, প্রথমে শত্রুদের শক্তিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করে দিতে হবে, তারপরে যুদ্ধবন্দী গ্রহণের কথা। এ আদেশ অনুসারে মুসলমানগণ বদরে যে সমস্ত বন্দী গ্রেফতার করেছিল ও তারপর তাদের কাছ থেকে যে ফিদইয়া গ্রহণ করেছিল তা আদেশ অনুযায়ী ছিল বটে, কিন্তু ভুল এই হয়েছিল যে, 'শত্রুদের শক্তি চূর্ণ করে দেবার' যে শর্ত অগ্রগণ্য করা হয়েছিল তা পূর্ণ করার পূর্বেই মুসলমানগণ শত্রুদের বন্দী করা ও মালে গণিমত (যুদ্ধলব্ধ ধন) সংগ্রহ করার কাজে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এ কাজ আল্লাহ তাআলা পসন্দ করেননি। কেননা যদি এরূপ না করে মুসলমানরা কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করতো তবে সেই সুযোগেই কুরাইশদের শক্তি চূর্ণ করে দেয়া যেতো।

রুকূ’ ঃ ১০

٧٠ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّمَن فِىٓ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰٓ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِى قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৭০. হে নবী! তোমাদের হাতে যেসব বন্দী আছে তাদেরকে বলো, যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভাল কিছু দেখেন, তাহলে তিনি তোমাদের থেকে যা নেয়া হয়েছে তা থেকে অনেক বেশী দেবেন এবং তোমাদের ভুলগুলো মাফ করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

٧١ وَإِن يُرِيدُوا۟ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا۟ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

৭১. কিন্তু তারা যদি তোমার সাথে বিশ্বাস ভংগ করতে চায় তাহলে এর আগেও তারা আল্লাহর সাথে বিশ্বাস ভংগ করেছে, কাজেই এরি সাজা আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন, যার ফলে তারা তোমার করায়ত্ত হয়েছে। আর আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি জ্ঞানী।

٧٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا۟ وَّنَصَرُوٓا۟ أُو۟لَٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يُهَاجِرُوا۟ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَىْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ ۚ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

৭২. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজের জানমালের ঝুঁকি নিয়ে জিহাদ করেছে আর যারা হিজরতকারীদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, আসলে তারাই পরস্পরের বন্ধু ও অভিভাবক। আর যারা ঈমান এনেছে ঠিকই কিন্তু হিজরত করে (দারুল ইসলামে) আসেনি তারা হিজরত করে না আসা[২৫] পর্যন্ত তাদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্বের ও অভিভাবকত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে হ্যাঁ, দীনের ব্যাপারে যদি তারা তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের জন্য ফরয। কিন্তু এমন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে।[২৬] তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখেন।

٧٣ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝

৭৩. যারা সত্য অস্বীকার করেছে তারা পরস্পর সাহায্য সহযোগিতা করে। যদি তোমরা এটা না করো তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা সৃষ্টি হবে ও বড় বিপর্যয় দেখা দেবে।[২৭]

২৫. ‘বেলায়ত’ শব্দটি আরবী ভাষায় সমর্থন, সহায়তা, সাহায্য, পৃষ্ঠপোষকতা, বন্ধুত্ব, নৈকট্য এবং অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতের পূর্বাপর প্রসংগ অনুসারে সুস্পষ্টরূপে এখানে বেলায়তের অর্থ হবেঃ রাষ্ট্রের সাথে তার নাগরিকদের ও নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। মোটকথা, এ আয়াত আইনী ও রাজনৈতিক—‘বেলায়ত’ কে ইসলামী রাষ্ট্রের ভৌগলিক সীমা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দেয় এবং ঐ সীমা বহির্ভূত মুসলমানদের এ বিশেষ সম্বন্ধ থেকে বহির্ভূত গণ্য করে।এ বেলায়ত শূন্যতায় আইনগত ফল খুব ব্যাপক। এখানেএ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণদানের ক্ষেত্র নয়।

২৬. উপরোক্ত বাক্যাংশে ‘দারুল ইসলাম’-এর বাইরে অবস্থিত মুসলমানদের রাজনৈতিক ‘বেলায়ত’-এর সম্বন্ধ থেকে বহির্ভূত গণ্য করা হয়েছিল। এখন এ আয়াত এ ব্যাপারটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করেছে যে, এ ‘বেলায়তের’ সম্বন্ধ থেকে বহির্ভূত গণ্য হলেও দীনী ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ থেকে নয়। যদি কোথাও তাদের উপর অত্যাচার ও তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের খাতিরে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও তার অধিবাসীদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদের ফরয (অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব) হচ্ছে নিজেদের অত্যাচারিত ভাইদের সাহায্য করা। কিন্তু এরপর আরও অধিক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রসংগে বলা হয়েছে যে—এ ‘দীনী ভাইদের’ সাহায্যের কর্তব্য এলোপাতাড়িভাবে করা যাবে না, বরং আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও নৈতিক সীমার মর্যাদা রক্ষা করে করতে হবে। যদি অত্যাচারী জাতির সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সন্ধিচুক্তি থাকে, তবে সে অবস্থায় অত্যাচারিত মুসলমানদেরকে এরূপ কোনো সাহায্য করা যাবে না যা চুক্তির নৈতিক দায়িত্বের পরিপন্থী বলে গণ্য হবে।

২৭. অর্থাৎ দারুল ইসলামের মুসলমানরা যদি একে অপরের ‘ওলি’ না হয় এবং হিজরত করে যেসব মুসলমান দারুল ইসলামে না এসে দারুল কুফরে বসবাস করছে তাদেরকে যদি দারুল ইসলামের মুসলমানেরা নিজের বেলায়ত থেকে বহির্ভূত গণ্য না করে এবং বাহিরের অত্যাচারিত মুসলমানেরা

۞ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۚ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○

৭৪. যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর পথে বাড়ি-ঘর ত্যাগ করেছে ও জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য-সহায়তা করেছে তারাই সাচ্চা মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে ভুলের ক্ষমা ও সর্বোত্তম রিযিক।

۞ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরত করে এসেছে এবং তোমাদের সাথে মিলে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাচ্ছে তারাও তোমাদেরই অন্তরভুক্ত। কিন্তু আল্লাহর কিতাবে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ পরস্পরের বেশী হকদার।[২৮] অবশ্য আল্লাহ সব জিনিস জানেন।

সাহায্য প্রার্থনা করলে যদি তাদের সাহায্য না করা হয় এবং এ একই সাথে যদি এ নীতিও মান্য করা হয় যে, যে জাতির সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সন্ধিচুক্তি আছে তার বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করা হবে না এবং যদি মুসলমানেরা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন না করে, তবে পৃথিবীতে ফেতনা ও বিরাট ফাসাদ সৃষ্টি হবে।

২৮. অর্থাৎ উত্তরাধিকার ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নয়, বরং আত্মীয়তার ভিত্তিতে বণ্টিত হবে। তবে নবী করীম স. এ হুকুমের ব্যাখ্যা করে আরও এরশাদ করেছেন যে—মাত্র মুসলমান আত্মীয়-স্বজন একে অন্যের উত্তরাধিকারী হবে। মুসলমান কোনো কাফেরের বা কাফের কোনো মুসলমানের উত্তরাধিকারী হবে না।

সূরা আত তাওবা

৯

নামকরণ

এ সূরাটি দু'টি নামে পরিচিত ঃ আত্ তাওবা ও আল বারাআতু। তাওবা নামকরণের কারণ, এ সূরার এক জায়গায় কতিপয় ঈমানদারের গোনাহ মাফ করার কথা বলা হয়েছে। আর এর শুরুতে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়েছে বলে একে বারাআত (অর্থাৎ সম্পর্কচ্ছেদ) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

বিসমিল্লাহ না লেখার কারণ

এ সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' লেখা হয় না। মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু মতভেদ ঘটেছে। তবে এ প্রসংগে ইমাম রাযীর বক্তব্যটিই সঠিক। তিনি লিখেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এর শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখাননি, কাজেই সাহাবায়ে কেরামও লেখেননি এবং পরবর্তী লোকেরা এ রীতির অনুসরণ অব্যাহত রেখেছেন। পবিত্র কুরআন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হুবহু ও সামান্যতম পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যেভাবে তিনি দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই তাকে সংরক্ষণ করার জন্য যে সর্বোচ্চ পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, এটি তার আর একটি প্রমাণ।

নাযিলের সময়-কাল ও সূরার অংশসমূহ

এ সূরাটি তিনটি ভাষণের সমষ্টি। প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু হয়ে পঞ্চম রুকূ'র শেষ অবধি চলেছে। এর নাযিলের সময় হচ্ছে ৯ হিজরীর যিলকাদ মাস বা তার কাছাকাছি সময়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে বছর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে মক্কায় রওয়ানা দিয়েছিলেন। এমন সময় এ ভাষণটি নাযিল হয়। তিনি সাথে সাথেই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর পিছে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে হজ্জের সময় সারা আরবের প্রতিনিধিত্বশীল সমাবেশে তা শুনানো হয় এবং সে অনুযায়ী যে কর্মপদ্ধতি নির্দেশিত হয়েছিল তা ঘোষণা করা যায়।

দ্বিতীয় ভাষণটি ৬ রুকূ'র শুরু থেকে ৯ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত চলেছে। এটি ৯ হিজরীর রজব মাসে বা তার কিছু আগে নাযিল হয়। সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এখানে মুমিনদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আর যারা মুনাফিকী বা দুর্বল ঈমান অথবা কুড়েমি ও অলসতার কারণে আল্লাহর পথে ধন-প্রাণের ক্ষতি বরদাশত করার ব্যাপারে টালবাহানা করছিল তাদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাষণটি ১০ রুকূ' থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর এ অংশটি নাযিল হয়। এর মধ্যে এমনও অনেকগুলো খণ্ডিত অংশ রয়েছে যেগুলো ঐ দিনগুলোতে বিভিন্ন পরিবেশে নাযিল হয় এবং পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর ইংগিতে সেগুলো সব একত্র করে একই ধারাবাহিক ভাষণের সাথে সংযুক্ত করে দেন। কিন্তু যেহেতু সেগুলো একই বিষয়বস্তু ও একই ঘটনাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট তাই ভাষণের ধারাবাহিকতা কোথাও ব্যাহত হতে দেখা যায় না। এখানে মুনাফিকদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। তাবুক যুদ্ধে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন তাদেরকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা হয়েছে। আর যে সাচ্চা ঈমানদার লোকেরা নিজেদের ঈমানের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ছিলেন ঠিকই কিন্তু আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন, তিরস্কার করার সাথে সাথে তাদের ক্ষমার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

আয়াতগুলো যে পর্যায়ক্রমিক ধারায় নাযিল হয়েছে তার প্রেক্ষিতে প্রথম ভাষণটি সবশেষে বসানো উচিত ছিল। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দিক দিয়ে সেটিই ছিল সবার আগে। এজন্য কিতাব আকারে সাজাবার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রথমে রাখেন এবং অন্য ভাষণ দু'টিকে তার পরে রাখেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নাযিলের সময়-কাল নির্ধারিত হবার পর এ সূরার ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর একটু দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এ সূরার বিষয়বস্তুর সাথে যে ঘটনা পরম্পরার সম্পর্ক রয়েছে, তার সূত্রপাত ঘটেছে হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে। হুদাইবিয়া পর্যন্ত ছ' বছরের

অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ফলে আরবের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এলাকায় ইসলাম একটি সুসংগঠিত ও সংঘবদ্ধ সমাজের ধর্ম, একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। হোদাইবিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর এ ধর্ম বা দীন আরো বেশী নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে চারদিকে প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পেয়ে যায়।[১] এরপর ঘটনার গতিধারা দু'টি বড় বড় খাতে প্রবাহিত হয়। আরো সামনে অগ্রসর হয়ে ঐ দু'টি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে একটির সম্পর্ক ছিল আরবের সাথে এবং অন্যটির রোম সাম্রাজ্যের সাথে।

আরব বিজয়

হোদাইবিয়ার সন্ধির পর আরবে ইসলামের প্রচার, প্রসারের জন্য এবং ইসলামী শক্তি সুসংহত করার জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তার ফলে মাত্র দু' বছরের মধ্যেই ইসলামের প্রভাব বলয় এত বেড়ে যায় এবং তার শক্তি এতটা পরাক্রান্ত ও প্রতাপশালী হয়ে ওঠে যে, পুরাতন জাহেলিয়াত তার মুকাবিলায় অসহায় ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। অবশেষে কুরাইশদের অতি উৎসাহী লোকেরা নিজেদের পরাজয় আসন্ন দেখে আর সংযত থাকতে পারেনি। তারা হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে। এ সন্ধির বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে একটা চূড়ান্ত যুদ্ধ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু এ চুক্তি ভংগের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আর গুছিয়ে নেবার কোনো সুযোগ দেননি। তিনি ৮ হিজরীর রমযান মাসে আকস্মিকভাবে মক্কা আক্রমণ করে তা দখল করে নেন। এরপর প্রাচীন জাহেলী শক্তি হুনাইনের ময়দানে তাদের শেষ মরণকামড় দিতে চেষ্টা করে। সেখানে হাওয়াযিন, সাকীফ, নদর, জুসাম এবং অন্যান্য কতিপয় জাহেলিয়াতপন্থী গোত্র তাদের পূর্ণ শক্তির সমাবেশ ঘটায়। এভাবে তারা মক্কা বিজয়ের পর যে সংস্কারমূলক বিপ্লবটি পূর্ণতার পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল তার পথ রোধ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তাদের এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। হুনাইন যুদ্ধে তাদের পরাজয়ের সাথে সাথেই আরবের ভাগ্যের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যায়। আর এ ফায়সালা হচ্ছে, আরবকে এখন দারুল ইসলাম হিসেবেই টিকে থাকতে হবে। এ ঘটনার পর পুরো এক বছর যেতে না যেতেই আরবের বেশীর ভাগ এলাকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। এ অবস্থায় জাহেলী ব্যবস্থার শুধুমাত্র কতিপয় বিচ্ছিন্ন লোক দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। উত্তরে রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে সে সময়ে যেসব ঘটনা ঘটে চলছিল তা ইসলামের এ সম্প্রসারণ ও বিজয়কে পূর্ণতায় পৌছুতে আরো বেশী করে সাহায্য করে। সেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দুঃসাহসিকতার সাথে ৩০ হাজারের বিরাট বাহিনী নিয়ে যান এবং রোমীয়রা যেভাবে তাঁর মুখোমুখি হবার ঝুঁকি না নিয়ে পিঠটান দিয়ে নিজেদের দুর্বলতার প্রকাশ ঘটায় তাতে সারা আরবে তাঁর ও তাঁর দীনের অপ্রতিরোধ্য প্রতাপ ও অজেয় ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এর ফলশ্রুতিতে তাবুক থেকে ফিরে আসার সাথে সাথেই তাঁর কাছে একের পর এক প্রতিনিধি দল আসতে থাকে আরবের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা থেকে। তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাঁর বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করে।[২] এ অবস্থাটিকেই কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ـ

"যখন আল্লাহর সাহায্য এসে গেলো ও বিজয় লাভ হলো এবং তুমি দেখলে লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে।"

তাবুক অভিযান

মক্কা বিজয়ের আগেই রোম সাম্রাজ্যের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। হোদাইবিয়ার সন্ধির পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন অংশে যেসব প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি দল গিয়েছিল উত্তর দিকে সিরিয়া সীমান্তের লাগোয়া গোত্রগুলোর মধ্যে। তাদের বেশীর ভাগ ছিল খৃস্টান এবং রোম সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন। তারা 'যাতুত্ তালাহ' (অথবা যাতু-আত্‌লাহ) নামক স্থানে ১৫জন মুসলমানকে হত্যা করে। কেবলমাত্র প্রতিনিধি দলের নেতা হযরত কা'ব ইবনে উমাইর গিফারী প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। একই সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুসরার গবর্ণর শুরাহ্‌বীল ইবনে 'আমরের নামেও দাওয়াত নামা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেও তাঁর দূত হারেস ইবনে উমাইরকে হত্যা করে। এ সরদারও ছিল খৃস্টান এবং সরাসরি রোমের কাইসারের হুকুমের অনুগত। এসব কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৮ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে তিন হাজার মুজাহিদদের একটি সেনাবাহিনী সিরিয়া সীমান্তের দিকে পাঠান। ভবিষ্যতে এ এলাকাটি যাতে মুসলমানদের জন্য নিরাপদ হয়ে যায় এবং এখানকার লোকেরা মুসলমানদেরকে দুর্বল মনে

---

১. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা মায়েদা ও সূরা ফাত্‌হ-এর ভূমিকা।

২. মুহাদ্দিসগণ এ প্রসংগে যেসব গোত্র, সরদার, আমীর ও বাদশাহের প্রতিনিধি দলের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত পৌছে। এরা আরবের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম সব এলাকা থেকেই এসেছিল।

করে তাদের ওপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করার সাহস না করে, এ-ই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এ সেনাদলটি মা'আন নামক স্থানের কাছে পৌঁছার পর জানা যায়, শুরাহবীল ইবনে আমর এক লাখ সেনার একটি বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলায় আসছে। ওদিকে রোমের কাইসার হিম্স নামক স্থানে সশরীরে উপস্থিত। তিনি নিজের ভাই থিয়োডরের নেতৃত্বে আরো এক লাখের একটি সেনাবাহিনী রওয়ানা করে দেন। কিন্তু এসব আতংকজনক খবরাখবর পাওয়ার পরও তিন হাজারের এ প্রাণোৎসর্গী ছোট্ট মুজাহিদ বাহিনীটি অগ্রসর হতেই থাকে। অবশেষে তারা মুতা নামক স্থানে শুরাহবীলের এক লাখের বিরাট বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ অসম সাহসিকতা দেখানোর ফলে মুসলিম মুজাহিদদের পিষ্ট হয়ে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সারা আরব দেশ এবং সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখলো যে, এক ও তেত্রিশের এ মুকাবিলায়ও কাফেররা মুসলমানদের ওপর বিজয়ী হতে পারলো না। এ জিনিসটিই সিরিয়া ও তার সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী আধা স্বাধীন আরব গোত্রগুলোকে এমনকি ইরাকের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসকারী পারস্য সম্রাটের প্রভাবাধীন নজদী গোত্রগুলোকেও ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে। তাদের হাজার হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করে। বনী সুলাইম (আব্বাস ইবনে মিরদাস সুলামী ছিলেন তাদের সরদার), আশজা, গাতফান, যুবইয়ান ও ফাযারাহ গোত্রের লোকেরা এ সময়ই ইসলাম গ্রহণ করে। এ সময়ই রোম সাম্রাজ্যের আরবীয় সৈন্য দলের একজন সেনাপতি ফারওয়া ইবনে আমর আলজুযামী মুসলমান হন। তিনি নিজের ঈমানের এমন অকাট্য প্রমাণ পেশ করেন, যা দেখে আশেপাশের সব এলাকার লোকেরা বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে পড়ে। ফারওয়ার ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে কাইসার তাঁকে গ্রেফতার করিয়ে নিজের দরবারে আনেন। তাঁকে দু'টি জিনিসের মধ্যে যে কোনো একটি নির্বাচন করার ইখতিয়ার দেন। তাঁকে বলেন, ইসলাম ত্যাগ করো। তাহলে তোমাকে শুধু মুক্তিই দেয়া হবে না আগের পদমর্যাদাও বহাল করে দেয়া হবে। অথবা মুসলমান থাকো। কিন্তু এর ফলে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। তিনি ধীর স্থিরভাবে চিন্তা করে ইসলামকে নির্বাচিত করেন এবং সত্যের পথে প্রাণ বিসর্জন দেন। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে কাইসার তার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে উদ্ভূত এক ভয়াবহ 'হুমকির' স্বরূপ উপলব্ধি করেন, যা আরবের মাটিতে সৃষ্ট হয়ে তার সাম্রাজ্যের দিকে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছিল।

পরের বছর কাইসার মুসলমানদের মুতা যুদ্ধের শাস্তি দেবার জন্য সিরিয়া সীমান্তে সামরিক প্রস্তুতি শুরু করে দেন। তার অধীনে গাস্সানী ও অন্যান্য আরব সরদাররা সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে বেখবর ছিলেন না। একেবারেই নগণ্য ও তুচ্ছ যেসব ব্যাপার ইসলামী আন্দোলনের ওপর সামান্যতমও অনুকূল বা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে তিনি সর্বক্ষণ সচেতন ও সতর্ক থাকতেন। এ প্রস্তুতিগুলোর অর্থ তিনি সাথে সাথেই বুঝে ফেলেন। কোনো প্রকার ইতস্তত না করেই কাইসারের বিশাল বিপুল শক্তির সাথে তিনি সংঘর্ষে লিপ্ত হবার ফায়সালা করে ফেলেন। এ সময় সামান্যতমও দুর্বলতা দেখানো হলে এতদিনকার সমস্ত মেহনত ও কাজ বরবাদ হয়ে যেতো। একদিকে হুনাইনে আরবের যে ক্ষয়িষ্ণু ও মুমূর্ষু জাহেলিয়াতের বুকে সর্বশেষ আঘাত হানা হয়েছিল তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো এবং অন্যদিকে মদীনার যে মুনাফিকরা আবু আমের রাহেবের মধ্যস্থতায় গাসসানের খৃস্টান বাদশাহ এবং স্বয়ং কাইসারের সাথে গোপন যোগসাজশে লিপ্ত হয়েছিল : উপরন্তু যারা নিজেদের দুষ্কর্মের ওপর দীনদারীর প্রলেপ লাগাবার জন্য মদীনার সংলগ্ন এলাকায় "মসজিদে দ্বিরার"(ইসলামী মিল্লাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে তৈরি মসজিদ) নির্মাণ করেছিল, তারা পিঠে ছুরি বসিয়ে দিতো। সামনের দিক থেকে কাইসার আক্রমণ করতে আসছিল। ইরানীদের পরাজিত করার পর দূরের ও কাছের সব এলাকায় তার দোর্দণ্ড প্রতাপ ও দাপট ছড়িয়ে পড়েছিল। এ তিনটি ভয়ংকর বিপদের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ইসলামের অর্জিত বিজয় অকস্মাত পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারতো। তাই যদিও দেশে দুর্ভিক্ষ চলছিল, আবহাওয়া ছিল প্রচণ্ড গরম, ফসল পাকার সময় কাছে এসে গিয়েছিল, সওয়ারী ও সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল। অর্থের অভাব ছিল প্রকট এবং দুনিয়ার দু'টি বৃহত্তম শক্তির একটির মোকাবিলা করতে হচ্ছিল ; তবুও আল্লাহর নবী এটাকে সত্যের দাওয়াতের জন্য জীবন-মৃত্যুর ফায়সালা করার সময় মনে করে এ অবস্থায়ই যুদ্ধ প্রস্তুতির সাধারণ ঘোষণা জারি করে দেন। এর আগের সমস্ত যুদ্ধ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কাউকে বলতেন না কোন্‌দিকে যাবেন এবং কার সাথে মোকাবিলা করতে হবে। বরং মদীনা থেকে বের হবার পরও অভীষ্ট মনযিলের দিকে যাবার সোজা পথ না ধরে তিনি অন্য বাঁকা পথ ধরতেন। কিন্তু এবার তিনি এ আবরণটুকুও রাখলেন না। এবার পরিষ্কার বলে দিলেন যে, রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং সিরিয়ার দিকে যেতে হবে।

এ সময়টি যে অত্যন্ত নাজুক ছিল তা আরবের সবাই অনুভব করছিল। প্রাচীন জাহেলিয়াতের প্রেমিকদের মধ্যে যারা তখনো বেঁচে ছিল তাদের জন্য এটি ছিল শেষ আশার আলো। রোম ও ইসলামের এ সংঘাতের ফলাফল কি দাঁড়ায় সে দিকেই তারা অধীর আগ্রহে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছিল। কারণ তারা নিজেরাও জানতো, এরপর আর কোথাও কোনো দিক থেকেই আশার সামান্যতম ঝলকও দেখা দেবার কোনো সম্ভাবনা নেই। মুনাফিকরাও এরি পেছনে তাদের শেষ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছিল।
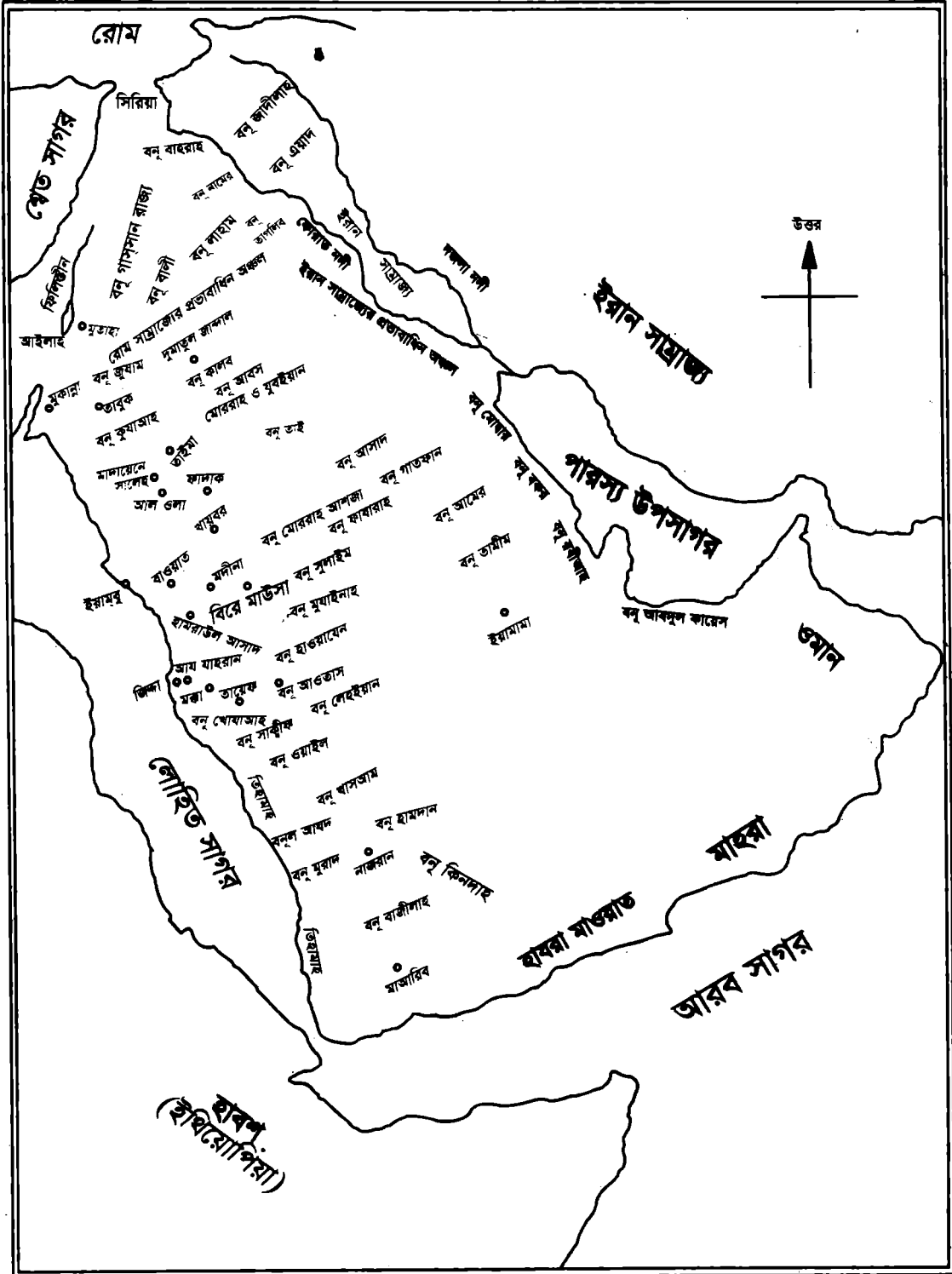
তাবুক যুদ্ধকালীন অবস্থায় আরবের চিত্র

তারা নিজেদের "মসজিদে দ্বিরার" বানিয়ে নিয়েছিল। এরপর অপেক্ষা করছিল, সিরিয়ার যুদ্ধে ইসলামের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটা মাত্রই তারা দেশের ভেতরে গোমরাহী ও অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেবে। এখানেই শেষ নয়, বরং তারা তাবুকের এ অভিযানকে ব্যর্থ করার জন্য সম্ভাব্য সবরকমের কৌশলও অবলম্বন করে। এদিকে নিষ্ঠাবান মুসলমানরাও পুরোপুরি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, যে আন্দোলনের জন্য বিগত ২২টি বছর ধরে তারা প্রাণপাত করে এসেছেন বর্তমানে তার ভাগ্যের চূড়ান্ত ফায়সালা হবার সময় এসে পড়েছে। এ সময় সাহস দেখাবার অর্থ দাঁড়ায়, সারা দুনিয়ার ওপর এ আন্দোলনের বিজয়ের দরজা খুলে যাবে। অন্যদিকে এ সময় দুর্বলতা দেখাবার অর্থ দাঁড়ায়, খোদ আরব দেশেও একে পাত্তাড়ি গুটিয়ে ফেলতে হবে। কাজেই এ অনুভূতি সহকারে সত্যের নিবেদিত প্রাণ সিপাহীরা চরম উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করার ব্যাপারে প্রত্যেকেই নিজের সামর্থ্যের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে অংশগ্রহণ করেন। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিপুল অর্থ দান করেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সারা জীবনের উপার্জনের অর্ধেক এনে রেখে দেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সঞ্চিত সম্পদের সবটাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করেন। গরীব সাহাবীরা মেহনত মজদুরী করে যা কামাই করতে পেরেছিলেন তার সবটুকু উৎসর্গ করেন। মেয়েরা নিজেদের গহনা খুলে নযরানা পেশ করেন। চারদিক থেকে দলে দলে আসতে থাকে প্রাণ উৎসর্গকারী স্বেচ্ছাসেবকদের বাহিনী। তারা আবেদন জানান, বাহন ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা হয়ে গেলে আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যারা সওয়ারী পেতেন না তারা কাঁদতে থাকতেন। তারা এমনভাবে নিজেদের আন্তরিকতা ও মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ করতে থাকতেন যার ফলে রাসূলে পাকের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো। এ ঘটনাটি কার্যত মুমিন ও মুনাফিক চিহ্নিত করার একটি মানদণ্ডে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি এ সময় কোনো ব্যক্তি পেছনে থেকে যাওয়ার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, ইসলামের সাথে তার সম্পর্কের দাবী সত্য কিনা সেটাই সন্দেহজনক হয়ে পড়তো। কাজেই তাবুকের পথে যাওয়ার সময় সফরের মধ্যে যেসব ব্যক্তি পেছনে থেকে যেতো সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তাদের খবর পৌছিয়ে দিতেন। এর জবাবে তিনি সাথে সাথেই স্বতস্ফূর্তভাবে বলে ফেলতেন ঃ

دعوة فان يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وان يك غير ذلك فقد اراحكم الله منه -

"যেতে দাও, যদি তার মধ্যে ভালো কিছু থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে আবার তোমাদের সাথে মিলিয়ে দেবেন। আর যদি অন্য কোনো ব্যাপার হয়ে থাকে, তাহলে শোকর করো যে, আল্লাহ তার ভণ্ডামীপূর্ণ সাহচর্য থেকে তোমাদের বাঁচিয়েছেন।"

৯ হিজরীর রজব মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩০ হাজারের মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার পথে রওয়ানা হন। তাঁর সাথে ছিল দশ হাজার সওয়ার। উটের সংখ্যা এত কম ছিল যে, এক একটি উটের পিঠে কয়েক জন পালাক্রমে সওয়ার হতেন। এর ওপর ছিল আবার গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা। পানির স্বল্পতা সৃষ্টি করেছিল আরো এক বাড়তি সমস্যা। কিন্তু এ নাজুক সময়ে মুসলমানরা যে সাচ্চা ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দেন তার ফল তারা তাবুকে পৌছে হাতে হাতে পেয়ে যান। সেখানে পৌছে তারা জানতে পারেন, কাইসার ও তার অধীনস্থরা সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার পরিবর্তে নিজেদের সেনাবাহিনী সীমান্ত থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এখন এ সীমান্তে আর কোনো দুশমন নেই। কাজেই এখানে যুদ্ধেরও প্রয়োজন নেই। সীরাত রচয়িতা এ ঘটনাটিকে সাধারণত এমনভাবে লিখে গেছেন যাতে মনে হবে যেন সিরিয়া সীমান্তে রোমীয় সৈন্যদের সমাবেশ সম্পর্কে যে খবর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছে তা আদতে ভুলই ছিল। অথচ আসল ঘটনা ছিল এই যে, কাইসার সৈন্য সমাবেশ ঠিকই শুরু করেছিল। কিন্তু তার প্রস্তুতি শেষ হবার আগেই যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোকাবিলা করার জন্য পৌছে যান তখন সে সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়া ছাড়া আর কোনো পথ দেখেনি। মুতার যুদ্ধে এক লাখের সাথে ৩ হাজারের মোকাবিলার যে দৃশ্য সে দেখেছিল তারপর খোদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে ৩০ হাজারের যে বাহিনী এগিয়ে আসছিল সেখানে লাখ দু' লাখ সৈন্য মাঠে নামিয়ে তার সাথে মোকাবিলা করার হিম্মত তার ছিল না।

কাইসারের এভাবে পিছু হটে যাওয়ার ফলে যে নৈতিক বিজয় লাভ হলো, এ পর্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যথেষ্ট মনে করেন। তিনি তাবুক থেকে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সিরিয়া সীমান্তে প্রবেশ করার পরিবর্তে এ বিজয় থেকে যত দূর সম্ভব রাজনৈতিক ও সামরিক ফায়দা হাসিল করাকেই অগ্রাধিকার দেন। সে জন্যই তিনি তাবুকে ২০ দিন অবস্থান করে রোম সাম্রাজ্য ও দারুল ইসলামের মধ্যবর্তী এলাকায় যে বহুসংখ্যক ছোট ছোট রাজ্য এতদিন রোমানদের প্রভাবাধীনে ছিল। সামরিক চাপ সৃষ্টি করে তাদেরকে ইসলামী সাম্রাজ্যের অনুগত করদ রাজ্যে পরিণত করেন। এভাবে দুমাতুল জানদালের খৃস্টান শাসক উকাইদির ইবনে আবদুল মালিক কিনদী, আইলার খৃস্টান শাসক ইউহান্না ইবনে রুবাহ এবং অনুরূপ মাকনা, জারবা ও আযরূহের

খৃস্টান শাসকরাও জিযিয়া দিয়ে মদীনার বশ্যতা স্বীকার করে। এর ফলে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা সরাসরি রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। রোম সম্রাটরা যেসব আরব গোত্রকে এ পর্যন্ত আরবদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে আসছিল এখন তাদের বেশীর ভাগই রোমানদের মোকাবিলায় মুসলমানদের সহযোগী হয়ে গেল। এভাবে রোম সাম্রাজ্যের সাথে একটি দীর্ঘ মেয়াদী সংঘর্ষে লিপ্ত হবার আগে ইসলাম সমগ্র আরবের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধন মযবুত করে নেবার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে যায়। এটাই হয় এ ক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বড় লাভ। এতদিন পর্যন্ত যারা প্রকাশ্যে মুশরিকদের দলভুক্ত থেকে অথবা মুসলমানদের দলে যোগদান করে পরদার অন্তরালে মুনাফিক হিসেবে অবস্থান করে প্রাচীন জাহেলিয়াতের পুনর্বহালের আশায় দিন গুণছিল তাবুকের এ বিনা যুদ্ধে বিজয় লাভের ঘটনা তাদের কোমর ভেংগে দেয়। এ সর্বশেষ ও চূড়ান্ত হতাশার ফলে তাদের অধিকাংশের জন্য ইসলামের কোলে আশ্রয় নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আর যদি বা তাদের নিজেদের ইসলামের নিয়ামতলাভের সুযোগ নাও থেকে থাকে, তবে কমপক্ষে তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য সম্পূর্ণরূপে ইসলামের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। এরপর একটি নামমাত্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠী তাদের শিরক ও জাহেলী কার্যক্রমে অবিচল থাকে। কিন্তু তারা এতবেশী হীনবল হয়ে পড়ে যে, ইসলামের যে সংস্কারমূলক বিপ্লবের জন্য আল্লাহ তাঁর নবীকে পাঠিয়েছিলেন তার পূর্ণতা সাধনের পথে তারা সামান্যতমও বাধা সৃষ্টি করতে সমর্থ ছিল না।

আলোচ্য বিষয় ও সমস্যাবলী

এ পটভূমি সামনে রেখে আমরা সে সময় যেসব বড় বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিল এবং সূরা তাওবায় যেগুলো আলোচিত হয়েছে, সেগুলো সহজেই চিহ্নিত করতে পারি। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. এখন যেহেতু সমগ্র আরবের শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে মুমিনদের হাতে এসে গিয়েছিল এবং সমস্ত প্রতিবন্ধক শক্তি নির্জীব ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, তাই আরব দেশকে পূর্ণাঙ্গ দারুল ইসলামে পরিণত করার জন্য যে নীতি অবলম্বন করা অপরিহার্য ছিল তা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করতে আর বিলম্ব করা চলে না। তাই নিম্নোক্ত আকারে তা পেশ করা হয় ঃ

(ক) আরব থেকে শিরককে চূড়ান্তভাবে নির্মূল করতে হবে। প্রাচীন মুশরিকী ব্যবস্থাকে পুরোপুরি খতম করে ফেলতে হবে। ইসলামের কেন্দ্র যেন চিরকালের জন্য নির্ভেজাল ইসলামী কেন্দ্রে পরিণত হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। অন্য কোনো অনৈসলামী উপাদান যেন সেখানকার ইসলামী মেজায ও প্রকৃতিতে অনুপ্রবেশ করতে এবং কোনো বিপদের সময় আভ্যন্তরীণ ফিতনার কারণ হতে না পারে। এ উদ্দেশ্যে মুশরিকদের সাথে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ বাতিল করার কথা ঘোষণা করা হয়।

(খ) কাবা ঘরের ব্যবস্থাপনা মুমিনদের হাতে এসে যাবার পর, একান্তভাবে আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য উৎসর্গীত সেই ঘরটিতে আবারো আগের মতো মূর্তিপূজা হতে থাকবে এবং তার পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব এখনো মুশরিকদের হাতে বহাল থাকবে, এটা কোনোক্রমেই সংগত হতে পারে না। তাই হুকুম দেয়া হয় ঃ আগামীতে কাবা ঘরের পরিচালনা ও অভিভাবকত্বের দায়িত্বও তাওহীদবাদীদের হাতেই ন্যস্ত থাকা চাই। আর এ সংগে বায়তুল্লাহর চতুসীমার মধ্যে শিরক ও জাহেলিয়াতের যাবতীয় রসম-রেওয়াজ বলপ্রয়োগে বন্ধ করে দিতে হবে। বরং এখন থেকে মুশরিকরা আর এ ঘরের ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে পারবে না। তাওহীদের মহান অগ্রণী পুরুষ ইবরাহীমের হাতে গড়া এ গৃহটি আর শিরক দ্বারা কলুষিত হতে না পারে তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) আরবের সাংস্কৃতিক জীবনে জাহেলী রসম রেওয়াজের যেসব চিহ্ন এখনো অক্ষুণ্ন ছিল নতুন ইসলামী যুগে সেগুলোর প্রচলন থাকা কোনোক্রমেই সমিচীন ছিল না। তাই সেগুলো নিশ্চিহ্ন করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। "নাসী" (ইচ্ছাকৃতভাবে হারাম মাসকে হালাল ও হালাল মাসকে হারাম নির্দিষ্ট করে নেয়া)'র নিয়মটা ছিল সবচেয়ে খারাপ প্রথা। তাই তার ওপর সরাসরি আঘাত হানা হয়েছে। এ আঘাতের মাধ্যমে জাহেলিয়াতের অন্যান্য নিদর্শনগুলোর ব্যাপারে মুসলমানদের করণীয় কী। তাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

২. আরবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম পূর্ণতায় পৌছে যাবার পর সামনে যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টি ছিল সেটি হলো, আরবের বাইরে আল্লাহর সত্য দীনের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত করা। এ পথে রোম ও ইরানের রাজনৈতিক শক্তি ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। আরবের কার্যক্রম শেষ হবার পরই তার সাথে সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য। তাছাড়া পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য অমুসলিম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাগুলোর সাথেও এমনি ধরনের সংঘাত ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হওয়া ছিল স্বাভাবিক। তাই মুসলমানদের

নির্দেশ দেয়া হয়, আরবের বাইরে যারা সত্য দীনের অনুসারী নয়, তারা ইসলামী কর্তৃত্বের প্রতি বশ্যতা ও আনুগত্যের স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগ করে তাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম শাসন কর্তৃত্ব খতম করে দাও। অবশ্য আল্লাহর সত্য দীনের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারটি তাদের ইচ্ছাধীন। তারা চাইলে ঈমান আনতে পারে, চাইলে নাও আনতে পারে। কিন্তু আল্লাহর যমীনে নিজেদের হুকুম জারি করার এবং মানব সমাজের কর্তৃত্ব ও পরিচালনা ব্যবস্থা নিজেদের হাতে রেখে মানুষের ওপর এবং তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের ওপর নিজেদের গোমরাহীসমূহ জোরপূর্বক চাপিয়ে দেবার কোনো অধিকার তাদের নেই। বড়জোর তাদেরকে এতটুকু স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে যে, তারা নিজেরা চাইলে পথভ্রষ্ট হয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু সেজন্য শর্ত হচ্ছে, তাদের জিযিয়া আদায় করে ইসলামী শাসন কর্তৃত্বের অধীন থাকতে হবে।

৩. মুনাফিক সংক্রান্ত বিষয়টি ছিল তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাময়িক বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তাদের ব্যাপারে এ পর্যন্ত উপেক্ষা ও এড়িয়ে যাবার নীতি অবলম্বন করা হচ্ছিল। এখন যেহেতু বাইরের বিপদের চাপ কমে গিয়েছিল বরং একেবারে ছিলই না বললে চলে, তাই হুকুম দেয়া হয়, আগামীতে তাদের সাথে আর নরম ব্যবহার করা যাবে না। প্রকাশ্য সত্য অস্বীকারকারীদের সাথেও যেমন কঠোর ব্যবহার করা হয় তেমনি কঠোর ব্যবহার গোপন সত্য অস্বীকারকারীদের সাথেও করা হবে। এ নীতি অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে সুওয়াইলিমের গৃহে আগুন লাগান। সেখানে মুনাফিকদের একটি দল মুসলমানদেরকে যুদ্ধে যোগদান করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে প্রচারাভিযান চালাবার জন্য জমায়েত হতো। আবার এ নীতি অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে আসার পর সর্বপ্রথম "মসজিদে দ্বিরার" ভেংগে ফেলার ও জ্বালিয়ে দেবার হুকুম দেন।

৪. নিষ্ঠাবান মুমিনদের কতকের মধ্যে এখনো পর্যন্ত যে সামান্য কিছু সংকল্পের দুর্বলতা রয়ে গিয়েছিল তার চিকিৎসারও প্রয়োজন ছিল। কারণ ইসলাম এখন আন্তরজাতিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চলেছে। যে ক্ষেত্রে মুসলিম আরবকে একাকী সারা অমুসলিম দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে হবে সে ক্ষেত্রে ইসলামী সংগঠনের জন্য ঈমানের দুর্বলতার চেয়ে বড় কোনো আভ্যন্তরীণ বিপদ থাকতে পারে না। তাই তাবুক যুদ্ধের সময় যারা অলসতা ও দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছিল অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদের তিরস্কার ও নিন্দা করা হয়। যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের ন্যায়সঙ্গত ওযর ছাড়াই পিছনে থেকে যাওয়াটাকে একটা মুনাফিকসুলভ আচরণ এবং সাচ্চা ঈমানদার না হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়। ভবিষ্যতের জন্য দ্ব্যর্থহীন কন্ঠে জানিয়ে দেয়া হয়, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার সংগ্রাম এবং কুফর ও ইসলামের সংঘাতই হচ্ছে মুমিনের ঈমানের দাবী যাচাই করার আসল মানদণ্ড। এ সংঘর্ষে যে ব্যক্তি ইসলামের জন্য ধন-প্রাণ, সময় ও শ্রম ব্যয় করতে ইতস্তত করবে তার ঈমান নির্ভরযোগ্য হবে না। অন্য কোনো ধর্মীয় কাজের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রের কোনো অভাব পূরণ করা যাবে না।

এসব বিষয়ের প্রতি নজর রেখে সূরা তাওবা অধ্যয়ন করলে এর যাবতীয় বিষয় সহজে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

❐
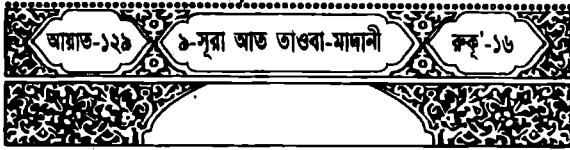
১. সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা[১] করা হলো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে, যেসব মুশরিকের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে[২] তাদের সাথে।

২. কাজেই তোমরা দেশের মধ্যে আরো চার মাসকাল চলাফেরা করে নাও এবং জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম ও শক্তিহীন করতে পারবে না। আর আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের অবশ্যই লাঞ্ছিত করবেন।

৩. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে বড় হজ্জের দিনে[৩] সমস্ত মানুষের প্রতি সাধারণ ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ "আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রসূলও। এখন যদি তোমরা তাওবা করে নাও তাহলে তা তোমাদেরই জন্য ভাল। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে খুব ভাল করেই বুঝে নাও, তোমরা আল্লাহকে শক্তি সামর্থ্যহীন করতে পারবে না। আর হে নবী! অস্বীকারকারীদেরকে কঠিন আযাবের সুখবর দিয়ে দাও।

৪. তবে যেসব মুশরিকের সাথে তোমরা চুক্তি করেছো তারপর তারা তোমাদের সাথে নিজেদের চুক্তি রক্ষায় কোনো ত্রুটি করেনি আর তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি তাদের ছাড়া। এ ধরনের লোকদের সাথে তোমরাও নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে। কারণ আল্লাহ তাকওয়া তথা সংযম অবলম্বনকারীদেরকে পছন্দ করেন।
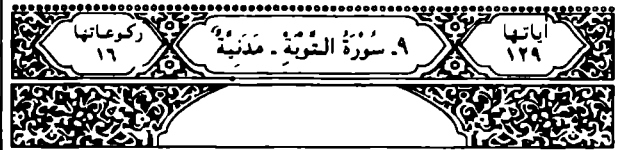
① بَرَاۤءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

② فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ۞

③ وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْۤءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۞

④ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْۤا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۞

১. নবী করীম স. যখন হযরত আবু বকর রা.-কে হজ্জের জন্য প্রেরণ করেছিলেন সেই সময়ে ৯ম হিজরীতে এ আয়াত (৫ম রুকূর শেষ পর্যন্ত) অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত আবু বকরের হজ্জে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন রসূলুল্লাহ স. হাজীদের সাধারণ সম্মেলনে এ আয়াত শুনিয়ে দেবার জন্য ও সেই সাথে নিম্নের চারটি বিষয় ঘোষণা করার জন্য হযরত আলী রা.-কে প্রেরণ করলেন ঃ (১) দীন ইসলামকে কবুল করতে অস্বীকারকারী কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না (২) এ বছরের পর কোনো মুশরিক হজ্জের জন্য যেন না আসে। (৩) উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ নিষিদ্ধ। (৪) যাদের সাথে রসূলুল্লাহর চুক্তি বজায় আছে অর্থাৎ যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি তাদের সাথে চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হবে। নবী করীম স.-এর নির্দেশ অনুসারে হযরত আলী রা. ১০ জিলহজ্জ তারিখে এ ঘোষণা করেন।

২. 'সূরা আল আনফাল-এর ৫৮ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, যদি কোনো জাতির কাছ থেকে তোমাদের বিশ্বাস ভঙ্গের (চুক্তি ভঙ্গ বা বিশ্বাস ঘাতকতার) আশংকা হয় তবে প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা যাদের চুক্তি তাদের দিকে নিক্ষেপ করে (অর্থাৎ চুক্তি প্রত্যাহার করো) এবং তাদের জানিয়ে দাও যে, এখন তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চুক্তি বজায় নেই। এ নৈতিক নিয়মানুযায়ী যে সমস্ত গোত্র চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও ইসলামের বিরুদ্ধে সবসময় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো এবং সুযোগ পেলেই সন্ধিচুক্তি মর্যাদাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে শত্রুতায় রত হতো সেই সমস্ত গোত্রের বিরুদ্ধে চুক্তি বাতিল করণেরই সাধারণ ঘোষণা করা হলো। এ ঘোষণার পর আরবের মুশরিকদের পক্ষে এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না যে, হয় তারা যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হবে ও ইসলামী শক্তির সাথে সংঘর্ষে ধ্বংসে প্রাপ্ত হবে বা দেশ ত্যাগ করে চলে যাবে, অথবা ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদেরকে ও নিজেদের এলাকাকে সেই শৃঙ্খলা ব্যবস্থার অধীনস্থ করে দেবে যা পূর্বেই দেশের অধিকাংশ অংশকে ইসলামী শাসনের আওতায় নিয়ে এসেছে।

৩. 'হজ্জে আকবর' (বড় হজ্জ) শব্দ 'হজ্জে আসগর' (ছোট হজ্জ)-এর মোকাবিলায় ব্যবহৃত হয়েছে। আরববাসীরা ওমরাহকে 'ছোট হজ্জ' বলতো। এর মোকাবিলায় যে হজ্জ জিলহজ্জ মাসের নির্দিষ্ট তারিখগুলোতে করা হয় তাকে 'হজ্জে আকবর' বলা হয়েছে।

৫. অতএব, হারাম মাসগুলো[৪] অতিবাহিত হয়ে গেলে মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো এবং তাদের ধরো, ঘেরাও করো এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকো। তারপর যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তাদের ছেড়ে দাও।[৫] আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

৬. আর যদি মুশরিকদের কোনো ব্যক্তি আশ্রয় প্রার্থনা করে তোমার কাছে আসতে চায় (যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে।) তাহলে তাকে আল্লাহর কালাম শোনা পর্যন্ত আশ্রয় দাও, তারপর তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌঁছিয়ে দাও। এরা অজ্ঞ বলেই এটা করা উচিত।

রুকূ' ঃ ২

৭. মুশরিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে কোনো নিরাপত্তার অঙ্গীকার কেমন করে হতে পারে? তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছিলে[৬] মসজিদে হারামের কাছে, তাদের কথা স্বতন্ত্র। কাজেই যতক্ষণ তারা তোমাদের জন্য সোজা-সরল থাকে ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য সোজা-সরল থাকো। কারণ আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন।

৮. তবে তাদের ছাড়া অন্য মুশরিকদের জন্য কোনো নিরাপত্তা চুক্তি কেমন করে হতে পারে, যখন তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা তোমাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারলে তোমাদের ব্যাপারে কোনো আত্মীয়তার পরোয়া করবে না এবং কোনো অঙ্গীকারের দায়িত্বও নেবে না। তারা মুখের কথায় তোমাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের মন তা অস্বীকার করে। আর তাদের অধিকাংশই ফাসেক।

৯. তারা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্যতম মূল্য গ্রহণ করে নিয়েছে। তারপর আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা যা করতে অভ্যস্ত, তা অত্যন্ত খারাপ কাজ।

১০. কোনো মু'মিনের ব্যাপারে তারা না আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করে, আর না কোনো অঙ্গীকারের ধার ধারে। আগ্রাসন ও বাড়াবাড়ি সবসময় তাদের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।

٥ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

٦ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ○

٧ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ○

٨ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ○

٩ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ○

৪. এখানে 'হারাম মাস' বলতে সেই চার মাসকে বুঝাচ্ছে মুশরিকদের যার অবকাশ দেয়া হয়েছিল। এ অবকাশের সময়কালের মধ্যে মুশরিকদের উপর আক্রমণ করা মুসলমানদের পক্ষে বৈধ ছিল না। এজন্য এ মাসগুলোকে হারাম মাস বলা হয়েছে।

৫. অর্থাৎ কেবলমাত্র কুফর ও শিরক থেকে তাওবা করে নিলেই ব্যাপারটি শেষ হয়ে যাবে না বরং তাদের নামায প্রতিষ্ঠা করতে ও যাকাত দান করতে হবে নচেত তারা যে কুফর ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে একথা মেনে নেয়া যাবে না।

৬. অর্থাৎ বনী কেনানাহ, বনী খোযাআহ এবং বনী যামরাহ।

(١١) فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

১১. কাজেই যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই।[৭] যারা জানে, তাদের জন্য আমার বিধান স্পষ্ট করে বর্ণনা করি।

(١٢) وَإِنْ نَّكَثُوْٓا أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ○

১২. আর যদি অঙ্গীকার করার পর তারা নিজেদের কসম ভংগ করে এবং তোমাদের দীনের ওপর হামলা চালাতে থাকে তাহলে কুফরীর পতাকাবাহীদের সাথে যুদ্ধ করো। কারণ তাদের কসম বিশ্বাসযোগ্য নয়। হয়তো (এরপর তরবারির ভয়েই) তারা নিরস্ত হবে।[৮]

(١٣) أَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِإِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১৩. তোমরা কি লড়াই করবে না। এমন লোকদের সাথে যারা নিজেদের অঙ্গীকার ভংগ করে এসেছে এবং যারা রসূলকে দেশ থেকে বের করে দেবার দুরভিসন্ধি করেছিল আর বাড়াবাড়ির সূচনা তারাই করেছিল ? তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো ? যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের জন্য অধিক সমীচীন।

(١٤) قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِأَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১৪. তাদের সাথে লড়াই করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করবেন, তাদের মোকাবিলায় তোমাদের সাহায্য করবেন এবং অনেক মু'মিনের অন্তর শীতল করে দেবেন।

(١٥) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

১৫. আর তাদের অন্তরের জ্বালা জুড়িয়ে দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা তাওবা করার তওফীক দান করবেন।[৯] আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি মহাজ্ঞানী।

(١٦) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

১৬. তোমরা কি একথা মনে করে রেখেছো যে, তোমাদের এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে ? অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি তোমাদের মধ্য থেকে কারা (তাঁর পথে) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালালো এবং আল্লাহ, রসূল ও মু'মিনদের ছাড়া কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করলো না ? তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তা জানেন।

---

৭. অর্থাৎ নামায ও যাকাত ছাড়া মাত্র তাওবা করে নিলেই তারা তোমাদের দীনী ভাই বলে গণ্য হবে না। অবশ্য যদি তারা এ শর্ত পূর্ণ করে, তবে তার ফল মাত্র এই হবে না যে, তোমাদের পক্ষে তাদের প্রতি কোনো আঘাত করা বা তাদের ধন-প্রাণের কোনো ক্ষতি সাধন করা হারাম হবে বরং অধিকন্তু এর ফল এও হবে যে, ইসলামী সমাজে তারা সম অধিকার লাভ করবে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আইনগত দিক দিয়ে তারা অন্যান্য সকল মুসলমানদের সমান বলে গণ্য হবে, কোনো পার্থক্য ও বৈষম্য তাদের উন্নতির পথে বাধা হবে না।

৮. এখানে অঙ্গীকার করা ও শপথ করার অর্থ হচ্ছে মুসলমান হবার অঙ্গীকার করা ও ইসলামের আনুগত্যের শপথ করা। অর্থাৎ যদি তারা মুসলমান হবার পর পুনরায় কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করে তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। এ আদেশ অনুযায়ীই হযরত আবু বকর রা. মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন।

৯. মুসলমানরা ভয় করছিল যে, এ ঘোষণা ঘোষিত হলেই আরবের সকল দিক থেকে আগুন জ্বলে উঠবে এবং আমরা মস্তবড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়বো। আল্লাহ তাআলা এ আয়াত দ্বারা সান্ত্বনা দান করেছেন যে, তোমাদের এ অনুমান ভুল—ফল এর বিপরীতই হবে।

রুকূ' ঃ ৩

১৭. মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ দিচ্ছে তখন আল্লাহর মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও খাদেম হওয়া তাদের কাজ নয়। তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেছে এবং তাদেরকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

১৮. তারাই হতে পারে আল্লাহর মসজিদ আবাদকারী (রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সেবক) যারা আল্লাহ ও পরকালকে মানে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। তাদের ব্যাপারে আশা করা যেতে পারে যে, তারা সঠিক সোজা পথে চলবে।

১৯. তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে এমন ব্যক্তিদের কাজের সমান মনে করে নিয়েছ যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি এবং সংগ্রাম-সাধনা করেছে আল্লাহর পথে?[১০] এ উভয় দল আল্লাহর কাছে সমান নয়। আল্লাহ যালেমদের পথ দেখান না।

২০. আল্লাহর কাছে তো তারাই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁর পথে ঘর-বাড়ি ছেড়েছে ও ধন-প্রাণ সমর্পণ করে জিহাদ করেছে। তারাই সফলকাম।

২১. তাদের রব তাদেরকে নিজের রহমত, সন্তোষ ও এমন জান্নাতের সুখবর দেন, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী।

২২. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। অবশ্যই আল্লাহর কাছে কাজের প্রতিদান দেবার জন্য অনেক কিছুই রয়েছে।

২৩. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের বাপ ও ভাইয়েরা যদি ঈমানের ওপর কুফরীকে প্রাধান্য দেয় তাহলে তাদেরকেও নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে তারাই যালেম।

২৪. হে নবী! বলে দাও, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের যে ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়ার ভয়ে তোমরা তটস্থ থাক এবং তোমাদের যে বাসস্থানকে তোমরা খুবই পসন্দ কর—এসব যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চাইতে তোমাদের কাছে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা তোমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর—আল্লাহ ফাসেকদেরকে কখনো সত্য পথের সন্ধান দেন না।

﴿١٧﴾ ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خلدون ○

﴿١٨﴾ إنما يعمر مسجد الله من ءامن بالله واليوم الأخر وأقام الصلوة وءاتى الزكوة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ○

﴿١٩﴾ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن ءامن بالله واليوم الأخر وجهد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظلمين ○

﴿٢٠﴾ الذين ءامنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ○

﴿٢١﴾ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنت لهم فيها نعيم مقيم ○

﴿٢٢﴾ خلدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم ○

﴿٢٣﴾ يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا ءاباءكم وإخونكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمن ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظلمون ○

﴿٢٤﴾ قل إن كان ءاباؤكم وأبناؤكم وإخونكم وأزوجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجرة تخشون كسادها ومسكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفسقين ○

রুকূ' ঃ ৪

২৫. এর আগে আল্লাহ বহু ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন। এই তো সেদিন, হুনাইন যুদ্ধের দিন (তাঁর সাহায্যের অভাবনীয় রূপ তোমরা দেখেছো),[১১] সেদিন তোমাদের মনে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের অহমিকা ছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। আর এত বড় বিশাল পৃথিবীও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল এবং তোমরা পেছন ফিরে পালিয়ে গিয়েছিলে।

২৬. তারপর আল্লাহ তাঁর প্রশান্তি নাযিল করেন তাঁর রসূলের ওপর ও মু'মিনদের ওপর এবং এমন সেনাদল নামান যাদেরকে তোমরা চোখে দেখতে পাচ্ছিলে না এবং সত্য অস্বীকারকারীদের শাস্তি দেন। কারণ, যারা সত্য অস্বীকার করে এটাই তাদের প্রতিফল।

২৭. তারপর (তোমরা এও দেখেছো), এভাবে শাস্তি দেবার পর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাওবার তাওফীকও দান করেন।[১২] আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

২৮. হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র, কাজেই এ বছরের পর তারা যেন আর মসজিদে হারামের কাছে না আসে।[১৩] আর যদি তোমাদের দারিদ্রের ভয় থাকে, তাহলে আল্লাহ চাইলে তাঁর নিজ অনুগ্রহে শীঘ্রই তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন ও তিনি প্রজ্ঞাময়।

২৯. আহ্‌লি কিতাবদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনে না, যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রসূল হারাম গণ্য করেছেন তাকে হারাম করে না এবং সত্য দীনকে নিজেদের দীনে পরিণত করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত না তারা নিজের হাতে জিযিয়া দেয় ও পদানত হয়ে থাকে।[১৪]

٢٥ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۝

٢٦ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝

٢٧ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

٢٨ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

٢٩ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝

১০. এ নির্দেশ দ্বারা এ ফায়সালা দান করা হয়েছে যে, এখন থেকে বায়তুল্লাহর তত্ত্বাবধান মুশরিকদের হাতে আর থাকতে পারে না। মুশরিক কুরাইশদের মাত্র হাজীদেরকে খেদমত করে আসার অধিকারে বায়তুল্লাহর মুতাওয়াল্লী থাকার হকদার হতে পারে না।

১১. এ আয়াত নাযিল হওয়ার মাত্র ১২/১৩ মাস পূর্বে ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী হুনায়ন উপত্যকায় হুনায়নের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে মুসলমান পক্ষে ফৌজ ছিল ১২০০০। কিন্তু অপরপক্ষে কাফেরদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাওয়াযিন গোত্রের তীরন্দাযেরা মুসলমানদের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছিল। ইসলামের সৈন্যদল শোচনীয়ভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পিছু হটেছিল। সে সময় মাত্র নবী করীম স. ও কয়েকজন মুষ্টিমেয় সাহাবার কদম আপন আপন জায়গায় অটল ছিল এবং তাঁদেরই অবিচলতার ফলেই সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা দ্বিতীয়বার স্থাপিত হতে পেরেছিল এবং শেষে বিজয় মুসলমানদেরই হস্তগত হয়েছিল। অন্যথায় মক্কা বিজয়ে যাকিছু লাভ করা গিয়েছিল হুনায়নে তার থেকে অনেক বেশী হারাতে হতো।

১২. এখানে এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যে, হুনায়েনের যুদ্ধে যে কাফেররা পরাজিত হয়েছিল তারা সকলে পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

১৩. অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য তাদের হজ্জ ও তাদের যিয়ারতই মাত্র বন্ধ থাকবে না। বরং মসজিদের হারামের সীমার মধ্যে তাদের প্রবেশও নিষিদ্ধ হবে।

১৪. অর্থাৎ যুদ্ধের উদ্দেশ্য এই নয় যে, তারা ঈমান আনবে ও সত্য ধর্মের অনুসারী হয়ে যাবে বরং তাদের শাসন কর্তৃত্ব লুপ্ত করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। তারা যেন যমীনের উপর শাসন ও আদেশদাতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত না থাকে বরং পৃথিবীর জীবন ব্যবস্থার রশি এবং কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের ক্ষমতা দীনে

রুকূ' ঃ ৫

৩০. ইহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র এবং খৃষ্টানরা বলে, মসীহ আল্লাহর পুত্র। এগুলো একেবারেই আজগুবী ও উদ্ভট কথাবার্তা। তাদের পূর্বে যারা কুফরিতে লিপ্ত হয়েছিল তাদের দেখাদেখি তারা এগুলো নিজেদের মুখে উচ্চারণ করে থাকে। আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক তাদের ওপর, তারা কোথা থেকে ধোঁকা খাচ্ছে।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ○

৩১. তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের ওলামা ও দরবেশদেরকে নিজেদের খোদায় পরিণত করেছে[১৫] এবং এভাবে মারয়াম পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদের এক মা'বুদ ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করার হুকুম দেয়া হয়নি, এমন এক মা'বুদ যিনি ছাড়া ইবাদাত লাভের যোগ্যতাসম্পন্ন আর কেউ নেই। তারা যেসব মুশরিকী কথা বলে তা থেকে তিনি পাক পবিত্র।

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

৩২. তারা চায় তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণতা দান না করে ক্ষান্ত হবেন না, তা কাফেরদের কাছে যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন।

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ○

৩৩. আল্লাহই তাঁর রসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যদীন সহকারে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি একে সকল প্রকার দীনের ওপর বিজয়ী করেন,[১৬] মুশরিকরা একে যতই অপসন্দ করুক না কেন।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ○

হকের অনুসারীদের হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং আহলে কিতাবগণ তাদের অনুগত ও অধীনস্থ হয়ে অবস্থান করবে। এরপর যার ইচ্ছা হবে সে স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করবে ; নতুবা জিযিয়া দিতে থাকবে। ইসলামী রাষ্ট্রে জিম্মীদের যে নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ দান করা হয় জিযিয়া হচ্ছে তার বিনিময়। এছাড়া জিযিয়া তাদের ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকৃতির নিদর্শনও বটে।

১৫. হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে ঃ আদি বিন হাতিম যিনি প্রথমে খৃষ্টান ছিলেন, যখন রসূলে করীম স.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে, এ আয়াতে নিজেদের আলেম ও দরবেশদের রব বানিয়ে নেবার যে দোষারোপ আমাদের প্রতি করা হয়েছে তার প্রকৃত তাৎপর্য কি ? উত্তরে নবী করীম স. বলেন—এটা কি সত্য নয় যে, যাকিছু তারা হারাম বলে তোমরা সেগুলোকে হারাম বলে মেনে নাও ও যা কিছু তারা হালাল বলে সেগুলোকেও তোমরা হালাল বলে গণ্য করো। তিনি নিবেদন করলেন, হ্যাঁ, এরূপ তো অবশ্য আমরা করে থাকি। হুজুর স. এরশাদ করলেন—বাস এরই নাম তাদেরকে রব বলে মান্য করা। এর থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর কিতাবের সনদ ছাড়া যেসব লোক মানব জীবনের জন্য 'বৈধ ও অবৈধ'-এর সীমা নির্ধারণ করে তারা প্রকৃতপক্ষে স্বকল্পনার খোদায়ী আসনে অধিষ্ঠিত হয় এবং যারা তাদেরএ শরীয়ত রচনার অধিকারকে স্বীকৃতি দান করে তারা তাদেরকে নিজেদের খোদা বানায়।

১৬. 'আদ দীন'এর অনুবাদ করা হয়েছেঃ সকল প্রকার দীন। আরবী ভাষায় দীন বলা হয়—সেই জীবনব্যবস্থা বা জীবনপদ্ধতিকে যার প্রতিষ্ঠাকারীকে সনদ বা আনুগত্যের হকদার হিসাবে কার্যত মান্য করা হয়। মোটকথা, এ আয়াতে রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য এ বর্ণনা করা হয়েছে যে—তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হেদায়াত ও 'দীনে হক' নিয়ে এসেছেন তাকে দীনের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্পন্ন সকল প্রকার ব্যবস্থা ও পদ্ধতির উপর জয়ী করতে হবে। রসূলের উত্থান কখনও এ উদ্দেশ্যে হতে পারে না যে, তাঁর আনীত জীবনব্যবস্থা অপর কোনো জীবনব্যবস্থার অনুগত ও তার অধীনস্থ হয়ে বা তার প্রদত্ত অনুগ্রহ, সুবিধা বা অবকাশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা সংকোচিত হয়ে থাকবে ; বরং তা যমীন ও আসমানের বাদশাহর প্রতিনিধি হয়ে আসে এবং স্বীয় বাদশাহর 'সত্য ব্যবস্থা'-কে বিজয়ীরূপে দেখতে চায়। যদি অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা পৃথিবীতে থাকেওবা, তবে তাকে আল্লাহর ব্যবস্থার প্রদত্ত অবকাশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে অবস্থান করতে হবে—যেমন জিযিয়া দেয়ার বিনিময়ে জিম্মীদের জীবনব্যবস্থা থাকে। এ হতে পারে না যে-কাফেররা আধিপত্যশীল থাকবে ও সত্য ধর্মের অনুসারীরা 'জিম্মী'রূপে অবস্থান করবে।

٣٤ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

৩৪. হে ঈমানদারগণ! এ আহলে কিতাবদের অধিকাংশ আলেম ও দরবেশের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায় পদ্ধতিতে খায় এবং তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাময় আযাবের সুখবর দাও।

٣٥ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ۝

৩৫. একদিন আসবে যখন এ সোনা ও রূপাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অতপর তারই সাহায্যে তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে—এ সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। নাও, এখন তোমাদের জমা করা সম্পদের স্বাদ গ্রহণ কর।

٣٦ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۝

৩৬. আসলে যখন আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই আল্লাহর লিখন ও গণনায় মাসের সংখ্যা বারো চলে আসছে। এর মধ্যে চারটি হারাম মাস।[১৭] এটিই সঠিক বিধান। কাজেই এ চার মাসে নিজেদের ওপর যুলুম করো না। আর মুশরিকদের সাথে সবাই মিলে লড়াই করো যেমন তারা সবাই মিলে তোমাদের সাথে লড়াই করে এবং জেনে রেখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথেই আছেন।[১৮]

٣٧ إِنَّمَا ٱلنَّسِىٓءُ زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا۟ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا۟ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَٰلِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ۝

৩৭. "নাসী" (মাসকে পিছিয়ে দেয়া) তো কুফরীর মধ্যে আরো একটি কুফরী কর্ম, যার সাহায্যে এ কাফেরদেরকে ভ্রষ্টতায় লিপ্ত করা হয়ে থাকে। কোনো বছর একটি মাসকে হালাল করে নেয় এবং কোনো বছর তাকে আবার হারাম করে নেয়, যাতে আল্লাহর হারাম করা মাসের সংখ্যাও পুরা করতে পারে এবং আল্লাহর হারাম করাকে হালালও করতে পারে।[১৯] তাদের খারাপ কাজগুলোকে তাদের জন্য শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সত্য-অস্বীকারকারীদেরকে হেদায়াত দান করেন না।

১৭. চার 'হারাম' মাস বলতে বুঝায় ঃ হজ্জের জন্য যিলকাদ, জিলহাজ্জ, মহররম এবং ওমরার জন্য রজব।

১৮. অর্থাৎ মুশরিকরা যদি এ মাসগুলোতেও লড়াই থেকে বিরত না হয়, তবে যেভাবে তারা একতাবদ্ধ হয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরাও সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। সূরা আল বাকারার ১৯৪ আয়াত এ আয়াতের ব্যাখ্যা দান করে।

১৯. আরবের 'নাসী' দুই প্রকারের ছিল—এক প্রকার হচ্ছে যুদ্ধ বিগ্রহ, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কোনো 'হারাম' মাসকে 'হালাল' গণ্য করা হতো এবং তার পরিবর্তে কোনো 'হালাল' মাসকে 'হারাম' করে নিয়ে মাসের সংখ্যা পূর্ণ করে দেয়া হতো। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে ঃ চান্দ্র বছরকে সৌর বছরের অনুযায়ী করার জন্য তার মধ্যে 'কাবীসা' নামে এক মাস বৃদ্ধি করতো যেন হজ্জ সকল সময় একই মৌসুমে পড়ে ও চান্দ্র বছর অনুযায়ী হজ্জ সকল মৌসুমে আবর্তিত হতে থাকলে যে অসুবিধা ও কাঠিন্য ভোগ করতে হয় তা থেকে বাঁচতে পারা যায়। এভাবে ৩৩ বছর যাবত হজ্জ তার সঠিক সময়ে অনুষ্ঠিত না হয়ে বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত হতে থাকতো এবং মাত্র ৩৪তম বছরে একবার হজ্জ তার যথা নির্দিষ্ট সময় ৯-১০ যিলহজ্জ তারিখে অনুষ্ঠিত হতো। নবী করীম স. যে বছর বিদায় হজ্জ আদায় করেছিলেন সে বছর হজ্জ ঠিক তার যথা নির্দিষ্ট তারিখে পড়েছিল এবং সেই সময় থেকেই 'নাসী' প্রথা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

রুকূ' ঃ ৬

(٣٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ○

৩৮. হে[২০] ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হলো, যখনই তোমাদের আল্লাহর পথে বের হতে বলা হলো, অমনি তোমরা মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে ? তোমরা কি আখেরাতের মোকাবিলায় দুনিয়ার জীবন পছন্দ করে নিয়েছো ? যদি তাই হয়, তাহলে তোমরা মনে রেখো, দুনিয়ার জীবনের এসব সাজ সরঞ্জাম আখেরাতে খুব সামান্য বলে প্রমাণিত হবে।

(٣٩) إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

৩৯. তোমরা যদি না বের হও তাহলে আল্লাহ তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের জায়গায় আর একটি দলকে ওঠাবেন, আর তোমরা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী।

(٤٠) إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

৪০. তোমরা যদি নবীকে সাহায্য না কর, তাহলে কোনো পরোয়া নেই। আল্লাহ তাকে এমন সময় সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাকে বের করে দিয়েছিল, যখন সে ছিল মাত্র দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় জন, যখন তারা দু'জন গুহার মধ্যে ছিল, তখন সে তার সাথীকে বলছিল, "চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"[২১] সে সময় আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তার ওপর মানসিক প্রশান্তি নাযিল করেন এবং এমন সেনাদল পাঠিয়ে তাকে সাহায্য করেন, যা তোমরা দেখোনি এবং তিনি কাফেরদের বক্তব্যকে নিচু করে দেন। আর আল্লাহর কথা তো সমুন্নত আছেই। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

(٤١) انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ○

৪১. বের হও, হালকা কিংবা ভারী যাই হও না কেন, এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজের ধন-প্রাণ দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে।

(٤٢) لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○

৪২. হে নবী! যদি সহজ লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং সফর হালকা হতো, তাহলে তারা নিশ্চয়ই তোমার পেছনে চলতে উদ্যত হতো। কিন্তু তাদের জন্য তো এ পথ বড়ই কঠিন হয়ে গেছে।[২২] এখন তারা আল্লাহর কসম খেয়ে খেয়ে বলবে, "যদি আমরা চলতে পারতাম তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে চলতাম।" তারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আল্লাহ ভালো করেই জানেন তারা মিথ্যাবাদী।

---

২০. এ আয়াত (৯ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত) তাবুকের যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল।

২১. এখানে সেই ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে যখন মক্কার কাফেররা নবী করীম স.-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এবং হত্যার জন্য যে রাতটি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল ঠিক সেই রাতেই মক্কা থেকে বহির্গত হয়ে সওর গুহায় তিন দিন পর্যন্ত লুকিয়ে থাকার পর মদীনার দিকে হিজরাত করেছিলেন। সে সময় গুহায় মাত্র একা হযরত আবু বকর রা. তাঁর সাথে ছিলেন।

রুকূ’ ঃ ৭

٤٣ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ۝

৪৩. হে নবী! আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন, তুমি তাদের অব্যাহতি দিলে কেন? (তোমার নিজের তাদের অব্যাহতি না দেয়া উচিত ছিল) এভাবে তুমি জানতে পারতে কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যুক।

٤٤ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۝

৪৪. যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তারা কখনো তোমার কাছে তাদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আবেদন জানাবে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের খুব ভাল করেই জানেন।

٤٥ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ۝

৪৫. এমন আবেদন তো একমাত্র তারাই করে ; যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে না, যাদের মনে রয়েছে সন্দেহ এবং এ সন্দেহের দোলায় তারা দোদুল্যমান।

٤٦ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ۝

৪৬. যদি সত্যিসত্যিই তাদের বের হবার ইচ্ছা থাকতো তাহলে তারা সে জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতো। কিন্তু তাদের অংশগ্রহণ আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়ই ছিল না। তাই তিনি তাদের শিথিল করে দিলেন এবং বলে দেয়া হলো ঃ “বসে থাকো, যারা বসে আছে তাদের সাথে।”

٤٧ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝

৪৭. যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো তাহলে তোমাদের মধ্যে অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই বাড়াতো না। তারা ফিত্‌না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে প্রচেষ্টা চালাতো। আর তোমাদের লোকদের অবস্থা হচ্ছে, তাদের মধ্যে এখনো এমন লোক আছে যারা তাদের কথা আড়ি পেতে শোনে। আল্লাহ এ যালেমদের খুব ভাল করেই চেনেন।

٤٨ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ۝

৪৮. এর আগেও এরা ফিতনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে এবং তোমাদের ব্যর্থ করার জন্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন ধরনের কৌশল খাটিয়েছে। এ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য এসে গেছে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

٤٩ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۝

৪৯. তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে বলে, “আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে পাপের ঝুঁকির মধ্যে ফেলবেন না। শুনে রাখো, এরা তো ঝুঁকির মধ্যেই পড়ে আছে এবং জাহান্নাম এ কাফেরদের ঘিরে রেখেছে।

٥٠ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ ۝

৫০. তোমার ভাল কিছু হলে তা তাদের কষ্ট দেয় এবং তোমার ওপর কোনো বিপদ এলে তারা খুশী মনে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে, “ভালই হয়েছে, আমরা আগেভাগেই আমাদের ব্যাপার সেরে নিয়েছি।”

২২. মোকাবিলা ছিল রোমের মত প্রধান শক্তির সাথে, সময় ছিল গ্রীষ্মের, দেশ ছিল দুর্ভিক্ষের কবলে ও নতুন বাৎসরিক ফসল কাটার সময় ছিল আসন্ন—আর এ ফসলের আশা নিয়ে তারা দিন গুণছিল—এ অবস্থায় তাবুক যাত্রা তাদের পক্ষে বড়ই কঠিন বোধ হচ্ছিল।

٥١ قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

৫১. তাদের বলে দাও, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা ছাড়া আর কোনো (ভাল বা মন্দ) কিছুই আমাদের হয় না। আল্লাহই আমাদের অভিভাবক ও কার্যনির্বাহক এবং ঈমানদারদের তাঁর ওপরই ভরসা করা উচিত।

٥٢ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؕ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ فَتَرَبَّصُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ○

৫২. তাদের বলে দাও, "তোমরা আমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের অপেক্ষায় আছো তা দুটি ভালোর একটি ছাড়া আর কি ?[২৩] অন্যদিকে আমরা তোমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের অপেক্ষায় আছি তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ হয় নিজেই তোমাদের শাস্তি দেবেন, না হয় আমাদের হাত দিয়ে দেয়াবেন ? তাহলে এখন তোমরা অপেক্ষা করো এবং আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকছি।"

٥٣ قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ؕ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

৫৩. তাদের বলে দাও, "তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ব্যয় কর অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যয় কর তা গৃহীত হবে না। কারণ তোমরা ফাসেক গোষ্ঠী।"

٥٤ وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّاۤ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ○

৫৪. তাদের দেয়া সম্পদ গৃহীত না হবার এ ছাড়া আর কোনো কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে, নামাযের জন্য যখন আসে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে আসে এবং আল্লাহর পথে খরচ করলে তা করে অনিচ্ছাকৃতভাবে।

٥٥ فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ○

৫৫. তাদের ধন-দৌলত ও সন্তানের আধিক্য দেখে তোমরা প্রতারিত হয়ো না। আল্লাহ চান, এ জিনিস-গুলোর মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে তাদের শাস্তি দিতে। আর তারা যদি প্রাণও দিয়ে দেয়, তাহলে তখন তারা থাকবে সত্য অস্বীকার করার অবস্থায়।

٥٦ وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ؕ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ○

৫৬. তারা আল্লাহর কসম খেয়ে খেয়ে বলে, আমরা তোমাদেরই লোক। অথচ তারা মোটেই তোমাদের অন্তরভুক্ত নয়। আসলে তারা এমন একদল লোক যারা তোমাদের ভয় করে।

٥٧ لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ○

৫৭. যদি তারা কোনো আশ্রয় পেয়ে যায় অথবা কোনো গিরি-গুহা কিংবা ভিতরে প্রবেশ করার মত কোনো জায়গা, তাহলে দৌড়ে গিয়ে সেখানে লুকিয়ে থাকবে।

٥٨ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَاۤ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ○

৫৮. হে নবী! তাদের কেউ কেউ সাদকাহ[২৪] বণ্টনের ব্যাপারে তোমার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাচ্ছে। এ সম্পদ থেকে যদি তাদের কিছু দেয়া হয় তাহলে তারা খুশী হয়ে যায়, আর না দেয়া হলে বিগড়ে যেতে থাকে।

২৩. অর্থাৎ আল্লাহর পথে শাহাদাত অথবা ইসলামের বিজয়।

٥٩ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ○

৫৯. কতই না ভাল হতো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা কিছুই তাদের দিয়েছিলেন তাতে যদি তারা সন্তুষ্ট থাকতো এবং বলতো, "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি নিজের অনুগ্রহ থেকে আমাদের আরো অনেক কিছু দেবেন এবং তাঁর রসূল আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। আমরা আল্লাহরই প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছি।"

রুকূ' ঃ ৮

٦٠ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

৬০. এ সাদ্‌কাগুলো তো আসলে ফকীর মিসকীনদের[২৫] জন্য। আর যারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং যাদের মন জয় করা প্রয়োজন তাদের জন্য।[২৬] তাছাড়া দাসমুক্ত করার,[২৭] ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করার, আল্লাহর পথে[২৮] এবং মুসাফিরদের উপকারে[২৯] ব্যয় করার জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিধান এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ।

٦١ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

৬১. তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা নিজেদের কথা দ্বারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, এ ব্যক্তি অতিশয় কর্ণপাতকারী। বলে দাও, "সে এরূপ করে কেবল তোমাদের ভালোর জন্যই। সে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং ঈমানদারদেরকে বিশ্বাস করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমানদার তাদের জন্য সে পরিপূর্ণ রহমত। আর যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

٦٢ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ○

৬২. তারা তোমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের সামনে কসম খায়। অথচ যদি তারা মুমিন হয়ে থাকে তাহলে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার কথা চিন্তা করবে, কারণ তাঁরাই এর বেশী হকদার।

২৪. অর্থাৎ যাকাতের মাল।

২৫. 'ফকীর' যে জীবিকার জন্য অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী ; মিসকীন—যারা সাধারণ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের তুলনায় অধিক দুরবস্থা সম্পন্ন।

২৬. 'তালিফে কলব'-এর অর্থ মন জয় করা। যারা ইসলামের বিরোধিতায় তৎপর যদি অর্থ দিয়ে তাদের শত্রুতাপূর্ণ উদ্দীপনা স্তিমিত করা যায়, কিংবা যদি কাফেরদের দলে এরূপ লোক থাকে যাদের অর্থ দান করলে তারা কাফেরদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলমানদের সাহায্যকারী হতে পারে কিংবা যারা সবে মুসলমান হয়েছে ও তাদের দুর্বলতা দেখে আশঙ্কা হয়, যদি অর্থ দিয়ে তাদের সাহায্য করা না হয় তবে আবার তারা কুফরীতে ফিরে যাবে—এরূপ লোকদের স্থায়ী বা সাময়িক দানের মাধ্যমে ইসলামের সমর্থক ও সহায়ক বা অনুগত বা কমপক্ষে নিষ্ক্রিয় শত্রুতে পরিণত করা।

২৭. গরদান মুক্ত করা অর্থাৎ দাসকে মুক্ত করা।

২৮. 'আল্লাহর পথে' কথাটি ব্যাপক। এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় এরূপ সমস্ত কাজকেই বুঝায়। আলেমদের একটি দল এ মত প্রকাশ করেছেন যে, এ নির্দেশ অনুযায়ী যাকাতের মাল প্রত্যেক সৎকাজে ব্যয় করা যেতে পারে। কিন্তু বিপুল সংখ্যাধিক্যের অভিমত হচ্ছে, এখানে 'আল্লাহর পথ'-এর অর্থ আল্লাহর জন্য জিহাদের পথে অর্থাৎ সেই সাধ্য-সাধনা ও চেষ্টা-সংগ্রামের পথে যার উদ্দেশ্য কাফেরী সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তার স্থলে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। এ চেষ্টা-সংগ্রামে রতদের সফর খরচ, যানবাহন ও অস্ত্রশস্ত্র, আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য যাকাত থেকে সাহায্য করা যেতে পারে—তারা নিজেরা সচ্ছল অবস্থাপন্ন ও নিজেদের প্রয়োজনের জন্য তাদের সাহায্যের আবশ্যক না হলেও।

২৯. মুসাফির নিজ গৃহে ধনী হলেও সফরের অবস্থায় যদি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে তবে যাকাতের অংশ থেকে তাকে সাহায্য করা যাবে।

৬৩. তারা কি জানে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মোকাবিলা করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তার মধ্যে তারা চিরকাল থাকবে। এটি একটি বিরাট লাঞ্ছনার ব্যাপার।

৬৪. এ মুনাফিকরা ভয় করছে, মুসলমানদের ওপর এমন একটি সূরা না নাযিল হয়ে যায়, যা তাদের মনের গোপন কথা প্রকাশ করে দেবে! হে নবী! তাদের বলে দাও, "বেশ, ঠাট্টা করতেই থাকো, তবে তোমরা যে জিনিসটির প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয় করছো আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন।"

৬৫. যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি কথা বলছিলে ? তাহলে তারা ঝটপট বলে দেবে, আমরা তো হাসি-তামাশা ও পরিহাস করছিলাম।[৩০] তাদের বলো, "তোমাদের হাসি-তামাশা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াত ও তাঁর রসূলের সাথে ছিল ?

৬৬. এখন আর ওযর পেশ করো না। তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করেছো, যদি আমরা তোমাদের একটি দলকে মাফও করে দেই তাহলে আরেকটি দলকে তো আমরা অবশ্যই শাস্তি দেবো। কারণ তারা অপরাধী।"

রুকূ' ঃ ৯

৬৭. মুনাফিক পুরুষ ও নারী পরস্পরের দোসর। খারাপ কাজের হুকুম দেয়, ভাল কাজে নিষেধ করে এবং কল্যাণ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিশ্চিত-ভাবেই এ মুনাফিকরাই ফাসেক।

৬৮. এ মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফেরদের জন্য আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের ওয়াদা করেছেন। তার মধ্যে তারা চিরকাল থাকবে। সেটিই তাদের জন্য উপযুক্ত। আল্লাহর অভিশাপ তাদের ওপর এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব।

৬৯. তোমাদের আচরণ তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতোই। তারা ছিল তোমাদের চাইতে বেশী শক্তিশালী এবং তোমাদের চাইতে বেশী সম্পদ ও সন্তানের মালিক। তারপর তারা দুনিয়ায় নিজেদের অংশের স্বাদ উপভোগ করেছে এবং তোমরাও একইভাবে নিজেদের অংশের স্বাদ উপভোগ করেছো যেমন তারা করেছিল এবং তারা যেমন অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত ছিল তেমনি বিতর্কে তোমরাও লিপ্ত রয়েছো। কাজেই তাদের পরিণতি হয়েছে এই যে, দুনিয়ায় ও আখেরাতে তাদের সমস্ত কাজকর্ম পণ্ড হয়ে গেছে এবং তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

٦٣ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَأَنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْخِزْىُ ٱلْعَظِيمُ ○

٦٤ يَحْذَرُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ○

٦٥ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ○

٦٦ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ○

٦٧ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ○

٦٨ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ هِىَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ○

٦٩ كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَٰدًا فَٱسْتَمْتَعُوا بِخَلَٰقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَٰقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَٰقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى خَاضُوٓا ۚ أُولَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ○

৭০. তাদের কাছে কি তাদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস পৌঁছেনি? নূহের জাতির, আদ, সামূদ ও ইবরাহীমের জাতির, মাদ্ইয়ানের অধিবাসীদের এবং যে জনবসতি-গুলো উল্টে দেয়া হয়েছিল[৩১] সেগুলোর? তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিশানীসহ তাদের কাছে এসেছিলেন। এরপর তাদের ওপর যুলুম করা আল্লাহর কাজ ছিল না বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছিল।

৭১. মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, এরা সবাই পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। এরা ভাল কাজের হুকুম দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক যাদের ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবেই। অবশ্যই আল্লাহ সবার ওপর পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।

৭২. এ মু'মিন পুরুষ ও নারীকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি এমন বাগান দান করবেন যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবহমান হবে এবং তারা তার মধ্যে চিরকাল বাস করবে। এসব চিরসবুজ বাগানে তাদের জন্য থাকবে বাসগৃহ এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।

রুকূ' ঃ ১০

৭৩. হে নবী![৩২] পূর্ণ শক্তি দিয়ে কাফের ও মুনাফিক উভয়ের মোকাবিলা করো এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। শেষ পর্যন্ত তাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবাসস্থল।

৭৪. তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে খেয়ে বলে, "আমরা ও কথা বলিনি।" অথচ তারা নিশ্চয়ই সেই কুফরীর কথাটা বলেছে।[৩৩] তারা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবলম্বন করেছে। তারা এমনসব কিছু করার সংকল্প করেছিল যা করতে পারেনি।[৩৪] আল্লাহ ও তাঁর রসূল নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিয়েছেন বলেই তাদের এত ক্রোধ ও আক্রোশ! এখন যদি তারা নিজেদের এহেন আচরণ থেকে বিরত হয়, তাহলে তাদের জন্যই ভাল। আর যদি বিরত না হয়, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং পৃথিবীতে তাদের পক্ষ অবলম্বনকারী ও সাহায্যকারী কেউ থাকবে না।

٧٠ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۙ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○

٧١ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

٧٢ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

٧٣ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

٧٤ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ○

৩০. তাবুক যুদ্ধের সময়ে মুনাফিকরা প্রায়ই নিজেদের মজলিসমূহে বসে নবী করীম স. ও মুসলমানদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো এবং যাদেরকে সদুদ্দেশ্যে জিহাদে উদ্যোগী দেখতো নিজেদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ দ্বারা তাদের হিম্মতহারা করতে চাইতো। বর্ণনাসমূহে ঐসব মুনাফিকদের বহু উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন কয়েকজন মুনাফিক এক জায়গায় আড্ডা দিচ্ছিল। একজন বললো, "রোমকদের কি তোমরা আরবদের মতো ভেবে রেখেছ? যেসব বীর পুরুষ লড়তে এসেছেন কালই দেখে নিও এরা সব রজ্জু দ্বারা বন্ধ হয়ে আছে।" দ্বিতীয়জন [illegible] যদি উপর থেকে একশ' করে বেত্রাঘাতের হুকুম হয়। অন্য এক মুনাফিক নবী করীম স.-কে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বড় তৎপর বান্ধবদের বললো, 'দেখ হে, তিনি রোম ও সিরিয়া জয় করতে চলেছেন।"

وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৭৫. তাদের মধ্যে এমনও কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করেছিল, যদি তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের ধন্য করেন তাহলে আমরা দান করবো এবং সৎ হয়ে যাবো।

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

৭৬. কিন্তু যখন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে বিত্তশালী করে দিলেন তখন তারা কার্পণ্য করতে লাগলো এবং নিজেদের অংগীকার থেকে এমনভাবে পিছটান দিল যে, তার কোনো পরোয়াই তাদের রইলো না।

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝

৭৭. ফলে তারা আল্লাহর সাথে এই যে অংগীকার ভংগ করলো এবং এই যে মিথ্যা বলতে থাকলো, এ কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দিলেন ; তাঁর দরবারে তাদের উপস্থিতির দিন পর্যন্ত তা তাদের পিছু ছাড়বে না।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝

৭৮. তারা কি জানে না, আল্লাহ তাদের গোপন কথা ও গোপন সলা-পরামর্শ পর্যন্ত জানেন এবং তিনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ও পুরোপুরি অবগত ?

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৭৯. (তিনি এমনসব কৃপণ ধনীদেরকে ভাল করেই জানেন) যারা ঈমানদারদের সন্তোষ ও আগ্রহ সহকারে আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের প্রতি দোষ ও অপবাদ আরোপ করে এবং যাদের কাছে (আল্লাহর পথে দান করার জন্য) নিজেরা কষ্ট সহ্য করে যা কিছু দান করে তাছাড়া আর কিছুই নেই, তাদেরকে—বিদ্রূপ করে। আল্লাহ এ বিদ্রূপ-কারীদেরকে বিদ্রূপ করেন। এদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

৩১. অর্থাৎ লূতের কওমের বস্তিগুলো যা উল্টে দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।

৩২. এখান থেকে সেইসব আয়াত শুরু হয়েছে যা তাবুক যুদ্ধের পর নাযিল হয়েছিল।

৩৩. এখানে যে কথার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে সে বিষয়টি যে কি সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবার মতো কোনো তথ্য আমাদের কাছে পৌছায়নি। অবশ্য বর্ণনায় এরূপ কতকগুলো কুফরিমূলক কথার উল্লেখ আছে যা মুনাফিকরা সে সময়ে বলেছিল। যথা—একজন মুনাফিক এক মুসলিম তরুণের সাথে কথাবার্তা প্রসঙ্গে বলেছিল, "এক ব্যক্তি (অর্থাৎ নবী করীম স.) যা কিছু পেশ করছে তা যদি সত্য হয় তবে আমরা গাধার থেকেও অধম।" আর একটি বর্ণনায় আছে ঃ তাবুকের সফরে এক জায়গায় নবী করীম স.-এর উটনী হারিয়ে গিয়েছিল। সে সময়ে মুনাফিকদের একটি দল নিজেদের মজলিসে বসে খুব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপসহ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল যে, হযরত আসমানের খবর তো খুব শোনান, কিন্তু নিজের উটনীরই খবর জানেন না—সে এখন কোথায় !

৩৪. তাবুক যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা যে ষড়যন্ত্র করেছিল এখানে তারই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এক সময় তারা পরিকল্পনা করেছিল যে, রাতে সফরের সময় তারা নবীকে একটি খাদের মধ্যে ফেলে দেবে। তারা নিজেদের মধ্যে এও ঠিক করে নিয়েছিল যে, যদি তাবুকে মুসলমানদের পরাজয় হয় তবে অবিলম্বে তারা মদীনায় আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের শিরে রাজ মুকুট পরিয়ে দেবে।

٨٠ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

৮০. হে নবী! তুমি এ ধরনের লোকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো বা না করো, তুমি যদি এদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলেও আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর আল্লাহ ফাসেকদেরকে মুক্তির পথ দেখান না।

রুকূ’ ঃ ১১

٨١ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ○

৮১. যাদেরকে পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল তারা আল্লাহর রসূলের সাথে সহযোগিতা না করার ও ঘরে বসে থাকার জন্য আনন্দিত হলো এবং তারা নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে অপসন্দ করলো। তারা লোকদেরকে বললো, “এ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বের হয়ো না।” তাদেরকে বলে দাও, জাহান্নামের আগুন এর চেয়েও বেশী গরম, হায়! যদি তাদের সেই চেতনা থাকতো!

٨٢ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

৮২. এখন তাদের কম হাসা ও বেশী কাঁদা উচিত। কারণ তারা যে গোনাহ উপার্জন করেছে তার প্রতিদান এ ধরনেরই হয়ে থাকে (যে, সে জন্য তাদের কাঁদা উচিত)।

٨٣ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ○

৮৩. যদি আল্লাহ তাদের মধ্যে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং আগামীতে তাদের মধ্যে থেকে কোনো দল জিহাদ করার জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায় তাহলে পরিষ্কার বলে দেবে, “এখন আর তোমরা কখ্খনো আমার সাথে যেতে পারবে না এবং আমার সংগী হয়ে কোনো দুশমনের সাথে লড়াইও করতে পারবে না। তোমরা তো প্রথমে বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে, তাহলে এখন যারা ঘরে বসে আছে তাদের সাথে তোমরাও বসে থাকো।”

٨٤ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ○

৮৪. আর আগামীতে তাদের মধ্য থেকে কেউ মারা গেলে তার জানাযার নামাযও তুমি কখ্খনো পড়বে না এবং কখনো তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তাদের মৃত্যু হয়েছে ফাসেক অবস্থায়।

٨٥ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ○

৮৫. তাদের ধনাঢ্যতা ও তাদের অধিক সংখ্যক সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন প্রতারিত না করে। আল্লাহ তো তাদেরকে এ ধন ও সম্পদের সাহায্যে এ দুনিয়ায়ই সাজা দেবার সংকল্প করে ফেলেছেন এবং কাফের থাকা অবস্থায় তাদের মৃত্যু হোক—এটাই চেয়েছেন।

⑧٦ وَإِذَآ أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ أَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ○

৮৬. আল্লাহকে মেনে চলো এবং তাঁর রসূলের সহযোগী হয়ে জিহাদ করো, এ মর্মে যখনই কোনো সূরা নাযিল হয়েছে তোমরা দেখেছো, তাদের মধ্যে যারা সামর্থ্যবান ছিল তারাই তোমাদের কাছে আবেদন জানিয়েছে, জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে তাদেরকে রেহাই দেয়া হোক এবং তারা বলেছে, আমাদের ছেড়ে দাও। যারা বসে আছে তাদের সাথে আমরা বসে থাকবো।

⑧٧ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

৮৭. তারা গৃহবাসীনী মেয়েদের সাথে শামিল হয়ে ঘরে থাকতে চেয়েছে এবং তাদের দিলে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। তাই তারা কিছুই বুঝতে পারছে না।

⑧٨ لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ؗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

৮৮. অন্যদিকে রসূল ও তাঁর ঈমানদার সাথীরা নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছে। সমস্ত কল্যাণ এখন তাদের জন্য এবং তারাই সফলকাম হবে।

⑧٩ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

৮৯. আল্লাহ তাদের জন্য এমন বাগান তৈরী করে রেখেছেন যার নিম্নদেশে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হচ্ছে। তার মধ্যে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই মহা সাফল্য।

রুকূ' ঃ ১২

⑨٠ وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৯০. গ্রামীণ আরবদের মধ্য থেকেও অনেক লোক এলো। তারা ওযর পেশ করলো, যাতে তাদেরকেও পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে ঈমানের মিথ্যা অংগীকার করেছিল তারাই এভাবে বসে রইল। এ গ্রামীণ আরবদের মধ্য থেকে যারাই কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে শীঘ্রই তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

⑨١ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৯১. দুর্বল ও রুগ্ন লোকেরা এবং যেসব লোক জিহাদে শরীক হবার জন্য পাথেয় পায় না, তারা যদি পিছনে থেকে যায় তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই, যখন তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বস্ত।[৩৫] এ ধরনের সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো অবকাশই নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

⑨٢ وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۪ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ○

৯২. অনুরূপভাবে তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোনো সুযোগ নেই যারা নিজেরা এসে তোমার কাছে আবেদন করেছিল, তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করতে, কিন্তু তুমি বলেছিলে, আমি তোমাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করতে পারছি না। তখন তারা বাধ্য হয়ে ফিরে গিয়েছিল। তখন তাদের অবস্থা এ ছিল যে, তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল এবং নিজেদের অর্থ ব্যয়ে জিহাদে শরীক হতে অসমর্থ হবার দরুন তাদের মনে বড়ই কষ্ট ছিল।

٩٣ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

৯৩. অবশ্যই অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে যারা বিত্তশালী হবার পরও জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে তোমার কাছে অব্যাহতি চাচ্ছে। তারা গৃহবাসীনীদের সাথে থাকাই পসন্দ করেছে। আল্লাহ তাদের দিলে মোহর মেরে দিয়েছেন, তাই তারা এখন কিছুই জানে না (যে, আল্লাহর কাছে তাদের এহেন কর্মনীতি গ্রহণের ফল কী দাঁড়াবে)।

১১

٩٤ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

৯৪. তোমরা যখন ফিরে তাদের কাছে পৌছবে তখন তারা নানা ধরনের ওযর পেশ করতে থাকবে। কিন্তু তুমি পরিষ্কার বলে দেবে, "বাহানাবাজী করো না, আমরা তোমাদের কোনো কথাই বিশ্বাস করবো না। তোমাদের অবস্থা আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। এখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ করবেন। তারপর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই জানেন এবং তোমরা কি কাজ করছিলে তা তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন।"

٩٥ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

৯৫. তোমরা ফিরে এলে তারা তোমাদের সামনে কসম খাবে, যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো। ঠিক আছে, তোমরা অবশ্যই তাদেরকে উপেক্ষা করো। কারণ তারা অপবিত্র এবং তাদের আসল আবাস জাহান্নাম। তাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ এটি তাদের ভাগ্যে জুটবে।

٩٦ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ○

৯৬. তারা তোমাদের সামনে কসম খাবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও। অথচ তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হলেও আল্লাহ কখনো এহেন ফাসেকদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।

٩٧ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

৯৭. এ বেদুইন আরবরা কুফরী ও মুনাফিকীতে বেশী কঠোর এবং আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি যে দীন নাযিল করেছেন[৩৬] তার সীমারেখা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

৩৫. এর থেকে জানা গেল—যারা স্পষ্টত নিরুপায় তাদের পক্ষেও শুধুমাত্র অক্ষমতা ও রোগ বা নিছক উপায়হীনতা মাফী পাওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ নয়। বরং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি আন্তরিক আনুগত্যশীল হলে তবেই মাত্র ক্ষমা পাওয়ার যথেষ্ট কারণ বলে গণ্য হবে। অন্যথায় যদি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা না থাকে তবে কোনো ব্যক্তি এজন্যে ক্ষমা পেতে পারে না যে, সে ফরয পালনের সময়ে রোগগ্রস্ত অথবা নিরুপায় ছিল।

৩৬. 'বদবী আরব ' বলতে গ্রাম্য ও মরুস্থলবাসী আরব দেশ বুঝানো হয়েছে। যারা মদীনার চতুস্পার্শ্বস্থ এলাকাতে বাস করতো। মদীনায় মযবুত ও সুসংগঠিত শক্তির অভ্যুত্থান দেখে এরা প্রথমত ভীত হয়ে পড়েছিল। পরে তারা ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্বের সময় দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সুযোগ সন্ধানী ও সুবিধাবাদীর ভূমিকা অবলম্বন করে চলতে থাকে। পরে যখন ইসলামী রাষ্ট্রের আধিপত্য হেজায ও নজদের এক বৃহৎ অংশের ওপর বিস্তৃত হলো এবং বিরোধী গোত্রসমূহের শক্তি তার মোকাবিলায় ভেঙ্গে পড়তে শুরু করলো, তখন তারা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত হওয়াকেই তাদের স্বার্থ সুবিধার অনুকূল ও সময়োপযোগী বিজ্ঞতা বলে মনে করলো। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম লোকই এরূপ ছিল যারা এ দীনের সত্যতা যথার্থভাবে উপলব্ধি করে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও অকপট নিষ্ঠার সাথে এ দীনের দাবী ও দায়িত্বগুলো পালনে প্রস্তুত ছিল। তাদের এ অবস্থাকে এখানে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, শহরবাসীদের তুলনায় এ গ্রাম্য ও মরুবাসী লোকেরা অধিকতর কপটভাবাপন্ন হয়ে থাকে। সত্যকে অস্বীকার করার প্রবণতা তাদের মধ্যে অধিকতরভাবে দেখা যায়। এর কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে শহরের অধিবাসীরা বিদ্বান ও সত্যপন্থীদের সঙ্গলাভের কারণে দীন ও তার সীমাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ তো করতে পারে, কিন্তু এ বেদুইনরা সারাটি জীবন নিছক এক খাদ্যান্বেষী পশুর ন্যায় দিনরাত জীবিকার অন্বেষণেই কাল কাটায় এবং পশুসুলভ জৈবিক জীবনের প্রয়োজনসমূহ থেকে উর্ধতর কোনো জিনিসের প্রতি মনোযোগ দেবার কোনো অবকাশই তাদের মেলে না। এজন্যে দীন ও তার সীমাসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার সম্ভাবনা তাদের পক্ষে অনেক বেশী। পরবর্তী ১২২ আয়াতে তাদের এ রোগের আরোগ্যের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

৯৮. এ গ্রামীণদের মধ্যে এমন এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর পথে কিছু ব্যয় করলে তাকে নিজেদের ওপর জোরপূর্বক চাপানো অর্থদণ্ড মনে করে এবং তোমাদের ব্যাপারে কালের আবর্তনের প্রতীক্ষা করছে (অর্থাৎ তোমরা কোনো বিপদের মুখে পড়লে যে শাসন ব্যবস্থার আনুগত্যের শৃংখল তোমরা তাদের গলায় বেঁধে দিয়েছ তা তারা গলা থেকে নামিয়ে ফেলবে)। অথচ মন্দের আবর্তন তাদের ওপরই চেপে বসেছে। আল্লাহ সবকিছু শুনেনও জানেন।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

৯৯. আবার এ গ্রামীণদের মধ্য থেকে কিছু লোক এমনও আছে যারা আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং যা কিছু খরচ করে তাকে আল্লাহর দরবারে নৈকট্য লাভের এবং রসূলের কাছ থেকে রহমতের দোয়া লাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। হ্যাঁ, অবশ্যই তা তাদের জন্য নৈকট্যলাভের উপায় এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে নিজের রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

রুকূ' ঃ ১৩

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

১০০. মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে যারা সবার আগে ঈমানের দাওয়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে এবং যারা পরে নিষ্ঠা সহকারে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন বাগান তৈরী করে রেখেছেন যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা তার মধ্যে থাকবে চিরকাল। এটাই মহা সাফল্য।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ

১০১. তোমাদের আশেপাশে যেসব বেদুইন থাকে তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক মুনাফিক। অনুরূপভাবে মদীনা-বাসীদের মধ্যেও রয়েছে এমন কিছু মুনাফিক, যারা মুনাফিকীতে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। তোমরা তাদেরকে চিন না, আমি চিনি তাদেরকে। শীঘ্রই আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেবো। তারপর আরো বেশী বড় শাস্তির জন্য তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

১০২. আরো কিছু লোক আছে, যারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের কাজকর্ম মিশ্র ধরনের— কিছু ভাল, কিছু মন্দ। অসম্ভব নয়, আল্লাহ তাদের প্রতি আবার মেহেরবান হয়ে যাবেন। কারণ, তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১০৩. হে নবী! তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদকা নিয়ে তাদেরকে পাক-পবিত্র করো, (নেকীর পথে) তাদেরকে এগিয়ে দাও এবং তাদের জন্য রহমতের দোয়া করো। তোমার দোয়া তাদের সান্ত্বনার কারণ হবে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

১০৪. তারা কি জানে না, আল্লাহই তার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, তাদের দান-খয়রাত গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময় ?

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

১০৫. আর হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা কাজ করতে থাকো। আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মু'মিনরা তোমাদের কাজের ধারা এখন কেমন থাকে তা দেখবেন। তারপর তোমাদের তাঁর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু জানেন এবং তোমরা কি করতে তা তিনি তোমাদের বলে দেবেন।

وَقُلِ اعْمَلُوا۟ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৬. অপর কিছু লোকের ব্যাপারে এখনো আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছে, তিনি চাইলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, আবার চাইলে তাদের প্রতি নতুন করে অনুগ্রহ করবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।

وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾

১০৭. আরো কিছু লোক আছে, যারা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে (সত্যের দাওয়াতকে) ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে, (আল্লাহর বন্দেগী করার পরিবর্তে) কুফরী করার জন্য, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষে এবং (এ বাহ্যিক ইবাদাতগাহকে) এমন এক ব্যক্তির জন্য গোপন ঘাঁটি বানাবার উদ্দেশ্যে যে ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। তারা অবশ্যই কসম খেয়ে বলবে, ভালো ছাড়া আর কোনো ইচ্ছাই আমাদের ছিল না। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, তারা একেবারেই মিথ্যেবাদী।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا۟ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًۢا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١٠٧﴾

১০৮. তুমি কখনো সেই ঘরে দাঁড়াবে না। যে মসজিদটি প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল সেই মসজিদে দাঁড়ানোই (ইবাদাতের জন্য) তোমার পক্ষে অধিকতর সমীচীন। সেখানে এমন লোক আছে, যারা পাক-পবিত্র থাকা পছন্দ করে এবং আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন।[৩৭]

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾

৩৭. মদীনায় এ সময় দুটি মসজিদ ছিল। একটি 'মসজিদে কোবা' যা শহরতলীতে অবস্থিত ছিল এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'মসজিদে নববী' যা শহরের মধ্যেই অবস্থিত ছিল। এ দুটি মসজিদের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও তৃতীয় একটি মসজিদ নির্মাণ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কিন্তু মুনাফিকরা এ বাহানা অবলম্বন করলো যে, বৃষ্টিতে ও শীতের রাতে মসজিদ থেকে দূরে অবস্থানকারী দুর্বল ও অসমর্থ লোকদের পক্ষে দৈনিক পাঁচবার নামাযের জন্য উপস্থিত হওয়া কঠিন; সুতরাং আমরা মাত্র নামাযীদের সুবিধার জন্যই একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করতে চাই। এভাবে তারা এ মসজিদ নির্মাণের অনুমতি গ্রহণ করে এটাকে নিজেদের ষড়যন্ত্রের আড্ডাতে পরিণত করেছিল। তারা চেয়েছিল নবী করীম স.-কে ধোঁকা দিয়ে তারা এ মসজিদের উদ্বোধন করবে। কিন্তু তাদের সংকল্পের পূর্বেই আল্লাহ নবী করীম স.-কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং তিনি তাবুক থেকে ফিরেই এ মসজিদে যেরারকে ধ্বংস করে দেন।

(١٠٩) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

১০৯. তাহলে তুমি কি মনে করো, যে ব্যক্তি আল্লাহভীতি ও তার সন্তুষ্টি অর্জনের উপর নিজের ইমারতের ভীত্তি স্থাপন করলো সে ভাল, না যে ব্যক্তি তাঁর ইমারতের ভিত্ উঠালো একটি উপত্যকার স্থিতিহীন ফাঁপা প্রান্তের ওপর এবং তা তাকে নিয়ে সোজা জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়লো ? এ ধরনের যালেমদেরকে আল্লাহ কখনো সোজা পথ দেখান না।

(١١٠) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

১১০. তারা এই যে ইমারত নির্মাণ করেছে এটা সবসময় তাদের মনে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে (যার বের হয়ে যাওয়ার আর কোনো উপায়ই এখন নেই)—যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ অত্যন্ত সচেতন, জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।

রুকূ' ঃ ১৪

(١١١) إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

১১১. প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ মু'মিনদের থেকে তাদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।[৩৮] তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে (জান্নাতের ওয়াদা) আল্লাহর যিম্মায় একটি পাকাপোক্ত ওয়াদা বিশেষ। আর আল্লাহর চেয়ে বেশী নিজের ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে ? কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে যে কেনা-বেচা করেছো সেজন্য আনন্দ করো। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।

(١١٢) التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ○

১১২. আল্লাহর দিকে বারবার প্রত্যাগমনকারী,[৩৯] তাঁর ইবাদাতকারী, তাঁর প্রশংসা বাণী উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য যমীনে বিচরণকারী,[৪০] তার সামনে রুকূ' ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজ থেকে বিরতকারী এবং আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণকারী (সেই সব মুমিন হয়ে থাকে যারা আল্লাহর সাথে কেনা-বেচার সওদা করে)। আর হে নবী! এ মু'মিনদেরকে সুখবর দাও!

(١١٣) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○

১১৩. নবী ও যারা ঈমান এনেছে তাদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা সংগত নয়, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন হলেই বা কি এসে যায়, যখন একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামেরই উপযুক্ত।

৩৮. আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহর মধ্যে ঈমানের ব্যাপারটিকে এখানে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপার রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছেঃ ঈমান প্রকৃতপক্ষে একটি অংগীকার ও চুক্তি যার দ্বারা বান্দা নিজের স্বকীয় সত্তা ও নিজেদের অর্থ-সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রয় করে দেয় এবং এর বিনিময়ে বান্দাহ আল্লাহর পক্ষ হতে এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে যে, মৃত্যুর পর পারলৌকিক জীবনে আল্লাহ তাঁকে জান্নাত দান করবেন।

৩৯. মূলে 'আওয়েবুনা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে ঃ তাওবাকারীগণ। কিন্তু যেরূপ ভাষাগত ভংগীতে এ শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তার দ্বারা এ অর্থ সুস্পষ্ট রূপে পরিস্ফুট হচ্ছে যে, তাওবা করা মুমিনের স্থায়ী গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ। সুতরাং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে—তারা মাত্র একবার তাওবা করে না, বরং সর্বদা তারা তাওবা করতে থাকে। আর তাওবার আসল অর্থ হচ্ছে—রুজু করা বা প্রত্যাবর্তন করা। সুতরাং এ শব্দটির যথার্থ মর্ম প্রকাশ করার জন্য আমি এর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেছি ঃ তারা আল্লাহর দিকে বার বার প্রত্যাবর্তন করে।

৪০. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ হতে পারে ঃ রোযা পালনকারীগণ।

১১৪. ইবরাহীম তার বাপের জন্য যে মাগফিরাতের দোয়া করেছিল তা তো সেই ওয়াদার কারণে ছিল যা সে তার বাপের সাথে করেছিল। কিন্তু যখন তার কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তার বাপ আল্লাহর দুশমন তখন সে তার প্রতি বিমুখ হয়ে গেছে। যথার্থই ইবরাহীম কোমল হৃদয়, আল্লাহভীরু ও ধৈর্যশীল ছিল।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

১১৫. লোকদেরকে হেদায়াত দান করার পর আবার গোমরাহীতে লিপ্ত করা আল্লাহর রীতি নয়, যতক্ষণ না তিনি তাদেরকে কোন্ জিনিস থেকে সংযত হয়ে চলতে হবে তা পরিষ্কার করে জানিয়ে দেন। আসলে আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের জ্ঞান রাখেন।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

১১৬. আর এও সত্য, আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন, জীবন ও মৃত্যু তাঁরই ইখতিয়ার ভুক্ত এবং তোমাদের এমন কোনো সহায় ও সাহায্যকারী নেই যে তোমাদেরকে তাঁর হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

إِنَّ اللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾

১১৭. আল্লাহ নবীকে মাফ করে দিয়েছেন এবং অত্যন্ত কঠিন সময়ে যে মুহাজির ও আনসারগণ নবীর সাথে সহযোগিতা করেন তাদেরকেও মাফ করে দিয়েছেন। যদিও তাদের মধ্য থেকে কিছু লোকের দিল বক্রতার দিকে আকৃষ্ট হতে যাচ্ছিল[৪১] (কিন্তু তারা এ বক্রতার অনুগামী না হয়ে নবীর সহযোগী হয়েছেন। ফলে) আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। নিসন্দেহে এ লোকদের প্রতি তিনি স্নেহশীল ও মেহেরবান।

لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِىِّ وَالْمُهَٰجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

১১৮. আর যে তিনজনের ব্যাপার মুলতবী করে দেয়া হয়েছিল তাদেরকেও তিনি মাফ করে দিয়েছেন। পৃথিবী তার সমগ্র ব্যাপকতা সত্ত্বেও যখন তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেলো, তাদের নিজেদের প্রাণও তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ালো এবং তারা জেনে নিল যে, আল্লাহর হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিজের রহমতের আশ্রয় ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই, তখন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের দিকে ফিরলেন যাতে তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে। অবশ্যই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[৪২]

وَعَلَى الثَّلَٰثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا۟ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

৪১. অর্থাৎ কয়েকজন অকপট সাহাবাও সেই কঠিন সময়ে যুদ্ধ যাত্রা করতে কিছুটা পলায়নপর মনোবৃত্তি অবলম্বন করতে লেগেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল এবং তাঁরা 'দীনে হক' আন্তরিকভাবে ভালোবাসতেন সেজন্যে শেষ পর্যন্ত তাঁরা এ দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠেছিলেন।

৪২. এ তিন ব্যক্তি হচ্ছেন—কাব বিন মালেক রা., হেলাল বিন উমাইয়া রা., মোররা বিন রবী রা., তিনজনই খাঁটি মুমিন ছিলেন। এর পূর্বে এঁরা কয়েকবার নিজেদের অকপট নিষ্ঠার প্রমাণ দান করেছিলেন, স্বার্থত্যাগ ও দুঃখবরণ করেছিলেন। কিন্তু নিজেদের এ সমস্ত পূর্ব খেদমত সত্ত্বেও তাবুক যুদ্ধের সংগীন সময়ে সকল যুদ্ধোক্ষম বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধ যাত্রায় নির্দেশ দান করা হয়েছিল। তাঁরা যে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিলেন তার জন্যে তাদের কঠিন পাকড়াও করা হয়েছিল। নবী করীম স. তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করে মুসলমানদের হুকুম দান করেন যে, কেউ যেন তাদের সাথে সালাম-কালাম না করে। ৪০ দিন পরে তাঁদের স্ত্রীদেরকেও তাঁদের থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দান করা হলো। এ আয়াতে যে চিত্র অংকন করা হয়েছে মদীনার জনপদে তাঁদের অবস্থা প্রকৃতপক্ষে সেরূপই হয়েছিল। অবশেষে যখন তাঁদের বয়কটের ৫০ দিন অতিবাহিত হলো তখন ক্ষমার এ হুকুম নাযিল হয়।

রুকূ' ঃ ১৫

১১৯. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সহযোগী হও।

١١٩ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

১২০. মদীনাবাসী ও তাদের আশপাশের বেদুইনদের জন্য আল্লাহর রসূলকে ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকা এবং তার ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে নিজেদের জীবনের চিন্তায় মশগুল হয়ে যাওয়া কোনোক্রমেই সমীচীন ছিল না। কারণ আল্লাহর পথে তারা যখনই ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও শারীরিক কষ্ট ভোগ করবে, যখনই এমন পথ অবলম্ব করবে যা সত্য অমান্যকারীদের কাছে অসহনীয় এবং যখনই কোনো দুশমনের ওপর (সত্যের প্রতি দুশমনির) প্রতিশোধ নেবে তৎক্ষণাৎ তার বদলে তাদের জন্য একটি সৎকাজ লেখা হবেই। এর ব্যতিক্রম কখনো হবে না। অবশ্যই আল্লাহর দরবারে সৎকর্মশীলদের পরিশ্রম বিফল যায় না।

١٢٠ مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

১২১. অনুরূপভাবে তারা যখন (আল্লাহর পথে) কম বা বেশী কিছু সম্পদ ব্যয় করবে এবং (সংগ্রাম সাধনায়) যখনই কোনো উপত্যকা অতিক্রম করবে, অমনি তা তাদের নামে লেখা হয়ে যাবে, যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের এ ভাল কাজের পুরস্কার দান করেন।

١٢١ وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

১২২. আর মু'মিনদের সবার এক সাথে বের হয়ে পড়ার কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু তাদের জনবসতির প্রত্যেক অংশের কিছু লোক বেরিয়ে এলে ভাল হতো। তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতো এবং ফিরে গিয়ে নিজের এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করতো, যাতে তারা (অমুসলমানী আচরণ থেকে) বিরত থাকতো,[৪৩] এমনটি হলো না কেন ?[৪৩]

١٢٢ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

রুকূ' ঃ ১৬

১২৩. হে ঈমানদারগণ! সত্য অস্বীকারকারীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ করো।[৪৪] তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়।[৪৫] জেনে রাখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

١٢٣ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

৪৩. অর্থাৎ সকল গ্রামবাসীদের মদীনা আসা জরুরী ছিলো না। প্রত্যেক ব্যক্তি ও এলাকার বাসিন্দাদের মধ্য থেকে যদি কিছু কিছু লোক মদীনা এসে দীনের ইলম হাসিল করতো ও নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন করে সেখানকার লোকদের দীন শিক্ষা দিতো তবে গ্রাম্য লোকদের মধ্যে সেই সব মূর্খতা বাকী থাকতো না যার জন্য তারা কপটতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে আছে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পরও মুসলমান হওয়ার যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে না।

৪৪. পরবর্তী বাক্য পরম্পরা অনুধাবন করলে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়, এখানে 'কাফেরগণ' বলতে সেইসব মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের সত্য অস্বীকার করার ব্যাপারটি পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয়ে গিয়েছিল এবং ইসলামী সমাজের মধ্যে তাদের মিলেমিশে থাকার জন্য দারুণ ক্ষতি সাধিত হচ্ছিল।

৪৫. অর্থাৎ এ পর্যন্ত তাদের সাথে যে নরম ব্যবহার হচ্ছিল এখন তার সমাপ্তি হওয়া উচিত।

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ○

১২৪. যখন কোনো নতুন সূরা নাযিল হয় তখন তাদের কেউ কেউ (ঠাট্টা করে মুসলমানদের) জিজ্ঞেস করে, "বলো, এর ফলে তোমাদের কার ঈমান বেড়ে গেছে ?" (এর জবাব হচ্ছে) যারা ঈমান এনেছে (প্রত্যেকটি অবতীর্ণ সূরা) যথার্থই তাদের ঈমান বাড়িয়েই দিয়েছে এবং তারা এর ফলে আনন্দিত।

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ○

১২৫. তবে যাদের অন্তরে (মুনাফিকী) রোগ বাসা বেঁধেছিল তাদের পূর্ব কলুষতার ওপর (প্রত্যেকটি নতুন সূরা) আরো একটি কলুষতা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফরীতে লিপ্ত রয়েছে।

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ○

১২৬. এরা কি দেখে না, প্রতি বছর এদেরকে দু'একটি পরীক্ষার মুখোমুখি করা হয় ?[৪৬] কিন্তু এরপরও এরা তাওবাও করে না কোনো শিক্ষাও গ্রহণ করে না।

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا ۚ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ○

১২৭. যখন কোনো সূরা নাযিল হয়, এরা চোখের ইশারায় একে অন্যকে জিজ্ঞেস করে, "তোমাদের কেউ দেখতে পায়নি তো ?" তারপর চুপেচুপে সরে পড়ে। আল্লাহ তাদের মন বিমুখ করে দিয়েছেন কারণ তারা এমন একদল লোক যাদের বোধশক্তি নেই।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ○

১২৮. দেখো, তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল। তোমাদের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া তার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী। মু'মিনদের প্রতি সে স্নেহশীল ও করুণাসিক্ত।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○

১২৯. এখন যদি তারা তোমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, "আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আমি তাঁর ওপরই ভরসা করেছি এবং তিনি মহা-আরশের অধিপতি।"

৪৬. অর্থাৎ এরূপ কোনো বছর অতিক্রান্ত হচ্ছিল না যার মধ্যে এক দু'বার এরূপ অবস্থা সংঘটিত না হচ্ছিল যার দ্বারা তাদের ঈমানের দাবী যাঁচাইয়ের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত না হচ্ছিল ও তাদের ঈমানের কৃত্রিমতার গোপন তত্ত্ব প্রকাশ না পাচ্ছিল।

সূরা ইউনুস

১০

নামকরণ

যথারীতি ৯৮ আয়াত থেকে নিছক আলামত হিসেবে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ আয়াতে প্রসংগক্রমে হযরত ইউনুস আ.-এর কথা এসেছে কিন্তু মূলত এ সূরার আলোচ্য বিষয় হযরত ইউনুসের কাহিনী নয়।

নাযিল হওয়ার স্থান

গোটা সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়। হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত। সূরার বিষয়বস্তুও এ বক্তব্য সমর্থন করে। কেউ কেউ মনে করেন এর কিছু আয়াত মাদানী যুগে নাযিল হয়। কিন্তু এটা শুধুমাত্র একটা হাওয়াই অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। বক্তব্যের ধারাবাহিক উপস্থাপনা গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার অনুভূত হয়, এগুলো একাধিক ভাষণ বা বিভিন্ন সময় নাযিলকৃত আয়াতের সমষ্টি নয়। বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ ভাষণ। এটা সম্ভবত এক সাথে নাযিল হয়ে থাকবে এবং এর বক্তব্য বিষয় একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এটা মক্কী সূরা।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি কখন নাযিল হয়, এ সম্পর্কিত কোনো হাদীস আমরা পাইনি। কিন্তু এর বক্তব্য বিষয় থেকে বুঝা যায়, এ সূরাটি রসূলুল্লাহ সা.-এর মক্কায় অবস্থানের শেষের দিকে নাযিল হয়ে থাকবে। কারণ, এর বক্তব্য বিষয় থেকে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, এ সময় ইসলামী দাওয়াতের বিরোধীদের পক্ষ থেকে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কাজ প্রচণ্ডভাবে শুরু হয়ে গেছে। তারা নিজেদের মধ্যে নবী ও তাঁর অনুসারীদেরকে আর বরদাশত করতে রাযী নয়। উপদেশ-অনুরোধের মাধ্যমে তারা সঠিক পথে চলবে, এমন আশা করা যায় না। নবীকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করার ফলে তাদের যে অনিবার্য পরিণতির সম্মুখীন হওয়ার কথা। এখন তা থেকে তাদের সতর্ক করে দেয়ার সময় এসে গেছে। কোন্ ধরনের সূরা মক্কার শেষ যুগের সাথে সম্পর্ক রাখে বক্তব্য বিষয়ের এ বৈশিষ্ট্য তা আমাদের জানিয়ে দেয়। কিন্তু এ সূরায় হিজরতের প্রতি কোনো ইংগিত পাওয়া যায় না। তাই যেসব সূরা থেকে আমরা হিজরতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনো না কোনো ইংগিত পাই এ সূরাটির যুগ সেগুলো থেকে আগের মনে করতে হবে। এ সময়-কাল চিহ্নিত করার পর ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করার প্রয়োজন থাকে না। কারণ, সূরা আনআম ও সূরা আরাফের ভূমিকায় এ যুগের ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

এ ভাষণের বিষয়বস্তু হচ্ছে, দাওয়াত দেয়া, বুঝানো ও সতর্ক করা। ভাষণের শুরু হয়েছে এভাবে ঃ

একজন মানুষ নবুওয়াতের বাণী প্রচার করছে। তা দেখে লোকেরা অবাক হচ্ছে। তারা অযথা তার বিরুদ্ধে যাদুকরিতার অভিযোগ আনছে। অথচ যেসব কথা সে পেশ করছে তার মধ্যে আজব কিছুই নেই এবং যাদু ও জ্যোতির্বিদ্যার সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কোনো বিষয়ও তাতে নেই। সে তো দুটো গুরুত্বপূর্ণ সত্য তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছে। এক, যে আল্লাহ এ বিশ্বজাহানের স্রষ্টা এবং যিনি কার্যত এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছেন একমাত্র তিনিই তোমাদের মালিক ও প্রভু এবং একমাত্র তিনিই তোমাদের বন্দেগী ও আনুগত্য লাভের অধিকার রাখেন। দুই, বর্তমান পার্থিব জীবনের পরে আর একটি জীবন আসবে। সেখানে তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা হবে। সেখানে তোমরা নিজেদের বর্তমান জীবনের যাবতীয় কাজের হিসেব দেবে। একটি মৌলিক প্রশ্নের ভিত্তিতে তোমরা শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করবে। সে প্রশ্নটি হচ্ছে, তোমরা আল্লাহকে নিজেদের প্রভু মেনে নিয়ে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সৎকাজ করেছো, না তার বিপরীত কাজ করেছো? তিনি তোমাদের সামনে এই যে সত্য দুটি পেশ করছেন এ দুটি যথার্থ ও অকাট্য বাস্তব সত্য। তোমাদের মানা না মানায় এর কিছু আসে যায় না। এ সত্য তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে যে, একে মেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী তোমরা নিজেদের জীবন গড়ে তোল। তার এ আহ্বানে সাড়া দিলে তোমাদের পরিণাম ভাল হবে। অন্যথায় দেখবে নিজেদের অশুভ পরিণতি।

আলোচনার বিষয়াদি

এ প্রাথমিক আলোচনার পর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো একটি বিশেষ ধারাবাহিকতা সহকারে সামনে আসে ঃ

এক ঃ যারা অন্ধ বিদ্বেষ ও গোঁড়ামীতে লিপ্ত হয় না এবং আলোচনায় হারজিতের পরিবর্তে নিজেরা ভুল দেখা ও ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বাঁচার চিন্তা করে তাদের বুদ্ধি-বিবেককে আল্লাহর একত্ব ও পরকালীন জীবন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করার মতো যুক্তি প্রমাণাদি।

দুই ঃ লোকদের তাওহীদ ও রিসালাতের আকীদা স্বীকার করে নেয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে যেসব বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল সেগুলো দূর করা এবং যেসব গাফলতি সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া।

তিন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত এবং তিনি যে বাণী এনেছিলেন সেসব সম্পর্কে যে সন্দেহ ও আপত্তি পেশ করা হতো, তার যথাযথ জবাব দান।

চার ঃ পরবর্তী জীবনে যা কিছু ঘটবে সেগুলো আগেভাগেই জানিয়ে দেয়া, যাতে মানুষ সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে নিজের কার্যকলাপ সংশোধন করে নেয় এবং পরে আর তাকে সেজন্য আফসোস করতে না হয়।

পাঁচ ঃ এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া যে, এ দুনিয়ার বর্তমান জীবন আসলে একটি পরীক্ষার জীবন। এ পরীক্ষার জন্য তোমাদের যে অবকাশ দেয়া হয়েছে তা শুধুমাত্র ততটুকুই যতটুকু সময় তোমরা এ দুনিয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছ। এ সময়টুকু যদি তোমরা নষ্ট করে দাও এবং নবীর হেদায়াত গ্রহণ করে পরীক্ষায় সাফল্য লাভের ব্যবস্থা না করো; তাহলে তোমরা আর দ্বিতীয় কোনো সুযোগ পাবে না। এ নবীর আগমন এবং এ কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে সত্য জ্ঞান পৌছে যাওয়া তোমাদের পাওয়া একমাত্র ও সর্বোত্তম সুযোগ। একে কাজে লাগাতে না পারলে পরবর্তী জীবনে তোমাদের চিরকাল পস্তাতে হবে।

ছয় ঃ এমন সব সুস্পষ্ট অজ্ঞতা, মূর্খতা ও বিভ্রান্তি চিহ্নিত করা, যা শুধুমাত্র আল্লাহর হেদায়াত ছাড়া জীবন যাপন করার কারণেই লোকদের জীবনে সৃষ্টি হচ্ছিল।

এ প্রসঙ্গে নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা সংক্ষেপে এবং মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। চারটি কথা অনুধাবন করানোই এ ইতিহাস বর্ণনার উদ্দেশ্য।

প্রথমত, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তোমরা যে ব্যবহার করছো তা নূহ আ. ও মূসা আ.-এর সাথে তোমাদের পূর্ববর্তীরা যে ব্যবহার করেছে অবিকল তার মতোই। আর নিশ্চিত থাকো যে, এ ধরনের কার্যকলাপের যে পরিণতি তারা ভোগ করেছে তোমরাও সেই একই পরিণতির সম্মুখীন হবে। দ্বিতীয়ত, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদেরকে আজ তোমরা যে অসহায়ত্ব ও দুর্বল অবস্থার মধ্যে দেখছো তা থেকে একথা মনে করে নিয়ো না যে, অবস্থা চিরকাল এ রকমই থাকবে। তোমরা জানো না, যে আল্লাহ মূসা ও হারুনের পেছনে ছিলেন এদের পেছনেও তিনিই আছেন। আর তিনি এমনভাবে গোটা পরিস্থিতি পাল্টে দেন যা কেউ চিন্তাও করতে পারে না। তৃতীয়ত, নিজেদের শুধরে নেয়ার জন্য আল্লাহ তোমাদের যে অবকাশ দিচ্ছেন তা যদি তোমরা নষ্ট করে দাও এবং তারপর ফেরাউনের মতো আল্লাহর হাতে পাকড়াও হবার পর একেবারে শেষ মুহূর্তে তাওবা করো, তাহলে তোমাদের মাফ করা হবে না। চতুর্থত, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান এনেছিল তারা যেন প্রতিকূল পরিবেশের চরম কঠোরতা ও তার মোকাবিলায় নিজেদের অসহায়ত্ব দেখে হতাশ হয়ে না পড়ে তাদের জানা উচিত, এ অবস্থায় তাদের কিভাবে কাজ করতে হবে। তাদের এ ব্যাপারেও সতর্ক হতে হবে যে, আল্লাহ যখন নিজের মেহেরবাণীতে তাদেরকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করবেন তখন যেন তারা বনী ইসরাঈল মিসর থেকে মুক্তি পাওয়ার পর যে আচরণ করেছিল তেমন আচরণ না করে।

সবশেষে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ এ আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী এবং এ পথ ও নীতির ভিত্তিতে এগিয়ে চলার জন্য আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে সামান্যতমও কাটছাঁট করা যেতে পারে না। যে ব্যক্তি এটা গ্রহণ করবে সে নিজের ভালো করবে এবং যে একে বর্জন করে ভুল পথে পা বাড়াবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে।

❐

আয়াত-১০৯ ১০-সূরা ইউনুস-মাক্কী রুকূ'-১১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

① الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ○

১. আলিফ-লাম-রা। এগুলো এমন একটি কিতাবের আয়াত যা হিকমত ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ।

② اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ○

২. মানুষের জন্য এটা কি একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হয়ে গেছে যে, আমি তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে নির্দেশ দিয়েছি, (গাফিলতিতে ডুবে থাকা) লোকদেরকে সজাগ করে দাও এবং যারা মেনে নেবে তাদেরকে এ মর্মে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা ; (একথার ভিত্তিতেই কি) অস্বীকার-কারীরা বলেছে, এ ব্যক্তি তো একজন সুস্পষ্ট যাদুকর ?[১]

③ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

৩. আসলে তোমাদের রব সেই আল্লাহই, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছ'দিনে, তারপর শাসন কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং বিশ্ব-জগতের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছেন। কোনো শাফায়াতকারী (সুপারিশ কারী) এমন নেই, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া শাফায়াত করতে পারে। এ আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের রব। কাজেই তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো। এরপরও কি তোমাদের চৈতন্য হবে না ?

④ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ○

৪. তাঁরই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। এটা আল্লাহর পাকাপোক্ত ওয়াদা। নিসন্দেহে সৃষ্টির সূচনা তিনিই করেন তারপর তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন, যাতে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদেরকে পূর্ণ ইনসাফ সহকারে প্রতিদান দেয়া যায় এবং যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে তারা পান করে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নিজেদের সত্য অস্বীকৃতির প্রতিফল হিসেবে।

⑤ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৫. তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিশালী ও চন্দ্রকে আলোকময় এবং তার মনযিলও ঠিকমত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা তার সাহায্যে বছর গণনা ও তারিখ হিসেব করতে পারো। আল্লাহ এসব কিছু (খেলাচ্ছলে নয় বরং) উদ্দেশ্যমূলকভাবেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজের নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে পেশ করছেন যারা জ্ঞানবান তাদের জন্য।

১. নবী করীম স.-কে তারা এ অর্থে যাদুকর বলতো যে, যে ব্যক্তিই কুরআন শ্রবণ করে ও তাঁর প্রচারে প্রভাবিত হয়ে ঈমান আনতো সে জীবন পণ করতে, সমস্ত দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে ও সব রকমের মসিবত সহ্য করতে প্রস্তুত হয়ে যেতো।

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ○

৬. অবশ্যই দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশ জগত ও পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা (ভুল দেখা ও ভুল আচরণ করা থেকে) আত্মরক্ষা করতে চায়।[২]

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ○

৭. এ কথা সত্য, যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত থাকে আর যারা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে গাফেল,

أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

৮. তাদের শেষ আবাস হবে জাহান্নাম এমন সব অসৎ কাজের কর্মফল হিসেবে যেগুলো তারা (নিজেদের ভুল আকীদা ও ভুল কার্যধারার কারণে) ক্রমাগতভাবে আহরণ করতো।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ○

৯. আবার একথাও সত্য, যারা ঈমান আনে (অর্থাৎ যারা এ কিতাবে পেশকৃত সত্যগুলো গ্রহণ করে) এবং সৎকাজ করতে থাকে, তাদেরকে তাদের রব তাদের ঈমানের কারণে সোজা পথে চালাবেন। নিয়ামত ভরা জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে।

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১০. সেখানে তাদের ধ্বনি হবে, “পবিত্র তুমি হে আল্লাহ!” তাদের দোয়া হবে, “শান্তি ও নিরাপত্তা হোক!” এবং তাদের সবকথার শেষ হবে এভাবে, “সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহর জন্য।”

রুকূ’ ঃ ২

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ○

১১. আল্লাহ যদি লোকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করার ব্যাপারে অতটাই তাড়াহুড়া করতেন যতটা দুনিয়ার ভালো চাওয়ার ব্যাপারে তারা তাড়াহুড়া করে থাকে, তাহলে তাদের কাজ করার অবকাশ কবেই খতম করে দেয়া হতো (কিন্তু আমার নিয়ম এটা নয়) তাই যারা আমার সাথে সাক্ষাত করার আশা পোষণ করে না তাদেরকে আমি তাদের অবাধ্যতার মধ্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দেই।

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

১২. মানুষের অবস্থা হচ্ছে, যখন সে কোনো কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়, তখন সে দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আমাকে ডাকে। কিন্তু যখন আমি তার বিপদ হটিয়ে দেই তখন সে এমনভাবে চলতে থাকে যেন সে কখনো নিজের কোনো খারাপ সময়ে আমাকে ডাকেইনি। ঠিক তেমনি ভাবে সীমা অতিক্রমকারীদের জন্য তাদের কার্যক্রমকে সুশোভন করে দেয়া হয়েছে।

২. অর্থাৎ এ সমস্ত নিদর্শন থেকে মাত্র সেইসব লোক প্রকৃত সত্যে পৌছাতে পারে যাদের মধ্যে এসব গুণাবলী বর্তমানঃ (১) প্রথমত, সে মূর্খতামূলক সংস্কার হতে মুক্ত থেকে জ্ঞান অর্জনের যেসব উপায়-উপকরণ আল্লাহ তাআলা মানুষকে দান করেছেন সেগুলো ব্যবহার করবে। (২) দ্বিতীয়ত, ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করার বাসনা তাদের মধ্যে বর্তমান থাকবে।

١٣ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۙ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ○

১৩. হে মানব জাতি! তোমাদের আগের জাতিদেরকে[৩] (যারা তাদের নিজেদের যুগে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি—যখন তারা যুলুমের নীতি অবলম্বন করলো এবং তাদের রসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিশানী নিয়ে এলেন, কিন্তু তারা আদৌ ঈমান আনলো না। এভাবে আমি অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধের প্রতিফল দিয়ে থাকি।

١٤ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ○

১৪. এখন তাদের পরে আমি পৃথিবীতে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কেমন আচরণ করো তা দেখার জন্য।

١٥ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۙ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○

১৫. যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার কথা শোনানো হয়তখন যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তারা বলে, "এটার পরিবর্তে অন্য কোনো কুরআন আনো অথবা এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন করো।" হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, "নিজের পক্ষ থেকে এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন করা আমার কাজ নয়। আমি তো শুধুমাত্র আমার কাছে যে অহী পাঠানো হয়, তার অনুসারী। যদি আমি আমার রবের নাফরমানী করি তাহলে আমার একটি ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা হয়।"

١٦ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

১৬. আর বলো, যদি এটিই হতো আল্লাহর ইচ্ছা তাহলে আমি এ কুরআন তোমাদের কখনো শুনাতাম না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এর খবরও দিতেন না। আমি তো এর আগে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছি, তবুও কি তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনা করে কাজ করতে পার না ?[৪]

١٧ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ○

১৭. তারপর যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বানিয়ে তাকে আল্লাহর কথা বলে প্রচার করে অথবা আল্লাহর যথার্থ আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে ? নিসন্দেহে অপরাধী কোনোদিন সফলকাম হতে পারে না।

৩. মূলে-'করন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় সাধারণত এর অর্থ ঃ 'এক যুগের লোক'। কিন্তু পবিত্র কুরআনে যেরূপ বাক-ভংগীতে বিভিন্ন স্থানে এ শব্দের ব্যবহার হয়েছে তাতে মনে হয় এর দ্বারা নিজ নিজ যুগে সমুন্নত জাতিকে বুঝানো হয়েছে। এরূপ জাতির ধ্বংসের অর্থ—অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদের বংশধরকে ধ্বংস করে দেয়া বুঝায় না ; বরং তাদের উন্নত অবস্থান থেকে তাদের পতন ঘটানো, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির ধ্বংস হয়ে যাওয়া, তাদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র লুপ্ত হওয়া, তাদের বিভিন্ন অংশে খণ্ড খণ্ড হয়ে অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাওয়া—এ সমস্তই ধ্বংস প্রাপ্তির প্রকার ভেদ।

৪. অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি নই, আমি তোমাদের শহরেই জন্মলাভ করেছি, তোমাদের মধ্যেই শৈশব থেকে এ বয়স পর্যন্ত পৌঁছেছি। তোমরা আমার সমগ্র জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঈমানদারীর সাথে কি একথা বলতে পারো যে, এ কুরআন আমার নিজের রচিত কিতাব হওয়া সম্ভব ? এবং তোমরা কি আমার থেকে এ আশা করতে পারো যে—আমি এতবড় একটা মিথ্যা কথা বলবো ! আমি নিজের মন থেকে কোনো কথা গড়ে লোকদের কাছে বলবো যে, এ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে !

(١٨) وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

১৮. এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদাত করছে তারা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, "তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের খবর দিচ্ছো যার অস্তিত্বের কথা তিনি আকাশেও জানেন না এবং যমিনেও না!"[৫] তারা যে শির্‌ক করে তা থেকে তিনি পাক-পবিত্র এবং তার উর্ধে।

(١٩) وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

১৯. শুরুতে সমস্ত মানুষ ছিল একই জাতি। পরবর্তীকালে তারা বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস ও মত-পথ তৈরী করে নেয়। আর যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে আগেভাগেই একটি কথা স্থিরীকৃত না হতো তাহলে যে বিষয়ে তারা পরস্পর মতবিরোধ করছে তার মীমাংসা হয়ে যেতো।[৬]

(٢٠) وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ○

২০. আর এই যে তারা বলে যে, এ নবীর প্রতি তার রবের পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয়নি কেন ? এর জবাবে তুমি তাদেরকে বলে দাও, "গায়েবের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ, ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করবো।"

রুকূ' ঃ ৩

(٢١) وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ○

২১. লোকদের অবস্থা হচ্ছে, বিপদের পরে যখন আমি তাদের রহমতের স্বাদ ভোগ করতে দেই তখনই তারা আমার নিদর্শনের ব্যাপারে ফাঁকিবাজি শুরু করে দেয়।[৭] তাদেরকে বলো, "আল্লাহ তাঁর চালাকিতে তোমাদের চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন, তাঁর ফেরেশতারা তোমাদের সমস্ত চালাকি লিখে রাখছে।"

(٢٢) هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ○

২২. তিনিই তোমাদের জলে-স্থলে চলাচলের ব্যবস্থা করেন। কাজেই যখন তোমরা নৌকায় চড়ে অনুকূল বাতাসে আনন্দে সফর করতে থাকো, তারপর অকস্মাত বিরুদ্ধ বাতাস প্রবল হয়ে ওঠে, চারদিক থেকে ঢেউয়ের আঘাত লাগতে থাকে এবং আরোহীরা মনে করতে থাকে তারা তরংগ বেষ্টিত হয়ে গেছে তখন সবাই নিজের আনুগত্যকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে তাঁর কাছে দোয়া করতে থাকে এবং বলতে থাকে, "যদি তুমি আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো তাহলে আমরা শোকরগুযার বান্দা হয়ে যাবো।"

٢٣ فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَـٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○

২৩. কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখন তারাই সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে বিদ্রোহ করতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের এ বিদ্রোহ উলটা তোমাদের বিরুদ্ধেই চলে যাচ্ছে। দুনিয়ার কয়েকদিনের আরাম আয়েশ (ভোগ করে নাও), তারপর আমার দিকেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তোমরা কি কাজে লিপ্ত ছিলে তা তখন তোমাদের আমি জানিয়ে দেবো।

٢٤ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَـٰمُ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَـٰدِرُونَ عَلَيْهَآ ۖ أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَـٰهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

২৪. দুনিয়ার এ জীবন (যার নেশায় মাতাল হয়ে তোমরা আমার নিশানীগুলোর প্রতি উদাসীন হয়ে যাচ্ছো) এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন আকাশ থেকে আমি পানি বর্ষণ করলাম, তার ফলে যমীনের উৎপাদন, যা মানুষ ও জীব-জন্তু খায়, ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে গেল। তারপর ঠিক এমন সময় যখন যমীন তার ভরা বসন্তে পৌছে গেল এবং ক্ষেতগুলো শস্যশ্যামল হয়ে উঠলো আর তার মালিকরা মনে করলো এবার তারা এগুলো ভোগ করতে সক্ষম হবে, এমন সময় অকস্মাত রাতে বা দিনে আমার হুকুম এসে গেলো। আমি তাকে এমনভাবে ধ্বংস করলাম যেন কাল সেখানে কিছুই ছিল না। এভাবে আমি বিশদভাবে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করে থাকি তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

٢٥ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَـٰمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ○

২৫. (তোমরা এ অস্থায়ী জীবনের প্রতারণা জালে আবদ্ধ হচ্ছো) আর আল্লাহ তোমাদের শান্তির ভুবনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন।[৮] (হেদায়াত তাঁর ইখতিয়ারভুক্ত) যাকে তিনি চান সোজা পথ দেখান।

٢٦ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ○

২৬. যারা কল্যাণের পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আছে কল্যাণ এবং আরো বেশী। কলংক কালিমা বা লাঞ্ছনা তাদের চেহারাকে আবৃত করবে না। তারা জান্নাতের হকদার, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

৫. কোনো জিনিস আল্লাহ তাআলার জ্ঞানে না থাকার অর্থ সে জিনিসের আদৌ অস্তিত্বই না থাকা ! কারণ যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তা আল্লাহর জ্ঞানে আছে। সুপারিশকারীদের অস্তিত্বহীনতা সম্পর্কে এখানে অতি সুন্দর সূক্ষ্মভাবে একটি যুক্তি পেশ করা হয়েছে ঃ যমীন ও আসমানের মধ্যে কেউ তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশকারী আছে বলে আল্লাহ তাআলা তো জানেন না ! তোমরা আল্লাহ তাআলাকে কোন্ সুপারিশকারীদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছো ?

৬. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যদি প্রথমেই এ ফায়সালা না করে নিতেন যে—ফায়সালা কেয়ামতের দিন হবে, তবে এখানেই এ বিষয়ের ফায়সালা করে দেয়া হতো।

৭. অর্থাৎ মসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নিদর্শন। মসিবত এসে মানুষকে এ চেতনা ও অনুভূতি দান করে যে, বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউই মসিবত দূর করতে পারেন না। কিন্তু যখন মসিবত দূর হয়ে যায় ও ভালো সময় আসে তখন এরা বলতে আরম্ভ করে—এটা আমাদের উপাস্য দেবতা ও সুপারিশকারীদের অনুগ্রহের ফল।

৮. অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমাদের সেই জীবনযাপন পদ্ধতির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে যা পারলৌকিক জীবনে তোমাদেরকে 'দারুস সালামের' যোগ্য করবে। 'দারুস সালাম' বলতে জান্নাতকে বুঝানো হচ্ছে, আর এর অর্থ হচ্ছে শান্তির আগার—সেই স্থান যেখানে কোনো বিপদ-আপদ, কোনো ক্ষতি, কোনো দুঃখ ও কোনো কষ্ট থাকবে না।

﴿٢٧﴾ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۭ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ۭ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৭. আর যারা খারাপ কাজ করেছে, তারা তাদের খারাপ কাজ অনুযায়ীই প্রতিফল পাবে। লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। আল্লাহর হাত থেকে তাদেরকে বাঁচাবার কেউ থাকবে না। তাদের চেহারা যেন আঁধার রাতের কালো আবরণে আচ্ছাদিত হবে। তারা জাহান্নামের হকদার, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

﴿٢٨﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ ○

২৮. যেদিন আমি তাদের সবাইকে এক সাথে (আমার আদালতে) একত্র করবো তারপর যারা শিরক করেছে তাদেরকে বলবো, থেমে যাও তোমরাও এবং তোমাদের তৈরী করা শরীকরাও। তারপর আমি তাদের মাঝখান থেকে অপরিচিতির আবরণ সরিয়ে নেবো।[৯] তখন তারা যাদেরকে শরীক করেছিল তারা বলবে, "তোমরা তো আমাদের ইবাদাত করতে না।

﴿٢٩﴾ فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ○

২৯. আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর সাক্ষ যথেষ্ট, (তোমরা আমাদের ইবাদাত করতে থাকলেও) আমরা তোমাদের এ ইবাদাত সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।"

﴿٣٠﴾ هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

৩০. সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের স্বাদ নেবে। সবাইকে তার প্রকৃত মালিক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তারা যে সমস্ত মিথ্যা তৈরি করে রেখেছিল তা সব উধাও হয়ে যাবে।

রুকূ' ঃ ৪

﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ۭ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

৩১. তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, "কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দেয় ? এই শোনার ও দেখার শক্তি কার কর্তৃত্বে আছে ? কে প্রাণহীন থেকে সজীবকে এবং সজীব থেকে প্রাণহীনকে বের করে ? কে চালাচ্ছে এই বিশ্ব-ব্যবস্থাপনা ? তারা নিশ্চয় বলবে, আল্লাহ! বলো, তবুও কি তোমরা (সত্যের বিরোধী পথে চলার ব্যাপারে) সতর্ক হচ্ছো না ?

﴿٣٢﴾ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○

৩২. তাহলে তো এ আল্লাহই তোমাদের আসল রব। কাজেই সত্যের পরে গোমরাহী ও বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি বাকি আছে ? সুতরাং তোমরা কোন্ দিকে চালিত হচ্ছো ?[১০]

৯. অর্থাৎ মুশরিকদেরকে তাদের উপাস্য চিনতে পারবে যে, এরাই তারা যারা আমার ইবাদাত করতো এবং মুশরিকরাও তাদের উপাস্যদের চিনে নেবে যে, এরাই হচ্ছে তারা যাদের আমরা ইবাদাত করতাম।

১০. লক্ষ্য করা দরকার—এখানে সম্বোধন করা হয়েছে সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতি এ প্রশ্ন করা হয়নি যে—"তোমরা কোন্ দিকে চলেছো ?" বরং প্রশ্ন করা হচ্ছে—"তোমরা কোন্ দিকে চালিত হচ্ছো ?" এর দ্বারা একথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হচ্ছে যে—এরূপ কোনো বিভ্রান্তকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিদ্যমান আছে যারা লোকদেরকে সঠিক দিক থেকে বিচ্যুত করে ভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করছে। এ কারণে লোকদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা অন্ধের ন্যায় বিভ্রান্তকারী পথপ্রদর্শকের পিছনে কেন চলেছ ? নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে তোমরা চিন্তা করছো না কেন যে—সত্য অবস্থা যখন এই, তখন শেষ পর্যন্ত তোমরা এ কোন্ দিকে পরিচালিত হয়ে চলেছ।

٣٣ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

৩৩. (হে নবী! দেখো) এভাবে নাফরমানীর পথ অবলম্বনকারীদের ওপর তোমার রবের কথা সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না।

٣٤ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ۝

৩৪. তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের তৈরী করা শরীকদের মধ্যে কেউ আছে কি যে সৃষ্টির সূচনা করে আবার তার পুনরাবৃত্তিও করে ?— বলো, একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করে এবং তার পুনরাবৃত্তিও ঘটান, কাজেই তোমরা কোন্ উল্টো পথে চলে যাচ্ছো ?

٣٥ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝

৩৫. তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের তৈরী করা শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে সত্যের দিকে পথনির্দেশ করে ? বলো, একমাত্র আল্লাহই সত্যের দিকে পথনির্দেশ করেন। তাহলে বলো, যিনি সত্যের দিকে পথনির্দেশ করেন তিনি আনুগত্য লাভের বেশী হকদার না যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না—সে বেশী হকদার ? তোমাদের হয়েছে কি ? কেমন উল্টো সিদ্ধান্ত করে বসছো ?

٣٦ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

৩৬. আসলে তাদের বেশীরভাগ লোকই নিছক আন্দাজ-অনুমানের পেছনে চলছে।[১১] অথচ আন্দাজ-অনুমান দ্বারা সত্যের প্রয়োজন কিছুমাত্র মেটে না। তারা যা কিছু করছে তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন।

٣٧ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

৩৭. আর এ কুরআন আল্লাহর অহী ও শিক্ষা ছাড়া রচনা করা যায় না। বরং এ হচ্ছে যা কিছু আগে এসেছিল তার সত্যায়ন এবং আল কিতাবের বিশদ বিবরণ। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি বিশ্ব-জাহানের অধিকর্তার পক্ষ থেকে এসেছে।

٣٨ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

৩৮. তারা কি একথা বলে যে, পয়গম্বর নিজেই এটি রচনা করেছে ? বলো, "তোমাদের এ দোষারোপের ব্যাপারে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে এরই মতো একটি সূরা রচনা করে আনো এবং এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে যাকে ডাকতে পারো সাহায্যের জন্য ডেকে নাও।"

٣٩ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝

৩৯. আসল ব্যাপার হচ্ছে, যে জিনিসটি এদের জ্ঞানের আওতায় আসেনি এবং যার পরিণামও এদের সামনে নেই তাকে এরা (অনর্থক আন্দাজে) মিথ্যা বলে। এমনিভাবে এদের আগের লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছে। কাজেই দেখো যালেমদের পরিণাম কী হয়েছে!

১১. অর্থাৎ যারা মাযহাব—বিভিন্ন ধর্ম পদ্ধতি তৈরি করেছে, যারা দর্শন গড়েছে এবং যারা জীবনের জন্য আইন-কানুন রচনা করেছে তারা এসব কিছু জ্ঞানের ভিত্তিতে করেননি ; বরং নিছক ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে করেছে এবং যারা এ সমস্ত মাযহাবী—ধর্মীয় ও পার্থিব নেতাদের অনুসরণ করেছে, তারাও জেনে বুঝে তা করেনি, বরং মাত্র এ ধারণার ভিত্তিতে তাদের আনুগত্য করেছে যে, যখন এতসব বড় বড় লোক একথা বলছে এবং আমাদের পিতৃ পিতামহরাও যখন বরাবর তাঁদের মান্য করে এসেছেন এবং দুনিয়াভর লোক যখন তাঁদের অনুসরণ করছে, তখন অবশ্যই তাঁরা সঠিক কথা বলছেন।

৪০. তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক ঈমান আনবে এবং কিছু লোক ঈমান আনবে না। আর তোমার রব এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে ভালভাবেই জানেন।

রুকূ’ ঃ ৫

৪১. যদি তারা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাহলে তুমি বলে দাও, “আমার আমল আমার জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমি যা কিছু করি তার দায়িত্ব থেকে তোমরা মুক্ত এবং তোমরা যা কিছু করছো তার দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত।”[১২]

৪২. তাদের মধ্যে বহু লোক আছে যারা তোমার কথা শোনে। কিন্তু তুমি কি বধিরদের শোনাবে, তারা কিছু না বুঝলেও ?[১৩]

৪৩. তাদের মধ্যে বহু লোক আছে যারা তোমাকে দেখে। কিন্তু তুমি কি অন্ধদের পথ দেখাবে, তারা কিছু না দেখতে পেলেও ?

৪৪. আসলে আল্লাহ মানুষের প্রতি যুলুম করেন না, মানুষ নিজেই নিজের প্রতি যুলুম করে।

৪৫. (আজ তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে মত্ত হয়ে আছে) আর যেদিন আল্লাহ তাদেরকে একত্র করবেন সেদিন। (এ দুনিয়ার জীবন তাদের কাছে এমন ঠেকবে) যেন মনে হবে তারা পরস্পরের মধ্যে পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে নিছক একদণ্ডের জন্য অবস্থান করেছিল। (সে সময় নিশ্চিতভাবে জানা যাবে) প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে মিথ্যা বলেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তারা মোটেই সঠিক পথে ছিল না।

৪৬. তাদেরকে যেসব খারাপ পরিণামের ভয় দেখাচ্ছি সেগুলোর কোনো অংশ যদি তোমার জীবদ্দশায় দেখিয়ে দেই অথবা এর আগেই তোমাকে উঠিয়ে নেই, সর্বাবস্থায় তাদের অমারই দিকে ফিরে আসতে হবে এবং তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তার সাক্ষী।

৪৭. প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রসূল রয়েছে।[১৪] যখন কোনো উম্মতের কাছে তাদের রসূল এসে যায় তখন পূর্ণ ইনসাফ সহকারে তাদের বিষয়ের ফায়সালা করে দেয়া হয় এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হয় না।

(৪০) وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ○

(৪১) وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ○

(৪২) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ○

(৪৩) وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ○

(৪৪) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○

(৪৫) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ○

(৪৬) وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ○

(৪৭) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

১২. অর্থাৎ অনর্থক ঝগড়া ও কুতর্ক করার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি আমি মিথ্যা রচনা ও ঝুট গড়ে থাকি তবে আমি নিজেই আমার কাজের জন্য দায়ী হবো, তোমাদের উপর তার কোনো দায়িত্ব নেই। আর যদি তোমরা সত্য কথাকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করো তবে তার দ্বারা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, বরং তার দ্বারা তোমরা তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি করবে।

১৩. এক প্রকার ‘শোনা’ তো সেই রকম—যেমন পশুরাও শব্দ শুনে থাকে। দ্বিতীয় প্রকার শোনা হচ্ছে—অর্থ ও মর্মের দিকে মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং সে শোনার সাথে এ উদ্যোগ আগ্রহও বর্তমান থাকে যে, কথা যদি যুক্তিসংগত হয়, তবে তা মান্য করা হবে।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

৪৮. তারা বলে, যদি তোমার এ হুকুমটি সত্য হয় তাহলে এটা কবে কার্যকরী হবে ?

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ○

৪৯. বলো, "নিজের লাভ-ক্ষতিও আমার ইখতিয়ারে নেই। সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, এ সময় পূর্ণ হয়ে গেলে তারা মুহূর্তকালও সামনে পেছনে করতে পারবে না।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ○

৫০. তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো একথাও চিন্তা করেছো যে, যদি আল্লাহর আযাব অকস্মাত রাতে বা দিনে এসে যায় (তাহলে তোমরা কি করতে পারো) ? এটা এমন কি জিনিস যেজন্য অপরাধীরা তাড়াহুড়া করতে চায় ?

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ ۚ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ○

৫১. সেটা যখন তোমাদের ওপর এসে পড়বে তখন কি তোমরা ঈমান আনবে ? এখন বাঁচতে চাও ? অথচ তোমরাই তো তাগাদা দিচ্ছিলে যে, ওটা শিগ্‌গির এসে পড়ুক।

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ○

৫২. তারপর যালেমদেরকে বলা হবে, এখন অনন্ত আযাবের স্বাদ আস্বাদন করো, তোমরা যা কিছু উপার্জন করতে তার শাস্তি ছাড়া তোমাদের আর কি বিনিময় দেয়া যেতে পারে ?

وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ○

৫৩. তারপর তারা জিজ্ঞেস করে যে, তুমি যা বলছো তা কি যথার্থই সত্য ? বলো, "আমার রবের কসম, এটা যথার্থই সত্য এবং এর প্রকাশ হবার পথে বাধা দেবার মতো শক্তি তোমাদের নেই।"

রুকু' ঃ ৬

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۗ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

৫৪. আল্লাহর নাফরমানী করেছে এমন প্রতিটি ব্যক্তির কাছে যদি সারা দুনিয়ার ধন-দৌলত থাকতো তাহলে সেই আযাব থেকে বাঁচার বিনিময়ে সে তা দিতে উদ্যত হতো। যখন তারা এ আযাব দেখবে তখন তারা মনে মনে পস্তাতে থাকবে। কিন্তু তাদের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ সহকারে ফায়সালা করা হবে, তাদের প্রতি কোনো যুলুম হবে না।

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

৫৫. শোনো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। শুনে রাখো, আল্লাহর অংগীকার সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

১৪. 'উম্মত' শব্দটি এখানে মাত্র 'জাতি' অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং একজন রসূলের আগমনের পর তাঁর দাওয়াত (আহ্বান) যে যে লোকদের কাছে পৌঁছায় তারা সকলেই তাঁর উম্মত। তার জন্য তাদের মধ্যে রসূলের জীবিত বিদ্যমান থাকাও জরুরী নয়, বরং রসূলের পর যতদিন পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা বর্তমান থাকে এবং প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে রসূল যে জিনিসের শিক্ষা দিতেন তা সত্যিকারভাবে জানা সম্ভবপর হয় ততদিন পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তাঁর উম্মতরূপে গণ্য হবে এবং তাদের ওপর সেই হুকুম প্রযুক্ত হবে যা পরে বর্ণিত হয়েছে। এ হিসেবে মুহাম্মদ স.-এর আগমনের পর সারা দুনিয়ার মানুষ হচ্ছে তাঁর উম্মত এবং ততদিন পর্যন্ত সব মানুষ তাঁর উম্মত বলে গণ্য হবে যতদিন কুরআন বিশুদ্ধ ও অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। এ কারণে এ আয়াতে একথা বলা হয়নি যে, প্রত্যেক কওমের মধ্যে একজন রসূল আছেন, বরং বলা হয়েছে যে, 'প্রত্যেক উম্মতের জন্যে একজন রসূল আছেন।'

৫৬. তিনিই জীবন দেন, তিনিই মৃত্যু দেন এবং তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৫৭. হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নসীহত এসে গেছে। এটি এমন বিষয় যা অন্তরের রোগের নিরাময় এবং যে তা গ্রহণ করে নেয় তার জন্য পথনির্দেশনা ও রহমত।

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৫৮. হে নবী! বলো, “এ বিষয়টি যে, তিনি পাঠিয়েছেন এটি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর মেহেরবানী। এজন্য তো লোকদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তারা যা কিছু জমা করছে সে সবের চেয়ে এটি অনেক ভাল।”

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ۗ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

৫৯. হে নবী! তাদেরকে বলো, “তোমরা কি কখনো একথাও চিন্তা করেছো যে, আল্লাহ[১৫] তোমাদের জন্য যে রিযিক অবতীর্ণ করেছিলেন তার মধ্য থেকে তোমরা নিজেরাই কোনোটাকে হারাম ও কোনোটাকে হালাল করে নিয়েছো ?[১৬] তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন ? নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো ?[১৭]

قُلْ أَرَءَيْتُمْ مَّآ أَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ۗ قُلْ آٰللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ۝

৬০. যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে তারা কি মনে করে, কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে ? আল্লাহ তো লোকদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকরগুযারী করে না।

وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝

রুকু’ ঃ ৭

৬১. হে নবী ! তুমি যে অবস্থায়ই থাকো এবং কুরআন থেকে যা কিছুই শোনাতে থাকো। আর হে লোকেরা, তোমরাও যা কিছু করো সে সবের মধ্যে আমি তোমাদের দেখতে থাকি। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে কোনো অণু পরিমাণ বস্তুও এমন নেই, এবং তার চেয়ে ছোট বা বড় কোনো জিনিসও নেই, যা তোমাদের রবের দৃষ্টির অগোচরে আছে এবং যা একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা নেই।

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَأْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا إِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۗ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

৬২-৬৩. শোনো, যারা আল্লাহর বন্ধু, ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের কোনো ভয় ও মর্মযাতনার অবকাশ নেই।

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

১৫. উর্দু ভাষায় ‘রিয্ক’ বলতে মাত্র খাদ্য ও পানীয় বুঝায়। কিন্তু আরবী ভাষায় ‘রিয্ক’ এর অর্থ মাত্র খাদ্যবস্তুর মধ্যে সীমিত নয়। দান, অনুগ্রহ ও ভাগ্যের অর্থেও রিয্ক সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়ার যাকিছু দিয়েছেন তা সবই মানুষের রিয্ক (জীবিকা)।

১৬. অর্থাৎ নিজেরাই নিজেদের জন্য কানুন ও শরীয়ত রচনা করে নেয়ার অধিকারী বনে বসেছে। কিন্তু যিনি রিয্ক (জীবিকা) দান করেন তারই এ হক বা অধিকার যে, তিনি সেই জীবিকার বৈধ ও অবৈধ ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে সীমা ও নীতি নির্ধারণ করে দিবেন।

১৭. মিথ্যা গড়া বা মিথ্যা আরোপ তিন প্রকারের হতে পারে। প্রথমত এই বলা যে, আল্লাহ তাআলা এ অধিকার মানুষকে সোপর্দ করেছেন। দ্বিতীয়ত, একথা বলা যে, আমাদের জন্য কানুন বা শরীয়ত নির্দিষ্ট করা আল্লাহর কাজই নয়। তৃতীয়ত, হালাল ও হারামের নির্দেশাবলী আল্লাহ তাআলার প্রতি আরোপ করা, কিন্তু সনদ স্বরূপ আল্লাহ তাআলার কোনো কিতাব পেশ করতে না পারা।

﴿٦٤﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

৬৪. দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনে তাদের জন্য শুধু সুসংবাদই রয়েছে। আল্লাহর কথার পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসাফল্য।

﴿٦٥﴾ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

৬৫. হে নবী! এরা তোমাকে যেসব কথা বলছে তা যেন তোমাকে মর্মাহত না করে। সমস্ত মর্যাদা আল্লাহর হাতে এবং তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।

﴿٦٦﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝

৬৬. জেনে রেখো, আকাশের অধিবাসী হোক বা পৃথিবীর, সবাই আল্লাহর মালিকানাধীন। আর যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে (নিজেদের মনগড়া) কিছু শরীকদের ডাকছে তারা নিছক আন্দাজ ও ধারণার অনুগামী এবং তারা শুধু অনুমানই করে।

﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝

৬৭. তিনিই তোমাদের জন্য রাত তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং দিনকে উজ্জ্বল করেছেন। এর মধ্যে শিক্ষা আছে এমন লোকদের জন্য যারা (খোলা কানে নবীর দাওয়াত) শোনে।

﴿٦٨﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَٰذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

৬৮. লোকেরা বলে, আল্লাহ কাউকে পুত্র বানিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ—তিনি মহান-পবিত্র! তিনি তো অভাব-মুক্ত। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন। একথার সপক্ষে তোমাদের কাছে কি প্রমাণ আছে ? তোমরা কি আল্লাহর সপক্ষে এমন সব কথা বলো যা তোমাদের জানা নেই।

﴿٦٩﴾ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝

৬৯. হে মুহাম্মাদ! বলো, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা কখনো সফলকাম হতে পারে না।

﴿٧٠﴾ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

৭০. দুনিয়ার দু'দিনের জীবন ভোগ করে নাও, তারপর আমার দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন তারা যে কুফরী করছে তার প্রতিফল স্বরূপ তাদেরকে কঠোর শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।

রুকূ' ঃ ৮

﴿٧١﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ۝

৭১. তাদেরকে নূহের কথা শোনাও। সেই সময়ের কথা যখন সে তার কওমকে বলেছিল, "হে আমার কওমের লোকেরা! যদি তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থান ও বসবাস এবং আল্লাহর আয়াত শুনিয়ে শুনিয়ে তোমাদের গাফলতি থেকে জাগিয়ে তোলা তোমাদের কাছে অসহনীয় হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করি, তোমরা নিজেদের তৈরি করা শরীকদের সংগে নিয়ে একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত করে নাও এবং তোমাদের সামনে যে পরিকল্পনা আছে সে সম্পর্কে খুব ভালোভাবে চিন্তা করে নাও, যাতে তার কোনো একটি দিকও তোমাদের দৃষ্টির আড়ালে না থেকে যায়। তারপর আমার বিরুদ্ধে তাকে সক্রিয় করো এবং আমাকে মোটেই অবকাশ দিয়ো না।

(٧٢) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

৭২. তোমরা আমার নসীহত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো (এতে আমার কি ক্ষতি করেছো), আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাইনি। আমার প্রতিদান তো আল্লাহর কাছে। আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে (কেউ স্বীকার করুক বা না করুক) আমি যেন মুসলিম হিসাবে থাকি।"

(٧٣) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ○

৭৩. তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, ফলে আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌকায় ছিল সবাইকে রক্ষা করেছি এবং তাদেরকেই পৃথিবীতে স্থলাভিসিক্ত করেছি আর যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলেছিল তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছি। কাজেই যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল (এবং তারপরও তারা মেনে নেয়নি) তাদের পরিণাম কি হয়েছে দেখো!

(٧٤) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ○

৭৪. তারপর নূহের পর আমি বিভিন্ন পয়গম্বরকে তাদের কওমের কাছে পাঠাই এবং তারা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তাদের কাছে আসে। কিন্তু যে জিনিসকে তারা আগেই মিথ্যা বলেছিল তাকে আর মেনে নিতে প্রস্তুত হলো না। এভাবে আমি সীমা অতিক্রমকারীদের দিলে মোহর মেরে দেই।

(٧٥) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ○

৭৫. তারপর মূসা ও হারুনকে আমি তাদের পরে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার সরদারদের কাছে পাঠাই। কিন্তু তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মত্ত হয় এবং তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।

(٧٦) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ○

৭৬. পরে যখন আমার কাছ থেকে সত্য তাদের সামনে আসে, তারা বলে দেয়, এ তো সুস্পষ্ট যাদু।

(٧٧) قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ○

৭৭. মূসা বললো, "সত্য যখন তোমাদের সামনে এলো তখন তোমরা তার সম্পর্কে এমন (কথা) বলছো ? এ কি যাদু ? অথচ যাদুকর সফলকাম হয় না।"[১৮]

(٧٨) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ○

৭৮. তারা জবাবে বললো, "তুমি কি যে পথে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি সে পথ থেকে আমাদের ফিরিয়ে দিতে এবং যাতে যমীনে তোমাদের দু'জনের প্রাধান্য কায়েম হয়ে যায় সে জন্য এসেছো ? তোমাদের কথা তো আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত নই।"

(٧٩) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ○

৭৯. আর ফেরাউন (নিজের লোকদের) বললো, "সকল দক্ষ ও অভিজ্ঞ যাদুকরকে আমার কাছে হাযির করো।"

১৮. অর্থাৎ বাহ্য দৃষ্টিতে যাদু ও মু'জেযার মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায় তার ভিত্তিতে তোমরা বিনা সংকোচে এটাকে যাদু বলে অভিহিত করছো; কিন্তু অজ্ঞানেরা, তোমরা এটা দেখলে না যে যাদুকর কি প্রকার চরিত্র ও ব্যবহারের লোক হয় এবং তারা কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যাদুর ক্রিয়াকাণ্ড দেখায় ! কোনো যাদুকর কি নিঃস্বার্থভাবে বিনা দ্বিধায় এক পরাক্রমশালী শাসকের দরবারে এসে তার পথভ্রষ্টতার জন্য তিরস্কার করে এবং তাকে আল্লাহ পরস্তি ও আত্মশুদ্ধির আহ্বান জানায় ?

٨٠ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ○

৮০. যখন যাদুকররা এসে গেলো, মূসা তাদেরকে বললো, “যা কিছু তোমাদের নিক্ষেপ করার আছে নিক্ষেপ করো।”

٨١ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ○

৮১. তারপর যখন তারা নিজেদের ভোজবাজি নিক্ষেপ করলো, মূসা বললো, “তোমরা এই যা কিছু নিক্ষেপ করেছো এগুলো যাদু। আল্লাহ এখনই একে ব্যর্থ করে দেবেন। ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজকে আল্লাহ সার্থক হতে দেন না।

٨٢ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ○

৮২. আর অপরাধীদের কাছে যতই বিরক্তিকর হোক না কেন আল্লাহ তাঁর ফরমানের সাহায্যে সত্যকে সত্য করেই দেখিয়ে দেন।”

রুকূ’ ঃ ৯

٨٣ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ○

৮৩. (তারপর দেখো) মূসাকে তার কওমের কতিপয় নওজোয়ান ছাড়া[১৯] কেউ মেনে নেয়নি, ফেরাউনের ভয়ে এবং তাদের নিজেদেরই কওমের নেতৃস্থানীয় লোকদের ভয়ে। (তাদের আশংকা ছিল) ফেরাউন তাদের ওপর নির্যাতন চালাবে। আর প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ফেরাউন দুনিয়ায় পরাক্রমশালী ছিল এবং সে এমন লোকদের অন্তরভুক্ত ছিল যারা কোনো সীমানা মানে না।[২০]

٨٤ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ○

৮৪. মূসা তার কওমকে বললো, “হে লোকেরা! যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে থাকো তাহলে তাঁর ওপর ভরসা করো, যদি তোমরা মুসলিম—আত্মসমর্পণকারী হও।

٨٥ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

৮৫. তারা জবাব দিল,[২১] “আমরা আল্লাহরই ওপর ভরসা করলাম। হে আমাদের রব! আমাদেরকে যালেমদের নির্যাতনের শিকারে পরিণত করো না।

٨٦ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○

৮৬. এবং তোমার রহমতের সাহায্যে কাফেরদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো।”

১৯. মূল পাঠে যুররিইয়াত (ذُرِّيَّة) ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ–বংশধর, সন্তান-সন্ততি। আমি এর অনুবাদ করেছি—‘নব যুবক’, প্রকৃতপক্ষে এ বিশেষ শব্দটির ব্যবহার দ্বারা পবিত্র কুরআন যা বলতে চেয়েছে, তা হচ্ছে—এ বিপদ সংকুল সময়ে সত্যের সাথ দিতে ও পতাকাবাহীদেরকে নিজেদের নেতা বলে স্বীকার করে নেয়ার মতো সাহস কতিপয় বালক বালিকারা তো প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু মা বাপেরা এবং জাতির বয়স্ক লোকদের এ সৌভাগ্য লাভের সুযোগ ঘটেনি। সুবিধাবাদ, স্বার্থপূজা ও নিরাপদ নির্ঝঞ্ঝাট থাকার বাসনা তাদেরকে এত দূর প্রভাবিত করে রেখেছিল যে, যে সত্যের পথ বিপদসংকুল তার সাথ দেয়ার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। বরং তারা বিপরীত পক্ষে তরুণদের বাধা দিতে থাকে যে, তোমরা মূসার ধারে কাছেও যেও না। যদি যাও, তাহলে তোমরা নিজেরা তো ফিরাউনের গযবে পড়বে, আর সেই সাথে আমাদেরও বিপদে ফেলবে।

২০. অর্থাৎ নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সে কোনো মন্দ থেকে মন্দ পন্থা অবলম্বন করতেও দ্বিধা করতো না; কোনো অত্যাচার, কোনো অসততা, কোনো পাশবিকতা ও বর্বরতার অনুষ্ঠান করতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। নিজেদের কামনা-লালসার পশ্চাতে যে কোনো সীমা পর্যন্ত যেতে পিছ পা হতো না। এমন কোনো সীমাই ছিল না যে পর্যন্ত গিয়ে তারা ক্ষান্ত হতে পারে।

২১. মূসা আ.-এর সাথ দেয়ার জন্যে যে তরুণেরা প্রস্তুত হয়েছিল এ উত্তর ছিল তাদের। এখানে قالوا (তারা জবাব দিল) এর সর্বনামটি জাতির পরিবর্তে বসেনি, বংশধরদের পরিবর্তে বসেছে। বাক্যের পরম্পরা থেকে এটা বুঝা যায়।

٨٧ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ○

৮৭. আর আমি মূসা ও তার ভাইকে ইশারা করলাম এই বলে যে, "মিসরে নিজের কওমের জন্য কতিপয় গৃহের সংস্থান করো, নিজেদের ঐ গৃহগুলোকে কিবলায় পরিণত করো এবং নামায কায়েম করো।[২২] আর ঈমান-দারদেরকে সুখবর দাও।

٨٨ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ○

৮৮. মূসা দোয়া করলো, "হে আমাদের রব! তুমি ফেরাউন ও তার সরদারদেরকে দুনিয়ার জীবনের শোভা-সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদ দান করেছো। হে আমাদের রব! একি এজন্য যে, তারা মানুষকে তোমার পথ থেকে বিপথে সরিয়ে দেবে ? হে আমাদের রব! এদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং এদের অন্তরে এমনভাবে মোহর মেরে দাও যাতে মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত যেন এরা ঈমান না আনে।[২৩]

٨٩ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ○

৮৯. আল্লাহ জবাবে বললেন, "তোমাদের দু'জনের দোয়া কবুল করা হলো। তোমরা দু'জন অবিচল থাকো এবং মূর্খদের পথ কখনো অনুসরণ করো না।

٩٠ وَجَٰوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَٰٓءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

৯০. আর আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করে নিয়ে গেলাম। তারপর ফেরাউন তার সেনাদল যুলুম-নির্যাতন ও সীমালংঘন করার উদ্দেশ্যে তাদের পেছনে চললো। অবশেষে যখন ফেরাউন ডুবতে থাকলো তখন বলে উঠলো, "আমি মেনে নিলাম, বনী ইসরাঈল যার ওপর ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া আর কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই এবং আমিও আনুগত্যের শির নতকারীদের অন্তরভুক্ত।"

٩١ آلْـَٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ○

৯১. (জবাব দেয়া হলো), "এখন ঈমান আনছো! অথচ এর আগে পর্যন্ত তুমি নাফরমানী চালিয়ে এসেছো এবং তুমি বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের একজন ছিলে।

٩٢ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَٰتِنَا لَغَٰفِلُونَ ○

৯২. এখন তো আমি কেবল তোমার লাশটাকেই রক্ষা করবো যাতে তুমি পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন হয়ে থাকো। যদিও অনেক মানুষ এমন আছে যারা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে উদাসীন।"

২২. সরকারের যুলুম ও বনী ইসরাঈলের নিজেদের ঈমানের দুর্বলতার কারণে মিশরে ইসরাঈলী ও মিশরীয় মুসলমানদের মধ্যে নামাযে জামাআতের ব্যবস্থা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাদের ঐক্য-শৃংখলা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় ও তাদের ধর্মীয় প্রাণশক্তি মরণাপন্ন হওয়ার এটা ছিল একটা খুব বড় কারণ। এজন্য হযরত মূসা আ.-কে জামাতবদ্ধ নামাযের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাঁকে এ উদ্দেশ্যে মিশরে কয়েকটি গৃহ নির্মাণ বা নির্দিষ্ট করার ও সেখানে জামাতবদ্ধভাবে নামায আদায় করার হুকুম দেয়া হয়। এ গৃহগুলোকে কেবলা করার অর্থ হচ্ছে ঃ এ গৃহগুলোকে সারা জাতির জন্য কেন্দ্র স্বরূপ গণ্য করা এবং এরপরই 'নামায কায়েম কর'—বলার অর্থ হচ্ছে, বিচ্ছিন্নভাবে নিজ নিজ স্থানে নামায আদায় করার পরিবর্তে লোকেরা যেন নির্দিষ্ট স্থানসমূহে জমা হয়ে নামায পড়ে।

২৩. হযরত মূসা আ. তাঁর মিশরে অবস্থানকালের একেবারে শেষ সময়ে এ প্রার্থনা করেছিলেন। উপর্যুপরি আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহ (মুযেজা) দেখে নেয়ার ও দীনের সত্যতা পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার ও পূর্ণ সতর্কীকরণের পরও ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ তবুও যখন সত্যের শত্রুতায় একান্ত হঠকারিতার সাথে লিপ্ত ছিল তখন মূসা আ. এ প্রার্থনা করেছিলেন। এরূপ অবস্থায় নবীর বদদোয়া (অভিশাপ) কুফরীর উপর জিদকারী কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ফায়সালার অনুরূপই হয়ে থাকে; অর্থাৎ তারপর আর তাদের ঈমান আনার সুযোগ দান করা হয় না।

রুকূ' ঃ ১০

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

৯৩. বনী ইসরাঈলকে আমি খুব ভালো আবাসভূমি দিয়েছি এবং অতি উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ তাদেরকে দান করেছি। তারপর যখন তাদের কাছে জ্ঞান এসে গেলো, তখনই তারা পরস্পরে মতভেদ করলো। নিশ্চয়ই তোমার রব কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সেই জিনিসের ফায়সালা করে দেবেন, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত ছিল।

فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ○

৯৪. এখন যদি তোমার সেই হেদায়াতের ব্যাপারে সামান্যও সন্দেহ থেকে থাকে যা আমি তোমার ওপর নাযিল করেছি তাহলে যারা আগে থেকেই কিতাব পড়ছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে নাও। প্রকৃতপক্ষে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে এ কিতাব মহাসত্য হয়েই এসেছে।

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ○

৯৫. কাজেই তুমি সন্দেহকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ো না এবং যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলেছে তাদের মধ্যেও শামিল হয়ো না, তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে।[২৪]

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ○

وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ○

৯৬-৯৭. আসলে যাদের ব্যাপারে তোমার রবের কথা সত্য সাব্যস্ত হয়েছে[২৫] তাদের সামনে যতই নিদর্শন এসে যাক না কেন তারা কখনই ঈমান আনবে না যতক্ষণ না যন্ত্রণাদায়ক আযাব চাক্ষুস দেখে নেবে।

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَٰنُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا۟ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ○

৯৮. এমন কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি যে, একটি জনবসতি চাক্ষুস আযাব দেখে ঈমান এনেছে এবং তার ঈমান তার জন্য সুফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছে ? ইউনুসের কওম ছাড়া (এর কোনো নযির নেই) তারা যখন ঈমান এনেছিল তখন অবশ্যই আমি তাদের ওপর থেকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনার আযাব হটিয়ে দিয়েছিলাম[২৬] এবং তাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছিলাম।

২৪. বাহ্যত এ সম্বোধন নবী করীম স.-এর প্রতি করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যারা তাঁর দাওয়াতের প্রতি সন্দেহ পোষণ করছিল তাদেরকে শোনানোই ছিল উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থধারীদের প্রসঙ্গের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, আরবের জনসাধারণ আসমানী গ্রন্থের জ্ঞান সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ছিল। তাদের পক্ষে এ আহ্বান একটি নতুন আহ্বান ছিল। কিন্তু গ্রন্থধারীদের মধ্যে যাঁরা ধর্মপরায়ণ ও সুবিবেচক প্রকৃতির ছিল তারা এ বিষয়ের সত্যতার সমর্থন জানাতে পারতো যে, কুরআন যে জিনিসের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে তা হচ্ছে ঠিক সেই জিনিস যার দাওয়াত পূর্ববর্তী আল্লাহর সমস্ত বাণীবাহকগণ দিয়ে এসেছেন।

২৫. অর্থাৎ একথা যে, যারা নিজেরা সত্যানুসন্ধানী না হয়, যারা নিজেদের অন্তকরণের উপর জিদ, কুসংস্কার, পক্ষপাতিত্ব ও হঠকারিতার তালা লাগিয়ে রেখেছে, যারা দুনিয়ার প্রেমে মত্ত ও পরিণাম সম্পর্কে চিন্তাহীন তাদের ঈমান আনার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটে না।

২৬. তাফসীরকারগণ (কুরআনের ব্যাখ্যাকারীগণ) এর এ কারণ বর্ণনা করেছেন যে, যেহেতু হযরত ইউনুস আ. আল্লাহর আযাব আসার সংবাদ ঘোষণার পর আল্লাহ তাআলার বিনা অনুমতিতে নিজ অবস্থান স্থল ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল সে জন্যে আযাবের লক্ষণাবলী দেখার পর যখন আসুরীয়েরা তাওবা ও এস্তেগফার-অনুতাপ ও ক্ষমা ভিক্ষা করলো তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করলেন।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝٩٩

৯৯. যদি তোমার রবের ইচ্ছা হতো (যে, যমীনে সবাই হবে মু'মিন ও অনুগত) তাহলে সারা দুনিয়াবাসী ঈমান আনতো। তবে কি তুমি মু'মিন হবার জন্য লোকদের ওপর জবরদস্তি করবে ?

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝١٠٠

১০০. আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউই ঈমান আনতে পারে না। আর আল্লাহর রীতি হচ্ছে, যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না তাদের ওপর কলুষতা চাপিয়ে দেন।

قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ۝١٠١

১০১. তাদেরকে বলো, "পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে চোখ মেলে দেখো।" আর যারা ঈমান আনতেই চায় না তাদের জন্য নিদর্শন ও উপদেশ-তিরস্কার কীইবা উপকারে আসতে পারে!

فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ۝١٠٢

১০২. এখন তারা এছাড়া আর কিসের প্রতীক্ষায় আছে যে, তাদের আগে চলে যাওয়া লোকেরা যে দুঃসময় দেখেছে তারাও তাই দেখবে ? তাদেরকে বলো, "ঠিক আছে, অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।"

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ۝١٠٣

১০৩. তারপর (যখন এমন সময় আসে তখন) আমি নিজের রসূলদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে রক্ষা করি। এটিই আমার রীতি। মু'মিনদের রক্ষা করা আমার দায়িত্ব।

রুকূ' ঃ ১১

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝١٠٤

১০৪. হে নবী! বলে দাও, "হে লোকেরা! যদি তোমরা এখনো পর্যন্ত আমার দীনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহের মধ্যে থাকো তাহলে শুনে রাখো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের বন্দেগী করো আমি তাদের বন্দেগী করি না বরং আমি কেবলমাত্র এমন আল্লাহর বন্দেগী করি যার করতলে রয়েছে তোমাদের মৃত্যু। আমাকে মু'মিনদের অন্তরভুক্ত হবার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে।

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝١٠٥

১০৫. আর আমাকে বলা হয়েছে, তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ঠিকভাবে এ দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করো[২৭] এবং কখ্খনো মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়ো না।

২৭. মূল শব্দগুলো হচ্ছে ঃ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا - اقم এবং وَجْهَكَ -এর অর্থ হচ্ছে নিজের মুখ একনিষ্ঠ কর। এর মর্ম হচ্ছে, তোমার গতিমুখ যেন একই দিকে নিবদ্ধ হয় ; যেন টলায়মান ও দোদুল্যমান না হয়। কখন সামনে কখন ডাইনে কখনও বামে যেন না ফেরে। ঠিক নাকের সোজায় সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চলো যেদিকে তোমাকে দেখানো হয়েছে। এ বাঁধন তো নিজ স্থানে ছিল একান্ত আঁটসাট। কিন্তু তবুও এ পর্যন্ত ক্ষান্তি দেয়া হয়নি। এর উপর আরও একটি বাঁধন দেয়া হয়েছে। حنيف 'হানিফ' তাকে বলে যে সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মাত্র একদিকেরই হয়ে থাকে।

(١٠٦) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১০৬. আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কোনো সত্তাকে ডেকো না, যে তোমার না কোনো উপকার করতে আর না ক্ষতি করতে পারে। যদি তুমি এমনটি করো তাহলে যালেমদের দলভুক্ত হবে।

(١٠٧) وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۚ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

১০৭. যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো বিপদে ফেলেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে, এ বিপদ দূর করতে পারে। আর যদি তিনি তোমার কোনো কল্যাণ চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান অনুগ্রহ করেন এবং তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

(١٠٨) قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ○

১০৮. হে মুহাম্মাদ! বলে দাও, "হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য এসে গেছে। এখন যারা সোজা পথ অবলম্বন করবে তাদের সোজা পথ অবলম্বন তাদের জন্যই কল্যাণকর হবে। এবং যারা ভুল পথ অবলম্বন করবে তাদের ভুল পথ অবলম্বন তাদের জন্যই ধ্বংসকর হবে। আর আমি তোমাদের ওপর হাবিলদার হয়ে আসিনি।"

(١٠٩) وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ○

১০৯. হে নবী! তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে যে হেদায়াত পাঠানো হচ্ছে তুমি তার অনুসরণ করো। আর আল্লাহ ফায়সালা দান করা পর্যন্ত সবর করো এবং তিনিই সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী।

সূরা হূদ

১১

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একথা উপলব্ধি করা যায় যে, এটা সূরা ইউনুসের সমসময়ে নাযিল হয়েছিল। এমনকি তার অব্যবহিত পরেই যদি নাযিল হয়ে থাকে তবে তাও বিচিত্র নয়। কারণ ভাষণের মূল বক্তব্য একই। তবে সতর্ক করে দেয়ার ধরনটা তার চেয়ে বেশী কড়া।

হাদীসে আছে। হযরত আবু বকর রা. নবী সা.-কে বলেনঃ "আমি দেখছি আপনি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন, এর কারণ কি?" জবাবে তিনি বলেন, شَيَّبَتْنِىْ هُوْدٌ وَّاَخَوَاتُهَا "সূরা হূদ ও তারই মতো বিষয়বস্তু সম্বলিত সূরাগুলো আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।" এ থেকে অনুমান করা যাবে, যখন একদিকে কুরাইশ বংশীয় কাফেররা নিজেদের সমস্ত অস্ত্র নিয়ে নবী সা.-এর সত্যের দাওয়াতকে স্তব্ধ করে দিতে চাচ্ছিল এবং অন্যদিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একের পর এক এসব সতর্কবাণী নাযিল হচ্ছিল, তখনকার সময়টা তাঁর কাছে কত কঠিন ছিল। সম্ভবত এহেন অবস্থায় সর্বক্ষণ এ আশংকা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল যে, আল্লাহর দেয়া অবকাশ কখন নাজানি খতম হয়ে যায় এবং সেই শেষ সময়টি এসে যায় যখন আল্লাহ কোনো জাতির ওপর আযাব নাযিল করে তাকে পাকড়াও করার সিদ্ধান্ত নেন। আসলে এ সূরাটি পড়ার সময় মনে হতে থাকে যেন একটি বন্যার বাঁধ ভেংগে পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং যে অসতর্ক জনবসতিটি এ বন্যার গ্রাস হতে যাচ্ছে তাকে শেষ সাবধান বাণী শুনানো হচ্ছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

যেমন একটু আগেই বলেছি, ভাষণের বিষয়বস্তু সূরা ইউনুসের অনুরূপ। অর্থাৎ দাওয়াত, উপদেশ ও সতর্কবাণী। তবে পার্থক্য হচ্ছে, সূরা ইউনুসের তুলনায় দাওয়াতের অংশ এখানে সংক্ষিপ্ত, উপদেশের মধ্যে যুক্তির পরিমাণ কম ও ওয়াজ-নসীহত বেশী এবং সতর্কবাণীগুলো বিস্তারিত ও বলিষ্ঠ।

এখানে দাওয়াত এভাবে দেয়া হয়েছেঃ নবীর কথা মেনে নাও, শির্ক থেকে বিরত হও, অন্য সবার বন্দেগী ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও এবং নিজেদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত ব্যবস্থা আখেরাতে জবাবদিহির অনুভূতির ভিত্তিতে গড়ে তোলো।

উপদেশ দেয়া হয়েছেঃ দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিকের ওপর ভরসা করে যেসব জাতি আল্লাহর নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে ইতিপূর্বেই তারা অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। এমতাবস্থায় ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতায় যে পথটি ধ্বংসের পথ হিসেবে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেই একই পথে তোমাদেরও চলতেই হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা আছে নাকি?

সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছেঃ আযাব আসতে যে দেরী হচ্ছে, তা আসলে একটা অবকাশ মাত্র।

আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদের এ অবকাশ দান করছেন। এ অবকাশকালে যদি তোমরা সংযত ও সংশোধিত না হও তাহলে এমন আযাব আসবে যাকে হটিয়ে দেবার সাধ্য কারোর নেই এবং যা ঈমানদারদের ক্ষুদ্রতম দলটি ছাড়া বাকি সমগ্র জাতিকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

এ বিষয়বস্তুটি উপলব্ধি করাবার জন্য সরাসরি সম্বোধন করার তুলনায় নূহের জাতি, আদ, সামুদ, লূতের জাতি, মাদ্‌য়ানবাসী ও ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ঘটনাবলীর সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে বেশী করে। এ ঘটনাবলী বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো হচ্ছেঃ আল্লাহ যখন কোনো বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করতে উদ্যত হন তখন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পদ্ধতিতেই মীমাংসা করেন। সেখানে কাউকে সামান্যতমও ছাড় দেয়া হয় না। তখন দেখা হয় না কে কার সন্তান ও কার আত্মীয়। যে সঠিক পথে চলে একমাত্র তার ভাগেই রহমত আসে। অন্যথায় আল্লাহর গযব থেকে কোনো নবী পুত্র বা নবী পত্নী কেউই বাঁচতে পারে না। শুধু এখানেই শেষ নয়, বরং যখন ঈমান ও কুফরীর চূড়ান্ত ফায়সালার সময় এসে পড়ে যখন দীনের প্রকৃতির এ দাবীই জানাতে থাকে যে, মুমিন নিজেও যেন পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ভুলে যায় এবং আল্লাহর ইনসাফের তরবারির মতো পূর্ণ নিরপেক্ষতার সাথে একমাত্র সত্যের সম্বন্ধ ছাড়া অন্য সব সম্বন্ধ কেটে ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করে। এহেন অবস্থায় বংশ ও রক্ত সম্বন্ধের প্রতি সামান্যতম পক্ষপাতিত্বও হবে ইসলামের প্রাণসত্তার সম্পর্ক বিরোধী। তিন চার বছর পরে বদরের ময়দানে মক্কার মুসলমানরা এ শিক্ষারই প্রদর্শনী করেছিলেন।

আয়াত-১২৩ ১১-সূরা হূদ-মাক্কী রুকূ'-১০

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

﴿١﴾ الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۙ
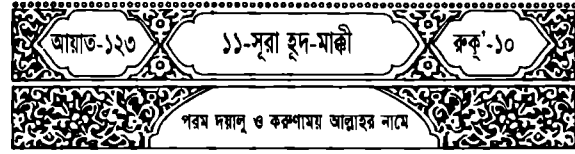
১. আলিফ-লাম-র। একটি ফরমান।[১] এর আয়াতগুলো পাকাপোক্ত এবং বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে, এক পরম প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে।

﴿٢﴾ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ۙ

২. (এতে বলা হয়েছে) তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করবে না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারীও এবং সুসংবাদদাতাও।

﴿٣﴾ وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ

৩. আরো বলা হয়েছে ঃ তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো, তাহলে তিনি একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তোমাদের উত্তম জীবন সামগ্রী দেবেন[২] এবং অনুগ্রহ লাভের যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অনুগ্রহ দান করবেন।[৩]তবে যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমি তোমাদের ব্যাপারে একটি অতীব ভয়াবহ দিনের আযাবের ভয় করছি।

﴿٤﴾ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

৪. তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি সবকিছুই করতে পারেন।

﴿٥﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ؕ اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

৫. দেখো, এরা তাঁর কাছ থেকে আত্মগোপন করার জন্য বুক ভাঁজ করছে। সাবধান! যখন এরা কাপড় দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকে তখন তারা যা গোপন করে[৪] এবং যা প্রকাশ করে তা সবই আল্লাহ জানেন। তিনি তো অন্তরে যা সংগোপন আছে তাও জানেন।

১২

৬. ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর বর্তায় না এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেন না, কোথায় সে থাকে এবং কোথায় তাকে সোপর্দ করা হয়। সবকিছুই একটি পরিষ্কার কিতাবে লেখা আছে।

১. বর্ণনাভংগীর দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে 'কিতাব'-এর অনুবাদ করা হয়েছে—ফরমান-আদেশ। আরবী ভাষায় এ শব্দ শুধু গ্রন্থ ও লেখা-এর অর্থে ব্যবহৃত হয় না; এছাড়া রাজকীয় 'হুকুম' ও আদেশের অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং কুরআনেরই কতিপয় স্থলে এ শব্দ এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমার যে অবস্থানকাল নির্দিষ্ট আছে সে সময়ের জন্যে তিনি তোমাকে খারাপভাবে নয়, ভালোভাবেই রাখবেন ; তোমার উপর তাঁর অনুগ্রহরাজি বর্ষিত হবে ; তাঁর বরকত, কল্যাণ, প্রাচুর্যের দ্বারা তুমি অনুগৃহীত হবে ; সাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দের সাথে থাকবে, জীবনে শান্তি, নিরাপত্তা ও নিরুদ্বিগ্নতা লাভ করবে। অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে নয়, সম্মান ও সম্ভ্রমের সাথে বেঁচে থাকবে।

৩. অর্থাৎ যে কেউ চরিত্র, ব্যবহার ও কাজে যতটা অগ্রসর হবে আল্লাহ তাআলা তাকে ততটা উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। যে কেউ তার চরিত্র ও ব্যবহার দ্বারা যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের উপযুক্ত বলে নিজেকে প্রমাণিত করবে তাকে অবশ্যই সে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হবে।

৪. মক্কার কাফেরদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, তারা রসূল করীম স.-কে দেখে তাঁর দিক থেকে নিজেদের মুখ ফিরিয়ে নিতো, যেন তাঁর সাথে তারা সামনাসামনি না হয়ে পড়ে।

⑦ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৭. তিনিই আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন,—যখন এর আগে তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল,[৫]—যাতে তোমাদের পরীক্ষা করে দেখেন তোমাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে।[৬] এখন যদি হে মুহাম্মদ! তুমি বলো, হে লোকেরা! মরার পর তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তাহলে অস্বীকারকারীরা সাথে সাথেই বলে উঠবে, এতো সুস্পষ্ট যাদু।[৭]

⑧ وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰٓى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ۚ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

৮. আর যদি আমি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের শাস্তি পিছিয়ে দেই তাহলে তারা বলতে থাকে, কোন্ জিনিস শাস্তিটাকে আটকে রেখেছে ? শোনো! যেদিন সেই শাস্তির সময় এসে যাবে সেদিন কারো ফিরানোর প্রচেষ্টা তাকে ফিরাতে পারবে না এবং যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করছে তা-ই তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলবে।

রুকূ' ঃ ২

⑨ وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ۚ اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ ۝

৯. আমি মানুষকে নিজের অনুগ্রহভাজন করার পর আবার কখনো যদি তাকে তা থেকে বঞ্চিত করি তাহলে সে হতাশ হয়ে পড়ে এবং অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটাতে থাকে।

⑩ وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ ۚ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ۝

১০. আর যদি তার ওপর যে বিপদ এসেছিল তার পরে আমি তাকে নিয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করাই তাহলে সে বলে, আমার সব বিপদ কেটে গেছে। তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে এবং অহংকার করতে থাকে।

⑪ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

১১. এ দোষ থেকে একমাত্র তারাই মুক্ত যারা সবর করে এবং সৎকাজ করে আর তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদানও।

⑫ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ۚ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۝

১২. কাজেই হে নবী! এমন যেন না হয়, তোমার প্রতি যে জিনিসের অহী করা হচ্ছে তুমি তার মধ্য থেকে কোনো জিনিস (বর্ণনা করা) বাদ দেবে এবং একথায় তোমার মন সংকুচিত হবে এজন্য যে, তারা বলবে, "এ ব্যক্তির ওপর কোনো ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ হয়নি কেন" অথবা "এর সাথে কোনো ফেরেশতা আসেনি কেন ?" তুমি তো নিছক সতর্ককারী। এরপর আল্লাহই সব কাজের ব্যবস্থাপক।

৫. আমরা বলতে পারি না এ 'পানি'র অর্থ কি ? এ কি সেই 'পানি' যে জিনিসকে আমরা পানি নামে জানি ? অথবা বর্তমান অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে পদার্থ যে জলীয় অবস্থায় ছিল তাকেই বুঝাতে এ শব্দটি রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ? 'আরশ' এর ওপর হওয়ার মর্মও স্থির করা কঠিন। হয়তো এর অর্থ এ হতে পারে যে, সে সময় আল্লাহর রাজত্ব পানির ওপর ছিল।

৬. অর্থাৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়াতে মানুষকে সৃষ্টি করে তার পরীক্ষা করা।

৭. মৃত্যুর পর মানুষের দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়া তো সম্ভব নয়, কিন্তু আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে যাদুগ্রস্ত করা হচ্ছে, যেন আমরা একথা মেনে নেই।

١٣ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرٰىهُ ۚ قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

১৩. এরা কি বলছে, নবী নিজেই এ কিতাবটি রচনা করেছে ? বলো, ঠিক আছে, তাই যদি হয়, তাহলে এর মতো দশটি সূরা তোমরা বানিয়ে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর যেসব মাবুদ আছে তাদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকতে পারলে ডেকে নাও, যদি তোমরা (তাদেরকে মাবুদ মনে করার ব্যাপারে) সত্যবাদী হয়ে থাকো।

١٤ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَأَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

১৪. এখন যদি তোমাদের মাবুদরা তোমাদের সাহায্যে না পৌছে থাকে তাহলে জেনে রাখো এ আল্লাহর ইল্‌ম থেকে নাযিল হয়েছে এবং তিনি ছাড়া আর কোনো সত্যিকার মাবুদ নেই। তাহলে কি তোমরা (এ সত্যের সামনে) আনুগত্যের শির নত করছো ?

١٥ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ○

১৫. যারা শুধুমাত্র এ দুনিয়ার জীবন এবং এর শোভা-সৌন্দর্য কামনা করে তাদের কৃতকর্মের সমুদয় ফল আমি এখানেই তাদেরকে দিয়ে দেই এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে কম দেয়া হয় না।

١٦ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৬. কিন্তু এ ধরনের লোকদের জন্য আখেরাতে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। (সেখানে তারা জানতে পারবে) যাকিছু তারা দুনিয়ায় বানিয়েছে সব বরবাদ হয়ে গেছে এবং এখন তাদের সমস্ত কৃতকর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

١٧ أَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى إِمَامًا وَّرَحْمَةً ۚ أُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১৭. তারপর যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট সাক্ষ্যের অধিকারী ছিল,[৮] এরপর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন সাক্ষীও[৯] (এ সাক্ষের সমর্থনে) এসে গেছে এবং পথপ্রদর্শক ও অনুগ্রহ হিসেবে পূর্বে আগত মূসার কিতাবও বর্তমান ছিল (এ অবস্থায় সে ব্যক্তিও কি দুনিয়া পূজারীদের মতো তা অস্বীকার করতে পারে ?) এ ধরনের লোকেরা তো তার প্রতি ঈমান আনবেই, আর মানব গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যে-ই একে অস্বীকার করে তার জন্য যে জায়গার ওয়াদা করা হয়েছে তা হচ্ছে জাহান্নাম। কাজেই হে নবী! তুমি এ জিনিসের ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহে পড়ে যেয়ো না, এতো তোমার রবের পক্ষ থেকে পাঠানো সত্য। তবে বেশীর ভাগ লোক তা স্বীকার করে না।

৮. অর্থাৎ যে নিজে তার অস্তিত্বের মধ্যে এবং যমীন ও আসমানের গঠনের মধ্যে, বিশ্বের শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট সাক্ষ্যদান করছিল যে—এ বিশ্বের স্রষ্টা, মালিক, প্রতিপালক, শাসক ও নির্দেশদাতা হচ্ছেন মাত্র একজন আল্লাহ; আবার এ সাক্ষ্যসমূহ দেখে যার অন্তর পূর্ব থেকেই এ সাক্ষ্যদান করছিল যে, এ জীবনের পর এমন আর এক জীবনের অস্তিত্ব অবশ্য থাকা চাই যার মধ্যে মানুষ তার আল্লাহর কাছে তার কাজের হিসাব দেবে ও নিজের কৃতকার্যের জন্য পুরস্কার অথবা শাস্তি লাভ করবে।

৯. অর্থাৎ কুরআন, যা অবতীর্ণ হয়ে এ স্বাভাবিক ও যৌক্তিক সাক্ষ্যের সমর্থন করেছে এবং তাকে জানিয়েছে যে যার নিদর্শন তুমি জাগতিক পরিবেশ ও নিজ সত্তার মধ্যে পাচ্ছ বাস্তবিক প্রকৃত সত্য তত্ত্ব তা-ই !

١٨ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

১৮. আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা[১০] রচনা করে তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হবে ? এ ধরনের লোকদের তাদের রবের সামনে উপস্থিত করা হবে এবং সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেবে, এরাই নিজেদের রবের বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করেছিল। শোনো, যালেমদের ওপর আল্লাহর লানত।[১১]

١٩ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

১৯. এমন যালেমদের ওপর যারা আল্লাহর পথে যেতে মানুষকে বাধা দেয়, সেই পথকে বাঁকা করে দিতে চায় এবং আখেরাত অস্বীকার করে।

٢٠ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۘ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ

২০. তারা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারতো না এবং আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের কোনো সাহায্যকারী ছিল না। তাদেরকে এখন দ্বিগুণ আযাব দেয়া হবে। তারা কারোর কথা শুনতেও পারতো না এবং তারা নিজেরা কিছু দেখতেও পেতো না।

٢١ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

২১. তারা এমন লোক যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে এবং তাদের মনগড়া সবকিছুই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।

٢٢ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ

২২. অনিবার্যভাবে আখেরাতে তারাই হবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।

٢٣ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

২৩. তবে যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে এবং নিজের রবের একনিষ্ঠ অনুগত বান্দা হয়ে থাকে, তারা নিশ্চিত জান্নাতের অধিবাসী এবং জান্নাতে তারা চিরকাল থাকবে।

٢٤ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

২৪. এ দল দুটির উপমা হচ্ছে ঃ যেমন একজন লোক অন্ধ ও বধির এবং অন্যজন চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন। এরা দু'জন কি সমান হতে পারে ? তোমরা (এ উপমা থেকে) কি কোনো শিক্ষা গ্রহণ করো না ?

রুকু' ঃ ৩

٢٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ

২৫. (আর এমনি অবস্থা ছিল যখন) আমি নূহকে তার কওমের কাছে পাঠিয়েছিলাম। (সে বললো ঃ) "আমি তোমাদের পরিষ্কার ভাষায় সাবধান করে দিচ্ছি,

---

১০. অর্থাৎ এই বলে যে, আল্লাহর সাথে উলুহিয়াতে ও উপাসনা-আনুগত্য পাওয়ার হক ও যোগ্যতায় অন্যেরাও অংশীদার আছে ; অথবা এই বলে যে, নিজ বান্দাহর পথ প্রাপ্তি ও পথ ভ্রষ্টতা সম্পর্কে আল্লাহর কোনো মনোযোগ বা পরওয়া নেই এবং তিনি কোনো কিতাব বা কোনো নবী আমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য পাঠাননি ; বরং আমাদের জীবনের জন্য আমাদের মর্জি মতো যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করার স্বাধীনতা দিয়ে তিনি আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। অথবা এই বলে যে, আল্লাহ এমনিই আমাদেরকে খেলা তামাশাচ্ছলে পয়দা করেছেন এবং এমনিই আমাদের অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘটাবেন। তাঁর সামনে আমাদের কোনো জবাবদিহি করতে হবে না এবং কোনো পুরস্কার বা শাস্তিও পেতে হবে না।

১১. বর্ণনাভংগী দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে যে, পরকালে আল্লাহর আদালতে তারা যখন বিচারের জন্যে উপস্থাপিত হবে সেই সময় একথা বলা হবে।

(٢٦) أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ○

২৬. তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করো না। নয়তো আমার আশংকা হচ্ছে· তোমাদের ওপর একদিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসবে।"

(٢٧) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ○

২৭. জবাবে সেই কওমের সরদাররা, যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করেছিল, বললো ঃ "আমাদের দৃষ্টিতে তুমি তো ব্যস আমাদের মতো একজন মানুষ বৈ আর কিছুই নও। আর আমরা তো দেখছি আমাদের সমাজের মধ্যে যারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও নিম্নশ্রেণীর ছিল তারাই কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা না করে তোমার অনুসরণ করেছে। আমরা এমন কোনো জিনিসও দেখছি না যাতে তোমরা আমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী আছো। বরং আমরা তো তোমাদের মিথ্যাবাদী মনে করি।"

(٢٨) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ○

২৮. সে বললো, "হে আমার কওম! একটু ভেবে দেখো, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকি এবং তারপর তিনি আমাকে তাঁর বিশেষ রহমত দান করে থাকেন কিন্তু তা তোমাদের নজরে পড়েনি, তাহলে আমার কাছে এমন কি উপায় আছে যার সাহায্যে তোমরা মানতে না চাইলেও আমি জবরদস্তি তোমাদের ঘাড়ে তা চাপিয়ে দিবো ?

(٢٩) وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ○

২৯. হে আমার কওম! এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো অর্থ চাচ্ছি না। আমার প্রতিদান তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আর যারা আমার কথা মেনে নিয়েছে তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়াও আমার কাজ নয়, তারা নিজেরাই নিজেদের রবের কাছে যাবে। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা মূর্খতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছো।

(٣٠) وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

৩০. আর হে আমার কওম! যদি আমি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কে আমাকে বাঁচাবে ? তোমরা কি এতটুকু কথাও বুঝ না ?

(٣١) وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ○

৩১. আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে। একথাও বলি না যে; আমি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখি এবং আমি ফেরেশতা এ দাবীও করি না। আর আমি একথাও বলতে পারি না যে, তোমরা যাদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখো তাদেরকে আল্লাহ কখনো কোনো কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। যদি আমি এমনটি বলি তাহলে আমি হবো যালেম"।

(٣٢) قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○

৩২. শেষ পর্যন্ত তারা বললো, "হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে ঝগড়া করেছো, অনেক ঝগড়া করেছো, যদি সত্যবাদী হও. তাহলে এখন আমাদের যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো তা নিয়ে এসো।"

৩৩. নূহ জবাব দিল, "তা তো আল্লাহই আনবেন যদি তিনি চান এবং তা প্রতিহত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই।

৩৪. এখন যদি আমি তোমাদের কিছু কল্যাণ করতে চাইও তাহলে আমার কল্যাণাকাঙ্ক্ষা তোমাদের কোনো কাজে লাগবে না যখন আল্লাহ নিজেই তোমাদের বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা করে ফেলেছেন।[১২] তিনিই তোমাদের রব এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।"

৩৫. হে মুহাম্মাদ! এরা কি একথা বলে যে, এ ব্যক্তি নিজেই সবকিছু রচনা করেছে ? ওদেরকে বলে দাও, "যদি আমি নিজে এসব রচনা করে থাকি, তাহলে আমার অপরাধের দায়-দায়িত্ব আমার। আর যে অপরাধ তোমরা করে যাচ্ছো তার জন্য আমি দায়ী নই।"

রুকূ' ঃ ৪

৩৬. নূহের প্রতি অহী নাযিল করা হলো এ মর্মে যে, তোমার কওমের মধ্য থেকে যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া এখন আর কেউ ঈমান আনবে না। তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করা পরিহার করো।

৩৭. এবং আমার তত্ত্বাবধানে আমার অহী অনুযায়ী একটি নৌকা বানানো শুরু করে দাও। আর দেখো যারা যুলুম করেছে তাদের জন্য আমার কাছে কোনো সুপারিশ করো না, এরা সবাই এখন ডুবে যাবে।

৩৮. নূহ যখন নৌকা নির্মাণ করছিল তখন তার কওমের সরদারদের মধ্যে থেকে যারাই তার কাছ দিয়ে যেতো তারাই তাকে উপহাস করতো। সে বললো, "যদি তোমরা আমাকে উপহাস করো তাহলে আমিও তোমাদের উপহাস করছি।

৩৯. শিগ্‌গীর তোমরা জানতে পারবে কার ওপর লাঞ্ছনাকর আযাব নাযিল হবে এবং কার ওপর এমন আযাব নাযিল হবে যা ঠেকাতে চাইলেও ঠেকানো যাবে না।[১৩]

٣٣ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۝

٣٤ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

٣٥ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ۝

٣٦ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

٣٧ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۝

٣٨ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۝

٣٩ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝

১২. অর্থাৎ যদি আল্লাহ তাআলা তোমাদের হঠকারিতা, কুস্বভাব এবং ভালো ও সততার প্রতি অনাসক্তি দেখে ও সিদ্ধান্ত করে বলেন যে, তোমাদের তিনি সঠিক পথপ্রাপ্তির সৌভাগ্য ও সুযোগ দান করবেন না এবং যেসব পথে তোমরা বিভ্রান্ত হতে চাচ্ছ সেসব পথেই তোমাদের বিভ্রান্ত করবেন, তবে তোমাদের কল্যাণের জন্য আমার কোনো চেষ্টাই ফলবতী হতে পারবে না।

১৩. এ এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার ; এ সম্পর্কে চিন্তা করলে বুঝা যায় মানুষ দুনিয়ার বাহ্যিক দিক দ্বারা কি পরিমাণ প্রতারিত হয়। নূহ আ. যখন নদী থেকে বহুদূরে শুষ্ক ডাঙার ওপর নিজের নৌকা নির্মাণ করছিলেন তখন বাস্তবিকই লোকদের কাছে ব্যাপারটি নিতান্ত হাস্যকর মনে হয়ে থাকবে এবং তারা বিদ্রূপের হাসি হেসে অবশ্য বলে থাকবে যে, বড় মিঞার পাগলামি এবার এতদূরে পৌঁছেছে যে, তিনি এখন ডাঙাতেই জাহাজ চালাবেন ! সে সময়ে কেউ স্বপ্নেও একথা কল্পনা করতে পারেনি যে, কয়েকদিন পর বাস্তবিকই এখানে জাহাজ চলবে : কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্য তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং যিনি জানতেন যে, কাল এখানে জাহাজের কি প্রয়োজন হবে, বিদ্রূপকারী লোকদের অজ্ঞতা, বেখবরী ও তাদের মূর্খতাসূচক নিশ্চিন্ততা দেখে উল্টা তারও হাসি এসে থাকবে যে, এ লোকেরা কতই না নির্বোধ। শমন তাদের শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তাদের পূর্ব থেকে সতর্ক করছি যে, তোমাদের শমন এসে গেছে এবং তাদের চোখের সামনেই তার থেকে বাঁচার তদ্বিরও আমি করছি, কিন্তু তবুও তারা নিশ্চিত হয়ে বসে আছে বরং উল্টা আমাকেই পাগল মনে করছে !

৪০. অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে গেলো এবং চুলা উথলে উঠলো।[১৪] তখন আমি বললাম, "সব ধরনের প্রাণীর এক এক জোড়া নৌকায় তুলে নাও। নিজের পরিবারবর্গকেও—তবে তাদের ছাড়া[১৫] যাদেরকে আগেই চিহ্নিত করা হয়েছে—এতে তুলে নাও এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এতে বসাও। তবে সামান্য সংখ্যক লোকই নূহের সাথে ঈমান এনেছিল।

حَتّٰىٓ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ۚ وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ إِلَّا قَلِيْلٌ ○

৪১. নূহ বললো, "এতে আরোহণ করো, আল্লাহর নামেই এটা চলবে এবং থামবে। আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ۚ إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৪২. নৌকা তাদেরকে নিয়ে পর্বত প্রমাণ ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে ভেসে চলতে লাগলো। নূহের ছেলে ছিল তাদের থেকে দূরে। নূহ চীৎকার করে তাকে বললো, " হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে আরোহণ করো, কাফেরদের সাথে থেকো না।"

وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۗ وَنَادٰى نُوْحُ ۨابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ○

৪৩. সে পালটা জবাব দিল, "আমি এখনই একটি পাহাড়ে চড়ে বসছি। তা আমাকে পানি থেকে বাঁচাবে।" নূহ বললো, "আজ আল্লাহর হুকুম থেকে বাঁচাবার কেউ নেই, তবে যার প্রতি আল্লাহ রহম করবেন সে ছাড়া।" এমন সময় একটি তরংগ উভয়ের মধ্যে আড়াল হয়ে গেলো এবং সেও নিমজ্জিতদের দলে শামিল হলো।

قَالَ سَاٰوِيْٓ إِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ○

৪৪. হুকুম হলো, "হে পৃথিবী! তোমার সমস্ত পানি গিলে ফেলো এবং হে আকাশ! থেমে যাও।" সে মতে পানি ভূগর্ভে বিলীন হয়ে গেলো, ফায়সালা চূড়ান্ত করে দেয়া হলো এবং নৌকা জূদীর[১৬] ওপর থেমে গেলো। তারপর বলে দেয়া হলো, যালেম সম্প্রদায় দূর হয়ে গেলো!

وَقِيْلَ يٰٓأَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ أَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

৪৫. নূহ তার রবকে ডাকলো। বললো, "হে আমার রব! আমার ছেলে আমার পরিবারভুক্ত এবং তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য আর তুমি সমস্ত শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও উত্তম শাসক।"

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِيْ مِنْ أَهْلِيْ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ○

১৪. এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমি সেটাই সঠিক বলে মনে করি কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট শব্দগুলো থেকে যা বুঝা যায় ঃ তূফানের সূচনা একটি বিশেষ চুল্লী থেকে হয়। চুল্লীর তলা থেকে পানির উৎস ফুটে পড়ে, সাথে সাথে একদিকে আসমান থেকে মুষলধারে বর্ষণ শুরু হয় এবং অন্যদিকে যমীন থেকে বিভিন্ন জায়গায় পানির ঝরণা ফুটে বের হয়।

১৫. অর্থাৎ তোমার বাড়ীর যে ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রথমেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা 'কাফের' তারা আল্লাহ তাআলার দয়া পাবার যোগ্য নয়, তাদের নৌকায় তুলেনিও না।

১৬. 'জূদী' পর্বত কুর্দিস্তানের এলাকায় ইবনে ওমর দ্বীপের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং আজও তা এ জূদী নামেই খ্যাত আছে।

(৪৬) قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗ اِنِّيْۤ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

৪৬. জবাবে বলা হলো, "হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে তো অসৎ কর্মপরায়ণ।[১৭] কাজেই তুমি আমার কাছে এমন বিষয়ের আবেদন করো না যার প্রকৃত তত্ত্ব তোমার জানা নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, নিজেকে অজ্ঞদের মতো বানিয়ে ফেলো না।

(৪৭) قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۗ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৪৭. নূহ তখনই বললো, "হে আমার রব! যে বিষয়ের ব্যাপারে আমার জ্ঞান নেই।[১৮] তা তোমার কাছে চাইবো —এ থেকে আমি তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। যদি তুমি আমাকে মাফ না করো এবং আমার প্রতি রহম না করো তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো।"

(৪৮) قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰۤى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ۗ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৪৮. হুকুম হলো, "হে নূহ! নেমে যাও, আমার পক্ষ থেকে শান্তি ও বরকত তোমার ওপর এবং তোমার সাথে যেসব সম্প্রদায় আছে তাদের ওপর। আবার কিছু সম্প্রদায় এমনও আছে যাদেরকে আমি কিছুকাল জীবন উপকরণ দান করবো তারপর আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে স্পর্শ করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

(৪৯) تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۛ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ○

৪৯. হে মুহাম্মদ! এসব গায়েবের খবর, যা আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি। এর আগে তুমি এসব জানতে না এবং তোমার কওমও জানতো না। কাজেই সবর করো। মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।[১৯]

রুকূ' ঃ ৫

(৫০) وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ○

৫০. আর তাদের কাছে আমি তাদের ভাই হূদকে পাঠালাম। সে বললোঃ "হে আমার স্বজাতীয় ভাইয়েরা! আল্লাহর বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তোমরা নিছক মিথ্যা বানিয়ে রেখেছো।

(৫১) يٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۗ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৫১. হে আমার কওমের ভাইয়েরা! এ কাজের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো তাঁরই যিম্মায় যিনি আমাকে পয়দা করেছেন। তোমরা কি একটুও বুদ্ধি-বিবেচনা করে কাজ করো না ?

---

১৭. এটা হচ্ছে সেই রকম যেমন কোনো ব্যক্তির শরীরের অংশ বিশেষ পচনগ্রস্ত হওয়ার কারণে চিকিৎসক সে অংশটিকে কেটে ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্ত করেছে। এখন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি চিকিৎসককে বলে যে, এতো আমারই শরীরের একটি অংশ, এটাকে কেটে ফেলছো কেন ? উত্তরে চিকিৎসক বলে— এ আর তোমার শরীরের অংশ নয়, এ পচে গেছে সুতরাং এক সৎ পিতাকে তাঁর অযোগ্য পুত্র সম্পর্কে যখন একথা বলা হয় যে, এ এক 'ভ্রষ্টকর্ম' তখন তার অর্থ হচ্ছেঃ তুমি একে প্রতিপালন করতে যে পরিশ্রম করেছো তা ব্যর্থ হয়েছে, আর ফল ভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

১৮. অর্থাৎ এ রকম প্রার্থনা করবো যার সঠিকতা সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই।

১৯. অর্থাৎ যেভাবে নূহ আ. ও তাঁর সাথীদের অবশেষে বিজয় ঘটেছিল সেভাবে তোমার ও তোমার সাথীদের বিজয় লাভ হবে। সুতরাং এখন যে বিপদ ও কাঠিন্য তোমাদের ওপর আপতিত হচ্ছে তার জন্য মন খারাপ করো না। সাহস ও ধৈর্যের সাথে নিজের কাজ করে যাও।

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ۝

৫২. আর হে আমার কওমের লোকেরা! মাফ চাও তোমাদের রবের কাছে তারপর তাঁর দিকেই ফিরে এসো। তিনি তোমাদের জন্য আকাশের মুখ খুলে দেবেন এবং তোমাদের বর্তমান শক্তির ওপর আরো শক্তি বৃদ্ধি করবেন। অপরাধীদের মতো মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।"

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

৫৩. তারা জবাব দিল ঃ "হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসোনি। তোমার কথায় আমরা আমাদের মাবুদদেরকে ত্যাগ করতে পারি না। আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনছি না।

اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ۗ قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝

৫৪. আমরা তো মনে করি তোমার ওপর আমাদের কোনো দেবতার অভিশাপ পড়েছে।"[২০] হূদ বললো ঃ "আমি আল্লাহর সাক্ষ্য পেশ করছি আর তোমরা সাক্ষী থাকো তোমরা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতায় আল্লাহকে ছাড়া যে অন্যদেরকে শরীক করে রেখেছো তা থেকে আমি মুক্ত।

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ۝

৫৫. তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে যা করার করো, তাতে কোনো ত্রুটি রেখো না এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিয়ো না।

اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ۗ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ۗ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৫৬. আমার ভরসা আল্লাহর ওপর, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব। তিনিই প্রতিটি প্রাণীর ভাগ্যনিয়ন্তা। নিসন্দেহে আমার রব সরল পথে আছেন।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ۗ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا ۗ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۝

৫৭. যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিতে চাও তাহলে ফিরিয়ে নাও, কিন্তু যে পয়গাম দিয়ে আমাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তা আমি তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছি। এখন আমার রব তোমাদের জায়গায় অন্য জাতিকে বসাবেন এবং তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। অবশ্যই আমার রব প্রতিটি জিনিসের সংরক্ষক।

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝

৫৮. তারপর যখন আমার হুকুম এসে গেলো তখন নিজের রহমতের সাহায্যে হূদ ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি রক্ষা করলাম এবং একটি কঠিন আযাব থেকে বাঁচালাম।

وَتِلْكَ عَادٌ ۟ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۝

৫৯. এ হচ্ছে আদ, নিজের রবের নিদর্শন তারা অস্বীকার করেছে, নিজের রসূলদের কথাও অমান্য করেছে এবং প্রত্যেক স্বৈরাচারীসত্যের দুশমনের আদেশ মেনে চলেছে।

وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۗ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ۝

৬০. শেষ পর্যন্ত এ দুনিয়ায় তাদের ওপর লানত পড়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও। শোনো! আদ তাদের রবের সাথে কুফরী করেছিল। শোনো! দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে হূদের জাতি আদকে।

২০. অর্থাৎ তুমি সম্ভবত কোনো দেবী, দেবতা বা হযরতের আস্তানায় বেআদবি করেছ, তাই তারই ফল ভোগ করছো, তাই এসব ভ্রষ্ট কথাবার্তা বলতে শুরু করেছো, আর যেসব লোকালয়ে কাল তুমি সম্মানের সাথে বাস করতে সেখানে আজ তোমাকে গালি ও পাথর দিয়ে অভ্যর্থনা করা হচ্ছে।

রুকূ’ ঃ ৬

٦١ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ○

৬১. আর সামুদের কাছে আমি তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। সে বললো, “হে আমার কওমের লোকেরা! আল্লাহর বন্দেগী করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই তোমাদের যমীন থেকে পয়দা করেছেন এবং এখানেই তোমাদের বসবাস করিয়েছেন। কাজেই তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো। নিশ্চয়ই আমার রব নিকটে আছেন, তিনি ডাকের জবাব দেন।[২১]

٦٢ قَالُوا۟ يَٰصَٰلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَآ ۖ أَتَنْهَىٰنَآ أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِى شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ○

৬২. তারা বললো,“হে সালেহ! এর আগে তুমি আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি ছিলে যার কাছে ছিল আমাদের বিপুল প্রত্যাশা। আমাদের বাপ-দাদারা যেসব উপাস্যের পূজা করতো তুমি কি তাদের পূজা করা থেকে আমাদের বিরত রাখতে চাচ্ছো ? তুমি যে পথের দিকে আমাদের ডাকছো সে ব্যাপারে আমাদের ভীষণ সন্দেহ, যা আমাদের পেরেশানির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।”

٦٣ قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَءَاتَىٰنِى مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُۥ ۖ فَمَا تَزِيدُونَنِى غَيْرَ تَخْسِيرٍ ○

৬৩. সালেহ বললো, “হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! তোমরা কি কখনো একথাটিও চিন্তা করেছো যে, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে একটি অকাট্য প্রমাণ পেয়ে থাকি এবং তারপর তিনি তাঁর অনুগ্রহও আমাকে দান করে থাকেন, আর এরপরও যদি তাঁর নাফরমানী করি তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কে আমাকে বাঁচাবে ? আমাকে আরো বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়া তোমরা আমার আর কোন্ কাজে লাগতে পারো ?

٦٤ وَيَٰقَوْمِ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ○

৬৪. আর হে আমার কওমের লোকেরা! দেখো, এ আল্লাহর উটনীটি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। একে আল্লাহর যমীনে স্বাধীনভাবে চরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দাও। একে পীড়া দিয়ো না। অন্যথায় তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসতে বেশী দেরী হবে না।”

২১. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে হযরত সালেহ আ. শিরকের সারা কারবারের মূল কেটে দিয়েছেন। মুশরিকরা মনে করে আর চালাক লোকেরা তাদের এ রকম বুঝাবার চেষ্টাও করেছে যে, আল্লাহ তাআলার পবিত্র আস্তানা সাধারণ মানুষের নাগাল থেকে খুবই দূরে ; তাঁর দরবারে সাধারণ লোকের কেমন করে পৌছানো সম্ভব ? সেখান পর্যন্ত দোয়া পৌছানো তারপর তার জবাব পাওয়া কখনই সম্ভব হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না পাক রূহ সকলের অসিলা না তালাশ করা যায় এবং উপর পর্যন্ত নযর-নিয়াযেও আর্জি পৌছানোর কৌশল যাদের জানা আছে সেই মাযহাবী মনসবধারীদের (ধর্মীয় পদাধিকারী ব্যক্তিদের) খেদমত না হাসিল করা হয়। এ ভুল ধারণাই বান্দাহ ও আল্লাহর মধ্যে অসংখ্য ছোটবড় দেব-দেবতা, উপাস্য ও সুপারিশকারীর এক মস্তবড় শৃঙ্খল খাড়া করে দিয়েছে। হযরত সালেহ আ. মূর্খতার এ সমগ্র জাদুকে মাত্র দুটি শব্দ দ্বারা চূর্ণ করে দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন। প্রথমত একথা যে, ‘আল্লাহ তাআলা নিকটই আছেন এবং দ্বিতীয়ত, এই যে তিনি প্রার্থনার উত্তরদানকারী। অর্থাৎ তোমাদের ধারণা ভুল যে, তিনি দূরে আছেন এবং তোমাদের এ ধারণাও ভুল যে, তোমরা সরাসরি তাঁকে ডেকে নিজেদের প্রার্থনার উত্তর লাভ ক রতে পারো না ! তোমাদের প্রত্যেকেই তাঁকে তোমাদের কাছে পেতে পারো তার সাথে নিভৃতে কথা বলতে পারো, সরাসরি তোমাদের আবেদন নিবেদন তাঁর হুজুরে পেশ করতে পারো এবং তিনিও সরাসরি নিজে তার প্রত্যেক বান্দাহর প্রার্থনার উত্তরদান করেন। সুতরাং যখন বিশ্ব সম্রাটের আম দরবার সকল সময় সকল ব্যক্তির জন্য খোলা ও সকলেরই নিকটবর্তী তখন তোমরা কিরূপ মূর্খতার মধ্যে পড়ে আছো যে, তার জন্য মাধ্যম, অসিলা ও সুপারিশকারী খুঁজে খুঁজে ফিরছো ?

٦٥ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ○

৬৫. কিন্তু তারা উটনীটিকে মেরে ফেললো। এর ফলে সালেহ তাদেরকে সাবধান করে দিলো এই বলে, "ব্যাস, আর তিন দিন তোমাদের গৃহে অবস্থান করে নাও। এটি এমন একটি মেয়াদ, যা মিথ্যা প্রমাণিত হবে না।"

٦٦ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَٰلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ○

৬৬. শেষ পর্যন্ত যখন আমার ফায়সালার সময় এসে গেলো তখন আমি নিজ অনুগ্রহে সালেহ ও তার ওপর যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং সেই দিনের লাঞ্ছনা থেকে তাদেরকে বাঁচালাম। নিসন্দেহে তোমার রবই আসলে শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী।

٦٧ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَٰرِهِمْ جَٰثِمِينَ ○

৬৭. আর যারা যুলুম করেছিল একটি বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করলো এবং তারা নিজেদের বাড়ী-ঘরে এমন অসাড় ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে রইলো।

٦٨ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ○

৬৮. যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করেনি।

শোনো! সামূদ তার রবের সাথে কুফরী করলো। শোনো! দূরে নিক্ষেপ করা হলো সামূদকে।

রুকূ' ঃ ৭

٦٩ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَٰمًا ۖ قَالَ سَلَٰمٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ○

৬৯. আর দেখো ইবরাহীমের কাছে আমার ফেরেশতারা সুখবর নিয়ে পৌঁছলো। তারা বললো, তোমার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। ইবরাহীম জওয়াবে বললো, তোমাদের প্রতিও সালাম বর্ষিত হোক। তারপর কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই ইবরাহীম একটি কাবাব করা বাছুর (তাদের মেহমানদারীর জন্য) নিয়ে এলো।[২২]

٧٠ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ○

৭০. কিন্তু যখন দেখলো তাদের হাত আহারের দিকে এগুচ্ছে না।[২৩] তখন তাদের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়লো এবং তাদের ব্যাপারে মনে মনে ভীতি অনুভব করতে লাগলো। তারা বললো, "ভয় পাবেন না, আমাদের তো লূতের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে।"

٧١ وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَٰهَا بِإِسْحَٰقَ ۙ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَٰقَ يَعْقُوبَ ○

৭১. ইবরাহীমের স্ত্রীও দাঁড়িয়ে ছিল, সে একথা শুনে হেসে ফেললো। তারপর আমি তাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে ইয়াকুবের সুখবর দিলাম।

٧٢ قَالَتْ يَٰوَيْلَتَىٰٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا۠ عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ○

৭২. সে বললো ঃ হায়, আমার পোড়া কপাল![২৪] এখন আমার সন্তান হবে নাকি, যখন আমি হয়ে গেছি খুনখুনে বুড়ী আর আমার স্বামীও হয়ে গেছে বুড়ো ? এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার!"

২২. এ থেকে জানা গেল—ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম আ.-এর বাড়ীতে মানুষের রূপ ধরে এসেছিলেন এবং প্রথমে তাঁরা নিজেদের পরিচয় দান করেননি। সুতরাং হযরত ইবরাহীম আ. তাঁদেরকে অপরিচিত অতিথি মনে করেছিলেন এবং তাদের আগমনের সাথে সাথেই তাঁদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন।

২৩. এ থেকে হযরত ইবরাহীম আ. জানতে পারলেন যে, তাঁরা ফেরেশতা।

قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهٗ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝٧٣

৭৩. ফেরেশতারা বললো ঃ "আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে অবাক হচ্ছো ? হে ইবরাহীমের গৃহবাসীরা! তোমাদের প্রতি তো রয়েছে আল্লাহর রহমত ও বরকত, আর অবশ্যই আল্লাহ অত্যন্ত প্রশংসার্হ এবং বড়ই শান শওকতের অধিকারী।"

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرٰهِيمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِى قَوْمِ لُوطٍ ۝٧٤

৭৪. তারপর যখন ইবরাহীমের আশংকা দূর হলো এবং (সন্তানের সুসংবাদে) তার মন খুশীতে ভরে গেলো তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আমার সাথে বাদানুবাদ শুরু করলো।[২৫]

إِنَّ إِبْرٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ۝٧٥

৭৫. আসলে ইবরাহীম ছিল বড়ই সহনশীল ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং সে সকল অবস্থায়ই আমার দিকে রুজু করতো।

يٰٓإِبْرٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ إِنَّهٗ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَإِنَّهُمْ اٰتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۝٧٦

৭৬. (অবশেষে আমার ফেরেশতারা তাকে বলল ঃ) "হে ইবরাহীম! এ থেকে বিরত হও। তোমার রবের হুকুম হয়ে গেছে, কাজেই এখন তাদের ওপর এ আযাব অবধারিত। কেউ ফেরাতে চাইলেই তা ফিরতে পারে না।

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝٧٧

৭৭. আর যখন আমার ফেরেশতারা লূতের কাছে পৌঁছে গেলো তখন তাদের আগমনে সে খুব ঘাবড়ে গেলো এবং তার মন ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলো। সে বলতে লাগলো, আজ বড় বিপদের দিন।[২৬]

وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ۚ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّاٰتِ ۚ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِى هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونِ فِى ضَيْفِى ۚ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ۝٧٨

৭৮. (এ মেহমানদের আসার সাথে সাথেই) তার সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্দ্বিধায় তার ঘরের দিকে ছুটে আসতে লাগলো। আগে থেকেই তারা এমনি ধরনের কুকর্মে অভ্যস্ত ছিল। লূত তাদেরকে বললো ঃ "ভাইয়েরা! এই যে, এখানে আমার মেয়েরা আছে, এরা তোমাদের জন্য পবিত্রতর।[২৭] আল্লাহর ভয়-ডর কিছু করো, এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে লাঞ্ছিত করো না, তোমাদের মধ্যে কি একজনও ভালো লোক নেই ?"

২৪. এর অর্থ এই নয় যে, হযরত 'সারা' বস্তুত এ কথায় খুশী না হয়ে উল্টো নিজের দুর্ভাগ্য মনে করেছিলেন। আসলে স্ত্রীলোকেরা বিস্ময়কর ব্যাপারে সাধারণত যে ধরনের কথা বলে থাকে এ হচ্ছে সেরূপ একটি উক্তিমাত্র।

২৫. 'ঝগড়া করা' শব্দটি এ ক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীম আ. আপন রবের সাথে যে একান্ত মহব্বত ও মনোরম গর্বের সম্বন্ধ রাখতেন তারই সূচক। এ শব্দ দ্বারা চোখের সামনে এমন একটি চিত্র ফুটে উঠে যে বান্দা ও তার রবের মধ্যে বহুক্ষণ ধরে পীড়াপীড়ি চলতে থাকে; বান্দা জিদ করতে থাকে যে, কোনো রকমে লূতের কওম থেকে আযাব হটিয়ে দেয়া হোক। আল্লাহ উত্তরে বলতে থাকেন—এ জাতির মধ্যে ভালোই বলতে আর কিছু বাকী নেই এবং তাদের অপরাধ এতদূর পর্যন্ত সীমা অতিক্রম করেছে যে, এদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ করা চলে না। কিন্তু বান্দাতো! তবুও বলে চলে–'প্রতিপালক প্রভু, যদি সামান্য কিছু 'ভালো' ও তাদের মধ্যে থেকে থাকে, তবে আরও কিছু অবকাশ দান করুন। হতে পারে, তার থেকে কিছু সুফল ফলবে।"

২৬. এ ফেরেশতা সব সুন্দর বালকদের রূপে হযরত লূতের নিকট এসেছিলেন। তিনি জানতেন না যে, এঁরা ফেরেশতা। এ কারণেই এ অতিথিদের আগমনে তিনি অত্যন্ত পেরেশানি ও হৃদয়ে উদ্বিগ্নতাবোধ করছিলেন। তিনি নিজ জাতি সম্পর্কে জানতেন যে, তারা কতটা দুষ্কৃতকারী ও লজ্জাহীন হয়ে গিয়েছিল।

২৭. এর অর্থ এই নয় যে, হযরত লূত তাদের সামনে নিজের কন্যাদের ব্যভিচারের জন্য পেশ করেছিলেন। 'তোমাদের জন্য এ পবিত্রতর'–এ বাক্যাংশ এরূপ ভুল অর্থ গ্রহণের কোনো অবকাশ বাকী রাখেনি। হযরত লূতের উদ্দেশ্য পরিষ্কার রূপে এই ছিল যে, নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা আল্লাহর নির্দিষ্ট স্বাভাবিক ও বৈধ উপায়ে তৃপ্ত কর ; সেজন্য স্ত্রীলোকের কোনো কমতি নেই।

(٧٩) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ○

৭৯. তারা জবাব দিল ঃ "তুমি তো জানোই, তোমার মেয়েদের দিয়ে আমাদের কোনো কাজ নেই এবং আমরা কি চাই তাও তুমি জানো।"

(٨٠) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ○

৮০. লূত বললো ঃ "হায়! যদি আমার এতটা শক্তি থাকতো যা দিয়ে আমি তোমাদের সোজা করে দিতে পারতাম অথবা কোনো শক্তিশালী আশ্রয় থাকতো সেখানে আশ্রয় নিতে পারতাম!"

(٨١) قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ○

৮১. তখন ফেরেশতারা তাকে বললোঃ "হে লূত! আমরা তোমার রবের প্রেরিত ফেরেশতা। এরা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি কিছুটা রাত থাকতে তোমার পরিবার পরিজন নিয়ে বের হয়ে যাও। আর সাবধান! তোমাদের কেউ যেন পেছনে ফিরে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ত্রী ছাড়া (সে সাথে যাবে না) কারণ তার ওপরও তাই ঘটবে যা ঐসব লোকের ওপর ঘটবে। তাদের ধ্বংসের জন্য প্রভাতকাল নির্দিষ্ট রয়েছে।—প্রভাত হবার আর কতটুকুই বা দেরী আছে!"

(٨٢) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ ○

৮২. তারপর যখন আমার ফায়সালার সময় এসে গেলো, আমি গোটা জনপদটি উল্টে দিলাম এবং তার ওপর পাকা মাটির পাথর অবিরামভাবে বর্ষণ করলাম,

(٨٣) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ○

৮৩. যার মধ্য থেকে প্রত্যেকটি পাথর তোমার রবের কাছে চিহ্নিত ছিল।[৯৮] আর যালেমদের থেকে এ শাস্তি মোটেই দূরে নয়।

রুকূ' ঃ ৮

(٨٤) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ○

৮৪. আর মাদ্‌য়ানবাসীদের কাছে আমি তাদের ভাই শোআয়েবকে পাঠালাম। সে বললো ঃ "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আল্লাহর বন্দেগী করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। আর মাপে ও ওযনে কম করো না। আর আমি তোমাদের ভালো অবস্থায় দেখছি কিন্তু আমার ভয় হয় কাল তোমাদের ওপর এমন দিন আসবে যার আযাব সবাইকে ঘেরাও করে ফেলবে।

(٨٥) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○

৮৫. আর হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! যথাযথ ইনসাফ সহকারে মাপো ও ওজন করো এবং লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য সামগ্রী কম দিয়ো না। আর পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়িয়ো না।

(٨٦) بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ○

৮৬. আল্লাহর দেয়া উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য ভালো। যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। মোটকথা আমি তোমাদের ওপর কোনো কর্ম তত্ত্বাবধানকারী নই।"

৮৭. তারা জবাব দিল ঃ "হে শোআয়েব! তোমার নামায কি তোমাকে একথা শেখায় যে, আমরা এমন সমস্ত মাবুদকে পরিত্যাগ করবো যাদেরকে আমাদের বাপ-দাদারা পূজা করতো ? অথবা নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী খরচ করার ইখতিয়ার আমাদের থাকবে না ? ব্যস, শুধু তুমিই রয়ে গেছো একমাত্র উচ্চ হৃদয়ের অধিকারী ও সদাচারী!"

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۭ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ○

৮৮. শোআয়েব বললোঃ "ভাইয়েরা! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট সাক্ষ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকি, তারপর তিনি আমাকে উত্তম রিযিকও দান করেন,[২৯] (তাহলে এরপর আমি তোমাদের গোমরাহী ও হারামখোরীর কাজে তোমাদের সাথে কেমন করে শরীক হতে পারি ?) আর যেসব বিষয় থেকে আমি তোমাদের বিরত রাখতে চাই আমি নিজে কখনো সেগুলোতে লিপ্ত হতে চাই না। আমি তো আমার সাধ্য অনুযায়ী সংশোধন করতে চাই। যাকিছু আমি করতে চাই তা সবই আল্লাহর তাওফীকের ওপর নির্ভর করে। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি এবং সব ব্যাপারে তাঁরই দিকে রুজু করি।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۭ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ۭ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۭ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ○

৮৯. আর হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! আমার বিরুদ্ধে তোমাদের একগুঁয়েমি যেন এমন পর্যায়ে না পৌঁছে যায় যে, শেষ পর্যন্ত তোমাদের ওপরও সেই একই আযাব এসে পড়ে, যা এসেছিল নূহ, হূদ বা সালেহর সম্প্রদায়ের ওপর। আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে বেশী দূরের নয়।

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ۭ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ○

৯০. দেখো, নিজেদের রবের কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো। অবশ্যই আমার রব করুণাশীল এবং নিজের সৃষ্টিকে ভালোবাসেন।"

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۭ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ○

৯১. তারা জবাব দিল ঃ "হে শোআয়েব! তোমার অনেক কথাই তো আমরা বুঝতে পারি না আর আমরা দেখছি তুমি আমাদের মধ্যে একজন দুর্বল ব্যক্তি। তোমার ভ্রাতৃগোষ্ঠী না থাকলে আমরা কবেই তোমাকে পাথর নিক্ষেপে মেরে ফেলতাম। আমাদের ওপর প্রবল হবার মতো ক্ষমতা তোমার নেই।"

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۡ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ○

২৮. অর্থাৎ প্রত্যেক প্রস্তর খণ্ড আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্টকৃত ছিল যে, কোন্ প্রস্তর খণ্ডটি কি কি ধ্বংসকার্য সাধন করবে ও কোন্‌টি কোন্ অপরাধীর ওপর আপতিত হবে।

২৯. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যখন আমাকে সত্য চিনবার উপযোগী দৃষ্টি শক্তিদান করেছেন এবং হালাল রুজীও দান করেছেন, তখন আমার পক্ষে এ কেমন করে বৈধ হতে পারে যে, আল্লাহ আমাকে তাঁর অনুগ্রহে অনুগৃহীত করা সত্ত্বেও হারামখুরীকে 'হক' ও হালাল বলে গণ্য করে আমার আল্লাহর আমি অকৃতজ্ঞ হবো।

٩٢ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَاۗءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۭ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○

৯২. শোআয়েব বললো ঃ "ভাইয়েরা! আমার ভ্রাতৃজোট কি তোমাদের ওপর আল্লাহর চাইতে প্রবল যে, তোমরা (ভ্রাতৃজোটের ভয় করলে এবং) আল্লাহকে একেবারে পেছনে ঠেলে দিলে ? জেনে রাখো, যাকিছু তোমরা করছো তা আল্লাহর পাকড়াও-এর বাইরে নয়।

٩٣ وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۭ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۭ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ○

৯৩. হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজেদের পথে কাজ করে যাও এবং আমি আমার পথে কাজ করে যেতে থাকবো। শিগগীরই তোমরা জানতে পারবে কার ওপর লাঞ্ছনার আযাব আসছে এবং কে মিথ্যুক ? তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত রইলাম।"

٩٤ وَلَمَّا جَاۗءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○

৯৪. শেষ পর্যন্ত যখন আমার ফায়সালার সময় এসে গেলো তখন আমি নিজের রহমতের সাহায্যে শোআয়েব ও তার সাথী মুমিনদেরকে উদ্ধার করলাম। আর যারা যুলুম করেছিল একটি প্রচণ্ড আওয়াজ তাদেরকে এমন ভাবে পাকড়াও করলো যে, নিজেদের আবাস ভূমিতেই তারা নির্জীব নিস্পন্দের মতো পড়ে রইলো,

٩٥ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۭ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ○

৯৫. যেন তারা সেখানে কোনোদিন বসবাসই করতো না।

শোন, মাদয়ানবাসীরাও দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে যেমন সামূদ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

রুকূ' ঃ ৯

٩٦ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

٩٧ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ىِٕهٖ فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ○

৯৬-৯৭. আর মূসাকে আমি নিজের নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট নিয়োগপত্রসহ ফেরাউন ও তার রাজ্যের প্রধান কর্মকর্তাদের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারা ফেরাউনের নির্দেশ মেনে চললো। অথচ ফেরাউনের নির্দেশ সত্যাশ্রয়ী ছিল না।

٩٨ يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۭ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ○

৯৮. কিয়ামতের দিন সে নিজের কওমের অগ্রবর্তী হবে এবং নিজের নেতৃত্বে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। অবস্থানের জন্য কেমন নিকৃষ্ট স্থান সেটা!

٩٩ وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ○

৯৯. আর তাদের ওপর এ দুনিয়ায় লানত পড়েছে এবং কিয়ামতের দিনও পড়বে। কত নিকৃষ্ট প্রতিদান সেটা, যা কেউ লাভ করবে!

١٠٠ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَاۗءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَاۗىِٕمٌ وَّحَصِيْدٌ ○

১০০. এগুলো কতক জনপদের খবর, যা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি। এদের কোনোটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে আবার কোনোটার ফসল কাটা হয়ে গেছে।

﴿١٠١﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ۝

১০১. আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছে। আর যখন আল্লাহর হুকুম এসে গেলো তখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা নিজেদের যেসব মাবুদকে ডাকতো তারা তাদের কোনো কাজে লাগলো না এবং তারা ধ্বংস ছাড়া তাদের আর কোনো উপকার করতে পারলো না।

﴿١٠٢﴾ وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ۝

১০২. আর তোমার রব যখন কোনো অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও করেন তখন তার পাকড়াও এমনি ধরনেরই হয়। প্রকৃতপক্ষে তার পাকড়াও হয় বড়ই কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক।

﴿١٠٣﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ۝

১০৩. আসলে এর মধ্যে একটি নিশানী আছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আখেরাতের আযাবের ভয় করে। তা হবে এমন একটি দিন যেদিন সমস্ত লোক একত্র হবে এবং তারপর সেদিন যা কিছু হবে সবার চোখের সামনে হবে।

﴿١٠٤﴾ وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ۝

১০৪. তাকে আনার ব্যাপারে আমি কিছু বেশী বিলম্ব করছি না, হাতে গোনা একটি সময়কাল মাত্র তার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে।

﴿١٠٥﴾ يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ۝

১০৫. সেদিন যখন আসবে তখন কারোর কথা বলার সামর্থ থাকবে না, তবে আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে কেউ কথা বলতে পারবে। তারপর আবার সেদিন কিছু লোক হবে হতভাগ্য এবং কিছু লোক ভাগ্যবান।

﴿١٠٦﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ۝

১০৬. হতভাগ্যরা জাহান্নামে যাবে (যেখানে অত্যধিক গরমে ও পিপাসায়) তারা হাঁপাতে ও আর্তচীৎকার করতে থাকবে।

﴿١٠٧﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝

১০৭. আর এ অবস্থায় তারা চিরকাল থাকবে যতদিন আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তবে যদি তোমার রব অন্য কিছু করতে চান। অবশ্যই তোমার রব যা চান তা করার পূর্ণ ইখতিয়ার রাখেন।

﴿١٠٨﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ۝

১০৮. আর যারা ভাগ্যবান হবে, তারা জান্নাতে যাবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন পৃথিবী ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত থাকবে,[৩০] তবে যদি তোমার রব অন্য কিছু করতে চান। এমন পুরস্কার তারা পাবে যার ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হবে না।

৩০. বাকপদ্ধতি অনুসারে শব্দটি 'চিরকাল'-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কওমে নূহ–এর এলাকা ও জুদী পাহাড়

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ۝
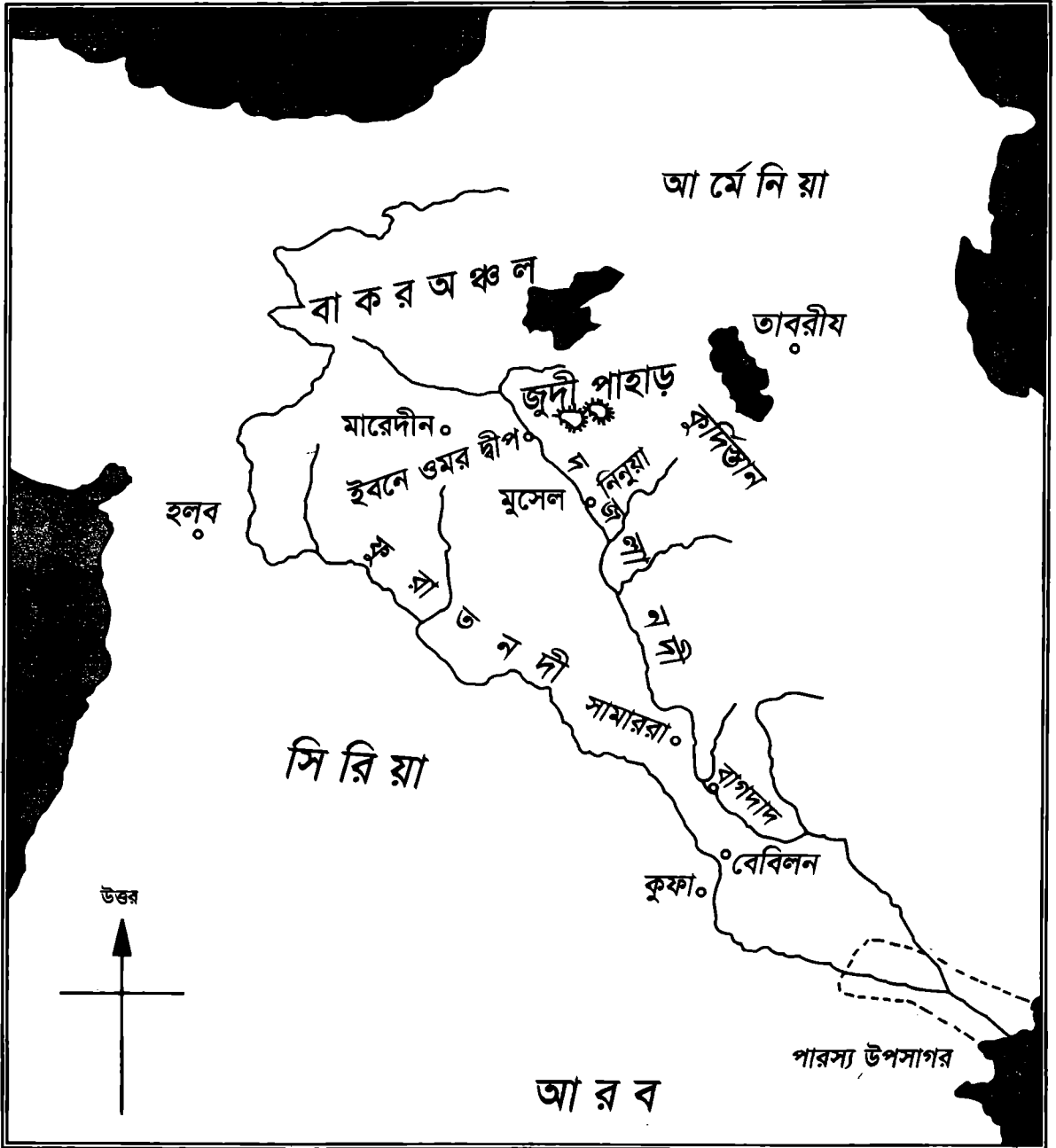
১০৯. কাজেই হে নবী! এরা যেসব মাবুদের ইবাদাত করছে তাদের ব্যাপারে তুমি কোনো প্রকার সন্দেহের মধ্যে থেকো না। এরা তো (নিছক গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে।) ঠিক তেমনিভাবে পূজা-অর্চনা করে যাচ্ছে যেমন পূর্বে এদের বাপ-দাদারা করতো। আর আমি কিছু কাটছাঁট না করেই তাদের অংশ তাদেরকে পুরোপুরি দিয়ে দেবো।

রুকু’ ঃ ১০

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۝

১১০. আমি এর আগে মূসাকেও কিতাব দিয়েছি এবং সে সম্পর্কে মতভেদ করা হয়েছিল (যেমন আজ তোমাদের এই যে কিতাব দেয়া হয়েছে এ সম্পর্কে করা হচ্ছে)। যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে একটি কথা প্রথমেই স্থির করে না দেয়া হতো তাহলে এ মতভেদকারীদের মধ্যে কবেই ফায়সালা করে দেয়া হয়ে যেতো। একথা সত্যি যে, এরা তার ব্যাপারে সন্দেহ ও পেরেশানীর মধ্যে পড়ে রয়েছে।

وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

১১১. আর একথাও সত্যি যে, তোমার রব তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের পুরোপুরি বদলা দিয়েই তবে ক্ষান্ত হবেন। অবশ্যই তিনি তাদের সবার কার্যকলাপের খবর রাখেন।

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

১১২. কাজেই হে মুহাম্মদ। তুমি ও তোমার সাথীরা যারা (কুফরী ও বিদ্রোহ থেকে ঈমান ও অনুগত্যের দিকে) ফিরে এসেছে সত্য সঠিক পথে অবিচল থাকো যেমন তোমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে এবং বন্দেগীর সীমানা অতিক্রম করো না। তোমরা যা কিছু করছো তার ওপর তোমাদের রব দৃষ্টি রাখেন।

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ۝

১১৩. এ যালেমদের দিকে মোটেই ঝুঁকবে না, অন্যথায় জাহান্নামের গ্রাসে পরিণত হবে এবং তোমরা এমন কোনো পৃষ্ঠপোশক পাবে না যে আল্লাহর হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করতে পারে আর কোথাও থেকে তোমাদের কাছে কোনো সাহায্য পৌছুবে না।

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِينَ ۝

১১৪. আর দেখো, নামায কায়েম করো দিনের দু’ প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর।[৩১] আসলে সৎকাজ অসৎকাজকে দূর করে দেয়। এটি একটি স্মারক তাদের জন্য যারা আল্লাহকে স্মরণ রাখে।

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

১১৫. আর সবর করো কারণ আল্লাহ সৎকর্মকারীদের কর্মফল কখনো নষ্ট করেন না।

৩১. দিনের ‘কিনারা’ বলতে সকাল ও সন্ধ্যা বুঝায় এবং ‘কিছু রাত অতিক্রান্ত হলে’-এর অর্থ এশার সময় (নামাযের সময়সমূহের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ঃ সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৭৮, সূরা ত্ব-হা ঃ ১৩০, এবং সূরা রূম ঃ ১৭-১৮)।

(١١٦) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ○

১১৬. তাহলে তোমাদের পূর্বে যেসব জাতি অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের মধ্যে এমন সব লোক থাকলো না কেন যারা লোকদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিতে বাধা দিতো? এমন লোক থাকলেও অতি সামান্য সংখ্যক ছিল। তাদেরকে আমি ঐ জাতিদের থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছি। নয়তো যালেমরা তো এমনি সব সুখৈশ্বর্যের পেছনে দৌড়াতে থেকেছে, যার সরঞ্জাম তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে দেয়া হয়েছিল এবং তারা অপরাধী হয়েই গিয়েছিল।

(١١٧) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ○

১১৭. তোমার রব এমন নন যে, তিনি জনবসতিসমূহ অন্যায়ভাবে ধ্বংস করবেন, অথচ তার অধিবাসীরা সংশোধনকারী।

(١١٨) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ○

১১৮. অবশ্যই তোমার রব চাইলে সমগ্র মানব জাতিকে একই গোষ্ঠীভুক্ত করতে পারতেন, কিন্তু এখন তারা বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে।

(١١٩) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ○

১১৯. এবং বিপথে যাওয়া থেকে একমাত্র তারাই বাঁচবে যাদের ওপর তোমার রব অনুগ্রহ করেন। এ (নির্বাচন ও ইখতিয়ারের স্বাধীনতার) জন্যই তো তিনি তাদের পয়দা করেছিলেন। আর তোমার রবের একথা পূর্ণ হয়ে গেছে যা তিনি বলেছিলেন—"আমি জাহান্নামকে জিন ও মানুষ উভয়কে দিয়ে ভরে দেবো।"

(١٢٠) وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ○

১২০. আর হে মুহাম্মদ! এ রসূলদের বৃত্তান্ত, যা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, এসব এমন জিনিস যার মাধ্যমে আমি তোমার হৃদয়কে মজবুত করি। এসবের মধ্যে তুমি পেয়েছো সত্যের জ্ঞান এবং মুমিনরা পেয়েছে উপদেশ ও জাগরণবাণী।

(١٢١) وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ○

১২১. তবে যারা ঈমান আনে না তাদেরকে বলে দাও তোমরা তোমাদের পদ্ধতিতে কাজ করতে থাকো এবং আমরা আমাদের পদ্ধতিতে কাজ করে যাই।

(١٢٢) وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ○

১২২. কাজের পরিণামের জন্য তোমরা অপেক্ষা করো এবং আমরাও অপেক্ষায় আছি।

(١٢٣) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

১২৩. আকাশে ও পৃথিবীতে যাকিছু লুকিয়ে আছে সবই আল্লাহর কুদরতের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সমস্ত বিষয়ে তাঁরই দিকে রুজু করা হয়। কাজেই হে নবী! তুমি তাঁর বন্দেগী করো এবং তাঁরই ওপর ভরসা রাখো। যাকিছু তোমরা করছো তা থেকে তোমার রব গাফেল নন।

সূরা ইউসুফ

১২

নাযিল হওয়ার সময়-কাল ও এর কারণসমূহ

এ সূরার বিষয়বস্তু থেকে একথা বুঝা যাচ্ছে যে, এটিও নবী সা.-এর মক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে নাযিল হয়ে থাকবে। তখন কুরাইশের লোকেরা নবী সা.-কে হত্যা বা দেশান্তর করবে, না বন্দী করবে, এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল। এ সময় মক্কার কাফের সমাজের কোনো কোনো লোক (সম্ভবত ইহুদীদের ইংগিতে) নবী সা.-কে পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে প্রশ্ন করে, বনী ইসরাঈলরা কি কারণে মিসরে চলে গিয়েছিল ? যেহেতু আরববাসীরা এ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানতো না, তাদের কথা-কাহিনী ও পৌরাণিক বৃত্তান্তসমূহে কোথাও এর কোনো উল্লেখই পাওয়া যেতো না এবং নবী সা.-এর নিজের মুখেও ইতিপূর্বে এ সম্পর্কিত কোনো কথা শোনা যায়নি, তাই তারা আশা করছিল, তিনি এর কোনো বিস্তারিত জবাব দিতে পারবেন না অথবা এ সময় টালবাহানা করে কোনো ইহুদীকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করবেন এবং এভাবে তাঁর বুজরুকি ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু এ পরীক্ষায় উলটো তারাই মার খেয়ে গেলো। আল্লাহ কেবল সাথে সাথেই ইউসুফ আ.-এর এ ঘটনা সম্পূর্ণ তাঁর মুখ দিয়ে শুনিয়েই ক্ষান্ত হলেন না বরং এ ঘটনাকে কুরাইশরা ইউসুফের ভাইদের মতো নবী সা-এর সাথে যে ব্যবহার করছিল ঠিক তার সদৃশ ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত করলেন।

নাযিলের উদ্দেশ্য

এক ঃ এর মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণ এবং তাও আবার বিরোধীদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা। এ সংগে তাদের স্থিরীকৃত পরীক্ষায় একথা প্রমাণ করে দেয়া যে, নবী শোনা কথা বলেন না বরং অহীর মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন। ৩ ও ৭ আয়াতে এ উদ্দেশ্যটি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং ১০২ ও ১০৩ আয়াতে পূর্ণ শক্তিতে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দুই ঃ কুরাইশ সরদারদের ও মুহাম্মদ সা.-এর মধ্যে এ সময় যে দ্বন্দ্ব চলছিল তার ওপর ইউসুফ আ.-এর ভাইদের ঘটনা প্রয়োগ করে কুরাইশদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, আজ তোমরা নিজেদের ভাইয়ের সাথে ঠিক তেমনি আচরণ করছো যেমন ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁর সাথে করেছিলেন। কিন্তু যেমন তারা আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াই করে সফল হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত যাকে চরম নির্দয়ভাবে কূয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো সেই ভাইয়ের পদতলেই নিজেদের সঁপে দিতে হয়েছিল। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর কৌশল ও ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে তোমাদের শক্তি প্রয়োগ সফল হতে পারবে না। একদিন তোমাদেরও নিজেদের এ ভাইয়ের কাছে দয়া ও অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে হবে, যাকে আজ তোমরা খতম করে দেবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছো। সূরার শুরুতে এ উদ্দেশ্যটিও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ
"ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনার মধ্যে এ প্রশ্নকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"

আসলে ইউসুফ আ.-এর ঘটনাকে মুহাম্মদ সা. ও কুরাইশদের দ্বন্দ্বের ওপর প্রয়োগ করে কুরআন মজীদ যেন একটি স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। পরবর্তীকালের ঘটনাবলী তাকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণ করেছে। এ সূরাটি নাযিল হওয়ার দেড় দু'বছর পরই কুরাইশরা ইউসুফের ভাইদের মতো মুহাম্মদ সা.-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তাদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য তাঁকে বাধ্য হয়ে মক্কা থেকে বের হতে হয়। তারপর তাদের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেই দেশান্তরী অবস্থায়ই তিনি ঠিক তেমনি উন্নতি ও কর্তৃত্ব লাভ করেন যেমন ইউসুফ আ. করেছিলেন। তারপর মক্কা বিজয়ের সময় ঠিক সেই একই ঘটনা ঘটেছিল যা মিসরের রাজধানীতে ইউসুফ আ.-এর সামনে তাঁর ভাইদের শেষ উপস্থিতির সময় ঘটেছিল। সেখানে যখন ইউসুফের ভাইয়েরা চরম অসহায় ও দীন হীন অবস্থায় তাঁর সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বলছিলেন ঃ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔
"আমাদের প্রতি সাদ্‌কা করুন। আল্লাহ সাদকাকারীদেরকে উত্তম পুরস্কার দিয়ে থাকেন।"

তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম প্রতিশোধ নেবার শক্তি রাখা সত্ত্বেও তাদেরকে মাফ করে দিলেন এবং বললেন ঃ

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ط يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ز وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিন। তিনি সকল অনুগ্রহকারীর চেয়ে বড় অনুগ্রহকারী।"

অনুরূপভাবে এখানে যখন মুহাম্মদ সা.-এর সামনে পরাজিত বিধ্বস্ত কুরাইশরা মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল এবং তিনি তাদের প্রত্যেকটি জুলুমের বদলা নেবার ক্ষমতা রাখতেন তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমরা কি মনে করো, আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো ?" তারা জবাব দিল ঃ اخ كريم وابن اخ كريم । "আপনি একজন উদারচেতা ভাই এবং একজন উদারচেতা ভাইয়ের সন্তান।" একথায় তিনি বললেন ঃ

فانى اقول لكم كما قال يوسف لاخوته، لا تثريب عليكم اليوم اذ هبوا فانتم الطلقاء-

"আমি তোমাদের সেই একই জবাব দিচ্ছি, যে জবাব ইউসুফ তার ভাইদেরকে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। যাও তোমাদের মাফ করে দিলাম।"

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এ দু'টি বিষয় তো এ সূরার উদ্দেশ্যের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু এ কাহিনীটিকেও কুরআন মজীদ নিছক গল্প বলার ও ইতিহাস লেখার ঢংয়ে বর্ণনা করছে না বরং নিজের রীতি অনুসারে তাকে মূল দাওয়াত প্রচারে ব্যবহার করছে।

এ পুরো ঘটনাটিতে সে একথা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরছে যে, হযরত ইবরাহীম আ., হযরত ইসহাক আ., হযরত ইয়াকুব আ. ও হযরত ইউসুফ আ. সেই একই দীনের অনুসারী ছিলেন যে দীনের অনুসারী ছিলেন হযরত মুহাম্মদ সা. এবং যে দাওয়াত তিনি দিচ্ছেন সেই একই দাওয়াত তাঁরাও দিতেন।

তাছাড়া সে একদিকে হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের কর্মকাণ্ড ও চরিত্র এবং অন্যদিকে ইউসুফের ভ্রাতৃবৃন্দ, বণিক দল, আযীযে মিসর, তার স্ত্রী, মিসরের অভিজাত পরিবারের নারী সমাজ ও শাসকদের কর্মকাণ্ড ও চরিত্র পরস্পরের মোকাবিলায় তুলে ধরছে এবং নিছক নিজের বর্ণনাভংগীর মাধ্যমে শ্রোতা ও পাঠকদের সামনে এ নীরব প্রশ্ন উপস্থাপন করছে যে, দেখো, একদিকে ইসলাম একটি আদর্শ চরিত্র পেশ করছে। আল্লাহর বন্দেগী ও আখেরাতে জবাবদিহির প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতেই এ চরিত্র গড়ে ওঠে। আবার অন্যদিকে রয়েছে আর একটি চরিত্র। কুফরী, জাহেলিয়াত, বৈষয়িক স্বার্থপূজা ও আখেরাতের সাথে সম্পর্কহীনতার ছাঁচে ঢালাই হয়ে এ চরিত্র তৈরি হয়। এখন তোমরা নিজেদের বিবেককে জিজ্ঞেস করো, সে এর মধ্য থেকে কোন্ চারিত্রিক আদর্শটি পসন্দ করে ?

তারপর এ ঘটনা থেকে কুরআন মজীদ আরো একটি গভীর তত্ত্বও মানুষের হৃদয়পটে অংকন করে দেয়। সেটি হচ্ছে, আল্লাহ যে কাজ করতে চান তা যে কোনো অবস্থায় সম্পাদিত হয়েই যায়। মানুষ নিজের বুদ্ধিমত্তা ও কলাকৌশলের মাধ্যমে তাঁর পরিকল্পনা প্রতিহত করার বা বদলাবার ব্যাপারে কখনো সফল হতে পারে না। বরং অনেক সময় মানুষ নিজের পরিকল্পনার লক্ষ্যে একটি কাজ করে এবং মনে করতে থাকে যে, সে তীরটি ঠিক নিশানায় মেরে দিয়েছে কিন্তু শেষে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ তারই হাত দিয়ে এমন কাজ করিয়ে নিয়েছেন যা ছিল তার নিজের পরিকল্পনার বিরোধী এবং আল্লাহর পরিকল্পনার পুরোপুরি বাস্তবায়ন। ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা যখন তাঁকে কূয়ায় ফেলে দিচ্ছিলো তখন তারা মনে করছিলো আমরা নিজেদের পথের কাঁটা চিরতরে দূর করে দিচ্ছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ইউসুফকে নিজেদের হাতে এমন এক উন্নতির প্রথম ধাপে চড়িয়ে দিয়েছিলো যার ওপর আল্লাহ তাঁকে চড়াতে চাচ্ছিলেন এবং এ কাজ করে তারা নিজেরা যে ফল লাভ করেছে তা এছাড়া আর কিছুই নয় যে, ইউসুফের উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে যাবার পর তারা নিজের ভাইয়ের সাথে সসম্মানে সাক্ষাত করতে যাওয়ার পরিবর্তে লজ্জা ও অনুতাপের অনুভূতি সহকারে মাথা নত করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। আযীযে মিসরের স্ত্রী ইউসুফকে কারাগারে পাঠিয়ে মনে করছিল সে প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌঁছার পথ পরিষ্কার করেছিল। আর নিজের এ কৌশলের মাধ্যমে সে নিজের জন্য এর চেয়ে বেশী কিছু অর্জন করতে পারেনি যে, যথার্থ কাজের সময়ে দেশের শাসকের স্ত্রী হিসেবে 'মুরব্বী'র সম্মান লাভ করার পরিবর্তে তাকে নিজের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য লজ্জায় অধোবদন হতে হয়। এসব নিছক দু' চারটে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং ইতিহাসের পাতা এমনি ধরনের অসংখ্য ঘটনায় ভরা। এগুলো এ সত্যটিরই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ যাকে ওপরে উঠাতে চান সারা দুনিয়ার লোকেরা মিলেও তাকে নিচে ফেলে দিতে পারে না। বরং দুনিয়ার লোকেরা তাকে নিচে ফেলে দেয়ার জন্য যে কৌশলটি অত্যন্ত কার্যকর ও নিশ্চিত মনে করে অবলম্বন করে সেই কৌশলের মধ্য দিয়েই আল্লাহ তার ওপরে ওঠার পথ বের করে দেন এবং যারা তাকে নামাতে চেয়েছিল তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অপমান ছাড়া আর কিছুই থাকে না। অনুরূপভাবে এর ঠিক বিপরীতে আল্লাহ যাকে ভূপাতিত করতে চান কোনো কৌশলই তাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে না। বরং দাঁড় করিয়ে রাখার যাবতীয় কার্যক্রম ও কৌশল উলটে যায় এবং এ ধরনের কৌশল অবলম্বনকারীকে ব্যর্থ মনোরথ হতে হয়।

যে ব্যক্তি এ সত্যটি উপলব্ধি করবে সে প্রথমে এ শিক্ষা লাভ করবে যে, মানুষকে নিজের উদ্দেশ্য ও কলাকৌশল উভয় ক্ষেত্রে এমন সব সীমারেখা অতিক্রম করা উচিত নয় যা আল্লাহর আইনে তার জন্য নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। সাফল্য ও ব্যর্থতা অবশ্য আল্লাহর হাতে। কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র উদ্দেশ্যে সরল সোজা ও বৈধ কলাকৌশল অবলম্বন করবে সে ব্যর্থ হয়ে গেলেও তাকে লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন হতে হবে না। আর যে ব্যক্তি অপবিত্র উদ্দেশ্যে বাঁকা কলাকৌশল অবলম্বন করবে সে আখেরাতে তো অবশ্যই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে, দুনিয়াতেও তার জন্য অপমান ও লাঞ্ছনার ভয় কিছু কম নেই। দ্বিতীয়ত সে এ থেকে লাভ করবে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল এবং তাঁর প্রতি আত্মসমর্পিত হবার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। যারা সত্য ও সততার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং দুনিয়াবাসীরা তাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তারা যদি এ সত্যটি সামনে রাখে তাহলে এ থেকে তারা দুর্লভ মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে এবং বিরোধী শক্তিবর্গের বাহ্যত অত্যন্ত ভয়াবহ কলাকৌশলসমূহ দেখে তারা মোটেই ভীত হবে না। বরং ফলাফল আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকবে।

কিন্তু এ ঘটনাটি থেকে সবচেয়ে বড় যে শিক্ষাটি পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে এই যে, একজন মরদে মুমিন যদি সত্যিকার ইসলামী চরিত্রের অধিকারী হয় এবং সে বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার গুণেও গুণান্বিত হয় তাহলে নিছক নিজের চরিত্র বলে সে সারা দেশ জয় করতে পারে। ইউসুফ আ.-এর ব্যাপারটি দেখুন। ১৭ বছর বয়সে একাকী সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বিদেশ বিভূঁইয়ে তিনি একেবারেই অপরিচিত পরিবেশে, অধিকন্তু চরম দুর্বল অবস্থায় নিপতিত। কারণ তাঁকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করা হয়। ইতিহাসের সেই অধ্যায়ে গোলামদের যে অবস্থা ছিল তা কারো অজানা নেই। এর ওপর মরার ওপর খাঁড়ার ঘা স্বরূপ একটি মারাত্মক নৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত করে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। এখানে শাস্তির কোনো মেয়াদ নির্ধারিত হয়নি। এভাবে তাঁকে একেবারে চরম পর্যায়ে নামিয়ে দেবার পরও তিনি নিছক নিজের ঈমান ও চরিত্র বলে উঠে দাঁড়ান এবং শেষ পর্যন্ত সারা দেশের ওপর বিজয়ী হন।

ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক অবস্থা

এ ঘটনাটি সঠিকভাবে বুঝতে হলে এ সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তথ্যও পাঠকদের সামনে থাকা উচিত।

হযরত ইউসুফ আ. ছিলেন হযরত ইয়াকূব আ.-এর পুত্র, হযরত ইসহাকের পৌত্র এবং হযরত ইবরাহীম আ.-এর প্রপৌত্র। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী (কুরআনের ইংগিত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়) হযরত ইয়াকুবের চার স্ত্রী থেকে ছিল বারটি ছেলে। হযরত ইউসুফ আ. ও বিন ইয়ামীন ছিলেন এক স্ত্রীর গর্ভজাত এবং বাকি দশজন অন্য স্ত্রীদের গর্ভজাত।

ফিলিস্তিনে হযরত ইয়াকূবের আবাস ছিল হিবরূন (বর্তমান আল-খলীল) উপত্যকায়। এখানে হযরত ইসহাক আ. এবং তাঁর পূর্বে হযরত ইবরাহীম আ.ও থাকতেন। এছাড়া সিক্‌কিমে (বর্তমান নাবলুস) হযরত ইয়াকূব আ.-এর কিছু জমি ছিল।

বাইবেল বিশারদগণের গবেষণাকে সঠিক বলে ধরে নিলে হযরত ইউসুফের জন্ম খৃস্টপূর্ব ১৯০৬ সালের কাছাকাছি সময়ে হয় বলে ধরা যায়। এ হিসেবে খৃস্টপূর্ব ১৮৯০ সালের কাছাকাছি সময়ে যে ঘটনাটি ঘটে অর্থাৎ স্বপ্ন দেখা এবং কূয়ায় নিক্ষিপ্ত হওয়া, এ থেকে এ ঘটনাটির সূত্রপাত হয়। এ সময় হযরত ইউসুফের বয়স ছিল ১৭ বছর। যে কূয়ায় তাঁকে ফেলে দেয়া হয় সেটি বাইবেল ও তালমূদের ভাষ্যমতে সিক্‌কিমের উত্তর দিকে দূতন (বর্তমানে দূসান) নামক স্থানের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। আর যে কাফেলাটি তাঁকে কূয়া থেকে উদ্ধার করে তারা জাল'আদ (পূর্ব জর্দান) থেকে আসছিল এবং মিসরের দিকে যাচ্ছিল। (জাল'আদের ধ্বংসাবশেষ আজো জর্দান নদীর পূর্ব দিকে ইলিয়াবিস উপত্যকার কিনারে পাওয়া যায়।)

এ সময় মিসরে পঞ্চদশতম রাজ পরিবারের শাসন চলছিল। মিসরের ইতিহাসে এ পরিবারটি রাখাল রাজন্যবর্গ (HYKSOS KINGS) নামে পরিচিত। এরা ছিল আরবীয় বংশজাত। খৃস্টপূর্ব দু' হাজার বছরের কাছাকাছি সময়ে এরা ফিলিস্তিন ও সিরিয়া থেকে মিসরে গিয়ে দেশের শাসন কর্তৃত্ব দখল করেছিল। আরব ঐতিহাসিক ও কুরআনের তাফসীরকারগণ তাদের জন্য "আমালীক" নাম ব্যবহার করেছেন। মিসর সম্পর্কীয় আধুনিক অনুসন্ধান ও গবেষণার সাথে এটি পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। মিসরে এরা বিদেশী হানাদারদের পর্যায়ভুক্ত ছিল এবং দেশে গৃহবিবাদের কারণে তারা সেখানে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। এ কারণে তাদের রাজত্বে হযরত ইউসুফ আ.-এর উত্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারা বনী ইসরাঈলকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। দেশের সবচেয়ে উর্বর এলাকা তাদের বসতিস্থাপন করার জন্য দেয়া হয়েছিল। সেখানে তারা বিপুল প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিল। কারণ তারা ছিল বিদেশী শাসকদের সগোত্রীয়। খৃস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের শেষ অবধি তারা মিসর শাসন করতে থাকে। তাদের আমলে কার্যত দেশের যাবতীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বনী ইসরাঈলের হাতে ন্যস্ত থাকে। সূরা মায়েদার ২০ আয়াতে এ যুগের প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে ঃ

হযরত ইউসুফ আ.-এর কাহিনী সংক্রান্ত মানচিত্র
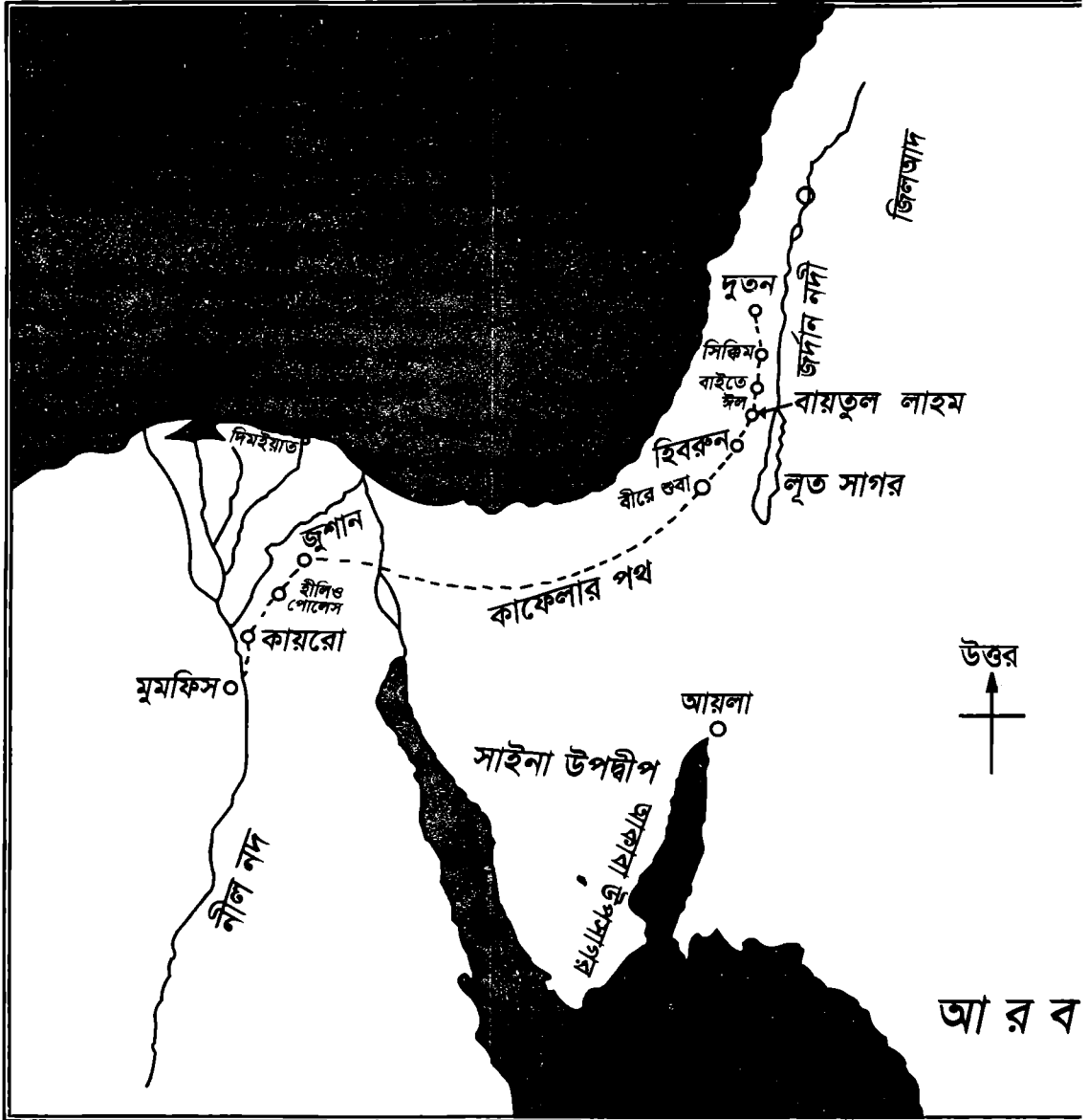
দুতন ঃ বাইবেলের মতে এ স্থানেই হযরত ইউসুফ কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।
সিক্কিম ঃ এখানে হযরত ইয়াকূবের পৈতৃক সম্পতি ছিল। বর্তমানে এর নাম নাবলূস।
হিবরুন ঃ এখানে হযরত ইয়াকূব বসবাস করতেন। এর আর এক নাম 'আল খলীল'।
জুসান ঃ হযরত ইউসুফ এখানে বনী ইসরাঈলদেরকে পুনর্বাসিত করেন।

اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا এরপর দেশে একটি প্রবল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সৃষ্টি হয়। এর ফলে হিক্‌সূস (HYKSOS) শাসনের অবসান ঘটে। আড়াই লাখের মতো আমালিকাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়। একটি চরম বিদ্বেষী কিব্‌তী বংশোদ্ভূত পরিবার দেশের শাসন কর্তৃত্ব দখল করে। তারা আমালিকাদের আমলের প্রত্যেকটি স্মৃতি চিহ্ন খুঁজে খুঁজে বের করে এনে ধ্বংস করে দেয় এবং হযরত মূসা আলাইহিস সাল্লামের ঘটনা প্রসংগে বনী ইসরাঈলদের প্রতি যেসব অত্যাচারের কাহিনী উল্লেখিত হয়েছে তার ধারাবাহিকতার সূত্রপাত করে।

মিসরের ইতিহাস থেকে একথাও জানা যায় যে, এ রাখাল বাদশাহরা মিসরীয় দেবতাদেরকে স্বীকৃতি দেয়নি। তারা সিরিয়া থেকে নিজেদের দেবতা সাথে করে এনেছিল। মিসরে নিজেদের ধর্মের প্রসারে তারা প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এ কারণে কুরআন মজীদ হযরত ইউসুফের সমকালীন মিসর সম্রাটকে "ফেরাউন" নামে উল্লেখ করছে না। কারণ ফেরাউন ছিল মিসরের ধর্মীয় পরিভাষা এবং এরা মিসরীয় ধর্মের প্রবক্তা ছিল না। কিন্তু বাইবেলে ভুলক্রমে তাকেও "ফেরাউন" বলা হয়েছে। সম্ভবত বাইবেল সংকলকগণ মনে করতেন যে, মিসরের সব বাদশাহই "ফেরাউন" ছিল।

বর্তমান যুগের অনুসন্ধানী ও গবেষকগণ বাইবেল ও মিসরীয় ইতিহাসের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। তারা সাধারণভাবে এ অভিমত পোষণ করেন যে, মিসরের ইতিহাসে রাখাল বাদশাহদের মধ্যে আপোফিস (APOPHIS) নামক বাদশাহই ছিলেন হযরত ইউসুফের সমসাময়িক।

এ সময় মুমফিস (মনফ) ছিল মিসরের রাজধানী। কায়রোর দক্ষিণে ১৪ মাইল দূরে এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। হযরত ইউসুফ আ. ১৭/১৮ বছরে বয়সে সেখানে পৌছেন। দু' তিন বছর আযীযে মিসরের বাড়িতে থাকেন। আট নয় বছর কারাগারে বাস করেন। ৩০ বছর বয়সে দেশের শাসক নিযুক্ত হন। ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত একচ্ছত্রভাবে সমগ্র মিসর শাসন করতে থাকেন। তাঁর শাসনকালের নবম বা দশম বছরে তিনি হযরত ইয়াকুব আ.-কে তাঁর সমগ্র পরিবার পরিজনসহ ফিলিস্তিন থেকে মিসরে নিয়ে আসেন। তাদেরকে দিমইয়াত ও কায়রোর মাঝামাঝি এলাকায় আবাদ করেন। বাইবেলে এ এলাকার নাম জুশান বা গুশান বলা হয়েছে। হযরত মূসা আ.-এর আমল পর্যন্ত তারা সেখানেই বসবাস করতো। বাইবেলের বর্ণনামতে হযরত ইউসুফ একশো দশ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি বনী ইসরাঈলকে অসিয়াত করে যান, তোমরা যখন এ দেশ ত্যাগ করবে তখন আমার হাড়গুলো সাথে করে নিয়ে যাবে।

বাইবেলে ও তালমূদে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে কুরআনের বর্ণনা তা থেকে অনেকটা ভিন্নতর। কিন্তু ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ অংশে তিনটি বর্ণনাই একাত্ম। আমার ব্যাখ্যা ও টীকাগুলোতে আমি প্রয়োজনমতো এ পার্থক্য সুস্পষ্ট করে যেতে থাকবো।

❒

আয়াত-১১১ ১২-সূরা ইউসুফ-মাক্কী রুকূ'-১২

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

﴿١﴾ الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ○
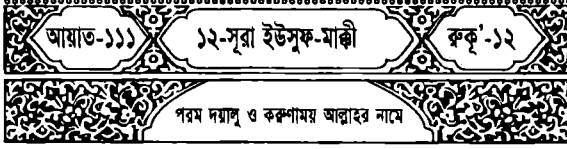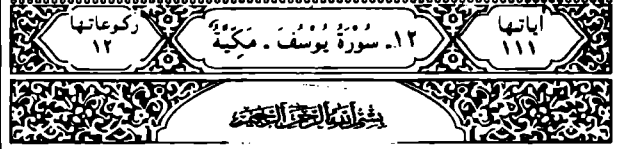
১. আলিফ-লাম-র। এগুলো এমন কিতাবের আয়াত যা নিজের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে।

﴿٢﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

২. আমি একে আরবী ভাষায় কুরআন[১] বানিয়ে নাযিল করেছি, যাতে তোমরা (আরববাসীরা) একে ভালোভাবে বুঝতে পারো।

﴿٣﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ○

৩. হে মুহাম্মদ! আমি এ কুরআনকে তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে পাঠিয়ে উত্তম পদ্ধতিতে ঘটনাবলী ও তত্ত্বকথা তোমার কাছে বর্ণনা করছি। নয়তো ইতিপূর্বে তুমি (এসব জিনিস থেকে) একেবারেই বেখবর ছিলে।

﴿٤﴾ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ○

৪. এটা সেই সময়ের কথা, যখন ইউসুফ তার বাপকে বললো ঃ "আব্বাজান! আমি স্বপ্ন দেখেছি, এগারটি তারকা এবং সূর্য ও চাঁদ আমাকে সিজদা করছে।"

﴿٥﴾ قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۖ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

৫. জবাবে তার বাপ বললো ঃ "হে পুত্র! তোমার এ স্বপ্ন তোমার ভাইদেরকে শোনাবে না ; শোনালে তারা তোমার ক্ষতি করার জন্য পেছনে লাগবে।[২] আসলে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

﴿٦﴾ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ۖ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৬. এবং ঠিক এমনটিই হবে (যেমনটি তুমি স্বপ্নে দেখেছো যে,) তোমার রব তোমাকে (তাঁর কাজের জন্য) নির্বাচিত করবেন এবং তোমাকে কথার মর্মমূলে পৌঁছানো শেখাবেন।[৩] আর তোমার প্রতি ও ইয়াকূবের পরিবারের প্রতি তাঁর নিয়ামত ঠিক তেমনিভাবে পূর্ণ করবেন যেমন এর আগে তিনি তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি করেছেন। নিসন্দেহে তোমার রব সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়।"

১. 'কুরআন'-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ঃ পাঠ করা এবং কিতাবকে এ নামে অভিহিত করার অর্থ হচ্ছে—এ সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের পাঠ করার জন্যে এবং বহুল পঠিত।

২. হযরত ইউসুফ আ.-এর দশ ভাই ভিন্ন মায়ের গর্ভজাত ছিল এবং এক ভাই, যে তাঁর থেকে ছোট ছিল তাঁর আপন মায়ের গর্ভজাত ছিল। হযরত ইয়াকূব আ. জানতেন যে, সৎ ভাইরা হযরত ইউসুফকে হিংসা করতো এবং চরিত্রের দিক দিয়েও তারা এরূপ সৎ ছিল না যে, নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা কোনো অনুচিত কাজ করতে সংকোচ করবে। এজন্যে তিনি তাঁর নেক পুত্রকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, তাদের থেকে সাবধান থেকো। স্বপ্নের সুস্পষ্ট মর্ম ছিল ঃ সূর্যের অর্থ—হযরত ইয়াকূব আ., চাঁদের অর্থ—তাঁর স্ত্রী (হযরত ইউসুফের সৎ মা) এবং এগারটি তারার অর্থ ইউসুফ আ.-এর এগারো ভাই।

৩. আসলে تاويل الاحاديث শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ—মাত্র স্বপ্নের ব্যাখ্যার জ্ঞান নয়, সাধারণত যা মনে করা হয়। বরং এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ব্যাপার বুঝবার ও মূল সত্য তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছাবার শিক্ষাদান করবেন। তোমাকে সেই সূক্ষ্মদর্শিতা দান করবেন যার দ্বারা তুমি প্রতিটি ব্যাপারের গভীরতা পর্যন্ত উত্তরণের এবং তার তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছাবার যোগ্যতা লাভ করবে।

রুকূ’ ঃ ২

٧ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ ○

৭. আসলে ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনার মধ্যে এ প্রশ্নকারীদের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে।

٨ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○

৮. এ ঘটনা এভাবে শুরু হয় ঃ তার ভাইয়েরা পরস্পর বলাবলি করলো, “এ ইউসুফ ও তার ভাই,[৪] এরা দু’জন আমাদের বাপের কাছে আমাদের সবার চাইতে বেশী প্রিয়, অথচ আমরা একটি পূর্ণ সংঘবদ্ধ দল। সত্যি বলতে কি আমাদের পিতা একেবারেই বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন।

٩ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ○

৯. চলো আমরা ইউসুফকে মেরে ফেলি অথবা তাকে কোথাও ফেলে দেই, যাতে আমাদের পিতার দৃষ্টি কেবল আমাদের দিকেই ফিরে আসে। এ কাজটি শেষ করে তারপর তোমরা ভালো লোক হয়ে যাবে।

١٠ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ○

১০. এ কথায় তাদের একজন বললো, “ইউসুফকে মেরে ফেলো না। যদি কিছু করতেই হয় তাহলে তাকে কোনো অন্ধ কূপে ফেলে দাও, আসা-যাওয়ার পথে কোনো কাফেলা তাকে তুলে নিয়ে যাবে।”

١١ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ○

১১. (এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে) তারা তাদের বাপকে গিয়ে বললো, “আব্বাজান। কি ব্যাপার, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের ওপর ভরসা করেন না ? অথচ আমরা তার সত্যিকার শুভাকাঙ্ক্ষী।

١٢ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○

১২. আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, সে কিছু ফলমূল খাবে এবং দৌড়ঝাঁপ করে মন চাঙা করবে।[৫] আমরা তার হেফাযত করবো।

١٣ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ○

১৩. বাপ বললো, “তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, এটা আমাকে কষ্ট দেবে এবং আমার আশংকা হয়, তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী থাকবে এবং নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলবে।”

١٤ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ ○

১৪. তারা জবাব দিল, “যদি আমাদের সংঘবদ্ধ দল থাকতে তাকে নেকড়ে খেয়ে ফেলে তাহলে তো আমরা হবো বড়ই অকর্মণ্য।”

١٥ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

১৫. এভাবে চাপ দিয়ে যখন তারা তাকে নিয়ে গেলো এবং সিদ্ধান্ত করলো তাকে একটি অন্ধ কূপে ফেলে দেবে তখন আমি ইউসুফকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম, “এক সময় আসবে যখন তুমি তাদেরকে তাদের এ কৃতকর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। তাদের কাজের ফলাফল সম্পর্কে তারা জানে না।”

৪. অর্থাৎ হযরত ইউসুফ আ.-এর সহোদর ভাই বিন ইয়ামীন, যিনি তাঁর থেকে কয়েক বছরের ছোট ছিলেন।

৫. উর্দু বাকধারায় শিশু যখন জংগলে চলে ফিরে কিছু ফল খেতে থাকে তখন আদর করে তার প্রতি ‘চরে বেড়ান’ শব্দ প্রয়োগ করা হয়।

١٦ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ ۝

১৬. রাতে তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের বাপের কাছে আসলো,

١٧ قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَٰعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَٰدِقِينَ ۝

১৭. বললো, “আব্বাজান! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের জিনিসপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, ইতিমধ্যে নেকড়েবাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী।”

١٨ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝

১৮. তারা ইউসুফের জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এসেছিল। একথা শুনে তাদের বাপ বললো, “বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি বড় কাজকে সহজ করে দিয়েছে। ঠিক আছে, আমি সবর করবো এবং খুব ভালো করেই সবর করবো। তোমরা যে কথা সাজাচ্ছো তার ওপর একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।”

١٩ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا۟ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُۥ ۖ قَالَ يَٰبُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَٰمٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَٰعَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

১৯. ওদিকে একটি কাফেলা এলো। তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে পানি নেবার জন্য পাঠালো। সে কূয়ার মধ্যে পানির ডোল নামিয়ে দিল। সে (ইউসুফকে দেখে) বলে উঠলো, “কী সুখবর! এখানে তো দেখছি একটি বালক।” তারা তাকে পণ্যদ্রব্য হিসেবে লুকিয়ে ফেললো। অথচ তারা যা কিছু করছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত ছিলেন।

٢٠ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍ ۚ وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ ۝

২০. শেষে তারা তাকে সামান্য দামে কয়েক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল। আর তার দামের ব্যাপারে তারা বেশী আশা করছিল না।

রুকূ’ ঃ ৩

٢١ وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِٱمْرَأَتِهِۦٓ أَكْرِمِى مَثْوَىٰهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُۥ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِۦ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

২১. মিসরে যে ব্যক্তি তাকে কিনেছিল সে তার স্ত্রীকে বললো, “একে ভালোভাবে রাখো, বিচিত্র নয় সে আমাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে এবং আমরা তাকে পুত্র বানিয়ে নেবো। এভাবে আমি ইউসুফের জন্য সে দেশে প্রতিষ্ঠালাভের পথ বের করে দিলাম এবং তাকে সমস্যা ও বিষয়াবলী অনুধাবন করার জন্য যথোপযোগী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করলাম। আল্লাহ তাঁর কাজ সম্পন্ন করেই থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।

٢٢ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۝

২২. আর যখন সে তার পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, আমি তাকে ফায়সালা করার শক্তি ও জ্ঞান দান করলাম। এভাবে আমি নেক লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

২৩. যে মহিলাটির ঘরে সে ছিল সে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকলো এবং একদিন সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললো, "চলে এসো"। ইউসুফ বললো, "আমি আল্লাহর[৬] আশ্রয় নিচ্ছি, আমার রব তো আমাকে ভালই মর্যাদা দিয়েছেন (আর আমি এ কাজ করবো!)। এ ধরনের যালেমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না।"

২৪. মহিলাটি তার দিকে এগিয়ে এলো এবং ইউসুফও তার দিকে এগিয়ে যেতো যদি না তার রবের জ্বলন্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করতো।[৭] এমনটিই হলো, যাতে আমি তার থেকে অসৎবৃত্তি ও অশ্লীলতা দূর করে দিতে পারি। আসলে সে ছিল আমার নির্বাচিত বান্দাদের অন্তরভুক্ত।

২৫. শেষ পর্যন্ত ইউসুফ ও সে আগেপিছে দরজার দিকে দৌড়ে গেলো এবং সে পেছন থেকে ইউসুফের জামা (টেনে ধরে) ছিঁড়ে ফেললো। উভয়েই দরজার ওপর তার স্বামীকে উপস্থিত পেলো। তাকে দেখতেই মহিলাটি বলতে লাগলো, "তোমার পরিবারের প্রতি যে অসৎ কামনা পোষণ করে তার কি শাস্তি হতে পারে? তাকে কারাগারে প্রেরণ করা অথবা কঠোর শাস্তি দেয়া ছাড়া আর কি শাস্তি দেয়া যেতে পারে?"

২৬. ইউসুফ বললো, "সে-ই আমাকে ফাঁসাবার চেষ্টা করছিল।" "মহিলাটির নিজের পরিবারের একজন (পদ্ধতিগত) সাক্ষ্য দিল, "যদি ইউসুফের জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে মহিলাটি সত্য কথা বলেছে এবং সে মিথ্যুক

২৭. আর যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে মহিলাটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে সত্যবাদী।"[৮]

﴿٢٣﴾ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ○

﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ○

﴿٢٥﴾ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

﴿٢٦﴾ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ○

﴿٢٧﴾ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○

---

৬. সাধারণত তাফসীরকার ও অনুবাদকেরা এখানে এ অর্থ করেছেন যে—'আমার রব' বলতে হযরত ইউসুফ যাঁর অধীনে সে সময় চাকুরী করতেন সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে এবং তাঁর এ উত্তরের অর্থ ছিল আমার মনিব তো আমাকে এতো সুন্দরভাবে রেখেছেন আর আমি কেমন করে এ নেমকহারামি করতে পারি যে, আমি তাঁর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করবো। কিন্তু একথা একজন নবীর শানের খেলাপ যে, তিনি কোনো পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে কোনো বান্দাহর খেয়াল করবেন এবং কুরআন মজীদেও এর কোনো নযীর নেই যে, কোনো নবী কখনও আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে নিজের 'রব' বলেছেন।

৭. 'বুরহান'-এর অর্থ দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ। 'রবের বুরহান'-এর অর্থ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বুঝিয়ে দেয়া সেই যুক্তি যার ভিত্তিতে হযরত ইউসুফের বিবেক তাঁর প্রবৃত্তিকে একথা মান্য করিয়েছিল যে, এ স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তি সুখের আমন্ত্রণ কবুল করা তোমার পক্ষে শোভা পায় না। এ দলীলটি পূর্ববর্তী এ বাক্যের মধ্যে রয়েছে যে, 'আমার রব তো আমাকে এতো উত্তম অবস্থান দান করেছেন' আর আমি এ রকম কুকর্ম করবো? এরূপ অত্যাচারীদের ভাগ্যে কখনও সাফল্য লাভ ঘটে না।"

৮. অর্থাৎ ইউসুফ আ.-এর জামা যদি সামনের দিকে ছিন্ন হয়, তবে এটা একথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ-চিহ্ন যে, ইউসুফের পক্ষ থেকে উদ্যোগ ছিল এবং স্ত্রীলোক নিজেকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করছিল। কিন্তু ইউসুফের জামা যদি পিছনের দিকে ছিন্ন হয় তবে তার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীলোকটি তার পিছনে লেগেছিল এবং ইউসুফ তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে পালাতে চেয়েছিলেন। এছাড়া আনুষঙ্গিক আর একটি বাক্যও এ সাক্ষ্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। উক্ত সাক্ষীটি মাত্র হযরত ইউসুফ আ.-এর জামার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এর দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, স্ত্রীলোকটির শরীর বা তার পোশাকে বলপ্রয়োগের কোনো চিহ্ন আদৌই পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু যদি বলৎকারের জন্য উদ্যোগের ব্যাপার হতো তবে স্ত্রীলোকের ওপর তার স্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ পেতো।

٢٨ فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ○

২৮. স্বামী যখন দেখলো ইউসুফের জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া তখন বললো, "এসব তোমাদের মেয়ে লোকদের ছলনা। সত্যিই বড়ই ভয়ানক তোমাদের ছলনা!

٢٩ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ٚ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۖۚ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ ○

২৯. হে ইউসুফ! এ ব্যাপারটি উপেক্ষা করো। আর হে নারী! তুমি নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, তুমিই আসল অপরাধী।"

রুকূ' ঃ ৪

٣٠ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৩০. শহরের মেয়েরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, "আযীযের[৯] স্ত্রী তার যুবক গোলামের পেছনে পড়ে আছে, প্রেম তাকে উন্মাদ করে দিয়েছে। আমাদের মতে সে পরিষ্কার ভুল করে যাচ্ছে।"

٣١ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ○

৩১. সে যখন তাদের এ শঠতাপূর্ণ কথা শুনলো তখন তাদেরকে ডেকে পাঠালো। তাদের জন্য হেলান দিয়ে বসার মজলিসের আয়োজন করলো। খাওয়ার বৈঠকে তাদের সবার সামনে একটি করে ছুরি রাখলো। (তারপর ঠিক সেই মুহূর্তে যখন তারা ফল কেটে কেটে খাচ্ছিল) সে ইউসুফকে তাদের সামনে বের হয়ে আসার ইশারা করলো। যখন ঐ মেয়েদের দৃষ্টি তার ওপর পড়লো, তার বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলো এবং নিজের হাত কেটে ফেললো। তারা বললো, "আল্লাহর কী অপার মহিমা! এতো মানুষ নয়, এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা।"

٣٢ قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ؕ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ○

৩২. আযীযের স্ত্রী বললো, "দেখলে তো! এ হলো সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে তোমরা আমার বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করতে। অবশ্যই আমি তাকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সে নিজেকে রক্ষা করেছে। যদি সে আমার কথা না মেনে নেয় তাহলে কারারুদ্ধ হবে এবং নিদারুণভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।"

٣٣ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

৩৩. ইউসুফ বললো, "হে আমার রব ! এরা আমাকে দিয়ে যে কাজ করাতে চাচ্ছে তার চাইতে কারাগারই আমার কাছে প্রিয়! আর যদি তুমি এদের চক্রান্ত থেকে আমাকে না বাঁচাও তাহলে আমি এদের ফাঁদে আটকে যাবো এবং অজ্ঞদের অন্তরভুক্ত হবো।"

٣٤ فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৩৪. তার রব তার দোয়া কবুল করলেন এবং তাদের অপকৌশল থেকে তাকে রক্ষা করলেন। অবশ্যই তিনি সবার কথা শোনেন এবং সবকিছু জানেন।

৯. 'আযীয' সেই ব্যক্তির নাম ছিল না। মিসরে কোনো উচ্চ ক্ষমতাসীন পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে এ পরিভাষা ব্যবহৃত হতো।

٣٥ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ○

৩৫. তারপর তারা মনে করলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে কারারুদ্ধ করতে হবে, অথচ তারা (তার নিষ্কলুষতা এবং নিজেদের স্ত্রীদের অসতিপনার) সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখে নিয়েছিল।[১০]

রুকূ' ঃ ৫

٣٦ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّیْٓ اَرٰىنِیْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّیْٓ اَرٰىنِیْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِیْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّیْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِیْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ ○

৩৬. কারাগারে তার সাথে আরো দুটি ভৃত্যও প্রবেশ করলো। একদিন তাদের একজন তাকে বললো, "আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি মদ তৈরী করছি।" অন্যজন বললো, "আমি দেখলাম, আমার মাথায় রুটি রাখা আছে এবং পাখিরা তা খাচ্ছে।" তারা উভয়ে বললো, "আমাদের এর তা'বীর বলে দিন। আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল হিসেবে পেয়েছি।"

٣٧ قَالَ لَا یَاْتِیْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖۤ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِیْلِهٖ قَبْلَ اَنْ یَّاْتِیَكُمَا ؕ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِیْ رَبِّیْ ؕ اِنِّیْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

৩৭. ইউসুফ বললো ঃ "এখানে তোমরা যে খাবার পাও তা আসার আগেই আমি তোমাদের এ স্বপ্নগুলোর অর্থ বলে দেবো। আমার রব আমাকে যা দান করেছেন এ জ্ঞান তারই অন্তরভুক্ত। আসল ব্যাপার হচ্ছে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এবং আখেরাত অস্বীকার করে তাদের পথ পরিহার করেছি।

٣٨ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِیْٓ اِبْرٰهِیْمَ وَاِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَیْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ ○

৩৮. আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের পথ অবলম্বন করেছি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। আসলে এটা আমাদের এবং সমগ্র মানব জাতির প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ (যে, তিনি আমাদের তাঁর ছাড়া আর কারোর বান্দা হিসেবে তৈরি করেননি) কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

٣٩ یٰصَاحِبَیِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَیْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

৩৯. "হে জেলখানার সাথীরা! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, ভিন্ন ভিন্ন বহুসংখ্যক রব ভালো, না এক আল্লাহ, যিনি সবার ওপর বিজয়ী।"

٤٠ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّیْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ○

৪০. তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের বন্দেগী করছো তারা শুধুমাত্র কতকগুলো নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃ-পুরুষরা রেখেছো, আল্লাহ এগুলোর পক্ষে কোনো প্রমাণ পাঠাননি। শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই। তাঁর হুকুম— তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করবে না। এটিই সরল সঠিক জীবন পদ্ধতি, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

১০. এর দ্বারা জানা গেল—কোনো ব্যক্তিকে ইনসাফের শর্তানুযায়ী আদালতে দোষী না করে এমনিই বন্দী করে জেলে পাঠানো বেঈমান শাসকদের একটা পুরাতন রীতি। এ ব্যাপারে আজকের শয়তানেরা চার হাজার বছর পূর্বের দুরাচারদের থেকে খুব বেশী ভিন্ন ধরনের ছিল না।

٤١ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ۝

৪১. হে জেলখানার সাথীরা! তোমাদের স্বপ্নের তা'বীর হচ্ছে, তোমাদের একজন তার নিজের প্রভুকে (মিসর রাজ)[১১] মদ পান করাবে আর দ্বিতীয় জনকে শূলবিদ্ধ করা হবে এবং পাখি তার মাথা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। তোমরা যে কথা জিজ্ঞেস করছিলে তার ফায়সালা হয়ে গেছে।

٤٢ وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۫ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ۝

৪২. আবার তাদের মধ্য থেকে যার সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে ইউসুফ তাকে বললো ঃ "তোমার প্রভুকে (মিসরের বাদশাহ) আমার কথা বলো।" কিন্তু শয়তান তাকে এমন গাফেল করে দিল যে, সে তার প্রভুকে (মিসরের বাদশাহ) তার কথা বলতে ভুলে গেলো। ফলে ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে পড়ে রইলো।

রুকূ' ঃ ৬

٤٣ وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْٓ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ؕ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ۝

৪৩. একদিন বাদশাহ বললো,[১২] "আমি স্বপ্ন দেখেছি, সাতটি মোটা গাভীকে সাতটি পাতলা গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও সাতটি শুকনো শীষ। হে সভাসদবৃন্দ! আমাকে এ স্বপ্নের তা'বীর বলে দাও, যদি তোমরা স্বপ্নের মানে বুঝে থাকো।"

٤٤ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ۝

৪৪. লোকেরা বললা, "এসব তো অর্থহীন স্বপ্ন, আর আমরা এ ধরনের স্বপ্নের মানে জানি না।"

٤٥ وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ۝

৪৫. সেই দু'জন কয়েদীর মধ্য থেকে যে বেঁচে গিয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে এখন যার মনে পড়েছিল, সে বললো, "আমি আপনাদের এর তা'বীর বলে দিচ্ছি, আমাকে একটু (কারাগারে ইউসুফের কাছে) পাঠিয়ে দিন।"

٤٦ يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

৪৬. সে গিয়ে বললো, "হে সত্যবাদিতার প্রতীক[১৩] ইউসুফ! আমাকে এ স্বপ্নের অর্থ বলে দাওঃ সাতটি মোটা গাভীকে সাতটি পাতলা গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি শীষ সবুজ ও সাতটি শীষ শুকনো সম্ভবত আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারবো এবং তারা জানতে পারবে।"[১৪]

১১. ২৩ আয়াত এর সহযোগে এ আয়াত পাঠ করলে বুঝতে পারা যায় যে, হযরত ইউসুফ আ. যখন বলেছিলেন 'আমার রব' তখন তার দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে বুঝানো হয়েছিল এবং যখন মিসরের বাদশাহের গোলামকে বলেছিলেন যে, তুমি 'তোমার রবকে শরাব পান করাবে' তখন তার দ্বারা মিসরের বাদশাহকে বুঝানো হয়েছিল কেন না গোলাম মিসরের বাদশাহকেই নিজের রব (প্রভু) মনে করতো।

১২. মাঝে বন্দী জীবনের কয়েক বছর বাদ দিয়ে যেখান থেকে হযরত ইউসুফ আ.-এর পার্থিব উত্থান শুরু হয়েছে সেখানকার সাথে বর্ণনা সূত্রকে যুক্ত করা হয়েছে।

১৩. আসলে 'সিদ্দীক' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দ 'সাচ্চাই' ও সত্যবাদিতার উচ্চতম পর্যায় সম্পর্কে ব্যবহার হয়। এর থেকে অনুমান করা যায় কারাগারে অবস্থানকালে এ ব্যক্তি হযরত ইউসুফ আ.-এর পূত চরিত্র দ্বারা কতটা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল কেটে যাওয়ার পরও এ প্রভাব দৃঢ়মূল ছিল।

১৪. অর্থাৎ, আপনার মূল্য ও মর্যাদা জানতে পারে এবং তাঁর এ অনুভূতি জাগে যে কিরূপ মর্যাদাবান মানুষকে তিনি কোথায় বন্ধ করে রেখেছেন—এবং এভাবে আমার সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার সুযোগ ঘটে যে প্রতিশ্রুতি আমি কারাগারে আপনাকে দিয়েছিলাম।

٤٧ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ○

৪৭. ইউসুফ বললো, "তোমরা সাত বছর পর্যন্ত লাগাতার চাষাবাদ করতে থাকবে। এ সময় তোমরা যে ফসল কাটবে তা থেকে সামান্য পরিমাণ তোমাদের আহারের প্রয়োজনে বের করে নেবে এবং বাদবাকি সব শীষ সমেত রেখে দেবে।

٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ○

৪৮. তারপর সাতটি বছর আসবে বড়ই কঠিন। এ সময়ের জন্য তোমরা যে শস্য জমা করবে তা সমস্ত এ সময়ে খেয়ে ফেলা হবে। যদি কিছু বেঁচে যায় তাহলে তা হবে কেবলমাত্র সে টুকুই যা তোমরা সংরক্ষণ করবে।

٤٩ ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ○

৪৯. এরপর আবার এক বছর এমন আসবে যখন রহমতের বৃষ্টিধারার মাধ্যমে মানুষের আবেদন পূর্ণ করা হবে এবং তারা রস নিংড়াবে।"

রুকূ' ঃ ৭

٥٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِي بِهِۦ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّٰتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ○

৫০. বাদশাহ বললো, "তাকে আমার কাছে আনো।" কিন্তু বাদশাহর দূত যখন ইউসুফের কাছে পৌঁছলে তখন সে বললো, তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, যে মহিলারা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের ব্যাপারটা কি ? আমার রব তো তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত।"

٥١ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَٰوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ قُلْنَ حَٰشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ ۚ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْـَٰٔنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ○

৫১. একথায় বাদশাহ সেই মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা যখন ইউসুফকে অসৎকাজে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলে তোমাদের তখনকার অভিজ্ঞতা কি ?" সবাই একবাক্যে বললো, "আল্লাহর কী অপার মহিমা! আমরা তার মধ্যে অসৎ প্রবণতার গন্ধই পাইনি।" আযীযের স্ত্রী বলে উঠলো, "এখন সত্য প্রকাশ হয়ে গেছে। আমিই তাকে ফুসলাবার চেষ্টা করেছিলাম, নিসন্দেহে সে একদম সত্যবাদী।"

٥٢ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآئِنِينَ ○

৫২. (ইউসুফ বললো ঃ) "এ থেকে আমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আযীয জানতে পারুক, আমি তার অবর্তমানে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাস ঘাতকতাকারীদের চক্রান্ত সফল করেন না।

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓ ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

৫৩. আমি নিজের নফ্‌সকে দোষমুক্ত মনে করছি না। নফ্‌স তো খারাপ কাজ করতে প্ররোচিত করে, তবে যদি কারোর প্রতি আমার রবের অনুগ্রহ হয় সে ছাড়া। অবশ্যই আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।"

﴿٥٤﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ○

৫৪. বাদশাহ বললো, " তাকে আমার কাছে আনো, আমি তাকে একান্তভাবে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেব।"

ইউসুফ যখন তার সাথে আলাপ করলো, সে বললো, "এখন আপনি আমাদের এখানে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এবং আপনার আমানতদারীর ওপর আমাদের পূর্ণ ভরসা আছে।"

﴿٥٥﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ○

৫৫. ইউসুফ বললো, "দেশের অর্থ-সম্পদ আমার হাতে সোপর্দ করুন। আমি সংরক্ষণকারী এবং জ্ঞানও রাখি।"

﴿٥٦﴾ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ○

৫৬. এভাবে আমি পৃথিবীতে ইউসুফের জন্য কর্তৃত্বের পথ পরিষ্কার করেছি। সেখানে সে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারতো।[১৫] আমি যাকে ইচ্ছা নিজের রহমতে অভিষিক্ত করি। সৎকর্মশীল লোকদের প্রতিদান আমি নষ্ট করি না।

﴿٥٧﴾ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ○

৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া সহকারে কাজ করতে থেকেছে আখেরাতের প্রতিদান তাদের জন্য আরো ভালো।"

রুকূ' ঃ ৮

﴿٥٨﴾ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ○

৫৮. ইউসুফের ভাইয়েরা মিসরে এলো এবং তার কাছে হাযির হলো।[১৬] সে তাদেরকে চিনে ফেললো। কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারলো না।

﴿٥٩﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ○

৫৯. তারপর সে যখন তাদের জিনিসপত্র তৈরী করালো তখন চলার সময় তাদেরকে বললো, "তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে আমাদের কাছে আনবে, দেখছো না আমি কেমন পরিমাপ পাত্র ভরে দেই এবং আমি কেমন ভালো অতিথিপরায়ণ ?

﴿٦٠﴾ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ○

৬০. যদি তোমরা তাকে না আনো তাহলে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোনো শস্য নেই বরং তোমরা আমার ধারে কাছেও এসো না।"[১৭]

১৫. অর্থাৎ এখন সারা মিসর ভূমি তাঁর অধিকারে। এর প্রত্যেক জায়গাকে তিনি নিজের জায়গা বলতে পারতেন। সেখানকার কোনো নিভৃত প্রান্তও এরূপ ছিল না যেখানে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হতে পারেন। হযরত ইউসুফ আ. সে দেশে যে পূর্ণ আধিপত্য ও সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন এ হচ্ছে তারই এক বর্ণনাভংগী। প্রাচীন তাফসীরকাররাও এ আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন। যথা ইবনে যায়েদ এ আয়াতের এ অর্থ করেছেন যে, "আমি ইউসুফের মিসরের সমস্ত জিনিসের মালিক করেছিলাম।' পৃথিবীর এ অংশ তিনি যেখানে যা ইচ্ছা, সেখানে তা করতে পারতেন। সে দেশ তাকে সোপর্দ করে দেয়া হয়েছিল। এমনকি যদি তিনি ফেরাউনকে তাঁর অধীনস্থ করে নিজে তার থেকে উচ্চতর হতে চাইতেন তবে তিনি তাও করতে পারতেন। মুজাহিদের ধারণা–মিসরের বাদশাহ ইউসুফ আ.-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

১৬. এখানে পুনরায় অন্তর্বর্তী সাত আট বছর কালের ঘটনাসমূহ বাদ দিয়ে বর্ণনা সূত্রকে সেইখানে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে যেখান থেকে বনী ইসরাঈলদের মিসরে স্থানান্তরিত হওয়ার সূচনা হয়েছে।

১৭. দুর্ভিক্ষের জন্যে মিসরে খাদ্য শস্যের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল সম্ভবত সেই কারণে হযরত ইউসুফ আ. একথা বলেছিলেন। খাদ্য-শস্য নেয়ার জন্য এ দশ ভাই এসেছিল, কিন্তু সম্ভবত তারা নিজেদের পিতা ও একাদশতম ভাইয়ের অংশও প্রার্থনা করেছিল। হযরত ইউসুফ সম্ভবত তাদের এ প্রার্থনা শুনে বলেছিলেন যে,–"তোমাদের পিতার না আসার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে কেননা, তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ, কিন্তু তোমাদের ভাইয়ের না আসার কি যুক্তি থাকতে পারে ? যা হোক এবার তো আমি তোমাদের কথায় বিশ্বাস করে তোমাদের পুরোপুরিভাবে শস্য দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু আগামীতে যদি তোমরা তাকে সাথে নিয়ে না আস তবে তোমাদের প্রতি আস্থাস্থাপন করা যাবে না এবং তোমরা এখান থেকে কোনো শস্য পাবে না।

٦١ قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ○

৬১. তারা বললো, "আমরা চেষ্টা করবো যাতে আব্বাজান তাকে পাঠাতে রাযী হয়ে যান এবং আমরা নিশ্চয়ই এমনটি করবো।"

٦٢ وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

৬২. ইউসুফ নিজের গোলামদেরকে ইশারা করে বললো, "ওরা শস্যের বিনিময়ে যে অর্থ দিয়েছে তা চুপিসারে ওদের জিনিসপত্রের মধ্যেই রেখে দাও।" ইউসুফ এটা করলো এ আশায় যে, বাড়িতে পৌছে তারা নিজেদের ফেরত পাওয়া অর্থ চিনতে পারবে (অথবা এ দানশীলতার ফলে তারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে) এবং বিচিত্র নয় যে, তারা আবার ফিরে আসবে।

٦٣ فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○

৬৩. যখন তারা তাদের বাপের কাছে ফিরে গেলো তখন বললো, "আব্বাজান! আগামীতে আমাদের শস্য দিতে অস্বীকার করা হয়েছে, কাজেই আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা শস্য নিয়ে আসতে পারি এবং অবশ্যই আমরা তার হেফাযতের জন্য দায়ী থাকবো।"

٦٤ قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۠ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○

৬৪. বাপ জবাব দিল, "আমি কি ওর ব্যাপারে তোমাদের ওপর ঠিক তেমনি ভরসা করবো যেমন ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে করেছিলাম ? অবশ্য আল্লাহ সবচেয়ে ভালো হেফাযতকারী এবং তিনি সবচেয়ে বেশী করুণাশীল।"

٦٥ وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ۚ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ۚ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ۚ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ○

৬৫. তারপর যখন তারা নিজেদের জিনিসপত্র খুললো, তারা দেখলো, তাদের অর্থও তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। এ দৃশ্য দেখে তারা চিৎকার করে বলে উঠলো, "আব্বাজান, আমাদের আর কী চাই ! দেখুন এই আমাদের অর্থও আমাদের ফেরত দেয়া হয়েছে। ব্যস্ এবার আমরা যাবো আর নিজেদের পরিজনদের জন্য রসদ নিয়ে আসবো, নিজেদের ভাইয়ের হেফাযতও করবো এবং অতিরিক্ত একটি উট বোঝাই করে শস্যও আনবো, এ পরিমাণ শস্য বৃদ্ধি অতি সহজেই হয়ে যাবে।"

٦٦ قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ○

৬৬. তাদের বাপ বললো, "আমি কখনোই তাকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে আমার কাছে অংগীকার করবে। এ মর্মে যে, তাকে নিশ্চয়ই আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। তবে হ্যাঁ যদি কোথাও তোমরা ঘেরাও হয়ে যাও তাহলে ভিন্ন কথা।" যখন তারা তার কাছে অংগীকার করলো তখন সে বললো, "দেখো আল্লাহ আমাদের একথার রক্ষক।"

٦٧ وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَاۤ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝

৬৭. তারপর সে বললো, "হে আমার সন্তানরা! মিসরের রাজধানীতে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না[১৮] বরং বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারি না। তাঁর ছাড়া আর কারোর হুকুম চলে না, তাঁর ওপরই আমি ভরসা করি এবং যার ভরসা করতে হয় তাঁর ওপরই করতে হবে।"

٦٨ وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৬৮. আর ঘটনাক্ষেত্রে তা-ই হলো, যখন তারা নিজেদের বাপের নির্দেশ মতো শহরে (বিভিন্ন দরজা দিয়ে) প্রবেশ করল তখন তার এ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আল্লাহর ইচ্ছার মোকাবিলায় কোনো কাজে লাগলো না। তবে হ্যাঁ, ইয়াকূবের মনে যে একটি খটকা ছিল তা দূর করার জন্য সে নিজের মনমতো চেষ্টা করে নিল। অবশ্যই সে আমার দেয়া শিক্ষায় জ্ঞানবান ছিল, কিন্তু অধিকাংশ লোক প্রকৃত সত্য জানে না।

রুকূ' ঃ ৯

٦٩ وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْۤ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৬৯. তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছলে সে সহোদর ভাইকে নিজের কাছে আলাদা করে ডেকে নিল এবং তাকে বললো, "আমি তোমার সেই (হারানো) ভাই, এখন আর সেসব আচরণের জন্য দুঃখ করো না যা এরা করে এসেছে।"[১৯]

٧٠ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ۝

৭০. যখন ইউসুফ তাদের মালপত্র বোঝাই করাতে লাগলো তখন নিজের ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে নিজের পেয়ালা রেখে দিল। তারপর একজন নকীব চীৎকার করে বললো, "হে যাত্রীদল! তোমরা চোর।"

٧١ قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ۝

৭১. তারা পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলো, "তোমাদের কি হারিয়ে গেছে ?"

٧٢ قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ۝

৭২. সরকারী কর্মচারী বললো, "আমরা বাদশাহর পানপাত্র পাচ্ছি না," (এবং তাদের জমাদার বললো ঃ) "যে ব্যক্তি তা এনে দেবে তার জন্য রয়েছে পুরস্কার এক উট বোঝাই মাল। আমি এর দায়িত্ব নিচ্ছি।"

٧٣ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ۝

৭৩. এ ভাইয়েরা বললো, "আল্লাহর কসম! তোমরা খুব ভালোভাবেই জানো, আমরা এ দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে আসিনি এবং চুরি করার মতো লোক আমরা নই।"

---

১৮. সম্ভবত হযরত ইয়াকূব আ. আশংকা করেছিলেন যে, এ দুর্ভিক্ষের সময় যদি তারা এক সাথে জোটবদ্ধ হয়ে মিসরে প্রবেশ করে তবে হয়তো তাদের প্রতি সন্দেহ করা হতে পারে এবং ধারণা করা হতে পারে যে, তারা লুঠ-মারের উদ্দেশ্যে এসেছে।

১৯. এ সাক্ষাতকারের সময় সম্ভবত বিন ইয়ামীন হযরত ইউসুফ আ.-কে শুনিয়েছিলেন সৎ ভাইয়েরা তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর ওপর কি কি দুর্ব্যবহার করেছিল এবং তা শুনে হযরত ইউসুফ ভাইকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকবেন যে-'এখন তুমি আমার কাছেই থাকবে ; ঐ জালেমদের কবজায় আমি তোমাকে আর দ্বিতীয়বার যেতে দেবো না।' এও সম্ভব হতে পারে—এ সুযোগে দুই ভাইয়ের মধ্যে একথাও স্থির হয়েছিল কি কৌশল অবলম্বনে বিন ইয়ামীনকে যেতে না দিয়ে মিসরে রেখে দেয়া হবে এবং হযরত ইউসুফ আ. বিচক্ষণতার খাতিরে যে বিষয়টি আপাতত গোপন রাখতে চাচ্ছিলেন তাও গোপন থেকে যাবে।

٧٤ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ

৭৪. তারা বললো, “আচ্ছা, যদি তোমাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে চোরের কি শাস্তি হবে ?”

٧٥ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

৭৫. তারা জবাব দিল, “তার শাস্তি” যার মালপত্রের মধ্যে ঐ জিনিস পাওয়া যাবে তার শাস্তি হিসেবে তাকেই রেখে দেয়া হবে। আমাদের এখানে তো এটাই এ ধরনের যালেমদের শাস্তির পদ্ধতি।”

٧٦ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

৭৬. তখন ইউসুফ নিজের ভাইয়ের আগে তাদের থলের তল্লাশী শুরু করে দিল। তারপর নিজের ভাইয়ের থলের মধ্য থেকে হারানো জিনিস বের করে ফেললো।—এভাবে আমি নিজের কৌশলের মাধ্যমে ইউসুফকে সহায়তা করলাম। বাদশাহর দীন (অর্থাৎ মিসরের বাদশাহর আইন) অনুযায়ী নিজের ভাইকে পাকড়াও করা তার পক্ষে সংগত ছিল না, তবে যদি আল্লাহই এমনটি চান।[২০] যাকে চাই তার মর্তবা আমি বুলন্দ করে দেই আর একজন জ্ঞানবান এমন আছে যে প্রত্যেক জ্ঞানবানের চেয়ে জ্ঞানী।

٧٧ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ

৭৭. এ ভাইয়েরা বললো, “এ যদি চুরি করে থাকে তাহলে অবাক হবার কিছু নেই, কারণ এর আগে এর ভাইও (ইউসুফ) চুরি করেছিল।” ইউসুফ তাদের একথা শুনে আত্মস্থ করে ফেললো, সত্য তাদের কাছে প্রকাশ করলো না, শুধুমাত্র (মনে মনে) এতটুকু বলে থেমে গেলো, “বড়ই বদ তোমরা (আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার ওপর) এই যে দোষারোপ তোমরা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ প্রকৃত সত্য ভালোভাবে অবগত।”

٧٨ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

৭৮. তারা বললো, “হে ক্ষমতাসীন সরদার (আযীয)![২১] এর বাপ অত্যন্ত বৃদ্ধ, এর জায়গায় আপনি আমাদের কাউকে রেখে দিন। আমরা আপনাকে বড়ই সদাচারী ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছি।”

٧٩ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ

৭৯. ইউসুফ বললেন, “আল্লাহর পানাহ! অন্য কাউকে আমরা কেমন করে রাখতে পারি ? যার কাছে আমরা নিজেদের জিনিস পেয়েছি[২২] তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে রাখলে আমরা যালেম হয়ে যাবো।”

২০. সাধারণত এ আয়াতের তরজমা এরূপ করা হয়ে থাকে যে, 'ইউসুফ আ. বাদশাহের আইন অনুযায়ী নিজের ভাইকে আটক করতে পারতেন না, কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করলে কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। বাদশাহের আইনে চোরকে আটক করতে না পারার কি কারণ থাকতে পারে ? পৃথিবীতে কখনও এরূপ কোনো রাজত্ব কি বর্তমান ছিল যার আইন চোরকে গ্রেফতার করার অনুমতি দেয় না ? সুতরাং সঠিক কথা হচ্ছে—আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফের পক্ষে একথা শোভা পায় না যে, তিনি বাদশাহের কানুন অনুযায়ী কাজ করবেন। সে জন্যে হযরত ইউসুফ ভাইদের কাছে তাদের ওখানকার আইন কি তা জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং ইবরাহীমি শরীয়ত অনুসারে নিজের ভাইকে আটক করেছিলেন।

২১. এখানে ইউসুফ আ.-এর প্রতি 'আযীয' শব্দ প্রযুক্ত হওয়ার কারণেই মাত্র তাফসীরকারেরা অনুমান করেছেন যে—ইতিপূর্বেই জুলায়খার স্বামী যে পদে অধিষ্ঠিত ছিল হযরত ইউসুফ সেই পদেই নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ৯ টীকাতে আমি একথা পরিষ্কার রূপে ব্যাখ্যা করেছি যে—এটা মিসরে কোনো বিশেষ পদের নাম ছিল না বরং মাত্র 'ক্ষমতার অধিকারী'—এ অর্থে শব্দটি ব্যবহার হতো।

রুকূ' ঃ ১০

٨٠ فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ○

৮০. যখন তারা ইউসুফের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেলো তখন একান্তে পরামর্শ করতে লাগলো। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বয়সে বড় ছিল সে বললোঃ "তোমরা কি জান না, তোমাদের বাপ তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে কি অংগীকার নিয়েছেন এবং ইতিপূর্বে ইউসুফের ব্যাপারে তোমরা যেসব বাড়াবাড়ি করেছো তাও তোমরা জানো। এখন আমি তো এখান থেকে কখনোই যাবো না যে পর্যন্ত না আমার বাপ আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার ব্যাপারে কোনো ফায়সালা করে দেন, কেননা তিনি সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী।

٨١ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ○

৮১. তোমরা তোমাদের বাপের কাছে ফিরে গিয়ে বলো, "আব্বাজান, আপনার ছেলে চুরি করেছে, আমরা তাকে চুরি করতে দেখিনি, যতটুকু আমরা জেনেছি শুধু ততটুকুই বর্ণনা করছি এবং অদৃশ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করাতো আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

٨٢ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ○

৮২. আমরা যে পল্লীতে ছিলাম সেখানকার লোক-জনদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন এবং যে কাফেলার সাথে আমরা ছিলাম তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, আমরা যা বলছি।"

٨٣ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ○

৮৩. ইয়াকূব এ কাহিনী শুনে বললো, "আসলে তোমাদের মন তোমাদের জন্য আরো একটি বড় ঘটনাকে সহজ করে দিয়েছে।[২৩] ঠিক আছে, এ ব্যাপারেও আমি সবর করবো এবং ভালো করেই করবো। হয়তো আল্লাহ এদের সবাইকে এনে আমার সাথে মিলিয়ে দেবেন। তিনি সবকিছু জানেন এবং তিনি জ্ঞানের ভিত্তিতে সমস্ত কাজ করেন।"

২২. এখানে অবলম্বিত সতর্কতার প্রতি লক্ষ্য করুন—'চোর' বলা হচ্ছে না, বরং এই বলা হয়েছে যে-'যার কাছে আমরা নিজেদের মাল পেয়েছি শরীয়তের পরিভাষায় একেই 'তাওরিয়া' বলে। অর্থাৎ আসল তত্ত্বের ওপর পর্দা ঢাকা বা প্রকৃত ঘটনাকে গোপন করা। বাস্তবে ঘটেনি এমন কথা বলা ছাড়া বা অসত্য কোনো কৌশল অবলম্বন করা ছাড়া যখন কোনো অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত থেকে বাঁচানোর বা কোনো বৃহত্তর জুলুমকে নিবারণ করার অন্য কোনো উপায় না থাকে তবে সেই অবস্থায় একজন পরহেযগার লোক সুস্পষ্ট মিথ্যা বলতে সংকোচ করে এরূপ কথা বলতে বা এরূপ তদ্বির করার চেষ্টা করবে যাতে প্রকৃত ঘটনাকে গুপ্ত রেখে অন্যায়ের প্রতিকার করা যায়। এখন লক্ষ্য করুন—সমস্ত ব্যাপারটিতে হযরত ইউসুফ আ. কিরূপে বৈধ 'তাওরিয়া'-র শর্ত পূরণ করেছেন। ভাই এর অনুমোদন নিয়ে তাঁর জিনিসের মধ্যে পিয়ালা রেখে দিয়েছিলেন, কিন্তু কর্মচারীদেরকে তিনি একথা বলেননি যে, এর ওপর তোমরা চুরির অপবাদ আরোপ কর। অতপর যখন সরকারী কর্মচারীরা চুরির অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে এলো তখন তিনি নীরবে উঠে 'তল্লাশি' গ্রহণ করলেন। তারপর যখন ভাইরা বললো যে, বিন ইয়ামীনের স্থলে আমাদের মধ্যে কাউকে আটক রাখুন তখন তাদেরই কথা নিয়ে তিনি তাদের জবাব দিলেন যে—তোমাদের নিজেদের রায়তো এ ছিল যে, যার জিনিসপত্র থেকে মাল পাওয়া যাবে তাকেই আটক করা হোক। এখন তোমাদেরই সামনে বিন ইয়ামীনের মালের মধ্য থেকেই আমার জিনিস পাওয়া গেছে। তাই আমি তাকেই আটক রাখছি, অন্যকে তার পরিবর্তে কেমন করে রাখতে পারি?

২৩. অর্থাৎ আমার সেই পুত্র সম্বন্ধে যার সৎ চরিত্র সম্পর্কে আমি খুব ভালোভাবেই জানি তোমাদের এ ধারণা করে নেয়া খুবই সহজ হলো যে, সে একটি পিয়ালা চুরি করতে পারে। এর পূর্বে তোমাদের এক ভাইকে জেনেশুনে গুম করে দিয়ে তার জামাতে মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে নিয়ে আসা খুবই সহজ কাজ ছিল। এখন আবার অন্য ভাইকে চোর বলে স্বীকার করে নেয়া ও আমাকে এ সংবাদ দেয়াও তোমাদের পক্ষে সেই রকমেই সহজ হয়ে গেছে।

(٨٤) وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ○

৮৪. তারপর সে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বসে গেলো এবং বলতে লাগলো, "হায় ইউসুফ!"—সে মনে মনে দুঃখে ও শোকে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছিল এবং তার চোখগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিল—

(٨٥) قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ○

৮৫. ছেলেরা বললো, "আল্লাহর দোহাই! আপনি তো শুধু ইউসুফের কথাই স্মরণ করে যাচ্ছেন। অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তার শোকে আপনি নিজেকে দিশেহারা করে ফেলবেন অথবা নিজের প্রাণ সংহার করবেন।"

(٨٦) قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৮৬. সে বললো, "আমি আমার পেরেশানি এবং আমার দুঃখের ফরিয়াদ আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে করছি না। আর আল্লাহর ব্যাপারে আমি যতটুকু জানি তোমরা ততটুকু জানো না।

(٨٧) يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

৮৭. হে আমার ছেলেরা! তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের ব্যাপারে কিছু অনুসন্ধান চালাও। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। তাঁর রহমত থেকে তো একমাত্র কাফেররাই নিরাশ হয়।"

(٨٨) فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ○

৮৮. যখন তারা মিসরে গিয়ে ইউসুফের সামনে হাযির হলো তখন আরয করলো, "হে পরাক্রান্ত শাসক! আমরা ও আমাদের পরিবার পরিজন কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়েছি এবং আমরা মাত্র সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের পূর্ণমাত্রায় শস্য দিয়ে দিন এবং আমাদেরকে দান করুন, আল্লাহ দানকারীদেরকে প্রতিদান দেন।"

(٨٩) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ○

৮৯. (একথা শুনে ইউসুফ আর চুপ থাকতে পারলো না) সে বললো, "তোমরা কি জানো, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার করেছিলে, যখন তোমরা অজ্ঞ ছিলে ?"

(٩٠) قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ۗ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِيْ ۖ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ۗ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৯০. তারা চমকে উঠে বললো, "হায় তুমিই ইউসুফ নাকি ?" সে বললো, "হ্যাঁ, আমি ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আসলে কেউ যদি তাকওয়া ও সবর অবলম্বন করে তাহলে আল্লাহর কাছে এ ধরনের সৎলোকদের কর্মফল নষ্ট হয়ে যায় না।"

(٩١) قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ○

৯১. তারা বললো, "আল্লাহর কসম, আল্লাহ তোমাকে আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং যথার্থই আমরা অপরাধী ছিলাম।"

(٩٢) قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۗ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○

৯২. সে জবাব দিল, "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিন। তিনি সবার প্রতি অনুগ্রহকারী।

٩٣ اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

৯৩. যাও, আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটি আমার পিতার চেহারার ওপর রেখো, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের সমস্ত পরিবার পরিজনকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

রুকূ' ঃ ১১

٩٤ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ○

৯৪. কাফেলাটি যখন (মিসর থেকে) রওয়ানা দিল তখন তাদের বাপ (কেনানে) বললো, "আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি, তোমরা যেন আমাকে একথা বলো না যে, বুড়ো বয়সে আমার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছে।"

٩٥ قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ○

৯৫. ঘরের লোকেরা বললো, "আল্লাহর কসম, আপনি এখনো নিজের সেই পুরাতন পাগলামি নিয়েই আছেন।"

٩٦ فَلَمَّاۤ اَنْ جَاۤءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৯৬. তারপর যখন সুখবর বহনকারী এলো তখন সে ইউসুফের জামা ইয়াকূবের চেহারার ওপর রাখলো এবং অকস্মাত তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। তখন সে বললো, "আমি না তোমাদের বলেছিলাম, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব কথা জানি যা তোমরা জানো না ?"

٩٧ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَاۤ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ○

৯৭. সবাই বলে উঠলো, "আব্বাজান! আপনি আমাদের গোনাহ মাফের জন্য দোয়া করুন, সত্যিই আমরা অপরাধী ছিলাম।"

٩٨ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

৯৮. তিনি বললেন, "আমি আমার রবের কাছে তোমাদের মাগফেরাতের জন্য আবেদন জানাবো, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

٩٩ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ○

৯৯. তারপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌছলো তখন সে নিজের বাপ-মাকে নিজের কাছে বসালো এবং (নিজের সমগ্র পরিবার পরিজনকে) বললো, "চলো, এবার শহরে চলো, আল্লাহ চাহেতো শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করবে।"

١٠٠ وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۫ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ۗ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْۤ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَاۤءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ۗ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاۤءُ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

১০০. (শহরে প্রবেশ করার পর) সে নিজের বাপ-মাকে উঠিয়ে নিজের পাশে সিংহাসনে বসালো এবং সবাই তার সামনে স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদায় ঝুঁকে পড়লো।[২৪] ইউসুফ বললো, "আব্বাজান! আমি ইতিপূর্বে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম এ হচ্ছে তার তা'বীর। আমার রব তাকে সত্যে পরিণত করেছেন। আমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ হিসেবে তিনি আমাকে কারাগার থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এনে আমার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। আসলে আমার রব অননুভূত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেন। নিসন্দেহে তিনি সবকিছু জানেন ও সুগভীর প্রজ্ঞার অধিকারী।

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۟ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝١٠١

১০১. হে আমার রব! তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছো এবং আমাকে কথার গভীরে প্রবেশ করা শিখিয়েছো। হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা! দুনিয়ায় ও আখেরাতে তুমিই আমার অভিভাবক। ইসলামের ওপর আমাকে মৃত্যু দান করো এবং পরিণামে আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তরভুক্ত করো।”

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝١٠٢

১০২. হে মুহাম্মদ! এ কাহিনী অদৃশ্যলোকের খবরের অন্তরভুক্ত, যা আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি। নয়তো, তুমি তখন উপস্থিত ছিলে না যখন ইউসুফের ভাইয়েরা একজোট হয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল।

وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝١٠٣

১০৩. কিন্তু তুমি যতই চাওনা কেন অধিকাংশ লোক তা মানবে না।

وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝١٠٤

১০৪. অথচ তুমি এ খেদমতের বিনিময়ে তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিকও চাচ্ছো না। এটা তো দুনিয়াবাসীদের জন্য সাধারণভাবে একটি নসীহত ছাড়া আর কিছুই নয়।

রুকূ' ঃ ১২

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝١٠٥

১০৫. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন রয়েছে, যেগুলো তারা অতিক্রম করে যায়, কিন্তু সেদিকে একটুও দৃষ্টিপাত করে না।

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ۝١٠٦

১০৬. তাদের বেশীর ভাগ আল্লাহকে মানে কিন্তু তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে।

اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝١٠٧

১০৭. তারা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আল্লাহর আযাবের কোনো আকস্মিক আক্রমণ তাদেরকে গ্রাস করে নেবে না অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের ওপর সহসা কিয়ামত এসে যাবে না?

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۭ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝١٠٨

১০৮. তাদেরকে পরিষ্কার বলে দাও ঃ আমার পথতো এটাই, আমি আল্লাহর দিকে ডাকি, আমি নিজেও পূর্ণ আলোকে নিজের পথ দেখছি এবং আমার সাথীরাও। আর আল্লাহ পাক-পবিত্র এবং শিরককারীদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

২৪. এ 'সেজদা' শব্দ দ্বারা অনেক লোকের ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি একে যুক্তি স্বরূপ ব্যবহার করে একদল তো বাদশাহ ও পীরদের প্রতি সম্মানসূচক সেজদার বৈধতা প্রমাণ করতে চান। অন্যান্যরা এ দোষ থেকে বাঁচার জন্য এরূপ ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হন যে, পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে মাত্র ইবাদাতের সেজদা গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যের) জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইবাদাতের মনন ও প্রেরণা যে সেজদার মূলে থাকে না এমন সেজদা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে করা যেতে পারতো। অবশ্য শরীয়তে মুহাম্মদীতে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রকারের সেজদাই হারাম করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ 'সেজদা' শব্দকে বর্তমান ইসলামী পরিভাষার অর্থে—অর্থাৎ হাত, হাঁটু ও কপাল ভূপতিত করে সেজদা করার অর্থে বুঝার কারণেই যতকিছু ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেজদার আসল অর্থ হচ্ছে—নত হওয়া এবং এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

১০৯. হে মুহাম্মদ! তোমার পূর্বে আমি যে নবীদেরকে পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই মানুষই ছিল, এসব জন-বসতিরই অধিবাসী ছিল এবং তাদের কাছেই আমি অহী পাঠাতে থেকেছি। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্বে যেসব জাতি চলে গেছে তাদের পরিণাম দেখেনি ? নিশ্চিতভাবেই আখেরাতের আবাস তাদের জন্য আরো বেশী ভালো যারা (নবীর কথা মেনে নিয়ে) তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেছে। এখনো কি তোমরা বুঝবে না ?

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْءَاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝١٠٩

১১০. (আগের নবীদের সাথেও এমনটি হতে থেকেছে। অর্থাৎ তারা দীর্ঘদিন উপদেশ দিয়ে গেছেন কিন্তু লোকেরা তাদের কথা শোনেনি।) এমনকি যখন নবীরা লোকদের থেকে হতাশ হয়ে গেলো এবং লোকেরাও ভাবলো তাদেরকে মিথ্যা বলা হয়েছিল তখন অকস্মাত আমার সাহায্য নবীদের কাছে পৌঁছে গেলো। তারপর এ ধরনের সময় যখন এসে যায় তখন আমার নিয়ম হচ্ছে, যাকে আমি চাই তাকে রক্ষা করি এবং অপরাধীদের প্রতি আমার আযাব তো রদ করা যেতে পারে না।

حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسْتَيْـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا۟ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۝١١٠

১১১. পূর্ববর্তী লোকদের এ কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধি ও বিবেচনা সম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। কুরআনে এ যা কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে এগুলো বানোয়াট কথা নয় বরং এগুলো ইতিপূর্বে এসে যাওয়া কিতাবগুলোতে বর্ণিত সত্যের সমর্থন এবং সবকিছুর বিশদ বিবরণ,[২৫] আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝١١١

২৫. অর্থাৎ মানুষের হেদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ। কেউ কেউ 'প্রত্যেক জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ' বলতে খামাখা দুনিয়া শুদ্ধ জিনিসের বিস্তারিত বিবরণগ্রহণ করে এবং তারপর তাদের এ পেরেশানি দেখা দেয় যে, কুরআনে উদ্ভিদ বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, অংক শাস্ত্র ও অন্যান্য বিদ্যা ও কলা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না এবং অপর একদল ব্যক্তি জোর করেই প্রত্যেক বিদ্যার বিস্তৃত বিবরণ কুরআন থেকে বের করতে শুরু করে দেয়।

সূরা আর্ রা'দ

১৩

নামকরণ

তের নম্বর আয়াতের وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ বাক্যাংশের "আর্ রা'দ" শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ নামকরণের মানে এ নয় যে, এ সূরায় রা'দ অর্থাৎ মেঘগর্জনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বরং এটা শুধু আলামত হিসেবে একথা প্রকাশ করে যে, এ সূরায় "রাদ" উল্লেখিত হয়েছে বা "রা'দ"-এর কথা বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

৪ ও ৬ রুকূ'র বিষয়বস্তু সাক্ষ্য দিচ্ছে, এ সূরাটিও সূরা ইউনূস, হূদ ও আ'রাফের সমসময়ে নাযিল হয়। অর্থাৎ মক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে। বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হচ্ছে, নবী সা. দাওয়াত শুরু করার পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। বিরোধী পক্ষ তাঁকে লাঞ্ছিত করার এবং তাঁর মিশনকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। মুমিনরা বারবার এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে থাকে, হায়! যদি কোনো প্রকার অলৌকিক কাণ্ড-কারখানার মাধ্যমে এ লোকগুলোকে সত্য সরল পথে আনা যায়। অন্যদিকে আল্লাহ মুসলমানদেরকে এ মর্মে বুঝাচ্ছেন যে, ঈমানের পথ দেখাবার এ পদ্ধতি আমার এখানে প্রচলিত নেই আর যদি ইসলামের শত্রুদের রশি ঢিলে করে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে এটা এমন কোনো ব্যাপার নয় যার ফলে তোমরা ভয় পেয়ে যাবে। তারপর ৩১ আয়াত থেকে জানা যায়, বার বার কাফেরদের হঠকারিতার এমন প্রকাশ ঘটেছে যারপর ন্যায়সংগতভাবে একথা বলা যায় যে, যদি কবর থেকে মৃত ব্যক্তিরাও উঠে আসেন তাহলেও এরা মেনে নেবে না বরং এ ঘটনার কোনো না কোনো ব্যাখ্যা করে নেবে। এসব কথা থেকে অনুমান করা যায় যে, এ সূরাটি মক্কার শেষ যুগে নাযিল হয়ে থাকবে।

কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু

সূরার মূল বক্তব্য প্রথম আয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুহাম্মদ সা. যা কিছু পেশ করছেন তাই সত্য কিন্তু এ লোকেরা তা মেনে নিচ্ছে না, এটা এদের ভুল। এ বক্তব্যই সমগ্র ভাষণটির কেন্দ্রীয় বিষয়। এ প্রসংগে বার বার বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাওহীদ, রিসালাত ও পরকালের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। এগুলোর প্রতি ঈমান আনার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ফায়দা বুঝানো হয়েছে। এগুলো অস্বীকার করার ক্ষতি জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ সংগে একথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া হয়েছে যে, কুফরী আসলে পুরোপুরি একটি নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর এ সমগ্র বর্ণনাটির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বুদ্ধি-বিবেককে দীক্ষিত করা নয় বরং মনকে ঈমানের দিকে আকৃষ্ট করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল-প্রমাণ পেশ করেই শেষ করে দেয়া হয়নি, এ সংগে এক একটি দলীল ও এক একটি প্রমাণ পেশ করার পর থেমে গিয়ে নানা প্রকার ভীতি প্রদর্শন, উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি এবং স্নেহপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে অজ্ঞ লোকদের নিজেদের বিভ্রান্তিকর হঠকারিতা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

ভাষণের মাঝখানে বিভিন্ন জায়গায় বিরোধীদের আপত্তিসমূহের উল্লেখ না করেই তার জবাব দেয়া হয়েছে। মুহাম্মদ সা.-এর দাওয়াতের ব্যাপারে লোকদের মনে যেসব সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল অথবা বিরোধীদের পক্ষ থেকে সৃষ্টি করা হচ্ছিল সেগুলো দূর করা হয়েছে। এ সংগে মুমিনরা কয়েক বছরের দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রামের কারণে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল এবং অস্থির চিত্তে অদৃশ্য সাহায্যের প্রতীক্ষা করছিল, তাই তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

❐

আয়াত-৪৩ ১৩-সূরা আর্ রা'দ--মাক্কী রুকূ'-৬

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

١ الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝
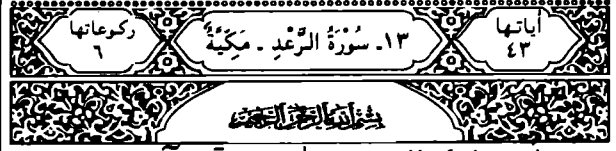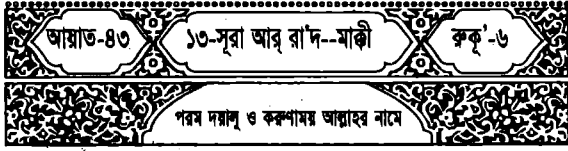
১. আলিফ-লাম-মীম-র। এগুলো আল্লাহর কিতাবের আয়াত। আর তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যাকিছু নাযিল হয়েছে তা প্রকৃত সত্য কিন্তু (তোমার কওমের) অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না।

٢ اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۝

২. আল্লাহই আকাশসমূহ স্থাপন করেছেন এমন কোনো স্তম্ভ ছাড়াই যা তোমরা দেখতে পাও।[১] তারপর তিনি নিজের শাসন কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হয়েছেন। আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে একটি আইনের অধীন করেছেন। এ সমগ্র ব্যবস্থার প্রত্যেকটি জিনিস একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে। আল্লাহই এ সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপনা করছেন। তিনি নিদর্শনাবলী খুলে খুলে বর্ণনা করেন,[২] সম্ভবত তোমরা নিজের রবের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারটি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করবে।

٣ وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

৩. আর তিনিই এ ভূতলকে বিছিয়ে রেখেছেন, এর মধ্যে পাহাড়ের খুঁটি গেড়ে দিয়েছেন এবং নদী প্রবাহিত করেছেন। তিনিই সব রকম ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায় এবং তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে ফেলেন। এ সমস্ত জিনিসের মধ্যে বহুতর নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

٤ وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۟ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

৪. আর দেখো, পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন আলাদা আলাদা ভূখণ্ড, রয়েছে আঙুর বাগান, শস্যক্ষেত, খেজুর গাছ—কিছু একাধিক কাণ্ডবিশিষ্ট আবার কিছু এককাণ্ড বিশিষ্ট, সবাই সিঞ্চিত একই পানিতে কিন্তু স্বাদের ক্ষেত্রে আমি করে দেই তাদের কোনোটাকে বেশী ভালো এবং কোনোটাকে কম ভালো। এসব জিনিসের মধ্যে যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায় তাদের জন্য রয়েছে বহুতর নিদর্শন।

১. অন্য কথায়—আসমানসমূহকে অদৃশ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত নির্ভরসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দৃশ্যত মহাশূন্যে এরূপ কোনো বস্তু নেই যা অসংখ্য অগণন গ্রহ-নক্ষত্রকে ধারণ করে আছে। কিন্তু এক ইন্দ্রিয়াতীত শক্তি প্রত্যেককে তার অক্ষে ও কক্ষ পথে ধারণ করে আছে এবং এ বিরাট বিপুল বস্তুসমূহকে পৃথিবীর ওপর আপতিত হওয়ার থেকে বা তাদের পারস্পরিক সংঘর্ষ থেকে বিরত রেখেছে।

২. অর্থাৎ এ বিষয়ের নিদর্শনাবলী যে—রসূল স. যে সত্যসমূহের সংবাদ দান করেছেন তা বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত সত্য। বিশ্বব্যবস্থায় প্রত্যেক দিকেই সে সবের সত্যতার সাক্ষ্য দানকারী নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান। মানুষ যদি তার দৃষ্টি উন্মুক্ত করে দেখে তবে পবিত্র কুরআনে যে সমস্ত কথার প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে যমীন ও আসমানের মধ্যে বিস্তৃত অসংখ্য নিদর্শনসমূহ সে সবের সত্যতার সাক্ষ্য দান করছে।

⑤ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

৫. এখন যদি তুমি বিস্মিত হও, তাহলে লোকদের একথাটিই বিস্ময়কর ঃ "মরে মাটিতে মিশে যাবার পর কি আমাদের আবার নতুন করে পয়দা করা হবে ?" এরা এমনসব লোক যারা নিজেদের রবের সাথে কুফরী করেছে।[৩] এরা এমনসব লোক যাদের গলায় শিকল পরানো আছে।[৪] এরা জাহান্নামী এবং চিরকাল জাহান্নামেই থাকবে।

⑥ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ○

৬. এ লোকেরা ভালোর পূর্বে মন্দের জন্য তাড়াহুড়ো করছে।[৫] অথচ এদের আগে (যারাই এ নীতি অবলম্বন করেছে তাদের ওপর আল্লাহর আযাবের) বহু শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত অতীত হয়ে গেছে। একথা সত্য, তোমার রব লোকদের বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তাদের প্রতি ক্ষমাশীল আবার একথাও সত্য যে, তোমার রব কঠোর শাস্তিদাতা।

⑦ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ○

৭. যারা তোমার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বলে, "এ ব্যক্তির ওপর এর রবের পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন ?"—তুমি তো শুধুমাত্র একজন সতর্ককারী, আর প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য রয়েছে একজন পথপ্রদর্শক।

রুকূ' ঃ ২

⑧ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ○

৮. আল্লাহ প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভ সম্পর্কে জানেন। যাকিছু তার মধ্যে গঠিত হয় তাও তিনি জানেন এবং যাকিছু তার মধ্যে কমবেশী হয় সে সম্পর্কেও তিনি খবর রাখেন। তাঁর কাছে প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট রয়েছে।

⑨ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ○

৯. তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান প্রত্যেক জিনিসের জ্ঞান রাখেন। তিনি মহান ও সর্বাবস্থায় সবার ওপর অবস্থান করেন।

⑩ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ○

১০. তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি জোরে কথা বলুক বা নিচু স্বরে এবং কেউ রাতের আঁধারে লুকিয়ে থাকুক বা দিনের আলোয় চলতে থাকুক,

৩. অর্থাৎ তাদের পরকালকে অস্বীকার করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর ক্ষমতা এবং জ্ঞান-কৌশল ও বিজ্ঞতাকে অস্বীকার করা। তারা মাত্র এতটুকুই বলে না যে, মাটিতে মিশে যাওয়ার পর আমাদের পক্ষে দ্বিতীয়বার পয়দা হওয়া অসম্ভব। তাছাড়া তাদের কথার মধ্যে এ ধারণাও গুপ্ত আছে যে—মাআয আল্লাহ! যে আল্লাহ তাদের পয়দা করেছেন তিনি অক্ষম, নাচার, মূর্খ ও অজ্ঞান।

৪. গরদানে তওক পড়ে থাকার অর্থ কয়েদী হওয়ার আলামত। তাদের গরদানে তওক পড়ে থাকার অর্থ হচ্ছে তারা নিজেদের মূর্খতার, নিজেদের হঠকারিতার, নিজেদের প্রবৃত্তিপরায়ণতার এবং নিজেদের পিতা-পিতামহদের অন্ধ অনুকরণ অনুসরণের বন্দী হয়ে আছে ; তারা স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করতে অক্ষম। তাদের সংস্কারাদি তাদেরকে এরূপভাবে বেষ্টন করে রেখেছে যে, তারা পরকালের অস্তিত্ব কিছুতেই স্বীকার করতে পারছে না, যদিও তা স্বীকার করা একান্ত যুক্তিসংগত ও তা অস্বীকার করা নিতান্ত অযৌক্তিক।

৫. অর্থাৎ শাস্তির প্রার্থনা জানাচ্ছে।

(١١) لَهُ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ سُوٓءٗا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ ○

১১. তাঁর জন্য সবই সমান। প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে ও পেছনে তাঁর নিযুক্ত পাহারাদার লেগে রয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমে তার দেখাশুনা করছে। আসলে আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থা বদলান না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের গুণাবলী বদলে ফেলে। আর আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে দুর্ভাগ্য কবলিত করার ফায়সালা করে ফেলেন তখন কারো রদ করায় তা রদ হতে পারে না এবং আল্লাহর মোকাবিলায় এমন জাতির কোনো সহায় ও সাহায্যকারী হতে পারে না।

(١٢) هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلۡبَرۡقَ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ○

১২. তিনিই তোমাদের সামনে বিজলী চমকান, যা দেখে তোমাদের মধ্যে আশংকার সঞ্চার হয় আবার আশাও জাগে।

(١٣) وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعۡدُ بِحَمۡدِهِۦ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ مِنۡ خِيفَتِهِۦ وَيُرۡسِلُ ٱلصَّوَٰعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمۡ يُجَٰدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلۡمِحَالِ ○

১৩. তিনিই পানিভরা মেঘ উঠান। মেঘের গর্জন তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে[৬] এবং ফেরেশতারা তাঁর ভয়ে কম্পিত হয়ে তাঁর তাসবীহ করে। তিনি বজ্রপাত করেন এবং (অনেক সময়) তাকে যার ওপর চান, ঠিক সে যখন আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত তখনই নিক্ষেপ করেন। আসলে তাঁর কৌশল বড়ই জবরদস্ত।

(١٤) لَهُۥ دَعۡوَةُ ٱلۡحَقِّۖ وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسۡتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيۡءٍ إِلَّا كَبَٰسِطِ كَفَّيۡهِ إِلَى ٱلۡمَآءِ لِيَبۡلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَٰلِغِهِۦۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ ○

১৪. একমাত্র তাঁকেই ডাকা সঠিক।[৭] আর অন্যান্য সত্তাসমূহ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে এ লোকেরা ডাকে, তারা তাদের প্রার্থনায় কোনো সাড়া দিতে পারে না। তাদেরকে ডাকা তো ঠিক এমনি ধরনের যেমন কোনো ব্যক্তি পানির দিকে হাত বাড়িয়ে তার কাছে আবেদন জানায়, তুমি আমার মুখে পৌছে যাও, অথচ পানি তার মুখে পৌছতে সক্ষম নয়। ঠিক এমনিভাবে কাফেরদের দোয়াও একটি লক্ষভ্রষ্ট তীর ছাড়া আর কিছুই নয়।

(١٥) وَلِلَّهِ يَسۡجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ طَوۡعٗا وَكَرۡهٗا وَظِلَٰلُهُم بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ ○

১৫. আল্লাহকে সিজ্দা করছে[৮] পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি বস্তু ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় এবং প্রত্যেক বস্তুর ছায়া সকাল-সাঁঝে তাঁর সামনে নত হয়।[৯]

৬. অর্থাৎ মেঘের গর্জনএ সত্য ঘোষণা করে যে, যে আল্লাহ এ বাতাস প্রবাহিত করেছেন, এ বাষ্প উত্থিত করেছেন এবং ঘন মেঘ জমা করেছেন, বিদ্যুতকে বারি বর্ষণের উপায় স্বরূপ করেছেন এবং এভাবে পৃথিবীর সৃষ্ট জীবসমূহের জন্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন তিনি নিজের জ্ঞান ও বিজ্ঞতায় পূর্ণ। নিজের গুণরাজিতে অকলংক এবং নিজের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বে অংশবিহীন। পশুদের ন্যায় যারা মাত্র শোনে তারা তো মেঘের গর্জনে মাত্র গর্জনেরই আওয়াজটুকু শুনতে পায়, কিন্তু যাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও আত্মচেতনা সম্পন্ন কান আছে তারা মেঘের ভাষায় তাওহীদের—আল্লাহর একত্বের—ঘোষণা শুনতে পান।

৭. আহ্বান করার অর্থ—নিজের প্রয়োজন ও অভাবে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা। একথার মর্ম হচ্ছে ঃ প্রয়োজন পূর্ণ করার এবং দুঃখ-কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি দূর করার সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই হাতে। সুতরাং প্রার্থনা মাত্র তাঁরই কাছে জানানো উচিত।

৮. 'সেজদার' অর্থ আনুগত্যে বিনত হওয়া, আদেশ পালন করা ও পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা।

৯. ছায়াসমূহের 'সেজদা' করার অর্থ হচ্ছে ঃ বস্তুর ছায়াসমূহের সকাল ও সন্ধ্যায় পূর্ব ও পশ্চিম দিকে পতিত হওয়া, এ সত্যের নিদর্শন স্বরূপ যে সব জিনিসই কারোর নির্দেশের অনুসারী—কারোর নির্ধারিত আইনের অধীন।

⑯ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ۬ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ۬ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

১৬. এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আকাশ ও পৃথিবীর রব কে ? —বলো আল্লাহ! তারপর এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আসল ব্যাপার যখন এই তখন তোমরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন মাবুদদেরকে নিজেদের কার্যসম্পাদনকারী বানিয়ে নিয়েছো যারা তাদের নিজেদের জন্যও কোনো লাভ ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না ? বলো অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হয়ে থাকে ? আলো ও আঁধার কি এক রকম হয় ? যদি এমন না হয়, তাহলে তাদের বানানো শরীকরাও কি আল্লাহর মতো কিছু সৃষ্টি করেছে, যে কারণে তারাও সৃষ্টি ক্ষমতার অধিকারী বলে সন্দেহ হয়েছে ?—বলো, প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তিনি একক ও সবার ওপর পরাক্রমশালী।

⑰ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ ۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ؕ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ؕ۬ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ○

১৭. আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং প্রত্যেক নদী-নালা নিজের সাধ্য অনুযায়ী তা নিয়ে প্রবাহিত হয়। তারপর যখন প্লাবণ আসে তখন ফেনা পানির ওপরে ভাসতে থাকে। আর লোকেরা অলংকার ও তৈজসপত্রাদি নির্মাণের জন্য যেসব ধাতু গরম করে তার ওপরও ঠিক এমনি ফেনা ভেসে ওঠে। এ উপমার সাহায্যে আল্লাহ হক ও বাতিলের বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেন। ফেনারাশি উড়ে যায় এবং যে বস্তুটি মানুষের জন্য উপকারী হয় তা যমীনে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ উপমার সাহায্যে নিজের কথা বুঝিয়ে থাকেন।

⑱ لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ؔؕ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ۬ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

১৮. যারা নিজেদের রবের দাওয়াত গ্রহণ করেছে তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে আর যারা তা গ্রহণ করেনি তারা যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের মালিক হয়ে যায় এবং এ পরিমাণ আরো সংগ্রহ করে নেয় তাহলেও তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য এ সমস্তকে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিতে তৈরি হয়ে যাবে। এদের হিসেব নেয়া হবে নিকৃষ্টভাবে এবং এদের আবাস হয়ে জাহান্নাম, বড়ই নিকৃষ্ট আবাস।

রুকূ' ঃ ৩

⑲ اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

১৯. আচ্ছা তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার ওপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে, তাকে যে ব্যক্তি সত্য মনে করে আর যে ব্যক্তি এ সত্যটির ব্যাপারে অন্ধ, তারা দু'জন সমান হবে, এটা কেমন করে সম্ভব ? উপদেশ তো শুধু বিবেকবান লোকেরাই গ্রহণ করে।

⑳ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ○

২০. আর তাদের কর্মপদ্ধতি এমন হয় যে, তারা আল্লাহকে প্রদত্ত নিজেদের অংগীকার পালন করে এবং তাকে মযবুত করে বাঁধার পর ভেঙ্গে ফেলে না।

(٢١) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ○

২১. তাদের নীতি হয়, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক ও বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখার হুকুম দিয়েছেন, সেগুলো তারা অক্ষুণ্ন রাখে, নিজেদের রবকে ভয় করে এবং তাদের থেকে কড়া হিসেব না নেয়া হয় এই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে।

(٢٢) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ○

২২. তাদের অবস্থা হয় এই যে, নিজেদের রবের সন্তুষ্টির জন্য তারা সবর করে, নামায কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে এবং ভালো দিয়ে মন্দ দূরীভূত করে। আখেরাতের গৃহ হচ্ছে তাদের জন্যই। অর্থাৎ এমন সব বাগান যা হবে তাদের চিরস্থায়ী্ট আবাস।

(٢٣) جَنّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ○

২৩. তারা নিজেরা তার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদারা ও স্ত্রী-সন্তানদের মধ্য থেকে যারা সৎ-কর্মশীল হবে তারাও তাদের সাথে সেখানে যাবে। ফেরেশতারা সব দিক থেকে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আসবে

(٢٤) سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ○

২৪. এবং তাদেরকে বলবে ঃ "তোমাদের প্রতি শান্তি। তোমরা দুনিয়ায় যেভাবে সবর করে এসেছো তার বিনিময়ে আজ তোমরা এর অধিকারী হয়েছো।"— কাজেই কতই চমৎকার এ আখেরাতের গৃহ!

(٢٥) وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ○

২৫. আর যারা আল্লাহর অংগীকারে মজবুতভাবে আবদ্ধ হবার পর তা ভেঙ্গে ফেলে, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক জোড়া দেবার হুকুম দিয়েছেন সেগুলো ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তারা লানতের অধিকারী এবং তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতে বড়ই খারাপ আবাস।

(٢٦) اَللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ○

২৬. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক সম্প্রসারিত করেন এবং যাকে চান মাপাজোকা রিযিক দান করেন। এরা দুনিয়ার জীবনে উল্লসিত, অথচ দুনিয়ার জীবন আখেরাতের তুলনায় সামান্য সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।

রুকূ' ঃ ৪

(٢٧) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ○

২৭. যারা (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে তারা বলে, "এ ব্যক্তির কাছে এর রবের পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন ?" বলো, আল্লাহ যাকে চান গোমরাহ করে দেন এবং তিনি তাকেই তাঁর দিকে আসার পথ দেখান যে তাঁর দিকে রুজু করে।

(٢٨) اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ○

২৮. তারাই এ ধরনের লোক যারা (এ নবীর দাওয়াত) গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে তাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়। সাবধান হয়ে যাও। আল্লাহর স্মরণই হচ্ছে এমন জিনিস যার সাহায্যে চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে।

২৯. তারপর যারা সত্যের দাওয়াত মেনে নিয়েছে এবং সৎকাজ করেছে তারা সৌভাগ্যবান এবং তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।

﴿٢٩﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ۝

৩০. হে মুহাম্মদ! এহেন মাহাত্ম সহকারে আমি তোমাকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছি[10] এমন এক জাতির মধ্যে যার আগে বহু জাতি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, যাতে তোমার কাছে আমি যে পয়গাম অবতীর্ণ করেছি তা তুমি এদেরকে শুনিয়ে দাও, এমন অবস্থায় যখন এরা নিজেদের পরম দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করছে। এদেরকে বলে দাও, তিনিই আমার রব, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি এবং তাঁরই কাছে আমাকে ফিরে যেতে হবে।

﴿٣٠﴾ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۝

৩১. আর কী হতো, যদি এমন কোনো কুরআন নাযিল করা হতো যার শক্তিতে পাহাড় চলতে থাকতো অথবা পৃথিবী বিদীর্ণ হতো কিংবা মৃত কবর থেকে বের হয়ে কথা বলতে থাকতো ? (এ ধরনের নিদর্শন দেখিয়ে দেয়া তেমন কঠিন কাজ নয়) বরং সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে কেন্দ্রীভূত।[11] তাহলে ঈমানদাররা কি (এখনো পর্যন্ত কাফেরদের চাওয়ার জবাবে কোনো নিদর্শন প্রকাশের আশায় বসে আছে এবং তারা একথা জেনে) হতাশ হয়ে যায়নি যে, যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে সমগ্র মানব জাতিকে হেদায়াত দিয়ে দিতেন ?[12] যারা আল্লাহর সাথে কুফরীর নীতি অবলম্বন করে রেখেছে তাদের ওপর তাদের কৃতকর্মের দরুন কোনো না কোনো বিপর্যয় আসতেই থাকে অথবা তাদের ঘরের কাছেই কোথাও তা অবতীর্ণ হয়। এ ধারাবাহিকতা চলতেই থাকবে যে পর্যন্ত না আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হয়ে যায়। অবশ্য আল্লাহ নিজের ওয়াদার ব্যতিক্রম করেন না।

﴿٣١﴾ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

রুকূ' ঃ ৫

৩২. তোমার আগেও অনেক রসূলকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু আমি সবসময় অমান্যকারীদেরকে ঢিল দিয়ে এসেছি এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পাকড়াও করেছি। তাহলে দেখো আমার শাস্তি কেমন কঠোর ছিল।

﴿٣٢﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝

১০. অর্থাৎ এসব লোক যেসব নিদর্শনের দাবী করে সেরূপ কোনো নিদর্শন ছাড়া।

১১. অর্থাৎ নিদর্শন বা নিশানী না দেখানোর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তাআলা তা দেখাতে অক্ষম বরং প্রকৃত কারণ হচ্ছে—এ পন্থায় কাজ করা আল্লাহ তাআলার মুসলেহাতের বিপরীত—তাঁর বিচক্ষণতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। কারণ, আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে হেদায়াত, কোনো বিশেষ নবীর নবুওয়াতকে স্বীকার করিয়ে নেয়া নয়। লোকদের চিন্তা ও দৃষ্টির সংশোধন-সংস্কার ছাড়া হেদায়াত সম্ভব নয়।

১২. অর্থাৎ সমঝ-বুঝ ছাড়া যদি মাত্র বোধহীন বিশ্বাস উদ্দেশ্য হতো তবে তার জন্যে নিশানী দেখানোর আনুষ্ঠানিকতার কি প্রয়োজন ছিল ? আল্লাহ তো সমস্ত মানুষকে মুমিনরূপে পয়দা করে এ কাজ করতে পারতেন।

৩৩. তবে কি যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির উপার্জনের প্রতি নজর রাখেন (তাঁর মোকাবিলায় এ দুঃসাহস করা হচ্ছে যে) লোকেরা তাঁর কিছু শরীক ঠিক করে রেখেছে ? হে নবী ! এদেরকে বলো, (যদি তারা সত্যিই আল্লাহর বানানো শরীক হয়ে থাকে তাহলে) তাদের পরিচয় দাও, তারা কারা ? নাকি তোমরা আল্লাহকে এমন একটি নতুন খবর দিচ্ছো যার অস্তিত্ব পৃথিবীতে তাঁর অজানাই রয়ে গেছে ? অথবা তোমরা এমনি যা মুখে আসে বলে দাও ? আসলে যারা সত্যের দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য তাদের প্রতারণাসমূহকে সুসজ্জিত করে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে সত্য-সঠিক পথ থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছে।[১৩] তারপর আল্লাহ যাকে গোমরাহীতে লিপ্ত করেন তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই।

أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّـُٔونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلْأَرْضِ أَم بِظَـٰهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا۟ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ○

৩৪. এ ধরনের লোকদের জন্য দুনিয়ার জীবনেই রয়েছে আযাব এবং আখেরাতের আযাব এর চেয়েও বেশী কঠিন। তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচাবার কেউ নেই।

لَّهُمْ عَذَابٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ○

৩৫. যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হচ্ছে, তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং তার ছায়ার বিনাশ নেই। এ হচ্ছে মুত্তাকীদের পরিণাম। অন্যদিকে সত্য অমান্যকারীদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ ۖ وَّعُقْبَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ٱلنَّارُ ○

৩৬. হে নবী! যাদেরকে আমি আগে কিতাব দিয়েছিলাম তারা তোমার প্রতি আমি যে কিতাব নাযিল করেছি তাতে আনন্দিত। আর বিভিন্ন দলে এমন কিছু লোক আছে যারা এর কোনো কোনো কথা মানে না। তুমি পরিষ্কার বলে দাও, "আমাকে তো শুধুমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই আমি তাঁরই দিকে আহ্বান জানাচ্ছি এবং তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।"

وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُۥ ۚ قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِۦٓ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا۟ وَإِلَيْهِ مَـَٔابِ ○

৩৭. এ হেদায়াতের সাথে আমি এ আরবী ফরমান তোমার প্রতি নাযিল করেছি। এখন তোমার কাছে যে জ্ঞান এসে গেছে তা সত্ত্বেও যদি তুমি লোকদের খেয়াল খুশীর তাবেদারী করো তাহলে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমার কোনো সহায়ও থাকবে না, আর কেউ তাঁর পাকড়াও থেকেও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا وَاقٍ ○

১৩. এ শিরককে প্রতারণা বলার কারণ হচ্ছে—যে নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহসমূহকে যে ফেরেশতা ও আত্মাগণকে অথবা যে সাধু ও মহৎ ব্যক্তিদের খোদায়ী গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী বলে বলা হয়েছে ও যাদেরকে আল্লাহর বিশেষ অধিকারসমূহে অংশীদার গণ্য করা হয়েছে আসলে তাঁদের মধ্যে কেউই কখনও না এ গুণ ও ক্ষমতাগুলো নিজেদের বলে ঘোষণা করেছেন, না এ অধিকারগুলোর কখনও দাবী করেছেন এবং না মানুষকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা আমাদের উদ্দেশ্যে উপাসনার অনুষ্ঠানগুলো পালন করো, আমরা তোমাদের অভিষ্ঠ কাজ সম্পন্ন করে দেবো। বরং চালাক ও চতুর

রুকূ' ঃ ৬

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ○

৩৮. তোমার আগেও আমি অনেক রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি।[১৪] আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া নিজেই কোনো নিদর্শন এনে দেখাবার শক্তি কোনো রসূলেরও ছিল না। প্রত্যেক যুগের জন্য একটি কিতাব রয়েছে।

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ○

৩৯. আল্লাহ যা চান নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যা চান কায়েম রাখেন। উম্মুল কিতাব তাঁর কাছেই আছে।[১৫]

وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ○

৪০. হে নবী! আমি এদেরকে যে অশুভ পরিণামের ভয় দেখাচ্ছি, চাই তার কোনো অংশ আমি তোমার জীবিতাবস্থায় তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা তা প্রকাশ হবার আগেই তোমাকে উঠিয়ে নিই—সর্বাবস্থায় তোমার কাজই হবে শুধুমাত্র পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়া আর হিসেব নেয়া হলো আমার কাজ।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

৪১. এরা কি দেখে না আমি এ ভূখণ্ডের ওপর এগিয়ে চলছি এবং এর গণ্ডী চতুরদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি?[১৬] আল্লাহ রাজত্ব করছেন, তাঁর সিদ্ধান্ত পুনরবিবেচনা করার কেউ নেই এবং তাঁর হিসেব নিতে একটুও দেরী হয় না।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ○

৪২. এদের আগে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তারাও বড় বড় চক্রান্ত করেছিল কিন্তু আসল সিদ্ধান্তকর কৌশল তো পুরোপুরি আল্লাহর হাতে রয়েছে। তিনি জানেন কে কি উপার্জন করছে এবং শীঘ্রই এ সত্য অস্বীকারকারীরা দেখে নেবে কার পরিণাম ভালো হয়।

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ○

৪৩. এ অস্বীকারকারীরা বলে, তুমি আল্লাহর প্রেরিত নও। বলো, "আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর সাক্ষ্য যথেষ্ট এবং তারপর আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির সাক্ষ্য।"

লোকেরাই জনসাধারণের ওপর নিজেদের প্রভুত্বের প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য ও তাদের উপার্জনের মধ্যে নিজেদের ভাগ বসানোর জন্য কতকগুলো কৃত্রিম খোদা গড়েছে, সাধারণকে সেইসব ঠাকুর দেবতা ও কৃত্রিম খোদার প্রতি বিশ্বাসী বানিয়েছে ও নিজেদেরকে কোনো না কোনোরূপে ঐসব মিথ্যা খোদার প্রতিনিধিরূপে পেশ করে মানুষকে প্রতারণা করে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধি করছে।

১৪. এখানে নবী করীম স. সম্পর্কে একটি অভিযোগের জবাব দেয়া হচ্ছে। তারা বলতো যে এতো আচ্ছা নবী, যার বিবিও আছে আবার বাচ্চাও আছে! নবীদেরও বুঝি ইন্দ্রিয় কামনার সাথে সম্পর্ক থাকতে পারে! কিন্তু অন্য পক্ষে কুরাইশগণ নিজেরাই হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ.-এর বংশধর হওয়ার গৌরব করতো।

১৫. 'উম্মুল কিতাবে'র অর্থ হচ্ছে মূল কিতাব, তার—অর্থাৎ সেই উৎস যার থেকে সমস্ত আসমানী গ্রন্থ নির্গত হয়েছে।

১৬. অর্থাৎ তোমাদের বিরুদ্ধবাদীরা কি দেখতে পাচ্ছে না যে—ইসলামের প্রভাব আরবভূমির কোণায় কোণায় প্রসারিত হয়ে চলেছে? এবং চতুর্দিক থেকে তারা বেষ্টিত হয়ে আসছে। এটা যদি তাদের অন্তিম পরিণতির লক্ষণ না হয় তবে এটা কি? আল্লাহ তাআলা যে বলেছেন, আমি এ ভূখণ্ডকে বেষ্টন করে চলে আসছি। এটা হচ্ছে একটি নিতান্ত সূক্ষ্ম মনোরম বর্ণনা পদ্ধতি। যেহেতু দাওয়াতে হক—সত্যের আহ্বান আল্লাহ তাআলারই পক্ষ থেকে হয় এবং আল্লাহ তাআলা দাওয়াত পেশকারীদের সাথেই থাকেন এজন্য কোনো ভূখণ্ডে এ দাওয়াতের প্রসারকে আল্লাহ তাআলা এভাবে বর্ণনা করছেন যে—'আমি নিজে এ ভূখণ্ডে আগিয়ে চলে আসছি।

সূরা ইবরাহীম

১৪

নামকরণ

৩৫ আয়াতে উল্লেখিত وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا বাক্যাংশ থেকে এ সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। এ নামকরণের মানে এ নয় যে, এ সূরায় হযরত ইবরাহীমের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। বরং অধিকাংশ সূরার নামের মতো এখানেও আলামত হিসেবে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এটি এমন একটি সূরা যেখানে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

সূরাটির সাধারণ বর্ণনা পদ্ধতি মক্কার শেষ যুগের সূরাগুলোর মতো। তাই এটি সূরা রা'আদের নিকটবর্তী কালে অবতীর্ণ বলে মনে হয়। বিশেষ করে ১৩ আয়াতের وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا) এবং অস্বীকারকারীরা নিজেদের রসূলদের বললো, তোমাদের ফিরে আসতে হবে আমাদের ধর্মীয় জাতিসত্তার মধ্যে, অন্যথায় আমরা তোমাদের বের করে দেবো আমাদের দেশ থেকে) শব্দাবলী থেকে পরিষ্কার ইংগিত পাওয়া যায় যে, সে সময় মক্কায় মুসলমানদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। মক্কাবাসীরা অতীতের কাফের জাতিগুলোর মতো তাদের দেশের মুমিন সমাজকে দেশ থেকে উৎখাত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এজন্য অতীতে তাদের মতো যেসব জাতি একই কর্মনীতি অবলম্বন করেছিল তাদেরকে যে ধরনের হুমকি দেয়া হয়েছিল তাদেরকেও সেই একই হুমকি দেয়া হয়। অতীতের কাফের জাতিসমূহকে হুমকি দেয়া হয়েছিল, لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (আমি জালেমদেরকে ধ্বংস করে ছাড়বো)। অন্যদিকে মুমিনদেরকে তাদের পূর্ববর্তীদের মতো একই সান্ত্বনা দেয়া হয়। তাদেরকে বলা হয় ঃ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ অর্থাৎ এ জালেমদেরকে খতম করার পর আমি এ ভূখণ্ডে তোমাদের বসতিস্থাপন করাবো।

এভাবে শেষ রুকূ'র আলোচ্য বিষয় থেকেও অনুমান করা যায় যে, এ সূরাটি মক্কার শেষ যুগের সাথে সম্পর্ক রাখে।

কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

যারা নবী সা.-এর রিসালাত মেনে নিতে অস্বীকার করছিল এবং তাঁর দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য সব রকমের নিকৃষ্টতম প্রতারণা ও চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের প্রতি উপদেশ ও সতর্কবাণী এ সূরার কেন্দ্রীয় বক্তব্য। কিন্তু উপদেশের তুলনায় এ সূরায় সতর্কীকরণ, তিরস্কার, হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের ভাবধারাই বেশী উচ্চকিত। এর কারণ, এর আগের সূরাগুলোতে বুঝাবার কাজটা পুরোপুরি এবং সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এরপরও কুরাইশ কাফেরদের হঠকারিতা, হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, অনিষ্টকর ক্রিয়াকর্ম ও জুলুম-নির্যাতন দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছিল।

❐

আয়াত-৫২ ১৪-সূরা ইবরাহীম--মাক্কী রুকূ'-৬

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

① الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ
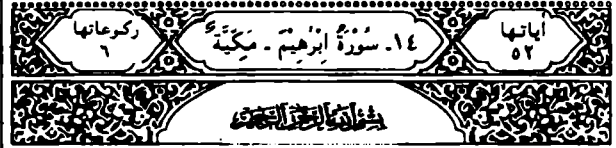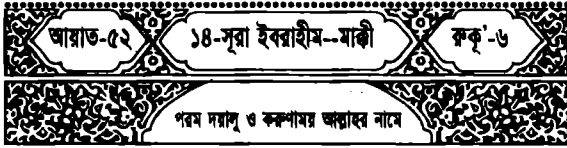
১. আলিফ লাম্ র। হে মুহাম্মাদ। এটি একটি কিতাব, তোমার প্রতি এটি নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে আসো তাদের রবের প্রদত্ত সুযোগ ও সামর্থের ভিত্তিতে, এমন এক আল্লাহর পথে যিনি প্রবল প্রতাপান্বিত ও আপন সত্তায় আপনি প্রশংসিত।[১]

② اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۙ

২. এবং পৃথিবী ও আকাশের যাবতীয় বস্তুর মালিক। আর কঠিন ধ্বংসকর শাস্তি রয়েছে তাদের জন্য যারা সত্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে,

③ الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۝

৩. যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দেয় যারা লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে রুখে দিচ্ছে এবং চাচ্ছে এ পথটি (তাদের আকাংখা অনুযায়ী) বাঁকা হয়ে যাক। ভ্রষ্টতায় এরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

④ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৪. আমি নিজের বাণী পৌছাবার জন্য যখনই কোনো রসূল পাঠিয়েছি, সে তার নিজের সম্প্রদায়েরই ভাষায় বাণী পৌছিয়েছে, যাতে সে তাদেরকে খুব ভালো করে পরিষ্কার ভাবে বুঝাতে পারে। তারপর আল্লাহ যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান হেদায়াত দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও জ্ঞানী।

⑤ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

৫. আমি এর আগে মূসাকেও নিজের নিদর্শনাবলী সহকারে পাঠিয়েছিলাম। তাকেও আমি হুকুম দিয়েছিলাম, নিজের সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের মধ্যে নিয়ে এসো এবং তাদেরকে ইতিহাসের[২] শিক্ষণীয় ঘটনাবলী শুনিয়ে উপদেশ দাও। এ ঘটনাবলীর মধ্যে বিরাট নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে সবর করে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।[৩]

---

১. 'হামীদ' শব্দটি যদিও 'মুহাম্মদ' শব্দের সমার্থবোধক, তবুও দুটি শব্দের মধ্যে এক সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। কোনো ব্যক্তিকে তখনই মুহাম্মদ বলা হয় যখন তার প্রশংসা করা হয়েছে বা করা হয়। কিন্তু 'হামীদ' হচ্ছে সেই স্বতঃই প্রশংসার যোগ্য—কেউ তার প্রশংসা করুক বা না করুক।

২. 'আইয়াম' স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনাকে বুঝাতে আরবী ভাষায় একটি পারিভাষিক শব্দ। 'আইয়ামাল্লাহ'—আল্লাহর দিনগুলোর অর্থ মানবীয় ইতিহাসের সেই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো যার মধ্যে আল্লাহ তাআলা অতীত যুগের জাতিসমূহের বিরাট বিরাট ব্যক্তিদের তাদের কার্যফল হিসেবে শাস্তি বা পুরস্কার দান করেছেন।

৩. অর্থাৎ এ নিদর্শনসমূহ তো নিজ স্থানে বিদ্যমান আছে, কিন্তু তা থেকে উপকৃত হওয়া মাত্র সেইসব লোকদের কাজ যারা আল্লাহ তাআলার পরীক্ষাগুলো থেকে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে উত্তীর্ণ হয় ও আল্লাহ তাআলার নেয়ামতসমূহের সঠিক উপলব্ধিসহ সেসবের জন্যে যথার্থরূপে কৃতজ্ঞতা পালন করে।

٦ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ○

৬. স্মরণ করো যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বললো, “আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন। তিনি তোমাদের ফেরাউনী সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্ত করেছেন, যারা তোমাদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন চালাতো, তোমাদের ছেলেদের হত্যা করতো এবং তোমাদের মেয়েদের জীবিত রাখতো। এর মধ্যে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য মহা পরীক্ষা ছিল।

রুকু’ ঃ ২

٧ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ○

৭. আর স্মরণ করো তোমাদের রব এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যদি কৃতজ্ঞ থাকো তাহলে আমি তোমাদের আরো বেশী দেবো আর যদি নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে আমার শাস্তি বড়ই কঠিন।

٨ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ○

৮. আর মূসা বললো, “যদি তোমরা কুফরী করো এবং পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীও কাফের হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর কিছুই আসে যায় না এবং তিনি আপন সত্তায় আপনি প্রশংসিত।”

٩ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ○

৯. তোমাদের কাছে[৪] কি তোমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত জাতিগুলোর বৃত্তান্ত পৌঁছেনি? নূহের জাতি, আদ, সামূদ এবং তাদের পরে আগমনকারী বহু জাতি, যাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ জানেন? তাদের রসূলরা যখন তাদের কাছে দ্ব্যর্থহীন কথা ও সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসেন তখন তারা নিজেদের মুখে হাত চাপা দেয়[৫] এবং বলে, “যে বার্তা সহকারে তোমাদের পাঠানো হয়েছে আমরা তা মানি না এবং তোমরা আমাদের যে বিষয়ের দিকে দাওয়াত দিচ্ছো তার ব্যাপারে আমরা যুগপৎ উদ্বেগ ও সংশয়ের মধ্যে আছি।”

١٠ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ○

১০. তাদের রসূলরা বলে, আল্লাহর ব্যাপারে কি সন্দেহ আছে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা? তিনি তোমাদের ডাকছেন তোমাদের গোনাহ মাফ করার এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেয়ার জন্য।” তারা জবাব দেয়, “তোমরা আমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও। বাপ-দাদাদের থেকে যাদের ইবাদাত চলে আসছে তোমরা তাদের ইবাদাত থেকে আমাদের ফেরাতে চাও। ঠিক আছে তাহলে আনো কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ।”

৪. হযরত মূসা আ.-এর ভাষণ ওপরে সমাপ্ত হয়েছে। এখন সরাসরি মক্কার কাফেরদের প্রতি ভাষণ শুরু হচ্ছে।

৫. এ সেইরূপ বর্ণনা পদ্ধতি যেমন আমরা (উর্দুতে/বাংলায়) বলে থাকি ঃ কানে হাত দেয়া বা দাঁতে আঙুল কাটা।

(١١) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

১১. তাদের রসূলরা তাদেরকে বলে, "যথার্থই আমরা তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আর তোমাদের কোনো প্রমাণ এনে দেবো, এ ক্ষমতা আমাদের নেই। প্রমাণ তো আল্লাহরই অনুমতি ক্রমে আসতে পারে এবং ঈমানদারদের আল্লাহরই ওপর ভরসা রাখা উচিত।

(١٢) وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ○

১২. আর আমরা আল্লাহরই ওপর ভরসা করবো না কেন, যখন আমাদের জীবনের পথে তিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন ? তোমরা আমাদের যে যন্ত্রণা দিচ্ছো তার ওপর আমরা সবর করবো এবং ভরসাকারীদের ভরসা আল্লাহরই ওপর হওয়া উচিত।"

রুকূ' ঃ ৩

(١٣) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ○

১৩. শেষ পর্যন্ত অস্বীকারকারীরা তাদের রসূলদের বলে দিল, "হয় তোমাদের ফিরে আসতে হবে[৬] আমাদের মিল্লাতে আর নয়তো আমরা তোমাদের বের করে দেবো আমাদের দেশ থেকে।" তখন তাদের রব তাদের কাছে অহী পাঠালেন, "আমি এ যালেমদের ধ্বংস করে দেবো।

(١٤) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ○

১৪. এবং এদের পর পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করবো। এটা হচ্ছে তার পুরস্কার, যে আমার সামনে জবাবদিহি করার ভয় করে এবং আমার শাস্তির ভয়ে ভীত।"

(١٥) وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ○

১৫. তারা ফায়সালা চেয়েছিল (ফলে এভাবে তাদের ফায়সালা হলো) এবং প্রত্যেক উদ্ধত সত্যের দুশমন ব্যর্থ মনোরথ হলো।

(١٦) مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ○

১৬. এরপর সামনে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে তাকে পান করতে দেয়া হবে গলিত পুঁজের মতো পানি।

(١٧) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ○

১৭. যা সে জবরদস্তি গলা দিয়ে নামাবার চেষ্টা করবে এবং বড় কষ্টে নামাতে পারবে। মৃত্যু সকল দিক দিয়ে তার ওপর ছেয়ে থাকবে কিন্তু তার মৃত্যু হবে না এবং সামনের দিকে একটি কঠোর শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে।

৬. এর অর্থ এই নয় যে, নবীরা আ. নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে নিজেদের পথভ্রষ্ট জাতির ধর্মীয় আদর্শ ও পদ্ধতির অনুবর্তী হয়ে থাকতেন, বরং এর অর্থ হচ্ছে ঃ যেহেতু নবুওয়াতের পূর্বে তারা এক প্রকারের নীরব জীবনযাপন করতেন। কোনো ধর্মের প্রচার বা কোনো প্রচলিত ধর্মের খণ্ডন ও প্রতিবাদ তারা করতেন না। এজন্য তাদের জাতি এ বুঝতো যে তিনি তাদেরই মিল্লাতের অন্তরভুক্ত তাঁদেরই জীবনাদর্শ ও জীবনপদ্ধতির অনুবর্তী ছিলেন এবং নবুওয়াতের কাজ শুরু করে দেবার পর তাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করা হতো—তিনি পৈত্রিক এক মিল্লাতের জীবনপদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা নবুওয়াতের পূর্বেও কখনও মুশরিকদের মিল্লাতের অন্তরভুক্ত হতেন না যে, তাঁদের বিরুদ্ধে —মিল্লাত থেকে বিচ্যুতির অভিযোগ আনা যেতে পারে।

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ۨاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝

১৮. যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করলো তাদের কার্যক্রমের উপমা হচ্ছে এমন ছাই-এর মতো, যাকে একটি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনের প্রবল বাতাস উড়িয়ে দিয়েছে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের কোনোই ফল লাভ করতে পারবে না। এটিই চরম বিভ্রান্তি।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝

১৯. তুমি কি দেখছো না, আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন ? তিনি চাইলে তোমাদের নিয়ে যান এবং একটি নতুন সৃষ্টি তোমাদের স্থলাভিসিক্ত হয়।

وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ۝

২০. এমনটি করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়।

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ۝

২১. আর এরা যখন সবাই একত্রে আল্লাহর সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে, সে সময় এদের মধ্য থেকে যারা দুনিয়ায় দুর্বল ছিল তারা যারা নিজেদেরকে বড় বলে যাহির করতো তাদেরকে বলবে, "দুনিয়ায় আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে আমাদের বাঁচাবার জন্যও কিছু করতে পারো ? তারা জবাব দেবে, "আল্লাহ যদি আমাদের মুক্তিলাভের কোনো পথ দেখাতেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদেরও দেখিয়ে দিতাম। এখন তো সব সমান, কান্নাকাটি করো বা সবর করো—সর্বাবস্থায় আমাদের বাঁচার কোনো পথ নেই।"

রুকূ' ঃ ৪

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

২২. আর যখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, "সত্যি বলতে কি আল্লাহ তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সব সত্যি ছিল এবং আমি যেসব ওয়াদা করেছিলাম তার মধ্য থেকে একটিও পূরা করিনি। তোমাদের ওপর আমার তো কোনো জোর ছিল না, আমি তোমাদের আমার পথের দিকে আহ্বান জানানো ছাড়া আর কিছুই করিনি এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। এখন আমার নিন্দাবাদ করো না, নিজেরাই নিজেদের নিন্দাবাদ করো। এখানে না আমি তোমাদের অভিযোগের প্রতিকার করতে পারি আর না তোমরা আমার। ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের শরীক করেছিলে[৭] তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, এ ধরনের যালেমদের জন্য তো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত।

৭. একথা অতি সুস্পষ্ট যে, বিশ্বাসের দিক দিয়ে কেউই শয়তানকে ইলাহী প্রভুত্ব ও মর্যাদার অংশীদার মনে করে না বা তার উপাসনা করে না ; বরং সকলেই তার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে। কিন্তু তার আনুগত্য, দাসত্ব এবং জেনেশুনে বা অন্ধভাবে তার পন্থা-পদ্ধতির অনুসরণ লোকে অবশ্য করে থাকে—এ কাজকেই এখানে 'শিরক' বলা হয়েছে।

﴿٢٣﴾ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ○

২৩. অপরদিকে যারা দুনিয়ায় ঈমান এনেছে এবং যারা সৎ কাজ করেছে তাদেরকে এমন বাগিচায় প্রবেশ করানো হবে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা তাদের রবের অনুমতিক্রমে চিরকাল বসবাস করবে। সেখানে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হবে শান্তি ও নিরাপত্তার মোবারকবাদ সহকারে।

﴿٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ○

২৪. তুমি কি দেখছো না আল্লাহ কালেমা তাইয়েবার উপমা দিয়েছেন কোন্ জিনিসের সাহায্যে ? এর উপমা হচ্ছে যেমন একটি ভালো জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে পৌঁছে গেছে।

﴿٢٥﴾ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○

২৫. প্রতি মুহূর্তে নিজের রবের হুকুমে সে ফলদান করে। এ উপমা আল্লাহ এ জন্য দেন যাতে লোকেরা এর সাহায্যে শিক্ষা লাভ করতে পারে।

﴿٢٦﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ○

২৬. অন্যদিকে অসৎ বাক্যের উপমা হচ্ছে, একটি মন্দ গাছ, যাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপড়ে দূরে নিক্ষেপ করা হয়, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।

﴿٢٧﴾ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ○

২৭. ঈমানদারদেরকে আল্লাহ একটি শাশ্বত বাণীর ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে প্রতিষ্ঠা দান করেন। আর যালেমদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা চান তাই করেন।

রুকূ' ঃ ৫

﴿٢٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ○

২৮. তুমি দেখেছো তাদেরকে, যারা আল্লাহর নিয়ামত লাভ করলো এবং তাকে কৃতঘ্নতায় পরিণত করলো আর (নিজেদের সাথে) নিজেদের সম্প্রদায়কেও ধ্বংসের আবর্তে ঠেলে দিল।

﴿٢٩﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ○

২৯. অর্থাৎ জাহান্নাম, যার মধ্যে তাদেরকে ঝলসানো হবে এবং তা নিকৃষ্টতম আবাস।

﴿٣٠﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ○

৩০. এবং আল্লাহর কিছু সমকক্ষ বানিয়ে নিল, যাতে তারা তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করে দেয়। এদেরকে বলো, ঠিক আছে, মজা ভোগ করে নাও, শেষ পর্যন্ত তোমাদের তো ফিরে যেতে হবে জাহান্নামের মধ্যেই।

﴿٣١﴾ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ○

৩১. হে নবী! আমার যে বান্দারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলে দাও, তারা যেন নামায কায়েম করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে (সৎপথে) ব্যয় করে—সেই দিন আসার আগে যেদিন না বেচা-কেনা হবে আর না হতে পারবে বন্ধু বাৎসল্য।

٣٢ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهٰرَ ۝

৩২. আল্লাহ তো তিনিই, যিনি এ পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর তার মাধ্যমে তোমাদের জীবিকা দান করার জন্য নানা প্রকার ফল উৎপন্ন করেছেন। যিনি নৌযানকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর হুকুমে তা সাগরে বিচরণ করে এবং নদীসমূহকে তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন।

٣٣ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝

৩৩. যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, তারা অবিরাম চলছে এবং রাত ও দিনকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন।[৮]

٣٤ وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۚ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ۝

৩৪. যিনি এমন সবকিছু তোমাদের দিয়েছেন যা তোমরা চেয়েছো।[৯] যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গণনা করতে চাও তাহলে তাতে সক্ষম হবে না। আসলে মানুষ বড়ই বে-ইনসাফ ও অকৃতজ্ঞ।

রুকূ' ঃ ৬

٣٥ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۝

৩৫. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন ইবরাহীম দোয়া করছিল, "হে আমার রব! এ শহরকে নিরাপত্তার শহরে পরিণত করো এবং আমার ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচাও।

٣٦ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৩৬. হে আমার রব! এ মূর্তিগুলো অনেককে ভ্রষ্টতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, (হয়তো আমার সন্তানদেরকেও এরা পথভ্রষ্ট করতে পারে, তাই তাদের মধ্য থেকে) যে আমার পথে চলবে সে আমার অন্তরগত আর যে আমার বিপরীত পথ অবলম্বন করবে, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই তুমি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

٣٧ رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۝

৩৭. হে আমাদের রব! আমি একটি তৃণ পানিহীন উপত্যকায় নিজের বংশধরদের একটি অংশকে তোমার পবিত্র গৃহের কাছে এনে বসবাস করিয়েছি। পরওয়ারদিগার! এটা আমি এ জন্য করেছি যে, এরা এখানে নামায কায়েম করবে। কাজেই তুমি লোকদের মনকে এদের প্রতি আকৃষ্ট করো এবং ফলাদি দিয়ে এদের আহারের ব্যবস্থা করো, হয়তো এরা শোকরগুযার হবে।

---

৮. তোমাদের জন্য 'মোসাখখার' করেছে—একথাকে সাধারণত লোকে ভুলবশত "তোমাদের অধীন ও অনুগত করে দেয়া হয়েছে"—এ অর্থে গ্রহণ করে এবং তারপর এ মর্মের আয়াতসমূহ থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ নির্গত করতে শুরু করে। এমন কি কেউ কেউ তো এতদূর পর্যন্ত মনে করে যে, এ আয়াতের মর্মানুযায়ী আসমানসমূহ ও যমীনকে নিজেদের অধীন ও অনুগত করে নেয়া হচ্ছে মানুষের চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু মানুষের জন্য এসব বস্তুর মোসাখখার করার অর্থ এছাড়া অন্য কিছু নয় যে—আল্লাহ তাআলা যেসব বস্তুকে এরূপ বিধানে শৃঙ্খলিত করে রেখেছেন যার ফলে সে সমস্ত বস্তু মানুষের জন্য হিতকর ও লাভদায়ক হয়েছে।

৯. অর্থাৎ তোমাদের প্রকৃতির সব চাহিদা পূর্ণ করেছেন, তোমাদের জীবনের জন্য যাকিছু প্রয়োজন ছিল তা সংগ্রহ করেছেন এবং তোমাদের অস্তিত্বের সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য যাকিছু উপায়-উপকরণ আবশ্যক ছিল সে সবকিছুর ব্যবস্থা তিনি করেছেন।

﴿٣٨﴾ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ ○

৩৮. হে পরওয়ারদিগার! তুমি জানো যা কিছু আমরা লুকাই এবং যা কিছু প্রকাশ করি।"—আর যথার্থই আল্লাহর কাছে কিছুই গোপন নেই, না পৃথিবীতে না আকাশে—

﴿٣٩﴾ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ ۚ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ○

৩৯. "শোকর সেই আল্লাহর, যিনি এ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাকের মতো পুত্র দিয়েছেন। আসলে আমার রব নিশ্চয়ই দোয়া শোনেন।

﴿٤٠﴾ رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ○

৪০. হে আমার রব! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী করো এবং আমার বংশধরদের থেকেও (এমন লোকদের উঠাও যারা এ কাজ করবে)। পরওয়ারদিগার! আমার দোয়া কবুল করো।

﴿٤١﴾ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ○

৪১. হে পরওয়ারদিগার! যেদিন হিসেব কায়েম হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে[১০] এবং সমস্ত মুমিনদেরকে মাফ করে দিয়ো।"

রুকূ' ঃ ৭

﴿٤٢﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَٰرُ ○

৪২. এখন এ যালেমরা যা কিছু করছে আল্লাহকে তোমরা তা থেকে গাফেল মনে করো না। আল্লাহ তো তাদেরকে সময় দিচ্ছেন সেই দিন পর্যন্ত যখন তাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে যাবে।

﴿٤٣﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِى رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْـِٔدَتُهُمْ هَوَآءٌ ○

৪৩. তারা মাথা তুলে পালাতে থাকবে, দৃষ্টি ওপরের দিকে স্থির হয়ে থাকবে এবং মন উড়তে থাকবে।

﴿٤٤﴾ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا۟ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ○

৪৪. হে মুহাম্মাদ! সেই দিন সম্পর্কে এদেরকে সতর্ক করো, যে দিন আযাব এসে এদেরকে ধরবে। সে সময় এ যালেমরা বলবে, "হে আমাদের রব! আমাদের একটুখানি অবকাশ দাও, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেবো এবং রসূলদের অনুসরণ করবো।" (কিন্তু তাদেরকে পরিষ্কার জবাব দেয়া হবে ঃ) "তোমরা কি তারা নও যারা ইতিপূর্বে কসম খেয়ে খেয়ে বলতো, আমাদের কখনো পতন হবে না ?"

﴿٤٥﴾ وَسَكَنتُمْ فِى مَسَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ○

৪৫. অথচ তোমরা সেই সব জাতির আবাস ভূমিতে বসবাস করেছিলে যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছিল এবং আমি তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছি তা দেখেও ছিলে আর তাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে আমি তোমাদের বুঝিয়েও ছিলাম।

১০. হযরত ইবরাহীম আ. আপন জন্মভূমি হতে বহির্গত হয়ে যাওয়ার সময় তাঁর পিতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—"আমি আপনার জন্য আমার প্রতিপালক প্রভুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবো"(মরিয়ম ঃ ৪৭)। নিজের সেই প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি তাঁর এ ক্ষমা ভিক্ষার প্রার্থনার মধ্যে পিতার জন্যও ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন তিনি জানলেন যে, তাঁর পিতা আল্লাহর দুশমন ছিল তখন তার থেকে নিজের পূর্ণ দায়িত্বমুক্তি ও সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতার কথা ঘোষণা করেন (তাওবা ঃ ১১৪)।

৪৬. তারা তাদের সব রকমের চক্রান্ত করে দেখেছে কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি চক্রান্তের জবাব আল্লাহর কাছে ছিল, যদিও তাদের চক্রান্তগুলো এমন পর্যায়ের ছিল যাতে পাহাড় টলে যেতো।

وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝

৪৭. কাজেই হে নবী! কখখনো এ ধারণা করো না যে, আল্লাহ তাঁর নবীদের প্রতি প্রদত্ত ওয়াদার বিরুদ্ধাচরণ করবেন। আল্লাহ প্রতাপান্বিত ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

৪৮. তাদেরকে সেই দিনের ভয় দেখাও যেদিন পৃথিবী ও আকাশকে পরিবর্তিত করে অন্য রকম করে দেয়া হবে[১১] এবং সবাই এক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সমানে উন্মুক্ত হয়ে হাযির হবে।

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

৪৯. সেদিন তোমরা অপরাধীদের দেখবে, শিকলে তাদের হাত পা বাঁধা,

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ۝

৫০. আলকাতরার পোশাক পরে থাকবে এবং আগুনের শিখা তাদের চেহারা ঢেকে ফেলতে থাকবে।

سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ۝

৫১. এটা এজন্য হবে যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেবেন। হিসেব নিতে আল্লাহর একটুও দেরী হয় না।

لِيَجْزِىَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

৫২. এটি একটি পয়গাম সব মানুষের জন্য এবং এটি পাঠানো হয়েছে এ জন্য যাতে এর মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা যায় এবং তারা জেনে নেয় যে, আসলে আল্লাহ মাত্র একজনই আর যারা বুদ্ধি-বিবেচনা রাখে তারা সচেতন হয়ে যায়।

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

১১. এ আয়াত ও কুরআনের অন্যান্য সংকেত থেকে জানা যায় যে, কিয়ামতে যমীন ও আসমান পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে না, বরং মাত্র বর্তমান প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে ওলটপালট করে দেয়া হবে। তারপর প্রথম ও শেষ ফুঁৎকারের অন্তর্বর্তী বিশেষ সময়ের মধ্যে—যার ব্যাপ্তির পরিমাণ একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন—যমীন ও আসমানের বর্তমান রূপ ও গঠন পরিবর্তিত করে দেয়া হবে এবং অন্য একটি বিশ্বব্যবস্থা অন্য এক প্রকার প্রাকৃতিক বিধান সহকারে গঠন করে দেয়া হবে। এ হবে পরজগত। এরপর শিঙ্গায় শেষ ফুঁৎকারের সাথে সাথে আদম সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পয়দা হয়েছিল সকলকে নতুন করে জীবিত করা হবে এবং তারা আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থাপিত হবে। এ ঘটনাকেই কুরআনের ভাষায় 'হাশর'—পুনরুত্থান বলা হয়ে থাকে। 'হাশর'-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে—সংগৃহীত ও একত্রিত করা।

সূরা আল হিজ্‌র

১৫

নামকরণ

৮০ আয়াত وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ এর আল হিজ্‌র শব্দটি থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, এ সূরাটি সূরা ইবরাহীমের সমসময়ে নাযিল হয়। এর পটভূমিতে দু'টি জিনিস পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এক, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। যে জাতিকে তিনি দাওয়াত দিচ্ছেন তাদের অবিরাম হঠকারিতা, বিদ্রূপ, বিরোধিতা, সংঘাত ও জুলুম-নিপীড়ন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এরপর বুঝাবার সুযোগ কমে এসেছে এবং তার পরিবর্তে সতর্ক করা ও ভয় দেখাবার পরিবেশই বেশী সৃষ্টি হয়েছে। দুই, নিজের জাতির কুফরী, স্থবিরতা ও বিরোধিতার পাহাড় ভাংতে ভাংতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। মানসিক দিক দিয়ে তিনি বারবার হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তা দেখে আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং তাঁর মনে সাহস যোগাচ্ছেন।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

এ দু'টি বিষয়বস্তুই এ সূরায় আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত যারা অস্বীকার করছিল, যারা তাঁকে বিদ্রূপ করছিল এবং তাঁর কাজে নানা প্রকার বাধার সৃষ্টি করে চলছিল, তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। আর খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা ও সাহস যোগানো হয়েছে। কিন্তু এর মানে এ নয় যে, বুঝাবার ও উপদেশ দেবার ভাবধারা নেই। কুরআনে আল্লাহ শুধুমাত্র সতর্কবাণী উচ্চারণ বা নির্ভেজাল ভীতিপ্রদর্শনের পথ অবলম্বন করেননি। কঠোরতম হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন এবং তিরস্কার ও নিন্দাবাদের মধ্যে তিনি বুঝাবার ও নসীহত করার ক্ষেত্রে কোনো কমতি রাখেননি। এজন্যই এ সূরায়ও একদিকে তাওহীদের যুক্তি-প্রমাণের প্রতি সংক্ষেপে ইংগিত করা হয়েছে এবং অন্যদিকে আদম ও ইবলীসের কাহিনী শুনিয়ে উপদেশ কার্যও সমাধান করা হয়েছে।

❒

আয়াত-৯৯ ১৫-সূরা আল হিজর-মাক্কী রুকূ'-৬
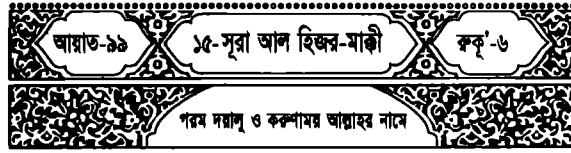
পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
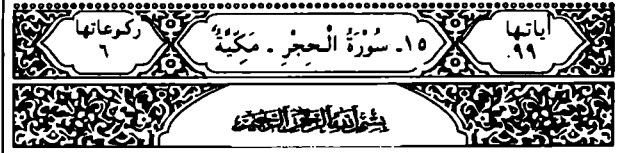
১. আলিফ-লাম-র। এগুলো আল্লাহর কিতাব ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত।[১]

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ①

১৪

২. এমন এক সময় আসা বিচিত্র নয় যখন আজ যারা (ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করতে) অস্বীকার করছে, তারা অনুশোচনা করে বলবে, হায়, যদি আমরা আনুগত্যের শির নত করে দিতাম!

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ②

৩. ছেড়ে দাও এদেরকে, খানাপিনা করুক, আমোদ ফূর্তি করুক এবং মিথ্যা প্রত্যাশা এদেরকে ভুলিয়ে রাখুক। শিগ্‌গির এরা জানতে পারবে।

ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ③

৪. ইতিপূর্বে আমি যে জনবসতিই ধ্বংস করেছি তার জন্য একটি বিশেষ কর্ম-অবকাশ লেখা হয়ে গিয়েছিল।

وَمَاۤ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ④

৫. কোনো জাতি তার নিজের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যেমন ধ্বংস হতে পারে না, তেমনি সময় এসে যাওয়ার পরে অব্যাহতিও পেতে পারে না।

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ⑤

৬. এরা বলে, "ওহে যার প্রতি বাণী[২] অবতীর্ণ হয়েছে,[৩] তুমি নিশ্চয়ই উন্মাদ!

وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ⑥

৭. যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমাদের সামনে ফেরেশতাদেরকে আনছো না কেন ?"

لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ⑦

৮. আমি ফেরেশতাদেরকে এমনিই অবতীর্ণ করি না, তারা যখনই অবতীর্ণ হয় সত্য সহকারে অবতীর্ণ হয়, তারপর লোকদেরকে আর অবকাশ দেয়া হয় না।[৪]

مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْۤا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ⑧

৯. আর এ বাণী, একে তো আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ⑨

১. কুরআনের জন্য 'মুবিন'—'সুস্পষ্ট' শব্দটি গুণবাচক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে—এ আয়াত হচ্ছে সেই কুরআনের যা নিজের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য স্পষ্ট-পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করে।

২. 'যিকর' শব্দ পরিভাষারূপে আল্লাহর কালামের জন্য কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা তা পূর্ণ নসীহত হিসাবেই আসে। পূর্বে যত গ্রন্থ নবীদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তা সবই 'যিকর' ছিল। 'যিকর' এর আসল অর্থ হচ্ছে 'স্মরণ করিয়ে দেয়া, 'সতর্ক করা' ও 'উপদেশ দান করা'।

৩. তারা একথা বিদ্রূপ করে বলতো! তারা তো একথা স্বীকারই করতো না যে, 'যিকর' নবী করীম স.-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। এ স্বীকার করে নেয়ার পর তারা তো আর তাঁকে পাগল বলতে পারে না। আসলে তাদের একথার অর্থ ছিল—'ওহে, তুমি যে দাবী কর যে, আমার ওপর যিক্‌র নাযিল হয়েছে'।

৪. অর্থাৎ নিছক তামাশা দেখানোর জন্য ফেরেশতাদের অবতারিত করা হয় না যে—কোনো কওম বললো ফেরেশতাদের ডাক আর অমনিই ফেরেশতারা এসে হাযির হয়ে গেল! সেই অন্তিম সময়েই তো মাত্র ফেরেশতাদের পাঠানো হয়ে থাকে যখন কোনো জাতির শেষ ফায়সালা চুকিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 'হক'-এর সাথে অবতীর্ণ হয়-এর অর্থ 'হক' নিয়ে অবতীর্ণ হয়। 'সত্য সহকারে অবতীর্ণ হয়'-এর অর্থ 'সত্য' নিয়ে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ আল্লাহর সত্য ফায়সালা নিয়ে তারা অবতীর্ণ হয় এবং তা কার্যকরী করেই তবে তারা ক্ষান্ত হয়।

١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ○

১০. হে মুহাম্মদ ! তোমার পূর্বে আমি অতীতের অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম।

١١ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ○

১১. তাদের কাছে কোনো রাসূল এসেছে এবং তারা তাকে বিদ্রূপ করেনি, এমনটি কখনো হয়নি।

١٢ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ○

১২. এ বাণীকে অপরাধীদের অন্তরে আমি এভাবেই (লৌহ শলাকার মতো) প্রবেশ করাই।[৫]

١٣ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ○

১৩. তারা এর প্রতি ঈমান আনে না। এ ধরনের লোকদের এ রীতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে।

١٤ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ○

১৪. যদি আমি তাদের সামনে আকাশের কোনো দরযা খুলে দিতাম এবং তারা দিন দুপুরে তাতে আরোহণও করতে থাকতো।

١٥ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ○

১৫. তবুও তারা একথাই বলতো, আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম হচ্ছে বরং আমাদের ওপর যাদু করা হয়েছে।

রুকূ’ ঃ ২

١٦ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ○

১৬. আকাশে আমি অনেক মযবুত দুর্গ[৬] নির্মাণ করেছি, দর্শকদের জন্য সেগুলো সুসজ্জিত করেছি।

١٧ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ○

১৭. এবং প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে সেগুলোকে সংরক্ষণ করেছি। (কোনো শয়তান সেখানে অনুপ্রবেশ করতে পারে না।)

١٨ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ○

১৮. তবে আড়ি পেতে বা চুরি করে কিছু শুনতে পারে।[৭] আর যখন সে চুরি করে শোনার চেষ্টা করে তখন একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তাকে ধাওয়া করে।[৮]

৫. মূলে نَسْلُكُهُ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় نَسْلُكُهُ -এর অর্থ কোনো জিনিসকে —অন্য জিনিসের মধ্যে চালানো, অতিক্রম করানো বা প্রবেশ করানো ; যেমন সূঁচের ছিদ্র দিয়ে সূতা অতিক্রম করানো হয়। সুতরাং আয়াতটার অর্থ হচ্ছে ঃ মুমিনের হৃদয়ের মধ্যে ‘যিক্‌র’ অন্তরের তৃপ্তি ও আত্মার জীবিকারূপে অবতীর্ণ হয় ; কিন্তু অপরাধী লোকদের হৃদয়ের মধ্যে তা যেন পটকাস্বরূপ বিদ্ধ হয়, তা শুনে তাদের মধ্যে এমন আগুন জ্বলে উঠে যেন একটি গরম শলাকা তাদের বুকের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে গেল !

৬. মূলে ‘বুরুজ’ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় দুর্গ, প্রাসাদ-এর অতি মযবুত ইমারতকে বুরুজ বলা হয়। পরবর্তী প্রসংগের বিষয় চিন্তা করলে মনে হয় সম্ভবত এর দ্বারা উর্ধজগতের এক এক সীমাবদ্ধ খণ্ডকে বুঝানো হয়েছে যার মধ্যকার প্রতিটি খণ্ড অন্য খণ্ড থেকে অতি দৃঢ় ও মযবুত সীমারেখা দ্বারা সুরক্ষিত ও পৃথক করা হয়েছে। এ অর্থের দিক দিয়ে আমি ‘বুরুজ’-এর অর্থ সুরক্ষিত সীমাবদ্ধ অঞ্চল বা খণ্ডরূপে গ্রহণ করা সঠিকতর মনে করি।

৭. অর্থাৎ সেই সব শয়তান যারা নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের অদৃশ্য জগতের সংবাদ সরবরাহ করার চেষ্টা করে। তাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্য বিষয় জানার আদৌও কোনো উপায় নেই। এ সৃষ্টিজগত তাদের জন্য উন্মুক্ত পড়ে নেই যে তারা যথা ইচ্ছা তথা যাবে ও আল্লাহর গুপ্ত রহস্যসমূহ জেনে নেবে। তারা শুনে জেনে নেবার চেষ্টা তো অবশ্যই করে; কিন্তু আসলে তাদের পাল্লায় কিছু পড়ে না।

৮. شِهَابٌ مُّبِينٌ -এর আভিধানিক অর্থ উজ্জ্বল অগ্নিশিখা। কুরআন মজীদের অন্যত্র এই অর্থে شِهَابٌ ثَاقِبٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ “অন্ধকার ভেদকারী অগ্নিশিখা”। আমাদের ভাষায় আমরা ‘খসে পড়া তারা’ বলতে যে আঁধার ভেদকারী অগ্নিশিখা বুঝাই এ ক্ষেত্রে নিশ্চিত সেই বস্তুকেই বুঝানো হয়েছে—এরূপ নাও হতে পারে। এ অন্য কোনো প্রকারের রশ্মিও হতেও পারে যথা—মহাজাগতিক রশ্মি বা তার থেকে এমন কোনো তীব্রতর রশ্মিও হতে পারে যা এখনও আমাদের জ্ঞানের সীমার বাইরে অনাবিষ্কৃত হয়ে আছে। আর এও সম্ভব হতে পারে যে, এর দ্বারা সেই আঁধার বিদারক অগ্নিশিখা বুঝাচ্ছে যাকে আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে পতিত হতে চোখে দেখতে পাই এবং এ জিনিসেরই দ্বারা উর্ধজগতের দিকে শয়তানের উত্থান বিঘ্নিত হয়।

١٩ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ○

১৯. পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি, তার মধ্যে পাহাড় স্থাপন করেছি, সকল প্রজাতির উদ্ভিদ তার মধ্যে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করেছি

٢٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ○

২০. এবং তার মধ্যে জীবিকার উপকরণাদি সরবরাহ করেছি তোমাদের জন্যও এবং এমন বহু সৃষ্টির জন্যও যাদের আহারদাতা তোমরা নও।

٢١ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ○

২১. এমন কোনো জিনিস নেই যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই এবং আমি যে জিনিসই অবতীর্ণ করি একটি নির্ধারিত পরিমাণেই করে থাকি।

٢٢ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ○

২২. বৃষ্টিবাহী বায়ু আমিই পাঠাই। তারপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং এ পানি দিয়ে তোমাদের পিপাসা মিটাই। এ সম্পদের ভাণ্ডার তোমাদের হাতে নেই।

٢٣ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ○

২৩. জীবন ও মৃত্যু আমিই দান করি এবং আমিই হবো সবার উত্তরাধিকারী।[৯]

٢٤ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ○

২৪. তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে আমি দেখে রেখেছি এবং পরবর্তী আগমনকারীরাও আমার দৃষ্টি সমক্ষে আছে।

٢٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ○

২৫. অবশ্যই তোমার রব তাদের সবাইকে একত্র করবেন। তিনি জ্ঞানময় ও সবকিছু জানেন।

রুকূ' ঃ ৩

٢٦ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ○

২৬. আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি শুকনো ঠন্ঠনে পঁচা মাটি থেকে।[১০]

٢٧ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ○

২৭. আর এর আগে জিনদের সৃষ্টি করেছি আগুনের শিখা থেকে।[১১]

٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ○

২৮. তারপর তখনকার কথা স্মরণ করো যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি শুকনো ঠন্ঠনে পঁচা মাটি থেকে একটি মানুষ সৃষ্টি করছি।

৯. অর্থাৎ তোমাদের পর আমিই একমাত্র স্থায়ী থাকবো। তোমরা যা কিছু লাভ করেছো তা সবই মাত্র অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের জন্য পেয়েছো। শেষে আমার দেয়া প্রতিটি জিনিস ত্যাগ করে তোমাকে খালি হাতে বিদায় নিয়ে যেতে হবে এবং এ সমস্ত জিনিস যেমন ছিল ঠিক তেমনটিই আমার ভাণ্ডারে থেকে যাবে।

১০. এখানে পবিত্র কুরআন এ বিষয়টি পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করছে যে, মানুষ পাশবিকতার স্তর থেকে ক্রমে ক্রমে মানবিকতার পর্যায়ে উপনীত হয়নি—যেমনভাবে আধুনিককালের ডারউইনের মতবাদে প্রভাবিত কুরআনের তাফসীরকারেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকেন। বরং মানুষের সৃষ্টির সূচনা সরাসরি মৃত্তিকাময় উপাদান থেকে হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা সে উপাদানের প্রকৃতি 'সালসালিম মিন হামাইম মাসনুন' (صلصال من حما مسنون) শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এ শব্দগুলো পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করছে যে, পঁচে যাওয়া মাটির খামির নিয়ে একটি পুতুল তৈরি করা হয়েছিল যা পরে শুকিয়ে যায় এবং তারপর তার মধ্যে আত্মা ফুঁৎকারিত হয়।

১১. سموم গরম হাওয়াকে বলে। আগুনকে যখন 'সামুম' বলে বিশেষিত করা হয় তখন তার দ্বারা আগুন না বুঝিয়ে তীব্র গরম বুঝানো হয়ে থাকে। এর দ্বারা কুরআন মজীদে যে যে স্থলে বলা হয়েছে যে, 'জ্বীন' আগুন দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে সেসব জায়গায় ব্যাখ্যা পরিস্ফুট হয়।

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝

২৯. যখন আমি তাকে পূর্ণ অবয়ব দান করবো এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে কিছু ফুঁকে দেবো। তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদাবনত হয়ো।

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝

৩০. সে মতে সকল ফেরেশতা একযোগে তাকে সিজদা করলো,

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝

৩১. ইবলীস ছাড়া, কারণ সে সিজদাকারীদের অন্তরভুক্ত হতে অস্বীকার করলো।

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝

৩২. আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, "হে ইবলীস! তোমার কি হলো, তুমি সিজদাকারীদের অন্তরভুক্ত কেন হলে না ?"

قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝

৩৩. সে জবাব দিল, "এমন একটি মানুষকে সিজদা করা আমার মনোপুত নয় যাকে তুমি শুকনো ঠনঠনে পঁচা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো।"

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝

৩৪. আল্লাহ বললেন, "তবে তুমি বের হয়ে যাও এখান থেকে, কেননা তুমি ধিকৃত।

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ۝

৩৫. আর এখন কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার ওপর অভিসম্পাত!

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

৩৬. সে আরয করলো, "হে আমার রব ! যদি তাই হয়, তাহলে সেই দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও যেদিন সকল মানুষকে পুনর্বার উঠানো হবে।"

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝

৩৭. বললেন, "ঠিক আছে, তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো।

إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝

৩৮. সেদিন পর্যন্ত যার সময় আমার জানা আছে।"

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

৩৯. সে বললো, "হে আমার রব! তুমি যেমন আমাকে বিপথগামী করলে ঠিক তেমনিভাবে আমি পৃথিবীতে এদের জন্য প্রলোভন সৃষ্টি করে এদের সবাইকে বিপথগামী করবো,

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝

৪০. তবে এদের মধ্য থেকে তোমার যেসব বান্দাকে তুমি নিজের জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছো তাদের ছাড়া।"

قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝

৪১. বললেন, এটিই আমার নিকট পৌছবার সোজা পথ।[১২]

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝

৪২. অবশ্য যারা আমার প্রকৃত বান্দা হবে তাদের ওপর তোমার কোনো জোর খাটবে না। তোমার জোর খাটবে শুধুমাত্র এমন বিপথগামীদের ওপর যারা তোমার অনুসরণ করবে।[১৩]

১২. هذا صراط على مستقيم -এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে ঃ এক অর্থ যা আমি অনুবাদে করেছি। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ঃ একথা ঠিক, আমিও একথা রক্ষা করবো।

১৩. এ বাক্যাংশের অন্য অর্থ এও হতে পারে যে, আমার দাসদের (অর্থাৎ সাধারণ মানুষের) ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা চলবে না যে, তুমি তাদেরকে জোরপূর্বক নাফরমান বানাবে। অবশ্য যে নিজেই ভ্রষ্ট এবং তোমার অনুসরণ করতে নিজেই ইচ্ছা করে, তাদেরকেই তোমার পথে চলবার জন্যে পরিত্যাগ করা হবে, তাদেরকে আমরা জোরপূর্বক তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবো না।

٤٣ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

৪৩. এবং তাদের সবার জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তির অংগীকার।

٤٤ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۖ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۝

৪৪. এ জাহান্নাম (ইবলীসের অনুসারীদের জন্য যার শাস্তির অংগীকার করা হয়েছে) সাতটি দরযা বিশিষ্ট। প্রত্যেকটি দরযার জন্য তাদের মধ্য থেকে একটি অংশ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে।[১৪]

রুকূ' ঃ ৪

٤٥ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

৪৫. অন্যদিকে মুত্তাকীরা থাকবে বাগানে ও নির্ঝরিণী সমূহে।

٤٦ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ۝

৪৬. এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা এগুলোতে প্রবেশ করো শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে।

٤٧ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۝

৪৭. তাদের মনে যে সামান্য কিছু মনোমালিন্য থাকবে তা আমি বের করে দেবো, তারা পরস্পর ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়ে মুখোমুখি আসনে বসবে।

٤٨ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝

৪৮. সেখানে তাদের না কোনো পরিশ্রম করতে হবে আর না তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে।

٤٩ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

৪৯. হে নবী! আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

٥٠ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝

৫০. কিন্তু এ সংগে আমার আযাবও ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক।

٥١ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۝

৫১. আর তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের কাহিনী একটু শুনিয়ে দাও।

٥٢ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ۝

৫২. যখন তারা এলো তার কাছে এবং বললো, "সালাম তোমার প্রতি" সে বললো, আমরা তোমাদের দেখে ভয় পাচ্ছি।

٥٣ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۝

৫৩. তারা জবাব দিল, ভয় পেয়ো না, আমরা তোমাকে এক পরিণত জ্ঞানসম্পন্ন পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।[১৫]

٥٤ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ۝

৫৪. ইবরাহীম বললো, তোমরা কি বার্ধক্যাবস্থায় আমাকে সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছো ? একটু ভেবে দেখো তো এ কোন্ ধরনের সুসংবাদ তোমরা আমাকে দিচ্ছো ?

১৪. জাহান্নামের এ দ্বারগুলো সম্ভবত সেইসব ভ্রষ্টতা ও পাপরাশির দিক দিয়ে হবে যে পথে চলে মানুষ নিজের জন্যে জাহান্নামের রাস্তা উন্মুক্ত করে, যথা ঃ কেউ নাস্তিকতার রাস্তা দিয়ে জাহান্নামের দিকে যায়, কেউ শিরকের রাস্তা দিয়ে, কেউ মুনাফিকির রাস্তা দিয়ে, প্রকৃতি পূজায় এবং দুষ্কৃতি-দুষ্কর্মের রাস্তা দিয়ে, কেউ যুলুম-অত্যাচার ও জীবের ওপর নির্যাতন করার রাস্তা দিয়ে, কেউ মিথ্যা ও পথভ্রষ্টতার প্রচার ও ধর্মদ্রোহিতার রাস্তা দিয়ে এবং কেউ অশ্লীলতা ও অন্যায়-অনুচিত কাজের প্রচার প্রসারের রাস্তা দিয়ে। যে ব্যক্তির যে কুগুণ সব থেকে বেশী গুরুতর ও প্রকট হবে সেই হিসাবেই জাহান্নামে প্রবেশ করার জন্যে তার রাস্তা নির্দিষ্ট হবে।

১৫. অর্থাৎ হযরত ইসহাক আ.-এর পয়দা হবার সুসংবাদ, সূরা হূদে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে।

قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ۝٥٥

৫৫. তারা জবাব দিল, আমরা তোমাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি, তুমি নিরাশ হয়ো না।

قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ۝٥٦

৫৬. ইবরাহীম বললো, পথভ্রষ্ট লোকেরাই তো তাদের রবের রহমত থেকে নিরাশ হয়।

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۝٥٧

৫৭. তারপর ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর প্রেরিতরা! তোমরা কোন্ অভিযানে বের হয়েছো ?

قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ۝٥٨

৫৮. তারা বললো, আমাদের একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের দিকে পাঠানো হয়েছে।

اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝٥٩

৫৯. শুধুমাত্র লূতের পরিবারবর্গ এর অন্তরভুক্ত নয়। তাদের সবাইকে আমরা বাঁচিয়ে নেবো,

اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝٦٠

৬০. তার স্ত্রী ছাড়া, যার জন্য (আল্লাহ বলেন ঃ) আমি স্থির করেছি, সে পেছনে অবস্থানকারীদের সাথে থাকবে।

রুকূ’ ঃ ৫

فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ۨ الْمُرْسَلُوْنَ ۝٦١

৬১. প্রেরিতরা যখন লূতের পরিবারের কাছে পৌঁছলো।

قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ۝٦٢

৬২. তখন সে বললো, আপনারা অপরিচিত মনে হচ্ছে।

قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۝٦٣

৬৩. তারা জবাব দিল, না, বরং আমরা তাই এনেছি যার আসার ব্যাপারে এরা সন্দেহ করছিলো।

وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝٦٤

৬৪. আমরা তোমাকে যথার্থই বলছি, আমরা সত্য সহকারে তোমার কাছে এসেছি।

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ۝٦٥

৬৫. কাজেই এখন তুমি কিছু রাত থাকতে নিজের পরিবারবর্গকে নিয়ে বের হয়ে যাও এবং তুমি তাদের পেছনে পেছনে চলো। তোমাদের কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায়। ব্যাস, সোজা চলে যাও যেদিকে যাবার জন্য তোমাদের হুকুম দেয়া হচ্ছে।

وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ۝٦٦

৬৬. আর তাকে আমি এ ফায়সালা পৌঁছিয়ে দিলাম যে, সকাল হতে হতেই এদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হবে।

وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝٦٧

৬৭. ইত্যবসরে নগরবাসীরা মহা উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে লূতের বাড়ি চড়াও হলো।

قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ ۝٦٨

৬৮. লূত বললো, ভাইয়েরা আমার ! এরা হচ্ছে আমার মেহমান, আমাকে বে-ইয্যত করো না।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ ۝٦٩

৬৯. আল্লাহকে ভয় করো, আমাকে লাঞ্ছিত করো না।

قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝٧٠

৭০. তারা বললো, আমরা না তোমাকে বারবার মানা করেছি, সারা দুনিয়ার ঠিকাদারী নিয়ো না ?

قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِيْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১. লূত লাচার হয়ে বললো, যদি তোমাদের একান্তই কিছু করতেই হয় তাহলে এই যে আমার মেয়েরা রয়েছে।[১৬]

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. তোমার জীবনের কসম হে নবী! সে সময় তারা যেন একটি নেশায় বিভোর হয়ে মাতালের মতো আচরণ করে চলছিল।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. অবশেষে প্রভাত হতেই একটি বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করলো

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿٧٤﴾

৭৪. এবং আমি সেই জনপদটি ওলট পালট করে রেখে দিলাম আর তাদের ওপর পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ করলাম।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ লোকদের জন্য এ ঘটনার মধ্যে বিরাট নিদর্শন রয়েছে।

وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ﴿٧٦﴾

৭৬. সেই এলাকাটি (যেখানে এটা ঘটেছিল) লোক চলাচলের পথের পাশে অবস্থিত।[১৭]

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. ঈমানদার লোকদের জন্য এর মধ্যে শিক্ষার বিষয় রয়েছে।

وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. আর আইকাবাসীরা যালেম ছিল।[১৮]

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٩﴾

৭৯. কাজেই দেখে নাও আমিও তাদের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি। আর এ উভয় সম্প্রদায়ের বিরান এলাকা প্রকাশ্য পথের ধারে অবস্থিত।[১৯]

রুকূ' ঃ ৬

وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. হিজ্‌রবাসীরাও রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।

وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٨١﴾

৮১. আমি তাদের কাছে আমার নিদর্শন পাঠাই, নিশানী দেখাই কিন্তু তারা সবকিছু উপেক্ষা করতে থাকে।

وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. তারা পাহাড় কেটে কেটে গৃহ নির্মাণ করতো এবং নিজেদের বাসস্থানে একেবারেই নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ছিল।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. শেষ পর্যন্ত প্রভাত হতেই একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ তাদেরকে আঘাত হানলো

فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. এবং তাদের উপার্জন তাদের কোনো কাজে লাগলো না।

১৬. ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য–সূরা হূদ, টীকা ঃ ২৬-২৭

১৭. হেযায থেকে সিরিয়া এবং ইরাক থেকে মিসর যেতে এ ধ্বংসপ্রাপ্ত বিরাণ এলাকা পথে পড়ে এবং সাধারণত কাফেলাসমূহের লোক এ পুরো এলাকায় যেসব ধ্বংসের চিহ্নসমূহ আজ পর্যন্ত সুস্পষ্টরূপে দেখা যাচ্ছে তা দেখে থাকে।

১৮. অর্থাৎ হযরত শোয়েব আ.-এর কওমের লোক। 'আয়কা' তাবুকের প্রাচীন নাম।

১৯. মাদাইন ও আয়কার অধিবাসীদের এলাকাস্থ হেযায থেকে ফিলিস্তিন ও সিরিয়া যাবার পথে পড়ে।

৮৫. আমি পৃথিবী ও আকাশকে এবং তাদের মধ্যকার সকল জিনিসকে সত্য ছাড়া অন্য কিছুর ভিত্তিতে সৃষ্টি করিনি এবং ফায়সালার সময় নিশ্চিতভাবেই আসবে। কাজেই হে মুহাম্মদ! (এ লোকদের আজেবাজে আচরণগুলোকে) ভদ্রভাবে উপেক্ষা করে যাও।

৮৬. নিশ্চিতভাবে তোমার রব সবার স্রষ্টা এবং সবকিছু জানেন।

৮৭. আমি তোমাকে এমন সাতটি আয়াত দিয়ে রেখেছি, যা বারবার আবৃত্তি করার মতো[২০] এবং তোমাকে দান করেছি মহান কুরআন।

৮৮. আমি তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের দুনিয়ার যে সম্পদ দিয়েছি সেদিকে তুমি চোখ উঠিয়ে দেখো না এবং তাদের অবস্থা দেখে মনক্ষুণ্নও হয়ো না। তাদেরকে বাদ দিয়ে মুমিনদের প্রতি ঘনিষ্ঠ হও

৮৯. এবং (অমান্যকারীদেরকে) বলে দাও—আমিতো প্রকাশ্য সতর্ককারী।

৯০. এটা ঠিক তেমনি ধরনের সতর্কীকরণ যেমন সেই বিভক্তকারীদের দিকে আমি পাঠিয়েছিলাম

৯১. যারা নিজেদের কুরআনকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে।[২১]

৯২. তোমার রবের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করবো,

৯৩. তোমরা কি কাজে নিয়োজিত ছিলে ?

৯৪. কাজেই হে নবী ! তোমাকে যে বিষয়ের হুকুম দেয়া হচ্ছে তা সরবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করো এবং শিরককারীদের মোটেই পরোয়া করো না।

৯৫-৯৬. যেসব বিদ্রূপকারী আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও ইলাহ বলে গণ্য করে তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের ব্যবস্থা করার জন্য আমিই যথেষ্ট। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

৯৭. আমি জানি, এরা তোমার সম্বন্ধে যেসব কথা বানিয়ে বলে তাতে তুমি মনে ভীষণ ব্যথা পাও।

৯৮. এর প্রতিকার এই যে, তুমি নিজের রবের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করতে থাকো, তাঁর সকাশে সিজদাবনত হও।

৯৯. এবং যে চূড়ান্ত সময়টি আসা অবধারিত সেই সময় পর্যন্ত নিজের রবের বন্দেগী করে যেতে থাকো।

(٨٥) وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ○

(٨٦) اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○

(٨٧) وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ○

(٨٨) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

(٨٩) وَقُلْ اِنِّيْۤ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ○

(٩٠) كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ○

(٩١) الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ○

(٩٢) فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

(٩٣) عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

(٩٤) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ○

(٩٥) اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ○

(٩٦) الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

(٩٧) وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ○

(٩٨) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ○

(٩٩) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ○

২০. অর্থাৎ সূরা ফাতেহার আয়াত। প্রাচীনদের سلف অধিকাংশও এ বিষয়ে একমত, বরং ইমাম বুখারী এ বিষয়ে প্রমাণ দুটি মারফূ রেওয়ায়াত দ্বারা পেশ করেছেন যে, স্বয়ং নবী করীম স. سبع من المثانى -কে সূরা ফাতেহা বলে বর্ণনা করেছেন।

২১. অর্থাৎ কুরআনের মত তাদের যে গ্রন্থ দেয়া হয়েছিল তাকে তারা খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছে–তার কোনো অংশকে তারা পশ্চাতে ফেলে রাখে।

সূরা আন নাহ্‌ল

১৬

নামকরণ

৬৮ আয়াতের وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ বাক্যাংশ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে। এও নিছক আলামত ভিত্তিক, নয়তো নাহ্‌ল বা মৌমাছি এ সূরার আলোচ্য বিষয় নয়।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণ এর নাযিল হওয়ার সময়-কালের ওপর আলোকপাত করে। যেমন,

৪১ আয়াতের وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا বাক্যাংশ থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, এ সময় হাবশায় হিজরত অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১০৬ আয়াতের مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ বাক্য থেকে জানা যায়, এ সময় জুলুম-নিপীড়নের কঠোরতা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল এবং এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল যে, যদি কোনো ব্যক্তি নির্যাতনের আধিক্যে বাধ্য হয়ে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে ফেলে তাহলে তার ব্যাপারে শরীয়াতের বিধান কি হবে।

১১২-১১৪ আয়াতগুলোর ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً .... اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ বাক্যগুলো পরিষ্কার এদিকে ইংগিত করছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর মক্কায় যে বড় আকারের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এ সূরা নাযিলের সময় তা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

এ সূরার ১১৫ আয়াতটি এমন একটি আয়াত যার বরাত দেয়া হয়েছে সূরা আন'আমের ১১৯ আয়াতে। আবার সূরা আন'আমের ১৪৬ আয়াতে এ সূরার ১১৮ আয়াতের বরাত দেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, এ সূরা দুটির নাযিলের মাঝখানে খুব কম সময়ের ব্যবধান ছিল।

এসব সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, এ সূরাটিও মক্কী জীবনের শেষের দিকে নাযিল হয়। সূরার সাধারণ বর্ণনাভংগীও একথা সমর্থন করে।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

শিরককে বাতিল করে দেয়া, তাওহীদকে সপ্রমাণ করা, নবীর আহবানে সাড়া না দেবার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা ও উপদেশ দেয়া এবং হকের বিরোধিতা ও তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন করা এ সূরার মূল বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়।

আলোচনা

কোনো ভূমিকা ছাড়াই আকস্মিকভাবে একটি সতর্কতামূলক বাক্যের সাহায্যে সূরার সূচনা করা হয়েছে। মক্কার কাফেররা বারবার বলতো, "আমরা যখন তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছি এবং প্রকাশ্যে তোমার বিরোধিতা করছি তখন তুমি আমাদের আল্লাহর যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো তা আসছে না কেন?" তাদের একথাটি বারবার বলার কারণ ছিল এই যে, তাদের মতে এটিই ছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবী না হওয়ার সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট প্রমাণ। এর জবাবে বলা হয়েছে, নির্বোধের দল, আল্লাহর আযাব তো তোমাদের মাথার ওপর একেবারে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন তা কেন দ্রুত তোমাদের ওপর নেমে পড়ছে না এজন্য হৈ চৈ করো না। বরং তোমরা যে সামান্য অবকাশ পাচ্ছো তার সুযোগ গ্রহণ করে আসল সত্য কথাটি অনুধাবন করার চেষ্টা করো। এরপর সাথে সাথেই বুঝাবার জন্য ভাষণ দেবার কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু একের পর এক একাধিকবার সামনে আসতে শুরু করেছে।

(১) হৃদয়গ্রাহী যুক্তি এবং জগত ও জীবনের নিদর্শনসমূহের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে বুঝানো হয়েছে যে, শিরক মিথ্যা এবং তাওহীদই সত্য।

(২) অস্বীকারকারীদের সন্দেহ, সংশয়, আপত্তি, যুক্তি ও টালবাহানার প্রত্যেকটির জবাব দেয়া হয়েছে।

(৩) মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরার গোয়ার্তুমি এবং সত্যের মোকাবিলায় অহংকার ও আস্ফালনের অশুভ পরিণামের ভয় দেখানো হয়েছে।

(৪) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জীবনব্যবস্থা এনেছেন, মানুষের জীবনে যেসব নৈতিক ও বাস্তব পরিবর্তন সাধন করতে চায় সেগুলো সংক্ষেপে কিন্তু হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসংগে মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে, তারা যে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেবার দাবী করে থাকে এটা নিছক বাহ্যিক ও অন্তসারশূন্য দাবী নয় বরং এর বেশ কিছু চাহিদাও রয়েছে। তাদের আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক-চারিত্রিক ও বাস্তব জীবনে এগুলো প্রকাশ হওয়া উচিত।

(৫) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগী-সাথীদের মনে সাহস সঞ্চার করা হয়েছে এবং সাথে সাথে কাফেরদের বিরোধিতা, প্রতিরোধ সৃষ্টি ও জুলুম-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতি কি হতে হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে।

আয়াত-১২৮ | ১৬-সূরা আন নাহ্‌ল-মাক্কী | রুকূ'-১৬

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

① أَتَىٰ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

১. এসে গেছে আল্লাহর ফায়সালা।[১] এখন আর একে ত্বরান্বিত করতে বলো না। পবিত্র তিনি এবং এরা যে শিরক করছে তার উর্ধে তিনি অবস্থান করেন।

② يُنَزِّلُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ أَنْ أَنذِرُوٓا۟ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱتَّقُونِ ○

২. তিনি এ রূহকে[২] তাঁর নির্দেশানুসারে ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার ওপর চান নাযিল করেন। (এ হেদায়াত সহকারে যে, লোকদের) "জানিয়ে দাও, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই। কাজেই তোমরা আমাকেই ভয় করো।"

③ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ تَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

৩. তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন। এরা যে শিরক করছে তাঁর অবস্থান তার অনেক উর্ধে।

④ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ○

৪. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ছোট্ট একটি ফোঁটা থেকে। তারপর দেখতে দেখতে সে এক কলহপ্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে।[৩]

⑤ وَٱلْأَنْعَـٰمَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَـٰفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ○

৫. তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য পোশাক, খাদ্য এবং অন্যান্য নানাবিধ উপকারিতাও।

⑥ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ○

৬. তাদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য সৌন্দর্য যখন সকালে তোমরা তাদেরকে চারণ ভূমিতে পাঠাও এবং সন্ধ্যায় তাদেরকে ফিরিয়ে আনো।

⑦ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا۟ بَـٰلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ○

৭. তারা তোমাদের জন্য বোঝা বহন করে এমন সব জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে তোমরা কঠোর প্রাণান্ত পরিশ্রম না করে পৌছুতে পারো না। আসলে তোমার রব বড়ই স্নেহশীল ও করুণাময়।

---

১. অর্থাৎ তা প্রকাশের ও কার্যকরীকরণের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। সম্ভবত এ ফায়সালা বলতে নবী করীম স.-এর মক্কা থেকে হিজরতকে বুঝানো হয়েছে—কিছুকাল পরেই যার হুকুম দেয়া হয়েছিল। পবিত্র কুরআন অধ্যয়নে একথা জানা যায় যে, নবীকে যে লোকদের মধ্যে উচিত উত্থিত করা হয় তারা যখন প্রত্যাখ্যান করার শেষ সীমায় এসে পৌছায় তখন নবীকে হিজরতের হুকুম দেয়া হয় এবং এ হুকুমই তাদের ভাগ্যের শেষ ফায়সালা করে দেয়। এরপর হয় তাদের ওপর ধ্বংসকর আযাব এসে যায় অথবা নবী ও তাঁর অনুসারীদের হাত দিয়ে তাদের মূল ছেদন করে দেয়া হয়।

২. 'রূহ'-এর অর্থাৎ—নবুওয়াত ও অহীর প্রাণশক্তি যাতে পরিপূর্ণ হয়ে নবী স. কাজ করেন বা কথা বলেন।

৩. এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে; আর সম্ভবত এখানে দুই প্রকার অর্থই বুঝানো হয়েছে। প্রথম অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা শুক্রের এক তুচ্ছ বিন্দু থেকে সেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যে তর্ক ও যুক্তিপ্রমাণ দানের যোগ্যতা রাখে ও নিজের উদ্দেশ্য ও বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তিপ্রমাণ পেশ করতে পারে। দ্বিতীয় অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা যে মানুষকে শুক্র-বিন্দুর ন্যায় তুচ্ছ বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন সেই মানুষের আত্ম-অহংকারের বাড়াবাড়ি কতদূর দেখ। সে স্বয়ং আল্লাহরই মোকাবিলায় দ্বন্দ্ব-বিতর্কে লেগে যায়।

৮. তোমাদের আরোহণ করার এবং তোমাদের জীবনের শোভা-সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধা সৃষ্টি করেছেন। তিনি (তোমাদের উপকারার্থে) আরো অনেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যেগুলো তোমরা জানোই না।[৪]

৯. আর যেখানে বাঁকা পথও রয়েছে সেখানে সোজা পথ দেখাবার দায়িত্ব আল্লাহর ওপরই বর্তেছে। তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে সত্য-সোজা পথে পরিচালিত করতেন।

রুকূ' ঃ ২

১০. তিনিই আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেন, যা পান করে তোমরা নিজেরাও পরিতৃপ্ত হও এবং যার সাহায্যে তোমাদের পশুদের জন্যও উদ্ভিদ (খাদ্য) উৎপন্ন হয়।

১১. এ পানির সাহায্যে তিনি শস্য উৎপন্ন করেন এবং যয়তুন, খেজুর, আঙুর ও আরো নানাবিধ ফল জন্মান। এর মধ্যে যারা চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য রয়েছে একটি বড় নিদর্শন।

১২. তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্য রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে বশীভূত করে রেখেছেন এবং সমস্ত তারকাও তাঁরই হুকুমে বশীভূত রয়েছে। যারা বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগায় তাদের জন্য রয়েছে এর মধ্যে প্রচুর নিদর্শন।

১৩. আর এই যে বহু রং বেরঙের জিনিস তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করে রেখেছেন এগুলোর মধ্যেও অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা শিক্ষাগ্রহণ করে।

১৪. তিনিই তোমাদের জন্য সাগরকে করায়ত্ত করে রেখেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তরতাজা গোশত নিয়ে খাও এবং তা থেকে এমন সব সৌন্দর্য সামগ্রী আহরণ করো যা তোমরা অংগের ভূষণরূপে পরিধান করে থাকো। তোমরা দেখছো, সমুদ্রের বুক চিরে নৌযান চলাচল করে। এসব এজন্য, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো[৫] এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো।

১৫. তিনি পৃথিবীতে পাহাড়সমূহ গেঁড়ে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে হেলে না পড়ে। তিনি নদী প্রবাহিত করেছেন এবং প্রাকৃতিক পথ নির্মাণ করেছেন, যাতে তোমরা গন্তব্যে পৌঁছতে পারো।

(٨) وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

(٩) وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

(١٠) هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ○

(١١) يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

(١٢) وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

(١٣) وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ○

(١٤) وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

(١٥) وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

৪. অর্থাৎ অনেক এরূপ জিনিস যা মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে, কিন্তু মানুষ সে সম্পর্কে কিছুই জানে না—কোথায় কোথায় কত সংখ্যক সেবক তার খেদমতে রত আছে ও কি প্রকার খেদমত আনজাম দিচ্ছে।

৫. অর্থাৎ হালাল পন্থায় নিজের জীবিকা হাসিল করার চেষ্টা করো।

وَعَلٰمٰتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. তিনি ভূপৃষ্ঠে পথনির্দেশক চিহ্নসমূহ রেখে দিয়েছেন এবং তারকার সাহায্যেও মানুষ পথনির্দেশ পায়।

اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭. তাহলে ভেবে দেখতো যিনি সৃষ্টি করেন এবং যে কিছুই সৃষ্টি করে না তারা উভয় কি সমান ? তোমরা কি সজাগ হবে না ?

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨﴾

১৮. যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুণতে চাও তাহলে গুণতে পারবে না। আসলে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. অথচ তিনি তোমাদের প্রকাশ্যও জানেন এবং গোপনও জানেন।

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যেসব সত্তাকে লোকেরা ডাকে তারা কোনো একটি জিনিসেরও স্রষ্টা নয় বরং তারা নিজেরাই সৃষ্টি।

اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. তারা মৃত, জীবিত নয় এবং তারা কিছুই জানে না তাদেরকে কবে (পুনর্বার জীবিত করে) উঠানো হবে।[৬]

রুকূ' ঃ ৩

اِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. এক আল্লাহই তোমাদের ইলাহ। কিন্তু যারা আখেরাত মানে না তাদের অন্তরে অস্বীকৃতি বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তারা অহংকারে ডুবে গেছে।

لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. নিসন্দেহে আল্লাহ তাদের সমস্ত কার্যকলাপ জানেন, যা তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে। তিনি তাদেরকে মোটেই পসন্দ করেন না যারা আত্মগরিমায় ডুবে থাকে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَاۤ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. আর যখন কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের রব এ কী জিনিস নাযিল করেছেন ?[৭] তারা বলে, "জ্বী, ওগুলো তো আগের কালের বস্তাপচা গপ্পো।

لِيَحْمِلُوْۤا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. এসব কথা তারা এজন্য বলছে যে, কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের বোঝা পুরোপুরি উঠাবে আবার সাথে সাথে তাদের বোঝাও কিছু উঠাবে যাদেরকে তারা অজ্ঞতার কারণে পথভ্রষ্ট করছে। দেখো, কেমন কঠিন দায়িত্ব, যা তারা নিজেদের মাথায় নিয়ে নিচ্ছে।

৬. এ শব্দগুলো দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যায় যে, এখানে বিশেষভাবে যে কৃত্রিম উপাস্যদের অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে তারা হচ্ছে মৃত মানুষ ; কেননা ফেরেশতারা তো জীবিত, তারা তো মৃত নয় এবং কাঠ-পাথরের মূর্তিগুলোর তো দ্বিতীয়বার জীবিত করে উঠানোর কথাই উঠতে পারে না !

৭. আরবে যখন নবী করীম স. সম্পর্কে চর্চা হতে লাগলো তখন বাইরের লোক মক্কাবাসীদের কাছে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতো।

রুকূ' ঃ ৪

২৬. তাদের আগেও বহু লোক (সত্যকে খাটো করে দেখাবার জন্য) এমনি ধরনের চক্রান্ত করেছিল। তবে দেখে নাও, আল্লাহ তাদের চক্রান্তের ইমারত সমূলে উৎপাটিত করেছেন এবং তার ছাদ ওপর থেকে তাদের মাথার ওপর ধ্বসে পড়ছে এবং এমন দিক থেকে তাদের ওপর আযাব এসেছে যেদিক থেকে তার আসার কোনো ধারণাই তাদের ছিল না।

২৭. তারপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদেরকে বলবেন, "বলো, এখন কোথায় গেলো আমার সেই শরীকরা যাদের জন্য তোমরা (সত্যপন্থীদের সাথে) ঝগড়া করতে ?"—যারা দুনিয়ায় জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিল তারা বলবে, "আজ কাফেরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্য।"

২৮. হ্যাঁ, এমন কাফেরদের জন্য, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করতে থাকা অবস্থায় যখন ফেরেশতাদের হাতে পাকড়াও হয় তখন সাথে সাথেই (অবাধ্যতা ত্যাগ করে) আত্মসমর্পণ করে এবং বলে, "আমরা তো কোনো দোষ করছিলাম না।" ফেরেশতারা জবাব দেয়, "কেমন করে দোষ করছিলে না ! তোমাদের কার্যকলাপ আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন।

২৯. এখন যাও, জাহান্নামের দরযা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ো, ওখানেই তোমাদের থাকতে হবে চিরকাল।" সত্য বলতে কি, অহংকারীদের এ ঠিকানা বড়ই নিকৃষ্ট।

৩০. অন্যদিকে যখন মুত্তাকীদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে কী নাযিল হয়েছে, তারা জবাব দেয়, "সর্বোত্তম জিনিস নাযিল হয়েছে।" এ ধরনের সৎকর্মশীলদের জন্য এ দুনিয়াতেও কল্যাণ রয়েছে এবং আখেরাতের আবাস তো তাদের জন্য অবশ্যই উত্তম। বড়ই ভালো আবাস মুত্তাকীদের,

৩১. চিরন্তন অবস্থানের জান্নাত, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, পাদদেশে প্রবাহিত হতে থাকবে নদী এবং সবকিছুই সেখানে তাদের কামনা অনুযায়ী থাকবে। এ পুরস্কার দেন আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে।

৩২. এমন মুত্তাকীদেরকে, যাদের পবিত্র থাকা অবস্থায় ফেরেশতারা যখন মৃত্যু ঘটায় তখন বলে, "তোমাদের প্রতি শান্তি, যাও নিজেদের কর্মকাণ্ডের বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ করো।"

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ ۖ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ ۚ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

۝٣٣ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّآ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

৩৩. হে মুহাম্মদ! এখন যে এরা অপেক্ষা করছে, এ ক্ষেত্রে এখন ফেরেশতাদের এসে যাওয়া অথবা তোমার রবের ফায়সালা প্রকাশিত হওয়া ছাড়া আর কী বাকি রয়ে গেছে ? এ ধরনের হঠকারিতা এদের আগে আরো অনেক লোক করেছে। তারপর তাদের সাথে যা কিছু হয়েছে তা তাদের ওপর আল্লাহর যুলুম ছিল না বরং তাদের নিজেদেরই যুলুম ছিল যা তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর করেছিল।

۝٣٤ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

৩৪. তাদের কৃতকর্মের অনিষ্টকারিতা শেষ পর্যন্ত তাদের ওপরই আপতিত হয়েছে এবং যেসব জিনিসকে তারা ঠাট্টা করতো সেগুলোই তাদের ওপর চেপে বসেছে।

রুকু' ঃ ৫

۝٣٥ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِينُ ۝

৩৫. এ মুশরিকরা বলে, "আল্লাহ চাইলে তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদাত আমরাও করতাম না, আমাদের বাপ-দাদারাও করতো না এবং তাঁর হুকুম ছাড়া কোনো জিনিসকে হারামও গণ্য করতো না।" এদের আগের লোকেরাও এমনি ধরনের বাহানাবাজীই চালিয়ে গেছে। তাহলে কি রসূলদের ওপর সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব আছে ?

۝٣٦ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝

৩৬. প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি একজন রসূল পাঠিয়েছি এবং তার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি যে, "আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাগূতের বন্দেগী পরিহার করো।" এরপর তাদের মধ্য থেকে কাউকে আল্লাহ সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং কারোর ওপর পথভ্রষ্টতা চেপে বসেছে। তারপর পৃথিবীর বুকে একটু ঘোরাফেরা করে দেখে নাও যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে।

۝٣٧ إِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِينَ ۝

৩৭. হে মুহাম্মদ! তুমি এদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য যতই আগ্রহী হও না কেন, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে আর সঠিক পথে পরিচালিত করেন না আর এ ধরনের লোকদের সাহায্য কেউ করতে পারে না।

۝٣٨ وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوتُ ۚ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৩৮. এরা আল্লাহর নামে শক্ত কসম খেয়ে বলে, "আল্লাহ কোনো মৃতকে পুনর্বার জীবিত করে উঠাবেন না।"—কেন উঠাবেন না ? এতো একটি ওয়াদা, যেটি পুরণ করা তিনি নিজের ওপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না,

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ۝

৩৯. আর এটি এজন্য প্রয়োজন যে, এরা যে সত্যটি সম্পর্কে মতবিরোধ করছে আল্লাহ সেটি এদের সামনে উন্মুক্ত করে দেবেন এবং সত্য অস্বীকারকারীরা জানতে পারবে যে, তারাই ছিল মিথ্যাবাদী।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

৪০. (এর সম্ভাবনার ব্যাপারে বলা যায়) কোনো জিনিসকে অস্তিত্বশীল করার জন্য এর চেয়ে বেশী কিছু করতে হয় না যে, তাকে হুকুম দিই 'হয়ে যাও' এবং তা হয়ে যায়।

রুকু' ঃ ৬

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

৪১-৪২. যারা যুলুম সহ্য করার পর আল্লাহর খাতিরে হিজরত করে গেছে তাদেরকে আমি দুনিয়াতেই ভালো আবাস দেবো এবং আখেরাতের পুরস্কার তো অনেক বড়।[৮] হায়! যে মযলুমরা সবর করেছে এবং যারা নিজেদের রবের ওপর ভরসা করে কাজ করছে তারা যদি জানতো (কেমন চমৎকার পরিণাম তাদের জন্য অপেক্ষা করছে)।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

৪৩. হে মুহাম্মদ ! তোমার আগে আমি যখনই রসূল পাঠিয়েছি, মানুষই পাঠিয়েছি, যাদের কাছে আমি নিজের অহী প্রেরণ করতাম। যদি তোমরা নিজেরা না জেনে থাকো তাহলে বাণীওয়ালাদেরকে জিজ্ঞেস করো।[৯]

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

৪৪. আগের রসূলদেরকেও আমি উজ্জ্বল নিদর্শন ও কিতাব দিয়ে পাঠিয়েছিলাম এবং এখন এ বাণী তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের সামনে সেই শিক্ষার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে যেতে থাকো। যা তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যাতে লোকেরা (নিজেরাও) চিন্তা-ভাবনা করে।[১০]

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝

৪৫. তারপর যারা (নবীর দাওয়াতের বিরোধিতায়) নিকৃষ্টতম চক্রান্ত করছে তারা কি এ ব্যাপারে একেবারে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে প্রোথিত করে দেবেন না অথবা এমন দিক থেকে তাদের ওপর আযাব আসবে না যেদিক থেকে তার আসার ধারণা-কল্পনাও তারা করেনি ?

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝

৪৬. অথবা তিনি কি তাদের চলাফেরারত অবস্থায় হঠাৎ তাদের পাকড়াও করবেন না—এমতাবস্থায় যে, তারা তাঁকে পরাভূত করতে অক্ষম।

৮. এখানে সেই মুহাজিরীনদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যাঁরা কাফেরদের অসহনীয় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন।

৯. অর্থাৎ যারা আসমানী গ্রন্থের জ্ঞান রাখে সেই লোকদের জিজ্ঞেস করে জানো—নবীরা মানুষ হয়, না অন্য কিছু।

১০. অর্থাৎ রসূলে করীম স.-এর প্রতি কিতাব এজন্যে নাযিল করা হয়েছিল যে, তিনি নিজের কথা ও কাজের দ্বারা কিতাবের শিক্ষা এবং তার নির্দেশাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে থাকবেন। এর দ্বারা স্বতঃই একথা প্রমাণিত হয় যে, রসূলের সুন্নাত হচ্ছে কুরআনের প্রামাণিক ও সরকারী ব্যাখ্যা।

٤٧ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ○

৪৭. অথবা তিনি কি এমন অবস্থায় তাদের পাকড়াও করবেন না–যখন তারা আগাম বিপদের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত ? আসল ব্যাপার হচ্ছে, তোমাদের রব বড়ই কোমল হৃদয় ও করুণাময়।

٤٨ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَٰلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَٰخِرُونَ ○

৪৮. আর তারা কি আল্লাহর সৃষ্ট কোনো জিনিসই দেখে না, কিভাবে তার ছায়া ডাইনে বাঁয়ে ঢলে পড়ে আল্লাহকে সিজদা করছে ?[১১] সবাই এভাবে দীনতার প্রকাশ করে চলছে।

٤٩ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ○

৪৯. পৃথিবী ও আকাশে যত সৃষ্টি আছে প্রাণসত্তা সম্পন্ন এবং যত ফেরেশতা আছে তাদের সবাই রয়েছে আল্লাহর সামনে সিজদাবনত। তারা কখনো অবাধ্যতা প্রকাশ করে না।

٥٠ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ○

৫০. ভয় করে নিজেদের রবকে যিনি তাদের ওপরে আছেন এবং যা কিছু হুকুম দেয়া হয় সেই অনুযায়ী কাজ করে।

রুকূ' ঃ ৭

٥١ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَإِيَّٰيَ فَارْهَبُونِ ○

৫১. আল্লাহর ফরমান হলো, দুই ইলাহ গ্রহণ করো না,[১২] ইলাহ তো মাত্র একজন, কাজেই তোমরা আমাকেই ভয় করো।

٥٢ وَلَهُ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ○

৫২. সবকিছুই তাঁরই, যা আকাশে আছে এবং যা আছে পৃথিবীতে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে একমাত্র তাঁরই দীন (সমগ্র বিশ্বজাহানে) চলছে।[১৩] এরপর কি তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ভয় করবে ?

٥٣ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ ○

৫৩. তোমরা যে নিয়ামতই লাভ করেছো তাতো আল্লাহরই পক্ষ থেকে, তারপর যখন তোমরা কোনো কঠিন সময়ের মুখোমুখি হও তখন তোমরা নিজেরাই নিজেদের ফরিয়াদ নিয়ে তাঁরই দিকে দৌড়াতে থাকো।

٥٤ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ○

৫৪. কিন্তু যখন আল্লাহ সেই সময়কে হটিয়ে দেন তখন সহসাই তোমাদের একটি দল নিজেদের রবের সাথে অন্যকে (এ অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে) শরীক করতে থাকে

১১. অর্থাৎ সকল জড় জিনিসের ছায়া একথার নিদর্শনস্বরূপ যে, পর্বত হোক বা বৃক্ষ হোক, পশু হোক বা মানুষ হোক—সকলেই এক সর্বব্যাপী কানুনের শৃংখলে শৃংখলিত। সকলেরই ললাট দাসত্বের চিহ্নে চিহ্নিত ; উলূহিয়াতে কারোরই কোনো সামান্যতম অংশ নেই। কোনো কিছুর ছায়া থাকা একথার সুস্পষ্ট নিদর্শন যে, সে বস্তুটি জড়। আর কোনো কিছুর 'জড়' হওয়া তার 'দাস' ও 'সৃষ্ট' হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

১২. 'দুই ইলাহ না থাকার' মধ্যে দুই-এর অধিক ইলাহ না থাকার কথাও স্বতঃই শামিল আছে।

১৩. অন্য কথায় তাঁরই আনুগত্যের ভিত্তিতে সমগ্র অস্তিত্বের কারখানার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত আছে।

٥٥ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ○

৫৫. যাতে আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করা যায়। বেশ, ভোগ করে নাও শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

٥٦ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ○

৫৬. এরা যাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানে না, আমার দেয়া রিযিক থেকে তাদের অংশ নির্ধারণ করে—আল্লাহর কসম, অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, কেমন করে তোমরা এ মিথ্যা রচনা করেছিলে ?

٥٧ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ۙ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ○

৫৭. এরা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে কন্যা সন্তান,[১৪] তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং নিজেদের জন্য নির্ধারণ করে তাদের কাছে যা কাঙ্ক্ষিত।[১৫]

٥٨ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ○

৫৮. যখন এদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্মের সুখবর দেয়া হয় তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে ভিতরে ভিতরে গুমরে মরতে থাকে।

٥٩ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ○

৫৯. লোকদের থেকে লুকিয়ে ফিরতে থাকে, কারণ এ দুঃসংবাদের পর সে লোকদের মুখ দেখাবে কেমন করে। ভাবতে থাকে, অবমাননার সাথে মেয়েকে রেখে দেবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে ?—দেখো, কেমন খারাপ কথা যা এরা আল্লাহর ওপর আরোপ করে।[১৬]

٦٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

৬০. যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তারাই তো খারাপ গুণের অধিকারী হবার যোগ্য। আর আল্লাহর জন্য তো রয়েছে মহত্তম গুণাবলী, তিনিই তো সবার ওপর পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে পূর্ণতার অধিকারী।

রুকূ' ঃ ৮

٦١ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ○

৬১. আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের বাড়াবাড়ি করার জন্য সাথে সাথে পাকড়াও করতেন তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোনো একটি জীবকেও ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি সবাইকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন। তারপর যখন সেই সময়টি এসে যায় তখন তা থেকে এক মুহূর্তও আগে পিছে হতে পারে না।

٦٢ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ ۖ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ○

৬২. আজ এরা দুটি জিনিস আল্লাহর জন্য স্থির করছে যা এরা নিজেদের জন্য অপসন্দ করে। আর এদের কণ্ঠ মিথ্যা উচ্চারণ করে যে, এদের জন্য শুধু কল্যাণই কল্যাণ। এদের জন্য তো শুধু একটি জিনিসই আছে এবং তা হচ্ছে জাহান্নামের আগুন। নিশ্চয়ই এদেরকে সবার আগে তার মধ্যে পৌঁছানো হবে।

১৪. আরবের মুশরিকদের উপাস্যদের মধ্যে দেবতা কম ছিল ; দেবী ছিল সংখ্যায় অধিক। আর এ দেবীদের সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিল যে—এরা আল্লাহর কন্যা সন্তান। এভাবে ফেরেশতাদেরও তারা আল্লাহর কন্যা মনে করতো।

১৫. অর্থাৎ পুত্র সন্তানগুলো।

১৬. অর্থাৎ নিজেদের জন্যে যে কন্যা সন্তানকে তারা এরূপ হীন ও অপমানকর মনে করতো সেই কন্যা সন্তানকেই তারা আল্লাহর জন্যে ভাবতে কোনো সংকোচবোধ করতো না।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৬৩. আল্লাহর কসম, হে মুহাম্মদ ! তোমার আগেও বহু জাতির মধ্যে আমি রসূল পাঠিয়েছি। (এর আগেও এ রকমই হতো) শয়তান তাদের খারাপ কার্যকলাপকে তাদের সামনে সুশোভন করে দেখিয়েছে (এবং রসূলদের কথা তারা মানেনি)। সেই শয়তানই আজ এদেরও অভিভাবক সেজে বসে আছে এবং এরা মর্মন্তুদ শাস্তির উপযুক্ত হচ্ছে।

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৬৪. আমি তোমার প্রতি এ কিতাব এজন্য অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি এ মতভেদের তাৎপর্য এদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরো। যার মধ্যে এরা ডুবে আছে। এ কিতাব পথনির্দেশ ও রহমত হয়ে নাযিল হয়েছে তাদের জন্য যারা একে মেনে নেবে।

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

৬৫. (তুমি দেখছো প্রত্যেক বর্ষাকালে) আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং তার বদৌলতে তিনি সহসাই মৃত জমিতে প্রাণ সঞ্চার করেন।[১৭] নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে যারা শোনে তাদের জন্য।

রুকূ' ঃ ৯

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ○

৬৬. আর তোমাদের জন্য গবাদি পশুর মধ্যেও একটি শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেট থেকে গোবর ও রক্তের মাঝ খানে বিদ্যমান একটি জিনিস আমি তোমাদের পান করাই, অর্থাৎ নির্ভেজাল দুধ, যা পানকারীদের জন্য বড়ই সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর।

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

৬৭. (অনুরূপভাবে) খেজুর গাছ ও আঙুর লতা থেকেও আমি একটি জিনিস তোমাদের পান করাই, যাকে তোমরা মাদকেও পরিণত করো এবং পবিত্র খাদ্যেও।[১৮] বুদ্ধিমানদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে একটি নিশানী।

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ○

৬৮. আর দেখো তোমার রব মৌমাছিদেরকে একথা অহীর মাধ্যমে[১৯] বলে দিয়েছেনঃ তোমরা পাহাড়-পর্বত, গাছপালা ও মাচার ওপর ছড়ানো লতাগুল্মে নিজেদের চাক নির্মাণ করো।

১৭. অর্থাৎ প্রতিটি বছর এ দৃশ্য তোমাদের চোখের সামনেই প্রকটিত হয়ে যায়—জীবন একেবারে প্রস্তরময় প্রান্তররূপ পড়ে থাকে, তার মধ্যে জীবনের কোনো চিহ্নই বর্তমান থাকে না। না আছে তৃণ ও অংকুর, না থাকে কোনো ফল ও পাতা এবং না থাকে কোনো মৃত্তিকাজাত, কীটপতঙ্গ বা কোনো কিছু। তারপর যখন বর্ষার আগমন হয় একটি বা দুটি বর্ষণ হতেই সেই যমীন থেকে জীবনের ঝরণা উৎসারিত হতে শুরু হয়। মৃত্তিকাস্তরের অভ্যন্তরে নিহিত অসংখ্য মূল অকস্মাৎ জীবন্ত হয়ে উঠে এবং এক এক মূল থেকে সেই সব লতাপাতা আবার উদ্ভূত হয় যা পূর্ববর্তী বর্ষায় জন্মে মরে গিয়েছিল। অসংখ্য মৃত্তিকাজাত কীট-পতঙ্গ গরমকালে যে সবের নাম-নিশানাও কোথাও বাকী ছিল না সহসা তেমনিভাবেও প্রাচুর্যে আবার জেগে উঠে যেমনভাবে তারা বিগত বর্ষায় দেখা দিয়েছিল। নিজেদের জীবনে এসব কিছু তোমরা বারবার লক্ষ্য করছো—কিন্তু তবুও আল্লাহ সমস্ত মানুষকে মৃত্যুর পর আবার দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন—নবীদের মুখে একথা শুনে তোমরা বিস্ময়বোধ করো।

১৮. এখানে প্রসংগক্রমে মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে ইশারা করা হয়েছে যে—এটি পবিত্র জীবিকা নয়।

১৯. 'অহী'র আভিধানিক অর্থ হচ্ছে—গোপন ও সূক্ষ্ম ইশারা যা ইশারাকারী ও যাকে ইশারা করা হয় সে ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারে না। এ হিসাবে এ শব্দ 'এলকা' (অন্তরে কথা নিক্ষেপকারী) ও 'এলহাম' (গুপ্তভাবে শিক্ষা ও উপদেশ)-এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

৬৯. তারপর সব রকমের ফলের রস চোষো এবং নিজের রবের তৈরি করা পথে চলতে থাকো। এ মাছির ভেতর থেকে একটি বিচিত্র রঙের শরবত বের হয়, যার মধ্যে রয়েছে নিরাময় মানুষের জন্য। অবশ্যই এর মধ্যেও একটি নিশানী রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

৭০. আর দেখো, আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যুদান করেন, আবার তোমাদের কাউকে নিকৃষ্টতম বয়সে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়, যখনসবকিছু জানার পরেও যেন কিছুই জানে না। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, আল্লাহই জ্ঞানেও পরিপূর্ণ এবং ক্ষমতায়ও।

রুকূ' ঃ ১০

৭১. আর দেখো, আল্লাহ তোমাদের একজনকে আর একজনের ওপর রিযিকের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তারপর যাদেরকে এ শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে তারা এমন নয় যে, নিজেদের রিযিক নিজেদের গোলামদের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে থাকে, যাতে উভয়ে এ রিযিকে সমান অংশীদার হয়ে যায়। তাহলে কি এরা শুধু আল্লাহরই অনুগ্রহ মেনে নিতে অস্বীকার করে?[২০]

৭২. আর আল্লাহই তোমাদের জন্য তোমাদের সমজাতীয় স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এ স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র-পৌত্রাদি দান করেছেন এবং ভালো ভালো জিনিস তোমাদের খেতে দিয়েছেন। তারপর কি এরা (সবকিছু দেখার ও জানার পরও) বাতিলকে মেনে নেয়[২১] এবং আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করে?

৭৩. আর তারা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তার পূজা করে যাদের না আকাশ থেকে তাদের কিছু রিযিক দেয়ার ক্ষমতা ও অধিকার আছে, না পৃথিবী থেকে?

৭৪. কাজেই আল্লাহর জন্য সদৃশ তৈরি করো না,[২২] আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

٦٩ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

٧٠ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۚ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ○

٧١ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ○

٧٢ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ○

٧٣ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ○

٧٤ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

২০. বর্তমান সময়ে কিছু লোক এ আয়াত থেকে তাদের মনগড়া এ অর্থ বের করেছে যে, যেসব লোকদের আল্লাহ তাআলা জীবিকার ব্যাপারে মর্যাদা দান করেছেন তাদের জীবিকা তাদের নিজেদের ভৃত্য ও চাকরদের প্রতি অবশ্য দান করে দিতে হবে। যদি তারা তা না করে তবে তারা আল্লাহর নেয়ামতের অস্বীকারী বলে গণ্য হবে। কিন্তু ওপর থেকে সমগ্র ভাষণটাই শেরকের খণ্ডনে ও তাওহীদের প্রমাণে বিবৃত হয়ে এসেছে এবং পরেও ধারাবাহিকভাবে এ প্রসংগই আলোচিত হয়েছে। পূর্বাপর প্রসঙ্গ লক্ষ্য রাখলে একথা অতি সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাবে যে, এখানে এ যুক্তি পেশ করা হয়েছে যে, তুমি যখন নিজের ধনে তোমার গোলাম ও চাকরদের সমমর্যাদা দান না করো তবে আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ রাশি দান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে কি প্রকারে তাঁর ক্ষমতাহীন বান্দাদেরও অংশীদার বানানোকে সঠিক মনে করো ও নিজেদের স্থানে এ বুঝে থাক যে, ক্ষমতা ও অধিকারে আল্লাহর এ বান্দাহগণও তাঁর সাথে সমভাগী?

২১. অর্থাৎ এ ভিত্তিহীন ও অসত্য বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাদের ভাগ্য গড়া ও ভাঙা, তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করা, প্রার্থনা শ্রবণ করা, তাদেরকে সন্তান-সন্ততি দান করা, তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করা, তাদের মামলা-মকদ্দমার বিজয় দান, তাদের ব্যাধি মুক্ত করা—এসব কাজ কতগুলো দেবী, দেবতা ও জ্বিন এবং আগের পরের কিছু সংখ্যক মহাত্মাদের ক্ষমতার মধ্যে আছে।

৭৫. আল্লাহ একটি উপমা দিচ্ছেন। একজন হচ্ছে গোলাম, যে অন্যের অধিকারভুক্ত এবং নিজেও কোনো ক্ষমতা রাখে না। দ্বিতীয়জন এমন এক ব্যক্তি যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে ভালো রিযিক দান করেছি এবং সে তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খুব খরচ করে। বলো, এরা দুজন কি সমান ?—আলহামদুলিল্লাহ,[২৩] কিন্তু অধিকাংশ লোক (এ সোজা কথাটি) জানে না।

٧٥ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ؕ هَلْ يَسْتَوٗنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৭৬. আল্লাহ আর একটি উপমা দিচ্ছেন। দুজন লোক। একজন বধির ও বোবা, কোনো কাজ করতে পারে না। নিজের প্রভুর ঘাড়ে বোঝা হয়ে চেপে আছে। যেদিকেই তাকে পাঠায় কোনো ভালো কাজ তার দ্বারা হয়ে ওঠে না। দ্বিতীয়জন ইনসাফের হুকুম দেয় এবং নিজে সত্য সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত আছে। বলো, এরা দু'জন কি সমান ?

٧٦ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَاۤ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

রুকূ' ঃ ১১

৭৭. আর আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় গোপন সত্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে এবং কিয়ামত সংঘটিত হবার ব্যাপারটি মোটেই দেরী হবে না, চোখের পলকেই ঘটে যাবে বরং তার চেয়েও কম সময়ে। আসলে আল্লাহ সবকিছুই করতে পারেন।

٧٧ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৭৮. আল্লাহ তোমাদের মায়ের পেট থেকে তোমাদের বের করেছেন এমন অবস্থায় যখন তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন, চিন্তা-ভাবনা করার মতো হৃদয় দিয়েছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

٧٨ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

৭৯. এরা কি কখনো পাখিদের দেখেনি, আকাশ নিঃসীমে কিভাবে তারা নিয়ন্ত্রিত রয়েছে ? আল্লাহ ছাড়া কে তাদেরকে ধরে রেখেছে ? এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে যারা ঈমান আনে তাদের জন্য।

٧٩ اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

---

২২. অর্থাৎ আল্লাহকে পার্থিব রাজা-মহারাজা বাদশাহের মত মনে ধারণা করো না। যেমন মোসাহেবদের এবং দরবারে নৈকট্য প্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্যস্থতা ছাড়া পার্থিব রাজা-বাদশাহর নিকট কেউ নিজের প্রয়োজন ও প্রার্থনার কথা পৌছাতে পারে না। সেই রকম আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে তোমরা এ ধারণা করতে লেগেছ যে, তিনি নিজের শাহী প্রাসাদে ফেরেশতা, আওলিয়া ও তাঁর অন্যান্য নৈকট্যপ্রাপ্ত অনুগৃহীতজনদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বসে আছেন এবং তাদের মধ্যস্থতা ছাড়া কারোর কোনো কাজই আল্লাহর কাছ থেকে হাসিল করা সম্ভব নয়।

২৩. যেহেতু এ প্রশ্নের জবাবে মুশরিকরা একথা বলতে পারে না যে, দুই-ই সমান, এজন্যে বলা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ—এতটুকু কথা তোমাদের বুঝের মধ্যে এসেছে!

٨٠ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَاۤ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ○

৮০. আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরগুলোকে বানিয়েছেন শান্তির আবাস। তিনি পশুদের চামড়া থেকে তোমাদের জন্য এমনসব ঘর তৈরি করে দিয়েছেন যেগুলোকে তোমরা সফর ও স্বগৃহে অবস্থান উভয় অবস্থায়ই সহজে বহন করতে পারো।[২৪] তিনি পশুদের পশম, লোম ও চুল থেকে তোমাদের জন্য পরিধেয় ও ব্যবহার-সামগ্রীসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যা জীবনের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তোমাদের কাজে লাগবে।

٨١ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ○

৮১. তিনি নিজের সৃষ্ট বহু জিনিস থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, পাহাড়ে তোমাদের জন্য আশ্রয় তৈরি করেছেন এবং তোমাদের এমন পোশাক দিয়েছেন, যা তোমাদের গরম থেকে বাঁচায় আবার এমন কিছু অন্যান্য পোশাক তোমাদের দিয়েছেন যা পারস্পরিক যুদ্ধে তোমাদের হেফাজত করে। এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামতসমূহ সম্পূর্ণ করেন, হয়তো তোমরা অনুগত হবে।

٨٢ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

৮২. এখন যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে হে মুহাম্মদ ! পরিষ্কারভাবে সত্যের পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া তোমার আর কোনো দায়িত্ব নেই।

٨٣ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

৮৩. এরা আল্লাহর অনুগ্রহ জানে, কিন্তু সেগুলো অস্বীকার করে, আর এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক এমন যারা সত্যকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

রুকূ' ঃ ১২

٨٤ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ○

৮৪. (সেদিন কি ঘটবে, সে ব্যাপারে এদের কি কিছুমাত্র হুঁশও আছে) যেদিন আমি উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী দাঁড় করাবো, তারপর কাফেরদের যুক্তি-প্রমাণ ও সাফাই পেশ করার সুযোগও দেয়া হবে না।[২৫] আর তাদের কাছে তাওবা-ইসতিগফারেরও দাবী জানানো হবে না।

٨٥ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

৮৫. যালেমরা যখন একবার আযাব দেখে নেবে তখন তাদের আযাব আর হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে এক মুহূর্তের জন্য বিরামও দেয়া হবে না।

٨٦ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰۤؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

৮৬. আর দুনিয়ায় যারা শিরক করেছিল তারা যখন নিজেদের তৈরি করা শরীকদেরকে দেখবে তখন বলবে, "হে আমাদের রব ! এরাই হচ্ছে আমাদের তৈরি করা শরীক, যাদেরকে আমরা তোমাকে বাদ দিয়ে ডাকতাম।" একথায় তাদের ঐ মাবুদরা তাদের পরিষ্কার জবাব দিয়ে বলবে, "তোমরা মিথ্যুক।"[২৬]

٨٧ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

৮৭. সে সময় এরা সবাই আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড়বে এবং এদের সমস্ত মিথ্যা উদ্ভাবন হাওয়া হয়ে যাবে, যা এরা দুনিয়ায় করে বেড়াতো।

٨٨ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ○

৮৮. যারা নিজেরাই কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়েছে তাদেরকে আমি আযাবের পর আযাব দেবো, দুনিয়ায় তারা যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো তার বদলায়।

٨٩ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ○

৮৯. (হে মুহাম্মদ! এদেরকে সেই দিন সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দাও) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন সাক্ষী দাঁড় করিয়ে দেবো, যে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে এবং এদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য আমি তোমাকে নিয়ে আসবো। (আর এ সাক্ষ্যের প্রস্তুতি হিসেবে) আমি এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যা সব জিনিস পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে এবং যা সঠিক পথনির্দেশনা, রহমত ও সুসংবাদ বহন করে তাদের জন্য যারা আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছে।

রুকূ' ঃ ১৩

٩٠ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

৯০. আল্লাহ ন্যায়-নীতি, পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনদের দান করার হুকুম দেন এবং অশ্লীল-নির্লজ্জতা ও দুষ্কৃতি এবং অত্যাচার-বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পারো।

٩١ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ○

৯১. আল্লাহর অংগীকার পূর্ণ করো যখনই তোমরা তাঁর সাথে কোনো অংগীকার করো এবং নিজেদের কসম দৃঢ় করার পর আবার তা ভেঙে ফেলো না যখন তোমরা আল্লাহকে নিজের ওপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছো। আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত।

٩٢ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○

৯২. তোমাদের অবস্থা যেন সেই মহিলাটির মতো না হয়ে যায় যে নিজ পরিশ্রমে সূতা কাটে এবং তারপর নিজেই তা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে। তোমরা নিজেদের কসমকে পারস্পরিক ব্যাপারে ধোঁকা ও প্রতারণার হাতিয়ারে পরিণত করে থাকো, যাতে এক দল অন্য দলের তুলনায় বেশী ফায়দা হাসিল করতে পারো। অথচ আল্লাহ এ অঙ্গীকারের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখি করেন। আর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তিনি তোমাদের সমস্ত মতবিরোধের রহস্য উন্মোচিত করে দেবেন।

২৪. অর্থাৎ চামড়ার তাঁবু। আরবে এর বহুল প্রচলন।

২৫. এর অর্থ এই নয় যে—তাদের সাফাই পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে না। বরং এর মর্ম হচ্ছে—তাদের অপরাধ এরূপ স্পষ্ট, অনস্বীকার্য ও দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্যসমূহ দ্বারা প্রমাণিত করে দেয়া হবে যে, তাদের জন্য সাফাই পেশ করার কোনো অবকাশই থাকবে না।

২৬. অর্থাৎ আমি তোমাদের কখনও একথা বলিনি যে—তোমরা আল্লাহকে ত্যাগ করে আমাকেই ডাক, আর তোমাদের এরূপ কাজে আমি রাজীও ছিলাম না ; বরং আমি জানতামইনা যে তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলে।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

৯৩. যদি (তোমাদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ না হোক) এটাই আল্লাহর ইচ্ছা হতো তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকে একই উম্মতে পরিণত করতেন। কিন্তু তিনি যাকে চান গোমরাহীর মধ্যে ঠেলে দেন এবং যাকে চান সরল সঠিক পথ দেখান। আর অবশ্যই তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾

৯৪. (আর হে মুসলমানরা!) তোমরা নিজেদের কসম-সমূহকে পরস্পরকে ধোঁকা দেয়ার মাধ্যম পরিণত করো না। কোনো পদক্ষেপ একবার দৃঢ় হওয়ার পর আবার যেন পিছলে না যায় এবং তোমরা লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করেছো এ অপরাধে যেন তোমরা অশুভ পরিণামের সম্মুখীন না হও এবং কঠিন শাস্তি ভোগ না করো।[২৭]

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫. আল্লাহর অংগীকারকে সামান্য লাভের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়ো না। যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তা তোমাদের জন্য বেশী ভালো, যদি তোমরা জানতে।

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬. তোমাদের কাছে যাকিছু আছে খরচ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যাকিছু আছে তাই স্থায়ী হবে এবং আমি অবশ্যই যারা সবরের পথ অবলম্বন করবে তাদের প্রতিদান তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী দেবো।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

৯৭. পুরুষ বা নারী যে-ই সৎকাজ করবে, সে যদি মুমিন হয়, তাহলে তাকে আমি দুনিয়ায় পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জীবন দান করবো এবং (আখেরাতে) তাদের প্রতিদান দেবো তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুসারে।

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

৯৮. তারপর যখন তোমরা কুরআন পড়ো তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় নিতে থাকো।[২৮]

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾

৯৯. যারা ঈমান আনে এবং নিজেদের রবের প্রতি আস্থা রাখে তাদের ওপর তার কোনো আধিপত্য নেই।

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾

১০০. তার আধিপত্য ও প্রতিপত্তি চলে তাদের ওপর যারা তাকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়ে নেয় এবং তার প্ররোচনায় শিরক করে।

---

২৭. অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাসস্থাপন করার পর মাত্র তোমাদের অসততা ও অসচ্চরিত্রতা দেখে যেন এ দীনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে না যায় এবং মাত্র এ কারণে সে বিশ্বাসীদের দলভুক্ত হতে বিরত না হয় যে—এ দলের যেসব লোকদের সাথে তার পরিচয় ঘটেছে তাদেরকে সে চরিত্র ও ব্যবহারে কাফেরদের থেকে বিন্দুমাত্র ভিন্ন দেখতে পায়নি।

২৮. এর উদ্দেশ্য কেবল জিহ্বা দ্বারা 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজীম' উচ্চারণ করা নয় এবং এর সাথে হৃদয়ের প্রেরণা ও আন্তরিকতাসহ কার্যত আল্লাহ তাআলার কাছে এ প্রার্থনা করতে হবে যে, কুরআন পাঠকালে আল্লাহ যেন শয়তানের ভ্রষ্টকারী প্ররোচনা থেকে তাকে নিরাপদ রাখে। কেননা যে এখান থেকে হেদায়াত না পায় সে আর কোথা থেকেও হেদায়াত পাবে না। আর যে এ গ্রন্থ থেকে পথভ্রষ্টতা অর্জন করে বসে দুনিয়ায় আর কোনো বস্তুই তাকে সেই পথভ্রষ্টতার গোলকধাঁধা থেকে উদ্ধার করতে পারে না।

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ۝

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۙ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

রুকূ’ ঃ ১৪

১০১. যখন আমি একটি আয়াতের জায়গায় অন্য একটি আয়াত নাযিল করি—আর আল্লাহ ভালো জানেন তিনি কি নাযিল করবেন—তখন এরা বলে, তুমি নিজেই এ কুরআন রচনা কর। আসলে এদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না।

১০২. এদেরকে বলো, একে তো রূহুল কুদুস ঠিক ঠিকভাবে তোমার রবের পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছে,[২৯] যাতে মুমিনদের ঈমান সুদৃঢ় করা যায়, অনুগতদেরকে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে সোজা পথ দেখানো যায় এবং তাদেরকে সাফল্য ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ দান করা যায়।

১০৩. আমি জানি এরা তোমার সম্পর্কে বলে, এ ব্যক্তিকে একজন লোক শিক্ষা দেয়। অথচ এরা যে ব্যক্তির দিকে ইংগিত করে তার ভাষা তো আরবী নয়। আর এটি হচ্ছে পরিষ্কার আরবী ভাষা।

১০৪. আসলে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ মানে না আল্লাহ কখনো তাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার সুযোগ দেন না এবং এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

১০৫. (নবী মিথ্যা কথা তৈরি করে না বরং) মিথ্যা তারাই তৈরি করছে যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ মানে না, তারাই আসলে মিথ্যেবাদী।[৩০]

১০৬. যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরী করে, (তাকে যদি) বাধ্য করা হয় এবং তার অন্তর ঈমানের ওপর নিশ্চিন্ত থাকে (তাহলে তো ভালো কথা), কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ণ মানসিক তৃপ্তিবোধ ও নিশ্চিন্ততা সহকারে কুফরীকে গ্রহণ করে নিয়েছে তার ওপর আল্লাহর গযব আপতিত হয় এবং এ ধরনের সব লোকদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।[৩১]

২৯. 'রূহুল কুদুস'-এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে ঃ পবিত্র আত্মা বা পবিত্রতার আত্মা। আর হযরত জিবরাঈল আ.-কে এ পরিভাষা দ্বারা উপাধি দান করা হয়েছে। এখানে প্রত্যাদেশ বাণী বহনকারী ফেরেশতার নাম না নিয়ে তার উপাধির উল্লেখের উদ্দেশ্য হচ্ছে—শ্রোতাদেরকে এ সত্য সম্পর্কে অবহিত ও সতর্ক করে দেয়া যে, এ বাণীকে এমন এক আত্মা বহন করে নিয়ে আসেন যিনি মানবীয় দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা ও দায়িত্বশীলতা সহকারে আল্লাহ তাআলার বাণী পৌঁছে দেন।

৩০. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে—যারা আল্লাহর আয়াতে ঈমান রাখে না তাঁর নিদর্শনসমূহে যাদের প্রত্যয় নেই মিথ্যা তো তারাই রচনা করে।

৩১. এ আয়াতে সেই সব মুসলমানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যাঁদের ওপর সে নিদারুণ অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হচ্ছিল এবং অসহনীয় কষ্ট যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে তাঁদেরকে কুফরী করতে বাধ্য করা হচ্ছিল। তাঁদেরকে জানানো হয়েছে যে, যদি তোমরা কোনো সময় নির্যাতনে নিরুপায় হয়ে মাত্র প্রাণ বাঁচানোর জন্যে মুখে কুফরী বাক্য উচ্চারণ কর কিন্তু অন্তর তোমাদের কুফরী বিশ্বাস ধারণা থেকে পবিত্র থাকে, তবে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। কিন্তু তোমরা যদি অন্তরে কুফরীকে স্বীকার করে নাও তবে দুনিয়াতে তোমাদের প্রাণ যদি বাঁচে, পরকালে আল্লাহর আযাব থেকে তোমরা রক্ষা পাবে না।

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝١٠٧

১০৭. এটা এজন্য যে, তারা আখেরাতের মুকাবিলায় দুনিয়ার জীবন পসন্দ করে নিয়েছে এবং আল্লাহর নিয়ম হলো, তিনি এমনসব লোককে মুক্তির পথ দেখান না যারা তাঁর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝١٠٨

১০৮. এরা হচ্ছে এমনসব লোক যাদের অন্তর, কান ও চোখের ওপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন। এরা গাফলতির মধ্যে ডুবে গেছে।

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝١٠٩

১০৯. নিসন্দেহে আখেরাতে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।[৩২]

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١١٠

১১০. পক্ষান্তরে যাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, (ঈমান আনার কারণে) যখন তারা নির্যাতিত হয়েছে, তারা বাড়ি-ঘর ত্যাগ করেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে কষ্ট সহ্য করেছে এবং সবর করেছে, তাদের জন্য অবশ্যই তোমার রব ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

রুকূ' ঃ ১৫

يَوْمَ تَاْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝١١١

১১১. (এদের সবার ফায়সালা সেদিন হবে) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মরক্ষার চিন্তায় মগ্ন থাকবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া হবে আর কারো প্রতি সামান্যতমও যুলুম করা হবে না।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝١١٢

১১২. আল্লাহ একটি জনপদের দৃষ্টান্ত দেন। সেটি শান্তি ও নিরাপত্তার জীবনযাপন করছিল এবং সবদিক দিয়ে সেখানে আসছিল ব্যাপক রিযিক, এ সময় তাঁর অধিবাসীরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ অস্বীকার করলো। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করালেন এভাবে যে, ক্ষুধা ও ভীতি তাদেরকে গ্রাস করলো।

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝١١٣

১১৩. তাদের কাছে তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একজন রাসূল এলো। কিন্তু তারা তাকে অমান্য করলো। শেষ পর্যন্ত আযাব তাদেরকে পাকড়াও করলো, যখন তারা যালেম হয়ে গিয়েছিল।[৩৩]

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝١١٤

১১৪. কাজেই হে লোকেরা! আল্লাহ তোমাদের যাকিছু পাক-পবিত্র ও হালাল রিযিক দিয়েছেন তা খাও এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা সত্যিই তাঁর বন্দেগী করতে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকো।

৩২. এ হুকুম সেইসব লোকদের সম্পর্কে যারা ঈমানের রাস্তা কঠিন দেখে তা থেকে ফিরে গিয়ে পুনরায় নিজেদের কাফের ও মুশরিক জাতির সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছিল।

৩৩. হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর মতানুযায়ী নাম না নিয়ে এখানে মক্কাকেই দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যানুযায়ী ভয় ও ক্ষুধার যে বিপদ ব্যাপকভাবে ছেয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে—তা হচ্ছে সেই দুর্ভিক্ষ নবী করীম স.-এর অভ্যুদয়ের পর যা দীর্ঘকাল মক্কাবাসীদের ওপর আপতিত ছিল।

﴿١١٥﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

১১৫. আল্লাহ যাকিছু তোমাদের ওপর হারাম করেছেন তা হচ্ছে মৃতদেহ, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যে প্রাণীর ওপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নাম নেয়া হয়েছে। তবে যদি কেউ আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার ইচ্ছা পোষণ না করে অথবা প্রয়োজনের সীমা না ছাড়িয়ে ক্ষুধার জ্বালায় বাধ্য হয়ে এসব খেয়ে নেয় তাহলে নিশ্চিতই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

﴿١١٦﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

১১৬. আর এই যে তোমাদের কণ্ঠ ভুয়া হুকুম জারী করে বলতে থাকে—এটি হালাল এবং ওটি হারাম,[৩৪] এভাবে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা কখনোই সফলকাম হবে না।

﴿١١٧﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

১১৭. দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ মাত্র কয়েকদিনের এবং পরিশেষে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

﴿١١٨﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

১১৮. ইতিপূর্বে আমি তোমাকে যেসব জিনিসের কথা বলেছি সেগুলো আমি বিশেষ করে ইহুদীদের জন্য হারাম করেছিলাম। আর এটা তাদের প্রতি আমার যুলুম ছিল না বরং তাদের নিজেদেরই যুলুম ছিল, যা তারা নিজেদের ওপর করছিল।

﴿١١٩﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

১১৯. তবে যারা অজ্ঞতার কারণে খারাপ কাজ করেছে এবং তারপর তাওবা করে নিজেদের কাজের সংশোধন করে নিয়েছে, নিশ্চিতভাবেই তোমার রব তাওবা ও সংশোধনের পর তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

রুকূ' ঃ ১৬

﴿١٢٠﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

১২০. প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম নিজেই ছিল একটি পরিপূর্ণ উম্মত, আল্লাহর হুকুমের অনুগত এবং একনিষ্ঠ। সে কখনো মুশরিক ছিল না।

﴿١٢١﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

১২১. সে ছিল আল্লাহর নিয়ামতের শোকরকারী। আল্লাহ তাকে বাছাই করে নেন এবং সরল সঠিক পথ দেখান।

﴿١٢٢﴾ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

১২২. দুনিয়ায় তাকে কল্যাণ দান করেন এবং আখেরাতে নিশ্চিতভাবেই সে সৎকর্মশীলদের অন্তরভুক্ত হবে।

---

৩৪. এ আয়াত সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করে যে, আল্লাহর ছাড়া হালাল ও হারাম করার হকঅন্য কারোরই নেই। অন্য যে কেউ বৈধ ও অবৈধ নির্ধারণের সাহস করে সে নিজের সীমা অতিক্রম করে। অবশ্য যদি কেউ আল্লাহ তাআলার কানুনকে সনদ স্বরূপ মান্য করে তাঁর নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে 'এসতেমবাত' (যুক্তিসিদ্ধ অনুমান ও সিদ্ধান্ত) করে বলে যে, অমুক জিনিস বা অমুককাজ বৈধ ও অমুকটি অবৈধ, তবে সে কথা স্বতন্ত্র। স্বাধীনভাবে হালাল ও হারাম নির্ধারণ করাকে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা এজন্য বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এরূপ বিধি নির্দেশ দান করে তারএ কাজটি দুই প্রকার অবস্থা নিরপেক্ষ হতে পারে না। হয় সে এই কথা দাবী করে যে, আল্লাহর কিতাব হতে নিরপেক্ষ থেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে সে যাকে বৈধ বা অবৈধ বলেছে তাকে আল্লাহ তাআলা বৈধ বা অবৈধ করেছেন। অথবা তাঁর দাবী হচ্ছে আল্লাহ তাআলা হালাল ও হারাম করার নিজ নিজ অধিকার পরিত্যাগ করে মানুষকে তাদের নিজেদের মর্জি মুতাবিক কানুন রচনা করার জন্যে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন। এ দু'টি দাবীর মধ্যে মানুষ যে কোনোটাই করুক না কেন তা হবে মিথ্যা এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা।

﴿١٢٣﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১২৩. তারপর আমি তোমার কাছে এ মর্মে অহী পাঠাই যে, একাগ্র হয়ে ইবরাহীমের পথে চলো এবং সে মুশরিকদের দলভুক্ত ছিল না।

﴿١٢٤﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

১২৪. বাকী রইলো শনিবারের ব্যাপারটি, সেটি আসলে আমি এমনসব লোকের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলাম যারা এর বিধানের মধ্যে মতবিরোধ করেছিল। আর নিশ্চয়ই তারা যেসব ব্যাপারে মতবিরোধ করেছে তোমার রব কিয়ামতের দিন সেসব ব্যাপারে ফায়সালা দিয়ে দেবেন।

﴿١٢٥﴾ اُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

১২৫. হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তোমার রবই বেশী ভালো জানেন কে তাঁর পথচ্যুত হয়ে আছে এবং কে আছে সঠিক পথে।

﴿١٢٦﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ○

১২৬. আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নাও, তাহলে ঠিক ততটুকু নাও যতটুকু তোমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা সবর করো তাহলে নিশ্চিত-ভাবেই এটা সবরকারীদের পক্ষে উত্তম।

﴿١٢٧﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ○

১২৭. হে মুহাম্মদ! সবর অবলম্বন করো—আর তোমার এ সবর আল্লাহরই সুযোগ দানের ফলমাত্র—এদের কার্যকলাপে দুঃখ করো না এবং এদের চক্রান্তের কারণে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।

﴿١٢٨﴾ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ○

১২৮. আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।

বনী ইসরাঈল

১৭

নামকরণ

চার নম্বর আয়াতের অংশ বিশেষ وَقَضَيْنَا اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فِى الْكِتٰبِ থেকে বনী ইসরাঈল নাম গৃহীত হয়েছে। বনী ইসরাঈল এ সূরার আলোচ্য বিষয় নয়। বরং এ নামটিও কুরআনের অধিকাংশ সূরার মতো প্রতীক হিসেবেই রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

প্রথম আয়াতটিই একথা ব্যক্ত করে দেয় যে, মিরাজের সময় এ সূরাটি নাযিল হয়। হাদীস ও সীরাতের অধিকাংশ কিতাবের বর্ণনা অনুসারে হিজরতের এক বছর আগে মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল। তাই এ সূরাটিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত।

পটভূমি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদের আওয়াজ বুলন্দ করার পর তখন ১২ বছর অতীত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পথ রুখে দেবার জন্য তাঁর বিরোধীরা সব রকমের চেষ্টা করে দেখেছিল। তাদের সকল প্রকার বাধা বিপত্তির দেয়াল টপকে তাঁর আওয়াজ আরবের সমস্ত এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিল। আরবের এমন কোনো গোত্র ছিল না যার দু' চারজন লোক তাঁর দাওয়াতে প্রভাবিত হয়নি। মক্কাতেই আন্তরিকতা সম্পন্ন লোকদের এমন একটি ছোট্ট দল তৈরি হয়ে গিয়েছিল যারা এ সত্যের দাওয়াতের সাফল্যের জন্য প্রত্যেকটি বিপদ ও বাধা-বিপত্তির মুকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। মদীনায় শক্তিশালী আওস ও খাযরাজ গোত্র দুটির বিপুল সংখ্যক লোক তার সমর্থকে পরিণত হয়েছিল। এখন তাঁর মক্কা থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়ে বিক্ষিপ্ত মুসলমানদেরকে এক জায়গায় একত্র করে ইসলামের মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সময় ঘনিয়ে এসেছিল এবং অতিশীঘ্রই তিনি এ সুযোগ লাভ করতে যাচ্ছিলেন।

এহেন অবস্থায় মিরাজ সংঘটিত হয়। মিরাজ থেকে ফেরার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াবাসীকে এ পয়গাম শুনান।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় সতর্ক করা, বুঝানো ও শিক্ষা দেয়া এ তিনটি কাজই একটি আনুপাতিক হারে একত্র করে দেয়া হয়েছে।

সতর্ক করা হয়েছে মক্কার কাফেরদেরকে। তাদেরকে বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল ও অন্য জাতিদের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। আল্লাহর দেয়া যে অবকাশ খতম হবার সময় কাছে এসে গেছে তা শেষ হবার আগেই নিজেদেরকে সামলে নাও। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কুরআনের মাধ্যমে যে দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে তা গ্রহণ করো। অন্যথায় তোমাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং তোমাদের জায়গায় অন্য লোকদেরকে দুনিয়ায় আবাদ করা হবে। তাছাড়া হিজরতের পর যে বনী ইসরাঈলের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই অহী নাযিল হতে যাচ্ছিল পরোক্ষভাবে তাদেরকে এভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, প্রথমে যে শাস্তি তোমরা পেয়েছো তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর তোমরা যে সুযোগ পাচ্ছো তার সদ্ব্যবহার করো। এ শেষ সুযোগটিও যদি তোমরা হারিয়ে ফেলো এবং এরপর নিজেদের পূর্বতন কর্মনীতির পুনরাবৃত্তি করো তাহলে ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হবে।

মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের ভিত্তি আসলে কোন্ কোন্ জিনিসের ওপর রাখা হয়েছে, তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে বুঝানো হয়েছে। তাওহীদ, পরকাল, নবুওয়াত ও কুরআনের সত্যতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে এ মৌলিক সত্যগুলোর ব্যাপারে যেসব সন্দেহ-সংশয় পেশ করা হচ্ছিল সেগুলো দূর করা হয়েছে। দলীল-প্রমাণ পেশ করার সাথে সাথে মাঝে মাঝে অস্বীকারকারীদের অজ্ঞতার জন্য তাদেরকে ধমকানো ও ভয় দেখানো হয়েছে।

শিক্ষা দেবার পর্যায়ে নৈতিকতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির এমনসব বড় বড় মূলনীতির বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলোর ওপর জীবনের সমগ্র ব্যবস্থাটি প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের প্রধান লক্ষ্য। এটিকে ইসলামের

ঘোষণাপত্র বলা যেতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এক বছর আগে আরববাসীদের সামনে এটি পেশ করা হয়েছিল। এতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, এটি একটি নীল নক্শা এবং এ নীল নক্শার ভিত্তিতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দেশের মানুষের এবং তারপর সমগ্র বিশ্ববাসীর জীবন গড়ে তুলতে চান।

এসব কথার সাথে সাথেই আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেদায়াত করা হয়েছে যে, সমস্যা ও সংকটের প্রবল ঘূর্ণাবর্তে মযবুতভাবে নিজের অবস্থানের ওপর টিকে থাকো এবং কুফরীর সাথে আপোশ করার চিন্তাই মাথায় এনো না। তাছাড়া মুসলমানরা যাদের মন কখনো কখনো কাফেরদের জুলুম, নিপীড়ন, কূটতর্ক এবং লাগাতার মিথ্যাচার ও মিথ্যা দোষারোপের ফলে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতো, তাদেরকে ধৈর্য ও নিশ্চিন্ততার সাথে অবস্থার মুকাবিলা করতে থাকার এবং প্রচার ও সম্প্রসারণের কাজে নিজেদের আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উপদেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আত্মসংশোধন ও আত্মসংযমের জন্য তাদেরকে নামাযের ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এটি এমন একটি জিনিস যা তোমাদের সত্যের পথের মুজাহিদদের যেসব উন্নত গুণাবলীতে বিভূষিত হওয়া উচিত তেমনি ধরনের গুণাবলীতে ভূষিত করবে। হাদীস থেকে জানা যায়, এ প্রথম পাঁচ ওয়াক্ত নামায মুসলমানদের ওপর নিয়মিতভাবে ফরয করা হয়।

❒

আয়াত-১১১ ১৭-সূরা বনী ইসরাঈল-মাক্কী রুকূ'-১২

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

১. পবিত্র তিনি, যিনি নিয়ে গেছেন এক রাতে নিজের বান্দাকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্‌সা পর্যন্ত, যার পরিবেশকে তিনি বরকতময় করেছেন, যাতে তাকে নিজের কিছু নিদর্শন দেখান।[১] আসলে তিনিই সবকিছুর শ্রোতা ও দ্রষ্টা।

۝٢ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ۝

২. আমি ইতিপূর্বে মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশনার মাধ্যম করেছিলাম এ তাকীদ সহকারে যে, আমাকে ছাড়া আর কাউকে নিজের অভিভাবক করো না।[২]

۝٣ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝

৩. তোমরা তাদের আওলাদ যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় উঠিয়েছিলাম এবং নূহ একজন কৃতজ্ঞ বান্দা ছিল।

۝٤ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝

৪. তারপর আমি নিজের কিতাবে[৩] বনী ইসরাঈলকে এ মর্মে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, তোমরা দুবার পৃথিবীতে বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং ভীষণ বিদ্রোহাত্মক আচরণ করবে।

۝٥ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ۝

৫. শেষ পর্যন্ত যখন এদের মধ্য থেকে প্রথম বিদ্রোহের সময়টি এলো তখন হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের মুকাবিলায় নিজের এমন একদল বান্দার আবির্ভাব ঘটালাম, যারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তারা তোমাদের দেশে প্রবেশ করে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে।[৪] এটি একটি প্রতিশ্রুতি ছিল, যা পূর্ণ হওয়াই ছিল অবধারিত।

১. এ হচ্ছে সেই ঘটনা যা ইসলামের পরিভাষায় মেরাজ নামে খ্যাত। অধিকাংশ ও বিশ্বস্ত বিবরণ অনুসারে এ ঘটনাটি হিজরতের এক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। হাদীস ও রসূলুল্লাহর জীবনী বিষয়ক গ্রন্থসমূহে এ ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ সাহাবাদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। এরূপ বর্ণনাকারী সাহাবাদের সংখ্যা ২৫ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। কুরআন মজীদে মাত্র বায়তুল্লাহ (মসজীদে হারাম) থেকে মসজিদে আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত গমনের কথা সুস্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে। এবং হাদীসসমূহে বায়তুল্লাহ থেকে উর্ধজগতের সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে আল্লাহ তাআলার সকাশে তাঁর উপস্থিত হওয়ার কথা বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এ ভ্রমণের প্রকৃতি কিরূপ ছিল এটা স্বপ্নে ঘটেছিল না জাগ্রত অবস্থায় ঘটেছিল ? নবী করীম স. নিজে সশরীরে গমন করেছিলেন না নিজ স্থানেই তিনি বিদ্যমান ছিলেন এবং মাত্র আত্মিকভাবে তাঁকে এ দিব্যদর্শন করানো হয়েছিল ? পবিত্র কুরআনের শব্দগুলো এ সম্পর্কিত ভাষাই এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দান করে। "তিনি পবিত্র ও নিষ্কলুষ যিনি নিয়ে গিয়েছিলেন"—একথা দ্বারা বর্ণনার সূচনা করাতে স্বতঃই এ তাৎপর্য ব্যক্ত হয় যে, এ কোনো বিরাট অসাধারণ ঘটনা ছিল যা আল্লাহ তাআলার অসাধারণ ক্ষমতাতে সংঘটিত হয়েছিল। স্পষ্টতই স্বপ্নে কোনো ব্যক্তির এরূপ কোনো কিছু দর্শন করা বা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখার এরূপ গুরুত্ব হতে পারে না যে, তা বর্ণনা করার জন্য এরূপ ভূমিকার প্রয়োজন হতে পারে যে ঃ "সকল প্রকার অক্ষমতা ও ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র সেই সত্তা যিনি নিজ দাসকে এ স্বপ্ন দর্শন করিয়েছিলেন বা অন্তর্দৃষ্টিতে এসব কিছু দেখিয়েছিলেন। এছাড়া এ শব্দগুলোও "এক রাতে নিজের দাসকে নিয়ে গিয়েছিলেন।" সশরীর পরিভ্রমণের পক্ষে যুক্তি পেশ করে। স্বপ্নে ভ্রমণ বা অন্তর্দৃষ্টিতে ভ্রমণের জন্য এ শব্দগুলো কোনোক্রমেই যথাযোগ্য হতে পারে না। সুতরাং আমাদের জন্য একথা সত্য বলে মান্য করা ছাড়া উপায় নেই যে, এ নিছক এক আত্মিক অভিজ্ঞতা ছিল না, বরং এ ছিল এক সশরীর পরিভ্রমণ ও অদৃশ্য ব্যাপারসমূহের সন্দর্শন যা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী স.-কে করিয়েছিলেন।

হযরত মূসা আ.-এর পর বনী ইসরাঈলীরা ফিলিস্তিনের সমগ্র অঞ্চল জয় করে নেয় বটে ; কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত হয়ে নিজেদের কোন একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। তারা এ গোটা অঞ্চলটিকে বনী ইসরাঈলেরা বিভিন গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে বিভক্ত ও বন্টন করে নেয়। ফলে তারা নিজেদের ক্ষুদ্রায়তন বহু কয়টি গোত্রীয় রাষ্ট্র কায়েম করে। এ চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, ফিলিস্তিনের সংক্ষিপ্ততম অঞ্চলটি বনী ইসরাঈলের বনু ইয়াহূদাহ, বনু শামউন, বনু দান, বনু বীন ইয়ামিন, বনু আফরায়ীম, বনু রুবন, বনু যাদ্দ, বনু মুনাস্‌সা, বনু আশকার, বনু জুবুলুন, বনু নাফতালী ও বনু আশের-এ গোত্রসমূহের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

এ কারণে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই দুর্বল হয়ে থাকলো। ফলে তারা তাওরাত কিতাবের লক্ষ অর্জনে সম্পূর্ণ অক্ষম থেকে গেল আর সে লক্ষ ছিল এ অঞ্চলের অধিবাসী মুশরিক জাতিগুলোর সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন ও বহিষ্কার। ইসরাঈলী গোত্রসমূহের অধীন এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে মুশরিক কিনয়ানী জাতিসমূহের বহু নগর-রাষ্ট্র রীতিমত প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাইবেল পাঠে জানতে পারা যায় যে, তালূত-এর শাসনামল পর্যন্ত সাইদা, সুর, দুয়ার ও মাজেদ্দূ, বায়তেশান, জজর, জেরুশালেম প্রভৃতি শহর প্রখ্যাত মুশরিক জাতির দখলে থেকে গিয়েছিল। আর বনী ইসরাঈলদের ওপর এসব শহরে অবস্থিত মুশ্‌রিকী সভ্যতার অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার হয়েছিল।

উপরন্তু ইসরাঈলী গোত্রগুলোর অবস্থানের সীমান্ত এলাকায় ফলস্তিয়া, রোমক, মূয়াবী ও আমূনীয়দের অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোও যথারীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তারা পরবর্তীকালে উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে ইসরাঈলীদের দখল হতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল কেড়ে নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এ দাঁড়িয়ে ছিল যে, সমগ্র ফিলিস্তিন হতে ইয়াহুদীদেরকে কান ধরে ও গলা ধাক্কা দিয়ে বহিষ্কৃত করা হতো-যদি যথাসময়ে আল্লাহ তাআলা তালূত-এর নেতৃত্বে ইসরাঈলীদেরকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করে না দিতেন।
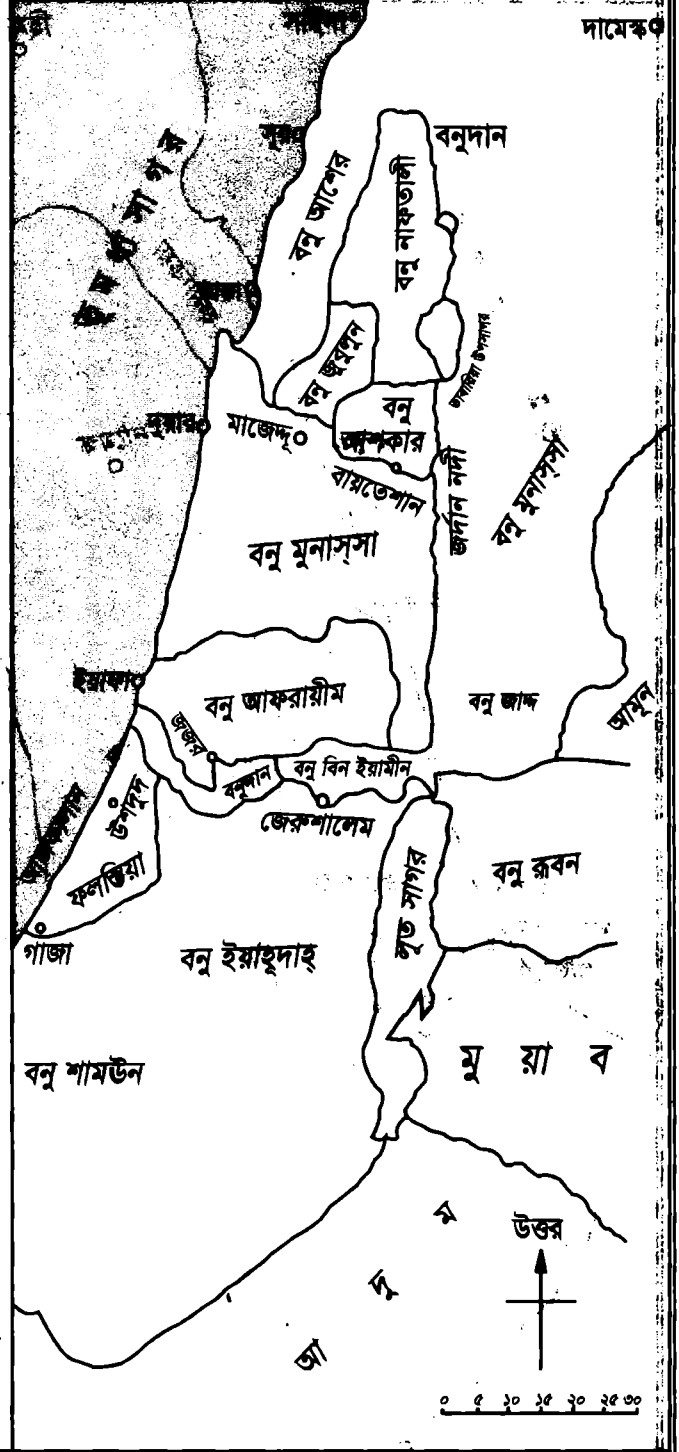
হযরত মূসা আ.-এর পরবর্তী ফিলিস্তিন
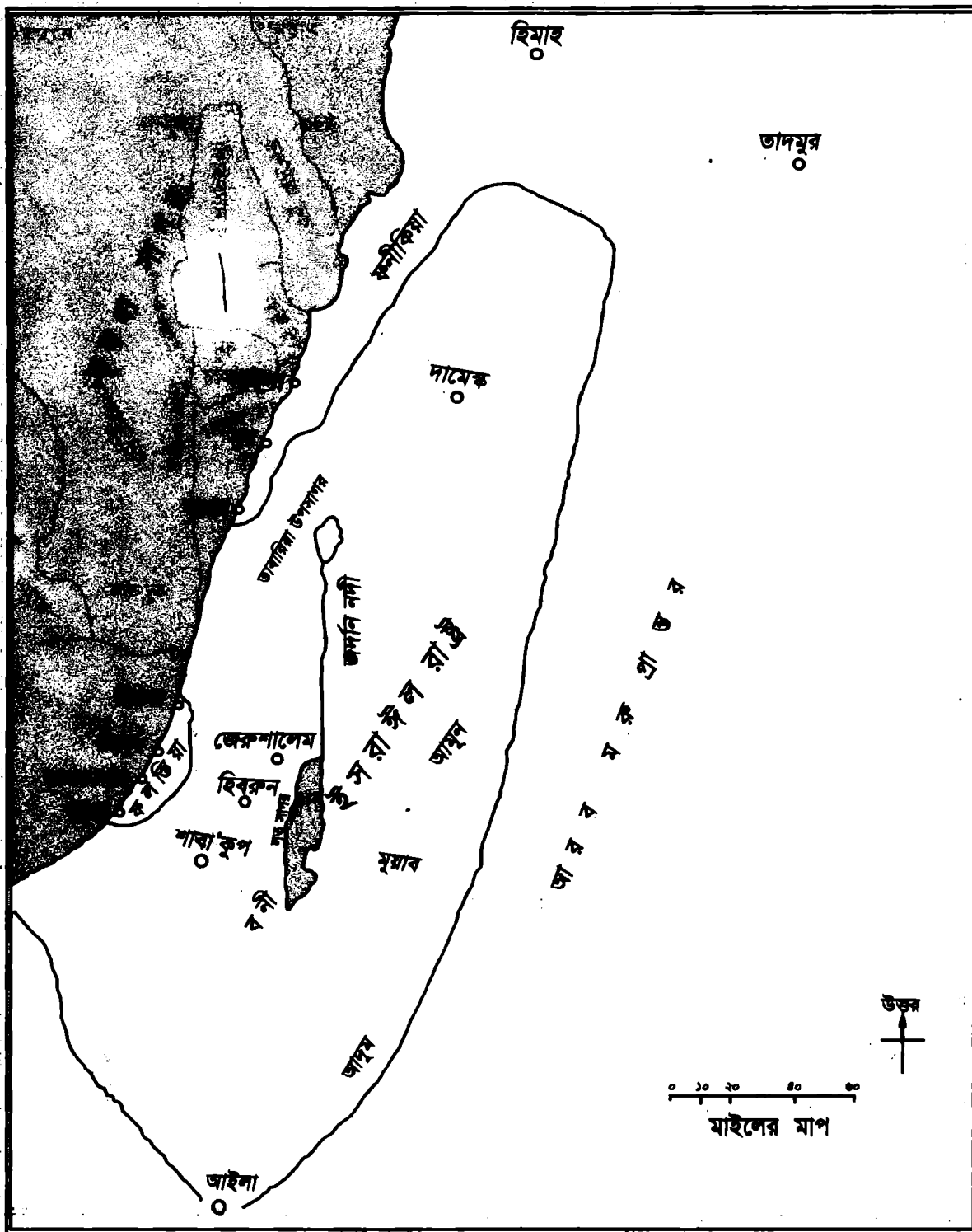
হযরত দাউদ ও সোলাইমান আ. -এর সাম্রাজ্য (১০০০-৯৩০ খৃস্টপূর্ব)

বনী ইসরাঈলদের দুই রাষ্ট্র ইয়াহুদীয়া ও ইসরাঈল (খৃস্টপূর্ব ৮৬০)

⑥ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ○
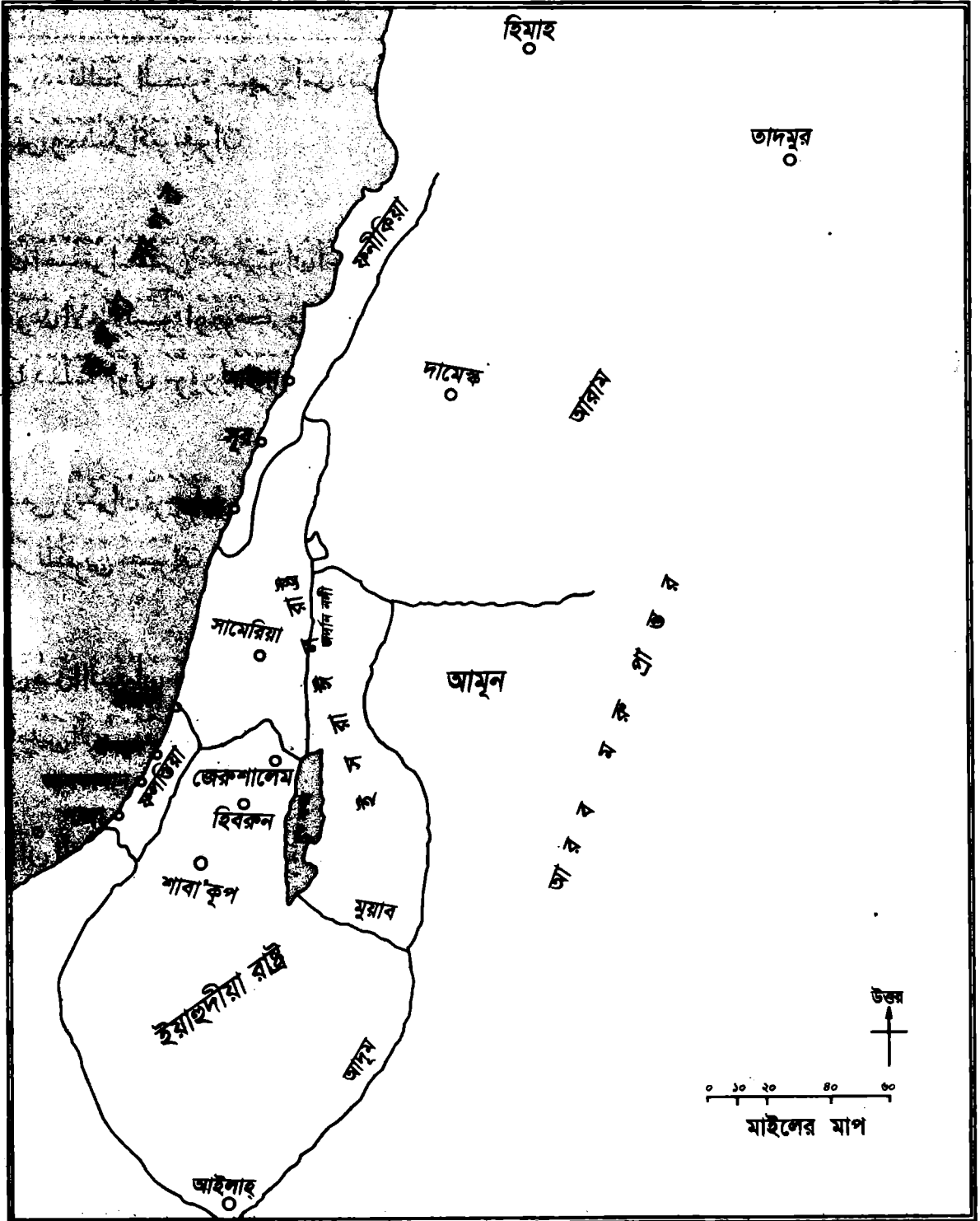
৬. এরপর আমি তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয় লাভের সুযোগ করে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে সাহায্য করেছি অর্থ ও সন্তানের সাহায্যে আর তোমাদের সংখ্যা আগের চেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছি।

⑦ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ○

৭. দেখো, তোমরা ভালো কাজ করে থাকলে তা তোমাদের নিজেদের জন্যই ভাল ছিল আর খারাপ কাজ করে থাকলে তোমাদের নিজেদেরই জন্য তা খারাপ প্রমাণিত হবে। তারপর যখন পরবর্তী প্রতিশ্রুতির সময় এসেছে তখন আমি অন্য শত্রুদেরকে তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং (বায়তুল মাকদিসের) মসজিদে এমন-ভাবে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার শত্রুরা ঢুকে পড়েছিল আর যে জিনিসের ওপরই তাদের হাত পড়ে তাকে ধ্বংস করে রেখে দেয়।[৫]

⑧ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ○

৮. এখন তোমাদের রব তোমাদের প্রতি করুণা করতে পারেন। কিন্তু যদি তোমরা আবার নিজেদের আগের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো তাহলে আমিও আবার আমার শাস্তির পুনরাবৃত্তি করবো। আর নিয়ামত অস্বীকারকারীদের জন্য আমি জাহান্নামকে কয়েদখানা বানিয়ে রেখেছি।

⑨ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ○

৯. আসলে এ কুরআন এমন পথ দেখায় যা একেবারেই সোজা। যারা একে নিয়ে ভাল কাজ করতে থাকে তাদেরকে সে সুখবর দেয় এ মর্মে যে, তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে।

⑩ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ○

১০. আর যারা আখেরাত মানে না তাদেরকে এ সংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।[৬]

২. অর্থাৎ বিশ্বাস ও ভরসার কেন্দ্রস্থল যার উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করা যায়, যাকে নিজের ব্যাপারসমূহ সোপর্দ করা যায়; হেদায়াত ও সাহায্য প্রার্থনার জন্যে যার প্রতি রুজু করা যায়।

৩. 'কিতাব' বলতে এখানে তাওরাতকে বুঝানো হচ্ছে না। এখানে 'কিতাব'-এর অর্থ ঃ আসমানী গ্রন্থসমূহের সমষ্টি। কুরআনে কয়েক স্থানেই এর জন্যে পরিভাষারূপে 'আল কিতাব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. এখানে সেই ভয়াবহ ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে যা আসুরিয় ও ব্যবিলনীয় কওম এবং বনী ইসরাঈলের উপর আপতিত হয়েছিল।

৫. এর দ্বারা রোমক জাতিকে বুঝানো হয়েছে, যারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছিল ও বনী ইসরাঈলদের মেরে মেরে ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত করেছিল, যারপর আজ দু হাজার বছর যাবত তারা সারা দুনিয়ার মধ্যে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

৬. মক্কায় কাফেররা রসূল করীম স.-এর কাছে বার বার এ মূর্খতাসূচক দাবী পেশ করেছে যে—বাস, তুমি সেই আযাব আমাদের উপর নিয়ে এসো যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছ। এখানে তাদের সেই মূর্খতাসূচক দাবীর জবাব দেয়া হয়েছে। উপরের বর্ণনা সমাপ্তির সাথে সাথেএ বাক্য এরশাদ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে—একথার প্রতি সতর্ক করা যে, "মূর্খের দল, কল্যাণের প্রার্থনা না করে আযাবের প্রার্থনা করছো। আল্লাহর আযাব যখন কোনো কওমের উপর আপতিত হয়—তখন তার অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় সে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো ধারণা আছে? এর সাথে সাথেএ বাক্যাংশে মুসলমানদের প্রতিও এক সূক্ষ্ম সতর্কবাণী ছিল, কারণ তারা কাফেরদের অত্যাচার-নির্যাতন ও তাদের হঠকারিতায় অতিষ্ঠ হয়ে কখনো কখনো তাদের প্রতি আল্লাহর আযাবের জন্য প্রার্থনা
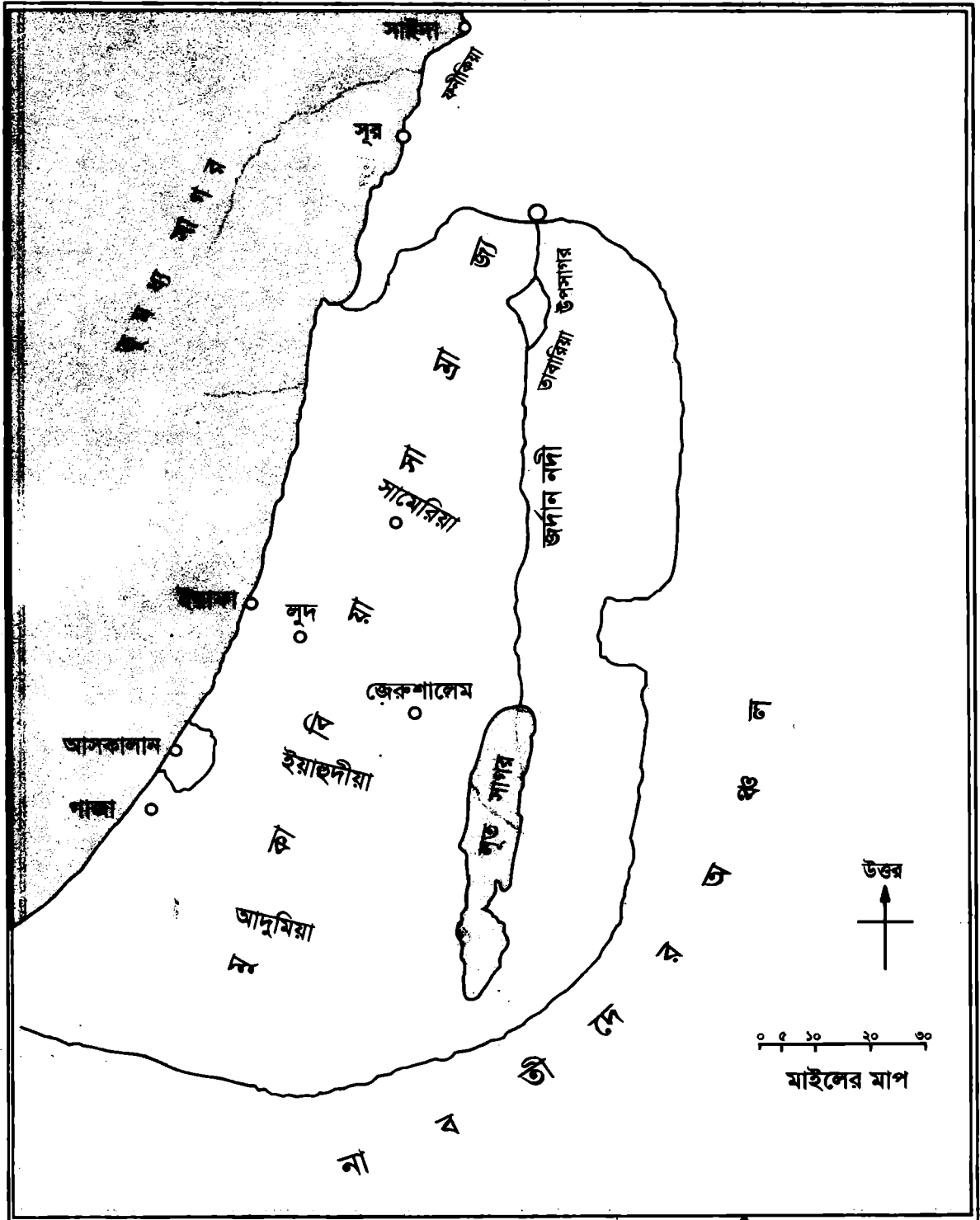
মুকাব্বিয়া শাসন আমলের ফিলিস্তিন (খৃস্টপূর্ব ১৬৮—৬২)
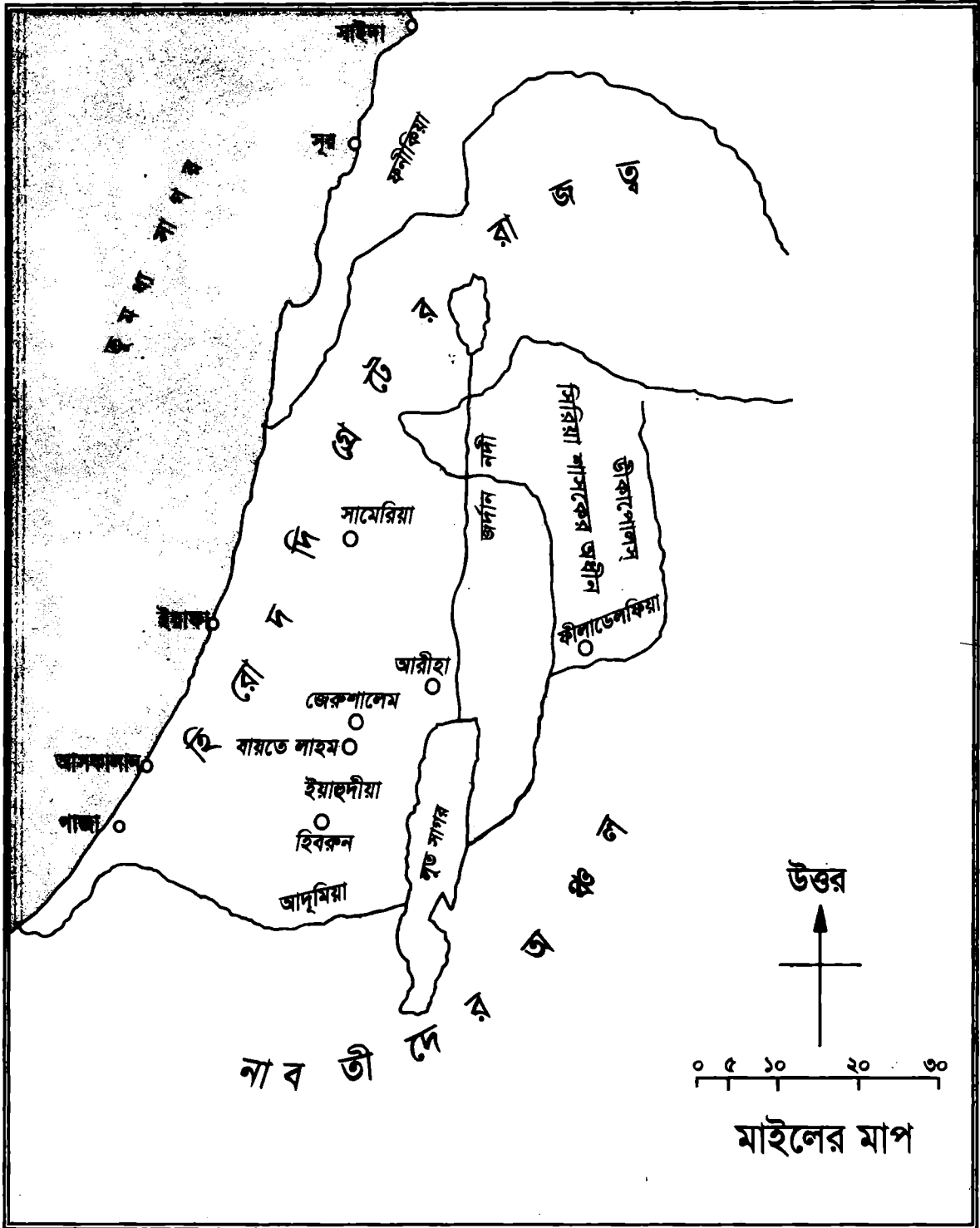
মহান হিরোদ সাম্রাজ্য (খৃস্টপূর্ব ৪০-৪)

হযরত ঈসা আ.-এর আমলে ফিলিস্তিন

রুকূ’ ঃ ২

﴿١١﴾ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا ۝
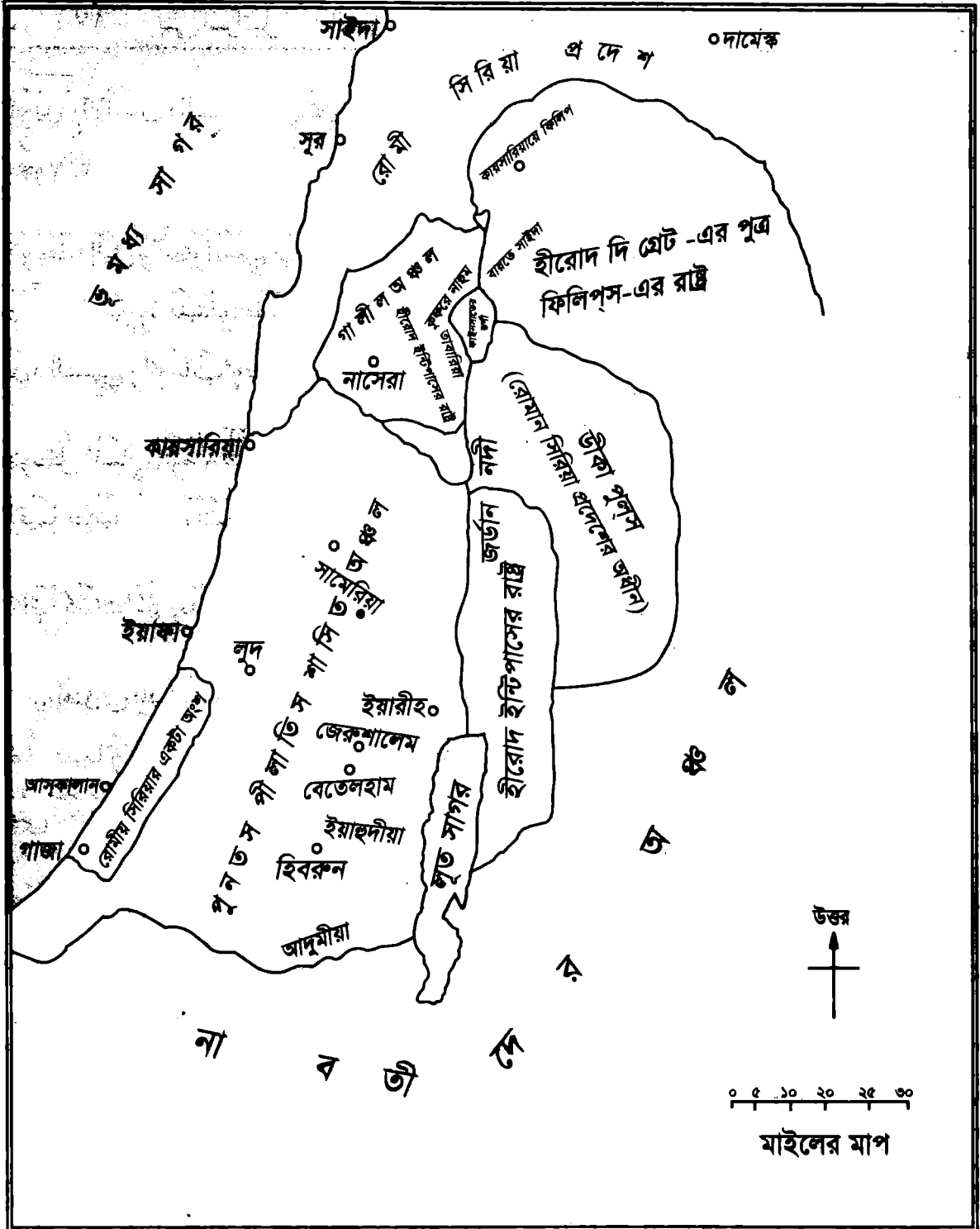
১১. মানুষ অকল্যাণ কামনা করে সেভাবে—যেভাবে কল্যাণ কামনা করা উচিত। মানুষ বড়ই দ্রুতকামী।

﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝

১২. দেখো, আমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন বানিয়েছি। রাতের নিদর্শনকে বানিয়েছি আলোহীন এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকোজ্জ্বল, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ তালাশ করতে পারো এবং মাস ও বছরের হিসেব জানতে সক্ষম হও। এভাবে আমি প্রত্যেকটি জিনিসকে আলাদাভাবে পৃথক করে রেখেছি।

﴿١٣﴾ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝

১৩. প্রত্যেক মানুষের ভালমন্দ কাজের নিদর্শন আমি তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি[৭] এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য বের করবো একটি লিখন, যাকে সে খোলা কিতাবের আকারে পাবে।

﴿١٤﴾ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

১৪. পড়ো, নিজের আমলনামা, আজ নিজের হিসেব করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।

﴿١٥﴾ مَّنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝

১৫. যে ব্যক্তিই সৎপথ অবলম্বন করে, তার সৎপথ অবলম্বন তার নিজের জন্যই কল্যাণকর হয়। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, তার পথভ্রষ্টতার ধ্বংসকারিতা তার ওপরই বর্তায়। কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।[৮] আর আমি (হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝাবার জন্য) একজন পয়গম্বর না পাঠিয়ে দেয়া পর্যন্ত কাউকে আযাব দেই না।

﴿١٦﴾ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝

১৬. যখন আমি কোনো জনবসতিকে ধ্বংস করার সংকল্প করি তখন তার সমৃদ্ধিশালী লোকদেরকে নির্দেশ দিয়ে থাকি, ফলে তারা সেখানে নাফরমানী করতে থাকে আর তখন আযাবের ফায়সালা সেই জনবসতির ওপর বলবত হয়ে যায় এবং আমি তাকে ধ্বংস করে দেই।[৯]

করতে শুরু করতেন। কিন্তু সেই কাফেরদের মধ্যে তখনও অনেক এরূপ লোক বর্তমান ছিল যারা ঈমান এনেছিল এবং সারা দুনিয়ায় ইসলামের পতাকা উন্নত করেছিলো। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন—মানুষ বড়ই অধৈর্য ; উপস্থিত সময়ে যা কিছুর প্রয়োজনবোধ হয় মানুষ তখনই তা প্রার্থনা করে বসে, কিন্তু পরে অভিজ্ঞতার দ্বারা জানা যায় যে, যদি সে সময়ে তার প্রার্থনা গৃহীত হতো তবে তা তার জন্যে কল্যাণকর হতো না।

৭. অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য ও তার পরিণতির—কল্যাণ ও অকল্যাণের কারণগুলো তার নিজেরই মধ্যে বর্তমান থাকে।

৮. অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের পক্ষে তার এক স্থায়ী নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে নিজে আল্লাহ তাআলার কাছে তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী। এ ব্যক্তিগত দায়িত্বের ক্ষেত্রে অন্য কেউই তার সাথে অংশীদার নয়।

৯. এ আয়াতে এ সত্যের প্রতি সতর্ক করা হয়েছে যে, একটি সমাজকে শেষ পর্যন্ত যে জিনিস ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করে তা হচ্ছে—সেই সমাজের সচ্ছল ও অবস্থাপন্ন এবং উচ্চ শ্রেণীর লোকদের ভ্রষ্টতা। যখন কোনো কওমের পরিণাম-ফল হিসেবে ধ্বংস আসন্ন হয় তখন তাদের অর্থশালী ও ক্ষমতাবান লোকেরা অশ্লীলতা ও অনাচারে রত হয়। অত্যাচার-উৎপীড়নে, অনাচার-ব্যভিচারে ও দুষ্টামিতে লিপ্ত এবং পরিশেষে এ পাপ সমগ্র কাওমকে ডুবায়। সুতরাং যে সমাজ নিজে নিজের শত্রুতে পরিণত না হতে চায় তার চিন্তা-ভাবনা করা দরকার যাতে ক্ষমতার রশ্মি ও সামাজিক সম্পদের চাবিকাঠি সংকীর্ণ চিত্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের হাতে ন্যস্ত না হয়।

(١٧) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ○

১৭. দেখো, কত মানব গোষ্ঠী নূহের পরে আমার হুকুমে ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমার রব নিজের বান্দাদের গোনাহ সম্পর্কে পুরোপুরি জানেন এবং তিনি সবকিছু দেখছেন।

(١٨) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ○

১৮. যে কেউ আশু লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, তাকে আমি এখানেই যাকিছু দিতে চাই দিয়ে দেই, তারপর তার ভাগে জাহান্নাম লিখে দেই, যার উত্তাপে সে ভুগবে নিন্দিত ও ধিকৃত হয়ে।

(١٩) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ○

১৯. আর যে ব্যক্তি আখেরাতের প্রত্যাশী হয় এবং সে জন্য প্রচেষ্টা চালায়, যেমন সে জন্য প্রচেষ্টা চালানো উচিত এবং সে হয় মুমিন, এ ক্ষেত্রে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির প্রচেষ্টার যথোচিত মর্যাদা দেয়া হবে।[১০]

(٢٠) كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ○

২০. এদেরকেও এবং ওদেরকেও, দু দলকেই আমি (দুনিয়ায়) জীবন উপকরণ দিয়ে যাচ্ছি, এ হচ্ছে তোমার রবের দান এবং তোমার রবের দান রুখে দেয়ার কেউ নেই।

(٢١) انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ○

২১. কিন্তু দেখো, দুনিয়াতেই আমি একটি দলকে অন্য একটির ওপর কেমন শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে রেখেছি[১১] এবং আখেরাতে তার মর্যাদা আরো অনেক বেশী হবে এবং তার শ্রেষ্ঠত্বও আরো অধিক হবে।

(٢٢) لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ○

২২. আল্লাহর সাথে দ্বিতীয় কাউকে ইলাহ পরিণত করো না। অন্যথায় নিন্দিত ও অসহায়-বান্ধব হারা হয়ে পড়বে।

রুকূ' ঃ ৩

(٢٣) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ○

২৩. তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন ঃ

(১) তোমরা কারোর ইবাদাত করো না, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো।

(২) পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোনো একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে উহ্! পর্যন্তও বলো না এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিয়ো না বরং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলো।

১০. অর্থাৎ তার কাজের মর্যাদা দান করা হবে—সে যেভাবে ও যতটা চেষ্টা-যত্ন পরকালে সফলতার জন্য করবে অবশ্যই সে তার ফল পাবে।

১১. অর্থাৎ এ পার্থিব জীবনেও দুনিয়া পরস্ত লোকদের উপর পরকাল-অভিলাষীদের শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। শ্রেষ্ঠত্ব এ দিক দিয়ে নয় যে—তাদের খাদ্য, পোশাক, গৃহ, যানবাহন এবং কৃষ্টি ও সভ্যতার ধাঁচে দুনিয়া পরস্ত লোকদের থেকে উন্নত বরং শ্রেষ্ঠত্ব এ দিক দিয়ে যে, এঁরা যাকিছু লাভ করেন সত্যতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারির সহযোগে লাভ করেন। আর তারা যাকিছু পায় যুলুম, বেঈমানী এবং নানা প্রকার হারামখুরির মাধ্যমেই তা পায়। এছাড়া এঁরা যাকিছু পান তা পরিমিতভাবে ব্যয়িত হয়। তার দ্বারা হকদারের হক আদায় করা হয়, তার মধ্য থেকে ভিক্ষুক ও দরিদ্ররাও তাদের অংশ লাভ করে এবং তার মধ্য থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য অন্যান্য ভালো কাজেও অর্থ ব্যয় করা হয়। অন্য পক্ষে দুনিয়াপরস্তদের যা কিছু লাভ হয় তার অধিকাংশ বিলাস-ব্যসনে, হারাম কাজ-কারবারে এবং নানা প্রকার দুর্নীতি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজে পানির মতো খরচ করা হয়। এভাবে সমস্ত দিক দিয়েই পরকালের অভিলাষীদের জীবন দুনিয়া লোভীদের জীবন থেকে উন্নত ও মর্যাদাসম্পন্ন।

২৪. আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাকো এবং দোয়া করতে থাকো এই বলে ঃ হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া-মায়া,মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।

২৫. তোমাদের রব খুব ভালো করেই জানেন তোমাদের মনে কি আছে। যদি তোমরা সৎকর্মশীল হয়ে জীবন যাপন করো, তাহলে তিনি এমন লোকদের প্রতি ক্ষমাশীল যারা নিজেদের ভুলের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে বন্দেগীর নীতি অবলম্বন করার দিকে ফিরে আসে।

২৬.(৩) আত্মীয়কে তার অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও তাদের অধিকার দাও।

২৭.(৪)বাজে খরচ করো না। যারা বাজে খরচ করে তারা শয়তানের ভাই আর শয়তান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

২৮.(৫) যদি তাদের থেকে (অর্থাৎ অভাবী, আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফির) তোমাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় এজন্য যে, এখনো তুমি আল্লাহর প্রত্যাশিত রহমতের সন্ধানকরে ফিরছো, তাহলে তাদেরকে নরম জবাব দাও।

২৯.(৬) নিজের হাত গলায় বেঁধে রেখো না এবং তাকে একেবারে খোলাও ছেড়ে দিয়ো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও অক্ষম হয়ে যাবে।[১২]

৩০. তোমার রব যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন আবার যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন। তিনি নিজের বান্দাদের অবস্থা জানেন এবং তাদেরকে দেখছেন।

রুকু' ঃ ৪

৩১.(৭) দারিদ্রের আশংকায় নিজেদের সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিযিক দেবো এবং তোমাদেরকেও। আসলে তাদেরকে হত্যা করা একটি মহাপাপ।

৩২.(৮) যিনার কাছেও যেয়ো না, ওটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এবং খুবই জঘন্য পথ।

৩৩.(৯) আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন, সত্য ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না। আর যে ব্যক্তি মযলুম অবস্থায় নিহত হয়েছে তার অভিভাবককে আমি কিসাস দাবী করার অধিকার দান করেছি।[১৩] কাজেই হত্যার ব্যাপারে তার সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়,[১৪] তাকে সাহায্য করা হবে।[১৫]

٢٤ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِي صَغِيرًا ۝

٢٥ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنْ تَكُونُوا صٰلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۝

٢٦ وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝

٢٧ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا إِخْوَانَ الشَّيٰطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

٢٨ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۝

٢٩ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝

٣٠ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

٣١ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ۝

٣٢ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

٣٣ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ○

৩৪.(১০) ইয়াতীমের সম্পত্তির ধারে কাছে যেয়ো না, তবে হ্যাঁ সুদপায়ে; যে পর্যন্ত না সে বয়োপ্রাপ্ত হয়ে যায়। (১১) প্রতিশ্রুতি পালন করো, অবশ্যই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ○

৩৫.(১২) মেপে দেয়ার সময় পরিমাপ পাত্র ভরে দাও এবং ওযন করে দেয়ার সময় সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন করো। এটিই ভালো পদ্ধতি এবং পরিণামের দিক দিয়েও এটিই উত্তম।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ○

৩৬.(১৩) এমন কোনো জিনিসের পেছনে লেগে যেয়ো না যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই।[১৬] নিশ্চিতভাবেই চোখ, কান ও দিল সম্পর্কে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ○

৩৭.(১৪) যমীনে দম্ভভরে চলো না। তুমি না যমীনকে চিরে ফেলতে পারবে, না পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারবে।

كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ○

৩৮. এ বিষয়গুলোর মধ্য থেকে প্রত্যেকটির খারাপ দিক তোমার রবের কাছে অপসন্দনীয়।[১৭]

ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ○

৩৯. তোমার রব তোমাকে অহীর মাধ্যমে যে হিকমতের কথাগুলো বলেছেন এগুলো তার অন্তরভুক্ত।[১৮] আর দেখো, আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মাবুদ স্থির করে নিয়ো না, অন্যথায় তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে নিন্দিত এবং সব রকমের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত অবস্থায়।

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ○

৪০.—কেমন অদ্ভুত কথা, তোমাদের রব তোমাদের পুত্র সন্তান দিয়ে অনুগৃহীত করেছেন এবং নিজের জন্য ফেরেশতাদেরকে কন্যা সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন? এটা ভয়ানক মিথ্যা কথা, যা তোমরা নিজেদের মুখে উচ্চারণ করছো।

১২. কৃপণতার অর্থে হাত বন্ধ করা ও অপব্যয়ের অর্থে হাত একেবারে খোলা ছেড়ে দেয়া। বাগধারায় রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

১৩. মূল আয়াতের অনুবাদ হলো ঃ তার ওলীকে আমি সুলতান দান করেছি। এখানে 'সুলতান'-এর অর্থ 'হুজ্জাত' যুক্তিভিত্তিক অধিকার যার ফলে সে 'কিসাস'-এর দাবী করতে পারে।

১৪. হত্যার সীমালংঘনের কয়েকটি রূপ হতে পারে এবং সে সকল রূপই নিষিদ্ধ। যথা ঃ প্রতিশোধের তীব্র উত্তেজনায় অপরাধী ছাড়া অন্যকে হত্যা করা, অথবা অপরাধীকে নির্যাতন করে করে হত্যা করা, অথবা হত্যা করার পর তার মৃত দেহের উপর ক্রোধ চরিতার্থ করা অথবা রক্তপণ নেয়ার পরও আবার অপরাধীকে হত্যা করা প্রভৃতি।

১৫. যেহেতু সে সময় পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি সে জন্য একথা পরিষ্কার করা হয়নি যে, কে তার সাহায্য করবে। হিজরতের পর যখন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়, তখন এটাও স্থিরীকৃত হয় যে, তার সাহায্য করা তার গোত্র বা তার মিত্রদের কাজ নয়; বরং সে কাজ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র ও তার বিচার ব্যবস্থার। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেরা আপন হাতে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারী হবে না, এ দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের। বিচার পাওয়ার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

১৬. এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে—মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে অমূলক ধারণা-অনুমানের পরিবর্তে 'জ্ঞান'-এর অনুসরণ করবে।

১৭. অর্থাৎ এ নির্দেশসমূহের মধ্যে যে কোনো নির্দেশ অমান্য করা অপসন্দনীয়।

১৮. প্রতিটি মানুষের প্রতি এ আদেশ। এ আদেশের মর্ম হচ্ছে—ওহে মানুষ, তুমি এ কাজ করো না!

রুকূ’ ঃ ৫

④١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ۝

৪১. আমি এ কুরআনে নানাভাবে লোকদেরকে বুঝিয়েছি যেন তারা সজাগ হয়, কিন্তু তারা সত্য থেকে আরো বেশী দূরে সরে যাচ্ছে।

④٢ قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا ۝

৪২. হে মুহাম্মাদ ! এদেরকে বলো, যদি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহও থাকতো যেমন এরা বলে, তাহলে সে আরশের মালিকের জায়গায় পৌঁছে যাবার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করতো।

④٣ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝

৪৩. পাক-পবিত্র তিনি এবং এরা যেসব কথা বলছে তিনি তার অনেক উর্ধে।

④٤ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۗ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

৪৪. তাঁর পবিত্রতা তো বর্ণনা করছে সাত আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে[১৯] সব জিনিসই। এমন কোনো জিনিস নেই যা তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে না, কিন্তু তোমরা তাদের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা বুঝতে পারো না। আসলে তিনি বড়ই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল।

④٥ وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۝

৪৫. যখন তুমি কুরআন পড়ো তখন আমি তোমার ও যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না তাদের মাঝখানে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দেই।

④٦ وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۗ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ۝

৪৬. এবং তাদের মনের ওপর এমন আবরণ চড়িয়ে দেই যেন তারা কিছুই বুঝে না এবং তাদের কানে তালা লাগিয়ে দেই।[২০] আর যখন তুমি কুরআনে নিজের একমাত্র রবের কথা পড়ো তখন তারা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।[২১]

④٧ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝

৪৭. আমি জানি, যখন তারা কান লাগিয়ে তোমার কথা শোনে তখন আসলে কি শোনে এবং যখন বসে পরস্পর কানাকানি করে তখন কি বলে। এ যালেমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, তোমরা এই যে লোকটির পেছনে চলছো এতো একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।[২২]

---

১৯. অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি এবং এর প্রতিটি বস্তু নিজেদের পুরো অস্তিত্ব এ সত্যের সাক্ষ্য দান করছে যে—যিনি এ সমস্ত সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি এসবের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন তাঁর সত্তা সকল দোষত্রুটি এবং দুর্বলতা থেকে পবিত্র ও তাঁর খোদায়ী ও প্রভুত্বের ব্যাপারে কেউ তার অংশীদার ও সমতুল্য হবে—এ কলংক থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র।

২০. অর্থাৎ পরকালের প্রতি বিশ্বাস না করার এটা স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে যে, মানুষের অন্তঃকরণ তালাবদ্ধ হয়ে যায় এবং তার কান কুরআনের আহ্বানের প্রতি বধির হয়ে যায়। কুরআনের দাওয়াতের বুনিয়াদী কথা হচ্ছে—পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। হক ও বাতিলের ফায়সালা এ দুনিয়ায় হবে না—তা হবে পরকালে। পরকালে যে জিনিসের পরিণাম ফল হবে উত্তম তা হচ্ছে পুণ্য বা ভালো, যদিও তার জন্য দুনিয়াতে কতই না দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে এবং পরকালে যে জিনিসের পরিমাণ ফল হবে মন্দ, তাই হচ্ছে মন্দ—দুনিয়াতে তা যতই সুস্বাদু-সুখকর ও উপকারী মনে হোক না কেন ! এখন যে ব্যক্তি পরকালকেই স্বীকার করে না সে কুরআনের এ দাওয়াতের প্রতি কেমন করে মনোযোগ দিতে পারে ?

২১. তুমি যে মাত্র আল্লাহকেই মালিক ও মুখতার মান্য কর ও একমাত্র তাঁরই স্তুতি বন্দনা কর—একথা তাদের বড়ই অসহনীয় বোধ হয়। তারা বলে যে এ ব্যক্তি তো অবাক লোক; সে মনে করে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানতো কেবল আল্লাহর আছে, ক্ষমতা থাকে তো একমাত্র আল্লাহরই আছে ; আধিপত্য ও

انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾

৪৮.—দেখো, কী সব কথা এরা তোমার ওপর ছুঁড়ে দিচ্ছে, এরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, এরা পথ পায় না।

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾

৪৯. তারা বলে, "আমরা যখন শুধুমাত্র হাড় ও মাটি হয়ে যাবো তখন কি আমাদের আবার নতুন করে পয়দা করে ওঠানো হবে ?"

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾

৫০. এদেরকে বলে দাও, তোমরা পাথর বা লোহাই হয়ে যাও।

أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾

৫১. অথবা তার চেয়েও বেশী কঠিন কোনো জিনিস, যার অবস্থান তোমাদের ধারণায় জীবনীশক্তি লাভ করার বহুদূরে (তবুও তোমাদের ওঠানো হবেই)। তারা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে, কে আমাদের আবার জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনবে ? জবাবে বলো, তিনিই, যিনি প্রথমবার তোমাদের পয়দা করেন। তারা মাথা নেড়ে নেড়ে জিজ্ঞেস করবে,[২৩] আচ্ছা, তাহলে এটা কবে হবে ? তুমি বলে দাও, অবাক হবার কিছুই নেই, সে সময়টা হয়তো নিকটেই এসে গেছে।

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

৫২. যেদিন তিনি তোমাদের ডাকবেন, তোমরা তাঁর প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করতে করতে তাঁর ডাকের জবাবে বের হয়ে আসবে এবং তখন তোমাদের এ ধারণা হবে যে, তোমরা অল্প কিছুক্ষণ মাত্র এ অবস্থায় কাটিয়েছ।[২৪]

রুকূ' ঃ ৬

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿٥٣﴾

৫৩. আর হে মুহাম্মাদ! আমার বান্দাদেরকে বলে দাও, তারা যেন মুখে এমন কথা বলে যা সর্বোত্তম।[২৫] আসলে শয়তান মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে শয়তান হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

অধিকার থাকে তো একমাত্র আল্লাহই আছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের এ আস্তানাওয়ালারা কি কোনো কিছুই নয় ? তাদের কাছ থেকেই তো আমরা সন্তান-সন্ততি লাভ করি, রোগী আরোগ্য লাভ করে থাকে, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ হয় এবং তাঁদেরই অনুগ্রহে তো আমাদের মনোবাসনা ও প্রার্থনা পূর্ণ হয়।

২২. মক্কার কাফেরদের অবস্থা এই যে, তারা চুপে চুপে গোপনে কুরআন শুনতো এবং তারপর আপোষে সলাপরামর্শ করতো। এর প্রতিকার কি ? কেমন করে এর রদ করা যায় ? বহু সময় তাদের নিজেদের লোকদেরই মধ্যেকার কারো কারো প্রতিও তাদের সন্দেহ হতো যে—সম্ভবত এ ব্যক্তি কুরআন শুনে কিছু প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। এজন্যে তারা সকলে মিলিত হয়ে তাকে বুঝাতে চেষ্টা করতো যে—মিয়া, তুমি কার পাল্লায় পড়ে যাচ্ছো ? এ লোকটি তো যাদুগ্রস্ত। অর্থাৎ কেউ তো এ লোকটিকে যাদু করেছে যার জন্যে এ রকম আবোল-তাবোল বকুনি শুরু করেছে।

২৩. انغـــتض -এর অর্থ মস্তক উপর নীচের ও নীচে থেকে উপরের দিকে হেলানো–যেমন মানুষ বিস্ময় প্রকাশের জন্যে বা ঠাট্টা-বিদ্রূপের উদ্দেশ্যে করে থাকে।

২৪. অর্থাৎ পৃথিবীতে মৃত্যুর সময় থেকে আরম্ভ করে কিয়ামতের পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সময় তোমাদের মাত্র কয়েক ঘন্টার বেশী বলে মনে হবে না। তোমরা সে সময়ে মনে করবে তোমরা কিছুক্ষণ নিদ্রায় মগ্ন ছিলে অকস্মাৎ হাশরের শোরগোল তোমাদেরকে জাগিয়ে তুলেছে।

২৫. বিরোধীরা যতই অসহনীয় কথাবার্তা বলুক না কেন, কোনো অবস্থাতেই মুসলমানদের হক বিরুদ্ধ কোনো কথা মুখ থেকে বের হওয়া উচিত নয় এবং ক্রোধে আত্মহারা হয়ে বেহুদা কথার জবাব বেহুদা কথায় দেয়া উচিত হবে না। তাঁদের ঠাণ্ডা মাথায় সংযতভাবে হিসাব করে তাদের দাওয়াতের মর্যাদা মুতাবিক হক কথা বলা দরকার।

٥٤ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ○

৫৪. তোমাদের রব তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে বেশী জানেন। তিনি চাইলে তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং চাইলে তোমাদের শাস্তি দেন।[২৬] আর হে নবী! আমি তোমাকে লোকদের ওপর হাবিলদার করে পাঠাইনি।

٥٥ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ○

৫৫. তোমার রব পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টিসমূহকে বেশী জানেন। আমি কতক নবীকে কতক নবীর ওপর মর্যাদা দিয়েছি এবং আমি দাউদকে যাবুর দিয়েছিলাম।

٥٦ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ○

৫৬. এদেরকে বলো, ডাক দিয়ে দেখো তোমাদের সেই মাবুদদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া (নিজেদের কার্যোদ্ধারকারী) মনে করো, তারা তোমাদের কোনো কষ্ট দূর করতে পারবে না এবং তা পরিবর্তন করতেও পারবে না।[২৭]

٥٧ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ○

৫৭. এরা যাদেরকে ডাকে তারা তো নিজেরাই নিজেদের রবের নৈকট্যলাভের উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে যে, কে তাঁর নিকটতর হয়ে যাবে এবং এরা তাঁর রহমতের প্রত্যাশী এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত।[২৮] আসলে তোমার রবের শাস্তি ভয় করার মতো।

٥٨ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ○

৫৮. আর এমন কোনো জনপদ নেই, যা আমি কিয়ামতের আগে ধ্বংস করে দেবো না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেবো না, আল্লাহর লিখনে এটা লেখা আছে।

٥٩ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ○

৫৯. আর এদের পূর্ববর্তী লোকেরা নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে[২৯] বলেই তো আমি নিদর্শন পাঠানো থেকে বিরত রয়েছি। (যেমন দেখে নাও) সামূদকে আমি প্রকাশ্যে উটনী এনে দিলাম এবং তারা তার ওপর যুলুম করলো। আমি নিদর্শন তো এজন্য পাঠাই যাতে লোকেরা তা দেখে ভয় পায়।

২৬. অর্থাৎ মুমিনদের যবান থেকে কখনও এরূপ দাবী উত্থিত হওয়া উচিত নয় যে, আমরা জান্নাতী ও অমুক ব্যক্তি বা দল জাহান্নামী! এ জিনিসের ফায়সালা আল্লাহর হাতে ! তিনিই সকল লোকের যাহের ও বাতেন—ভিতর ও বাহির এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জানেন। তিনিই এ ফায়সালা করবেন কাকে তিনি রহম করবেন ও কাকে তিনি আযাব দিবেন। একজন মুসলমান নীতিগতভাবে তো একথা বলার হক রাখে কোন্ প্রকারের লোক আল্লাহর কিতাব অনুসারে রহমত পাবার হকদার ও কোন্ রকমের লোক শাস্তির যোগ্য। কিন্তু কোনো ব্যক্তির এ বলার অধিকার নেই যে, অমুক ব্যক্তি শাস্তি লাভ করবে ও অমুক ব্যক্তি ক্ষমা ও মুক্তি লাভ করবে।

২৭. এর দ্বারা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সিজদা করাই মাত্র শিরক নয়, বরং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তার কাছে দোয়া বা সাহায্য প্রার্থনা করাও শিরক।

২৮. এ শব্দগুলো দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, মুশরিকদের যেসব উপাস্য ও ফরিয়াদ শ্রবণকারীর (?) উল্লেখ এখানে করা হয়েছে তারা পাথরের মূর্তি নয়। হয় তারা ফেরেশতা না হয় অতীতকালের বুযর্গ লোক।

২৯. কাফেররা মুহাম্মদ (স)-এর কাছে তাদেরকে কোনো মোজেযা দেখানোর যে দাবী জানাতো—এ হচ্ছে সেই দাবীর জবাব। মর্ম হচ্ছে—এরূপ মোযেজা দেখে নেয়ার পরও যখন লোকেরা তার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে তখন অবশ্যম্ভাবীরূপেই তাদের উপর আল্লাহ তাআলার আযাব নাযিল হয় এবং এরূপ কওমকে ধ্বংস না করে ছেড়ে দেয়া হয় না। এটা হচ্ছে আল্লাহর একান্ত করুণা যে, তিনি এরূপ কোনো মোজেযা প্রেরণ করছেন না। কিন্তু তোমরা এরূপ নির্বোধ যে মোযেজার দাবী করে সামূদ জাতির মতো পরিণতি লাভ করতে চাইছো !

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝

৬০. স্মরণ করো হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে বলে দিয়েছিলাম, তোমার রব এ লোকদেরকে ঘিরে রেখেছেন। আর এই যাকিছু এখনই আমি তোমাকে দেখিয়েছি[৩০] একে এবং কুরআনে অভিশপ্ত[৩১] গাছকে আমি এদের জন্য একটি ফিতনা বানিয়ে রেখে দিয়েছি।[৩২] আমি এদেরকে অনবরত সতর্ক করে যাচ্ছি কিন্তু প্রতিটি সতর্ক সংকেত এদের অবাধ্যতা বাড়িয়ে চলছে।

রুকূ' ঃ ৭

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۝

৬১. আর স্মরণ করো, যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো, তখন সবাই সিজদা করলো কিন্তু ইবলীস করলো না। সে বললো, "আমি কি তাকে সিজদা করবো যাকে তুমি বানিয়েছো মাটি দিয়ে ?"

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۝

৬২. তারপর সে বললো, "দেখোতো ভালো করে, তুমি যে একে আমার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছো, এ কি এর যোগ্য ছিল ? যদি তুমি আমাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও তাহলে আমি তার সমস্ত সন্তান-সন্ততির মূলোচ্ছেদ করে দেবো, মাত্র সামান্য কজনই আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে।"

قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا ۝

৬৩. আল্লাহ বললেন, ঠিক আছে, তুমি যাও, এদের মধ্য থেকে যারাই তোমার অনুসরণ করবে তুমিসহ তাদের সবার জন্য জাহান্নামই হবে পূর্ণ প্রতিদান।

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝

৬৪. তুমি যাকে যাকে পারো তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে পদস্খলিত করো, তাদের ওপর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ চালাও, ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে তাদের সাথে শরীক হয়ে যাও এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতির জালে আটকে ফেলো,—আর শয়তানের প্রতিশ্রুতি ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়,

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝

৬৫.—নিশ্চিতভাবেই আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব অর্জিত হবে না এবং ভরসা করার জন্য তোমার রবই যথেষ্ট।

৩০. 'মিরাজ'-এর দিকে ইংগিত করা হয়েছে, এখানে 'রুইয়া' শব্দটি স্বপ্নের অর্থ প্রকাশ করছে না বরং এখানে এর অর্থ চক্ষে দেখা।

৩১. অর্থাৎ 'যাক্কুম' যে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে তা জাহান্নামের আদেশে পয়দা হবে ও জাহান্নামীদের বাধ্য হয়ে তা খেতে হবে। এর প্রতি লানতের অর্থ—তার আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার নিদর্শন।

৩২. অর্থাৎ আমি তাদের কল্যাণের জন্যে তোমাকে মিরাজের দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়েছি—যাতে তোমার মত সত্যবাদী বিশ্বস্ত মানুষের মাধ্যমে তারা প্রকৃত তত্ত্বের সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং সতর্ক হয়ে সঠিক পথে এসে যায়। কিন্তু তারা উল্টা, সে জন্যে তোমার প্রতি বিদ্রূপ করছে। আমি তোমার মাধ্যমে তাদের সতর্ক করেছি যে, এখানকার হারামখুরির ফলে পরিশেষে তোমাদের যাক্কুমের গ্রাস ভক্ষণে বাধ্য হতে হবে। কিন্তু তারা একথা শুনে অট্টহাসির সাথে বলতে শুরু করলো—দেখ, দেখ, লোকটি কি বলে দেখ—একদিকে তো এ বলছে যে জাহান্নামের মধ্যে আগুন লেলিহান শিখায় জ্বলছে ; আবার সেই সাথে এ খবরও দিচ্ছে যে, গাছ-পালাও সেখানে উদ্ভূত হবে।

(٦٦) رَبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝

৬৬. তোমাদের (আসল) রব তো তিনিই যিনি সমুদ্রে তোমাদের নৌযান পরিচালনা করেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করতে পারো। আসলে তিনি তোমাদের অবস্থার প্রতি বড়ই করুণাশীল।

(٦٧) وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۗ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ۝

৬৭. যখন সাগরে তোমাদের ওপর বিপদ আসে তখন সেই একজন ছাড়া আর যাকে তোমরা ডাকো সবাই অন্তর্হিত হয়ে যায়। কিন্তু যখন তিনি তোমাদের রক্ষা করে স্থলদেশে পৌঁছিয়ে দেন তখন তোমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ সত্যিই বড়ই অকৃতজ্ঞ।

(٦٨) اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا ۝

৬৮. আচ্ছা, তাহলে তোমরা কি এ ব্যাপারে একেবারেই নির্ভীক যে, আল্লাহ কখনো স্থলদেশেই তোমাদেরকে যমীনের মধ্যে প্রোথিত করে দেবেন না অথবা তোমাদের ওপর পাথর বর্ষণকারী ঘূর্ণি পাঠাবেন না এবং তোমরা তার হাত থেকে বাঁচার জন্য কোনো সহায়ক পাবে না ?

(٦٩) اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ۝

৬৯. আর তোমাদের কি এ ধরনের কোনো আশংকা নেই যে, আল্লাহ আবার কোনো সময় তোমাদের সাগরে নিয়ে যাবেন এবং তোমাদের অকৃতজ্ঞতার দরুন তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘূর্ণি পাঠিয়ে তোমাদের ডুবিয়ে দেবেন এবং তোমরা এমন কাউকে পাবে না যে, তাঁর কাছে তোমাদের এ পরিণতির জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে ?

(٧٠) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۝

৭০.—এতো আমার অনুগ্রহ, আমি বনী আদমকে মর্যাদা দিয়েছি এবং তাদেরকে জলে স্থলে সওয়ারী দান করেছি, তাদেরকে পাক-পবিত্র জিনিস থেকে রিযিক দিয়েছি এবং নিজের বহু সৃষ্টির ওপর তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রাধান্য দিয়েছি।

রুকূ' ঃ ৮

(٧١) يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝

৭১. তারপর সেই দিনের কথা মনে করো যেদিন আমি মানুষের প্রত্যেকটি দলকে তার নেতা সহকারে ডাকবো। সেদিন যাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে তারা নিজেদের কার্যকলাপ পাঠ করবে এবং তাদের ওপর সামান্যতমও যুলুম করা হবে না

(٧٢) وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

৭২. আর যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতে অন্ধ হয়ে থাকে সে আখেরাতেও অন্ধ হয়েই থাকবে বরং পথ লাভ করার ব্যাপারে সে অন্ধের চেয়েও বেশী ব্যর্থ।

(٧٣) وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ۝

৭৩. হে মুহাম্মাদ! তোমার কাছে আমি যে অহী পাঠিয়েছি তা থেকে তোমাকে ফিরিয়ে রাখার জন্য এ লোকেরা তোমাকে বিভ্রাটের মধ্যে ঠেলে দেবার প্রচেষ্টায় কসুর করেনি, যাতে তুমি আমার নামে নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা তৈরি করো। যদি তুমি এমনটি করতে তাহলে তারা তোমাকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো।

وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ۝

৭৪. আর যদি আমি তোমাকে মজবুত না রাখতাম তাহলে তোমার পক্ষে তাদের দিকে কিছু না কিছু ঝুঁকে পড়া অসম্ভব ব্যাপার ছিলো না।

اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۝

৭৫. কিন্তু যদি তুমি এমনটি করতে তাহলে আমি এ দুনিয়ায় তোমাকে দ্বিগুণ শাস্তির মজা টের পাইয়ে দিতাম এবং আখেরাতেও, তারপর আমার মুকাবিলায় তুমি কোনো সাহায্যকারী পেতে না।

وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

৭৬. আর এরা এ দেশ থেকে তোমাকে উৎখাত করার এবং এখান থেকে তোমাকে বের করে দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু যদি এরা এমনটি করে তাহলে তোমার পর এরা নিজেরাই এখানে বেশীক্ষণ থাকতে পারবে না।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ۝

৭৭. এটি আমার স্থায়ী কর্মপদ্ধতি। তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের সবার ব্যাপারে এ কর্মপদ্ধতি আরোপ করেছিলাম। আর আমার কর্মপদ্ধতিতে তুমি কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না।

রুকূ' ঃ ৯

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۖ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ۝

৭৮. নামায কায়েম করো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে নিয়ে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত[৩৩] এবং ফজরে কুরআন পড়ারও ব্যবস্থা করো। কারণ ফজরের কুরআন পাঠ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।[৩৪]

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝

৭৯. আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ো,[৩৫] এটি তোমার জন্য নফল। অচিরেই তোমার রব তোমাকে "প্রশংসিত স্থানে" প্রতিষ্ঠিত করবেন।[৩৬]

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝

৮০. আর দোয়া করো ঃ হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে যেখানেই তুমি নিয়ে যাও সত্যতার সাথে নিয়ে যাও এবং যেখান থেকেই বের করো সত্যতার সাথে বের করো এবং তোমার পক্ষ থেকে একটি কর্তৃত্বশীল পরাক্রান্ত শক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।[৩৭]

৩৩. এর মধ্যে যোহর থেকে এশা পর্যন্ত চার ওয়াক্তের নামায অন্তরভুক্ত।

৩৪. ফজরকালীন কুরআন পাঠ-এর অর্থ—ফজরের নামাযে কুরআন পাঠ এবং ফজরের কুরআন-এর 'মাসহুদ' হওয়ার অর্থ—আল্লাহর ফেরেশতার বিশেষভাবে ফজরের নামাযের কুরআন পাঠের সাক্ষী থাকেন, কেননা এ কুরআন পাঠের এক বিশেষ গুরুত্ব আছে।

৩৫. 'তাহাজ্জুদ'-এর অর্থ নিদ্রা ভংগ করে ওঠা। সুতরাং রাতে 'তাহাজ্জুদ' করার অর্থ হচ্ছে—রাতের এক অংশে ঘুমাবার পর উঠে নামায পড়া।

৩৬. অর্থাৎ দুনিয়া ও পরকালে তোমাকে এরূপ মর্যাদায় উন্নীত করবে যে তুমি সমগ্র সৃষ্টি দ্বারা প্রশংসিত হবে। প্রতি দিকে তোমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন ধ্বনিত হবে এবং তোমার অস্তিত্ব এক প্রশংসাযোগ্য সত্তারূপে গণ্য হবে।

৩৭. অর্থাৎ হয় আমাকে নিজেকে ক্ষমতা দান করো, অথবা কোনো রাষ্ট্রশক্তিকে আমার সাহায্যকারী করে দাও যেন আমি সেই শক্তির সাহায্যে দুনিয়ার এ বিকৃতি-বিপর্যয়কে সুষ্ঠু-সংশোধিত করতে পারি। পাপ এবং ব্যভিচার কদাচারের এ প্লাবনকে রোধ করতে পারি, তোমার ন্যায়ের বিধানকে কার্যকরী করতে পারি।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝

৮১. আর ঘোষণা করে দাও, "সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মিথ্যার তো বিলুপ্ত হবারই কথা।"

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝

৮২. আমি এ কুরআনের অবতরণ প্রক্রিয়ায় এমন সব বিষয় অবতীর্ণ করছি যা মুমিনদের জন্য নিরাময় ও রহমত এবং যালেমদের জন্য ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ۝

৮৩. মানুষের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যখন আমি তাকে নিয়ামত দান করি তখন সে গর্ব করে ও পিঠ ফিরিয়ে নেয় এবং যখন সামান্য বিপদের মুখোমুখি হয় তখন হতাশ হয়ে যেতে থাকে।

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝

৮৪. হে নবী! এদেরকে বলে দাও, "প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে কাজ করছে, এখন একমাত্র তোমাদের রবই ভালো জানেন কে আছে সরল সঠিক পথে।"

রুকূ' ঃ ১০

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

৮৫. এরা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বলে দাও, "এ রূহ আমার রবের হুকুমে আসে কিন্তু তোমরা সামান্য জ্ঞানই লাভ করেছো।"[৩৮]

وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝

৮৬. আর হে মুহাম্মাদ! আমি চাইলে তোমার কাছ থেকে সবকিছুই ছিনিয়ে নিতে পারতাম, যা আমি অহীর মাধ্যমে তোমাকে দিয়েছি, তারপর তুমি আমার মুকাবিলায় কোনো সহায়ক পাবে না, যে তা ফিরিয়ে আনতে পারে।

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝

৮৭. এই যে যাকিছু তুমি লাভ করেছো, এসব তোমার রবের হুকুম, আসলে তাঁর অনুগ্রহ তোমার প্রতি অনেক বড়।

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝

৮৮. বলে দাও, যদি মানুষ ও জিন সবাই মিলে কুরআনের মতো কোনো একটি জিনিস আনার চেষ্টা করে তাহলে তারা আনতে পারবে না, তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়ে গেলেও।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝

৮৯. আমি এ কুরআনে লোকদেরকে নানাভাবে বুঝিয়েছি কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার করার ওপরই অবিচল থাকে।

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ۝

৯০. তারা বলে, "আমরা তোমার কথা মানবো না যতক্ষণ না তুমি তুমি বিদীর্ণ করে আমাদের জন্য একটি ঝরণাধারা উৎসারিত করে দেবে।

৩৮. সাধারণভাবে মনে করা হয়—এখানে 'রূহ'-এর অর্থ প্রাণ। অর্থাৎ লোকে নবী করীম স.-কে 'রূহ' সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল যে এর প্রকৃত অবস্থা কি? এর উত্তর এই দেয়া হয়েছে যে, 'রূহ' আল্লাহর নির্দেশেই আসে। কিন্তু বাক্যের পূর্বাপর ধারার প্রতি লক্ষ করলে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, এখানে 'রূহ'-এর অর্থ নবুয়াতের প্রাণশক্তি বা 'অহী' এবং সূরা আন নহলের ২য় আয়াতে সূরা মুমিনের ৫ম আয়াতে, সূরা শূরার ৫২তম আয়াতে একথাই বলা হয়েছে। প্রাচীন বুজর্গদের মধ্যে ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও হাসান বসরী র.-ও এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। রুহুল মাআনির গ্রন্থকার হাসান ও কাতাদার এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, 'রূহ'-এর অর্থ জিবরাঈল আ.। আসলে প্রশ্ন ছিল—জিবরাঈল কিরূপে অবতীর্ণ হয়? এবং কিভাবে নবী করীম স.-এর অন্তরে প্রত্যাদেশবাণী নিক্ষিপ্ত হয়?

(٩١) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ○

৯১. অথবা তোমার খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান হবে এবং তুমি তার মধ্যে প্রবাহিত করে দেবে নদী-নালা।

(٩٢) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ○

৯২. অথবা তুমি আকাশ ভেঙে টুকরো টুকরো করে তোমার হুমকি অনুযায়ী আমাদের ওপর ফেলে দেবে। অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবে।

(٩٣) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ ۖ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ○

৯৩. অথবা তোমার জন্য সোনার একটি ঘর তৈরি হবে। অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে এবং তোমার আরোহণ করার কথাও আমরা বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি একটি লিখিত পত্র আনবে, যা আমরা পড়বো।" হে মুহাম্মাদ ! এদেরকে বলো, পাক-পবিত্র আমার পরওয়ারদিগার, আমি কি একজন বাণীবাহক মানুষ ছাড়া অন্য কিছু ?

রুকূ' ঃ ১১

(٩٤) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ○

৯৪. লোকদের কাছে যখনই কোনো পথনির্দেশ আসে তখন তাদের একটা কথাই তাদের ঈমান আনার পথ রুদ্ধ করে দেয়। কথাটা এই যে, "আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন ?"

(٩٥) قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ○

৯৫. তাদেরকে বলো, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা নিশ্চিন্তভাবে চলাফেরা করতো তাহলে নিশ্চয়ই আমি কোনো ফেরেশতাকেই তাদের কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠাতাম।

(٩٦) قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ○

৯৬. হে মুহাম্মাদ ! তাদেরকে বলে দাও, আমার ও তোমাদের জন্য শুধু একমাত্র আল্লাহর সাক্ষই যথেষ্ট। তিনি নিজের বান্দাদের অবস্থা জানেন এবং সবকিছু দেখছেন।

(٩٧) وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ○

৯৭. যাকে আল্লাহ পথ দেখান সে-ই পথ লাভ করে এবং যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য তুমি তাঁকে ছাড়া আর কোনো সহায়ক ও সাহায্যকারী পেতে পারো না। এ লোকগুলোকে আমি কিয়ামতের দিন উপুড় করে টেনে আনবো অন্ধ, বোবা ও বধির করে। এদের আবাস জাহান্নাম। যখনই তার আগুন স্তিমিত হতে থাকবে আমি তাকে আরো জোরে জ্বালিয়ে দেবো।

(٩٨) ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ○

৯৮. এটা হচ্ছে তাদের এ কাজের প্রতিদান যে, তারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, "যখন আমরা শুধুমাত্র হাড় ও মাটি হয়ে যাবো তখন কি আবার আমাদের নতুন করে পয়দা করে উঠানো হবে ?"

﴿٩٩﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ○

৯৯. তারা কি খেয়াল করেনি, যে আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশজগত সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করার অবশ্যই ক্ষমতা রাখেন ? তিনি তাদের হাশরের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন, যার আগমন অবধারিত। কিন্তু যালেমরা জিদ ধরেছে যে, তারা তা অস্বীকারই করে যাবে।

﴿١٠٠﴾ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ○

১০০. হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলে দাও, যদি আমার রবের রহমতের ভাণ্ডার তোমাদের অধীনে থাকতো তাহলে তোমরা ব্যয় হয়ে যাবার আশংকায় নিশ্চিতভাবেই তা ধরে রাখতে। সত্যিই মানুষ বড়ই সংকীর্ণমনা।[৩৯]

রুকূ' ঃ ১২

﴿١٠١﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا ○

১০১. আমি মূসাকে নয়টি নিদর্শন দিয়েছিলাম, সেগুলো সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।[৪০] এখন নিজেরাই তোমরা বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখে নাও যখন সেগুলো তাদের সামনে এলো তখন ফেরাউন তো একথাই বলেছিল, "হে মূসা ! আমার মতে তুমি অবশ্যই একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।"

﴿١٠٢﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ ۖ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ○

১০২. মূসা এর জবাবে বললো, "তুমি খুব ভাল করেই জানো এ প্রজ্ঞাময় নিদর্শনগুলো আকাশ ও পৃথিবীর রব ছাড়া আর কেউ নাযিল করেননি।[৪১] আর আমার মনে হয় হে ফেরাউন! তুমি নিশ্চয়ই একজন হতভাগা ব্যক্তি।

﴿١٠٣﴾ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ○

১০৩. শেষ পর্যন্ত ফেরাউন মূসা ও বনী ইসরাঈলকে দুনিয়ার বুক থেকে উৎখাত করার সংকল্প করলো। কিন্তু আমি তাকে ও তার সংগী-সাথীদেরকে এক সাথে ডুবিয়ে দিলাম।

﴿١٠٤﴾ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ○

১০৪. এবং এরপর বনী ইসরাঈলকে বললাম, এখন তোমরা পৃথিবীতে বসবাস করো, তারপর যখন আখেরাতের প্রতিশ্রুতির সময় এসে যাবে তখন আমি তোমাদের সবাইকে এক সাথে হাযির করবো।

৩৯. মক্কার মুশরিকরা যে মনস্তাত্বিক কারণে নবী করীম স.-এর নবুয়াত অস্বীকার করতো তার মধ্যে এক বিশেষ কারণ ছিল—তাঁকে নবী বলে মেনে নিলে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাকে স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু নিজেদের সমসাময়িক বা নিজেদের চোখে দেখা কোনো ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মানুষ স্বভাবত সহজে স্বীকার করতে চায় না। এজন্যে বলা হচ্ছে—যারা এতদূর কৃপণ যে কারোর প্রকৃত মর্যাদা স্বীকার করতে তাদের অন্তর কষ্টবোধ করে, যদি আল্লাহ নিজের রহমতের ভাণ্ডারের চাবী কোথাও তাদের সোপর্দ করে দিতেন তবে তারা কাউকেই একটি কপর্দকও দিতো না।

৪০. এ নয়টি নিদর্শনের বিবরণ সূরা 'আরাফে' বর্ণনা করা হয়েছে।

৪১. একথা হযরত মূসা আ. এ কারণে বলেছিলেন যে, একটি দেশের সমগ্র অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়া অথবা লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী এলাকায়, এক মহাবিপদ রূপে সর্বত্র ব্যাঙের আবির্ভাব হওয়া অথবা সমগ্র দেশের খাদ্যশস্যের গুদামসমূহে ঘুণ লেগে যাওয়া এবং এ প্রকারের ব্যাপক বিপদ-পাত কখন কোনো যাদুকরের যাদুতে বা কোনো মানবীয় শক্তির বলে সংঘটিত হতে পারে না। যাদুকরেরা মাত্র একটি সীমাবদ্ধ জায়গায় একটি সমাবেশের চোখ যাদুগ্রস্ত করে তাদের কিছু অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ড দেখাতে পারে এবং তাও প্রকৃত সত্য ব্যাপার ঘটে না, দৃষ্টিশক্তি প্রতারিত হয় মাত্র।

﴿١٠٥﴾ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○

১০৫. এ কুরআনকে আমি সত্য সহকারে নাযিল করেছি এবং সত্য সহকারেই এটি নাযিল হয়েছে। আর হে মুহাম্মাদ! তোমাকে আমি এছাড়া আর কোনো কাজে পাঠাইনি যে, (যে মেনে নেবে তাকে) সুসংবাদ দিয়ে দেবে এবং (যে মেনে নেবে না তাকে) সাবধান করে দেবে।

﴿١٠٦﴾ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ○

১০৬. আর এ কুরআনকে আমি সামান্য সামান্য করে নাযিল করেছি, যাতে তুমি থেমে থেমে তা লোকদেরকে শুনিয়ে দাও এবং তাকে আমি (বিভিন্ন সময়) পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি।

﴿١٠٧﴾ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ○

১০৭. হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলে দাও, তোমরা একে মানো বা না মানো, যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদেরকে যখন এটা শুনানো হয় তখন তারা আনত মস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে।

﴿١٠٨﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ○

১০৮. এবং বলে ওঠে, "পাক-পবিত্র আমাদের রব, আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি তো পূর্ণ হয়েই থাকে।

﴿١٠٩﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ○

১০৯. এবং তারা নত মুখে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং তা শুনে তাদের দীনতা আরো বেড়ে যায়।

﴿١١٠﴾ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ○

১১০. হে নবী! এদেরকে বলে দাও, আল্লাহ্‌ বা রহমান যে নামেই ডাকো না কেন, তাঁর জন্য সবই ভালো নাম।[৪২] আর নিজের নামায খুব বেশী উচ্চ কণ্ঠেও পড়বে না, বেশী ক্ষীণ কণ্ঠেও না, বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি মধ্যম পর্যায়ের কণ্ঠস্বর অবলম্বন করবে।[৪৩]

﴿١١١﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ○

১১১. আর বলো, "সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা, যিনি কোনো পুত্রও গ্রহণ করেননি। তাঁর বাদশাহীতে কেউ শরীকও হয়নি এবং তিনি এমন অক্ষমও নন যে, কেউ তাঁর সাহায্যকারী ও নির্ভর হবে।" আর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো, চূড়ান্ত পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব।

৪২. মক্কার মুশরিকরা আপত্তি তুলেছিল—"সৃষ্টিকর্তার জন্যে 'আল্লাহ' নাম তো আমরা শুনেছি কিন্তু এ 'রহমান' নামটি তুমি কোথা থেকে পেলে?" এখানে তাদের এ আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলার জন্যে তাদের মধ্যে এ নাম প্রচলিত ছিলনা, তাই তারা এ নাম শুনে নাসিকা কুঞ্চিত করতো।

৪৩. হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন—মক্কাতে যখন রসূলুল্লাহ স. বা তাঁর সাহাবারা নামায পড়ার সময় উচ্চস্বরে কুরআন মজীদ পাঠ করতেন তখন কাফেররা শোরগোল শুরু করতো ও বহু সময় অবাধে গালিগালাজ দিতে আরম্ভ করতো। এজন্যে এ আদেশ দেয়া হয় যে, এতটা উচ্চৈস্বরে কুরআন পাঠ করো না যাতে তা শুনে কাফেররা ভিড় করে বসে, আর না এতটা আস্তে পড় যে তোমাদের নিজেদের সাথীরাও শুনতে না পায়। এ নির্দেশ মাত্র সেই সময়কার অবস্থার জন্যে ছিল। মদীনাতে যখন অবস্থার পরিবর্তন হলো, তখন এ নির্দেশ আর বহাল ছিল না। অবশ্য যদি কোনো সময় মুসলমানদের মক্কার ন্যায় অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, তবে তাদের এ নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা উচিত হবে।

সূরা আল কাহ্‌ফ

১৮

নামকরণ

প্রথম রুকূ'র ১০ আয়াত إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ নাম দেবার মানে হচ্ছে এই যে, এটা এমন একটা সূরা যার মধ্যে আল কাহ্‌ফ শব্দ এসেছে।

নাযিলের সময়-কাল

এখান থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ে অবতীর্ণ সূরাগুলো শুরু হচ্ছে। মক্কী জীবনকে আমি চারটি বড় বড় অধ্যায়ে ভাগ করেছি। সূরা আনআমের ভূমিকায় এর বিস্তারিত বিবরণ এসে গেছে। এ বিভাগ অনুযায়ী তৃতীয় অধ্যায়টি প্রায় ৫ নববী সন থেকে শুরু হয়ে ১০ নববী সন পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর মুকাবিলায় এ অধ্যায়টির বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী অধ্যায় দুটিতে কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর আন্দোলন ও জামায়াতকে বিপর্যস্ত করার জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপহাস, ব্যাংগ-বিদ্রূপ, আপত্তি, অপবাদ, দোষারোপ, ভীতি প্রদর্শন, লোভ দেখানো ও বিরুদ্ধ প্রচারণার ওপর নির্ভর করছিল। কিন্তু এ তৃতীয় অধ্যায়ে এসে তারা জুলুম, নিপীড়ন, মারধর ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির অস্ত্র খুব কড়াকড়িভাবে ব্যবহার করে। এমনকি বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে দেশ ত্যাগ করে হাবশার দিকে যেতে হয়। আর বাদবাকি মুসলমানদের এবং তাদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার ও বংশের লোকদের আবু তালেব গিরি গুহায় পূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কটের মধ্যে অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে হয়। তবুও এ যুগে আবু তালেব ও উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ন্যায় দু' গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রভাবের ফলে কুরাইশদের দুটি বড় বড় শাখা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পৃষ্ঠপোষকতা করছিল। ১০ নববী সনে এ দু'জনের মৃত্যুর সাথে সাথেই এ অধ্যায়টির সমাপ্তি ঘটে। এরপর শুরু হয় চতুর্থ অধ্যায়। এ শেষ অধ্যায়ে মুসলমানদের মক্কায় জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমনকি শেষ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মুসলমানদের নিয়ে মক্কা ত্যাগ করতে হয়।

সূরা কাহফের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায়, মক্কী যুগের এ তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই এ সূরাটি নাযিল হয়ে থাকবে। এ সময় জুলুম, নিপীড়ন, বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তখনো মুসলমানরা হাবশায় হিজরত করেনি। তখন যেসব মুসলমান নির্যাতিত হচ্ছিল তাদেরকে আসহাবে কাহফের কাহিনী শুনানো হয়, যাতে তাদের হিম্মত বেড়ে যায় এবং তারা জানতে পারে যে, ঈমানদাররা নিজেদের ঈমান বাঁচাবার জন্য ইতিপূর্বে কি করেছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মক্কার মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরীক্ষা নেবার জন্য আহলে কিতাবদের পরামর্শক্রমে তাঁর সামনে যে তিনটি প্রশ্ন করেছিল তার জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়। প্রশ্ন তিনটি ছিল ঃ এক, আসহাবে কাহফ কারা ছিলেন ? দুই, খিযিরের ঘটনাটি এবং তার তাৎপর্য কি ?[১] তিন, যুলকারনাইনের ঘটনাটি কি ? এ তিনটি কাহিনীই খৃস্টান ও ইহুদীদের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত ছিল। হিজাযে এর কোনো চর্চা ছিল না। তাই আহলে কিতাবরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সত্যিই কোনো গায়েবী ইলমের মাধ্যম আছে কিনা তা জানার জন্যই এগুলো নির্বাচন করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নবীর মুখ দিয়ে কেবল এগুলোর পূর্ণ জবাব দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং এ সংগে এ ঘটনা তিনটিকে সে সময় মক্কায় কুফর ও ইসলামের মধ্যে যে অবস্থা বিরাজ করছিল তার সাথে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে দিয়েছেন।

এক ঃ আসহাবে কাহফ সম্পর্কে বলেন, এ কুরআন যে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করছে তারা ছিলেন তারই প্রবক্তা। তাদের অবস্থা মক্কার এ মুষ্টিমেয় মযলুম মুসলমানদের অবস্থা থেকে এবং তাদের জাতির মনোভাব ও ভূমিকা মক্কার কুরাইশ বংশীয়

১. হাদীসে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল রূহ সম্পর্কে। বনী ইসরাঈলের ১০ রুকূ'তে এর জবাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু সূরা কাহফ ও বনী ইসরাঈলের নাযিলের সময়কালের মধ্যে রয়েছে কয়েক বছরের ব্যবধান। আর সূরা কাহফে দু'টির জায়গায় তিনটি কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আমার মতে, দ্বিতীয় প্রশ্নটি হযরত খিযির সম্পর্কেই ছিল, রূহ সম্পর্কে নয়। খোদ কুরআনেই এমনি একটি ইশারা আছে, তা থেকে আমার এ অভিমতের প্রতি সমর্থন পাওয়া যাবে। —দেখুন ৬১ টীকা

কাফেরদের ভূমিকা থেকে ভিন্নতর ছিল না। তারপর এ কাহিনী থেকে ঈমানদারদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যদি কাফেররা সীমাহীন ক্ষমতা ও আধিপত্যের অধিকারী হয়ে গিয়ে থাকে এবং তাদের জুলুম-নির্যাতনের ফলে সমাজে একজন মুমিন শ্বাস গ্রহণ করারও অধিকার হারিয়ে বসে তবুও তার বাতিলের সামনে মাথা নত না করা উচিত বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করে দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়া উচিত। এ প্রসংগে আনুসংগিকভাবে মক্কার কাফেরদেরকে একথাও বলা হয়েছে যে, আসহাবে কাহফের কাহিনী আখেরাত বিশ্বাসের নির্ভুলতার একটি প্রমাণ। যেভাবে আল্লাহ তাআলা আসহাবে কাহফকে সুদীর্ঘকাল মৃত্যু নিদ্রায় বিভোর করে রাখার পর আবার জীবিত করে তোলেন ঠিক তেমনিভাবে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন মেনে নিতে তোমরা অস্বীকার করলে কি হবে, তা আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে নয়।

দুই ঃ মক্কার সরদার ও সচ্ছল পরিবারের লোকেরা নিজেদের জনপদের ক্ষুদ্র নও মুসলিম জামায়াতের ওপর যে জুলুম নিপীড়ন চালাচ্ছিল এবং তাদের সাথে যে ঘৃণা ও লাঞ্ছনাপূর্ণ আচরণ করছিল আসহাবে কাহফের কাহিনীর পথ ধরে সে সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা হয়েছে। এ প্রসংগে একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এ জালেমদের সাথে কোনো আপোস করবে না এবং নিজের গরীব সাথীদের মুকাবিলায় এ বড় লোকদেরকে মোটেই গুরুত্ব দেবে না। অন্যদিকে এ ধনী ও সরদারদেরকে এ মর্মে নসীহত করা হয়েছে যে, নিজেদের দুদিনের আয়েশী জীবনের চাকচিক্য দেখে ভুলে যেয়ো না বরং চিরন্তন ও চিরস্থায়ী কল্যাণের সন্ধান করো।

তিন ঃ এ আলোচনা প্রসংগে খিযির ও মূসার কাহিনীটি এমনভাবে শুনিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাতে কাফেরদের প্রশ্নের জবাবও এসে গেছে এ সংগে মুমিনদেরকেও সরবরাহ করা হয়েছে সান্ত্বনার সরঞ্জাম। এ কাহিনীতে মূলত যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যেসব উদ্দেশ্য ও কল্যাণকারিতার ভিত্তিতে আল্লাহর এ বিশাল সৃষ্টিজগত চলছে তা যেহেতু তোমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে তাই তোমরা কথায় কথায় অবাক হয়ে প্রশ্ন করো, এমন কেন হলো? এ-কি হয়ে গেলো? এ-তো বড়ই ক্ষতি হলো! অথচ যদি পর্দা উঠিয়ে দেয়া হয় তাহলে তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে এখানে যাকিছু হচ্ছে ঠিকই হচ্ছে এবং বাহ্যত যে জিনিসের মধ্যে ক্ষতি দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত তার ফলশ্রুতিতে কোনো না কোনো কল্যাণই দেখা যায়।

চার ঃ এরপর যুলকারনাইনের কাহিনী বলা হয়। সেখানে প্রশ্নকারীদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয় যে, তোমরা তো নিজেদের এ সামান্য সরদারীর মোহে অহংকারী হয়ে উঠেছো অথচ যুলকারনাইনকে দেখো। কত বড় শাসক। কত জবরদস্ত বিজেতা। কত বিপুল বিশাল উপায়-উপকরণের মালিক হয়েও নিজের স্বরূপ ও পরিচিতি বিস্মৃত হননি। নিজের স্রষ্টার সামনে সবসময় মাথা হেঁট করে থাকতেন। অন্যদিকে তোমরা নিজেদের এ সামান্য পার্থিব বৈভব ও ক্ষেত-খামারের শ্যামল শোভাকে চিরস্থায়ী মনে করে বসেছো। কিন্তু তিনি দুনিয়ার সবচেয়ে মযবুত ও সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ করেও মনে করতেন সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা যেতে পারে, এ প্রাচীরের ওপর নয়। আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন এ প্রাচীর শত্রুদের পথ রোধ করতে থাকবে এবং যখনই তাঁর ইচ্ছা ভিন্নতর হবে তখনই এ প্রাচীরে ফাটল ও গর্ত ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

এভাবে কাফেরদের পরীক্ষামূলক প্রশ্নগুলো তাদের ওপরই পুরোপুরি উল্টে দেবার পর বক্তব্যের শেষে আবার সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, বক্তব্য শুরু করার সময় যা বলা হয়েছিল। অর্থাৎ তাওহীদ ও আখেরাত হচ্ছে পুরোপুরি সত্য। একে মেনে নেয়া, সে অনুযায়ী নিজেদের সংশোধন করা এবং আল্লাহর সামনে নিজেদের জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করে দুনিয়ার জীবন যাপন করার মধ্যেই তোমাদের নিজেদের কল্যাণ। এভাবে না চললে তোমাদের নিজেদের জীবন ধ্বংস হবে এবং তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপও নিষ্ফল হয়ে যাবে।

❐

আয়াত-১১০ | ১৮-সূরা আল-কাহ্ফ-মাক্কী | রুকূ'-১২

اٰياتها ١١٠ | ١٨. سُوْرَةُ الْكَهْفِ . مَكِّيَّةٌ | ركوعاتها ١٢

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۜ

১. প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং এর মধ্যে কোনো বক্রতা রাখেননি।

② قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۙ

২. একদম সোজা কথা বলার কিতাব, যাতে লোকদেরকে আল্লাহর কঠিন শাস্তি থেকে সে সাবধান করে দেয় এবং ঈমান এনে যারা সৎকাজ করে তাদেরকে সুখবর দিয়ে দেয় এ মর্মে যে, তাদের জন্য রয়েছে ভালো প্রতিদান।

③ مّٰكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۙ

৩. সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

④ وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۗ

৪. আর যারা বলে, আল্লাহ কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে ভয় দেখায়।

⑤ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا

৫. এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই এবং তাদের বাপ-দাদারও ছিলো না। তাদের মুখ থেকে বেরুনো একথা অত্যন্ত সাংঘাতিক! তারা নিছক মিথ্যাই বলে।

⑥ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا

৬. হে মুহাম্মাদ! যদি এরা এ শিক্ষার প্রতি ঈমান না আনে, তাহলে দুশ্চিন্তায় তুমি হয়তো এদের পেছনে নিজের প্রাণটি খোয়াবে।

⑦ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

৭. আসলে পৃথিবীতে যাকিছু সাজ-সরঞ্জামই আছে এগুলো দিয়ে আমি পৃথিবীর সৌন্দর্য বিধান করেছি তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্য থেকে কে ভালো কাজ করে।

⑧ وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ؕ

৮. সবশেষে এসবকে আমি একটি বৃক্ষ-লতাহীন ময়দানে পরিণত করবো।

⑨ اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا

৯. তুমি কি মনে করো গুহা ও ফলক ওয়ালারা[১] আমার বিস্ময়কর নিদর্শনাবলীর অন্তরভুক্ত ছিলো ?

⑩ اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَاۤ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا

১০. যখন কজন যুবক গুহায় আশ্রয় নিলো এবং তারা বললো ঃ "হে আমাদের রব ! তোমার বিশেষ রহমতের ধারায় আমাদের প্লাবিত করো এবং আমাদের ব্যাপার ঠিকঠাক করে দাও।"

⑪ فَضَرَبْنَا عَلٰۤى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۙ

১১. তখন আমি তাদেরকে সেই গুহার মধ্যে থাপড়ে থাপড়ে বছরের পর বছর গভীর নিদ্রায় মগ্ন রেখেছি।

⑫ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْۤا اَمَدًا ع

১২. তারপর আমি তাদেরকে উঠিয়েছি একথা জানার জন্য যে, তাদের দু দলের মধ্য থেকে কোন্‌টি তার অবস্থান কালের সঠিক হিসেব রাখতে পারে।

১. অর্থাৎ সেই তরুণেরা যারা ঈমান বাঁচানোর জন্যে গুহাতে আশ্রয় নিয়েছিল ও যাদের গুহাতে পরে স্মারকলিপি লাগানো হয়েছিল।

রুকূ' ঃ ২

١٣ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝

১৩. আমি তাদের সত্যিকার ঘটনা তোমাকে শুনাচ্ছি। তারা কয়েকজন যুবক ছিলো, তাদের রবের ওপর ঈমান এনেছিলো এবং আমি তাদের সঠিক পথে চলার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।[২]

١٤ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا ۖ لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ۝

১৪. আমি সে সময় তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম যখন তারা উঠলো এবং ঘোষণা করলো ঃ "আমাদের রব তো কেবল তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশের রব। আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো মাবুদকে ডাকবো না। যদি আমরা তাই করি তাহলে তা হবে একেবারেই অনর্থক।"

١٥ هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝

১৫. (তারপর তারা পরস্পরকে বললো ঃ) "এ আমাদের জাতি, এরা বিশ্বজাহানের রবকে বাদ দিয়ে অন্য ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। এরা তাদের মাবুদ হবার সপক্ষে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আনছে না কেন ? যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে ?

١٦ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ۝

১৬. এখন যখন তোমরা এদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে এরা পূজা করে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছো তখন চলো অমুক গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিই। তোমাদের রব তোমাদের ওপর তাঁর রহমতের ছায়া বিস্তার করবেন এবং তোমাদের কাজের উপযোগী সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করবেন।"

١٧ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۝

১৭. তুমি যদি তাদেরকে গুহায় দেখতে,[৩] তাহলে দেখতে সূর্য উদয়ের সময় তাদের গুহা ছেড়ে ডান দিক থেকে ওঠে এবং অস্ত যাওয়ার সময় তাদেরকে এড়িয়ে বাম দিকে নেমে যায় আর তারা গুহার মধ্যে একটি বিস্তৃত জায়গায় পড়ে আছে। এ হচ্ছে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন। যাকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখান সে-ই সঠিক পথ পায় এবং যাকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন তার জন্য তুমি কোনো পৃষ্ঠপোষক ও পথপ্রদর্শক পেতে পারো না।

রুকূ' ঃ ৩

١٨ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۝

১৮. তোমরা তাদেরকে দেখে মনে করতে তারা জেগে আছে, অথচ তারা ঘুমুচ্ছিল। আমি তাদের ডাইনে বাঁয়ে পার্শ্ব পরিবর্তন করাচ্ছিলাম এবং তাদের কুকুর গুহা মুখে সামনের দু পা ছড়িয়ে বসেছিল। যদি তুমি কখনো উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখতে তাহলে পিছন ফিরে পালাতে থাকতে এবং তাদের দৃশ্য তোমাকে আতংকিত করতো।

২. বিভিন্ন বর্ণনা থেকে মনে হয়, এ তরুণেরা প্রাথমিক যুগের ঈসা আ.-এর অনুসারীদের মধ্যে ছিল এবং তারা রোমের অধীনস্ত ছিল সে সময় যে রাষ্ট্র মুশরিক পন্থী ছিল ও তাওহীদ পন্থীদের ভীষণ শত্রু ছিল।

﴿١٩﴾ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوٓا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝

১৯. আর এমনি বিস্ময়করভাবে আমি তাদেরকে উঠিয়ে বসালাম[৪] যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। তাদের একজন জিজ্ঞেস করলোঃ "বলোতো, কতক্ষণ এ অবস্থায় থেকেছো ?" অন্যেরা বললো, "হয়তো একদিন বা এর থেকে কিছু কম সময় হবে।" তারপর তারা বললো, "আল্লাহই ভালো জানেন আমাদের কতটা সময় এ অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে। চলো এবার আমাদের মধ্য থেকে কাউকে রূপার এ মুদ্রা দিয়ে শহরে পাঠাই এবং সে দেখুক সবচেয়ে ভালো খাবার কোথায় পাওয়া যায়। সেখান থেকে সে কিছু খাবার নিয়ে আসুক ; আর তাকে একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, আমাদের এখানে থাকার ব্যাপারটা সে যেন কাউকে জানিয়ে না দেয়।

﴿٢٠﴾ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذًا أَبَدًا ۝

২০. যদি কোনোক্রমে তারা আমাদের নাগাল পায় তাহলে হয় প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা আমাদের জোর করে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং এমন হলে আমরা কখনো সফলকাম হতে পারবো না।"

﴿٢١﴾ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَٰزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَٰنًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۝

২১. এভাবে আমি নগরবাসীদেরকে তাদের অবস্থা জানালাম,[৫] যাতে লোকেরা জানতে পারে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতের দিন নিশ্চিতভাবেই আসবে। (কিন্তু একটু ভেবে দেখো, যখন এটিই ছিল চিন্তার আসল বিষয়) সে সময় তারা পরস্পর এ বিষয়টি নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল যে, এদের (আসহাবে কাহ্ফ) সাথে কি করা যায়। কিছু লোক বললো, "এদের ওপর একটি প্রাচীর নির্মাণ করো, এদের রবই এদের ব্যাপারটি ভালো জানেন।"[৬] কিন্তু তাদের বিষয়াবলীর ওপর যারা প্রবল ছিল তারা বললো, "আমরা অবশ্য এদের ওপর একটি ইবাদাতখানা নির্মাণ করবো।"[৭]

৩. মধ্যের এ ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়নি যে তাদের পারস্পরিক পরামর্শে স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত অনুসারে তারা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু বরণ বা ধর্ম ত্যাগে বাধ্য হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে শহর থেকে বের হয়ে পার্বত্য এলাকায় একটি গুহার মধ্যে গোপন আশ্রয় গ্রহণ করে।

৪. অর্থাৎ যেরূপ বিস্ময়করভাবে তাদেরকে নিদ্রা-মগ্ন করা হয়েছিল, এক সুদীর্ঘকাল পরে তাদের জেগে উঠাটাও ছিল প্রকৃতির এক অনুরূপ বিস্ময়কর অলৌকিক কাণ্ড।

৫. অর্থাৎ যখন সে আহার্য ক্রয়ের জন্যে শহরের মধ্যে প্রবেশ করছিলো তখন সারা দুনিয়াই ততদিনে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। পৌত্তলিক রোম দীর্ঘকাল পূর্বেই ঈসায়ী ধর্ম অবলম্বন করেছিল। ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও পোশাক প্রতিটি জিনিসে সুস্পষ্ট পার্থক্য ও পরিবর্তন এসেছিল। দু'শ' বছর পূর্বের এ মানুষটি নিজের সাজ-সজ্জা, পোশাক ও ভাষা প্রভৃতি জিনিসের দিক দিয়ে সহসা এক বিচিত্র তামাশা বলে মনে হলো। এরপর যখন সে ব্যক্তি খাবার ক্রয় করার জন্যে পুরাতন কালের মুদ্রা বের করলো তখন তা দেখে দোকানদারের চক্ষু স্থির। যখন অনুসন্ধানে জানা গেলো যে, এ ব্যক্তি সেই ঈসায়ী ধর্মাবলম্বীদেরই একজন যাঁরা দু'শ' বছর পূর্বে নিজেদের ঈমান বাঁচানোর জন্যে পালিয়ে গিয়েছিল তখন এ সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে শহরের ঈসায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচারিত হয়ে গেলো এবং সরাসরি অফিসারদের সাথে সাধারণ লোকদের এক জনতা গুহায় উপস্থিত হলো। এখন যখন 'আসহাবে কাহাফ' (গুহাবাসীরা) জানতে পারলো যে, তারা দু'শ' বছর পর ঘুম থেকে জেগে উঠেছে তখন তারা নিজেদের ঈসায়ী ধর্ম ভাইদেরকে সালাম করে আবার সেই গুহা-শয্যায় শয়ন করলো এবং তাদের প্রাণ পর জগতে প্রস্থান করলো।

৬. কথার ধরন থেকে বুঝা যায় এ ঈসায়ী ধার্মিক ব্যক্তিদের কথা ছিল। তাঁদের অভিমত ছিল গুহাবাসীরা যেভাবে গুহা মধ্যে শায়িত আছে সেইভাবেই তাদের শায়িত থাকতে দেয়া হোক এবং গুহার মুখে 'প্রস্তর খণ্ড' স্থাপন করা হোক। তাদের প্রভু আল্লাহই উত্তম জানেন তাঁরা কারা, তাঁরা কিরূপ মর্যাদার মানুষ এবং কিরূপ পুরস্কারের যোগ্য !

٢٢ سيقولون ثلثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ○

২২. কিছু লোক বলবে, তারা ছিল তিনজন আর চতুর্থজন ছিল তাদের কুকুরটি। আবার অন্য কিছু লোক বলবে, তারা পাঁচজন ছিল এবং তাদের কুকুরটি ছিল ষষ্ঠ, এরা সব আন্দাজে কথা বলে। অন্যকিছু লোক বলে, তারা ছিল সাতজন এবং অষ্টমটি তাদের কুকুর[৮]। বলো, আমার রবই ভালো জানেন তারা কজন ছিল, অল্প লোকই তাদের সঠিক সংখ্যা জানে। কাজেই তুমি সাধারণ কথা ছাড়া তাদের সংখ্যা নিয়ে লোকদের সাথে বিতর্ক করো না এবং তাদের সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করো না।[৯]

রুকূ' ঃ ৪

٢٣ ولا تقولن لشايء اني فاعل ذلك غدا ○

২৩. আর দেখো,[১০] কোনো জিনিসের ব্যাপারে কখনো একথা বলো না, আমি কাল এ কাজটি করবো।

٢٤ الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا ○

২৪. (তোমরা কিছুই করতে পারো না) তবে যদি আল্লাহ চান। যদি ভুলে এমন কথা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে সাথে সাথেই নিজের রবকে স্মরণ করো এবং বলো, "আশা করা যায়, আমার রব এ ব্যাপারে সত্যের নিকটতর কথার দিকে আমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন।"

٢٥ ولبثوا في كهفهم ثلث مائة سنين وازدادوا تسعا ○

২৫.—আর তারা তাদের গুহার মধ্যে তিনশো বছর থাকে এবং (কিছু লোক মেয়াদ গণনা করতে গিয়ে) আরো নয় বছর বেড়ে গেছে।

٢٦ قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السموت والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا ○

২৬. তুমি বলো, আল্লাহ তাদের অবস্থানের মেয়াদ সম্পর্কে বেশী জানেন।[১১] আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় প্রচ্ছন্ন অবস্থা তিনিই জানেন, কেমন চমৎকার তিনি দ্রষ্টা ও শ্রোতা। পৃথিবী ও আকাশের সকল সৃষ্টির তত্ত্বাবধানকারী তিনি ছাড়া আর কেউ নেই এবং নিজের শাসন কর্তৃত্বে তিনি কাউকে শরীক করেন না।

৭. এ এই কারণে হয়েছিল যে সে সময় ঈসায়ী জনসাধারণের মধ্যেও মুশরিকসুলভ চিন্তা-ধারণা বিস্তার লাভ করেছিল। পুরাতন মূর্তির স্থলে পূজা করার জন্যে এ নতুন উপাস্য তারা গড়ে নিয়েছিল।

৮. এর দ্বারা জানতে পারা যায় যেএ ঘটনার পৌনে তিনশ বছর পর কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার সময় এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে ঈসায়ীদের মধ্যে নানা রকম অলীক গল্প-কাহিনী ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং এ সম্পর্কে প্রামাণিক জ্ঞান সাধারণত লোকদের কাছে ছিল না। তাহলেও যেহেতু আল্লাহ তাআলা তৃতীয় উক্তিটি রদ করেননি সুতরাং এ অনুমান করা যেতে পারে যে সঠিক সংখ্যা সাতই ছিল।

৯. অর্থাৎ আসল জিনিস তাদের সংখ্যা নয়, আসল জিনিস হচ্ছে সেই শিক্ষা যা এ কাহিনী হতে লাভ করা যায়।

১০. পূর্বাপর কথার মাঝখানে উক্তএ একটি বাক্য। পূর্ববর্তী আয়াতের বিস্ময়বস্তুর সাথে সংগতি রেখে কথার পারস্পর্যের মধ্যেএ এরশাদ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে হেদায়াত করা হয়েছিল যে, আসহাবে কাহাফের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তাআলা জানেন এবং এর সংখ্যা সম্পর্কে গবেষণা করা এক অনর্থক কাজ। এ বিষয়ে পরবর্তী কথা এরশাদ করার পূর্বে কথার মাঝখানে বলা বাক্য হিসাবে নবী করীম স. ও মুমিনদেরকে আর একটি হেদায়াত দান করা হয়েছে যে, তুমি কখনও দাবী করে একথা বলো না যে—'আমি আগামী কাল অমুক কাজ করবো।' তুমি সে কাজ করতে পারবে কি পারবে না তা তুমি কি জানো?

১১. অর্থাৎ 'আসহাবে কাহাফে'র সংখ্যার মতো তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কেও লোকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু এর অনুসন্ধান করা তোমার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআলাই জানেন তারা সেই অবস্থায় কতকাল ছিল।

﴿٢٧﴾ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ○

২৭. হে নবী! তোমার রবের কিতাবের মধ্য থেকে যাকিছু তোমার ওপর অহী করা হয়েছে তা (হুবহু) শুনিয়ে দাও। তাঁর বক্তব্য পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই, (আর যদি তুমি কারো স্বার্থে তার মধ্যে পরিবর্তন করো তাহলে) তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পালাবার জন্য কোনো আশ্রয়স্থল পাবে না।

﴿٢٨﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ○

২৮. আর নিজের অন্তরকে তাদের সংগলাভে নিশ্চিন্ত করো যারা নিজেদের রবের সন্তুষ্টির সন্ধানে সকাল-ঝাঁঝে তাঁকে ডাকে এবং কখনো তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরাবে না। তুমি কি পার্থিব সৌন্দর্য পসন্দ করো ? এমন কোনো লোকের আনুগত্য করো না[12] যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির কামনা বাসনার অনুসরণ করেছে এবং যার কর্মপদ্ধতি কখনো উগ্র, কখনো উদাসীন।

﴿٢٩﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ○

২৯. পরিষ্কার বলে দাও, এ হচ্ছে সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, এখন যে চায় মেনে নিক এবং যে চায় অস্বীকার করুক। আমি (অস্বীকারকারী) যালেমদের জন্য একটি আগুন তৈরি করে রেখেছি যার শিখাগুলো তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছে। সেখানে তারা পানি চাইলে এমন পানি দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করা হবে, যা হবে তেলের তলানির মতো এবং যা তাদের চেহারা দগ্ধ করে দেবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং কি জঘন্য আবাস !

﴿٣٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ○

৩০. তবে যারা মেনে নেবে এবং সৎকাজ করবে, সেসব সৎকর্মশীলদের প্রতিদান আমি কখনো নষ্ট করি না।

﴿٣١﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ○

৩১. তাদের জন্য রয়েছে চির বসন্তের জান্নাত, যার পাদদেশে প্রবাহিত হতে থাকবে নদী, সেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকনে সজ্জিত করা হবে,[13] সূক্ষ্ম ও পুরু রেশম ও কিংখাবের সবুজ বস্ত্র পরিধান করবে এবং উপবেশন করবে উঁচু আসনে বালিশে হেলান দিয়ে, চমৎকার পুরস্কার এবং সর্বোত্তম আবাস!

রুকূ' ঃ ৫

﴿٣٢﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ○

৩২. হে মুহাম্মাদ! এদের সামনে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে দাও। দু' ব্যক্তি ছিল। তাদের একজনকে আমি দুটি আঙুর বাগান দিয়েছিলাম এবং সেগুলোর চারদিকে খেজুর গাছের বেড়া দিয়েছিলাম আর তার মাঝখানে রেখেছিলাম কৃষি ক্ষেত।

১২. অর্থাৎ তার কথা মেনো না, তার সামনে নত হয়ো না, তার মতলব পূর্ণ করো না এবং তার কথামত চলো না। এখানে 'এতাআত (আনুগত্য) শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٣٣ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۙ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ○

৩৩. দুটি বাগানই ভালো ফলদান করতো এবং ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা সামান্যও ত্রুটি করতো না। এ বাগান দুটির মধ্যে আমি একটি নহর প্রবাহিত করেছিলাম।

٣٤ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ○

৩৪. এবং সে খুব লাভবান হয়েছিল। এসব কিছু পেয়ে একদিন সে তার প্রতিবেশীর সাথে কথা প্রসংগে বললো, "আমি তোমার চেয়ে বেশী ধনশালী এবং আমার জনশক্তি তোমার চেয়ে বেশী।"

٣٥ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا ○

৩৫. তারপর সে তার বাগানে প্রবেশ করলো এবং নিজের প্রতি যালেম হয়ে বলতে লাগলোঃ "আমি মনে করি না এ সম্পদ কোনো দিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

٣٦ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۙ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ○

৩৬. এবং আমি আশা করি না কিয়ামতের সময় কখনো আসবে। তবুও যদি আমাকে কখনো আমার রবের সামনে ফিরিয়ে নেয়া হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমি এর চেয়েও বেশী জাঁকালো জায়গা পাবো।"

٣٧ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ○

৩৭. তার প্রতিবেশী কথাবার্তার মধ্যে তাকে বললো, "তুমি কি কুফরী করছো সেই সত্তার যিনি তোমাকে মাটি থেকে তারপর শুক্র থেকে পয়দা করেছেন এবং তোমাকে একটি পূর্ণাবয়ব মানুষ বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন ?

٣٨ لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ○

৩৮. আর আমার ব্যাপারে বলবো, আমার রব তো সেই আল্লাহই এবং আমি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।

٣٩ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ۙ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ○

৩৯. আর যখন তুমি নিজের বাগানে প্রবেশ করছিলে তখন তুমি কেন বললে না, "আল্লাহ যা চান তাই হয়, তাঁর প্রদত্ত শক্তি ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই ?[14] যদি তুমি সম্পদ ও সন্তানের দিক দিয়ে আমাকে তোমার চেয়ে কম পেয়ে থাকো।

٤٠ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ○

৪০. তাহলে অসম্ভব নয় আমার রব আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে ভালো কিছু দেবেন এবং তোমার বাগানের ওপর আকাশ থেকে কোনো আপদ পাঠাবেন যার ফলে তা বৃক্ষলতাহীন প্রান্তরে পরিণত হবে।

٤١ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ○

৪১. অথবা তার পানি ভূগর্ভে নেমে যাবে এবং তুমি তাকে কোনোক্রমেই উঠাতে পারবে না।"

---

১৩. প্রাচীনকালে বাদশাহরা স্বর্ণময় কঙ্কন পরিধান করতো। বেহেশতবাসীদের পোশাকরূপে এ জিনিসের উল্লেখ করার অর্থ হচ্ছে—বেহেশতে তাদের রাজকীয় পোশাক পরিধান করানো হবে। একজন কাফের ও ফাসেক বাদশাহ সেখানে হীন ও লাঞ্ছিত হবে এবং একজন মুমিন ও সৎ ব্যক্তি সেখানে বাদশাহী শান-শওকাতে অবস্থান করবে।

১৪. অর্থাৎ আল্লাহ যা চান তা-ই হবে। আমার ও অন্য কারোই কোনো শক্তি নেই। আমাদের যদি কোনো ক্ষমতা চলে তবে তা আল্লাহরই দেয়া তাওফীক ও সাহায্য দ্বারা চলে।

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ○

৪২. শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত ফসল বিনষ্ট হলো এবং সে নিজের আঙুর বাগান মাচানের ওপর লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে থাকতে দেখে নিজের নিয়োজিত পুঁজির জন্য আফসোস করতে থাকলো এবং বলতে লাগলো, "হায়! যদি আমি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক না করতাম।"

وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ○

৪৩.—সে সময় আল্লাহ ছাড়া তাকে সাহায্য করার মতো কোনো গোষ্ঠীও ছিল না, আর সে নিজেও এ বিপদের মুকাবিলা করতে সক্ষম ছিল না।

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ○

৪৪. তখন জানা গেলো, কর্মসম্পাদনের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে ন্যস্ত, যিনি সত্য। আর পুরস্কার সেটাই ভালো, যা তিনি দান করেন এবং পরিণতি সেটাই শ্রেয়, যা তিনি দেখান।

রুকূ' ঃ ৬

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ○

৪৫. আর হে নবী! দুনিয়ার জীবনের তাৎপর্য তাদেরকে এ উপমার মাধ্যমে বুঝাও যে, আজ আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম, ফলে ভূ-পৃষ্ঠের উদ্ভিদ খুব ঘন হয়ে গেলো আবার কাল এ উদ্ভিদগুলোই শুকনো ভূষিতে পরিণত হলো, যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী।

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ○

৪৬. এ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের একটি সাময়িক সৌন্দর্য-শোভা মাত্র। আসলে তো স্থায়িত্ব লাভকারী সৎকাজগুলোই তোমার রবের কাছে ফলাফলের দিক দিয়ে উত্তম এবং এগুলোই উত্তম আশা-আকাঙ্ক্ষা সফল হবার মাধ্যম।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ○

৪৭. সেই দিনের কথা চিন্তা করা দরকার যেদিন আমি পাহাড়গুলোকে চালিত করবো এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে সম্পূর্ণ অনাবৃত আর আমি সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে এমনভাবে ঘিরে এনে একত্র করবো যে, (পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্য থেকে) একজনও বাকি থাকবে না।

وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ○

৪৮. এবং সবাইকে তোমার রবের সামনে লাইনবন্দী করে পেশ করা হবে। নাও—দেখে নাও, তোমরা এসে গেছো তো আমার কাছে ঠিক তেমনিভাবে যেমনটি আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। তোমরা তো মনে করেছিলে আমি তোমাদের জন্য কোনো প্রতিশ্রুত ক্ষণ নির্ধারিতই করিনি।

৪৯.—আর সেদিন আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। সে সময় তোমরা দেখবে অপরাধীরা নিজেদের জীবন খাতায় যা লেখা আছে সে জন্য ভীত হচ্ছে এবং তারা বলছে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এটা কেমন খাতা, আমাদের ছোট বড় এমন কোনো কিছুই এখানে লেখা থেকে বাদ পড়েনি। তাদের যে যা কিছু করেছিল সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে এবং তোমার রব কারোর প্রতি জুলুম করবেন না।

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝

রুকূ’ ঃ ৭

৫০. স্মরণ করো, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম আদমকে সিজদা করো তখন তারা সিজদা করেছিল কিন্তু ইবলীস করেনি। সে ছিল জিনদের একজন, তাই তার রবের হুকুমের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেলো।[১৫] এখন কি তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে তাকে এবং তার বংশধরদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়ে নিচ্ছো অথচ তারা তোমাদের দুশমন ? বড়ই খারাপ বিনিময় যালেমরা গ্রহণ করছে!

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۚ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ۚ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ۝

৫১. আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় আমি তাদেরকে ডাকিনি এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টিতেও তাদেরকে শরীক করিনি। পথভ্রষ্টকারীদেরকে নিজের সাহায্যকারী করা আমার রীতি নয়।[১৬]

مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۪ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ۝

৫২. তাহলে সেদিন এরা কি করবে যেদিন এদের রব এদেরকে বলবে, ডাকো সেই সব সত্তাকে যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করে বসেছিলে ? এরা তাদেরকে ডাকবে কিন্তু তারা এদেরকে সাহায্য করতে আসবে না এবং আমি তাদের মাঝখানে একটি মাত্র ধ্বংস গহ্বর তাদের সবার জন্য বানিয়ে দেবো।

وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ۝

৫৩. সমস্ত অপরাধীরা সেদিন আগুন দেখবে এবং বুঝতে পারবে যে, এখন তাদের এর মধ্যে পড়তে হবে এবং এর হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা কোনো আশ্রয়স্থল পাবে না।

وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ۝

রুকূ’ ঃ ৮

৫৪. আমি এ কুরআনে লোকদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছি কিন্তু মানুষ বড়ই বিবাদপ্রিয়।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝

১৫. অর্থাৎ ইবলীস ফেরেশতা ছিল না সে জ্বীন জাতির অন্তরভুক্ত। এজন্যই আনুগত্য হতে বর্হিগত হয়ে যাওয়া তার দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। যদি সে ফেরেশতাদের মধ্যে হতো তবে সে নাফরমানি করতেই পারতো না। কিন্তু জ্বীন ফেরেশতাদের মতো না হয়ে মানুষেরই মতো এক স্বাধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত সৃষ্টি যাকে জন্মগতভাবে আনুগত্যশীল বানানো হয়নি বরং কুফর ও ঈমান এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতা-পাপএ দুয়েরই ক্ষমতা তাকে দান করা হয়েছে।

১৬. অর্থাৎ এ শয়তানগুলো কিভাবে তোমাদের আনুগত্য ও বন্দেগীর উপযুক্ত হয়ে গেলো ? বন্দেগীর যোগ্য তো একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই হতে পারেন। আর এ শয়তানদের আসমান ও যমীনের সৃষ্টি কাজে শরীক হওয়া তো দূরের কথা ; এরা তো নিজেরাই সৃষ্ট।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝٥٥

৫৫. তাদের সামনে যখন পথনির্দেশ এসেছে তখন কোন্ জিনিসটি তাদেরকে তা মেনে নিতে এবং নিজেদের রবের সামনে ক্ষমা চাইতে বাধা দিয়েছে ? এ জিনিসটি ছাড়া আর কিছুই তাদেরকে বাধা দেয়নি যে, তারা প্রতীক্ষা করেছে তাদের সাথে তাই ঘটুক যা পূর্ববর্তী জাতিদের সাথে ঘটে গেছে অথবা তারা আযাবকে সামনে আসতে দেখে নিক।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ۝٥٦

৫৬. রাসূলদেরকে আমি সুসংবাদ দান ও সতর্ক করার দায়িত্ব পালন ছাড়া অন্য কোনো কাজে পাঠাই না। কিন্তু কাফেরদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা মিথ্যার হাতিয়ার দিয়ে সত্যকে হেয় করার চেষ্টা করে এবং তারা আমার নিদর্শনাবলী এবং যা দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেসবকে বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করেছে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ۝٥٧

৫৭. আর কে তার চেয়ে বড় যালেম, যাকে তার রবের আয়াত শুনিয়ে উপদেশ দেয়ার পর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সেই খারাপ পরিণতির কথা ভুলে যায় যার সাজ-সরঞ্জাম সে নিজের জন্য নিজের হাতে তৈরি করেছে ? (যারা এ কর্মনীতি অবলম্বন করেছে) তাদের অন্তরের ওপর আমি আবরণ টেনে দিয়েছি, যা তাদেরকে কুরআনের কথা বুঝতে দেয় না এবং তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছি। তুমি তাদেরকে সৎপথের দিকে যতই আহ্বান কর না কেন তারা এ অবস্থায় কখনো সৎপথে আসবে না।

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا ۝٥٨

৫৮. তোমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করতে চাইলে দ্রুত আযাব পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, তা থেকে পালিয়ে যাবার কোনো পথই তারা পাবে না।

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ۝٥٩

৫৯. এ শাস্তিপ্রাপ্ত জনপদগুলো তোমাদের সামনে আছে, এরা যুলুম করলে আমি এদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম এবং এদের প্রত্যেকের ধ্বংসের জন্য আমি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম।

রুকূ' ঃ ৯

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۝٦٠

৬০. (এদেরকে সেই ঘটনাটি একটু শুনিয়ে দাও যা মূসার সাথে ঘটেছিল) যখন মূসা তার খাদেমকে বলেছিল, দুই দরিয়ার মিলনস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি সফর শেষ করবো না, অন্যথায় আমি দীর্ঘকাল ধরে চলতেই থাকবো।[১৭]

১৭. কোনো প্রামাণিক পন্থায় এ বিষয় জানা যায়নি যে, হযরত মূসা আ.-এর এ সফর কোন্ সময়ে ঘটেছিল এবং সেই দুই নদীই বা কোন্ কোন্ নদী ছিল যাদের সংগমস্থলে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু কাহিনীটি নিয়ে চিন্তা করলে মনে হয় মূসা আ. যখন মিসরে অবস্থান করছিলেন ঘটনাটি

﴿٦١﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝

৬১. সে অনুসারে যখন তারা তাদের মিলনস্থলে পৌঁছে গেলো তখন নিজেদের মাছের ব্যাপারে গাফেল হয়ে গেলো এবং সেটি বের হয়ে সুড়ংগের মতো পথ তৈরি করে দরিয়ার মধ্যে চলে গেলো।

﴿٦٢﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ۝

৬২. সামনে এগিয়ে যাওয়ার পর মূসা তার খাদেমকে বললো, "আমাদের নাশতা আনো, আজকের সফরে তো আমরা ভীষণভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

﴿٦٣﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝

৬৩. খাদেম বললো, "আপনি কি দেখেছেন, কি ঘটে গেছে ? যখন আমরা সেই পাথরটার পাশে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন আমার মাছের কথা মনে ছিল না এবং শয়তান আমাকে এমন গাফেল করে দিয়েছিল যে, আমি (আপনাকে) তার কথা বলতে ভুলে গেছি। মাছ তো অদ্ভুতভাবে বের হয়ে দরিয়ার মধ্যে চলে গেছে।"

﴿٦٤﴾ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۝

৬৪. মূসা বললো, "আমরা তোএরই খোঁজে ছিলাম।"[১৮] কাজেই তারা দুজন নিজেদের পদরেখা ধরে পেছনে ফিরে এলো

﴿٦٥﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۝

৬৫. এবং সেখানে তারা আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দাকে পেলো, যাকে আমি নিজের অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলাম।[১৯]

﴿٦٦﴾ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۝

৬৬. মূসা তাকে বললো, "আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি, যাতে আপনাকে যে জ্ঞান শেখানো হয়েছে তা থেকে আমাকেও কিছু শেখাবেন ?"

﴿٦٧﴾ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

৬৭. সে বললো, "আপনি আমার সাথে সবর করতে পারবেন না।

﴿٦٨﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۝

৬৮. আর তাছাড়া যে ব্যাপারে আপনি কিছুই জানেন না সে ব্যাপারে আপনি সবর করবেনই বা কেমন করে।"

﴿٦٩﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝

৬৯. মূসা বললো, "ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারী হিসেবেই পাবেন এবং কোনো ব্যাপারেই আমি আপনার হুকুম অমান্য করবো না।"

﴿٧٠﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

৭০. সে বললো, "আচ্ছা, যদি আপনি আমার সাথে চলেন তাহলে আমাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না আমি নিজে সে সম্পর্কে আপনাকে বলি।"

সেই সময়ের, যখন ফেরাউনের সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব চলছিল এবং দুটি নদী হচ্ছে—'শ্বেতনীল' (White Nile) ও 'কটানীল' (Blue Nile) যাদের সংগমস্থলে বর্তমান খার্তুম শহর বিদ্যমান। তাফহীমুল কুরআনের তৃতীয় খণ্ডে সূরা কাহাফের ব্যাখ্যায় আমি এ অনুমানের কারণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

১৮. অর্থাৎ গন্তব্যের এ চিহ্ন তো আমাকে জানানো হয়েছে।

১৯. আল্লাহর এ বান্দাহর নাম সমস্ত হাদীসে 'খিযির' বলে উল্লেখিত হয়েছে।

রুকূ' ঃ ১০

৭১. অতপর তারা দুজন রওয়ানা হলো। শেষ পর্যন্ত যখন তারা একটি নৌকায় আরোহণ করলো তখন ঐ ব্যক্তি নৌকা ছিদ্র করে দিল। মূসা বললো, "আপনি কি নৌকার সকল আরোহীকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য তাতে ছিদ্র করলেন ? এতো আপনি বড়ই মারাত্মক কাজ করলেন।"

৭২. সে বললো, "আমি না তোমাকে বলেছিলাম, তুমি আমার সাথে সবর করতে পারবে না ?"

৭৩. মূসা বললো, "ভুলচুকের জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না, আমার ব্যাপারে আপনি কঠোর নীতি অবলম্বন করবেন না।"

৭৪. এরপর তারা দুজন চললো। চলতে চলতে তারা একটি বালকের দেখা পেলো এবং ঐ ব্যক্তি তাকে হত্যা করলো। মূসা বললো, "আপনি এক নিরপরাধকে হত্যা করলেন অথচ সে কাউকে হত্যা করেনি ? এটা তো বড়ই খারাপ কাজ করলেন।"

১৬

৭৫. সে বললো, "আমি না তোমাকে বলেছিলাম, তুমি আমার সাথে সবর করতে পারবে না ?"

৭৬. মূসা বললো, "এরপর যদি আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করি তাহলে আপনি আমাকে আপনার সাথে রাখবেন না। এখন তো আমার পক্ষ থেকে আপনি ওযর পেয়ে গেছেন।"

৭৭. তারপর তারা সামনের দিকে চললো। চলতে চলতে একটি জনবসতিতে প্রবেশ করলো এবং সেখানে লোকদের কাছে খাবার চাইলো। কিন্তু তারা তাদের দুজনের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানালো। সেখানে তারা একটি দেয়াল দেখলো, সেটি পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। সে দেয়ালটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দিল। মূসা বললো, "আপনি চাইলে এ কাজের পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।"

৭৮. সে বললো, "ব্যাস, তোমার ও আমার সংগ শেষ হয়ে গেলো। এখন আমার যে কথাগুলোর ওপর তুমি সবর করতে পারোনি সেগুলোর তাৎপর্য তোমাকে বলবো।

৭৯. সেই নৌকাটির ব্যাপার ছিল এই যে, সেটি ছিল কয়েকজন গরীব লোকের, তারা সাগরে মেহনত মজদুরী করতো। আমি সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম। কারণ সামনের দিকে ছিল এমন বাদশাহর এলাকা যে প্রত্যেকটি নৌকা জবরদস্তি ছিনিয়ে নিতো।

(٧١) فَانْطَلَقَا حَتّٰىٓ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ○

(٧٢) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ○

(٧٣) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ○

(٧٤) فَانْطَلَقَا حَتّٰىٓ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۙ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۖ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ○

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

(٧٦) قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ○

(٧٧) فَانْطَلَقَا حَتّٰىٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ○

(٧٨) قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ○

(٧٩) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ○
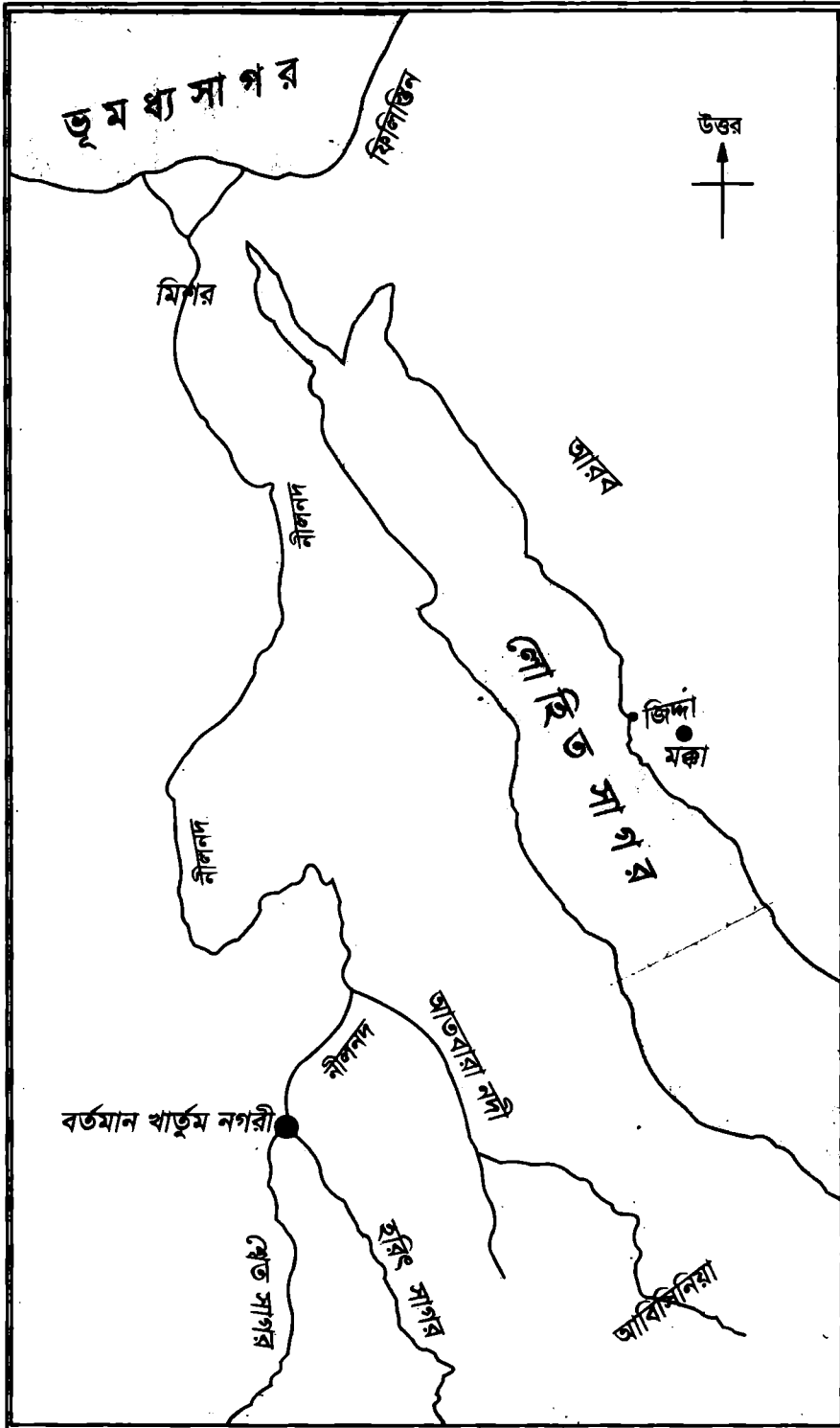
হযরত মূসা আ. ও খিজির আ.-এর কিস্‌সা সংক্রান্ত মানচিত্র

জুলকারনাইন-এর কিস্‌সা সংক্রান্ত মানচিত্র

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝

৮০. আর ঐ বালকটির ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তার বাপ-মা ছিল মুমিন। আমাদের আশংকা হলো, এ বালক তার বিদ্রোহাত্মক আচরণ ও কুফরীর মাধ্যমে তাদেরকে বিব্রত করবে।

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝

৮১. তাই আমরা চাইলাম তাদের রব তার বদলে তাদেরকে যেন এমন একটি সন্তান দেন যে চরিত্রের দিক দিয়েও তার চেয়ে ভালো হবে এবং যার কাছ থেকে সদয় আচরণও বেশী আশা করা যাবে।

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ۚ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

৮২. এবার থাকে সেই দেয়ালের ব্যাপারটি। সেটি হচ্ছে এ শহরে অবস্থানকারী দুটি এতীম বালকের। এ দেয়ালের নীচে তাদের জন্য সম্পদ লুকানো আছে এবং তাদের পিতা ছিলেন একজন সৎলোক। তাই তোমার রব চাইলেন এ কিশোর দুটি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাক এবং তারা নিজেদের গুপ্ত ধন বের করে নিক। তোমার রবের দয়ার কারণে এটা করা হয়েছে। নিজ ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে আমি এটা করিনি। তুমি যেসব ব্যাপারে সবর করতে পারোনি এ হচ্ছে তার ব্যাখ্যা।[২০]

রুকু' ঃ ১১

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

৮৩. আর হে মুহাম্মাদ! এরা তোমার কাছে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। এদেরকে বলে দাও, আমি তার সম্বন্ধে কিছু কথা তোমাদের শুনাচ্ছি।

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝

৮৪. আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়ে রেখেছিলাম এবং তাকে সবরকমের সাজ-সরঞ্জাম ও উপকরণ দিয়েছিলাম।

فَأَتْبَعَ سَبَبًا ۝

৮৫. সে (প্রথমে পশ্চিমে এক অভিযানের) সাজ-সরঞ্জাম করলো।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۝

৮৬. এমন কি যখন সে সূর্যাস্তের সীমানায় পৌঁছে গেলো[২১] তখন সূর্যকে ডুবতে দেখলো একটি কালো জলাশয়ে এবং সেখানে সে একটি জাতির দেখা পেলো।[২২] আমি বললাম, "হে যুলকারনাইন! তোমার এ শক্তি আছে, তুমি এদেরকে কষ্ট দিতে পারো অথবা এদের সাথে সদাচার করতে পারো।"

২০. এ কাহিনীতে একথা তো সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত খিজির আ. যে তিনটি কাজ করেছিলেন তা আল্লাহু তাআলারই নির্দেশে করেছিলেন। একথাও অতি পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, তিনটি কাজের মধ্যে প্রথম দুটি কাজ কাজ এরূপ ছিল যার অনুমতি কোনো শরীয়তে কোনো মানুষকে কখনও দেয়া হয়নি। এমনকি এলহামের ভিত্তিতেও কোনো মানুষ কারোর কোনো মালিকানাভুক্ত নৌকা এজন্যে খারাপ করে দিতে পারে না যে, আগে গিয়ে কোনো ছিনতাইকারী নৌকাটি ছিনিয়ে নেবে এবং কোনো বালককে এজন্যে হত্যা করতে পারে না, বড় হয়ে সে কাফের বা অবাধ্য হবে। এ কারণে একথা না মেনে উপায় নেই যে, হযরত খিযির এ কাজ শরীয়াতের বিধান অনুসারে করেননি; বরং তিনি এ কাজ করেছিলেন আল্লাহর 'ইচ্ছা' অনুসারে। তাছাড়া এ জাতীয় নির্দেশাবলী পালনের জন্যে আল্লাহ তাআলা মানুষ ছাড়া অন্য এক প্রকার সৃষ্টি দ্বারা কাজ নিয়ে থাকেন। কাহিনীর প্রকৃতি থেকে একথাও পরিস্ফুট হচ্ছে যে, পর্দার অন্তরালে আল্লাহ তাআলার 'ইচ্ছা' কারখানায় কিরূপ মসলেহা অনুযায়ী কাজ হয়ে থাকে—যা বুঝা মানুষের সাধ্যের অতীত—পর্দা অপসারিত করে মূসা আ.-কে এক নজর তা দেখানোর জন্যে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ.-কে তাঁর এ বান্দাদের কাছে

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾

৮৭. সে বললো, “তাদের মধ্য থেকে যে যুলুম করবে আমরা তাকে শাস্তি দেবো, তারপর তাকে তার রবের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং তিনি তাকে অধিক কঠিন শাস্তি দেবেন।

وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ِۨالْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

৮৮. আর তাদের মধ্য থেকে যে ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তার জন্য আছে ভালো প্রতিদান এবং আমরা তাকে সহজ বিধান দেবো।”

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾

৮৯. তারপর সে (আর একটি অভিযানের) প্রস্তুতি নিল।

حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾

৯০. এমনকি সে সূর্যোদয়ের সীমানায় গিয়ে পৌঁছুলো।[২৩] সেখানে সে দেখলো, সূর্য এমন এক জাতির ওপর উদিত হচ্ছে যার জন্য রোদ থেকে বাঁচার কোনো ব্যবস্থা আমি করিনি।

كَذٰلِكَ ۚ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾

৯১. এ ছিল তাদের অবস্থা এবং যুলকারনাইনের কাছে যা ছিল তা আমি জানতাম।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾

৯২. আবার সে (আর একটি অভিযানের) আয়োজন করলো।

حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾

৯৩. এমনকি যখন দু' পাহাড়ের মধ্যখানে পৌঁছলো তখন সেখানে এক জাতির সাক্ষাত পেলো। যারা খুব কমই কোনো কথা বুঝতে পারতো।

قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

৯৪. তারা বললো, “হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ[২৪] এ দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। আমরা কি তোমাকে এ কাজের জন্য কোনো কর দেবো, তুমি আমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবে ?”

قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾

৯৫. সে বললো, “আমার রব আমাকে যাকিছু দিয়ে রেখেছেন তাই যথেষ্ট। তোমরা শুধু শ্রম দিয়ে আমাকে সাহায্য করো, আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে প্রাচীর নির্মাণ করে দিচ্ছি।

প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা হযরত খিযিরের প্রতি 'বান্দাহ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন—মাত্র এ যুক্তিটুকু তাঁকে মানুষ মনে করার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে না। সূরা আম্বিয়া ২৬ আয়াত, সূরা যুখরুফ ১৯ আয়াত এবং আরও বারোটি জায়গায় ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও ঐ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

২১. অর্থাৎ পশ্চিম দিকের শেষ সীমা পর্যন্ত।

২২. অর্থাৎ সেখানে সূর্যাস্তের সময় এরূপ মনে করা হতো যেন সূর্য সমুদ্রের কর্দমাক্ত কৃষ্ণবৎ পানিতে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে।

২৩. অর্থাৎ পূর্বদিকের শেষ সীমা পর্যন্ত।

২৪. ইয়াজুজ মাজুজ হচ্ছে এশিয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সেই জাতিগুলো যারা প্রাচীনকাল থেকে সভ্য দেশগুলোর উপর ধ্বংসাত্মক বর্বর হামলা চালিয়ে এসেছে এবং মাঝে মাঝে প্লাবনের মতো উত্থিত হয়ে এশিয়া ও ইউরোপ উভয় দিকেই মোড় নিতে থাকে। হিযকিয়েলের কিতাবে (৩৮-৩৯ অধ্যায়) রুশ ও তোবল (বর্তমান তোবলস্ক) এবং মসককে (বর্তমানে মস্কো) এদের এলাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসরাঈলী ঐতিহাসিক ইউসিফুস ইয়াজুজ মাজুজ অর্থে সিথিয়ান কওম বুঝেছেন—যাদের এলাকা ছিল কৃষ্ণসাগরে উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। জিরুমের বর্ণনা মতে মাজুজ ককেশিয়ার উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের নিকট বসবাস করতো।

٩٦ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ○

৯৬. আমাকে লোহার পাত এনে দাও।" তারপর যখন দু পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা সে পূর্ণ করে দিল তখন লোকদের বললো, এবার আগুন জ্বালাও। এমনকি যখন এ (অগ্নি প্রাচীর) পুরোপুরি আগুনের মতো লাল হয়ে গেলো তখন সে বললো, "আনো, এবার আমি গলিত তামা এর উপর ঢেলে দেবো।"

٩٧ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ○

৯৭. (এ প্রাচীর এমন ছিল যে) ইয়াজুজ ও মাজুজ এটা অতিক্রম করেও আসতে পারতো না এবং এর গায়ে সুড়ংগ কাটাও তাদের জন্য আরো কঠিন ছিল।

٩٨ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ○

৯৮. যুলকারনাইন বললো, "এ আমার রবের অনুগ্রহ। কিন্তু যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতির নির্দিষ্ট সময় আসবে তখন তিনি একে ধূলিস্মাত করে দেবেন আর আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য।"

٩٩ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۖ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ○

৯৯. আর সে দিন[২৫] আমি লোকদেরকে ছেড়ে দেবো, তারা (সাগর তরংগের মতো) পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং আমি সব মানুষকে একত্র করবো।

١٠٠ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ○

১০০. আর সেদিন আমি জাহান্নামকে সেই কাফেরদের সামনে আনবো,

١٠١ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ○

১০১. যারা আমার উপদেশের ব্যাপারে অন্ধ হয়েছিল এবং কিছু শুনতে প্রস্তুতই ছিল না।

রুকূ' ঃ ১২

١٠٢ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ○

১০২. তাহলে কি যারা কুফরী অবলম্বন করেছে তারা একথা মনে করে যে, আমাকে বাদ দিয়ে আমার বান্দাদেরকে নিজেদের কর্মসম্পাদনকারী হিসেবে গ্রহণ করে নেবে ? এ ধরনের কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য আমি জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছি।

١٠٣ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ○

১০৩. হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, আমি কি তোমাদের বলবো নিজেদের কর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত কারা ?

١٠٤ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ○

১০৪. তারাই, যাদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সবসময় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত থাকতো এবং যারা মনে করতো যে, তারা সবকিছু সঠিক করে যাচ্ছে।

২৫. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। কিয়ামতের সত্য প্রতিশ্রুতির প্রতি যুলকারনাইন যে ইংগীত করেছিলেন তাঁর সেই উক্তির সাথে সংগতিপূর্ণভাবে জোর টেনে এ আয়াত এরশাদ করা হয়েছে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ۝١٠٥

১০৫. এরা এমন সব লোক যারা নিজেদের রবের নিদর্শনাবলী মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সামনে হাযির হবার ব্যাপারটি বিশ্বাস করেনি। তাই তাদের সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়ে গেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে কোনো গুরুত্ব দেবো না।

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝١٠٦

১০৬. যে কুফরী তারা করেছে তার প্রতিফল স্বরূপ এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসূলদের সাথে যে বিদ্রূপ তারা করতো তার প্রতিফল হিসেবে তাদের প্রতিদান জাহান্নাম।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝١٠٧

১০৭. তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের আপ্যায়নের জন্য থাকবে ফেরদৌসের বাগান।

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝١٠٨

১০৮. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং কখনো সে স্থান ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে তাদের মন চাইবে না।

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝١٠٩

১০৯. হে মুহাম্মাদ! বলো, যদি আমার রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্র কালিতে পরিণত হয় তাহলে সেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার রবের কথা শেষ হবে না। বরং যদি এ পরিমাণ কালি আবারও আনি তাহলে তাও যথেষ্ট হবে না।[২৬]

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝١١٠

১১০. হে মুহাম্মাদ! বলো, আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মতো, আমার প্রতি অহী করা হয় এ মর্মে যে, এক আল্লাহ তোমাদের ইলাহ, কাজেই যে তার রবের সাক্ষাতের প্রত্যাশী তার সৎকাজ করা উচিত এবং বন্দেগীর ক্ষেত্রে নিজের রবের সাথে কাউকে শরীক করা উচিত নয়।

২৬. আল্লাহ তাআলার 'কথা'র অর্থ তাঁর কাজ, তাঁর কামালাত, তাঁর পূর্ণতাসূচক গুণ-বৈশিষ্ট্য, তাঁর শক্তির মহিমা ও তাঁর জ্ঞান-কৌশল।

সূরা মারয়াম

১৯

নামকরণ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ আয়াত থেকে সূরাটির নাম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এমন সূরা যার মধ্যে হযরত মারয়ামের কথা বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হাব্শায় হিজরাতের আগেই সূরাটি নাযিল হয়। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে জানা যায়, মুসলিম মুহাজিরদেরকে যখন হাবশার শাসক নাজ্জাশীর দরবারে ডাকা হয় তখন হযরত জাফর দরবারে উপস্থিত হয়ে এ সূরাটি তেলাওয়াত করেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

যে যুগে এ সূরাটি নাযিল হয় সে সময়কার অবস্থা সম্পর্কে সূরা কাহ্ফের ভূমিকায় আমি কিছুটা ইংগিত করেছি। কিন্তু এ সূরাটি এবং এ যুগের অন্যান্য সূরাগুলো বুঝার জন্য এতটুকু সংক্ষিপ্ত ইংগিত যথেষ্ট নয়। তাই আমি সে সময়ের অবস্থা একটু বেশী বিস্তারিত আকারে তুলে ধরছি।

কুরাইশ সরদাররা যখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, লোভ-লালসা দেখিয়ে এবং ভয়-ভীতি ও মিথ্যা অপবাদের ব্যাপক প্রচার করে ইসলামী আন্দোলনকে দমাতে পারলো না তখন তারা জুলুম-নিপীড়ন, মারপিট ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার অস্ত্র ব্যবহার করতে লাগলো। প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা নিজ নিজ গোত্রের নওমুসলিমদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করতে থাকলো। তাদেরকে বন্দী করে, তাদের ওপর নানাভাবে নিপীড়ন নির্যাতন চালিয়ে, তাদেরকে অনাহারে রেখে এমনকি কঠোর শারীরিক নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য বাধ্য করার চেষ্টা চালাতে থাকলো। এ নির্যাতনে ভয়ংকরভাবে পিষ্ট হলো বিশেষ করে গরীব লোকেরা এবং দাস ও দাসত্বের বন্ধনমুক্ত ভৃত্যরা। এসব মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম কুরাইশদের আশ্রিত ও অধীনস্থ ছিল। যেমন বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, আমের ইবনে ফুহাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, উম্মে উবাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিন্নীরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পিতামাতা প্রমুখ সাহাবীগণ। এদেরকে মেরে মেরে আধমরা করা হলো। কক্ষে আবদ্ধ করে খাদ্য ও পানীয় থেকে বঞ্চিত করা হলো। মক্কার প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত বালুকারাশির ওপর তাদেরকে শুইয়ে দেয়া হতে থাকলো। বুকের ওপর প্রকাণ্ড পাথর চাপা অবস্থায় সেখানে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাতরাতে থাকলো। যারা পেশাজীবী ছিল তাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে পারিশ্রমিক দেবার ব্যাপারে পেরেশান করা হতে থাকলো। বুখারী ও মুসলিমে হযরত খাব্বাব ইবনে আরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ

> "আমি মক্কায় কর্মকারের কাজ করতাম। আস ইবনে ওয়ায়েল আমার থেকে কাজ করিয়ে নিল। তারপর যখন আমি তার কাছে মুজরী আনতে গেলাম, সে বললো, যতক্ষণ তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করবে না ততক্ষণ আমি তোমার মুজরী দেবো না।"

এভাবে যারা ব্যবসা করতো তাদের ব্যবসা নষ্ট করার প্রচেষ্টা চালানো হতো। যারা সমাজে কিছু মান-মর্যাদার অধিকারী ছিল তাদেরকে সর্বপ্রকারে অপমানিত ও হেয় করা হতো। এ যুগের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার ছায়ায় বসেছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, "হে আল্লাহর রসূল! এখন তো জুলুম সীমা ছাড়িয়ে গেছে, আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন না? একথা শুনে তাঁর পবিত্র চেহারা লাল হয়ে গেলো। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী মুমিনদের ওপর এর চেয়ে বেশী জুলুম নিপীড়ন হয়েছে। তাদের হাড়ের ওপর লোহার চিরুনী চালানো হতো। তাদেরকে মাথার ওপর করাত রেখে চিরে ফেলা হতো। তারপরও তারা নিজেদের দীন ত্যাগ করতো না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ এ কাজটি সম্পন্ন করে ছাড়বেন, এমনকি এমন এক সময় আসবে যখন এক ব্যক্তি সান'আ থেকে হাদারামাউত পর্যন্ত নিশ্চিন্তে সফর করবে এবং তার আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো।"—বুখারী

এ অবস্থা যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলো তখন ৪৫ হস্তী বর্ষে (৫ নববী সন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বললেন ঃ

لَوْ خَرَجْتُمْ اِلٰى اَرْضِ الْحَبْشَةِ فَاِنَّ بِهَا مَلِكًا لاَ يُظْلَمُ عِنْدَهُ اَحَدُ وَهِىَ اَرْضُ صِدْقٍ حَتّٰى يَجْعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ فَرَجًا مِّمَّا اَنْتُمْ فِيْهِ۔

"তোমরা হাবশায় চলে গেলে ভালো হয়। সেখানে এমন একজন বাদশাহ আছেন যার রাজ্যে কারো প্রতি জুলুম হয় না। সেটি কল্যাণের দেশ। যতদিন পর্যন্ত না আল্লাহ তোমাদের এ বিপদ দূর করে দেন ততদিন তোমরা সেখানে অবস্থান করবে।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বক্তব্যের পর প্রথমে এগারোজন পুরুষ ও চারজন মহিলা হাবশার পথে রওয়ানা হন। কুরাইশদের লোকেরা সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে যায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শু'আইবা বন্দরে তাঁরা যথাসময়ে হাবশায় যাওয়ার নৌকা পেয়ে যান। এভাবে তারা গ্রেফতারীর হাত থেকে রক্ষা পান। তারপর কয়েক মাস পরে আরো কিছু লোক হিজরত করেন। এভাবে ৮৩জন পুরুষ, ১১জন মহিলা ও ৭জন অ-কুরাইশী মুসলমান হাবশায় একত্র হয়ে যায়। এ সময় মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাত্র ৪০জন মুসলমান থেকে গিয়েছিলেন।

এ হিজরতের ফলে মক্কার ঘরে ঘরে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়। কারণ কুরাইশদের ছোট বড় পরিবারগুলোর মধ্যে এমন কোনো পরিবারও ছিল না যার কোনো একজন এ মুহাজিরদের দলভুক্ত ছিল না। কারোর ছেলে, কারোর জামাতা, কারোর মেয়ে, কারোর ভাই এবং কারোর বোন এ দলে ছিল। এ দলে ছিল আবু জেহেলের ভাই সালামাহ ইবনে হিশাম, তার চাচাত ভাই হিশাম ইবনে আবী হুযাইফা ও আইয়াশ ইবনে আবী রাবী'আহ এবং তার চাচাত বোন হযরত উম্মে সালামাহ, আবু সুফিয়ানের মেয়ে উম্মে হাবীবাহ, উত্‌বার ছেলে ও কলিজা ভক্ষণকারিণী হিন্দার সহোদর ভাই আবু হুযাইফা এবং সোহাইল ইবনে আমেরের মেয়ে সাহ্‌লাহ। এভাবে অন্যান্য কুরাইশ সরদার ও ইসলামের সুপরিচিত শত্রুদের ছেলেমেয়েরা ইসলামের জন্য স্বগৃহ ও আত্মীয়-স্বজনদের ত্যাগ করে বিদেশের পথে পাড়ি জমিয়েছিল। তাই এ ঘটনায় প্রভাবিত হয়নি এমন একটি গৃহও ছিল না। এ ঘটনার ফলে অনেক লোকের ইসলাম বৈরিতা আগের চেয়ে বেড়ে যায়। আবার অনেককে এ ঘটনা এমনভাবে প্রভাবিত করে যার ফলে তারা মুসলমান হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম বৈরিতার ওপর এ ঘটনাটিই প্রথম আঘাত হানে। তাঁর একজন নিকটাত্মীয় লাইলা বিনতে হাশ্‌মাহ বর্ণনা করেন ঃ আমি হিজরত করার জন্য নিজের জিনিসপত্র গোছগাছ করছিলাম এবং আমার স্বামী আমের ইবনে রাবী'আহ কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। এমন সময় উমর এলেন এবং দাঁড়িয়ে আমার ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা দেখতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন ঃ "আবদুল্লাহর মা! চলে যাচ্ছো?" আমি বললাম, "আল্লাহর কসম! তোমরা আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছো। আল্লাহর পৃথিবী চারদিকে উন্মুক্ত, এখন আমরা এমন কোনো জায়গায় চলে যাবো যেখানে আল্লাহ আমাদের শান্তি ও স্থিরতা দান করবেন।" একথা শুনে উমরের চেহারায় এমন কান্নার ভাব ফুটে উঠলো, যা আমি তার মধ্যে কখনো দেখিনি। তিনি কেবল এতটুকু বলেই চলে গেলেন যে, "আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন।"

হিজরতের পরে কুরাইশ সরদাররা এক জোট হয়ে পরামর্শ করতে বসলো। তারা স্থির করলো, আবদুল্লাহ ইবনে আবী রাবী'আহ (আবু জেহেলের বৈপিত্রেয় ভাই) এবং আমর ইবনে আসকে মূল্যবান উপঢৌকন সহকারে হাবশায় পাঠাতে হবে। এরা সেখানে গিয়ে এ মুসলমান মুহাজিরদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠাবার জন্য হাবশার শাসনকর্তা নাজ্জাশীকে সম্মত করাবে। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা (নিজেই হাবশার মুহাজিরদের দলভুক্ত ছিলেন) এ ঘটনাটি বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ কুরাইশদের এ দু'জন কূটনীতি বিশারদ দূত হয়ে আমাদের পিছনে পিছনে হাবশায় পৌছে গেলো। প্রথমে নাজ্জাশীর দরবারের সভাসদদের মধ্যে ব্যাপকহারে উপঢৌকন বিতরণ করলো। তাদেরকে এ মর্মে রাযী করালো যে, তারা সবাই মিলে একযোগে মুহাজিরদেরকে ফিরিয়ে দেবার জন্য নাজ্জাশীর ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। তারপর নাজ্জাশীর সাথে সাক্ষাত করলো এবং তাকে মহামূল্যবান নযরানা পেশ করার পর বললো, "আমাদের শহরের কয়েকজন অবিবেচক ছোকরা পালিয়ে আপনার এখানে চলে এসেছে। জাতির প্রধানগণ তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার আবেদন জানাবার জন্য আপনার কাছে আমাদের পাঠিয়েছেন। এ ছেলেগুলো আমাদের ধর্ম থেকে বের হয়ে গেছে এবং এরা আপনাদের ধর্মেও প্রবেশ করেনি বরং তারা একটি অভিনব ধর্ম উদ্ভাবন করেছে।" তাদের কথা শেষ হবার সাথে সাথেই দরবারের চারদিক থেকে একযোগে আওয়াজ গুঞ্জরিত হলো, "এ ধরনের লোকদেরকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেয়া উচিত। এদের দোষ সম্পর্কে এদের জাতির লোকেরাই ভালো জানে। এদেরকে এখানে রাখা ঠিক নয়।" কিন্তু নাজ্জাশী রেগে গিয়ে বললেন, "এভাবে এদেরকে আমি ওদের হাতে সোপর্দ করে দেবো না। যারা অন্যদেশ ছেড়ে আমার দেশের প্রতি আস্থাস্থাপন করেছে এবং এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে তাদের সাথে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। প্রথমে আমি এদেরকে ডেকে এ মর্মে অনুসন্ধান করবো যে, ওরা এদের ব্যাপারে যা কিছু বলছে সে ব্যাপারে আসল সত্য ঘটনা কি!" অতপর নাজ্জাশী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদেরকে নিজের দরবারে ডেকে পাঠালেন।

নাজ্জাশীর বার্তা পেয়ে মুহাজিরগণ একত্র হলেন। বাদশাহর সামনে কি বক্তব্য রাখা হবে তা নিয়ে তারা পরামর্শ করলেন। শেষে সবাই একজোট হয়ে ফায়সালা করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন তাই হুবহু কোনো প্রকার কমবেশী না করে তাঁর সামনে পেশ করবো, তাতে নাজ্জাশী আমাদের থাকতে দেন বা বের করে দেন তার পরোয়া করা হবে না। দরবারে পৌঁছার সাথে সাথেই নাজ্জাশী প্রশ্ন করলেন, "তোমরা এটা কি করলে, নিজেদের জাতির ধর্মও ত্যাগ করলে আবার আমার ধর্মেওপ্রবেশ করলে না, অন্যদিকে দুনিয়ার অন্য কোনো ধর্মও গ্রহণ করলে না ?" এর জবাবে মুহাজিরদের পক্ষ থেকে হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাৎক্ষণিক একটি ভাষণ দিলেন। এ ভাষণে তিনি প্রথমে আরবীয় জাহেলিয়াতের ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক দুষ্কৃতির বর্ণনা দেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি কি শিক্ষা দিয়ে চলেছেন তা ব্যক্ত করেন। তারপর কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য গ্রহণকারীদের ওপর যেসব জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল সেগুলো বর্ণনা করেন এবং সবশেষে একথা বলে নিজের বক্তব্যের উপসংহার টানেন যে, আপনার দেশে আমাদের ওপর কোনো জুলুম হবে না"এ আশায় আমরা অন্য দেশের পরিবর্তে আপনার দেশে এসেছি।" নাজ্জাশী এ ভাষণ শুনে বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নবীর ওপর যে কালাম নাযিল হয়েছে বলে তোমরা দাবী করছো তা একটু আমাকে শুনাও তো দেখি। জবাবে হযরত জাফর সূরা মারয়ামের গোড়ার দিকের হযরত ইয়াহ্ইয়া ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে সম্পর্কিত অংশটুকু শুনালেন। নাজ্জাশী তা শুনছিলেন এবং কেঁদে চলছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেলো। যখন হযরত জাফর তেলাওয়াত শেষ করলেন তখন তিনি বললেন, "নিশ্চিতভাবেই এ কালাম এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যা কিছু এনেছিলেন উভয়ই একই উৎস থেকে উৎসারিত। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে ওদের হাতে তুলে দেবো না।"

পরদিন আমর ইবনুল আস নাজ্জাশীকে বললো, "ওদেরকে ডেকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখুন, ঈসা ইবনে মারয়াম সম্পর্কে ওরা কি আকীদা পোষণ করে ? তাঁর সম্পর্কে ওরা একটা মারাত্মক কথা বলে। নাজ্জাশী আবার মুহাজিরদেরকে ডেকে পাঠালেন। আমরের চালবাজীর কথা মুহাজিররা আগেই জানতে পেরেছিলেন। তারা আবার একত্র হয়ে পরামর্শ করলেন যে, নাজ্জাশী যদি ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তাহলে তার কি জবাব দেয়া যাবে। পরিস্থিতি বড়ই নাজুক ছিল। এজন্য সবাই পেরেশান ছিলেন। কিন্তু তবুও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ এ ফায়সালাই করলেন যে, যা হয় হোক, আমরা তো সেই কথাই বলবো যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল শিখিয়েছেন। কাজেই যখন তারা দরবারে গেলেন এবং নাজ্জাশী আমর ইবনুল আসের প্রশ্ন তাদের সামনে রাখলেন তখন জাফর ইবনে আবু তালেব উঠে দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় বললেন ঃ

هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَرُوْحُهُ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءَ الْبَتُوْلِ۔

"তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ ও একটি বাণী, যা আল্লাহ কুমারী মারয়ামের নিকট পাঠান।"

একথা শুনে নাজ্জাশী মাটি থেকে একটি তৃণখণ্ড তুলে নিয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম! তোমরা যা কিছু বললে, হযরত ঈসা তার থেকে এ তৃণখণ্ডের চেয়েও বেশী কিছু ছিলেন না।" এরপর নাজ্জাশী কুরাইশদের পাঠানো সমস্ত উপঢৌকন এই বলে ফেরত দিয়ে দিলেন যে, "আমি ঘুষ নিই না এবং মুহাজিরদেরকে বলে দিলেন, তোমরা পরম নিশ্চিন্তে বসবাস করতে থাকো।"

আলোচ্য বিষয় ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু

এ ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি দৃষ্টি রেখে যখন আমরা এ সূরাটি দেখি তখন এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে আমাদের সামনে আসে সেটি হচ্ছে এই যে, যদিও মুসলমানরা একটি মযলুম শরণার্থী দল হিসেবে নিজেদের স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যাচ্ছিল তবু এ অবস্থায়ও আল্লাহ তাদেরকে দীনের ব্যাপারে সামান্যতম আপোস করার শিক্ষা দেননি। বরং চলার সময় পাথেয় স্বরূপ এ সূরাটি তাদের সাথে দেন, যাতে ঈসায়ীদের দেশে তারা ঈসা আলাইহিস সালামের একেবারে সঠিক মর্যাদা তুলে ধরেন এবং তাঁর আল্লাহর পুত্র হওয়ার ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করেন।

প্রথম দু' রুকূ'তে হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কাহিনী শুনাবার পর আবার তৃতীয় রুকূ'তে সমকালীন অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাহিনী শুনানো হয়েছে। কারণ এ একই ধরনের অবস্থায় তিনিও নিজের পিতা, পরিবার ও দেশবাসীর জুলুম নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে স্বদেশ ত্যাগ করেছিলেন। এ থেকে একদিকে মক্কার কাফেরদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আজ হিজরতকারী মুসলমানরা ইবরাহীমের পর্যায়ে রয়েছে এবং

তোমরা রয়েছো সেই জালেমদের পর্যায়ে যারা তোমাদের পিতা ও নেতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে গৃহত্যাগী করেছিল। অন্যদিকে মুহাজিরদের এ সুখবর দেয়া হয়েছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেমন স্বদেশ ত্যাগ করে ধ্বংস হয়ে যাননি বরং আরো অধিকতর মর্যাদাশালী হয়েছিলেন তেমনি শুভ পরিণাম তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

এরপর চতুর্থ রুকূ'তে অন্যান্য নবীদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনের বার্তা বহন করে এনেছেন সকল নবীই সেই একই দীনের বার্তাবহ ছিলেন। কিন্তু নবীদের তিরোধানের পর তাঁদের উম্মতগণ বিকৃতির শিকার হতে থেকেছে। আজ বিভিন্ন উম্মতের মধ্যে যেসব গোমরাহী দেখা যাচ্ছে এগুলো সে বিকৃতিরই ফসল।

শেষ দু'রুকূ'তে মক্কার কাফেরদের ভ্রষ্টতার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে এবং কথা শেষ করতে গিয়ে মুমিনদেরকে এ মর্মে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, সত্যের শত্রুদের যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তোমরা জনগণের প্রিয় ভাজন হবেই।

❐

اٰيَاتُهَا ٩٨ | ١٩. سُوْرَةُ مَرْيَمَ - مَكِّيَّةٌ | رُكُوْعَاتُهَا ٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① كٓهٰيٰعٓصٓ ○

② ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ○

③ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ○

④ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ○

⑤ وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَآءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ○

⑥ يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ○

⑦ يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۨ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ○

⑧ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ○

⑨ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ○

⑩ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ۚ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ○

⑪ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ○

আয়াত-৯৮ | ১৯-সূরা মার্‌য়াম-মাক্কী | রুকূ'-৬

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

১. কা-ফ্ হা-ইয়া–আই-ন্ সা-দ।

২. এটি তোমার রবের অনুগ্রহের বিবরণ, যা তিনি তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি করেছিলেন,

৩. যখন সে চুপে চুপে নিজের রবকে ডাকলো।

৪. সে বললো, "হে আমার রব! আমার হাড়গুলো পর্যন্ত নরম হয়ে গেছে; মাথা বার্ধক্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ; হে পরওয়ারদিগার ! আমি কখনো তোমার কাছে দোয়া চেয়ে ব্যর্থ হইনি।

৫. আমি আমার পর নিজের স্বজন-স্বগোত্রীয়দের অসদাচরণের আশংকা করি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। (তথাপি) তুমি নিজের বিশেষ অনুগ্রহ বলে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করো,

৬. যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুব বংশেরও উত্তরাধিকারী হবে। আর হে পরোয়ারদিগার ! তাকে একজন পসন্দনীয় মানুষে পরিণত করো।"

৭. (জবাব দেয়া হলো) "হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে একটি পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে ইয়াহইয়া, এ নামে কোনো লোক আমি এর আগে সৃষ্টি করিনি।"

৮. সে বললো, "হে আমার রব! আমার ছেলে হবে কেমন করে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বুড়ো হয়ে শুকিয়ে গেছি ?"

৯. জবাব এলো, "এমনটিই হবে,[১] তোমার রব বলেন, এ তো আমার জন্য সামান্য ব্যাপার মাত্র, এর আগে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না !"

১০. যাকারিয়া বললেন, হে আমার রব ! আমার জন্য নিদর্শন স্থির করে দাও। বললেন, "তোমার জন্য নিদর্শন হচ্ছে, তুমি পরপর তিনদিন লোকদের সাথে কথা বলতে পারবে না।"

১১. কাজেই সে মিহ্‌রাব থেকে বের হয়ে নিজের সম্প্রদায়ের সামনে এলো এবং ইশারায় তাদেরকে সকাল-সাঁঝে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার নির্দেশ দিল।

১. অর্থাৎ তোমার বার্ধক্য ও তোমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও তোমাদের সন্তান জন্মলাভ করবে।

⑫ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۚ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝

১২. হে ইয়াহ্‌ইয়া ! আল্লাহর কিতাবকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরো।[২] আমি তাকে শৈশবেই "হুকুম"[৩] দান করেছি

⑬ وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۚ وَكَانَ تَقِيًّا ۝

১৩. এবং নিজের পক্ষ থেকে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা দান করেছি,

⑭ وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝

১৪. আর সে ছিল খুবই আল্লাহভীরু এবং নিজের পিতা-মাতার অধিকার সচেতন, সে উদ্ধত ও নাফরমান ছিলো না।

⑮ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝

১৫. শান্তি তার প্রতি যেদিন সে জন্ম লাভ করে এবং যেদিন সে মৃত্যুবরণ করে আর যেদিন তাকে জীবিত করে উঠানো হবে।

রুকূ' ঃ ২

⑯ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝

১৬. আর (হে মুহাম্মাদ!) এ কিতাবে মারয়ামের অবস্থা বর্ণনা করো। যখন সে নিজের লোকদের থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব দিকে নির্জনবাসী হয়ে গিয়েছিল।[৪]

⑰ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝

১৭. এবং পর্দা টেনে তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করে নিয়েছিল।[৫] এ অবস্থায় আমি তার কাছে নিজের রূহকে অর্থাৎ (ফেরেশতাকে) পাঠালাম এবং সে তার সামনে একটি পূর্ণ মানবিক কায়া নিয়ে হাযির হলো।

⑱ قَالَتْ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝

১৮. মারয়াম অকস্মাত বলে উঠলো, "তুমি যদি আল্লাহকে ভয় করে থাকো তাহলে আমি তোমার হাত থেকে করুণাময়ের আশ্রয় চাচ্ছি।"

⑲ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِأَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ۝

১৯. সে বললো, "আমি তো তোমার রবের দূত এবং আমাকে পাঠানো হয়েছে এজন্য যে, আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করবো।"

⑳ قَالَتْ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝

২০. মারয়াম বললো, "আমার পুত্রহবে কেমনকরে যখন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শও করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই ?"

㉑ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝

২১. ফেরেশতা বললো, "এমনটিই হবে,[৬] তোমার রব বলেন, এমনটি করা আমার জন্য অতি সহজ। আর আমি এটা এজন্য করবো যে, এই ছেলেকে আমি লোকদের জন্য একটি নিদর্শন[৭] ও নিজের পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহে পরিণত করবো এবং এ কাজটি হবেই।"

২. মাঝখানের এ বিবরণ এখানে ত্যাগ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার এ ফরমান অনুযায়ী হযরত ইয়াহ্‌ইয়া আ. পয়দা হয়েছিলেন এবং যুবক রূপে বেড়ে উঠেছিলেন।

৩. 'হুকুম' অর্থাৎ সিদ্ধান্ত করার শক্তি, ইজতিহাদের ক্ষমতা, দীনের ব্যাপারে সঠিক বুঝ, বৈষয়িক বিষয়ে সঠিক অভিমত গ্রহণ করার যোগ্যতা এবং ব্যাপারসমূহে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফায়সালা দেবার অধিকার।

৪. অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্বদিকের অংশ।

৫. অর্থাৎ এতেকাফে বসে গিয়েছিলেন।

৬. অর্থাৎ কোনো পুরুষ তোমাকে স্পর্শ না করলেও তোমার গর্ভে সন্তান জন্মলাভ করবে।

৭. অর্থাৎ আমি এ শিশুকে এক জীবন্ত মুযিযা (অলৌকিক ব্যাপার) স্বরূপ করতে চাই।

۞ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝

২২. মারয়াম এ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করলো এবং এ গর্ভসহ একটি দূরবর্তী স্থানে চলে গেলো।

۞ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ۝

২৩. তারপর প্রসববেদনা তাকে একটি খেজুর গাছের তলে পৌঁছে দিল। সে বলতে থাকলো, "হায়! যদি আমি এর আগেই মরে যেতাম এবং আমার নাম-নিশানাই না থাকতো।"[৮]

۞ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝

২৪. ফেরেশতা পায়ের দিক থেকে তাকে ডেকে বললো, "দুঃখ করো না, তোমার রব তোমার নীচে একটি নহর প্রবাহিত করেছেন

۞ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۝

২৫. এবং তুমি এ গাছের কাণ্ডটি একটু নাড়া দাও, তোমার ওপর তরতাজা খেজুর ঝরে পড়বে।

۞ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۝

২৬. তারপর তুমি খাও, পান করো এবং নিজের চোখ জুড়াও। তারপর যদি তুমি মানুষের দেখা পাও তাহলে তাকে বলে দাও, আমি করুণাময়ের জন্য রোযার মানত মেনেছি, তাই আজ আমি কারোর সাথে কথা বলবো না।

۞ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۝

২৭. তারপর সে এ শিশুটিকে নিয়ে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে এলো। লোকেরা বলতে লাগলো, "হে মারয়াম! তুমি তো এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছো।

۞ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ۝

২৮. হে হারুনের বোন![৯] না তোমার বাপ কোনো খারাপ লোক ছিল, না তোমার মা ছিল কোনো ব্যভিচারিণী।"

۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝

২৯. মারয়াম শিশুর প্রতি ইশারা করলো। লোকেরা বললো, "কোলের শিশুর সাথে আমরা কি কথা বলবো ?

۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝

৩০. শিশু বলে উঠলো, "আমি আল্লাহর বান্দা,[১০] তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী করেছেন।

۞ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝

৩১. এবং বরকতময় করেছেন যেখানেই আমি থাকি না কেন আর যতদিন আমি বেঁচে থাকবো ততদিন নামায ও যাকাত আদায়ের হুকুম দিয়েছেন।

۞ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝

৩২. আর নিজের মায়ের হক আদায়কারী করেছেন[১১] এবং আমাকে অহংকারী ও হতভাগা করেননি।

৮. যে ঘটনা ও পরিস্থিতিতে একথা বলা হয়েছে তা বিবেচনা করলে বুঝা যাবে হযরত মরিয়ম আ. প্রসব যন্ত্রণার জন্যে একথা বলেননি, বরং এ চিন্তায় বলেছিলেন যে, 'পিতা ছাড়া এই যে শিশু পয়দা হয়েছে একে নিয়ে আমি কোথায় যাবো !' এ কারণেই গর্ভাবস্থায় তিনি একাকী দূরবর্তী এক জায়গায় চলে গিয়েছিলেন, যদিও তাঁর জননী ও বংশের লোক মাতৃভূমিতেই অবস্থান করছিলেন।

৯. অর্থাৎ হারুন বংশীয় কন্যা। আরবী বাগধারাতে কোনো গোত্রের কোনো ব্যক্তিকে সেই গোত্রের ভাই বলে অভিহিত করা হয়। কওমের লোকদের একথার অর্থ হচ্ছে ঃ আমাদের সব থেকে উচ্চ মযহাবী ঘরের মেয়ে হয়ে তুমি এ কি করে বসলে !

১০. এ ছিল সেই নিদর্শন এর পূর্বে ২১ আয়াতে যার উল্লেখ করা হয়েছে। নবজাত শিশু দোলনায় শায়িত অবস্থাতেই কথা বলতে শুরু করলো। এর দ্বারা সকলের কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, এ শিশু কোনো পাপজাত শিশু হতে পারে না বরং এ আল্লাহ্ তাআলার প্রদর্শিত একটা অলৌকিক নিদর্শন। সূরা আলে ইমরানের ৪৬ আয়াত ও সূরা মায়েদার ১১০ আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আ. দোলনায় কথা বলেছিলেন।

১১. মাতা-পিতার হক পালনকারী বলা হয়নি বরং শুধুমাত্র মাতার হক পালনকারী বলা হয়েছে। এর দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা আ.-এর কোনো পিতা ছিল না এবং এর আরও একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে—কুরআন মজীদে সকল জায়গাতেই তাঁকে মরিয়ম পুত্র ঈসা বলা হয়েছে।

৩৩. শান্তি আমার প্রতি যখন আমি জন্ম নিয়েছি ও যখন আমি মরবো এবং যখন আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে।[১২]

وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ۝

৩৪. এ হচ্ছে মারয়ামের পুত্র ঈসা এবং এ হচ্ছে তার সম্পর্কে সত্য কথা, যে ব্যাপারে লোকেরা সন্দেহ করছে।

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۝

৩৫. কাউকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র সত্তা। তিনি যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তখন বলেন, হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।[১৩]

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

৩৬. আর (ঈসা বলেছিল) "আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। কাজেই তোমরা তার বন্দেগী করো। এটিই সোজা পথ।"

وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝

৩৭. কিন্তু তারপর বিভিন্ন দল পরস্পর মতবিরোধ করতে থাকলো। যারা কুফরী করলো তাদের জন্য সে সময়টি হবে বড়ই ধ্বংসকর যখন তারা একটি মহাদিবস দেখবে।

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

৩৮. যখন তারা আমার সামনে হাযির হবে সেদিন তাদের কানও খুব স্পষ্ট শুনবে এবং তাদের চোখও খুব স্পষ্ট দেখবে কিন্তু আজ এ যালেমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত।

اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ ۙ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

৩৯. হে মুহাম্মাদ! যখন এরা গাফেল রয়েছে এবং ঈমান আনছে না তখন এ অবস্থায় এদেরকে সেই দিনের ভয় দেখাও যেদিন ফায়সালা করে দেয়া হবে এবং পরিতাপ করা ছাড়া আর কোনো গতি থাকবে না।

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ ۘ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

৪০. শেষ পর্যন্ত আমিই হবো পৃথিবী ও তার সমস্ত জিনিসের উত্তরাধিকারী এবং এ সবকিছু আমারই দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ۝

রুকূ' ঃ ৩

৪১. আর এ কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা করো। নিসন্দেহে সে একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ এবং একজন নবী ছিল।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۝

৪২. এদেরকে সেই সময়ের কথা একটু স্মরণ করিয়ে দাও। যখন সে নিজের বাপকে বললো, "আব্বাজান! আপনি কেন এমন জিনিসে ইবাদাত করেন, যা শোনেও না দেখেও না এবং আপনার কোনো কাজও করতে পারে না ?

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ۝

১২. এ অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করে আল্লাহ তাআলা সেই সময়ই বনী ইসরাঈলের প্রতি তাঁর সতর্কীকরণ দায়িত্বপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তাই যখন যুবক হওয়ার পর হযরত ঈসা আ. নবুয়াতের কাজ শুরু করলেন বনী ইসরাঈল মাত্র তাঁকে অস্বীকারই করলো না বরং তাঁর প্রাণ নাশের চেষ্টায় রত হলো এবং তাঁর সম্মানীয়া জননীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিতেও যখন কুণ্ঠিত হলো না তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এরূপ শাস্তি দান করলেন যা তিনি অন্য কোনো কওমকে দান করেননি।

১৩. ঈসায়ীদের প্রতি এ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার 'এতেমামে হুজ্জত' (যুক্তি-প্রমাণ দানে সতর্কীকরণের দায়িত্ব পূর্ণকরণ)। অলৌকিকভাবে কারোর জন্মলাভ করাটাই একথার প্রমাণ নয় যে, তাকে আল্লাহর পুত্ররূপে মাআজাল্লাহ (এ পাপ ধারণা থেকে আল্লাহ বাঁচান) গণ্য করতে হবে।

৪৩. আব্বাজান ! আমার কাছে এমন এক জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি, আপনি আমার অনুসরণ করে চলুন, আমি আপনাকে সোজাপথ দেখিয়ে দেবো।

৪৪. আব্বাজান ! আপনি শয়তানের বন্দেগী করবেন না। শয়তান তো করুণাময়ের অবাধ্য।

৪৫. আব্বাজান! আমার ভয় হয় আপনি করুণাময়ের আযাবের শিকার হন কি না এবং শয়তানের সাথী হয়ে যান কি না।"

৪৬. বাপ বললো, "ইবরাহীম! তুমি কি আমার মাবুদদের থেকে বিমুখ হয়েছো ? যদি তুমি বিরত না হও তাহলে আমি পাথরের আঘাতে তোমাকে শেষ করে দেবো। ব্যাস, তুমি চিরদিনের জন্য আমার থেকে আলাদা হয়ে যাও।"

৪৭. ইবরাহীম বললো, "আপনাকে সালাম। আমি আমার রবের কাছে আপনাকে মাফ করে দেয়ার জন্য দোয়া করবো। আমার রব আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান।

৪৮. আমি আপনাদেরকে ত্যাগ করছি এবং আপনারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকেন তাদেরকেও, আমি তো আমার রবকেই ডাকবো। আশা করি আমি নিজের রবকে ডেকে ব্যর্থ হবো না।"

৪৯. অতপর যখন সে তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদাত করতো তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেলো এবং তখন আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুবের মতো সন্তান দিলাম এবং প্রত্যেককে নবী করলাম।

৫০. আর তাদেরকে নিজের অনুগ্রহ দান করলাম এবং তাদেরকে দিলাম যথার্থ নাম-যশ।

রুকূ ঃ ৪

৫১. আর এ কিতাবে মূসার কথা স্মরণ করো। সে ছিল এক বাছাই করা ব্যক্তি এবং ছিল রাসূল-নবী।[১৪]

يٰٓاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَآءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝

يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ۝

يٰٓاَبَتِ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ۝

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا ۝

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا ۝

وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّىْ ۖ عَسٰٓى اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّىْ شَقِيًّا ۝

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مُوْسٰٓى ۫ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۝

১৪. 'রসূল'-এর অর্থ হচ্ছে–'দূত', 'প্রেরিত'। 'নবী'-এর অর্থে আভিধানিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারোর কারোর মতে 'নবী'র অর্থ সংবাদদাতা ও কারোর কারোর মতে নবীর অর্থ–উচ্চমর্যাদা ও পদ সম্পন্ন। অতএব কোনো ব্যক্তিকে রসূল-নবী বলার অর্থ–উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পয়গম্বর অথবা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সংবাদদাতা নবী। পবিত্র কুরআনে এ দুটি শব্দ সাধারণত সম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো স্থানে 'রসূল' ও 'নবী' এ দুই শব্দ এরূপভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যার দ্বারা বুঝা যায় যে, এ দুইয়ের মধ্যে পদমর্যাদা অথবা কাজের হিসাবে কোনো পারিভাষিক পার্থক্য আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ সূরা হজ্জের ৫৩ আয়াতে বলা হয়েছে—"আমি তোমার পূর্বে কোনো রসূল অথবা নবী প্রেরণ করিনি, কিন্তু ...." এ শব্দগুলো থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, 'রসূল' ও 'নবী' দুটি পরিভাষা—যাদের মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে অবশ্যই কোনো পার্থক্য আছে। এ কারণেই তাফসীরকারদের মধ্যে এ বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে যে, এ পার্থক্যের স্বরূপ কি ? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অকাট্য-প্রমাণসহ কেউই 'রসূল' ও 'নবী'র পৃথক পৃথক স্বরূপও পদমর্যাদা নির্দিষ্ট করতে পারেননি। এ সম্পর্কে যতটুকু কথা নিশ্চয়তা সহকারে বলা যেতে পারে তা হচ্ছে—'রসূল' শব্দটি 'নবী'র তুলনায় বিশিষ্ট! অর্থাৎ প্রত্যেক রসূল 'নবী' কিন্তু প্রত্যেক 'নবী' রসূল নন। অন্য কথায় ঃ নবীদের মধ্যে সেইসব মহান উচ্চমর্যাদা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে রসূল বলা হয় যাঁদেরকে সাধারণ নবীদের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপদে অভিষিক্ত করা হয়েছিল। একটি হাদীস দ্বারাও একথা সমর্থিত হয়। রসূলুল্লাহ স.-কে রসূলের সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি তাদের সংখ্যা ৩১৩ বা ৩১৫ বলেছিলেন। কিন্তু তাঁকে নবীদের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁদের সংখ্যা এক লাখ চব্বিশ হাজার বলেছিলেন।

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ۝

৫২. আমি তাকে তূরের ডান দিক থেকে ডাকলাম এবং গোপন আলাপের মাধ্যমে তাকে নৈকট্য দান করলাম।

وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ۝

৫৩. আর নিজ অনুগ্রহে তার ভাই হারুনকে নবী বানিয়ে তাকে সাহায্যকারী হিসেবে দিলাম।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۝

৫৪. আর এ কিতাবে ইসমাঈলের কথা স্মরণ করো। সে ছিল ওয়াদা পালনে সত্যনিষ্ঠ এবং ছিল রাসূল-নবী।

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۪ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ۝

৫৫. সে নিজের পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের হুকুম দিতো এবং নিজের রবের কাছে ছিল একজন পসন্দনীয় ব্যক্তি।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۝

৫৬. আর এ কিতাবে ইদরীসের কথা স্মরণ করো। সে একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ এবং একজন নবী।

وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝

৫৭. আর তাকে আমি উঠিয়েছিলাম উন্নত স্থানে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ۗ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۫ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ ۫ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۭ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ۝

৫৮. এরা হচ্ছে এমন সব নবী, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন আদম সন্তানদের মধ্য থেকে এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশধরদের থেকে, আর ইবরাহীমের বংশধরদের থেকে ও ইসরাঈলের বংশধরদের থেকে, আর এরা ছিল তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আমি সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলাম এবং বাছাই করে নিয়েছিলাম। এদের অবস্থা এই ছিল যে, যখন করুণাময়ের আয়াত এদেরকে শুনানো হতো তখন কান্নারত অবস্থায় সিজদায় লুটিয়ে পড়তো।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝

৫৯. তারপর এদের পর এমন নালায়েক লোকেরা এদের স্থলাভিষিক্ত হলো যারা নামায নষ্ট করলো এবং প্রবৃত্তির কামনার দাসত্ব করলো। তাই শীঘ্রই তারা গোমরাহীর পরিণামের মুখোমুখি হবে।

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۝

৬০. তবে যারা তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের সামান্যতম অধিকার ক্ষুণ্ন হবে না।

جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨالَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ۝

৬১. তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি করুণাময় নিজের বান্দাদের কাছে অদৃশ্য পন্থায় দিয়ে রেখেছেন। আর অবশ্যই এ প্রতিশ্রুতি পালিত হবেই।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ۭ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝

৬২. সেখানে তারা কোনো বাজে কথা শুনবে না, যা কিছুই শুনবে ঠিকই শুনবে। আর সকাল- সন্ধ্যায় তারা অনবরত নিজেদের রিযিক লাভ করতে থাকবে।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝

৬৩. এ হচ্ছে সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করবো আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মুত্তাকীদেরকে।

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝٦٤

৬৪. হে মুহাম্মাদ! আমি আপনার রবের হুকুম ছাড়া অবতরণ করি না।[১৫] যাকিছু আমাদের সামনে ও যাকিছু পেছনে এবং যাকিছু এর মাঝখানে আছে তার প্রত্যেকটি জিনিসের তিনিই মালিক এবং আপনার রব ভুলে যান না।

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝٦٥

৬৫. তিনি আসমান ও যমীনের এবং এ দুয়ের মাঝখানে যাকিছু আছে সবকিছুর রব। কাজেই আপনি তার বন্দেগী করুন এবং তার বন্দেগীর ওপর অবিচল থাকুন। আপনার জানামতে তাঁর সমকক্ষ কোনো সত্তা আছে কি ?

রুকূ' ঃ ৫

وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۝٦٦

৬৬. মানুষ বলে, সত্যিই কি যখন আমি মরে যাবো তখন আবার আমাকে জীবিত করে বের করে আনা হবে ?

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝٦٧

৬৭. মানুষের কি স্মরণ হয় না, আমি আগেই তাকে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না ?

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝٦٨

৬৮. তোমার রবের কসম, আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে এবং তাদের সাথে শয়তানদেরকেও ঘেরাও করে আনবো, তারপর তাদেরকে এনে জাহান্নামের চারদিকে নতজানু করে ফেলে দেবো।

ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ۝٦٩

৬৯. তারপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে ব্যক্তি করুণাময়ের বেশী অবাধ্য ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল তাকে ছেঁটে বের করে আনবো।

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝٧٠

৭০. তারপর আমি জানি তাদের মধ্য থেকে কারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার বেশী হকদার।

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝٧١

৭১. তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, জাহান্নাম অতিক্রম করবে না। এতো একটা স্থিরীকৃত ব্যাপার, যা সম্পন্ন করা তোমার রবের দায়িত্ব।

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝٧٢

৭২. তারপর যারা (দুনিয়ায়) মুত্তাকী ছিল তাদেরকে আমি বাঁচিয়ে নেবো এবং যালেমদেরকে তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় রেখে দেবো।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۝٧٣

৭৩. এদেরকে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত শুনানো হয় তখন অস্বীকারকারীরা ঈমানদারদেরকে বলে, "বলো, আমাদের দু'দলের মধ্যে কে ভালো অবস্থায় আছে এবং কার মজলিসগুলো বেশী জাঁকালো ?"[১৬]

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ۝٧٤

৭৪. অথচ এদের আগে আমি এমন কত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি যারা এদের চেয়ে বেশী সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী ছিল এবং বাহ্যিক শান-শওকতের দিক দিয়েও ছিল এদের চেয়ে বেশী অগ্রসর।

১৫. এখানে বক্তা হচ্ছে ফেরেশতা ; যদিও কালাম আল্লাহ তাআলারই। অর্থাৎ ফেরেশতা রসূলে করীম স.-কে বলছেন যে—"আমরা নিজেদের ইচ্ছায় আসি না, আল্লাহ তাআলা যখন আমাদের প্রেরণ করেন তখনই মাত্র আমরা এসে থাকি।"

٧٥ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰىٓ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۗ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضْعَفُ جُنْدًا ○

৭৫. এদেরকে বলো, যে ব্যক্তি গোমরাহীতে লিপ্ত হয় করুণাময় তাকে ঢিল দিতে থাকেন, এমনকি এ ধরনের লোকেরা যখন এমন জিনিস দেখে নেয় যার ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়—তা আল্লাহর আযাব হোক বা কিয়ামতের সময়—তখন তারা জানতে পারে, কার অবস্থা খারাপ এবং কার দল দুর্বল!

٧٦ وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ○

৭৬. বিপরীত পক্ষে যারা সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদেরকে সঠিক পথ চলার ক্ষেত্রে উন্নতি দান করেন এবং স্থায়িত্বলাভকারী সৎকাজগুলোই তোমার রবের প্রতিদান ও পরিণামের দিক দিয়ে ভালো।

٧٧ أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ○

৭৭. তারপর তুমি কি দেখেছো সে লোককে যে আমার আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং বলে, আমাকে তো ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করা হতে থাকবেই ?

٧٨ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ○

৭৮. সে কি গায়েবের খবর জেনে গেছে অথবা সে রহমানের থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছে ?

٧٩ كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ○

৭৯. কখখনো নয়, সে যাকিছু বলছে তা আমি লিখে নেবো এবং তার জন্য আযাবের পসরা আরো বাড়িয়ে দেবো।

٨٠ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ○

৮০. যে সাজ-সরঞ্জাম ও জনবলের কথা এ ব্যক্তি বলছে তা সব আমার কাছেই থেকে যাবে এবং সে একাকী আমার সামনে হাযির হয়ে যাবে।

٨١ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ○

৮১. এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের কিছু খোদা বানিয়ে রেখেছে, যাতে তারা এদের পৃষ্ঠপোষক হয়।

٨٢ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ○

৮২. কেউ পৃষ্ঠপোষক হবে না। তারা সবাই এদের ইবাদাতের কথা অস্বীকার করবে এবং উল্‌টো এদের বিরোধী হয়ে পড়বে।

রুকূ' ঃ ৬

٨٣ أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا الشَّيٰطِينَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ○

৮৩. তুমি কি দেখো না আমি এ সত্য অস্বীকারকারীদের উপর শয়তানদের ছেড়ে রেখেছি, যারা এদেরকে (সত্য বিরোধিতায়) খুব বেশী করে প্ররোচনা দিচ্ছে ?

٨٤ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ○

৮৪. বেশ, তাহলে এখন এদের উপর আযাব নাযিল করার জন্য অস্থির হয়ো না, আমি এদের দিন গণনা করছি।

٨٥ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ○

৮৫. সে দিনটি অচিরেই আসবে যেদিন মুত্তাকীদেরকে মেহমান হিসেবে রহমানের সামনে পেশ করবো।

১৬. মক্কার কাফেরদের যুক্তি ছিল তোমরা দেখে নাও, দুনিয়াতে কারা আল্লাহর ফযল ও তাঁর নেয়ামতসমূহ দ্বারা অনুগৃহীত হচ্ছে। কাদের ঘর-বাড়ী বেশী শানদার ? কাদের জীবন-যাপনের মান বেশী উন্নত ? কাদের মজলিশগুলো বেশী জমকালো ? যদি এগুলো আমরা পেয়ে থাকি আর তোমরা মুসলমানেরা যদি এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকো তবে তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো—এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, আমরা মিথ্যার ওপর থেকেও এরূপ আয়েশ-আরাম ও মজা লুটছি, আর তোমরা সত্য পথে থেকেও এরূপ দুর্দশায় জীবন কাটাচ্ছ ?

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۝٨٦

৮৬. এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত পশুর মতো জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবো।

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ۝٨٧

৮৭. সে সময় যে রহমানের কাছ থেকে পরোয়ানা হাসিল করেছে তার ছাড়া আর কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۝٨٨

৮৮. তারা বলে, রহমান কাউকে পুত্র গ্রহণ করেছেন—

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝٨٩

৮৯. মারাত্মক বাজে কথা যা তোমরা তৈরি করে এনেছো।

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝٩٠

৯০. আকাশ ফেটে পড়ার, পৃথিবী বিদীর্ণ হবার এবং পাহাড় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে

أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ۝٩١

৯১. এজন্য যে, লোকেরা রহমানের জন্য সন্তান থাকার দাবী করেছে!

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝٩٢

৯২. কাউকে সন্তানগ্রহণ করা রহমানের জন্য শোভন নয়।

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ۝٩٣

৯৩. পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যাকিছু আছে সবই তাঁর সামনে বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে।

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝٩٤

৯৪. সবাইকে তিনি ঘিরে রেখেছেন এবং তিনি সবাইকে গণনা করে রেখেছেন।

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ۝٩٥

৯৫. সবাই কিয়ামতের দিন একাকী অবস্থায় তাঁর সামনে আসবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ۝٩٦

৯৬. নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করছে শীঘ্রই রহমান তাদের জন্য অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।[১৭]

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ۝٩٧

৯৭. বস্তুত হে মুহাম্মাদ! এ বাণীকে আমি সহজ করে তোমার ভাষায় এজন্য নাযিল করেছি যাতে তুমি মুত্তাকীদেরকে সুখবর দিতে ও হঠকারীদেরকে ভয় দেখাতে পারো।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝٩٨

৯৮. এদের পূর্বে আমি কত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি। আজ কি কোথাও তাদের নাম-নিশানা দেখতে পাও অথবা কোথাও শুনতে পাও তাদের ক্ষীণতম আওয়াজ?

১৭. অর্থাৎ আজ মক্কার অলিতে গলিতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছে। কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী থাকবে না। সেদিন অতি নিকটে যখন তারা নিজেদের সৎকাজ এবং উত্তম চরিত্র ও ব্যবহারের কারণে মানুষের কাছে অবশ্যই প্রিয় হবে। মানুষের হৃদয় তাদের প্রতি আকর্ষিত হবে এবং জাতি তাদের দিকে হস্ত প্রসারিত করে দেবে। দুর্নীতি, অনাচার, অহংকার, ঔদ্ধত্য, মিথ্যা ও লোক দেখানো কার্যকলাপের জোরে যে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব চলে তা বলপূর্বক মানুষের মাথা নত করলেও তাদের হৃদয়কে জয় করতে পারে না। পক্ষান্তরে যারা সত্যতা, ন্যায়পরতা, অকপটতা, সদ্ব্যবহার ও উত্তম নৈতিকতা সহ মানুষকে সত্য-সঠিক পথের দিকে আমন্ত্রণ জানায় প্রথম প্রথম জগত তাদের প্রতি যতই উপেক্ষা প্রদর্শন করুক না কেন শেষ পর্যন্ত তারা অবশ্যই মানুষের অন্তরকে জয় করে। আর অবিশ্বাসী অবিশ্বস্ত লোকদের মিথ্যা তাদের বেশী দিন রুদ্ধ করে রাখতে পারে না।

সূরা ত্বা-হা

২০

নাযিলের সময়-কাল

সূরা মার্‌য়াম যে সময় নাযিল হয় এ সূরাটি তার কাছাকাছি সময়েই নাযিল হয়। সম্ভবত হাবশায় হিজরতকালে অথবা তার পরবর্তীকালে এটি নাযিল হয়। তবে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই যে এটি নাযিল হয় তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

তাঁর ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত সবচেয়ে বেশী প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য হাদীসটি হচ্ছে ঃ যখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার সংকল্প নিয়ে বের হলেন তখন পথে এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, প্রথমে নিজের ঘরের খবর নাও, তোমার নিজের বোন ও ভগ্নিপতি এ নতুন ধর্ম গ্রহণ করে বসে আছে। একথা শুনে হযরত উমর সোজা নিজের বোনের বাড়িতে চলে গেলেন। সেখানে তাঁর বোন ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিনতে খাত্তাব ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বসেছিলেন। তাঁরা হযরত খাব্বাব ইবনে আরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে কুরআনের কোনো একটি অংশ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করছিলেন। হযরত উমরের আসার সাথে সাথেই তার ভগ্নী ঐ অংশটি লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু হযরত উমর তা পড়ার আওয়াজ শুনে ফেলেছিলেন। তিনি প্রথমে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারপর ভগ্নীপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁকে মারতে শুরু করলেন। বোন তাঁকে বাঁচাতে চাইলেন। ফলে তাঁকেও মারলেন। এমনকি তার মাথা ফেটে গেলো। শেষে বোন ও ভগ্নীপতি দুজনই বললেন, হাঁ আমরা মুসলমান হয়ে গেছি, তুমি যা করতে পারো করো। নিজের বোনের রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে হযরত উমর কিছুটা লজ্জিত হলেন এবং বলতে লাগলেন, ঠিক আছে, তোমরা যা পড়ছিলে তা আমাকে দেখাও। বোন প্রথমে তা ছিঁড়ে না ফেলার জন্য শপথ নিলেন তারপর বললেন, তুমি গোসল না করা পর্যন্ত এ পবিত্র সহীফায় হাত লাগাতে পারবে না। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু গোসল করলেন তারপর সে সহীফা নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। সেখানে এ সূরা ত্বা-হা লেখা ছিল। পড়তে পড়তে হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে পড়লো, "বড় চমৎকার কথা।" একথা শুনতেই হযরত খাব্বাব ইবনে আরত বের হয়ে এলেন। এতক্ষণ তিনি হযরত উমরের আগমনের শব্দ শুনেই লুকিয়ে পড়েছিলেন। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি আশা করি আল্লাহ তাঁর নবীর দাওয়াত ছড়াবার ক্ষেত্রে তোমার সাহায্যে বিরাট দায়িত্ব সম্পাদন করবেন। গতকালই আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ! আবুল হাকাম ইবনে হিশাম (আবু জেহেলকে) অথবা উমর ইবনুল খাত্তাব, এ দু'জনের মধ্য থেকে কোনো একজনকে ইসলামের সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। কাজেই হে উমর! আল্লাহর দিকে চলো, আল্লাহর দিকে চলো।" ওমরের মনে পরিবর্তন ঘটতে যেটুকু বাকি ছিল খাব্বাবের এ উক্তি তাও পূর্ণ করে দিল। তখনই হযরত উমর খাব্বাবের সাথে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এটি হাবশায় হিজরত অনুষ্ঠানের কিছুকাল পরের ঘটনা।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

সূরাটি এভাবে শুরু হয়েছে, হে মুহাম্মাদ! অযথা তোমাকে একটি বিপদের সম্মুখীন করার জন্য তোমার ওপর এ কুরআন নাযিল হয়নি। তোমার কাছে এ দাবী করা হয়নি যে, পাথরের বুক চিরে দুধের নহর বের করে আনো, অস্বীকারকারীদেরকে স্বীকার করিয়ে ছাড়ো এবং হঠকারীদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেখিয়ে দাও। এটি তো শুধুমাত্র একটি উপদেশ ও স্মারক, যার ফলে অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগবে এবং তাঁর পাকড়াও থেকে যে নিষ্কৃতি পেতে চায় সে এটি শুনে সংশোধিত হয়ে যাবে। এটি আকাশ ও পৃথিবীর মালিকের কালাম এবং তিনি ছাড়া আর কেউ প্রভুত্বের কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। কেউ মানুক না মানুক এ দু'টি কথা চিরন্তন ও অমোঘ সত্য।

এ ভূমিকার পর হঠাৎ হযরত মূসার কাহিনী শুরু করা হয়েছে। বাহ্যত একটি কাহিনী আকারে এটি বর্ণিত হয়েছে। সমকালীন অবস্থার প্রতি কোনো ইংগিতও এতে নেই। কিন্তু যে পরিবেশে এ কাহিনী শুনানো হয়েছে তার অবস্থার সাথে মিলেমিশে এটি মক্কাবাসীদের সাথে কিছু ভিন্নতর কথা বলছে বলে মনে হয়। এর শব্দ ও বাক্যগুলো থেকে নয় বরং দুই বাক্যের মধ্যস্থিত অনুচ্চারিত ভাবার্থ থেকেই সে কথা প্রকাশিত হচ্ছে। সে কথা প্রকাশের আগে আর একটি কথা ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত যে, আরব দেশে বিপুল সংখ্যক ইহুদীদের উপস্থিতি এবং আরববাসীদের ওপর ইহুদীদের জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে, তাছাড়া রোমের ও হাবশার খৃষ্টীয় শাসনের প্রভাবেও আরবদের মধ্যে সাধারণভাবে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর নবী বলে স্বীকার

করা হতো। এ সত্যটি দৃষ্টি সমক্ষে রাখার পর এখন আসুন এ কাহিনীর মধ্যে যে অব্যক্ত কথাগুলো মক্কাবাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করি ঃ

এক ঃ কাউকে নবুওয়াত দান করার জন্য আল্লাহ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বিপুল সংখ্যক জনতাকে একত্র করে যথারীতি একটি উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ ঘোষণাবাণী শুনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেননি যে, আজ থেকে অমুক ব্যক্তিকে আমি তোমাদের জন্য নবী নিযুক্ত করেছি। নবুওয়াত যাকেই দেয়া হয়েছে হযরত মূসার মতো গোপনীয়তা রক্ষা করেই দেয়া হয়েছে। কাজেই আজ তোমরা অবাক হচ্ছো কেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অকস্মাত তোমাদের সামনে নবী হিসেবে হাযির হয়ে গেছেন, আকাশ থেকেও এর ঘোষণাবাণী উচ্চারিত হলো না। আর ফেরেশতারাও পৃথিবীতে এসে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে একথা ঘোষণা করলেন না? ইতিপূর্বে যাদেরকে নবী নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের নিযুক্তিকালে কবে এ ধরনের ঘোষণা হয়েছিল যে, আজ তা হবে?

দুই ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ যে কথা পেশ করছেন (অর্থাৎ তাওহীদ ও আখেরাত) ঠিক একই কথা নবুওয়াতের দায়িত্ব দান করার সময় আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালামকে শিখিয়েছিলেন।

তিন ঃ তারপর আজ যেভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনো প্রকার সাজসরঞ্জাম ও সৈন্য সামন্ত ছাড়াই কুরাইশদের মোকাবিলায় সত্যের দাওয়াতের পতাকাবাহী করে একাকী দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে মূসা আলাইহিস সালামকেও ফেরাউনের মতো মহাপরাক্রমশালী বাদশাহকে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের পথ পরিহার করার আহ্বান জানাবার গুরুদায়িত্ব আকস্মিকভাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁর সাথেও কোনো সেনাবাহিনী পাঠানো হয়নি। আল্লাহর যাবতীয় কর্মকাণ্ড এমনি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। তিনি মাদ্‌য়ান থেকে মিসর গমনকারী একজন পথিককে পথ চলাকালে ধরে নিজের কাছে ডেকে নেন এবং বলেন, যাও, সমকালের সবচেয়ে পরাক্রমশালী ও জালেম শাসকের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও। কিছু সাহায্য করে থাকলে এতটুকু করেছেন যে, তাঁর আবেদনক্রমে তাঁর ভাইকে সাহায্যকারী হিসেবে দিয়েছেন। কোনো দুর্দান্ত সেনাবাহিনী এবং হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি দিয়ে এ কঠিন কাজে তাঁকে সাহায্য করা হয়নি।

চার ঃ মক্কাবাসীরা আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ, সংশয়-সন্দেহ, অপবাদ-দোষারোপ, প্রতারণা ও জুলুমের অস্ত্র ব্যবহার করছে ফেরাউন এসব অস্ত্র আরো অনেক বেশী করে মূসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু দেখো কিভাবে তার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেলো এবং শেষ পর্যন্ত কে বিজয়ী হলো? আল্লাহর সেই সাজসরঞ্জামহীন নবী, না সৈন্য বলে বলীয়ান ফেরাউন? এ প্রসংগে মুসলমানদেরকেও একটি অব্যক্ত সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সাজসরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রে নিজেদের দৈন্য ও কাফেরদের প্রাচুর্যের প্রতি লক্ষ করো না, বরং যে কাজের পেছনে আল্লাহর হাত থাকে শেষ পর্যন্ত তারই বিজয় সূচিত হয়। এ সংগে মুসলমানদের সামনে মিসরের যাদুকরদের দৃষ্টান্তও পেশ করা হয়েছে। যখন সত্য তাদের কাছে আবরণমুক্ত হয়ে গেলো তখন তারা নির্দ্বিধায় তার প্রতি ঈমান আনলো। তারপর ফেরাউনের প্রতিশোধ গ্রহণের ভয় তাদেরকে ঈমানের পথ থেকে এক চুল পরিমাণও সরিয়ে আনতে পারলো না।

পাঁচ ঃ শেষে বনী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকে একটি সাক্ষ্য পেশ করতে গিয়ে দেবতা ও উপাস্য তৈরির সূচনা কেমন হাস্যকর পদ্ধতিতে হয়ে থাকে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নবী কখনো এ ধরনের ঘৃণ্য জিনিসের নামগন্ধও বাকি রাখার পক্ষপাতি হন না। কাজেই আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শিরক ও মূর্তিপূজার বিরোধিতা করছেন তা নবুওয়াতের ইতিহাসের কোনো নতুন ঘটনা নয়।

এভাবে মূসার কাহিনীর মোড়কে এমন সমস্ত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে যা সে সময় তাদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যকার পারস্পরিক সংঘাতের সাথে সম্পর্ক রাখতো। এরপর একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ এ কুরআন একটি উপদেশ ও স্মারক। তোমাদের নিজেদের ভাষায় তোমাদের বুঝাবার জন্য এটি পাঠানো হয়েছে। এর বক্তব্য শুনলে এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে তোমরা নিজেদেরই কল্যাণ করবে। আর এর কথা না মানলে তোমরা অশুভ পরিণামের সম্মুখীন হবে।

তারপর আদম আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণনা করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা যে পথে এগিয়ে যাচ্ছো এটা হচ্ছে শয়তানের পদাংক অনুসরণ। কখনো কখনো শয়তানের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হওয়া অবশ্য একটি সাময়িক দুর্বলতা। মানুষের পক্ষে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু মানুষের জন্য সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, যখনই তার সামনে তার ভুল সুস্পষ্ট করে দেয়া হবে তখনই সে তার পিতা আদমের মতো পরিষ্কার ভাষায় তা স্বীকার করে নেবে, তাওবা করবে এবং আবার

আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ফিরে আসবে। ভুল করা ও তার ওপর অবিচল থাকা এবং একের পর এক উপদেশ দেবার পরও তা থেকে বিরত না হওয়া নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার শামিল। এর পরিণামে নিজেকে ভূগতে হবে, অন্যের এতে কোনো ক্ষতি নেই।

সব শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদেরকে এ মর্মে বুঝানো হয়েছে যে, এ সত্য অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না এবং বে-সবর হবেন না। আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে, তিনি কোনো জাতিকে তার কুফরী ও অস্বীকারের কারণে সাথে সাথেই পাকড়াও করেন না বরং তাকে সংশোধন করার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দেন। কাজেই ভীত হবেন না। ধৈর্য সহকারে এদের বাড়াবাড়ি ও জুলুম অত্যাচার বরদাশত করতে এবং উপদেশ দেবার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে যেতে থাকুন।

প্রসংগক্রমে নামাযের ওপর জোর দেয়া হয়েছে, যাতে মু'মিনদের মধ্যে সবর, সংযম, সহিষ্ণুতা, অল্পে তুষ্টি, আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্টি এবং আত্মপর্যালোচনার এমন গুণাবলী সৃষ্টি হয় যা সত্যের দাওয়াত দেবার দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজন।

❐

আয়াত-১৩৫ ২০-সূরা ত্বা-হা-মাক্কী রুকূ'-৮

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

طٰهٰ ۝١

مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰٓ ۝٢

إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۝٣

تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلْعُلَى ۝٤

ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۝٥

لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۝٦

وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ۝٧

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۝٨

وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ۝٩

إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓا۟ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى ۝١٠

১. ত্বা—হা।

২. আমি এ কুরআন তোমার প্রতি এজন্য নাযিল করিনি যে, তুমি বিপদে পড়বে।

৩. এতো একটি স্মারক এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে ভয় করে।[১]

৪. যে সত্তা পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশজগত সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে এটি নাযিল করা হয়েছে।

৫. তিনি পরম দয়াবান। (বিশ্ব-জাহানের) শাসন কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন।

৬. যাকিছু পৃথিবীতে ও আকাশে আছে, যাকিছু পৃথিবী ও আকাশের মাঝখানে আছে এবং যাকিছু ভূগর্ভে আছে সবকিছুর মালিক তিনিই।

৭. তুমি যদি নিজের কথা উচ্চকণ্ঠে বলো, তবে তিনি তো চুপিসারে বলা কথা বরং তার চেয়েও গোপনে বলা কথাও জানেন।

৮. তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ।

৯. আর তোমার কাছে কি মূসার খবর কিছু পৌছেছে ?

১০. যখন সে একটি আগুন দেখলো[২] এবং নিজের পরিবারের লোকদেরকে বললো, "একটু দাঁড়াও, আমি একটি আগুন দেখেছি, হয়তো তোমাদের জন্য এক আধটি অংগার আনতে পারবো অথবা এ আগুনের নিকট আমি কোনো পথের দিশা পাবো।"[৩]

১. অর্থাৎ এ কুরআন অবতীর্ণ করে আমি তোমার দ্বারা কোনো অসাধ্য কাজ সম্পাদন করাতে চাই না। তোমার উপর এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি যে, যারা মান্য করতে চাইবে না তাদেরকে তোমার মানাতেই হবে এবং যাদের অন্তর ঈমানের পক্ষে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে গেছে—তাদের অন্তরের মধ্যে তোমাকে ঈমান প্রবেশ করাতেই হবে। এ কুরআন তো মাত্র এক নসিহত—উপদেশ ও স্মারক। এ অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে—যার অন্তরে আল্লাহর ভয় বর্তমান আছে সে তা শ্রবণ করে সচেতন ও সতর্ক হবে।

২. এ সেই সময়ের কথা যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কয়েক বছরে মাদইয়ানে দেশান্তরিতের জীবন যাপন করার পর নিজের স্ত্রীকে (যাঁকে তিনি মাদইয়ানে বিবাহ করেছিলেন) নিয়ে মিশরে প্রত্যাবর্তন করছিলেন।

৩. মনে হয়—তখন রাত্রিকাল ও শীতের সময় ছিল। হযরত মূসা সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। দূর থেকে এক আগুন দেখে তিনি মনে করেছিলেন হয়তো ওখান থেকে কিছু আগুন পাওয়া যেতে পারে, যার দ্বারা রাত্রিভর সন্তানদের গরম করে রাখার ব্যবস্থা হয়ে যাবে অথবা অন্ততঃপক্ষে ওখান থেকে পথের দিশা জানতে পারা যাবে। তিনি চিন্তা করেছিলেন পার্থিব পথ পাওয়ার, কিন্তু সেখানে মিলে গেল পারলৌকিক মুক্তির পথ।

১১. সেখানে পৌঁছলে তাকে ডেকে বলা হলো, "হে মূসা!

১২. আমিই তোমার রব, জুতো খুলে ফেলো, তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় আছো

১৩. এবং আমি তোমাকে বাছাই করে নিয়েছি, শোনো যাকিছু অহী করা হয়।

১৪. আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, কাজেই তুমি আমার ইবাদাত করো এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায কায়েম করো।

১৫. কিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তার সময়টা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকটি প্রাণসত্তা তার প্রচেষ্টা অনুযায়ী প্রতিদান লাভ করতে পারে।

১৬. কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান আনে না এবং নিজের প্রবৃত্তির দাস হয়ে গেছে সে যেন তোমাকে সে সময়ের চিন্তা থেকে নিবৃত্ত না করে। অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে—

১৭. "আর হে মূসা! এ তোমার হাতে এটা কি ?"

১৮. মূসা জবাব দিল, "এ আমার লাঠি। এর ওপর ভর দিয়ে আমি চলি, নিজের ছাগলগুলোর জন্য এর সাহায্যে পাতা পাড়ি এবং এর সাহায্যে আরো অনেক কাজ করি।"

১৯. বললেন, "একে ছুঁড়ে দাও হে মূসা।"

২০. সে ছুঁড়ে দিল এবং অকস্মাত সেটা হয়ে গেলো একটা সাপ, যা দৌড়াচ্ছিল।

২১. বললেন, "ধরে ফেলো ওটা এবং ভয় করো না, আমি ওকে আবার ঠিক তেমনটিই করে দেবো যেমনটি সে আগে ছিল।

২২. আর তোমার হাতটি একটু বগলের মধ্যে রাখো, তা কোনো প্রকার ক্লেশ ছাড়াই[৪] উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে, এটা দ্বিতীয় নিদর্শন।

২৩. এজন্য যে, আমি তোমাকে নিজের বৃহৎ নিদর্শন-গুলো দেখাবো।

২৪. এখন তুমি যাও ফেরাউনের কাছে, সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।"

রুকূ' ঃ ২

২৫. মূসা বললো, "হে আমার রব! আমার বুক প্রশস্ত করে দাও।

فَلَمَّآ أَتٰهَا نُودِيَ يٰمُوسٰىٓ ﴿١١﴾

إِنِّيٓ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰى ﴿١٣﴾

إِنَّنِيٓ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِي ۙ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيٓ ﴿١٤﴾

إِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا تَسْعٰى ﴿١٥﴾

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٦﴾

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يٰمُوسٰى ﴿١٧﴾

قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَاٰرِبُ أُخْرٰى ﴿١٨﴾

قَالَ أَلْقِهَا يٰمُوسٰى ﴿١٩﴾

فَأَلْقٰىهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢٠﴾

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولٰى ﴿٢١﴾

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرٰى ﴿٢٢﴾

لِنُرِيَكَ مِنْ ءَايٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿٢٣﴾

اذْهَبْ إِلٰى فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغٰى ﴿٢٤﴾

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾

৪. অর্থাৎ সূর্যের মতো দীপ্তিমান হবে, কিন্তু তাতে তোমার কোনো কষ্ট হবে না।

২৬. আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও।

২৭. এবং আমার জিভের জড়তা দূর করে দাও,

২৮. যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।

২৯. আর আমার জন্য নিজের পরিবার থেকে সাহায্যকারী হিসেবে নিযুক্ত করে দাও।

৩০. আমার ভাই হারুনকে,

৩১. তার মাধ্যমে আমার হাত মযবুত করো,

৩২. এবং তাকে আমার কাজে শরীক করে দাও,

৩৩. যাতে আমরা খুব বেশী করে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি

৩৪. এবং খুব বেশী করে তোমার চর্চা করি।

৩৫. তুমি সবসময় আমাদের অবস্থার পর্যবেক্ষক।"

৩৬. বললেন, "হে মূসা! তুমি যা চেয়েছো তা তোমাকে দেয়া হলো।

৩৭. আমি আর একবার তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলাম।

৩৮. সে সময়ের কথা মনে করো যখন আমি তোমার মাকে ইশারা করেছিলাম, এমন ইশারা যা অহীর মাধ্যমে করা হয়,

৩৯. এই মর্মে যে, এ শিশুকে সিন্দুকের মধ্যে রেখে দাও এবং সিন্দুকটি দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, দরিয়া তাকে তীরে নিক্ষেপ করবে এবং আমার শত্রু ও এ শিশুর শত্রু একে তুলে নেবে। আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছিলাম এবং এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।

৪০. স্মরণ করো, যখন তোমার বোন চলছিল, তারপর গিয়ে বললো, "আমি কি তোমাদের তার সন্ধান দেবো, যে এ শিশুকে ভালোভাবে লালন করবে?"[৫] এভাবে আমি তোমাকে আবার তোমার মায়ের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি, যাতে তার চোখ শীতল থাকে এবং সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়। এবং (এটাও স্মরণ করো) তুমি একজনকে হত্যা করে ফেলেছিলে, আমি তোমাকে এ ফাঁদ থেকে বের করেছি এবং তোমাকে বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছি, আর তুমি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে কয়েক বছর অবস্থান করেছিলে। তারপর এখন তুমি ঠিক সময়েই এসে গেছো।

(২৬) وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ۝

(২৭) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۝

(২৮) يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۝

(২৯) وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ۝

(৩০) هٰرُوْنَ اَخِي ۝

(৩১) اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ۝

(৩২) وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ۝

(৩৩) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ۝

(৩৪) وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ۝

(৩৫) اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۝

(৩৬) قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ۝

(৩৭) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى ۝

(৩৮) اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى ۝

(৩৯) اَنِ اقْذِفِيْهِ فِي التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّيْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ؕ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ ۝

(৪০) اِذْ تَمْشِيْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ ؕ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ؕ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ۫ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ ۙ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ۝

৫. অর্থাৎ ঝুড়ির সাথে সাথে নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছিল। তারপর ফেরাউনের পরিবারের লোক যখন শিশুকে তুলে নিয়ে তার জন্যে ধাত্রীর খোঁজ করতে লাগলো তখন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বোন গিয়ে তাদেরকে একথা বলেছিলেন।

৪১. হে মূসা! আমি তোমাকে নিজের জন্য তৈরি করে নিয়েছি।

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ۝٤١

৪২. যাও, তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনগুলোসহ এবং দেখো আমার স্মরণে ভুল করো না।

اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ۝٤٢

৪৩. যাও, তোমরা দু'জন ফেরাউনের কাছে, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে।

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝٤٣

৪৪. তার সাথে কোমলভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভীত হবে।"

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۝٤٤

৪৫. উভয়েই বললো,[৬] "হে আমাদের রব! আমাদের ভয় হয়, সে আমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করবে অথবা আমাদের ওপর চড়াও হবে।"

قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ۝٤٥

৪৬. বললেন, "ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, সবকিছু শুনছি ও দেখছি।

قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى ۝٤٦

৪৭. যাও তার কাছে এবং বলো, আমরা তোমার রবের প্রেরিত, বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। আমরা তোমার কাছে নিয়ে এসেছি তোমার রবের নিদর্শন এবং শান্তি তার জন্য যে সঠিক পথ অনুসরণ করে।

فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ۬ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ؕ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ؕ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ۝٤٧

৪৮. আমাদের অহীর সাহায্যে জানানো হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝٤٨

৪৯. ফেরাউন বললো,[৭] "আচ্ছা, তাহলে তোমাদের দু'জনের রব কে হে মূসা?"

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ۝٤٩

৫০. মূসা জবাব দিল, "আমাদের রব তিনি যিনি প্রত্যেক জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন তারপর তাকে পথনির্দেশ দিয়েছেন।"[৮]

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ۝٥٠

৫১. ফেরাউন বললো, "আর পূর্ববর্তী বংশধর যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের তাহলে কি অবস্থা ছিল?"[৯]

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ۝٥١

৬. এ তখনকার কথা যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম মিশরে পৌছে গিয়েছিলেন এবং হযরত হারুন কার্যত তাঁর কাজের সহকারী হয়েছিলেন। সে সময় ফেরাউনের কাছে যাওয়ার পূর্বে দুজনে আল্লাহ তাআলার কাছে এ প্রার্থনা করে থাকবেন।

৭. এখন সেই সময়কার কাহিনী শুরু হচ্ছে, যখন দুই ভাই ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৮. অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস যেরূপেই তা গঠিত হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা গঠন করেছেন বলেই তা সেরূপে গঠিত হয়েছে। তারপর আল্লাহ তাআলা এরূপ করেননি যে, তিনি প্রতিটি জিনিস গঠন করার পর তাকে এমনিই ছেড়ে দিয়েছেন। বরং তিনিই এরপর তাঁর সৃষ্ট সকল বস্তুকে পথপ্রদর্শন করে থাকেন। দুনিয়ার কোনো বস্তুই এরূপ নেই যাকে আল্লাহ তাআলা তার নিজ গঠন অনুযায়ী কাজ করার ও তার নিজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পদ্ধতি তাকে শিক্ষা না দিয়েছেন। তিনি প্রতিটি বস্তুর মাত্র স্রষ্টাই নন, তিনি তার পথপ্রদর্শক এবং শিক্ষকও বটেন।

৯. অর্থাৎ কথা যদি এই হয় যে, আল্লাহ মাত্র একই আল্লাহ তবে আমাদের সকলের বাপ-দাদা পিতামহ শত শত বছর ধরে পুরুষ পরম্পরাগতভাবে যে অন্যান্য উপাস্য দেবতাদের উপাসনা করে চলে আসছেন—তোমাদের কাছে তাদের স্থান কি? তাঁরা কি সব আল্লাহর আযাবের যোগ্য? তাঁদের সকলের বুদ্ধি-সুদ্ধি কি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল?

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۝٥٢

৫২. মূসা বললো, "সে জ্ঞান আমার রবের কাছে লিপিবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। আমার রব ভুলও করেন না, বিস্মৃতও হন না।"[১০]

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَّأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ۝٥٣

৫৩. তিনিই[১১] তোমাদের জন্য যমীনের বিছানা বিছিয়েছেন, তার মধ্যে তোমাদের চলার পথ তৈরি করেছেন এবং ওপর থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর তার মাধ্যমে আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করি।

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي النُّهٰى ۝٥٤

৫৪. খাও এবং তোমাদের পশুও চরাও। অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে বুদ্ধিমানের জন্য বহু নিদর্শনাবলী।

রুকূ' ঃ ৩

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى ۝٥٥

৫৫. এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরই মধ্যে আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো এবং এ থেকেই আবার তোমাদেরকে বের করবো।

وَلَقَدْ أَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبٰى ۝٥٦

৫৬. আমি ফেরাউনকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখালাম। কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করতে থাকলো এবং মেনে নিল না।

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوسٰى ۝٥٧

৫৭. বলতে লাগলো, "হে মূসা! তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছো যে, নিজের যাদুর জোরে আমাদের দেশ থেকে আমাদের বের করে দেবে ?

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۝٥٨

৫৮. বেশ, আমরাও তোমার মোকাবিলায় অনুরূপ যাদু আনছি, ঠিক করো কবে এবং কোথায় মোকাবিলা করবে, আমরাও এ চুক্তির অন্যথা করবো না, তুমিও না। খোলা ময়দানে সামনে এসে যাও।"

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۝٥٩

৫৯. মূসা বললো, "উৎসবের দিন নির্ধারিত হলো এবং পূর্বাহ্নে লোকদেরকে জড়ো করা হবে।[১২]

فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتٰى ۝٦٠

৬০. ফেরাউন পেছনে ফিরে নিজের সমস্ত কলাকৌশল একত্র করলো এবং তারপর মোকাবিলায় এসে গেলো।

১০. ফেরাউনের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল—শ্রোতাদের মনে ও তাদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির অন্তরে অন্ধ সংস্কারের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা। কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস সালামের এ জবাব তার সবকটি বিষ দাঁত ভেঙ্গে দিল যে, তারা যেরূপ থাকুন না কেন, তাঁরা নিজেদের কাজ তামাম করে আল্লাহর কাছে পৌছে গিয়েছেন, তাঁদের প্রতিটি গতি ও তৎপরতা এবং তারা যে যে প্রেরণাবশে কাজ করেছিলেন আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি জিনিসের জ্ঞান রাখেন। তাঁদের সাথে কিরূপ ব্যবহার আল্লাহ তাআলা করবেন তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

১১. কালামের বিন্যাস থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, 'না ভুলিয়া যান' পর্যন্ত হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জবাব শেষ হয়ে গেছে। তারপর ৫৫ আয়াত পর্যন্ত সমগ্র ভাষণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা ও উপদেশ হিসাবে এরশাদ করা হয়েছে।

১২. ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল—যদি একবার যাদুকরদের লাঠি ও রশিকে সাপে পরিণত করে দেখানো যায়, তবে মূসার অলৌকিক ক্রিয়ায় যে প্রভাব মানুষের অন্তরকে প্রভাবিত করেছে তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যাবে। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিজের পক্ষ থেকে এ ছিল এক অপূর্ব সুযোগ। তিনি বললেন—পৃথকভাবে আবার একটি দিন ও স্থান নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন কি ? উৎসবের দিন তো নিকটবর্তী। সেদিন সমগ্র দেশের লোকেরা তো রাজধানীতে এসে সমবেত হবে। অতএব ঐ মেলার ময়দানেই মোকাবিলা অনুষ্ঠিত হোক যাতে সারা দেশের লোক তা দেখতে পারে এবং সময়ও ঠিক করা হোক দিবসের পূর্ণ আলোকে, যাতে লোকের মনে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

৬১. মূসা (যথা সময় প্রতিপক্ষ দলকে সম্বোধন করে) বললো, "দুর্ভাগ্যপীড়িতরা ! আল্লাহর প্রতি[১৩] মিথ্যা অপবাদ দিয়ো না, অন্যথায় তিনি কঠিন আযাব দিয়ে তোমাদের ধ্বংস করে দেবেন। যে-ই মিথ্যা রটনা করেছে সে-ই ব্যর্থ হয়েছে।"

৬২. একথা শুনে তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেলো এবং তারা চুপিচুপি পরামর্শ করতে লাগলো।[১৪]

৬৩. শেষে কিছু লোক বললো, "এরা দুজন তো নিছক যাদুকর, নিজেদের যাদুর জোরে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে উৎখাত করা এবং তোমাদের আদর্শ জীবন যাপন পদ্ধতি ধ্বংস করে দেয়াই এদের উদ্দেশ্য।

৬৪. আজ নিজেদের সমস্ত কলাকৌশল একত্র করে নাও এবং একজোট হয়ে ময়দানে এসো। ব্যস, জেনে রাখো, আজকে যে প্রাধান্য লাভ করবে সেই জিতে গেছে।"

৬৫. যাদুকররা বললো, "হে মূসা! তুমি নিক্ষেপ করবে, না কি আমরাই আগে নিক্ষেপ করবো ?"

৬৬. মূসা বললো, "না, তোমরাই নিক্ষেপ করো।" অকস্মাত তাদের যাদুর প্রভাবে তাদের দড়িদড়া ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে, বলে মূসার মনে হতে লাগলো

৬৭. এবং মূসার মনে ভীতির সঞ্চার হলো।[১৫]

৬৮. আমি বললাম, "ভয় পেয়ো না, তুমিই প্রাধান্য লাভ করবে।

৬৯. ছুঁড়ে দাও তোমার হাতে যাকিছু আছে, এখনি এদের সব বানোয়াট জিনিসগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে, এরা যাকিছু বানিয়ে এনেছে এতো যাদুকরের প্রতারণা এবং যাদুকর যেভাবেই আসুক না কেন কখনো সফল হতে পারে না।"

قَالَ لَهُمْ مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ﴿٦١﴾

فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ ﴿٦٢﴾

قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ﴿٦٣﴾

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ﴿٦٤﴾

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾

قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾

১৩. অর্থাৎ এ মুজিযাকে যাদু ও এ জিনিসের প্রদর্শনকারীকে মিথ্যাবাদী যাদুকর বলে অভিহিত করো না।

১৪. এর দ্বারা বুঝা যায়, তারা তাদের অন্তরের মধ্যে নিজেদের দুর্বলতা নিজেরা উপলব্ধি করছিল। তারা একথা জানতো যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের দরবারে যাকিছু দেখিয়েছিলেন তা যাদু ছিল না। তারা প্রথম থেকেই এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভয়ে ভয়ে ইতস্তত সাথেই এসেছিল। এবং যখন ঠিক মোকাবিলার সময়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সতর্ক করেন তখন তাদের সংকল্প অকস্মাৎ বিচলিত হয়ে যায়। তাদের মতপার্থক্য সম্ভবত এ বিষয়ে হয়েছিল যে—বৃহৎ উৎসবের দিন যখন সারা দেশের লোক একত্রিত হবে উন্মুক্ত ময়দানে দিনের পূর্ণ আলোকে এ মোকাবিলা করা ঠিক হবে কিনা ? যদি এখানে আমরা পরাজিত হই এবং সারা দেশের লোকের সামনে যাদু আর মুজিযার (সত্যিকারের অলৌকিক ক্রিয়ার) পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায় তবে আর কোনো রকমের কথা বানিয়ে অবস্থা সামলানো যাবে না।

১৫. অর্থাৎ যখনই হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জবান থেকে 'নিক্ষেপ কর'-এ কথাটি নির্গত হলো, তখনই যাদুকরেরা একযোগে তাদের লাঠি ও দড়িগুলো তাঁর দিকে নিক্ষেপ করে এবং অকস্মাৎ মূসা আলাইহিস সালাম দেখতে পেলেন যে, শত শত সাপ তীব্র গতিতে তাঁর দিকে ছুটে আসছে। এ দৃশ্য দেখে যদি মূসা আলাইহিস সালাম নিজের মধ্যে হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যে ভীতি অনুভব করে থাকেন তবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মানুষ সর্বাবস্থায় মানুষই বটে, হোক না কেন তিনি নবী ! তিনি মানবীয় প্রকৃতির উর্ধে হতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে একথা উল্লেখযোগ্য যে কুরআন মজীদ

٧٠ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ○

৭০. শেষ পর্যন্ত এই হলো যে, সমস্ত যাদুকরকে সিজদাবনত করে দেয়া হলো[১৬] এবং তারা বলে উঠলো ঃ "আমরা মেনে নিলাম হারুন ও মূসার রবকে।"

٧١ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ؕ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۫ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ○

৭১. ফেরাউন বললো, "তোমরা ঈমান আনলে, আমি তোমাদের অনুমতি দেবার আগেই ? দেখছি, এ তোমাদের গুরু, এ-ই তোমাদের যাদুবিদ্যা শিখিয়েছিল। এখন আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কাটাচ্ছি এবং খেজুর গাছের কাণ্ডে তোমাদের শূলিবিদ্ধ করছি এরপর তোমরা জানতে পারবে আমাদের দু'জনের মধ্যে কার শাস্তি বেশী কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী।" (অর্থাৎ আমি না মূসা, কে তোমাদের বেশী কঠিন শাস্তি দিতে পারে।)

٧٢ قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ؕ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○

৭২. যাদুকররা জবাব দিল, "সেই সত্তার কসম! যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, উজ্জ্বল সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সামনে এসে যাওয়ার পরও আমরা (সত্যের ওপর) তোমাকে প্রাধান্য দেবো, এটা কখনো হতে পারে না। তুমি যা কিছু করতে চাও করো। তুমি বড়জোর এ দুনিয়ার জীবনের ফায়সালা করতে পারো।

٧٣ اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○

৭৩. আমরা তো আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো মাফ করে দেন এবং এ যাদুবৃত্তিকেও ক্ষমা করে দেন, যা করতে তুমি আমাদের বাধ্য করেছিলে। আল্লাহই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই স্থায়িত্ব লাভকারী।"

٧٤ اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ؕ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ○

৭৪. প্রকৃতপক্ষে[১৭] যে ব্যক্তি অপরাধী হয়ে নিজের রবের সামনে হাযির হবে তার জন্য আছে জাহান্নাম, যার মধ্যে সে না জীবিত থাকবে, না মরবে।

٧٥ وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ○

৭৫. আর যারা তার সামনে মুমিন হিসেবে সৎকাজ করে হাযির হবে তাদের জন্য রয়েছে সুমহান মর্যাদা,

٧٦ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ○

৭৬. চির হরিৎ উদ্যান, যার পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদী, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ হচ্ছে পুরস্কার সেই ব্যক্তির যে পবিত্রতা অবলম্বন করে।

এ বিষয়ের সত্যতার স্বীকৃতি দান করছে যে সাধারণ মানুষের ন্যায় একজন নবীও যাদু দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যদি যাদু তার নবুয়্যাতের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না কিন্তু তাঁর মানবীয় ক্ষমতা ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এর দ্বারা সেইসব লোকদের ধারণার ভ্রান্তি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যাঁরা হাদীসসমূহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যাদুর প্রভাব সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো পাঠ করে মাত্র ঐ বর্ণনাগুলোই মিথ্যা বলেন না বরং আরও এগিয়ে গিয়ে সমগ্র হাদীস শাস্ত্রকেই অবিশ্বাস্য বলে গণ্য করতে শুরু করেন।

১৬. অর্থাৎ যখন তারা মূসা আলাইহিস সালামের লাঠির ক্রিয়াকাণ্ড দেখলো তখন তাদের তৎক্ষণাৎই এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, নিশ্চিত এ মুজিযা—সত্যিকারের অলৌকিক ক্রিয়া ; তাদের বিদ্যার জিনিস নয়। সে জন্যে তারা হঠাৎ এমনভাবে স্বতঃই সিজদায় পতিত হয়ে গেলো যেন কেউ তাদেরকে ধরে ধরে ভূলুণ্ঠিত করে দিলো।

১৭. যাদুকরদের কথার উপর বৃদ্ধি করে আল্লাহ তাআলা একথা বলেছেন। কথার ধরন দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, একথা যাদুকরদের কথার অংশ নয়।

রুকু' ঃ ৪

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٧﴾

৭৭. আমি[১৮] মূসার কাছে অহী পাঠালাম যে, এবার রাতারাতি আমার বান্দাদের নিয়ে বের হয়ে পড়ো এবং তাদের জন্য সাগরের বুকে শুকনা সড়ক বানিয়ে নাও। কেউ তোমাদের পিছু নেয় কিনা সে ব্যাপারে একটুও ভয় করো না এবং (সাগরের মাঝখান দিয়ে পার হতে গিয়ে) শংকিত হয়ো না।

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾

৭৮. পিছন থেকে ফেরাউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে পৌঁছলো এবং তৎক্ষণাত সমুদ্র তাদের ওপর ছেয়ে গেলো যেমন ছেয়ে যাওয়া সমীচীন ছিল।

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿٧٩﴾

৭৯. ফেরাউন তার জাতিকে পথভ্রষ্ট করেছিল, কোনো সঠিক পথ দেখায়নি।

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ﴿٨٠﴾

৮০. হে বনী ইসরাঈল![১৯] আমি তোমাদের শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছি এবং তূরের ডান পাশে তোমাদের উপস্থিতির জন্য সময় নির্ধারণ করেছি আর তোমাদের প্রতি মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করেছি।

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾

৮১. খাও আমার দেয়া পবিত্র রিযিক এবং তা খেয়ে সীমালংঘন করো না, অন্যথায় তোমাদের ওপর আমার গযব আপতিত হবে। আর যার ওপর আমার গযব আপতিত হয়েছে তার পতন অবধারিত।

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾

৮২. তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারপর সোজা-সঠিক পথে চলতে থাকে তার জন্য আমি অনেক বেশী ক্ষমাশীল।

وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٨٣﴾

৮৩. আর কোন্ জিনিসটি তোমাকে তোমার সম্প্রদায়ের আগে নিয়ে এলো হে মূসা ?[২০]

قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾

৮৪. সে বললো, "তারা তো ব্যস আমার পেছনে এসেই যাচ্ছে। আমি দ্রুত তোমার সামনে এসে গেছি হে আমার রব! যাতে তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।"

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾

৮৫. তিনি বললেন, "ভালো কথা, তাহলে শোনো, আমি তোমার পেছনে তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছি এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।"[২১]

১৮. মিশরে দীর্ঘ অবস্থানকালে যেসব অবস্থা ঘটেছিল তার বিবরণ মাঝখানে ত্যাগ করে এখন সেই সময়ের ঘটনার বর্ণনা শুরু করা হয়েছে যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে আদেশ দেয়া হয়েছিল যে, বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে মিশর ত্যাগ করে চলে যাও।

১৯. সমুদ্র পার হওয়া থেকে সিনাই পর্বতের পাশ্বদেশে পৌঁছানো পর্যন্ত কাহিনীর বিবরণ মাঝখানে ত্যাগ করা হয়েছে। এর বিবরণ সূরা আরাফের ১৬-১৭ রুকু'তে বর্ণিত হয়েছে।

২০. এখন সেই সময়কার বর্ণনা শুরু হচ্ছে যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তূর পর্বতের পার্শ্বদেশে বনী ইসরাঈলকে ত্যাগ করে শরীয়াতের নির্দেশাবলী গ্রহণের জন্যে তূর পর্বতের উপর চলে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশ হতে জানা যাচ্ছে যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নিজ কওমকে পথে ত্যাগ করে আপন প্রভুর সাক্ষাতের উৎসাহ ও প্রেরণায় অগ্রে চলে গিয়েছিলেন।

٨٦ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ○

৮৬. ভীষণ ক্রোধ ও মর্মজ্বালা নিয়ে মূসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলো। সে বললো, "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমাদের রব কি তোমাদের সাথে ভালো ভালো ওয়াদা করেননি ?[২২] তোমাদের কি দিনগুলো দীর্ঘতর মনে হয়েছে ? অথবা তোমরা নিজেদের রবের গযবই নিজেদের উপর আনতে চাচ্ছিলে, যে কারণে তোমরা আমার সাথে ওয়াদা ভংগ করলে ?"

٨٧ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ○

৮৭. তারা জবাব দিল, "আমরা স্বেচ্ছায় আপনার সাথে ওয়াদা ভংগ করিনি। ব্যাপার হলো, লোকদের অলংকারের বোঝায় আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং আমরা স্রেফ সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম।"[২৩] —তারপর[২৪] এভাবে সামেরীও কিছু ছুঁড়ে ফেললো।

٨٨ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ○

৮৮. এবং তাদের জন্য একটি বাছুরের মূর্তি বানিয়ে নিয়ে এলো, যার মধ্য থেকে গরুর মতো আওয়াজ বের হতো। লোকেরা বলে উঠলো, "এ-ই তোমাদের ইলাহ এবং মূসারও ইলাহ, মূসা একে ভুলে গিয়েছে।"

٨٩ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ○

৮৯. তারা কি দেখছিল না যে, সে তাদের কথারও জবাব দেয় না এবং তাদের উপকার ও ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতাও রাখে না ?

রুকূ' ঃ ৫

٩٠ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ○

৯০. (মূসার আসার) আগেই হারুন তাদেরকে বলেছিল, "হে লোকেরা! এর কারণে তোমরা পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়েছো। তোমাদের রব তো করুণাময়, কাজেই তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার কথা মেনে নাও।"

٩١ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ○

৯১. কিন্তু তারা তাকে বলে দিল, "মূসার না আসা পর্যন্ত আমরা তো এরই পূজা করতে থাকবো।"

---

২১. অর্থাৎ সোনার গো-বৎস নির্মাণ করে তাদেরকে তার পূজা-উপাসনায় রত করালো।

২২. অর্থাৎ আজ পর্যন্ত তোমাদের রব তোমাদের সাথে কল্যাণের যত কিছু প্রতিশ্রুতি দান করেছেন সে সব কিছুই তোমরা লাভ করে আসছো। তোমাদেরকে মিশর হতে কল্যাণের সাথেই তিনি বহির্গত করেছিলেন, তোমাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তোমাদের জন্যে এ প্রান্তর ও পার্বত্য এলাকায় ছায়া ও জীবিকার বন্দোবস্ত করেছিলেন। এ সমস্ত উত্তম প্রতিশ্রুতি কি পূর্ণ হয়নি ? তোমাদের জন্যে শরীয়াত ও হেদায়াতনামা দানের যে ওয়াদা তিনি করেছিলেন, তা কি কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতিশ্রুতি ছিল না ?

২৩. যারা সামেরীর ফেতনাতে পড়েছিল এ ছিল তাদের ওযর। তারা বলতে চেয়েছিল ঃ আমরা মাত্র অলংকারগুলো নিক্ষেপ করেছিলাম; আমাদের মনে গো-বৎস বানানোর কোনো সংকল্পই ছিল না এবং আমরা জানতামও না যে কি জিনিস নির্মিত হতে চলেছে। তারপর যা ঘটলো তা এমনই ছিল যে, তা দেখে আমরা বে-এখতিয়ার শেরেকে রত হয়ে গেলাম।

২৪. এখান থেকে ৯১ আয়াতের শেষ পর্যন্ত কালামের উপর চিন্তা করলে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে—কওমের উত্তর "ছুড়িয়া দিয়াছিলাম" পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। তার পরের বিবরণ আল্লাহ তাআলার নিজের বক্তব্য।

قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ۙ﴿۹۲﴾

اَلَّا تَتَّبِعَنِ ؕ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿۹۳﴾

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ﴿۹۴﴾

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ﴿۹۵﴾

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ﴿۹۶﴾

قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۪ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ؕ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿۹۷﴾

৯২. মূসা (তার সম্প্রদায়কে ধমকাবার পর হারুনের দিকে ফিরে) বললো, হে হারুন! তুমি যখন দেখলে এরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন আমার পথে চলা থেকে কিসে তোমাকে বিরত রেখেছিল ?

৯৩. তুমি কি আমার হুকুম অমান্য করেছো ?[২৫]

৯৪. হারুন জবাব দিল, "হে আমার সহোদর ভাই! আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরে টেনো না। আমার আশংকা ছিল, তুমি এসে বলবে যে, তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো এবং আমার কথা রক্ষা করোনি।"[২৬]

৯৫. মূসা বললো, "আর হে সামেরী তোমার কি ব্যাপার ?"

৯৬. সে জবাব দিল, "আমি এমন জিনিস দেখেছি যা এরা দেখেনি, কাজেই আমি রসূলের পদাংক থেকে এক মুঠো তুলে নিয়েছি এবং তা নিক্ষেপ করেছি, আমার মন আমাকে এমনি ধারাই কিছু বুঝিয়েছে।"[২৭]

৯৭. মূসা বললো, "বেশ, তুই দূর হয়ে যা, এখন জীবনভর তুই শুধু একথাই বলতে থাকবি, 'আমাকে ছুঁয়ো না।"[২৮] আর তোর জন্য জবাবদিহির একটি সময় নির্ধারিত রয়েছে যা কখনোই তোর থেকে দূরে সরে যাবে না। আর দেখ, তোর এ ইলাহর প্রতি, যার পূজায় তুই মত্ত ছিলি, এখন আমরা তাকে জ্বালিয়ে দেবো এবং তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলো সাগরে ভাসিয়ে দেবো।

২৫. আদেশের অর্থ—সেই আদেশ যা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নিজে পর্বতের উপর যাওয়ার সময় ও নিজস্থলে হযরত হারুন আলাইহিস সালামকে বনী ইসরাঈলের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করার সময় দিয়েছিলেন। সূরা আল আরাফের ১৪২ আয়াতে একথা উল্লেখিত হয়েছে যে—হযরত মূসা আ. যাওয়ার সময় নিজ ভাই হারুন আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে—তুমি আমার কওমের মধ্যে আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ করো এবং সতর্ক থেকো ঃ সংস্কার-সংশোধনের কাজ করবে, যেন বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পন্থা অনুসরণ করো না।

২৬. হযরত হারুনের জবাবের মর্ম কখনও এ নয় যে—জাতির একতাবদ্ধ থাকা তার সঠিক পথ অনুসরণ করা থেকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং একতা যদিও তা শেরেকের পথেও হয় তবুও বিচ্ছিন্নতা অপেক্ষা উত্তম। কেউ যদি এ আয়াতের এরূপ অর্থ গ্রহণ করে তবে কুরআন মজীদ থেকে হেদায়াতের পরিবর্তে সে গোমরাহই অর্জন করবে। হযরত হারুন আলাইহিস সালামের পূর্ণ কথা বুঝার জন্যে এ আয়াতকে সূরা আরাফের ১৫০ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পাঠ করতে হবে। সেখানে হযরত হারুন আলাইহিস সালাম বলেছেন—"আমার মায়ের পুত্র! এ লোকেরা আমাকে দাবিয়ে দিয়েছিল এবং তারা আমাকে মেরে ফেলার উপক্রম করলো। তাই বলি, তুমি আমার উপর লোকের হাসবার সুযোগ দিওনা ও আমাকে এ জালেমদের দলভুক্ত গণ্য করো না।" এর দ্বারা প্রকৃত ঘটনার এ চিত্র আমরা দেখতে পাই যে, হযরত হারুন আলাইহিস সালাম লোকদের এ ভ্রষ্টতা থেকে বিরত রাখার পূর্ণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাঁর বিরুদ্ধে এক ফ্যাসাদ খাড়া করে দিল এবং তাঁকে হত্যা করে ফেলতে উদ্যত হলো। অগত্যা তিনি এ আশংকায় চুপ হয়ে গেলেন যে, পাছে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের আসার পূর্বেই এখানে গৃহযুদ্ধ না শুরু হয়ে যায়! এবং তিনি পরে এসে এ অভিযোগ না করেন যে—তুমি যদি অবস্থা আয়ত্বে না আনতে পেরেছিলে তবে তুমি অবস্থাকে এতদূর পর্যন্ত গড়াতে দিয়েছিলে কেন? আমার আসার জন্যে অপেক্ষা করনি কেন ?

২৭. এখানে 'রসূল' অর্থ সম্ভবত খোদ হযরত মূসা আলাইহিস সালাম। সামেরী এক প্রতারক ধূর্ত ব্যক্তি ছিল। সে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে নিজের প্রতারণার জালে ফাঁসাতে চেয়েছিল এবং তাঁকে বলেছিল যে—হযরত, এ আপনারই পদধূলির বরকত। আমি যখন আপনার পদধূলি গলিত সোনার মধ্যে নিক্ষেপ করলাম তখন তা থেকে এ শানওয়ালা মহিমাযুক্ত বৎস বহির্গত হয়ে পড়লো।

২৮. অর্থাৎ মাত্র এটুকুই নয় যে জীবনভর সমাজের সাথে তার সংযোগ-সম্বন্ধ ছিন্ন করে দেয়া হলো ও তাকে অস্পৃশ্য বানিয়ে ছাড়া হলো। বরং এ দায়িত্বও তার নিজের উপর চাপানো হলো যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে আপন অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে অবগত করাবে ও দূর থেকেই লোকদেরকে সতর্ক করে দেবে যে, 'আমি অস্পৃশ্য, আমাকে স্পর্শ করো না।'

৯৮. হে লোকেরা ! এক আল্লাহই তোমাদের ইলাহ, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই, প্রত্যেক জিনিসের ওপর তাঁর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত।"

إِنَّمَآ إِلَٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

৯৯. হে মুহাম্মাদ! এভাবে আমি অতীতে যা ঘটে গেছে তার অবস্থা তোমাকে শুনাই এবং আমি বিশেষ করে নিজের কাছ থেকে তোমাকে একটি 'যিকির' (উপদেশ-মালা) দান করেছি।

كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا

১০০. যে ব্যক্তি এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে কিয়ামতের দিন কঠিন গোনাহের বোঝা উঠাবে।

مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وِزْرًا

১০১. আর এ ধরনের লোকেরা চিরকাল এ দুর্ভাগ্য পীড়িত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য (এ অপরাধের দায়ভার) বড়ই কষ্টকর বোঝা হবে।

خَٰلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ حِمْلًا

১০২. সেদিন যখন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে এবং আমি অপরাধীদেরকে এমনভাবে ঘেরাও করে আনবো যে, তাদের চোখ (আতংকে) দৃষ্টিহীন হয়ে যাবে।

يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا

১০৩. তারা পরস্পর চুপিচুপি বলাবলি করবে, দুনিয়ায় বড়জোর তোমরা দশটা দিন অতিবাহিত করেছো।

يَتَخَٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا

১০৪.—আমি ভালোভাবেই জানি তারা কিসব কথা বলবে, (আমি এও জানি) সে সময় তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী সতর্ক অনুমানকারী হবে সে বলবে, না, তোমাদের দুনিয়ার জীবনতো মাত্র একদিনের জীবন ছিল।

نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا

রুকূ' ঃ ৬

১০৫.—এ লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, সেদিন এ পাহাড়গুলো কোথায় চলে যাবে ? বলো, আমার রব তাদেরকে ধূলি বানিয়ে উড়িয়ে দেবেন

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا

১০৬. এবং যমীনকে এমন সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেবেন যে,

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا

১০৭. তার মধ্যে তোমরা কোনো উঁচু নিচু ও ভাঁজ দেখতে পাবে না।

لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا

১০৮.—সেদিন সবাই নকীবের আহ্বানে সোজা চলে আসবে, কেউ সামান্য দর্পিত ভংগীর প্রকাশ ঘটাতে পারবে না এবং করুণাময়ের সামনে সমস্ত আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে, মৃদু খস্খস্ শব্দ ছাড়া তুমি কিছুই শুনবে না।

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُۥ ۖ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا

১০৯. সেদিন সুপারিশ কার্যকর হবে না, তবে যদি করুণাময় কাউকে অনুমতি দেন এবং তার কথা শুনতে পসন্দ করেন।

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَوْلًا

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًا ﴿١١٠﴾

১১০.—তিনি লোকদের সামনের পেছনের সব অবস্থা জানেন এবং অন্যেরা এর পুরো জ্ঞান রাখে না।

وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾

১১১.—লোকদের মাথা চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠিত সত্তার সামনে ঝুঁকে পড়বে, সে সময় যে যুলুমের গোনাহের ভার বহন করবে সে ব্যর্থ হবে।

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾

১১২. আর যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে এবং সেই সাথে সে মুমিনও হবে তার প্রতি কোনো যুলুম বা অধিকার হরণের আশংকা নেই।

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

১১৩. আর হে মুহাম্মাদ! এভাবে আমি একে আরবী কুরআন বানিয়ে নাযিল করেছি[২৯] এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সতর্কবাণী করেছি হয়তো এরা বক্রতা থেকে বাঁচবে বা এদের মধ্যে এর বদৌলতে কিছু সচেতনতার নিদর্শন ফুটে উঠবে।

فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا ﴿١١٤﴾

১১৪. কাজেই প্রকৃত বাদশাহ[৩০] আল্লাহ হচ্ছেন উন্নত ও মহান। আর দেখো, কুরআন পড়ার ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করো না যতক্ষণ না তোমার প্রতি তার অহী পূর্ণ হয়ে যায় এবং দোয়া করো,হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে আরো জ্ঞান দাও।[৩১]

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

১১৫. আমি এর আগে আদমকে একটি হুকুম দিয়েছিলাম কিন্তু সে ভুলে গিয়েছে এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ় সংকল্প পাইনি।[৩২]

রুকূ’ ঃ ৭

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿١١٦﴾

১১৬. স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমকে সিজদা করো, তারা সবাই সিজদা করলো কিন্তু একমাত্র ইবলীস অস্বীকার করে বসলো।

فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ ﴿١١٧﴾

১১৭. এ ঘটনায় আমি আদমকে বললাম, দেখো, এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, এমন যেন না হয় যে, এ তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দেয় এবং তোমরা বিপদে পড়ে যাও।

২৯. অর্থাৎ এরূপ বিষয়বস্তু শিক্ষা ও উপদেশাবলীতে পূর্ণ ! এর ইংগিত সেই সকল বিষয়বস্তুরই প্রতি যা পবিত্র কুরআন করীমে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩০. এ প্রকারের বাক্যাংশে কুরআনের একটি ভাষণের সমাপ্তিতে সাধারণত এরশাদ করা হয়ে থাকে ! উদ্দেশ্য, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও স্তুতি দ্বারা ভাষণের সমাপ্তি ঘটানো। বর্ণনার ধরন ও পূর্বাপর প্রসংগ সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, এখানে একটি ভাষণ সমাপ্ত হয়েছে এবং ‘ওয়ালাকাদ আহিদনা ইলা আদামা’ থেকে দ্বিতীয় ভাষণ শুরু হয়েছে।

৩১. এ শব্দগুলো থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যাদেশ বাণী লাভ করার সময় সেগুলো স্মরণ করে নেয়ার জন্যে ও মুখে উচ্চারণ করার জন্যে চেষ্টা করে থাকবেন যার জন্যে সম্ভবত বাণী শ্রবণের দিকে মনোযোগ পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হচ্ছিল না। এ অবস্থা দৃষ্টে তাঁকে হেদায়াত দেয়া হয় যে, তিনি যেন অহী নাযিল হওয়ার সময় তা স্মরণ করার চেষ্টা না করেন!

৩২. মনে হয় পরে আদম আলাইহিস সালাম দ্বারা এ আদেশ ভংগের যে ঘটনা ঘটেছিল, তা জেনে বুঝে অবাধ্যতার কারণে ঘটেনি, বরং গাফিলতি ও বিস্মৃত হওয়ার কারণে ও সংকল্পের দুর্বলতায় পতিত হওয়ার জন্য ঘটেছিল।

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝

১১৮. এখানে তো তুমি এ সুবিধে পাচ্ছো যে, তুমি না অভুক্ত ও উলংগ থাকছো

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ۝

১১৯. এবং না পিপাসার্ত ও রৌদ্রক্লান্ত হচ্ছো।

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَٰنُ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ ۝

১২০. কিন্তু শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বলতে থাকলো, "হে আদম! তোমাকে কি এমন গাছের কথা বলে দেবো যা থেকে অনন্ত জীবন ও অক্ষয় রাজ্য লাভ করা যায় ?"

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ۝

১২১. শেষ পর্যন্ত দুজন (স্বামী-স্ত্রী) সে গাছের ফল খেয়ে বসলো। ফলে তখনই তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং দু'জনাই জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেকে ঢাকতে লাগলো।[৩৩] আদম নিজের রবের নাফরমানী করলো এবং সে সঠিক পথ থেকে সরে গেল।

ثُمَّ اجْتَبَٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۝

১২২. তারপর তার রব তাকে নির্বাচিত করলেন, তার তাওবা কবুল করলেন এবং তাকে পথনির্দেশনা দান করলেন।[৩৪]

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ۝

১২৩. আর বললেন, "তোমরা (উভয় পক্ষ অর্থাৎ মানুষ ও শয়তান) এখান থেকে নেমে যাও, তোমরা পরস্পরের শত্রু থাকবে। এখন যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো নির্দেশনামা পৌছে যায় তাহলে যে ব্যক্তি আমার সেই নির্দেশ মেনে চলবে সে বিভ্রান্তও হবে না, দুর্ভাগ্য পীড়িতও হবে না।

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ ۝

১২৪. আর যে ব্যক্তি আমার 'যিকির' (উপদেশমালা) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জন্য হবে দুনিয়ায় সংকীর্ণ জীবন[৩৫] এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে উঠাবো অন্ধ করে।"

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا

১২৫.—সে বলবে, "হে আমার রব! দুনিয়ায় তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম কিন্তু এখানে আমাকে অন্ধ করে উঠালে কেন ?"

৩৩. অন্য কথায় নাফরমানী ঘটতেই সেই সমস্ত সুখ-শান্তির উপকরণ তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হলো যেগুলো সরকারী ব্যবস্থাপনায় তাঁকে দান করা হতো। এবং সরকারী পোশাক ছিনিয়ে নেয়ার মধ্য দিয়ে এর প্রথম প্রকাশ ঘটে। খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থান থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপার তো পরবর্তী পর্যায়ে ঘটার ছিল।

৩৪. অর্থাৎ শয়তানের মতো দরবার থেকে লাঞ্ছিতভাবে বিতাড়িত করেননি বরং যখন তিনি লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করেছিলেন তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে করুণা ও অনুগ্রহমূলক ব্যবহার করেন।

৩৫. পৃথিবীতে জীবন সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তার আর্থিক অসচ্ছলতা ঘটবে, বরং এর অর্থ হচ্ছে এখানে তার শান্তি ও স্বস্তি মিলবে না। সে কোটিপতি হলেও অস্বস্তি ও অশান্তিতে তার জীবন কাটবে। সপ্তরাজ্যের বাদশাহ হলেও অশান্তি ও অস্বস্তি থেকে তার মুক্তি সম্ভব হবে না। তার দুনিয়ার সাফল্য যা ঘটবে তা হাজার রকমের অবৈধ চেষ্টা তদবিরের ফলে ঘটবে। সে কারণে তার বিবেক থেকে শুরু করে তার চারদিকের সমগ্র পরিবেশের প্রতিটি জিনিসের সাথে তার এক অবিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম লেগে থাকবে। আর এ কারণে শান্তি, নিরাপত্তা ও প্রকৃত নির্মল আনন্দ লাভ তার ভাগ্যে কখনও ঘটবে না।

১২৬. আল্লাহ বলবেন, "হ্যাঁ, এভাবেই তো। আমার আয়াত যখন তোমার কাছে এসেছিল, তুমি তাকে ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে।"

قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ۝

১২৭.—এভাবেই আমি সীমালংঘনকারী এবং নিজের রবের আয়াত অমান্যকারীকে (দুনিয়ায়) প্রতিফল দিয়ে থাকি এবং আখেরাতের আযাব বেশী কঠিন এবং বেশীক্ষণ স্থায়ী।

وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ۝

১২৮. তাহলে কি এদের (ইতিহাসের এ শিক্ষা থেকে) কোনো পথনির্দেশ মেলেনি যে, এদের পূর্বে আমি কত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) বসতিগুলোতে আজ এরা চলাফেরা করে? আসলে যারা ভারসাম্যপূর্ণ বুদ্ধি-বিবেকের অধিকারী তাদের জন্য রয়েছে এর মধ্যে বহু নিদর্শন।

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ ۝

রুকূ' ঃ ৮

১২৯. যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে আগেই একটি সিদ্ধান্ত না করে দেয়া হতো এবং অবকাশের একটি সময়সীমা নির্ধারিত না করা হতো, তাহলে অবশ্যি এরও ফায়সালা চুকিয়ে দেয়া হতো।

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى ۝

১৩০. কাজেই হে মুহাম্মদ! এরা যেসব কথা বলে তাতে সবর করো এবং নিজের রবের প্রশংসা ও গুণগান সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সূর্য উদয়ের আগে ও তার অস্ত যাবার আগে, আর রাত্রিকালেও প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং দিনের প্রান্তগুলোতেও।[৩৬] হয়তো এতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।[৩৭]

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝

১৩১. আর চোখ তুলেও তাকাবে না দুনিয়াবী জীবনের শান-শওকতের দিকে, যা আমি এদের মধ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের লোকদেরকে দিয়ে রেখেছি। এসব তো আমি এদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখি করার জন্য দিয়েছি এবং তোমার রবের দেয়া হালাল রিযিকই[৩৮] উত্তম ও অধিকতর স্থায়ী।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝

৩৬. হাম্‌দ ও সানা-প্রশংসা ও স্তুতির সাথে প্রভুর তাসবীহ—পবিত্রতা ও মহীমার অর্থ হচ্ছে নামায। নামাযের নির্দিষ্ট সময়গুলোর প্রতিও এখানে সুস্পষ্ট ইংগিত করে দেয়া হয়েছে। সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামায, সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামায এবং রাত্রিকালে এশা ও তাহাজ্জুদের নামায। আর দিবসের কিনারাসমূহ বলতে দিবসের তিনটি প্রান্তই হতে পারে—একটি প্রান্ত প্রত্যুষ, দ্বিতীয় ঃ দ্বিপ্রহর আর তৃতীয় প্রান্ত হচ্ছে ঃ সন্ধ্যা। সুতরাং দিবসের প্রান্তভাগসমূহ বলতে ফজর, যোহর ও মাগরিবেরই নামায বুঝায়।

৩৭. এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটা অর্থ হচ্ছে—তোমার মিশনের জন্যে তোমাকে নানা প্রকার দুঃসহ কথা সহ্য করতে হলেও তুমি তোমার বর্তমান অবস্থার উপর তুষ্ট থাকো। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে—তুমি এ কাজ কিছুটা করেই দেখ না এর ফল যাকিছু তুমি সামনে দেখতে পাবে তাতে তোমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হবে।

৩৮. 'রিয্‌ক'-এর তরজমা আমি 'হালাল জীবিকা' করেছি। কারণ আল্লাহ তাআলা কোথাও হারাম সম্পদকে প্রভুর 'রিয্‌ক' বলে অভিহিত করেননি।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى

১৩২. নিজের পরিবার পরিজনকে নামায পড়ার হুকুম দাও এবং নিজেও তা নিয়মিত পালন করতে থাকো। আমি তোমার কাছে কোনো রিযিক চাই না, রিযিক তো আমিই তোমাকে দিচ্ছি এবং শুভ পরিণাম তাকওয়ার জন্যই।

وَقَالُوْا لَوْلَا يَأْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُوْلٰى

১৩৩. তারা বলে, এ ব্যক্তি নিজের রবের পক্ষ থেকে কোনো নিশানী (মু'জিযা) আনে না কেন? আর এদের কাছে কি আগের সহীফাগুলোর সমস্ত শিক্ষার সুস্পষ্ট বর্ণনা এসে যায়নি?[৩৯]

وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى

১৩৪. যদি আমি তার আসার আগে এদেরকে কোনো আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিতাম তাহলে আবার এরাই বলতো, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের কাছে কোনো রাসূল পাঠাওনি কেন, যাতে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার আগেই তোমার আয়াত মেনে চলতাম?

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ أَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى

১৩৫. হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, সবাই কাজের পরিণামের প্রতীক্ষায় রয়েছে। কাজেই এখন প্রতিক্ষারত থাকো। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, কারা সোজা-সঠিক পথ অবলম্বনকারী এবং কারা সৎপথ পেয়ে গেছে।

৩৯. অর্থাৎ এটা কি একটা কোনো সামান্য মুজিযা যে তাঁদেরই মধ্যকার একটি নিরক্ষর ব্যক্তি এমন এক গ্রন্থ পেশ করেছেন যার মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত আসমানী কিতাবের বিষয়বস্তু ও শিক্ষার নির্যাস নির্গত করে ভরে দেয়া হয়েছে। মানুষের হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জন্যে যে সমস্ত গ্রন্থে যা কিছু ছিল তার সবকিছু তার মধ্যে মাত্র একত্রিতই করে দেয়া হয়নি বরং সে সমস্তকে এরূপ খুলে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, প্রান্তরবাসী বেদুইন পর্যন্ত তা বুঝে নিয়ে তার থেকে উপকৃত হতে সমর্থ হবে।

সূরা আল আম্বিয়া

২১

নামকরণ

কোনো বিশেষ আয়াত থেকে এ সূরার নাম গৃহীত হয়নি। এর মধ্যে যেহেতু ধারাবাহিকভাবে বহু নবীর কথা আলোচিত হয়েছে তাই এর নাম রাখা হয়েছে "আল আম্বিয়া"। এটাও সূরার বিষয়বস্তু ভিত্তিক শিরোনাম নয় বরং নিছক সূরা চিহ্নিত করার একটি আলামত মাত্র।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী উভয়ের দৃষ্টিতেই মনে হয় এর নাযিলের সময়-কাল ছিল মক্কী জীবনের মাঝামাঝি অর্থাৎ আমাদের বিভক্তিকরণের দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের তৃতীয় ভাগে। শেষ ভাগের সূরাগুলোর মধ্যে অবস্থার যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় এর পটভূমিতে তা ফুটে ওঠে না।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরাইশ সরদারদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলছিল এ সূরায় তা আলোচিত হয়েছে। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের দাবী এবং তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের দাওয়াতের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তি উত্থাপন করতো তার জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে তাঁর মোকাবিলায় যেসব কৌশল অবলম্বন করা হতো সেগুলোর বিরুদ্ধে হুমকি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তাদের অশুভ ফলাফল জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা যে ধরনের গাফলতি ও ঔদ্ধত্যের মনোভাব নিয়ে তাঁর দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করছিল সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। সবশেষে তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তিকে তোমরা নিজেদের জন্য দুঃখ ও বিপদ মনে করছো তিনি আসলে তোমাদের জন্য রহমত হয়ে এসেছেন।

ভাষণের মধ্যে বিশেষভাবে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে সেগুলো নিচে দেয়া হলো ঃ

এক ঃ মানুষ কখনো রসূল হতে পারে না, মক্কার কাফেরদের এ বিভ্রান্তি এবং এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূল মেনে নিতে অস্বীকার করাকে—বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে নিরসন ও খণ্ডন করা হয়েছে।

দুই ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ও কুরআনের বিরুদ্ধে তাদের বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী ধরনের আপত্তি উত্থাপন করা এবং কোনো একটি কথার ওপর অবিচল না থাকার—ওপর সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু অত্যন্ত জোরালো ও অর্থপূর্ণ পদ্ধতিতে পাকড়াও করা হয়েছে।

তিন ঃ তাদের ধারণা ছিল, জীবন নেহাতই একটি খেলা, কিছুদিন খেলা করার পর তাকে এমনিই খতম হয়ে যেতে হবে, এর কোনো ফল বা পরিণতি ভুগতে হবে না। কোনো প্রকার হিসেব নিকেশ এবং শাস্তি ও পুরস্কারের অবকাশ এখানে নেই।—যে ধরনের গাফলতি ও অবজ্ঞা সহকারে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছিল, ঐ ধারণাই যেহেতু তার মূল ছিল, তাই বড়ই হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে এর প্রতিকার করা হয়েছে।

চার ঃ শির্‌কের প্রতি তাদের অবিচল নিষ্ঠা এবং তাওহীদের বিরুদ্ধে অন্ধ বিদ্বেষ ছিল তাদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে বিরোধের মূল ভিত্তি। –এর সংশোধনের জন্য শির্‌কের বিরুদ্ধে ও তাওহীদের পক্ষে সংক্ষিপ্ত কিন্তু মোক্ষম ও চিত্তাকর্ষক যুক্তি প্রদান করা হয়েছে।

পাঁচ ঃ এ ভুল ধারণাও তাদের ছিল যে, নবীকে বারবার মিথ্যা বলা সত্ত্বেও যখন তাদের ওপর কোনো আযাব আসে না তখন নিশ্চয়ই নবী মিথ্যুক এবং তিনি আমাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আযাবের ভয় দেখান তা নিছক অন্তসারশূন্য হুমকি ছাড়া আর কিছুই নয়।–একে যুক্তি ও উপদেশ উভয় পদ্ধতিতে দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এরপর নবীগণের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী থেকে কতিপয় নজির পেশ করা হয়েছে। এগুলো থেকে একথা অনুধাবন করানোই উদ্দেশ্য যে, মানবেতিহাসের বিভিন্ন যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব নবী এসেছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন মানুষ।

নবুওয়াতের বিশিষ্ট গুণ বাদ দিলে অন্যান্য গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাঁরা দুনিয়ার অন্যান্য মানুষদের মতোই মানুষ ছিলেন। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের গুণাবলী এবং উলুহিয়াতের সামান্যতম গন্ধও তাদের মধ্যে ছিল না। বরং নিজেদের প্রত্যেকটি প্রয়োজনের জন্য তারা সবসময় আল্লাহর সামনে হাত পাততেন। এই সংগে একই ঐতিহাসিক নজির থেকে আরো দু'টি কথাও সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, নবীদের ওপর বিভিন্ন প্রকার বিপদ-আপদ এসেছে এবং তাঁদের বিরোধীরাও তাঁদেরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে তাঁদেরকে সাহায্য করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত সকল নবী একই দীনের অনুসারী ছিলেন এবং সেটি ছিল সেই দীন যেটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করছেন। এটিই মানব সম্প্রদায়ের আসল ধর্ম। বাদবাকি যতগুলো ধর্ম দুনিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো নিছক পথভ্রষ্ট মানুষদের বিভেদাত্মক প্ররোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সবশেষে বলা হয়েছে, এ দীনের অনুকরণ ও অনুসরণের ওপরই মানুষের নাজাত ও মুক্তি নির্ভরশীল। যারা এ দীন গ্রহণ করবে তারাই আল্লাহর শেষ আদালত থেকে সফলকাম হয়ে বের হয়ে আসবে এবং তারাই হবে এ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী। আর যারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে তারা আখেরাতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পরিণতির সম্মুখীন হবে। শেষ বিচারের সময় আসার আগেই আল্লাহ নিজের নবীর মাধ্যমে মানুষকে এ সত্য সম্পর্কে অবহিত করে চলছেন, এটি তাঁর বিরাট মেহেরবানী। এ অবস্থায় নবীর আগমনকে যারা নিজেদের জন্য রহমতের পরিবর্তে ধ্বংস মনে করে তারা অজ্ঞ ও মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়।

❐

আয়াত-১১২ ২১-সূরা আল আম্বিয়া-মাক্কী রুকূ'-৭

اياتها ١١٢ ٢١- سُوْرَةُ الْاَنْبِيَاءِ - مَكِّيَّةٌ ركوعاتها ٧

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১৭

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۚ

১. মানুষের হিসেব-নিকেশের সময় কাছে এসে গেছে, অথচ সে গাফলতির মধ্যে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আছে।

(٢) مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۙ

২. তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে যে উপদেশ আসে, তা তারা দ্বিধাগ্রস্তভাবে শোনে এবং খেলার মধ্যে ডুবে থাকে,

(٣) لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝

৩. তাদের মন (অন্য চিন্তায়) আচ্ছন্ন। আর যালেমরা পরস্পরের মধ্যে কানাকানি করে যে, "এ ব্যক্তি মূলত তোমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া আর কি, তাহলে কি তোমরা দেখে শুনে যাদুর ফাঁদে পড়বে ?"

(٤) قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۫ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

৪. রসূল বললো, আমার রব এমন প্রত্যেকটি কথা জানেন যা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে বলা হয়, তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।[১]

(٥) بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۢ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ۝

৫. তারা বলে, "বরং এসব বিক্ষিপ্ত স্বপ্ন, বরং এসব তার মনগড়া বরং এ ব্যক্তি কবি। নয়তো সে আনুক একটি নিদর্শন যেমন পূর্ববর্তীকালের নবীদেরকে পাঠানো হয়েছিল নিদর্শন সহকারে।"

(٦) مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝

৬. অথচ এদের আগে আমি যেসব জনবসতিকে ধ্বংস করেছি, তাদের কেউ ঈমান আনেনি। এখন কি এরা ঈমান আনবে ?

(٧) وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৭. আর হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বেও আমি মানুষদেরকেই রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম, যাদের কাছে আমি অহী পাঠাতাম। তোমরা যদি না জেনে থাকো তাহলে আহলে কিতাবদেরকে জিজ্ঞেস করো।

(٨) وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ۝

৮. সেই রসূলদেরকে আমি এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খেতো না এবং তারা চিরজীবিও ছিল না।

(٩) ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۝

৯. তারপর দেখে নাও আমি তাদের সাথে আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছি এবং তাদেরকে ও যাকে যাকে আমি চেয়েছি রক্ষা করেছি এবং সীমালংঘনকারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

(١٠) لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

১০. হে লোকেরা ! আমি তোমাদের প্রতি এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যার মধ্যে তোমাদেরই কথা আছে, তোমরা কি বুঝ না ?[২]

১. অর্থাৎ এ মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা ও কানাকানির এ অভিযানে রসূল কখনও এ ছাড়া কোনো জবাব দেননি যে, তোমরা যাকিছু কথা বানাচ্ছ তা আল্লাহ তাআলা শুনছেন ও জানছেন—তোমরা জোরে জোরে শব্দ করে তা বলো বা চুপে চুপে কানে কানেই বলো না কেন ! বিচার-বিবেচনাহীন দুষমনদের মোকাবিলায় রসূল কখনও তুর্কি-বতুর্কি উত্তর দিতে আরম্ভ করেননি।

রুকূ' ঃ ২

১১. কত অত্যাচারী জনবসতিকে আমি বিধ্বস্ত করে দিয়েছি এবং তাদের পর উঠিয়েছি অন্য জাতিকে।

১২. যখন তারা আমার আযাব অনুভব করলো, পালাতে লাগলো সেখান থেকে।

১৩. (বলা হলো) "পালিয়ো না, চলে যাও তোমাদের গৃহে ও ভোগ্য সামগ্রীর মধ্যে, যেগুলোর মধ্যে তোমরা আরাম করছিলে, হয়তো তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[৩]

১৪. বলতে লাগলো, "হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী ছিলাম।"

১৫. আর তারা এ আর্তনাদ করতেই থাকে যতক্ষণ আমি তাদেরকে কাটা শস্যে পরিণত না করি, জীবনের একটি স্ফুলিংগও তাদের মধ্যে থাকেনি।

১৬. এ আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যে যা কিছুই আছে এগুলো আমি খেলাচ্ছলে তৈরি করিনি।

১৭. যদি আমি কোনো খেলনা তৈরি করতে চাইতাম এবং এমনি ধরনের কিছু আমাকে করতে হতো তাহলে নিজেরই কাছ থেকে করে নিতাম।[৪]

১৮. কিন্তু আমি তো মিথ্যার ওপর সত্যের আঘাত হানি, যা মিথ্যার মাথা গুঁড়িয়ে দেয় এবং সে দেখতে দেখতে নিশ্চিহ্ন হয়। আর তোমাদের জন্য ধ্বংস! যেসব কথা তোমরা তৈরি করো সেগুলোর বদৌলতে।

১৯. পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যে সৃষ্টিই আছে তা আল্লাহরই। আর যে (ফেরেশতারা) তাঁর কাছে আছে তারা না নিজেদেরকে বড় মনে করে তাঁর বন্দেগী থেকে বিমুখ হয় এবং না ক্লান্ত ও বিষণ্ন হয়।[৫]

⑪ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝

⑫ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ۝

⑬ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ۝

⑭ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝

⑮ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ۝

⑯ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ۝

⑰ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ ۝

⑱ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۝

⑲ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝

২. অর্থাৎ তার মধ্যে কোনো খোয়াব ও খেয়ালের কথা নেই—তার মধ্যে তোমাদের নিজেদেরই কথা রয়েছে। তোমাদেরই মনস্তত্ত্ব এবং তোমাদেরই জীবনের ব্যাপার ও সমস্যাসমূহের আলোচনা তাতে আছে, তোমাদের সূচনা ও পরিণতির বিষয় তাতে আলোচিত হয়েছে। তোমাদেরই পারিপার্শ্বিক মহল ও পরিবেশ থেকে সেই সমস্ত নিদর্শনগুলো বেছে বেছে পেশ করা হয়েছে যা প্রকৃত সত্যের প্রতি ইংগিত দান করছে এবং তোমাদেরই নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যেকার ভালো ও খারাপ গুণের পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করে তোমাদের সামনে দেখানো হয়েছে, তোমাদের বিবেকই যার সত্যতার সাক্ষ্যদান করে। এসব কথার মধ্যে কি দুর্বোধ্যতা ও জটিল বিষয় আছে যা বুঝতে তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অক্ষম ?

৩. এর কয়েক প্রকার অর্থ হতে পারে। যথা, এ আযাব খুব উত্তমরূপে পরিদর্শন করো, কাল যদি কেউ এর প্রকৃতরূপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তবে যেন সঠিকভাবে বলতে পারো। নিজেদের সেই ঠাট-বাটের মজলিস গরম কর, সম্ভবত এখনও তোমাদের চাকর নওকর হাতজোড় করে জিজ্ঞেস করবে "হুজুর কি আদেশ করেন ?" তোমাদের সেই কাউন্সিল ও কমিটিগুলো জমিয়ে বসো,—তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি সমৃদ্ধ পরামর্শ ও বিজ্ঞতাপূর্ণ অভিমত দ্বারা উপকৃত হবার জন্য সম্ভবত জগত এখনও তোমাদের হুযুরে হাযির হবে !

৪. অর্থাৎ যদি খেল-তামাশাই আমার উদ্দেশ্য হতো তবে আমি খেল-তামাশার সামগ্রী সৃষ্টি করে নিজেই খেলে নিতাম। সে অবস্থায় এ জুলুম কখনও করা হতো না যে, অনর্থক এক অনুভূতিশীল চেতনা ও দায়িত্বসম্পন্ন জীব সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে সত্য-মিথ্যার লড়াই ও দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিয়ে নিছক নিজের আনন্দ ও স্ফূর্তির জন্য আমার সৎ বান্দাদেরকে বিনা কারণে কষ্টে ফেলে দিতাম।

৫. অর্থাৎ আল্লাহর বন্দেগী করা তাদের পক্ষে কোনো অসহনীয় কাজও নয় যে, অনিচ্ছুক অন্তরে বন্দেগী করতে করতে তারা বিষন্ন হয়ে পড়বে। এছাড়া আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ পালনে তাদের কোনো ক্লান্তি হয় না।

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. দিন রাত তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকে, বিরাম-বিশ্রাম নেয় না।

اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. এদের তৈরি মাটির দেবতাগুলো কি এমন পর্যায়ের যে, তারা (প্রাণহীনকে প্রাণ দান করে) দাঁড় করিয়ে দিতে পারে ?

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. যদি আকাশে ও পৃথিবীতে এক আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ্ হতো তাহলে (পৃথিবী ও আকাশ) উভয়ের ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যেতো। কাজেই এরা যেসব কথা বলে বেড়াচ্ছে আরশের রব আল্লাহ্ তা থেকে পাক-পবিত্র।

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তাঁর কাজের জন্য (কারো সামনে) তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে না বরং তাদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. তাঁকে বাদ দিয়ে তারা কি অন্য ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো, "তোমাদের প্রমাণ আনো। এ কিতাবও হাজির, যার মধ্যে আছে আমার যুগের লোকদের জন্য উপদেশ এবং সে কিতাবগুলোও হাযির, যেগুলোর মধ্যে ছিল আমার পূর্ববর্তী লোকদের জন্য নসীহত।" কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই প্রকৃত সত্য থেকে বেখবর, কাজেই মুখ ফিরিয়ে আছে।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿٢٥﴾

২৫. আমি তোমার পূর্বে যে রসূলই পাঠিয়েছি তার প্রতি এ অহী করেছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই কাজেই তোমরা আমারই বন্দেগী করো।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. এরা বলে,"করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেন।" সুবহানাল্লাহ! তারা তো মর্যাদাশালী বান্দা।

لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. তারা তাঁর সামনে অগ্রবর্তী হয়ে কথা বলে না এবং শুধুমাত্র তাঁর হুকুমে কাজ করে।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. যাকিছু তাদের সামনে আছে এবং যাকিছু আছে তাদের অগোচরে সবই তিনি জানেন। যাদের পক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ সম্মত তাদের পক্ষে ছাড়া আর কারো সুপারিশ তারা করে না এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত।

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. আর তাদের মধ্যে যে বলবে, আল্লাহ ছাড়া আমিও একজন ইলাহ, তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দান করবো, আমার এখানে এটিই যালেমদের প্রতিফল।

রুকূ' ঃ ৩

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۗ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. যারা (নবীর কথা মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে তারা কি চিন্তা করে না যে, এসব আকাশ ও পৃথিবী এক সাথে মিশে ছিল, তারপর আমি তাদেরকে আলাদা করলাম এবং পানি থেকে সৃষ্টি করলাম প্রত্যেকটি প্রাণীকে। তারা কি (আমার এ সৃষ্টি ক্ষমতাকে) মানে না ?

(٣١) وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

৩১. আর আমি পৃথিবীতে পাহাড় বসিয়ে দিয়েছি, যাতে সে তাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং তার মধ্যে চওড়া পথ তৈরি করে দিয়েছি, হয়তো লোকেরা নিজেদের পথ জেনে নেবে।

(٣٢) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

৩২. আর আমি আকাশকে করেছি একটি সুরক্ষিত ছাদ, কিন্তু তারা এমন যে, এ নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টিই দেয় না।

(٣٣) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

৩৩. আর আল্লাহই রাত ও দিন তৈরি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকেই এক একটি কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।[৬]

(٣٤) وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ

৩৪. আর (হে মুহাম্মাদ!) অনন্ত জীবন তো আমি তোমার পূর্বেও কোনো মানুষকে দেইনি ; যদি তুমি মরে যাও তাহলে এরা কি চিরকাল বেঁচে থাকবে ?

(٣٥) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

৩৫. প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর আমি ভালো ও মন্দ অবস্থার মধ্যে ফেলে তোমাদের সবাইকে পরীক্ষা করছি, শেষ পর্যন্ত তোমাদের আমার দিকে ফিরে আসতে হবে।

(٣٦) وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ

৩৬. এ সত্য অস্বীকারকারীরা যখন তোমাকে দেখে, তোমাকে বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত করে। বলে, "এ কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদের দেবদেবীদের সমালোচনা করে ?" অথচ তাদের নিজেদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা করুণাময়ের যিক্‌রের অস্বীকারকারী।

(٣٧) خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ

৩৭. মানুষ দ্রুততাপ্রবণ সৃষ্টি। এখনই আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি নিজের নিদর্শনাবলী, আমাকে তাড়াহুড়া করতে বলো না।

(٣٨) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

৩৮. এরা বলে, "এ হুমকি কবে পূর্ণ হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ?"

(٣٩) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ

৩৯. হায়! যদি এ কাফেরদের সেই সময়ের কিছু জ্ঞান থাকতো যখন এরা নিজেদের মুখ ও পিঠ আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে না এবং এদেরকে কোথাও থেকে সাহায্যও করা হবে না।

(٤٠) بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ

৪০. সে আপদ তাদের ওপর আকস্মিকভাবে এসে পড়বে এবং তাদেরকে হঠাৎ এমনভাবে চেপে ধরবে যে, তারা তার প্রতিরোধও করতে পারবে না এবং মুহূর্তকালের অবকাশও লাভ করতে সক্ষম হবে না।

৬. 'ফলক' ফারসী শব্দ ; 'চরখ' ও 'গরদ',-এর ঠিক সমার্থবাচক। আরবীতে 'ফলক' হচ্ছে আসমানের এক পরিচিত নাম। "সবই এক, এক ফালাকে সাঁতার কাটিতেছে"—এ বাক্য থেকে দুটি কথা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। প্রথমত এসব তারকা একই আকাশমণ্ডলে অবস্থিত নয়, বরং প্রত্যেকের আকাশ পৃথক। দ্বিতীয়ত, 'ফলক' অর্থাৎ আকাশমণ্ডল এরূপ কোনো জিনিস নয় যার সাথে তারাগুলো খুঁটিতে বাঁধার ন্যায় আবদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং তা তারাগুলোসহ আবর্তন করছে, বরং আকাশ কোনো প্রবহমান তরল অথবা ফাঁকা ও শূন্যবৎ জিনিস যার মধ্যে তারকাসমূহের গতিশীলতা সাঁতার কাটার সাথে সাদৃশ্যমূলক।

٤١ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ○

৪১. তোমার পূর্বের রসূলদেরকেও বিদ্রূপ করা হয়েছে কিন্তু বিদ্রূপকারীরা যা নিয়ে বিদ্রূপ করতো, শেষ পর্যন্ত তারই কবলে তাদেরকে পড়তে হয়েছে।

রুকূ’ ঃ ৪

٤٢ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ○

৪২. হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, কে তোমাদের রাতে ও দিনে রহমানের হাত থেকে বাঁচাতে পারে ? কিন্তু তারা নিজেদের রবের উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

٤٣ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ○

৪৩. তাদের কাছে কি এমন কিছু ইলাহ আছে যারা আমার মোকাবিলায় তাদেরকে রক্ষা করবে ? তারা না নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে, না আমার সমর্থন লাভ করে।

٤٤ بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ○

৪৪. আসল কথা হচ্ছে, তাদেরকে ও তাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে আমি জীবনের উপায়-উপকরণ দিয়েই এসেছি। এমনকি তারা দিন পেয়ে গেছে। কিন্তু তারা কি দেখে না, আমি বিভিন্ন দিক থেকে পৃথিবীকে সংকুচিত করে আনছি ?[৭] তবুও কি তারা বিজয়ী হবে ?

٤٥ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ○

৪৫. তাদেরকে বলে দাও, “আমি তো অহীর ভিত্তিতে তোমাদেরকে জানাচ্ছি”—কিন্তু বধিররা ডাক শুনতে পায় না, যখন তাদেরকে সতর্ক করা হয়।

٤٦ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ○

৪৬. আর যদি তোমার রবের আযাব তাদেরকে সামান্য স্পর্শ করে যায়, তাহলে তারা তৎক্ষণাত চিৎকার দিয়ে উঠবে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, অবশ্যই আমরা অপরাধী ছিলাম।

٤٧ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ○

৪৭. কিয়ামতের দিন আমি যথাযথ ওযন করার দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবো। ফলে কোনো ব্যক্তির প্রতি সামান্যতম যুলুম হবে না। যার তিল পরিমাণও কোনো কর্ম থাকবে তাও আমি সামনে আনবো এবং হিসেব করার জন্য আমি যথেষ্ট।

٤٨ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ○

৪৮. পূর্বে আমি মূসা ও হারুনকে দিয়েছিলাম ফুরকান, জ্যোতি ও ‘যিকির’ এমনসব মুত্তাকীদের কল্যাণার্থে

٤٩ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ○

৪৯. যারা না দেখে তাদের রবকে ভয় করে এবং যারা (হিসেবে নিকেশের) সে সময়ের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।

৭. অর্থাৎ পৃথিবীতে আমার বিজয়ী শক্তির কার্যকারিতার এ নিদর্শনগুলো অতি সুস্পষ্টরূপেই দেখা যায়। হঠাৎ কখনও দুর্ভিক্ষের রূপে, কখনও বন্যার রূপে, কখনও ভূমিকম্পের রূপে, কখনও বা প্রচণ্ড শীত ও অসহনীয় গরমের রূপে এরূপ বিপদপাত ঘটে যা মানুষের সকল প্রচেষ্টা ও তৎপরতাকে ব্যর্থ করে দেয়। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ মরণের গ্রাসে পতিত হয়, জনপদ ধ্বংস হয়, শস্য-শ্যামল ক্ষেতসমূহ বিনষ্ট হয়, উৎপাদন হ্রাস পায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে অচলতার সৃষ্টি হয় ; এক কথায় মানুষের জীবনধারণের উপায় উপকরণে কখনও এক দিক দিয়ে, কখনও অন্য আর এক দিক দিয়ে হানি ঘটে; কিন্তু মানুষ নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেও সে হানি রোধ করতে পারে না।

٥٠ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ۚ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ○

৫০. আর এখন এ বরকত সম্পন্ন যিকির আমি (তোমাদের জন্য) নাযিল করেছি। তবুও কি তোমরা একে মেনে নিতে অস্বীকার করো ?

রুকূ' ঃ ৫

٥١ وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ○

৫১. এরও আগে আমি ইবরাহীমকে শুভ বুদ্ধি ও সত্যের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং আমি তাকে খুব ভালো-ভাবেই জানতাম।

٥٢ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ○

৫২. সে সময়ের কথা স্মরণ করো যখন, সে তার নিজের বাপকে ও জাতিকে বলেছিল ঃ "এ মূর্তিগুলো কেমন, যেগুলোর প্রতি তোমরা ভক্তিতে গদগদ হচ্ছো ?"

٥٣ قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ○

৫৩. তারা জবাব দিল ঃ "আমাদের বাপ-দাদাদেরকে আমরা এদের ইবাদাতরত অবস্থায় পেয়েছি।"

٥٤ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৫৪. সে বললো, "তোমরাও পথভ্রষ্ট এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যেই অবস্থান করছিল।"

٥٥ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ○

৫৫. তারা বললো, "তুমি কি আমাদের সামনে তোমার প্রকৃত মনের কথা বলছো, না নিছক কৌতুক করছো ?"

٥٦ قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

৫৬. সে জবাব দিল, "না, বরং আসলে তোমাদের রব তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশের রব এবং এদের স্রষ্টা। এর স্বপক্ষে আমি তোমাদের সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥٧ وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ○

৫৭. আর আল্লাহর কসম, তোমাদের অনুপস্থিতিতে আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।"

٥٨ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ○

৫৮. সে অনুসারে সে সেগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেললো এবং শুধুমাত্র বড়টিকে ছেড়ে দিল, যাতে তারা হয়তো তার দিকে ফিরে আসতে পারে।

٥٩ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৫৯. (তারা এসে মূর্তিগুলোর এ অবস্থা দেখে) বলতে লাগলো, "আমাদের ইলাহদের এ অবস্থা করলো কে, বড়ই যালেম সে।"

٦٠ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ○

৬০. (কেউ কেউ) বললো, "আমরা এক যুবককে এদের কথা বলতে শুনেছিলাম, তার নাম ইবরাহীম।"

٦١ قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ○

৬১. তারা বললো, "তাহলে তাকে ধরে নিয়ে এসো সবার সামনে, যাতে লোকেরা দেখে নেয়" (কিভাবে তাকে শাস্তি দেয়া হয়)।

٦٢ قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ○

৬২. (ইবরাহীমকে নিয়ে আসার পর) তারা জিজ্ঞেস করলো, "ওহে ইবরাহীম! তুমি কি আমাদের ইলাহদের সাথে এ কাণ্ড করেছো ?"

﴿٦٣﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ۖ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ

৬৩. সে জবাব দিল, "বরং এসব কিছু এদের এ সরদারটি করেছে, এদেরকেই জিজ্ঞেস করো, যদি এরা কথা বলতে পারে।"[৮]

﴿٦٤﴾ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ

৬৪. একথা শুনে তারা নিজেদের বিবেকের দিকে ফিরলো এবং (মনে মনে) বলতে লাগলো, "সত্যিই তোমরা নিজেরাই যালেম।"

﴿٦٥﴾ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ

৬৫. কিন্তু আবার তাদের মত পাল্টে গেলো এবং বলতে থাকলো, "তুমি জানো, এরা কথা বলে না।"

﴿٦٦﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ

৬৬. ইবরাহীম বললো, "তাহলে তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমনসব জিনিসের পূজা করছো যারা তোমাদের না উপকার করতে পারে, না ক্ষতি ?

﴿٦٧﴾ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

৬৭. ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব উপাস্যের তোমরা পূজা করছো তাদেরকে। তোমাদের কি একটুও বুদ্ধি নেই ?"

﴿٦٨﴾ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ

৬৮. তারা বললো, "পুড়িয়ে ফেলো একে এবং সাহায্য করো তোমাদের উপাস্যদেরকে, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।"

﴿٦٩﴾ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

৬৯. আমি বললাম ঃ "হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহীমের জন্য।"[৯]

﴿٧٠﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ

৭০. তারা চাচ্ছিল ইবরাহীমের ক্ষতি করতে, কিন্তু আমি তাদেরকে ভীষণভাবে ব্যর্থ করে দিলাম।

﴿٧١﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ

৭১. আর আমি তাকে ও লূতকে বাঁচিয়ে এমন দেশের দিকে নিয়ে গেলাম যেখানে আমি দুনিয়াবাসীদের জন্য বরকত রেখেছিলাম।

﴿٧٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ

৭২. আর তাকে আমি ইসহাককে দান করলাম এবং এর ওপর অতিরিক্ত ইয়াকুব[১০] এবং প্রত্যেককে করলাম সৎকর্মশীল।

﴿٧٣﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

৭৩. আর আমি তাদেরকে নেতা বানিয়ে দিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথনির্দেশনা দিতো এবং আমি তাদেরকে অহীর মাধ্যমে সৎকাজের, নামায কায়েম করার ও যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম এবং তারা আমার ইবাদাত করতো।

৮. শব্দগুলো থেকে স্বতঃই প্রকাশ পাচ্ছে হযরত ইবরাহীম আ. একথাগুলো এজন্য বলেছিলেন যাতে তারা এর উত্তরে নিজেরাই একথা স্বীকার করে যে, তাদের মাবুদগুলো একেবারেই শক্তিহীন, তাদের কাছ থেকে কোনো কাজেরই আশা করা যেতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে যুক্তির খাতিরে যদি কোনো মানুষ প্রকৃত ঘটনার খেলাফ কোনো কথা বলেন তবে সে কথাকে মিথ্যা বলা যেতে পারে না, কেননা সে ব্যক্তি মিথ্যা বলার সংকল্প নিয়ে এরূপ কথা বলে না ; বরং যাকে সম্বোধন করে বলা হয় সেও সে কথাকে মিথ্যা বলে মনে করে না। যে বলে সে নিজের বক্তব্যের যৌক্তিকতা সাব্যস্ত করতেই বলে এবং যে শোনে সেও সেই অর্থে তা গ্রহণ করে।

৯. শব্দগুলো দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছে এবং পূর্বাপর প্রসংগও এ অর্থের সমর্থন করছে যে, তা রা নিজেদের ফায়সালা বাস্তবে কার্যকরী করেছিল এবং যখন অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করে তারা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করে তখন আল্লাহ তাআলা আগুনকে ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাবার আদেশ দেন। স্পষ্টতই কুরআনে বর্ণিত মুজিযাগুলোর মধ্যে এটি একটি মুজিযা।

১০. অর্থাৎ পুত্রের পর পৌত্রকেও নবুয়াতের মর্যাদা দ্বারা ভূষিত করা হয়েছিল।

﴿٧٤﴾ وَلُوطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ۙ

৭৪. আর লূতকে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাকে এমন জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম যার অধিবাসীরা বদ কাজে লিপ্ত ছিল—আসলে তারা ছিল বড়ই দুরাচারী পাপিষ্ঠ জাতি—

﴿٧٥﴾ وَاَدْخَلْنٰهُ فِىْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۙ

৭৫. আর লূতকে আমি নিজের রহমতের আওতায় নিয়ে নিয়েছিলাম, সে ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তরভুক্ত।

রুকূ' ঃ ৬

﴿٧٦﴾ وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۚ

৭৬. আর এ একই নিয়ামত আমি নূহকে দান করেছিলাম। স্মরণ করো যখন এদের সবার আগে সে আমাকে ডেকেছিল, আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং তাকে ও তার পরিবারবর্গকে মহাবিপদ থেকে বাঁচিয়েছিলাম।

﴿٧٧﴾ وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ

৭৭. আর এমন সম্প্রদায়ের মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করেছিলাম যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিল। তারা খুবই খারাপ লোক ছিল, কাজেই আমি তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

﴿٧٨﴾ وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ۙ

৭৮. আর এ নিয়ামতই আমি দাউদ ও সুলাইমানকে দান করেছিলাম। স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তারা উভয়ই একটি শস্য ক্ষেতের মোকদ্দমার ফায়সালা করছিল, যেখানে রাতের বেলা ছড়িয়ে পড়েছিল অন্য লোকদের ছাগল এবং আমি নিজেই দেখছিলাম তাদের বিচার।

﴿٧٩﴾ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ؗ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ؕ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ

৭৯. সে সময় আমি সুলাইমানকে সঠিক ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, অথচ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান আমি উভয়কেই দান করেছিলাম।

দাউদের সাথে আমি পর্বতরাজী ও পক্ষীকুলকে অনুগত করে দিয়েছিলাম, যারা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো, এ কাজের কর্তা আমিই ছিলাম।

﴿٨٠﴾ وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ

৮০. আর আমি তাকে তোমাদের উপকারার্থে বর্ম নির্মাণ শিল্প শিখিয়েছিলাম, যাতে তোমাদেরকে পরস্পরের আঘাত থেকে রক্ষা করে, তাহলে কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে ?

﴿٨١﴾ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عٰلِمِيْنَ

৮১. আর সুলাইমানের জন্য আমি প্রবল বায়ু প্রবাহকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তার হুকুমে এমন দেশের দিকে প্রবাহিত হতো যার মধ্যে আমি বরকত রেখেছিলাম, আমি সব জিনিসের জ্ঞান রাখি।

﴿٨٢﴾ وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ۙ

৮২. আর শয়তানের মধ্য থেকে এমন অনেককে আমি তার অনুগত করে দিয়েছিলাম যারা তার জন্য ডুবুরীর কাজ করতো এবং এছাড়া অন্য কাজও করতো, আমিই ছিলাম এদের সবার তত্ত্বাবধায়ক।

﴿٨٣﴾ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

৮৩. আর (এ একই বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান) আমি আইয়ুবকে দিয়েছিলাম। স্মরণ করো, যখন সে তার রবকে ডাকলো,"আমি রোগগ্রস্ত হয়ে গেছি এবং তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাকারী।"

﴿٨٤﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ

৮৪. আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তার যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিয়েছিলাম এবং শুধুমাত্র তার পরিবার পরিজনই তাকে দেইনি বরং এই সাথে এ পরিমাণ আরো দিয়েছিলাম, নিজের বিশেষ করুণাহিসেবে এবং এজন্য যে, এটা একটা শিক্ষা হবে ইবাদাতকারীদের জন্য।

﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ

৮৫. আর এ নিয়ামতই ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফ্‌লকে দিয়েছিলাম, এরা সবাই সবরকারী ছিল

﴿٨٦﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ

৮৬. এবং এদেরকে আমি নিজের অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলাম, তারা ছিল সৎকর্মশীল।

﴿٨٧﴾ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

৮৭. আর মাছওয়ালাকেও[১১] আমি অনুগ্রহভাজন করেছিলাম। স্মরণ করো যখন সে রাগান্বিত হয়ে চলে গিয়েছিল[১২] এবং মনে করেছিল আমি তাকে পাকড়াও করবো না। শেষে সে অন্ধকারের মধ্য থেকে ডেকে[১৩] উঠলো ঃ "তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধ করেছি।"

﴿٨٨﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ

৮৮. তখন আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং দুঃখ থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম, আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।

﴿٨٩﴾ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

৮৯. আর যাকারিয়ার কথা (স্মরণ করো), যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিলঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একাকী ছেড়ে দিয়ো না এবং সবচেয়ে ভালো উত্তরাধিকারী তো তুমিই।"

﴿٩٠﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

৯০. কাজেই আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং তাকে ইয়াহ্‌ইয়া দান করেছিলাম, আর তার স্ত্রীকে তার জন্য যোগ্য করে দিয়েছিলাম। তারা সৎকাজে আপ্রাণ চেষ্টা করতো, আমাকে ডাকতো আশা ও ভীতি সহকারে এবং আমার সামনে ছিল অবনত হয়ে।

﴿٩١﴾ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ

৯১. আর সেই মহিলা যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল,[১৪] আমি তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলাম নিজের রূহ থেকে এবং তাকে ও তার পুত্রকে সারা দুনিয়ার জন্য নিদর্শনে পরিণত করেছিলাম।

---

১১. অর্থাৎ হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম। কোথাও নাম নেয়া হয়েছে এবং কোথাও তাঁকে 'যুন্নুন' এবং 'সাহেবুল হূত' অর্থাৎ মৎস্যওয়ালা এ উপাধি দেয়া হয়েছে। মৎস্যওয়ালা তাঁকে এজন্য বলা হয়নি যে তিনি মাছ ধরতেন বা বিক্রয় করতেন এবং আল্লাহ তাআলার হুকুমে একটি মাছ তাঁকে গলাধকরণ করেছিল সে কারণে তাঁকে মৎস্যওয়ালা বলা হয়েছে, যেমন সূরা সাফ্‌ফাতের ১৪২ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

১২. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের আদেশ এসে তাঁর পক্ষে নিজ কর্তব্যস্থল ত্যাগ করা বৈধ হওয়ায় পূর্বেই তিনি নিজের কওমের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে কর্তব্যস্থল ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।

১৩. অর্থাৎ মাছের উদরের মধ্য থেকে—যা নিজেই অন্ধকারময় ছিল এবং তার ওপর ছিল সমুদ্রের অন্ধকার রাশি।

৯২. তোমাদের এ উম্মত আসলে একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব। কাজেই তোমরা আমার ইবাদাত করো।

৯৩. কিন্তু (নিজেদের কার্যকলাপের মাধ্যমে) লোকেরা পরস্পরের মধ্যে নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। সবাইকে আমার দিকে ফিরে আসতে হবে।

রুকূ' ঃ ৭

৯৪. কাজেই যে ব্যক্তি মুমিন থাকা অবস্থায় সৎকাজ করে, তার কাজের অমর্যাদা করা হবে না এবং আমি তা লিখে রাখছি।

৯৫. আর যে জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি তার অধিবাসীরা আবার ফিরে আসবে, এটা সম্ভব নয়।

৯৬. এমনকি যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে খুলে দেয়া হবে, প্রতি উচ্চ ভূমি থেকে তারা বের হয়ে পড়বে

৯৭. এবং সত্য ওয়াদা পুরা হবার সময়[১৫] কাছে এসে যাবে তখন যারা কুফরী করেছিল হঠাৎ তাদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে, "হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা তো এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম বরং আমরা দোষী ছিলাম।"

৯৮. অবশ্যই তোমরা এবং তোমাদের যেসব মাবুদকে তোমরা পূজা করো, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন, সেখানেই তোমাদের যেতে হবে।[১৬]

৯৯. যদি তারা সত্যিই আল্লাহ হতো, তাহলে সেখানে যেতো না। এখন সবাইকে চিরদিন তারই মধ্যে থাকতে হবে।

১০০. সেখানে তারা হাঁসফাঁস করতে থাকবে এবং তাদের অবস্থা এমন হবে যে, তারা কোনো কথা শুনতে পাবে না।

১০১. তবে যাদের ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে পূর্বাহ্নেই কল্যাণের ফায়সালা হয়ে গিয়েছে তাদেরকে অবশ্যই এ থেকে দূরে রাখা হবে,

১০২. তার সামান্যতম খস্খসানিও তারা শুনবে না এবং তারা চিরকাল নিজেদের মনমতো জিনিসের মধ্যে অবস্থান করবে।

٩٢ إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ○

٩٣ وَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ إِلَيْنَا رَٰجِعُونَ ○

٩٤ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِۦ وَإِنَّا لَهُۥ كَٰتِبُونَ ○

٩٥ وَحَرَٰمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ○

٩٦ حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ○

٩٧ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَٰخِصَةٌ أَبْصَٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَٰلِمِينَ ○

٩٨ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ ○

٩٩ لَوْ كَانَ هَٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَٰلِدُونَ ○

١٠٠ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ○

١٠١ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ○

١٠٢ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِى مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَٰلِدُونَ ○

১৪. অর্থাৎ হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালাম।

১৫. অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়।

১৬. বর্ণিত হয়েছে মুশরিক নেতাদের মধ্যে একজন এ আয়াতের ওপর আপত্তি করেছিল যে—এ ভাবেতো মাত্র আমাদেরই উপাস্য নয় মসিহ, উযায়ের এবং ফেরেশতারাও জাহান্নামে প্রবেশ করবে, কেননা পৃথিবীতে তাঁদেরও এবাদাত করা হয়। এর উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—'হাঁ, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই—যে একথা পসন্দ করে যে, আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে তার বন্দেগী করা হোক তাদের সাথী হবে যারা তার বন্দেগী করেছিল।

(١٠٣) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

১০৩. সেই চরম ভীতিকর অবস্থা তাদেরকে একটুও পেরেশান করবে না এবং ফেরেশতারা এগিয়ে এসে তাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাবে এই বলে, "এ তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হতো।"

(١٠٤) يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ؕ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ○

১০৪. সেদিন, যখন আকাশকে আমি এমনভাবে গুটিয়ে ফেলবো যেমন বান্ডিলের মধ্যে গুটিয়ে রাখা হয় লিখিত কাগজ, যেভাবে আমি প্রথমে সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম ঠিক তেমনিভাবে আবার তার পুনরাবৃত্তি করবো, এ একটি প্রতিশ্রুতি, যা আমার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত এবং এ কাজ আমাকে অবশ্যই করতে হবে।

(١٠٥) وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ○

১০৫. আর যবুরে আমি উপদেশের পর একথা লিখে দিয়েছি যে, যমীনের উত্তরাধিকারী হবে আমার নেক বান্দারা।[১৭]

(١٠٦) اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ○

১০৬. এর মধ্যে একটি বড় খবর আছে ইবাদাতকারী লোকদের জন্য।

(١٠٧) وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

১০৭. হে মুহাম্মাদ! আমি যে তোমাকে পাঠিয়েছি, এটা আসলে দুনিয়াবাসীদের জন্য আমার রহমত।

(١٠٨) قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

১০৮. এদেরকে বলো, "আমার কাছে যে অহী আসে তা হচ্ছে এই যে, কেবলমাত্র এক ইলাহই তোমাদের ইলাহ, তারপর কি তোমরা আনুগত্যের শির নত করছো ?"

(١٠٩) فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ وَاِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ○

১০৯. যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলে দাও, "আমি সোচ্চার কণ্ঠে তোমাদের জানিয়ে দিয়েছি। এখন আমি জানি না, তোমাদের সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করা হচ্ছে তা আসন্ন, না দূরবর্তী।"

(١١٠) اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ○

১১০. আল্লাহ সে কথাও জানেন যা সোচ্চার কণ্ঠে বলা হয় এবং তাও যা তোমরা গোপনে করো।

(١١١) وَاِنْ اَدْرِيْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○

১১১. আমিতো মনে করি, হয়তো এটা (বিলম্ব) তোমাদের জন্য একটা পরীক্ষা এবং একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত তোমাদের জীবন উপভোগ করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে।

(١١٢) قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ○

১১২. (শেষে) রসূল বললোঃ "হে আমার রব! তুমি ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করে দাও। আর হে লোকেরা ! তোমরা যেসব কথা তৈরি করছো তার মোকাবিলায় আমাদের দয়াময় রবই আমাদের সাহায্যকারী সহায়ক।"

১৭. এ আয়াত বুঝার জন্য সূরা 'যুমার'-এর ৭৩-৭৪ আয়াত দ্রষ্টব্য।

সূরা আল হাজ্জ

২২

নামকরণ

চতুর্থ রুকূ'র দ্বিতীয় আয়াত وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরায় মক্কী ও মাদানী সূরার বৈশিষ্ট মিলেমিশে আছে। এ কারণে মুফাস্‌সিরগণের মাঝে এর মক্কী বা মাদানী হওয়া নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু আমার মতে এর একটি অংশ মক্কী যুগের শেষের দিকে এবং অন্য অংশটি মাদানী যুগের প্রথম দিকে নাযিল হবার কারণে এর বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগীতে এ বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে। এজন্য উভয় যুগের বৈশিষ্ট এর মধ্যে একক হয়ে গেছে।

গোড়ার দিকের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, এটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। এ ব্যাপারে বেশী নিশ্চয়তার সাথে বলা যেতে পারে যে, এ অংশটি মক্কী জীবনের শেষ যুগে হিজরতের কিছু পূর্বে নাযিল হয়েছে। এ অংশটি ২৪ আয়াত وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوْٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ এ এসে শেষ হয়ে গেছে।

এরপর اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ থেকে হঠাৎ বিষয়বস্তুর প্রকৃতি পাল্টে গেছে এবং পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এখান থেকে শেষ পর্যন্তকার অংশটি মদীনা তাইয়েবায় নাযিল হয়েছে। এ অংশটি যে, হিজরতের পর প্রথম বছরেই যিলহজ্জ মাসে নাযিল হয়েছে তা মনে করাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ, ২৫ থেকে ৪১ আয়াত পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে তা একথাই নির্দেশ করে এবং ৩৯-৪০ আয়াতের শানেনুযুল তথা নাযিলের কার্যকারণও এর প্রতি সমর্থন দেয়। সে সময় মুহাজিররা সবেমাত্র নিজেদের জন্মভূমি ও বাড়িঘর ছেড়ে মদীনায় এসেছিলেন। হজ্জের সময় তাদের নিজেদের শহর ও হজ্জের সমাবেশের কথা মনে পড়ে থাকতে পারে। কুরাইশ মুশরিকরা যে, তাদের মসজিদে হারামে যাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে একথা তাদের মনকে মারাত্মকভাবে তোলপাড় করে থাকবে। যে অত্যাচারী কুরাইশ গোষ্ঠী ইতিপূর্বে তাদেরকে নিজেদের ঘর থেকে বের করে দিয়েছে, মসজিদে হারামের যিয়ারত থেকে বঞ্চিত করেছে এবং আল্লাহর পথ অবলম্বন করার জন্য তাদের জীবন পর্যন্ত দুর্বিসহ করে তুলেছে, তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা হয়তো যুদ্ধ করারও অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। এ ছিল এ আয়াতগুলোর নাযিলের যথার্থ মনস্তাত্বিক পটভূমি। এখানে প্রথমে হজ্জের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য মসজিদে হারাম নির্মাণ এবং হজ্জের পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু আজ সেখানে শিরক করা হচ্ছে এবং এক আল্লাহর ইবাদাতকারীদের জন্য তার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এরপর এ দুরাচারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং এদেরকে বেদখল করে দেশে এমন একটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুসলমানদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যেখানে অসৎবৃত্তি প্রদমিত ও সৎবৃত্তি বিকশিত হবে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, উরওয়াহ ইবনে যুবাইর, যায়েদ ইবনে আসলাম, মুকাতিল ইবনে হাইয়ান, কাতাদাহ ও অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণের মতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দান সম্পর্কিত এটিই প্রথম আয়াত। অন্যদিকে হাদীস ও সীরাতের বর্ণনাসমূহ থেকে প্রমাণ হয়, এ অনুমতির পরপরই কুরাইশদের বিরুদ্ধে বাস্তব কর্মতৎপরতা শুরু করা হয় এবং দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে লোহিত সাগরের দিকে প্রথম অভিযান পরিচালনা করা হয়। এটি দাওয়ান যুদ্ধ বা আবওয়া যুদ্ধ নামে পরিচিত।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য

এ সূরায় তিনটি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে ঃ মক্কার মুশরিক সমাজ, দ্বিধাগ্রস্ত ও দোটানায় পড়ে থাকা মুসলিমগণ এবং আপোষহীন সত্যনিষ্ঠ মু'মিন সমাজ।

মুশরিকদেরকে সম্বোধন করার পর্বটি মক্কায় শুরু হয়েছে এবং মদীনায় এর সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। এ সম্বোধনের মাধ্যমে তাদেরকে বজ্রকণ্ঠে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা হঠকারিতা ও জিদের বশবর্তী হয়ে নিজেদের ভিত্তিহীন জাহেলী চিন্তাধারার ওপর জোর দিয়েছো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব মাবুদদের ওপর ভরসা করেছো যাদের কাছে কোনো শক্তি নেই এবং আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা বলেছো। এখন তোমাদের পূর্বে এ নীতি অবলম্বনকারীরা যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে তোমাদেরও অনিবার্যভাবে সে একই পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। নবীকে অমান্য করে এবং নিজের জাতির সবচেয়ে সৎলোকদেরকে জুলুম নিপীড়নের শিকারে পরিণত করে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করেছো। এর ফলে তোমাদের ওপর আল্লাহর যে গযব নাযিল হবে তা

থেকে তোমাদের বানোয়াট উপাস্যরা তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না। এ সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের সাথে সাথে বুঝাবার ও উপলব্ধি করাবার কাজও চলছে। সমগ্র সূরার বিভিন্ন জায়গায় স্মরণ করিয়ে দেয়া ও উপদেশ প্রদানের কাজও চলেছে। এ সংগে শিরকের বিরুদ্ধে এবং তাওহীদ ও আখেরাতের পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণও পেশ করা হয়েছে।

দ্বিধান্বিত মুসলমানরা, যারা আল্লাহর বন্দেগী গ্রহণ করেছিল ঠিকই কিন্তু তাঁর পথে কোনো প্রকার বিপদের মোকাবিলা করতে রাজি ছিল না, তাদেরকে সম্বোধন করে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা ও ধমক দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, এটা কেমন ঈমান ! আরাম, আয়েশ, আনন্দ ও সুখ লাভ হলে তখন আল্লাহ তোমাদের আল্লাহ থাকে এবং তোমরা তাঁর বান্দা থাকো, কিন্তু যখনই আল্লাহর পথে বিপদ আসে এবং কঠিন সংকটের মোকাবিলা করতে হয় তখনই আল্লাহ আর তোমাদের আল্লাহ থাকে না এবং তোমরাও তাঁর বান্দা থাকো না। অথচ নিজেদের এ নীতি ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে তোমরা এমন কোনো বিপদ, ক্ষতি ও কষ্টের হাত থেকে রেহাই পেতে পারবে না, যা আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন।

ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করা হয়েছে দু'টি পদ্ধতিতে। একটি ভাষণে সম্বোধন এমনভাবে করা হয়েছে যার লক্ষ্য তারা নিজেরাও এবং এ সংগে আরবের সাধারণ জনসমাজও। আর দ্বিতীয় ভাষণটির লক্ষ্য কেবলমাত্র মু'মিনগণ।

প্রথম ভাষণে মক্কার মুশরিকদের মনোভাব ও কর্মনীতির সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে তারা মুসলমানদের জন্য মসজিদে হারামের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ মসজিদে হারাম তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কাজেই কাউকে হজ্জ করার পথে বাধা দেবার অধিকার তাদের নেই। এ আপত্তি শুধু যে, যথার্থই ছিল তাই নয় বরং রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটি কুরাইশদের বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তম অস্ত্রও ছিল। এর মাধ্যমে আরবের অন্যান্য সকল গোত্রের মনে এ প্রশ্ন সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যে, কুরাইশরা হারাম শরীফের খাদেম, না মালিক ? আজ যদি তারা নিজেদের ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে একটি দলকে হজ্জ করতে বাধা দেয় এবং তাদের এ পদক্ষেপকে মেনে নেয়া হয়, তাহলে কালকেই যে, তারা যার সাথে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে তাকে হারাম শরীফের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দেবে না এবং তার উমরাহ ও হজ্জ বন্ধ করে দেবে না তার নিশ্চয়তা কোথায় ? এ প্রসংগে মসজিদুল হারামের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে একদিকে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর হুকুমে এ ঘরটি নির্মাণ করেছিলেন তখন সবাইকে এ ঘরে হজ্জ করার সাধারণ অনুমতি দিয়েছিলেন। প্রথম দিন থেকেই সেখানে স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগতদের সমান অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। অন্যদিকে বলা হয়েছে, এ ঘরটি শিরক করার জন্য নয় বরং এক আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। অথচ কী ভয়ংকর কথা ! আজ সেখানে এক আল্লাহর বন্দেগী নিষিদ্ধ কিন্তু মূর্তি ও দেবদেবীর পূজার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

দ্বিতীয় ভাষণে মুসলমানদেরকে কুরাইশদের জুলুমের জবাবে শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ সংগে মুসলমানরা যখন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করবে তখন তাদের নীতি কি হবে এবং নিজেদের রাষ্ট্রে তাদের কি উদ্দেশ্যে কাজ করতে হবে একথাও তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়টি সূরার মাঝখানে আছে এবং শেষেও আছে। শেষে ঈমানদারদের দলের জন্য "মুসলিম" নামটির যথারীতি ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে, তোমরাই হচ্ছো ইবরাহীমের আসল স্থলাভিষিক্ত। তোমরা দুনিয়ায় মানব জাতির সামনে সাক্ষ্যদানকারীর স্থানে দাঁড়িয়ে আছো, এ দায়িত্ব পালন করার জন্য তোমাদেরকে বাছাই করে নেয়া হয়েছে। এখন তোমাদের নামায কায়েম, যাকাত দান ও সৎকাজ করে নিজেদের জীবনকে সর্বোত্তম আদর্শ জীবনে পরিণত করা এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো উচিত।

এ সুযোগে সূরা বাকারাহ ও সূরা আনফালের ভূমিকার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে ভালো হয়। এতে আলোচ্য বিষয় অনুধাবন করা বেশী সহজ হবে।

❐

আয়াত-৭৮ ২২-সূরা আল হাজ্জ-মাদানী রুকূ'-১০

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
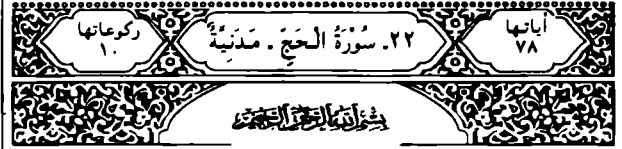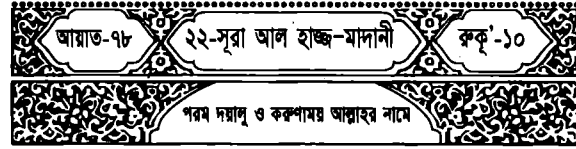
১. হে মানবজাতি! তোমাদের রবের গযব থেকে বাঁচো। আসলে কিয়ামতের প্রকম্পন বড়ই (ভয়ংকর) জিনিস।

২. যেদিন তোমরা তা দেখবে, অবস্থা এমন হবে যে, প্রত্যেক দুধদানকারিনী নিজের দুধের বাচ্চাকে ভুলে যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং মানুষকে তোমরা মাতাল দেখবে অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। আসলে আল্লাহর আযাবই হবে এমনি কঠিন।

৩. কতক লোক এমন আছে যারা জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করতে থাকে।

৪. অথচ তার ভাগ্যেই তো এটা লেখা আছে যে, যে ব্যক্তি তার সাথে বন্ধুত্ব করবে তাকে সে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে এবং জাহান্নামের আযাবের পথ দেখিয়ে দেবে।

৫. হে লোকেরা! যদি তোমাদের মৃত্যু পরের জীবনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে তোমরা জেনে রাখো, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর গোশতের টুকরা থেকে, যা আকৃতি বিশিষ্টও হয় এবং আকৃতি-হীনও। (এ আমি বলছি) তোমাদের কাছে সত্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য। আমি যে শুক্রকে চাই একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত গর্ভাশয়ে স্থিত রাখি, তারপর একটি শিশুর আকারে তোমাদের বের করে আনি, (তারপর তোমাদের প্রতিপালন করি) যাতে তোমরা নিজেদের পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে যাও। আর তোমাদের কাউকে কাউকে তার পূর্বেই ডেকে ফিরিয়ে নেয়া হয় এবং কাউকে হীনতম বয়সের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, যাতে সবকিছু জানার পর আবার কিছুই না জানে। আর তোমরা দেখছো যমীন বিশুষ্ক পড়ে আছে তারপর যখনই আমি তার ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি তখনই সে সবুজ শ্যামল হয়েছে, স্ফীত হয়ে উঠেছে এবং সব রকমের সুদৃশ্য উদ্ভিদ উদগত করতে শুরু করেছে।

৬. এসব কিছু এজন্য যে, আল্লাহ সত্য, তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী।

آياتها ٧٨ ٢٢. سُوْرَةُ الْحَجِّ . مَدَنِيَّةٌ ركوعاتها ١٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ○

② يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ○

③ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ○

④ كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ○

⑤ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْۤا اَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ○

⑥ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

বাবে উমরা
বাবে ইবরাহীম
বাবে বিদা
বাবে সালাম
বাবে নবী স.
হাতিম
খানায়ে কা'বা
কা'বার দরজা
মুলতাজম
রোকনে শামী
রোকনে ইয়ামানী
মাতাফ
মাকামে ইবরাহীম
জমজম
মিলিনে আখদারিন
সাফা
পশ্চিম
উত্তর
দক্ষিণ
পূর্ব
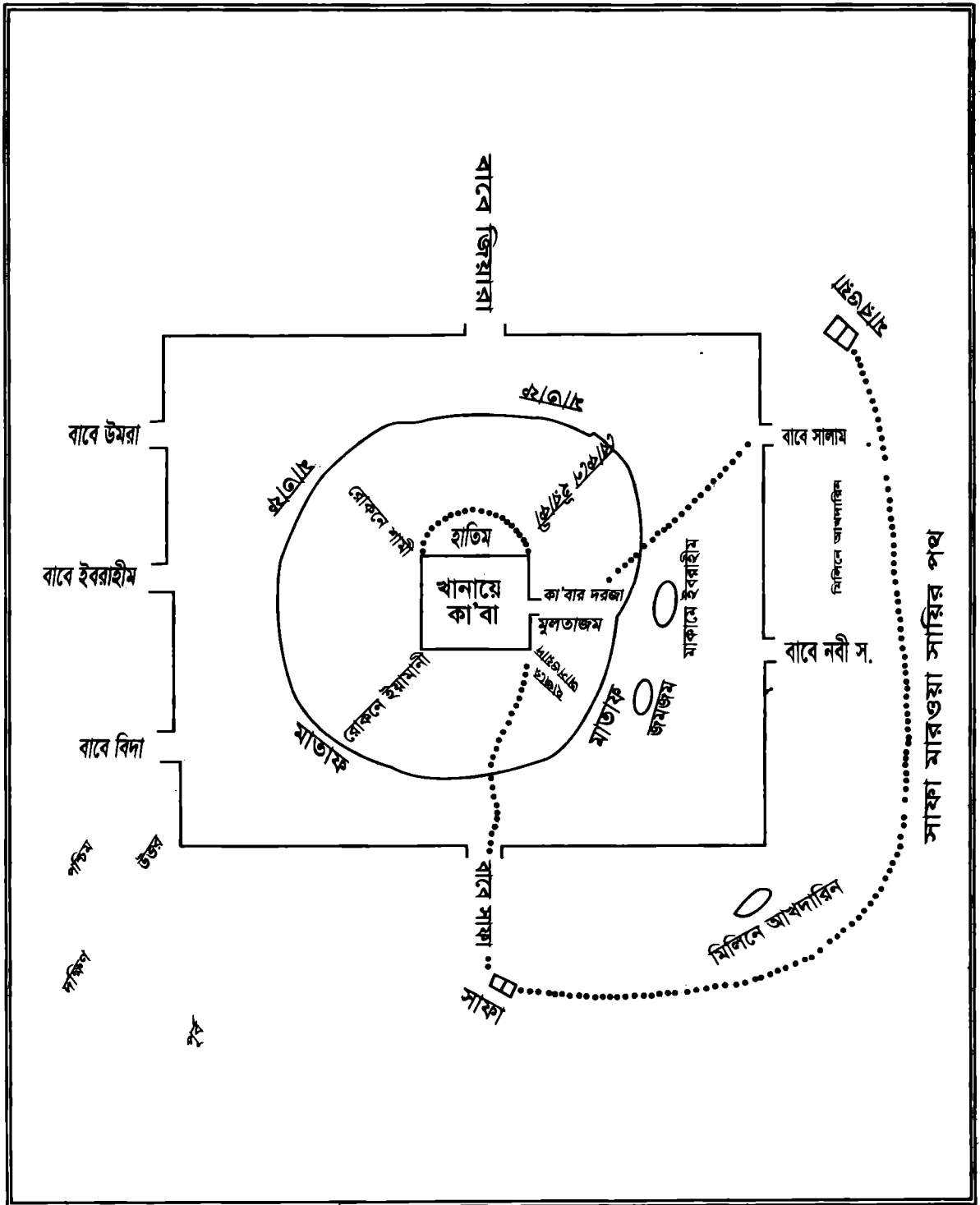
কা'বা শরীফের নক্সা

৭. আর এ (একথার প্রমাণ) যে, কিয়ামতের সময় অবশ্যই আসবে, এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে উঠাবেন যারা কবরে চলে গেছে।

৮. আরো কিছু লোক এমন আছে যারা কোনো জ্ঞান পথনির্দেশনা ও আলো বিকিরণকারী কিতাব ছাড়াই ঘাড় শক্ত করে।

৯. আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে, যাতে লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করা যায়। এমন ব্যক্তির জন্য রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে আগুনের আযাবের জ্বালা আস্বাদন করাবো।

১০. এ হচ্ছে তোমার ভবিষ্যত, যা তোমার হাত তোমার জন্য তৈরি করেছে, নয়তো আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না।

রুকূ' ঃ ২

১১. আর মানুষের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে এক কিনারায় দাঁড়িয়ে আল্লাহর বন্দেগী করে,[১] যদি তাতে তার উপকার হয় তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় আর যদি কোনো বিপদ আসে তাহলে পিছনের দিকে ফিরে যায় তার দুনিয়াও গেলো এবং আখেরাতও। এ হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি।

১২. তারপর সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডাকে যারা তার না ক্ষতি করতে পারে, না উপকার, এ হচ্ছে ভ্রষ্টতার চূড়ান্ত।

১৩. সে তাদেরকে ডাকে যাদের ক্ষতি তাদের উপকারের চেয়ে নিকটতর নিকৃষ্ট তার অভিভাবক এবং নিকৃষ্ট তার সহযোগী।

১৪. (পক্ষান্তরে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত হবে ; আল্লহ যা চান তাই করেন।

১৫. যে ব্যক্তি ধারণা করে, আল্লাহ দুনিয়ায় ও আখেরাতে তাকে কোনো সাহায্য করবেন না তার একটি রশির সাহায্যে আকাশে পৌঁছে গিয়ে ছিদ্র করা উচিত তারপর দেখা উচিত তার কৌশল এমন কোনো জিনিসকে রদ করতে পারে কিনা যা তার বিরক্তি ও ক্ষোভের কারণ।

১৬. এ ধরনেরই সুস্পষ্ট কথা সহযোগে আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আল্লাহ যাকে চান তাকে সৎপথ দেখান।

٧ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ○

٨ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ○

٩ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ○

١٠ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ○

١١ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ○

١٢ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ○

١٣ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ○

١٤ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ○

١٥ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ○

١٦ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ○

১. অর্থাৎ কুফর ও ইসলামের সীমারেখার মধ্যে দাঁড়িয়ে যে বন্দেগী করে ; যেমন একজন দ্বিধাযুক্ত ব্যক্তি কোনো সৈন্য বাহিনীর এধারে দাঁড়িয়ে থাকে, যদি বিজয় দেখে তবে এসে মিলিত হয় আর পরাজয় দেখলে চুপি চুপি সরে পড়ে।

১৭. যারা ঈমান এনেছে ও যারা ইহুদী হয়েছে এবং সাবেয়ী, খৃষ্টান ও অগ্নি পূজারীরা আর যারা শিরক করেছে তাদের সবার মধ্যে আল্লাহ কিয়ামতের দিন ফায়সালা করবেন। সব জিনিসই আল্লাহর দৃষ্টিতে আছে।

১৮. তুমি কি দেখো না আল্লাহর সামনে সিজদানত সবকিছুই যা আছে আকাশে ও পৃথিবীতে—সূর্য, চন্দ্র, তারকা, পাহাড়, গাছপালা, জীবজন্তু এবং বহু মানুষ ও এমন বহু লোক যাদের প্রতি আযাব অবধারিত হয়ে গেছে ? আর যাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত ও হেয় করেন তার সম্মান দাতা কেউ নেই, আল্লাহ যাকিছু চান তাই করেন।

১৯. এ দুটি পক্ষ এদের মধ্যে রয়েছে এদের রবের ব্যাপারে বিরোধ।[২] এদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আগুনের পোশাক কাটা হয়ে গেছে. তাদের মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে,

২০. যার ফলে শুধু তাদের চামড়াই নয়, পেটের ভেতরের অংশও গলে যাবে।

২১. আর তাদের শাস্তি দেবার জন্য থাকবে লোহার মুগুর।

২২. যখনই তারা কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করবে তখনই আবার তার মধ্যে তাদেরকে ঠেলে দেয়া হবে, বলা হবে, এবার দহন জ্বালার স্বাদ নাও।

রুকূ’ ঃ ৩

২৩. (অন্যদিকে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত হতে থাকবে। সেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন ও মুক্তো দিয়ে সাজানো হবে এবং তাদের পোশাক হবে রেশমের।

২৪. তাদেরকে পবিত্র কথা গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে দেখানো হয়েছে শ্রেষ্ঠ গুণাবলী সম্পন্ন আল্লাহর পথ।

২৫. যারা কুফরী করেছে এবং যারা (আজ) আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিচ্ছে আর সেই মসজিদে হারামের যিয়ারতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে যাকে আমি তৈরি করেছি[৩] সব লোকের জন্য যাতে স্থানীয় বাসিন্দা ও বহিরাগতদের অধিকার সমান। (তাদের নীতি অবশ্যই শাস্তিযোগ্য) এখানে (মসজিদে হারামে) যে-ই সত্যতা থেকে সরে গিয়ে যুলুমের পথ অবলম্বন করবে তাকেই আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাবো।

(١٧) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

(١٨) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝

(١٩) هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝

(٢٠) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۝

(٢١) وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۝

(٢٢) كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

(٢٣) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝

(٢٤) وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝

(٢٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

রুকূ' ঃ ৪

٢٦ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

২৬. স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য এ ঘরের (কা'বাঘর) জায়গা নির্ধারণ করেছিলাম (এ নির্দেশনা সহকারে) যে, আমার সাথে কোনো জিনিসকে শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী ও রুকূ'-সিজদা-কিয়ামকারীদের জন্য পবিত্র রাখো

٢٧ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

২৭. এবং লোকদেরকে হজ্জের জন্য সাধারণ হুকুম দিয়ে দাও, তারা প্রত্যেকে দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে ও উটের পিঠে চড়ে তোমার কাছে আসবে,

٢٨ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

২৮. যাতে এখানে তাদের জন্য যে কল্যাণ রাখা হয়েছে তা তারা দেখতে পায় এবং তিনি তাদেরকে যেসব পশু দান করেছেন তার উপর কয়েকটি নির্ধারিত দিনে আল্লাহর নাম নেয় নিজেরাও খাও এবং দুর্দশাগ্রস্ত অভাবীকেও খাওয়াও।

٢٩ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

২৯. তারপর নিজেদের ময়লা দূর করে, নিজেদের মানত পূর্ণ করে এবং এ প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে।

٣٠ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

৩০. এ ছিল (কা'বা নির্মাণের উদ্দেশ্য) এবং যে কেউ আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোকে সম্মান করবে, তার রবের কাছে এ হবে তারই জন্য ভালো। আর তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু হালাল করে দেয়া হয়েছে,[৪] সেগুলো ছাড়া যেগুলো তোমাদের বলে দেয়া হয়েছে। কাজেই মূর্তিসমূহের আবর্জনা থেকে বাঁচো, মিথ্যা কথা থেকে দূরে থাকো,

٣١ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

৩১. একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেলো। এখন হয় তাকে পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে অথবা বাতাস তাকে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দেবে যেখানে সে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।[৫]

---

২. আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারী দলসমূহের সংখ্যার আধিক্য সত্ত্বেও তাদের সমস্ত দলগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। একদল হচ্ছে তারা যারা নবীদের কথা মান্য করে, আল্লাহর সঠিক বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে। দ্বিতীয় দল হচ্ছে তারা যারা নবীদের কথা অমান্য করে ও কুফরীর পথ অবলম্বন করে, তাদের পরস্পরের মধ্যে যতই মতপার্থক্য থাকুক এবং তাদের কুফরী যতই বিভিন্নরূপ ধারণ করুক না কেন।

৩. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের হজ্জ ও ওমরাহ করতে দিও না।

৪. এখানে গৃহপালিত জন্তুদের হালাল হওয়ার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য দুটি ভুল ধারণার অপনোদন। প্রথমতঃ কুরাইশ ও আরবের মুশরিকরা বহিরা, সায়বা, আছিলা ও হামকেও আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত 'হুরমত'সমূহের মধ্যে গণ্য করতো। এজন্য বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত হুরমত নয় বরং তিনি সকল প্রকার গৃহপালিত জন্তুকে হালাল করেছেন। দ্বিতীয়ত, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় যেরূপভাবে শিকার করা হারাম সেইরূপভাবে একথা যেন মনে করা না হয় যে, ঐ অবস্থায় গৃহপালিত জন্তু যবেহ করা এবং ভক্ষণ করাও হারাম। এজন্য জানানো হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত নিষিদ্ধ জিনিসসমূহের মধ্যে গণ্য নয়।

৫. এ উপমার মধ্যে আসমান বলতে মানুষের প্রকৃতিগত অবস্থা বুঝানো হয়েছে, যে অনুসারে মানুষ এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর বান্দাহ নয় এবং তাওহীদ ছাড়া মানুষের প্রকৃতি অন্য কোনো ধর্ম মানে না। মানুষ নবীদের প্রদর্শিত হেদায়াত গ্রহণ করলে সে তার সেই প্রকৃতিগত অবস্থার ওপর

٣٢ ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ۝

৩২. এ হচ্ছে আসল ব্যাপার (এটি বুঝে নাও), আর যে ব্যক্তি আল্লাহ নির্ধারিত রীতিনীতির প্রতি সম্মান দেখায়, তার সে কাজ তার অন্তরের আল্লাহভীতির পরিচায়ক।[৬]

٣٣ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۝

৩৩. একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের ঐ সমস্ত (কুরবানীর পশু) থেকে উপকারলাভের অধিকার আছে।[৭] তারপর ওগুলোর (কুরবানী করার) জায়গা এ প্রাচীন ঘরের নিকটেই।

রুকূ' ঃ ৫

٣٤ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۝

৩৪. প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি কুরবানীর একটি নিয়ম ঠিক করে দিয়েছি, যাতে (সে উম্মতের) লোকেরা সে পশুদের ওপর আল্লাহর নাম নেয় যেগুলো তিনি তাদেরকে দিয়েছেন।[৮] (এ বিভিন্ন নিয়মের উদ্দেশ্য একই) কাজেই তোমাদের ইলাহও সে একজনই এবং তোমরা তাঁরই ফরমানের অনুগত হয়ে যাও। আর হে নবী! সুসংবাদ দিয়ে দাও বিনয়ের নীতি অবলম্বনকারীদেরকে,

٣٥ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

৩৫. যাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে, যে বিপদই তাদের ওপর আসে তার ওপর তারা সবর করে, নামায কায়েম করে এবং যাকিছু রিযিক তাদেরকে আমি দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।

٣٦ وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

৩৬. আর কুরবানীর উটকে আমি করেছি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্তরভুক্ত ; তোমাদের জন্য রয়েছে তার মধ্যে কল্যাণ। কাজেই তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাদের ওপর আল্লাহর নাম নাও।[৯] আর যখন (কুরবানীর পরে) তাদের পিঠ মাটির সাথে লেগে যায়[১০] তখন তা থেকে নিজেরাও খাও এবং তাদেরকেও খাওয়াও যারা পরিতুষ্ট হয়ে বসে আছে এবং তাদেরকেও যারা নিজেদের অভাব পেশ করে। এ পশুগুলোকে আমি এভাবেই তোমাদের জন্য বশীভূত করেছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং নিম্নদিকে অবনতির পরিবর্তে আরও উচ্চতর অবস্থার দিকে তার উন্নতি ও উত্থান ঘটতে থাকে। কিন্তু শিরক (এবং মাত্র শিরকই নয় বরং নাস্তিকতা ও জড়বাদও) অবলম্বন করা মাত্র মানুষ নিজের স্বভাবগত অবস্থার আসমান থেকে হঠাৎ পতিত হয় এবং তাকে তখন দুটি অবস্থার যে কোনো একটির সম্মুখীন অবশ্যই হতে হয়। প্রথমত শয়তান এবং পথভ্রষ্টকারী মানুষরা তার দিকে ধাবিত হয় এবং প্রত্যেকে তাকে নিজের শিকাররূপে পাকড়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত তার নিজের প্রবৃত্তির কামনা এবং নিজ বাসনা-কল্পনা তাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় ও শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে কোনো গভীর গর্তে নিক্ষেপ করে।

৬. অর্থাৎ এ সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ হৃদয়ের ভক্তি-ভয়ের ফল এবং একথার নিদর্শন যে, মানুষের অন্তরে কিছু না কিছু আল্লাহর ভয় বর্তমান আছে সেজন্য সে তাঁর চিহ্নগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

৭. প্রথম আয়াতে আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে সম্মান করার সাধারণ আদেশ দান করার পর এ বাক্যাংশটি একটি ভুল ধারণা দূর করার জন্য এরশাদ করা হয়েছে। 'হাদী'র পশুও আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে গণ্য। আরববাসীরা মনে করতো এ পশুগুলোকে আল্লাহর ঘরে নিয়ে যাবার সময় তাদের উপর আরোহণ করা চলবে না ; তাদের উপর কোনো ভার চাপানোও চলবে না ; তাদের দুধ পান করাও চলবে না। এসব ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য বলা হয়েছে যে, তাদের দ্বারা যে কাজ নেয়ার প্রয়োজন হয় তা নেয়া যাবে।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ○ ﴿٣٧﴾

৩৭. তাদের গোশতও আল্লাহর কাছে পৌছে না, তাদের রক্তও না। কিন্তু তাঁর কাছে পৌছে যায় তোমাদের তাকওয়া। তিনি তাদেরকে তোমাদের জন্য এমনভাবে অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তাঁর দেয়া পথনির্দেশনার ভিত্তিতে তোমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো।[১১] আর হে নবী! সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও।

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ○ ﴿٣٨﴾

৩৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ ঈমানদারদের সংরক্ষণ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্নকে পসন্দ করেন না।

রুকূ' ঃ ৬

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ○ ﴿٣٩﴾

৩৯. অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, কেননা তারা মযলুম[১২] এবং আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন।

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ ○ ﴿٤٠﴾

৪০. তাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র এ অপরাধে যে, তারা বলেছিল, "আল্লাহ আমাদের রব।" যদি আল্লাহ লোকদেরকে একের মাধ্যমে অন্যকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে যেখানে আল্লাহর নাম বেশী করে উচ্চারণ করা হয় সেসব আশ্রম, গীর্জা, ইবাদাত-খানা ও মসজিদ ধ্বংস করে দেয়া হতো। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করবে।[১৩] আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত।

৮. এ আয়াত দ্বারা দুটি কথা জানা যায়। প্রথমতঃ সকল আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তে কুরবানী ইবাদাত পদ্ধতির একটি আবশ্যিক অংশরূপে গণ্য ছিল। দ্বিতীয়ত আসল জিনিস হচ্ছে আল্লাহর নামে কুরবানী করা যা সকল শরীয়তেই সমানভাবে বর্তমান। অবশ্য কুরবানীর সময়, ক্ষেত্র ও অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ে বিভিন্ন যুগের শরীয়াতের আহকাম বিভিন্ন ছিল।

৯. তাদের উপর আল্লাহর নাম নেয়ার অর্থ যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া। উটকে প্রথমে দাঁড় করিয়ে তার গলদেশে বল্লম মারা হয়। একে নহর করা বলা হয়ে থাকে।

১০. 'পিঠগুলো যমীনের উপর স্থিত' হওয়ার অর্থ মাত্র মাটিতে পড়ে যাওয়া নয়। বরং এর অর্থ মাটিতে পড়ে গিয়ে সেই অবস্থায় স্থির থাকা অর্থাৎ তড়পানি বন্ধ হয়ে প্রাণ যখন পূর্ণরূপে বহির্গত হয়ে যায়।

১১. অর্থাৎ অন্তর দিয়ে তাঁর মহানত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মান্য করো এবং কাজের মধ্য দিয়ে তা ঘোষণা ও প্রকাশ কর। কুরবানীর উদ্দেশ্য ও কারণের প্রতি এ এক ইশারা। আল্লাহ তাআলা পশুদেরকে যে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন তাঁর এ দানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য মাত্র কুরবানী ওয়াজিব (আবশ্যিক) করা হয়নি বরং এজন্য অন্তর দিয়ে এবং কাজের মাধ্যমেও আমরা স্বীকার করি যাতে আমরা কখনোএ ভুল না করে বসি যে—এসব কিছু আমাদেরই নিজস্ব মাল।

১২. আল্লাহর পথে যুদ্ধ সম্পর্কে যে সমস্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এটি তার প্রাথমিক আয়াত। এ আয়াতে মাত্র অনুমতি দান করা হয়েছে। পরে সূরা বাকারার ১৯০ থেকে ১৯৩ এবং ২১৬ও ২২৪ আয়াত অবতীর্ণ হয় যার মধ্যে যুদ্ধের আদেশ দান করা হয়েছে। এ আহকামগুলোর মধ্যে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান। আমাদের তাহকীক মতে অনুমতি প্রথম হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে অবতীর্ণ হয় ও আদেশ বদর যুদ্ধের কিছু পূর্বে দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা শাবান মাসে অবতীর্ণ হয়।

১৩. এ বিষয় কুরআন মজীদের কয়েক স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে—যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে তাওহীদের দিকে আহবান জানায়, সত্য দীন কায়েম করার ও মন্দের পরিবর্তে ভালোর বিকাশের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে তারা আল্লাহ তাআলার সাহায্যকারী স্বরূপ ; কেননা এ কাজগুলো হচ্ছে আল্লাহরই কাজ যা সম্পাদনে তারা সহযোগী হয়।

﴿٤١﴾ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○

৪১. এরা এমন সব লোক যাদেরকে আমি যদি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করি তাহলে এরা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজে নিষেধ করবে। আর সমস্ত বিষয়ের পরিণাম আল্লাহর হাতে।

﴿٤٢﴾ وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ○

৪২. হে নবী! যদি তারা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তাহলে ইতিপূর্বে নূহের জাতি, আদ, সামূদ,

﴿٤٣﴾ وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ○

৪৩. ইবরাহীমের জাতি, লূতের জাতি

﴿٤٤﴾ وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ○

৪৪. ও মাদয়ানবাসীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল এবং মূসার প্রতিও মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিল। এসব সত্য অস্বীকারকারীকে আমি প্রথমে অবকাশ দিয়েছি তারপর পাকড়াও করেছি। এখন দেখে নাও আমার শাস্তি কেমন ছিল।

﴿٤٥﴾ فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ○

৪৫. কত দুষ্কৃতিকারী জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি এবং আজ তারা নিজেদের ছাদের ওপর উলটে পড়ে আছে, কত কূয়া অচল এবং কত প্রাসাদ ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে।

﴿٤٦﴾ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ ○

৪৬. তারা কি পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করেনি, যার ফলে তারা উপলব্ধিকারী হৃদয় ও শ্রবণকারী কানের অধিকারী হতো ? আসল ব্যাপার হচ্ছে, চোখ অন্ধ হয় না বরং হৃদয় অন্ধ হয়ে যায়, যা বুকের মধ্যে আছে।

﴿٤٧﴾ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ۭ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ○

৪৭. তারা আযাবের জন্য তাড়াহুড়ো করছে, আল্লাহ কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভংগ করবেন না। কিন্তু তোমার রবের কাছের একটি দিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান হয়।[১৪]

﴿٤٨﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ ○

৪৮. কতই জনপদ ছিল দুরাচার, আমি প্রথমে তাদেরকে অবকাশ দিয়েছি তারপর পাকড়াও করেছি। আর সবাইকে তো ফিরে আমারই কাছে আসতে হবে।

রুকু’ ঃ ৭

﴿٤٩﴾ قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۚ ○

৪৯. হে মুহাম্মাদ! বলে দাও, “ওহে লোকেরা! আমি তো তোমাদের জন্য শুধুমাত্র (খারাপ সময় আসার আগেই) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

﴿٥٠﴾ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○

৫০. কাজেই যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে মাগফেরাত ও সম্মানজনক জীবিকা।

১৪. অর্থাৎ মানবীয় ইতিহাসে আল্লাহর ফায়সালা তোমাদের ঘড়ি ও পঞ্জিকার হিসেবে হয় না যে, আজ কোনো সঠিক বা অঠিক গতি অবলম্বন করা হলে কাল তার ভালো বা মন্দ ফল প্রকাশ পাবে। কোনো জাতিকে যদি বলা হয় তোমাদের অমুক কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের পরিণতি তোমাদের ধ্বংসের রূপে প্রকাশ পাবে, আর একথার জবাবে যদি সে জাতি এ যুক্তি দেখায় যে, আজ দশ, বিশ, পঞ্চাশ বছর কেটে গেল আমরা এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে চলে আসছি, কই আজ পর্যন্ত তো আমাদের কোনো হানি ঘটেনি, তবে সে জাতি বড়ই নির্বোধ। ঐতিহাসিক ফল প্রকাশ পাওয়ার জন্য দিন, মাস, বছর তো দূরের কথা শতাব্দীও এর জন্য বড় কিছু ব্যাপার নয়।

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾

৫১. আর যারা আমার আয়াতকে খাটো করার চেষ্টা করবে তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

৫২. আর হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে আমি এমন কোনো রাসূল ও নবী পাঠাইনি (যার সাথে এমন ঘটনা ঘটেনি যে) যখন সে তামান্না করেছে। শয়তান তার তামান্নায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। এভাবে শয়তান যাকিছু বিঘ্ন সৃষ্টি করে আল্লাহ তা দূর করে দেন এবং নিজের আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

৫৩. (তিনি এজন্য এমনটি হতে দেন) যাতে শয়তানের নিক্ষিপ্ত অনিষ্টকে পরীক্ষায় পরিণত করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) রোগ রয়েছে এবং যাদের হৃদয়বৃত্তি মিথ্যা-কলুষিত—আসলে এ যালেমরা শত্রুতায় অনেক দূরে পৌঁছে গেছে—

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. এবং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জেনে নেয় যে, তোমার রবের পক্ষ থেকে এটা সত্য এবং তারা এর প্রতি ঈমান আনে এবং এর সামনে তাদের অন্তর ঝুঁকে পড়ে ; যারা ঈমান আনে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ চিরকাল সত্য-সরল পথ দেখিয়ে থাকেন।[১৫]

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾

৫৫. অস্বীকারকারীরা তো তার পক্ষ থেকে সন্দেহের মধ্যেই পড়ে থাকবে যতক্ষণ না তাদের ওপর কিয়ামত এসে পড়বে অকস্মাত অথবা নাযিল হয়ে যাবে একটি ভাগ্যাহত দিনের শাস্তি।

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾

৫৬. সেদিন বাদশাহী হবে আল্লাহর এবং তিনি তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন। যারা ঈমানদার ও সৎ-কর্মশীল হবে তারা যাবে নিয়ামত পরিপূর্ণ জান্নাতে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾

৫৭. আর যারা কুফরী করে থাকবে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে থাকবে তাদের জন্য হবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা শয়তানের এ ফেতনা সৃষ্টির কাজকে মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ—নকল থেকে আসলকে পৃথক করার এক উপায় স্বরূপ করেছেন। বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন লোকেরা এ জিনিসগুলো থেকেই ভ্রান্ত পরিণতি লাভ করে আর এগুলো তাদের ভ্রষ্টতার অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ একই কথাগুলো থেকে শুদ্ধ অন্তঃকরণের লোকেরা নবী ও আল্লাহর কিতাবের সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করে ; তারা বুঝতে পারে যে, এগুলো শয়তানের দুষ্টামি নষ্টামি এবং এ জিনিস তাদেরকে এ নিশ্চিত বিশ্বাস দান করে যে, এ দাওয়াত নিশ্চিতরূপে সত্য ও কল্যাণের আহ্বান, অন্যথায় শয়তান এর প্রতি এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত সে সময়ে যে পর্যায়ে ছিল তা দেখে সব বাহ্যদর্শী লোকদের দৃষ্টি প্রতারিত হচ্ছিল, তারা ভাবছিল যে—তিনি আপন উদ্দেশ্যে বিফলকাম হয়ে গেলেন। তারা নিজেদের চোখে মাত্র এ দেখেছিল যে, মক্কার কাফেররা সফলকাম হলো আর যে ব্যক্তিটির বাসনা ছিল যে, তাঁর জাতি তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে হলো। লোকেরা যখন তাঁকে একথা ঘোষণা করতে দেখতেন যে—'আমি আল্লাহর নবী এবং আল্লাহ আমার সহায়-সাথী' এবং কুরআনের এ ঘোষণাগুলোও দেখত যে নবীকে অমান্যকারী জাতির উপর আল্লাহর আযাব পতিত হয়, তখন কুরআন ও নবী করীমের সত্য সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ জাগতো। এ অবস্থায় তাঁর বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে আরও অগ্রসর হয়ে নানা কথার অবতারণা করতো ঃ কোথায় গেল আল্লাহর সেই সাহায্য ? কি হলো সেই আযাবের ধমকি ? আমাদের যে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে তা এখনো আসছে না কেন ? এ আয়াতসমূহে একথাগুলোর উত্তর দেয়া হয়েছে।

রুকূ' ঃ ৮

٥٨ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

৫৮. আর যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে তারপর নিহত হয়েছে বা মারা গেছে, আল্লাহ তাদেরকে ভালো জীবিকা দেবেন এবং নিশ্চয়ই আল্লাহই সবচেয়ে ভালো রিযিকদাতা।

٥٩ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ○

৫৯. তিনি তাদেরকে এমন জায়গায় পৌঁছিয়ে দেবেন যা তাদেরকে খুশী করে দেবে, নিসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন ও পরম ধৈর্যশীল।

٦٠ ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ○

৬০. এতো হচ্ছে তাদের অবস্থা, আর যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নেয় ঠিক যেমন তার সাথে করা হয়েছে তেমনি এবং তারপর তার ওপর বাড়াবাড়িও করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, আল্লাহ গোনাহ-মাফকারী ও ক্ষমাশীল।

٦١ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ○

৬১. এসব এজন্য যে, আল্লাহই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের মধ্যে এবং তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন।

٦٢ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ○

৬২. এসব এজন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে এরা যাদেরকে ডাকে তারা সবাই মিথ্যা। আর আল্লাহই পরাক্রমশালী ও মহান।

٦٣ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ○

৬৩. তুমি কি দেখো না, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তার বদৌলতে জমি সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে ? আসলে তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।[১৬]

٦٤ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○

৬৪. যাকিছু আকাশে ও পৃথিবীতে আছে সব তাঁরই। নিসন্দেহে তিনিই অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসার্হ।

রুকূ' ঃ ৯

٦٥ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۗ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

৬৫. তুমি কি দেখো না, তিনি পৃথিবীর সবকিছুকে তোমাদের জন্য অনুগত করে রেখেছেন এবং তিনিই নৌযানকে নিয়মের অধীন করেছেন যার ফলে তাঁর হুকুমে তা সমুদ্রে বিচরণ করে আর তিনিই আকাশকে এমনভাবে ধরে রেখেছেন যার ফলে তাঁর হুকুম ছাড়া তা পৃথিবীর ওপর পতিত হতে পারে না। আসলে আল্লাহ লোকদের জন্য বড়ই স্নেহশীল ও মেহেরবান।

১৬. অর্থাৎ কুফর ও যুলুমের পথগামী ব্যক্তিদের উপর আযাব নাযিল করা, মুমিন ও সৎ ব্যক্তিদের পুরস্কার দান করা, অত্যাচারিত ও সত্যপন্থীদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করা এবং বলপ্রয়োগে অত্যাচার-প্রতিরোধকারী সত্যপন্থীদের সাহায্যদান—এসব আল্লাহ তাআলার এ গুণাবলীর কারণে হয়ে থাকে।

৬৬. তিনিই তোমাদের জীবন দান করেছেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু দান করেন এবং তিনিই আবার তোমাদের জীবিত করবেন ; সত্য বলতে কি, মানুষ বড়ই সত্য অস্বীকারকারী।[১৭]

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۭ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ۝

৬৭. প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি একটি ইবাদাতের পদ্ধতি নির্দিষ্ট করেছি, যা তারা অনুসরণ করে ; কাজেই হে মুহাম্মাদ! এ ব্যাপারে তারা যেন তোমার সাথে ঝগড়া না করে।[১৮] তুমি তোমার রবের দিকে দাওয়াত দাও। অবশ্যই তুমি সঠিক সরল পথে আছো।

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ۭ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৬৮. আর যদি তারা তোমার সাথে ঝগড়া করে তাহলে বলে দাও, "যাকিছু তোমরা করছো আল্লাহ তা খুব ভালোই জানেন।

وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

৬৯. তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ করছো আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে সেসব বিষয়ে ফায়সালা করে দেবেন।"

اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

৭০. তুমি কি জানো না, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহ জানেন ? সবকিছু একটি কিতাবে লিখিত আছে। আল্লাহর জন্য এটা মোটেই কঠিন নয়।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

৭১. তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর ইবাদাত করে যাদের জন্য না তিনি কোনো প্রমাণ পত্র অবতীর্ণ করেছেন আর না তারা নিজেরাই তাদের ব্যাপারে কোনো জ্ঞান রাখে। এ যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ۭ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝

৭২. আর যখন তাদেরকে আমার পরিষ্কার আয়াত শুনিয়ে দেয়া হয় তখন তোমরা দেখো সত্য অস্বীকারকারীদের চেহারা বিকৃত হয়ে যাচ্ছে এবং মনে হতে থাকে এ-ই বুঝি যারা তাদেরকে আমার আয়াত শুনায় তাদের ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদেরকে বলো, "আমি কি তোমাদের বলবো, এর চেয়ে খারাপ জিনিস কি ? আগুন। আল্লাহ এরই প্রতিশ্রুতি তাদের জন্য দিয়ে রেখেছেন, যারা সত্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং তা বড়ই খারাপ আবাস।"

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ۭ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۭ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۭ اَلنَّارُ ۭ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

১৭. অর্থাৎ এসব কিছু দেখা সত্ত্বেও নবীদের উপস্থাপিত সত্যকে তারা অস্বীকার করে চলে।

১৮. অর্থাৎ পূর্বযুগের নবীরা নিজ নিজ যুগের উম্মতদের জন্য যেমন এক এক ইবাদাত পদ্ধতি নিয়ে এসেছিলেন সেইরূপ এ যুগের উম্মতের জন্য তুমি এক ইবাদাত পদ্ধতি নিয়ে এসেছ। সুতরাং এ নিয়ে তোমার সাথে দ্বন্দ্ব করার অধিকার কারোর নেই। কেননা তোমার আনীত ইবাদাত পদ্ধতিই এ যুগের জন্য সত্যসম্মত ইবাদাত পদ্ধতি।

রুকু’ ঃ ১০

৭৩. হে লোকেরা! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শোনো। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব উপাস্যকে তোমরা ডাকো তারা সবাই মিলে একটি মাছি সৃষ্টি করতে চাইলেও করতে পারবে না। বরং যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কোনো জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাহলে তারা তা ছাড়িয়েও নিতে পারবে না। সাহায্য প্রার্থীও দুর্বল এবং যার কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে সেও দুর্বল।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُوا۟ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا۟ لَهُۥ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ○

৭৪. তারা আল্লাহর কদরই বুঝলো না যেমন তা বুঝা উচিত। আসল ব্যাপার হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহই শক্তিমান ও মর্যাদাসম্পন্ন।

مَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ○

৭৫. আসলে আল্লাহ (নিজের ফরমান পাঠাবার জন্য) ফেরেশতাদের মধ্য থেকেও বাণীবাহক বাছাই করেন এবং মানুষদের মধ্য থেকেও। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন।

ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ○

৭৬. যাকিছু তাদের সামনে আছে তাও তিনি জানেন এবং যাকিছু আছে তাদের অগোচরে তাও তিনি জানেন এবং যাবতীয় বিষয় তাঁরই দিকে ফিরে আসে।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ○

৭৭. হে ঈমানদারগণ! রুকূ’ ও সিজদা করো, নিজের রবের বন্দেগী করো এবং নেক কাজ করো, হয়তো তোমাদের ভাগ্যে সফলতা আসবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

৭৮. আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেমন জিহাদ করলে তার হক আদায় হয়। তিনি নিজের কাজের জন্য তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। আল্লাহ আগেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন “মুসলিম” এবং এর (কুরআন) মধ্যেও (তোমাদের নাম এটিই) যাতে রাসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হন এবং তোমরা সাক্ষী হও লোকদের ওপর। কাজেই নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও। তিনি তোমাদের অভিভাবক, বড়ই ভালো অভিভাবক তিনি, বড়ই ভালো সাহায্যকারী তিনি।

وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ○

সূরা আল মু'মিনূন

২৩

নামকরণ

প্রথম আয়াত قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু উভয়টি থেকে জানা যায়, এ সূরাটি মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময় নাযিল হয়। প্রেক্ষাপট পরিষ্কার অনুভব করা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফেরদের মধ্যে ভীষণ সংঘাত চলছে। কিন্তু তখনো কাফেরদের নির্যাতন নিপীড়ন চরমে পৌঁছে যায়নি। ৭৫-৭৬ আয়াত থেকে পরিষ্কার সাক্ষ পাওয়া যায় যে, মক্কী যুগের মধ্যভাগে আরবে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল বলে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাযিল হয়। উরওয়াহ ইবনে যুবাইর রা.-এর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ সূরা নাযিল হওয়ার আগেই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারীর বরাত দিয়ে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এ সূরাটি তাঁর সামনে নাযিল হয়। অহী নাযিলের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা কি রকম হয় তা তিনি স্বচক্ষেই দেখেছিলেন এবং এ অবস্থা অতিবাহিত হবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এ সময় আমার ওপর এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যদি কেউ সে মানদণ্ডে পুরোপুরি উতরে যায় তাহলে সে নিশ্চিত জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর তিনি এ সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো শোনান।

বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয়

রসূলের আনুগত্য করার আহ্বান হচ্ছে এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। এখানে বিবৃত সমগ্র ভাষণটি এ কেন্দ্রের চারদিকেই আবর্তিত।

বক্তব্যের সূচনা এভাবে হয়ঃ যারা এ নবীর কথা মেনে নিয়েছে তাদের মধ্যে অমুক অমুক গুণাবলী সৃষ্টি হচ্ছে এবং নিশ্চিতভাবে এ ধরনের লোকেরাই দুনিয়ায় ও আখেরাতে সাফল্য লাভের যোগ্য হয়।

এরপর মানুষের জন্ম, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব এবং বিশ্বজাহানের অন্যান্য নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া যে, এ নবী তাওহীদ ও আখেরাতের যে চিরন্তন সত্যগুলো তোমাদের মেনে নিতে বলছেন তোমাদের নিজেদের সত্তা এবং এ সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা সেগুলোর সত্যতার সাক্ষ দিচ্ছে।

তারপর নবীদের ও তাঁদের উম্মতদের কাহিনী শুরু হয়ে গেছে। আপাতদৃষ্টিতে এগুলো কাহিনী মনে হলেও মূলত এ পদ্ধতিতে শ্রোতাদেরকে কিছু কথা বুঝানো হয়েছেঃ

এক ঃ আজ তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের ব্যাপারে যেসব সন্দেহ পোষণ ও আপত্তি উত্থাপন করছো সেগুলো নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বেও যেসব নবী দুনিয়ায় এসেছিলেন, যাদেরকে তোমরা নিজেরাও আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করে থাকো, তাঁদের সবার বিরুদ্ধে তাঁদের যুগে মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরা এ একই আপত্তি করেছিল। এখন দেখো ইতিহাসের শিক্ষা কি, আপত্তি উত্থাপনকারীরা সত্য পথে ছিল, না নবীগণ?

দুই ঃ তাওহীদ ও আখেরাত সম্পর্কে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শিক্ষা দিচ্ছেন এ একই শিক্ষা প্রত্যেক যুগের নবী দিয়েছেন। তার বাইরে এমন কোনো অভিনব জিনিস আজ পেশ করা হচ্ছে না যা দুনিয়াবাসী এর আগে কখনো শুনেনি।

তিন ঃ যেসব জাতি নবীদের কথা শোনেনি এবং তাঁদের বিরোধিতার ওপর জিদ ধরেছে তারা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছে।

চার ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেক যুগে একই দীন এসেছে এবং সকল নবী একই জাতি বা উম্মাহভুক্ত ছিলেন। সেই একমাত্র দীনটি ছাড়া অন্য যেসব বিচিত্র ধর্মমত তোমরা দুনিয়ার চারদিকে দেখতে পাচ্ছো এগুলো সবই মানুষের স্বকপোলকল্পিত। এর কোনোটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়।

এ কাহিনীগুলো বলার পর লোকদেরকে একথা জানানো হয়েছে যে, পার্থিব সমৃদ্ধি, অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এমন জিনিস নয় যা কোনো ব্যক্তি বা দলের সঠিক পথের অনুসারী হবার নিশ্চিত আলামত হতে পারে।

এর মাধ্যমে একথা বুঝা যায় না যে, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহশীল এবং তার নীতি ও আচরণ আল্লাহর কাছে প্রিয়। অনুরূপভাবে কারোর গরীব ও দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া একথা প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ তার ও তার নীতির প্রতি বিরূপ। আসল জিনিস হচ্ছে মানুষের ঈমান, আল্লাহভীতি ও সততা। এরি ওপর তার আল্লাহর প্রিয় অপ্রিয় হওয়া নির্ভর করে। একথাগুলো এজন্যে বলা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মুকাবিলায় সে সময় যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছিল তার সকল নায়কই ছিল মক্কার বড় বড় নেতা ও সরদার। তারা নিজেরাও এ আত্মম্ভরিতায় ভুগছিল এবং তাদের প্রভাবাধীন লোকেরাও এ ভুল ধারণার শিকার হয়েছিল যে, যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহধারা বর্ষিত হচ্ছে এবং যারা একনাগাড়ে সামনের দিকে এগিয়েই চলেছে তাদের ওপর নিশ্চয়ই আল্লাহ ও দেবতাদের নেক নজর রয়েছে। আর এ বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত লোকেরা যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আছে এদের নিজেদের অবস্থাই তো একথা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ এদের সাথে নেই এবং দেবতাদের কোপ তো এদের ওপর পড়েই আছে।

এরপর মক্কাবাসীদেরকে বিভিন্ন দিক দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের ওপর বিশ্বাসী করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদেরকে জানানো হয়েছে, তোমাদের ওপর এই যে দুর্ভিক্ষ নাযিল হয়েছে এটা একটা সতর্কবাণী। এ দেখে তোমরা নিজেরা সংশোধিত হয়ে যাও এবং সরল-সঠিক পথে এসে যাও, এটাই তোমাদের জন্য ভালো। নয়তো এরপর আসবে আরো কঠিন শাস্তি, যা দেখে তোমরা আর্তনাদ করতে থাকবে।

তারপর বিশ্ব-জাহানে ও তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যে যেসব নিদর্শন রয়েছে সেদিকে তাদের দৃষ্টি নতুন করে আকৃষ্ট করা হয়েছে। মূল বক্তব্য হচ্ছে, চোখ মেলে দেখো। এ নবী যে তাওহীদ ও পরকালীন জীবনের তাৎপর্য ও স্বরূপ তোমাদের জানাচ্ছেন চারদিকে কি তার সাক্ষদানকারী নিদর্শনাবলী ছড়িয়ে নেই ? তোমাদের বুদ্ধি ও প্রকৃতি কি তার সত্যতা ও নির্ভুলতার সাক্ষ দিচ্ছে না ?

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা তোমার সাথে যাই ব্যবহার করে থাকুক না কেন তুমি ভালোভাবে তাদের প্রত্যুত্তর দাও। শয়তান যেন কখনো তোমাকে আবেগ উচ্ছল করে দিয়ে মন্দের জবাবে মন্দ করতে উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ না পায়।

বক্তব্য শেষে সত্য বিরোধীদেরকে আখেরাতে জবাবদিহির ভয় দেখানো হয়েছে। তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা সত্যের আহ্বায়ক ও তাঁর অনুসারীদের সাথে যা করছো সে জন্য তোমাদের কঠোর জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে।

❒

আয়াত-১১৮ ২৩-সূরা আল মু'মিনূন-মাক্কী রুকূ'-৬

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

১. নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে মু'মিনরা

২. যারাঃ নিজেদের নামাযে বিনয়াবনত হয়,

৩. বাজে কাজ থেকে দূরে থাকে,

৪. যাকাতের পথে সক্রিয় থাকে,

৫. নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে,[১]

৬. নিজেদের স্ত্রীদের ও অধিকারভুক্ত বাঁদীদের ছাড়া,[২] এদের কাছে (হেফাযত না করলে)তারা তিরস্কৃত হবে না ;

৭. তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী,

৮. নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে

৯. এবং নিজেদের নামাযগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে,

১০. তারাই এমন ধরনের উত্তরাধিকারী

১১. যারা নিজেদের উত্তরাধিকার হিসেবে ফিরদাউস লাভ করবে এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

১২. আমি মানুষকে তৈরি করেছি মাটির উপাদান থেকে,

১৩. তারপর তাকে একটি সংরক্ষিত স্থানে টপ্‌কে পড়া ফোঁটায় পরিবর্তিত করেছি,

اٰياتها ١١٨ ٢٣. سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ . مَكِّيَّةٌ ركوعاتها ٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ ①

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ ②

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ ③

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ ④

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ ⑤

اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ ⑥

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ ⑦

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ ⑧

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۘ ⑨

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۙ ⑩

الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ⑪

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۚ ⑫

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۪ ⑬

১. এর দুটি অর্থ ঃ ক. নিজের দেহের লজ্জা উপযোগী অংশগুলো আবৃত করে গুপ্ত রাখেন অর্থাৎ নগ্নতা থেকে বিরত থাকে ও নিজের সতর (লজ্জাস্থান) অন্যের সামনে উন্মুক্ত করে না। খ. নিজের পবিত্রতা ও সতীত্ব সুরক্ষিত রাখে অর্থাৎ যৌন ব্যাপারে বন্ধনহীন স্বাধীনতা অবলম্বন করে না এবং ইন্দ্রিয় কামনা চরিতার্থতায় উশৃঙ্খল নয়।

২. অর্থাৎ দাসীরা। যুদ্ধে যাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয় ও বন্দী বিনিময় না হলে যাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কারোর মালিকানা সত্ত্বের অধীনস্থ করে দেয়া হয়।

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪. এরপর সেই ফোঁটাকে জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি, তারপর সেই রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর মাংসপিণ্ডে অস্থি-পঞ্জর স্থাপন করেছি, তারপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দিয়েছি গোশত দিয়ে, **তারপর তাকে দাঁড় করেছি[৩] স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টিরূপে। কাজেই আল্লাহ বড়ই বরকতসম্পন্ন, সকল কারিগরের** চেয়ে উত্তম কারিগর তিনি।

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫. এরপর তোমাদের অবশ্যই মরতে হবে,

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. তারপর কিয়ামতের দিন নিশ্চিতভাবেই তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. আর তোমাদের ওপর আমি সাতটি পথ নির্মাণ করেছি,[৪] সৃষ্টিকর্ম আমার মোটেই অজানা ছিল না।[৫]

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. আর আকাশ থেকে আমি ঠিক হিসেব মতো একটি বিশেষ পরিমাণ অনুযায়ী পানি বর্ষণ করেছি এবং তাকে ভূমিতে সংরক্ষণ করেছি। আমি তাকে যেভাবে ইচ্ছা অদৃশ্য করে দিতে পারি।

فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ ۘ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. তারপর এ পানির মাধ্যমে আমি তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্যই এ বাগানগুলোয় রয়েছে প্রচুর সুস্বাদু ফল এবং সেগুলো থেকে তোমরা জীবিকা লাভ করে থাকো।

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. আর সিনাই পাহাড়ে যে গাছ জন্মায়[৬] তাও আমি সৃষ্টি করেছি, তা তেল উৎপন্ন করে এবং আহারকারীদের জন্য তরকারীও।

৩. অর্থাৎ যদিও পশুদের সৃষ্টিতেও ওসব কিছু হয়ে থাকে কিন্তু আল্লাহ এ সৃষ্টি কাজের দ্বারা মানুষকে আর এক প্রকারের সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলেছেন যা পশুদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

৪. মনে হয় এর অর্থ সপ্তগ্রহের কক্ষপথ। সে যুগের লোকেরা মাত্র সাতটি গ্রহ সম্বন্ধে অবগত থাকায় সাতটি পথের উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, এছাড়া অন্যান্য পথ নেই।

৫. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে—"এবং সৃষ্টির প্রতি আমি উদাসীন ছিলাম না।" প্রথম অনুবাদ অনুসারে আয়াতের অর্থ—এসব কিছু আমি যা সৃষ্টি করেছি, তা কোনো আনাড়ীর হাতে এমনিই উদ্দেশ্যহীনভাবে পয়দা হয়ে যায়নি, বরং সেসব কিছুকে এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ণ জ্ঞানের সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে; গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম-বিধান তার মধ্যে কার্যকরী আছে। সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থায় তুচ্ছ থেকে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জিনিসের মধ্যে এক পরিপূর্ণ পারস্পরিক সংগতি-সামঞ্জস্য দেখা যায়, এ বিপুল বিরাট কারখানার মধ্যে প্রতি দিকেই এক উদ্দেশ্যমূলকতা দৃষ্ট হয়, যা স্রষ্টার মহান জ্ঞানকৌশলের প্রমাণ ও নিদর্শন স্বরূপ। দ্বিতীয় অনুবাদ অনুযায়ী অর্থ হবে ঃ এ বিশ্বে আমি যতকিছু সৃষ্টি করেছি তাদের কোনো প্রয়োজন থেকে আমি কখনো উদাসীন এবং তাদের কোনো অবস্থা থেকে আমি কখনো অনবহিত নই। কোনো জিনিসকে আমি আমার পরিকল্পনার বিপরীত হতে বা চলতে দিই নাই, কোনো জিনিসের প্রকৃতিগত চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করতে আমি ক্রটি করিনি এবং প্রতিটি অণু ও প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কে আমি পূর্ণ অবহিত।

৬. অর্থাৎ যয়তুন যা ভূমধ্যসাগরের পার্শ্বস্থ এলাকায় উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। সিনাইয়ের সাথে একে সম্পর্কিত করার কারণ সম্ভবত এই যে, ঐ অঞ্চলের সব থেকে বিখ্যাত ও পরিচিত স্থান সিনাই পর্বত হচ্ছে এ বৃক্ষের আসল জন্মস্থান।

٢١ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ○

২১. আর প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য গবাদি পশুদের মধ্যেও একটি শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেটের মধ্যে যাকিছু আছে তা থেকে একটি জিনিস আমি তোমাদের পান করাই এবং তোমাদের জন্যে তাদের মধ্যে আরো অনেক উপকারিতাও আছে, তাদেরকে তোমরা খেয়ে থাকো।

٢٢ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ○

২২. এবং তাদের ওপর ও নৌযানে আরোহণও করে থাকো।

রুকূ' ঃ ২

٢٣ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ○

২৩. আমি নূহকে পাঠালাম তার সম্প্রদায়ের কাছে। সে বললো, "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আল্লাহর বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই, তোমরা কি ভয় করো না ?"

٢٤ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ○

২৪. তার সম্প্রদায়ের যেসব সরদার তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করলো তারা বলতে লাগলো, "এ ব্যক্তি আর কিছুই নয় কিন্তু তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। এর লক্ষ হচ্ছে তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা। আল্লাহ পাঠাতে চাইলে ফেরেশতা পাঠাতেন। একথা তো আমরা আমাদের বাপদাদাদের আমলে কখনো শুনিনি (যে, মানুষ রাসূল হয়ে আসে)।

٢٥ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ○

২৫. কিছুই নয়, শুধুমাত্র এ লোকটিকে একটু পাগলামিতে পেয়ে বসেছে ; কিছু দিন আরো দেখে নাও (হয়তো পাগলামি ছেড়ে যাবে।)"

٢٦ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ○

২৬. নূহ বললো, "হে পরওয়ারদিগার! এরা যে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে এ জন্য তুমিই আমাকে সাহায্য করো।"

٢٧ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ○

২৭. আমি তার কাছে অহী করলাম, "আমার তত্ত্বাবধানে এবং আমার অহী মোতাবেক নৌকা তৈরী করো। তারপর যখন আমার হুকুম এসে যাবে এবং চুলা উথলে উঠবে তখন তুমি সব ধরনের প্রাণীদের এক একটি জোড়া নিয়ে এতে আরোহণ করো এবং পরিবার পরিজনদেরকেও সাথে নাও, তাদের ছাড়া যাদের বিরুদ্ধে আগেই ফায়সালা হয়ে গেছে এবং যালেমদের ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলো না, তারা এখন ডুবতে যাচ্ছে।

٢٨ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

২৮. তারপর যখন তুমি নিজের সাথীদের নিয়ে নৌকায় আরোহণ করবে তখন বলবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন যালেমদের হাত থেকে।

২৯. আর বলো, হে পরওয়ারদিগার! আমাকে নামিয়ে দাও বরকতপূর্ণ স্থানে এবং তুমি সর্বোত্তম স্থান দানকারী।"

وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِیْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ ○

৩০. এ কাহিনীতে বিরাট নিদর্শনাবলী রয়েছে, আর পরীক্ষা তো আমি করেই থাকি।

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِیْنَ ○

৩১. তাদের পরে আমি অন্য এক যুগের জাতির উত্থান ঘটালাম।

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِیْنَ ○

৩২. তারপর তাদের মধ্যে স্বয়ং তাদের সম্প্রদায়ের একজন রাসূল পাঠালাম (যে তাদেরকে দাওয়াত দিল এ মর্মে যে,) আল্লাহর বন্দেগী করো, তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তোমরা কি ভয় করো না ?

فَاَرْسَلْنَا فِیْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

রুকূ' ঃ ৩

৩৩. তার সম্প্রদায়ের যেসব সরদার ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল এবং আখেরাতের সাক্ষাতকারকে মিথ্যা বলেছিল, যাদেরকে আমি দুনিয়ার জীবনে প্রাচুর্য দান করেছিলাম, তারা বলতে লাগলো, "এ ব্যক্তি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা যা কিছু খাও তা-ই সে খায় এবং তোমরা যা কিছু পান করো তা-ই সে পান করে।

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ۙ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ یَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ○

৩৪. এখন যদি তোমরা নিজেদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ○

৩৫. সে কি তোমাদেরকে একথা জানায় যে, যখন তোমরা মরার পরে মাটিতে মিশে যাবে এবং হাড়গোড়ে পরিণত হবে তখন তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করা হবে ?

اَیَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ○

৩৬. অসম্ভব, তোমাদের সাথে এই যে অংগীকার করা হচ্ছে এটা একেবারেই অসম্ভব।

هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ○

৩৭. জীবন কিছুই নয়, ব্যস এ পার্থিব জীবনটি ছাড়া ; এখানেই আমরা মরি-বাঁচি এবং আমাদের কখ্খনো পুনরুজ্জীবিত করা হবে না।

اِنْ هِیَ اِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوْتُ وَنَحْیَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِیْنَ ○

৩৮. এ ব্যক্তি আল্লাহর নামে নিছক মিথ্যা তৈরী করছে এবং আমরা কখনো তার কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নই।"

اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلُ ۣافْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِیْنَ ○

৩৯. রাসূল বললো, "হে আমার রব! এ লোকেরা যে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো এ ব্যাপারে এখন তুমিই আমাকে সাহায্য করো।"

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِیْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ○

৪০. জবাবে বলা হলো, "অচিরেই তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করবে।"

قَالَ عَمَّا قَلِیْلٍ لَّیُصْبِحُنَّ نٰدِمِیْنَ ○

٤١ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

৪১. শেষ পর্যন্ত যথাযথ সত্য অনুযায়ী একটি মহা গোলযোগ তাদেরকে ধরে ফেললো এবং আমি তাদেরকে কাদা বানিয়ে নিক্ষেপ করলাম—দূর হয়ে যাও যালেম জাতি!

٤٢ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ○

৪২. তারপর আমি তাদের পরে অন্য জাতিদের উঠিয়েছি।

٤٣ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُوْنَ ○

৪৩. কোনো জাতি তার সময়ের পূর্বে শেষ হয়নি এবং তার পরে টিকে থাকতে পারেনি।

٤٤ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّمَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ أَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ○

৪৪. তারপর আমি একের পর এক নিজের রাসূল পাঠিয়েছি। যে জাতির কাছেই তার রাসূল এসেছে সে-ই তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, আর আমি একের পর এক জাতিকে ধ্বংস করে গেছি এমনকি তাদেরকে স্রেফ কাহিনীই বানিয়ে ছেড়েছি,—অভিসম্পাত তাদের প্রতি যারা ঈমান আনে না।

٤٥ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَأَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

٤٦ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ○

৪৫.৪৬. তারপর আমি মূসা ও তার ভাই হারুনকে নিজের নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে ফেরাউন ও তার রাজ পরিষদদের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারা অহংকার করলো এবং তারা ছিল বড়ই আস্ফালনকারী।

٤٧ فَقَالُوْٓا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ○

৪৭. তারা বলতে লাগলো, "আমরা কি আমাদেরই মতো দু'জন লোকের প্রতি ঈমান আনবো ? আর তারা আবার এমন লোক যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস।"

٤٨ فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ○

৪৮. কাজেই তারা উভয়কে প্রত্যাখ্যান করলো এবং ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে শামিল হলো।

٤٩ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

৪৯. আর মূসাকে আমি কিতাব দান করেছি যাতে লোকেরা তার সাহায্যে পথের দিশা পায়।

٥٠ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهٗٓ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَآ إِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ○

৫০. আর মার্‌য়াম পুত্র ও তার মাকে আমি একটি নিদর্শনে পরিণত করেছিলাম এবং তাদেরকে রেখেছিলাম একটি সুউচ্চ ভূমিতে, সে স্থানটি ছিল নিরাপদ এবং সেখানে স্রোতস্বিনী প্রবহমান ছিল।

রুকু' ঃ ৪

٥١ يٰٓأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۖ إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

৫১. হে রাসূল! পাক-পবিত্র জিনিস খাও এবং সৎকাজ করো। তোমরা যা কিছুই করো না কেন আমি তা ভালোভাবেই জানি।

٥٢ وَإِنَّ هٰذِهٖٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ○

৫২. আর তোমাদের এ উম্মত হচ্ছে একই উম্মত এবং আমি তোমাদের রব, কাজেই আমাকেই তোমরা ভয় করো।

٥٣ فَتَقَطَّعُوْٓا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ○

৫৩. কিন্তু পরে লোকেরা নিজেদের দীনকে পরস্পরের মধ্যে টুকরো টুকরো করে নিয়েছে। প্রত্যেক দলের কাছে যা কিছু আছে তার মধ্যেই তারা নিমগ্ন হয়ে গেছে।

﴿٥٤﴾ فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ○

৫৪.—বেশ, তাহলে ছেড়ে দাও তাদেরকে, ডুবে থাকুক নিজেদের গাফিলতির মধ্যে একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত।

﴿٥٥﴾ أَيَحْسَبُوْنَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ○

৫৫. তারা কি মনে করে, আমি যে তাদেরকে অর্থ ও সন্তান দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছি,

﴿٥٦﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ ۚ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ○

৫৬. তা দ্বারা আমি তাদেরকে কল্যাণ দানে তৎপর রয়েছি ? না, আসল ব্যাপার সম্পর্কে তাদের কোনো চেতনাই নেই।

﴿٥٧﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ○

৫৭. আসলে কল্যাণের দিকে দৌড়ে যাওয়া ও অগ্রসর হয়ে তা অর্জনকারী লোক তো তারাই যারা নিজেদের রবের ভয়ে ভীত,

﴿٥٨﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ○

৫৮. যারা নিজেদের রবের আয়াতের প্রতি ঈমান আনে,

﴿٥٩﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ○

৫৯. যারা নিজেদের রবের সাথে কাউকে শরীক করে না।

﴿٦٠﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ○

৬০. এবং যাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যা কিছুই দেয় এমন অবস্থায় দেয় যে, তাদের অন্তর এ চিন্তায় কাঁপতে থাকে যে, তাদেরকে তাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে।

﴿٦١﴾ أُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ○

৬১. তারাই কল্যাণের দিকে দ্রুত গমনকারী এবং অগ্রসর হয়ে গিয়ে তা অর্জনকারী।

﴿٦٢﴾ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

৬২. আমি কোনো ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব অর্পণ করি না এবং আমার কাছে একটি কিতাব আছে যা (প্রত্যেকের অবস্থা) ঠিকমতো জানিয়ে দেয়।[৭] আর কোনোক্রমেই লোকদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

﴿٦٣﴾ بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِيْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ○

৬৩. কিন্তু তারা এ ব্যাপারে অচেতন। আর তাদের কার্যাবলীও এ পদ্ধতির (যা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে) বিপরীত। তারা নিজেদের এসব কাজ করে যেতে থাকবে,

﴿٦٤﴾ حَتّٰىٓ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْـَٔرُوْنَ ○

৬৪. অবশেষে যখন আমি তাদের বিলাসপ্রিয়দেরকে আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করবো তখন তারা আবার চিৎকার করতে থাকবে।

﴿٦٥﴾ لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ ۖ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ○

৬৫. এখন বন্ধ করো তোমাদের আর্তচিৎকার আমার পক্ষ থেকে এখন কোনো সাহায্য দেয়া হবে না।

﴿٦٦﴾ قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ○

৬৬. আমার আয়াত তোমাদের শোনানো হতো, তোমরা তো (রাসূলের আওয়াজ শুনতেই) পিছনে ফিরে কেটে পড়তে,

৭. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির নামায়ে আমল (কার্য তালিকা) যাতে তার সমস্ত কৃতকর্ম লিখিত থাকে।

٦٧ مُسْتَكْبِرِيْنَ ۖ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ○

৬৭. অহংকারের সাথে তা অগ্রাহ্য করতে, নিজেদের আড্ডায় বসে তার সম্পর্কে গল্প দিতে ও আজেবাজে কথা বলতে।

٦٨ اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○

৬৮. তারা কি কখনো এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা করেনি ? অথবা সে এমন কথা নিয়ে এসেছে যা কখনো তাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছে আসেনি ?

٦٩ اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ○

৬৯. কিংবা তারা নিজেদের রসূলকে কখনো চিনতো না বলেই (অপরিচিত ব্যক্তি হওয়ার কারণে) তাকে অস্বীকার করে ?

٧٠ اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ○

৭০. অথবা তারা কি একথা বলে যে, সে উন্মাদ ? না, বরং সে সত্য নিয়ে এসেছে এবং সত্যই তাদের অধিকাংশের কাছে অপছন্দনীয়।

٧١ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۚ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

৭১. আর সত্য যদি কখনো তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতো তাহলে আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যের সবকিছুর ব্যবস্থাপনা ওলটপালট হয়ে যেতো—না, বরং আমি তাদের নিজেদের কথাই তাদের কাছে এনেছি এবং তারা নিজেদের কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

٧٢ اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

৭২. তুমি কি তাদের কাছে কিছু চাচ্ছো ? তোমার জন্য তোমার রব যা দিয়েছেন, সেটাই ভালো এবং তিনি সবচেয়ে ভালো রিযিকদাতা।

٧٣ وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৭৩. তুমি তো তাদেরকে সহজ সরল পথের দিকে ডাকছো,

٧٤ وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ○

৭৪. কিন্তু যারা পরকাল স্বীকার করে না তারা সঠিক পথ থেকে সরে ভিন্ন পথে চলতে চায়।

٧٥ وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

৭৫. যদি আমি তাদের প্রতি করুণা করি এবং বর্তমানে তারা যে দুঃখ-কষ্টে ভুগছে[৮] তা দূর করে দেই, তাহলে তারা নিজেদের অবাধ্যতার স্রোতে একেবারেই ভেসে যাবে।

٧٦ وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ○

৭৬. তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি তাদেরকে দুঃখ-কষ্টে ফেলে দিয়েছি, তারপরও তারা নিজেদের রবের সামনে নত হয়নি এবং বিনয় ও দীনতাও অবলম্বন করে না।

٧٧ حَتّٰۤى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ○

৭৭. তবে যখন অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যে, আমি তাদের জন্য কঠিন আযাবের দরজা খুলে দেবো তখন অকস্মাৎ তোমরা দেখবে যে, এ অবস্থায় তারা সকল প্রকার কল্যাণ থেকে হতাশ হয়ে পড়েছে।

৮. অর্থাৎ সেই দুর্ভিক্ষ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পর কয়েক বছর যাবত যার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল।

রুকূ' ঃ ৫

٧٨ وَهُوَ الَّذِيٓ أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

৭৮. তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের শোনার ও দেখার শক্তি দিয়েছেন এবং চিন্তা করার জন্য অন্তঃকরণ দিয়েছেন, কিন্তু তোমরা কমই কৃতজ্ঞ হয়ে থাকো।

٧٩ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

৭৯. তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা একত্র হবে।

٨٠ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِ وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

৮০. তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন, দিন রাতের আবর্তন তাঁরই শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। একথা কি তোমাদের বোধগম্য হয় না ?

٨١ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۝

৮১. কিন্তু তারা সে একই কথা বলে যা তাদের পূর্বের লোকেরা বলেছিল।

٨٢ قَالُوٓا ءَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝

৮২. তারা বলে, "যখন আমরা মরে মাটি হয়ে যাবো এবং অস্থিপঞ্জরে পরিণত হবো তখন কি আমাদের পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে ?

٨٣ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

৮৩. আমরা এ প্রতিশ্রুতি অনেক শুনেছি এবং আমাদের পূর্বে আমাদের বাপ-দাদারাও শুনে এসেছে। এগুলো নিছক পুরাতন কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।"

٨٤ قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَآ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

৮৪. তাদেরকে জিজ্ঞেস করো ঃ "যদি তোমরা জানো তাহলে বলো এ পৃথিবী এবং এর মধ্যে যারা বাস করে তারা কার ?"

٨٥ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

৮৫. তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহর। বলো, তাহলে তোমরা সচেতন হচ্ছো না কেন ?

٨٦ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

৮৬. তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, সাত আসমান ও মহান আরশের অধিপতি কে ?

٨٧ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

৮৭. তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ। বলো, তাহলে তোমরা ভয় করো না কেন ?

٨٨ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

৮৮. তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, বলো, যদি তোমরা জেনে থাকো, কার কর্তৃত্ব চলছে প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর ? আর কে তিনি যিনি আশ্রয় দেন এবং তাঁর মোকাবিলায় কেউ আশ্রয় দিতে পারে না ?

٨٩ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ۝

৮৯. তারা নিশ্চয়ই বলবে, এ বিষয়টি তো আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত। বলো, তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হচ্ছো কোথায় থেকে ?

٩٠ بَلْ أَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ۝

৯০. যা সত্য তা আমি তাদের সামনে এনেছি এবং এরা যে মিথ্যাবাদী এতে কোনো সন্দেহ নেই।[৯]

৯. অর্থাৎ তারা নিজেদের এ উক্তিতে মিথ্যাবাদী যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর ইলাহী গুণ, ক্ষমতা ও অধিকার আছে যা এসবের কোনো অংশ আছে এবং নিজেদের একথায় তারা মিথ্যাবাদী যে, মৃত্যুর পর পারলৌকিক জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাদের এ মিথ্যা তাদের স্বীকৃতি দ্বারা প্রমাণিত

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩١﴾

৯১. আল্লাহ্ কাউকে নিজের সন্তানে পরিণত করেননি[১০] এবং তাঁর সাথে অন্য কোনো ইলাহও নেই। যদি থাকতো তাহলে প্রত্যেক ইলাহ নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো। এবং তারপর তারা একজন অন্যজনের ওপর চড়াও হতো। এরা যেসব কথা তৈরী করে তা থেকে আল্লাহ পাক-পবিত্র।

عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু তিনি জানেন। এরা যে শিরক নির্ধারণ করে তিনি তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

রুকূ' ঃ ৬

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. হে মুহাম্মাদ! দোয়া করো, "হে আমার রব! এদেরকে যে আযাবের হুমকি দেয়া হচ্ছে, তুমি যদি আমার উপস্থিতিতে সে আযাব আনো

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪. তাহলে হে পরওয়ারদিগার! আমাকে এ যালেমদের অন্তরভুক্ত করো না।"[১১]

وَاِنَّا عَلٰۤى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. আর আসল ব্যাপার হচ্ছে, তোমার চোখের সামনে আমার সে জিনিস আনার পূর্ণ শক্তি আছে যার হুমকি আমি তাদেরকে দিচ্ছি।

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. হে মুহাম্মদ! মন্দকে দূর করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তারা তোমার সম্পর্কে যেসব কথা বলে তা আমি খুব ভালো করেই জানি।

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٩٧﴾

৯৭. আর দোয়া করো, "হে আমার রব! আমি শয়তানদের উস্কানি থেকে তোমার আশ্রয় চাই।

وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿٩٨﴾

৯৮. এমনকি হে পরওয়ারদিগার! সে আমার কাছে আসুক এ থেকেও তো আমি তোমার আশ্রয় চাই।"

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾

৯৯. (এরা নিজেদের কৃতকর্ম থেকে বিরত হবে না) এমনকি যখন এদের কারোর মৃত্যু উপস্থিত হবে তখন বলতে থাকবে, "হে আমার রব যে দুনিয়াটা আমি ছেড়ে চলে এসেছি সেখানেই আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দাও,

---

হয়। একদিকে একথা স্বীকার করা যে যমীন ও আসমানের মালিক এবং বিশ্বের প্রতিটি জিনিসের অধিকারী আল্লাহ এবং অন্য পক্ষে একথা বলা যে ইলাহীয়াত একমাত্র তার নয় বরং অন্যেরাও (যারা—অবশ্যই তাঁরই দাস ও সৃষ্ট) ইলাহীয়াতে তাঁর সাথে অংশীদার। এ দুই উক্তি স্পষ্টতই পরস্পর অসংগতিপূর্ণ। এরূপ একদিকে বলা যে, আমাদেরকে এবং এ বিরাট মহাবিশ্বকে আল্লাহ সৃষ্টি করেনে, আবার অন্যদিকে একথা বলা যে, আল্লাহ নিজের সৃষ্টি করা সৃষ্টিকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়—স্পষ্টতই জ্ঞান-বুদ্ধির বিপরীত কথা। সুতরাং তাঁদের মানিত সত্যের দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, শিরক (অংশীবাদিতা) ও পরকালের অস্বীকৃতি—এ উভয় ধারণাই ভ্রান্ত ও মিথ্যা যা তারা অবলম্বন করে আছে।

১০. এখানে কেউ যেন এ ভুল ধারণা না করে যে, মাত্র খৃষ্টবাদের খণ্ডনে একথা বলা হয়েছে। তা নয়, আরবের মুশরিকরাও নিজেদের উপাস্যদেরকে আল্লাহর সন্তান-সন্ততি বলে গণ্য করতো এবং দুনিয়ার অধিকাংশ মুশরিকরাও এ পথভ্রষ্টতায় তাদের সহযোগী।

১১. এর অর্থ এ নয় যে—মাআযাল্লাহ—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে আযাবে পতিত হওয়ার বস্তুত কোনো আশংকা ছিল, অথবা তিনি যদি এ প্রার্থনা না করতেন তবে ঐ আযাবে গ্রেফতার হতেন। বরং এরূপ বর্ণনাপদ্ধতি অবলম্বন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বুঝানো যে, আল্লাহর আযাব বাস্তবিক ভয় করারই জিনিস। তা এরূপ ভয়াবহ যে, মাত্র পাপীরাই নয় সৎ ও ধর্মশীল লোকদেরও সমস্ত নেক কাজ সত্ত্বেও তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

لَعَلِّيٓ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝١٠٠

১০০. আশা করি এখন আমি সৎকাজ করবো।" কখনোই নয়, এটা তার প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। এখন এ মৃতদের পেছনে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে একটি অন্তরবর্তী কালীন যুগ।।বরযখ যা পরবর্তী জীবনের দিন পর্যন্ত থাকবে।[১২]

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۝١٠١

১০১. তারপর যখনই শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তাদের মধ্যে আর কোনো আত্মীয়তা বা সম্পর্ক থাকবে না। এবং তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেসও করবে না।

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝١٠٢

১০২. সে সময় যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝١٠٣

১০৩. আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই হবে এমনসব লোক যারা নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। তারা জাহান্নামে থাকবে চিরকাল।

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۝١٠٤

১০৪. আগুন তাদের মুখের চামড়া জ্বালিয়ে দেবে এবং তাদের চোয়াল বাইরে বের হয়ে আসবে।

أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝١٠٥

১০৫. —"তোমরা কি সেসব লোক নও যাদের কাছে আমার আয়াত শুনানো হলেই বলতে এটা মিথ্যা ?"

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝١٠٦

১০৬. তারা বলবে, "হে আমাদের রব। আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের ওপর ছেয়ে গিয়েছিল, আমরা সত্যিই ছিলাম বিভ্রান্ত সম্প্রদায়।

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۝١٠٧

১০৭. হে পরওয়ারদিগার! এখন আমাদের এখান থেকে বের করে দাও, আমরা যদি আবার এ ধরনের অপরাধ করি তাহলে আমরা যালেম হবো।

قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۝١٠٨

১০৮. আল্লাহ জবাব দেবেন, "দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে, পড়ে থাকো ওরই মধ্যে এবং কথা বলো না আমার সাথে।

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝١٠٩

১০৯. তোমরা হচ্ছো তারাই, যখন আমার কিছু বান্দা বলতো, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের প্রতি করুণা করো, তুমি সকল করুণাশীলের চাইতে বড় করুণাশীল,

فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ۝١١٠

১১০. তখন তোমরা তাদেরকে বিদ্রূপ করতে, এমনকি তাদের প্রতি জিদ তোমাদের আমার কথাও ভুলিয়ে দেয় এবং তোমরা তাদেরকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে থাকতে।

১২. 'বরযখ' ফারসী শব্দ, 'পর্দা'র আরবী ভাষায় গৃহীত রূপ। আয়াতের অর্থ হচ্ছে—এখন দুনিয়া ও তাদের মধ্যে এক প্রতিবন্ধক বর্তমান যা তাদেরকে ফিরে আসতে দেবে না এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা দুনিয়া ও পরকালের মধ্যবর্তী এ ব্যবধান সীমার মধ্যে অবস্থিত থাকবে।

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا ۙ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ ﴿١١١﴾

১১১. আজ তাদের সে সবরের ফল আমিই দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম।"

قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾

১১২. তারপর আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "বলো, পৃথিবীতে তোমরা কত বছর থাকলে ?"

قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَآدِّينَ ﴿١١٣﴾

১১৩. তারা বলবে, "এক দিন বা দিনেরও কিছু অংশে আমরা সেখানে অবস্থান করেছিলাম, গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করে নিন।"

قٰلَ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾

১১৪. বলবেন, "অল্পক্ষণই অবস্থান করেছিলে, হায়! যদি তোমরা একথা সে সময় জানতে।

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

১১৫. তোমরা কি মনে করেছিলে আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের কখনো আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না ?"

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

১১৬. কাজেই প্রকৃত বাদশাহ আল্লাহ হচ্ছেন উচ্চতর ও উন্নততর, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, সম্মানিত আরশের তিনিই মালিক

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ۙ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُونَ ﴿١١٧﴾

১১৭. এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মাবুদকে ডাকে, যার পক্ষে তার কাছে কোনো যুক্তি প্রমাণ নেই,[১৩] তার হিসেব রয়েছে তার রবের কাছে। এ ধরনের কাফের কখনো সফলকাম হতে পারে না।

وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِينَ ﴿١١٨﴾

১১৮. হে মুহাম্মাদ! বলো, "হে আমার রব! ক্ষমা করো ও করুণা করো এবং তুমি সকল করুণাশীলের চাইতে বড় করুণাশীল।"

১৩. দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে যে, যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকে তার এ কাজের অনুকূলে তার পক্ষে কোনো যুক্তি-প্রমাণ নেই।'

সূরা আন নূর

২৪

নামকরণ

পঞ্চম রুকূ'র প্রথম আয়াত اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটি যে বনীল মুস্তালিক যুদ্ধের সময় নাযিল হয়, এ বিষয়ে সবাই একমত। কুরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের ঘটনা প্রসংগে এটি নাযিল হয়। (দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকূ'তে এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে)। আর সমস্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী বনীল মুস্তালিক যুদ্ধের সফরের মধ্যে ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু এ যুদ্ধটি ৫ হিজরী সনে আহযাব যুদ্ধের আগে, না ৬ হিরজীতে আহযাব যুদ্ধের পর সংঘটিত হয় সে ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা যায়। আসল ঘটনাটি কি ? এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের প্রয়োজন এজন্য দেখা দিয়েছে যে, পরদার বিধান কুরআন মজীদের দু'টি সূরাতেই বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি সূরা হচ্ছে এটি এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সূরা আহযাব। আর আহযাব যুদ্ধের সময় সূরা আহযাব নাযিল হয় এ ব্যাপারে কারোর দ্বিমত নেই। এখন যদি আহযাব যুদ্ধ প্রথমে হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, পরদার বিধানের সূচনা হয় সূরা আহযাবে নাযিলকৃত নির্দেশসমূহের মাধ্যমে এবং তাকে পূর্ণতা দান করে এ সূরায় বর্ণিত নির্দেশগুলো। আর যদি বনীল মুস্তালিক যুদ্ধ প্রথমে হয়ে থাকে তাহলে বিধানের বিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সূচনা সূরা নূর থেকে এবং তার পূর্ণতা সূরা আহযাবের বর্ণিত বিধানের মাধ্যমে বলে মেনে নিতে হয়। এভাবে হিজাব বা পরদার বিধানে ইসলামী আইন ব্যবস্থার যে যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে তা অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ উদ্দেশ্যে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবার আগে নাযিলের সময়কালটি অনুসন্ধান করে বের করে নেয়া জরুরী মনে করি।

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন বনীল মুস্তালিক যুদ্ধ হিজরী ৫ সনের শাবান মাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং তারপর ঐ বছরেরই যিলকাদ মাসে সংঘটিত হয় আহযাব (বা খন্দক) যুদ্ধ। এর সমর্থনে সবচেয়ে বড় সাক্ষ হচ্ছে এই যে, হযরত আয়েশা রা.-এর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের ঘটনা প্রসংগে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর কোনো কোনোটিতে হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত সা'দ ইবনে মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিবাদের কথা পাওয়া যায়। আর সমস্ত নির্ভরযোগ্য হাদীস অনুযায়ী হযরত সা'দ ইবনে মুআযের ইন্তিকাল হয় বনী কুরাইযা যুদ্ধে। আহযাব যুদ্ধের পরপরই এ যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই ৬ হিজরীতে তাঁর উপস্থিত থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

অন্যদিকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, আহযাব যুদ্ধ ৫ হিজরীর শওয়াল মাসের ঘটনা এবং বনীল মুস্তালিকের যুদ্ধ হয় ৬ হিজরীর শাবান মাসে। এ প্রসংগে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও অন্যান্য লোকদের থেকে যে অসংখ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো এর সমর্থন করে। সেগুলো থেকে জানা যায়, মিথ্যা অপবাদের ঘটনার পূর্বে হিজাব বা পরদার বিধান নাযিল হয় আর এ বিধান পাওয়া যায় সূরা আহযাবে। এ থেকে জানা যায়, সে সময় হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল এবং এ বিয়ে ৫ হিজরীর যিলকদ মাসের ঘটনা। সূরা আহযাবের এ ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া এ হাদীসগুলো থেকে একথাও জানা যায় যে, হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার বোন হামনা বিনতে জাহ্‌শ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়ানোয় শুধুমাত্র এজন্য অংশ নিয়েছিলেন যে, হযরত আয়েশা তাঁর বোনের সতিন ছিলেন। আর একথা সুস্পষ্ট যে, বোনের সতিনের বিরুদ্ধে এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হবার জন্য সতিনী সম্পর্ক শুরু হবার পর কিছুকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। এসব সাক্ষ ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকে শক্তিশালী করে দেয়।

মিথ্যাচারের ঘটনার সময় হযরত সা'দ ইবনে মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপস্থিতির বর্ণনা থাকাটাই এ বর্ণনাটি মেনে নেবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ ঘটনা প্রসংগে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার কোনোটিতে হযরত সা'দ ইবনে মুআযের কথা বলা হয়েছে আবার কোনোটিতে বলা হয়েছে তাঁর পরিবর্তে হযরত উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা, এ জিনিসটিই এ সংকট দূর করে দেয়। আর এ দ্বিতীয় বর্ণনাটি এ প্রসংগে হযরত আয়েশা রা.-এর বর্ণিত অন্যান্য ঘটনাবলীর সাথে পুরোপুরি খাপখেয়ে যায়। অন্যথায় নিছক সা'দ ইবনে মুআযের জীবনকালের সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য যদি বনীল মুস্তালিক যুদ্ধ ও মিথ্যাচারের কাহিনীকে আহযাব ও কুরাইযা যুদ্ধের আগের ঘটনা বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে

তো হিযাবের আয়াত নাযিল হওয়া ও যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ের ঘটনা তার পূর্বে সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল। এ অবস্থায় এ জটিলতার গ্রন্থী উন্মোচন করা কোনোক্রমেই সম্ভব হয় না। অথচ কুরআন ও অসংখ্য সহীহ হাদীস উভয়ই সাক্ষ দিচ্ছে যে, যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা বিয়ে ও হিযাবের হুকুম আহযাব ও কুরাইযার পরবর্তী ঘটনা। এ কারণেই ইবনে হাযম ও ইবনে কাইয়েম এবং অন্য কতিপয় গবেষক মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকেই সঠিক গণ্য করেছেন এবং আমরাও একে সঠিক মনে করি।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এখন অনুসন্ধানের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হবার পর যে, পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সূরা নূর ৬ হিজরীর শেষার্ধে সূরা আহ্যাবের কয়েক মাস পর নাযিল হয়, যে অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হয় তার ওপর আমাদের একটু নজর বুলিয়ে নেয়া উচিত। বদর যুদ্ধে জয়লাভ করার পর আরবে ইসলামী আন্দোলনের যে উত্থান শুরু হয় খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌঁছুতেই তা এতবেশী ব্যাপকতা লাভ করে যার ফলে মুশরিক, ইহুদী, মুনাফিক ও দো-মনা সংশয়ী নির্বিশেষে সবাই একথা অনুভব করতে থাকে যে, এ নব উত্থিত শক্তিটিকে শুধুমাত্র অস্ত্র ও সমর শক্তির মাধ্যমে পরাস্ত করা যেতে পারে না। খন্দকের যুদ্ধে তারা এক জোট হয়ে দশ হাজার সেনা নিয়ে মদীনা আক্রমণ করেছিল। কিন্তু মদীনা উপকণ্ঠে এক মাস ধরে মাথা কুটবার পর শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলে যায়। তাদের ফিরে যাওয়ার সাথে সাথেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করে দেন ঃ

لَنْ تَغْزُوْكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هٰذَا وَلٰكِنَّكُمْ تَغْزُوْنَهُمْ۔

"এ বছরের পর কুরাইশরা আর তোমাদের ওপর হামলা করবে না বরং তোমরা তাদের ওপর হামলা করবে।" (ইবনে হিশাম ২৬৬ পৃষ্ঠা)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি দ্বারা প্রকারান্তরে একথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম বিরোধী শক্তির অগ্রগতির ক্ষমতা নিশেষ হয়ে গেছে, এবার থেকে ইসলাম আর আত্মরক্ষার নয় বরং অগ্রগতির লড়াই লড়বে এবং কুফরকে অগ্রগতির পরিবর্তে আত্মরক্ষার লড়াই লড়তে হবে। এটি ছিল অবস্থার একেবারে সঠিক ও বাস্তব বিশ্লেষণ। প্রতিপক্ষও ভালোভাবে এটা অনুভব করছিল।

মুসলমানদের সংখ্যা ইসলামের এ উত্তরোত্তর উন্নতির আসল কারণ ছিল না। বদর থেকে খন্দক পর্যন্ত প্রত্যেক যুদ্ধে কাফেররা তাদের চেয়ে বেশী শক্তির সমাবেশ ঘটায়। অন্যদিকে জনসংখ্যার দিক দিয়েও সে সময় মুসলমানরা আরবে বড়জোর ছিল দশ ভাগের এক ভাগ। মুসলমানদের উন্নত মানের অস্ত্রসম্ভারও এ উন্নতির মূল কারণ ছিল না। সব ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামে কাফেরদের পাল্লা ভারী ছিল। অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়েও তাদের সাথে মুসলমানদের কোনো তুলনাই ছিল না। কাফেরদের কাছে ছিল সমস্ত আরবের আর্থিক উপায় উপকরণ। অন্যদিকে মুসলমানরা অনাহারে মরছিল। কাফেরদের পেছনে ছিল সমগ্র আরবের মুশরিক সমাজ ও আহলে কিতাব গোত্রগুলো। অন্যদিকে মুসলমানরা একটি নতুন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে পুরাতন ব্যবস্থার সকল সমর্থকের সহানুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল। এহেন অবস্থায় যে জিনিসটি মুসলমানদের ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেটি ছিল আসলে তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব। ইসলামের সকল শত্রু দলই এটা অনুভব করছিল। একদিকে তারা দেখছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের নির্মল নিষ্কলুষ চরিত্র। এ চরিত্রের পবিত্রতা, দৃঢ়তা ও শক্তিমত্তা মানুষের হৃদয় জয় করে চলছে। অন্যদিকে তারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক নৈতিক পবিত্রতা মুসলমানদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য, শৃংখলা ও সংহতি সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং এর সামনে মুশরিকদের শিথিল সামাজিক ব্যবস্থাপনা যুদ্ধ ও শান্তি উভয় অবস্থায়ই পরাজয় বরণ করে চলছে।

নিকৃষ্ট স্বভাবের লোকদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তাদের চোখে যখন অন্যের গুণাবলী ও নিজেদের দুর্বলতাগুলো পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে এবং তারা এটাও যখন বুঝতে পারে যে, প্রতিপক্ষের সৎ গুণাবলী তাকে এগিয়ে দিচ্ছে এবং তাদের নিজেদের দোষ-ক্রটিগুলো তাদেরকে নিম্নগামী করছে তখন তাদের মনে নিজেদের ক্রটিগুলো দূর করে প্রতিপক্ষের গুণাবলীর আয়ত্ব করে নেবার চিন্তা জাগে না, বরং তারা চিন্তা করতে থাকে যেভাবেই হোক নিজেদের অনুরূপ দুর্বলতা তার মধ্যেও ঢুকিয়ে দিতে হবে। আর এটা সম্ভব না হলে কমপক্ষে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার চালাতে হবে, যাতে জনগণ বুঝতে পারে যে, প্রতিপক্ষের যত গুণই থাক, সেই সাথে তাদের কিছু না কিছু দোষ-ক্রটিও আছে। এ হীন মানসিকতাই ইসলামের শত্রুদের কর্মতৎপরতার গতি সামরিক কার্যক্রমের দিক থেকে সরিয়ে নিকৃষ্ট ধরনের নাশকতা ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টির দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছে। আর যেহেতু এ কাজটি বাইরের শত্রুদের তুলনায় মুসলমানদের ভেতরের মুনাফিকরা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারতো তাই পরিকল্পিতভাবে বা

পরিকল্পনা ছাড়াই স্থিরিকৃত হয় যে, মদীনার মুনাফিকরা ভেতর থেকে গোলমাল পাকাবে এবং ইহুদী ও মুশরিকরা বাইর থেকে তার ফলে যতবেশী পারে লাভবান হবার চেষ্টা করবে।

৫ হিজরী যিলকদ মাসে ঘটে এ নতুন কৌশলটির প্রথম আত্মপ্রকাশ। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব থেকে পালক পুত্র* সংক্রান্ত জাহেলী রীতি নির্মূল করার জন্য নিজেই নিজের পালক পুত্রের [যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে হারেসা] তালাক দেয়া স্ত্রীকে [যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা বিনতে জাহ্‌শ] বিয়ে করেন। এ সময় মদীনার মুনাফিকরা অপপ্রচারের এক বিরাট তাণ্ডব সৃষ্টি করে। বাইর থেকে ইহুদী ও মুশরিকরাও তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মিথ্যা অপবাদ রটাতে শুরু করে। তারা অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প তৈরি করে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে থাকে। যেমন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে তার পালক পুত্রের স্ত্রীকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যান (নাউযুবিল্লাহ্)। কিভাবে পুত্র তাঁর প্রেমের খবর পেয়ে যায় এবং তার পর নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার ওপর থেকে নিজের অধিকার প্রত্যাহার করে ; তারপর কিভাবে তিনি নিজের পুত্র বধূকে বিয়ে করেন। এ গল্পগুলো এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, মুসলমানরাও এগুলোর প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেনি। এ কারণে মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরদের একটি দল হযরত যয়নব ও যায়েদের সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে আজো ঐসব মনগড়া গল্পের অংশ পাওয়া যায়। পশ্চিমের প্রাচ্যবিদরা খুব ভালো করে লবণ মরিচ মাখিয়ে নিজেদের বইতে এসব পরিবেশন করেছেন। অথচ হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন ফুফুর (উমাইয়াহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব) মেয়ে। তাঁর সমগ্র শৈশব থেকে যৌবনকাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখের সামনে অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁকে ঘটনাক্রমে একদিন দেখে নেয়া এবং নাউযুবিল্লাহ তাঁর প্রেমে পড়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই দেখা দেয় না। আবার এ ঘটনার মাত্র এক বছর আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই চাপ দিয়ে তাঁকে হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিয়ে করতে বাধ্য করেন। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্‌শ এ বিয়েতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেও এতে রাজী ছিলেন না। কারণ কুরাইশদের এক শ্রেষ্ঠ অভিজাত পরিবারের মেয়ে একজন মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের পত্নী হওয়াকে স্বভাবতই মেনে নিতে পারতো না। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার সূচনা নিজের পরিবার থেকে শুরু করার জন্য হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে এ বিয়েতে রাজী হতে বাধ্য করেন। এসব কথা বন্ধু ও শত্রু সবাই জানতো। আর একথাও সবাই জানতো, হযরত যয়নবের বংশীয় আভিজাত্যবোধই তাঁর ও যায়েদ ইবনে হারেসার মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়ী হতে দেয়নি এবং শেষ পর্যন্ত তালাক হয়ে যায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নির্লজ্জ মিথ্যা অপবাদকারীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর জঘন্য ধরনের নৈতিক দোষারোপ করে এবং এত ব্যাপক আকারে সেগুলো ছড়ায় যে, আজো পর্যন্ত তাদের এ মিথ্যা প্রচারণার প্রভাব দেখা যায়।

এরপর দ্বিতীয় হামলা করা হয় বনীল মুস্‌তালিক যুদ্ধের সময়। প্রথম হামলার চেয়ে এটি ছিল বেশী মারাত্মক। বনীল মুস্‌তালিক গোত্রটি বনী খুযা'আর একটি শাখা ছিল। তারা বাস করতো লোহিত সাগর উপকূলে জেদ্দা ও রাবেগের মাঝখানে কুদাইদ এলাকায়। যে ঝরণাধারাটির আশপাশে এ উপজাতীয় লোকেরা বাস করতো তার নাম ছিল মুরাইসী। এ কারণে হাদীসে এ যুদ্ধটিকে মুরাইসী'র যুদ্ধও বলা হয়। চিত্রের মাধ্যমে তাদের সঠিক অবস্থানস্থল জানা যেতে পারে।

৬ হিজরীর শাবান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পান, তারা মুসলমানদের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং অন্যান্য উপজাতিকেও একত্র করার চেষ্টা করছে। এ খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ষড়যন্ত্রটিকে অংকুরেই গুঁড়িয়ে দেবার জন্য একটি সেনাদল নিয়ে সেদিকে রওয়ানা হয়ে যান। এ অভিযানে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও বিপুল সংখ্যক মুনাফিকদের নিয়ে তাঁর সহযোগী হয়। ইবনে সাদের বর্ণনা মতে, এর আগে কোনো যুদ্ধেই মুনাফিকরা এত বিপুল সংখ্যায় অংশ নেয়নি। মুরাইসী নামক স্থানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হঠাৎ শত্রুদের মুখোমুখি হন। সামান্য সংঘর্ষের পর যাবতীয় সম্পদ-সরঞ্জাম সহকারে সমগ্র গোত্রটিকে গ্রেফতার করে নেন। এ অভিযান শেষ হবার পর তখনো মুরাইসীতেই ইসলামী সেনা দল অবস্থান করছিল এমন সময় একদিন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একজন কর্মচারী (জাহ্‌জাহ ইবনে মাসউদ গিফারী) এবং খাযরাজ গোত্রের একজন সহযোগীর (সিনান ইবনে ওয়াবর জুহানী) মধ্যে পানি নিয়ে বিরোধ বাধে। একজন আনসারদেরকে ডাকে এবং অন্যজন মুহাজিরদেরকে ডাক দেয়। উভয় পক্ষ থেকে লোকেরা একত্র হয়ে যায় এবং ব্যাপারটি মিটমাট করে দেয়া হয়। কিন্তু আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তিলকে তাল করে দেয়। সে আনসারদেরকে একথা বলে উত্তেজিত করতে থাকে যে, "এ মুহাজিররা আমাদের ওপর চড়াও হয়েছে এবং আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের

* অন্যের পুত্রকে নিজের পুত্র বানিয়ে নেয়া এবং পরিবারের মধ্যে তাকে পুরোপুরি ঔরশজাত সন্তানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।
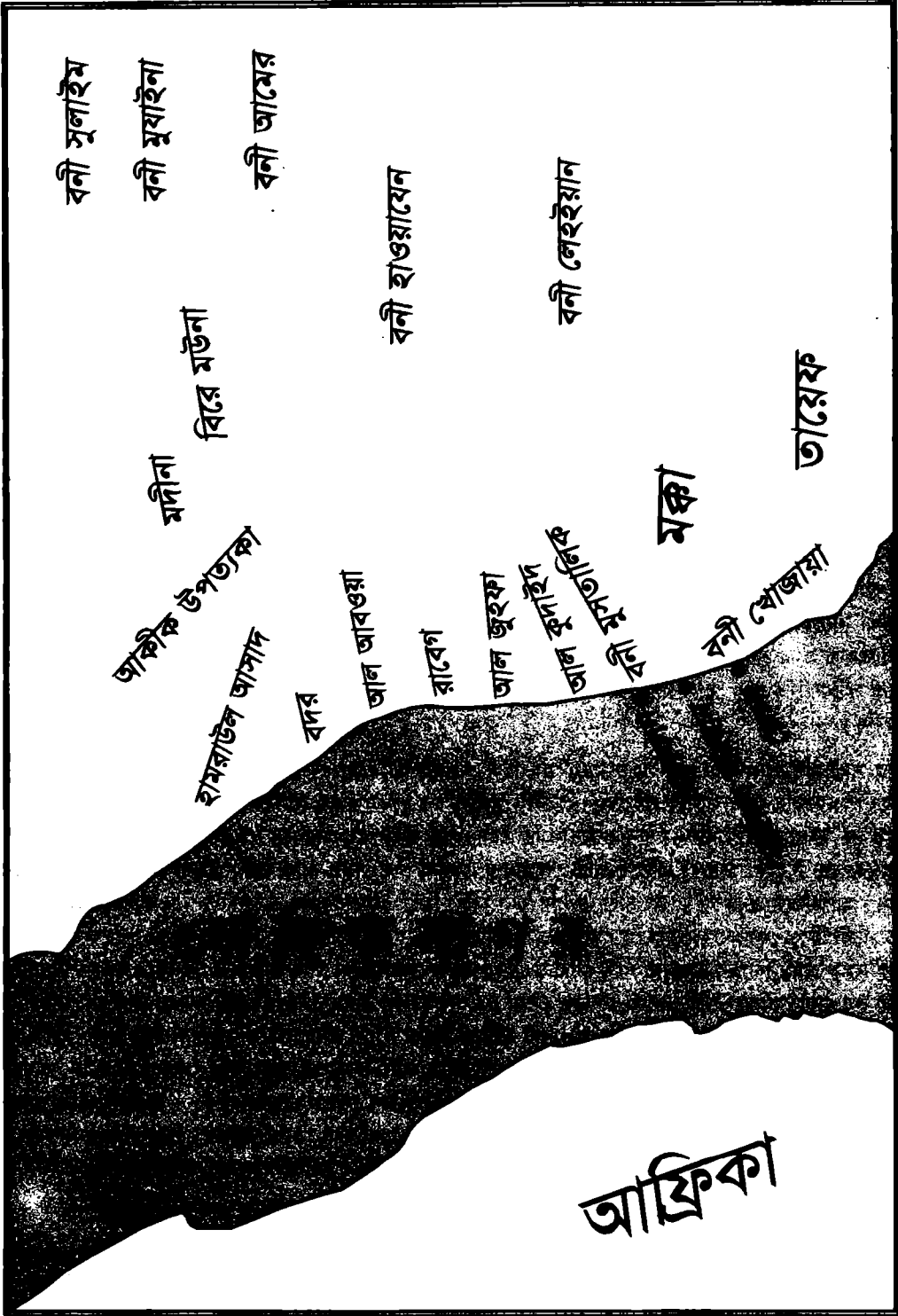
বনিল মুসতালিক যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা

এবং এ কুরাইশী কাঙালদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, কুকুরকে লালন পালন করে বড় করো যাতে সে তোমাকেই কামড়ায়। এসব কিছু তোমাদের নিজেদেরই কর্মফল। তোমরা নিজেরাই তাদেরকে ডেকে এনে নিজেদের এলাকায় জায়গা দিয়েছো এবং নিজেদের ধন-সম্পত্তিতে তাদেরকে অংশীদার বানিয়েছো। আজ যদি তোমরা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে দেখবে তারা পগার পার হয়ে গেছে।" তারপর সে কসম খেয়ে বলে, "মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর আমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা সম্পন্ন তারা দীন-হীন-লাঞ্ছিতদেরকে বাইরে বের করে দেবে।"* তার এসব কথাবার্তার খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছুলে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে পরামর্শ দেন, এ ব্যক্তিকে হত্যা করা হোক। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ فَكَيْفَ يَا عُمَرُ اِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ (হে উমর! দুনিয়ার লোকেরা কি বলবে? তারা বলবে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিজেরই সংগী-সাথীদেরকে হত্যা করছে।) তারপর তিনি তখনই সে স্থান থেকে রওয়ানা হবার হুকুম দেন এবং দ্বিতীয় দিন দুপুর পর্যন্ত কোথাও থামেননি, যাতে লোকেরা খুব বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কারোর এক জায়গায় বসে গল্পগুজব করার এবং অন্যদের তা শোনার অবকাশ না থাকে। পথে উসাইদ ইবনে হুদ্বাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "হে আল্লাহর নবী! আজ আপনি নিজের স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে অসময়ে রওয়ানা হবার হুকুম দিয়েছেন?" তিনি জবাব দেন, "তুমি শোননি তোমাদের সাথী কিসব কথা বলছে?" তিনি জিজ্ঞেস করেন, "কোন্ সাথী?" জবাব দেন, "আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।" তিনি বলেন, "হে আল্লাহর রসূল! ঐ ব্যক্তির কথা বাদ দিন। আপনি যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আমরা তাকে নিজেদের বাদশাহ বানাবার ফায়সালা করেই ফেলেছিলাম এবং তার জন্য মুকুট তৈরি হচ্ছিল। আপনার আগমনের ফলে তার বাড়া ভাতে ছাই পড়েছে। তারই ঝাল সে ঝাড়ছে।"

এ হীন কারসাজির রেশ তখনো মিলিয়ে যায়নি। এরি মধ্যে একই সফরে সে আর একটি ভয়াবহ অঘটন ঘটিয়ে বসে। এ এমন পর্যায়ের ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর নিবেদিত প্রাণ সাহাবীগণ যদি পূর্ণ সংযম-ধৈর্যশীলতা এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিতেন তাহলে মদীনার এ নবগঠিত মুসলিম সমাজটিতে ঘটে যেতো মারাত্মক ধরনের গৃহযুদ্ধ। এটি ছিল হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ফিতনা। এ ঘটনার বিবরণ হযরত আয়েশার মুখেই শুনুন। তাহলে যথার্থ অবস্থা জানা যাবে। মাঝখানে যেসব বিষয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হবে সেগুলো আমি অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে ব্রাকেটের মধ্যে সন্নিবেশিত করে যেতে থাকবো। এর ফলে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হবে না। তিনি বলেন ঃ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, যখনই তিনি সফরে যেতেন তখনই স্ত্রীদের মধ্য থেকে কে তাঁর সাথে যাবে তা ঠিক করার জন্য লটারী করতেন।* বনীল মুসতালিক যুদ্ধের সময় লটারীতে আমার নাম ওঠে। ফলে আমি তাঁর সাথী হই। ফেরার সময় আমরা যখন মদীনার কাছাকাছি এসে গেছি তখন এক মনযিলে রাত্রিকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেলার যাত্রা বিরতি করেন। এদিকে রাত পোহাবার তখনো কিছু সময় বাকি ছিল, এমন সময় রওয়ানা দেবার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। আমি উঠে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য যাই। ফিরে আসার সময় অবস্থান স্থলের কাছাকাছি এসে মনে হলো আমার গলার হারটি ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে। আমি তার খোঁজে লেগে যাই। ইত্যবসরে কাফেলা রওয়ানা হয়ে যায়। নিয়ম ছিল, রওয়ানা হবার সময় আমি নিজের হাওদায় বসে যেতাম এবং চারজন লোক মিলে সেটি উঠিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিতো। সে যুগে আমরা মেয়েরা কম খাবার কারণে বড়ই হালকা পাতলা হতাম। আমার হাওদা উঠাবার সময় আমি যে তার মধ্যে নেই একথা লোকেরা অনুভবই করতে পারেনি। তারা না জেনে খালি হাওদাটি উঠিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে নিয়ে রওয়ানা হয়ে যায়। আমি হার নিয়ে ফিরে এসে দেখি সেখানে কেউ নেই। কাজেই নিজের চাদর মুড়ি দিয়ে আমি সেখানেই শুয়ে পড়ি। মনে মনে ভাবি, সামনের দিকে গিয়ে আমাকে হাওদার মধ্যে না পেয়ে তারা নিজেরাই খুঁজতে খুঁজতে আবার এখানে চলে আসবে। এ অবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল সালামী আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম সেখান দিয়ে যেতে থাকেন। তিনি আমাকে দেখতেই চিনে ফেলেন। কারণ পরদার হুকুম নাযিল হবার পূর্বে তিনি আমাকে বহুবার দেখেন। (তিনি ছিলেন একজন বদরী সাহাবী। সকালে

---

* সূরা মুনাফিকুনে আল্লাহ নিজেই তার এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন।

* এ লটারীর ধরনটি প্রচলিত লটারীর মতো ছিল না। আসলে সকল স্ত্রীর অধিকার সমান ছিল। তাঁদের একজনকে অন্যজনের ওপর প্রাধান্য দেবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছিল না। এখন যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই কাউকে বেছে নিতেন তাহলে স্ত্রীরা মনে ব্যথা পেতেন এবং এতে পারস্পরিক রেষারেষি ও বিদ্বেষ সৃষ্টির আশংকা থাকতো। তাই তিনি লটারীর মাধ্যমে এর ফায়সালা করতেন। শরীয়াতে এমন সব অবস্থার জন্য লটারী করার সুযোগ রাখা হয়েছে। যখন কতিপয় লোকের বৈধ অধিকার হয় একেবারেই সমান সমান এবং তাদের মধ্য থেকে একজনকে অন্যজনের ওপর অগ্রাধিকার দেবার কোনো ন্যায়সংগত কারণ থাকে না অথচ অধিকার কেবলমাত্র একজনকেই দেয়া যেতে পারে।

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা ছিল তাঁর অভ্যাস।* তাই তিনিও সেনা শিবিরের কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং এখন ঘুম থেকে উঠে মদীনার দিকে রওয়ানা দিয়েছিলেন।) আমাকে দেখে তিনি উট থামিয়ে নেন এবং স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী এখানে রয়ে গেছেন?" তাঁর এ আওয়াজে আমার চোখ খুলে যায় এবং আমি উঠে সাথে সাথেই আমার মুখ চাদর দিয়ে ঢেকে নিই। তিনি আমার সাথে কোনো কথা বলেননি, সোজা তাঁর উটটি এনে আমার কাছে বসিয়ে দেন এবং নিজে দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে যাই এবং তিনি উটের রশি ধরে এগিয়ে যেতে থাকেন। দুপুরের কাছাকাছি সময়ে আমরা সেনাবাহিনীর সাথে যোগ নেই। সে সময় সেনাদল এক জায়গায় গিয়ে সবেমাত্র যাত্রা বিরতি শুরু করেছে। তখনো তারা টেরই পায়নি আমি পেছনে রয়ে গেছি। এ ঘটনায় কুচক্রীরা মিথ্যা অপবাদ রটাতে থাকে এবং এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল সবার আগে। কিন্তু আমার সম্পর্কে কিসব কথাবার্তা হচ্ছে সে ব্যাপারে আমি ছিলাম একেবারেই অজ্ঞ।

[অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছে, যে সময় সফওয়ানের উটের পিঠে চড়ে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সেনা শিবিরে এসে পৌঁছেন এবং তিনি এভাবে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন বলে জানা যায় তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই চিৎকার করে ওঠে, "আল্লাহর কসম, এ মহিলা নিষ্কলংক অবস্থায় আসেনি। নাও, দেখো তোমাদের নবীর স্ত্রী আর একজনের সাথে রাত কাটিয়েছে এবং সে এখন তাকে প্রকাশ্যে নিয়ে চলে আসছে।"]

মদীনায় পৌঁছেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং প্রায় এক মাসকাল বিছানায় পড়ে থাকি। শহরে এ মিথ্যা অপবাদের খবর ছড়িয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানেও কথা আসতে থাকে। কিন্তু আমি কিছুই জানতাম না। তবে যে জিনিসটি আমার মনে খচ্‌খচ করতে থাকে তা হচ্ছে এই যে, অসুস্থ অবস্থায় যে রকম দৃষ্টি দেয়া দরকার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি আমার প্রতি তেমন ছিল না। তিনি ঘরে এলে ঘরের লোকদের জিজ্ঞেস করতেন كَيْفَ تِيكُمْ (ও কেমন আছে?) নিজে আমার সাথে কোনো কথা বলতেন না। এতে আমার মনে সন্দেহ হতো, নিশ্চয়ই কোনো ব্যাপার ঘটেছে। শেষে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি নিজের মায়ের বাড়ীতে চলে গেলাম, যাতে তিনি আমার সেবা-শুশ্রূষা ভালোভাবে করতে পারেন।

এক রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য আমি মদীনার বাইরে যাই। সে সময় আমাদের বাড়িঘরে এ ধরনের পায়খানার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে আমরা পায়খানা করার জন্য বাইরে জংগলের দিকে যেতাম। আমার সাথে ছিলেন মিস্‌তাহ ইবনে উসাসার মা। তিনি ছিলেন আমার মায়ের খালাত বোন। [অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, তাদের সমগ্র পরিবারের ভরণপোষণ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর জিম্মায় ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও মিস্‌তাহ এমন লোকদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন যারা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়াচ্ছিল।] রাস্তায় তাঁর পায় ঠোকর লাগে এবং তিনি সাথে সাথে স্বতস্ফূর্তভাবে বলে ওঠেনঃ "ধ্বংস হোক মিস্‌তাহ।" আমি বললাম, "ভালই মা দেখছি আপনি, নিজের পেটের ছেলেকে অভিশাপ দিচ্ছেন, আবার ছেলেও এমন যে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।" তিনি বলেন, "মা, তুমি কি তার কথা কিছুই জানো না?" তারপর তিনি গড়্‌গড় করে সব কথা বলে যান। তিনি বলে যেতে থাকেন, মিথ্যা অপবাদদাতারা আমার বিরুদ্ধে কিসব কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। [মুনাফিকরা ছাড়া মুসলমানদের মধ্য থেকেও যারা এ ফিতনার শামিল হয়ে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে মিস্‌তাহ, ইসলামের প্রখ্যাত কবি হাস্‌সান ইবনে সাবেত ও হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার বোন হাম্‌না বিনতে জাহশের অংশ ছিল সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য।] এ কাহিনী শুনে আমার শরীরের রক্ত যেন শুকিয়ে গেল। যে প্রয়োজন পূরণের জন্য আমি বের হয়েছিলাম তাও ভুলে গেলাম। সোজা ঘরে চলে এলাম। সারা রাত আমার কাঁদতে কাঁদতে কেটে যায়।"

সামনের দিকে এগিয়ে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ "আমি চলে আসার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উসামাহ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডাকেন। তাদের কাছে পরামর্শ চান। উসামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার পক্ষে ভালো কথাই বলে। সে বলে, 'হে আল্লাহর রসূল! ভালো জিনিস ছাড়া আপনার স্ত্রীর মধ্যে আমি আর কিছুই দেখিনি। যা কিছু রটানো হচ্ছে সবই মিথ্যা ও বানোয়াট ছাড়া আর কিছুই নয়।' আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'হে

* আবু দাউদ ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থে এ আলোচনা এসেছে, তাঁর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করেন যে, তিনি কখনো ফজরের নামায যথা সময়ে পড়েন না। তিনি ওজর পেশ করেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা আমার পারিবারিক রোগ। সকালে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকার এ দুর্বলতাটি আমি কিছুতেই দূর করতে পারি না। একথায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ঠিক আছে, যখনই ঘুম ভাংবে, সাথে সাথেই নামায পড়ে নেবে। কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাঁর কাফেলার পেছনে থেকে যাওয়ার এ কারণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অন্য কতিপয় মুহাদ্দিস এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, রাতের অন্ধকারে রওয়ানা হবার কারণে যদি কারোর কোনো জিনিস পেছনে থেকে গিয়ে থাকে তাহলে সকালে তা খুঁজে আসার দায়িত্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ওপর অর্পণ করেছিলেন।

আল্লাহর রসূল! মেয়ের অভাব নেই। আপনি তাঁর জায়গায় অন্য একটি মেয়ে বিয়ে করতে পারেন। আর যদি অনুসন্ধান করতে চান তাহলে সেবিকা বাঁদীকে ডেকে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করুন।' কাজেই সেবিকাকে ডাকা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়। সে বলে, 'সেই আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর মধ্যে এমন কোনো খারাপ জিনিস দেখিনি যার ওপর অংগুলি নির্দেশ করা যেতে পারে। তবে এতটুকু দোষ তাঁর আছে যে, আমি আটা ছেনে রেখে কোনো কাজে চলে যাই এবং বলে যাই, বিবি সাহেবা! একটু আটার দিকে খেয়াল রাখবেন, কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং বকরি এসে আটা খেয়ে ফেলে।' সেদিনই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবায় বলেন, 'হে মুসলমানগণ! এক ব্যক্তি আমার পরিবারের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে আমাকে অশেষ কষ্ট দিচ্ছে! তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, তার আক্রমণ থেকে আমার ইজ্জত বাঁচাতে পারে? আল্লাহর কসম, আমি তো আমার স্ত্রীর মধ্যেও কোনো খারাপ জিনিস দেখিনি এবং সে ব্যক্তির মধ্যেও কোনো খারাপ জিনিস দেখিনি যার সম্পর্কে অপবাদ দেয়া হচ্ছে। সে তো কখনো আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাড়ীতেও আসেনি।' একথায় উসাইদ ইবনে হুদাইর (কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী সা'দ ইবনে মু'আয)* উঠে বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি সে আমাদের গোত্রের লোক হয় তাহলে আমরা তাকে হত্যা করবো আর যদি আমাদের ভাই খাযরাজের লোক হয় তাহলে আপনি হুকুম দিন আমরা হুকুম পালন করার জন্য প্রস্তুত।' একথা শুনতেই খাযরাজ প্রধান সা'দ ইবনে উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে যান এবং বলতে থাকেন, 'মিথ্যা বলছো, তোমরা তাকে কখনোই হত্যা করতে পারো না। তোমরা তাকে হত্যা করার কথা শুধু এজন্যই মুখে আনছো যে, সে খাযরাজের অন্তরভুক্ত। যদি সে তোমাদের গোত্রের লোক হতো তাহলে তোমরা কখনো একথা বলতে না, আমরা তাকে হত্যা করবো।'** উসাইদ ইবনে হুদাইর জবাব দেন, 'তুমি মুনাফিক, তাই মুনাফিকদের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছো।' একথায় মসজিদে নববীতে একটি হাংগামা শুরু হয়ে যায়। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে বসে ছিলেন। মসজিদের মধ্যেই আওস ও খাযরাজের লড়াই বেঁধে যাবার উপক্রম হয়েছিল কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে শান্ত করেন এবং তারপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে আসেন।"

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার অবশিষ্ট কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ আমি এতদসংক্রান্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করবো যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ত্রুটি মুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে আমি যা কিছু বলতে চাই তা হচ্ছে এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ অপবাদ রটিয়ে একই গুলীতে কয়েকটি পাখি শিকার করার প্রচেষ্টা চালায়। একদিকে সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইজ্জতের ওপর হামলা চালায়। অন্যদিকে ইসলামী আন্দোলনের উন্নততর নৈতিক মর্যাদা ও চারিত্রিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করে। তৃতীয়ত সে এর মাধ্যমে এমন একটি অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত করে যে, যদি ইসলাম তার অনুসারীদের জীবন ও চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে না ফেলে থাকতো তাহলে মুহাজির ও আনসার এবং স্বয়ং আনসারদেরই দু'টি গোত্র পরস্পর লড়াই করে ধ্বংস হয়ে যেতো।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় বিষয়

এ ছিল সে সময়কার পরিস্থিতি। এর মধ্যে প্রথম হামলার সময় সূরা আহযাবের শেষ ৬টি রুকূ' নাযিল হয় এবং দ্বিতীয় হামলার সময় নাযিল হয় সূরা নূর। এ পটভূমি সামনে রেখে এ দু'টি সূরা পর্যায়ক্রমে অধ্যয়ন করলে এ বিধানগুলোর মধ্যে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে তা ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়।

---

* সম্ভবত নামের ক্ষেত্রে এ বিভিন্নতার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে আওস সরদার শব্দ ব্যবহার করে থাকবেন। কোনো বর্ণনাকারী এ থেকে সা'দ ইবনে মুআয মনে করেছেন। কারণ নিজের জীবদ্দশায় তিনিই ছিলেন আওস গোত্রের সরদার এবং ইতিহাসে আওস সরদার হিসেবে তিনিই বেশী পরিচিত। অথচ এ ঘটনার সময় তাঁর চাচাত ভাই উসাইদ ইবনে হুদাইর ছিলেন আওসের সরদার।

** হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ যদিও অত্যন্ত সৎ ও মুখলিস মুসলমান ছিলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করতেন এবং মদীনায় যাদের সাহায্যে ইসলাম বিস্তার লাভ করে তাদের মধ্যে তিনিও একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তবুও এতসব সৎ গুণ সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে স্বজাতিপ্রীতি ও জাতীয় স্বার্থবোধ (আর আরবে সে সময় জাতি বলতে গোত্রই বুঝাতো) ছিল অনেক বেশী। এ কারণে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর পৃষ্ঠপোষকতা করেন, যেহেতু সে ছিল তাঁর গোত্রের লোক। এ কারণেই মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর মুখ থেকে একথা বের হয়ে যায়ঃ اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة (আজ হত্যা ও রক্ত প্রবাহের দিন। আজ এখানে হারামকে হালাল করা হবে।) এর ফলে ক্রোধ প্রকাশ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছ থেকে সেনাবাহিনীর ঝাণ্ডা ফিরিয়ে নেন। আবার এ কারণেই তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর সাকীফায়ে বনি সায়েদায় খিলাফত আনসারদের হক বলে দাবী করেন। আর যখন তাঁর কথা অগ্রাহ্য করে আনসার ও মুহাজির সবাই সম্মিলিতভাবে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত করেন তখন তিনি একাই বাইআত করতে অস্বীকার করেন। আমৃত্যু তিনি কুরাইশী খলীফার খিলাফত স্বীকার করেননি। —দেখুন আল ইসাবাহ লি ইবনে হাজার এবং আল ইসতিআব লি ইবনে আবদিল বার এবং সা'দ ইবনে উবাদাহ অধ্যায়, পৃষ্ঠা-১০-১১।

মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে এমন এক ময়দানে পরাজিত করতে চাচ্ছিল যেটা ছিল তাদের প্রাধান্যের আসল ক্ষেত্র। আল্লাহ তাদের চরিত্র হননমূলক অপবাদ রটনার অভিযানের বিরুদ্ধে একটি ক্রুদ্ধ ভাষণ দেবার বা মুসলমানদেরকে পাল্টা আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেবার প্রতি তাঁর সার্বিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন যে, তোমাদের নৈতিক অংগনে যেখানে যেখানে শূন্যতা রয়েছে সেগুলো পূর্ণ কর এবং এ অংগনকে আরো বেশী শক্তিশালী করো। একটু আগেই দেখা গেছে যয়নব রাদিয়াল্লাহ আনহার বিয়ের সময় মুনাফিক ও কাফেররা কী হাংগামাটাই না সৃষ্টি করেছিল। অথচ সূরা আহযাব বের করে পড়লে দেখা যাবে সেখানে ঠিক সে হাংগামার যুগেই সামাজিক সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত নির্দেশগুলো দেয়া হয় ঃ

এক ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণকে হুকুম দেয়া হয় ঃ নিজেদের গৃহ মধ্যে মর্যাদা সহকারে বসে থাকো, সাজসজ্জা করে বাইরে বের হয়ো না এবং ভিন পুরুষদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে বিনম্র স্বরে কথা বলো না, যাতে কোনো ব্যক্তি কোনো অবাঞ্ছিত আশা পোষণ না করে বসে। (৩২ ও ৩৩ আয়াত)

দুই ঃ নবী করীম সা.-এর গৃহে ভিন পুরুষদের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং নির্দেশ দেয়া হয়, তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের কাছে কিছু চাইতে হলে পরদার আড়াল থেকে চাইতে হবে। (৫৩ আয়াত)

তিন ঃ গায়ের মাহরাম পুরুষ ও মাহরাম আত্মীয়দের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হুকুম দেয়া হয়েছে নবী সা.-এর পবিত্র স্ত্রীদের কেবলমাত্র মাহরাম আত্মীয়রাই স্বাধীনভাবে তাঁর গৃহে যাতায়াত করতে পারবেন। (৫৫ আয়াত)

চার ঃ মুসলমানদেরকে বলে দেয়া হয়, নবীর স্ত্রীগণ তোমাদের মা এবং একজন মুসলমানের জন্য তাঁরা চিরতরে ঠিক তার আপন মায়ের মতোই হারাম। তাই তাঁদের সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলমানের নিয়ত একদম পাক পবিত্র থাকতে হবে। (৫৩ ও ৫৪ আয়াত)

পাঁচ ঃ মুসলমানদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, নবীকে কষ্ট দেয়া দুনিয়ায় ও আখেরাতে আল্লাহর লানত ও লাঞ্ছনাকর আযাবের কারণ হবে এবং এভাবে কোনো মুসলমানের ইজ্জতের ওপর আক্রমণ করা এবং তার ভিত্তিতে তার ওপর অযথা দোষারোপ করাও কঠিন গোনাহের শামিল। (৫৭ ও ৫৮ আয়াত)

ছয় ঃ সকল মুসলমান মেয়েকে হুকুম দেয়া হয়েছে, যখনই বাইরে বের হবার প্রয়োজন হবে, চাদর দিয়ে নিজেকে ভালোভাবে ঢেকে এবং ঘোমটা টেনে বের হতে হবে। (৫৯ আয়াত)

তারপর যখন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ঘটনায় মদীনার সমাজে একটি হাংগামা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন নৈতিকতা, সামাজিকতা ও আইনের এমন সব বিধান ও নির্দেশসহকারে সূরা নূর নাযিল করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত মুসলিম সমাজকে অনাচারের উৎপাদন ও তার বিস্তার থেকে সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং যদি তা উৎপন্ন হয়েই যায় তাহলে তার যথাযথ প্রতিকার ও প্রতিরোধ এবং সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ সূরায় এ বিধান ও নির্দেশগুলো যে ধারাবাহিকতা সহকারে নাযিল হয়েছে এখানে আমি সেভাবেই তাদের সংক্ষিপ্তসার সন্নিবেশ করছি। এ দ্বারা কুরআন যথার্থ মনস্তাত্বিক পরিস্থিতিকে মানুষের জীবনের সংশোধন ও সংগঠনের জন্য কি ধরনের আইনগত, নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ও কৌশল অবলম্বন করার বিধান দেয়, তা পাঠক অনুমান করতে পারবেন ঃ

(১) যিনা, ইতিপূর্বে যাকে সামাজিক অপরাধ গণ্য করা হয়েছিল (সূরা নিসা ঃ ১৫ ও ১৬ আয়াত) এখন তাকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করে তার শাস্তি হিসেবে একশত বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়।

(২) ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীকে সামাজিকভাবে বয়কট করার হুকুম দেয়া হয় এবং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করা হয়।

(৩) যে ব্যক্তি অন্যের ওপর যিনার অপবাদ দেয় এবং তারপর প্রমাণ স্বরূপ সাক্ষী পেশ করতে পারে না তার শাস্তি হিসেবে ৮০ ঘা বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়।

(৪) স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় তাহলে তার জন্য "লি'আন"-এর রীতি প্রবর্তন করা হয়।

(৫) হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিরুদ্ধে মুনাফিকদের মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করে এ নির্দেশ দেয়া হয় যে, যে কোনো ভদ্র মহিলা বা ভদ্র লোকের বিরুদ্ধে যে কোনো অপবাদ দেয়া হোক, তা চোখ বুজে মেনে নিয়ো না এবং তা ছড়াতেও থেকো না। এ ধরনের গুজব যদি রটে যেতে থাকে তাহলে মুখে মুখে তাকে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য না করে তাকে দাবিয়ে দেয়া এবং তার পথ

রোধ করা উচিত। এ প্রসংগে নীতিগতভাবে একটি কথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তির পবিত্র-পরিচ্ছন্ন নারীর সাথেই বিবাহিত হওয়া উচিত। নষ্টা ও ভ্রষ্টা নারীর আচার-আচরণের সাথে সে দু'দিনও খাপ খাইয়ে চলতে পারবে না। পবিত্র-পরিচ্ছন্ন নারীর ব্যাপারেও একই কথা। তার আত্মা পবিত্র-পরিচ্ছন্ন পুরুষের সাথেই খাপ খাওয়াতে পারে, নষ্ট ও ভ্রষ্ট পুরুষের সাথে নয়। এখন যদি তোমরা রসূল সা.-কে একজন পবিত্র বরং পবিত্রতম ব্যক্তি বলে জেনে থাকো তাহলে কেমন করে একথা তোমাদের বোধগম্য হলো যে, একজন ভ্রষ্টা নারী তার প্রিয়তম জীবন সঙ্গিনী হতে পারতো? যে নারী কার্যত ব্যভিচারে পর্যন্ত লিপ্ত হয়ে যায় তার সাধারণ চালচলন কিভাবে এমন পর্যায়ের হতে পারে যে, রসূলের মতো পবিত্র ব্যক্তিত্ব তার সাথে এভাবে সংসার জীবন যাপন করেন। কাজেই একজন নীচ ও স্বার্থান্ধ লোক একটি বাজে অপবাদ কারোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই তা গ্রহণযোগ্য তো হয়ই না, উপরন্তু তার প্রতি মনোযোগ দেয়া এবং তাকে সম্ভব মনে করাও উচিত নয়। আগে চোখ মেলে দেখতে হবে। অপবাদ কে লাগাচ্ছে এবং কার প্রতি লাগাচ্ছে?

(৬) যারা আজেবাজে খবর ও খারাপ গুজব রটায় এবং মুসলিম সমাজে নৈতিকতা বিরোধী ও অশ্লীল কার্যকলাপের প্রচলন করার প্রচেষ্টা চালায় তাদের ব্যাপারে বলা হয় যে, তাদেরকে উৎসাহিত করা যাবে না বরং তারা শাস্তি লাভের যোগ্য।

(৭) মুসলিম সমাজে পারস্পরিক সুধারণার ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্কের ভিত গড়ে উঠতে হবে, এটিকে একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পাপ করার কোনো প্রমাণ পাওয়া যাবে না ততক্ষণ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দোষ ও নিরপরাধ মনে করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্দোষ হবার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে দোষী মনে করতে হবে, এটা ঠিক নয়।

(৮) লোকদেরকে সাধারণভাবে নির্দেশ দেয়া হয় যে, একজন অন্যজনের গৃহে নিসংকোচে প্রবেশ করো না বরং অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করো।

(৯) নারী ও পুরুষদেরকে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করার নির্দেশ দেয়া হয়। পরস্পরের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে ও উঁকিঝুঁকি মারতে এবং আড়চোখে দেখতে নিষেধ করা হয়।

(১০) মেয়েদের হুকুম দেয়া হয়, নিজেদের গৃহে মাথা ও বুক ঢেকে রাখো।

(১১) মেয়েদের নিজেদের মাহরাম আত্মীয় ও গৃহপরিচারকদের ছাড়া আর কারোর সামনে সাজগোজ করে না আসার হুকুম দেয়া হয়।

(১২) তাদেরকে এ হুকুমও দেয়া হয় যে, বাইরে বের হলে শুধু যে কেবল নিজেদের সাজসজ্জা লুকিয়ে বের হবে তাই না বরং এমন অলংকার পরিধান করেও বাইরে বের হওয়া যাবে না যেগুলো বাজতে থাকে।

(১৩) সমাজে মেয়েদের ও পুরুষদের বিয়ে না করে আইবুড়ো ও আইবুড়ী হয়ে বসে থাকাকে অপসন্দ করা হয়। হুকুম দেয়া হয়, অবিবাহিতদের বিয়ে দেয়া হোক। এমনকি বাঁদী ও গোলামদেরকেও অবিবাহিত রেখে দেয়া যাবে না। কারণ কৌমার্য ও কুমারিত্ব অশ্লীলতা ও চারিত্রিক অনাচারের প্ররোচনাও দেয়, আবার মানুষকে অশ্লীলতার সহজ শিকারে পরিণত করে। অবিবাহিত ব্যক্তি আর কিছু না হলেও খারাপ খবর শোনার এবং তা ছড়াবার ব্যাপারে আগ্রহ নিতে থাকে।

(১৪) বাঁদী ও গোলাম স্বাধীন করার জন্য "মুকাতাব"-এর পথ বের করা হয়। (মুক্তিপণ দিয়ে স্বাধীন হওয়া) মালিকরা ছাড়া অন্যদেরকেও মুকাতাব বাঁদী ও গোলামদেরকে আর্থিক সাহায্য করার হুকুম দেয়া হয়।

(১৫) বাঁদীদেরকে অর্থোপার্জনের কাজে খাটানো নিষিদ্ধ করা হয়। আরবে বাঁদীদের মাধ্যমেই এ পেশাটি জিইয়ে রাখার প্রচলন ছিল। এ কারণে একে নিষিদ্ধ করার ফলে আসলে পতিতাবৃত্তি আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

(১৬) পারিবারিক জীবনে গৃহপরিচারক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের জন্য নিয়ম করা হয় যে, তারা একান্ত ব্যক্তিগত সময়গুলোয় (অর্থাৎ সকাল, দুপুর ও রাতে) গৃহের কোনো পুরুষ ও মেয়ের কামরায় আকস্মিকভাবে ঢুকে পড়তে পারবে না। নিজের সন্তানদের মধ্যেও অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রবেশ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

(১৭) বুড়ীদেরকে অনুমতি দেয়া হয়, তারা যদি স্বগৃহে মাথা থেকে ওড়না নামিয়ে রেখে দেয় তাহলে তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু "তাবাররুজ" (নিজেকে দেখাবার জন্য সাজসজ্জা করা) থেকে দূরে থাকার হুকুম দেয়া হয়। তাছাড়া তাদেরকে নসিহত করা হয়েছে, বার্ধক্যবস্থায়ও তারা যদি মাথায় কাপড় দিয়ে থাকে তাহলে ভালো।

(১৮) অন্ধ, খঞ্জ, পংগু ও রুগ্নকে এ সুবিধা প্রদান করা হয় যে, তারা বিনা অনুমতিতে কোথাও থেকে কোনো খাদ্যবস্তু খেয়ে নিলে তাকে চুরি ও আত্মসাতের আওতায় ফেলা হবে না। এজন্য তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না।

(১৯) নিকটাত্মীয় ও অন্তরংগ বন্ধুদেরকে অনুমতি দেয়া হয় যে, তারা বিনা অনুমতিতে পরস্পরের বাড়িতে খেতে পারে এবং এটা এমন পর্যায়ের যেমন তারা নিজেদের বাড়িতে খেতে পারে। এভাবে সমাজের লোকদেরকে পরস্পরের কাছাকাছি করে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্য থেকেও অচেনা ও সম্পর্কহীনতার বেড়া তুলে দেয়া হয়েছে। ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসা-মায়া-মমতা বেড়ে যাবে এবং পারস্পরিক আন্তরিকতার সম্পর্ক এমন সব ছিদ্র বন্ধ করে দেবে যেগুলোর মাধ্যমে কোনো কুচক্রী তাদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করতে পারতো।

এসব নির্দেশের সাথে সাথে মুনাফিক ও মু'মিনদের এমনসব সুস্পষ্ট আলামত বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান সমাজে আন্তরিকতা সম্পন্ন মু'মিন কে এবং মুনাফিক কে তা জানতে পারে। অন্যদিকে মুসলমানদের দলগত শৃংখলা ও সংগঠনকে আরো শক্ত করে বেঁধে দেয়া হয়েছে। এজন্য আরো কতিপয় নিয়ম-কানুন তৈরি করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাফের ও মুনাফিকরা যে শক্তির সাথে টক্কর দিতে গিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে চলছিল তাকে আরো বেশী শক্তিশালী করা।

এ সমগ্র আলোচনায় একটি জিনিস পরিষ্কার দেখার মতো। অর্থাৎ বাজে ও লজ্জাকর হামলার জবাবে যে ধরনের তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে থাকে সমগ্র সূরা নূরে তার ছিঁটেফোটাও নেই। একদিকে যে অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হয় তা দেখুন এবং অন্যদিকে সূরার বিষয়বস্তু ও বাকরীতি দেখুন। এ ধরনের উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে কেমন ঠাণ্ডা মাথায় আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। সংস্কারমূলক বিধান দেয়া হচ্ছে। জ্ঞানগর্ভ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। সর্বোপরি শিক্ষা ও উপদেশ দানের হক আদায় করা হচ্ছে। এ থেকে শুধুমাত্র এ শিক্ষাই পাওয়া যায় না যে, ফিতনার চিন্তা-ভাবনা করে উদার হৃদয়ে বুদ্ধিমত্তা সহকারে এগিয়ে যেতে হবে এবং এ থেকে এ বিষয়েরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ বাণী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচনা নয়, এটা এমন এক সত্তার অবতীর্ণ বাণী যিনি অনেক উচ্চস্থান থেকে মানুষের অবস্থা ও জীবনাচার প্রত্যক্ষ করছেন এবং নিজ সত্তায় এসব অবস্থা ও জীবনাচারের প্রভাবমুক্ত থেকে নির্জলা পথনির্দেশনা ও বিধান দানের দায়িত্ব পালন করছেন। যদি এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের বাণী হতো তাহলে তাঁর চরম উদার দৃষ্টি সত্ত্বেও নিজের ইজ্জত আবরুর ওপর জঘন্য আক্রমণের ধারা বিবরণী শুনে একজন সৎ ও ভদ্র লোকের আবেগ অনুভূতিতে অনিবার্যভাবে যে স্বাভাবিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে যায় তার কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই এর মধ্যে পাওয়া যেতো।

❐

আয়াত-৬৪ ২৪-সূরা আন নূর-মাদানী রুকূ'-৯

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
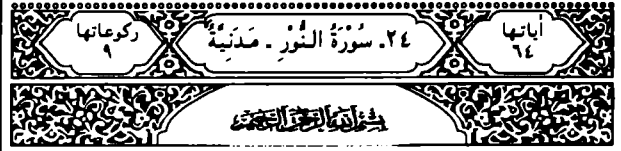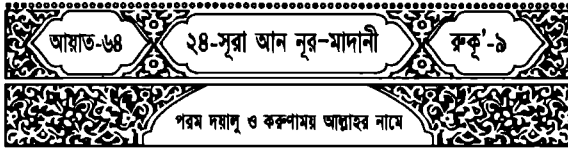
① سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

১. এটি একটি সূরা, আমি এটি নাযিল করেছি এবং একে ফরয করে দিয়েছি আর এর মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দেশসমূহ নাযিল করেছি,[১] হয়তো তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

② الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

২. ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী উভয়ের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করো।[২] আর আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনো মমত্ববোধ ও করুণা যেন তোমাদের মধ্যে না জাগে—যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনো। আর তাদেরকে শাস্তি দেয়ার সময় মু'মিনদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে।[৩]

③ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ○

৩. ব্যভিচারী যেন ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারী ছাড়া কাউকে বিয়ে না করে এবং ব্যভিচারিনীকে যেন ব্যভিচারী বা মুশরিক ছাড়া আর কেউ বিয়ে না করে। আর এটা হারাম করে দেয়া হয়েছে মু'মিনদের জন্য।[৪]

④ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○

৪. আর যারা সতী-সাধ্বী নারীর ওপর অপবাদ লাগায়,[৫] তারপর চারজন সাক্ষী আনে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তাদের সাক্ষ কখনো গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই ফাসেক।

১. অর্থাৎ যে কথাগুলো এ সূরার মধ্যে বলা হয়েছে তা নিছক সুপারিশ নয় যে, ইচ্ছা হলে তা মান্য করা হবে ও ইচ্ছা না হলে যদৃচ্ছা আচরণ করা হবে। বরং এগুলো সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ও বিধান যা মান্য করা আবশ্যিক। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে এগুলো মান্য করা তোমাদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

২. ব্যভিচার সম্পর্কিত প্রাথমিক বিধান সূরা নিসায় ১৫তম আয়াতে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এখন এ সুনির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারণ করে দেয়া হলো। ব্যভিচারী পুরুষ অবিবাহিত ও ব্যভিচারিণী নারী অবিবাহিতা হলে সেই অবস্থায় এ শাস্তি নির্দিষ্ট। কিন্তু বহু হাদীস, নবী করীমের ও খুলাফায়ে রাশেদীনের বাস্তব কার্যধারা এবং উম্মতের ইজমাহ (সর্বসম্মত অভিমত) থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহিত হলে ব্যভিচারের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ড। এবং পবিত্র কুরআনের সূরা আন নিসার ২৫তম আয়াতে এর প্রতি ইংগিত পাওয়া যায়।

৩. অর্থাৎ দণ্ড প্রকাশ্য জনসমক্ষে দিতে হবে, যাতে অপরাধী লাঞ্ছিত হয় এবং অন্যান্য লোকের পক্ষে তা শিক্ষা ও উপদেশ স্বরূপ হয়, এবং মুসলিম সমাজে এ পাপ বিস্তার করতে না পারে।

৪. অর্থাৎ তাওবা করেনি এরূপ (অনুতপ্ত হয়ে এ পাপ ত্যাগ করেনি এরূপ) ব্যভিচারী পুরুষের পক্ষে অনুরূপ ব্যভিচারিণী নারীই উপযুক্ত অথবা মুশরিকা ; কোনো সৎ মুমিনা নারীর পক্ষে সে উপযুক্ত নয়। এবং জেনেশুনে এরূপ দুষ্কৃতকারীকে নিজের কন্যা দান করা মু'মিনের পক্ষে হারাম। এরূপভাবে ব্যভিচারিণী নারীর (যে তাওবা করেনি) জন্য তাদেরি অনুরূপ ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই উপযুক্ত। কোনো সৎ মু'মিন ব্যক্তির জন্য ব্যভিচারিণী উপযুক্তা নয় এবং কোনো স্ত্রীলোকের কুচলনের অবস্থা জানা সত্ত্বেও জেনেশুনে তাকে বিবাহ করা মু'মিন পুরুষের পক্ষে হারাম। মাত্র সেই সমস্ত পুরুষ বা নারীর ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য যারা নিজেদের কু আচরণে কায়েম আছে। যারা তাওবা করে নিজেদের সংশোধন করে নেয় তাদের উপর এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। কারণ তাওবা ও সংশোধনের পর ব্যভিচারিণী হওয়ায় কুগুণ তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে না।

৫. অর্থাৎ ব্যভিচারের অপবাদ। পুরুষদের উপরও ব্যভিচারের অপবাদ লাগানোর জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। শরীয়াতের পরিভাষায় এ অপবাদ প্রদানকে 'কাযফ' বলা হয়।

⑤ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

৫. তবে যারা এরপর তাওবা করে এবং শুধরে যায়, অবশ্যই আল্লাহ (তাদের পক্ষে) ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।[৬]

⑥ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

৬. আর যারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে অভিযোগ দেয়[৭] এবং তাদের কাছে তারা নিজেরা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো সাক্ষী থাকে না, তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির সাক্ষ হচ্ছে (এই যে, সে) চারবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ দেবে যে, সে (নিজের অভিযোগে) সত্যবাদী

⑦ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

৭. এবং পঞ্চমবার বলবে, তার প্রতি আল্লাহর লা'নত হোক যদি সে (নিজের অভিযোগে) মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে।

⑧ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

৮. আর স্ত্রীর শাস্তি এভাবে রহিত হতে পারে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ দেয় যে, এ ব্যক্তি (তার অভিযোগে) মিথ্যবাদী

⑨ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

৯. এবং পঞ্চমবার বলে, তার নিজের ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসুক যদি এ ব্যক্তি (তার অভিযোগে) সত্যবাদী হয়।[৮]

⑩ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

১০. তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ বড়ই মনোযোগ দানকারী ও জ্ঞানী না হলে (স্ত্রীদের প্রতি অভিযোগের ব্যাপার তোমাদেরকে বড়ই জটিলতার সম্মুখীন করতো)।

রুকূ' ঃ ২

⑪ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

১১. যারা এ মিথ্যা অপবাদ তৈরী করে এনেছে তারা তোমাদেরই ভিতরের একটি অংশ।[৯] এ ঘটনাকে নিজেদের পক্ষে খারাপ মনে করো না এবং এও তোমাদের জন্য ভালই।[১০] যে এর মধ্যে যতটা অংশ নিয়েছে সে ততটাই গোনাহ কামাই করেছে আর যে ব্যক্তি এর দায়-দায়িত্বের বড় অংশ নিজের মাথায় নিয়েছে[১১] তার জন্য তো রয়েছে মহাশাস্তি।

৬. এ সম্পর্কে ফকিহরা একমত যে, তাওবা দ্বারা 'কাযফ'-এর শাস্তি মওকুফ হয় না। এ সম্পর্কেও তাঁরা একমত যে, তাওবাকারী ফাসেক থাকে না এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্ষমা করবেন! অবশ্য এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, তাওবা করার পর তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে কিনা। হানাফি মতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন।

৭. অর্থাৎ ব্যভিচারের দোষারোপ করে।

৮. শরীয়াতের পরিভাষায় একে 'লেআন' বলা হয়। এ 'লেআন' ঘরে বসে হতে পারবে না ; আদালতে হতে হবে। লেআনের দাবী পুরুষের পক্ষ থেকেও হতে পারে এবং নারীর পক্ষ থেকেও হতে পারে। অপবাদ দেয়ার পর যদি পুরুষ লেআন এড়িয়ে যেতে চায়, অথবা নারী শপথ বাক্য উচ্চারণ করতে না চায় তবে হানাফি মতে তার শাস্তি লেআন না করা পর্যন্ত অপরাধীকে বন্দী রাখা এবং উভয় পক্ষ হতে লেআন হয়ে যাবার পর একে অন্যের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

৯. এখান থেকে ২৬তম আয়াত পর্যন্ত সেই ব্যাপার সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইতিহাসে যে ঘটনা وَاقِعَةُ افك (মিথ্যা অপবাদ) নামে বিখ্যাত। এ ঘটনা হচ্ছে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি—মাআযাল্লাহ মুনাফিকদের দ্বারা (افك) মিথ্যা অপবাদ লাগানো। মুনাফিকরা এর এতটা চর্চা করেছিল যে, কোনো কোনো মুসলমানও এ চর্চাতে লিপ্ত হয়েছিল।

১০. অর্থাৎ ঘাবড়ে যেও না ! মুনাফিকরা তো মনে করেছে যে, তারা তোমার ওপর বড় শক্তিশালী আঘাত করেছে। কিন্তু ইনশাআল্লাহ এ আঘাত উল্টে তাদেরই ওপর বর্তাবে এবং তোমার পক্ষে এ আঘাত কল্যাণ প্রমাণিত হবে।

১১. অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন উবাই যে, এ অপবাদের মূল রচনাকারী এবং এ ফেতনার মূল স্রষ্টা।

১২. যখন তোমরা এটা শুনেছিলে তখনই কেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা নিজেদের সম্পর্কে সুধারণা করেনি এবং কেন[১২] বলে দাওনি এটা সুস্পষ্ট মিথ্যা দোষারোপ?

১৩. তারা (নিজেদের অপবাদের প্রমাণ স্বরূপ) চারজন সাক্ষী আনেনি কেন? এখন যখন তারা সাক্ষী আনেনি তখন আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যুক।[১৩]

১৪. যদি তোমাদের প্রতি দুনিয়ায় ও আখেরাতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হতো তাহলে যেসব কথায় তোমরা লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলে সেগুলোর কারণে তোমাদের ওপরে মহাশাস্তি নেমে আসতো।

১৫. (একটু ভেবে দেখো তো, সে সময় তোমরা কেমন মারাত্মক ভুল করেছিলে) যখন তোমরা এক মুখ থেকে আর এক মুখে এ মিথ্যা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিলে এবং তোমরা নিজেদের মুখে এমন সব কথা বলে যাচ্ছিলে যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। তোমরা একে একটা মামুলি কথা মনে করছিলে অথচ আল্লাহর কাছে এটা ছিল গুরুতর বিষয়।

১৬. একথা শোনার সাথে সাথেই তোমরা বলে দিলে না কেন, "এমন কথা মুখ দিয়ে বের করা আমাদের শোভা পায় না, সুব্‌হানাল্লাহ! এ তো একটি জঘন্য অপবাদ।"

১৭. আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দেন, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো, তাহলে ভবিষ্যতে কখনো এ ধরনের কাজ করো না।

১৮. আল্লাহ তোমাদের পরিষ্কার নির্দেশ দেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়।

﴿١٢﴾ لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ○

﴿١٣﴾ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولَٰٓئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَٰذِبُونَ ○

﴿١٤﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِى الدُّنْيَا وَالْءَاخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِى مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

﴿١٥﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ○

﴿١٦﴾ وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا بُهْتَٰنٌ عَظِيمٌ ○

﴿١٧﴾ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○

﴿١٨﴾ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْءَايَٰتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

১২. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে যে, নিজের লোকদের নিজ মিল্লাত এবং নিজ সমাজের লোকদের প্রতি সুধারণা করলে না কেন? আয়াতের শব্দগুলো দ্বারা এ দু'প্রকার অর্থ ব্যক্ত হতে পারে। কিন্তু আমি যে অনুবাদ গ্রহণ করেছি সেটাই অধিক অর্থবহ। এর মর্ম হচ্ছে ঃ তোমাদের প্রত্যেকে কেন এ খেয়াল করলে না যে, তার নিজের ক্ষেত্রে যদি অনুরূপ অবস্থা ঘটতো যা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ক্ষেত্রে ঘটেছিল, তবে সে কি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যেতো?

১৩. কোনো ব্যক্তির এ ভুল ধারণা হওয়া উচিত নয় যে—সাক্ষী না থাকাই মাত্র দোষারোপ মিথ্যা হওয়ার দলিল ও বুনিয়াদ বলে এখানে গণ্য করা হচ্ছে, এবং মুসলমানদের বলা হচ্ছে যে—দোষারোপকারী চারজন সাক্ষী না আনতে পারার কারণের জন্য মাত্র তোমরাও একে সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ বলে গণ্য হবে। বস্তুত সেখানে যে ঘটনা ঘটেছিল তা লক্ষে না রাখার কারণে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়। দোষারোপকারীরা এ কারণে দোষারোপ করেনি যে, তারা বা তাদের মধ্যে কেউ—মাআযাল্লাহ—নিজ চক্ষে সেই ঘটনা দেখেছিল যা তারা মুখে উচ্চারণ করছিল। বরং হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার দৈবাৎ কাফেলার পিছনে রয়ে যাওয়া এবং পরে হযরত সাফওয়ানের তাঁকে নিজের উটে চড়িয়ে কাফেলায় নিয়ে আসা মাত্র এতটুকু কথার জন্যেই তারা এত বড় একটি অপবাদ তৈরী করে ফেলেছিল। এ অবস্থায় হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার এভাবে পিছনে থেকে যাওয়া—মাআযাল্লাহ কোনো ষড়যন্ত্রের ফল ছিল বলে কোনো জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারে না। ষড়যন্ত্রকারীরা এভাবে কখনও ষড়যন্ত্র করে না যে, সৈনাধ্যক্ষের স্ত্রী চুপিসারে কাফেলার পিছনে এক ব্যক্তির সাথে থেকে যায় তারপর সেই ব্যক্তিই তাঁকে নিজের উটের পিঠে বসিয়ে স্পষ্ট দিবালোকে ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় প্রকাশ্যে নিয়ে সৈন্য শিবিরে হাজির হয়। এ অবস্থায়ই স্বতঃ তাদের দু'জনের নিষ্কলুষতার প্রমাণ দিচ্ছিল। এ পরিস্থিতিতে অপবাদ মাত্র এ ভিত্তিতে দেয়া যেতে পারে যে, অপবাদকারী স্বচক্ষে কোনো ঘটনা দেখেছে। অন্যথায় যে পরিস্থিতিকে ভিত্তি করে যালেমরা এ অপবাদ দান করছিল তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশই সৃষ্টি হয় না।

(١٩) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

১৯. যারা চায় মু'মিনদের সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক তারা দুনিয়ায় ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।

(٢٠) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ○

২০. যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর করুণা তোমাদের প্রতি না হতো এবং আল্লাহ যদি স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র না হতেন (তাহলে যে জিনিস এখনই তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিলো তার পরিণাম হতো অতি ভয়াবহ।)

রুকূ' ঃ ৩

(٢١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

২১. হে ঈমানদারগণ! শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে চলো না। যে কেউ তার অনুসরণ করবে তাকে সে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ করার হুকুম দেবে। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না থাকতো তাহলে তোমাদের একজনও পবিত্র হতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহই যাকে চান তাকে পবিত্র করে দেন এবং আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞাত।

(٢٢) وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

২২. তোমাদের মধ্য থেকে যারা প্রাচুর্য ও সামর্থের অধিকারী তারা যেন এ মর্মে কসম খেয়ে না বসে যে, তারা নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, গরীব-মিসকীন ও আল্লাহর পথে গৃহত্যাগকারীদেরকে সাহায্য করবে না। তাদেরকে ক্ষমা করা ও তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদের মাফ করেন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীলতা ও দয়াগুণে গুণান্বিত।[১৪]

(٢٣) إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

২৩. যারা সতী-সাধ্বী, সরলমনা মু'মিন মহিলাদের প্রতি অপবাদ দেয় তারা দুনিয়ায় ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

(٢٤) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

২৪. তারা যেন সেদিনের কথা ভুলে না যায় যেদিন তাদের নিজেদের কণ্ঠ এবং তাদের নিজেদের হাত-পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ দেবে।

(٢٥) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ○

২৫. সেদিন তারা যে প্রতিদানের যোগ্য হবে তা আল্লাহ তাদেরকে পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য এবং সত্যকে সত্য হিসেবে প্রকাশকারী।

(٢٦) الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○

২৬. দুশ্চরিত্রা মহিলারা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষরা দুশ্চরিত্রা মহিলাদের জন্য। সচ্চরিত্রা মহিলারা সচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষরা সচ্চরিত্রা মহিলাদের জন্য। লোকে যা বলে তা থেকে তারা পূত-পবিত্র। তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা।

রুকু' ঃ ৪

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

২৭. হে ঈমানদারগণ![১৫] নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না গৃহবাসীদের সম্মতি লাভ করো এবং তাদেরকে সালাম করো। এটিই তোমাদের জন্য ভালো পদ্ধতি, আশা করা যায় তোমরা এদিকে নজর রাখবে।

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

২৮. তারপর যদি সেখানে কাউকে না পাও, তাহলে তাতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়।[১৬] আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও তাহলে ফিরে যাবে, এটিই তোমাদের জন্য বেশী শালীন ও পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি[১৭] এবং যা কিছু তোমরা করো আল্লাহ তা খুব ভালোভাবেই জানেন।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○

২৯. তবে তোমাদের জন্য কোনো ক্ষতি নেই যদি তোমরা এমন গৃহে প্রবেশ করো যেখানে কেউ বাস করে না এবং তার মধ্যে তোমাদের কোনো কাজের জিনিস আছে[১৮]—তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো ও যা কিছু গোপন করো আল্লাহ সবই জানেন।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○

৩০. হে নবী! মু'মিন পুরুষদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে[১৯] এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে। এটি তাদের জন্য বেশী পবিত্র পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন।

১৪. এ আয়াত এ উপলক্ষে নাযিল হয় যে, দোষারোপকারীদের মধ্যে কোনো কোনো সাদা-সিধা মুসলমানও শামিল হয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে হযরত আবু বকরের এক নিকটাত্মীয় ছিলেন ; হযরত আবু বকর যার প্রতি সবসময় অনুগ্রহ ও উপকার করতেন। এ দুঃখজনক ঘটনার পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু শপথ করেন যে, এখন থেকে তিনি আর তার সাথে কোনো সদ্ব্যবহার করবেন না। সিদ্দীক আকবর (মহাসত্যবাদী) হযরত আবু বকরের ন্যায় ব্যক্তি ব্যাপারটি উপেক্ষা বা ক্ষমার ব্যবহার করবেন না আল্লাহ তাআলা তা পসন্দ করেননি।

১৫. সমাজে খারাপি প্রকট হয়ে উঠলে তার প্রতিকার ও সংশোধন কি উপায়ে করতে হবে সূরার সূচনার নির্দেশগুলো তা দেখানোর জন্যই দেয়া হয়েছে।

১৬. অর্থাৎ কারোর পক্ষে কারোর শূন্য ঘরে প্রবেশ করা বৈধ নয় তবে অবশ্য গৃহকর্তা যদি অনুমতি দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গৃহকর্তা কাউকে বললো 'যদি আমি উপস্থিত না থাকি, তবে আপনি আমার কামরাতে বসে থাকবেন।' অথবা গৃহকর্তা অন্যস্থানে আছেন আপনি এ খবর পাবার পর গৃহকর্তা আপনাকে বলে পাঠালেন যে—"আপনি তাশরীফ রাখুন, আমি এখুনি আসছি ?"

১৭. অর্থাৎ এতে কিছু খারাপ মনে করা উচিত নয়। যে কোনো ব্যক্তির এ হক আছে যে, যদি সে কোনো ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করতে না চায় তবে সে সাক্ষাত করতে অস্বীকার করতে পারে। অথবা কোনো ব্যস্ততা যদি সাক্ষাতকারে বাধা হয় তবে সে ওজর দেখাতে পারে।

১৮. অর্থাৎ হোটেল, সরাইখানা, অতিথিশালা, দোকান, মুসাফিরখানা প্রভৃতি যেখানে লোকের প্রবেশের সাধারণ অনুমতি আছে।

১৯. মূলে غض بصر-এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে সাধারণত যার অনুবাদ করা হয় ঃ দৃষ্টি অবনত করা বা অবনত রাখা। আসলে এ হুকুমের মর্ম সর্বদা নিচের দিকে দৃষ্টি রাখা নয়। বরং এর অর্থ পূর্ণভাবে চোখ ভরে না দেখা এবং দেখার জন্য দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছেড়ে না দেয়া। 'চোখকে বাঁচিয়ে চলে'—একথা দ্বারা এ অর্থ ঠিক আদায় হতে পারে। অর্থাৎ যে জিনিস দেখা সমীচীন নয় তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়া—তা এতে দৃষ্টি নিচের দিকে অবনত করা হোক বা অন্য কোনোদিকে ফিরিয়ে নেয়া হোক। পূর্বাপর প্রসংগ হতেও একথা জানা যায় যে, এ বাধ্যবাধকতা যে জিনিসের ওপর আরোপ করা হয়েছে তা হচ্ছে—পুরুষ মানুষদের নারীদেরকে দেখা অথবা অপরের সতরের (লজ্জাস্থানের, আবরণযোগ্য অংগের) প্রতি দৃষ্টিপাত করা বা অশ্লীল দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝٣١

৩১. আর হে নবী! মু'মিন মহিলাদের বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান-গুলোর হেফাজত করে[২০] আর তাদের সাজসজ্জা না দেখায়, যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া। আর তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে তাদের বুক ঢেকে রাখে। তারা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, তবে নিম্নোক্তদের সামনে ছাড়া স্বামী, বাপ, স্বামীর বাপ,[২১] নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে,[২২] ভাই,[২৩] ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে,[২৪] নিজের মেলামেশার মেয়েদের,[২৫] নিজের মালিকানাধীনদের, অধীনস্থ পুরুষদের যাদের অন্য কোনো রকম উদ্দেশ্য নেই[২৬] এবং এমন শিশুদের সামনে ছাড়া যারা মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পর্কে এখনো অজ্ঞ। তারা যেন নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদের সামনে প্রকাশ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

৩২. তোমাদের মধ্যে যারা একা ও নিসংগ এবং তোমাদের গোলাম ও বাঁদীদের মধ্যে যারা সৎ ও বিয়ের যোগ্য তাদের বিয়ে দাও। যদি তারা গরিব হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ আপন মেহেরবানীতে তাদেরকে ধনী করে দেবেন, আল্লাহ বড়ই প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٣٣

৩৩. আর যারা বিয়ে করার সুযোগ পায় না তাদের পবিত্রতা ও সাধুতা অবলম্বন করা উচিত, যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। আর তোমাদের মালিকানাধীনদের মধ্য থেকে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তির আবেদন করে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হও[২৭] যদি তাদের মধ্যে কল্যাণের সন্ধান পাও।[২৮] আর আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন[২৯] তা থেকে তাদেরকে দাও। আর তোমাদের বাঁদীরা যখন নিজেরাই সতী-সাধ্বী থাকতে চায়[৩০] তখন দুনিয়াবী স্বার্থলাভের উদ্দেশ্যে তাদেরকে দেহ বিক্রয়ে বাধ্য করো না।[৩১] আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে এ জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَٰتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝٣٤

৩৪. আমি দ্ব্যর্থহীন পথনির্দেশক আয়াত তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি, তোমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত জাতিদের শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তও তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশও দিয়েছি।

রুকূ' ঃ ৫

৩৫. আল্লাহ আকাশজগত ও পৃথিবীর আলো।[৩২] (বিশ্ব-জাহানে) তাঁর আলোর উপমা যেন একটি তাকে একটি প্রদীপ রাখা আছে, প্রদীপটি আছে একটি চিমনির মধ্যে, চিমনিটি দেখতে এমন যেন মুক্তোর মতো ঝকমকে নক্ষত্র ; আর এ প্রদীপটি যয়তুনের এমন একটি মুবারক গাছের তেল দিয়ে উজ্জ্বল করা হয়, যা পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়। যার তেল আপনা আপনিই জ্বলে ওঠে, চাই আগুন তাকে স্পর্শ করুক বা না করুক। (এভাবে) আলোর ওপরে আলো (বৃদ্ধির সমস্ত উপকরণ একত্র হয়ে গেছে)।[৩৩] আল্লাহ যাকে চান নিজের আলোর দিকে পথ নির্দেশ করেন। তিনি উপমার সাহায্যে লোকদের কথা বুঝান। তিনি প্রত্যেকটি জিনিস খুব ভালো করেই জানেন।

﴿٣٥﴾ اللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ۭ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ۭ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْۗءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۭ نُوْرٌ عَلٰي نُوْرٍ ۭ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

২০. একথা লক্ষ্য করা উচিত যে, আল্লাহর শরীয়ত নারীদের বেলায় মাত্র ততটুকুই নির্দেশ দান করে ক্ষান্ত হয় না যতটুকু পুরুষদের সম্পর্কে দিয়ে থাকে, অর্থাৎ দৃষ্টি বাঁচানো এবং লজ্জাস্থানসমূহ সুরক্ষিত রাখা বরং শরীয়ত নারীদের কাছ থেকে কিছু বেশী দাবী করে যা পুরুষদের কাছে করে না। এর দ্বারা একথা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় এ ব্যাপারে নারী ও পুরুষ তুল্য নয়।

২১. পিতা বলতে পিতামহ ও মাতামহের তরফের এসব মুরব্বীদের সামনে ঠিক সেভাবে আসতে পারে যেমন পারে নিজের পিতা ও শ্বশুরের সামনে আসতে।

২২. পুত্রদের মধ্যে পৌত্র, প্রোপৌত্র, কন্যার সন্তান ও সন্তানের সন্তান সবই অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে 'আপন' বা 'সৎ'-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। নিজের সতীনের সন্তানদের সামনেও স্ত্রীলোকেরা সাজ-সজ্জাসহ তেমনিভাবে আসতে পারে যেমন নিজের সন্তান ও সন্তানের সন্তানদের সামনে পারে।

২৩. 'ভাই'দের মধ্যে আপন ভাই, সৎ ভাই ও মায়ের অন্য স্বামীর সন্তান সবই অন্তর্ভুক্ত।

২৪. ভাই ও ভগ্নি বলতে তিন প্রকারের ভাই ও ভগ্নি বুঝায় এবং তাদের সন্তান, সন্তানের সন্তান এবং কন্যার সন্তান সবই সন্তান বলে গণ্য।

২৫. এর দ্বারা আপনা আপনিই একথা প্রকাশ পায় যে, আওয়ারা (ভবঘুরে) ও কুচলন সম্পন্ন স্ত্রীলোকদের সামনে সম্ভ্রান্ত মুসলমান স্ত্রীলোকদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা উচিত নয়।

২৬. অর্থাৎ অধীনস্থ হওয়ার কারণে তাদের সম্পর্কে এ সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, তারা এ ঘরের স্ত্রী লোকদের সম্পর্কে কোনো অপবিত্র আকাঙ্ক্ষা পোষণের সাহস পেতে পারে।

২৭. 'মোকাতাবাত'-এর অর্থ দাস বা দাসী মুক্তি লাভের জন্য নিজ মালিককে বিনিময় অর্থ দেবার প্রস্তাব করলে এবং মনিব তা কবুল করলে উভয়ের মধ্যে চুক্তিপত্র লেখাপড়া।

২৮. 'কল্যাণ' বলতে দুটো জিনিস বুঝায় ঃ প্রথমত গোলামের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বিনিময় অর্থ দান করার যোগ্যতা। দ্বিতীয়তঃ তার মধ্যে এতটা বিশ্বস্ততা ও সততা বর্তমান থাকা যে, তার কথার ওপর আস্থা স্থাপন করে চুক্তি করা যেতে পারে।

২৯. এটা এক সাধারণ নির্দেশ। মনিব যেন কিছু না কিছু অর্থ মাফ করে দেয়, মুসলমানরাও যেন তাকে সাহায্য করে এবং বায়তুলমাল থেকেও তাকে যেন সাহায্য দান করা হয়।

৩০. জাহেলিয়াতের যুগে আরববাসীরা নিজেদের দাসীদের দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করাতো এবং তাদের উপার্জন ভক্ষণ করতো। ইসলাম এ পেশাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

৩১. অর্থাৎ যদি দাসী স্বেচ্ছায় কুকর্মে রত হয় তবে সে নিজে তার অপরাধের জন্য দায়ী হবে। তার অপরাধের জন্য আইন তাকেই পাকড়াও করবে। কিন্তু যদি তার মালিক জোরপূর্বক তাকে কুব্যবসায় লিপ্ত করায় তবে মালিকই দায়ী হবে এবং মালিককেই পাকড়ানো হবে।

৩২. অর্থাৎ বিশ্বে যাকিছু প্রকাশ পাচ্ছে তা তাঁরই নূরের বদৌলতে।

৩৩. এ উপমায় প্রদীপের সাথে আল্লাহর সত্তা ও 'তাক'-এর সাথে বিশ্ব-ব্যবস্থাকে উপমিত করা হয়েছে এবং 'ফানুস'-এর সাথে সেই পরদার যার মধ্যে হক তাআলা নিজেকে সৃষ্টিলোকের দৃষ্টি হতে লুকিয়ে রেখেছেন। এ পর্দা প্রকৃতপক্ষে গোপনীয়তার নয়, বরং প্রকাশের তীব্রতার পর্দা। সৃষ্টিলোকের দৃষ্টি তাঁকে দেখতে এজন্যই অক্ষম যে নূর এত তীব্র, বিশুদ্ধ ও সর্বাত্মক যে, সীমাবদ্ধ দৃষ্টিশক্তি তার অনুভূতিগ্রহণে অসমর্থ। আর সেই

٣٦ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝

৩৬. (তাঁর আলোর পথ অবলম্বনকারী) ঐসব ঘরে পাওয়া যায়, সেগুলোকে উন্নত করার ও যেগুলোর মধ্যে নিজের নাম স্মরণ করার হুকুম আল্লাহ দিয়েছেন। সেগুলোতে এমন সব লোক সকাল সাঁঝে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।

٣٧ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيتَاءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝

৩৭. যারা ব্যবসায় ও বেচাকেনার ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর স্মরণ এবং নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফিল হয়ে যায় না। তারা সেদিনকে ভয় করতে থাকে যেদিন হৃদয় বিপর্যস্ত ও দৃষ্টি পাথর হয়ে যাবার উপক্রম হবে।

٣٨ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৩৮. (আর তারা এসব কিছু এ জন্য করে) যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেন এবং তদুপরি নিজ অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ যাকে চান বেহিসেব দান করেন।

٣٩ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً حَتّٰى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهُ وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

৩৯. কিন্তু যারা কুফরী করে তাদের কর্মের উপমা হলো পানিহীন মরুপ্রান্তরে মরীচিকা, তৃষ্ণাতুর পথিক তাকে পানি মনে করেছিল, কিন্তু যখন সে সেখানে পৌঁছুলো কিছুই পেলো না এবং সেখানে সে আল্লাহকে উপস্থিত পেলো, যিনি তার পূর্ণ হিসেব মিটিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর হিসেব নিতে দেরী হয় না।

٤٠ أَوْ كَظُلُمٰتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشٰىهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ۝

৪০. অথবা তার উপমা যেমন একটি গভীর সাগর বুকে অন্ধকার। ওপরে ছেয়ে আছে একটি তরংগ, তার ওপরে আর একটি তরংগ আর তার ওপরে মেঘমালা অন্ধকারের ওপর অন্ধকার আচ্ছন্ন। মানুষ নিজের হাত বের করলে তাও দেখতে পায় না। যাকে আল্লাহ আলো দেন না তার জন্য আর কোনো আলো নেই।

রুকূ' ঃ ৬

٤١ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰفّٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

৪১. তুমি কি দেখ না, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করেছে যারা আকাশজগত ও পৃথিবীতে আছে তারা সবাই এবং যে পাখিরা ডানা বিস্তার করে আকাশে ওড়ে ? প্রত্যেকেই জানে তার নামাযের ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পদ্ধতি। আর এরা যা কিছু করে আল্লাহ তা জানেন।

٤٢ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ ۝

৪২. আকাশজগত ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

চেরাগ জয়তুনের এমন এক বরকতওয়ালা গাছের তৈল দ্বারা উজ্জ্বল করা হয় যা না পূর্বের, না পশ্চিমের"—কথাটি মাত্র প্রদীপের জ্যোতির পূর্ণত্ব ও তীব্রতার ধারণা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। প্রাচীনকালে জয়তুন তেলের প্রদীপ থেকেই সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল আলো পাওয়া যেতো, এবং তার উজ্জ্বলতম প্রদীপ হতো সেই প্রদীপ যা উচ্চ ও উন্মুক্ত জায়গার গাছের তেল থেকে প্রজ্জ্বলিত করা হতো। আবার বলা হয়েছে—'যার তৈল আপনা আপনি প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে তাতে আগুন স্পর্শ করুক বা না করুক—একথার উদ্দেশ্য প্রদীপের আলোর সর্বাধিক তীব্র ও উজ্জ্বল হওয়ার ধারণা দান করা।

٤٣ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهِ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ۝

৪৩. তুমি কি দেখ না, আল্লাহ মেঘমালাকে ধীর গতিতে সঞ্চালন করেন, তারপর তার খণ্ডগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করেন, তারপর তাকে একত্র করে একটি ঘন মেঘে পরিণত করেন, তারপর তুমি দেখতে পাও তার খোল থেকে বৃষ্টিবিন্দু একাধারে ঝরে পড়ছে। আর তিনি আকাশ থেকে তার মধ্যে সমুন্নত[৩৪] পাহাড়গুলোর বদৌলতে শিলা বর্ষণ করেন, তারপর যাকে চান এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করেন এবং যাকে চান এর হাত থেকে বাঁচিয়ে নেন। তার বিদ্যুৎচমক চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

٤٤ يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ۝

৪৪. তিনিই রাত-দিনের পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন। দৃষ্টি-সম্পন্নদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে একটি শিক্ষা।

٤٥ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلٰى بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلٰى أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৪৫. আর আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণ বিশিষ্টকে এক ধরনের পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্য থেকে কেউ চলছে পেটে ভর দিয়ে, কেউ চলছে দু' পায়ে হেঁটে আবার কেউ চারপায়ে ভর দিয়ে। যা কিছু তিনি চান পয়দা করেন, তিনি প্রত্যেক জিনিসের ওপর শক্তিশালী।

٤٦ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيٰتٍ مُبَيِّنٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلٰى صِرٰطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

৪৬. আমি পরিষ্কার সত্য বিবৃতকারী আয়াত নাযিল করে দিয়েছি তবে আল্লাহই যাকে চান সত্য-সরল পথ দেখান।

٤٧ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ وَمَا أُولٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝

৪৭. তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করেছি কিন্তু এরপর তাদের মধ্য থেকে একটি দল (আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ ধরনের লোকেরা কখনোই মু'মিন নয়।

٤٨ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ۝

৪৮. যখন তাদেরকে ডাকা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে, যাতে রাসূল তাদের পরস্পরের মোকদ্দমার ফায়সালা করে দেন তখন তাদের মধ্যকার একটি দল পাশ কাটিয়ে যায়।

٤٩ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۝

৪৯. তবে যদি সত্য তাদের অনুকূল থাকে, তাহলে বড়ই বিনীত হয়ে রাসূলের কাছে আসে।

٥٠ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ۝

৫০. তাদের মনে কি (মুনাফিকীর) রোগ আছে ? না তারা সন্দেহের শিকার হয়েছে ? না তারা ভয় করছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি যুলুম করবেন ? আসলে তারা নিজেরাই যালেম।

রুকূ' ঃ ৭

٥١ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

৫১. মু'মিনদের কাজই হচ্ছে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসূল তাদের মোকদ্দমার ফায়সালা করেন, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। এ ধরনের লোকেরাই সফলকাম হবে।

﴿٥٢﴾ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ○

৫২. আর সফলকাম তারাই যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মেনে চলে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকে।

﴿٥٣﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُل لَّا تُقْسِمُوا ۖ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

৫৩. এ মুনাফিকরা আল্লাহর নামে শক্ত কসম খেয়ে বলে, "আপনি হুকুম দিলে আমরা অবশ্যই ঘর থেকে বের হয়ে পড়বো।" তাদেরকে বলো, "কসম খেয়ো না, তোমাদের আনুগত্যের অবস্থা জানা আছে। তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ বেখবর নন।"

﴿٥٤﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○

৫৪. বলো, "আল্লাহর অনুগত হও এবং রাসূলের হুকুম মেনে চলো। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। তাহলে ভালোভাবে জেনে রাখো, রাসূলের ওপর যে দায়িত্বের বোঝা চাপানো হয়েছে সে জন্য তোমরাই দায়ী এবং তোমাদের ওপর যে দায়িত্বের বোঝা চাপানো হয়েছে সে জন্য তোমরাই দায়ী। তাঁর আনুগত্য করলে তোমরা নিজেরাই সৎ পথ পেয়ে যাবে, অন্যথায় পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন হুকুম শুনিয়ে দেয়া ছাড়া রাসূলের আর কোনো দায়িত্ব নেই।"

﴿٥٥﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○

৫৫. আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে ও সৎ কাজ করবে তাদেরকে তিনি পৃথিবীতে ঠিক তেমনিভাবে খিলাফত দান করবেন যেমন তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকদেরকে দান করেছিলেন, তাদের জন্য তাদের দীনকে মযবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, যাকে আল্লাহ তাদের জন্য পসন্দ করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা শুধু আমার বন্দেগী করুক এবং আমার সাথে কাউকে যেন শরীক না করে।[৩৫] আর যারা এরপর কুফরী করবে[৩৬] তারাই ফাসেক।

﴿٥٦﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

৫৬. নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য করো, আশা করা যায়, তোমাদের প্রতি করুণা করা হবে।

৩৪. এর অর্থ শৈত্যে জমে যাওয়া মেঘমালাও হতে পারে যাকে আলংকারিক ভাষায় আসমানের পাহাড় বলা হয়েছে এবং যমীনের বুকের পাহাড়ও হতে পারে যা শূন্যলোকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এসব পাহাড়ের চূড়ায় জমা বরফের প্রভাবে অনেক সময় বাতাস এতোই শীতল হয় যে, তার ফলে মেঘমালা জমাট বাঁধে ও শিলা বৃষ্টি ঘটে।

৩৫. কেউ কেউ এ থেকে এ ভুল ধারণা গ্রহণ করে বসে যে—পৃথিবীতে যে শাসন ক্ষমতা লাভ করে সেই খেলাফত লাভ করে। কিন্তু প্রকৃত কথা আয়াতে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ যে মু'মিন হবে আল্লাহ তাকে খেলাফত দান করবেন।

৩৬. এর অর্থ হতে পারে যে—খেলাফত পেয়ে নাশোকরি (অকৃতজ্ঞতা) করে এবং এর অর্থ এও হতে পারে যে—মুনাফিকদের মতো আচরণ করতে থাকে—বাহ্যত যেন মু'মিন, কিন্তু আসলে ঈমান থেকে খালি।

৫৭. যারা কুফরী করছে তাদের সম্পর্কে এ ভুল ধারণা পোষণ করো না যে, তারা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে দেবে। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং তা বড়ই নিকৃষ্ট আশ্রয়।

রুকূ' ঃ ৮

৫৮. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসী এবং তোমাদের এমন সব সন্তান যারা এখনো বুদ্ধির সীমানায় পৌঁছেনি, তাদের অবশ্যই তিনটি সময়ে অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে আসা উচিত ঃ ফজরের নামাযের আগে, দুপুরে যখন তোমরা পোশাক ছেড়ে রেখে দাও এবং এশার নামাযের পর। এ তিনটি তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এরপরে তারা বিনা অনুমতিতে এলে তোমাদের কোনো গোনাহ নেই এবং তাদেরও না। তোমাদের পরস্পরের কাছে বারবার আসতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিজের বাণী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং তিনি সবকিছু জানেন ও বিজ্ঞ।

৫৯. আর যখন তোমাদের সন্তানরা বুদ্ধির সীমানায় পৌঁছে যায় তখন তাদের তেমনি অনুমতি নিয়ে আসা উচিত যেমন তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে থাকে। এভাবে আল্লাহ তাঁর আয়াত তোমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং তিনি সবকিছু জানেন ও বিজ্ঞ।

৬০. আর যেসব যৌবন অতিক্রান্ত মহিলা বিয়ের আশা রাখে না, তারা যদি নিজেদের চাদর নামিয়ে রেখে দেয়, তাহলে তাদের কোনো গোনাহ নেই, তবে শর্ত হচ্ছে তারা সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী হবে না। তবু তারাও যদি লজ্জাশীলতা অবলম্বন করে তাহলে তা তাদের জন্য ভালো এবং আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।

৬১. কোনো অন্ধ, খঞ্জ বা রুগ্ন (যদি কারোর গৃহে খেয়ে নেয় তাহলে) কোনো ক্ষতি নেই, আর তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই নিজেদের গৃহে খেলে অথবা নিজেদের বাপ-দাদার গৃহে, নিজেদের মা-নানীর গৃহে, নিজেদের ভাইয়ের গৃহে, নিজেদের বোনের গৃহে, নিজেদের চাচার গৃহে, নিজেদের ফুফুর গৃহে, নিজেদের মামার গৃহে, নিজেদের খালার গৃহে অথবা এমন সব গৃহে যার চাবি তোমাদের হাতে সোপর্দ করে দেয়া হয়েছে কিংবা নিজেদের বন্ধুদের গৃহে। তোমরা এক সাথে খাও বা আলাদা আলাদা, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে গৃহে প্রবেশ করার সময় তোমরা নিজেদের লোকদের সালাম করো, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে কল্যাণের দোয়া, বড়ই বরকতপূর্ণ ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ তোমাদের সামনে আয়াত বর্ণনা করেন, আশা করা যায় তোমরা বুঝে শুনে কাজ করবে।

(٥٧) لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

(٥٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

(٥٩) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

(٦٠) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

(٦١) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

রুকূ’ ঃ ৯

৬২. মু’মিন তো আসলে তারাই যারা অন্তর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মানে এবং যখন কোনো সামষ্টিক কাজে রাসূলের সাথে থাকে তখন তার অনুমতি ছাড়া চলে যায় না। যারা তোমার কাছে অনুমতি চায় তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী। কাজেই তারা যখন তাদের কোনো কাজের জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায় তখন যাকে চাও তুমি অনুমতি দিয়ে দাও এবং এ ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করো। আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

৬৩. হে মুসলমানরা! রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের মধ্যে পরস্পরের আহ্বানের মতো মনে করো না। আল্লাহ তাদেরকে ভালো করেই জানেন যারা তোমাদের মধ্যে একে অন্যের আড়ালে চুপিসারে সটকে পড়ে। রাসূলের হুকুমের বিরুদ্ধাচরণকারীদের ভয় করা উচিত যেন তারা কোনো বিপর্যয়ের শিকার না হয় অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব না এসে পড়ে।

৬৪. সাবধান হয়ে যাও, আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। তোমরা যে নীতিই অবলম্বন করো আল্লাহ তা জানেন। যেদিন লোকেরা তাঁর দিকে ফিরে যাবে সেদিন তিনি তাদের বলে দেবেন তারা কিসব করে এসেছে। তিনি সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

সূরা আল ফুরকান

২৫

নামকরণ

প্রথম আয়াত تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। কুরআনের অধিকাংশ সূরার মতো এ নামটিও বিষয়বস্তু ভিত্তিক শিরোনাম নয় বরং আলামত হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে। তবুও সূরার বিষয়বস্তুর সাথে নামটির একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সামনের দিকের আলোচনা থেকে একথা জানা যাবে।

নাযিলের সময়-কাল

বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার মনে হয়, এ সূরাটিও সূরা মু'মিনূন ইত্যাদি সূরাগুলোর সমসময়ে নাযিল হয়। অর্থাৎ সময়টি হচ্ছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কায় অবস্থানকালের মাঝামাঝি সময়। ইবনে জারীর ও ইমাম রাযী যাহ্হাক ইবনে মুযাহিম ও মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, এ সূরাটি সূরা নিসার ৮ বছর আগে নাযিল হয়। এ হিসেবেও এর নাযিল হবার সময়টি হয় মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়। (ইবনে জারীর, ১৯ খণ্ড, ২৮-৩০ পৃষ্ঠা ও তাফসীরে কবীর, ৬ খণ্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা)

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

কুরআন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত এবং তাঁর পেশকৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে যেসব সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করা হতো সেগুলো সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটির যথাযথ জবাব দেয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে সত্যের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার খারাপ পরিণামও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শেষে সূরা মু'মিনূনের মতো মু'মিনদের নৈতিক গুণাবলীর একটি নকশা তৈরি করে সেই মানদণ্ডে যাচাই করে খাঁটি ও ভেজাল নির্ণয় করার জন্য সাধারণ মানুষের সামনে রেখে দেয়া হয়েছে। একদিকে রয়েছে এমন চরিত্র সম্পন্ন লোকেরা যারা এ পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে এবং আগামীতে যাদেরকে তৈরি করার প্রচেষ্টা চলছে। অন্যদিকে রয়েছে এমন নৈতিক আদর্শ যা সাধারণ আরববাসীদের মধ্যে পাওয়া যায় এবং যাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য জাহেলিয়াতের পতাকাবাহীরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন আরববাসীরা এ দুটি আদর্শের মধ্যে কোন্‌টি পসন্দ করবে তার ফায়সালা তাদের নিজেদেরকেই করতে হবে। এটি ছিল একটি নিরব প্রশ্ন। আরবের প্রত্যেকটি অধিবাসীর সামনে এ প্রশ্ন রেখে দেয়া হয়। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ছাড়া বাকি সমগ্র জাতি এর যে জবাব দেয় ইতিহাসের পাতায় তা অম্লান হয়ে আছে।

❐

আয়াত-৭৭ ২৫-সূরা আল ফুরকান-মাক্কী রুকূ'-৬

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
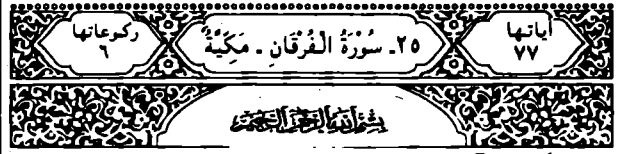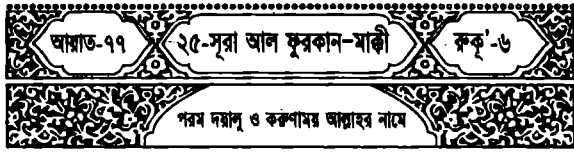
১. বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি, যিনি এ ফুরকান তাঁর বান্দার ওপর নাযিল করেছেন, যাতে সে সারা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হয়।

২. যিনি পৃথিবী ও আকাশের রাজত্বের মালিক, যিনি কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি, যাঁর সাথে রাজত্বে কেউ শরীক নেই, যিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন তারপর তার একটি তাক্‌দীর নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

৩. লোকেরা তাঁকে বাদ দিয়ে এমন সব উপাস্য তৈরি করে নিয়েছে যারা কোনো জিনিস সৃষ্টি করে না বরং নিজেরাই সৃষ্ট, যারা নিজেদের জন্যও কোনো উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না, যারা না জীবন-মৃত্যু দান করতে পারে আর না মৃতদেরকে আবার জীবিত করতে পারে।

৪. যারা নবীর কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বলে, এ ফুরকান একটি মনগড়া জিনিস, যাকে এ ব্যক্তি নিজেই তৈরি করেছে এবং অপর কিছু লোক তার এ কাজে তাকে সাহায্য করেছে। বড়ই যুলুম ও ডাহা মিথ্যায় তারা এসে পৌঁছেছে।

৫. বলে, এসব পুরাতন লোকদের লেখা জিনিস—যেগুলো এ ব্যক্তি লিখিয়ে নিয়েছে এবং তা তাকে সকাল-সাঁঝে শুনানো হয়।

৬. হে মুহাম্মাদ! বলো, "একে নাযিল করেছেন তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশজগতের রহস্য জানেন।" আসলে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ার্দ্র।

৭. তারা বলে, "এ কেমন রাসূল, যে খাবার খায় এবং হাটে বাজারে ঘুরে বেড়ায় ? কেন তার কাছে কোনো ফেরেশতা পাঠানো হয়নি, যে তার সাথে থাকতো এবং (অস্বীকারকারীদেরকে) ধমক দিতো ?

৮. অথবা আর কিছু না হলেও তার জন্য অন্তত কিছু ধন-সম্পদ অবতীর্ণ করা হতো অথবা তার কাছে থাকতো অন্তত কোনো বাগান, যা থেকে সে (নিশ্চিন্তে) রুজি সংগ্রহ করতো ?" আর যালেমরা বলে, "তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছো।"

اٰياتها ٧٧ ٢٥. سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ . مَكِّيَّةٌ ركوعاتها ٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۝

② الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ۝

③ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ۝

④ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۝

⑤ وَقَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

⑥ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

⑦ وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ لَوْلَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۝

⑧ اَوْ يُلْقٰۤى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ؕ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝

৯. দেখো, কেমন সব উদ্ভট ধরনের যুক্তি তারা তোমার সামনে খাড়া করেছে, তারা এমন বিভ্রান্ত হয়েছে যে, কোনো কাজের কথাই তাদের মাথায় আসছে না।

(৯) ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا۟ لَكَ ٱلْأَمْثَٰلَ فَضَلُّوا۟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

রুকূ’ ঃ ২

১০. বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি যিনি চাইলে তাঁর নির্ধারিত জিনিস থেকে অনেক বেশী ও উৎকৃষ্টতর জিনিস তোমাকে দিতে পারেন, (একটি নয়) অনেকগুলো বাগান যেগুলোর পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বড় বড় প্রাসাদ।

(১০) تَبَارَكَ ٱلَّذِىٓ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ۝

১১. আসল কথা হচ্ছে, এরা “সে সময়টিকে” মিথ্যা বলেছে[১] এবং যে সে সময়কে মিথ্যা বলে তার জন্য আমি জ্বলন্ত আগুন তৈরি করে রেখেছি।

(১১) بَلْ كَذَّبُوا۟ بِٱلسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝

১২. আগুন যখন দূর থেকে এদের দেখবে তখন এরা তার ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত চিৎকার শুনতে পাবে।

(১২) إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ سَمِعُوا۟ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۝

১৩. আর যখন এরা শৃংখলিত অবস্থায় তার মধ্যে একটি সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে তখন নিজেদের মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে।

(১৩) وَإِذَآ أُلْقُوا۟ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا۟ هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝

১৪. (তখন তাদের বলা হবে) আজ একটি মৃত্যুকে নয় বরং বহু মৃত্যুকে ডাকো।

(১৪) لَّا تَدْعُوا۟ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَٰحِدًا وَٱدْعُوا۟ ثُبُورًا كَثِيرًا ۝

১৫. এদের বলো, এ পরিণাম ভালো অথবা সেই চিরন্তন জান্নাত যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে ? সেটি হবে তাদের কর্মফল এবং তাদের সফরের শেষ মনযিল।

(১৫) قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَمَصِيرًا ۝

১৬. সেখানে তাদের প্রত্যেকটি ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তার মধ্যে তারা থাকবে চিরকাল। তা প্রদান করা হবে তোমার রবের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত একটি অবশ্য পালনীয় প্রতিশ্রুতি।

(১৬) لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَٰلِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔولًا ۝

১৭. আর সেদিনই (তোমার রব) তাদেরও ঘিরে আনবেন এবং তাদের উপাস্যদেরও আল্লাহকে বাদ দিয়ে আজ তারা যাদের পূজা করছে। তারপর তিনি তাদের জিজ্ঞেস করবেন, “তোমরা কি আমার এ বান্দাদের গোমরাহ করেছিলে ? অথবা এরা নিজেরাই সহজ-সরল সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল ?”

(১৭) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَٰٓؤُلَآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا۟ ٱلسَّبِيلَ ۝

১৮. তারা বলবে, “পাক-পবিত্র আপনার সত্তা! আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমাদের রবরূপে গ্রহণ করার ক্ষমতাও তো আমাদের ছিল না। কিন্তু আপনি এদের এবং এদের বাপ-দাদাদের খুব বেশী জীবনোপকরণ দিয়েছেন, এমনকি এরা শিক্ষা ভুলে গেছে এবং দুর্ভাগ্যপীড়িত হয়েছে।

(১৮) قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ مَا كَانَ يَنۢبَغِى لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا۟ ٱلذِّكْرَ وَكَانُوا۟ قَوْمًۢا بُورًا ۝

১. অর্থাৎ কিয়ামতকে।

فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا (١٩)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (٢٠)

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (٢١)

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا (٢٢)

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣)

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (٢٤)

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا (٢٥)

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (٢٦)

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (٢٧)

১৯. এভাবে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে তারা (তোমাদের উপাস্যরা) তোমাদের কথাগুলোকে যা আজ তোমরা বলছো,[২] তারপর না তোমরা নিজেদের দুর্ভাগ্যকে ঠেকাতে পারবে, না পারবে কোথাও থেকে সাহায্য লাভ করতে এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে-ই যুলুম করবে তাকে আমি কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো।

২০. হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে যে রাসূলই আমি পাঠিয়েছি তারা সবাই আহার করতো ও বাজারে চলাফেরা করতো। আসলে আমি তোমাদের পরস্পরকে পরস্পরের জন্য পরীক্ষার মাধ্যম পরিণত করেছি।[৩] তোমরা কি সবর করবে ?[৪] তোমাদের রব সবকিছু দেখেন।

রুকূ' ঃ ৩

১৯

২১. যারা আমার সামনে হাযির হওয়ার আশা করে না তারা বলে, "কেন আমাদের কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয় না ? অথবা আমরা আমাদের রবকে দেখি না কেন ? বড়ই অহংকার করে তারা নিজেদের মনে মনে এবং সীমা অতিক্রম করে গেছে তারা অবাধ্যতায়।

২২. যেদিন তারা ফেরেশতাদের দেখবে সেটা অপরাধীদের জন্য কোনো সুসংবাদের দিন হবে না। চিৎকার করে উঠবে তারা, "হে আল্লাহ! বাঁচাও, বাঁচাও"

২৩. এবং তাদের সমস্ত কৃতকর্ম নিয়ে আমি ধুলোর মতো উড়িয়ে দেবো।

২৪. সেদিন যারা জান্নাতের অধিকারী হবে তারাই উৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থান করবে এবং দুপুর কাটাবার জন্য চমৎকার জায়গা পাবে।

২৫. আকাশ ফুঁড়ে একটি মেঘমালার সেদিন উদয় হবে এবং ফেরেশতাদের দলে দলে নামিয়ে দেয়া হবে।

২৬. সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে শুধুমাত্র দয়াময়ের এবং সেটি হবে অস্বীকারকারীদের জন্য বড়ই কঠিন দিন।

২৭. যালেমরা সেদিন নিজেদের হাত কামড়াতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, "হায়! যদি আমি রাসূলের সহযোগী হতাম।

২. বিষয়বস্তু দ্বারা স্বতই প্রকাশ পাচ্ছে যে, এ আয়াতে মাবুদ—উপাস্য বলতে মূর্তি অথবা চাঁদ, সূর্য প্রভৃতিকে বুঝাচ্ছে না, বরং ফেরেশতা ও সৎ নেককার মানুষদের বুঝানো হয়েছে ; যাদেরকে দুনিয়ার উপাস্য বানিয়ে নেয়া হয়েছে।

৩. অর্থাৎ রসূল ও ঈমানদারদের জন্য সত্য অমান্যকারীরা পরীক্ষাস্বরূপ এবং অমান্যকারীদের জন্য রসূল ও মু'মিনরা পরীক্ষাস্বরূপ।

৪. অর্থাৎ সেই মোসলেহাত বুঝে নেয়ার পর এখন কি তোমাদের ধৈর্য বোধ এসে গিয়েছে যে, এ পরীক্ষামূলক অবস্থা সেই শুভ উদ্দেশ্যের জন্য একান্ত জরুরী যে উদ্দেশ্যে তোমরা কাজ করছো। এখন কি তোমরা সেই সব আঘাত খেতে প্রস্তুত এ পরীক্ষামূলক অবস্থার সময় যা অপরিহার্য ?

﴿٢٨﴾ يٰوَيۡلَتٰى لَيۡتَنِىۡ لَمۡ اَتَّخِذۡ فُلَانًا خَلِيۡلًا

২৮. হায়! আমার দুর্ভাগ্য, হ্যাঁ! যদি আমি অমুক লোককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম।

﴿٢٩﴾ لَقَدۡ اَضَلَّنِىۡ عَنِ الذِّكۡرِ بَعۡدَ اِذۡ جَآءَنِىۡ‌ؕ وَكَانَ الشَّيۡطٰنُ لِلۡاِنۡسَانِ خَذُوۡلًا

২৯. তার প্ররোচনার কারণে আমার কাছে আসা উপদেশ আমি মানিনি। মানুষের জন্য শয়তান বড়ই বিশ্বাস-ঘাতক প্রমাণিত হয়েছে।"

﴿٣٠﴾ وَقَالَ الرَّسُوۡلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوۡمِى اتَّخَذُوۡا هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ مَهۡجُوۡرًا

৩০. আর রাসূল বলবে, "হে আমার রব! আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা এ কুরআনকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষবস্তুতে পরিণত করেছিল।"

﴿٣١﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الۡمُجۡرِمِيۡنَ‌ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيۡرًا

৩১. হে মুহাম্মাদ! আমি তো এভাবে অপরাধীদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রুতে পরিণত করেছি এবং তোমার জন্য তোমার রবই পথ দেখানোর ও সাহায্য দানের জন্য যথেষ্ট।

﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَوۡلَا نُزِّلَ عَلَيۡهِ الۡقُرۡاٰنُ جُمۡلَةً وَّاحِدَةً‌‌ ۛۚ كَذٰلِكَ‌ ۛۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ‌ وَرَتَّلۡنٰهُ تَرۡتِيۡلًا

৩২. অস্বীকারকারীরা বলে, "এ ব্যক্তির কাছে সমগ্র কুরআন একই সাথে নাযিল করা হলো না কেন?"—হ্যাঁ, এমন করা হয়েছে এজন্য, যাতে আমি একে ভালোভাবে তোমার মনে গেঁথে দিতে থাকি এবং (এ উদ্দেশ্যে) একে একটি বিশেষ ক্রমধারা অনুযায়ী আলাদা আলাদা অংশে সাজিয়ে দিয়েছি।

﴿٣٣﴾ وَلَا يَاۡتُوۡنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئۡنٰكَ بِالۡحَـقِّ وَاَحۡسَنَ تَفۡسِيۡرًا

৩৩. আর (এর মধ্যে কল্যাণকর উদ্দেশ্য রয়েছে যে) যখনই তারা তোমার সামনে কোনো অভিনব কথা (অথবা অদ্ভুত ধরনের প্রশ্ন) নিয়ে এসেছে তার সঠিক জবাব যথাসময়ে আমি তোমাকে দিয়েছি এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বক্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছি।

﴿٣٤﴾ اَلَّذِيۡنَ يُحۡشَرُوۡنَ عَلٰى وُجُوۡهِهِمۡ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰۤـئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيۡلًا

৩৪.—যাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়া হবে তাদের অবস্থান বড়ই খারাপ এবং তাদের পথ সীমাহীন ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ।

রুকূ' ঃ ৪

﴿٣٥﴾ وَلَقَدۡ اٰتَيۡنَا مُوۡسَى الۡكِتٰبَ وَجَعَلۡنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ هٰرُوۡنَ وَزِيۡرًا

৩৫. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম[৫] এবং তার সাথে তার ভাই হারুনকে সাহায্যকারী হিসেবে লাগিয়েছিলাম।

﴿٣٦﴾ فَقُلۡنَا اذۡهَبَاۤ اِلَى الۡقَوۡمِ الَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا ؕ فَدَمَّرۡنٰهُمۡ تَدۡمِيۡرًا

৩৬. আর তাদের বলেছিলাম, যাও সেই সম্প্রদায়ের কাছে যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের আমি ধ্বংস করে দিলাম।

৫. এখানে কিতাব বলতে সম্ভবত সে কিতাব বুঝাচ্ছে না মিশর থেকে বহির্গত হওয়ার পর হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে যা দেয়া হয়েছিল। বরং এখানে কিতাবের অর্থ সেই হেদায়াত যা নবুয়াতের মর্যাদা প্রাপ্তির সময় থেকে মিশর থেকে বহির্গত হওয়া পর্যন্ত হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দিয়ে আসা হয়েছিল। এর মধ্যে সেই ভাষণগুলোও অন্তরভুক্ত আছে যা আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের দরবারে দিয়েছিলেন। আর সেই হেদায়াতও এর অন্তরভুক্ত যা ফেরাউনের বিরুদ্ধে চেষ্টা সংগ্রামে তাঁকে ক্রমাগত দেয়া হয়েছিল। কুরআনে স্থানে স্থানে এগুলোর উল্লেখ আছে। কিন্তু খুব সম্ভব এ জিনিসগুলো তাওরাতে শামিল করা হয়নি। তাওরাতের সূচনা সেই দশ নির্দেশ থেকে হয়েছে যা বহির্গমনের পর সিনাই পর্বতে প্রস্তর খোদিত লিপিরূপে তাঁকে দেয়া হয়েছিল।

(৩৭) وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

৩৭. একই অবস্থা হলো নূহের সম্প্রদায়েরও যখন তারা রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, আমি তাদের ডুবিয়ে দিলাম এবং সারা দুনিয়ার লোকদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত করলাম, আর এ যালেমদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ঠিক করে রেখেছি।

(৩৮) وَعَادًا وَثَمُودَا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ۝

৩৮. এভাবে আদ ও সামূদ এবং আসহাবুর রস্[৬] ও মাঝখানের শতাব্দীগুলোর বহু লোককে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

(৩৯) وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ۖ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ۝

৩৯. তাদের প্রত্যেককে আমি (পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্তদের) দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে বুঝিয়েছি এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককে ধ্বংস করে দিয়েছি।

(৪০) وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۝

৪০. আর সেই জনপদের ওপর দিয়ে তো তারা যাতায়াত করেছে যার ওপর নিকৃষ্টতম বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল[৭] তারা কি তার অবস্থা দেখে থাকেনি ? কিন্তু তারা মৃত্যুর পরের জীবনের আশাই করে না।

(৪১) وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۝

৪১. তারা যখন তোমাকে দেখে, তোমাকে বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত করে। (বলে,) "এ লোককে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন ?

(৪২) إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝

৪২. এতো আমাদের পথভ্রষ্ট করে নিজেদের দেবতাদের থেকেই সরিয়ে দিতো যদি না আমরা তাদের প্রতি অটল বিশ্বাসী হয়ে থাকতাম। বেশ, সে সময় দূরে নয় যখন শাস্তি দেখে তারা নিজেরাই জানবে ভ্রষ্টতায় কে দূরে চলে গিয়েছিল।

(৪৩) أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝

৪৩. কখনো কি তুমি সেই ব্যক্তির অবস্থা ভেবে দেখেছো, যে তার নিজের প্রবৃত্তির কামনাকে প্রভু রূপে গ্রহণ করেছে ? তুমি কি এহেন ব্যক্তিকে সঠিক পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব নিতে পারো ?

(৪৪) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝

৪৪. তুমি কি মনে করো তাদের অধিকাংশ লোক শোনে ও বোঝে ? তারা পশুর মতো বরং তারও অধম।

রুকূ' ঃ ৫

(৪৫) أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝

৪৫. তুমি কি দেখ না কিভাবে তোমার রব ছায়া বিস্তার করেন ? তিনি চাইলে একে চিরন্তন ছায়ায় পরিণত করতেন। আমি সূর্যকে করেছি তার পথ-নির্দেশক।[৮]

৬. 'রস্‌স' আরবী ভাষায় পুরাতন অথবা মজে যাওয়া কূপকে বলা হয়। 'রস্‌বাসী' হচ্ছে সেই সম্প্রদায় যারা নিজেদের নবীকে কূপে নিক্ষেপ করে অথবা লটকে দিয়ে হত্যা করেছিল।

৭. লূত আলাইহিস সালামের কওমের জনপদ। নিকৃষ্ট রকমের বৃষ্টি অর্থাৎ প্রস্তর বৃষ্টি।

৮. 'দলীল' মাল্লাদের পরিভাষায় সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নৌকার রাস্তা দেখায়। ছায়াকে সূর্যের 'দলীল' বানানোর অর্থ ঃ ছায়ার প্রসারিত ও সংকুচিত হওয়া নির্ভর করে সূর্যের (উত্থান-পতন ও উদয়-অস্তের ওপর) ওপর।

ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ۝

৪৬. তারপর (যতই সূর্য উঠতে থাকে) আমি এ ছায়াকে ধীরে ধীরে নিজের দিকে গুটিয়ে নিতে থাকি।[৯]

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ۝

৪৭. আর তিনিই রাতকে তোমাদের জন্য পোশাক, ঘুমকে মৃত্যুর শান্তি এবং দিনকে জীবন্ত হয়ে ওঠার সময়ে পরিণত করেছেন।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ۝

৪৮. আর তিনিই নিজের রহমতের আগেভাগে বাতাসকে সুসংবাদদাতারূপে পাঠান। তারপর আকাশ থেকে বর্ষণ করেন বিশুদ্ধ পানি।

لِّنُحْيِۦَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ۝

৪৯. একটি মৃত এলাকাকে তার মাধ্যমে জীবন দান করার এবং নিজের সৃষ্টির মধ্য থেকে বহুতর পশু ও মানুষকে তা পান করাবার জন্য।

وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۝

৫০. এ বিস্ময়কর কার্যকলাপ আমি বার বার তাদের সামনে আনি যাতে তারা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে কিন্তু অধিকাংশ লোক কুফরী ও অকৃতজ্ঞতা ছাড়া অন্য কোনো মনোভাব পোষণ করতে অস্বীকার করে।

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ۝

৫১. যদি আমি চাইতাম তাহলে এক একটি জনবসতিতে এক একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী পাঠাতে পারতাম।"[১০]

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ۝

৫২. কাজেই হে নবী, কাফেরদের কথা কখনো মেনে নিয়ো না এবং এ কুরআন নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বৃত্ততম জিহাদ করো।

وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ۝

৫৩. আর তিনিই দুই সাগরকে মিলিত করেছেন। একটি সুস্বাদু ও মিষ্ট এবং অন্যটি লোনা ও খার। আর দু'য়ের মাঝে একটি অন্তরাল রয়েছে, একটি বাধা তাদের একাকার হবার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে রেখেছে।[১১]

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ۝

৫৪. আর তিনিই পানি থেকে একটি মানুষ তৈরি করেছেন, আবার তার থেকে বংশীয় ও শ্বশুরালয়ের দুটি আলাদা ধারা চালিয়েছেন। তোমার রব বড়ই শক্তিসম্পন্ন।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ۝

৫৫. এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে লোকেরা এমন সব সত্তার পূজা করছে যারা না তাদের উপকার করতে পারে, না অপকার। আবার অতিরিক্ত হচ্ছে এই যে, কাফের নিজের রবের মোকাবিলায় প্রত্যেক বিদ্রোহীর সাহায্যকারী হয়ে আছে।

৯. নিজের দিকে গুটিয়ে নেয়ার অর্থ অদৃশ্য ও নাস্তি করে দেয়া, কেননা প্রত্যেক জিনিস যা অস্তিত্বহীন হয় তা আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। প্রত্যেক জিনিস তাঁর দিক থেকে আসে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যায়।

১০. অর্থাৎ এরূপ করা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল না। আমি যদি চাইতাম তবে স্থানে স্থানে নবী পয়দা করতে পারতাম। কিন্তু আমি এরূপ করিনি। বরং সারা দুনিয়ার জন্য একজন মাত্র নবী উত্থিত করেছি যেমন একটি সূর্য সারা পৃথিবীর জন্য যথেষ্ট সেরূপভাবে হেদায়াতের এক সূর্য সমস্ত জগতবাসীর জন্য যথেষ্ট।

৫৬. হে মুহাম্মাদ ! তোমাকে তো আমি শুধুমাত্র একজন সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী করে পাঠিয়েছি।[১২]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

৫৭. এদের বলে দাও, "এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চাই না, যে চায় সে তার নিজের রবের পথ অবলম্বন করুক, এটিই আমার প্রতিদান।"

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

৫৮. হে মুহাম্মাদ! ভরসা করো এমন আল্লাহর প্রতি যিনি জীবিত এবং কখনো মরবেন না। তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করো। নিজের বান্দাদের গোনাহের ব্যাপারে কেবল তাঁরই জানা যথেষ্ট।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا

৫৯. তিনিই ছয়দিনে আকাশজগত ও পৃথিবী এবং তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে সব তৈরি করে রেখে দিয়েছেন, তারপর তিনিই (বিশ্ব-জাহানের সিংহাসন) আরশে সমাসীন হয়েছেন, তিনিই রহমান, যে জানে তাকে জিজ্ঞেস করো তাঁর অবস্থা সম্পর্কে।

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا

৬০. তাদেরকে যখন বলা হয়, এই রহমানকে সিজদা করো তখন তারা বলে, "রহমান কি ? তুমি যার কথা বলবে তাকেই কি আমরা সিজদা করতে থাকবো ?" এ উপদেশটি উলটো তাদের ঘৃণা আরো বাড়িয়ে দেয়।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا

রুকূ' ঃ ৬

৬১. অসীম বরকত সম্পন্ন তিনি যিনি আকাশে বুরুজ নির্মাণ করেছেন এবং তার মধ্যে একটি প্রদীপ ও একটি আলোকময় চাঁদ উজ্জ্বল করেছেন।

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

৬২. তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে শিক্ষা গ্রহণ করতে অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায়।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

৬৩. রহমানের (আসল) বান্দা তারাই যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে[১৩] এবং মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে বলে দেয়, তোমাদের সালাম।

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

৬৪. তারা নিজেদের রবের সামনে সিজদায় অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেয়।

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

১১. যেখানে কোনো বড় নদী সমুদ্রে এসে পড়ে এরূপ প্রত্যেক স্থানে এ অবস্থা দেখা যায়। এছাড়া সমুদ্রের মধ্যেও বিভিন্ন জায়গায় মিঠা পানির উৎস দেখা যায় যা সমুদ্রের নিতান্ত কটুপানির মধ্যেও নিজের 'মিষ্টতা' বজায় রাখে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—বাহরাইন ও অন্যান্য জায়গায় পারস্য উপসাগরের তলদেশ থেকে এ রকম বহু উৎস নির্গত আছে যার থেকে লোক মিঠা পানি গ্রহণ করে।

১২. অর্থাৎ তোমার কাজ না কোনো ঈমান আনয়নকারীকে পুরস্কার দেয়া আর না কোনো অমান্যকারীকে শাস্তি দেয়া। ঈমানের দিকে কাউকে বাধ্য করে আনা ও অমান্য করা থেকে কাউকে যবরদস্তি বিরত রাখার কাজে তোমাকে নিযুক্ত করা হয়নি। তোমার দায়িত্ব এর থেকে বেশী কিছু নয়—যে সঠিক পথ গ্রহণ করে তাকে সুপরিণাম সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়া এবং যে নিজের অসৎ পন্থায় রত থাকে তাকে আল্লাহর পাকড়াওয়ের ভয় প্রদর্শন করা।

১৩. অর্থাৎ অহংকারে স্ফীত হয়ে ঔদ্ধত্য ভরে তারা চলে না। অত্যাচারী ও বিপর্যয়কারীদের ন্যায় নিজেদের চাল-চলন দ্বারা শক্তির বাহাদুরী দেখানোর চেষ্টা তারা করে না ; বরং তাদের চলন এক শরীফ (সম্ভ্রমবোধ সম্পন্ন) সুস্থ প্রকৃতি ও নেক মেজাজ (সৎ স্বভাব বিশিষ্ট) মানুষের মতো হয়ে থাকে।

٦٥ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ○

৬৫. তারা দোয়া করতে থাকে ঃ "হে আমাদের রব! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও, তার আযাব তো সর্বনাশা।

٦٦ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ○

৬৬. আশ্রয়স্থল ও আবাস হিসেবে তা বড়ই নিকৃষ্ট জায়গা।"

٦٧ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ○

৬৭. তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং উভয় প্রান্তিকের মাঝামাঝি তাদের ব্যয় ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

٦٨ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ○

৬৮. তারা আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন কোনো সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না।—এসব যে-ই করে সে তার গোনাহের শাস্তি ভোগ করবে।

٦٩ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ○

৬৯. কিয়ামতের দিন তাকে উপর্যুপরি শাস্তি দেয়া হবে এবং সেখানেই সে পড়ে থাকবে চিরকাল লাঞ্ছিত অবস্থায়।

٧٠ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ○

৭০. তবে তারা ছাড়া যারা (ঐসব গোনাহের পর) তাওবা করেছে এবং ঈমান এনে সৎকাজ করতে থেকেছে। এ ধরনের লোকদের অসৎকাজগুলোকে আল্লাহ সৎকাজের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

٧١ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ○

৭১. যে ব্যক্তি তাওবা করে সৎকাজের পথ অবলম্বন করে, সে তো আল্লাহর দিকে ফিরে আসার মতই ফিরে আসে।

٧٢ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ○

৭২. (আর রহমানের বান্দা হচ্ছে তারা) যারা মিথ্যা সাক্ষ দেয় না এবং কোনো বাজে জিনিসের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকলে ভদ্রলোকের মতো অতিক্রম করে যায়।

٧٣ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ○

৭৩. তাদেরকে যদি তাদের রবের আয়াত শুনিয়ে উপদেশ দেয়া হয় তাহলে তারা তার প্রতি অন্ধ বধির হয়ে থাকে না।

٧٤ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ○

৭৪. তারা প্রার্থনা করে থাকে, "হে আমাদের রব! আমাদের নিজেদের স্ত্রীদের ও নিজেদের সন্তানদেরকে নয়ন শীতলকারী বানাও এবং আমাদের করে দাও মুত্তাকীদের ইমাম।"[১৪]

১৪. অর্থাৎ আমরা যেন তাকওয়া ও আনুগত্যে সকলের অগ্রণী হই, ভালো ও নেক কাজে সকলের চেয়ে এগিয়ে চলি, শুধু মাত্র সৎ না হই বরং সৎ মানুষদের নেতা ও চালক হই এবং যেন আমাদের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় নেক ও সততার প্রসার ঘটে। এখানে এ বিষয়ের উল্লেখ আসলে একথা জানানোর জন্য যে ঃ এরা হচ্ছে সেইসব লোক যারা ধন-দৌলত ও গৌরব-মাহাত্মের ক্ষেত্রে নয় বরং নেকী ও পরহেযগারী, নেক ও সংযম-সততায় একে অপরের থেকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

৭৫.—এরাই নিজেদের সবরের ফল উন্নত মনজিলের আকারে পাবে। অভিবাদন ও সালাম সহকারে তাদের সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে।

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۝٧٥

৭৬. তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। কী চমৎকার সেই আশ্রয় এবং সেই আবাস!

خَالِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝٧٦

৭৭. হে মুহাম্মাদ! লোকদের বলো, "আমার রবের তোমাদের কি প্রয়োজন, যদি তোমরা তাঁকে না ডাকো।[১৫] এখন যে তোমরা মিথ্যা আরোপ করছো, শিগ্‌গীর এমন শাস্তি পাবে যে, তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব হবে না।"

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝٧٧

১৫. অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা না করো, তাঁর ইবাদাত না করো, নিজের প্রয়োজনে সাহায্যের জন্য তাঁকে না ডাকো তবে জেনে রাখ আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের এমন কোনো গুরুত্ব নেই যে, তিনি তোমাদেরকে একটা তুচ্ছ পালকের মতো গুরুত্ব দেবেন। নিছক সৃষ্টি হওয়ার দিক দিয়ে তোমাদের ও পাথরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কিছু আটকে যায় না যে, তোমরা যদি তাঁর বন্দেগী না করো, তবে তাঁর কোনো কাজে বাধা হবে। যে জিনিস তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে তাঁর কাছে তোমাদের হাত প্রসারিত করা, তাঁর কাছে তোমাদের ভিক্ষা ও প্রার্থনা করা। এ যদি না করো তবে আবর্জনা জঞ্জালের মতো তোমাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে।

সূরা আশ্ শু'আরা

২৬

নামকরণ

২২৪ আয়াতের وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ থেকে সূরার নামটি গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে বুঝা যাচ্ছে এবং হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে যে, এ সূরাটির নাযিলের সময়-কাল হচ্ছে মক্কার মধ্যবর্তীকালীন যুগ। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনামতে প্রথমে সূরা তা-হা নাযিল হয়, তারপর ওয়াকিআহ এবং এরপর সূরা আশ্ শু'আরা।–(রূহুল মাআনী, ১৯ খণ্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা) আর সূরা তা-হা সম্পর্কে জানা আছে, এটি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

ভাষণের পটভূমি হচ্ছে, মক্কার কাফেররা লাগাতার অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও তাবলীগের মুকাবিলা করছিল। এজন্য তারা বিভিন্ন রকমের বাহানাবাজীর আশ্রয় নিচ্ছিল। কখনো বলতো, তুমি তো আমাদের কোনো চিহ্ন দেখালে না, তাহলে আমরা কেমন করে তোমাকে নবী বলে মেনে নেবো। কখনো তাঁকে কবি ও গণক আখ্যা দিয়ে তাঁর শিক্ষা ও উপদেশাবলীকে কথার মারপ্যাঁচে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতো। আবার কখনো তাঁর মিশনকে হালকা ও গুরুত্বহীন করে দেবার জন্য বলতো, কয়েকজন মূর্খ ও অর্বাচীন যুবক অথবা সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক তাঁর অনুসারী হয়েছে, অথচ এ শিক্ষা যদি তেমন প্রেরণাদায়ক ও প্রাণ প্রবাহে পূর্ণ হতো তাহলে জাতির শ্রেষ্ঠ লোকেরা, পণ্ডিত, জ্ঞানী-গুণী ও সরদাররা একে গ্রহণ করে নিতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে তাদের আকীদা-বিশ্বাসের ভ্রান্তি এবং তাওহীদ ও আখেরাতের সত্যতা বুঝাবার চেষ্টা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তারা হঠকারিতার নিত্য নতুন পথ অবলম্বন করতে কখনোই ক্লান্ত হতো না। এ জিনিসটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য অসহ্য মর্মযাতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এ দুঃখে তিনি চরম মানসিক পীড়ন অনুভব করছিলেন।

এহেন অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হয়। বক্তব্যের সূচনা এভাবে হয় ঃ তুমি এদের জন্য ভাবতে ভাবতে নিজের প্রাণ শক্তি ধ্বংস করে দিচ্ছো কেন ? এরা কোনো নিদর্শন দেখেনি, এটাই এদের ঈমান না আনার কারণ নয়। বরং এর কারণ হচ্ছে, এরা একগুয়ে ও হঠকারী। এরা বুঝালেও বুঝে না। এরা এমন কোনো নিদর্শনের প্রত্যাশী, যা জোরপূর্বক এদের মাথা নুইয়ে দেবে। আর এ নিদর্শন যথাসময়ে যখন এসে যাবে তখন তারা নিজেরাই জানতে পারবে, যে কথা তাদেরকে বুঝানো হচ্ছিল তা একেবারেই সঠিক ও সত্য ছিল। এ ভূমিকার পর দশ রুকূ' পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে যে বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, সত্য প্রত্যাশীদের জন্য আল্লাহর দুনিয়ায় সর্বত্র নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলো দেখে তারা সত্যকে চিনতে পারে। কিন্তু হঠকারীরা কখনো বিশ্বজগতের নিদর্শনাদি এবং নবীদের মুজিযাসমূহ তথা কোনো জিনিস দেখেও ঈমান আনেনি। যতক্ষণ না আল্লাহর আযাব এসে তাদেরকে পাকড়াও করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের গোমরাহীর ওপর অবিচল থেকেছে। এ সম্বন্ধের প্রেক্ষিতে এখানে ইতিহাসের সাতটি জাতির অবস্থা পেশ করা হয়েছে। মক্কার কাফেররা এ সময় যে হঠকারী নীতি অবলম্বন করে চলছিল ইতিহাসের এ সাতটি জাতিও সেকালে সেই একই নীতির আশ্রয় নিয়েছিল। এ ঐতিহাসিক বর্ণনার আওতাধীনে কতিপয় কথা মানস পটে অংকিত করে দেয়া হয়েছে।

এক ঃ নিদর্শন দু' ধরনের। এক ধরনের নিদর্শন আল্লাহর যমীনে চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলো দেখে প্রত্যেক বুদ্ধিমান নবী যে জিনিসের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন সেটি সত্য হতে পারে কিনা সে সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা করতে পারে। দ্বিতীয় ধরনের নিদর্শন ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় দেখেছে, নূহের সম্প্রদায় দেখেছে, আদ ও সামূদ দেখেছে, লূতের সম্প্রদায় ও আইকাবাসীরাও দেখেছে। এখন কাফেররা কোন্ ধরনের নিদর্শন দেখতে চায় এটা তাদের নিজেদের সিদ্ধান্তের ব্যাপার।

দুই ঃ সকল যুগে কাফেরদের মনোভাব একই রকম ছিল। তাদের যুক্তি ছিল একই প্রকার। তাদের আপত্তি ছিল একই। ঈমান না আনার জন্য তারা একই বাহানাবাজীর আশ্রয় নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা একই পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। অন্যদিকে প্রত্যেক

যুগে প্রত্যেক নবীর শিক্ষা একই ছিল। তাদের চরিত্র ও জীবননীতি একই রঙে রঞ্জিত ছিল। নিজেদের বিরোধীদের মুকাবিলায় তাঁদের যুক্তি-প্রমাণের ধরন ছিল একই। আর তাঁদের সবার সাথে আল্লাহর রহমতও ছিল একই ধরনের। এ দুটি আদর্শের উপস্থিতি ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। কাফেররা নিজেরাই দেখতে পারে তাদের নিজেদের কোন্ ধরনের ছবি পাওয়া যায় এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তি সত্তায় কোন্ ধরনের আদর্শের নিদর্শন পাওয়া যায়।

তৃতীয় যে কথাটির বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে সেটি হচ্ছে আল্লাহ একদিকে যেমন অজেয় শক্তি, পরাক্রম ও ক্ষমতার অধিকারী অপরদিকে তেমনি পরম করুণাময়ও। ইতিহাসে একদিকে রয়েছে তাঁর ক্রোধের দৃষ্টান্ত এবং অন্যদিকে রহমতেরও। এখন লোকদের নিজেদেরকেই এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা নিজেদের তাঁর রহমতের যোগ্য বানাবে না ক্রোধের।

শেষ রুকূ'তে এ আলোচনাটির উপসংহার টানতে গিয়ে বলা হয়েছে, তোমরা যদি নিদর্শনই দেখতে চাও, তাহলে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলো যেসব ভয়াবহ নিদর্শন দেখেছিল সেগুলো দেখতে চাও কেন? এ কুরআনকে দেখো। এটি তোমাদের নিজেদের ভাষায় রয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখো। তাঁর সাথীদেরকে দেখো। এটি কি কোনো শয়তান বা জিনের বাণী হতে পারে? এ বাণীর উপস্থাপককে কি তোমাদের গণৎকার বলে মনে হচ্ছে? মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদেরকে কি তোমরা কবি ও তাদের সহযোগী ও সমমনারা যেমন হয় তেমনি ধরনের দেখেছো? জিদ ও হঠকারিতার কথা আলাদা। কিন্তু নিজেদের অন্তরের অন্তস্থলে উঁকি দিয়ে দেখো সেখানে কি এর সমর্থন পাওয়া যায়? যদি মনে মনে তোমরা নিজেরাই জানো গণক বৃত্তি ও কাব্য চর্চার সাথে তাঁর দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই, তাহলে এই সাথে একথাও জেনে নাও, তোমরা জুলুম করছো, কাজেই জালেমের পরিণামই তোমাদের ভোগ করতে হবে।

❒

আয়াত-২২৭ ২৬-সূরা আশ্ শুআরা-মাক্কী রুকূ'-১১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
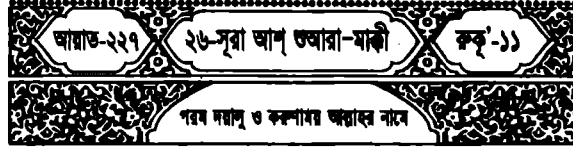
১. তা-সীন-মীম।

২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।[১]

৩. হে মুহাম্মাদ! এ লোকেরা ঈমান আনছে না বলে তুমি যেন দুঃখে নিজের প্রাণ বিনষ্ট করে দিতে বসেছ।

৪. আমি চাইলে আকাশ থেকে এমন নির্দর্শন অবতীর্ণ করতে পারতাম যার ফলে তাদের ঘাড় তার সামনে নত হয়ে যেতো।[২]

৫. তাদের কাছে দয়াময়ের পক্ষ থেকে যে নতুন নসীহতই আসে, তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৬. এখন যখন তারা মিথ্যা আরোপ করেছে, তখন তারা যে জিনিসের প্রতি বিদ্রূপ করে চলেছে, অচিরেই তার প্রকৃত স্বরূপ (বিভিন্ন পদ্ধতিতে) তারা অবগত হবে।

৭. আর তারা কি কখনো পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি ? আমি কত রকমের কত বিপুল পরিমাণ উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ তার মধ্যে সৃষ্টি করেছি ?

৮. নিশ্চয়ই তার মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে,[৩] কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

৯. আর যথার্থই তোমার রব পরাক্রান্তও এবং অনুগ্রহশীলও।[৪]

রুকূ' ঃ ২

১০. তাদেরকে সে সময়ের কথা শুনাও যখন তোমার রব মূসাকে ডেকে বলেছিলেন, "যালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাও—

১১. ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে—তারা কি ভয় করে না ?

طٓسٓمٓ ۝١

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢
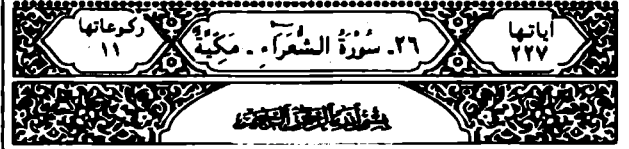
لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝٣

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ۝٤

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ۝٥

فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٦

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۝٧

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٨

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٩

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝١٠

قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ اَلَا يَتَّقُوْنَ ۝١١

১. অর্থাৎ এ কিতাবের আয়াতগুলো। আপন উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে খুলে খুলে বর্ণনা করে, তা পড়ে বা শুনে প্রতিটি ব্যক্তি এ বুঝতে পারে যে, তা কোন্ জিনিসের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, কোন্ জিনিস থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছে, তা কোন্ জিনিসকে হক ও কোন্ জিনিসকে বাতিল গণ্য করছে। মানা বা না মানা আলাদা কথা, কিন্তু কোনো ব্যক্তি কখনও বাহানা করতে পারে না যে, এ কিতাবের শিক্ষা তার হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না এবং সে এ বুঝতে ও জানতে পারছে না যে, এ কিতাব তাকে কোন্ জিনিস ত্যাগ করতে বলছে ও কোন্ জিনিস তাকে গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছে।

২. অর্থাৎ এরূপ কোনো অলৌকিক নিদর্শন অবতীর্ণ করা যা দেখে সমস্ত কাফের ঈমান ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হবে আল্লাহ তাআলার জন্য মোটেই কঠিন নয়। তিনি যদি এরূপ না করেন তবে তার কারণ এ নয় যে—এ কাজ করার সামর্থ আল্লাহর নেই। বরং তার কারণ হচ্ছে—এ প্রকারের যবরদস্তিমূলকভাবে ঈমান আনানো আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়।

৩. সত্যানুসন্ধানের জন্য কারোর নিদর্শনের প্রয়োজন হলে বেশী দূর যাওয়ার দরকার হয় না ; এ যমীনের উৎপাদন-বিকাশন শক্তির ক্রিয়াশীলতা যদি সে চোখ খুলে সামান্য দেখে, তবে সে বুঝতে পারবে এ বিশ্বব্যবস্থার যে হাকীকত (তাওহীদ) আল্লাহর নবীরা আ. পেশ করেন তা সঠিক, না মুশরিকরা ও আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারীরা যেসব মতবাদ বর্ণনা করে সেগুলো ।

১২. সে বললো, "হে আমার রব! আমার ভয় হয় তারা আমাকে মিথ্যা বলবে,

قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾

১৩. আমার বক্ষ সংকুচিত হচ্ছে এবং আমার জিহ্বা সঞ্চালিত হচ্ছে না। আপনি হারুনের প্রতি রিসালাত পাঠান।

وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰرُونَ ﴿١٣﴾

১৪. আর আমার বিরুদ্ধে তো তাদের একটি অভিযোগও আছে। তাই আমার আশংকা হয় তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।"

وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنۢبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾

১৫. আল্লাহ বললেন, "কখ্‌খনো না, তোমরা দু'জন যাও আমার নিদর্শনগুলো নিয়ে, আমি তোমাদের সাথে সবকিছু শুনতে থাকবো।

قَالَ كَلَّا ۖ فَٱذْهَبَا بِـَٔايَٰتِنَآ ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾

১৬. ফেরাউনের কাছে যাও এবং তাকে বলো, রব্বুল আলামীন আমাদের পাঠিয়েছেন।

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦﴾

১৭. যাতে তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও সে জন্য।"

أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٧﴾

১৮. ফেরাউন বললো, "আমরা কি তোমাকে আমাদের এখানে প্রতিপালন করিনি যখন ছোট্ট শিশুটি ছিলে ? তুমি নিজের জীবনের বেশ ক'টি বছর আমাদের এখানে কাটিয়েছো

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾

১৯. এবং তারপর তুমি যে কর্মটি করেছ তাতো করেছোই তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ।"

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِى فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٩﴾

২০. মূসা জবাব দিল, "সে সময় অজ্ঞতার মধ্যে আমি সে কাজ করেছিলাম।

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَأَنَا۠ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿٢٠﴾

২১. তারপর তোমাদের ভয়ে আমি পালিয়ে গেলাম। এরপর আমার রব আমাকে 'হুকুম' দান করলেন এবং আমাকে রাসূলদের অন্তরভুক্ত করে নিলেন।

فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّى حُكْمًا وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

২২. আর তোমার অনুগ্রহের কথা যা তুমি আমার প্রতি দেখিয়েছো, তার আসল কথা হচ্ছে এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছিলে।"[৫]

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٢٢﴾

২৩. ফেরাউন বললো, "রব্বুল আলামীন আবার কে ?"

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٣﴾

৪. অর্থাৎ তাঁর ক্ষমতা এতোই বিপুল ও প্রবল যে, তিনি কাউকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করলে এক পলকেই তাকে অস্তিত্ব থেকে মিটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যে শাস্তি দিতে সত্বরতা করেন না, তা হচ্ছে নিতান্ত তাঁর কৃপা। তিনি বছরের পর বছর শতাব্দীর পর শতাব্দী ঢিল দিয়ে থাকেন, চিন্তা করার ও বুঝবার অবকাশ দিয়ে যান এবং পূর্ণ জীবন কালের অবাধ্যতার একটি তাওবা দ্বারা মাফ করে দিতে প্রস্তুত থাকেন।

৫. অর্থাৎ তুই যদি বনী ইসরাঈলের উপর যুলুম না করতিস তবে তোর ঘরে প্রতিপালিত হওয়ার জন্য আমি কেন আসবো ? তোর যুলুমের কারণেইতো আমার মা আমাকে টুকরির মধ্যে স্থাপন করে নদীর বুকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তা নাহলে আমার প্রতিপালকের জন্য আমার নিজের ঘর কি বর্তমান ছিল না ? সুতরাং প্রতিপালনের উপকারের কথা আমাকে শোনানো তোর শোভা পায় না।

٢٤ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ○

২৪. মূসা জবাব দিল, "আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রব এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে যা কিছু আছে তাদেরও রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপনকারী হও।"

٢٥ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ أَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ○

২৫. ফেরাউন তার আশপাশের লোকদের বললো, "তোমরা শুনছো তো ?"

٢٦ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ ○

২৬. মূসা বললো, "তোমাদেরও রব এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরও রব যারা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।"

٢٧ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ○

২৭. ফেরাউন (উপস্থিত লোকদের) বললো, "তোমাদের কাছে প্রেরিত তোমাদের এ রাসূল সাহেবটি তো দেখছি একেবারেই পাগল।"

٢٨ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

২৮. মূসা বললো, "পূর্ব ও পশ্চিম এবং যা কিছু তার মাঝ খানে আছে সবার রব, যদি তোমরা কিছু বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী হতে।"

٢٩ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلٰهًا غَيْرِيْ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ○

২৯. ফেরাউন বললো, "যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বলে মেনে নাও, তাহলে কারাগারে যারা পচে মরছে তোমাকেও তাদের দলে ভিড়িয়ে দেবো।"

٣٠ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ○ۚ

৩০. মূসা বললো, "আমি যদি তোমার সামনে একটি সুস্পষ্ট জিনিস আনি তবুও ?"

٣١ قَالَ فَأْتِ بِهٖٓ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

৩১. ফেরাউন বললো, "বেশ, তুমি আনো যদি তুমি সত্যবাদী হও।"

٣٢ فَأَلْقٰى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ○ۚ

৩২. (তার মুখ থেকে একথা বের হতেই) মূসা নিজের লাঠিটি ছুঁড়ে মারলো। তৎক্ষণাৎ সেটি হলো একটি সাক্ষাত অজগর।

٣٣ وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ○ۚ

৩৩. তারপর সে নিজের হাত (বগলের ভেতর থেকে) টেনে বের করলো এবং তা সকল প্রত্যক্ষদর্শীর সামনে চক্‌মক্ করছিল।[৬]

রুকু' ঃ ৩

٣٤ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهٗٓ إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ○ۙ

৩৪. ফেরাউন তার চারপাশে উপস্থিত সরদারদেরকে বললো, "এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন দক্ষ যাদুকর।

٣٥ يُّرِيْدُ أَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ ○

৩৫. নিজের যাদুর জোরে সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়।[৭] এখন বলো তোমরা কী হুকুম দিচ্ছো ?"

৬. হযরত মূসা আ. কক্ষপুট থেকে হাত বের করা মাত্র হঠাৎ সারা মহল ঔজ্জ্বল্যে ঝকঝক করে উঠলো, মনে হলো যেন সূর্য উদিত হয়েছে।

৭. এক মুহূর্ত পূর্বে ফেরাউন নিজ প্রজাদের মধ্যকার এক ব্যক্তিকে প্রকাশ্য দরবারে রেসালাতের কথা বলতে ও বনী ইসরাঈলের মুক্তির দাবী করতে দেখে তাকে পাগল গণ্য করেছিল ও ধমক দিচ্ছিল যে—যদি তুই আমার ছাড়া কাউকে উপাস্য বলে মানিস তবে তোকে জেলের মধ্যে পচিয়ে মারবো, কিন্তু এখন নিদর্শনগুলো দেখামাত্রই তার মধ্যে এতে ভীষণ ভয়ের সঞ্চার হয়ে গেল যে নিজের বাদশাহী ও রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়া হবে এ বিপদাশঙ্কা তার সামনে দেখা দিল। এর থেকে দুই মোজেযার মাহাত্মের আন্দাজ করা যেতে পারে।

٣٦ قَالُوٓا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۝

৩৬. তারা বললো, "তাকে ও তার ভাইকে আটক করো এবং শহরে শহরে হরকরা পাঠাও।

٣٧ يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ۝

৩৭. তারা প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে তোমার কাছে নিয়ে আসুক।"

٣٨ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝

৩৮. তাই একদিন নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদেরকে একত্র করা হলো।

٣٩ وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ۝

৩৯. এবং লোকদের বলা হলো, "তোমরাও কি সমাবেশে যাবে ?

٤٠ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۝

৪০. হয়তো আমরা যাদুকরদের ধর্মের অনুসরণের ওপর বহাল থাকবো, যদি তারা বিজয়ী হয়।"[৮]

٤١ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ۝

৪১. যখন যাদুকররা ময়দানে এলো, তারা ফেরাউনকে বললো, "আমরা কি পুরস্কার পাবো, যদি আমরা বিজয়ী হই ?"

٤٢ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝

৪২. সে বললো, "হ্যাঁ আর তোমরা তো সে সময় নিকটবর্তীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।"

٤٣ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى أَلْقُوْا مَآ أَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ۝

৪৩. মূসা বললো, "তোমাদের যা নিক্ষেপ করার আছে নিক্ষেপ করো।"

٤٤ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

৪৪. তারা তখনই নিজেদের দড়িদড়া ও লাঠিসোঁটা নিক্ষেপ করলো এবং বললো, "ফেরাউনের ইয্যতের কসম, আমরাই বিজয়ী হবো।"

٤٥ فَأَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ۝

৪৫. তারপর মূসা নিজের লাঠিটি নিক্ষেপ করলো। অকস্মাত সে তাদের কৃত্রিম কীর্তিগুলো গ্রাস করতে থাকলো।

٤٦ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۝

৪৬. তখন সকল যাদুকর স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদাবনত হয়ে পড়লো।

٤٧ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪৭. এবং বলে উঠলো, "মেনে নিলাম আমরা রব্বুল আলামীনকে—

٤٨ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝

৪৮. মূসা ও হারুনের রবকে।"

٤٩ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ أَنْ اٰذَنَ لَكُمْ إِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِيْنَ ۝

৪৯. ফেরাউন বললো, "তোমরা মূসার কথা মেনে নিলে আমি তোমাদের অনুমতি দেবার আগেই! নিশ্চয়ই এ তোমাদের প্রধান, যে তোমাদের যাদু শিখিয়েছে। বেশ, এখনই তোমরা জানবে। আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তণ করবো এবং তোমাদের সবাইকে শূলবিদ্ধ করবো।"

٥٠ قَالُوْا لَا ضَيْرَ إِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۝

৫০. তারা জবাব দিল, "কোনো পরোয়া নেই, আমরা নিজেদের রবের কাছে পৌঁছে যাবো।

৮. অর্থাৎ মাত্র ঘোষণা ও বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করা হলো না। বরংএ উদ্দেশ্যে চারিদিকে লোক ছোটানো হলো যাতে মুকাবিলা দেখার জন্য এক এক করে লোকদের সমবেত করা হয়। এর দ্বারা বুঝা যায়—ভরা দরবারে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যে মোজেযা দেখিয়েছিলেন তার খবর সাধারণের

৫১. আর আমরা আশা করি আমাদের রব আমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন, কেননা, সবার আগে আমরা ঈমান এনেছি।"

রুকূ' ঃ ৪

৫২. আমি[৯] মূসার কাছে অহী পাঠিয়েছি এই মর্মে ঃ "রাতারাতি আমার বান্দাদের নিয়ে বের হয়ে যাও, তোমাদের পিছু নেয়া হবে।"

৫৩. এর ফলে ফেরাউন (সৈন্য একত্র করার জন্য) নগরে নগরে নকীব পাঠালো

৫৪. (এবং বলে পাঠালো ঃ) এরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক, এরা আমাদের নারাজ করেছে

৫৫-৫৬. এবং আমরা একটি দল, সদা-সতর্ক থাকাই আমাদের রীতি।"

৫৭. এভাবে আমি তাদেরকে বের করে এনেছি তাদের বাগ-বাগীচা, নদী-নির্ঝরিনী,

৫৮. ধন-ভাণ্ডার ও সুরম্য আবাসগৃহসমূহ থেকে।

৫৯. এসব ঘটেছে তাদের সাথে আর (অন্যদিকে) আমি বনী ইসরাঈলকে ঐসব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি।

৬০. সকাল হতেই তারা এদের পিছু নিয়ে বের হয়ে পড়লো

৬১. দু' দল যখন পরস্পরকে দেখতে পেলো তখন মূসার সাথীরা চিৎকার করে উঠলো, "আমরা তো পাকড়াও হয়ে গেলাম।"

৬২. মূসা বললো, "কখ্খনো না, আমার সাথে আছেন আমার রব, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে পথ দেখাবেন।"

৬৩. আমি মূসাকে অহীর মাধ্যমে হুকুম দিলাম, "মারো তোমার লাঠি সাগরের বুকে।" সহসাই সাগর দীর্ণ হয়ে গেলো এবং তার প্রত্যেকটি টুকরা হয়ে গেলো এক একটি বিশাল পাহাড়ের মতো।

৬৪. এ জায়গায়ই আমি দ্বিতীয় দলটিকেও নিকটে আনলাম।

٥١ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ أَنْ كُنَّآ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

٥٢ وَأَوْحَيْنَآ إِلٰى مُوسٰىٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ۝

٥٣ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِينَ ۝

٥٤ إِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۝

٥٥ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ ۝

٥٦ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حٰذِرُونَ ۝

٥٧ فَأَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَعُيُونٍ ۝

٥٨ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝

٥٩ كَذٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنٰهَا بَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ ۝

٦٠ فَأَتْبَعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ ۝

٦١ فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ أَصْحٰبُ مُوسٰىٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ۝

٦٢ قَالَ كَلَّآ ۖ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ ۝

٦٣ فَأَوْحَيْنَآ إِلٰى مُوسٰىٓ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝

٦٤ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْأٰخَرِينَ ۝

মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ফেরাউনের মনে এ আশঙ্কা দেখা দিয়েছিলো যে, দেশবাসীরা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। দরবারে উপস্থিত যেসব লোকেরা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মোজেযা দেখেছিল এবং বাইরের যেসব লোক পর্যন্ত এর বিশ্বস্ত খবর পৌঁছেছিলো নিজেদের পৈত্রিক ধর্মের উপর তাদের বিশ্বাস বিচলিত হয়ে পড়ছিল। এখন তাদের ধর্মের অস্তিত্ব মাত্র একটা কথার উপর নির্ভর করছিল—হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যা দেখিয়েছেন যাদুকরেরাও যে কোনো প্রকারে, যদি তাই করে দেখায়, তবেই রক্ষা। ফেরাউন ও তার দরবারীরা নিজেরা এ মুকাবিলাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী বলে মনে করছিলো। তাদের নিজেদের প্রেরিত লোক জনসাধারণের মনে একথা বদ্ধমূল করাতে চেষ্টা করে ফিরছিল যে, যদি যাদুকরেরা জয়ী হয় তবেই মূসার ধর্ম থেকে আমরা রক্ষা পাবো ; অন্যথায় আমাদের দীন ও ঈমানের কোনো ঠিকানা নেই।

৯. এখন দীর্ঘকালের ঘটনাবলীকে বাদ দিয়ে সেই সময়ের উল্লেখ করা হচ্ছে যখন হযরত মূসা আ.-কে মিশর ত্যাগ করার হুকুম দেয়া হয়েছিল।

﴿٦٥﴾ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ۝

৬৫. মূসা ও তার সমস্ত লোককে যারা তার সংগে ছিল আমি উদ্ধার করলাম

﴿٦٦﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ ۝

৬৬. এবং অন্যদেরকে ডুবিয়ে দিলাম।

﴿٦٧﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝

৬৭. এ ঘটনার মধ্যে আছে একটি নির্দশন ; কিন্তু এদের অধিকাংশমান্যকারী নয়।

﴿٦٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۝

৬৮. আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব পরাক্রমশালীও আবার দয়াময়ও।

রুকূ' ঃ ৫

﴿٦٩﴾ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَٰهِيمَ ۝

৬৯. আর তাদেরকে ইবরাহীমের কাহিনী শুনিয়ে দাও,

﴿٧٠﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا تَعْبُدُونَ ۝

৭০. যখন সে তার বাপ ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমরা কিসের পূজা করো ?"

﴿٧١﴾ قَالُوا۟ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَٰكِفِينَ ۝

৭১. তারা বললো, "আমরা কতিপয় মূর্তির পূজা করি এবং তাদের সেবায় আমরা নিমগ্ন থাকি।"

﴿٧٢﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۝

৭২. সে জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা যখন তাদেরকে ডাকো তখন কি তারা তোমাদের কথা শোনে ?

﴿٧٣﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۝

৭৩. অথবা তোমাদের কি কিছু উপকার বা ক্ষতি করে ?"

﴿٧٤﴾ قَالُوا۟ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ۝

৭৪. তারা জবাব দিল, "না, বরং আমরা নিজেদের বাপ-দাদাকে এমনটিই করতে দেখেছি।"

﴿٧٥﴾ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۝

﴿٧٦﴾ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ۝

৭৫-৭৬ একথায় ইবরাহীম বললো, "কখনো কি তোমরা (চোখ মেলে) সেই জিনিসগুলো দেখেছো যাদের বন্দেগী তোমরা ও তোমাদের অতীত পূর্ব-পুরুষেরা করতে অভ্যস্ত ?

﴿٧٧﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝

৭৭. এরা তো সবাই আমার দুশ্মন একমাত্র রব্বুল আলামীন ছাড়া,

﴿٧٨﴾ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ۝

৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনিই আমাকে পথ দেখিছেন।

﴿٧٩﴾ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ۝

৭৯. তিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান

﴿٨٠﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝

৮০. এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।

﴿٨١﴾ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ ۝

৮১. তিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন এবং পুনর্বার আমাকে জীবন দান করবেন।

﴿٨٢﴾ وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ ۝

৮২. তাঁর কাছে আমি আশা করি, প্রতিদান দিবসে তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন।"

﴿٨٣﴾ رَبِّ هَبْ لِى حُكْمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ ۝

৮৩. (এরপর ইবরাহীম দোয়া করলো ঃ) "হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করো এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে শামিল করো।

৮৪. আর পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে আমার সত্যিকার খ্যাতি ছড়িয়ে দিও

৮৫. এবং আমাকে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতের অধিকারীদের অন্তরভুক্ত করো।

৮৬. আর আমার বাপকে মাফ করে দাও, নিসন্দেহে তিনি পথভ্রষ্টদের দলভুক্ত ছিলেন।

৮৭. এবং সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না যেদিন সবাইকে জীবিত করে উঠানো হবে,

৮৮. যেদিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে লাগবে না.

৮৯. তবে যে বিশুদ্ধ অন্তকরণ নিয়ে আল্লাহর সামনে হাযির হবে।"

৯০.—(সেদিন)[১০] জান্নাত মুত্তাকীদের কাছাকাছি নিয়ে আসা হবে

৯১. এবং জাহান্নাম পথভ্রষ্টদের সামনে খুলে দেয়া হবে।

৯২-৯৩. আর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, "আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদাত করতে তারা এখন কোথায় ? তারা কি এখন তোমাদের কিছু সাহায্য করছে অথবা আত্মরক্ষা করতে পারে ?

৯৪-৯৫. তারপর সেই উপাস্যদেরকে এবং এ পথ-ভ্রষ্টদেরকে আর ইবলীসের বাহিনীর সবাইকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।

৯৬. সেখানে এরা সবাই পরস্পর ঝগড়া করবে এবং পথভ্রষ্টরা (নিজেদের উপাস্যদেরকে) বলবে,

৯৭. "আল্লাহর কসম আমরা তো স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলাম,

৯৮. যখন তোমাদের দিচ্ছিলাম রব্বুল আলামীনের সমকক্ষের মর্যাদা।

৯৯. আর এ অপরাধীরাই আমাদের ভ্রষ্টতায় লিপ্ত করেছে।

১০০. এখন আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই

১০১. এবং কোনো অন্তরংগ বন্ধুও নেই।

১০২. হায়! যদি আমাদের আবার একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ মিলতো, তাহলে আমরা মু'মিন হয়ে যেতাম।"

٨٤ وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝

٨٥ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۝

٨٦ وَاغْفِرْ لِاَبِيْۤ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝

٨٧ وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۝

٨٨ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۝

٨٩ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝

٩٠ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

٩١ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ۝

٩٢ وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۝

٩٣ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ۝

٩٤ فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ۝

٩٥ وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ۝

٩٦ قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ۝

٩٧ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

٩٨ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

٩٩ وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ۝

١٠٠ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ۝

١٠١ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ۝

١٠٢ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১০. এখান থেকে ১০২ আয়াত পর্যন্তকার ভাষণ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উক্তির অংশ নয় ; বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উক্তির উপর বৃদ্ধি করে বলা হয়েছে।

١٠٣ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

১০৩. নিসন্দেহে এর মধ্যে একটি বড় নিদর্শন রয়েছে,[১১] কিন্তু এদের অধিকাংশ মু'মিন নয়।

١٠٤ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

১০৪. আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব পরাক্রমশালীও এবং করুণাময়ও।

রুকূ' ঃ ৬

١٠٥ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ

১০৫. নূহের সম্প্রদায় রাসূলদেরকে মিথ্যুক বললো।

١٠٦ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

১০৬. স্মরণ করো যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলেছিল, " তোমরা কি ভয় করো না ?

١٠٧ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

১০৭. আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রাসূল।

١٠٨ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

১০৮. কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

١٠٩ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

১০৯. একাজে আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদানের প্রত্যাশী নই। আমাকে প্রতিদান দেয়ার দায়িত্ব তো রব্বুল আলামীনের।

١١٠ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

১১০. কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং (নির্দ্বিধায়) আমার আনুগত্য করো।"

١١١ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ

১১১. তারা জবাব দিল, "আমরা কি তোমাকে মেনে নেবো, অথচ নিকৃষ্টতম লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে ?"

١١٢ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

১১২. নূহ বললো, "তাদের কাজ কেমন, আমি কেমন করে জানবো।

١١٣ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ

১১৩. তাদের হিসেব গ্রহণ করা তো আমার প্রতিপালকের কাজ। হায়! যদি তোমরা একটু সচেতন হতে।

١١٤ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ

১১৪. যে ঈমান আনে তাকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়।

١١٥ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

১১৫. আমি তো মূলত একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।"

١١٦ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ

১১৬. তারা বললো, "হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও, তাহলে তুমি অবশ্যই বিপর্যস্ত লোকদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।"

١١٧ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ

১১৭. নূহ দোয়া করলো, "হে আমার রব! আমার জাতি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে।

١١٨ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

১১৮. এখন আমার ও তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ফায়সালা করে দাও এবং আমার সাথে যেসব মু'মিন আছে তাদেরকে রক্ষা করো।"

১১. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাহিনীর মধ্যে।

১১৯. শেষ পর্যন্ত আমি একটি বোঝাই করা নৌযানে তাকে ও তার সাথীদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম,[১২]

১২০. তারপর অবশিষ্ট লোকদেরকে ডুবিয়ে দিলাম।

১২১. নিশ্চিতভাবে এর মধ্যে রয়েছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

১২২. আর আসল ব্যাপার হচ্ছে, তোমার রব পরাক্রমশালী এবং করুণাময়ও।

রুকূ' ঃ ৭

১২৩. আদ জাতি রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো।

১২৪. স্মরণ করো যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বলেছিল, "তোমরা ভয় করছো না ?

১২৫. আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রাসূল।

১২৬. কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

১২৭. আমি এ কাজে তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান দেয়ার দায়িত্ব তো রব্বুল আলামীনের।

১২৮. তোমাদের এ কি অবস্থা, প্রত্যেক উচুঁ জায়গায় অনর্থক একটি ইমারত বানিয়ে ফেলছো।

১২৯. এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছো, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে ?

১৩০. আর যখন কারো ওপর হাত ওঠাও প্রবল একনায়ক হয়ে হাত ওঠাও।

১৩১. কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

১৩২. তাঁকে ভয় করো যিনি এমন কিছু তোমাদের দিয়েছেন যা তোমরা জানো।

১৩৩. তোমাদের দিয়েছেন পশু, সন্তান-সন্ততি,

১৩৪. উদ্যান ও পানির প্রস্রবনসমূহ।

১৩৫. আমি ভয় করছি তোমাদের ওপর একটি বড়দিনের আযাবের।"

১৩৬. তারা জবাব দিল, "তুমি উপদেশ দাও বা না দাও, আমাদের জন্য এ সবই সমান।

فَأَنْجَيْنَٰهُ وَمَنْ مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾

ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَٰقِينَ ﴿١٢٠﴾

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾

كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾

إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾

فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾

وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٢٧﴾

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾

وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾

فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١﴾

وَٱتَّقُوا ٱلَّذِىٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾

أَمَدَّكُم بِأَنْعَٰمٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾

وَجَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾

إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾

قَالُوا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ ﴿١٣٦﴾

১২. ভরা নৌকা অর্থাৎ সেই নৌকা যা ঈমান আনয়নকারী মানুষ ও সেই সকল পশু দ্বারা ভরা হয়েছিল যাদের এক এক জোড়া সাথে নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সূরা হূদের ৪০ আয়াতে এ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. এ ব্যাপারগুলো তো এমনিই ঘটে চলে আসছে

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. এবং আমরা আযাবের শিকার হবো না।"

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. শেষ পর্যন্ত তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে আছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মেনে নেয়নি।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾

১৪০. আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব যেমন পরাক্রমশালী তেমন করুণাময়ও।

রুকূ' ঃ ৮

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾

১৪১. সামুদ জাতি রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো।

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾

১৪২. স্মরণ করো যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বললো, "তোমরা কি ভয় করো না ?

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾

১৪৩. আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রাসূল।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদানের প্রত্যাশী নই। আমার প্রতিদান দেয়ার দায়িত্ব তো রব্বুল আলামীনের।

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. এখানে যেসব জিনিস আছে সেগুলোর মাঝখানে কি তোমাদের এমনিই নিশ্চিন্তে থাকতে দেয়া হবে ?

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. এসব উদ্যান ও প্রস্রবনের মধ্যে ?

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾

১৪৮. এসব শস্যক্ষেত ও রসাল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগানের মধ্যে ?

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. তোমরা পাহাড় কেটে তার মধ্যে সগর্বে ইমারত নির্মাণ করছো।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥٠﴾

১৫০. আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾

১৫১-১৫২. যেসব লাগামহীন লোক পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং কোনো সংস্কার সাধন করে না তাদের আনুগত্য করো না।"

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. তারা জবাব দিল, "তুমি নিছক একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. তুমি আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কি ? কোনো নিদর্শন আনো, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো।"

قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝

১৫৫. সালেহ বললো, "এ উটনীটি রইলো। এর পানি পান করার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট এবং তোমাদের সবার পানি পান করার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট রইলো।

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

১৫৬. একে কখনো পীড়ন করো না, অন্যথায় একটি মহা দিবসের আযাব তোমাদের ওপর আপতিত হবে।"

فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ۝

১৫৭. তারা তার পায়ের গিঁটের রগ কেটে দিল এবং শেষে অনুতপ্ত হতে থাকলো।

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝

১৫৮. আযাব তাদেরকে গ্রাস করলো। নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে রয়েছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মান্যকারী নয়।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

১৫৯. আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব হচ্ছেন পরাক্রমশালী এবং দয়াময়ও।

রুকু' ঃ ৯

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۝

১৬০. লূতের জাতি রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো।

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

১৬১. স্মরণ করো যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলেছিল, "তোমরা কি ভয় করো না। ?"

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝

১৬২. আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝

১৬৩. কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

১৬৪. এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদানের প্রত্যাশী নই। আমার প্রতিদান দেয়ার দায়িত্ব তো আমার রব্বুল আলামীনের।

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝

১৬৫. তোমরা কি গোটা দুনিয়ার মধ্যে পুরুষদের কাছে যাও

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۝

১৬৬. এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে তোমাদের রব তোমাদের জন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা পরিহার করে থাকো ? বরং তোমরা তো সীমা-ই অতিক্রম করে গেছো।"

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ۝

১৬৭. তারা বললো, "হে লূত! যদি তুমি এসব কথা থেকে বিরত না হও, তাহলে আমাদের জনপদগুলো থেকে যেসব লোককে বের করে দেয়া হয়েছে তুমিও নির্ঘাত তাদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।"

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ۝

১৬৮. সে বললো, "তোমাদের এসব কৃতকর্মের জন্য যারা দুঃখবোধ করে আমি তাদের অন্তরভুক্ত।

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۝

১৬৯. হে আমার রব! আমাকে ও আমার পরিবার পরিজনকে এদের কুকর্ম থেকে মুক্তি দাও।"

১৭০. শেষে আমি তাকে ও তার সমস্ত পরিবার - পরিজনকে রক্ষা করলাম,

১৭১, এক বৃদ্ধা ছাড়া, যে পেছনে অবস্থানকারীদের দলভুক্ত ছিল।[১৩]

১৭২. তারপর অবশিষ্ট লোকদেরকে আমি ধ্বংস করে দিলাম।

১৭৩. এবং তাদের ওপর বর্ষণ করলাম একটি বৃষ্টিধারা, যাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের ওপর বর্ষিত এ বৃষ্টি ছিল বড়ই নিকৃষ্ট।

১৭৪. নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে রয়েছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই মান্যকারী নয়।

১৭৫. আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব পরাক্রমশালী এবং করুণাময়ও।

রুকূ' ঃ ১০

১৭৬. আইকাবাসীরা[১৪] রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো।

১৭৭. যখন শোআইব তাদেরকে বলেছিল, "তোমরা কি ভয় করো না ?

১৭৮. আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রাসূল।

১৭৯. কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

১৮০. আমি এ কাজে তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদানের প্রত্যাশী নই। আমার প্রতিদান দেয়ার দায়িত্ব তো রব্বুল আলামীনের।

১৮১. তোমরা মাপ পূর্ণ করে দাও এবং কাউকে কম দিয়ো না।

১৮২. সঠিক পাল্লায় ওযন করো।

১৮৩. এবং লোকদেরকে তাদের জিনিস কম দিয়ো না। যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়িও না

১৮৪. এবং সেই সত্তাকে ভয় করো যিনি তোমাদের ও অতীতের প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছেন।"

১৮৫. তারা বললো, "তুমি নিছক একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি

১৮৬. এবং তুমি আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও। আর আমরা তো তোমাকে একেবারেই মিথ্যুক মনে করি।

١٧٠ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ۙ

١٧١ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ۚ

١٧٢ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۚ

١٧٣ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ

١٧٤ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

١٧٥ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۚ

١٧٦ كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ

١٧٧ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۚ

١٧٨ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۙ

١٧٩ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ

١٨٠ وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

١٨١ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۚ

١٨٢ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۚ

١٨٣ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۚ

١٨٤ وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ؕ

١٨٥ قَالُوْۤا اِنَّمَاۤ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۙ

١٨٦ وَمَاۤ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۚ

১৩. অর্থাৎ হযরত লূতের স্ত্রী।

১৪. 'আসহাবুল আইকা'-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সূরা হিজরের ৭৮-৮৪ আয়াতে এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ۝١٨٧

১৮৭. যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি টুকরা ভেংগে আমাদের ওপর ফেলে দাও।"

قَالَ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝١٨٨

১৮৮. শোআইব বললো, আমার রব জানেন তোমরা যা কিছু করছো।"

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝١٨٩

১৮৯. তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। শেষ পর্যন্ত ছাতার দিনের আযাব তাদের ওপর এসে পড়লো[১৫] এবং তা ছিল বড়ই ভয়াবহ দিনের আযাব।

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝١٩٠

১৯০. নিশ্চতভাবেই এর মধ্যে রয়েছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশ মান্যকারী নয়।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝١٩١

১৯১. আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব পরাক্রমশালী এবং দয়াময়ও।

রুকু' ঃ ১১

وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ۝١٩٢

১৯২. এটি রব্বুল আলামীনের নাযিল করা জিনিস।[১৬]

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝١٩٣ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝١٩٤

১৯৩-৯৪. একে নিয়ে আমানতদার 'রূহ'[১৭] অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি তাদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাও যারা (আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর সৃষ্টির জন্য) সতর্ককারী হয়,

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ۝١٩٥

১৯৫. পরিষ্কার আরবী ভাষায়।

وَإِنَّهُۥ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ۝١٩٦

১৯৬. আর আগের লোকদের কিতাবেও একথা আছে।[১৮]

أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ اٰيَةً أَن يَعْلَمَهُۥ عُلَمٰٓؤُا بَنِيٓ إِسْرٰٓءِيلَ ۝١٩٧

১৯৭. এটা কি এদের (মক্কাবাসীদের) জন্য কোনো নিদর্শন নয় যে, বনী ইসরাঈলের আলেম সমাজ একে জানে?[১৯]

وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ۝١٩٨

১৯৮. (কিন্তু এদের হঠকারিতা ও গোয়ার্তুমি এতদূর গড়িয়েছে যে) যদি আমি এটা কোনো অনারব ব্যক্তির ওপর নাযিল করে দিতাম।

فَقَرَأَهُۥ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِۦ مُؤْمِنِينَ ۝١٩٩

১৯৯. এবং সে এই (প্রাঞ্জল আরবীয় বাণী) তাদেরকে পড়ে[২০] শোনাতো তবুও এরা মেনে নিতো না।

১৫. এ শব্দগুলো থেকে একথা বুঝা যায় যে—যেহেতু তারা আসমানী আযাব চেয়েছিল, এজন্যে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর এক মেঘমালা পাঠিয়েছিলেন। আযাবের বৃষ্টি তাদেরকে পূর্ণরূপে ধ্বংস করে না দেয়া পর্যন্ত এ মেঘ তাদের উপর ছত্রাকারে প্রসারিত ছিল। একথাও লক্ষণীয় যে, হযরত শুআইব মাদইয়ানের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আইকার প্রতিও। এ দুই জাতির উপর আল্লাহর আযাব দুই বিভিন্নরূপে এসেছিল।

১৬. অর্থাৎ এ কুরআন যার আয়াত শোনানো হচ্ছে।

১৭. অর্থাৎ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম।

১৮. অর্থাৎ এ যিকির, এ অহী অবতরণ এবং এ এলাহী তালিম পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোতেও বর্তমান ছিল।

১৯. অর্থাৎ বনী ইসরাঈল কওমের আলেমরা একথা জানে যে, পবিত্র কুরআনে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল তা ঠিক সেই শিক্ষা যা পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে দেয়া হয়েছিল। তারা বলতে পারে না যে, পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের শিক্ষা এর থেকে ভিন্ন ছিল।

২০. অর্থাৎ এ জিনিস সত্যপন্থীদের হৃদয়ে যেভাবে অবতীর্ণ হতো সেরূপভাবে তাদের মধ্যে আত্মার শান্তি ও হৃদয়ের আরোগ্যের রূপে অবতীর্ণ হতো না। বরং উত্তপ্ত লৌহ শলাকার মতো তাদের অন্তরের মধ্যে এমনভাবে তা প্রবেশ করতো যে, তারা চরম অস্থির হয়ে পড়তো এবং বিষয়বস্তুর উপর চিন্তা করার পরিবর্তে তা খণ্ডন করার জন্য হাতিয়ার খুঁজতে লেগে যেতো।

٢٠٠ كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۟

২০০. অনুরূপভাবে একে (কথা) আমি অপরাধীদের হৃদয়ে বিদ্ধ করে দিয়েছি।

٢٠١ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۟

২০১. তারা এর প্রতি ঈমান আনে না যতক্ষণ না কঠিন শাস্তি দেখে নেয়।

٢٠٢ فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۟

২০২. তারপর যখন তা অসচেতন অবস্থায় তাদের ওপর এসে পড়ে।

٢٠٣ فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ۟

২০৩. তখন তারা বলে, "এখন আমরা কি অবকাশ পেতে পারি" ?

٢٠٤ اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ۟

২০৪. এরা কি আমার আযাব ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছে ?

٢٠٥ اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ۟

২০৫. তুমি কি কিছু ভেবে দেখেছো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ বিলাস করার অবকাশও দিই

٢٠٦ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ۟

২০৬. এবং তারপর আবার সেই একই জিনিস তাদের ওপর এসে পড়ে যার ভয় তাদেরকে দেখানো হচ্ছে,

٢٠٧ مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ۟

২০৭. তাহলে জীবন যাপনের এ উপকরণগুলো যা তারা এ যাবত পেয়ে আসছে এগুলো তাদের কোন্ কাজে লাগবে ?

٢٠٨ وَمَاۤ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ۟ۛ

٢٠٩ ذِكْرٰى ۛ۫ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۟

২০৮-২০৯. (দেখো) আমি কখনো কোনো জনপদকে তার জন্য উপদেশ দেয়ার যোগ্য সতর্ককারী না পাঠিয়ে ধ্বংস করিনি এবং আমি যালেম ছিলাম না।

٢١٠ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ۟

২১০. এ (সুস্পষ্ট কিতাবটি) নিয়ে শয়তানরা অবতীর্ণ হয়নি।

٢١١ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۟

২১১. এ কাজটি তাদের শোভাও পায় না। এবং তারা এমনটি করতেই পারে না।

٢١٢ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ۟

২১২. তাদেরকে তো এর শ্রবণ থেকেও দূরে রাখা হয়েছে।[২১]

٢١٣ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ۟

২১৩. কাজেই হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মাবুদকে ডেকো না, নয়তো তুমিও শাস্তি লাভকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।

٢١٤ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ۟

২১৪. নিজের নিকটতম আত্মীয়-পরিজনদেরকে ভয় দেখাও।

٢١٥ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۟ۚ

২১৫. এবং মু'মিনদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের সাথে বিনম্র ব্যবহার করো।

٢١٦ فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۟ۚ

২১৬. কিন্তু যদি তারা তোমার নাফরমানী করে তাহলে তাদেরকে বলে দাও, তোমরা যাকিছু করো আমি তা থেকে দায়মুক্ত।

২১. অর্থাৎ যে সময় এ কুরআন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল হতে থাকে সে সময় শয়তানরা তা শুনতেই পারে না ; তাঁর উপর কি জিনিস অবতীর্ণ হচ্ছে তাদের পক্ষে একথা জানতে পারা তো দূরের কথা !

٢١٧ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝

২১৭. আর সেই পরাক্রান্ত ও দয়াময়ের ওপর নির্ভর করো।

٢١٨ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۝

২১৮. যিনি তোমাকে দেখতে থাকেন যখন তুমি ওঠো ;[২২]

٢١٩ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ۝

২১৯ এবং সিজ্দাকারীদের মধ্যে তোমার ওঠা-বসা ও নড়া চড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

٢٢٠ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

২২০. তিনি সবকিছু শোনে ও জানেন।

٢٢١ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ۝

২২১. হে লোকেরা! আমি কি তোমাদের জানাবো শয়তানরা কার ওপর অবতীর্ণ হয় ?

٢٢٢ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝

২২২. তারা তো প্রত্যেক জালিয়াত বদকারের ওপর অবতীর্ণ হয়।

٢٢٣ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ۝

২২৩ শোনা কথা কানে ঢুকিয়ে দেয় এবং এর বেশীর ভাগই হয় মিথ্যা।[২৩]

٢٢٤ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝

২২৪. আর কবিরা![২৪] তাদের পেছনে চলে পথভ্রান্ত যারা।

٢٢٥ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۝

২২৫. তুমি কি দেখো না তারা উপত্যকায় উপত্যকায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়

٢٢٦ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۝

২২৬. এবং এমনসব কথা বলে যা তারা করে না ?

٢٢٧ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝

২২৭. তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে আর তাদের প্রতি যুলুম করা হলে শুধুমাত্র প্রতিশোধ নেয়।[২৫]—আর যুলুমকারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের পরিণাম কি ![২৬]

২২. ওঠার বা দাঁড়ানোর অর্থ রাত্রিতে নামাযের জন্য ওঠাও হতে পারে। আবার রেসালাতের কর্তব্য পালন করার জন্য উত্থিত হওয়া হতে পারে।

২৩. মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'কাহিন' হওয়ার যে অপবাদ দিতো এ হচ্ছে তার জবাব।

২৪. তারা মুহাম্মদ স.-কে যে কবি বলতো এও হচ্ছে তার জবাব।

২৫. এখানে কবিদের প্রতি উপরে বর্ণিত সাধারণ নিন্দাবাদ থেকে সেই কবিদেরকে বাদ দেয়া হয়েছে যাদের মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান ঃ ১. সে মু'মিন হবে, ২. নিজের বাস্তব জীবনে সৎ হবে, ৩. প্রচুর পরিমাণে আল্লাহর যিকিরকারী হবে এবং ৪. সে নিজের স্বার্থের জন্য কারো দুর্ণাম বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে না। অবশ্য যালেমদের মুকাবিলায় হককে সাহায্য করার প্রয়োজনে সে যবান দ্বারা সেই কাজ নেয় একজন মুজাহিদ তাঁর ও তরবারী দ্বারা যে কাজ করে।

২৬. এখানে যুলুমকারী অর্থে—সেইসব লোকেরা যারা হককে ন্যায় ও সত্যকে নীচু করে দেখানোর জন্য নিতান্ত হঠকারিতার সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কবি, কাহিন, যাদুকর ও পাগল হওয়ার অপবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছিল—যাতে অনভিজ্ঞ লোকেরা তাঁর দাওয়াতের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করে ও তাঁর শিক্ষার দিকে মনোযোগ না দেয়।

সূরা আন নাম্‌ল

২৭

নামকরণ

দ্বিতীয় রুকূ'র চতুর্থ আয়াতে وَادِ النَّمْلِ -এর কথা বলা হয়েছে। সূরার নাম এখান থেকে গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এমন সূরা যাতে নাম্‌ল-এর কথা বলা হয়েছে। অথবা যার মধ্যে নাম্‌ল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগীর দিক দিয়ে এ সূরা মক্কার মধ্যযুগের সূরাগুলোর সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রাখে। হাদীস থেকেও এর সমর্থন মেলে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও জাবের ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা হচ্ছে, "প্রথমে নাযিল হয় সূরা আশ্‌ শু'আরা তারপর আন নাম্‌ল এবং তারপর আল কাসাস।"

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় দু'টি ভাষণ সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম ভাষণটি শুরু হয়েছে সূরার সূচনা থেকে চতুর্থ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় ভাষণটি পঞ্চম রুকূ'র শুরু থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রথম ভাষণটিতে বলা হয়েছে, কুরআনের প্রথম নির্দেশনা থেকে একমাত্র তারাই লাভবান হতে পারে এবং তার সুসংবাদসমূহ লাভের যোগ্যতা একমাত্র তারাই অর্জন করতে পারে যারা এ কিতাব যে সত্যসমূহ উপস্থাপন করে সেগুলোকে এ বিশ্বজাহানের মৌলিক সত্য হিসেবে স্বীকার করে নেয়। তারপর এগুলো মেনে নিয়ে নিজেদের বাস্তব জীবনেও আনুগত্য ও অনুসরণের নীতি অবলম্বন করে। কিন্তু এ পথে আসার ও চলার ক্ষেত্রে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশী প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে সেটি হচ্ছে আখেরাত অস্বীকৃতি। কারণ এটি মানুষকে দায়িত্বহীন, প্রবৃত্তির দাস ও দুনিয়াবী জীবনের প্রেমে পাগল করে তোলে। এরপর মানুষের পক্ষে আল্লাহর সামনে নত হওয়া এবং নিজের প্রবৃত্তির কামনার ওপর নৈতিকতার বাঁধন মেনে নেয়া আর সম্ভব থাকে না। এ ভূমিকার পর তিন ধরনের চারিত্রিক আদর্শ পেশ করা হয়েছে।

একটি আদর্শ ফেরাউন, সামূদ জাতির সরদারবৃন্দ ও লূতের জাতির বিদ্রোহীদের। তাদের চরিত্র গঠিত হয়েছিল পরকাল চিন্তা থেকে বেপরোয়া মনোভাব এবং এর ফলে সৃষ্ট প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে। তারা কোনো নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনতে প্রস্তুত হয়নি। পক্ষান্তরে যারা তাদেরকে কল্যাণ ও সুকৃতির প্রতি আহ্বান জানিয়েছে তাদেরই তারা শত্রু হয়ে গেছে। যেসব অসৎকাজের জঘন্যতা ও কদর্যতা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে প্রচ্ছন্ন নয় সেগুলোকেও তারা আকড়ে ধরেছে। আল্লাহর আযাবে পাকড়াও হবার এক মুহূর্ত আগেও তাদের চেতনা হয়নি।

দ্বিতীয় আদর্শটি হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের। আল্লাহ তাঁকে অর্থ-সম্পদ, রাষ্ট্র-ক্ষমতা, পরাক্রম, মর্যাদা ও গৌরব এতবেশী দান করেছিলেন যে, মক্কার কাফেররা তার কল্পনাও করতে পারতো না। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও যেহেতু তিনি আল্লাহর সামনে নিজেকে জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করতেন এবং তাঁর মধ্যে এ অনুভূতিও ছিল যে, তিনি যা কিছুই লাভ করেছেন সবই আল্লাহর দান তাই তাঁর মাথা সবসময় প্রকৃত নিয়ামত দানকারীর সামনে নত হয়ে থাকতো এবং আত্ম অহমিকার গন্ধও তাঁর চরিত্র ও কার্যকলাপে পাওয়া যেতো না।

তৃতীয় আদর্শ সাবার রাণীর। তিনি ছিলেন আরবের ইতিহাসের বিপুল খ্যাতিমান ধনাঢ্য জাতির শাসক। একজন মানুষকে অহংকার মদমত্ত করার জন্য যেসব উপকরণের প্রয়োজন তা সবই তাঁর ছিল। যেসব জিনিসের জোরে একজন মানুষ আত্মম্ভরী হতে পারে তা কুরাইশ সরদারদের তুলনায় হাজার লক্ষ গুণ বেশী তাঁর আয়ত্বাধীন ছিল। তাছাড়া তিনি ছিলেন একটি মুশরিক জাতির অন্তরভুক্ত। পিতৃ পুরুষের অনুসরণের জন্যও এবং নিজের জাতির মধ্যে নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যেও তাঁর পক্ষে শির্‌ক ত্যাগ করে তাওহীদের পথ অবলম্বন করা সাধারণ একজন মুশরিকের জন্য যতটা কঠিন হতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন ছিল। কিন্তু যখনই তাঁর সামনে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে তখনই তিনি সত্যকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এ পথে কেউ বাধা দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। কারণ তাঁর মধ্যে যে ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি ছিল নিছক একটি মুশরিকী পরিবেশে চোখ মেলার ফলেই তা সৃষ্টি হয়েছিল। প্রবৃত্তির উপাসনা ও কামনার দাসত্ব করার রোগ তাঁকে পেয়ে বসেনি। তাঁর বিবেক আল্লাহর সামনে জবাবদিহির অনুভূতি শূন্য ছিল না।

দ্বিতীয় ভাষণে প্রথমে বিশ্বজাহানের কয়েকটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য সত্যের প্রতি ইংগিত করে মক্কার কাফেরদেরকে একের পর এক প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ বলো, যে শিরকে তোমরা লিপ্ত হয়েছো এ সত্যগুলো কি তার সাক্ষ দেয় অথবা এ কুরআনে যে তাওহীদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তার সাক্ষ দেয় ? এরপর কাফেরদের আসল রোগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে জিনিসটি তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে, যে কারণে তারা সবকিছু দেখেও কিছুই দেখে না এবং সবকিছু শুনেও কিছুই শোনে না সেটি হচ্ছে আসলে আখেরাত অস্বীকৃতি। এ জিনিসটিই তাদের জন্য জীবনের কোনো বিষয়েই কোনো গভীরতা ও গুরুত্বের অবকাশ রাখেনি। কারণ তাদের মতে শেষ পর্যন্ত সবকিছুই যখন ধ্বংস হয়ে মাটিতে মিশে যাবে এবং দুনিয়ার জীবনের এসব সংগ্রাম-সাধনার কোনো ফলাফল প্রকাশ পাবে না তখন মানুষের জন্য সত্য ও মিথ্যা সব সমান। তার জীবন ব্যবস্থা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত না অসত্যের ওপর, এ প্রশ্নের মধ্যে তার জন্য আদতে কোনো গুরুত্বই থাকে না।

কিন্তু আসলে এ আলোচনার উদ্দেশ্য হতাশা নয়। অর্থাৎ তারা যখন গাফিলতির মধ্যে ডুবে আছে তখন তাদেরকে দাওয়াত দেয়া নিষ্ফল, এরূপ মনোভাব সৃষ্টি এ আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আসলে নিদ্রিতদেরকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগানো। তাই ষষ্ঠ ও সপ্তম রুকূ'তে একের পর এক এমন সব কথা বলা হয়েছে যা লোকদের মধ্যে আখেরাতের চেতনা জাগ্রত করে, তার প্রতি অবহেলা ও গাফিলতি দেখানোর ফলাফল সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে এবং তার আগমনের ব্যাপারে তাদেরকে এমনভাবে নিশ্চিত করে যেমন এক ব্যক্তি নিজের চোখে দেখা ঘটনা সম্পর্কে যে তা চোখে দেখেনি তাকে নিশ্চিত করে।

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে কুরআনের আসল দাওয়াত অর্থাৎ এক আল্লাহর বন্দেগীর দাওয়াত অতি সংক্ষেপে কিন্তু অত্যন্ত প্রভাবশালী ভংগীতে পেশ করে লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ দাওয়াত গ্রহণ করলে তোমাদের নিজেদের লাভ এবং একে প্রত্যাখ্যান করলে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে। একে মেনে নেবার জন্য যদি আল্লাহর এমন সব নিদর্শনের অপেক্ষা করতে থাকো যেগুলো এসে যাবার পর আর না মেনে কোনো গত্যন্তর থাকবে না, তাহলে মনে রেখো সেটি চূড়ান্ত মীমাংসার সময়। সে সময় মেনে নিলে কোনো লাভই হবে না।

❒

আয়াত-৯৩ ২৭-সূরা আন নাম্‌ল-মাক্কী রুকূ'-৭

ركوعاتها ٧ ٢٧۔ سُوْرَةُ النَّمْلِ ۔ مَكِّيَّةٌ اٰياتها ٩٣

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ①

১. ত্বা-সীন। এগুলো কুরআনের ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।[১]

هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ②

২. পথনির্দেশ ও সুসংবাদ এমন মু'মিনদের জন্য

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ③

৩. যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং তারা এমন লোক যারা আখেরাতে পুরোপুরি বিশ্বাস করে।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ④

৪. আসলে যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তাদের জন্য আমি তাদের কৃতকর্মকে সুদৃশ্য করে দিয়েছি, ফলে তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ⑤

৫. এদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট শাস্তি এবং আখেরাতে এরাই হবে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত।

وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ⑥

৬. আর (হে মুহাম্মদ) নিসন্দেহে তুমি এ কুরআন লাভ করছো এক প্রাজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে।

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا ؕ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ⑦

৭. (তাদেরকে সেই সময়ের কথা শুনাও) যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বললো, "আমি আগুনের মতো একটা বস্তু দেখেছি। এখনি আমি সেখান থেকে কোনো খবর আনবো অথবা খুঁজে আনবো কোনো অংগার, যাতে তোমরা উষ্ণতা লাভ করতে পারো।"

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ⑧

৮. সেখানে পৌঁছুবার পর আওয়াজ এলো, "ধন্য সেই সত্তা যে এ আগুনের মধ্যে এবং এর চারপাশে রয়েছে, পাক-পবিত্র আল্লাহ সকল বিশ্ববাসীর প্রতিপালক।

يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑨

৯. হে মূসা! এ আর কিছু নয়, স্বয়ং আমি আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।

وَاَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۫ اِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ ⑩

১০. এবং তুমি তোমার লাঠিটি একটু ছুঁড়ে দাও।" যখনই মূসা দেখলো লাঠি সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে তখনই পেছন ফিরে ছুটতে লাগলো এবং পেছন দিকে ফিরেও দেখলো না। "হে মূসা! ভয় পেয়ো না, আমার সামনে রাসূলরা ভয় পায় না।

اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑪

১১. তবে হ্যাঁ, যদি কেউ ভুল-ত্রুটি করে বসে। তারপর যদি সে দুষ্কৃতির পরে সুকৃতি দিয়ে (নিজের কাজ) পরিবর্তিত করে নেয় তাহলে আমি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১. অর্থাৎ এ কিতাবের আয়াতগুলো যা নিজের শিক্ষা, নির্দেশাবলী ও হেদায়াতকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করে।

١٢ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ○

১২. আর তোমার হাতটি একটু তোমার বক্ষস্থলের মধ্যে ঢুকাও তো, তা উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে কোনো প্রকার ক্ষতি ছাড়াই। এ (দুটি নিদর্শন) নটি নিদর্শনের অন্তরভুক্ত ফেরাউন ও তার জাতির কাছে (নিয়ে যাওয়ার জন্য) তারা বড়ই বদকার।"

١٣ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ○

১৩. কিন্তু যখন আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের সামনে এসে গেলো তখন তারা বলল, এতো সুস্পষ্ট যাদু।

١٤ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ○

১৪. তারা একেবারেই অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্যের সাথে সেই নিদর্শনগুলো অস্বীকার করলো অথচ তাদের মন মগজ সেগুলোর সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। এখন এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল দেখে নাও।

রুকূ' ঃ ২

١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ○

১৫. (অন্যদিকে) আমি দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করলাম এবং তারা বললো, সেই আল্লাহর শোকর যিনি তাঁর বহু মু'মিন বান্দার ওপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

١٦ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ○

১৬. আর দাউদের উত্তরাধিকারী হলো সুলাইমান এবং সে বললো, "হে লোকেরা আমাকে শেখানো হয়েছে পাখিদের ভাষা এবং আমাকে দেয়া হয়েছে সবরকমের জিনিস।[২] অবশ্যই এ (আল্লাহর) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।"

١٧ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ○

১৭. সুলাইমানের জন্য জিন, মানুষ ও পাখিদের সৈন্য সমবেত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো।

١٨ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

১৮. (একবার সে তাদের সাথে চলছিল) এমন কি যখন তারা সবাই পিঁপড়ের উপত্যকায় পৌছুল তখন একটি পিঁপড়ে বললো, "হে পিঁপড়েরা! তোমাদের গর্তে ঢুকে পড়ো। যেন এমন না হয় যে, সুলাইমান ও তার সৈন্যরা তোমাদের পিশে ফেলবে এবং তারা তা টেরও পাবে না"

١٩ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ○

১৯. সুলাইমান তার কথায় মৃদু হাসলো এবং বললো— "হে আমার রব! আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো,[৩] আমি যেন তোমার এ অনুগ্রহের শোকর আদায় করতে থাকি যা তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি করেছো এবং এমন সৎকাজ করি যা তুমি পসন্দ করো এবং নিজ অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের দলভুক্ত করো।"

২. অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া সবকিছু আমাদের কাছে মওজুদ আছে।

৩. অর্থাৎ এমন বিরাট শক্তি ও যোগ্যতা তুমি আমাকে দান করেছ যদি আমি সামান্য গাফিলতির মধ্যে পড়ে যাই তবে বন্দেগীর সীমা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে নিজের অহংকারে মত্ত হয়ে না জানি কোথা থেকে কোথায় বহে যাব, সে জন্য হে আমার পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে সংযমের সীমার মধ্যে রাখ, আমি যেন তোমার নিয়ামতের অকৃতজ্ঞ না হয়ে তোমার দানের কৃতজ্ঞতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখি।

২০. (আর একবার) সুলাইমান পাখিদের খোঁজ-খবর নিল এবং বললো, "কি ব্যাপার, আমি অমুক হুদ্‌হুদ পাখিটিকে দেখছিনা যে! সে কি কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে ?

২১. আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো অথবা জবাই করে ফেলবো, নয়তো তাকে আমার কাছে যুক্তিসংগত কারণ দর্শাতে হবে।"

২২. কিছুক্ষণ অতিবাহিত না হতেই সে এসে বললো, "আমি এমন সব তথ্য লাভ করেছি যা আপনি জানেন না। আমি 'সাবা'[৪] সম্পর্কে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।

২৩. আমি সেখানে এক মহিলাকে সে জাতির শাসকরূপে দেখেছি। তাকে সবরকম সাজ-সরঞ্জাম দান করা হয়েছে এবং তার সিংহাসন খুবই জমকালো।

২৪. আমি তাকে ও তার জাতিকে আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের সামনে সিজ্‌দা করতে দেখেছি"—শয়তান[৫] তাদের কার্যাবলী তাদের জন্য শোভন করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে দিয়েছে এ কারণে তারা সোজা পথ পায় না।

২৫. (শয়তান তাদেরকে বিপথগামী করেছে এ জন্য) যাতে তারা সেই আল্লাহকে সিজ্‌দা না করে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর গোপন জিনিসসমূহ বের করেন এবং সে সবকিছু জানেন যা তোমরা গোপন করো ও প্রকাশ করো।

২৬. আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদাতের হকদার নয়, তিনি মহান আরশের মালিক।

২৭. সুলাইমান বললো, "এখনই আমি দেখছি তুমি সত্য বলছো নাকি মিথ্যাবাদীদের অন্তরভুক্ত।

২৮. আমার এ পত্র নিয়ে যাও এবং এটি তাদের প্রতি নিক্ষেপ করো, তারপর সরে থেকে দেখো তাদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয়।"

২৯. রাণী[৬] বললো, "হে দরবারীরা! আমার প্রতি একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ পত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে।

৩০. তা সুলাইমানের পক্ষ থেকে এবং আল্লাহ রহমানুর রহীমের নামে শুরু করা হয়েছে।"

৩১. বিষয়বস্তু হচ্ছে ঃ "আমার অবাধ্য হয়ো না এবং মুসলিম হয়ে[৭] আমার কাছে হাযির হয়ে যাও।"

রুকূ' ঃ ৩

৩২. (পত্র শুনিয়ে) রাণী বললো, "হে জাতীয় নেতৃবৃন্দ! আমার উদ্ভুত সমস্যায় তোমরা পরামর্শ দাও। তোমাদের বাদ দিয়ে তো আমি কোনো বিষয়ের ফায়সালা করি না।"

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٠﴾

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٢١﴾

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۩ ﴿٢٦﴾

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾

اذْهَبْ بِكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾

أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾

৪. 'সাবা' দক্ষিণ আরবের বিখ্যাত ব্যবসায়ী জাতি ছিল যাদের রাজধানী ছিল মারেব (সানআ থেকে ৫৫ মাইল দূরে অবস্থিত)।
৫. কথার ধরন থেকে স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছে—এখান থেকে ২৬ আয়াতের শেষ পর্যন্ত হুদহুদের কথার উপর আল্লাহ তাআলা নিজে বৃদ্ধি করে বলেছেন।
৬. মাঝখানের কাহিনী বাদ দিয়ে এখন সেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে যখন হুদহুদ রাণীর সামনে পত্র নিক্ষেপ করেছিল।
৭. অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে অথবা নির্দেশের অনুগত হয়ে যায়।

৩৩. তারা জবাব দিল, "আমরা শক্তিশালী ও যোদ্ধা জাতি, তবে সিদ্ধান্ত আপনার হাতে, আপনি নিজেই ভেবে দেখুন আপনার কি আদেশ দেয়া উচিত।"

قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ○

৩৪. রাণী বললো, কোনো বাদশাহ যখন কোনো দেশে ঢুকে পড়ে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে এবং সেখানকার মর্যাদাশালীদেরকে লাঞ্ছিত করে, এরকম কাজ করাই তাদের রীতি।

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۚ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ○

৩৫. আমি তাদের কাছে একটি উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, তারপর দেখছি আমার দূত কি জবাব নিয়ে ফেরে।"

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ○

৩৬. যখন সে (রাণীর দূত) সুলাইমানের কাছে পৌঁছুলো, সে বললো, "তোমরা কি অর্থ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও ? আল্লাহ আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী। তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে তোমরাই খুশী থাকো।

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ○

৩৭. (হে দূত!) ফিরে যাও নিজের প্রেরণকারীদের কাছে, আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন সেনাদল নিয়ে আসবো যাদের তারা মোকাবিলা করতে পারবে না এবং আমি তাদেরকে এমন লাঞ্ছিত করে সেখান থেকে বিতাড়িত করবো যে, তারা ধিকৃত ও অপমানিত হবে।"

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ○

৩৮. সুলাইমান বললো, "হে সভাসদগণ! তারা অনুগত হয়ে আমার কাছে আসার আগে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসতে পারে ?"

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ○

৩৯. এক বিশালকায় জিন বললো, আপনি নিজের জায়গা ছেড়ে ওঠার আগেই আমি তা এনে দেবো। আমি এ শক্তি রাখি এবং আমি বিশ্বস্ত।

قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ○

৪০. কিতাবের জ্ঞানসম্পন্ন অপর ব্যক্তি বললো, "আমি আপনার চোখের পলক ফেলার আগেই আপনাকে তা এনে দিচ্ছি।" যখনই সুলাইমান সেই সিংহাসন নিজের কাছে রক্ষিত দেখতে পেলো, অমনি সে চিৎকার করে উঠলো, "এ আমার রবের অনুগ্রহ, আমি শোকরগুযারী করি, না নাশোকরী করি, তা তিনি পরীক্ষা করতে চান।" আর যে ব্যক্তি শোকরগুযারী করে তার শোকর তার নিজের জন্যই উপকারী। অন্যথায় কেউ অকৃতজ্ঞ হলে, আমার রব কারো ধার ধারেন না এবং তিনি আপন সত্তায় মহীয়ান।

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ○

৪১. সুলাইমান বললো,[৮] "সে চিনতে না পারে এমনভাবে সিংহাসনটি তার সামনে রেখে দাও, দেখি সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় কিনা অথবা যারা সঠিক পথ পায় না তাদের অন্তরভুক্ত হয়।"

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ○

٤٢ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ۝

৪২. রাণী যখন হাজির হলো, তাকে বলা হলো, তোমার সিংহাসন কি এরূপই ? সে বলতে লাগলো, "এ তো যেন সেটিই। আমরা তো আগেই জেনেছিলাম এবং আমরা আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছিলাম। (অথবা আমরা মুসলিম হয়ে গিয়েছিলাম।)"[৯]

٤٣ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝

৪৩. আল্লাহর পরিবর্তে যেসব উপাস্যের সে পূজা করতো তাদের পূজাই তাকে ঈমান আনা থেকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। কারণ সে ছিল একটি কাফের জাতির অন্তরভুক্ত।"

٤٤ قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۬ؕ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪৪. তাকে বলা হলো, প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করো। যেই সে দেখলো মনে করলো বুঝি কোনো জলাধার এবং নামার জন্য নিজের পায়ের নিম্নাংশের বস্ত্র উঠিয়ে নিল। সুলাইমান বললো, এতো কাঁচের মসৃণ মেঝে। একথায় সে বলে উঠলো, "হে আমার রব! (আজ পর্যন্ত) আমি নিজের ওপর বড়ই যুলুম করে এসেছি এবং এখন আমি সুলাইমানেরর সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আনুগত্য গ্রহণ করছি।"

রুকূ' ঃ ৪

٤٥ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ۝

৪৫. আর আমি সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে (এ পয়গাম সহকারে) পাঠালাম যে, আল্লাহর বন্দেগী করো, এমন সময় সহসা তারা দুটি বিবাদমান দলে বিভক্ত হয়ে গেলো।

٤٦ قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

৪৬. সালেহ বললো, "হে আমার জাতির লোকেরা! ভালোর পূর্বে তোমরা মন্দকে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছো কেন ? আল্লাহর কাছে মাগফেরাত চাচ্ছো না কেন ? হয়তো তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা যেতে পারে"

٤٧ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ؕ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ۝

৪৭. তারা বললো, "আমরা তো তোমাকে ও তোমার সাথিদেরকে কল্যাণের নিদর্শন হিসেবে পেয়েছি।" সালেহ জবাব দিল, তোমাদের কল্যাণ অকল্যাণের উৎস তো আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ, আসলে তোমাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।"

٤٨ وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝

৪৮. সে শহরে ছিল ন'জন দলনায়ক যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো এবং কোনো গঠনমূলক কাজ করতো না।

৮. এখন সেই সময়ের কথা আরম্ভ হয়েছে যখন সাবার রাণী হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাতের জন্য হাজির হয়েছিলেন।

৯. অর্থাৎ এ মোজেযা (অলৌকিক নিদর্শন) দেখার পূর্বেই সুলাইমান আলাইহিস সালামের যে গুণাবলী ও অবস্থা আমরা জেনেছিলাম তার ভিত্তিতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, তিনি মাত্র একজন রাজ্যাধিপতি বাদশাহ নন, তিনি আল্লাহর নবী।

٤٩ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○

৪৯. তারা পরস্পর বললো, "আল্লাহর কসম খেয়ে শপথ করে নাও, আমরা সালেহ ও তার পরিবার-পরিজনদের ওপর নৈশ আক্রমণ চালাবো এবং তারপর তার অভিভাবককে বলে দেবো[১০] আমরা তার পরিবারের ধ্বংসের সময় উপস্থিত ছিলাম না, আমরা একদম সত্য কথা বলছি।"

٥٠ وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

৫০. এ চক্রান্ত তো তারা করলো এবং তারপর আমি একটি কৌশল অবলম্বন করলাম, যার কোনো খবর তারা রাখতো না।

٥١ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

৫১. অবশেষে তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হলো দেখে নাও। আমি তাদেরকে এবং তাদের সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে দিলাম।

٥٢ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً ۢ بِمَا ظَلَمُوْا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৫২. ঐ যে তাদের গৃহ তাদের যুলুমের কারণে শূন্য পড়ে আছে, তার মধ্যে রয়েছে একটি শিক্ষণীয় নিদর্শন যারা জ্ঞানবান তাদের জন্যে।

٥٣ وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

৫৩. আর যারা ঈমান এনেছিল এবং নাফরমানী থেকে দূরে অবস্থান করতো তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।

٥٤ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ○

৫৪. আর লূতকে আমি পাঠালাম। স্মরণ করো তখনকার কথা যখন সে তার জাতিকে বললো, "তোমরা জেনে বুঝে বদকাম করছো ? তোমাদের কি এটাই রীতি—[১১]

٥٥ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاۤءِ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ○

৫৫. কাম-তৃপ্তির জন্য তোমরা মেয়েদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে যাও ? আসলে তোমরা ভয়ানক মূর্খতায় লিপ্ত হয়েছো।"

٥٦ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ○

৫৬. কিন্তু সে জাতির এছাড়া আর কোনো জবাব ছিল না যে, তারা বললো, "লূতের পরিবারবর্গকে তাদের নিজেদের জনপদ থেকে বের করে দাও, এরা বড় পাক-পবিত্র সাজতে চাচ্ছে।"

٥٧ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○

৫৭. শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে বাঁচিয়ে নিলাম, তবে তার স্ত্রীকে নয়।। কারণ তার পেছনে থেকে যাওয়াটাই আমি স্থির করে দিয়েছিলাম।

٥٨ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَاۤءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ○

৫৮. আর বর্ষণ করলাম তাদের ওপর একটি বৃষ্টি, বড়ই নিকৃষ্ট ছিল সেই বৃষ্টি যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের জন্য।

১০. অর্থাৎ হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের গোত্রের সরদারকে প্রাচীন গোত্রীয় প্রথা অনুযায়ী তাদের রক্তের দাবির হকদার বলে যাকে গণ্য করা হতো। এ হচ্ছে সেইরূপ পজিশন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লামের যামানায় তাঁর চাচার যে পজিশন ছিল। কুরাইশী কাফেররাও এ আশঙ্কায় নিজেদের হাতকে বারিত রেখেছিল যে যদি তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে হত্যা করে তবে বনী হাশেমের সরদার আবু তালেব নিজেদের গোত্রের পক্ষ থেকে রক্তের দাবী নিয়ে উঠবেন।

১১. অর্থাৎ–'একে অপরের সামনে কুকর্ম করে থাকো।' এর স্পষ্ট বিবরণ সূরা আনকাবূতের ২৯ আয়াতেও দেয়া হয়েছে যে, তারা নিজেদের মজলিসগুলোতেও এ কুকর্ম করতো।

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ءٰآللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ۝

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَاۤ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝

اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۝

রুকূ' ঃ ৫

৫৯. (হে নবী!) বলো, প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সালাম তাঁর এমনসব বান্দাদের প্রতি যাদেরকে তিনি নির্বাচিত করেছেন।

(তাদেরকে জিজ্ঞেস করো) আল্লাহ্ ভালো অথবা সেই সব মাবুদরা ভালো যাদেরকে তারা তাঁর শরীক করছে ?

৬০. কে তিনি যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন তারপর তার সাহায্যে সুদৃশ্য বাগান উৎপাদন করেছেন, যার গাছপালা উৎপন্ন করাও তোমাদের আয়ত্তাধীন ছিল না ? আল্লাহর সাথে কি (এসব কাজে অংশীদার) অন্য ইলাহও আছে ? (না) বরং এরাই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এগিয়ে চলছে।

৬১. আর তিনি কে, যিনি পৃথিবীকে করেছেন অবস্থান লাভের উপযোগী এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদ-নদী এবং তার মধ্যে গেড়ে দিয়েছেন (পর্বতমালার) পেরেক, আর পানির দুটি ভাণ্ডারের মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহর সাথে (এসব কাজে শরীক) অন্য কোনো ইলাহ আছে কি ? না, বরং এদের অধিকাংশই অজ্ঞ।

৬২. কে তিনি যিনি আর্তের ডাক শোনেন যখন সে তাঁকে ডাকে কাতরভাবে এবং কে তার দুঃখ দূর করেন ? আর (কে) তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন ? আল্লাহর সাথে কি আর কোনো ইলাহও কি (একাজ করছে) ? তোমরা সামান্যই চিন্তা করে থাকো।

৬৩. আর কে জল-স্থলের অন্ধকারে তোমাদের পথ দেখান এবং কে নিজের অনুগ্রহের পূর্বাহ্নে বাতাসকে সুসংবাদ দিয়ে পাঠান ? আল্লাহর সাথে কি অন্য ইলাহও (এ কাজ করে) ? আল্লাহ অনেক উর্ধে এ শির্‌ক থেকে যা এরা করে।

৬৪. আর তিনি কে যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তারপর আবার এর পুনরাবৃত্তি করেন ? আর কে তোমাদের জীবিকা দেন আকাশ ও পৃথিবী থেকে ? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহও কি (এ কাজে অংশীদার) আছে ? বলো, আনো তোমাদের যুক্তি, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

৬৫. তাদেরকে বলো আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীতে ও আকাশে কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না কবে তাদেরকে উঠিয়ে নেয়া হবে।

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۫ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۫ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. বরং আখেরাতের জ্ঞানই তাদের থেকে হারিয়ে গেছে। উপরন্তু তারা সে ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। আসলে তারা সে ব্যাপারে অন্ধ।

রুকূ' ঃ ৬

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. এ অস্বীকারকারীরা বলে থাকে, "যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা মাটি হয়ে যাবো তখন আমাদের সত্যিই কবর থেকে বের করা হবে নাকি ?

لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. এ খবর আমাদেরও অনেক দেয়া হয়েছে এবং ইতিপূর্বে আমাদের বাপ দাদাদেরকেও অনেক দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এসব নিছক কল্প-কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়, যা আগের যামানা থেকে শুনে আসছি।"

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. বলো, পৃথিবী পরিভ্রমণ করে দেখো অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে।

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. হে নবী! তাদের অবস্থার জন্য দুঃখ করো না এবং তাদের চক্রান্তের জন্য মনঃক্ষুণ্ণও হয়ো না।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১.—তারা বলে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে এ হুমকি কবে সত্য হবে ?"

قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. বলো বিচিত্র কি যে, আযাবের ব্যাপারে তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছো তার একটি অংশ তোমাদের নিকটবর্তী হয়ে যাবে।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. আসলে তোমার রব তো মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহকারী কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকরগুযারী করে না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. নিসন্দেহে তোমার রব ভালোভাবেই জানেন যা কিছু তাদের অন্তর নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে।

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٥﴾

৭৫. আকাশ ও পৃথিবীর এমন কোনো গোপন জিনিস নেই যা একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত আকারে নেই।[১২]

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. যথার্থই এ কুরআন বনী ইসরাঈলকে বেশির ভাগ এমন সব কথার স্বরূপ বর্ণনা করে যেগুলোতে তারা মতভেদ করে।

وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. আর এ হচ্ছে পথনির্দেশনা ও রহমত মু'মিনদের জন্য।

اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٨﴾

৭৮. নিশ্চয়ই (এভাবে) তোমার রব তাদের মধ্যেও নিজের হুকুমের মাধ্যমে ফায়সালা করে দেবেন,[১৩] তিনি পরাক্রমশালী ও সবকিছু জানেন।

১২. স্পষ্ট গ্রন্থ অর্থাৎ তকদীর লিপি।

১৩. অর্থাৎ কুরাইশী কাফের ও ঈমানদারদের মধ্যে।

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝٧٩

৭৯. কাজেই হে নবী! আল্লাহর উপর ভরসা করো, নিশ্চয়ই তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছো।

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝٨٠

৮০. তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পারো না।[১৪] যেসব বধির পেছন ফিরে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে তাদের কাছে নিজের আহ্বান পৌঁছাতে পারো না।

وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ۝٨١

৮১. এবং অন্ধদেরকে পথ বাতলে দিয়ে বিপথগামী হওয়া থেকে বাঁচাতে পারো না। তুমি তো নিজের কথা তাদেরকে শুনাতে পারো যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনে এবং তারপর অনুগত হয়ে যায়।

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۝٨٢

৮২. আর যখন আমার কথা সত্য হবার সময় তাদের কাছে এসে যাবে তখন আমি তাদের জন্য মৃত্তিকা গর্ভ থেকে একটি জীব বের করবো। সে তাদের সাথে কথা বলবে যে, লোকেরা আমাদের আয়াত বিশ্বাস করতো না।[১৫]

রুকূ’ ঃ ৭

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝٨٣

৮৩. আর সেদিনের কথা একবার চিন্তা করো, যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে এমন সব লোকদের এক একটি দলকে ঘেরাও করে আনবো যারা আমার আয়াত অস্বীকার করতো।

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٨٤

৮৪. তারপর তাদেরকে (তাদের শ্রেণী অনুসারে স্তরে স্তরে) বিন্যস্ত করা হবে। অবশেষে যখন সবাই এসে যাবে তখন (তাদের রব তাদেরকে) জিজ্ঞেস করবেন, “তোমরা আমার আয়াত অস্বীকার করেছো অথচ তোমরা জ্ঞানগতভাবে তা আয়ত্ত করোনি ?

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ۝٨٥

৮৫. যদি এ না হয়ে থাকে তাহলে তোমরা আর কি করছিলে ?” আর তাদের যুলুমের কারণে আযাবের প্রতিশ্রুতি তাদের ওপর পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তারা কিছুই বলতে পারবে না।

১৪. অর্থাৎ এরূপ লোকদের যাদের বিবেক একেবারে মৃত এবং তাদের যিদ, হঠকারিতা ও রসম পূজার কারণে হক ও বাতিলের মধ্যকার পার্থক্য বুঝার কোনো যোগ্যতা আর তাদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

১৫. হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন——এ ঘটনা সেই সময় ঘটবে যখন ভালো কাজের হুকুমকারী ও মন্দ থেকে বিরতকারী কেউ পৃথিবীর বুকে থাকবে না। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন যে, এ একই কথা তিনি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনেছিলেন। এর থেকে বুঝা যায় যখন মানুষ ভালো নির্দেশ করা ও মন্দের নিষেধ করা ত্যাগ করবে তখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তাআলা এক পশুর মাধ্যমে শেষবারের মতো হুজ্জত কায়েম করবেন (অর্থাৎ যুক্তি, প্রমাণ, নিদর্শন প্রদর্শনে সতর্কীকরণের দায়িত্ব পালন করবেন)। একথা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় না যে, এ একটি মাত্র পশু হবে, না এক বিশেষ শ্রেণীর পশু জাতি হবে, যে জাতের বহুসংখ্যক বিভিন্ন পশু পৃথিবী পৃষ্ঠে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে دابـة من الارض ‘দাব্বাতাম মিনাল আরদে’ শব্দটি উক্ত দুই প্রকার অর্থই বুঝাতে পারে। কোন্ সময় এ পশু বহির্গত হবে ? এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন——‘সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে এবং একদিন সুস্পষ্ট দিবালোকে এ পশু বহির্গত হয়ে আসবে।’ এখন প্রশ্ন যে, একটি পশু মানুষের ভাষায় কেমন করে মানুষের সাথে কথা বলবে ? এ হবে আল্লাহর শক্তি মহিমার এক বিস্ময়কর নিদর্শন। তিনি যে জিনিসকে ইচ্ছা করেন বাকশক্তি দান করতে পারেন। কিয়ামতের পূর্বে তিনিতো মাত্র এক পশুকে কথা বলার শক্তি দান করবেন। কিন্তু যখন কিয়ামত কায়েম হবে তখন আল্লাহ তাআলার আদালতে মানুষের চোখ, কান এবং তার দেহের চামড়া পর্যন্ত বাকশক্তি সম্পন্ন হবে কুরআন করীমে একথা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত হয়েছে।–হা-মীম আস সিজদা আয়াত ২০-২১

৮৬. তারা কি অনুধাবন করতে পারেনি, আমি তাদের প্রশান্তি অর্জন করার জন্য রাত তৈরি করেছিলাম এবং দিনকে উজ্জ্বল করেছিলাম ? এরই মধ্যে ছিল অনেকগুলো নিদর্শন যারা ঈমান আনতো তাদের জন্য।

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

৮৭. আর কি হবে সেদিন যেদিন শিঙায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই—তারা ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ এ ভীতি-বিহ্বলতা থেকে রক্ষা করতে চাইবেন—আর সবাই তাঁর সামনে হাযির হবে কান চেপে ধরে।

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ○

৮৮. আজ তুমি দেখছো পাহাড়গুলোকে এবং মনে করছো ভালই জমাটবদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু সে সময় এগুলো মেঘের মতো উড়তে থাকবে। এ হবে আল্লাহর কুদরতের মূর্ত প্রকাশ, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে বিজ্ঞতা সহকারে সুসংবদ্ধ করেছেন ? তিনি ভালোভাবেই জানেন তোমরা কি করেছো।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ○

৮৯. যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে সে তার চেয়ে বেশী ভালো প্রতিদান পাবে এবং এ ধরনের লোকেরা সেদিনের ভীতি-বিহ্বলতা থেকে নিরাপদ থাকবে।

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ○

৯০. আর যারা অসৎকাজ নিয়ে আসবে, তাদের সবাইকে অধোমুখে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা কি যেমন কর্ম তেমন ফল—ছাড়া অন্য কোনো প্রতিদান পেতে পারো ?

وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○

৯১. ("হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলো) আমাকে তো হুকুম দেয়া হয়েছে, আমি এ শহরের রবের বন্দেগী করবো, যিনি একে হারামে পরিণত করেছেন এবং যিনি সব জিনিসের মালিক। আমাকে মুসলিম হয়ে থাকার

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

৯২. এবং এ কুরআন পড়ে শুনাবার হুকুম দেয়া হয়েছে।" এখন যে হেদায়াত অবলম্বন করবে সে নিজেরই ভালোর জন্য হেদায়াত অবলম্বন করবে এবং যে গোমরাহ হবে তাকে বলে দাও, আমি তো কেবলমাত্র একজন সতর্ককারী।

وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ○

৯৩. তাদেরকে বলো, প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, শিগ্‌গির তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে দেবেন এবং তোমরা তা চিনে নেবে। আর তোমরা যেসব কাজ করো তা থেকে তোমার রব বেখবর নন।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

সূরা আল কাসাস

২৮

নামকরণ

২৫ আয়াতের وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ বাক্যাংশ থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরায় الْقَصَص শব্দটি এসেছে। আভিধানিক অর্থে কাসাস বলতে ধারাবাহিকভাবে ঘটনা বর্ণনা করা বুঝায়। এ দিক দিয়ে এ শব্দটি অর্থের দিক দিয়েও এ সূরার শিরোনাম হতে পারে। কারণ এর মধ্যে হযরত মূসার কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সূরা নামলের ভূমিকায় আমি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও জাবের ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে এসেছি। তাতে বলা হয়েছিল, সূরা শু'আরা, সূরা নাম্‌ল ও সূরা কাসাস একের পর এক নাযিল হয়। ভাষা, বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু থেকেও একথাই অনুভূত হয় যে, এ তিনটি সূরা প্রায় একই সময় নাযিল হয়। আবার এদিক দিয়েও এদের মধ্যে নিকটতম সম্পর্ক রয়েছে যে, এ সূরাগুলোতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাহিনীর যে বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো পরস্পর মিলিত আকারে একটি পূর্ণ কাহিনীতে পরিণত হয়ে যায়। সূরা শু'আরায় নবুওয়াতের দায়িত্ব গ্রহণ করার ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করে হযরত মূসা বলেন ঃ "ফেরাউনী জাতির বিরুদ্ধে একটি অপরাধের জন্য আমি দায়ী। এ কারণে আমার ভয় হচ্ছে, সেখানে গেলেই তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।" তারপর হযরত মূসা যখন ফেরাউনের কাছে যান তখন সে বলে ঃ "আমরা কি তোমাকে আমাদের এখানে ছোট্ট শিশুটি থাকা অবস্থায় লালন পালন করিনি ? এবং তুমি আমাদের এখানে কয়েক বছর থাকার পর যা করে গেছো তাতো করেছই।" এ দুটি কথার কোনো বিস্তারিত বর্ণনা সেখানে নেই। এ সূরায় তার বিস্তারিত বিবরণ এসে গেছে। অনুরূপভাবে সূরা নামলে এ কাহিনী সহসা একথার মাধ্যমে শুরু হচ্ছে যে, হযরত মূসা আ. তাঁর পরিবার-পরিজনদের নিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় হঠাৎ একটা আগুন দেখলেন। এটা কোন্ ধরনের সফর ছিল, তিনি কোথায় থেকে আসছিলেন এবং কোথায় যাচ্ছিলেন এর কোনো বিবরণ সেখানে নেই। এর বিস্তারিত বিবরণ এ সূরায় পাওয়া যায়। এভাবে এ তিনটি সূরা মিলে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাহিনীকে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করেছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছিল সেগুলো দূর করা এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে যেসব ওজুহাত পেশ করা হচ্ছিল সেগুলো নাকচ করে দেয়া।

এ উদ্দেশ্যে প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে হযরত মূসার কাহিনী। সূরা নাযিলের সময়কালীন অবস্থার সাথে মিলে এ কাহিনী স্বতস্ফূর্তভাবেই শ্রোতার মনে কতিপয় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় ঃ

এক ঃ আল্লাহ যা কিছু করতে চান সে জন্য তিনি সবার অলক্ষ্যে কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করে দেন। যে শিশুর হাতে শেষ পর্যন্ত ফেরাউনের রাজত্বের অবসান ঘটবার কথা, তাকে আল্লাহ স্বয়ং ফেরাউনের গৃহে তার নিজের হাতেই প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেন এবং ফেরাউন জানতে পারেনি সে কাকে প্রতিপালন করছেন। সেই আল্লাহর ইচ্ছার সাথে কে লড়াই করতে পারে এবং তাঁর মুকাবিলায় কার কৌশল সফল হতে পারে।

দুই ঃ কোনো বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করে এবং আকাশ ও পৃথিবীতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার মাধ্যমে কাউকে এ নবুওয়াত দান করা হয় না। তোমরা অবাক হচ্ছো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথা থেকে চুপিচুপি এ নবুওয়াত লাভ করলেন এবং ঘরে বসে বসে তিনি কেমন করে নবী হয়ে গেলেন। কিন্তু তোমরা নিজেরাই যে মূসা আলাইহিস সালামের বরাত দিয়ে থাকো যে, لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى (৪৮ আয়াত) তিনিও এভাবে পথে চলার সময় নবুওয়াত লাভ করেছিলেন এবং সেদিন সিনাই পাহাড়ের নিঝুম উপত্যকায় কি ঘটনা ঘটে গেলো তা ঘুর্ণাক্ষরেও কেউ জানতে পারলো না। মূসা নিজেও এক সেকেণ্ড আগে জানতেন না তিনি কি জিনিস পেতে যাচ্ছেন। যাচ্ছিলেন আগুন আনতে, পেয়ে গেলেন পয়গম্বরী।

তিন ঃ যে বান্দার সাহায্যে আল্লাহ কোনো কাজ নিতে চান, কোনো দলবল-সেনাবাহিনী ও সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই তার উত্থান ঘটে থাকে। কেউ তাঁর সাহায্যকারী হয় না। বাহ্যত তার কাছে কোনো শক্তির বহর থাকে না। কিন্তু বড় বড় দলবল, সেনাবাহিনী ও সাজ-সরঞ্জাম ওয়ালারা শেষ পর্যন্ত তার মুকাবিলায় ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে যায়। তোমরা আজ তোমাদের ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে যে আনুপাতিক পার্থক্য দেখতে পাচ্ছো তার চেয়ে অনেক বেশী পার্থক্য ছিল মূসা আলাইহিস সালাম ও ফেরাউনের শক্তির মধ্যে। কিন্তু দেখে নাও কে জিতলো এবং কে হারলো।

চার ঃ তোমরা বার বার মূসার বরাত দিয়ে থাকো। তোমরা বলে থাকো, মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা মুহাম্মদকে দেয়া হলো না কেন ? অর্থাৎ লাঠি, সাদা হাত ও অন্যান্য প্রকাশ্য মুজিযাসমূহ। ভাবখানা এ রকম যেন তোমরা ঈমান আনার জন্য তৈরি হয়েই বসে আছো, এখন শুধু তোমাদেরকে সেই মুজিযাগুলো দেখাতে হবে যা মূসা ফেরাউনকে দেখিয়েছিলেন। তোমরা তার অপেক্ষায় রয়েছো। কিন্তু যাদেরকে এসব মুজিযা দেখানো হয়েছিল তারা কি করেছিল তা কি তোমরা জানো ? তারা এগুলো দেখেও ঈমান আনেনি। তারা নির্দ্বিধায় বলেছিল, এসব যাদু। কারণ তারা সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও হঠকারিতায় লিপ্ত হয়েছিল। এ একই রোগে আজ তোমরাও ভুগছো। তোমরা কি ঐ ধরনের মুজিযা দেখে ঈমান আনবে ? তারপর তোমরা কি এ খবরও রাখো, যারা ঐ মুজিযা দেখে সত্যকে অস্বীকার করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল ? শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এখন তোমরাও কি একই প্রকার হঠকারিতা সহকারে মুজিযার দাবী জানিয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনতে চাচ্ছো ?

মক্কার কুফরী ভারাক্রান্ত পরিবেশে যে ব্যক্তি হযরত মূসা আ.-এর এ কাহিনী শুনতো তার মনে কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই আপনা আপনিই একথাগুলো বদ্ধমূল হয়ে যেতো। কারণ সে সময় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মক্কার কাফেরদের মধ্যে ঠিক তেমনি ধরনের একটি দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছিল যেমন ইতিপূর্বে চলেছিল ফেরাউন ও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মধ্যে। এ অবস্থায় এ কাহিনী শুনাবার অর্থ ছিল এই যে, এর প্রত্যেকটি অংশ সম সাময়িক অবস্থার ওপর আপনা আপনি প্রযুক্ত হয়ে যেতে থাকবে। যদি এমন একটি কথাও না বলা হয়ে থাকে যার মাধ্যমে কাহিনীর কোন্ অংশটি সে সময়ের কোন্ অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল তা জানা যায়, তাহলেও তাতে কিছু এসে যায় না।

এরপর পঞ্চম রুকূ' থেকে মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে সরাসরি আলোচনা শুরু হয়েছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মী তথা নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও দু' হাজার বছর আগের ঐতিহাসিক ঘটনা একেবারে হুবহু শুনিয়ে যাচ্ছেন, অথচ তাঁর শহর ও তাঁর বংশের লোকেরা ভালোভাবেই জানতো, তাঁর কাছে এসব তথ্য সংগ্রহ করার জন্য উপযুক্ত কোনো উপায় উপকরণ ছিল না। প্রথমে এ বিষয়টিকে তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

তারপর তাঁকে নবুওয়াত দান করার ব্যাপারটিকে তাদের পক্ষে আল্লাহর রহমত হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ তারা গাফিলতির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল এবং আল্লাহ তাদের সৎপথ দেখাবার জন্য এ ব্যবস্থা করেন।

তারপর তারা বারবার "এ নবী এমন সব মুজিযা আনছেন না কেন ? যা ইতিপূর্বে মূসা এনেছিলেন।" এ মর্মে যে অভিযোগ করছিল তার জবাব দেয়া হয়। তাদেরকে বলা হয়, মূসার ব্যাপারে তোমরা স্বীকার করছো যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযা এনেছিলেন। কিন্তু তাঁকেই বা তোমরা কবে মেনে নিয়েছিলে ? তাহলে এখন এ নবীর মুজিযার দাবী করছো কেন ? তোমরা যদি প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দাসত্ব না করো, তাহলে সত্য এখনো তোমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে পারে। কিন্তু তোমরা যদি এ রোগে ভূগতে থাকো, তাহলে যে কোনো মুজিযা আসুক না কেন তোমাদের চোখ খুলবে না।

তারপর সে সময়কার একটি ঘটনার ব্যাপারে মক্কার কাফেরদেরকে শিক্ষা ও লজ্জা দেয়া হয়েছে। ঘটনাটি ছিলঃ সে সময় বাইর থেকে কিছু খৃস্টান মক্কায় আসেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে কুরআন শুনে ঈমান আনেন। কিন্তু মক্কার লোকেরা নিজেদের গৃহের এ নিয়ামত থেকে লাভবান তো হলোই না। উপরন্তু আবু জেহেল প্রকাশ্যে তাদেরকে লাঞ্ছিত করে।

সবশেষে মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা না মানার জন্য তাদের পক্ষ থেকে যে আসল ওযর পেশ করতো সে প্রসংগে আলোচিত হয়েছে। তারা বলতো, যদি আরববাসীদের প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম ত্যাগ করে আমরা এ নতুন তাওহীদী ধর্ম গ্রহণ করি, তাহলে সহসাই এদেশ থেকে আমাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব খতম হয়ে যাবে। তখন আমাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছুবে যার ফলে আমরা আরবের সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী গোত্রের মর্যাদা হারিয়ে বসবো এবং এ ভূ-খণ্ডে আমাদের জন্য কোনো আশ্রয়স্থলও থাকবে না। এটিই ছিল কুরাইশ সরদারদের সত্য বৈরিতার মূল উদ্যোক্তা। অন্যান্য সমস্ত সন্দেহ, অভিযোগ, আপত্তি ছিল নিছক বাহানাবাজী। জনগণকে প্রতারিত করার জন্য তারা সেগুলো সময় মতো তৈরি করে নিতো। তাই আল্লাহ সূরার শেষ পর্যন্ত এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এক একটি দিকের ওপর আলোকপাত করে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এমন সমস্ত মৌলিক রোগের চিকিৎসা করেছেন যেগুলোর কারণে তারা পার্থিব ও বৈষয়িক স্বার্থের দৃষ্টিতে সত্য ও মিথ্যার ফায়সালা করতো।

আয়াত-৮৮ | সূরা আল কাসাস-মাক্কী | রুকূ'-৯

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
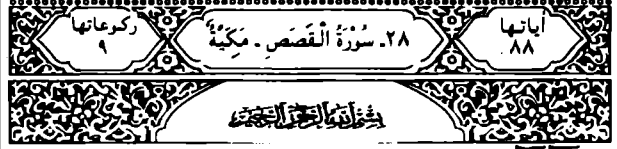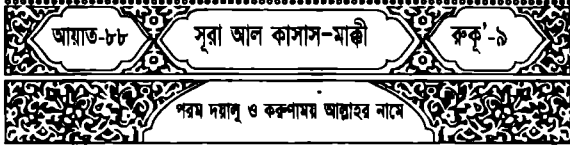
১. ত্বা-সীন-মীম।

২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

৩. আমি মূসা ও ফেরাউনের কিছু যথাযথ বৃত্তান্ত তোমাকে শুনাচ্ছি এমনসব লোকদের সুবিধার্থে যারা ঈমান আনে।

৪. প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ফেরাউন পৃথিবীতে বিদ্রোহ করে এবং তার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়। তাদের মধ্য থেকে একটি দলকে সে লাঞ্ছিত করতো, তাদের ছেলেদের হত্যা করতো এবং মেয়েদের জীবিত রাখতো। আসলে সে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তরভুক্ত ছিল।

৫. আমি সংকল্প করেছিলাম, যাদেরকে পৃথিবীতে লাঞ্ছিত করে রাখা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবো, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করবো, তাদেরকেই উত্তরাধিকারী করবো,

৬. পৃথিবীতে তাদেরকে কর্তৃত্ব দান করবো এবং তাদের থেকে ফেরাউন, হামান ও তার সৈন্যদেরকে সে সবকিছুই দেখিয়ে দেবো, যার আশংকা তারা করতো।

৭. আমি মূসার মাকে ইশারা[১] করলাম, "একে স্তন্যদান করো, তারপর যখন এর প্রাণের ভয় করবে তখন একে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে এবং কোনো ভয় ও দুঃখ করবে না, তাকে তোমারই কাছে ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে রাসূলদের অন্তরভুক্ত করবো।"

৮. শেষ পর্যন্ত ফেরাউনের পরিবারবর্গ তাকে (দরিয়া থেকে) উঠিয়ে নিল, যাতে সে তাদের শত্রু এবং তাদের দুঃখের কারণ হয়। যথার্থই ফেরাউন, হামান ও তার সৈন্যরা (তাদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে) ছিল বড়ই অপরাধী।

৯. ফেরাউনের স্ত্রী (তাকে) বললো, "এ শিশুটি আমার ও তোমার চোখ জুড়িয়েছে। কাজেই একে হত্যা করো না, বিচিত্র কি সে আমাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবেই গ্রহণ করতে পারি।" আর তারা (এর পরিণাম) জানতো না।

آياتها ٨٨ | ٢٨. سُوْرَةُ الْقَصَصِ - مَكِّيَّةٌ | ركوعاتها ٩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمٓ ﴿١﴾

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣﴾

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤﴾

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥﴾

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ﴿٦﴾

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧﴾

فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ؕ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ ﴿٨﴾

وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ ؕ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩﴾

১. মধ্যে একথার উল্লেখ বাদ দেয়া হয়েছে যে, এ অবস্থায় এক ইসরাঈলী ঘরে সেই শিশু জন্মলাভ করবে যিনি দুনিয়ায় মূসা আ. নামে পরিচিত হবেন।

(١٠) وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

১০. ওদিকে মূসার মায়ের মন অস্থির হয়ে পড়েছিল। সে তার রহস্য প্রকাশ করে দিতো যদি আমি তার মন সুদৃঢ় না করে দিতাম, যাতে সে (আমার অংগীকারের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপনকারীদের একজন হয়।

(١١) وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

১১. সে শিশুর বোনকে বললো, এর পিছনে পিছনে যাও। কাজেই সে তাদের (শত্রুদের) অজ্ঞাতসারে তাকে দেখতে থাকলো।

(١٢) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ○

১২. আর আমি পূর্বেই শিশুর জন্য স্তন্যদানকারিণীদের স্তন পান হারাম করে রেখেছিলাম। (এ অবস্থা দেখে) সে মেয়েটি তাদেরকে বললো, "আমি তোমাদের এমন পরিবারের সন্ধান দেবো যারা এর প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে এবং এর কল্যাণকামী হবে ?"

(١٣) فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

১৩. এভাবে আমি মূসাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনলাম, যাতে তার চোখ শীতল হয়, সে দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয় এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য বলে জেনে নেয়। কিন্তু অধিকাংশ লোক একথা জানে না।

রুকূ' ঃ ২

(١٤) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○

১৪. মূসা যখন পূর্ণ যৌবনে পৌছে গেলো এবং তার বিকাশ পূর্ণতা লাভ করলো। তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম, সৎলোকদেরকে আমি এ ধরনেরই প্রতিদান দিয়ে থাকি।

(١٥) وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ○

১৫. (একদিন) সে শহরে এমন সময় প্রবেশ করলো যখন শহরবাসীরা উদাসীন ছিল। সেখানে সে দেখলো দু'জন লোক লড়াই করছে। একজন তার নিজের সম্প্রদায়ের এবং অন্যজন তার শত্রু সম্প্রদায়ের। তার সম্প্রদায়ের লোকটি শত্রু সম্প্রদায়ের লোকটির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার জন্য ডাক দিল। মূসা তাকে একটি ঘুঁষি মারলো এবং তাকে মেরে ফেললো। (এ কাণ্ড ঘটে যেতেই) মূসা বললো, "এটা শয়তানের কাজ, সে ভয়ংকর শত্রু এবং প্রকাশ্য পথভ্রষ্টকারী।"

(١٦) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

১৬. তারপর সে বলতে লাগলো, "হে আমার রব! আমি নিজের ওপর যুলুম করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও।" তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।[২] তিনি ক্ষমাশীল মেহেরবান।

(١٧) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ○

১৭. মূসা শপথ করলো, "হে আমার রব! তুমি আমার প্রতি এই যে অনুগ্রহ করেছো,[৩] এরপর আমি অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।"

١٨ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ۝

১৮. দ্বিতীয় দিন অতি প্রত্যুষে সে ভয়ে ভয়ে এবং সর্বদিক থেকে বিপদের আশংকা করতে করতে শহরের মধ্যে চলছিল। সহসা দেখলো কি, সেই ব্যক্তি যে গতকাল সাহায্যের জন্য তাকে ডেকেছিল আজ আবার তাকে ডাকছে। মূসা বললো, “তুমি তো দেখছি স্পষ্টতই বিভ্রান্ত।”

١٩ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ۝

১৯. তারপর মূসা যখন শত্রু সম্প্রদায়ের লোকটিকে আক্রমণ করতে চাইলো তখন সে চিৎকার করে উঠলো,[৪] “হে মূসা! তুমি কি আজকে আমাকে ঠিক তেমনিভাবে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছো যেভাবে গতকাল একজনকে হত্যা করেছিলে ? তুমি তো দেখছি এদেশে স্বেচ্ছাচারী হয়ে থাকতে চাও, সংস্কারক হতে চাও না ?”

٢٠ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ۝

২০. এরপর এক ব্যক্তি নগরীর দূর প্রান্ত থেকে ছুটে এলো এবং বললো,[৫] “হে মূসা ! সরদারদের মধ্যে তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ চলছে। এখান থেকে বের হয়ে যাও। আমি তোমার কল্যাণাকাঙ্ক্ষী।”

٢١ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

২১. এ খবর শুনতেই মূসা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লো এবং সে দোয়া করলো, “হে আমার রব! আমাকে যালেমদের হাত থেকে বাঁচাও।”

রুকূ’ ঃ ৩

٢٢ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

২২. (মিসর থেকে বের হয়ে) যখন মূসা মাদ্‌য়ানের দিকে রওয়ানা হলো তখন সে বললো, “আশা করি আমার রব আমাকে সঠিক পথে চালিত করবেন।”[৬]

٢٣ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۝

২৩. আর যখন সে মাদ্‌য়ানের কুয়ার কাছে পৌঁছুল, সে দেখলো, অনেক লোক তাদের পশুদের পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের থেকে আলাদা হয়ে একদিকে দুটি মেয়ে নিজেদের পশুগুলো আগলে রাখছে। মূসা মেয়ে দুটিকে জিজ্ঞেস করলো, “তোমাদের সমস্যা কি ?” তারা বললো, “আমরা আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাতে পারি না যতক্ষণ না এ রাখালেরা জানোয়ার-গুলো সরিয়ে নিয়ে যায়, আর আমাদের পিতা একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি।”

২. ‘মাগফিরাতের’ অর্থ উপেক্ষা করা ও ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং গোপন করাও হয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রার্থনার মর্ম হচ্ছে—আমার এ গুনাহ (যা আমি ইচ্ছাকৃতভাবে করিনি) ক্ষমা করে দাও এবং তা গুপ্ত রাখ, যাতে শত্রুরা এ সম্পর্কে কিছুই অবগত হতে না পারে।

৩. অর্থাৎ আমার এ কাজ গুপ্ত রয়ে গেছে। কওমের দুশমনদের কেউই আমাকে দেখেনি এবং এভাবে আমার অব্যাহতি পাওয়ার সুযোগ ঘটেছে।

৪. এ আহ্বানকারী সেই ইসরাঈলী ব্যক্তিই ছিল হযরত মূসা আলাইহিস সালাম পূর্বে যাকে সাহায্য করেছিলেন। তাকে ধমক দেয়ার পর যখন তিনি মিশরীকে প্রহার করতে চলেছেন তখন ইসরাঈলী লোকটি মনে করলো যে—আমাকে প্রহার করতে আসছে। সে চিৎকার করতে শুরু করে দিল, এবং নিজের মূর্খতার কারণে গতকালের হত্যাকাণ্ডের রহস্য ফাঁস করে ফেললো।

৫. অর্থাৎ এ দ্বিতীয় ঝগড়ায় যখন হত্যা রহস্য ফাঁস হয়ে গেল এবং সেই মিশরী গিয়ে এ সম্পর্কে খবর দিল তখন এ ঘটনা ঘটলো।

৬. অর্থাৎ সেই রাস্তা যার দ্বারা আমি নিরাপদে মাদইয়ান পৌঁছাব।

﴿٢٤﴾ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ○

২৪. একথা শুনে মূসা তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করিয়ে দিল। তারপর সে একটি ছায়ায় গিয়ে বসলো এবং বললো, "হে আমার প্রতিপালক! যে কল্যাণই তুমি আমার প্রতি নাযিল করবে আমি তার মুখাপেক্ষী।"

﴿٢٥﴾ فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ز قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ٚ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

২৫. (বেশিক্ষণ অতিবাহিত হয়নি এমন সময়) ঐ দুটি মেয়ের মধ্য থেকে একজন লজ্জাজড়িত পদবিক্ষেপে তার কাছে এলো এবং বলতে লাগলো, "আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনি আমাদের জানোয়ার-গুলোকে যে পানি পান করিয়েছেন আপনাকে তার পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য।" মূসা যখন তার কাছে পৌছুল এবং নিজের সমস্ত কাহিনী তাকে শুনালো তখন সে বললো, "ভয় করো না, এখন তুমি যালেমদের হাত থেকে বেঁচে গেছো।"

﴿٢٦﴾ قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ز اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ ○

২৬. মেয়ে দু'জনের একজন তার পিতাকে বললো, "আব্বাজান! একে চাকরিতে নিয়োগ করো, কর্মচারী হিসেবে এমন ব্যক্তিই উত্তম হতে পারে যে বলশালী ও আমানতদার।"

﴿٢٧﴾ قَالَ اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ؕ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

২৭. তার পিতা (মূসাকে) বললো, "আমি আমার এ দু' মেয়ের মধ্য থেকে একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই। শর্ত হচ্ছে, তোমাকে আট বছর আমার এখানে চাকরি করতে হবে। আর যদি দশ বছর পুরো করে দাও, তাহলে তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমার ওপর কড়াকড়ি করতে চাই না। তুমি ইনশাআল্লাহ আমাকে সৎলোক হিসেবেই পাবে।

﴿٢٨﴾ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ○

২৮. মূসা জবাব দিল, "আমার ও আপনার মধ্যে একথা স্থিরীকৃত হয়ে গেলো, এ দুটি মেয়াদের মধ্য থেকে যেটাই আমি পূরণ করে দেবো তারপর আমার ওপর যেন কোনো চাপ দেয়া না হয়। আর যা কিছু দাবী ও অঙ্গীকার আমরা করছি আল্লাহ তার তত্ত্বাবধায়ক।"

রুকূ' ঃ ৪

﴿٢٩﴾ فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ○

২৯. মূসা যখন মেয়াদ পূর্ণ করে দিল এবং নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে চললো তখন তূর পাহাড়ের দিক থেকে একটি আগুন দেখতে পেলো। সে তার পরিবারবর্গকে বললো, "থামো, আমি একটি আগুন দেখেছি, হয়তো আমি সেখান থেকে কোনো খবর আনতে পারি অথবা সেই আগুন থেকে কোনো অংগারই নিয়ে আসতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো।"

فَلَمَّآ أَتٰىهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يّٰمُوسٰىٓ إِنِّيٓ أَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِينَ ۝ (٣٠)

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يٰمُوسٰىٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِينَ ۝ (٣١)

اُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ز وَّاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فٰسِقِينَ ۝ (٣٢)

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَّقْتُلُونِ ۝ (٣٣)

وَأَخِي هٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيٓ ز إِنِّيٓ أَخَافُ أَنْ يُّكَذِّبُونِ ۝ (٣٤)

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ۝ (٣٥)

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوا مَا هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيٓ اٰبَآئِنَا الْأَوَّلِينَ ۝ (٣٦)

وَقَالَ مُوسٰى رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُونُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۖ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُونَ ۝ (٣٧)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓأَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَأَوْقِدْ لِي يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَّعَلِّيٓ أَطَّلِعُ إِلٰىٓ إِلٰهِ مُوسٰى ۙ وَإِنِّي لَأَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِينَ ۝ (٣٨)

৩০. সেখানে পৌঁছার পর উপত্যকার ডান কিনারায়[৭] পবিত্র ভূখণ্ডে একটি বৃক্ষ থেকে আহ্বান এলো, "হে মূসা! আমিই আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের অধিপতি।"

৩১. আর (হুকুম দেয়া হলো) ছুঁড়ে দাও তোমার লাঠিটি। যখনই মূসা দেখলো লাঠিটি সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে তখনই সে পেছন ফিরে ছুটতে লাগলো এবং একবার ফিরেও তাকালো না। বলা হলো, "হে মূসা! ফিরে এসো এবং ভয় করো না, তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

৩২. তোমার হাত বগলে রাখো তা উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে কোনো প্রকার কষ্ট ছাড়াই এবং ভীতিমুক্ত হবার জন্য নিজের হাত দুটি চেপে ধরো।[৮] এ দুটি উজ্জ্বল নিদর্শন তোমার রবের পক্ষ থেকে ফেরাউন ও তার সভাসদদের সামনে পেশ করার জন্য তারা বড়ই নাফরমান।"

৩৩. মূসা নিবেদন করলো, "হে আমার রব! আমি যে তাদের একজন লোককে হত্যা করে ফেলেছি, ভয় হচ্ছে, তারা আমাকে মেরে ফেলবে।

৩৪. আর আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে বেশী বাকপটু, তাকে সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠাও, যাতে সে আমাকে সমর্থন দেয়, আমার ভয় হচ্ছে, তারা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে।"

৩৫. বললেন, তোমার ভাইয়ের সাহায্যে আমি তোমার শক্তি বৃদ্ধি করবো এবং তোমাদের দু'জনকে এমনই প্রতিপত্তি দান করবো যে, তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমার নিদর্শনগুলোর জোরে তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরাই বিজয় লাভ করবে।"

৩৬. তারপর মূসা যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে পৌঁছুলো তখন তারা বললো, এসব বানোয়াট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এসব কথা তো আমরা আমাদের বাপ দাদার কালে কখনো শুনিনি।

৩৭. মূসা জবাব দিল, "আমার রব তার অবস্থা ভালো জানেন, যে তার পক্ষ থেকে পথ নির্দেশনা নিয়ে এসেছে এবং কার শেষ পরিণতি ভালো হবে তাও তিনিই ভালো জানেন, আসলে যালেম কখনো সফলকাম হয় না।"

৩৮. আর ফেরাউন বললো, "হে সভাসদবর্গ! আমি তো নিজেকে ছাড়া তোমাদের আর কোনো রব আছে বলে জানি না। ওহে হামান! আমার জন্য ইট পুড়িয়ে একটি উঁচু প্রাসাদ তৈরি করো, হয়তো তাতে উঠে আমি মূসার রবকে দেখতে পাবো, আমিতো তাকে মিথ্যুক মনে করি।"

৭. অর্থাৎ সেই কিনারে যা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ডান হাতের দিকে ছিলো।

৮. অর্থাৎ কখন যদি কোনো ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে তোমার অন্তর ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে নিজের বাহু সঞ্চালন করিও। এর ফলে তোমার হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার হবে এবং ভয়-ডরের কোনো প্রভাব তোমার মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে না।

٣٩ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ○

৩৯. সে এবং তার সৈন্যরা পৃথিবীতে কোনো সত্য ছাড়াই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করলো এবং মনে করলো, তাদের কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না।

٤٠ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ○

৪০. শেষে আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে পাকড়াও করলাম এবং সাগরে নিক্ষেপ করলাম। এখন এ যালেমদের পরিণাম কি হয়েছে দেখে নাও।

٤١ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ○

৪১. তাদেরকে আমি জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী নেতা করেছিলাম এবং কিয়ামতের দিন তারা কোথাও থেকে কোনো সাহায্য লাভ করতে পারবে না।

٤٢ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ○

৪২. এ দুনিয়ায় আমি তাদের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে বড়ই ঘৃণার্হ ও ধিকৃত।

রুকূ' ঃ ৫

٤٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولٰى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○

৪৩. পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলোকে ধ্বংস করার পর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম লোকদের জন্য আত্মজ্ঞান লাভের সহায়ক পথনির্দেশনা ও রহমত হিসেবে, যাতে লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করে।

٤٤ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلٰى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِينَ ○

৪৪. (হে মুহাম্মদ!) তুমি সে সময় পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না[১] যখন আমি মূসাকে এ শরীআত দান করেছিলাম এবং তুমি সাক্ষীদের অন্তরভুক্তও ছিলে না।

٤٥ وَلٰكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ○

৪৫. বরং এরপর (তোমার যুগ পর্যন্ত) আমি বহু প্রজন্মের উদ্ভব ঘটিয়েছি এবং তাদের ওপর অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তুমি মাদ্‌য়ানবাসীদের মধ্যেও উপস্থিত ছিলে না, যাতে তাদেরকে আমার আয়াত শুনাতে পারতে, কিন্তু আমি সে সময়কার এসব তথ্য জানাচ্ছি।

٤٦ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتٰهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○

৪৬. আর তুমি তূর পাহাড়ের পাশেও তখন উপস্থিত ছিলে না যখন আমি (মূসাকে প্রথমবার) ডেকেছিলাম। কিন্তু এটা তোমার রবের অনুগ্রহ (যার ফলে তোমাকে এসব তথ্য দেয়া হচ্ছে) যাতে তুমি তাদেরকে সতর্ক করো যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি, হয়তো তারা সচেতন হয়ে যাবে।

وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭. (আর এ আমি এজন্য করেছি যাতে) এমনটি যেন না হয় যে, তাদের নিজেদের কৃতকর্মের বদৌলতে কোনো বিপদ তাদের ওপর এসে যায়, আর তারা বলে, "হে আমাদের রব! তুমি কেন আমাদের কাছে কোনো রাসূল পাঠাওনি ? তাহলে তো আমরা তোমার আয়াত মেনে চলতাম এবং ঈমানদারদের অন্তরভুক্ত হতাম।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا۟ لَوْلَآ أُوتِىَ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ مُوسَىٰٓ ۚ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ قَالُوا۟ سِحْرَانِ تَظَـٰهَرَا وَقَالُوٓا۟ إِنَّا بِكُلٍّ كَـٰفِرُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮. কিন্তু যখন আমার কাছ থেকে সত্য তাদের কাছে পৌঁছে গেলো তখন তারা বলতে লাগলো, মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল[১০] কেন তাকে সেসব দেয়া হলো না ? এর আগে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি ? তারা বললো, "দুটোই যাদু,[১১] যা একে অন্যকে সাহায্য করে।" আর বললো, "আমরা কোনোটাই মানি না।"

قُلْ فَأْتُوا۟ بِكِتَـٰبٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴿٤٩﴾

৪৯. (হে নবী!) তাদেরকে বলো, "বেশ, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে আনো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কিতাব, যা এ দুটির চেয়ে বেশী হেদায়াতদানকারী হবে ; আমি তারই অনুসরণ করবো।"

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٥٠﴾

৫০. এখন যদি তারা তোমার এ দাবী পূর্ণ না করে, তাহলে জেনে রাখো, তারা আসলে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হেদায়াত ছাড়াই নিছক নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে হবে ? আল্লাহ এ ধরনের যালেমদেরকে কখনো হেদায়াত দান করেন না।

রুকূ' ঃ ৬

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

৫১. আর আমি তো অনবরত তাদের কাছে (উপদেশ বাণী) পৌঁছে দিয়েছি, যাতে তারা গাফলতি থেকে সজাগ হয়ে যায়।

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. যাদেরকে আমি এর আগে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এর (কুরআন) প্রতি ঈমান আনে।[১২]

وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আর যখন তাদেরকে এটা শুনানো হয়, তারা বলে, "আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, এটি যথার্থই সত্য আমাদের রবের পক্ষ থেকে, আমরা তো আগে থেকেই মুসলিম।"

৯. পশ্চিম কিনারে বলতে তূরে সাইনা বুঝাচ্ছে যা হেযায থেকে পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

১০. অর্থাৎ মক্কার কাফেররা, মূসা আলাইহিস সালামকে কবে মান্য করেছিল যে এখন তারা বলছে মূসা আলাইহিস সালামকে যে মোজেযা দেয়া হয়েছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে কেন তা দেয়া হয়নি ?

১১. অর্থাৎ কুরআন ও তাওরাত উভয় কিতাব।

১২. এর অর্থ এই নয় যে, সমস্ত আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান) এর প্রতি ঈমান আনে। বরং এ সূরা নাযিল হওয়ার সময় যে ঘটনা ঘটেছিল আসলে এ ইংগিত সেই ঘটনার প্রতি। উদ্দেশ্য হচ্ছে এর দ্বারা মক্কাবাসীদের লজ্জা দেয়া যে তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘরে আসা নেয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করছো কিন্তু এ নিয়ামতের সংবাদ পেয়ে দূর-দূরান্ত থেকেও মানুষ চলে আসছে এবং এর মর্যাদা বুঝতে পেরে এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। আবিসিনিয়া থেকে প্রায় ২০জন খৃষ্টান রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে কুরআন শুনে ঈমান এনেছিলেন। এ ইশারা সেই ঘটনার প্রতি।

৫৪. তারা এমন লোক যাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক দেয়া হবে[১৩] এমন অবিচলতার প্রতিদানে যা তারা দেখিয়েছে। তারা ভালো দিয়ে মন্দের মোকাবিলা করেছে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

৫৫. আর যখন তারা বাজে কথা শুনেছে, একথা বলে তা থেকে আলাদা হয়ে গেছে যে, "আমাদের কর্মকাণ্ড আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্মকাণ্ড তোমাদের জন্য, তোমাদের প্রতি সালাম, আমরা মূর্খদের মতো পথ অবলম্বন করতে চাই না।"[১৪]

৫৬. হে নবী! তুমি যাকে চাও তাকে হেদায়াত দান করতে পারো না কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করেন এবং যারা হেদায়াত গ্রহণ করে তাদেরকে তিনি খুব ভাল করেই জানেন।

৫৭. তারা বলে, "যদি আমরা তোমার সাথে এ হেদায়াতের অনুসরণ করি তাহলে নিজেদের দেশ থেকে আমাদেরকে উৎখাত করে দেয়া হবে।"[১৫] এটা কি সত্য নয়, একটি নিরাপদ হারামকে আমি তাদের জন্য অবস্থান স্থলে পরিণত করেছি, যেদিকে সব ধরনের ফলমূল চলে আসে আমার পক্ষ থেকে রিযিক হিসেবে ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।[১৬]

৫৮. আর এমন কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি যেখানকার লোকেরা তাদের সম্পদ-সম্পত্তির দম্ভ করতো। কাজেই দেখে নাও, ঐসব তাদের ঘরবাড়ি পড়ে আছে, যেগুলোর মধ্যে তাদের পরে কদাচিত কেউ বসবাস করেছে, শেষ পর্যন্ত আমিই হয়েছি উত্তরাধিকারী।[১৭]

৫৯. আর তোমার রব জনপদগুলো ধ্বংস করেন না যতক্ষণ না তাদের কেন্দ্রে একজন রাসূল পাঠান, যে তাদের কাছে আমার আয়াত শুনায়। আর আমি জনপদগুলো ধ্বংস করি না যতক্ষণ না সেগুলোর বাসিন্দারা যালেম হয়ে যায়।[১৮]

(٥٤) أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ○

(٥٥) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ○

(٥٦) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○

(٥٧) وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

(٥٨) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ○

(٥٩) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ○

১৩. অর্থাৎ এক পুরস্কার পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের উপর ঈমান আনার এবং দ্বিতীয় পুরস্কার কুরআনের উপর ঈমান আনার জন্য।

১৪. যখন তারা ঈমান এনেছিল আবু জেহেল তাদের গালিগালাজ করেছিল। এখানে সেই কথার উল্লেখ করা হচ্ছে।

১৫. কুরাইশী কাফেররা ইসলাম কবুল না করার ওজর স্বরূপ একথা বলতো। তারা এ বলতে চাইতো যে আজতো আমরা সমস্ত আরবে মুশরিকদের ধর্মীয় নেতা হয়ে আছি কিন্তু যদি আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মেনে নিই তবে সমগ্র আরব আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।

১৬. এ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের প্রথম ওজরের জবাব। এখানে বলা হয়েছে যে, এ হারাম যার শান্তি, নিরাপত্তা ও কেন্দ্রীয়ত্বের বদৌলতে আজ তোমরা এতটা যোগ্য বিবেচিত হয়েছ যে, সারা দুনিয়ার ব্যবসায়ের পণ্য এ চাষাবাদহীন উপত্যকার দিকে আকর্ষিত হয়ে চলে আসছে, এ শহরের এ নিরাপত্তা ও কেন্দ্রীয়ত্বের মর্যাদা কি তোমাদের চেষ্টা-তদবিরের ফলে ঘটেছে ?

১৭. এ তাদের ওজরের দ্বিতীয় জবাব। জবাবে বলা হয়েছে ঃ যে ধন-দৌলত ও সচ্ছলতার তোমরা অহংকার কর এবং যা হারাবার আশংকায় তোমরা বাতিলের উপর জমে থাকতে ও হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাও, সেই একই ধন-দৌলত কখন আদ সামূদ এবং অন্যান্য জাতিও লাভ করেছিল, কিন্তু এ সম্পদ কি তাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিল ?

১৮. এ তাদের ওজরের তৃতীয় জবাব। পূর্বে যেসব জাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তারা অত্যাচারী ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের ধ্বংস করার পূর্বে রসূল পাঠিয়ে তাদের সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু যখন সতর্কীকরণ সত্ত্বেও তারা নিজেদের বক্রগতি থেকে বিরত হয়নি তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ধ্বংস করে দেন। আজ তোমরাও অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন।

৬০. তোমাদের যা কিছুই দেয়া হয়েছে তা নিছক দুনিয়ার জীবনের সাজ-সরঞ্জাম এবং তার সৌন্দর্য-শোভা আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তা হচ্ছে তার চেয়ে ভালো এবং অধিকতর স্থায়ী। তোমরা কি বিবেচনা করবে না ?

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑥⓪

রুকূ' ঃ ৭

৬১. আচ্ছা, যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং সে তা পেতে যাচ্ছে, সে ব্যক্তি কি কখনো এমন ব্যক্তির মতো হতে পারে, যাকে আমি কেবলমাত্র দুনিয়ার জীবনের সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছি এবং তারপর কিয়ামতের দিনের শাস্তির জন্য তাকে হাযির করা হবে ?

أَفَمَن وَعَدْنَٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَٰقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَٰهُ مَتَٰعَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ⑥①

৬২. আর (তারা যেন ভুলে না যায়) সে দিনটি যখন তিনি তাদেরকে ডাকবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, "কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা আমার শরীক বলে মনে করতে ?"

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ⑥②

৬৩. এ উক্তি যাদের ওপর প্রযোজ্য হবে তারা বলবে, "হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই এ লোকদেরকেই আমরা গোমরাহ করেছিলাম। এদেরকে ঠিক সেভাবেই গোমরাহ করেছিলাম যেভাবে আমরা নিজেরা গোমরাহ হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে দায়মুক্তির কথা প্রকাশ করছি। এরা তো আমাদের বন্দেগী করতো না।"[২০]

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۖ تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ⑥③

৬৪. তারপর তাদেরকে বলা হবে, এবার তোমরা যাদেরকে শরীক বানিয়েছিলে তাদেরকে ডাকো। এরা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা এদের কোনো জবাব দেবে না এবং এরা আযাব দেখে নেবে। হায়! এরা যদি হেদায়াত গ্রহণকারী হতো!

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ⑥④

৬৫. আর তারা (যেন না ভুলে যায়) সেদিনের কথা যেদিন তিনি ডাকবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, "যে রাসূল পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে তোমরা কি জবাব দিয়েছিলে ?"

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ⑥⑤

৬৬. সেদিন তাদের কোনো জবাব থাকবে না, তারা নিজেদের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না।

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ⑥⑥

৬৭. তবে যে ব্যক্তি আজ তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে সে-ই সাফল্যলাভের আশা করতে পারে।

فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ⑥⑦

১৯. অর্থাৎ সেই সব জ্বীন শয়তান ও মানুষ শয়তান দুনিয়ায় যাদের আল্লাহর শরীক বানানো হয়েছিল, যাদের কথার মুকাবিলায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের কথা রদ করে দেয়া হয়েছিল এবং যাদের উপর আস্থা স্থাপন করে সরল সঠিক পথ ত্যাগ করে জীবনে ভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করা হয়েছিল। এসবকে কেউ উপাস্য ও 'রব' বলে অভিহিত করুক বা না করুক, তাদের অনুসরণ ও আনুগত্য যখন সেভাবে করা হয়েছে যেভাবে আল্লাহ তাআলার করা উচিত সুতরাং তাদেরকেই আল্লাহর সাথে শরীক করা হয়েছে।

২০. অর্থাৎ আমার নয় বরং নিজেদের প্রবৃত্তির দাস বনেছিলো।

﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

৬৮. তোমার রব যা চান সৃষ্টি করেন এবং (তিনি নিজেই নিজের কাজের জন্য যাকে চান) নির্বাচিত করে নেন। এ নির্বাচন তাদের কাজ নয়। আল্লাহ পবিত্র এবং তারা যে শির্ক করে তার অনেক উর্ধে।

﴿٦٩﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ

৬৯. তোমার রব জানেন যা কিছু তারা মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে।

﴿٧٠﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

৭০. তিনিই এক আল্লাহ যিনি ছাড়া ইবাদাতের আর কোনো হকদার নেই। তাঁরই জন্য প্রশংসা দুনিয়ায়ও এবং আখেরাতেও। শাসন কর্তৃত্ব তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে।

﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ

৭১. হে নবী! তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো চিন্তা করছো, আল্লাহ যদি কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ওপর চিরকালের জন্য রাতকে অব্যাহত রাখেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন্ মাবুদ আছে তোমাদের আলো এনে দেবে ? তোমরা কি শুনছো না ?

﴿٧٢﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

৭২. তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, আল্লাহ যদি কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ওপর চিরকালের জন্য দিবস অব্যাহত রাখেন তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন্ মাবুদ আছে তোমাদের রাত এনে দেবে, যাতে তোমরা তার মধ্যে বিশ্রাম করতে পারো ? তোমরা কি ভেবে দেখছো না ?

﴿٧٣﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

৭৩. এটা ছিল তাঁরই অনুগ্রহ, তিনি তোমাদের জন্য তৈরী করেছেন রাত ও দিন, যাতে তোমরা (রাতে) শান্তি এবং (দিনে) নিজের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো, হয়তো তোমরা শোকরগুজার হবে।

﴿٧٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

৭৪. (তারা যেন স্মরণ রাখে) সেদিনের কথা যখন তিনি তাদেরকে ডাকবেন, তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে ?"

﴿٧٥﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

৭৫. আর আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন সাক্ষী বের করে আনবো তারপর বলবো, "আনো এবার তোমাদের প্রমাণগুলো" সে সময় তারা জানবে, সত্য রয়েছে আল্লাহর কাছে এবং তারা যা কিছু মিথ্যা বানিয়ে রেখেছিল তা সবই উধাও হয়ে যাবে।

রুকূ' ঃ ৮

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ○

৭৬. একথা সত্য, কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ের লোক, তারপর সে নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। আর আমি তাকে এতটা ধনরত্ন দিয়ে রেখেছিলাম যে, তার চাবিগুলো বলবান লোকদের একটি দল বড় কষ্টে বহন করতে পারতো। একবার যখন এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বললো, "অহংকার করো না, আল্লাহ অহংকারকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ○

৭৭. আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে আখেরাতের ঘর তৈরি করার কথা চিন্তা করো এবং দুনিয়া থেকেও নিজের অংশ ভুলে যেয়ো না। অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে পসন্দ করেন না।"

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ○

৭৮. এতে সে বললো, "এসব কিছু তো আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি তার ভিত্তিতে আমাকে দেয়া হয়েছে।"— সে কি একথা জানতো না যে, আল্লাহ এর পূর্বে এমন বহু লোককে ধ্বংস করে দিয়েছেন যারা এর চেয়ে বেশী বাহুবল ও জনবলের অধিকারী ছিল ? অপরাধীদেরকে তো তাদের গোনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় না।[২১]

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ○

৭৯. একদিন সে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো পূর্ণ জাঁকজমক সহকারে যারা দুনিয়ার জীবনের ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িত ছিল তারা তাকে দেখে বললো, "আহা! কারূনকে যা দেয়া হয়েছে তা যদি আমরাও পেতাম। সে তো বড়ই সৌভাগ্যবান।"

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ○

৮০. কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলতে লাগলো, "তোমাদের ভাব-গতিক দেখে আফসোস হয়। আল্লাহর সওয়াব তার জন্য ভালো যে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আর এ সম্পদ সবরকারীরা ছাড়া আর কেউ লাভ করে না।"

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ○

৮১. শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার গৃহকে ভূগর্ভে পুতে ফেললাম। তখন আল্লাহর মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার মতো সাহায্যকারীদের কোনো দল ছিল না এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে পারলো না।

২১. অর্থাৎ অপরাধীরাতো এ দাবি করে থাকে যে, "আমরা হলাম বড় ভালো লোক।" তারা কবে একথা স্বীকার করে যে তাদের মধ্যে কোন্ খারাবি আছে? তাদের শাস্তি তাদের নিজেদের স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে না। তাদের পাকড়াও করার সময় তাদেরকে একথা জিজ্ঞেস করে তবে পাকড়াও করা হয় না যে—'বল, তোমাদের অপরাধ কি?'

(٨٢) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

৮২. যারা আগের দিন তার মতো মর্যাদালাভের আকাংখা পোষণ করছিল তারা বলতে লাগলো, "আফসোস, আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার রিযিক প্রসারিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে সীমিত রিযিক দেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে আমাদেরও ভূগর্ভে পুতে ফেলতেন। আফসোস, আমাদের মনে ছিল না, কাফেররা সফলকাম হয় না।"

রুকূ’ ঃ ৯

(٨٣) تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

৮৩. সে আখেরাতের গৃহ[22] তো আমি তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেবো যারা পৃথিবীতে নিজেদের বড়াই চায় না এবং চায় না বিপর্যয় সৃষ্টি করতে। আর শুভ পরিণাম রয়েছে মুত্তাকীদের জন্যই।

(٨٤) مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

৮৪. যে কেউ ভাল কাজ নিয়ে আসবে তার জন্য রয়েছে তার চেয়ে ভাল ফল এবং যে কেউ খারাপ কাজ নিয়ে আসে তার জানা উচিত যে, অসৎ কর্মশীলরা যেমন কাজ করতো ঠিক তেমনটিই প্রতিদান পাবে।

(٨٥) إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

৮৫. হে নবী! নিশ্চিত জেনো, যিনি এ কুরআন তোমার ওপর ন্যস্ত করেছেন তিনি তোমাকে একটি উত্তম পরিণতিতে পৌঁছিয়ে দেবেন।[23] তাদেরকে বলে দাও, "আমার রব ভালো করেই জানেন কে হেদায়াত নিয়ে এসেছে এবং কে প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে।"

(٨٦) وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ

৮৬. তুমি মোটেই আশা করোনি যে, তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করা হবে। এতো নিছক তোমার রবের মেহেরবানী (তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে)। কাজেই তুমি কাফেরদের সাহায্যকারী হয়ো না।

(٨٧) وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

৮৭. আর এমনটি যেন কখনো না হয় যে, আল্লাহর আয়াত যখন তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয় তখন কাফেররা তোমাকে তা থেকে বিরত রাখে। নিজের রবের দিকে দাওয়াত দাও এবং কখনো মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়ো না।

(٨٨) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۘ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

৮৮. এবং আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদদেরকে ডেকো না। তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। সব জিনিসই ধ্বংস হবে কেবলমাত্র তাঁর সত্তা ছাড়া। শাসন কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

২২. অর্থাৎ জান্নাত যা প্রকৃত সাফল্যের স্থান।

২৩. অর্থাৎ এ কুরআনকে আল্লাহর বান্দাদের পর্যন্ত পৌছানোর, তাদেরকে এর শিক্ষা দেয়ার ও এর নির্দেশ ও উপদেশ অনুসারে দুনিয়াবাসীদের সংস্কার-সংশোধন করার দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

সূরা আল 'আনকাবূত

২৯

নামকরণ

একচল্লিশ আয়াতের অংশবিশেষ مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ থেকে সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরার মধ্যে 'আনকাবূত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এটি সে সূরা।

নাযিল হবার সময়-কাল

৫৬ থেকে ৬০ আয়াতের মধ্যে যে বক্তব্য এসেছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, এ সূরাটি হাবশায় হিজরতের কিছু আগে নাযিল হয়েছিল। অধিকন্তু বিষয়বস্তুগুলোর আভ্যন্তরীণ সাক্ষও একথাই সমর্থন করে। কারণ, পশ্চাতপটে সে যুগের অবস্থার চিত্র ঝলকে উঠতে দেখা যায়। যেহেতু এর মধ্যে মুনাফিকদের আলোচনা এসেছে এবং মুনাফিকীর প্রকাশ হয় মদীনায়, সেহেতু কোনো কোনো মুফাস্‌সির ধারণা করে নিয়েছেন যে, সূরাটির প্রথম দশটি আয়াত হচ্ছে মাদানী এবং বাকি সমস্ত সূরাটি মক্কী। অথচ এখানে যেসব লোকের মুনাফিকীর কথা বলা হয়েছে তারা কেবল কাফেরদের জুলুম, নির্যাতন ও কঠোর শারীরিক নিপীড়নের ভয়ে মুনাফিকী অবলম্বন করছিল। আর একথা সুস্পষ্ট, এ ধরনের মুনাফিকীর ঘটনা মক্কায় ঘটতে পারে, মদীনায় নয়। এভাবে এ সূরায় মুসলমানদেরকে হিজরত করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, এ বিষয়টি দেখেও কোনো কোনো মুফাস্‌সির একে মক্কায় নাযিলকৃত শেষ সূরা গণ্য করেছেন। অথচ মদীনায় হিজরতের আগে মুসলমানগণ হাবশায়ও হিজরত করেছিলেন। এ ধারণাগুলো আসলে কোনো হাদীসের ভিত্তিতে নয়। বরং শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সাক্ষের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। আর সমগ্র সূরার বিষয়বস্তুর ওপর সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ আভ্যন্তরীণ সাক্ষ মক্কার শেষ যুগের নয় বরং এমন এক যুগের অবস্থার প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে, যে যুগে মুসলমানদের হাবশায় হিজরাত সংঘটিত হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় বক্তব্য

সূরাটি পড়লে মনে হবে এটি যখন নাযিল হচ্ছিল তখন মক্কায় মুসলমানরা মহাবিপদ-মুসিবতের মধ্যে অবস্থান করছিল। কাফেরদের পক্ষ থেকে পূর্ণ শক্তিতে চলছিল ইসলামের বিরোধিতা এবং মু'মিনদের ওপর চালানো হচ্ছিল কঠোর জুলুম-নিপীড়ন। এহেন অবস্থায় মহান আল্লাহ একদিকে সাচ্চা ঈমানদারদের মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা, সাহস ও অবিচলতা সৃষ্টি করার এবং অন্যদিকে দুর্বল ঈমানদারদেরকে লজ্জা দেবার জন্য এ সূরাটি নাযিল করেন। এই সাথে এর মধ্যে মক্কার কাফেরদেরকেও এ মর্মে কঠোর ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, নিজেদের জন্য এমন পরিণতি ডেকে এনো না, সত্যের সাথে শত্রুতা পোষণকারীরা প্রতি যুগে যার সম্মুখীন হয়ে এসেছে।

সে সময় কিছু কিছু যুবক যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছিলেন এ প্রসংগে তারও জবাব দেয়া হয়েছে। যেমন তাঁদের পিতা-মাতারা তাঁদের ওপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন ত্যাগ করে তাদের দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য চাপ প্রয়োগ করতো। তাঁদের পিতা-মাতারা বলতো, যে কুরআনের প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো তাতেও তো একথাই লেখা আছে যে, মা-বাপের হক সবচেয়ে বেশী। কাজেই আমরা যাকিছু বলছি তাই তোমরা মেনে নাও। নয়তো তোমরা নিজেদের ঈমান বিরোধী কাজে লিপ্ত হবে। ৮ আয়াতে এর জবাব দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে কোনো কোনো নওমুসলিমকে তাদের গোত্রের লোকেরা বলতো, তোমরা আমাদের কথা মেনে নাও এবং ঐ ব্যক্তি থেকে আলাদা হয়ে যাও, এজন্য আযাব-সওয়াব যাই হোক, তার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করছি। যদি এজন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করেন তাহলে আমরা অগ্রবর্তী হয়ে বলে দেবো ঃ জনাব, এ বেচারাদের কোনো দোষ নেই। আমরাই এদেরকে ঈমান ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলাম। কাজেই আমাদের পাকড়াও করুন। এর জবাব দেয়া হয়েছে ১২-১৩ আয়াতে।

এ সূরায় যে কাহিনীগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সেখানেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ দিকটিই সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, পূববর্তী নবীদেরকে দেখো, তাঁরা কেমন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। কত দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন। তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সাহায্য করা হয়েছে। কাজেই ভয় পেয়ো না। আল্লাহর সাহায্য নিশ্চয়ই আসবে কিন্তু পরীক্ষার একটি সময়-কাল অতিবাহিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেবার সাথে সাথে মক্কার কাফেরদেরকেও এ কাহিনীগুলোতে

সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও হতে দেরী হয়, তাহলে তাতে আর কোনোদিন পাকড়াও হবেই না বলে মনে করে নিয়ো না। অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ তোমাদের সামনে রয়েছে। দেখে নাও, শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বনাশ হয়েই গেছে এবং আল্লাহ্ তাঁর নবীদেরকে সাহায্য করেছেন।

তারপর মুসলমানদের এভাবে পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, জুলুম-নির্যাতন যদি তোমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে ঈমান পরিত্যাগ করার পরিবর্তে তোমরা ঘরবাড়ি ত্যাগ করে বের হয়ে যাও। আল্লাহর যমীন অনেক প্রশস্ত। যেখানে আল্লাহর বন্দেগী করার সুযোগ আছে সেখানে চলে যাও।

এসব কথার সাথে সাথে কাফেরদেরকে বুঝাবার দিকটিও বাদ দেয়া হয়নি। তাওহীদ ও আখেরাত উভয় সত্যকে যুক্তিসহকারে তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। শির্ককে খণ্ডন করা হয়েছে। বিশ্বজাহানের নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, আমার নবী তোমাদের সামনে যে শিক্ষা পেশ করছেন এ নিদর্শনাবলী তার সত্যতা প্রমাণ করছে।

❐

আয়াত-৬৯ ২৯-সূরা আল আনকাবূত-মাক্কী রুকূ'-৭

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

الٓمٓ ①

১. আলিফ-লাম-মীম।

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ②
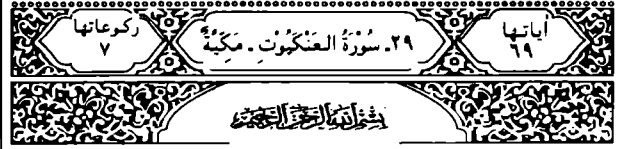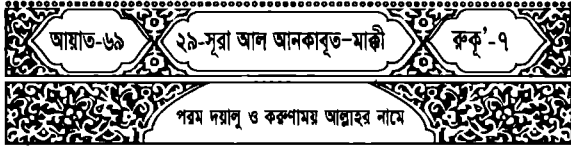
২. লোকেরা কি মনে করে রেখেছে, "আমরা ঈমান এনেছি" কেবলমাত্র একথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না ?

وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ ③

৩. অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যুক।

أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ④

৪. আর যারা[১] খারাপ কাজ করছে তারা কি মনে করে বসেছে তারা আমার থেকে এগিয়ে চলে যাবে ? বড়ই ভুল সিদ্ধান্ত তারা করছে।

مَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَءَاتٍ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ⑤

৫. যে কেউ আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করার আশা করে (তার জানা উচিত), আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসবেই। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।

وَمَن جَٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَٰهِدُ لِنَفْسِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ⑥

৬. যে ব্যক্তিই প্রচেষ্টা-সংগ্রাম করবে সে নিজের ভালোর জন্যই করবে।[২] আল্লাহ অবশ্যই বিশ্ববাসীদের প্রতি মুখাপেক্ষিতাহীন।[৩]

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ⑦

৭. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করবে তাদের দুষ্কৃতিগুলো আমি তাদের থেকে দূর করে দেবো এবং তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কাজগুলোর প্রতিদান দেবো।

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَآ ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ⑧

৮. আমি মানুষকে নিজের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু যদি তারা তোমার ওপর চাপ দেয় যে, তুমি এমন কোনো (মাবুদকে) আমার সাথে শরীক করো যাকে তুমি (আমার শরীক হিসেবে) জানো না, তাহলে তাদের আনুগত্য করো না।[৪] আমার দিকেই তোমাদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদের জানাবো তোমরা কি করছিলে।

১. কথার ধরন থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'যেসব লোক' বলতে জালেমদের বুঝানো হচ্ছে যারা ঈমান আনয়নকারীদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালাচ্ছিল এবং ইসলামের দাওয়াতের ক্ষতি সাধনের জন্য বড় বড় অপকৌশল অবলম্বন করছিল।

২. 'সংগ্রাম-সাধনা' অর্থ কাফেরদের মুকাবিলায় সত্য দীনের পতাকা উচ্চ করা ও উচ্চ রাখার জন্য জীবন পণ প্রচেষ্টা চালানো।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাছে এ সংগ্রাম-সাধনার দাবী এজন্য করছে না যে, তাঁর নিজের কোনো প্রয়োজন——মাআযাল্লাহ——এর জন্য আটকে আছে ; বরং এ তোমাদের নিজেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায়।

৪. মক্কার যে তরুণরা ঈমান এনেছিল তাদের মাতা-পিতা তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল যেন তারা ঈমান থেকে ফিরে আসে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মাতা-পিতার অধিকার নিজ স্থানে আছে। কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে সন্তানকে বিরত রাখার অধিকার তাঁদের নেই।

٩ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ○

৯. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে থাকবে তাদেরকে আমি নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলদের অন্তরভুক্ত করবো।

١٠ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۖ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ○

১০. লোকদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি কিন্তু যখন সে আল্লাহর ব্যাপারে নিগৃহিত হয়েছে তখন লোকদের চাপিয়ে দেয়া পরীক্ষাকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে নিয়েছে। এখন যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্য এসে যায়, তাহলে এ ব্যক্তিই বলবে, "আমরা তো তোমাদের সাথে ছিলাম।" বিশ্ববাসীদের মনের অবস্থা কি আল্লাহ ভালোভাবে জানেন না?

١١ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ○

১১. আর আল্লাহ তো অবশ্যই দেখবেন কারা ঈমান এনেছে এবং কারা মুনাফিক।

١٢ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○

১২. এ কাফেররা মুমিনদেরকে বলে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ করো এবং আমরা তোমাদের গোনাহ-খাতাগুলো নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেবো, অথচ তাদের গোনাহখাতার কিছুই তারা নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেবে না, তারা ডাহা মিথ্যা বলছে।

١٣ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

১৩. হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তারা নিজেদের বোঝাও বইবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে অন্য অনেক বোঝাও।[৫] আর তারা যে মিথ্যাচার চালিয়ে এসেছে কিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তাদেরকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

রুকূ' ঃ ২

١٤ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ○

১৪. আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই এবং সে তাদের মধ্যে থাকে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর। শেষ পর্যন্ত তুফান তাদেরকে ঘিরে ফেলে এমন অবস্থায় যখন তারা যালেম ছিল।

١٥ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ○

১৫. তারপর আমি নূহকে ও নৌকা আরোহীদেরকে রক্ষা করি এবং একে বিশ্ববাসীর জন্য একটি শিক্ষণীয় নিদর্শন করে রাখি।[৬]

١٦ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

১৬. আর ইবরাহীমকে পাঠাই যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলে, "আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাঁকে ভয় করো। এটা তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা জানো।

৫. অর্থাৎ একটি বোঝা নিজে পথভ্রষ্ট হওয়ার ও দ্বিতীয় বোঝা অন্যদের পথভ্রষ্ট করার বা পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য করার জন্য।

৬. অর্থাৎ সেই নৌকাকে যা নূহ আলাইহিস সালামের জাতির ওপর অবতীর্ণ আযাবের এ ঘটনাকে শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য নিদর্শন স্বরূপ করা হয়েছে।

(١٧) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

১৭. তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে পূজা করছো তারাতো নিছক মূর্তি আর তোমরা একটি মিথ্যা তৈরি করছো। আসলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা পূজা করো তারা তোমাদের কোনো রিযিকও দেবার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহর কাছে রিযিক চাও, তাঁরই বন্দেগী করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

(١٨) وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

১৮. আর যদি তোমরা মিথ্যা আরোপ করো, তাহলে পূর্বে বহু জাতি মিথ্যা আরোপ করেছে এবং রাসূলের ওপর পরিষ্কারভাবে পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব নেই।"

(١٩) أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

১৯. এরা কি কখনো লক্ষ করেনি আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন তারপর তার পুনরাবৃত্তি করেন ? নিশ্চয়ই এ (পুনরাবৃত্তি) আল্লাহর জন্য সহজতর।

(٢٠) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

২০. এদেরকে বলো, পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করো এবং দেখো তিনি কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর আল্লাহ দ্বিতীয়বারও জীবন দান করবেন। অবশ্যই আল্লাহ সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী।

(٢١) يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ

২১. যাকে চান শাস্তি দেন এবং যার প্রতি চান করুণা বর্ষণ করেন, তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

(٢٢) وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

২২. তোমরা না পৃথিবীতে অক্ষমকারী, না আকাশে এবং আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করার মতো কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী তোমাদের নেই।

রুকূ' ঃ ৩

(٢٣) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

২৩. যারা আল্লাহর আয়াত এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত অস্বীকার করে, তারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গেছে[৭] এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(٢٤) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

২৪. তারপর সেই জাতির জবাব এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা বললো, "একে হত্যা করো অথবা পুড়িয়ে ফেলো।" শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করেন। অবশ্যই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে।

---

৭. অর্থাৎ আমার রহমতের মধ্যে তাদের কোনো অংশ নেই। তাদের জন্য এ বিষয়ের কোনো অবকাশ নেই যে, তারা আমার রহমত থেকে অংশ পাওয়ার আশা করতে পারে। যখন তারা পরকালকেই অস্বীকার করেছে এবং তাদের কখনো আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে—একথা যখন তারা স্বীকার করে না, তখন তার অর্থই হচ্ছে তারা আল্লাহর কৃপা, দান ও ক্ষমার সাথে কোনো আশার সম্বন্ধ আদৌ যুক্ত রাখেনি।

২৫. আর সে বললো, "তোমরা দুনিয়ার জীবনে তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তিগুলোকে নিজেদের মধ্যে প্রীতি-ভালোবাসার মাধ্যমে পরিণত করে নিয়েছো।[৮] কিন্তু কিয়ামতের দিন তোমরা পরস্পরকে অস্বীকার এবং পরস্পরের প্রতি অভিসম্পাত করবে আর আগুন তোমাদের আবাস হবে এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী হবে না।"

(২৫) وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝

২৬. সে সময় লূত তাকে মেনে নেয় এবং ইবরাহীমকে বলে, আমি আমার রবের দিকে হিজরত করছি, তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।

(২৬) فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ ۘ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

২৭. আর আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব (এর মতো সন্তান) দান করি এবং তার বংশধরদের মধ্যে রেখে দিই নবুওয়াত ও কিতাব এবং তাকে দুনিয়ায় এর প্রতিদান দিই আর আখেরাতে সে নিশ্চিতভাবেই সৎকর্মশীলদের অন্তরভুক্ত হবে।

(২৭) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝

২৮. আর আমি লূতকে পাঠাই যখন সে তার সম্প্রদায়কে বললো, "তোমরা তো এমন অশ্লীল কাজ করছো যা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীদের মধ্যেই কেউ করেনি।

(২৮) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝

২৯. তোমাদের অবস্থা কি এ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তোমরা পুরুষদের কাছে যাচ্ছো, রাহাজানি করছো এবং নিজেদের মজলিসে খারাপ কাজ করছো ?" তারপর তার সম্প্রদায়ের কাছে এ ছাড়া আর কোনো জবাব ছিল না যে, তারা বললো, "নিয়ে এসো আল্লাহর আযাব যদি তুমি সত্যবাদী হও।"

(২৯) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

৩০. লূত বললো, "হে আমার রব। এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো।"

(৩০) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ۝

রুকূ' ঃ ৪

৩১. আর যখন আমার প্রেরিতগণ ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে পৌঁছুলো, তারা তাকে বললো, "আমরা এ জনপদের লোকদেরকে ধ্বংস করে দেবো,[৯] এর অধিবাসীরা বড়ই যালেম হয়ে গেছে।"

(৩১) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ۝

৮. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ পরস্তির পরিবর্তে নফস-পরস্তির (প্রবৃত্তির পূজার) ভিত্তির ওপর নিজেদের সমষ্টিগত জীবনের সংগঠন করেছ যা পার্থিব জীবনের সীমা পর্যন্ত তোমাদের জাতীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম হতে পারে। কারণ এখানে যে কোনো বিশ্বাস ও মতবাদের উপর—তা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক—মানুষ সংঘবদ্ধ হতে পারে। এবং যতই ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন এখানে প্রত্যেক ঐকমত্য ও সংঘবদ্ধতা পারস্পরিক বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, ভ্রাতৃত্ব এবং অন্য সকল প্রকার ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অবলম্বন স্বরূপ হতে পারে।

৯. 'এ জনপদ' বলে কওমে লূতের এলাকার প্রতি ইংগিত করা হয়েছিল। হযরত ইবরামী আলাইহিস সালাম সে সময় জাবরুন শহরে (বর্তমানে আল খলীল) অবস্থান করতেন। এ শহরের দক্ষিণ পূর্বে কয়েক মাইল দূরে ডেডসির সেই অংশ অবস্থিত যেখানে কওমে লূতের বাসভূমি ছিল। এখন এর ওপর ডেডসির জলরাশি প্রসারিত। এ এলাকা নিম্নভূমিতে অবস্থিত ও জাবরুনের উচ্চ পার্বত্য এলাকা থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় সুতরাং ফেরেশতারা এর দিকে ইশারা করে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে বলেন যে, 'আমরা এ বস্তিকে ধ্বংস করতে এসেছি।'

٣٢ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ○

৩২. ইবরাহীম বললো, "সেখানে তো লূত আছে।" তারা বললো, "আমরা ভালোভাবেই জানি সেখানে কে কে আছে, আমরা তাকে ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো তার স্ত্রীকে ছাড়া ;" সে ছিল পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তরভুক্ত।

٣٣ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ○

৩৩. তারপর যখন আমার প্রেরিতগণ লূতের কাছে পৌঁছুলো তাদের আগমনে সে অত্যন্ত বিব্রত ও সংকুচিত হৃদয় হয়ে পড়লো। তারা বললো, "ভয় করো না এবং দুঃখও করো না। আমরা তোমাকে ও তোমার পরিবার-বর্গকে রক্ষা করবো, তোমার স্ত্রীকে ছাড়া, সে পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তরভুক্ত।

٣٤ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○

৩৪. আমরা এ জনপদের লোকদের ওপর আকাশ থেকে আযাব নাযিল করতে যাচ্ছি তারা যে পাপাচার করে আসছে তার কারণে।"

٣٥ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○

৩৫. আর আমি সে জনপদের একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি[১০] তাদের জন্য যারা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে।

٣٦ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○

৩৬. আর মাদয়ানের দিকে আমি পাঠালাম তাদের ভাই শুআইবকে। সে বললো, "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা ! আল্লাহর বন্দেগী করো, শেষ দিনের প্রত্যাশী হও এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হয়ে বাড়াবাড়ি করে বেড়িও না।"

٣٧ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ○

৩৭. কিন্তু তারা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো। শেষে একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করলো এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে মরে পড়ে থাকলো।

٣٨ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ○

৩৮. আর আদ ও সামূদকে আমি ধ্বংস করেছি। তারা যেখানে থাকতো সেসব জায়গা তোমরা দেখেছো তাদের কার্যাবলীকে শয়তান তাদের জন্য সুদৃশ্য বানিয়ে দিল এবং তাদেরকে সোজা পথ থেকে বিচ্যুত করলো অথচ তারা ছিল বুদ্ধি সচেতন।

٣٩ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ○

৩৯. আর কারূন, ফেরাউন ও হামানকে আমি ধ্বংস করি। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসে কিন্তু তারা পৃথিবীতে অহংকার করে অথচ তারা অগ্রগমনকারী ছিল না।

১০. এ 'সুস্পষ্ট প্রকাশ্য নিদর্শন' বলতে ডেডসিকে বুঝানো হয়েছে ; যাকে লূত সাগরও বলা হয়ে থাকে। কুরআন মজীদে কয়েক স্থানে মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, 'এ যালেম কওমের ওপর তাদের কৃতকর্মের ফলে যে আযাব এসেছিল তার এক নিদর্শন আজও প্রকাশ্য রাজ পথে অবস্থিত। সিরিয়ার দিকে নিজেদের তেজারতী সফরে যেতে তোমরা রাতদিন তা দেখতে পাও।'

﴿٤٠﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ۚ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○

৪০. শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককে আমি তার গোনাহের জন্য পাকড়াও করি। তারপর তাদের মধ্য থেকে কারো ওপর আমি পাথর বর্ষণকারী বাতাস প্রবাহিত করি এবং কাউকে একটি প্রচণ্ড বিষ্ফোরণ আঘাত হানে আবার কাউকে আমি ভূগর্ভে প্রোথিত করি এবং কাউকে ডুবিয়ে দিই। আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুমকারী ছিলেন না কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করছিল।

﴿٤١﴾ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ○

৪১. যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে তাদের দৃষ্টান্ত হলো মাকড়সা। সে নিজের একটি ঘর তৈরি করে এবং সব ঘরের চেয়ে বেশী দুর্বল হয় মাকড়সার ঘর। হায় যদি এরা জানতো।

﴿٤٢﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ○

৪২. এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে জিনিসকেই ডাকে আল্লাহ তাকে খুব ভালোভাবেই জানেন এবং তিনিই পরাক্রান্ত ও জ্ঞানী।

﴿٤٣﴾ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ ○

৪৩. মানুষকে উপদেশ দেবার জন্য আমি এ দৃষ্টান্তগুলো দিয়েছি কিন্তু এগুলো একমাত্র তারাই বুঝে যারা জ্ঞান সম্পন্ন।

﴿٤٤﴾ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ○

৪৪. আল্লাহ আসমান ও যমীনকে সত্য-ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন, প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য।

রুকু' ঃ ৫

﴿٤٥﴾ ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ○

৪৫. (হে নবী!) তোমার প্রতি অহির মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা তেলাওয়াত করো এবং নামায কায়েম করো, নিশ্চিতভাবেই নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণ এর চেয়েও বড় জিনিস।[১১] আল্লাহ জানেন তোমরা যাকিছু করো।

﴿٤٦﴾ وَلَا تُجَٰدِلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَٰحِدٌ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ○

৪৬. আর উত্তম পদ্ধতিতে ছাড়া আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করো না তবে তাদের মধ্যে যারা যালেম[১২] তাদেরকে বলো, "আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা পাঠানো হয়েছে তার প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা পাঠানো হয়েছিল তার প্রতিও, আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ একজনই এবং আমরা তাঁরই আদেশ পালনকারী।"

১১. অর্থাৎ অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখাতো সামান্য জিনিস, আল্লাহর যেকের অর্থাৎ নামাযের বরকাত—কল্যাণ তার থেকে অনেক বড়।

১২. অর্থাৎ যেসব লোক অত্যাচারমূলক পন্থা অবলম্বন করে তাদের সাথে তাদের অত্যাচারের প্রকৃতি হিসেবে বিভিন্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। মর্ম এই যে ঃ সবসময় সব অবস্থায় সব রকম লোকদের মুকাবিলায় কোমল ও মধুর ব্যবহার করা চলবে না যার ফলে সত্যের আহ্বানকারীদের শরাফত ও সম্ভ্রমশীলতাকে লোকে দুর্বলতা ও ভীরুতা মনে করবে। ইসলাম আপন অনুসারীদের ভদ্রতা, সম্ভ্রমশীলতা, বিজ্ঞতা ও যৌক্তিকতা অবশ্য শিক্ষা দেয় কিন্তু অসহায়তা ও ভীরুতা-দুর্বলতা শিক্ষা দেয় না যে, তারা প্রত্যেক যালেমের পক্ষে সহজ শিকার রূপে গণ্য হবে।

وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ ۚ فَالَّذِينَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُونَ بِهٖ ۖ وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ إِلَّا الْكٰفِرُونَ ۝٤٧

৪৭. (হে নবী) আমি এভাবেই তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি,[১৩] এজন্য যাদেরকে আমি প্রথমে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে[১৪] এবং এদের অনেকেও[১৫] এতে বিশ্বাস করছে আর আমার আয়াত একমাত্র কাফেররাই অস্বীকার করে।

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ۝٤٨

৪৮. (হে নবী) ইতোপূর্বে তুমি কোনো কিতাব পড়তে না এবং স্বহস্তে লিখতেও না, যদি এমনটি হতো, তাহলে মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করতে পারতো।

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ إِلَّا الظّٰلِمُونَ ۝٤٩

৪৯. আসলে এগুলো হচ্ছে উজ্জ্বল নিদর্শন এমন লোকদের মনের মধ্যে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে[১৬] এবং যালেমরা ছাড়া আর কেউ আমার আয়াত অস্বীকার করে না।

وَقَالُوا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝٥٠

৫০. এরা বলে, "কেনই বা এ ব্যক্তির ওপর নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করা হয়নি এর রবের পক্ষ থেকে ?" বলো, "নিদর্শনাবলী তো রয়েছে আল্লাহর কাছে এবং আমি কেবলমাত্র পরিষ্কারভাবে সতর্ককারী।"

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ ۝٥١

৫১. আর এদের জন্য কি এ (নিদর্শন) যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদেরকে পড়ে শুনানো হয় ? আসলে যারা ঈমান আনে তাদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে রহমত ও নসীহত।

রুকূ' ঃ ৬

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّٰهِ ۙ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝٥٢

৫২. (হে নবী!) বলো, "আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে সবকিছু জানেন। যারা বাতিলকে মানে ও আল্লাহকে অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ۚ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝٥٣

৫৩. এরা তোমার কাছে দাবী করছে আযাব দ্রুত আনার জন্য। যদি একটি সময় নির্ধারিত না করে দেয়া হতো, তাহলে তাদের ওপর আযাব এসেই যেতো এবং নিশ্চিত-ভাবেই (ঠিক সময় মতো তা অকস্মাত এমন অবস্থায় এসে যাবেই যখন তারা জানতেও পারবে না।

---

১৩. এর অর্থ দুই প্রকার হতে পারে। যেরূপ পূর্ববর্তী নবীদের ওপর আমি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছিলাম সেরূপভাবে এখন এ গ্রন্থ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি। আমি এ শিক্ষাসহ এ কিতাব নাযিল করেছি যে, আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহকে অস্বীকার করে নয় বরং সেগুলোকে স্বীকার করে এ কিতাব মান্য করতে হবে।

১৪. পূর্বাপর প্রসঙ্গ থেকে স্বতঃই বুঝা যায়, এর অর্থ সকল আহলে কিতাব নয়, বরং সেইসব গ্রন্থধারীরা যারা আসমানী কিতাবগুলোর সঠিক জ্ঞান ও বুঝ লাভ করেছিল, যারা যথার্থ অর্থে আহলে কিতাব ছিল।

১৫. 'এ লোকদের' বলতে আরববাসীদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। মর্ম হচ্ছে ঃ আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে হোক বা আহলে কিতাব নয় এমন লোকদের মধ্য থেকে হোক, প্রত্যেক জায়গায় সত্যপ্রিয় লোকেরাই এর প্রতি ঈমান এনেছে।

১৬. অর্থাৎ এক নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে কুরআনের মতো কিতাব পেশ করা এবং অকস্মাৎ এরূপ অনন্য সাধারণ উৎকর্ষতা প্রদর্শন করা যার জন্য কোনো পূর্ব প্রস্তুতির কোনো লক্ষণ কারোর গোচরে আসেনি——এটি এমন একটি জিনিস যা জ্ঞানবান ও চক্ষুষ্মান লোকদের দৃষ্টিতে তার পয়গম্বরীর সত্যতা প্রমাণকারী উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

﴿٥٤﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ○

৫৪. এরা তোমার কাছে আযাব দ্রুত আনার দাবী করছে অথচ জাহান্নাম এ কাফেরদেরকে ঘেরাও করে নিয়েছে।

﴿٥٥﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○

৫৫. (এবং এরা জানতে পারবে) সেদিন যখন আযাব এদেরকে ওপর থেকে ঢেকে ফেলবে এবং পায়ের নিচে থেকেও আর বলবে, যেসব কাজ তোমরা করতে এবার তার মজা বুঝো।

﴿٥٦﴾ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ○

৫৬. হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছো ! আমার যমীন প্রশস্ত, কাজেই তোমরা আমারই বন্দেগী করো।[১৭]

﴿٥٧﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ○

৫৭. প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ পেতে হবে। তারপর তোমাদের সবাইকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে।

﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ○

৫৮. যারা ঈমান এনেছে এবং যারা সৎকাজ করেছে তাদেরকে আমি জান্নাতের উঁচু ও উন্নত ইমারতের মধ্যে রাখবো, যেগুলোর নিচে দিয়ে নদী বয়ে যেতে থাকবে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। কতইনা উত্তম প্রতিদান কর্মশীলদের জন্য—

﴿٥٩﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○

৫৯. তাদের জন্য যারা সবর করেছে এবং যারা নিজেদের রবের প্রতি আস্থা রাখে।

﴿٦٠﴾ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

৬০. কত জীব-জানোয়ার আছে যারা নিজেদের জীবিকা বহন করে না। আল্লাহই তাদেরকে জীবিকা দেন এবং তোমাদের জীবিকাদাতাও তিনিই, তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।

﴿٦١﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ○

৬১. যদি তুমি তাদেরকে[১৮] জিজ্ঞেস করো পৃথিবী ও আকাশসমূহ কে সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র ও সূর্যকে কে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন তাহলে অবশ্যই তারা বলবে আল্লাহ, এরপর এরা প্রতারিত হচ্ছে কোন্ দিক থেকে ?

﴿٦٢﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

৬২. আল্লাহই তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রসারিত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চিতভাবে আল্লাহ সব জিনিস জানেন।

﴿٦٣﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ○

৬৩. আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত পতিত ভূমিকে সঞ্জীবিত করেছেন, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য[১৯] কিন্তু অধিকাংশ লোক বুঝে না।

১৭. এখানে হিজরতের দিকে ইশারা করা হচ্ছে। অর্থাৎ যদি মক্কাতে আল্লাহর বন্দেগী করা কঠিন হয়ে থাকে তবে দেশ ত্যাগ করে চলে যাও। আল্লাহর যমীন সংকীর্ণ নয়। যেখানে তোমার পক্ষে আল্লাহর বান্দারূপে জীবনযাপন করা সম্ভব সেখানে চলে যাও।

১৮. এখান থেকে ভাষণের লক্ষ পুনরায় মক্কার কাফেরদের প্রতি ফেরানো হয়েছে।

১৯. এখানে 'আলহামদুলিল্লাহ' শব্দটির দু'টি অর্থ আছে ঃ ১. যখন এ সমস্ত কাজ আল্লাহর তখন প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনিই ! অন্যান্যরা কোথা থেকে প্রশংসার হকদার হবে ? ২. আল্লাহকে ধন্যবাদ !—তোমরা নিজেরাই একথা স্বীকার করো।

রুকু' ঃ ৭

٦٤ وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ؕ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

৬৪. আর এ দুনিয়ার জীবন একটি খেলা ও মন ভুলানোর সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল জীবনের গৃহতো হচ্ছে পরকালীন গৃহ। হায়! যদি তারা জানতো।

٦٥ فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ○

৬৫. যখন তারা নৌযানে আরোহণ করে তখন নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে ভিড়িয়ে দেন তখন সহসা তারা শিরক করতে থাকে,

٦٦ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚۙ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۫ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

৬৬. যাতে আল্লাহ প্রদত্ত নাজাতের ওপর তাঁর অনুগ্রহ অস্বীকার করতে এবং দুনিয়ার জীবনের মজা ভোগ করতে পারে। বেশ, শিগ্গীর তারা জেনে যাবে।

٦٧ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ○

৬৭. তারা কি দেখে না, আমি একটি নিরাপদ হারম বানিয়ে দিয়েছি, অথচ তাদের আশেপাশে লোকদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়?[২০] এরপরও কি তারা বাতিলকে মেনে নেবে এবং আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٦٨ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ○

৬৮. তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা সত্যকে মিথ্যা বলে, যখন তা তার সামনে এসে গেছে? জাহান্নামই কি এ ধরনের কাফেরদের আবাস নয়?

٦٩ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৬৯. যারা আমার জন্য সংগ্রাম-সাধনা করবে তাদেরকে আমি আমার পথ দেখাবো।[২১] আর অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরই সাথে আছেন।

২০. অর্থাৎ তাদেরই এ শহর মক্কাকে—যার আশ্রয়ে তারা পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে আছে—কোনো 'লাত' বা 'হোবল' কি হারাম বানিয়েছে? আরবের চরম নিরাপত্তাহীন ও অশান্তিপূর্ণ পরিবেশে মক্কাকে সমস্ত রকমের ফেতনা-ফাসাদ ও বিশৃংখলা বিপর্যয় থেকে ২৫০০ বছর যাবত সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখা কি কোনো দেব বা দেবীর ক্ষমতা ছিল? এ জায়গায় পবিত্রতা ও নিরাপত্তা বজায় যদি আমি না রেখে থাকি তবে কে রেখেছে?

২১. অর্থাৎ যে সকল লোক ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর পথে দুনিয়াভর বাদ-বিবাদ ও দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিপদ বরণ করে নেয় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য ও পথপ্রদর্শন করেন এবং তার নিজের দিকের পথসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তিনি প্রতি পদক্ষেপে তাদের জানিয়ে দেন যে, আমার সন্তুষ্টি তোমরা কিরূপে লাভ করতে পার। পথের প্রতিটি বাঁকে তাদেরকে তিনি আলোক দেখান যে, সঠিক রাস্তা কোন্ দিকে ও ভ্রষ্টপথ কোন্‌টি। যতটা সৎ দৃষ্টি ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে বর্তমান থাকে আল্লাহর সাহায্য, সুযোগ ও হেদায়াতও ততটা তাদের সাথে থাকে।

সূরা আর রূম

৩০

নামকরণ

প্রথম আয়াত غُلِبَتِ الرُّوْمُ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

শুরুতেই যে ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বলা হয়েছে তা থেকে নাযিলের সময়-কাল চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। এখানে বলা হয়েছে যে, "নিকটবর্তী দেশে রোমীয়রা পরাজিত হয়েছে।" সে সময় আরবের সন্নিহিত রোম অধিকৃত এলাকা ছিল জর্দান, সিরিয়া ও ফিলিস্তীন। এসব এলাকায় রোমানদের ওপর ইরানীদের বিজয় ৬১৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ণতা লাভ করেছিল। এ থেকে পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে বলা যেতে পারে যে, এ সূরাটি সে বছরই নাযিল হয় এবং হাবশায় হিজরতও এ বছরই অনুষ্ঠিত হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলোতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা কুরআন মজীদের আল্লাহর কালাম এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের সত্য রসূল হবার সুস্পষ্ট প্রমাণগুলোর অন্যতম। এটি অনুধাবন করার জন্য এ আয়াতগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের নবুওয়াত লাভের ৮ বছর আগের একটি ঘটনা। রোমের কায়সার মরিসের (Mauric) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। ফোকাস (Phocas) নামক এক ব্যক্তি রাজ সিংহাসন দখল করে। সে প্রথমে কায়সারের চোখের সামনে তাঁর পাঁচ পুত্রকে হত্যা করায় তারপর নিজে কায়সারকে হত্যা করে পিতা ও পুত্রদের কর্তিত মস্তকগুলো কনস্টান্টিনোপলে প্রকাশ্য রাজপথে টাঙিয়ে দেয়। এর কয়েকদিন পর সে কায়সারের স্ত্রী ও তার তিন কন্যাকেও হত্যা করে। এ ঘটনার ফলে ইরানের বাদশাহ খসরু পারভেজ রোম আক্রমণ করার চমৎকার নৈতিক ওজুহাত খুঁজে পান। কায়সার মরিস ছিলেন তাঁর অনুগ্রাহক। তাঁর সহায়তায় পারভেজ ইরানের সিংহাসন দখল করেন। তাই তিনি তাঁকে নিজের পিতা বলতেন। এ কারণে তিনি ঘোষণা করেন, বিশ্বাসঘাতক ফোকাস আমার পিতৃতুল্য ব্যক্তি ও তাঁর সন্তানদের প্রতি যে জুলুম করেছে আমি তার প্রতিশোধ নেবো। ৬০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে ফোকাসের সেনাবাহিনীকে একের পর এক পরাজিত করে একদিকে এশিয়া মাইনরের এডেসার (বর্তমান উরফা) এবং অন্যদিকে সিরিয়ার হালব ও আন্তাকিয়ায় পৌঁছে যান। রোমের রাজ পরিষদ যখন দেখলো ফোকাস দেশ রক্ষা করতে পারছে না তখন তারা আফ্রিকার গভর্নরের সাহায্য চাইলো। গভর্নর তার পুত্র হিরাক্লিয়াসকে (Heraclius) একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী সহকারে কনস্টান্টিনোপলে পাঠান। তারা সেখানে পৌঁছে যাবার সাথে সাথেই ফোকাসকে পদচ্যুত করা হয়। তার পরিবর্তে হিরাক্লিয়াসকে কায়াসর পদে অভিসিক্ত করা হয়। তিনি ক্ষমতাসীন হয়েই ফোকাসের সাথে একই ব্যবহার করেন যা সে ইতোপূর্বে মরিসের সাথে করেছিল। এটি ছিল ৬১০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা এবং এ বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াত লাভ করেন।

খসরু পারভেজ যে নৈতিক বাহানাবাজীর ভিত্তিতে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন ফোকাসের পদচ্যুতি ও তার হত্যার পর তা খতম হয়ে গিয়েছিল। যদি সত্যিই বিশ্বাসঘাতক ফোকাসের থেকে তার জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করাই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকতো তাহলে তার নিহত হবার পর নতুন কায়সারের সাথে পারভেজের সন্ধি করে নেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি এরপরও যুদ্ধ জারী রাখেন। বরং এরপর তিনি এ যুদ্ধকে অগ্নিউপাসক ও খৃষ্টবাদের মধ্যে ধর্মীয় যুদ্ধের রূপ দেন। খৃষ্টানদের যেসব সম্প্রদায়কে ধর্মচ্যুত ও নাস্তিক গণ্য করে রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় গীর্জা বছরের পর বছর ধরে তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আসছিল (অর্থাৎ নাস্তুরী, ইয়াকূবী ইত্যাদি) তারাও আক্রমণকারী অগ্নি উপাসকদের প্রতি সর্বাত্মক সহানুভূতি দেখাতে থাকে। এদিকে ইহুদীরাও অগ্নি উপাসকদেরকে সমর্থন দেয়। এমনকি খসরু পারভেজের সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণকারী ইহুদী সৈন্যদের সংখ্যা ২৬ হাজারে পৌঁছে যায়।

হিরাক্লিয়াস এসে এ বাঁধ ভাংগা স্রোত রোধ করতে পারেননি। সিংহাসনে আরোহণের পরপরই পূর্বদেশ থেকে প্রথম যে খবরটি তাঁর কাছে পৌঁছে সেটি ছিল ইরানীদের হাতে আন্তাকিয়ার পতন। তারপর ৬১৩ খৃষ্টাব্দে তারা দামেশক দখল করে। ৬১৪ খৃষ্টাব্দে বায়তুল মাকদিস দখল করে ইরানীরা সমগ্র খৃষ্টান জগতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ৯০ হাজার খৃষ্টানকে এ শহরে হত্যা করা

হয়। তাদের সবচেয়ে পবিত্র আল কিয়ামাহ গীর্জা (Holy Scpulchre) ধ্বংস করে দেয়া হয়। আসল ক্রুশ দণ্ডটি; যে সম্পর্কে খৃস্টানদের বিশ্বাস হযরত মসীহকে তাতেই শূলীবিদ্ধ করা হয়েছিল, ইরানীরা ছিনিয়ে নিয়ে মাদায়েন পৌঁছিয়ে দেয়। আর্চবিশপ যাকারিয়াকেও পাকড়াও করা হয় এবং শহরের সমস্ত বড় বড় গীর্জা তারা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। খসরু পারভেজ বিজয়ের নেশায় যেভাবে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তা বায়তুল মাকদিস থেকে হিরাক্লিয়াসকে তিনি যে পত্রটি লিখেছিলেন তা থেকে আন্দাজ করা যায়। তাতে তিনি বলেন ঃ

"সকল ইলাহর বড় ইলাহ সমগ্র পৃথিবীর অধিকারী খসরুর পক্ষ থেকে তার নীচ ও মূর্খ-অজ্ঞ বান্দা হিরাক্লিয়াসের নামে—

"তুমি বলে থাকো, তোমার ইলাহর প্রতি তোমার আস্থা আছে। তোমার ইলাহর আমার হাত থেকে জেরুশালেম রক্ষা করলেন না কেন ?"

এ বিজয়ের পর এক বছরের মধ্যে ইরানী সেনাদল জর্দান, ফিলিস্তীন ও সমগ্র সিনাই উপদ্বীপ দখল করে পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানা মিসর পর্যন্ত বিস্তৃত করে। এটা এমন এক সময় ছিল যখন মক্কা মুআয্‌যমায় এর চেয়ে আরো অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ চলছিল। এখানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের নেতৃত্বাধীনে তাওহীদের পতাকাবাহীরা কুরাইশ সরদারদের নেতৃত্বে শিরকের পতাকাবাহীদের সাথে যুদ্ধরত ছিল। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, ৬১৫ খৃস্টাব্দে বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে স্বদেশ ত্যাগ করে হাবশার খৃস্টান রাজ্যে (রোম সাম্রাজ্যের মিত্র দেশ) আশ্রয় নিতে হয়। এ সময় রোম সাম্রাজ্যে ইরানের বিজয় অভিযানের কথা ছিল সবার মুখে মুখে, মক্কার মুশরিকরা এসব কথায় আহলাদে আটখানা হয়ে উঠছিল। তারা মুসলমানদের বলতো ঃ দেখো, ইরানের অগ্নি উপাসকরা বিজয় লাভ করেছে এবং অহী ও নবুওয়াত অনুসারী খৃস্টানরা একের পর এক পরাজিত হয়ে চলেছে। অনুরূপভাবে আমরা আরবের মূর্তিপূজারীরাও তোমাদেরকে এবং তোমাদের দীনকে ধ্বংস করে ছাড়বো।

এ অবস্থায় কুরআন মজীদের এ সূরাটি নাযিল হয় এবং এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় ঃ "নিকটবর্তী দেশে রোমানরা পরাজিত হয়েছে কিন্তু এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যেই আবার তারা বিজয়ী হবে। আর সেটি এমন দিন হবে যেদিন আল্লাহর দেয়া বিজয়ে মু'মিনরা খুশী হয়ে যাবে।" এর মধ্যে একটির পরিবর্তে দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, রোমানরা জয় লাভ করবে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মুসলমানরাও একই সময় বিজয় লাভ করবে। আপাতদৃষ্টে এ দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীর কোনো একটিরও কয়েক বছরের মধ্যে সত্য প্রমাণিত হবার কোনো দূরতম সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছিল না। একদিকে ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান। তারা মক্কায় নির্যাতিত হয়ে চলছিল। এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরও আট বছর পর্যন্ত কোনোদিক থেকে তাদের বিজয় লাভের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। অন্যদিকে রোমের পরাজয়ের বহর দিনের পর দিন বেড়েই চলছিল। ৬১৯ সাল পর্যন্ত সমগ্র মিসর পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে চলে এসেছিল। অগ্নি উপাসক সেনাদল ত্রিপোলির সন্নিকটে পৌঁছে তাদের পতাকা গেঁড়ে দিয়েছিল। এশিয়া মাইনরে ইরানী সেনাদল রোমানদের বিতাড়িত ও বিধ্বস্ত করতে করতে বসফোরাস প্রণালীতে পৌঁছে গিয়েছিল ৬১৭ সালে তারা কনস্টান্টিনোপলের সামনে খিল্‌কদুন (Chalcedon) ঃ বর্তমান কাযীকোই) দখল করে নিয়েছিল। কায়সার খসরুর কাছে দূত পাঠিয়ে অত্যন্ত বিনয় ও দীনতা সহকারে আবেদন করলেন, আমি যে কোনো মূল্যে সন্ধি করতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি জবাব দিলেন, "এখন আমি কায়সারকে ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপত্তা দেবো না যতক্ষণ না তিনি শৃংখলিত অবস্থায় আমার সামনে হাজির হন এবং তাঁর শূলীবিদ্ধ ঈশ্বরকে ত্যাগ করে অগ্নি খোদার উপাসনা করেন।" অবশেষে কায়সার এমনই পরাজিত মনোভাব সম্পন্ন হয়ে পড়লেন যে, তিনি কনস্টান্টিনোপল ত্যাগ করে কার্থেজে (Carthage : বর্তমানে টিউনিস) চলে যাবার পরিকল্পনা করলেন। মোটকথা ইংরেজ ঐতিহাসিক গিবনের বক্তব্য অনুযায়ী কুরআন মজীদের এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরও সাত আট বছর পর্যন্ত অবস্থা এমন ছিল যার ফলে রোমানরা ইরানীদের ওপর বিজয় লাভ করবে এ ধরনের কোনো কথা কোনো ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারতো না। বরং বিজয় তো দূরের কথা তখন সামনের দিকে এ সাম্রাজ্য আর টিকে থাকবে এ আশাও কারো ছিল না।*

কুরআন মজীদের এ আয়াত নাযিল হলে মক্কার কাফেররা এ নিয়ে খুবই ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকে। উবাই ইবনে খালফ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বাজী রাখে। সে বলে, যদি তিন বছরের মধ্যে রোমানরা জয়লাভ করে তাহলে আমি তোমাকে দশটা উট দেবো অন্যথায় তুমি আমাকে দশটা উট দেবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বাজীর কথা জানতে পেরে বলেন, কুরআনে বলা হয়েছে فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ আর আরবী ভাষায় بِضع শব্দ বললে দশের কম বুঝায়। কাজেই দশ বছরের শর্ত রাখো এবং উটের সংখ্যা দশ থেকে বাড়িয়ে একশো করে দাও। তাই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উবাইর সাথে আবার

* Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, vol, ii. P. 788. Modern Library, New York.

কথা বলেন এবং নতুনভাবে শর্ত লাগানো হয় যে, দশ বছরের মধ্যে উভয় পক্ষের যার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে সে অন্য পক্ষকে একশোটি উট দেবে।

৬২২ সালে একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনা তাইয়েবায় চলে যান অন্যদিকে কায়সার হিরাক্লিয়াস নীরবে কনস্টান্টিনোপল থেকে বের হয়ে কৃষ্ণসাগরের পথে ত্রাবিজুনের দিকে রওয়ানা দেন। সেখানে গিয়ে তিনি পেছন দিক থেকে ইরানের ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এ প্রতি-আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য কায়সার গীর্জার কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান। ফলে খৃষ্টীয় গীর্জার প্রধান বিশপ সারজিয়াস (Scrgius) খৃস্টবাদকে মাজুসীবাদের (অগ্নিপূজা) হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গীর্জাসমূহে ভক্তদের নজরানা বাবদ প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ সূদের ভিত্তিতে ঋণ দেন। হিরাক্লিয়াস ৬২৩ খৃষ্টাব্দে আর্মেনিয়া থেকে নিজের আক্রমণ শুরু করেন। দ্বিতীয় বছর ৬২৪ সালে তিনি আজারবাইজানে প্রবেশ করে জরথুস্টের জন্মস্থান আরমিয়াহ (Clorumia) ধ্বংস করেন এবং ইরানীদের সর্ববৃহৎ অগ্নিকুণ্ড বিধ্বস্ত করেন। আল্লাহর মহিমা দেখুন, এ বছরেই মুসলমানরা বদর নামক স্থানে মুশরিকদের মুকাবিলায় প্রথম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে। এভাবে সূরা রূমে উল্লেখিত দুটি ভবিষ্যদ্বাণীই দশ বছরের সময়সীমা শেষ হবার আগেই একই সাথে সত্য প্রমাণিত হয়।

এরপর রোমান সৈন্যরা অনবরত ইরানীদেরকে পর্যুদস্ত করে যেতেই থাকে। ৬২৭ খৃস্টাব্দে নিনেভার যুদ্ধে তারা পারস্য সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়। এরপর পারস্য সম্রাটদের আবাসস্থল বিধ্বস্ত করে। হিরাক্লিয়াসের সৈন্যদল সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এবং তারা তদানীন্তন ইরানের রাজধানী তায়াসফুনের (Ctcsiphon) দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। ৬২৮ সালে খসরু পারভেজের পরিবারে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাকে বন্দী করা হয়। তার চোখের সামনে তার ১৮জন পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হয়। কয়েক দিন পরে কারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিনি নিজেও মৃত্যুবরণ করেন। এ বছরই হুদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হয়, যাকে কুরআন মহা বিজয় নামে আখ্যায়িত করেছে এবং এ বছরই খসরুর পুত্র দ্বিতীয় কুবাদ সমস্ত রোম অধিকৃত এলাকার ওপর থেকে অধিকার ত্যাগ করে এবং আসল ক্রুশ ফিরিয়ে দিয়ে রোমের সাথে সন্ধি করে। ৬২৯ সালে "পবিত্র ক্রুশ"কে স্বস্থানে স্থাপন করার জন্য কায়সার নিজে "বায়তুল মাকদিস" যান এবং এ বছরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাযা উমরাহ আদায় করার জন্য হিজরতের পর প্রথমবার মক্কা মুআয্যমায় প্রবেশ করেন।

এরপর কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী যে পুরোপুরি সত্য ছিল এ ব্যাপারে কারো সামান্যতম সন্দেহের অবকাশই ছিল না। আরবের বিপুল সংখ্যক মুশরিক এর প্রতি ঈমান আনে। উবাই ইবনে খালফের উত্তরাধিকারীদের পরাজয় মেনে নিয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বাজীর একশো উট দিয়ে দিতে হয়। তিনি সেগুলো নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দেন, এগুলো সাদকা করে দাও। কারণ বাজী যখন ধরা হয় তখন শরীয়াতে জুয়া হারাম হবার হুকুম নাযিল হয়নি। কিন্তু এখন তা হারাম হবার হুকুম এসে গিয়েছিল। তাই যুদ্ধের মাধ্যমে বশ্যতা স্বীকারকারী কাফেরদের থেকে বাজীর অর্থ নেয়ার অনুমতি তো দিয়ে দেয়া হয়েছে কিন্তু এ সংগে হুকুম দেয়া হয়, তা নিজে ভোগ না করে সাদকা করে দিতে হবে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরায় বক্তব্য এভাবে শুরু করা হয়েছে, আর রোমানরা পরাজিত হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্ববাসী মনে করছে এ সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন। কিন্তু কয়েক বছর অতিবাহিত হতে না হতে সবকিছুই পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং আজ যে পরাজিত সেদিন সে বিজয়ী হয়ে যাবে।

এ ভূমিকা থেকে একথা প্রকাশিত হয়েছে যে, মানুষ নিজের বাহ্য দৃষ্টির কারণে শুধুমাত্র তাই দেখে যা তার চোখের সামনে থাকে। কিন্তু এ বাহ্যিক পর্দার পেছনে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। এ বাহ্যদৃষ্টি যখন দুনিয়ার সামান্য সামান্য ব্যাপারে বিভ্রান্তি ও ভ্রান্ত অনুমানের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং যখন শুধুমাত্র "আগামীকাল কি হবে" এতটুকু কথা না জানার কারণে মানুষ ভুল হিসেব করে বসে তখন সামগ্রিকভাবে সমগ্র জীবনের ব্যাপারে ইহকালীন বাহ্যিক জীবনের ওপর নির্ভরশীলতা এবং এরি ভিত্তিতে নিজের সমগ্র জীবন পুঁজিকে বাজী রাখা মস্ত বড় ভুল, তাতে সন্দেহ নেই।

এভাবে রোম ও ইরানের বিষয় থেকে ভাষণ আখেরাতের বিষয়ের দিকে মোড় নিয়েছে এবং ক্রমাগত তিন রুকূ' পর্যন্ত বিভিন্নভাবে একথা বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আখেরাতের জীবন সম্ভব, যুক্তিসংগত এবং এর প্রয়োজনও আছে। মানুষের জীবন ব্যবস্থাকে সুস্থ ও সুন্দর করে রাখার স্বার্থেও তার জন্য আখেরাতে বিশ্বাস করে বর্তমান জীবনের কর্মসূচী নেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় বাহ্যদৃষ্টির ওপর নির্ভর করে কর্মসূচী গ্রহণ করার যে পরিণাম হয়ে থাকে তাই হতে বাধ্য।

এ প্রসংগে আখেরাতের পক্ষে যুক্তি পেশ করতে গিয়ে বিশ্ব-জগতের যেসব নিদর্শনকে সাক্ষ-প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে সেগুলো তাওহীদেরও প্রমাণ পেশ করে। তাই চতুর্থ রুকূ'র শুরু থেকে তাওহীদকে সত্য ও শিরককে মিথ্যা প্রমাণ করাই ভাষণের লক্ষ হয়ে দাঁড়ায় এবং বলা হয়, মানুষের জন্য পুরোপুরি একনিষ্ঠ হয়ে এক আল্লাহর বন্দেগী করা ছাড়া আর কোনো প্রাকৃতিক ধর্ম নেই। শিরক বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির বিরোধী। তাই যেখানেই মানুষ এ ভ্রষ্টতার পথ অবলম্বন করেছে সেখানেই বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগে আবার সেই মহা বিপর্যয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যা সে সময় দুনিয়ার দুটি সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের কারণে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। বলা হয়েছে, এ বিপর্যয় শিরকের অন্যতম ফল এবং মানব জাতির অতীত ইতিহাসে যতগুলো জাতি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে তারা সবাই ছিল মুশরিক।

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে উপমার মাধ্যমে লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যেমন মৃত পতিত যমীন আল্লাহ প্রেরিত বৃষ্টির স্পর্শে সহসা জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং জীবন ও ফসলের ভাণ্ডার উদগীরণ করতে থাকে, ঠিক তেমনি আল্লাহ প্রেরিত অহী ও নবুওয়াতও মৃত পতিত মানবতার পক্ষে রহমতের বারিধারা স্বরূপ এবং এর নাযিল হওয়ায় তার জন্য জীবন, বৃদ্ধি, বিকাশ এবং কল্যাণের উৎসের কারণ হয়। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে আরবের এ অনুর্বর ভূমি আল্লাহর রহমতে শস্য শ্যামল হয়ে উঠবে এবং সমস্ত কল্যাণ হবে তোমাদের নিজেদেরই জন্য। আর এর সদ্ব্যবহার না করলে নিজেদেরই ক্ষতি করবে। তারপর অনুশোচনা করেও কোনো লাভ হবে না এবং ক্ষতিপূরণ করার কোনো সুযোগ পাবে না।

❒
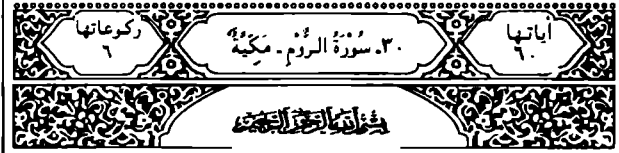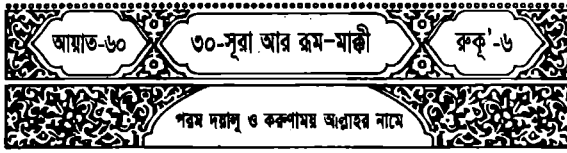
১. আলিফ-লাম-মীম।

২-৪. রোমানরা নিকটবর্তী দেশে পরাজিত হয়েছে এবং নিজেদের এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয় লাভ করবে।[১] ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আগেও আল্লাহরই ছিল। পরেও তাঁরই থাকবে। আর সেদিনটি হবে এমন দিন যেদিন আল্লাহ প্রদত্ত বিজয়ে মুসলমানরা আনন্দে উৎফুল্ল হবে।[২]

৫. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী ও মেহেরবান।

৬. আল্লাহ এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ কখনো নিজের প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধাচরণ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

৭. লোকেরা দুনিয়ার কেবল বাহ্যিক দিকটাই জানে এবং আখেরাত থেকে তারা নিজেরাই গাফেল।

৮. তারা কি কখনো নিজেদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করেনি ? আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশজগত এবং তাদের মাঝখানে যাকিছু আছে সবকিছু সঠিক উদ্দেশ্যে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অনেকেই তাদের রবের সাক্ষাতে বিশ্বাস করে না।[৩]

৯. আর এরা কি কখনো পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ? তাহলে এদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের পরিণাম এরা দেখতে পেতো। তারা এদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল, তারা জমি কর্ষণ করেছিল খুব ভালো করে এবং এতবেশী আবাদ করেছিল যতটা এরা করেনি। তাদের কাছে তাদের রাসূল আসে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নিয়ে। তারপর আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুমকারী ছিলেন না কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করছিল।

١ الٓمّٓ ۝

٢ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۝

٣ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۝

٤ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۗ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۗ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

٥ بِنَصْرِ اللّٰهِ ۗ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

٦ وَعْدَ اللّٰهِ ۗ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

٧ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝

٨ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝

٩ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

১. এ ইশারা সেই সংগ্রামের প্রতি যা সে সময় রোম ও ইরান সাম্রাজ্যের মধ্যে চলছিল। সে সময় রোমকরা বড় হীনভাবে পরাজিত হয়েছিল এবং কেউ এ চিন্তা করতে পারেনি যে, আবার তারা উত্থিত হতে পারবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে এ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে—কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা আবার বিজয়ী হবে।

২. এটা আর একটা ভবিষ্যদ্বাণী। এর অর্থ লোক সেই সময় বুঝতে পারে—যখন বদরের যুদ্ধে একদিকে মুসলমানেরা বিজয় লাভ করে এবং রোম ও ইরানের যুদ্ধে অন্যদিকে রোমকরা জয়ী হয়।

৩. অর্থাৎ মানুষ যদি বিশ্বব্যবস্থার প্রতি সচিন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তবে দু'টি সত্য তার দৃষ্টিতে সুস্পষ্টরূপে প্রকট হয়ে উঠবে। প্রথম—এ কোনো খিলাড়ীর খেলা নয়। বরংএ প্রজ্ঞাভিত্তিক উদ্দেশ্যমূলক এক ব্যবস্থা। দ্বিতীয়—এ অনাদি ও চিরস্থায়ী কোনো ব্যবস্থা নয়। বরং একদিন অবশ্যইএ শেষ হয়ে যাবে। এ দু'টি সত্যই পরকালের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কিন্তু মানুষ এসব কিছু দেখা সত্ত্বেও পারলৌকিক জীবনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ۝١٠

১০. শেষ পর্যন্ত যারা অসৎকাজ করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছিল বড়ই অশুভ, কারণ তারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলেছিল এবং তারা সেগুলোকে বিদ্রূপ করতো।

রুকূ' ঃ ২

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝١١

১১. আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই তার পুনরাবৃত্তি করবেন। তারপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ۝١٢

১২. আর যখন সে সময়টি সমাগত হবে, সেদিন অপরাধী বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাবে।[৪]

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ۝١٣

১৩. তাদের বানানো শরীকদের মধ্য থেকে কেউ তাদের সুপারিশ করবে না এবং তাদের নিজেদের শরীকদেরকে অস্বীকার করবে।[৫]

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ۝١٤

১৪. যেদিন সেই সময়টি সমাগত হবে সেদিন (সমস্ত মানুষ) পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ۝١٥

১৫. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা একটি বাগানে আনন্দে থাকবে।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۝١٦

১৬. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও পরলোকের সাক্ষাতকারকে মিথ্যা বলেছে তাদেরকে আযাবে হাজির রাখা হবে।

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝١٧

১৭. কাজেই আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় এবং যখন তোমাদের সকাল হয়।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۝١٨

১৮. আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে তাঁর জন্যই প্রশংসা এবং (তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো) তৃতীয় প্রহরে এবং যখন তোমাদের কাছে এসে যায় যোহরের সময়।[৬]

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ۝١٩

১৯. তিনি জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন এবং মৃত থেকে জীবিতকে বের করে আনেন এবং ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। অনুরূপভাবে তোমাদেরকেও (মৃত অবস্থা থেকে) বের করে নিয়ে যাওয়া হবে।

রুকূ ঃ ৩

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۝٢٠

২০. তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তারপর সহসা তোমরা হলে মানুষ, (পৃথিবীর বুকে) ছড়িয়ে পড়ছো।

৪. মূলে ইউবলেসু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইবলাস-এর অর্থ হতাশা ও আঘাতের কারণে কোনো ব্যক্তির বিমূঢ় হয়ে যাওয়া।

৫. অর্থাৎ সে সময়ে মুশরিকরা নিজেরা একথা স্বীকার করবে যে,'এদেরকে আল্লাহর শরীক গণ্য করে আমরা ভুল করেছিলাম।'

৬. এ আয়াতে নামাযের চার ওয়াক্তের প্রতি সুস্পষ্ট ইশারা করা হয়েছে ঃ ফজর, মাগরিব, আসর ও যোহর। এর সাথে সূরা হূদের ১১৪ আয়াত, সূরা বনী ইসরাঈলের ৭৮ আয়াত ও সূরা ত্বা-হার ১৩০ আয়াত পাঠ করলে নামাযের পাঁচটি ওয়াক্তের নির্দেশ পাওয়া যাবে।

২১. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীগণকে, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

﴿٢١﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

২২. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য। অবশ্যই তার মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য।

﴿٢٢﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ○

২৩. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তোমাদের রাতে ও দিনে ঘুমানো এবং তোমাদের তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করা। অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে বহু নিদর্শন এমনসব লোকদের জন্য যারা (গভীর মনোযোগ সহকারে) শোনে।

﴿٢٣﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاۗؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

২৪. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্তরভুক্ত হচ্ছে, তিনি তোমাদের দেখান বিদ্যুৎচমক ভীতি ও লোভ সহকারে। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তারপর এর মাধ্যমে জমিকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। অবশ্যই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন লোকদের জন্য যারা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে।

﴿٢٤﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

২৫. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, আকাশ ও পৃথিবী তাঁর হুকুমে প্রতিষ্ঠিত আছে। তারপর যখনই তিনি পৃথিবী থেকে তোমাদের আহ্বান জানিয়েছেন তখনই একটি মাত্র আহ্বানেই সহসা তোমরা বের হয়ে আসবে।

﴿٢٥﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاۗءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ۭ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ڰ مِّنَ الْاَرْضِ ڰ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ○

২৬. আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে যাকিছু আছে সবই তাঁর বান্দা, সবাই তাঁর হুকুমের তাঁবেদার।

﴿٢٦﴾ وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ○

২৭. তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই আবার তার পুনরাবর্তন করবেন এবং এটি তাঁর জন্য সহজতর। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তাঁর গুণাবলী শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন এবং তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।

﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۭ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

রুকূ' ঃ ৪

২৮. তিনি নিজেই তোমাদের জন্য তোমাদের আপন সত্তা থেকে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন। তোমাদের যেসব গোলাম তোমাদের মালিকানাধীন আছে তাদের মধ্যে কি এমন কিছু গোলাম আছে যারা আমার দেয়া ধন-সম্পদে তোমাদের সাথে সমান অংশীদার এবং তোমরা তাদেরকে এমন ভয় করো যেমন পরস্পরের মধ্যে সমকক্ষদেরকে ভয় করে থাকো ?[৭]—যারা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে তাদের জন্য আমি এভাবে আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি।

﴿٢٨﴾ ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ۭ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاۗءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاۗءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

٢٩ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۭ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

২৯. কিন্তু এ যালেমরা না জেনে বুঝে নিজেদের চিন্তা-ধারণার পেছনে ছুটে চলছে। এখন আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন কে তাকে পথ দেখাতে পারে ? এ ধরনের লোকদের কোনো সাহায্যকারী হতে পারে না।

٣٠ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۭ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۭ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ڎ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৩০. কাজেই (হে নবী এবং নবীর অনুসারীবৃন্দ) একনিষ্ঠ হয়ে নিজের চেহারা এ দীনের দিকে স্থির নিবদ্ধ করে দাও। আল্লাহ মানুষকে যে প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি করেছেন তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। আল্লাহর তৈরি সৃষ্টি কাঠামো পরিবর্তন করা যেতে পারে না।[৮] এটিই পুরোপুরি সঠিক ও যথার্থ দীন। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

٣١ مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

৩১. (প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও একথার ওপর) আল্লাহ অভিমুখী হয়ে এবং তাঁকে ভয় করো, আর নামায কায়েম করো এবং এমন মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়ে যেয়ো না

٣٢ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ۭ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ○

৩২. যারা নিজেদের আলাদা আলাদা দীন তৈরি করে নিয়েছে আর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেক দলের কাছে যাকিছু আছে তাতেই তারা মশগুল হয়ে আছে।

٣٣ وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ○

৩৩. লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যখন তারা কোনো কষ্ট পায় তখন নিজেদের রবের দিকে ফিরে তাঁকে ডাকতে থাকে তারপর যখন তিনি নিজের দয়ার কিছু স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান তখন সহসা তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক শিরকে লিপ্ত হয়ে যায়,

٣٤ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۭ فَتَمَتَّعُوْا ۣ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

৩৪. যাতে আমার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। বেশ, ভোগ করে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

٣٥ اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ○

৩৫. আমি কি তাদের কাছে কোনো প্রমাণপত্র ও দলীল অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের শিরকের সত্যতার সাক্ষ দেয় ?

٣٦ وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ۭ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ○

৩৬. যখন আমি লোকদেরকে দয়ার স্বাদ আস্বাদন করাই তখন তারা তাতে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং যখন তাদের নিজেদের কৃতকর্মের ফলে তাদের ওপর কোনো বিপদ এসে পড়ে তখন সহসা তারা হতাশ হয়ে যেতে থাকে।

---

৭. সূরা নাহলের ৬২ আয়াতে এ একই বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে যুক্তি দেয়া হয়েছে যে—তোমরা নিজেদের সম্পদে যখন নিজেদের দাসদের অংশীদার বানাও না, তখন তোমাদের বুদ্ধিতে একথা কেমন করে আসে যে আল্লাহ নিজের ইলাহীতে নিজের দাসদের অংশীদার নির্দিষ্ট করেন।

৮. অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে নিজের দাসরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর নিজেরই বন্দেগী করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।এ সৃষ্টিধারা কারোরই পক্ষে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। মানুষ হচ্ছে 'আল্লাহর দাস।' এ অবস্থা থেকে সে 'আল্লাহর দাস নয়' এমন অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে না এবং 'আল্লাহ নয়' এমন কাউকে 'আল্লাহ' গণ্য করলে যথার্থ পক্ষে যে 'আল্লাহ' হয়ে যেতে পারে না। মানুষ নিজের জন্য যত সংখ্যক ইচ্ছা উপাস্য গ্রহণ করুক না কেন, এক আল্লাহ ছাড়া মানুষ কারোরই বান্দাহ নয়।এ আয়াতের দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে যে—'আল্লাহর সৃষ্টি ধারায় যেন পরিবর্তন না করা হয়।' অর্থাৎ যে প্রকৃতির ওপর আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তা বিকৃত ও বিপর্যস্ত করা ঠিক নয়।

٣٧ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

৩৭. এরা কি দেখে না আল্লাহই যাকে চান তার রিযিক সম্প্রসারিত করেন এবং সংকীর্ণ করেন (যাকে চান)? অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে বহু নিদর্শনাবলী এমন লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে।

٣٨ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

৩৮. কাজেই (হে মু'মিন!) আত্মীয়দেরকে তাদের অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকে (দাও তাদের অধিকার)।[৯] এ পদ্ধতি এমন লোকদের জন্য ভালো যারা চায় আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তারাই সফলকাম হবে।

٣٩ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ○

৩৯. যে সুদ তোমরা দিয়ে থাকো, যাতে মানুষের সম্পদের সাথে মিশে তা বেড়ে যায়, আল্লাহর কাছে তা বাড়ে না।[১০] আর যে যাকাত তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকো, তা প্রদানকারী আসলে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করে।

٤٠ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

৪০. আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের রিযিক দিয়েছেন। তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন, এরপর তিনি তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে এ কাজও করে? পাক-পবিত্র তিনি এবং এরা যে শিরক করে তার বহু উর্ধে তাঁর অবস্থান।

রুকূ' ঃ ৫

٤١ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○

৪১. মানুষের কৃতকর্মের দরুন[১১] জলে-স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, যার ফলে তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করানো যায়, হয়তো তারা বিরত হবে।

٤٢ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ○

৪২. (হে নবী!) তাদেরকে বলে দাও, পৃথিবীর বুকে পরিভ্রমণ করে দেখো পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কি হয়েছে! তাদের অধিকাংশই মুশরিক ছিল।

٤٣ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۖ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ○

৪৩. কাজেই (হে নবী!) এ সত্য দীনে নিজের চেহারাকে মযবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করো আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দিনের টলিয়া যাওয়ার কোনো পথ নেই তার আগমনের পূর্বে, সেদিন লোকেরা বিভক্ত হয়ে পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যাবে।

৯. এ বলেননি যে—'আত্মীয়, দরিদ্র ও মুসাফিরকে দান কর।' নির্দেশ করা হচ্ছে—এ তাদের হক (প্রাপ্য) যা তোমার পরিশোধ করা উচিত, এবং হক মনে করেই আদায় করা উচিত।

১০. সুদের নিন্দায় অবতীর্ণ এ কুরআন মজীদের প্রথম আয়াত। এ সম্পর্কে পরবর্তী বিধানগুলো আলে ইমরান ১৩ আয়াতে, বাকারা ২৮৫-২৯১ আয়াতে দ্রষ্টব্য।

১১. এখানে সেই যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যা সে সময়ে পৃথিবীর দুই বিরাট শক্তি ইরান ও রোমের মধ্যে চলছিল।

٤٤ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ۝

৪৪. যে কুফরী করেছে তার কুফরীর শাস্তি সে-ই ভোগ করবে আর যারা সৎকাজ করেছে তারা নিজেদেরই জন্য সাফল্যের পথ পরিষ্কার করছে,

٤٥ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝

৪৫. যাতে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। অবশ্যই তিনি কাফেরদেরকে পসন্দ করেন না।

٤٦ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

৪৬. তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি হচ্ছে এই যে, তিনি বাতাস পাঠান সুসংবাদ দান করার জন্য এবং তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহে আপ্লুত করার জন্য। আর এ উদ্দেশ্যে যাতে নৌযানগুলো তাঁর হুকুমে চলে এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করো আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

٤٧ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

৪৭. আমি তোমার পূর্বে রাসূলদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই এবং তাঁরা তাদের কাছে আসে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নিয়ে। তারপর যারা অপরাধ করে তাদের থেকে আমি প্রতিশোধ নিই আর মু'মিনদেরকে সাহায্য করা ছিল আমার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত।

٤٨ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

৪৮. আল্লাহই বাতাস পাঠান ফলে তা মেঘ উঠায়, তারপর তিনি এ মেঘমালাকে আকাশে ছড়িয়ে দেন যেভাবেই চান সেভাবে এবং তাদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন, তারপর তুমি দেখো বারিবিন্দু মেঘমালা থেকে নির্গত হয়েই চলছে।

৪৯. এ বারিধারা যখন তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যার ওপর চান বর্ষণ করেন তখন তারা আনন্দোৎফুল্ল হয়। অথচ তার অবতরণের পূর্বে তারা হতাশ হয়ে যাচ্ছিল।

٤٩ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ۝

٥٠ فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৫০. আল্লাহর অনুগ্রহের ফলগুলো দেখো, মৃত পতিত ভূমিকে তিনি কিভাবে জীবিত করেন, অবশ্যই তিনি মৃতদেরকে জীবন দান করেন এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর শক্তিশালী।

٥١ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ۝

৫১. আর যদি আমি এমন একটি বাতাস পাঠাই যার প্রভাবে তারা দেখে তাদের শস্য পীতবর্ণ ধারণ করেছে তাহলে তো তারা কুফরী করতে থাকে।[১২]

٥٢ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝

৫২. (হে নবী!) তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পারো না,[১৩] এমন বধিরদেরকেও নিজের আহ্বান শুনাতে পারো না যারা মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে।

১২. অর্থাৎ তারা আল্লাহকে নিন্দা করতে শুরু করে দেয় ও তাঁর প্রতি অভিযোগ করতে লেগে যায় যে—তিনি আমাদের ওপর কোনো বিপদ চাপিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ যখন তাদের ওপর নানা নেয়ামত বর্ষণ করেছিলেন সে সময়ে তারা কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে তাঁর অমর্যাদা করেছিল।

১৩. অর্থাৎ সেইসব লোকের যাদের বিবেক মরেই গেছে।

٥٣ وَمَا أَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

৫৩. এবং অন্ধদেরকেও তাদের ভ্রষ্টতা থেকে বের করে সঠিক পথ দেখাতে পারো না। তুমি তো একমাত্র তাদেরকেই শুনাতে পারো যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনে এবং আনুগত্যের শির নত করে।

রুকূ' ঃ ৬

٥٤ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ۝

৫৪. আল্লাহই দুর্বল অবস্থা থেকে তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেন তারপর এ দুর্বলতার পরে তোমাদের শক্তি দান করেন, এ শক্তির পরে তোমাদেরকে আবার দুর্বল ও বৃদ্ধ করে দেন ; তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। আর তিনি সবকিছু জানেন, সব জিনিসের ওপর তিনি শক্তিশালী।

٥٥ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ۝

৫৫. আর যখন এ সময়[14] শুরু হবে, যখন অপরাধীরা কসম খেয়ে খেয়ে বলবে, আমরা তো মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করিনি। এভাবে তারা দুনিয়ার জীবনে প্রতারিত হতো।

٥٦ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۫ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৫৬. কিন্তু যাদেরকে ঈমান ও জ্ঞানের সম্পদ দান করা হয়েছিল তারা বলবে, তোমরা তো আল্লাহর লিখিত বিধানে হাশরের দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছো, কাজেই এটিই সেই হাশরের দিন কিন্তু তোমরা জানতে না।

٥٧ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝

৫৭. কাজেই সেদিন যালেমদের কোনো ওযর-আপত্তি কাজে লাগবে না এবং তাদেরকে ক্ষমা চাইতেও বলা হবে না।[15]

٥٨ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ۝

৫৮. আমি এ কুরআনে লোকদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছি। তুমি যে কোনো নিদর্শনই আনো না কেন, অবিশ্বাসীরা একথাই বলবে, তোমরা মিথ্যাশ্রয়ী।

٥٩ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৫৯. এভাবে যারা জ্ঞানহীন তাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দেন।

٦٠ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ۝

৬০. কাজেই (হে নবী!) সবর করো, অবশ্যই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং যারা বিশ্বাস করে না[16] তারা যেন কখনোই তোমাকে গুরুত্বহীন মনে না করে।

১৪. অর্থাৎ কেয়ামত—যার সংঘটনের সংবাদ দেয়া হচ্ছে।

১৫. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে যে—তাদের কাছে এও চাওয়া হবে না যে, তোমরা নিজেদের প্রতিপালক প্রভুকে রাযী কর।

১৬. অর্থাৎ শত্রু তোমাকে এরূপ দুর্বল না পায় যে, তাদের হৈ চৈ দেখে তুমি দমে যাও, অথবা তাদের মিথ্যা দোষারোপ ও কল্পিত প্রচার প্ররোচনার অভিযান দেখে তুমি ভীত হয়ে পড়, অথবা তাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ দ্বারা তুমি সাহস হারিয়ে ফেল, অথবা তাদের ধমকি, শক্তির প্রদর্শনী ও জুলুম নির্যাতনে তুমি ভয় পাও, অথবা প্রলোভনে তুমি প্রতারিত হও।

সূরা লুকমান

৩১

নামকরণ

এ সূরার দ্বিতীয় রুকূ'তে লুকমান হাকীমের উপদেশাবলী উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি নিজের পুত্রকে এ উপদেশ দিয়েছিলেন। এ সুবাদে এ সূরার লুকমান নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে পরিষ্কার বুঝা যায়, এটি এমন সময় নাযিল হয় যখন ইসলামের দাওয়াতের কণ্ঠরোধ এবং তার অগ্রগতির পথরোধ করার জন্য জুলুম-নিপীড়নের সূচনা হয়ে গিয়েছিল এবং এজন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হচ্ছিল। কিন্তু তখনও বিরোধিতার তোড়জোড় ষোলকলায় পূর্ণ হয়নি। ১৪ ও ১৫ আয়াত থেকে এর আভাস পাওয়া যায়। সেখানে নতুন ইসলাম গ্রহণকারী যুবকদের বলা হয়েছে, পিতা-মাতার অধিকার যথার্থই আল্লাহর পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তারা যদি তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করার পথে বাধা দেয় এবং শিরকের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য করে তাহলে তাদের কথা কখনোই মেনে নেবে না। একথাটাই সূরা আনকাবূতেও বলা হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, দু'টি সূরাই একই সময় নাযিল হয়। কিন্তু উভয় সূরার বর্ণনা রীতি ও বিষয়বস্তুর কথা চিন্তা করলে অনুমান করা যায় সূরা লুকমান প্রথমে নাযিল হয়। কারণ এর পশ্চাতভূমে কোনো তীব্র আকারের বিরোধিতার চিহ্ন পাওয়া যায় না। বিপরীত পক্ষে সূরা আনকাবূত পড়লে মনে হবে তার নাযিলের সময় মুসলমানদের ওপর কঠোর জুলুম নিপীড়ন চলছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরায় লোকদের বুঝানো হয়েছে, শিরকের অসারতা ও অযৌক্তিকতা এবং তাওহীদের সত্যতা ও যৌক্তিকতা। এ সংগে আহ্বান জানানো হয়েছে এই বলে যে, বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ ত্যাগ করো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে যে শিক্ষা পেশ করছেন সে সম্পর্কে উন্মুক্ত হৃদয়ে চিন্তা-ভাবনা করো এবং উন্মুক্ত দৃষ্টিতে দেখো, বিশ্ব-জগতের চারদিকে এবং নিজের মানবিক সত্তার মধ্যেই কেমন সব সুস্পষ্ট নিদর্শন এর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়ে চলছে।

এ প্রসংগে একথাও বলা হয়েছে, দুনিয়ায় বা আরব দেশে এ প্রথমবার মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি আওয়াজ উঠানো হয়নি। আগেও লোকেরা বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী ছিল এবং তারা একথাই বলতো যা আজ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন। তোমাদের নিজেদের দেশেই ছিলেন মহাজ্ঞানী লুকমান। তাঁর জ্ঞান-গরিমার কাহিনী তোমাদের এলাকায় বহুল প্রচলিত। তোমরা নিজেদের কথাবার্তায় তাঁর প্রবাদ বাক্য ও জ্ঞানগর্ভ কথা উদ্ধৃত করে থাকো। তোমাদের কবি ও বাগ্মীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কথা বলেন। এখন তোমরা নিজেরাই দেখো তিনি কোন্ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস ও কোন্ ধরনের নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা দিতেন।

❐

আয়াত-৩৪ ৩১-সূরা লুকমান-মাক্কী রুকূ'-৪

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
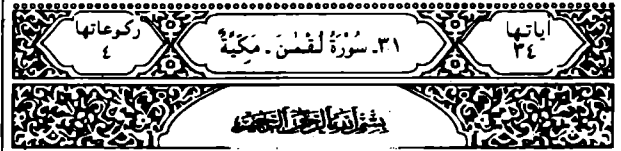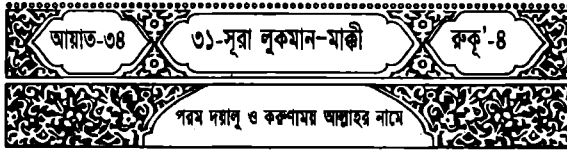
১. আলিফ-লাম-মীম।

২. এগুলো জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত।[১]

৩. পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহ সৎকর্মশীলদের জন্য,

৪. যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাতে বিশ্বাস করে।

৫. এরাই তাদের রবের পক্ষ থেকে সঠিক পথে রয়েছে এবং এরাই সাফল্য লাভ করবে।

৬. আর মানুষদেরই মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে মনোমুগ্ধকর কথা কিনে আনে[২] লোকদেরকে জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য এবং এ পথের আহ্বানকে হাসি-ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়। এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।

৭. তাকে যখন আমার আয়াত শুনানো হয় তখন সে বড়ই দর্পভরে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে তা শুনেইনি, যেন তার কান কালা। বেশ, সুখবর শুনিয়ে দাও তাকে একটি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের।

৮. তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত,

৯. যেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ হচ্ছে আল্লাহর অকাট্য প্রতিশ্রুতি এবং তিনি পরাক্রমশালী জ্ঞানময়।

১০. তিনি আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ ছাড়াই, যা তোমরা দেখতে পাও। তিনি পৃথিবীতে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন, যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে। তিনি সব ধরনের জীব-জন্তু পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং জমিতে নানা ধরনের উত্তম জিনিস উৎপন্ন করি।

① الٓمّٓ ۟

② تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۟

③ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۟

④ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۟

⑤ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۟

⑥ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۭ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۟

⑦ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۟

⑧ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۟

⑨ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۟

⑩ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَاۗبَّةٍ ۭ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۟

১. অর্থাৎ এরূপ কিতাবের আয়াত যা জ্ঞান ও বিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ, যার প্রতিটি কথা প্রজ্ঞাময়।

২. মূল শব্দ হচ্ছে لهو الحديث অর্থাৎ এরূপ কথা যা মানুষকে তার মধ্যে মগ্ন রেখে অন্য সকল জিনিস থেকে গাফেল করে দেয়। রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাবলীগের প্রভাব ও প্রসারতা যখন কুরাইশদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রোধ করা গেল না তখন তারা ইরান থেকে রুস্তম ও ইসফেন্দিয়ারের কাহিনী সংগ্রহ করে এনে গল্প-গানের চর্চা শুরু করে দিল ও গায়িকা দাসদাসীদের নিয়ে গীত-বাদ্যের ব্যবস্থা করলো যাতে লোকেরা এসব জিনিসে মশগুল থেকে নবী করীম স.-এর কথায় কর্ণপাত না করে।

⑪ هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِیْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِیْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝

১১. এতো হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি, এখন আমাকে একটু দেখাও তো দেখি অন্যেরা কি সৃষ্টি করেছে ?—আসল কথা হচ্ছে এ জালেমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে।

রুকূ’ ঃ ২

⑫ وَلَقَدْ اٰتَیْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَمَنْ یَّشْكُرْ فَاِنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ حَمِیْدٌ ۝

১২. আমি লুকমানকে দান করেছিলাম সূক্ষ্মজ্ঞান। যাতে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তার কৃতজ্ঞতা হবে তার নিজেরই জন্য লাভজনক। আর যে ব্যক্তি কুফরী করবে, সেক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং নিজে নিজেই প্রশংসিত।

⑬ وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ یَعِظُهٗ یٰبُنَیَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ ۝

১৩. স্মরণ করো যখন লুকমান নিজের ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছিল, সে বললো, “হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। যথার্থই শিরক অনেক বড় যুলুম।”

⑭ وَوَصَّیْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰی وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِیْ عَامَیْنِ اَنِ اشْكُرْ لِیْ وَلِوَالِدَیْكَ ؕ اِلَیَّ الْمَصِیْرُ ۝

১৪.—আর প্রকৃতপক্ষে আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার হক চিনে নেবার জন্য নিজেই তাকিদ করেছি। তার মা দুর্বলতার পর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের গর্ভে ধারণ করে এবং দু’ বছর লাগে তার দুধ ছাড়তে। (এজন্য আমি তাকে উপদেশ দিয়েছি) আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং নিজের পিতা-মাতার প্রতিও, আমার দিকেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে।

⑮ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰۤی اَنْ تُشْرِكَ بِیْ مَا لَیْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوْفًا ۖ وَّاتَّبِعْ سَبِیْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَیَّ ۚ ثُمَّ اِلَیَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

১৫. কিন্তু যদি তারা তোমার প্রতি আমার সাথে এমন কাউকে শরীক করার জন্য চাপ দেয় যাকে তুমি জানো না,[৩] তাহলে তুমি তাদের কথা কখনোই মেনে নিয়ো না। দুনিয়ায় তাদের সাথে সদাচার করতে থাকো কিন্তু মেনে চলো সে ব্যক্তির পথ যে আমার দিকে ফিরে এসেছে। তারপর তোমাদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে আমারই দিকে। সে সময় তোমরা কেমন কাজ করছিলে তা আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো।

⑯ یٰبُنَیَّ اِنَّهَاۤ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِیْ صَخْرَةٍ اَوْ فِی السَّمٰوٰتِ اَوْ فِی الْاَرْضِ یَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِیْفٌ خَبِیْرٌ ۝

১৬. (আর লুকমান বলেছিল,) “হে পুত্র! কোনো জিনিস যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা লুকিয়ে থাকে পাথরের মধ্যে, আকাশে বা পৃথিবীতে কোথাও, তাহলেও আল্লাহ তা বের করে নিয়ে আসবেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী এবং সবকিছু জানেন।

⑰ یٰبُنَیَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰی مَاۤ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝

১৭. হে পুত্র! নামায কায়েম করো, সৎকাজের হুকুম দাও, খারাপ কাজে নিষেধ করো এবং যাকিছু বিপদই আসুক সে জন্য সবর করো। একথাগুলোর জন্য বড়ই তাকিদ করা হয়েছে।[৪]

৩. অর্থাৎ তোমাদের জ্ঞান মতে যে আমার শরীক নয়।

৪. দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে—এ বড় সাহসের কাজ।

১৮. আর মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না, পৃথিবীর বুকে চলো না উদ্ধত ভংগীতে, আল্লাহ পসন্দ করেন না আত্মম্ভরী ও অহংকারীকে।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

১৯. নিজের চলনে ভারসাম্য আনো এবং নিজের আওয়াজ নিচু করো। সব আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

রুকূ' ঃ ৩

২০. তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিস তোমাদের জন্য অনুগত ও বশীভূত করে রেখেছেন[৫] এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন নিয়ামতসমূহ সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন ? এরপর অবস্থা হচ্ছে এই যে, মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের নেই কোনো প্রকার জ্ঞান, পথনির্দেশনা বা আলোক প্রদর্শনকারী কিতাব।

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٢٠﴾

২১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার আনুগত্য করো তখন তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে যে রীতির ওপর পেয়েছি তার আনুগত্য করবো। শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের দিকেও আহ্বান করতে থাকে তবুও কি তারা তারই আনুগত্য করবে ?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

২২. যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং কার্যত সে সৎকর্মশীল, সে তো বাস্তবিকই শক্ত করে আঁকড়ে ধরে একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। আর যাবতীয় বিষয়ের শেষ ফায়সালা রয়েছে আল্লাহরই হাতে।

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

২৩. এরপর যে কুফরী করে তার কুফরী যেন তোমাকে বিষণ্ন না করে। তাদেরকে ফিরে তো আসতে হবে আমারই দিকে। তখন আমি তাদেরকে জানিয়ে দেবো তারা কিসব কাজ করে এসেছে। অবশ্যই আল্লাহ অন্তরের গোপন কথাও জানেন।

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾

২৪. আমি স্বল্পকাল তাদেরকে দুনিয়ায় ভোগ করার সুযোগ দিচ্ছি, তারপর তাদেরকে টেনে নিয়ে যাবো একটি কঠিন শাস্তির দিকে।

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾

৫. কোনো জিনিসকে কারোর জন্য নিয়ন্ত্রিত করা দুই রকম হতে পারে। প্রথম–জিনিসটিকে তার অধীনস্থ করে দেয়া ও তাকে ক্ষমতা দেয়া যেন সে যেভাবে চায় নিজের ইচ্ছামত জিনিসটিকে কাজে লাগাতে ও ব্যবহার করতে পারে। দ্বিতীয়—জিনিসটিকে এরূপ নিয়মের অনুবর্তী করে দেয়া যার ফলে তা সেই ব্যক্তির জন্য উপকারী ও লাভদায়ক হয়ে দাঁড়ায় এবং তার স্বার্থের সেবা করতে থাকে। যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিসকে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য মাত্র এক অর্থে নিয়ন্ত্রিত করেননি। বরং কতক জিনিসকে প্রথম অর্থে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। যথা–হাওয়া, পানি, মাটি, আগুন, বৃক্ষলতা, খনিজ দ্রব্য, গৃহপালিত পশু প্রভৃতি অসংখ্য জিনিস প্রথম অর্থে আমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত এবং চাঁদ, সূর্য, প্রভৃতি বস্তু আমাদের জন্য দ্বিতীয় অর্থে নিয়ন্ত্রিত।

২৫. যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, পৃথিবী ও আকাশজগত কে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ। বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ লোক জানে না।

٢٥ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

২৬. আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে তা আল্লাহরই। নিসন্দেহে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও নিজে নিজেই প্রশংসিত।

٢٦ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○

২৭. পৃথিবীতে যত গাছ আছে তাসবই যদি কলম হয়ে যায় এবং সমুদ্র (দোয়াত হয়ে যায়), তাকে আরো সাতটি সমুদ্র কালি সরবরাহ করে তবুও আল্লাহর কথা (লেখা) শেষ হবে না।[৬] অবশ্যই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।

٢٧ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২৮. তোমাদের সমগ্র মানবজাতিকে সৃষ্টি করা এবং তারপর পুনর্বার তাদেরকে জীবিত করা (তাঁর জন্য) নিছক একটিমাত্র প্রাণী (সৃষ্টি করা এবং তাকে পুনরুজ্জীবিত) করার মতোই ব্যাপার। আসলে আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।

٢٨ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ○

২৯. তুমি কি দেখো না, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আসেন এবং দিনকে রাতের মধ্যে ? তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মের অধীন করে রেখেছেন, সবই চলছে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।[৭] আর (তুমি কি জানো না) তোমরা যা কিছুই কর না কেন আল্লাহ তা জানেন।

٢٩ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَّأَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

৩০. এ সবকিছু এ কারণে যে, আল্লাহই হচ্ছেন সত্য এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যেসব জিনিসকে এরা ডাকে তা সবই মিথ্যা, আর (এ কারণে যে,) আল্লাহই সমুচ্চ ও শ্রেষ্ঠ।

٣٠ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ○

রুকূ' ঃ ৪

৩১. তুমি কি দেখো না সমুদ্রে নৌযান চলে আল্লাহর অনুগ্রহে, যাতে তিনি তোমাদের দেখাতে পারেন তাঁর কিছু নিদর্শন। আসলে এর মধ্যে রয়েছে বহু নিদর্শন প্রত্যেক সবর ও শোকরকারীর জন্য।

٣١ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

৬. এ বিষয় কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভাষায় সূরা কাহাফের ১০৯ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এ ধারণা দেয়া—যে আল্লাহ এতবড় বিশ্বকে অস্তিত্বে এনেছেন তাঁর শক্তি-মহিমার কোনো সীমা নেই। তার ইলাহিয়াতে কোনো সৃষ্ট জিনিস কেমন করে অংশীদার হতে পারে ?

৭. অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের জন্যে যে জীবনকাল নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে সে সময় পর্যন্ত তা চলছে। কোনো জিনিসই না অনাদি না চিরস্থায়ী।

٣٢ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ○

৩২. আর যখন (সমুদ্রে) একটি তরংগ তাদেরকে ছেয়ে ফেলে ছাউনির মতো তখন তারা আল্লাহকে ডাকে নিজেদের আনুগত্যকে একদম তাঁরই জন্য একান্ত করে নিয়ে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলদেশে পৌঁছিয়ে দেন তখন তাদের কেউ কেউ মাঝপথ বেছে নেয়,[৮] আর প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ছাড়া আর কেউ আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে না।

٣٣ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ○

৩৩. হে মানুষেরা! তোমাদের রবের ক্রোধ থেকে সতর্ক হও এবং সেদিনের ভয় করো যেদিন কোনো পিতা নিজের পুত্রের পক্ষ থেকে প্রতিদান দেবে না এবং কোনো পুত্রই নিজের পিতার পক্ষ থেকে কোনো প্রতিদান দেবে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।[৯] কাজেই এ দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে এবং প্রতারক যেন তোমাকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারিত করতে সক্ষম না হয়।

٣٤ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ○

৩৪. একমাত্র আল্লাহই সেই সময়ের জ্ঞান রাখেন। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই জানেন মাতৃগর্ভে কি লালিত হচ্ছে। কোনো প্রাণসত্তা জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কোনো ব্যক্তির জানা নেই তার মৃত্যু হবে কোন্ যমীনে। আল্লাহই সকল জ্ঞানের অধিকারী এবং তিনি সবকিছু জানেন।

৮. এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে। اقتصد 'একতেসাদ'-এর অর্থ যদি সত্যপরতা গ্রহণ করা হয় তবে এর অর্থ হবে—তাদের মধ্যে কেউ কেউ সে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তাওহীদের ওপর কায়েম থাকে। এবং যদি এর অর্থ 'মধ্যমভাব' ও 'ভারসাম্য' গ্রহণ করা হয় তবে এর অর্থ হবে ঃ কতক লোক নিজেদের শিরক ও নাস্তিকতার বিশ্বাস-ধারণায় পূর্ববত দৃঢ় থাকে না। অথবা কতক লোকদের মধ্যে সেই অবস্থায় সৃষ্ট এখলাসের প্রকৃতির মধ্যে শিথিলতা আসে।

৯. অর্থাৎ কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি।

সূরা আস্ সাজদাহ্

৩২

নামকরণ

১৫ আয়াতে সাজদাহর যে বিষয়বস্তু এসেছে তাকেই এ সূরার শিরোনাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বর্ণনাভংগী থেকে বুঝা যায়, এর নাযিল হওয়ার সময়টা হচ্ছে মক্কার মধ্য যুগ এবং তারও একেবারে শুরুর দিকে। কারণ পরবর্তী যুগে নাযিলকৃত সূরাগুলোর পশ্চাতভূমিতে যেমন জুলুম-নিপীড়নের প্রচণ্ডতা দেখা যায় এ সূরাটির পটভূমিতে সে ধরনের প্রচণ্ডতা অনুপস্থিত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে, তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কে লোকদের সন্দেহ দূর করা এবং এ তিনটি সত্যের প্রতি ঈমান আনার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানানো। মক্কার কাফেরদের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা চলছিল যে, এ ব্যক্তি অদ্ভুত সব কথা বানিয়ে বানিয়ে শুনাচ্ছে। কখনো মরার পরের খবরও দেয় এবং বলে—মরে পঁচে মাটিতে মিশে যাবার পর তোমাদের আবার উঠানো হবে। সবার হিসেব-নিকেশ হবে এবং জাহান্নাম হবে ও জান্নাত হবে। কখনো বলে, এসব দেব-দেবী, ঠাকুর-টাকুর এসব কিছুই নয়। একমাত্র এক ও একক আল্লাহই উপাস্য। কখনো বলে—আমি আল্লাহর রসূল। আকাশ থেকে আমার কাছে অহী আসে। যে বাণী আমি তোমাদের শুনাচ্ছি এসব আমার বাণী নয় বরং আল্লাহর বাণী। এ ব্যক্তি আমাদের এ অদ্ভুত কাহিনী শুনাচ্ছে। এসব কথার জবাব দেয়াই হচ্ছে এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়।

এর জবাবে কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, নিসন্দেহে এগুলো আল্লাহর কালাম ও বাণী। নবুওয়াতের কল্যাণ বঞ্চিত গাফলতির নিদ্রায় বিভোর একটি জাতিকে জাগিয়ে দেবার জন্য এ কালাম নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এর অবতীর্ণ হবার বিষয়টি যখনি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন তখন তোমরা একে মিথ্যা বলতে পারো কেমন করে?

তারপর তাদেরকে বলা হয়েছে, এ কুরআন তোমাদের সামনে যেসব সত্য পেশ করে, বুদ্ধি-বিবেক ব্যবহার করে নিজেরাই চিন্তা করে বলো এর মধ্যে কোন্‌টা তোমাদের মতে অদ্ভূত? আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা দেখো, নিজেদের জন্ম ও গঠনাকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করো—এ সবকিছু কি এ কুরআনে এ নবীর মাধ্যমে তোমাদের যেসব শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তার সত্যতার প্রমাণ নয়? বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থা তাওহীদের সত্যতা প্রমাণ করে, না শিরকের? এ সমগ্র ব্যবস্থা দেখে এবং তোমাদের নিজেদের জন্মের ব্যাপারটি দৃষ্টি সমক্ষে রেখে তোমাদের বুদ্ধি-বিবেক কি একথাই বলে যে, যিনি বর্তমানে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি পুনর্বার তোমাদের সৃষ্টি করতে পারবেন না?

এরপর পরলোকের একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ঈমানের পুরস্কার ও কুফরের পরিণাম বর্ণনা করে লোকদেরকে অশুভ পরিণামের মুখোমুখি হবার আগে ত্যাগ ও কুরআনের শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। তাদেরকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, এভাবে তাদের নিজেদের পরিণাম শুভ ও সুন্দর হবে।

তারপর তাদেরকে বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষের ভুলের দরুন তাকে আকস্মিকভাবে চূড়ান্ত ও শেষ শাস্তি দেবার জন্য পাকড়াও করেন না, এটা তাঁর মহা অনুগ্রহ। বরং এর পূর্বে তাকে ছোটখাটো কষ্ট, বিপদ-আপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন করেন। তাকে হালকা হালকা ও কম কষ্টকর আঘাত করতে থাকেন। এভাবে তাকে সতর্ক করতে থাকেন, যাতে তার চোখ খুলে যায়। মানুষ যদি এসব প্রাথমিক আঘাতে সতর্ক হয়ে যায় তাহলে তা হবে তার নিজের জন্য ভালো।

এরপর বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ব্যক্তির কাছে কিতাব এসেছে, দুনিয়ার এটা কোনো প্রথম ও নতুন ঘটনা নয়। এর আগে মূসার (আলাইহিস সালামের) কাছেও তো কিতাব এসেছিল। একথা তোমরা সবাই জানো। এটা এমন কী কথা যে, তা শুনেই তোমরা এভাবে কানখাড়া করছো! বিশ্বাস করো এ কিতাব আল্লাহরই পক্ষ থেকে এসেছে এবং মূসা আলাইহিস সালামের যুগে যা কিছু

হয়েছিল এখন আবার সেসব কিছুই হবে, একথা নিশ্চিত জেনো। আল্লাহর এ কিতাবকে যারা মেনে নেবে এখন নেতৃত্ব তারাই লাভ করবে। একে যারা প্রত্যাখ্যান করবে তাদের জন্য নিশ্চিত ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নেই।

তারপর মক্কার কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, নিজেদের বাণিজ্যিক সফরকালে তোমরা অতীতের যেসব জাতির ধ্বংস প্রাপ্ত জনপদ অতিক্রম করে থাকো তাদের পরিণাম দেখো। নিজেদের জন্য তোমরা কি এ পরিণাম পসন্দ করো ? বাইরের অবস্থা দেখে প্রতারিত হয়ো না। আজ তোমরা দেখছো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা কপিতয় ছেলে-ছোকরা, গোলাম ও গরীব মানুষ ছাড়া আর কেউ শুনছে না এবং চারদিক তাঁর বিরুদ্ধে কেবল বিদ্রূপ, তিরস্কার ও নিন্দাবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। এ থেকে তোমরা ধারণা করে নিয়েছো, এ বক্তব্য বিষয় টেকসই হবে না, কিছু দিন চলবে তারপর খতম হয়ে যাবে। কিন্তু এটা কেবল তোমাদের দৃষ্টিভ্রম। তোমরা দিনরাত দেখছো আজ একটি জমি নিষ্ফল পড়ে আছে, সেখানে পানি ও লতাপাতার চিহ্নমাত্রও নেই। জমিটি দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, এর গর্ভে সবুজ ও শ্যামলিমার বিশাল ভাণ্ডার লুকিয়ে আছে। হঠাৎ পরদিন বৃষ্টিপাত হতেই ঐ মরা মাটির বুকে দেখা দেয় অভাবিত পূর্ব জীবন প্রবাহ এবং সর্বত্র সবুজের বিচিত্র সমারোহ।

উপসংহারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এরা তোমার কথা শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে এবং জিজ্ঞেস করছে, জনাব ! আপনার সেই চূড়ান্ত বিজয় কবে অর্জিত হবে ? তার সন-তারিখটা একটু বলেন না। ওদেরকে বলো, যখন আমাদের ও তোমাদের ফায়সালার সময় আসবে তখন তা মেনে নেয়ায় তোমাদের কোনো উপকার হবে না। মানতে হয় এখন মানো। আর যদি শেষ ফায়সালার অপেক্ষা করতে চাও তাহলে বসে বসে তা করতে থাকো।

❐

আয়াত-৩০ ৩২-সূরা আস্ সাজদাহ-মাক্কী রুকূ'-৩

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

১. আলিফ-লাম-মীম।

২. এ কিতাবটি রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৩. এরা কি বলে, এ ব্যক্তি নিজেই এটি তৈরি করে নিয়েছেন ? না, বরং এটি সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো এমন একটি জাতিকে যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি, হয়তো তারা সৎপথে চলবে।

৪. আল্লাহই আকাশজগত ও পৃথিবী এবং এদের মাঝখানে যাকিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে এবং এরপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো সাহায্যকারী নেই এবং নেই তাঁর সামনে সুপারিশকারী, তারপরও কি তোমরা সচেতন হবে না ?

৫. তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন এবং এ পরিচালনার বৃত্তান্ত ওপরে তাঁর কাছে যায় এমন একদিনে যার পরিমাপ তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর।[১]

৬. তিনিই প্রত্যেকটি অদৃশ্য ও দৃশ্যমানকে জানেন, মহাপরাক্রমশালী ও করুণাময় তিনি।

৭. যে জিনিসই তিনি সৃষ্টি করেছেন উত্তমরূপেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি থেকে,

৮. তারপর তার বংশ উৎপাদন করেছেন এমন সূত্র থেকে যা তুচ্ছ পানির মতো।

৯. তারপর তাকে সর্বাংগ সুন্দর করেছেন এবং তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, আর তোমাদের কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন, তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

১০. আর এরা বলে, "যখন আমরা মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাবো তখন কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে ? আসল কথা হচ্ছে, এরা নিজেদের রবের সাথে সাক্ষাতকার অস্বীকার করে।

الٓمٓ ۝١

تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٢

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۚ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝٣

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝٤

يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝٥

ذَٰلِكَ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۝٦

ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَٰنِ مِن طِينٍ ۝٧

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ۝٨

ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝٩

وَقَالُوٓا۟ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍۭ ۚ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَٰفِرُونَ ۝١٠

১. অর্থাৎ তোমাদের কাছে যা হাজার বছরের ইতিহাস, আল্লাহ তাআলার কাছে তা যেন এক দিনের কাজ—যার স্কীম আজ ভাগ্য ও নিয়তির কর্মচারীদের কাছে সোপর্দ করা হলে কাল তার কার্যবিবরণী তাঁরা (ফেরেশতারা) তাঁর (আল্লাহর) সমীপে পেশ করেন, যেন দ্বিতীয় দিনের (অর্থাৎ তোমাদের হিসাব মতে এক হাজার বছরের) কাজ তাঁদের সোপর্দ করা যায়।

⑪ قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ○

১১. এদেরকে বলে দাও, "মৃত্যুর যে ফেরেশতাকে তোমাদের ওপর নিযুক্ত করা হয়েছে সে তোমাদেরকে পুরোপুরি তার কবজায় নিয়ে নেবে এবং তারপর তোমাদেরকে তোমাদের রবের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।

রুকূ' ঃ ২

⑫ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَاۤ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ○

১২. হায়, যদি তুমি দেখতে সে সময় যখন এ অপরাধীরা মাথা নিচু করে তাদের রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে ! (তখন তারা বলতে থাকবে,) "হে আমাদের রব! আমরা ভালোভাবেই দেখে নিয়েছি ও শুনেছি, এখন আমাদের ফেরত পাঠিয়ে দাও, আমরা সৎকাজ করবো, এবার আমাদের বিশ্বাস হয়ে গেছে।"

⑬ وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○

১৩. (জবাবে বলা হবে,) "যদি আমি চাইতাম তাহলে পূর্বাহ্নেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার হেদায়াত দিয়ে দিতাম। কিন্তু আমার সে কথা পূর্ণ হয়ে গেছে, যা আমি বলেছিলাম যে, আমি জাহান্নাম জিন ও মানুষ দিয়ে ভরে দেবো।

⑭ فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

১৪. কাজেই আজকের দিনের এ সাক্ষাতকারের কথা ভুলে গিয়ে তোমরা যে কাজ করেছো এখন তার মজা ভোগ কর। আমিও এখন তোমাদের ভুলে গিয়েছি, নিজেদের কর্মফল হিসেবে চিরন্তন আযাবের স্বাদ আস্বাদন করতে থাকো।"

⑮ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

১৫. আমার আয়াতের প্রতি তো তারাই ঈমান আনে যাদেরকে এ আয়াত শুনিয়ে যখন উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং নিজেদের রবের প্রশংসা সহকারে তাঁর মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না।

⑯ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۫ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

১৬. তাদের পিঠ থাকে বিছানা থেকে আলাদা, নিজেদের রবকে ডাকে আশংকা ও আকাঙ্ক্ষা সহকারে এবং যাকিছু রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

⑰ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৭. তারপর কেউ জানে না তাদের কাজের পুরস্কার হিসেবে তাদের চোখের শীতলতার কি সরঞ্জাম লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

⑱ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ؕ لَا يَسْتَوٗنَ ○

১৮. এটা কি কখনো হতে পারে, যে ব্যক্তি মু'মিন সে ফাসেকের মতো হয়ে যাবে ? এ দু' পক্ষ সমান হতে পারে না।

⑲ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ۫ نُزُلًۢا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৯. যারা ঈমান এনেছে এবং যারা সৎকাজ করেছে তাদের জন্য তো রয়েছে জান্নাতের বাসস্থান আপ্যায়নের জন্য তাদের কাজের প্রতিদানস্বরূপ।
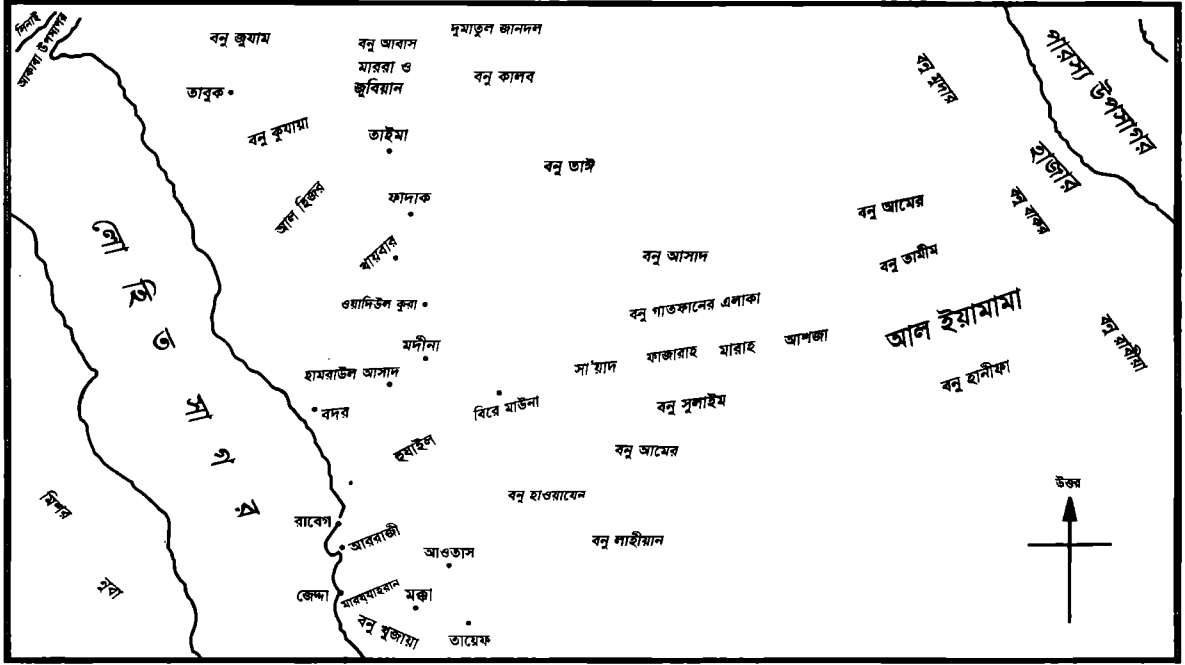
রাসূলুল্লাহ স.-এর সময়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রের এলাকা

২০. আর যারা ফাসেকীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের আবাস হচ্ছে জাহান্নাম। যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাইবে তার মধ্যেই ঠেলে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, আস্বাদন করো এখন সেই আগুনের শাস্তির স্বাদ যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।

২১. সেই বড় শাস্তির পূর্বে আমি এ দুনিয়াতেই (কোনো না কোনো) ছোট শাস্তির স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করাতে থাকবো, হয়তো তারা (নিজেদের বিদ্রোহাত্মক নীতি থেকে) বিরত হবে।

২২. আর তার চেয়ে বড় যালেম কে হবে যাকে তার রবের আয়াতের সাহায্যে উপদেশ দেয়া হয় এবং সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ? এ ধরনের অপরাধীদের থেকে তো আমি প্রতিশোধ নেবোই।

۝٢٠ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوٰىهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَآ أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝

۝٢١ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنٰى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

۝٢٢ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ۝

রুকূ' ঃ ৩

٢٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ۝

২৩. এর আগে আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, কাজেই সেই জিনিসই পাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। এ কিতাবকে আমি বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক করেছিলাম।

٢٤ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ۝

২৪. আর যখন তারা সবর করে এবং আমার আয়াতের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করতে থাকে তখন তাদের মধ্যে এমন নেতা সৃষ্টি করে দেই যারা আমার হুকুম অনুসারে পথপ্রদর্শন করতো।

٢٥ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

২৫. নিশ্চিতই তোমার রবই কিয়ামতের দিন সেসব কথার ফায়সালা করে দেবেন যেগুলোর ব্যাপারে তারা (বনী ইসরাঈল) পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত থেকেছে।

٢٦ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۝

২৬. আর এরা কি (এসব ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে) কোনো পথনির্দেশ পায়নি যে, এদের পূর্বে কত জাতিকে আমি ধ্বংস করেছি, যাদের আবাস ভূমিতে আজ এরা চলাফেরা করছে ? এর মধ্যে রয়েছে বিরাট নিদর্শনাবলী, এরা কি শুনবে না ?

٢٧ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۝

২৭. আর এরা কি কখনো এ দৃশ্য দেখেনি যে, আমি ঊষর ভূমির ওপর পানির ধারা প্রবাহিত করি এবং তারপর এমন জমি থেকে ফসল উৎপন্ন করি যেখান থেকে তাদের পশুরাও খাদ্য লাভ করে এবং তারা নিজেরাও খায় ? তবুও কি এরা কিছুই দেখে না ?

٢٨ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

২৮. এরা বলে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে বলো এ ফায়সালা কবে হবে ?"

٢٩ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝

২৯. এদেরকে বলে দাও, "যারা কুফরী করেছে ফায়সালার দিন ঈমান আনা তাদের জন্য মোটেই লাভজনক হবে না এবং এরপর এদের কোনো অবকাশ দেয়া হবে না।

٣٠ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ۝

৩০. বেশ, এদেরকে এদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও এবং অপেক্ষা করো, এরাও অপেক্ষায় আছে।"

সূরা আল আহ্‌যাব

৩৩

নামকরণ

এ সূরাটির নাম ২০ আয়াতের يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا বাক্যটি থেকে গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এক, আহযাব যুদ্ধ। এটি ৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। দুই, বনী কুরাইযার যুদ্ধ। ৫ হিজরীর যিলকাদ মাসে এটি সংঘটিত হয়। তিন, হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে। এটি অনুষ্ঠিত হয় একই বছরের যিলকাদ মাসে। এ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল যথাযথভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত ওহোদ যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়োজিত তীরন্দাজদের ভুলে মুসলিম সেনাবাহিনী পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। এ কারণে আরবের মুশরিক সম্প্রদায়, ইহুদী ও মুনাফিকদের স্পর্ধা ও দুঃসাহস বেড়ে গিয়েছিল। তাদের মনে আশা জেগেছিল, তারা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নির্মূল করতে সক্ষম হবে। ওহোদের পরে প্রথম বছরে যেসব ঘটনা ঘটে তা থেকেই তাদের এ ক্রমবর্ধমান স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্য আন্দাজ করা যেতে পারে। ওহোদ যুদ্ধের পরে দু' মাসও অতিক্রান্ত হয়নি এমন সময় দেখা গেলো যে, নজদের বনী আসাদ গোত্র মদীনা তাইয়েবার ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবু সালামার সারীয়া* বাহিনী পাঠাতে হলো। তারপর ৪ হিজরীর সফর মাসে আদাল ও কারাহ গোত্রদ্বয় তাদের এলাকায় গিয়ে লোকদেরকে দীন ইসলামের শিক্ষা দেবার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কয়েকজন লোক চায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ'জন সাহাবীকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু রাজী' (জেদ্দা ও রাগেবের মাঝখানে) নামক স্থানে পৌঁছে তারা হুযাইল গোত্রের কাফেরদেরকে এ নিরস্ত্র ইসলাম প্রচারকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তাঁদের মধ্য থেকে চারজনকে তারা হত্যা করে এবং দু'জনকে (হযরত খুবাইব ইবনে আদী ও হযরত যায়েদ ইবনে দাসিন্নাহ) নিয়ে মক্কায় শত্রুদের হাতে বিক্রি করে দেয়। তারপর সেই সফর মাসেই আমের গোত্রের এক সরদারের আবেদনক্রমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো একটি প্রচারক দল পাঠান। এ দলে ছিলেন চল্লিশজন (অথবা অন্য উক্তি মতে ৭০জন) আনসারী যুবক। তাঁরা নজদের দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু তাঁদের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। বনী সুলাইমের উসাইয়া, বি'ল ও যাক্‌ওয়ান গোত্রত্রয় বি'রে মাউনাহ নামক স্থানে অকস্মাত তাঁদেরকে ঘেরাও করে সবাইকে হত্যা করে ফেলে। এ সময় মদীনার বনী নাযীর ইহুদী গোত্রটি সাহসী হয়ে ওঠে এবং একের পর এক প্রতিশ্রুতি ভংগ করতে থাকে। এমনকি চার হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তারা স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শহীদ করে দেবার ষড়যন্ত্র করে। তারপর ৪ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে বনী গাত্‌ফানের দুটি গোত্র বনু সালাবাহ ও বনু মাহারিব মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি চালায়। তাদের গতিরোধ করার জন্য স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই তাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে হয়। এভাবে ওহোদ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মুসলমানদের ভাবমূর্তি ও প্রতাপে যে ধ্বস নামে, ক্রমাগত সাত আট মাস ধরে তার আত্মপ্রকাশ হতে থাকে।

কিন্তু শুধুমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচক্ষণতা এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবন উৎসর্গের প্রেরণাই মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই অবস্থার গতি পালটে দেয়। আরবদের অর্থনৈতিক বয়কট মদীনাবাসীদের জন্য জীবন ধারণ কঠিন করে দিয়েছিল। আশপাশের সকল মুশরিক গোত্র হিংস্র ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল। মদীনার মধ্যেই ইহুদী ও মুশরিকরা ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এ মুষ্টিমেয় সাচ্চা মুমিন গোষ্ঠী রসূলের নেতৃত্বে একের পর এক এমন পদক্ষেপ নেয় যার ফলে ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তি কেবল বহাল হয়ে যায়নি বরং আগের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়।

---

* সীরাতের পরিভাষায় "সারীয়া" বলা হয় এমন সামরিক অভিযানকে যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীক ছিলেন না। আর "গাযওয়া" বলা হয় এমন যুদ্ধ বা সমর অভিযানকে যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সশরীরে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আহযাব যুদ্ধের পূর্বের যুদ্ধগুলো

এর মধ্যে ওহোদ যুদ্ধের পরপরই যে পদক্ষেপগুলো নেয়া হয় সেগুলোই ছিল প্রাথমিক পদক্ষেপ। যুদ্ধের পরে ঠিক দ্বিতীয় দিনেই যখন বিপুল সংখ্যক মুসলমান ছিল আহত, বহু গৃহে নিকটতম আত্মীয়তের শাহাদাত বরণে হাহাকার চলছিল এবং স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আহত ছিলেন এবং তাঁর চাচা হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত বরণে ছিলেন শোক সন্তপ্ত, তখন তিনি ইসলামের উৎসর্গীকৃত প্রাণ সেনানীদের ডেকে বলেন, আমাদের কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করা উচিত। কারণ মাঝ পথ থেকে ফিরে এসে তারা আমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ অনুমান একদম সঠিক ছিল। কাফের কুরাইশরা তাদের হাতের মুঠোয় এসে যাওয়া বিজয় থেকে লাভবান না হয়ে খালি হাতে চলে গেছে ঠিকই কিন্তু পথের মধ্যে কোথাও যখন তারা থেমে যাবে যখন নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জা অনুভব করবে এবং পুনর্বার মদীনা আক্রমণ করার জন্যে দৌড়ে আসবে। এজন্য তিনি তাদের পশ্চাদ্ধাবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সাথে সাথেই ৬৩০জন উৎসর্গীত প্রাণ সাথী তাঁর সাথে যেতে প্রস্তুত হয়ে যান। মক্কার পথে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌঁছে তিনি তিন দিন অবস্থান করেন। সেখানে একজন অমুসলিম শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে জানতে পারেন আবু সুফিয়ান তার ২৯৭৮জন সহযোগীকে নিয়ে মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে দওরুর রওহা নামক স্থানে অবস্থান করছিল। তারা যথার্থই নিজেদের ভুল উপলব্ধি করে আবার ফিরে আসতে চাচ্ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনাদল নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করে আসছেন একথা শুনে তাদের সব সাহস উবে যায়। এ কার্যক্রমের ফলে কুরাইশ আগে বেড়ে যে হিম্মত দেখাতে চাচ্ছিল তা ভেঙ্গে পড়ে, এর ফায়দা স্রেফ এতটুকুই হয়নি বরং আশপাশের দুশমনরাও জানতে পারে যে, মুসলমানদের নেতৃত্ব দান করছেন এক সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী অত্যন্ত সজাগ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাঁর ইংগিতে মুসলমানরা মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত।–আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরানের ভূমিকা এবং ১২২ টীকা।

তারপর যখনই বনী আসাদ মদীনার ওপর নৈশ আক্রমণ করার প্রস্তুতি চালাতে থাকে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোয়েন্দারা যথাসময়েই তাদের সংকল্পের খবর তাঁর কানে পৌঁছিয়ে দেয়। তাদের আক্রমণ করার আগেই তিনি হযরত আবু সালামার (উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামার প্রথম স্বামী) নেতৃত্বে দেড়শো লোকের একটি বাহিনী তাদের মুকাবিলা করার জন্য পাঠান। এ সেনাদল হঠাৎ তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। অসচেতন অবস্থায় তারা নিজেদের সবকিছু ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ফলে তাদের সমস্ত সহায়-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

এরপর আসে বনী নযীরের পালা। যেদিন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শহীদ করার ষড়যন্ত্র করে এবং সে গোপন কথা প্রকাশ হয়ে যায় সেদিনই তিনি তাদেরকে নোটিশ দিয়ে দেন, দশ দিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করো এবং এরপর তোমাদের যাকেই এখানে দেখা যাবে তাকেই হত্যা করা হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে অভয় দিয়ে বলে যে, অবিচল থাকো এবং মদীনা ত্যাগ করতে অস্বীকার করো, আমি দু' হাজার লোক নিয়ে তোমাদের সাহায্য করবো। বনী কুরাইযা তোমাদের সাহায্য করবে। নজদ থেকে বনী গাতফানও তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। এসব কথায় সাহস পেয়ে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে পাঠায়, আমরা নিজেদের এলাকা ত্যাগ করবো না, আপনার যা করার করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নোটিশের মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথেই তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেন, তাদের সহযোগীদের একজনেরও সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসার সাহস হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা এ শর্তে অস্ত্র সম্বরণ করে যে, তাদের প্রত্যেক তিন ব্যক্তি একটি উটের পিঠে যে পরিমাণ সম্ভব সহায়-সম্পদ বহন করে নিয়ে চলে যাবে এবং বাদবাকি সবকিছু মদীনায় রেখে যাবে। এভাবে মদীনার শহরতলীতে সমস্ত মহল্লা যেখানে বনী নযীর থাকতো, তাদের সমস্ত বাগান, দুর্গ, পরিখা, সাজ-সরঞ্জাম সবকিছু মুসলমানদের হাতে চলে আসে। অন্যদিকে এ প্রতিশ্রুতি ভংগকারী গোত্রের লোকেরা খায়বার, আল কুরা উপত্যকা ও সিরিয়ায় বিক্ষিপ্তভাবে বসতিস্থাপন করে।

তারপর তিনি বনী গাতফানের দিকে নজর দেন। তারা মদীনা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তিনি চারশো সেনার একটি বাহিনী নিয়ে বের হয়ে পড়েন এবং যাতুর রিকা' নামক স্থানে গিয়ে তাদেরকে ধরে ফেলেন। এ অতর্কিত হামলায় তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কোনো যুদ্ধ ছাড়াই নিজেদের বাড়িঘর মাল-সামান সবকিছু ফেলে রেখে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

এরপর ৪ হিজরীর শাবান মাসে তিনি আবু সুফিয়ানের চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়ার জন্য বের হয়ে পড়েন। ওহোদ থেকে ফেরার সময় আবু সুফিয়ান এ চ্যালেঞ্জ দেয়। যুদ্ধ শেষে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের দিকে ফিরে ঘোষণা দিয়েছিল ঃ ان موعدكم بدر للعام المقبل (আগামী বছর বদরের ময়দানে আবার আমাদের ও তোমাদের মুকাবিলা হবে।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে একজন সাহাবীর মাধ্যমে ঘোষণা করে দেন ঃ نعم، هى بيننا وبينك موعد (ঠিক আছে,

আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একথা স্থিরীকৃত হলো।) এ সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্দিষ্ট দিনে তিনি দেড় হাজার সাহাবীদের নিয়ে বদরে উপস্থিত হন। ওদিকে আবু সুফিয়ান দু' হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হয়। কিন্তু মাররায যাহরান (বর্তমান ফাতিমা উপত্যকা) থেকে সামনে অগ্রসর হবার হিম্মত হয়নি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আট দিন পর্যন্ত বদরে অপেক্ষা করেন। এ অন্তরবর্তীকালে ব্যবসায় করে মুসলমানরা বেশ দু' পয়সা কামাতে থাকে। এ ঘটনার ফলে ওহোদে মুসলমানদের যে প্রভাবহানি ঘটে তা আগের চেয়েও আরো কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এর ফলে সারা আরবদেশে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কুরাইশ গোত্র একা আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে না।–এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ১২৪ টীকা।

আর একটি ঘটনা এ প্রভাব আরো বাড়িয়ে দেয়। আরব ও সিরিয়া সীমান্তে দূমাতুল জানদাল (বর্তমান আল জওফ) ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সেখান থেকে ইরাক এবং মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে আরবের বাণিজ্যিক কাফেলা যাওয়া আসা করতো। এ জায়গার লোকেরা কাফেলাগুলোকে বিপদগ্রস্ত এবং অধিকাংশ সময় লুণ্ঠন করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এক হাজার সৈন্য নিয়ে তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য নিজেই সেখানে যান। তারা তাঁর মুকাবিলা করার সাহস করেনি। লোকালয় ছেড়ে তারা পালিয়ে যায়। এর ফলে দক্ষিণ আরবের সমস্ত এলাকায় ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন গোত্র ও উপজাতি মনে করতে থাকে মদীনায় যে প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির উন্মেষ ঘটেছে তার মুকাবিলায় করা এখন আর একটি দু'টি গোত্রের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

আহযাবের যুদ্ধ

এ অবস্থায় আহযাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি ছিল আসলে মদীনার এ শক্তিটিকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য আরবের বহুসংখ্যক গোত্রের একটি সম্মিলিত হামলা। এর উদ্যোগ গ্রহণ করে বনী নযীরের মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খায়বরে বসতি স্থাপনকারী নেতারা। তারা বিভিন্ন এলাকা সফর করে কুরাইশ, গাতফান, হুযাইল ও অন্যান্য বহু গোত্রকে একত্র করে সম্মিলিতভাবে বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে তাদের প্রচেষ্টায় ৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে আরবের বিভিন্ন গোত্রের এক বিরাট বিশাল সম্মিলিত বাহিনী এ ক্ষুদ্র জনপদ আক্রমণ করে। এতবড় বাহিনী আরবে ইতঃপূর্বে আর কখনো একত্র হয়নি। এতে যোগ দেয় উত্তর থেকে বনী নযীর ও বনী কাইনুকার ইহুদীরা। এরা মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খায়বার ও ওয়াদিউল কুরায় বসতিস্থাপন করেছিল। পূর্ব থেকে যোগ দেয় গাতফানের গোত্রগুলো (বনু সালীম, ফাযারাহ, মুররাহ, আশজা', সাআদ ও আসাদ ইত্যাদি)। দক্ষিণ থেকে এগিয়ে আসে কুরাইশ তাদের বন্ধু গোত্রগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বিশাল বাহিনী সহকারে। এদের সবার সম্মিলিত সংখ্যা দশ বারো হাজারের কম হবে না।

এটা যদি অতর্কিত আক্রমণ হতো তাহলে তা হতো ভয়াবহ ধ্বংসকর। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা তাইয়েবায় নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রিয় বসে ছিলেন না। বরং সংবাদদাতারা এবং সমস্ত গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ইসলামী আন্দোলনের সহযোগী ও প্রভাবিত লোকেরা তাঁকে দুশমনদের চলাফেরা ও প্রত্যেকটি গতিবিধি সম্পর্কে সর্বক্ষণ খবরাখবর সরবরাহ করে আসছিলেন।* এ বিশাল বাহিনী তাঁর শহরে পৌঁছুবার আগেই ছ'দিনের মধ্যেই তিনি মদীনার উত্তর পশ্চিম দিকে পরিখা খনন করে ফেলেন এবং সালআ পর্বতকে পেছনে রেখে তিন হাজার সৈন্য নিয়ে পরিখার আশ্রয়ে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ পরিচালনা করতে প্রস্তুত হন। মদীনার দক্ষিণে বাগান ও গাছপালার পরিমারণ ছিল এত বেশী (এবং এখনো আছে) যে, সেদিক থেকে কোনো আক্রমণ চালানো সম্ভব ছিল না। পূর্বদিকে ছিল লাভার পর্বতমালা। তার ওপর সম্মিলিত সৈন্য পরিচালনা করা কোনো সহজ কাজ ছিল না। পশ্চিম দক্ষিণ কোণের অবস্থাও এ একই ধরনের ছিল। তাই আক্রমণ হতে পারতো একমাত্র ওহোদের পূর্ব ও পশ্চিম কোণগুলো থেকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদিকেই পরিখা খনন করে নগরীকে সংরক্ষিত করে নেন। আসলে মদীনার বাইরে পরিখার মুখোমুখি হতে হবে, এটা কাফেররা ভাবতেই পারেনি। তাদের যুদ্ধের নীল-নকশায় আদতে এ জিনিসটি ছিলই না। কারণ আরববাসীরা এ ধরনের প্রতিরক্ষার সাথে পরিচিত ছিল না। ফলে বাধ্য হয়েই সেই শীতকালে তাদেরকে একটি দীর্ঘ স্থায়ী অবরোধের জন্য তৈরি হতে হয়। অথচ এজন্য তারা গৃহ ত্যাগ করার সময় প্রস্তুতি নিয়ে আসেনি।

এরপর কাফেরদের জন্য শুধুমাত্র একটা পথই খোলা ছিল। তারা ইহুদী গোত্র বনী কুরাইযাকে বিশ্বাসঘাতকতায় উদ্বুদ্ধ করতে পারতো। এ গোত্রটির বসতি ছিল মদীনার দক্ষিণ পূর্ব কোণে। যেহেতু এ গোত্রটির সাথে মুসলমানদের যথারীতি মৈত্রী চুক্তি ছিল এবং

* জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর মুকাবিলায় একটি আদর্শবাদী আন্দোলনের প্রাধান্যের এটি হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। জাতীয়তাবাদীরা শুধুমাত্র নিজেদের জাতির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমর্থন ও সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল হয়। কিন্তু একটি আদর্শবাদী ও নীতিবাদী আন্দোলন নিজের দাওয়াতের মাধ্যমে সবদিকে এগিয়ে চলে এবং স্বয়ং ঐ জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলোর মধ্য থেকেও তার সমর্থক বের করে আনে।

এ চুক্তি অনুযায়ী মদীনা আক্রান্ত হলে তারা মুসলমানদের সাথে মিলে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হতে বাধ্য, তাই মুসলমানরা এদিক থেকে নিশ্চিত হয়ে নিজেদের পরিবার ও ছেলেমেয়েদেরকে বনী কুরাইযার সন্নিহিত এলাকায় পাঠিয়ে দেয় এবং সেদিকে প্রতিরক্ষার কোনো ব্যবস্থা করেনি। কাফেররা মুসলমানদের প্রতিরক্ষার এ দুর্বল দিকটি আঁচ করতে পারে। তাদের পক্ষ থেকে বনী নযীরের ইহুদী সরদার হুয়াই ইবনে আখতাবকে বনী কুরাইযার কাছে পাঠানো হয়। বনী কুরাইযাকে চুক্তি ভংগ করে দ্রুত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করানোই ছিল তার কাজ। প্রথমদিকে তারা অস্বীকার করে এবং তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেয়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা চুক্তিবদ্ধ এবং আজ পর্যন্ত তিনি আমাদের সাথে এমন কোনো ব্যবহার করেননি যার ফলে আমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনতে পারি। কিন্তু যখন ইবনে আখতাব তাদেরকে বললো, "দেখো, আমি এখন সারা আরবের সম্মিলিত শক্তিকে এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছি। একে খতম করে দেবার একটি অপূর্ব সুযোগ। এ সুযোগ হাতছাড়া করলে এরপর আর কোনো সুযোগ পাবে না।" তখন ইহুদী জাতির চিরাচরিত ইসলাম বৈরী মানসিকতা নৈতিকতার মর্যাদা রক্ষার ওপর প্রাধান্য লাভ করে এবং বনী কুরাইযা চুক্তি ভংগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারেও বেখবর ছিলেন না। তিনি যথাসময়ে এ খবর পেয়ে যান। সাথে সাথেই তিনি আনসার সরদারদেরকে (সা'দ ইবনে উবাদাহ, সা'দ ইবনে মু'আয, আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা ও খাওয়াত ইবনে জুবাইর) ঘটনা তদন্ত করার এবং এ সংগে তাদের বুঝাবার জন্য পাঠান। যাবার সময় তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন, যদি বনী কুরাইযা চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে ফিরে এসে সমগ্র সেনাদলকে সুস্পষ্ট ভাষায় এ খবর জানিয়ে দেবে। কিন্তু যদি তারা চুক্তি ভংগ করতে বদ্ধপরিকর হয় তাহলে শুধুমাত্র আমাকে ইংগিতে এ খবরটি দেবে, যাতে এ খবর শুনে সাধারণ মুসলমানরা হিম্মতহারা হয়ে না পড়ে। এ সরদারগণ সেখানে পৌঁছে দেখেন বনী কুরাইযা তাদের নোংরা চক্রান্ত বাস্তবায়নে পুরোপুরি প্রস্তুত। তারা প্রকাশ্যে তাঁদেরকে জানিয়ে দেয় لا عقد بيننا وبين محمد ولا عهد "আমাদের ও মুহাম্মদের মধ্যে কোনো অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি নেই।" এ জবাব শুনে তারা মুসলিম সেনাদলের মধ্যে ফিরে আসেন এবং ইংগিতে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানা عضل وقاره অর্থাৎ 'আদল ও কারাহ ইসলাম প্রচারক দলের সাথে রাজী' নামক স্থানে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বনী কুরাইযা এখন তাই করছে।

এ খবরটি অতি দ্রুত মদীনার মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে ব্যাপক অস্থিরতা দেখা দেয়। কারণ এখন তারা দু'দিক থেকেই ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের শহরের যে অংশে তারা কোনো প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়নি সে অংশটি বিপদের সম্মুখীন হয়ে গিয়েছিল। তাদের সন্তান ও পরিবারের লোকেরা সে অংশেই ছিল। এর ফলে মুনাফিকদের তৎপরতা অনেক বেশী বেড়ে যায়। মুমিনদের উৎসাহ-উদ্যম নিস্তেজ করে দেবার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মনস্তাত্বিক হামলা শুরু করে দেয়। কেউ বলে, "আমাদের সাথে অংগীকার করা হয়েছিল পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য জয় করা হবে কিন্তু এখন অবস্থা এমন যে, আমরা পেশাব-পায়খানা করার জন্যও বের হতে পারছি না।" কেউ একথা বলে খন্দক যুদ্ধের ময়দান থেকে ছুটি চাইতে থাকে যে, এখন তো আমাদের গৃহও বিপদাপন্ন, সেখানে গিয়ে সেগুলো রক্ষা করতে হবে। কেউ এমন ধরনের গোপন প্রচারণাও শুরু করে দেয় যে, আক্রমণকারীদের সাথে আপোষ রফা করে নাও এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের হাতে তুলে দাও। এটা এমন একটা কঠিন পরীক্ষার সময় ছিল যার মধ্যে পড়ে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির মুখোস উন্মোচিত হয়ে গেছে যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও মুনাফিকী ছিল। একমাত্র সাচ্চা ও আন্তরিকতা সম্পন্ন ঈমানদাররাই এ কঠিন সময়েও আত্মোৎসর্গের সংকল্পের ওপর অটল থাকে।

এহেন নাজুক সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাতফানদের সাথে সন্ধির কথাবার্তা চালাতে থাকেন এবং তাদেরকে মদীনায় উৎপাদিত ফলের এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু যখন আনসার সরদার বৃন্দের (সা'দ ইবনে উবাদাহ ও সা'দ ইবনে মু'আয) সাথে তিনি চুক্তির এ শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করেন তখন তাঁরা বলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমরা এমনটি করবো এটা কি আপনার ইচ্ছা? অথবা এটা আল্লাহর হুকুম, যার ফলে আমাদের জন্য এটা করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই? না কি নিছক আমাদেরকে বাঁচাবার একটি ব্যবস্থা হিসেবে আপনি এ প্রস্তাব দিচ্ছেন?" জবাবে তিনি বলেন, "আমি কেবল তোমাদের বাঁচাবার জন্য এ ব্যবস্থা অবলম্বন করছি। কারণ আমি দেখছি সমগ্র আরব একজোট হয়ে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমি তাদের এক দলকে অন্য দলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাই।" একথায় উভয় সরদার এক কণ্ঠে বলেন, "যদি আপনি আমাদের জন্য এ চুক্তি করতে এগিয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে তা খতম করে দিন। যখন আমরা মুশরিক ছিলাম তখনও এ গোত্রগুলো আমাদের কাছ থেকে একটি শস্যদানাও কর হিসেবে আদায় করতে পারেনি, আর আজ তো আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার গৌরবের অধিকারী। এ অবস্থায় তারা কি
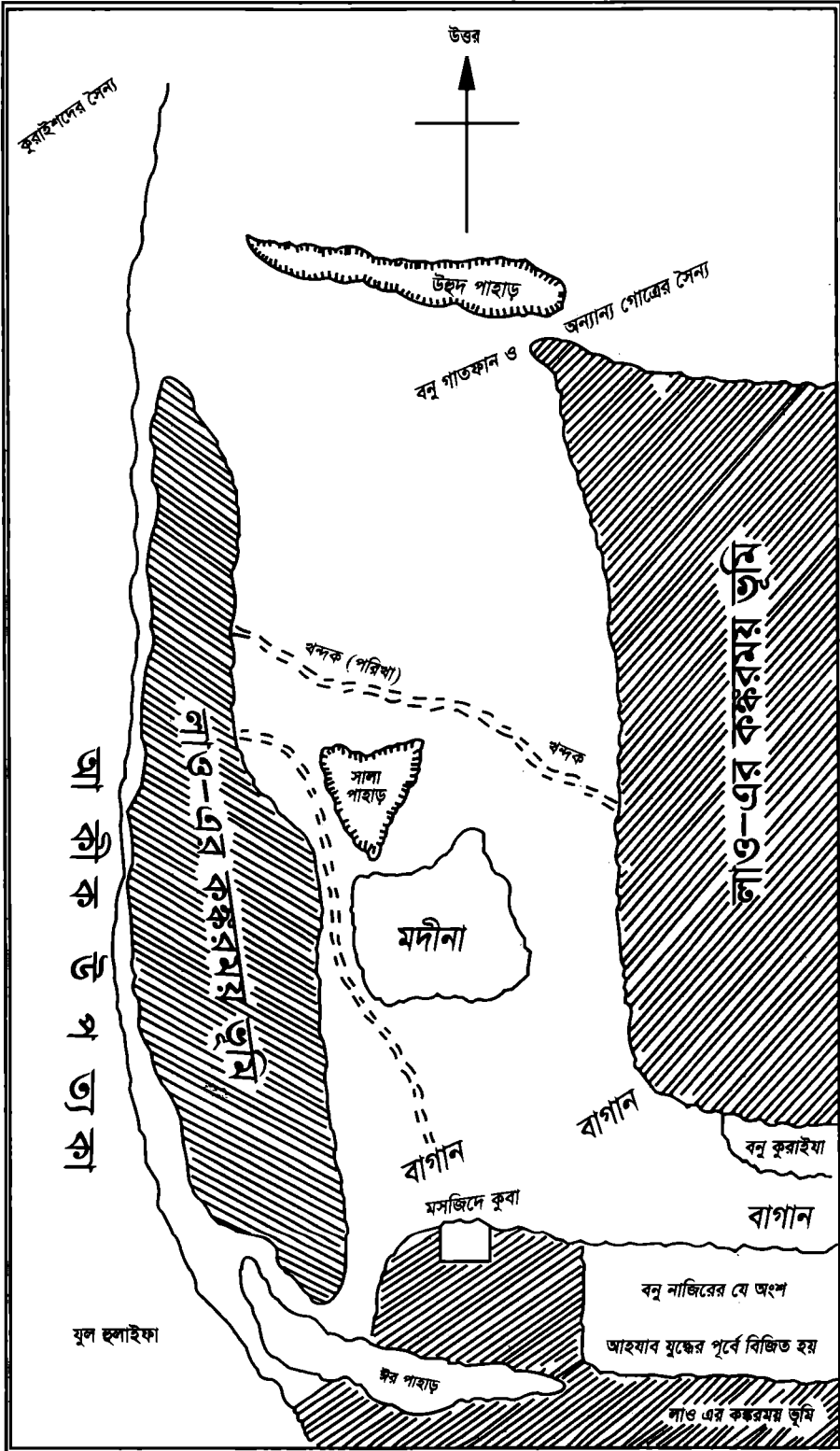
খন্দক যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা

এখন আমাদের থেকে কর উসূল করবে ? আমাদের ও তাদের মাঝখানে এখন আছে শুধুমাত্র তলোয়ার যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের ও তাদের মধ্যে ফায়সালা না করে দেন।" একথা বলে তাঁরা চুক্তিপত্রের খসড়াটি ছিঁড়ে ফেলে দেন, যার ওপর তখনো স্বাক্ষর করা হয়নি।

এ সময় গাতফান গোত্রের আশজা' শাখার নাঈম ইবনে মাসউদ নামক এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আসেন। তিনি বলেন, এখনো কেউ আমার ইসলাম গ্রহণের খবর জানে না। আপনি আমাকে দিয়ে যে কোনো কাজ করাতে চান আমি তা করতে প্রস্তুত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি গিয়ে শত্রুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করো।* একথায় তিনি প্রথমে যান বনী কুরাইযার কাছে। তাদের সাথে তাঁর মেলামেশা ছিল খুব বেশী। তাদেরকে গিয়ে বলেন, কুরাইশ ও গাতফান তো অবরোধ বিরক্ত হয়ে এক সময় ফিরে যেতেও পারে। এতে তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু তোমাদের তো মুসলমানদের সাথে এখানে বসবাস করতে হবে। তারা চলে গেলে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে ? আমার মতে তোমরা ততক্ষণ যুদ্ধে অংশ নিয়ো না যতক্ষণ বাইর থেকে আগত গোত্রগুলোর মধ্য থেকে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ লোককে তেমাদেরকে যিম্মী হিসেবে না রাখে। একথা বনী কুরাইযার মনে ধরলো। তারা গোত্রসমূহের সংযুক্ত ফ্রন্টের কাছে যিম্মী চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এরপর তিনি কুরাইশ ও গাতফানের সরদারদের কাছে যান। তাদেরকে বলেন, বনী কুরাইযা কিছুটা শিথিল হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তারা তোমাদের কাছে যদি যিম্মী হিসেবে কিছু লোক চায় তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই এবং তাদেরকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে সোপর্দ করে আপোষ রফা করে নিতে পারে। কাজেই তাদের সাথে সতর্কতার সাথে কাজ করা উচিত। এর ফলে সম্মিলিত জোটের নেতারা বনী কুরাইযার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে। তারা কুরাইযা নেতৃবৃন্দের কাছে বার্তা পাঠায় যে, দীর্ঘ অবরোধে আমাদের জন্য বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। এখন আমরা চাই একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ। আগামীকাল তোমরা ওদিক থেকে আক্রমণ করো, আমরা একই সাথে এদিক থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালাবো। বনী কুরাইযা জবাবে বলে পাঠায়, আপনারা যতক্ষণ যিম্মী স্বরূপ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে আমাদের হাওয়ালা করে না দেন ততক্ষণ আমরা যুদ্ধের বিপদের সম্মুখীন হতে পারি না। এ জবাব শুনে সম্মিলিত জোটের নেতারা নাঈমের কথা সঠিক ছিল বলে বিশ্বাস করে। তারা যিম্মী দিতে অস্বীকার করে। ফলে বনী কুরাইযা বিশ্বাস করে নাঈম আমাদের সঠিক পরামর্শ দিয়েছিল। এভাবে এ যুদ্ধ কৌশল বড়ই সফল প্রমাণিত হয়। এর ফলে শত্রু শিবিরে ফাটল সৃষ্টি হয়।

এখন অবরোধ কাল ২৫ দিন থেকেও দীর্ঘ হতে চলছিল। শীতের মওসূম চলছিল। এত বড় সেনাদলের জন্য পানি, আহার্য দ্রব্য ও পশু খাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে চলছিল, অন্যদিকে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার কারণে অবরোধকারীদের উৎসাহেও ভাটা পড়েছিল। এ অবস্থায় এক রাতে হঠাৎ ভয়াবহ ধূলিঝড় শুরু হয়। এ ঝড়ের মধ্যে ছিল শৈত্য, বজ্রপাত ও বিজলী চমক এবং অন্ধকার ছিল এতো গভীর যে নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। প্রবল ঝড়ে শত্রুদের তাঁবুগুলো তছনছ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে ভীষণ হৈ-হাংগামা সৃষ্টি হয়। আল্লাহর কুদরাতের এ জবরদস্ত আঘাত তারা সহ্য করতে পারেনি। রাতের অন্ধকারেই প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহের পথ ধরে। সকালে মুসলমানরা জেগে উঠে ময়দানে একজন শত্রুকেও দেখতে পায়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ময়দান শত্রু শূন্য দেখে সাথে সাথেই বলেন ঃ

لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم-

"এরপর কুরাইশরা আর কখনো তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে না এখন তোমরা তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে।" এটি ছিল অবস্থার একেবারে সঠিক বিশ্লেষণ। কেবল কুরাইশ নয়, সমস্ত শত্রু গোত্রগুলো একত্র হয়ে সম্মিলিতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের শেষ অস্ত্র হেনেছিল। এতে হেরে যাওয়ার পরে এখন আর তাদের মদীনার ওপর আক্রমণ করার সাধ্য ছিল না। এখন আক্রমণাত্মক শক্তি (Offensive) শত্রুদের হাত থেকে মুসলমানদের হাতে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

বনী কুরাইযার যুদ্ধ

খন্দক থেকে গৃহে ফিরে আসার পর যোহরের সময় জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে হুকুম শুনালেন, এখনই অস্ত্র নামিয়ে ফেলবেন না। বনী কুরাইযার ব্যাপারটির এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। এ মুহূর্তেই তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়া দরকার। এ হুকুম পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ঘোষণা করে দিলেন, "যে ব্যক্তিই শ্রবণ ও আনুগত্যের ওপর অবিচল আছো সে আসরের নামায ততক্ষণ পর্যন্ত পড়ো না যতক্ষণ না বনী কুরাইযার আবাসস্থলে পৌঁছে যাও।" এ ঘোষণার সাথে সাথেই তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একটি ক্ষুদ্র সেনাদলসহ অগ্রবর্তী সেনাদল হিসেবে বনী কুরাইযার দিকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা যখন সেখানে

---

* এ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন الحرب خدعة অর্থাৎ যুদ্ধে প্রতারণা করা বৈধ।

পৌঁছলেন তখন ইহুদীরা নিজেদের গৃহের ছাদে উঠে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গালি বর্ষণ করলো। কিন্তু একেবারে ঠিক যুদ্ধের সময়েই তারা চুক্তি ভংগ করে এবং আক্রমণকারীদের সাথে মিলে মদীনার সমগ্র জনবসতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে যে মহা অপরাধ করেছিল তার দণ্ড থেকে এ গালাগালি তাদেরকে কেমন করে বাঁচাতে পারতো ? হযরত আলীর ক্ষুদ্র সেনাদল দেখে তারা মনে করেছিল এরা এসেছে নিছক ভয় দেখানোর জন্য। কিন্তু যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে পুরা মুসলিম সেনাদল সেখানে পৌঁছে গেলো এবং তাদের জনবসতি ঘেরাও করে নেয়া হলো তখন তাদের হুশ হলো। দু'তিন সপ্তাহের বেশী তারা অবরোধের কঠোরতা বরদাশত করতে পারলো না। অবশেষে তারা এ শর্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আত্মসমর্পণ করলো যে, আওস গোত্রের সরদার হযরত সা'দ ইবনে মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের জন্য যা ফায়সালা করবেন উভয় পক্ষ তাই মেনে নেবে। তারা এ আশায় হযরত সা'দকে শালিস মেনেছিল যে, জাহেলিয়াতের যুগ থেকে আওস ও বনী কুরাইযার মধ্যে দীর্ঘকাল থেকে যে মিত্রতার সম্পর্ক চলে আসছিল তিনি সেদিকে নজর রাখবেন এবং তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবার সুযোগ দেবেন যেমন ইতঃপূর্বে বনী কাইনুকা ও বনী নযিরকে দেয়া হয়েছিল। আওস গোত্রের লোকেরাও হযরত সা'দের কাছে নিজেদের মিত্রদের সাথে সদয় আচরণ করার দাবী করছিল। কিন্তু হযরত সা'দ মাত্র এই কিছুদিন আগেই দেখেছিলেন, দু'টি ইহুদী গোত্রকে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবার সুযোগ দেয়া হয়েছিল এবং তারা কিভাবে আশপাশের সমস্ত গোত্রকে উত্তেজিত করে দশ বারো হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে এসেছিল। তারপর এ সর্বশেষ ইহুদী গোত্রটি একেবারে ঠিক বহিরাগত আক্রমণের সময়ই চুক্তিভংগ করে মদীনাবাসীদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবার কি ষড়যন্ত্রটাই না করেছিল সে ঘটনা এখনো তাঁর সামনে তরতাজা ছিল। তাই তিনি ফায়সালা দিলেন ঃ বনী কুরাইযার সমস্ত পুরুষদেরকে হত্যা করা হোক, নারী ও শিশুদেরকে গোলামে পরিণত করা হোক এবং তাদের সমুদয় ধন-সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হোক। এ ফায়সালাটি বাস্তবায়িত করা হলো। এরপর মুসলমানরা প্রবেশ করলো বনী কুরাইযার পল্লীতে। সেখানে তারা দেখলো, আহযাব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য এ বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠীটি ১৫ শত তলোয়ার, ৩ শত বর্ম, ২ হাজার বর্শা এবং ১৫ শত ঢাল গুদামজাত করে রেখেছে। মুসলমানরা যদি আল্লাহর সাহায্য লাভ না করতো তাহলে এ সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র ঠিক এমন এক সময় পেছন থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা করার জন্য ব্যবহার হতো যখন সামনে থেকে মুশরিকরা একজোটে খন্দক পার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিতো। এ বিষয়টি প্রকাশ হয়ে যাবার পর এখন আর এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার কোনো অবকাশই থাকেনি যে, হযরত সা'দ ইহুদীদের ব্যাপারে যে ফায়সালা করেছিলেন তা সঠিক ছিল।

সামাজিক সংস্কার

ওহোদ যুদ্ধ ও আহযাব যুদ্ধের মাঝখানের এ দুটি বছর যদিও এমন সংকট ও গোলযোগ পরিপূর্ণ ছিল যার ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ একদিনের জন্যও নিরাপত্তা ও নিশ্চিয়তা লাভ করতে পারেননি, তারপরও এ সমগ্র সময়-কালে নতুন মুসলিম সমাজ গঠন এবং জীবনের প্রতিটি বিভাগে সংস্কার ও সংশোধনের কাজ অব্যাহতভাবে চলছিল। এ সময়েই মুসলমানদের বিয়ে ও তালাকের আইন প্রায় পূর্ণতা লাভ করেছিল। উত্তরাধিকার আইন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মদ ও জুয়াকে হারাম করা হয়েছিল। অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থার অন্যান্য বহু দিকে নতুন বিধি প্রয়োগ করা হয়েছিল।

এ প্রসংগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনযোগ্য বিষয় ছিল দত্তক গ্রহণ। আরবের লোকেরা যে শিশুটিকে দত্তক বা পালিত পুত্র বা কন্যা হিসেবে গ্রহণ করতো তাকে একেবারে তাদের নিজেদের গর্ভজাত সন্তানের মতো মনে করতো। সে উত্তরাধিকার লাভ করতো। তার সাথে দত্তক মাতা ও বোনেরা ঠিক তেমনি খোলামেলা থাকতো যেমন আপন পুত্র ও ভাইয়ের সাথে থাকা হয়। তার সাথে দত্তক পিতার কন্যার এবং এ পিতার মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীর বিবাহ ঠিক তেমনি অবৈধ মনে করা হতো যেমন সহোদর বোন ও গর্ভধারিনী মায়ের সাথে কারো বিয়ে হারাম হয়ে থাকে। পালক পুত্র মরে যাবার বা নিজের স্ত্রীকে তালাক দেবার পরও এ একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। দত্তক পিতার জন্য সেই স্ত্রীলোককে তার আপন ঔরসজাত সন্তানের স্ত্রীর মতো মনে করা হতো। এ রীতিটি বিয়ে, তালাক ও উত্তরাধিকারের যেসব আইন সূরা বাকারাহ ও সূরা নিসায় আল্লাহ বর্ণনা করেছেন তার সাথে পদে পদে সংঘর্ষশীল ছিল। আল্লাহর আইনের দৃষ্টিতে যারা উত্তরাধিকারের প্রকৃত হকদার ছিল এ রীতি তাদের অধিকার গ্রাস করে এমন এক ব্যক্তিকে দিতো যার আদতে কোনো অধিকারই ছিল না। এ আইনের দৃষ্টিত যে সমস্ত পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিয়ে হালাল ছিল এ রীতি তা হারাম করে দিতো। আর সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে, ইসলামী আইন যেসব নৈতিকতা বিরোধী কার্যকালাপের পথরোধ করতে চায় এ রীতি সেগুলোর পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করছিল। কারণ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দত্তক ভিত্তিক (মুখে ডাকা) আত্মীয়তার মধ্যে যতই পবিত্রতার ভাব সৃষ্টি করা হোক না কেন দত্তক মা, দত্তক বোন ও দত্তক কন্যা আসল মা, বোন ও কন্যার মতো হতে পারে না। এসব কৃত্রিম আত্মীয়তার লোকাচার ভিত্তিক পবিত্রতার ওপর নির্ভর করে পুরুষ ও

নারীর মধ্যে যখন প্রকৃত আত্মীয়তার মতো অবাধ মেলামেশা চলে তখন তা অনিষ্টকর ফলাফল সৃষ্টি না করে থাকতে পারে না। এসব কারণে ইসলামের বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার আইন এবং যিনা হারাম হবার আইনের দাবী হচ্ছে এই যে, দত্তককে প্রকৃত সন্তানের মতো মনে করার ধারণাকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করতে হবে।

কিন্তু এ ধারণাটি এমন পর্যায়ের নয় যে, শুধুমাত্র একটি আইনগত হুকুম হিসেবে এতটুকু কথা বলে দেয়া হলো যে, "দত্তক ভিত্তিক আত্মীয়তা প্রকৃত আত্মীয়তা নয়" এবং তারপর তা খতম হয়ে যাবে। শত শত বছরের অন্ধ কুসংস্কার নিছক মুখের কথায় বদলে যাবে না। আইনগতভাবে যদি লোকেরা একথা মেনেও নিতো যে, এ আত্মীয়তা প্রকৃত আত্মীয়তা নয়, তবুও পালক মা ও পালক পুত্রের মধ্যে, পালক ভাই ও পালক বোনের মধ্যে, পালক বাপ ও পালক মেয়ের মধ্যে এবং পালক শ্বশুর ও পালক পুত্রবধুর মধ্যে বিয়েকে লোকেরা মাকরূহই মনে করতে থাকতো। তাছাড়া তাদের মধ্যে অবাধ মেলামেশাও কিছু না কিছু থেকে যেতো। তাই কার্যত এ রেওয়াজটি ভেঙে ফেলাই অপরিহার্য ছিল। আর ভেঙে ফেলার এ কাজটি স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতেই সম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কারণ যে কাজটি রসূল নিজে করেছেন এবং আল্লাহর হুকুমে করেছেন তার ব্যাপারে কোনো মুসলমানের মনে কোনো প্রকার অপসন্দনীয় হবার ধারণা থাকতে পারতো না। তাই আহযাব যুদ্ধের কিছু পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা করা হয় যে, তুমি নিজের পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিজেই বিয়ে করে নাও। বনী কুরাইযাকে অবরোধ করার সময় তিনি এ হুকুমটি তামিল করেন। (সম্ভবত ইদ্দত খতম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করাই ছিল বিলম্বের কারণ। আবার এ সময় যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজের চাপও বেড়ে গিয়েছিল।)

যয়নবকে বিয়ে করার ফলে তুমুল অপপ্রচার

এ বিয়ে হওয়ার সাথে সাথেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অকস্মাত ব্যাপক অপপ্রচার শুরু হয়ে যায়। মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদী সবাই তাঁর ক্রমাগত বিজয়ে জ্বলে পুড়ে মরছিল। ওহোদের পরে আহযাব ও বনী কুরাইযার যুদ্ধ পর্যন্ত দু'টি বছর ধরে যেভাবে তারা একের পর এক মার খেতে থেকেছে তার ফলে তাদের মনে আগুন জ্বলছিল দাউদাউ করে। এখন প্রকাশ্য ময়দানে যুদ্ধ করে আর কোনো দিন তাঁকে হারাতে পারবে, এ ব্যাপারেও তারা নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা এ বিয়ের ব্যাপারটিকে নিজেদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি সুযোগ মনে করে এবং ধারণা করে যে, এবার আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শক্তি ও তাঁর সাফল্যের মূলে রয়েছে যে চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব তাকে খতম করে দিতে পারবো। কাজেই গল্প ফাঁদা হয়, (নাউযুবিল্লাহ) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পুত্র বধুকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। পুত্র এ প্রেমের কথা জানতে পেরে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন। আর এরপর তিনি পুত্র বধুকে বিয়ে করে ফেলেন। অথচ এটা ছিল একদম বাজে কথা। কারণ হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফাত বোন। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত তাঁর সমস্ত সময়টা অতিবাহিত হয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে। কোনো এক সময় তাঁকে দেখে আসক্ত হবার প্রশ্ন কোথা থেকে আসে? তারপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বিশেষ উদ্যোগী হয়ে হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর বিবাহ দেন। কুরাইশ বংশের মতো সম্ভ্রান্ত গোত্রের একটি মেয়েকে একজন আযাদকৃত গোলামের সাথে বিয়ে দেবার ব্যাপারে তাঁর পরিবারের কেউই রাজী ছিল না। হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেও এ বিয়েতে অখুশী ছিলেন। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমের সামনে সবাই হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁকে বিয়ে দিতে বাধ্য হন। এভাবে তাঁরা সমগ্র আরবে এ মর্মে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যে, ইসলাম একজন আযাদকৃত গোলামকে, অভিজাত বংশীয় কুরাইশীদের সমপর্যায়ে নিয়ে এসেছে। সত্যিই যদি হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো আকর্ষণ থাকতো, তাহলে যায়েদ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁকে বিয়ে দেবার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি নিজেই তাঁকে বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু নির্লজ্জ বিরোধীরা এসব নিরেট সত্যের উপস্থিতিতেও এ প্রেমের গল্প ফেঁদে বসে। খুব রঙ চড়িয়ে এগুলো ছড়াতে থাকে। অপপ্রচারের অভিযান ক্রমে এত প্রবল হয় যে, তার ফলে মুসলমানদের মধ্যেও তাদের তৈরি করা গল্প ছড়িয়ে পড়ে।

পর্দার প্রাথমিক বিধান

শত্রুদের এ মনগড়া কাহিনী যে মুসলমানদের মুখ দিয়েও রটিত হতে বাধেনি, এ দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, সমাজে যৌনতার উপাদান সীমাতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছিল। সমাজ জীবনে এ নোংরামিটা যদি না থাকতো তাহলে এ ধরনের পাক-পবিত্র ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এমন ভিত্তিহীন, অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ মনগড়া কাহিনী মুখে উচ্চারিত হওয়া তো দূরের কথা সেদিকে কারো বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করাও সম্ভবপর হতো না। যে সংস্কারমূলক বিধানটিকে "হিজাব" (পর্দা) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে এটি ছিল ইসলামী সমাজে তার প্রবর্তন শুরু করার সঠিক সময়। এ সূরা থেকেই এ সংস্কার কাজের সূচনা করা হয় এবং এক বছর পরে যখন

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপবাদের কদর্য অভিযানটি চালানো হয় তখনই সূরা নূর নাযিল করে এ বিধানকে সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত করা হয়।–আরো বেশী বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূরের ভূমিকা।

রসূলের পারিবারিক জীবনের বিষয়াবলী

এ সময়ে আরো দু'টি বিষয় ছিল দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। যদিও আপাতদৃষ্টিতে এর সম্পর্ক ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পারিবারিক জীবনের সাথে কিন্তু যে সত্তা আল্লাহর দীনকে সম্প্রসারিত ও বিকশিত করার জন্য প্রাণান্ত সংগ্রাম-সাধনা করে চলছিলেন এবং নিজের সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ ও মহত কাজে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন তাঁর জন্য পারিবারিক জীবনে শান্তি লাভ, তাকে মানসিক অস্থিরতামুক্ত রাখা এবং মানুষের সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা করা ও স্বয়ং দীন তথা ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যও জরুরী ছিল। তাই আল্লাহ নিজেই সরাসরি এ দুটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন।

প্রথম বিষয়টি ছিল, সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চরম আর্থিক সংকটে ভুগছিলেন। প্রথম চার বছর তো তাঁর অর্থোপার্জনের কোনো উপায়-উপকরণ ছিল না। চতুর্থ হিজরীতে বনী নযিরকে দেশান্তর করার পর তাদের পরিত্যক্ত ভূমির একটি অংশকে আল্লাহর হুকুমের মাধ্যমে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। কিন্তু তাঁর পরিবারের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। এদিকে রিসালাতের দায়িত্ব ছিল এতো বিরাট যে, তাঁর দেহ, মন ও মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি এবং সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত এ কাজে ব্যয়িত হবার দাবী জানাচ্ছিল। ফলে নিজের অর্থোপার্জনের জন্য সামান্যতম চিন্তা ও প্রচেষ্টাও তিনি চালাতে পারতেন না। এ অবস্থায় তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ আর্থিক অনটনের কারণে যখন তাঁর মানসিক শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাতেন তখন তার মনের ওপর দ্বিগুণ বোঝা চেপে বসতো।

দ্বিতীয় সমস্যাটি ছিল, হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করার আগে তাঁর চারজন স্ত্রী ছিল। তাঁরা ছিলেন ঃ হযরত সওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন তাঁর পঞ্চম স্ত্রী। এর ফলে বিরোধীরা এ আপত্তি উঠালো এবং মুসলমানদের মনেও এ সন্দেহ দানা বাঁধতে লাগলো যে, তাদের জন্য তো এক সাথে চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা অবৈধ গণ্য করা হয়েছে কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ পঞ্চম স্ত্রী রাখলেন কেমন করে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরা আহযাব নাযিল হবার সময় এ সমস্যাগুলোর উদ্ভব ঘটে এবং এখানে এগুলোই আলোচিত হয়েছে।

এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে এবং এর পটভূমি সামনে রাখলে পরিষ্কার জানা যায়, এ সমগ্র সূরাটি একটি ভাষণ নয়। একই সময় একই সাথে এটি নাযিল হয়নি। বরং এটি বিভিন্ন বিধান ও ফরমান সম্বলিত। এগুলো সে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী প্রসংগে একের পর এক নাযিল হয়। তারপর সবগুলোকে একত্র করে একটি সূরার আকারে বিন্যস্ত করা হয়। এর নিম্নলিখিত অংশগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

এক ঃ প্রথম রুকূ'। আহযাব যুদ্ধের কিছু আগে নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়। ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রেখে এ রুকূ'টি পড়লে পরিষ্কার অনুভূত হবে, এ অংশটি নাযিল হবার আগেই হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তালাক দিয়ে ফেলেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দত্তক সম্পর্কিত জাহেলী যুগের ধারণা, কুসংস্কার ও রসম-রেওয়াজ খতম করে দেবার প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। তিনি এও অনুভব করছিলেন যে, লোকেরা "পালক" সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্রেফ আবেগের ভিত্তিতে যে ধরনের স্পর্শকাতর ও কঠোর চিন্তাধারা পোষণ করে তা কোনোক্রমেই খতম হয়ে যাবে না যতক্ষণ না তিনি নিজে (অর্থাৎ নবী) অগ্রবর্তী হয়ে এ রেওয়াজটি খতম করে দেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারেই বড় সন্দিহান ছিলেন এবং সামনে অগ্রসর হতেও ইতস্তত করছিলেন। কারণ যদি তিনি এ সময় হযরত যায়েদের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করেন তাহলে ইসলামের বিরুদ্ধে হাংগামা সৃষ্টি করার জন্য পূর্বে যেসব মুনাফিক, ইহুদী ও মুশরিকরা তৈরি হয়ে বসেছিল তারা এবার একটা বিরাট সুযোগ পেয়ে যাবে। এ সময় প্রথম রুকূ'র আয়াতগুলো নাযিল হয়।

দুই ঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকূ'তে আহযাব ও বনী কুরাইযার যুদ্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। এ দু'টি রুকূ' যে সংশ্লিষ্ট যুদ্ধ দু'টি হয়ে যাবার পর নাযিল হয়েছে এটি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

তিন ঃ চতুর্থ রুকূ' থেকে শুরু করে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত যে ভাষণ দেয়া হয়েছে তা দু'টি বিষয়বস্তু সম্বলিত। প্রথম অংশে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণকে নোটিশ দিয়েছেন। এ অভাব অনটনের যুগে তারা অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন। তাঁদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা একদিকে দুনিয়া ও দুনিয়ার শোভা সৌন্দর্য এবং অন্যদিকে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাত এ দু'টির মধ্য থেকে যে কোনো একটিকে বেছে নাও। যদি প্রথমটি তোমাদের কাঙ্ক্ষিত হয় তাহলে পরিষ্কার বলে দাও। তোমাদেরকে একদিনের জন্যও এ অনটনের মধ্যে রাখা হবে না বরং সানন্দে বিদায় করে দেয়া হবে। আর যদি দ্বিতীয়টি তোমাদের পসন্দ হয়, তাহলে সবর সহকারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সহযোতিা করো। পরবর্তী অংশগুলোতে এমন সামাজিক সংস্কারের দিকে অগ্রণী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যার প্রয়োজনীয়তা ইসলামী ছাঁচে ঢালাই করা মন-মগজের অধিকারী ব্যক্তিগণ স্বতস্ফূর্তভাবেই অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। এ প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহ থেকে সংস্কারের সূচনা করতে গিয়ে নবীর পবিত্র স্ত্রীগণকে হুকুম দেয়া হয়েছে, তোমরা জাহেলী যুগের সাজসজ্জা পরিহার করো। আত্মমর্যাদা নিয়ে গৃহে বসে থাকো। বেগানা পুরুষদের সাথে কথা বলার ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করো। এ ছিল পর্দার বিধানের সূচনা।

চার ঃ ৪৬ থেকে ৪৮ পর্যন্ত আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে হযরত যয়নবের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে সম্পর্কিত। বিরোধীদের পক্ষ থেকে এ বিয়ের ব্যাপারে যেসব আপত্তি উঠানো হচ্ছিল এখানে সে সবের জবাব দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের মনে যেসব সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছিল সেগুলো সবই দূর করে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা কি তা জানানো হয়েছে এবং স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফের ও মুনাফিকদের মিথ্যা প্রচারণার মুখে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

পাঁচ ঃ ৪৯ আয়াতে তালাকের আইনের একটি ধারা বর্ণনা করা হয়েছে। এটি একটি একক আয়াত। সম্ভবত এসব ঘটনাবলী প্রসংগে কোনো সময় এটি নাযিল হয়ে থাকবে।

ছয় ঃ ৫০ থেকে ৫২ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বিয়ের বিশেষ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানদের ওপর যেসব বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে তা প্রযোজ্য হবে না।

সাত ঃ ৫৩-৫৫ আয়াতে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদক্ষেপ উঠানো হয়েছে। এগুলো নিম্নলিখিত বিধান সম্বলিত ঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহাভ্যন্তরে বেগানা পুরুষদের যাওয়া আসার ওপর বিধি-নিষেধ, সাক্ষাত করা ও দাওয়াত দেবার নিয়ম-কানুন, নবীর পবিত্র স্ত্রীগণ সম্পর্কিত এ আইন যে, গৃহাভ্যন্তরে কেবলমাত্র তাঁদের নিকটতম আত্মীয়রাই আসতে পারেন, বেগানা পুরুষদের যদি কিছু বলতে হয় বা কোনো জিনিস চাইতে হয় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে বলতে ও চাইতে হবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের ব্যাপারে এ হুকুম যে, তাঁরা মুসলমানদের জন্যে নিজেদের মায়ের মতো হারাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরও তাঁদের কারো সাথে কোনো মুসলমানদের বিয়ে হতে পারে না।

আট ঃ ৫৬ থেকে ৫৭ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে ও তাঁর পারিবারিক জীবনের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলা হচ্ছিল সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এই সংগে মুমিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন শত্রুদের পরনিন্দা ও অন্যের ছিদ্রান্বেষণ থেকে নিজেদের দূরে রাখে এবং নিজেদের নবীর ওপর দরূপ পাঠ করে। এছাড়া এ উপদেশও দেয়া হয় যে, নবী তো অনেক বড় কথা, ঈমানদারদের তো সাধারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধেও অপবাদ দেয়া ও দোষারোপ করা থেকে দূরে থাকা উচিত।

নয় ঃ ৫৯ আয়াতে সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে তৃতীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এতে সমগ্র মুসলিম নারী সমাজের যখনই বাইরে বের হবার প্রয়োজন হবে চাদর দিয়ে নিজেদেরকে ঢেকে এবং ঘোমটা টেনে বের হবার হুকুম দেয়া হয়েছে।'

এরপর থেকে নিয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত গুজব ছড়ানোর অভিযানের (Whispering Campaign) বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দাবাদ ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। মুনাফিক, অকাটমূর্খ ও নিকৃষ্ট লোকেরা এ অভিযান চালাচ্ছিল।

❒

আয়াত-৭৩ ৩৩-সূরা আল আহযাব-মাদানী রুকূ'-৯

اٰياتها ٧٣ ٣٣. سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ - مَدَنِيَّةٌ ركوعاتها ٩

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

১. হে নবী! আল্লাহকে ভয় করো এবং কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী।

(٢) وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

২. তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যে বিষয়ের ইংগিত করা হচ্ছে তার অনুসরণ করো। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা সবই জানেন।

(٣) وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

৩. আল্লাহর প্রতি নির্ভর করো। কর্ম সম্পাদনের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

(٤) مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ۝

৪. আল্লাহ কোনো ব্যক্তির দেহাভ্যন্তরে দুটি হৃদয় রাখেননি। তোমাদের যেসব স্ত্রীকে তোমরা 'যিহার'[১] করো তাদেরকে আল্লাহ তোমাদের জননীও করেননি এবং তোমাদের পালক পুত্রদেরকেও তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি। এসব তো হচ্ছে এমন ধরনের কথা যা তোমরা স্বমুখে উচ্চারণ করো, কিন্তু আল্লাহ এমন কথা বলেন যা প্রকৃত সত্য এবং তিনিই সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন।

(٥) اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْۤا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَاۤ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

৫. পালক পুত্রদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকো। এটি আল্লাহর কাছে বেশী ন্যায়সংগত কথা। আর যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই এবং বন্ধু। না জেনে যে কথা তোমরা বলো সেজন্য তোমাদের পাকড়াও করা হবে না, কিন্তু তোমরা অন্তরে যে সংকল্প করো সেজন্য অবশ্যই পাকড়াও হবে। আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়াময়।

(٦) اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ۗ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ۗ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝

৬. নিসন্দেহে নবী ঈমানদারদের কাছে তাদের নিজেদের তুলনায় অগ্রাধিকারী, আর নবীদের স্ত্রীগণ তাদের মা। কিন্তু আল্লাহর কিতাবের দৃষ্টিতে সাধারণ মু'মিন ও মুহাজিরদের তুলনায় আত্মীয়রা পরস্পরের বেশী হকদার। তবে নিজেদের বন্ধুবান্ধবদের সাথে কোনো সদ্ব্যবহার (করতে চাইলে তা) তোমরা করতে পারো। আল্লাহর কিতাবে এ বিধান লেখা আছে।

১. 'যেহার'-এর অর্থ স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করা।

৭. আর হে নবী! স্মরণ করো সেই অংগীকারের কথা যা আমি নিয়েছি সকল নবীর কাছ থেকে, তোমার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারয়াম পুত্র ঈসার কাছ থেকেও। সবার কাছ থেকে আমি নিয়েছি পাকাপোক্ত[২] অলংঘনীয় অঙ্গীকার যাতে সত্যবাদীদেরকে (তাদের রব) তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন এবং কাফেরদের জন্য তো তিনি যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করেই রেখেছেন।

৭ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

৮ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

রুকূ' ঃ ২

৯. হে ঈমানদারগণ![৩] স্মরণ করো আল্লাহর অনুগ্রহ, যা (এইমাত্র) তিনি করলেন তোমাদের প্রতি, যখন সেনাদল তোমাদের ওপর চড়াও হলো আমি পাঠালাম তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ধূলিঝড় এবং এমন সেনাবাহিনী রওয়ানা করলাম যা তোমরা দেখোনি।[৪] তোমরা তখন যাকিছু করছিলে আল্লাহ তা সব দেখেছিলেন।

৯ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝

১০. যখন তারা ওপর ও নিচে থেকে তোমাদের ওপর চড়াও হলো, যখন ভয়ে চোখ বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল, প্রাণ হয়ে পড়েছিল ওষ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা প্রকার ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে

১০ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۝

১১. তখন মু'মিনদেরকে নিদারুণ পরীক্ষা করা হলো এবং ভীষণভাবে নাড়িয়ে দেয়া হলো।

১১ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۝

১২. স্মরণ করো যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা পরিষ্কার বলছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

১২ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝

১৩. যখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল বললো, "হে ইয়াসরিববাসীরা! তোমাদের জন্য এখন অবস্থান করার কোনো সুযোগ নেই, ফিরে চলো।" যখন তাদের একপক্ষ নবীর কাছে এই বলে ছুটি চাচ্ছিল যে, "আমাদের গৃহ বিপদাপন্ন," অথচ তা বিপদাপন্ন ছিল না আসলে তারা (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) পালাতে চাচ্ছিল।

১৩ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۝

---

২. এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা স্মরণ করিয়ে দেন যে, সমস্ত নবীদের মতো তাঁর কাছ থেকেও আল্লাহ তাআলা দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন যা কঠোরভাবে পালন করা তাঁর কর্তব্য। ওপর থেকে ক্রমাগত চলে আসা বাক্যধারা অনুধাবন করলে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় এর অর্থ এ প্রতিশ্রুতি যে, পয়গম্বর আল্লাহ তাআলার প্রতিটি হুকুম নিজে পালন করবেন ও অন্যদের দ্বারা পালন করাবেন, আল্লাহর কথা কিছুমাত্র কম-বেশী না করে মানুষের কাছে পৌছে দেবেন ও সে কথাগুলো কার্যে রূপায়িত করার ব্যাপারে চেষ্টা-সংগ্রামে কোনো ত্রুটি ও দ্বিধা করবেন না। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় এ প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে। যথা–সূরা বাকারা আয়াত ৮৩, আলে ইমরান আয়াত ১৮৭, মায়েদা আয়াত ৭, আরাফ আয়াত ১৭১, ১৭৯, শূরা আয়াত ১৩।

৩. এখান থেকে ২৭ আয়াত পর্যন্ত 'আহ্‌যাব'-এর যুদ্ধ ও 'বনী কুরাইযা' যুদ্ধের উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ ফেরেশ্‌তাদের ফৌজদল।

١٤ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ۝

১৪. যদি শহরের বিভিন্ন দিক থেকে শত্রুরা ঢুকে পড়তো এবং সে সময় তাদেরকে ফিতনা সৃষ্টি করার জন্য আহ্বান জানানো হতো, তাহলে তারা তাতেই লিপ্ত হয়ে যেতো এবং ফিতনায় শরীক হবার ব্যাপারে তারা খুব কমই ইতস্তত করতো।

١٥ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۝

১৫. তারা ইতঃপূর্বে আল্লাহর সাথে অংগীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না এবং আল্লাহর সাথে করা অংগীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা তো হবেই।

١٦ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

১৬. হে নবী! তাদেরকে বলো, যদি তোমরা মৃত্যু বা হত্যা থেকে পলায়ন করো, তাহলে এ পলায়নে তোমাদের কোনো লাভ হবে না। এরপর জীবন উপভোগ করার সামান্য সুযোগই তোমরা পাবে।

١٧ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

১৭. তাদেরকে বলো, কে তোমাদের রক্ষা করতে পারে আল্লাহর হাত থেকে যদি তিনি তোমাদের ক্ষতি করতে চান ? আর কে তাঁর রহমতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে যদি তিনি চান তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করতে ? আল্লাহর মুকাবিলায় তো তারা কোনো পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী লাভ করতে পারে না।

١٨ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

১৮. আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে তাদেরকে খুব ভালো করেই জানেন যারা (যুদ্ধের কাজে) বাধা দেয়, যারা নিজেদের ভাইদেরকে বলে, "এসো আমাদের দিকে," যারা যুদ্ধে অংশ নিলেও নিয়ে থাকে শুধুমাত্র নামকাওয়াস্তে।

١٩ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝

১৯. যারা তোমাদের সাথে সহযোগিতা করার ব্যাপারে বড়ই কৃপণ। বিপদের সময় এমনভাবে চোখ উলটিয়ে তোমাদের দিকে তাকাতে থাকে যেন কোনো মৃত্যু-পথযাত্রী মূর্ছিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিপদ চলে গেলে এ লোকেরাই আবার স্বার্থলোভী হয়ে তীক্ষ্ণ ভাষায় তোমাদেরকে বিদ্ধ করতে থাকে। তারা কখনো ঈমান আনেনি, তাই আল্লাহ তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং এমনটি করা আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ।

٢٠ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ۝

২০. তারা মনে করছে আক্রমণকারী দল এখনো চলে যায়নি। আর যদি আক্রমণকারীরা আবার এসে যায়, তাহলে তাদের মন চায় এ সময় তারা কোথাও মরুভূমিতে বেদুইনের মধ্যে গিয়ে বসতো এবং সেখান থেকে তোমাদের খবরাখবর নিতো। তবুও যদি তারা তোমাদের মধ্যে থাকেও তাহলে যুদ্ধে খুব কমই অংশ নেবে।

রুকূ' ঃ ৩

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝٢١

২১. আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে ছিল একটি উত্তম আদর্শ[৫] এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও শেষ দিনের আকাঙ্ক্ষী এবং বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করে।

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۝٢٢

২২. আর সাচ্চা মু'মিনদের (অবস্থা সে সময় এমন ছিল,) যখন আক্রমণকারী সেনাদলকে দেখলো তারা চিৎকার করে উঠলো, "এতো সেই জিনিসই যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের দিয়েছিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা পুরোপুরি সত্য ছিল।" এ ঘটনা তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণ আরো বেশী বাড়িয়ে দিল।

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝٢٣

২৩. ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার পূর্ণ করে দেখালো। তাদের কেউ নিজের নযরানা পূর্ণ করেছে এবং কেউ সময় আসার প্রতীক্ষায় আছে। তারা তাদের নীতি পরিবর্তন করেনি।

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٢٤

২৪. (এসব কিছু হলো এজন্য) যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতার পুরস্কার দেন এবং মুনাফিকদেরকে চাইলে শাস্তি দেন এবং চাইলে তাদের তাওবা কবুল করে নেন। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۝٢٥

২৫. আল্লাহ কাফেরদের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন, তারা বিফল হয়ে নিজেদের অন্তরজ্বালা সহকারে এমনিই ফিরে গেছে এবং মু'মিনদের পক্ষ থেকে লড়াই করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে গেছেন। আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত।

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝٢٦

২৬. তারপর আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে যারাই এর আক্রমণকারীদের সাথে সহযোগিতা করেছিল[৬] তাদের দুর্গ থেকে আল্লাহ তাদেরকে নামিয়ে এনেছেন এবং তাদের অন্তরে তিনি এমন ভীতি সঞ্চার করেছেন যার ফলে আজ তাদের একটি দলকে তোমরা হত্যা করছো এবং অন্য একটি দলকে করছো বন্দী।

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝٢٧

২৭. তিনি তোমাদেরকে তাদের জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদের ওয়ারিস করে দিয়েছেন এবং এমন এলাকা তোমাদের দিয়েছেন যাকে তোমরা কখনো পদানত করোনি। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন।

---

৫. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে যে—উত্তম নমুনা আছে।

৬. অর্থাৎ ইয়াহুদী বনী কুরাইযা।

রুকূ’ ঃ ৪

﴿٢٨﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝

২৮. হে নবী! তোমার স্ত্রীদেরকে বলো, যদি তোমরা দুনিয়া এবং তার ভূষণ চাও, তাহলে এসো আমি তোমাদের কিছু দিয়ে ভালোভাবে বিদায় করে দিই।[৭]

﴿٢٩﴾ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

২৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও আখেরাতের প্রত্যাশী হও, তাহলে জেনে রাখো তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ মহা প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

﴿٣٠﴾ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

৩০. হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ কোনো সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজ করবে তাকে দ্বিগুণ[৮] শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহর জন্য এটা খুবই সহজ কাজ।

﴿٣١﴾ وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ۝

৩১. আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং সৎকাজ করবে তাকে আমি দু’বার প্রতিদান দেবো এবং আমি তার জন্য সম্মানজনক রিযিকের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

﴿٣٢﴾ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝

৩২. হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে থাকো, তাহলে মিহি স্বরে কথা বলো না, যাতে মনের গলদে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে, বরং পরিষ্কার সোজা ও স্বাভাবিকভাবে কথা বলো।

﴿٣٣﴾ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۝

৩৩. নিজেদের গৃহমধ্যে অবস্থান করো এবং পূর্বের জাহেলী যুগের মতো সাজসজ্জা দেখিয়ে বেড়িও না। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। আল্লাহ্ তো চান, তোমাদের নবী পরিবার থেকে ময়লা দূর করতে এবং তোমাদের পুরোপুরি পাক-পবিত্র করে দিতে।

﴿٣٤﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ۝

৩৪. আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের যেসব কথা তোমাদের গৃহে শুনানো হয় তা মনে রেখো। অবশ্যই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী[৯] ও সর্ব বিষয়ে অবহিত।

৭. এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়েছিল তখন রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহে অনাহারের পর অনাহারে দিন কাটছিল, আর তাঁর পবিত্রা সহধর্মীনীরা কঠোর পেরেশানির মধ্যে দিন যাপন করছিলেন।

রুকূ' ঃ ৫

٣٥ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ○

৩৫. একথা সুনিশ্চিত যে, যে পুরুষ ও নারী মুসলিম, মু'মিন, হুকুমের অনুগত, সত্যবাদী, সবরকারী, আল্লাহর সামনে বিনত, সাদকাদানকারী, রোযা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণকারী আল্লাহ তাদের জন্য মাগফিরাত এবং প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

٣٦ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ○

৩৬. যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ের ফায়সালা দিয়ে দেন তখন কোনো মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর সেই ব্যাপারে নিজে ফায়সালা করার কোনো অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়।

٣٧ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ○

৩৭. হে নবী! স্মরণ করো, যখন আল্লাহ এবং তুমি যার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলে তাকে তুমি বলছিলে, তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না এবং আল্লাহকে ভয় করো।[১০] সে সময় তুমি তোমার মনের মধ্যে যে কথা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন, তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ এর বেশী হকদার যে, তুমি তাকে ভয় করবে।[১১] তারপর তখন তার ওপর থেকে যায়েদের সকল প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল[১২] তখন আমি সেই (তালাকপ্রাপ্ত মহিলার) বিয়ে তোমার সাথে দিয়ে দিলাম, যাতে মু'মিনদের জন্য তাদের পালক পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা না থাকে যখন তাদের ওপর থেকে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। আর আল্লাহর হুকুম তো কার্যকর হয়েই থাকে।

---

৮. এর অর্থ এই নয় যে—মাআযাল্লাহ-রসূলের পবিত্র স্ত্রীদের কাছ থেকে কোনো অশ্লীলতার আশংকা ছিল। বরং তাদের মধ্যে এ অনুভূতি জাগানো উদ্দেশ্য ছিল যে—তোমরা সমগ্র উম্মতের জননী স্বরূপ; নিজেদের মর্যাদার পক্ষে হানিকর কোনো কাজ তোমাদের করা উচিত নয়।

৯. অর্থাৎ গুপ্ত থেকে গুপ্ততার কথাও তিনি জানেন।

১০. সেই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত যায়েদ বিন হারেস। যিনি রসূলুল্লাহর আযাদ করা গোলাম ও তাঁর পালিত পুত্র ছিলেন। এবং তাঁর স্ত্রী অর্থ—হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা যিনি হুজুরের ফুফাতো বোন ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়েদের সাথে তাঁর বিবাহ দিয়ে ছিলেন। কিন্তু উভয়ের বনিবনাও হচ্ছিল না এবং হযরত যায়েদ তাঁকে তালাক দিতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

১১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল হযরত যায়েদ হযরত যয়নবকে তালাক দিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তাঁকে বিবাহ করে আরবের সেই প্রাচীন প্রথা ভংগ করবেন যে প্রথা মতে পালিত পুত্রকে মনে করা হতো। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরববাসীদের কঠিন সমালোচনা ও নিন্দাবাদের আশংকায় এ পরীক্ষা থেকে বাঁচতে চাচ্ছিলেন। এ জন্যই তিনি চেষ্টা করছিলেন যায়েদ যাতে তালাক না দেয়।

১২. অর্থাৎ তালাক দেয়ার তাঁর যে বাসনা ছিল তিনি তা পূর্ণ করেন এবং নিজের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক বাকী থাকলো না।

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾

৩৮. নবীর জন্য এমন কোনো কাজে কোনো বাধা নেই যা আল্লাহ তার জন্য নির্ধারণ করেছেন ইতিপূর্বে যেসব নবী অতীত হয়ে গেছেন তাদের ব্যাপারে এটিই ছিল আল্লাহর নিয়ম, আর আল্লাহর হুকুম হয় একটি চূড়ান্ত স্থিরিকৃত সিদ্ধান্ত।

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

৩৯. (এ হচ্ছে আল্লাহর নিয়ম তাদের জন্য) যারা আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে থাকে, তাঁকেই ভয় করে এবং এক আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না আর হিসেব গ্রহণের জন্য কেবলমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

৪০. (হে লোকেরা!) মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারোর পিতা নয় কিন্তু সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী ; আর আল্লাহ সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।[১৩]

রুকূ’ ঃ ৬

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾

৪১. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করো

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

৪২. এবং সকাল সাঁঝে তাঁর মহিমা ঘোষণা করতে থাকো।

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾

৪৩. তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা তোমাদের জন্য দোয়া করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের মধ্যে নিয়ে আসেন, তিনি মু’মিনদের প্রতি বড়ই মেহেরবান।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾

৪৪. যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে, তাদের অভ্যর্থনা হবে সালামের মাধ্যমে এবং তাদের জন্য আল্লাহ বড়ই সম্মানজনক প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾

৪৫. হে নবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী বানিয়ে, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾

৪৬. আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।

১৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধবাদীরা এ বিবাহের প্রতি যেসব আপত্তি ও অভিযোগ করছিল এ একটি বাক্যে সে সময়ের মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের প্রথম অভিযোগ ছিল—তিনি নিজের পুত্রবধূকে বিয়ে করছেন। এর উত্তরে বলা হলো—"মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারোরই পিতা নন।" অর্থাৎ যায়েদ তাঁর পুত্র কবে ছিল যে, তাঁর (যায়েদ) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের বিবাহ করা তাঁর (রসূলের) পক্ষে হারাম হতো ? দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল—পালিত পুত্র যদিও প্রকৃত পুত্র না হয় তার পরিত্যাক্তা স্ত্রীলোককে বিবাহ করা তো আর জরুরী ছিল না ? এর উত্তরে বলা হয়েছে—"কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল।" অর্থাৎ তোমাদের প্রচলিত প্রথা অনর্থক হালাল বস্তুকে হারাম করে রেখেছে ; রসূল হওয়ার দিক দিয়ে এ সম্পর্কিত সব রকমের কুসংস্কারকে চিরতরে দূর করে দেয়ার এবং এর হালাল হওয়া সম্পর্কে কোনো প্রকারে সন্দেহ ও সংকোচের অবকাশ থাকতে না দেয়ার দায়িত্ব তার ওপর বর্তায়। এর আরো বেশী তাকিদের জন্যে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন—"এবং তিনি নবীদের শেষ" অর্থাৎ তাঁর পরে কোনো রসূল তো দূরের কথা কোনো নবীও আর আসবেন না যে আইন ও সমাজের কোনো সংশোধন তাঁর সময়ে রূপায়িত হতে বাকী থাকলে পরবর্তীকালে আগমনকারী ও নবী এ অভাব পূর্ণ করবেন। সুতরাং এ বিষয় আরও জুরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, এ মূর্খতাসূচক প্রথাকে তিনি নিজেই চিরতরে শেষ করে দিয়ে যাবেন। এরপরে আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছে–"আল্লাহ সবকিছুর জ্ঞান রাখেন।" অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা জানেন যে, এ সময় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে এ অজ্ঞতাসূচক প্রথার সমাপ্তি ঘটানো কেন জরুরী ছিল এবং এরূপ না করার মধ্যে কি অনিষ্ট ছিল।

৪৭. সুসংবাদ দাও তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে (তোমার প্রতি) যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে বিরাট অনুগ্রহ।

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ۝

৪৮. আর কখনো দমিত হয়ো না কাফের ও মুনাফিকদের কাছে, পরোয়া করো না[১৪] তাদের পীড়নের এবং ভরসা করো আল্লাহর প্রতি। আল্লাহই যথেষ্ট এজন্য যে, মানুষ তাঁর হাতে তার যাবতীয় বিষয় সোপর্দ করে দেবে।

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

৪৯. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মু'মিন নারীদেরকে বিয়ে করো এবং তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দিয়ে দাও তখন তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য কোনো ইদ্দত অপরিহার্য নয়, যা পুরা হবার দাবী তোমরা করতে পারো। কাজেই তাদেরকে কিছু অর্থ দাও এবং ভালোভাবে বিদায় করো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝

৫০. হে নবী! আমি তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি তোমার স্ত্রীদেরকে যাদের মহর তুমি আদায় করে দিয়েছো[১৫] এবং এমন নারীদেরকে যারা আল্লাহ প্রদত্ত বাঁদীদের মধ্য থেকে তোমার মালিকানাধীন হয়েছে আর তোমার চাচাত, ফুফাত, মামাত, খালাত বোনদেরকে, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে এবং এমন মু'মিন নারীকে যে নিজেকে নবীর কাছে নিবেদন করেছে যদি নবী তাকে বিয়ে করতে চায়,[১৬] এ সুবিধাদান বিশেষ করে তোমার জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্য নয়। সাধারণ মু'মিনদের ওপর তাদের স্ত্রী ও বাঁদীদের ব্যাপারে আমি যে সীমারেখা নির্ধারণ করেছি তা আমি জানি, (তোমাকে এ সীমারেখা থেকে এজন্য আলাদা রেখেছি) যাতে তোমার কোনো অসুবিধা না হয়, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

১৪. অর্থাৎ এ বিবাহ সম্পর্কে তারা যেসব নিন্দাবাদ ও দোষারোপ করছিল।

১৫. এ আসলে সেই লোকদের অভিযোগের জবাব যারা বলতো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো অন্য লোকদের জন্য এক সময়ে চারের অধিক স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু নিজে তিনিএ পঞ্চম স্ত্রী কেমন করে বিবাহ করলেন? একথা জানা দরকার যে, সে সময়ে হুজুরের ঘরে তাঁর চার বিবি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, হযরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা, হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রথম থেকে বর্তমান ছিলেন।

১৬. অর্থাৎ এ পাঁচ বিবি ছাড়া এ আয়াতে উল্লেখিত প্রকারের মহিলাদেরকেও নিজের স্ত্রীত্বে গ্রহণ করার অনুমতি অতিরিক্তভাবে হুজুরকে দেয়া হয়েছে।

৫১. তোমাকে ইখতিয়ার দেয়া হচ্ছে, তোমার স্ত্রীদের মধ্য থেকে যাকে চাও নিজের থেকে আলাদা করে রাখো, যাকে চাও নিজের সাথে রাখো এবং যাকে চাও আলাদা রাখার পরে নিজের কাছে ডেকে নাও। এতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই। এভাবে বেশী আশা করা যায় যে, তাদের চোখ শীতল থাকবে এবং তারা দুঃখিত হবে না আর যাকিছুই তুমি তাদেরকে দেবে তাতে তারা সবাই সন্তুষ্ট থাকবে। আল্লাহ জানেন যাকিছু তোমাদের অন্তরে আছে এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সহনশীল।

٥١ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ۖ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا

৫২. এরপর তোমার জন্য অন্য নারীরা হালাল নয় এবং এদের জায়গায় অন্য স্ত্রীদের আনবে এ অনুমতিও নেই, তাদের সৌন্দর্য তোমাকে যতই মুগ্ধ করুক না কেন,[১৭] তবে বাঁদীদের মধ্য থেকে তোমার অনুমতি আছে।[১৮] আল্লাহ সবকিছু দেখাশুনা করছেন।

٥٢ لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

রুকু' ঃ ৭

৫৩. হে ঈমানদারগণ! নবী গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না, খাবার সময়ের অপেক্ষায়ও থেকো না। হ্যাঁ যদি তোমাদের খাওয়ার জন্য ডাকা হয়, তাহলে অবশ্যাই এসো কিন্তু খাওয়া হয়ে গেলে চলে যাও, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। তোমাদের এসব আচরণ নবীকে কষ্ট দেয় কিন্তু তিনি লজ্জায় কিছু বলেন না এবং আল্লাহ হককথা বলতে লজ্জা করেন না। নবীর স্ত্রীদের কাছে যদি তোমাদের কিছু চাইতে হয় তাহলে পর্দার পেছন থেকে চাও। এটা তোমাদের এবং তাদের মনের পবিত্রতার জন্য বেশী উপযোগী। তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া মোটেই জায়েয নয় এবং তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীদেরকে বিয়ে করাও জায়েয নয়, এটা আল্লাহর দৃষ্টিতে মস্তবড় গোনাহ।

٥٣ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا

১৭. এ নির্দেশের দু'টি অর্থ–প্রথম উপরোক্ত ৫০তম আয়াতে যেসব স্ত্রীলোককে হুজুরের জন্য হালাল করা হয়েছে তাছাড়া অন্যান্য কোনো স্ত্রীলোক এখন আর তাঁর জন্য হালাল নয়। দ্বিতীয়ত—তাঁর পবিত্রা স্ত্রীগণ যখন একথায় সম্মত হয়েছেন যে, অভাব ও কাঠিন্যের মধ্যে তাঁর সাথে থাকবেন, পরকালের জন্য দুনিয়া বর্জন করবেন এবং তিনি তাঁদের সাথে যে ব্যবহার করবেন তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকবেন, তখন তাঁদের মধ্যে কাউকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্য কোনো স্ত্রীলোককে বিবাহ করা আর তাঁর (রসূলের) জন্য হালাল হবে না।

১৮. এ আয়াত এ বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করছে যে বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া মালিকাভুক্ত স্ত্রী লোকদের সাথে সহবাসের অনুমতি আছে এবং এছাড়া এ বিষয়ে সংখ্যার কোনো শর্ত নেই। সূরা নিসার ৩ আয়াতে, সূরা মুমিনুনের ৬ আয়াতে এবং সূরা মাআরিজের ৩০ আয়াতেও এ বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে।

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

৫৪. তোমরা কোন কথা প্রকাশ বা গোপন করো আল্লাহ সবকিছুই জানেন।

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۗ وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

৫৫. নবীর স্ত্রীদের গৃহে তাদের বাপ, ছেলে, ভাই-ভাতিজা, ভাগনা সাধারণ মেলামেশার মহিলারা এবং তাদের মালিকানাধীন দাসদাসীরা এলে কোনো ক্ষতি নেই। (হে নারীগণ!) তোমাদের আল্লাহর নাফরমানি থেকে দূরে থাকা উচিত। আল্লাহ্ প্রত্যেকটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

৫৬. আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও।[১৯]

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۝

৫৭. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়ায় ও আখেরাতে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক আযাবের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۝

৫৮. আর যারা মু'মিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে কোনো অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয় তারা একটি বড় অপবাদ ও সুস্পষ্ট গোনাহর বোঝা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছে।

রুকূ' ঃ ৮

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

৫৯. হে নবী! তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মু'মিনদের নারীদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের চাদরের প্রান্ত তাদের ওপর টেনে নেয়।[২০] এটি অধিকতর উপযোগী পদ্ধতি, যাতে তাদেরকে চিনে নেয়া যায় এবং কষ্ট না দেয়া হয়।[২১] আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১৯. আল্লাহর পক্ষ থেকে নিজ নবীর ওপর 'সালাত'-এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতি অসীম মেহেরবান ; তিনি তাঁর তারিফ করেন, তাঁর কাজে বরকত দান করেন, তাঁর নাম উন্নীত করেন এবং তাঁর প্রতি নিজের রহমতের ধারা বর্ষণ করেন। ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি সালাতের অর্থ হচ্ছে, তাঁরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত মহব্বত রাখেন এবং তাঁর অনুকূলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন–যেন আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে অধিক থেকে অধিকতর উন্নত মর্যাদা দান করেন। মুমিনদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি সালাতের অর্থ–তাঁরাও তাঁর জন্য যেন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন—'আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতি নিজের রহমতধারা অবতীর্ণ করুন।'

২০. অর্থাৎ চাদর দিয়ে ওপর থেকে ঢেকে নেন। অন্য কথায়—মুখমণ্ডল অনাবৃত রেখে না ফেরেন।

২১. 'যেন তাদেরকে চিনিতে পারা যায়'–এর মর্ম হচ্ছে তাদেরকে এ সরল ও শালীন পোশাক পরিহিত দেখে প্রত্যেকে একথা বুঝে নেবেন যে, তাঁরা সম্ভ্রমশীলা সতী মহিলা, তাঁরা উশৃঙ্খল ও খেলাড়ি স্ত্রীলোক নয় যে, কোনো দুরাচার মানুষ নিজের অন্তরের বাসনা তাদের দ্বারা পূর্ণ করার আশা করতে পারে। 'তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়'–এর মর্ম হচ্ছে—তারা যেন অত্যাচারিত না হয়।

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ۝٦٠

৬০. যদি মুনাফিকরা এবং যাদের মনে গলদ আছে তারা আর যারা মদীনায় উত্তেজনাকর গুযব ছড়ায়, তারা নিজেদের তৎপরতা থেকে বিরত না হয়, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবার জন্য তোমাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবো ; তারপর খুব কমই তারা এ নগরীতে তোমার সাথে থাকতে পারবে।

مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ۝٦١

৬১. তাদের ওপর লানত বর্ষিত হবে চারদিক থেকে, যেখানেই পাওয়া যাবে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝٦٢

৬২. এটিই আল্লাহর সুন্নাত, এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে পূর্ব থেকে এটিই চলে আসছে এবং তুমি আল্লাহর সুন্নাতে কোনো পরিবর্তন পাবে না।

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۗ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ۝٦٣

৬৩. লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিয়ামত কবে আসবে ? বলো, একমাত্র আল্লাহই এর জ্ঞান রাখেন। তুমি কী জানো, হয়তো তা নিকটেই এসে গেছে।

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۝٦٤

৬৪. মোটকথা এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য উৎক্ষিপ্ত আগুনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন,

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝٦٥

৬৫. যার মধ্যে তারা থাকবে চিরকাল, কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী তারা পাবে না।

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ۝٦٦

৬৬. যেদিন তাদের চেহারা আগুনে ওলট পালট করা হবে তখন তারা বলবে, "হায়! যদি আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতাম।"

وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ۝٦٧

৬৭. আরো বলবে, "হে আমাদের রব! আমরা আমাদের সরদারদের ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে।

رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ۝٦٨

৬৮. হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তাদের প্রতি কঠোর লানত বর্ষণ করো।"

রুকূ' ঃ ৯

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ۗ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ۝٦٩

৬৯. হে ঈমানদারগণ! তাদের মতো হয়ে যেয়ো না যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল, তারপর আল্লাহ তাদের তৈরি করা কথা থেকে তাকে দায়মুক্ত করেন এবং সে আল্লাহর কাছে ছিল সম্মানিত।

﴿٧٠﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

৭০. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।

﴿٧١﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

৭১. আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ ঠিকঠাক করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে বড় সাফল্য অর্জন করে।

﴿٧٢﴾ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝

৭২. আমি এ আমানতকে[২২] আকাশসমূহ, পৃথিবী ও পর্বতরাজির ওপর পেশ করি, তারা একে বহন করতে রাজি হয়নি এবং তা থেকে ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষ একে বহন করেছে, নিসন্দেহে সে বড় যালেম ও অজ্ঞ।[২৩]

﴿٧٣﴾ لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَٰتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

৭৩. এ আমানতের বোঝা উঠাবার অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও নারীদেরকে সাজা দেবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের তাওবা কবুল করবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

২২. 'আমানত' এর অর্থ সেই দায়িত্বভার যা আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাঁর পৃথিবীতে ক্ষমতা ও জ্ঞান-বুদ্ধি দান করে অর্পণ করেছেন।

২৩. অর্থাৎ এ দায়িত্বভারের ধারক ও বাহক হয়েও নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং আমানতের দায়িত্ব ভংগ করে নিজের ওপর নিজে অত্যাচার করে।

সূরা আস সাবা

৩৪

নামকরণ

১৫ আয়াতের বাক্য لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ থেকে গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এটি এমন একটি সূরা যেখানে 'সাবা'-এর কথা বলা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোনো নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত থেকে এর নাযিলের সঠিক সময়-কাল জানা যায় না। তবে বর্ণনা ধারা থেকে অনুভূত হয়, সেটি ছিল মক্কার মাঝামাঝি যুগ অথবা প্রাথমিক যুগ। যদি মাঝামাঝি যুগ হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবত সেটি ছিল তার একেবারে প্রথম দিককার সময়। তখনো পর্যন্ত জুলুম-নিপীড়নের তীব্রতা দেখা দেয়নি এবং তখনো কেবলমাত্র ঠাট্টা-তামাশা, বিদ্রূপ, গুজব ছড়ানো এবং মিথ্যা অপবাদ ও প্ররোচনা দেবার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনকে দমিত করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিল।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য

এ সূরায় কাফেরদের এমন সব আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে যা তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদ ও আখেরাতের দাওয়াতের এবং তাঁর নবুওয়াতের বিরুদ্ধে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যাংগ-বিদ্রূপ ও অর্থহীন অপবাদের আকারে পেশ করতো। কোথাও এ আপত্তিগুলো উদ্ধৃত করে তার জবাব দেয়া হয়েছে আবার কোথাও সেগুলো কোন্ আপত্তির জবাব তা স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ হয়ে গেছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জবাবগুলো দেয়া হয়েছে বুঝাবার পদ্ধতিতে এবং আলোচনার মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দেবার ও যুক্তি প্রদর্শনের কায়দায়। কিন্তু কোথাও কোথাও কাফেরদেরকে তাদের হঠকারিতার খারাপ পরিণতির ভয় দেখানো হয়েছে। এ প্রসংগে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ও সাবা জাতির কাহিনী এ উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমাদের সামনে ইতিহাসের এ দু'টি দৃষ্টান্তই রয়েছে ঃ একদিকে রয়েছে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ও হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তাঁদেরকে দান করেছিলেন বিপুল শক্তি এবং এমন গৌরব দীপ্ত শান-শওকত, যা ইতিপূর্বে খুব কম লোককে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এসব কিছু পাওয়ার পরও তাঁরা অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হননি। বরং নিজের রবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিবর্তে তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হন। অন্যদিকে ছিল সাবা জাতি। যখন আল্লাহ তাদেরকে নিয়ামত দান করলেন, তারা অহমিকায় স্ফীত হয়ে উঠলো এবং শেষে এমনভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো যে, এখন কেবল তাদের কাহিনীই দুনিয়ার বুকে রয়ে গেছে। এ দু'টি দৃষ্টান্ত সামনে রেখে স্বয়ং তোমাদেরকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, তাওহীদ ও আখেরাতে বিশ্বাস এবং নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রবণতার ভিত্তিতে যে জীবন গড়ে ওঠে তা বেশী ভালো, না সেই জীবন বেশী ভালো যা গড়ে ওঠে কুফর ও শিরক এবং আখেরাত অস্বীকার ও বৈষয়িক স্বার্থ পূজার ভিত্তিতে।

❒

আয়াত-৫৪ ৩৪-সূরা সাবা-মাক্কী রুকূ'-৬
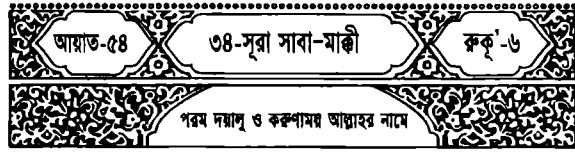
পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
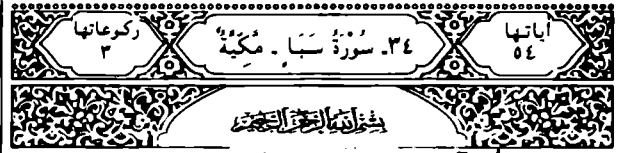
১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক এবং আখেরাতে প্রশংসা তাঁরি জন্য। তিনি বিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ।

২. যাকিছু যমীনে প্রবেশ করে, যাকিছু তা থেকে বের হয়, যাকিছু আকাশ থেকে নামে এবং যাকিছু তাতে উত্থিত হয় প্রত্যেকটি জিনিস তিনি জানেন। তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল।

৩. অস্বীকারকারীরা বলে, কি ব্যাপার কিয়ামত আমাদের ওপর আসছে না কেন ! বলো, আমার অদৃশ্য জ্ঞানী পরওয়ারদিগারের কসম, তা তোমাদের ওপর অবশ্যই আসবে। তাঁর কাছ থেকে অণু পরিমাণ কোনো জিনিস আকাশসমূহেও লুকিয়ে নেই এবং পৃথিবীতেও নেই। অণুর চেয়ে বড়ই হোক, কিংবা তার চেয়ে ছোটই হোক—সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে।

৪. আর এ কিয়ামত এজন্য আসবে যে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করতে থেকেছে তাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন, তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক রিযক।

৫. আর যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৬. হে নবী! জ্ঞানবানরা ভালো করেই জানে, যাকিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা পুরোপুরি সত্য এবং তা পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর পথ দেখায়।

৭. অস্বীকারকারীরা লোকদেরকে বললো, "আমরা বলবো তোমাদেরকে এমন লোকের কথা যে এ মর্মে খবর দেয় যে, যখন তোমাদের শরীরের প্রতিটি অণু ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তখন তোমাদের নতুনভাবে সৃষ্টি করে দেয়া হবে।

৮. না জানি এ ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা তৈরি করে, নাকি তাকে পাগলামিতে পেয়ে বসেছে।" না, বরং যারা আখেরাত মানে না তারা শাস্তি লাভ করবে এবং তারাই রয়েছে ঘোরতর ভ্রষ্টতার মধ্যে।

اياتها ٥٤ ٣٤ سورة سبا مكية ركوعاتها ٦

بسم الله الرحمن الرحيم

١ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ○

٢ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ○

٣ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتٰبٍ مُبِينٍ ○

٤ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۚ أُولٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○

٥ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيٰتِنَا مُعٰجِزِينَ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ ○

٦ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ○

٧ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ○

٨ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيدِ ○

٩ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ

৯. তারা কি কখনো এ আকাশ ও পৃথিবী দেখেনি যা তাদেরকে সামনে ও পেছন থেকে ঘিরে রেখেছে ? আমি চাইলে তাদেরকে যমীনে ধসিয়ে দিতে অথবা আকাশের কিছু অংশ তাদের ওপর নিক্ষেপ করতে পারি। আসলে তার মধ্যে রয়েছে একটি নিদর্শন এমন প্রত্যেক বান্দার জন্য যে আল্লাহ অভিমুখী হয়।

রুকূ' ৪ ২

١٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ

১০. দাউদকে আমি নিজের কাছ থেকে বিরাট অনুগ্রহ দান করেছিলাম। (আমি হুকুম দিলাম) হে পর্বতমালা! এর সাথে একাত্মতা করো (এবং এ হুকুমটি আমি) পাখিদেরকে দিয়েছি। আমি তার জন্য লোহা নরম করে দিয়েছি।

١١ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۖ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

১১. এ নির্দেশ সহকারে যে, বর্ম নির্মাণ করো এবং তাদের পরিমাপ যথার্থ আন্দাজ অনুযায়ী রাখো। (হে দাউদের পরিবার!) সৎকাজ করো, তোমরা যা কিছু করছো সবই আমি দেখছি।

١٢ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ

১২. আর সুলাইমানের জন্য আমি বাতাসকে বশীভূত করে দিয়েছি, সকালে তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত। আমি তার জন্য গলিত তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত করি এবং এমন সব জিনকে তার অধীন করে দিয়েছি যারা তাদের রবের হুকুমে তার সামনে কাজ করতো। তাদের মধ্য থেকে যে আমার হুকুম অমান্য করে তাকে আমি আস্বাদন করাই জ্বলন্ত আগুনের স্বাদ।

١٣ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

১৩. তারা তার জন্য তৈরি করতো যাকিছু সে চাইতো, উঁচু উঁচু ইমারত, ছবি,[১] বড় বড় পুকুর সদৃশ থালা এবং অনড় বৃহদাকার ডেগসমূহ।—হে দাউদের পরিবার! কাজ করো কৃতজ্ঞতার পদ্ধতিতে।[২] আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।

١٤ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

১৪. তারপর যখন সুলাইমানের ওপর আমি মৃত্যুর ফায়সালা প্রয়োগ করলাম তখন জিনদেরকে তার মৃত্যুর খবর দেবার মতো সেই ঘুণ ছাড়া আর কোনো জিনিস ছিল না যা তার লাঠিকে খেয়ে চলছিল। এভাবে যখন সুলাইমান পড়ে গেলো, জিনদের কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, যদি তারা অদৃশ্যের কথা জানতো তাহলে এ লাঞ্ছনাকর শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।

১. চিত্র অর্থে মানুষ বা পশুর চিত্র হওয়া জরুরী নয়। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম হযরত মূসা আলাইহিস সালামের শরীয়াতের অনুসারী ছিলেন এবং হযরত মূসার শরীয়তে কোনো জীবের চিত্র তৈরী করা সেরূপভাবেই হারাম ছিল যেমন রসূলুল্লাহর শরীয়তে তা হারাম।

২. অর্থাৎ কৃতজ্ঞ দাসের মতো কাজ করো।

١٥ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۚ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۚ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ○

১৫. সাবার জন্য তাদের নিজেদের আবাসেই ছিল একটি নিদর্শন। দু'টি বাগান ডানে ও বামে।[৩] খাও তোমাদের রবের দেয়া রিযিক থেকে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। উত্তম ও পরিচ্ছন্ন দেশ এবং ক্ষমাশীল রব।

١٦ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ○

১৬. কিন্তু তারা মুখ ফিরালো। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠালাম বাঁধভাঙা বন্যা এবং তাদের আগের দু'টি বাগানের জায়গায় অন্য দু'টি বাগান তাদেরকে দিয়ে দিলাম যেখানে ছিল তিক্ত ও বিস্বাদ ফল এবং ঝাউগাছ ও সামান্য কিছু কুল।

١٧ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَفُورَ ○

১৭. এ ছিল তাদের কুফরীর প্রতিদান যা আমি তাদেরকে দিয়েছি এবং অকৃতজ্ঞ মানুষ ছাড়া অন্য কাউকে আমি এহেন প্রতিদান দেই না।

١٨ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۖ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ○

১৮. আর আমি তাদের ও তাদের যে জনবসতিগুলোতে সমৃদ্ধি দান করেছিলাম, সেগুলোর অন্তরবর্তী স্থানে দৃশ্যমান জনপদ গঠন করেছিলাম এবং একটি আন্দাজ অনুযায়ী তাদের মধ্যকার ভ্রমণের দূরত্ব নির্ধারণ করেছিলাম।[৪] পরিভ্রমণ করো এসব পথে রাত-দিন পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে।

١٩ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِّدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ○

১৯. কিন্তু তারা বললো, "হে আমাদের রব! আমাদের ভ্রমণের দূরত্ব দীর্ঘায়িত করো।"[৫] তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে। শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে কাহিনী বানিয়ে রেখে দিয়েছি এবং তাদেরকে একদম ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছি। নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে বেশী বেশী সবরকারী ও বেশী বেশী কৃতজ্ঞ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য।

٢٠ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

২০. তাদের ব্যাপারে ইবলিস তার ধারণা সঠিক পেয়েছে এবং একটি ক্ষুদ্র মু'মিন দল ছাড়া বাকি সবাই তারই অনুসরণ করেছে।

٢١ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ○

২১. তাদের ওপর ইবলিসের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু যাকিছু হয়েছে তা এজন্য হয়েছে যে, আমি দেখতে চাচ্ছিলাম কে পরকাল মান্যকারী এবং কে সে ব্যাপারে সন্ধিহান। তোমার রব সব জিনিসের তত্ত্বাবধায়ক।

রুকূ' ঃ ৩

٢٢ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ○

২২. (হে নবী! এ মুশরিকদেরকে) বলো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মাবুদকে তোমরা নিজেদের উপাস্য মনে করে নিয়েছো তাদেরকে ডেকে দেখো। তারা না আকাশে কোনো অণু পরিমাণ জিনিসের মালিক, না পৃথিবীতে। আকাশ ও পৃথিবীর মালিকানায় তারা শরীকও নয়। তাদের কেউ আল্লাহর সাহায্যকারীও নয়।

۝ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝

২৩. আর যে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ শাফায়াত করার অনুমতি দিয়েছেন আল্লাহর কাছে তার জন্য ছাড়া আর কারো জন্য কোনো শাফায়াত উপকারী হতে পারে না। এমনকি যখন মানুষের মন থেকে আশংকা দূর হয়ে যাবে তখন তারা (সুপারিশকারীদেরকে) জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের রব কি জবাব দিয়েছেন ? তারা বলবে, ঠিক জবাব পাওয়া গেছে এবং তিনি উচ্চতম মর্যাদা সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠতম।

۝ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

২৪. (হে নবী!) তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, "কে তোমাদের আকাশসমূহ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দান করে ?" বলো, "আল্লাহ, এখন অবশ্যই আমরা অথবা তোমরা সঠিক পথে অথবা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত।"

۝ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

২৫. তাদেরকে বলো, "আমরা যে অপরাধ করেছি সে জন্য তোমাদের কোনো জবাবদিহি করতে হবে না এবং তোমরা যা কিছু করছো সে জন্য আমরা জিজ্ঞাসিত হবো না।"

۝ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ۝

২৬. বলো, "আমাদের রব আমাদের একত্র করবেন, তারপর আমাদের মধ্যে ঠিকমতো ফায়সালা করে দেবেন। তিনি এমন পরাক্রমশালী শাসক যিনি সবকিছু জানেন।"

۝ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ ۖ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

২৭. তাদেরকে বলো, "আমাকে একটু দেখাও তো, কারা তারা যাদেরকে তোমরা তাঁর সাথে শরীক করে রেখেছো। কখ্খনো না, প্রবল পরাক্রান্ত ও জ্ঞানবান তো একমাত্র আল্লাহই।"

۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

২৮. আর (হে নবী!) আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে পাঠিয়েছি, কিন্তু বেশীর ভাগ লোক জানে না।

۝ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

২৯. তারা তোমাকে বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে সেই কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি কবে পূর্ণ হবে ?

৩. এর অর্থ এ নয় যে, সারা দেশে মাত্র দুটি উদ্যান ছিল। বরং এর মর্ম—'সাবা'র সমগ্র ভূমি উদ্যান বনে গিয়েছিল। মানুষ যেখানেই দাঁড়াতো তার ডাইনে বা বামে উদ্যান দেখা যেত।

৪. 'বরকত-পূর্ণ' জনপদ অর্থাৎ সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের এলাকা। 'প্রকাশ্য বসতি' অর্থাৎ এরূপ জনপদসমূহ যা সাধারণ রাজপথে অবস্থিত ছিল, যা কোনো দূরবর্তী স্থানে নির্জনতায় লুকানো ছিল না। এবং সফরের দূরত্বসমূহকে পরিমিত রাখার অর্থ ইয়ামন হতে সিরিয়া পর্যন্ত সমগ্র সফর ক্রমাগত বসতিপূর্ণ এলাকার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হতো যার প্রতিটি মনজিল থেকে পরবর্তী মনজিলের দূরত্ব জানা ও নির্দিষ্ট ছিল।

৫. তারা মুখে এরূপে দোয়া করেছিলেন এরূপটা নিশ্চিত নাও হতে পারে। অনেক সময় মানুষ বাস্তবে এরূপ কাজ করে যার দ্বারা মনে হয় যেন, সে নিজের আল্লাহকে এ বলছে যে—'যে নেআমত তুমি আমাকে দান করেছ আমি তার যোগ্য নই।" আয়াতের ভাষা দ্বারা একথা স্পষ্ট পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়—যে কওম নিজেদের জনবসতির আধিক্যকে নিজেদের জন্য এক আপদ বলে মনে করে কামনা করছিল—যেন বসতি এতটা হ্রাস পায় যাতে সফরের মনজিলগুলো দূরে দূরে অবস্থিত হয়।

৩০. বলো, তোমাদের জন্য এমন একটি দিনের মেয়াদ নির্ধারিত আছে যার আগমনের ব্যাপারে তোমরা এক মুহূর্ত বিলম্বও করতে পারো না আবার এক মুহূর্ত পূর্বেও তাকে আনতে পারো না।

(٣٠) قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

রুকূ’ ঃ ৪

৩১. এ কাফেররা বলে, “আমরা কখ্খনো এ কুরআন মানবো না এবং এর পূর্বে আগত কোনো কিতাবকেও স্বীকার করবো না।” হায়! যদি তোমরা দেখো এদের তখনকার অবস্থা যখন এ জালেমরা নিজেদের রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। সে সময় এরা একে অন্যকে দোষারোপ করবে। যাদেরকে দুনিয়ায় দাবিয়ে রাখা হয়েছিল তারা ক্ষমতাগর্বীদেরকে বলবে, “যদি তোমরা না থাকতে তাহলে আমরা মু’মিন হতাম।”

(٣١) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ۭ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ښ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ۨ الْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ۝

৩২. ক্ষমতাগর্বীরা সেই দমিত লোকদেরকে জবাবে বলবে, “তোমাদের কাছে যে সৎপথের দিশা এসেছিল তা থেকে কি আমরা তোমাদেরকে রুখে দিয়েছিলাম ? বরং তোমরা নিজেরাই তো অপরাধী ছিলে।”

(٣٢) قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاۗءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ۝

৩৩. সেই দমিত লোকেরা ক্ষমতাগর্বীদেরকে বলবে, “না, বরং দিবারাতের চক্রান্ত ছিল যখন তোমরা আমাদের বলতে, আমরা যেন আল্লাহর সাথে কুফরী করি এবং অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ উপস্থাপন করি।” শেষ পর্যন্ত যখন তারা আযাব দেখবে তখন মনে মনে পস্তাতে থাকবে এবং আমি এ অস্বীকারকারীদের গলায় বেড়ী পরিয়ে দেবো। লোকেরা যেমন কাজ করেছিল তেমনি প্রতিদান পাবে, এছাড়া আর কোনো প্রতিদান কি তাদেরকে দেয়া যেতে পারে ?

(٣٣) وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ۭ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۭ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৩৪. কখনো এমনটি ঘটেনি যে, আমি কোনো জনপদে কোনো সতর্ককারী পাঠিয়েছি এবং সেই জনপদের সমৃদ্ধিশালী লোকেরা একথা বলেনি যে, তোমরা যে বক্তব্য নিয়ে এসেছো আমরা তা মানি না।

(٣٤) وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝

৩৫. তারা সবসময় একথাই বলেছে, আমরা তোমাদের চেয়ে বেশী সম্পদ ও সন্তানের অধিকারী এবং আমরা কখ্খনো শাস্তি পাবো না।

(٣٥) وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝

৩৬. হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, আমার রব যাকে চান প্রশস্ত রিযিক দান করেন এবং যাকে চান মাপাজোপা দান করেন কিন্তু বেশীর ভাগ লোক এর প্রকৃত তাৎপর্য জানে না।

(٣٦) قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

وَمَآ أَمْوَالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰٓ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِيٓ ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾ وَمَآ ءَاتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿٤٤﴾

রুকূ' ঃ ৫

৩৭. তোমাদের এ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি এমন নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে; হ্যাঁ, তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে। এরাই এমন লোক যাদের জন্য রয়েছে তাদের কর্মের দ্বিগুণ প্রতিদান এবং তারা সুউচ্চ ইমারতসমূহে নিশ্চিন্তে-নিরাপদে থাকবে।

৩৮. যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় তারা শাস্তি ভোগ করবে।

৩৯. হে নবী! তাদেরকে বলো, "আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান মুক্ত হস্তে রিযিক দান করেন এবং যাকে চান মাপাজোপা দেন। যাকিছু তোমরা ব্যয় করে দাও তার জায়গায় তিনি তোমাদের আরো দেন, তিনি সব রিযিকদাতার চেয়ে ভালো রিযিকদাতা।

৪০. আর যেদিন তিনি সমস্ত মানুষকে একত্র করবেন তারপর ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "এরা কি তোমাদেরকেই পূজা করতো ?"

৪১. তখন তারা জবাব দেবে, "পাক-পবিত্র আপনার সত্তা, আমাদের সম্পর্ক তো আপনার সাথে, এদের সাথে নয়। আসলে এরা আমাদের নয় বরং জিনদের পূজা করতো, এদের অধিকাংশ তাদেরই প্রতি ঈমান এনেছিল।"[৬]

৪২. (তখন আমি বলবো ঃ) আজ তোমাদের কেউ কারো উপকারও করতে পারবে না অপকারও করতে পারবে না এবং জালেমদেরকে আমি বলে দেবো, এখন আস্বাদন করো এ জাহান্নামের আযাবের স্বাদ, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।

৪৩. এদেরকে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত শুনানো হয় তখন এরা বলে, "এ ব্যক্তি তো চায় তোমাদের বাপ-দাদারা যেসব উপাস্যের পূজা করে এসেছে তাদের থেকে তোমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিতে।" আর বলে, "এ (কুরআন) নিছক একটি মনগড়া মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।" এ কাফেরদের সামনে যখনই সত্য এসেছে তখনই এরা বলে দিয়েছে, "এ তো সুস্পষ্ট যাদু।"

৪৪. অথচ না আমি এদেরকে পূর্বে কোনো কিতাব দিয়েছিলাম, যা এরা পড়তো আর না তোমার পূর্বে এদের কাছে কোনো সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম।

৬. যেহেতু আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে উপাস্য গণ্য করতো সে জন্য আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ কিয়ামতের দিন যখন ফেরেশতাদেরকে প্রশ্ন করা হবে তখন তারা উত্তর দেবে—"আসলে এরা আমাদের বন্দেগী (উপাসনা দাসত্ব) করতো না, বরং আমাদের নাম নিয়ে শয়তানদের বন্দেগী করতো। কারণ শয়তানরাই তাদের এ শিক্ষা দিয়েছিল যে—'তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদেরকে অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণকারী মনে করো এবং তাদের সামনে নযর-নিয়ায (উপঢৌকন ও নৈবেদ্য) পেশ করো।'

(٤٥) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

৪৫. এদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকেরা মিথ্যা আরোপ করেছিল। যাকিছু আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম তার এক-দশমাংশেও এরা পৌঁছুতে পারেনি কিন্তু যখন তারা আমার রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো তখন দেখে নাও আমার শাস্তি ছিল কেমন কঠোর।

রুকূ' ঃ ৬

(٤٦) قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

৪৬. হে নবী! এদেরকে বলে দাও, "আমি তোমাদেরকে একটিই উপদেশ দিচ্ছিঃ আল্লাহর জন্য তোমরা একা একা এবং দু'জন দু'জন মিলে নিজেদের মাথা ঘামাও এবং চিন্তা করো। তোমাদের সাথির[৭] মধ্যে এমন কি কথা আছে যাকে প্রলাপ বলা যায় ? সেতো একটি কঠিন শাস্তি আসার আগে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে।"

(٤٧) قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

৪৭. এদেরকে বলো, "যদি আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চেয়ে থাকি তাহলে তা তোমাদের জন্যই থাকুক। আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো আল্লাহরই এবং তিনি সব জিনিসের ওপর সাক্ষী।"

(٤٨) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

৪৮. এদেরকে বলো, "আমার রব (আমার প্রতি) সত্যের প্রেরণা দান করেন এবং তিনি সমস্ত গোপন সত্য জানেন।"

(٤٩) قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ

৪৯. বলো, "সত্য এসে গেছে এবং এখন মিথ্যা যত চেষ্টাই করুক তাতে কিছু হতে পারে না।"

(٥٠) قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ

৫০. বলো, "যদি আমি পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে থাকি, তাহলে আমার পথভ্রষ্টতার শাস্তি আমারই প্রাপ্য আর যদি আমি সঠিক পথে থেকে থাকি, তাহলে তা হবে আমার রব আমার প্রতি যে অহী নাযিল করেন তারই ভিত্তিতে। তিনি সবকিছু শোনেন এবং নিকটেই আছেন।

(٥١) وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ

৫১. আহা, যদি তুমি দেখতে তাদেরকে সে সময় যখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে এবং কোথাও নিরাপদে বের হয়ে যেতে পারবে না বরং নিকট থেকেই পাকড়াও হয়ে যাবে।

(٥٢) وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

৫২. সে সময় তারা বলবে, আমরা তার প্রতি ঈমান আনলাম, অথচ এখন দূরে চলে যাওয়া জিনিস নাগালের মধ্যে আসতে পারে কেমন করে ?

(٥٣) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

৫৩. ইতিপূর্বে তারা কুফরী করেছিল এবং আন্দাজে বহুদূর থেকে কথা নিয়ে আসতো।

(٥٤) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ

৫৪. সে সময় তারা যে জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে দেয়া হবে যেমনটি তাদের পূর্বসূরী সমপন্থীরা বঞ্চিত হয়েছিল। তারা বড়ই বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে পতিত ছিল।

৭. অর্থাৎ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্পর্কে তাদের 'সাহেব' (সহচর)——এ শব্দ এ কারণে ব্যবহার করা হয়েছে যে, তিনি তাদের কাছে অপরিচিত ছিলেন না, বরং তাদেরই শহরের বাসিন্দা ও তাদেরই স্বগোত্রীয় ছিলেন।

সূরা ফাতের

৩৫

নামকরণ

প্রথম আয়াতের فاطر শব্দটিকে এ সূরার শিরোনাম করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এটি সেই সূরা যার মধ্যে 'ফাতের' শব্দটি এসেছে। এর অন্য নাম الملائكة। এবং এ শব্দটিও প্রথম আয়াতেই ব্যবহৃত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বক্তব্য প্রকাশের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সম্ভবত মক্কা মু'আয্‌যমার মধ্য যুগে সূরাটি নাযিল হয়। এ যুগেরও এমন সময় সূরাটি নাযিল হয় যখন ঘোরতর বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য সব রকমের অপকৌশল অবলম্বন করা হচ্ছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদের দাওয়াতের মুকাবিলায় সে সময় মক্কাবাসীরা ও তাদের সরদারবৃন্দ যে নীতি অবলম্বন করেছিল, উপদেশের ভংগীতে সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক ও তিরস্কার করা এবং শিক্ষকের ভংগীতে উপদেশ দেয়াও। বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে, হে মূর্খরা! এ নবী যে পথের দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করছেন তার মধ্যে রয়েছে তোমাদের নিজেদের কল্যাণ। তার বিরুদ্ধে তোমাদের আক্রোশ, প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র এবং তাঁকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য তোমাদের সমস্ত ফন্দি-ফিকির আসলে তাঁর বিরুদ্ধে নয় বরং তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই চলে যাচ্ছে। তাঁর কথা না মানলে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে, তাঁর কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তোমাদের যাকিছু বলছেন সে সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখো তো, তার মধ্যে ভুল কোন্‌টা? তিনি শিরকের প্রতিবাদ করছেন। তোমরা নিজেরাই একবার ভালো করে চোখ মেলে তাকাও। দেখো, দুনিয়ায় শিরকের কি কোনো যুক্তিসংগত কারণ আছে? তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছেন। তোমরা নিজেরাই বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখো, সত্যিই কি পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলীর স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া আর এমন কোনো সত্তার অস্তিত্ব আছে যে আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার অধিকারী? তিনি তোমাদেরকে বলছেন, এ দুনিয়ায় তোমরা দায়িত্বহীন নও বরং তোমাদের নিজেদের আল্লাহর সামনে নিজেদের কাজের হিসেব দিতে হবে এবং এ দুনিয়ার জীবনের পরে আর একটি জীবন আছে যেখানে প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে। তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো, এ সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ ও বিস্ময় কতটা ভিত্তিহীন। তোমাদের চোখ কি প্রতিদিন সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি প্রত্যক্ষ করছে না? তাহলে যে আল্লাহ এক বিন্দু শুক্র থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা আবার অসম্ভব হবে কেন? ভালো ও মন্দের ফল সমান হওয়া উচিত নয়, তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি কি একথার সাক্ষ দেয় না? তাহলে তোমরাই বলো যুক্তিসংগত কথা কোন্‌টি–ভালো ও মন্দের পরিণাম সমান হোক? অর্থাৎ সবাই মাটিতে মিশে শেষ হয়ে যাক? অথবা ভালো লোক ভালো পরিণাম লাভ করুক এবং মন্দ লোক লাভ করুক তার মন্দ প্রতিফল? এখন তোমরা যদি এ পুরোপুরি যুক্তিসংগত ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত কথাগুলো না মানো এবং মিথ্যা ইলাহর বন্দেগী পরিহার না করো উপরন্তু নিজেদেরকে অদায়িত্বশীল মনে করে লাগাম ছাড়া উটের মতো দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে এতে নবীর ক্ষতি কি? সর্বনাশ তো তোমাদেরই হবে। নবীর দায়িত্ব ছিল কেবলমাত্র বুঝানো এবং তিনি সে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বক্তব্যের ধারাবাহিক বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার এ মর্মে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, আপনি যখন উপদেশ দেবার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করছেন তখন গোমরাহির ওপর অবিচল থাকতে যারা চাচ্ছে তাদের সঠিক পথে চলার আহ্বানে সাড়া না দেবার দায় আপনার ওপর বর্তাবে না। এই সাথে তাঁকে একথাও বুঝানো হয়েছে যে, যারা মানতে চায় না তাদের মনোভাব দেখে আপনি দুঃখ করবেন না এবং তাদের সঠিক পথে আনার চিন্তায় নিজেকে ধ্বংস করেও দেবেন না। এর পরিবর্তে যেসব লোক আপনার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে তাদের প্রতি আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন।

ঈমান আনয়নকারীদেরকেও এ প্রসংগে বিরাট সুসংবাদ দান করা হয়েছে। এভাবে তাদের মনোবল বাড়বে এবং তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা স্থাপন করে সত্যের পথে অবিচল থাকবে।

أياتها ٤٥ | ٣٥. سُوْرَةُ فَاطِرٍ - مَكِّيَّةٌ | ركوعاتها ٥

আয়াত-৪৫ | ৩৫-সূরা ফাতের-মাক্কী | রুকূ'-৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

١ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُو۟لِىٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۚ يَزِيدُ فِى ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝

১. প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা এবং ফেরেশতাদেরকে বাণীবাহক নিয়োগকারী (এমন সব ফেরেশতা) যাদের দুই দুই তিন তিন ও চার চারটি ডানা আছে। নিজের সৃষ্টির কাঠামোয় তিনি যেমনটি চান বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জিনিসের ওপর শক্তিমান।

٢ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۝

২. আল্লাহ যে রহমতের দরোজা মানুষের জন্য খুলে দেন তা রুদ্ধ করার কেউ নেই এবং যা তিনি রুদ্ধ করে দেন তা আল্লাহর পরে আর কেউ খোলার নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।

٣ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ۝

৩. হে লোকেরা! তোমাদের প্রতি আল্লাহর যেসব অনুগ্রহ রয়েছে সেগুলো স্মরণ করো। আল্লাহ ছাড়া কি আর কোনো স্রষ্টা আছে, যে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দেয় ? তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তোমরা কোথা থেকে প্রতারিত হচ্ছো ?

٤ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۝

৪. এখন যদি (হে নবী!) এরা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকে (তাহলে এটা কোনো নতুন কথা নয়) তোমার পূর্বেও বহু রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপিত হয়েছে এবং সমস্ত বিষয় শেষ পর্যন্ত আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

٥ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۝

৫. হে লোকেরা! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি নিশ্চিতভাবেই সত্য, কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে এবং সেই বড় প্রতারক যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা দিতে না পারে।

٦ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ۝

৬. আসলে শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তোমরাও তাকে নিজেদের শত্রুই মনে করো। সে তো নিজের অনুসারীদেরকে নিজের পথে এজন্য ডাকছে যাতে তারা জাহান্নামীদের অন্তরভুক্ত হয়ে যায়।

٧ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

৭. যারা কুফরী করবে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি আর যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও বড় পুরস্কার।

রুকূ’ ঃ ২

٨ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝

৮. (এমন ব্যক্তির বিভ্রান্তির কোনো শেষ আছে কি) যার জন্য তার খারাপ কাজকে শোভন করে দেয়া হয়েছে এবং সে তাকে ভালো মনে করছে ? আসলে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্তিতে লিপ্ত করেন এবং যাকে চান সঠিক পথ দেখিয়ে দেন। কাজেই (হে নবী!) অযথা ওদের জন্য দুঃখে ও শোকে তুমি প্রাণপাত করো না। ওরা যা কিছু করছে আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।

٩ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ۝

৯. আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন তারপর তা মেঘমালা উঠায় এরপর আমি তাকে নিয়ে যাই একটি জনমানবহীন এলাকার দিকে এবং মৃত পতিত যমীনকে সঞ্জীবিত করে তুলি। মৃত মানুষদের বেঁচে ওঠাও তেমনি ধরনের হবে।

١٠ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ ۝

১০. যে সম্মান চায় তার জানা উচিত সমস্ত সম্মান একমাত্র আল্লাহরই। তাঁর কাছে শুধুমাত্র পবিত্র কথাই ওপরের দিকে আরোহণ করে এবং সৎকাজ তাকে ওপরে ওঠায়। আর যারা অনর্থক চালবাজী করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি এবং তাদের চালবাজী নিজেই ধ্বংস হবে।

١١ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

১১. আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তারপর শুক্র থেকে এরপর তোমাদের জুটি বানিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ পুরুষ ও নারী)। কোনো নারী গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব করলে কেবলমাত্র আল্লাহর জানা মতেই তা করে থাকে। কোনো আয়ু লাভকারী আয়ু লাভ করলে এবং কারো আয়ু কিছু কম করা হলে তা অবশ্যই একটি কিতাবে লেখা থাকে। আল্লাহর জন্য এসব একদম সহজ।

١٢ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

১২. পানির দুটি উৎস সমান নয়। একটি সুমিষ্ট ও পিপাসা নিবারণকারী সুস্বাদু পানীয় এবং অন্যটি ভীষণ লবণাক্ত যা গলা ছিলে দেয়, কিন্তু উভয়টি থেকে তোমরা তরতাজা গোশত লাভ করে থাকো, পরিধান করার জন্য সৌন্দর্যের সরঞ্জাম বের করো এবং পানির মধ্যে তোমরা দেখতে থাকো নৌযান তার বুক চিরে ভেসে চলছে, যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

١٣ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ۝

১৩. তিনি দিনের মধ্যে রাতকে এবং রাতের মধ্যে দিনকে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আসেন। চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি অনুগত করে রেখেছেন। এসব কিছু একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। এ আল্লাহই (এ সমস্তই যাঁর কাজ) তোমাদের রব, রাজত্ব তাঁরই। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যাদেরকে তোমরা ডাকছো তারা তো একটি শুকনো ভূমির অধিকারীও নয়।

১৪. তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনতে পারে না এবং শুনে নিলেও তোমাদের কোনো জবাব দিতে পারে না এবং কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। প্রকৃত অবস্থার এমন সঠিক খবর একজন সর্বজ্ঞ ছাড়া কেউ তোমাদের দিতে পারে না।

রুকূ' ঃ ৩

১৫. হে লোকেরা! তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহ তো অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ।

১৬. তিনি চাইলে তোমাদের সরিয়ে কোনো নতুন সৃষ্টি তোমাদের জায়গায় আনবেন।

১৭. এমনটি করা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়।

১৮. কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা উঠাবে না। আর যদি কোনো ভারাক্রান্ত ব্যক্তি নিজের বোঝা উঠাবার জন্য ডাকে, তাহলে তার বোঝার সামান্য একটি অংশ উঠাবার জন্যও কেউ আসবে না, সে তার নিকটতম আত্মীয় স্বজন হলেও। (হে নবী) তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারো যারা না দেখে তাদের রবকে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। আর যে ব্যক্তিই পবিত্রতা অবলম্বন করে সে নিজেরই ভালোর জন্য করে এবং ফিরে আসতে হবে সবাইকে আল্লাহরই দিকে।

১৯. অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়,

২০. না অন্ধকার ও আলো সমান পর্যায়ভুক্ত

২১. না শীতল ছায়া ও রোদের তাপ একই পর্যায়ের

২২. এবং না জীবিত ও মৃতরা সমান। আল্লাহ যাকে চান শুনান কিন্তু (হে নবী!) তুমি তাদেরকে শুনাতে পারো না যারা কবরে শায়িত রয়েছে।[১]

২৩. তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।

২৪. আমি তোমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়ে। আর এমন কোনো সম্প্রদায় অতিক্রান্ত হয়নি যার মধ্যে কোনো সতর্ককারী আসেনি।

(১৪) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۝

(১৫) يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

(১৬) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

(১৭) وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝

(১৮) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝

(১৯) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۝

(২০) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۝

(২১) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۝

(২২) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝

(২৩) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۝

(২৪) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মশীয়তের (ইচ্ছার) কথা তো স্বতন্ত্র। তিনি ইচ্ছা করলে পাথরকে শ্রবণশক্তি দান করতে পারেন। কিন্তু যেসব লোকের বুকের মধ্যে বিবেক সম্পূর্ণরূপে মরে কবরস্থ হয়েছে, তাদের অন্তরের মধ্যে নিজের কথা প্রবেশ করাতে পারা এবং যারা কথা শুনতেই প্রস্তুত নয় তাদের বধির কানে সত্যের আওয়াজ শোনাতে পারা রসূলের সাধ্য নয়। তিনি তো মাত্র সেইসব লোকদেরকে শ্রবণ করাতে পারেন যাঁরা যুক্তিসংগত কথায় কর্ণপাত করতে প্রস্তুত।

٢٥ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ○

২৫. এখন এরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকে তাহলে এদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাদের কাছে এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহীফা ও দীপ্তোজ্জ্বল হেদায়াত দানকারী কিতাব নিয়ে।

٢٦ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ○

২৬. তারপর যারা মানেনি তাদেরকে আমি পাকড়াও করেছি এবং দেখে নাও আমার শাস্তি ছিল কেমন কঠোর।

রুকূ' ঃ ৪

٢٧ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ○

২৭. তুমি কি দেখো না আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তারপর তার মাধ্যমে আমি নানা ধরনের বিচিত্র বর্ণের ফল বের করে আনি ? পাহাড়ের মধ্যেও রয়েছে বিচিত্র বর্ণের—সাদা, লাল ও নিকষকালো রেখা।

٢٨ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ○

২৮. আর এভাবে মানুষ, জীব-জানোয়ার ও গৃহপালিত জন্তুও বিভিন্ন বর্ণের রয়েছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একমাত্র জ্ঞান সম্পন্নরাই তাঁকে ভয় করে।[২] নিসন্দেহে আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং ক্ষমাশীল।

٢٩ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ○

২৯. যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, নিসন্দেহে তারা এমন একটি ব্যবসায়ের প্রত্যাশী যাতে কোনোক্রমেই ক্ষতি হবে না।

٣٠ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ○

৩০. (এ ব্যবসায়ে তাদের নিজেদের সবকিছু নিয়োগ করার কারণ হচ্ছে এই যে) যাতে তাদের প্রতিদান পুরোপুরি আল্লাহ তাদেরকে দিয়ে দেন এবং নিজের অনুগ্রহ থেকে আরো বেশী করে তাদেরকে দান করবেন। নিসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী।

٣١ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ○

৩১. (হে নবী!) আমি তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে যে কিতাব পাঠিয়েছি সেটিই সত্য, সত্যায়িত করে এসেছে তার পূর্বে আগত কিতাবগুলোকে। অবশ্যই আল্লাহ নিজের বান্দাদের অবস্থা অবগত আছেন এবং সব জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

٣٢ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ○

৩২. তারপর আমি এমন লোকদেরকে এ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি যাদেরকে আমি (এ উত্তরাধিকারের জন্য) নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছি। এখন তাদের মধ্য থেকে কেউ নিজের প্রতি যুলুমকারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহর হুকুমে সৎকাজে অগ্রবর্তী, এটিই অনেক বড় অনুগ্রহ।

২. এর থেকে জানা গেল মাত্র গ্রন্থ পাঠকারী বা কিতাবী বিদ্যায় বিদ্বানকে 'আলেম' বলা যায় না ; বরং আলেম তিনি যিনি আল্লাহকে ভয় করেন।

٣٣ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ○

৩৩. চিরস্থায়ী জান্নাতে তারা প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে সোনার কংকন ও মুক্তা দিয়ে সাজানো হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের

٣٤ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۗ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○

৩৪. এবং তারা বলবে ঃ আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের দুঃখ মোচন করেছেন। অবশ্যই আমাদের রব ক্ষমাশীল ও গুণের সমাদরকারী।

٣٥ الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ○

৩৫. যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাসস্থল দিয়েছেন। এখন এখানে আমাদের না কোনো কষ্ট হয় এবং না আসে কোনো ক্লান্তি।

٣٦ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ○

৩৬. আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। না তাদের অস্তিত্ব খতম করে দেয়া হবে যাতে তারা মরে যাবে এবং না তাদের জন্য জাহান্নামের আযাব কিছু কমানো হবে। এভাবে আমি প্রত্যেক কুফরীকারীকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

٣٧ وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۗ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ۗ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ○

৩৭. তারা সেখানে চিৎকার করে করে বলবে, "হে আমাদের রব! আমাদের এখান থেকে বের করে নাও, আমরা সৎকাজ করবো, আগে যে কাজ করতাম তা থেকে আলাদা।" (তাদেরকে জবাব দেয়া হবে এই বলে,) "আমি কি তোমাদের এতটুকু আয়ুষ্কাল দান করিনি যে সময়ে কেউ শিক্ষাগ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারতো ?" আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসে গিয়েছিল। এখন স্বাদ আস্বাদন করো, জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।"

রুকূ’ ঃ ৫

٣٨ اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ ۢبِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

৩৮. নিসন্দেহে আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত গোপন বিষয় অবগত, তিনি তো অন্তরের গোপন রহস্যও জানেন।

٣٩ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ ۗ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۗ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ○

৩৯. তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। এখন যে কেউ কুফরী করবে তার কুফরীর দায়ভার তার ওপরই পড়বে এবং কাফেরদের কুফরী তাদেরকে এছাড়া আর কোনো উন্নতি দান করে না যে, তাদের রবের ক্রোধ তাদের ওপর বেশী বেশী করে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে এবং কাফেরদের জন্য ক্ষতি বৃদ্ধি ছাড়া আর কোনো উন্নতি নেই।

٤٠ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ أَمْ ءَاتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظّٰلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۝

৪০. (হে নবী!) তাদেরকে বলো, "তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমাদের যেসব শরীককে ডাকো কখনো কি তোমরা তাদেরকে দেখেছো ? আমাকে বলো, তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে ? অথবা আকাশসমূহে তাদের কি শরীকানা আছে ?" (যদি একথা বলতে না পারো তাহলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো) তাদেরকে কি আমি কোনো কিতাব লিখে দিয়েছি যার ভিত্তিতে তারা (নিজেদের এ শিরকের জন্য) কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণপত্র লাভ করেছে ? না, বরং এ জালেমরা পরস্পরকে নিছক ধাপ্পা দিয়েই চলছে।

٤١ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

৪১. আসলে আল্লাহই আকাশ ও পৃথিবীকে অটল ও অনড় রেখেছেন এবং যদি তারা টলটলায়মান হয় তাহলে আল্লাহর পরে দ্বিতীয় আর কেউ তাদেরকে স্থির রাখার ক্ষমতা রাখে না। নিসন্দেহে আল্লাহ বড়ই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল।

٤٢ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝

৪২. তারা শক্ত কসম খেয়ে বলতো, যদি কোনো সতর্ককারী তাদের কাছে আসতো তাহলে তারা দুনিয়ার প্রত্যেক জাতির তুলনায় বেশী সৎপথের অনুগামী হতো। কিন্তু যখন সতর্ককারী তাদের কাছে এলো তখন তার আগমন তাদের মধ্যে সত্য থেকে পলায়ন ছাড়া আর কোনো জিনিসের বৃদ্ধি ঘটায়নি।

٤٣ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝

৪৩. তারা পৃথিবীতে আরো বেশী অহংকার করতে থাকে এবং দুষ্ট চাল চালতে থাকে, অথচ দুষ্ট চাল তার উদ্যোক্তাদেরকেই ঘিরে ফেলে। এখন তারা কি পূর্বের জাতিদের সাথে আল্লাহ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তাদের সাথে অনুরূপ পদ্ধতিরই অপেক্ষা করছে ? যদি একথাই হয়ে থাকে তাহলে তুমি আল্লাহর পদ্ধতিতে কখ্খনো কোনো পরিবর্তন পাবে না এবং কখ্খনো আল্লাহর বিধানকে তার নির্ধারিত পথ থেকে হটে যেতেও তুমি দেখবে না।

٤٤ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝

৪৪. তারা কি পৃথিবীতে কখনো চলাফেরা করেনি, যার ফলে তারা তাদের পূর্বে যারা চলে গেছে এবং যারা তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল তাদের পরিণাম দেখতে পেতো ? আকাশজগতে ও পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে দেবার মতো কোনো জিনিস নেই। তিনি সবকিছু জানেন এবং সব জিনিসের ওপর ক্ষমতাশালী।

٤٥ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝

৪৫. যদি কখনো তিনি লোকদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন তাহলে পৃথিবীতে কোনো প্রাণসত্তাকে জীবিত ছাড়তেন না, কিন্তু একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তিনি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। তারপর যখন তাদের সময় পুরা হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে দেখে নেবেন।

সূরা ইয়া-সীন

৩৬

নামকরণ

যে দু'টি হরফ দিয়ে সূরার সূচনা করা হয়েছে তাকেই এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বর্ণনাভংগী দেখে অনুভব করা যায়, এ সূরার নাযিল হবার সময়টি হবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভ করার পর মক্কায় অবস্থানের মধ্যবর্তী যুগের শেষের দিনগুলো। অথবা এটি হবে তাঁর মক্কায় অবস্থানের একেবারে শেষ দিনগুলোর একটি সূরা।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের ওপর ঈমান না আনা এবং জুলুম ও বিদ্রূপের মাধ্যমে তার মুকাবিলা করার পরিণামের ভয় দেখানোই এ আলোচনার লক্ষ। এর মধ্যে ভয় দেখানোর দিকটি প্রবল ও সুস্পষ্ট। কিন্তু বারবার ভয় দেখানোর সাথে যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিষয়বস্তু বুঝাবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

তিনটি বিষয়ের ওপর যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে ঃ

০ তাওহীদের ওপর বিশ্বজাহানের নিদর্শনাবলী ও সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে।

০ আখেরাতের ওপর বিশ্বজাহানের নিদর্শনাবলী, সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও মানুষের নিজের অস্তিত্বের সাহায্যে।

০ মুহাম্মাদী নবুওয়াতের সত্যতার ওপর একথার ভিত্তিতে যে, তিনি নিজের রিসালাতের ক্ষেত্রে এ সমস্ত কষ্ট সহ্য করছিলেন নিস্বার্থভাবে এবং এ বিষয়ের ভিত্তিতে যে, তিনি লোকদেরকে যেসব কথার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছিলেন সেগুলো পুরোপুরি যুক্তিসংগত ছিল এবং সেগুলো গ্রহণ করার মধ্যেই ছিল লোকদের নিজেদের কল্যাণ।

এ যুক্তি প্রদর্শনের শক্তির ওপর ভীতি প্রদর্শন এবং তিরস্কার ও সতর্ক করার বিষয়বস্তু অত্যন্ত জোরে শোরে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে হৃদয়ের তালা খুলে যায় এবং যাদের মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার সামান্যতম যোগ্যতাও আছে তারা যেন কুফরীর ওপর বহাল থাকতে না পারে।

ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও তাবারানী প্রমুখগণ মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, يس قلب القران অর্থাৎ এ ইয়া-সীন সূরাটি কুরআনের হৃদয়। এটি ঠিক তেমনই একটি উপমা যেমন সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কুরআন বলা হয়েছে। ফাতিহাকে উম্মুল কুরআন গণ্য করার কারণ হচ্ছে এই যে, তার মধ্যে কুরআন মজীদের সমস্ত শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার এসে গেছে। অন্যদিকে ইয়া-সীনকে কুরআনের স্পন্দিত হৃদয় বলা হয়েছে এজন্য যে, কুরআনের দাওয়াতকে সে অত্যন্ত জোরেশোরে পেশ করে, যার ফলে জড়তা কেটে যায় এবং প্রাণ প্রবাহ গতিশীল হয়।

এই হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকেই হযরত ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, اقرءوا سورة يس على موتكم "তোমাদের মৃতদের ওপর সূরা ইয়া-সীন পাঠ করো।" এর পেছনে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এর মাধ্যমে মৃত্যুর সময় মুসলমানের অন্তরে কেবলমাত্র ইসলামী আকীদা বিশ্বাসই তাজা হয়ে যায় না বরং বিশেষভাবে তার সামনে আখেরাতের পূর্ণ চিত্রও এসে যায় এবং সে জানতে পারে দুনিয়ার জীবনের মনযিল অতিক্রম করে এখন সামনের দিকে কোন্ সব মনযিল পার হয়ে তাকে যেতে হবে। এ কল্যাণকারিতাকে পূর্ণতা দান করার জন্য আরবী জানে না এমন ব্যক্তিকে সূরা ইয়া-সীন শুনাবার সাথে সাথে তার অনুবাদও শুনিয়ে দেয়া উচিত। এভাবে উপদেশ দান ও স্মরণ করিয়ে দেবার হক পুরোপুরি আদায় হয়ে যায়।

❐

আয়াত-৮৩ ৩৬-সূরা ইয়া-সীন-মাক্কী রুকূ'-৫

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
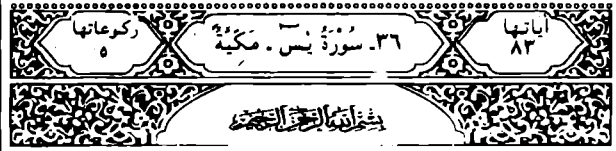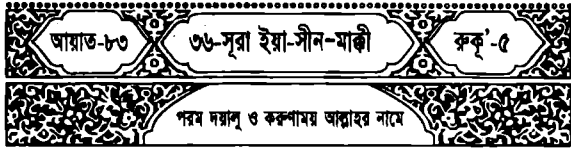
১. ইয়া-সীন।

২. বিজ্ঞানময় কুরআনের কসম,

৩. তুমি নিসন্দেহে রাসূলদের অন্তরভুক্ত,

৪. সরল-সোজা পথ অবলম্বনকারী

৫. (এবং এ কুরআন) প্রবল পরাক্রমশালী ও করুণাময় সত্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত,

৬. যাতে তুমি সতর্ক করে দাও এমন এক জাতিকে যার বাপ-দাদাকে সতর্ক করা হয়নি এবং এ কারণে তারা গাফলতিতে ডুবে আছে।

৭. তাদের অধিকাংশই শাস্তি লাভের ফায়সালার হকদার হয়ে গেছে, এ জন্যই তারা ঈমান আনে না।[১]

৮. আমি তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, যাতে তাদের চিবুক পর্যন্ত জড়িয়ে গেছে, তাই তারা মাথা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।[২]

৯. আমি তাদের সামনে একটি দেয়াল এবং পেছনে একটি দেয়াল দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। আমি তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি, এখন তারা কিছুই দেখতে পায় না।[৩]

১০. তুমি তাদেরকে সতর্ক করো বা না করো তা তাদের জন্য সমান, তারা মানবে না।

১১. তুমি তো তাকেই সতর্ক করতে পারো যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে, তাকে মাগফেরাত ও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিদানের সুসংবাদ দাও।

آياتها ٨٣ ٣٦. سُورَةُ يٰسٓ . مَكِّيَّةٌ ركوعاتها ٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسٓ ۝١

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝٢

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٣

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٤

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝٥

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٦

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٧

اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝٨

وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝٩

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١٠

اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ۝١١

১. এখানে সেইসব লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মুকাবিলায় জিদ ও হঠকারিতাসহ একথা একেবারে সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিল যে—কোনোমতেই তাঁর কথা শোনা হবে না। এসব লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 'এদের অধিকাংশই আযাবের সিদ্ধান্তের উপযুক্ত হয়েছে', এজন্য এরা ঈমান আনছে না।

২. 'তওক'-গল শৃঙ্খল অর্থাৎ—তাদের নিজেদের হঠকারিতা, সত্যকে স্বীকার করে নেবার ব্যাপারে যা তাদের পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'থুথনি পর্যন্ত শৃংখলিত হয়ে' যাওয়া ও 'মাথা তুলে দাঁড়িয়ে' থাকা অর্থ তারা 'উদ্ধত গ্রীবা' হয়ে আছে যা অহংকার ও স্পর্ধার ফল।

৩. এক প্রাচীর সামনে ও এক প্রাচীর পিছনে খাড়া করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে—এ অহংকার ও হঠকারিতার স্বাভাবিক ফলে এরা অতীত ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষাগ্রহণ করে না ও ভবিষ্যতের পরিণাম সম্পর্কেও কখনও কোনো চিন্তা করে না। এদের কুসংস্কার সব দিক থেকে এদেরকে এরূপভাবে ঢেকে ফেলেছে ও এদের বিভ্রান্তি এদের চোখের উপর এরূপ পর্দা ফেলে দিয়েছে যে, সেই সুস্পষ্ট ও উন্মুক্ত সত্যগুলোও তাদের দৃষ্টিতে পড়ে না যা প্রত্যেক সুস্থ প্রকৃতি সংস্কার মুক্ত মানুষ সহজে দেখতে পায়।

﴿١٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝

১২. আমি অবশ্যই একদিন মৃতদেরকে জীবিত করবো, যা কিছু কাজ তারা করেছে তা সবই আমি লিখে চলছি এবং যা কিছু চিহ্ন তারা পেছনে রেখে যাচ্ছে তাও আমি স্থায়ী করে রাখছি। প্রত্যেকটি জিনিস আমি একটি খোলা কিতাবে লিখে রাখছি।

রুকূ' ঃ ২

﴿١٣﴾ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۝

১৩. তাদেরকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেই জনপদের লোকদের কাহিনী শোনাও যখন সেখানে রাসূলগণ এসেছিল।

﴿١٤﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ۝

১৪. আমি তাদের কাছে দু'জন রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তারা দু'জনকেই প্রত্যাখ্যান করেছিল ; তখন আমি তৃতীয়জনকে সাহায্যার্থে পাঠিয়েছিলাম এবং তারা সবাই বলেছিল, "তোমাদের কাছে রাসূল হিসেবে আমাদের পাঠানো হয়েছে।"

﴿١٥﴾ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۝

১৫. জনপদবাসীরা বললো, "তোমরা আমাদের মতো কয়েকজন মানুষ ছাড়া আর কেউ নও এবং দয়াময় আল্লাহ মোটেই কোনো জিনিস নাযিল করেননি, তোমরা স্রেফ মিথ্যা বলছো।"

﴿١٦﴾ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۝

১৬. রাসূলরা বললো, আমাদের রব জানেন আমাদের অবশ্যই তোমাদের কাছে রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে।

﴿١٧﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝

১৭. এবং সুস্পষ্টভাবে পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আমাদের ওপর আর কোনো দায়িত্ব নেই।

﴿١٨﴾ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

১৮. জনপদবাসীরা বলতে লাগলো, "আমরা তো তোমাদেরকে নিজেদের জন্য অকল্যাণকর মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করবো এবং আমাদের হাতে তোমরা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।"

﴿١٩﴾ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝

১৯. রাসূলরা জবাব দিল, "তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের নিজেদের সাথেই লেগে আছে। তোমাদের উপদেশ দেয়া হয়েছে বলেই কি তোমরা একথা বলছো ? আসল কথা হচ্ছে, তোমরা সীমালংঘনকারী লোক।"

﴿٢٠﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۝

২০. ইতিমধ্যে নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! রাসূলদের কথা মেনে নাও।

﴿٢١﴾ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ۝

২১. যারা তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চায় না এবং সঠিক পথের অনুসারী, তাদের কথা মেনে নাও।

﴿٢٢﴾ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

২২. কেন আমি এমন সত্তার বন্দেগী করবো না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে ?

ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّى شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾

২৩. তাঁকে বাদ দিয়ে কি আমি অন্য উপাস্য বানিয়ে নেবো ? অথচ যদি দয়াময় আল্লাহ আমার কোনো ক্ষতি করতে চান তাহলে তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে লাগবে না এবং তারা আমাকে ছাড়িয়ে নিতেও পারবে না।

إِنِّىٓ إِذًا لَّفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

২৪. যদি এমনটি করি তাহলে আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্তহয়ে পড়বো।

إِنِّىٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾

২৫. আমি তো তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, তোমরাও আমার কথা মনে নাও।

قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. (শেষ পর্যন্ত তারা তাকে হত্যা করে ফেললো এবং) সে ব্যক্তিকে বলে দেয়া হলো, "প্রবেশ করো জান্নাতে।" সে বললো, "হায়, যদি আমার সম্প্রদায় জানতো

بِمَا غَفَرَ لِى رَبِّى وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾

২৭. আমার রব কোন্ জিনিসের বদৌলতে আমার মাগফিরাত করেছেন এবং আমাকে মর্যাদাশালী লোকদের অন্তরভুক্ত করেছেন !"

وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾

২৮. এরপর তার সম্প্রদায়ের ওপর আমি আকাশ থেকে কোনো সেনাদল পাঠাইনি, সেনাদল পাঠাবার কোনো দরকারও আমার ছিল না।

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ ﴿٢٩﴾

২৯. ব্যস, একটি বিস্ফোরণের শব্দ হলো এবং সহসা তারা সব নিস্তব্ধ হয়ে গেলো।

يَٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. বান্দাদের অবস্থার প্রতি আফসোস, যে রাসূলই তাদের কাছে এসেছে তাকেই তারা বিদ্রূপ করতে থেকেছে।

أَلَمْ يَرَوْا۟ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾

৩১. তারা কি দেখেনি তাদের পূর্বে কত মানব সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করেছি এবং তারপর তারা আর কখনো তাদের কাছে ফিরে আসবে না ?

وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. তাদের সবাইকে একদিন আমার সামনে হাযির করা হবে।

রুকূ' ঃ ৩

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. এদের জন্য নিষ্প্রাণ ভূমি একটি নিদর্শন। আমি তাকে জীবন দান করেছি এবং তা থেকে শস্য উৎপন্ন করেছি, যা এরা খায়।

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿٣٤﴾

৩৪. আমি তার মধ্যে খেজুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করেছি এবং তার মধ্য থেকে ঝরণাধারা উৎসারিত করেছি,

لِيَأْكُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. যাতে এরা তার ফল ভক্ষণ করে। এসব কিছু এদের নিজেদের হাতের সৃষ্ট নয়। তারপরও কি এরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না ?

৩৬. পাক-পবিত্র সে সত্তা যিনি সব রকমের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, তা ভূমিজাত উদ্ভিদের মধ্য থেকে হোক অথবা স্বয়ং এদের নিজেদের প্রজাতির (অর্থাৎ মানব জাতি) মধ্য থেকে হোক কিংবা এমন জিনিসের মধ্য থেকে হোক যাদেরকে এরা জানেও না।

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৩৭. এদের জন্য রাত হচ্ছে আর একটি নিদর্শন। আমি তার উপর থেকে দিনকে সরিয়ে দেই তখন এদের ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায়।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۝

৩৮. আর সূর্য, সে তার নির্ধারিত গন্তব্যের দিকে ধেয়ে চলছে। এটি প্রবল পরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার নিয়ন্ত্রিত হিসাব।

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝

৩৯. আর চাঁদ, তার জন্য আমি মন্‌যিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, সেগুলো অতিক্রম করে সে শেষ পর্যন্ত আবার খেজুরের শুকনো ডালের মতো হয়ে যায়।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۝

৪০. না সূর্যের ক্ষমতা আছে চাঁদকে ধরে ফেলে এবং না রাত দিনের ওপর অগ্রবর্তী হতে পারে, সবাই এক একটি কক্ষপথে সন্তরণ করছে।

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۭ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۝

৪১. এদের জন্য এটিও একটি নিদর্শন যে, আমি এদের বংশধরদেরকে ভরা নৌকায়[৪] চড়িয়ে দিয়েছি

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝

৪২. এবং তারপর এদের জন্য ঠিক তেমনি আরো নৌযান সৃষ্টি করেছি যেগুলোতে এরা আরোহণ করে।

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ۝

৪৩. আমি চাইলে এদেরকে ডুবিয়ে দেই, এদের কোনো ফরিয়াদ শ্রবণকারী থাকবে না এবং কোনোভাবেই এদেরকে বাঁচানো যেতে পারে না।

وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ۝

৪৪. ব্যস, আমার রহমতই এদেরকে কূলে ভিড়িয়ে দেয় এবং একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত জীবনের দ্বারা লাভবান হবার সুযোগ দিয়ে থাকে।

اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ۝

৪৫. এদেরকে যখন বলা হয়, তোমাদের সামনে যে পরিণাম আসছে এবং যা তোমাদের পেছনে অতিক্রান্ত হয়েছে তার হাত থেকে বাঁচো, হয়তো তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে (তখন এরা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়)।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

৪৬. এদের সামনে এদের রবের আয়াতসমূহের মধ্য থেকে যে আয়াতই আসে এরা সেদিকে দৃষ্টি দেয় না।

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝

৪. ভরা নৌকা অর্থাৎ নূহ আলাইহিস সালামের কিশতী।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾

৪৭. এবং যখন এদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দান করেছেন তার মধ্য থেকে কিছু আল্লাহর পথে খরচ করো, তখন এসব কুফরীতে লিপ্ত লোক মু'মিনদেরকে জবাব দেয়, "আমরা কি তাদেরকে খাওয়াবো, যাদেরকে আল্লাহ চাইলে নিজেই খাওয়াতেন? তোমরা তো পরিষ্কার বিভ্রান্তির শিকার হয়েছো।"

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এরা বলে, "এ কিয়ামতের হুমকি কবে পুরা হবে ? বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আসলে এরা যে জিনিসের দিকে তাকিয়ে আছে তা তো একটি বিস্ফোরণের শব্দ, যা সহসা এদেরকে ঠিক এমন অবস্থায় ধরে ফেলবে যখন এরা (নিজেদের পার্থিব ব্যাপারে) বিবাদ করতে থাকবে

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

৫০. এবং সে সময় এরা কোনো অসিয়তও করতে পারবে না এবং নিজেদের গৃহেও ফিরতে পারবে না।

রুকূ' ঃ ৪

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾

৫১. তারপর একটি শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সহসা তারা নিজেদের রবের সামনে হাযির হবার জন্য নিজেদের কবর থেকে বের হয়ে পড়বে।

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. ভীত হয়ে বলবে, "আরে, কে আমাদেরকে আমাদের নিঁদমহল থেকে উঠিয়ে দাঁড় করালো ?"—"এটা সে জিনিস যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় আল্লাহ দিয়েছিলেন এবং রাসূলদের কথা সত্য ছিল।"[৫]

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩. একটিমাত্র প্রচণ্ড আওয়াজ হবে এবং সবকিছু আমার সামনে হাযির করে দেয়া হবে।

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

৫৪. আজ কারো প্রতি তিলমাত্র যুলুম করা হবে না এবং যেমন কাজ তোমরা করে এসেছো ঠিক তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে।

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫. জান্নাতীরা আজ আনন্দে মশ্‌গুল রয়েছে।

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬. তারা ও তাদের স্ত্রীরা ঘন ছায়ায় রাজকীয় আসনে হেলান দিয়ে বসে আছে।

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭. সবরকমের সুস্বাদু পানাহারের জিনিস তাদের জন্য সেখানে রয়েছে, যা কিছু তারা চাইবে তা তাদের জন্য হাযির রয়েছে।

৫. হতে পারে মুমিন লোকেরা তাদেরকে এ উত্তর দেবে। হতেপারে কিছুক্ষণ পরে তারা নিজেরাই বুঝে নেবে যে, এতো সেই দিনই এসে গেছে রসূল আমাদেরকে যার খবর দিয়েছিলেন। আর এও হতে পারে যে—ফেরেশতারা তাদেরকে এ উত্তর দেবে, অথবা কিয়ামতের সমস্ত পরিবেশ দ্বারা তারা একথা বুঝতে পারবে।

سَلٰمٌ ۟ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ۝٥٨

৫৮. দয়াময় রবের পক্ষ থেকে তাদেরকে 'সালাম' বলা হয়েছে—

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۝٥٩

৫৯. এবং হে অপরাধীরা! আজ তোমরা ছাঁটাই হয়ে আলাদা হয়ে যাও।

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝٦٠

৬০. হে আদম সন্তানেরা! আমি কি তোমাদের এ মর্মে হেদায়াত করিনি যে, শয়তানের বন্দেগী করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু

وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝٦١

৬১. এবং আমারই বন্দেগী করো, এটিই সরল-সঠিক পথ ?

وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۚ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ۝٦٢

৬২. কিন্তু এ সত্ত্বেও সে তোমাদের মধ্য থেকে বিপুল সংখ্যককে গোমরাহ করে দিয়েছে, তোমাদের কি বুদ্ধি-জ্ঞান নেই ?

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝٦٣

৬৩. এটা সে জাহান্নাম, যার ভয় তোমাদের দেখানো হতো।

اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝٦٤

৬৪. দুনিয়ায় যে কুফরী তোমরা করতে থেকেছো তার ফলস্বরূপ আজ এর ইন্ধন হও।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٦٥

৬৫. আজ আমি এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং এদের পা সাক্ষ দেবে এরা দুনিয়ায় কি উপার্জন করে এসেছে।

وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ۝٦٦

৬৬. আমি চাইলে এদের চোখ বন্ধ করে দিতাম, তখন এরা পথের দিকে চেয়ে দেখতো, কোথা থেকে এরা পথের দেখা পাবে ?

وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ۝٦٧

৬৭. আমি চাইলে এদের নিজেদের জায়গায়ই এদেরকে এমনভাবে বিকৃত করে রেখে দিতাম যার ফলে এরা না সামনে এগিয়ে যেতে পারতো, না পেছনে ফিরে আসতে পারতো।

রুকূ' ঃ ৫

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۚ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ۝٦٨

৬৮. যে ব্যক্তিকে আমি দীর্ঘ আয়ু দান করি তার আকৃতিকে আমি একেবারেই বদলে দেই (এ অবস্থা দেখে কি) তাদের বোধোদয় হয় না?

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ۝٦٩

৬৯. আমি এ (নবী)-কে কবিতা শিখাইনি এবং কাব্য চর্চা তার জন্য শোভনীয়ও নয়। এ তো একটি উপদেশ এবং পরিষ্কার পঠনযোগ্য কিতাব,

لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝٧٠

৭০. যাতে সে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিতে পারে এবং অস্বীকারকারীদের ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَٰمًا فَهُمْ لَهَا مَٰلِكُونَ ﴿٧١﴾

৭১. এরা কি দেখে না, আমি নিজের হাতে তৈরি জিনিসের মধ্য থেকে এদের জন্য সৃষ্টি করেছি গবাদি পশু এবং এখন এরা তার মালিক।

وَذَلَّلْنَٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾

৭২. আমি এভাবে তাদেরকে এদের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দিয়েছি যে, তাদের মধ্য থেকে কারো ওপর এরা সওয়ার হয়, কারো গোশত খায়।

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

৭৩. এবং তাদের মধ্যে এদের জন্য রয়েছে নানা ধরনের উপকারিতা ও পানীয়। এরপরও কি এরা কৃতজ্ঞ হয় না ?

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾

৭৪. এ সবকিছু সত্ত্বেও এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে এবং এদেরকে সাহায্য করা হবে আশা করছে।

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾

৭৫. তারা এদের কোনো সাহায্য করতে পারে না বরং উল্টো এরা তাদের জন্য সদা প্রস্তুত সৈন্য হয়ে বিরাজ করছে।

فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬. হ্যাঁ, এদের তৈরি কথা যেন তোমাকে মর্মাহত না করে এদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কথাই আমি জানি।

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقْنَٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾

৭৭. মানুষ কি দেখে না, তাকে আমি সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে এবং তারপর সে দাঁড়িয়ে গেছে স্পষ্ট ঝগড়াটে হয়ে ?

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ الْعِظَٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾

৭৮. এখন সে আমার ওপর উপমা প্রয়োগ করে এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়, বলে—"এ হাড়গুলো যখন পচে গলে গেছে এতে আবার প্রাণ সঞ্চার করবে কে ?"

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

৭৯. তাকে বলো, এদেরকে তিনি জীবিত করবেন যিনি প্রথমে এদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি সৃষ্টির প্রত্যেকটি কাজ জানেন।

الَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾

৮০. তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তা থেকে নিজেদের চুলা জ্বালিয়ে থাকো।

أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّٰقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾

৮১. যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না ? কেন নয়, যখন তিনি পারদর্শী স্রষ্টা।

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

৮২. তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তাঁর কাজ হয় কেবল এতটুকু যে, তিনি তাকে হুকুম দেন, হয়ে যাও এবং তা হয়ে যায়।

فَسُبْحَٰنَ الَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

৮৩. পবিত্র তিনি যার হাতে রয়েছে প্রত্যেকটি জিনিসের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

সূরা আস্ সাফ্ফাত

৩৭

নামকরণ

প্রথম আয়াতের وَالصّٰفّٰتِ শব্দ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বক্তব্য উপস্থাপনা পদ্ধতি থেকে মনে হয়, এ সূরাটি সম্ভবত মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়ে বরং সম্ভবত ঐ মধ্য যুগেরও শেষের দিকে নাযিল হয়। বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, পশ্চাতভূমিতে বিরোধিতা চলছে প্রচণ্ড ধারায় এবং নবী ও তাঁর সাহাবীগণ অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন।

বিষয়বস্তু ও বক্তব্য বিষয়

সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদ ও আখেরাতের দাওয়াতের জবাব দেয়া হচ্ছিল নিকৃষ্ট ধরনের রঙ-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের মাধ্যমে। তাঁর রিসালাতের দাবী জোরেশোরে অস্বীকার করা হচ্ছিল। এজন্য মক্কার কাফেরদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং শেষে তাদেরকে এ মর্মে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যে পয়গম্বরকে আজ তোমরা বিদ্রূপ করছো খুব শিগ্‌গির তোমাদের চোখের সামনেই তিনি তোমাদের ওপর বিজয় লাভ করবেন এবং তোমরা নিজেরাই আল্লাহর সেনাদলকে তোমাদের গৃহের আঙিনায় প্রবেশ করতে দেখবে। (১৭১-১৭৯ আয়াত) এমন এক সময় এ ঘোষণা দেয়া হয় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাফল্যের লক্ষণ বহু দূরেও কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়নি। মুসলমানরা (যাদেরকে এ আয়াতে আল্লাহর সেনাদল বলা হয়েছে) ভয়াবহ জুলুম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। তাদের তিন-চতুর্থাংশ দেশ ত্যাগ করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বড়জোর ৪০-৫০জন সাহাবী মক্কায় থেকে গিয়েছিলেন এবং চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে সব রকমের উৎপীড়ন-নিপীড়ন বরদাশত করে যাচ্ছিলেন। এহেন অবস্থায় বাহ্যিক কার্যকারণগুলো প্রত্যক্ষ করে কোনো ব্যক্তি ধারণা করতে পারতো না যে, শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সহায় সম্বলহীন ক্ষুদ্র দলটি বিজয় লাভ করবে। বরং প্রত্যক্ষকারীরা মনে করছিল, এ আন্দোলনের সমাধি মক্কার পার্বত্য উপত্যকার মধ্যেই রচিত হয়ে যাবে। কিন্তু ১৫-১৬ বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়নি, মক্কা বিজয়ের সময় ঠিক সে একই ঘটনা ঘটে গেলো যে ব্যাপারে কাফেরদেরকে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

সতর্কবাণী উচ্চারণ করার সাথে সাথে আল্লাহ এ সূরায় পুরোপুরি ভারসাম্য রক্ষা করে বুঝাবার ও উৎসাহিত-উদ্দীপিত করার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের নির্ভুলতার সপক্ষে সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী যুক্তি পেশ করেছেন। মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাসের সমালোচনা করে তারা কেমন বাজে অর্থহীন বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে সম্পর্কে তাদেরকে সজাগ করেছেন। তাদের এসব বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার ফল তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সাথে ঈমান ও সৎকাজের ফল কত মহান ও গৌরবময় তা শুনিয়ে দিয়েছেন। তারপর এ প্রসংগে ইতিহাস থেকে এমন সব উদাহরণ তুলে ধরেছেন যা থেকে জানা যায় আল্লাহ তাঁর নবীদের এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের সাথে কি ব্যবহার করেছেন, নিজের বিশ্বস্ত বান্দাদেরকে তিনি কিভাবে পুরস্কৃত করেছেন এবং কিভাবে তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদেরকে শাস্তি দিয়েছেন।

যে ঐতিহাসিক ঘটনাটি এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী শিক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পবিত্র জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি যে, আল্লাহর একটি ইশারাতেই তিনি নিজের একমাত্র পুত্রকে কুরবানী দিতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে কেবলমাত্র কুরাইশদের যেসব কাফেররা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে নিজেদের বংশগত সম্পর্কের জন্য অহংকার করতো তাদের জন্যই শিক্ষা ছিল তা নয় বরং এমন মুসলমানদের জন্যও শিক্ষা ছিল যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছিলেন। এ ঘটনা শুনিয়ে তাদেরকে বলা হয়েছে, ইসলামের তাৎপর্য ও তার মূল প্রাণশক্তি কি এবং তাকে নিজেদের দীন তথা জীবন ব্যবস্থায় পরিণত করার পর একজন সত্যিকার মুমিনকে কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে নিজের সবকিছু কুরবানী করে দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

সূরার শেষ আয়াতগুলো কাফেরদের জন্য নিছক সতর্কবাণীই ছিল না বরং যেসব মুমিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমর্থন ও তাঁর সাথে সহযোগিতা করে চরম নৈরাশ্যজনক অবস্থার মুকাবিলা করছিলেন তাঁদের জন্যও ছিল সুসংবাদ। তাঁদেরকে এসব আয়াত শুনিয়ে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, কাজের সূচনা করতে গিয়ে তাঁদেরকে যেসব বিপদ আপদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাতে যেন তাঁরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে না পড়েন, শেষ পর্যন্ত বিজয় তাঁদেরই পদচুম্বন করবে এবং বাতিলের যে পতাকাবাহীদেরকে বর্তমানে বিজয়ীর আসনে দেখা যাচ্ছে, তারা তাঁদেরই হাতে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবে। মাত্র কয়েক বছর পরেই ঘটনাবলী জানিয়ে দিল, এটি নিছক আল্লাহর সান্ত্বনা বাণীই ছিল না বরং ছিল একটি বাস্তব ঘটনা এবং পূর্বাহ্নেই এর খবর দিয়ে তাদের মনোবল শক্তিশালী ও জোরদার করা হয়েছিল।

❐

আয়াত-১৮২ ৩৭-সূরা আস্-সাফ্ফাত-মাক্কী রুকূ'-৫

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
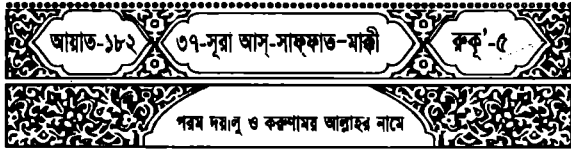
১. সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মানদের কসম,

২. তারপর যারা ধমক ও অভিশাপ দেয় তাদের কসম,

৩. তারপর তাদের কসম যারা উপদেশবাণী শুনায়,[১]

৪. তোমাদের প্রকৃত মাবুদ মাত্র একজনই—

৫. যিনি পৃথিবী ও আকাশজগতের এবং পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যা কিছু আছে তাদের সবার মালিক এবং সমস্ত উদয়স্থলের মালিক।[২]

৬. আমি দুনিয়ার আকাশকে[৩] তারকারাজির সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করেছি

৭. এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে তাকে সুরক্ষিত রেখেছি।

৮-৯. এ শয়তানরা উর্ধজগতের[৪] কথা শুনতে পারে না, সবদিক থেকে আঘাতপ্রাপ্ত ও তাড়িত হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি।

১০. তবুও যদি তাদের কেউ তার মধ্য থেকে কিছু হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয় তাহলে একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তার পেছনে ধাওয়া করে।

১১. এখন এদেরকে জিজ্ঞেস করো, এদের সৃষ্টি বেশী কঠিন, না আমি যে জিনিসগুলো সৃষ্টি করে রেখেছি সেগুলোর ? এদেরকে তো আমি সৃষ্টি করেছি আঠাল কাদামাটি দিয়ে।

১২. তুমি তো (আল্লাহর কুদরতের মহিমা দেখে) অবাক হচ্ছো এবং এরা তার প্রতি করছে বিদ্রূপ।

১৩. তাদেরকে বুঝালেও তারা বুঝে না।

১৪. কোনো নিদর্শন দেখলে উপহাস করে উড়িয়ে দেয়
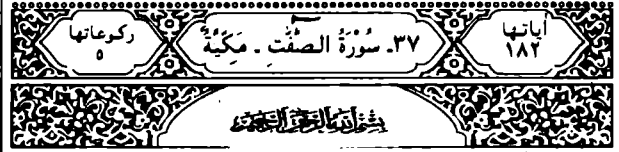
وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ ﴿١﴾

فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ ﴿٢﴾

فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ ﴿٣﴾

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ ﴿٤﴾

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ ﴿٥﴾

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨالْكَوَاكِبِ ۙ ﴿٦﴾

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ ﴿٧﴾

لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ ﴿٨﴾

دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ ﴿٩﴾

اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾

فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ۪ ﴿١٢﴾

وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ۪ ﴿١٣﴾

وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ۪ ﴿١٤﴾

১. তাফসীরকারদের অধিকাংশ এ বিষয়ে একমত যে—এ তিন দল বলতে ফেরেশতাদের দলকে বুঝানো হয়েছে। তাঁরা আল্লাহ তাআলার আদেশসমূহ পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন, তাঁর নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে তাঁরা ধমকি ও ধিক্কার দান করেন এবং বিভিন্ন পন্থায় আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করিয়ে দেন ও উপদেশ বাণী শোনান।

২. সূর্য সবসময় একই উদয় স্থল থেকে নির্গত হয় না ; বরং প্রত্যেক দিন নতুন নতুন কোণ করে উদিত হয়। তাছাড়া সমস্ত পৃথিবীর উপর তা একই সময়ে উদিত হয় না, বরং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে সূর্যের উদয় ঘটে। এ কারণে পূর্বের স্থলে (পূর্বসমূহ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এর সাথে পশ্চিমসমূহের উল্লেখ করা হয়নি, কেননা পূর্বসমূহ শব্দটি স্বতঃই পশ্চিমসমূহের অস্তিত্বের প্রমাণ দান করে।

৩. 'দুনিয়ার আসমান'-এর অর্থ নিকটস্থ আসমান কোনো দূরবীণের সাহায্য ছাড়া খালি চোখে যা আমরা দেখতে পাই।

৪. এর অর্থ উর্ধজগতের সৃষ্টজীব অর্থাৎ ফেরেশতা।

وَقَالُوٓا إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

ءَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾

أَوَاٰبَآؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾

قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴿١٩﴾

وَقَالُوا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهٖ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾

مِن دُونِ اللّٰهِ فَاهْدُوهُمْ إِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٢٧﴾

১৫. এবং বলে, "এ তো স্পষ্ট যাদু।

১৬. আমরা যখন মরে একেবারে মাটি হয়ে যাবো এবং থেকে যাবে শুধুমাত্র হাড়ের পিঞ্জর তখন আমাদের আবার জীবিত করে উঠানো হবে, এমনও কি কখনো হতে পারে ?

১৭. আর আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকেও কি উঠানো হবে ?"

১৮. এদেরকে বলো, হ্যাঁ, এবং তোমরা (আল্লাহর মোকাবিলায়) অসহায়।

১৯. ব্যস, একটিমাত্র বিকট ধমক হবে এবং সহসাই এরা স্বচক্ষে (সেই সবকিছু যার খবর দেয়া হচ্ছে) দেখতে থাকবে।

২০. সে সময় এরা বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এতো প্রতিফল দিবস—

২১. "এটা সে ফায়সালার দিন যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।"[৫]

রুকূ' ঃ ২

২২-২৩. (হুকুম দেয়া হবে) ঘেরাও করে নিয়ে এসো সব যালেমকে, তাদের সাথীদেরকে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মাবুদদের[৬] তারা বন্দেগী করতো তাদেরকে তারপর তাদের সবাইকে জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দাও।

২৪. আর এদেরকে একটু থামাও, এদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে।[৭]

২৫. "তোমাদের কি হয়েছে, এখন কেন পরস্পরকে সাহায্য করো না ?

২৬. আরে, আজ তো এরা নিজেরাই নিজেদেরকে (এবং একজন অন্যজনকে) সমর্পণ করে দিয়ে যাচ্ছে।"

২৭. এরপর এরা একে অন্যের দিকে ফিরবে এবং পরস্পর বিতর্ক শুরু করে দেবে।

৫. হতে পারে ঈমানদাররা তাদেরকে একথা বলবেন ঃ হতে পারে এ ফেরেশতাদের উক্তি ; হতে পারে হাশরের ময়দানের সমস্ত পরিবেশ সে সময়ে 'যবানে হাল' (অবস্থার ভাষা) দ্বারা একথা বলবে এবং হতে পারে এসব লোকের নিজেদের দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ নিজের অন্তরে তারা নিজেদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবে ঃ পৃথিবীতে সারা জীবন তোমরা এ বুঝে এসেছিলে যে—ফায়সালার কোনোদিন আসবে না। এখন তোমাদের দুর্ভাগ্য পরিণাম দিন এসে গেছে যে দিনকে তোমরা মিথ্যা জানতে।

৬. এখানে 'উপাস্যগণ' বলতে ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে—আওলিয়া, আম্বিয়াকে নয়। উপাস্য দুই প্রকারের হয় ঃ ১. সেই সব মানুষ আর শয়তান যাদের নিজেদের ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল লোক আল্লাহকে ছেড়ে তাদের বন্দেগী উপাসনা ও দাসত্ব করুক, ২. সেইসব মূর্তি, প্রতিমূর্তি প্রভৃতি দুনিয়ায় যেসবের পূজা করা হয়।

৭. মূলে 'ইয়ামীন' ডান হাত' ব্যবহৃত হয়েছে। বাগধারা অনুসারে যদি এর অর্থ শক্তি ও ক্ষমতা গ্রহণ করা হয় তবে এর মর্ম হবে—তোমরা জবরদস্তিমূলকভাবে আমাদেরকে পথভ্রষ্টতার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। যদি এর অর্থ কল্যাণ ও শুভ গ্রহণ করা হয় তবে এর মর্ম হবে—তোমরা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীর বেশ ধরে আমাদেরকে প্রতারিত করেছিলে। আর যদি এর অর্থ শপথ বলে ধরা হয় তবে মর্ম হবে—তোমরা শপথ করে করে আমাদেরকে নিশ্চিন্ততা দান করেছিলেন যে-যা তোমরা পেশ করছো সেটাই সত্য।

٢٨ قَالُوٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ۝

٢٩ قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝

٣٠ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ۝

٣١ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ۝

٣٢ فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ۝

٣٣ فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ۝

٣٤ اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۝

٣٥ اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۙ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

٣٦ وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ۝

٣٧ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

٣٨ اِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ۝

٣٩ وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

٤٠ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝

٤١ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ۝

٤٢ فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ ۝

٤٣ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝

٤٤ عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝

٤٥ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۝

٤٦ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۝

٤٧ لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ۝

২৮. (আনুগত্যকারীরা তাদের নেতাদেরকে) বলবে, "তোমরা তো আমাদের কাছে আসতে সোজা দিক দিয়ে।"

২৯. তারা জবাব দেবে, "না, তোমরা নিজেরাই মু'মিন ছিলে না।

৩০. তোমাদের ওপর আমাদের কোনো জোর ছিল না। বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে বিদ্রোহী।

৩১. শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের রবের এ ফরমানের হকদার হয়ে গেছি যে, আমরা আযাবের স্বাদ গ্রহণ করবো।

৩২. কাজেই আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাই বিভ্রান্ত ছিলাম।"

৩৩. এভাবে তারা সবাই সেদিন শাস্তিতে শরীক হবে।

৩৪. আমি অপরাধীদের সাথে এমনটিই করে থাকি।

৩৫. এরা ছিল এমন সব লোক যখন এদেরকে বলা হতো, "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই" তখন এরা অহংকার করতো।

৩৬. এবং বলতো, "আমরা কি একজন উন্মাদ কবির জন্য আমাদের মাবুদদেরকে ত্যাগ করবো ?"

৩৭. অথচ সে সত্য নিয়ে এসেছিল এবং রাসূলদেরকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল।

৩৮. (এখন তাদেরকে বলা হবে) তোমরা নিশ্চিতভাবেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে

৩৯. এবং পৃথিবীতে তোমরা যে সমস্ত কাজ করতে তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হচ্ছে।

৪০. কিন্তু আল্লাহর নির্বাচিত বান্দারা (এ অশুভ পরিণাম) মুক্ত হবে।

৪১. তাদের জন্য রয়েছে জ্ঞাত রিযিক,

৪২-৪৩. সব রকমের সুস্বাদু জিনিস এবং নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত, যেখানে তাদেরকে মর্যাদা সহকারে রাখা হবে।

৪৪. বসবে তারা আসনে মুখোমুখি।

৪৫. শরাবের ঝরণা থেকে পানপাত্র ভরে ভরে তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে।

৪৬. উজ্জ্বল শরাব, পানকারীদের জন্য হবে সুস্বাদু।

৪৭. তা তাদের কোনো শারীরিক ক্ষতি করবে না এবং তাতে তাদের বুদ্ধিও ভ্রষ্ট হবে না।

٤٨ وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ۝

৪৮. আর তাদের কাছে থাকবে আনত নয়না সুলোচনা নারীগণ,

٤٩ كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ۝

৪৯. এমন নাজুক যেমন হয় ডিমের খোসার নিচে লুকানো ঝিল্লি।

٥٠ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ۝

৫০. তারপর তারা একজন অন্যজনের দিকে ফিরে অবস্থা জিজ্ঞেস করবে।

٥١ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ ۝

৫১. তাদের একজন বলবে, "দুনিয়ায় আমার ছিল এক সংগী

٥٢ يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ۝

৫২. সে আমাকে বলতো, তুমিও কি সত্য বলে মেনে নেবার দলে ?

٥٣ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ۝

৫৩. যখন আমরা মরে যাবো, মাটির সাথে মিশে যাবো এবং অস্থি পিঞ্জরই থেকে যাবে তখন সত্যিই কি আমাদের শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া হবে ?

٥٤ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ۝

৫৪. তোমরা কি দেখতে চাও সে এখন কোথায় আছে ?"

٥٥ فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۝

৫৫. এ বলে যেমনি সে নিচের দিকে ঝুঁকবে তখনই দেখবে তাকে জাহান্নামের অতল গভীরে।

٥٦ قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ۝

৫৬. এবং তাকে সম্বোধন করে বলতে থাকবে, "আল্লাহর কসম, তুই তো আমাকে ধ্বংসই করে দিতে চাচ্ছিলি।

٥٧ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۝

৫৭. আমার রবের মেহেরবানী না হলে আজ আমিও যারা পাকড়াও হয়ে এসেছে তাদের অন্তরভুক্ত হতাম।

٥٨ اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ۝

৫৮. আচ্ছা,[৮] তাহলে কি এখন আমরা আর মরবো না ?

٥٩ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝

৫৯. আমাদের যে মৃত্যু হবার ছিল তা প্রথমে হয়ে গেছে ? এখন আমাদের কোনো শাস্তি হবে না ?"

٦٠ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

৬০. নিশ্চিতভাবেই এটিই মহান সাফল্য।

٦١ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ۝

৬১. এ ধরনের সাফল্যের জন্যই কাজ করতে হবে তাদের যারা কাজ করে।

٦٢ اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ۝

৬২. বলো, এ ভোজ ভালো, না যাক্কুম গাছ ?

٦٣ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ۝

৬৩. আমি এ গাছটিকে যালেমদের জন্য ফিতনায় পরিণত করে দিয়েছি।[৯]

৮. কথার ধরন থেকে স্পষ্টরূপে বুঝা যায়—নিজের সেই জাহান্নামী বন্ধুর সাথে কথা বলতে অকস্মাৎ এ জান্নাতী ব্যক্তি স্বগত নিজে নিজেকে বলতে শুরু করেছে। এ বাক্যাংশ তরে মুখ থেকে এরূপভাবে নির্গত হয় যেমন কোনো ব্যক্তি নিজে নিজেকে প্রত্যেকটি আশা ও প্রত্যেকটি অনুমান থেকে উচ্চতর অবস্থার মধ্যে পেয়ে অত্যন্ত বিস্ময়ে ও স্ফূর্তি আনন্দের প্রাচুর্যে নিজে নিজেই কথা বলতে শুরু করে।

৯. অর্থাৎ অমান্যকারীরা একথা শুনে কুরআনের প্রতি বিদ্রূপ ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঠাট্টার একটা নতুন সুযোগ পায়। তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলতে থাকে—'নাও, আবার নতুন কথা শোন—জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনের মাঝে বৃক্ষ জন্মাবে।'

٦٤ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيٓ أَصْلِ الْجَحِيمِ ۝

৬৪. সেটি একটি গাছ, যা বের হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে।

٦٥ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيٰطِينِ ۝

৬৫. তার ফুলের কলিগুলো যেন শয়তানদের মুণ্ডু।

٦٦ فَإِنَّهُمْ لَاٰكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۝

৬৬. জাহান্নামের অধিবাসীরা তা খাবে এবং তা দিয়ে পেট ভরবে।

٦٧ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ۝

৬৭. তারপর পান করার জন্য তারা পাবে ফুটন্ত পানি।

٦٨ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ۝

৬৮. আর এরপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে এ অগ্নিময় জাহান্নামের দিকে।

٦٩ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا۟ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ ۝

৬৯. এরা এমনসব লোক যারা নিজেদের বাপ-দাদাদেরকে পথভ্রষ্ট পেয়েছে।

٧٠ فَهُمْ عَلَىٰٓ ءَاثٰرِهِمْ يُهْرَعُونَ ۝

৭০. এবং তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে ছুটে চলেছে।

٧١ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۝

৭১. অথচ তাদের পূর্বে বহু লোক পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

٧٢ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ۝

৭২. এবং তাদের মধ্যে আমি সতর্ককারী রাসূল পাঠিয়েছিলাম।

٧٣ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ۝

৭৩. এখন দেখো সে সতর্ককৃত লোকদের কি পরিণাম হয়েছিল।

٧٤ إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ ۝

৭৪. এ অশুভ পরিণতির হাত থেকে কেবলমাত্র আল্লাহর সে বান্দারাই রেহাই পেয়েছে যাদেরকে তিনি নিজের জন্য স্বতন্ত্র করে নিয়েছেন।

রুকূ' ঃ ৩

٧٥ وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ۝

৭৫. (ইতিপূর্বে) নূহ আমাকে ডেকেছিল, তাহলে দেখো, আমি ছিলাম কত ভালো জওয়াবদাতা।

٧٦ وَنَجَّيْنٰهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝

৭৬. আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করি ভয়াবহ যন্ত্রণা থেকে,

٧٧ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ۝

৭৭. শুধু তার বংশধরদেরকেই টিকিয়ে রাখি।

٧٨ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْأٰخِرِينَ ۝

৭৮. এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে তারই প্রশংসা ছেড়ে দেই।

٧٩ سَلٰمٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعٰلَمِينَ ۝

৭৯. সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

٨٠ إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

৮০. সৎকর্মশীলদেরকে আমি এমনই প্রতিদান দিয়ে থাকি।

٨١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

৮১. আসলে সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তরভুক্ত।

٨٢ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأٰخَرِينَ ۝

৮২. তারপর অন্যদলকে আমি ডুবিয়ে দেই।

٨٣ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرٰهِيمَ ۝

৮৩. আর নূহের পথের অনুসারী ছিল ইবরাহীম।

٨٤ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

৮৪. যখন সে তার রবের সামনে হাযির হয় "বিশুদ্ধ চিত্ত" নিয়ে।

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾

৮৫. যখন বলে সে তার পিতা ও তার জাতিকে, "এগুলো কি জিনিস যার ইবাদাত তোমরা করছো?

أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾

৮৬. আল্লাহকে বাদ দিয়ে কি তোমরা মিথ্যা বানোয়াট মাবুদ চাও?

فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

৮৭. সমস্ত বিশ্বজগতের রব আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?"

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾

৮৮. তারপর সে তারকাদের দিকে একবার তাকালো।[১০]

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾

৮৯. এবং বললো, আমি অসুস্থ।[১১]

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾

৯০. কাজেই তারা তাকে ত্যাগ করে চলে গেলো।

فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾

৯১. তাদের পেছনে সে চুপিচুপি তাদের দেবতাদের মন্দিরে ঢুকে পড়লো এবং বললো, "আপনারা খাচ্ছেন না কেন?

مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ﴿٩٢﴾

৯২. কি হলো আপনাদের, কথা বলছেন না কেন?"

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾

৯৩. এরপর সে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং ডান হাত দিয়ে খুব আঘাত করলো।

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿٩٤﴾

৯৪. (ফিরে এসে) তারা দৌড়ে তার কাছে এলো।

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫. সে বললো, "তোমরা কি নিজেদেরই খোদাই করা জিনিসের পূজা করো?

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬. অথচ আল্লাহই তোমাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যে জিনিসগুলো তৈরি করো তাদেরকেও।"

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾

৯৭. তারা পরস্পর বললো, "এর জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি করো এবং একে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দাও।"

فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾

৯৮. তারা তার বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ নিতে চেয়েছিল কিন্তু আমি তাদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করেছি।

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾

৯৯. ইবরাহীম বললো, "আমি আমার রবের দিকে যাচ্ছি, তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।[১২]

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾

১০০. হে পরওয়ারদিগার! আমাকে একটি সৎকর্মশীল পুত্র সন্তান দাও।"

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾

১০১. (এ দোয়ার জবাবে) আমি তাকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।[১৩]

১০. আরবী ভাষার বাগধারার একথার অর্থ—সে চিন্তা করলো বা সে ব্যক্তি ভাবতে শুরু করলো।

১১. সে সময় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কোনো প্রকার কষ্ট ছিল না—একথা আমরা কোনো সূত্রে জানি না। সুতরাং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এ মিথ্যা বাহানা করেছিলেন—একথা বলা যায় না।

১২. অর্থাৎ নিজের প্রভুর জন্য ঘর ও স্বদেশ ত্যাগ করছি।

১৩. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম।

﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرٰى فِي الْمَنَامِ أَنِّيٓ
أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۚ قَالَ يٰٓأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫
سَتَجِدُنِيٓ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

১০২. সে পুত্র যখন তার সাথে কাজকর্ম করার বয়সে পৌছলো তখন (একদিন) ইবরাহীম তাকে বললো, "হে পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখি তোমাকে আমি যবেহ করছি, এখন তুমি বল তুমি কি মনে কর ?" সে বললো, "হে আব্বাজান! আপনাকে যা হুকুম দেয়া হচ্ছে তা করে ফেলুন, আপনি আমাকে ইনশাআল্লাহ সবরকারীই পাবেন।"

﴿١٠٣﴾ فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ۝

১০৩. শেষ পর্যন্ত যখন এরা দুজন আনুগত্যের শির নত করে দিল এবং ইবরাহীম পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিল।

﴿١٠٤﴾ وَنَادَيْنٰهُ أَنْ يّٰٓإِبْرٰهِيْمُ ۝

১০৪. এবং আমি আওয়াজ দিলাম, "হে ইবরাহীম!

﴿١٠٥﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১০৫. তুমি স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়ে দিয়েছো।[১৪] আমি সৎকর্মকারীদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।

﴿١٠٦﴾ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ۝

১০৬. নিশ্চিততাবেই এটি ছিল একটি প্রকাশ্য পরীক্ষা।"

﴿١٠٧﴾ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ۝

১০৭. একটি বড় কুরবানীর[১৫] বিনিময়ে আমি এ শিশুটিকে ছাড়িয়ে নিলাম

﴿١٠٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝

১০৮. এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে চিরকালের জন্য তার প্রশংসা রেখে দিলাম।

﴿١٠٩﴾ سَلٰمٌ عَلٰٓى إِبْرٰهِيْمَ ۝

১০৯. শান্তি বর্ষিত হোক ইবরাহীমের প্রতি।

﴿١١٠﴾ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১১০. আমি সৎকর্মকারীদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।

﴿١١١﴾ إِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১১১. নিশ্চিততাবেই সে ছিল আমার মুসলিম বান্দাদের অন্তরভুক্ত।

﴿١١٢﴾ وَبَشَّرْنٰهُ بِإِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

১১২. আর আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, সে ছিল সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে একজন নবী।

﴿١١٣﴾ وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى إِسْحٰقَ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ
لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ۝

১১৩. বরকত দিলাম তাকে ও ইসহাককে,[১৬] এখন এ দু'জনের বংশধরদের মধ্য থেকে কতক সৎকর্মকারী আবার কতক নিজেদের প্রতি সুস্পষ্ট যুলুমকারী।

রুকূ' ঃ ৪

﴿١١٤﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝

১১৪. আমি অনুগ্রহ করেছি মূসা ও হারুনের প্রতি।

﴿١١٥﴾ وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝

১১৫. তাদের উভয়কে ও তাদের জাতিকে উদ্ধার করেছি মহাক্লেশ থেকে।

---

১৪. স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল—তিনি যবেহ করছেন। তিনি যবেহ করে ফেলেছেন—এমন দেখানো হয়নি। এজন্যে যখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যবেহ করার জন্যে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন তখন বলা হলো—'তুমি নিজের স্বপ্নকে সত্য করে দেখালে।'

১৫. 'বড় কুরবানী' অর্থ একটি ভেড়া, পুত্রের পরিবর্তে যবেহ করার জন্যে সে সময় আল্লাহ তাআলার ফেরেশতা হযরত ইবরাহীমের সামনে যাকে পেশ করেছিলেন। একে 'বড় কুরবানী' এ কারণে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মতো আল্লাহর অনুগত বান্দার জন্যে তাঁর পুত্রের ন্যায় ধৈর্যশীল ও জীবন উৎসর্গকারী বালকের পরিবর্তে এটা ফিদিয়া (উদ্ধার মূল্য) ছিল। 'বড় কুরবানী' বলার আরো একটি কারণ হচ্ছে ঃ আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত এ সুন্নত জারী করে দিয়েছেন—ঐ তারিখে সারা দুনিয়ার সমস্ত মুমিনরা পশু কুরবানী করবে এবং আনুগত্য ও প্রাণোৎসর্গের এ বিরাট মাহাত্ম্যপূর্ণ ঘটনা নতুন করে স্মরণ করবে।

১৬. অর্থাৎ কুরবানীর এ ঘটনার পর হযরত ইসহাস আলাইহিস সালামের জন্মলাভের সুসংবাদ দান করেন।

১১৬. তাদেরকে সাহায্য করেছি, যার ফলে তারাই বিজয়ী হয়েছে।

১১৭. তাদের উভয়কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট কিতাব দান করেছি।

১১৮. উভয়কে সঠিক পথ দেখিয়েছি

১১৯. এবং পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তাদের উভয়ের সম্পর্কে সুখ্যাতি অক্ষুণ্ন রেখেছি।

১২০. মূসা ও হারুনের প্রতি সালাম।

১২১. সৎকর্মশীলদের আমি অনুরূপ প্রতিদানই দিয়ে থাকি।

১২২. আসলে তারা আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তরভুক্ত ছিল।

১২৩. আর ইলিয়াসও অবশ্যই রাসূলদের একজন ছিল।

১২৪. স্মরণ করো যখন সে তার জাতিকে বলেছিল, "তোমরা ভয় করো না ?

১২৫. তোমরা কি বাআলকে ডাকো এবং পরিত্যাগ করো শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহকে,

১২৬. যিনি তোমাদের ও তোমাদের আগের পেছনের বাপ-দাদাদের রব ?"

১২৭. কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো কাজেই এখন নিশ্চিতভাবেই তাদেরকে শাস্তির জন্য পেশ করা হবে,

১২৮. তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া

১২৯. আর ইলিয়াসের সম্পর্কে সুখ্যাতি আমি পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে অব্যাহত রেখেছি।

১৩০. ইলিয়াসের প্রতি সালাম।

১৩১. সৎকর্মশীলদের আমি অনুরূপ প্রতিদানই দিয়ে থাকি।

১৩২. যথার্থই সে আমার মু'মিন বান্দাদের একজন ছিল।

১৩৩. আর লূতও তাদের একজন ছিল যাদেরকে রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়।

১৩৪. স্মরণ করো যখন আমি তাকে এবং তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করি,

১৩৫. এক বুড়ি ছাড়া যে পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তরভুক্ত ছিল।

وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۝١١٦

وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ۝١١٧

وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝١١٨

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝١١٩

سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝١٢٠

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝١٢١

اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٢٢

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝١٢٣

اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝١٢٤

اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخٰلِقِيْنَ ۝١٢٥

اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٢٦

فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ۝١٢٧

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝١٢٨

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝١٢٩

سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ۝١٣٠

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝١٣١

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٣٢

وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝١٣٣

اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ۝١٣٤

اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ۝١٣٥

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ○

১৩৬. তারপর বাকি সবাইকে ধ্বংস করে দেই।

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ○

وَبِاللَّيْلِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

১৩৭-১৩৮. এখন তোমরা দিনরাত তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকা অতিক্রম করে যাও। তোমরা কি বুঝো না?

রুকূ' ঃ ৫

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ○

১৩৯. আর অবশ্যই ইউনুস রাসূলদের একজন ছিল।

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ○

১৪০. স্মরণ করো যখন সে একটি বোঝাই নৌকার দিকে পালিয়ে গেলো,

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ○

১৪১. তারপর লটারীতে অংশগ্রহণ করলো এবং তাতে হেরে গেলো।

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ○

১৪২. শেষ পর্যন্ত মাছ তাকে গিলে ফেললো এবং সে ছিল ধিকৃত।[17]

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ○

১৪৩. এখন যদি সে তাস্‌বীহকারীদের অন্তরভুক্ত না হতো,

لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ○

১৪৪. তাহলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এ মাছের পেটে থাকতো।[18]

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ○

১৪৫. শেষ পর্যন্ত আমি তাকে বড়ই রুগ্ন অবস্থায় একটি তৃণলতাহীণ বিরান প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম

وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ○

১৪৬. এবং তার ওপর একটি লতানো গাছ উৎপন্ন করলাম।

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ○

১৪৭. এরপর আমি তাকে এক লাখ বা এরচেয়ে বেশী লোকদের কাছে পাঠালাম।[19]

فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ○

১৪৮. তারা ঈমান আনলো এবং আমি একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত তাদেরকে টিকিয়ে রাখলাম।

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ○

১৪৯. তারপর তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করো, (তাদের মন কি একথায় সায় দেয় যে,) তোমাদের রবের জন্য তো হচ্ছে কন্যারা এবং তাদের জন্য পুত্ররা ?

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ○

১৫০. সত্যই কি আমি ফেরেশতাদেরকে মেয়ে হিসেবে সৃষ্টি করেছি এবং তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে একথা বলছে ?

১৭. এ বাক্যাংশগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে যে পরিস্থিতি বুঝা যায় তা হচ্ছে ঃ ১. হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম যে কিশতীতে আরোহণ করেছিলেন তা নিজ ধারণ ক্ষমতা থেকে বেশী বোঝাই ছিল। ২. নৌকার মধ্যেই ভাগ্য নির্ধারক পাশা নিক্ষেপন করা হয়েছিল যখন সামুদ্রিক সফরের মধ্যে বুঝা গেল যে, নৌকার ভার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে নৌকার সকল মুসাফিরের জীবনাশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পাশা এ উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিল যে, যার নাম গুটিকাতে বের হবে তাকে পানিতে নিক্ষেপ করা হবে। ৩. গুটিকাতে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের নাম উঠেছিল। সুতরাং তাঁকে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করা হলো এবং একটি মৎস্য তাঁকে গ্রাস করলো। ৪. হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম নিজ প্রভুর (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার) অনুমতি ছাড়া নিজ কর্মস্থল ত্যাগ করে চলে যাওয়ার কারণে এ বিপদে পতিত হয়েছিলেন। ابق 'আবাকা' শব্দ দ্বারা এ অর্থ প্রমাণিত হয়। কেননা, আরবী ভাষায় পলাতক দাসের ক্ষেত্রে এ শব্দ ব্যবহার করা হয়।

১৮. অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কবর স্বরূপ থাকতো।

১৯. 'এক লক্ষ বা তার থেকে বেশী' বলার অর্থ এই নয় যে, এর সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার সন্দেহ ছিল, বরং এর অর্থ হচ্ছে—যদি কেউ তাদের বস্তি দেখতো তবে এ অনুমান করতো যে—এ শহরের বসতি এক লাখ থেকে বেশী হবে ; তার কম হবে না।

১৫১. ভালো করেই শুনে রাখো, আসলে তারাতো মনগড়া কথা বলে যে,

১৫২. আল্লাহর সন্তান আছে এবং যথার্থই তারা মিথ্যাবাদী।

১৫৩. আল্লাহ কি নিজের জন্য পুত্রের পরিবর্তে কন্যা পসন্দ করেছেন ?

১৫৪. তোমাদের কি হয়ে গেছে, কিভাবে ফায়সালা করছো ?

১৫৫. তোমরা কি সচেতন হবে না ?

১৫৬. অথবা তোমাদের কাছে তোমাদের এসব কথার সপক্ষে কোনো পরিষ্কার প্রমাণপত্র আছে ?

১৫৭. তাহলে আনো তোমাদের সে কিতাব, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৫৮. তারা আল্লাহ ও ফেরেশ্তাদের মধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপন করে রেখেছে। অথচ ফেরেশতারা[20] ভালো করেই জানে তাদেরকে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত করা হবে।

১৫৯. (এবং তারা বলে,) "আল্লাহ সেসব দোষ থেকে মুক্ত

১৬০. যেগুলো তাঁর একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া অন্যেরা তাঁর ওপর আরোপ করে।

১৬১-৬২. কাজেই তোমরা ও তোমাদের এ উপাস্যরা কাউকে আল্লাহ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না,

১৬৩. সে ব্যক্তিকে ছাড়া যে জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশকারী হবে।

১৬৪. আর আমাদের অবস্থা তো হচ্ছে এই যে, আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের একটি স্থান নির্ধারিত রয়েছে।

১৬৫-১৬৬. এবং আমরা সারিবদ্ধ খাদেম ও তাসবীহ পাঠকারী।"

১৬৭. তারা তো আগে বলে বেড়াতো,

১৬৮. হায়! পূর্ববর্তী জাতিরা যে 'যিকির' লাভ করেছিল তা যদি আমাদের কাছে থাকতো

১৬৯. তাহলে আমরা হতাম আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা।

(١٥١) أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۝

(١٥٢) وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ۝

(١٥٣) أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ۝

(١٥٤) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝

(١٥٥) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

(١٥٦) أَمْ لَكُمْ سُلْطَٰنٌ مُّبِينٌ ۝

(١٥٧) فَأْتُوا۟ بِكِتَٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ۝

(١٥٨) وَجَعَلُوا۟ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۝

(١٥٩) سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝

(١٦٠) إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۝

(١٦١) فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۝

(١٦٢) مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَٰتِنِينَ ۝

(١٦٣) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ۝

(١٦٤) وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ۝

(١٦٥) وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ۝

(١٦٦) وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ۝

(١٦٧) وَإِن كَانُوا۟ لَيَقُولُونَ ۝

(١٦٨) لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۝

(١٦٩) لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۝

২০. যদিও জিন্ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে পরবর্তী বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এখানে ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে। 'জিন্-এর শব্দগত অর্থ গুপ্ত সৃষ্ট জীব।

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝١٧٠

১৭০. কিন্তু (যখন সে এসে গেছে) তখন তারা তাকে অস্বীকার করেছে। এখন শিগ্গির তারা (তাদের এ নীতির ফল) জানতে পারবে।

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۝١٧١

১৭১. আমার প্রেরিত বান্দাদেরকে আমি আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে,

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۝١٧٢

১৭২. অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করা হবে।

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝١٧٣

১৭৩. এবং আমার সেনাদলই বিজয়ী হবে।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝١٧٤

১৭৪. কাজেই হে নবী! কিছু সময় পর্যন্ত তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও।

وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۝١٧٥

১৭৫. এবং দেখতে থাকো, শীঘ্রই তারা নিজেরাও দেখে নেবে।

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝١٧٦

১৭৬. তারা কি আমার আযাবের জন্য তাড়াহুড়া করছে ?

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ۝١٧٧

১৭৭. যখন তা নেমে আসবে তাদের আঙিনায়, সেদিনটি হবে যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের জন্য বড়ই অশুভ।

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝١٧٨

১৭৮. ব্যস, তাদেরকে কিছুকালের জন্য ছেড়ে দাও।

وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۝١٧٩

১৭৯. এবং দেখতে থাকো, শিগ্গির তারা নিজেরাও দেখে নেবে।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝١٨٠

১৮০. তারা যেসব কথা তৈরি করছে তা থেকে পাক-পবিত্র তোমার রব, তিনি মর্যাদার অধিকারী।

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝١٨١

১৮১. আর সালাম প্রেরিতদের প্রতি

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١٨٢

১৮২. এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনেরই জন্য।

সূরা সা-দ

৩৮

নামকরণ

সূরা শুরুর হরফ 'সা-দ'কে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হবার সময়-কাল

যেমন সামনের দিকে বলা হবে, কোনো কোনো হাদীস অনুযায়ী দেখা যায়, এ সূরাটি এমন এক সময় নাযিল হয়েছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুআয্‌যমায় প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়া শুরু করেছিলেন এবং এ কারণে কুরাইশ সরদারদের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ হিসেবে প্রায় নবুওয়াতের চতুর্থ বছরটি এর নাযিল হবার সময় হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যান্য হাদীসে একে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমান আনার পরের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। আর হযরত উমর হাবশায় হিজরাত অনুষ্ঠিত হবার পর ঈমান আনেন, একথা সবার জানা। আর এক ধরনের হাদীস থেকে জানা যায়, আবু তালেবের শেষ রোগগ্রস্ততার সময় যে ঘটনা ঘটে তারই ভিত্তিতে এ সূরা নাযিল হয়। একে যদি সঠিক বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর নাযিলের সময় হিসেবে ধরতে হয় নবুওয়াতের দশম বা দ্বাদশ বছরকে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ইমাম আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবাহ, ইবনে আবী হাতেম ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ যেসব হাদীস উদ্ধৃত করেছেন সেগুলোর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে ঃ যখন আবু তালেব রোগাক্রান্ত হলেন এবং কুরাইশ সরদাররা অনুভব করলো, এবার তাঁর শেষ সময় এসে গেছে, তখন তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলো, বৃদ্ধের কাছে গিয়ে তাঁর সাথে কথা বলা উচিত। তিনি আমাদের ও তাঁর ভাতিজার ঝগড়া মিটিয়ে দিয়ে গেলে ভালো। নয়তো এমনও হতে পারে, তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যাবে এবং আমরা তাঁর পরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোনো কঠোর ব্যবহার করবো আর আরবের লোকেরা এ বলে আমাদের খোঁটা দেবে যে, যতদিন বৃদ্ধ লোকটি জীবিত ছিলেন ততদিন এরা তাঁর মর্যাদা রক্ষা করে চলেছে, এখন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাতিজার গায়ে হাত দিয়েছে। একথায় সবাই একমত হয়। ফলে প্রায় ২৫ জন কুরাইশ সরদার আবু তালেবের কাছে হাজির হয়। এদের অন্যতম ছিল আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, উমাইয়া ইবনে খালফ, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব, উকবাহ ইবনে আবী মু'আইত, উতবাহ ও শাইবাহ। তারা যথারীতি প্রথমে আবু তালেবের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে নিজেদের অভিযোগ পেশ করে তারপর বলে, আমরা আপনার কাছে একটি ইনসাফপূর্ণ আপোষের কথা পেশ করতে এসেছি। আপনার ভাতিজা আমাদেরকে আমাদের ধর্মের ওপর ছেড়ে দিক আমরাও তাকে তার ধর্মের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। সে যে মাবুদের ইবাদাত করতে চায় করুক, তার বিরুদ্ধে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সে আমাদের মাবুদদের নিন্দা করবে না এবং আমরা যাতে আমাদের মাবুদদেরকে ত্যাগ করি সে প্রচেষ্টা চালাবে না। এ শর্তের ভিত্তিতে আপনি তার সাথে আমাদের সন্ধি করিয়ে দিন। আবু তালেব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকলেন। তাঁকে বললেন, ভাতিজা ! এই যে তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার কাছে এসেছে। তাদের আকাঙ্ক্ষা, তুমি একটি ইনসাফপূর্ণ আপোষের ভিত্তিতে তাদের সাথে একমত হয়ে যাবে। এভাবে তোমার সাথে তাদের বিবাদ খতম হয়ে যাবে। তারপর কুরাইশ সরদাররা তাঁকে যে কথাগুলো বলেছিল সেগুলো তিনি তাঁকে শুনিয়ে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ "চাচাজান! আমি তো তাদের সামনে এমন একটি কালেমা পেশ করছি তাকে যদি তারা মেনে নেয় তাহলে সমগ্র আরব জাতি তাদের হুকুমের অনুগত হয়ে যাবে এবং অনারবরা তাদেরকে কর দিতে থাকবে।"[১] একথা শুনে প্রথমে তো তারা হতভম্ব

---

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তিটি বিভিন্ন বর্ণনাকারী বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। একটি হাদীসে বলা হয়েছে তিনি বলেছেনঃ

اريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين بها العرب وتؤدى اليهم بها العجم الجزية ـ

(অর্থাৎ আমি তাদের সামনে এমন একটি কালেমা পেশ করছি তা পাঠ করলে তারা সমগ্র আরব জয় করে ফেলবে এবং অনারবরা তাদেরকে জিযিয়া দেবে।)

অন্য একটি হাদীসের শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

ادعوهم الى ان يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم

(অর্থাৎ আমি তাদেরকে এমন একটি কালেমা পড়ার ডাক দিচ্ছি যা পাঠ করলে তারা সমগ্র আরব জয় করবে এবং অনারবরা তাদের শাসনাধীন হবে।)

অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি আবু তালেবের পরিবর্তে কুরাইশ সরদারদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারছিল না এমন লাভজনক কথার প্রতিবাদ করবে কি বলে। কাজেই নিজেদের বক্তব্য কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে তারা বলতে শুরু করলো, তুমি একটি কালেমা বলছো কেন আমরা তো এমন দশটি কালেমা বলতে রাজি কিন্তু সেই কালেমাটি কি তাতো একবার বলো। তিনি বললেন ঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু। একথা শুনেই তারা সবাই এক সাথে উঠে দাঁড়ালো এবং সে কথাগুলো বলতে বলতে চলে গেলো যা আল্লাহ এ সূরার শুরুতে উদ্ধৃত করেছেন।

ওপরে যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে ইবনে সা'দ তাবকাতে ঠিক তেমনিভাবেই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী এটা আবু তালেবের মৃত্যুকালীন রোগগ্রস্ততার সময়কার ঘটনা নয় বরং এটা এমন এক সময়ের ঘটনা যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাধারণ দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন এবং মক্কায় অনবরত খবর ছড়িয়ে পড়ছিল যে, আজ অমুক ব্যক্তি মুসলমান হয়ে গেছে এবং কাল অমুক ব্যক্তি। সে সময় কুরাইশ সরদাররা একের পর এক কয়েকটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আবু তালেবের কাছে পৌঁছেছিল। তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ প্রচার কাজ থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছিল। এ প্রতিনিধি দলগুলোরই একটির সাথে উল্লিখিত আলাপ-আলোচনা হয়।

যামাখশারী, রাযী, নিশাপুরী ও অন্যান্য কতিপয় মুফাস্সির বলেন, এ প্রতিনিধি দল আবু তালেবের কাছে গিয়েছিল এমন এক সময় যখন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমান আনার ফলে কুরাইশ সরদাররা হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হাদীসের কোনো কিতাবে এর সমর্থন পাওয়া যায়নি এবং মুফাস্সিরগণও তাঁদের উৎসসমূহের বরাত দেননি। তবুও যদি এটা সঠিক হয়ে থাকে তাহলে একথা বোধগম্য। কারণ কাফের কুরাইশরা প্রথমেই এ দৃশ্য দেখে ভীত হয়ে পড়েছিল যে, ইসলামের দাওয়াত নিয়ে তাদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তি উঠেছেন যিনি নিজের পারিবারিক আভিজাত্য, নিষ্কলংক চরিত্র, বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও বিচার-বিবেচনার দিক দিয়ে সমস্ত জাতির মধ্যে অদ্বিতীয়। তারপর আবু বকরের মতো লোক তাঁর ডান হাত, যাকে মক্কা ও তার আশপাশের এলাকার প্রত্যেকটি শিশুও একজন অত্যন্ত ভদ্র, বিবেচক, সত্যবাদী ও পবিত্র-পরিচ্ছন্ন মানুষ হিসেবে জানে। এখন যখন তারা দেখলো, উমর ইবনে খাত্তাবের মতো অসম সাহসী ও দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তিও এ দু'জনের সাথে মিলিত হয়েছেন তখন নিশ্চিতভাবেই তারা অনুভব করে থাকবে যে, বিপদ সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ওপরে যে মজলিসের উল্লেখ করা হয়েছে তার ওপর মন্তব্য দিয়েই সূরার সূচনা করা হয়েছে। কাফের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যকার আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে আল্লাহ বলেছেন, তাদের অস্বীকারের আসল কারণ ইসলামী দাওয়াতের কোনো ত্রুটি নয় বরং এর আসল কারণ হচ্ছে, তাদের আত্মম্ভরিতা, হিংসা ও একগুঁয়েমীর ওপর অবিচল থাকা। নিজেদের জ্ঞাতি-বেরাদরির এক ব্যক্তিকে আল্লাহর নবী বলে মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য করতে তারা প্রস্তুত নয়। তাদের পূর্বপুরুষদেরকে তারা যেমন জাহেলী ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী পেয়েছে ঠিক তেমনি ধারণা-কল্পনার ওপর তারা নিজেরাও অবিচল থাকতে চায়। আর যখন এ জাহেলিয়াতের আবরণ ছিন্ন করে এক ব্যক্তি তাদের সামনে আসল সত্য উপস্থাপন করেন তখন তারা উৎকর্ণ হয় এবং তাঁর কথাকে অদ্ভূত, অভিনব ও অসম্ভব গণ্য করে। তাদের মতে, তাওহীদ ও আখেরাতের ধারণা কেবল যে, অগ্রহণযোগ্য তাই নয় বরং এটা এমন একটা ধারণা যা নিয়ে কেবল ঠাট্টা-তামাশাই করা যেতে পারে।

এরপর আল্লাহ সূরার শুরুর দিকে এবং শেষ বাক্যগুলোতেও কাফেরদেরকে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, আজ তোমরা যে ব্যক্তিকে বিদ্রূপ করছো এবং যার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে জোরালো অস্বীকৃতি জানাচ্ছো, খুব শিগগির সে-ই বিজয়ী হবে এবং সে সময়ও দূরে নয় যখন যে মক্কা শহরে তোমরা তাঁকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছো, এ শহরেই তোমরা তাঁর সামনে অবনত মস্তক হবে।

كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم-

অন্য একটি হাদীসের শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

ارأيتم ان اعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم-

বর্ণনাগুলোর এ শাব্দিক পার্থক্য সত্ত্বেও বক্তব্য সবগুলোর একই। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন, যদি আমি এমন একটি কালেমা তোমাদের সামনে পেশ করি যা গ্রহণ করে তোমরা আরব ও আজমের মালিক হয়ে যাবে তাহলে বলো, এটি বেশী ভালো, না তোমরা ইনসাফের নামে যে কথাটি আমার সামনে পেশ করছো সেটি বেশী ভালো ? তোমরা এ কালেমাটি মেনে নেবে অথবা যে অবস্থার মধ্যে তোমরা এখন পড়ে রয়েছো তার মধ্যেই তোমাদের পড়ে থাকতে দেবো এবং নিজের জায়গায় বসে আমি নিজের আল্লাহর ইবাদাত করতে থাকবো—কোনটির মধ্যে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে ?

এরপর একের পর এক ৯জন পয়গম্বরের কথা বলা হয়েছে। এঁদের মধ্যে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ও হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের কাহিনী বেশী বিস্তারিত। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ শ্রোতাদেরকে একথা হৃদয়ংগম করিয়েছেন যে, ইনসাফের আইন পুরোপুরি ব্যক্তি নিরপেক্ষ। মানুষের সঠিক মনোভাব ও কর্মনীতিই তাঁর কাছে গ্রহণীয়। অন্যায় কথা, যে-ই বলুক না কেন, তিনি তাকে পাকড়াও করেন। ভুলের ওপর যারা অবিচল থাকার চেষ্টা করে না বরং জানার সাথে সাথেই তাওবা করে এবং দুনিয়ায় আখেরাতের জবাবদিহির কথা মনে রেখে জীবনযাপন করে তারাই তার কাছে পসন্দনীয়।

এরপর অনুগত ও বিদ্রোহী বান্দারা আখেরাতের জীবনে এ পরিণামের সম্মুখীন হবে তার চিত্র অংকন করা হয়েছে এবং এ প্রসংগে কাফেরদেরকে বিশেষ করে দু'টি কথা বলা হয়েছে। এক, আজ যেসব সরদার ও ধর্মীয় নেতাদের পেছনে মূর্খ লোকেরা অন্ধের মতো ভ্রষ্টতার দিকে ছুটে চলছে আগামীতে তারাই জাহান্নামে পৌঁছে যাবে তাদের অনুসারীদের আগে এবং তারা উভয় দল পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকবে। দুই, আজ যেসব মুমিনকে এরা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত মনে করছে আগামীতে এরা অবাক চোখে তাকিয়ে দেখবে জাহান্নামে কোথাও তাদের নাম নিশানাও নেই এবং এরা নিজেরাই তার আযাবে পাকড়াও হয়েছে।

সবশেষে আদম আলাইহিস সালাম ও ইবলিসের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফের কুরাইশদেরকে একথা বলা যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে নত হতে ইবলিসকে বাধা দিয়েছিল। আল্লাহ আদমকে যে মর্যাদা দিয়েছিলেন ইবলিস তাতে ঈর্ষান্বিত হয়েছিল এবং আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে লানতের ভাগী হয়েছিল। অনুরূপভাবে আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তাতে তোমাদের হিংসা হচ্ছে এবং আল্লাহ যাঁকে রসূল নিযুক্ত করেছেন তাঁর আনুগত্য করতে প্রস্তুত হচ্ছো না। তাই ইবলিসের যে পরিণতি হবে সে একই পরিণতি হবে তোমাদেরও।

❒

আয়াত-৮৮ ৩৮-সূরা সা-দ-মাক্কী রুকূ'-৫

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
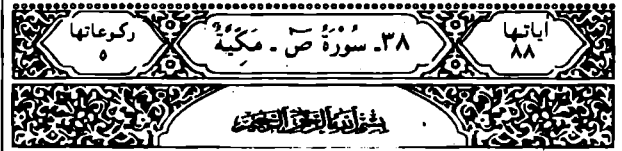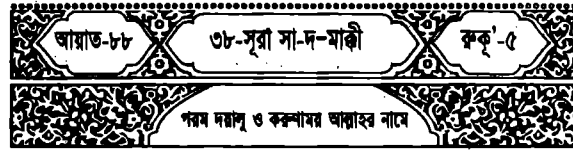
১. সা-দ। উপদেশপূর্ণ কুরআনের শপথ।

২. বরং এরাই, যারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, প্রচণ্ড অহংকার ও জিদে লিপ্ত হয়েছে।[১]

৩. এদের পূর্বে আমি এমনি আরো কত জাতিকে ধ্বংস করেছি (এবং যখন তাদের সর্বনাশ এসে গেছে)। তারা চিৎকার করে উঠেছে, কিন্তু সেটি রক্ষা পাওয়ার সময় নয়।

৪. এরা একথা শুনে বড়ই অবাক হয়েছে যে, এদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন ভীতি প্রদর্শনকারী এসে গেছে। অস্বীকারকারীরা বলতে থাকে, "এ হচ্ছে যাদুকর, বড়ই মিথ্যুক,

৫. সকল খোদার বদলে সেকি মাত্র একজনকেই খোদা বানিয়ে নিয়েছে ? এতো বড় বিস্ময়কর কথা!"

৬. আর জাতির সরদাররা একথা বলতে বলতে বের হয়ে গেলো, "চলো, অবিচল থাকো নিজেদের উপাস্যদের উপাসনায়। একথা তো ভিন্নতর উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছে।[২]

৭. নিকট অতীতের মিল্লাতগুলোর মধ্য থেকে কারো কাছ থেকে তো আমরা একথা শুনিনি। এটি একটি মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৮. আমাদের মধ্যে কি মাত্রএ এক ব্যক্তিই থেকে গিয়েছিল যার কাছে আল্লাহর যিক্র নাযিল করা হয়েছে ?" আসল কথা হচ্ছে, এরা আমার যিক্র-এর ব্যাপারে সন্দেহ করছে[৩] আমার আযাবের স্বাদ পায়নি বলেই এরা এসব করছে।

৯. তোমার মহানদাতা ও পরাক্রমশালী পরওয়ারদিগারের রহমতের ভাণ্ডার কি এদের আয়ত্তাধীনে আছে ?

১০. এরা কি আসমান-যমীন এবং তাদের মাঝখানের সবকিছুর মালিক ? বেশ, তাহলে এরা কার্যকারণ জগতের উচ্চতম শিখরসমূহে আরোহণ করে দেখুক।

١ صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِی الذِّکْرِ ۞

٢ بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِیْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ۞

٣ کَمْ اَهْلَکْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِیْنَ مَنَاصٍ ۞

٤ وَعَجِبُوْۤا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ۫ وَقَالَ الْکٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ کَذَّابٌ ۞

٥ اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عُجَابٌ ۞

٦ وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰۤی اٰلِهَتِکُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ یُّرَادُ ۞

٧ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِی الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۞

٨ ءَاُنْزِلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ مِنْۢ بَیْنِنَا ؕ بَلْ هُمْ فِیْ شَکٍّ مِّنْ ذِکْرِیْ ۚ بَلْ لَّمَّا یَذُوْقُوْا عَذَابِ ۞

٩ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّکَ الْعَزِیْزِ الْوَهَّابِ ۞

١٠ اَمْ لَهُمْ مُّلْکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا ۟ فَلْیَرْتَقُوْا فِی الْاَسْبَابِ ۞

১. এ অমান্যকারীদের অমান্যতার কারণএ ছিলো না যে, যে দীন তাদের সামনে পেশ করা হচ্ছিল তার মধ্যে কোনো দোষত্রুটি ছিল ; বরং এর কারণ ছিলো শুধুমাত্র তাদের মিথ্যা অহংকার, তাদের মূর্খতাসূচক ঔদ্ধত্য এবং তাদের হঠকারিতা।

২. তাদের মনে হলো—এ 'ডালের মধ্যে কিছু কালো আছে' (এর মধ্যে কিছু মতলববাজি আছে!)। আসলে এ উদ্দেশ্যে এ দাওয়াত দেয়া হচ্ছে—যেন আমরা সব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমের অনুগত হয়ে যাই এবং তিনি আমাদের উপর ফরমান চালান।

৩. অন্য কথায় আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!) এরা আসলে তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করছে না বরং আমার প্রতি মিথ্যারোপ করছে। তোমার সত্যতার প্রতি এরা সন্দেহ পোষণ করে না, বরং আমার শিক্ষার প্রতি সন্দেহ করে।'

⑪ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ○

১১. বহুদলের মধ্য থেকে এতো ছোট্ট একটি দল, এখানেই[৪] এটি পরাজিত হবে।

⑫ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ○

⑬ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لْـَٔيْكَةِ ۚ أُولَٰٓئِكَ الْأَحْزَابُ ○

১২-১৩. এরপূর্বে নূহের সম্প্রদায়, আদ, কীলকধারী ফেরাউন, সামূদ, লূতের সম্প্রদায় ও আইকাবাসীরা মিথ্যা আরোপ করেছিল। তারা ছিল বিরাট দল।

⑭ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ○

১৪. তাদের প্রত্যেকেই রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে। ফলে তাদের প্রত্যেকের ওপর আমার শাস্তির ফায়সালা কার্যকর হয়েই গেছে।

রুকূ' ঃ ২

⑮ وَمَا يَنظُرُ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ○

১৫. এরাও শুধু একটি বিষ্ফোরণের অপেক্ষায় আছে, যার পর আর দ্বিতীয় কোনো বিষ্ফোরণ হবে না।

⑯ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ○

১৬. আর এরা বলে, হে আমাদের রব! হিসেবের দিনের আগেই আমাদের অংশ দ্রুত আমাদের দিয়ে দাও।

⑰ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ○

১৭. হে নবী! এরা যে কথা বলে তার ওপর সবর করো এবং এদের সামনে আমার বান্দা দাউদের কাহিনী বর্ণনা করো। যে ছিল বিরাট শক্তিধর, প্রত্যেকটি ব্যাপারে ছিল আল্লাহ অভিমুখী।

⑱ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ○

১৮. পর্বতমালাকে আমি বিজিত করে রেখেছিলাম তার সাথে, ফলে সকাল সাঁঝে তারা তার সাথে আমার গুণগান, পবিত্রতা ও মহিমা প্রচার করতো।

⑲ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ○

১৯. পাখপাখালী সমবেত হতো এবং সবাই তার তাসবীহ অভিমুখী হয়ে যেতো।

⑳ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ○

২০. আমি মযবুত করে দিয়েছিলাম তার সালতানাত, তাকে দান করেছিলাম হিকমত এবং যোগ্যতা দিয়েছিলাম ফায়সালাকারী কথা বলার।

㉑ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ○

২১. তারপর তোমার কাছে কি পৌছেছে মামলাকারীদের খবর, যারা দেওয়াল টপকে তার মহলে পৌছে গিয়েছিল?

㉒ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ○

২২. যখন তারা দাউদের কাছে পৌছুলো, তাদেরকে দেখে সে ঘাবড়ে গেলো তারা বললো, "ভয় পাবেন না, আমরা মামলার দুইপক্ষ। আমাদের একপক্ষ অন্য পক্ষের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে। আপনি আমাদের মধ্যে যথাযথ সত্য সহকারে ফায়সালা করে দিন, বেইনসাফী করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিন।

৪. 'এখানেই' বলতে মক্কা মোআয্‌যামার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে এরা এসব কথা বানাচ্ছে সেই এক জায়গাতেই একদিন তাদের পরাজয় বরণ করতে হবে। আর এখানেই—সেই সময় আসছে যখন এরা মুখ নীচু করে সেই ব্যক্তির সামনে খাড়া হবে যাকে আজ এরা তুচ্ছ মনে করে নবী বলে মেনে নিতে অস্বীকার করছে।

٢٣ إِنَّ هَٰذَآ أَخِى لَهُۥ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِىَ نَعْجَةٌ وَٰحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِى فِى ٱلْخِطَابِ ○

২৩. এ হচ্ছে আমার ভাই, এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বী এবং আমার মাত্র একটি। সে আমাকে বললো, এ একটি দুম্বীও আমাকে দিয়ে দাও এবং কথাবার্তায় সে আমাকে দাবিয়ে[৫] নিল।"

٢٤ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ○

২৪. দাউদ জবাব দিল, "এ ব্যক্তি নিজের দুম্বীর সাথে তোমার দুম্বী যুক্ত করার দাবী করে অবশ্যই তোমার প্রতি যুলুম করেছে। আর আসল ব্যাপার হচ্ছে, মিলেমিশে এক সাথে বসবাসকারীরা অনেক সময় একে অন্যের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে, তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে একমাত্র তারাই এতে লিপ্ত হয় না এবং এ ধরনের লোক অতি অল্প।" (একথা বলতে বলতেই) দাউদ বুঝতে পারলো, এ তো আমি আসলে তাকে পরীক্ষা করেছি, কাজেই সে নিজের রবের কাছে ক্ষমা চাইলো, সিজদানত হলো এবং তার দিকে রুজু করলো।

٢٥ فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍ ○

২৫. তখন আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করে দিলাম[৬] এবং নিশ্চয়ই আমার কাছে তার জন্য রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম প্রতিদান।

٢٦ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ○

২৬. (আমি তাকে বললাম,) "হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, কাজেই তুমি জনগণের মধ্যে সত্য সহকারে শাসনকর্তৃত্ব পরিচালনা করো এবং প্রবৃত্তির কামনার অনুসরণ করো না; কারণ তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করবে। যারা আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী হয় অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, যেহেতু তারা বিচার দিবসকে ভুলে গেছে।"

রুকূ' ঃ ৩

٢٧ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَٰطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ ○

২৭. আমি তো আকাশ ও পৃথিবীকে এবং তাদের মাঝখানে যে জগত রয়েছে তাকে অনর্থক সৃষ্টি করিনি। এতো যারা কুফরী করেছে তাদের ধারণা আর এ ধরনের কাফেরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুনে ধ্বংস হওয়া।

٢٨ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ○

২৮. যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আর যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাদেরকে আমি কি সমান করে দেবো ? মুত্তাকীদেরকে কি আমি দুষ্কৃতকারীদের মতো করে দেবো ?

৫. অভিযোগকারী একথা বলেনি যে—আমার দুম্বী ছিনিয়ে নিয়েছে। বরং একথা বলেছে যে—আমার কাছে আমার দুম্বী চাচ্ছে এবং অধিকন্তু এও চাচ্ছে যে—আমি নিজে আমার দুম্বী তাকে সোপর্দ করে দিই। সে বড় ব্যক্তিত্বের লোক হওয়ায় আমার উপর তার চাপ ও দাবাও পড়ছে।

৬. এর দ্বারা জানা যায়—হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম অবশ্য দোষ করেছিলেন। আর সে এমন কোনো দোষ ছিল যা দুম্বীর মকদ্দমার সাথে সাদৃশ্য রাখতো। এজন্য এ মকদ্দমার ফায়সালা শোনাতে গিয়ে সেই সাথে তাঁর মনে হলো—'এ আমার পরীক্ষা হচ্ছে।' কিন্তু এ দোষ এরূপ কঠিন ছিল না যে, তা ক্ষমা করা যেতো না, বা ক্ষমা করলেও তাঁকে তাঁর উচ্চ মর্যাদা থেকে অবনমিত করা হতো। আল্লাহ তাআলা নিজে এখানে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছেন যে—যখন তিনি সিজদায় পতিত হয়ে তাওবা করলেন তখন মাত্র তাকে ক্ষমা করাই হলো না বরং দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর যে উচ্চ মর্যাদা ছিল তাতেও কোনো ভিন্নতা সৃষ্টি হলো না।

٢٩ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

২৯. এটি একটি অত্যন্ত বরকতপূর্ণ কিতাব, যা (হে মুহাম্মদ!) আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে এরা তার আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞানী ও চিন্তাশীলরা তা থেকে শিক্ষা নেয়।

٣٠ وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝

৩০. আর দাউদকে আমি সুলাইমান (রূপ) সন্তান দিয়েছি, সর্বোত্তম বান্দা, বিপুলভাবে নিজের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

٣١ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ۝

৩১. উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সে সময় যখন অপরাহ্নে তার সামনে খুব পরিপাটি করে সাজানো দ্রুতগতি সম্পন্ন ঘোড়া পেশ করা হলো।

٣٢ فَقَالَ اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝

৩২. তখন সে বললো, "আমি এ সম্পদ-প্রীতি অবলম্বন করেছি আমার রবের স্মরণের কারণে," এমনকি যখন সে ঘোড়াগুলো দৃষ্টির আগোচরে চলে গেলো।

٣٣ رُدُّوْهَا عَلَيَّ ؕ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ۝

৩৩. তখন (সে হুকুম দিল) তাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো তারপর তাদের পায়ের গোছায় ও ঘাড়ে হাত বুলাতে লাগলো।

٣٤ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۝

৩৪. আর (দেখো) সুলাইমানকেও আমি পরীক্ষায় ফেলেছি এবং তার আসনে নিক্ষেপ করেছি একটি শরীর। তারপর সে রুজু করলো।

٣٥ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

৩৫. এবং বললো, হে আমার রব! আমাকে মাফ করে দাও এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করো যা আমার পরে আর কারো জন্য শোভন হবে না; নিসন্দেহে তুমিই আসল[৭] দাতা।"

٣٦ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ۝

৩৬. তখন আমি বাতাসকে তার জন্য অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে যেদিকে সে চাইতো মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হতো।

٣٧ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ۝

৩৭. আর শয়তানদেরকে বিজিত করে দিয়েছি, সব ধরনের গৃহনির্মাণ কারিগর ও ডুবুরী

٣٨ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ۝

৩৮. এবং অন্য যারা ছিল শৃংখলিত।

৭. কথার পারম্পর্য্য থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে—এখানে একথা বলার উদ্দেশ্য যে আল্লাহ্ তাআলা হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ও হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের ন্যায় উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নবী ও প্রিয় বান্দাদেরকেও পরীক্ষা না করে ছাড়েননি। যে পরীক্ষার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তার কোনো এরূপ সুনিশ্চিত বিবরণ আমাদের জানা নেই, যে সম্পর্কে তাফসীরকাররা একমত হতে পেরেছেন। কিন্তু হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের প্রার্থনার এ ভাষা 'হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা কর, আর আমাকে এমন বাদশাহী দাও যা আমার পরে কারো জন্য শোভনীয় হবে না"—যদি বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের আলোকে পাঠ করা যায় তবে স্পষ্টত মনে হবে—তাঁর অন্তরে সম্ভবত এ বাসনা ছিল যে—তাঁর পরে তাঁর পুত্র যেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়—এবং রাজত্ব ও শাসনাধিকার যেন ভবিষ্যতে তাঁরই বংশধারার মধ্যে থাকে। এ জিনিসকেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জন্যে পরীক্ষা ছিল বলেছেন এবং এ সম্পর্কে তিনি সেই সময় অবহিত ও সতর্ক হন, যখন তাঁর যুবরাজ রোবআম এমন এক নালায়েক অযোগ্য নওযোয়ান রূপে গড়ে উঠলো, যার লক্ষণ দেখে পরিষ্কাররূপে বুঝা গেল যে, সে দাউদ আলাইহিস সালাম ও সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্বকে চারটি দিনও সামলে রাখতে পারবে না তাঁর সিংহাসনে একটি দেহ নিয়ে স্থাপন করার অর্থ সম্ভবত এই যে—যে পুত্রকে তিনি নিজ সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছিলেন সে ছিল নির্বোধ অযোগ্য এক কাষ্ঠ পুত্তলি।

৩৯. (আমি তাকে বললাম) "এ আমার দান, তোমাকে ইখতিয়ার দেয়া হচ্ছে, যাকে চাও তাকে দাও এবং যাকে চাও তাকে দেয়া থেকে বিরত থাকো, কোনো হিসেবে নেই।"

৪০. অবশ্যই তার জন্য আমার কাছে রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

রুকূ' ঃ ৪

৪১. আর স্মরণ করো আমার বান্দা আইয়ূবের কথা যখন সে তার রবকে ডাকলো এই বলে যে, শয়তান আমাকে কঠিন যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।[৮]

৪২. (আমি তাকে হুকুম দিলাম) তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো, এ হচ্ছে ঠাণ্ডা পানি গোসল করার জন্য এবং পান করার জন্য।

৪৩. আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার পরিবার পরিজন এবং সেই সাথে তাদের মতো আরো, নিজের পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ এবং বুদ্ধি ও চিন্তাশীলদের জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে।

৪৪. (আর আমি তাকে বললাম) এক আটি ঝাড় নাও এবং তা দিয়ে আঘাত করো এবং নিজের কসম[৯] ভংগ করো না। আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি, উত্তম বান্দা ছিল সে, নিজের রবের অভিমুখী।

৪৫. আর আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা স্মরণ করো। তারা ছিল বড়ই কর্মশক্তির অধিকারী ও বিচক্ষণ।

৪৬. আমি একটি নির্ভেজাল গুণের ভিত্তিতে তাদেরকে নির্বাচিত করেছিলাম এবং তা ছিল পরলোকের স্মরণ।

৪৭. নিশ্চিতভাবে আমার কাছে তারা বিশিষ্ট সৎলোক হিসেবে গণ্য।

٣٩ هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

٤٠ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ○

٤١ وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ○

٤٢ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ○

٤٣ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ○

٤٤ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ۗ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۗ نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ○

٤٥ وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِيْ وَالْاَبْصَارِ ○

٤٦ اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ○

٤٧ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ○

৮. এর অর্থ এই নয় যে—শয়তান আমাকে ব্যাধিগ্রস্ত করে দিয়েছে এবং আমার উপর বিপদ-মুসিবত অবতীর্ণ করেছে। বরং এর সঠিক মর্ম—রোগের যন্ত্রণা ধন-সম্পদের ক্ষতি ও আত্মীয়-স্বজনের বিমুখতায় আমি যে দুঃখ ও কষ্টে পতিত হয়েছি—তার থেকে আমার পক্ষে অধিকতর দুঃখ ও যন্ত্রণা এই যে—শয়তান তার প্ররোচনা দ্বারা আমাকে উত্যক্ত করছে। সেই এ পরিস্থিতিতে আমাকে আমার প্রভু থেকে হতাশ করার জন্যে চেষ্টা করছে, আমাকে আমার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ করতে চাইছে এবং আমি যাতে ধৈর্যচ্যুত হই তার জন্যে সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টায় লেগে আছে।

৯. এ শব্দগুলোর উপর চিন্তা করলে একথা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, রোগগ্রস্ত অবস্থায় হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম অসন্তুষ্ট হয়ে কাউকে প্রহার করার শপথ করেছিলেন (স্ত্রীকে প্রহারের শপথ করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে)। এ শপথে তিনি কত ঘা কশাঘাত করবেন তাও বলেছিলেন। যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে পূর্ণ স্বাস্থ্য দান করলেন এবং রোগাবস্থায় যে ক্রোধবশে তিনিএ শপথ করেছিলেন সে ক্রোধ দূর হয়ে গেল, তখন তিনি এ উদ্বিগ্নতার মধ্যে পড়লেন যে যদি শপথ পালন করি তবে অনর্থক এক নিষ্পাপ ব্যক্তিকে প্রহার করতে হয়, আর যদি শপথ ভঙ্গ করি তবে তাও হবে একটি পাপের কাজ। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ কাঠিন্য থেকে মুক্তিদান করে আদেশ দিলেন যে—একটি ঝাড়ু নেও তাতে যেন তত সংখ্যক কাঠি থাকে যত ঘা কশাঘাত করার শপথ তুমি করেছিলে ও সেই ঝাড়ু নিয়ে ঐ ব্যক্তিকে মাত্র একটি আঘাত কর, এতে তোমার শপথও পালন করা হবে এবং সেই ব্যক্তিকে অন্যায় অসংগত কষ্টও দেয়া হবে না।

৪৮. আর ইসমাঈল, আল ইয়াসা' ও যুল কিফ্ল-এর কথা স্মরণ করো। এরা সবাই সৎলোকদের অন্তরভুক্ত ছিল।

৪৯. এ ছিল একটি স্মরণ। (এখন শোনো) মুত্তাকীদের জন্য নিশ্চিতভাবেই রয়েছে উত্তম আবাস—

৫০. চিরন্তন জান্নাত, যার দরোজাগুলো খোলা থাকবে তাদের জন্য।

৫১. সেখানে তারা বসে থাকবে হেলান দিয়ে, বহুবিধ ফলমূল ও পানীয়ের ফরমাশ করতে থাকবে।

৫২. এবং তাদের কাছে থাকবে লজ্জাবতী কম বয়সী স্ত্রীরা।

৫৩. এসব এমন জিনিস যেগুলো হিসেবের দিন দেবার জন্য তোমাদের কাছে অংগীকার করা হচ্ছে।

৫৪. এ হচ্ছে আমার রিযিক, যা কখনো শেষ হবে না।

৫৫. এতো হচ্ছে মুত্তাকীদের পরিণাম আর বিদ্রোহীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম আবাস

৫৬. জাহান্নাম, যেখানে তারা দগ্ধীভূত হবে, সেটি বড়ই খারাপ আবাস।

৫৭. এ হচ্ছে তাদের জন্য, কাজেই তারা স্বাদ আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানির, পুঁজের

৫৮. ও এ ধরনের অন্যান্য তিক্ততার।

৫৯. (নিজেদের অনুসারীদের জাহান্নামের দিকে আসতে দেখে তারা পরস্পর বলাবলি করবে) "এ একটি বাহিনী তোমাদের কাছে ঢুকে চলে আসছে, এদের জন্য কোনো স্বাগত সম্ভাষণ নেই, এরা আগুনে ঝলসিত হবে।"

৬০. তারা তাদেরকে জবাব দেবে, "না, বরং তোমরাই ঝলসিত হচ্ছো, কোনো অভিনন্দন নেই তোমাদের জন্য তোমরাই তো আমাদের পূর্বে এ পরিণাম এনেছো, কেমন নিকৃষ্ট এ আবাস!"

৬১. তারপর তারা বলবে, "হে আমাদের রব! যে ব্যক্তি আমাদের এ পরিণতিতে পৌছুবার ব্যবস্থা করেছে তাকে জাহান্নামে দ্বিগুণ শাস্তি দাও।"

৬২. আর তারা পরস্পর বলাবলি করবে, কি ব্যাপার, আমরা তাদেরকে কোথাও দেখছি না, যাদেরকে আমরা দুনিয়ায় খারাপ মনে করতাম ?

৬৩. আমরা কি অযথা তাদেরকে বিদ্রূপের পাত্র বানিয়ে নিয়েছিলাম অথবা তারা কোথাও দৃষ্টি অগোচরে আছে ?"

٤٨ وَاذْكُرْ إِسْمٰعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ۝

٤٩ هٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ۝

٥٠ جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ۝

٥١ مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۝

٥٢ وَعِندَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ۝

٥٣ هٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

٥٤ إِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ۝

٥٥ هٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطّٰغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ۝

٥٦ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

٥٧ هٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۝

٥٨ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوٰجٌ ۝

٥٩ هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۝

٦٠ قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝

٦١ قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ۝

٦٢ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ ۝

٦٣ أَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصٰرُ ۝

৬৪. অবশ্যই একথা সত্য, জাহান্নামবাসীদের মধ্যে এসব বিবাদ হবে।

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾

রুকূ' ঃ ৫

৬৫. হে নবী! এদেরকে বলো, "আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত মাবুদ নেই। তিনি একক, সবার ওপর আধিপত্যশীল।

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾

৬৬. আকাশ ও পৃথিবীর মালিক এবং এ দু'য়ের মধ্যে অবস্থানকারী সমস্ত জিনিসের মালিক, পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।"

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾

৬৭. এদেরকে বলো, "এটি একটি মহাসংবাদ

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾

৬৮. যা শুনে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও।"

أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯. (এদেরকে বলো) "ঊর্ধলোকে যখন বিতর্ক হচ্ছিল সে সময়ের কোনো জ্ঞান আমার ছিল না।

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. আমাকে তো অহীর মাধ্যমে একথাগুলো এজন্য জানিয়ে দেয়া হয় যে আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী।"

إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾

৭১. যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললো, "আমি মাটি দিয়ে একটি মানুষ তৈরি করবো।

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾

৭২. তারপর যখন আমি তাকে পুরোপুরি তৈরি করে ফেলবো এবং তার মধ্যে নিজের প্রাণ ফুঁকে দেবো। তখন তোমরা তার সামনে সিজদানত হয়ে যেয়ো।"

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩. এ হুকুম অনুযায়ী ফেরেশ্তারা সবাই সিজদানত হয়ে গেলো,

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪. কিন্তু ইবলিস নিজে শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করলো এবং সে কাফেরদের অন্তরভুক্ত হয়ে গেলো।

إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

৭৫. রব বললেন, "হে ইবলিস! আমি আমার দু'হাত দিয়ে যাকে তৈরি করেছি তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে ? তুমি কি বড়াই করছো, না তুমি কিছু উচ্চমর্যাদার অধিকারী ?"

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾

৭৬. সে জবাব দিল, "আমি তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আগুন থেকে এবং তাকে মাটি থেকে।"

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾

৭৭. বললেন, "ঠিক আছে, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, তুমি বিতাড়িত

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾

৭৮. এবং প্রতিদান দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি আমার লানত।"

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾

٧٩ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِيْٓ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

৭৯. সে বললো, "হে আমার রব! একথাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে এদেরকে যখন পুনরায় উঠানো হবে সে সময় পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।"

٨٠ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ○

٨١ إِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ○

৮০-৮১. বললেন, ঠিক আছে, তোমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হলো যার সময় আমি জানি।"

٨٢ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ○

৮২. সে বললো, "তোমার ইয্যতের কসম, আমি এদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবোই,

٨٣ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ○

৮৩. তবে একমাত্র যাদেরকে তুমি একনিষ্ঠ করে নিয়েছো তাদেরকে ছাড়া।"

٨٤ قَالَ فَالْحَقُّ ز وَالْحَقَّ أَقُوْلُ ○

৮৪. বললেন, "তাহলে এটিই সত্য এবং আমি সত্যই বলে থাকি যে,

٨٥ لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ○

৮৫. আমি তোমাকে এবং এসব লোকদের মধ্য থেকে যারা তোমার আনুগত্য করবে তাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম ভরে দেবো।"

٨٦ قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ○

৮৬. (হে নবী!) এদেরকে বলো, আমি এ প্রচার কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাইছি না। এবং আমি বানোয়াট লোকদের একজনও নই।

٨٧ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

৮৭. এ তো একটি উপদেশ সমস্ত পৃথিবীবাসীর জন্য

٨٨ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ ○

৮৮. এবং সামান্য সময় অতিবাহিত হবার পরই এ সম্পর্কে তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে।

সূরা আয্ যুমার

৩৯

নামকরণ

আয়াত নম্বর ৭১ ও ৭৩ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا এবং وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا থেকে সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ এটি সে সূরা যার মধ্যে 'যুমার' শব্দের উল্লেখ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরা যে হাবশায় হিজরত করার পূর্বে নাযিল হয়েছিল, সে ব্যাপারে ১০ নম্বর আয়াত وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ থেকে স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায়। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত জাফর ইবনে আবী তালেব ও তার সংগী সাথীগণ হাবশায় হিজরতের সংকল্প করলে তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল।—রূহুল মায়ানী, ২৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২২৬।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

হাবশায় হিজরতের কিছু পূর্বে মক্কার পরিবেশ ছিল জুলুম-নির্যাতন এবং শত্রুতা ও বিরোধিতায় ভরা। ঠিক এ পরিবেশে এ গোটা সূরাটিকে একটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতারূপে পেশ করা হয়েছে। এটা একটা নসীহত। এতে মাঝে মধ্যে ঈমানদারদের সম্বোধন করা হলেও বেশীর ভাগ কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের সম্বোধন করা হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, মানুষ যেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করে এবং তার আল্লাহ প্রীতিকে অন্য কারো দাসত্ব ও আনুগত্য দ্বারা কলুষিত না করে। এ মৌলিক নীতিকে বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে অত্যন্ত জোরালো পন্থায় তাওহীদের সত্যতা এবং তা মেনে চলার উত্তম ফলাফল আর শিরকের ভ্রান্তি ও তা আঁকড়ে ধরে থাকার মন্দ ফলাফল অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া মানুষকে ভ্রান্ত আচরণ পরিত্যাগ করে আল্লাহর রহমতের দিকে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এ প্রসংগে ঈমানদারদেরকে পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, যদি আল্লাহর দাসত্বের জন্য একটি জায়গা সংকীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাঁর এ পৃথিবী অনেক প্রশস্ত। নিজের দীনকে রক্ষা করার জন্য অন্য কোথাও চলে যাও। আল্লাহ তোমাদের ধৈর্যের পুরস্কার দান করবেন। অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন একদিন না একদিন তোমাদেরকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে, এমন দুরাশা কাফেরদের মন থেকে দূর করে দাও এবং পরিষ্কারভাবে বলে দাও যে, আমার পথ রোধ করার জন্য তোমরা যা কিছু করতে চাও করো, আমি আমার কাজ চালিয়েই যেতে থাকবো।

❒

আয়াত-৭৫ ৩৯-সূরা আয-যুমার-মাক্কী রুকূ'-৮

اٰيَاتُهَا ٧٥ ٣٩۔ سُوْرَةُ الزُّمَرِ ۔ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٨

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝

১. এ কিতাব মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।

② اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝
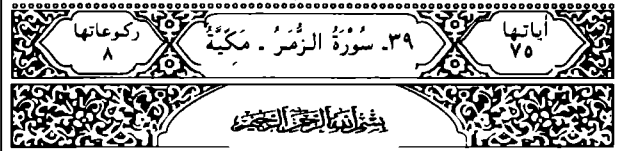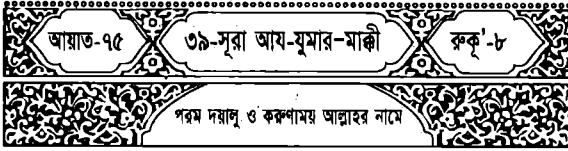
২. [হে মুহাম্মদ] আমি তোমার কাছে হকসহ এ কিতাব নাযিল করেছি। তাই তুমি একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহর ইবাদাত করো।

③ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ۝

৩. সাবধান! একনিষ্ঠ ইবাদাত কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে (আর নিজেদের এ কাজের কারণ হিসেবে বলে যে,) আমরা তো তাদের ইবাদাত করি শুধু এ কারণে যে, সে আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তাদের মধ্যকার সেসব বিষয়ের ফায়সালা করে দেবেন যা নিয়ে তারা মতভেদ করছিলো। আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে হেদায়াত দান করেন না, যে মিথ্যাবাদী ও হক অস্বীকারকারী।

④ لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ۗ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

৪. আল্লাহ যদি কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে চাইতেন তাহলে তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিতেন। তিনি এ থেকে পবিত্র (যে, কেউ তাঁর পুত্র হবে)। তিনি আল্লাহ। তিনি একক ও সবার ওপর বিজয়ী।

⑤ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ۝

৫. তিনি আসমান ও যমীনকে যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞোচিত-ভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই দিনের প্রান্তসীমায় রাতকে এবং রাতের প্রান্তসীমায় দিনকে জড়িয়ে দেন। তিনি সূর্য ও চাঁদকে এমনভাবে অনুগত করেছেন যে, প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গতিশীল আছে। জেনে রাখো, তিনি মহা পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।

⑥ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝

৬. তিনি তোমাদের একটি প্রাণী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়াও সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই তোমাদের জন্য চুতষ্পদ জন্তুর আটজোড়া নর ও মাদি সৃষ্টি করেছেন।[১] তিনি তোমাদেরকে মায়ের গর্ভে তিন তিনটে অন্ধকার পর্দার অভ্যন্তরে একের পর এক আকৃতি দান করে থাকেন।[২] এ আল্লাহই (যার এ কাজ) তোমাদের 'রব' তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তা সত্ত্বেও তোমাদেরকে কোন্‌দিকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে।

১. গৃহপালিত পশু বলতে উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল বুঝানো হয়েছে। এর চারটি পুংশাবক ও চারটি স্ত্রী শাবক। মোট সংখ্যায় আট।

২. তিনটি পর্দা অর্থ পেট, গর্ভাশয় ও সেই ঝিল্লি যার দ্বারা শিশু আবৃত থাকে।

⑦ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

৭. যদি তোমরা কুফরী করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু তিনি তাঁর বান্দার জন্য কুফরী আচরণ পসন্দ করেন না। আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তা পসন্দ করেন। আর কেউ-ই অপর কারো গোনাহের বোঝা বহন করবে না। অবশেষে তোমাদের সবাইকে তোমাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি জানাবেন তোমরা কি করছিলে। তিনি মনের খবর পর্যন্ত জানেন।

⑧ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ○

৮. মানুষের ওপর যখন কোনো বিপদ আসে তখন সে তার রবের দিকে ফিরে যায় এবং তাঁকে ডাকে। কিন্তু যখন তার রব তাকে নিয়ামত দান করেন তখন সে ইতিপূর্বে যে বিপদে পড়ে তাঁকে ডাকছিলো তা ভুলে যায় এবং অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করতে থাকে যাতে তারা আল্লাহর পথ থেকে তাকে গোমরাহ করে। (হে নবী,) তাকে বলো, তোমার কুফরী দ্বারা অল্প কিছুদিন মজা করে নাও। নিশ্চিতভাবেই তুমি জাহান্নামে যাবে।

⑨ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ○

৯. (এ ব্যক্তির আচরণই সুন্দর না সে ব্যক্তির আচরণ সুন্দর) যে অনুগত, রাতের বেলা দাঁড়ায় ও সিজদা করে, আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজের রবের রহমতের আশা করে ? এদের জিজ্ঞেস করো যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি পরস্পর সমান হতে পারে ? কেবল বিবেক-বুদ্ধির অধিকারীরাই উপদেশ গ্রহণ করে।

রুকূ’ ঃ ২

⑩ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

১০. [হে নবী] বলো, হে আমার সেসব বান্দা যারা ঈমান গ্রহণ করেছো তোমাদের রবকে ভয় করো। যারা এ পৃথিবীতে সদাচরণ গ্রহণ করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ আর আল্লাহর পৃথিবী তো অনেক বড়।[৩] ধৈর্যশীলদেরকে তো অঢেল পুরস্কার দেয়া হবে।

⑪ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ○

১১. (হে নবী,) এদের বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন আমি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই দাসত্ব করি।

⑫ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ○

১২. আমাকে এ আদেশও দেয়া হয়েছে যেন আমি সবার আগে মুসলমান হই।

⑬ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○

১৩. বলো, আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই তাহলে আমার একটি ভয়ানক দিনের ভয় আছে।

⑭ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ○

১৪. বলে দাও, আমি আনুগত্যসহ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দাসত্ব করবো।

৩. অর্থাৎ যদি এ শহর বা অঞ্চল বা দেশ আল্লাহর উপাসনা-আনুগত্যকারীদের পক্ষে কঠিন ও বিপদ-সঙ্কুল হয়ে দাঁড়ায় তবে অন্যত্র চলে যাও, যেখানে এ বিপদ ও কাঠিন্য নেই।

﴿١٥﴾ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ○

১৫. তোমরা তাঁর ছাড়া আর যাদের ইচ্ছা দাসত্ব করতে থাকো। বলো, প্রকৃত দেউলিয়া তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ভাল করে শুনে নাও, এটিই হচ্ছে স্পষ্ট দেউলিয়াপনা।

﴿١٦﴾ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ○

১৬. তাদেরকে মাথার ওপর থেকে এবং নীচে থেকে আগুনের স্তর আচ্ছাদিত করে রাখবে। এ পরিণাম সম্পর্কেই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করেন, হে আমার বান্দারা, আমার গযব থেকে নিজেদের রক্ষা করো

﴿١٧﴾ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ○

১৭. কিন্তু যেসব লোক তাগুতের দাসত্ব বর্জন করেছে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে তাদের জন্য সু-সংবাদ। [হে নবী] আমার সেসব বান্দাদের সুসংবাদ দিয়ে দাও।

﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ○

১৮. যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে এবং তার ভাল দিকটি অনুসরণ করে। এরাই সেসব মানুষ যাদের আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন এবং এরাই বুদ্ধিমান।

﴿١٩﴾ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۖ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ○

১৯. (হে নবী) যে ব্যক্তিকে আযাব দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে তাকে কে রক্ষা করতে পারে ? যে আগুনের মধ্যে পড়ে আছে তাকে কি তুমি রক্ষা করতে পার ?

﴿٢٠﴾ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ○

২০. তবে যারা তাদের রবকে ভয় করে চলছে তাদের জন্য রয়েছে বহুতল সু-উচ্চ বৃহৎ প্রাসাদ যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ কখনো তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

﴿٢١﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ○

২১. তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। তারপর তাকে পৃথিবীর ওপর স্রোত, ঝর্ণাধারা এবং নদীর আকারে[৪] প্রবাহিত করেছেন। অতপর সেই পানি দ্বারা তিনি নানা রঙের শস্য উৎপাদন করেন। পরে সে শস্য পেকে শুকিয়ে যায়। তারপর তোমরা দেখতে পাও যে, তা হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে। অবশেষে আল্লাহ্ তা ভূষিতে পরিণত করেন। নিশ্চয়ই জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্নদের জন্য এর মধ্যে শিক্ষা রয়েছে।

রুকূ' ঃ ৩

﴿٢٢﴾ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○

২২. আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তির বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত আলোতে চলছে সেকি (সে ব্যক্তির মত হতে পারে যে এসব কথা থেকে কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করেনি ?) ধ্বংস সে লোকদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহর উপদেশ বাণীতে আরো বেশী কঠোর হয়ে গিয়েছে। সে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ডুবে আছে।

৪. মূলে يَنَابِيع শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা এ তিনটি জিনিসের উপর প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

২৩. আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী নাযিল করেছেন, এমন একটি গ্রন্থে যার সমস্ত অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ যার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এসব শুনে সে লোকদের লোম শিউরে ওঠে যারা তাদের রবকে ভয় করে। তারপর তাদের দেহমন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এটা হচ্ছে আল্লাহর হেদায়াত। এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে নিয়ে আসেন। আর যাকে আল্লাহ নিজেই হেদায়াত দান করেন না তার জন্য কোনো হেদায়াতকারী নেই।

২৪. তুমি সে ব্যক্তির দুর্দশা কি করে উপলব্ধি করবে যে কিয়ামতের দিন আল্লাহর আযাবের কঠোর আঘাত তার মুখাবয়বের ওপর নেবে ? এসব যালেমদের বলে দেয়া হবে ঃ এখন সেসব উপার্জনের ফল ভোগ করো যা তোমরা উপার্জন করেছিলে।

২৫. এদের পূর্বেও বহু লোক এভাবেই অস্বীকার করেছে। শেষ পর্যন্ত এমন এক দিক থেকে তাদের ওপর আযাব আপতিত হয়েছে, যা তারা কল্পনাও করতে পারতো না।

২৬. আল্লাহ দুনিয়ার জীবনেই তাদেরকে লাঞ্ছনার শিকার করেছেন, আখেরাতের আযাব তো তার চেয়েও অধিক কঠোর। হায়! তারা যদি তা জানতো।

২৭. এ কুরআনের মধ্যে আমি মানুষের নানা রকমের উপমা পেশ করেছি যাতে তারা সাবধান হয়ে যায়।

২৮. আরবী ভাষার কুরআন—যাতে কোনো বক্রতা নেই। যাতে তারা মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা পায়।

২৯. আল্লাহ একটি উপমা পেশ করেছেন একজন ক্রীতদাসের—সে কতিপয় রূঢ় চরিত্র প্রভুর মালিকানা-ভুক্ত, যারা সবাই তাকে নিজের দিকে টানে এবং আরেক ব্যক্তির যে পুরোপুরী একই প্রভুর ক্রীতদাস। এদের দু'জনের অবস্থা কি সমান হতে পারে ? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে আছে।[৫]

৩০. (হে নবী) তোমাকেও মরতে হবে এবং এসব লোককেও মরতে হবে।

৩১. অবশেষে তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন তোমাদের রবের সামনে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করবে।

রুকূ' ঃ ৪

৩২. সে ব্যক্তির চাইতে বড় যালেম আর কে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে এবং তার সামনে যখন সত্য এসেছে তখন তা অস্বীকার করেছে ? এসব কাফেরের জন্য কি জাহান্নামে কোনো জায়গা নেই ?

(٢٣) اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ○

(٢٤) أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ○

(٢٥) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ○

(٢٦) فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○

(٢٧) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○

(٢٨) قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

(٢٩) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

(٣٠) إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ○

(٣١) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ○

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ○

٣٣ وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

٣٤ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ○

٣٥ لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

٣٦ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ○

٣٧ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ○

٣٨ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

٣٩ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

٤٠ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

٤١ اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ○

৩৩. আর যে ব্যক্তি সত্য নিয়ে এসেছে এবং যারা তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তারাই আযাব থেকে রক্ষা পাবে।

৩৪. তারা তাদের রবের কাছে যা চাইবে তা-ই পাবে। এটা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান।

৩৫. যাতে সর্বাপেক্ষা খারাপ যেসব কাজ তারা করেছে আল্লাহ তাদের হিসেব থেকে সেগুলো বাদ দেন এবং যেসব ভাল কাজ তারা করেছে তার বিনিময়ে তাদেরকে পুরস্কার দান করেন।

৩৬. (হে নবী) আল্লাহ্ নিজে কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? এসব লোক তাকে বাদ দিয়ে তোমাদেরকে অন্যদের ভয় দেখায়। অথচ আল্লাহ্ যাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেন তাকে কেউ পথপ্রদর্শন করতে পারে না,

৩৭. আর যাকে তিনি পথপ্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ কি মহা পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?

৩৮. তোমরা যদি এদের জিজ্ঞেস করো যমীন ও আসমান কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে এরা নিজেরাই বলবে, আল্লাহ্। এদের বলে দাও, বাস্তব ও সত্য যখন এই তখন আল্লাহ্ যদি আমার ক্ষতি করতে চান তাহলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব দেবীদের তোমরা পূজা করো তারা কি তাঁর ক্ষতির হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারবে? কিংবা আল্লাহ যদি আমাকে রহমত দান করতে চান তাহলে এরা কি তাঁর রহমত ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? তাদের বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীরা তারই ওপর ভরসা করে।

৩৯. তাদেরকে পরিষ্কার করে বলে দাও—হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা তোমাদের কাজ করতে থাকো। আমি আমার কাজ করে যাবো। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

৪০. কার ওপর লাঞ্ছনাকর আযাব আসে এবং কে চিরস্থায়ী আযাবে নিক্ষিপ্ত হয়।

৪১. (হে নবী) আমি সব মানুষের জন্য এ সত্য (বিধান সহ) কিতাব নাযিল করেছি। সুতরাং যে সোজা পথ অনুসরণ করবে সে নিজের জন্যই করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হবে তার পথভ্রষ্টতার প্রতিফলও তাকেই ভোগ করতে হবে। তার জন্য তুমি দায়ী হবে না।

৫. অর্থাৎ এক মনিবের দাসত্ব ও বহু মনিবের দাসত্বের মধ্যেকার পার্থক্য তো ভাল করেই বুঝতে পারো ; কিন্তু যখন এক আল্লাহর দাসত্ব ও বহু খোদার দাসত্বের মধ্যকার পার্থক্য বুঝাতে চেষ্টা করা হয় তখন তোমরা অজ্ঞ বনে যাও।

রুকূ' ঃ ৫

٤٢ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

৪২. মৃত্যুর সময় আল্লাহই রূহসমূহ কবয করেন আর যে এখনো মরেনি নিদ্রাবস্থায় তার রূহ কবয করেন। অতপর যার মৃত্যুর ফায়সালা কার্যকরী হয় তাকে রেখে দেন এবং অন্যদের রূহ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরত পাঠান। যারা চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য এর মধ্যে বড় নিদর্শন রয়েছে।

٤٣ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ○

৪৩. এসব লোক কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে সুপারিশকারী বানিয়ে রেখেছে ?[৬] তাদেরকে বলো, তাদের ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে যদি কিছু না থাকে এবং তারা কিছু না বুঝে এমতাবস্থায়ও কি সুপারিশ করবে ?

٤٤ قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۚ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৪৪. বলো, সুপারিশ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইখতিয়ারাধীন।[৭] আসমান ও যমীনের বাদশাহীর মালিক তিনিই। তোমাদেরকে তারই দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

٤٥ وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○

৪৫. যখন শুধু আল্লাহর কথা বলা হয়, তখন যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মন কষ্ট অনুভব করে। আর যখন তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের কথা বলা হয় তখন তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।[৮]

٤٦ قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

৪৬. বলো, হে আল্লাহ, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী, তোমার বান্দারা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করে আসছে তুমিই সে বিষয়ে ফায়সালা করবে।

٤٧ وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ○

৪৭. এসব যালেমদের কাছে যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদরাজি এবং তাছাড়া আরো অতটা সম্পদও থাকে তাহলে কিয়ামতের ভীষণ আযাব থেকে বাঁচার জন্য তারা মুক্তিপণ হিসেবে সমস্ত সম্পদ দিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু তাদের সামনে আসবে যা তারা কোনো দিন অনুমানও করেনি।

৬. অর্থাৎ প্রথমত এসব লোক নিজেরাই নিজেদের মতো এ ধারণা করে নিয়েছে যে—কিছু সত্তা আছে যারা আল্লাহ তাআলার সমীপে বড়ই প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান, যাদের সুপারিশ কোনোক্রমেই রদ হতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত কথা—তাদের সুপারিশকারী হওয়া সম্পর্কে কোনো প্রমাণ নেই এবং আল্লাহ তাআলা কখনো এ এরশাদও করেননি যে, 'আমার কাছে তাদের এরূপ মর্যাদা আছে' এবং সেই সত্তারাও কখনও এ দাবী করেনি যে—আমরা নিজেদের প্রভাব ও ক্ষমতায় তোমাদের সকল কাজ সম্পন্ন করে দেব।' এছাড়া এসব লোকের আরো বড় মূর্খতা হচ্ছে—তারা আসল মালিককে ত্যাগ করে তাদের ধারণার সুপারিশকারীদেরকে সর্বেসর্বা বলে মনে করে নিয়েছে এবং তাদের সকল নিবেদনও নৈবেদ্য তাদের জন্য সমর্পিত হয়ে থাকে।

৭. অর্থাৎ নিজের সুপারিশ মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা কারোর পক্ষে থাকাতো দূরের কথা, আল্লাহ্ তাআলার কাছে সুপারিশকারী হয়ে দাঁড়াতে পারার ক্ষমতাই কারোর নেই। এ বিষয় একমাত্র আল্লাহ তাআলারই অধিকারভুক্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা সুপারিশের অনুমতি দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা দেবেন না ; যার অনুকূলে চাহেন কাউকে সুপারিশ করতে অনুমতি দেবেন বা যার অনুকূলে চাহেন, দেবেন না।

৮. সারা দুনিয়ার মুশরিকানা রুচি ও মানসিকতা সম্পন্ন লোকদের মধ্যে প্রায় এ একই ভাব দেখা যায়। এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও যে হতভাগ্যদের এ ব্যাধি স্পর্শ করেছে তারাও এ দোষ মুক্ত নয়। মুখে তারা বলে—'আল্লাহকে মান্য করি' কিন্তু অবস্থা এ দাঁড়িয়েছে যে, তাদের কাছে এক আল্লাহর কথা উল্লেখ করুন, তাদের চেহারা বিকৃত হতে শুরু করবে। তারা বলবে—'এ ব্যক্তি নিশ্চিত বুযর্গদের ও ওলিদের মান্য করে না। আর এ জন্যই তো এ কেবল 'আল্লাহই' 'আল্লা' করে চলেছে।' এবং যখন অন্যান্যদের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন তাদের অন্তরের কলি যেন প্রস্ফুটিত হয় ও খুশীতে তাদের চেহারা ঝকমকাতে শুরু করে।

٤٨ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৪৮. সেখানে তাদের সামনে নিজেদের কৃতকর্মের সমস্ত মন্দ ফলাফল প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর যে জিনিস সম্পর্কে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তা-ই তাদের ওপর চেপে বসবে।

٤٩ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৪৯. এ মানুষকেই যখন সামান্য মসিবতে পেয়ে বসে তখন সে আমাকে ডাকে। কিন্তু আমি যখন নিজের পক্ষ থেকে নিয়ামত দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করি তখন সে বলে ওঠে ঃ এসব তো আমি আমার জ্ঞান-বুদ্ধির জোরে লাভ করেছি। না, এটা বরং পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।

٥٠ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

৫০. তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও একথাই বলেছিলো। কিন্তু তারা নিজেদের কর্ম দ্বারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের কোনো কাজে আসেনি। অতপর নিজেদের উপার্জনের মন্দ ফলাফল তারা ভোগ করেছে।

٥١ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○

৫১. এদের মধ্যেও যারা যালেম তারা অচিরেই তাদের উপার্জনের মন্দ ফলাফল ভোগ করবে। এরা আমাকে অক্ষম করে দিতে পারবে না।

٥٢ اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৫২. তারা কি জানে না, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তার রিযিক সংকীর্ণ করে দেন? এর মধ্যে সেসব লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা ঈমান পোষণ করে।

রুকূ' ঃ ৬

٥٣ قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

৫৩. (হে নবী,) বলে দাও, হে আমার বান্দারা[৯] যারা নিজের আত্মার ওপর যুলুম করেছো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

٥٤ وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ○

৫৪. ফিরে এসো তোমার রবের দিকে এবং তাঁর অনুগত হয়ে যাও তোমাদের ওপর আযাব আসার পূর্বেই। তখন কোনো দিক থেকেই আর সাহায্য পাওয়া যাবে না।

৯. কোনো কোনো লোক এ শব্দগুলোর বিস্ময়কর ব্যাখ্যা দান করে যে—'হে আমার বান্দাগণ' বলে জনগণকে সম্বোধন করার জন্য আল্লাহ তাআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আসলে এ ব্যাখ্যাকে ব্যাখ্যা বলা চলে না, এ হচ্ছে কুরআনের নিকৃষ্টতম অর্থগত পরিবর্তন, ওটাকে আল্লাহর বাণী নিয়ে খেলা করা বলতে হবে। এ ব্যাখ্যা যদি সঠিক হয়, তবে সমগ্র কুরআনই ভুল হয়ে যায়। কেননা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন তো মানুষকে মাত্র আল্লাহ তাআলারই দাস বলে অভিহিত করে এবং কুরআনের সমগ্র দাওয়াত তো এই যে—'তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করো না।'

﴿٥٥﴾ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

৫৫. আর অনুসরণ করো তোমাদের রবের প্রেরিত কিতাবের সর্বোত্তম দিকগুলোর[১০]—তোমাদের ওপর আকস্মিকভাবে আযাব আসার পূর্বেই— যে আযাব সম্পর্কে তোমরা অনবহিত থাকবে।

﴿٥٦﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ۝

৫৬. এমন যেন না হয় যে, পরে কেউ বলবে ঃ "আমি আল্লাহর ব্যাপারে যে অপরাধ করেছি সে জন্য আফসোস। বরং আমি তো বিদ্রূপকারীদের মধ্যে শামিল ছিলাম।"

﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝

৫৭. অথবা বলবে ঃ "কতই না ভাল হতো যদি আল্লাহ আমাকে হেদায়াত দান করতেন। তাহলে আমিও মুত্তাকীদের অন্তরভুক্ত থাকতাম।"

﴿٥٨﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

৫৮. কিংবা আযাব দেখতে পেয়ে বলবেঃ "কতই না ভাল হতো যদি আরো একবার সুযোগ পেতাম তাহলে নেক আমলকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ে যেতাম।"

﴿٥٩﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

৫৯. (আর সে সময় যদি এ জওয়াব দেয়া হয়) কেন নয়, আমার আয়াতসমূহ তোমার কাছে এসেছিলো। কিন্তু তুমি তা অস্বীকার করেছিলে এবং গর্ব করেছিলে। আর তুমি তো কাফেরদের অন্তরভুক্ত ছিলে।

﴿٦٠﴾ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۝

৬০. আজ যেসব লোক আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে কিয়ামতের দিন তুমি দেখবে তাদের মুখাবয়ব হবে কালো। অহংকারীদের জন্য কি জাহান্নামে যথেষ্ট জায়গা নেই ?

﴿٦١﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

৬১. অন্যদিকে যেসব লোক এখানে তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদেরকে আল্লাহ তাদের সাফল্যের পন্থা অবলম্বনের জন্যই নাজাত দেবেন। কোনো অকল্যাণ তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং তারা দুঃখ ভারাক্রান্তও হবে না।

﴿٦٢﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝

৬২. আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক।

﴿٦٣﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

৬৩. যমীন ও আসমানের ভাণ্ডারের চাবিসমূহ তাঁরই কাছে। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে তারাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

১০. আল্লাহর কিতাবের উত্তম দিকের অনুসরণ করার তাৎপর্য হচ্ছে—আল্লাহ তাআলা যেসব কাজের আদেশ দিয়েছেন সেগুলো পালন করা, যে কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা, এবং দৃষ্টান্ত ও কাহিনীর মাধ্যমে তিনি যাকিছু এরশাদ করেছেন তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা। অন্যপক্ষে যে ব্যক্তি তার আদেশ অমান্য করে; তার নিষিদ্ধ কাজের অনুষ্ঠান করে এবং তাঁর ভাষণ ও উপদেশ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না, সে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের নিকৃষ্টতম দিককে অবলম্বন করে—অর্থাৎ সেই দিক অবলম্বন করে যাকে আল্লাহর কিতাব নিকৃষ্টতম বলে অভিহিত করেছে।

রুকূ' ঃ ৭

৬৪. (হে নবী,) এদের বলে দাও, "হে মূর্খেরা, তাহলে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দাসত্ব করতে বলো আমাকে ?"

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ۝

৬৫. (তোমার উচিত তাদের একথা স্পষ্ট বলে দেয়া। কারণ) তোমার কাছে এবং ইতিপূর্বেকার সমস্ত নবীর কাছে এ অহী পাঠানো হয়েছে যে, যদি তুমি শির্কে লিপ্ত হও তাহলে তোমার আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

৬৬. অতএব, (হে নবী,) তুমি শুধু আল্লাহরই বন্দেগী করো এবং তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও।

بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝

৬৭. আল্লাহকে যে মর্যাদা ও মূল্য দেয়া দরকার এসব লোক তা দেয়নি। (তাঁর অসীম ক্ষমার অবস্থা এই যে,) কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর মুষ্টির মধ্যে থাকবে আর আসমান তাঁর ডান হাতে পেঁচানো থাকবে।[১১] এসব লোক যে শিরক করছে তিনি তা থেকে পবিত্র ও অনেক উর্ধে।

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

৬৮. সেদিন শিঙায় ফুৎকার দেয়া হবে। আর তৎক্ষণাত আসমান ও যমীনে যারা আছে তারা সব মরে পড়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাদের জীবিত রাখতে চান তারা ছাড়া। অতপর আরেকবার শিঙায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন হঠাৎ সবাই জীবিত হয়ে দেখতে থাকবে—

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ۝

৬৯. পৃথিবী তার রবের নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, আমলনামা এনে হাযির করা হবে, নবী-রাসূল ও সমস্ত সাক্ষীদেরও হাযির করা হবে। মানুষের মধ্যে সঠিকভাবে ইনসাফ মত ফায়সালা করে দেয়া হবে, তাদের ওপর কোনো যুলুম হবে না।

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

৭০. এবং প্রত্যেক প্রাণীকে তার কৃতকর্ম অনুসারে পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে। মানুষ যা করে আল্লাহ তা খুব ভাল করে জানেন।

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

১১. যমীন ও আসমানের উপর আল্লাহ তাআলার পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্যের চিত্র অংকনের জন্যে 'মুষ্টির মধ্যে' হওয়ার ও 'হাতের মধ্যে পেঁচানো থাকার রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যেরূপ কোনো ব্যক্তির পক্ষে একটি ক্ষুদ্র বল মুষ্টি মধ্যে দাবিয়ে রাখা এক অতি তুচ্ছ কাজ; কিংবা এক ব্যক্তি একটা রুমাল গুটিয়ে হাতের মধ্যে ধারণ করে এবং এ কাজ সে ব্যক্তির পক্ষে আদৌ কষ্টসাধ্য নয়; অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিনে সমস্ত মানুষ (যারা আজ আল্লাহ তাআলার মহানত্ব ও বড়ত্বের ধারণা করতে অপরাগ) তাদের নিজেদের চোখে দেখে নেবে যে সমগ্র যমীন ও আসমান আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার হস্তে একটি তুচ্ছ বল ও এক সামান্য রুমালবৎ ছাড়া কিছু নয়।

রুকূ' ঃ ৮

(٧١) وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

৭১. (এ ফায়সালার পরে) যারা কুফরী করেছিলো সেসব লোককে দলে দলে জাহান্নাম অভিমুখে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌছবে তখন জাহান্নামের দরযাসমূহ খোলা হবে এবং তার ব্যবস্থাপক তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের কাছে কি তোমাদের নিজেদের মধ্যে থেকে রাসূলগণ আসেননি যারা তোমাদেরকে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ শুনিয়েছেন এবং এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন যে, একদিন তোমাদেরকে এ দিনটির সম্মুখীন হতে হবে ? তারা বলবে ঃ "হ্যাঁ, এসেছিলো। কিন্তু আযাবের সিদ্ধান্ত কাফেরদের জন্য অবধারিত হয়ে গিয়েছে।"

(٧٢) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝

৭২. বলা হবে, জাহান্নামের দরজার মধ্যে প্রবেশ করো, তোমাদেরকে চিরকাল এখানেই থাকতে হবে। অহংকারীদের জন্য এটা অত্যন্ত জঘন্য ঠিকানা।

(٧٣) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ۝

৭৩. আর যারা তাদের রবের অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাত অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে পৌছবে তখন দেখবে জান্নাতের দরজাসমূহ পূর্বেই খুলে দেয়া হয়েছে। ব্যবস্থাপকরা তাদের বলবে ঃ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা অত্যন্ত ভাল ছিলে, চিরকালের জন্য এখানে প্রবেশ করো।

(٧٤) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝

৭৪. আর তারা বলবে ঃ সেই মহান আল্লাহর শুকরিয়া যিনি আমাদের সাথে কৃত তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করলেন এবং আমাদেরকে যমীনের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছেন। এখন জান্নাতের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা আমরা স্থানগ্রহণ করতে পারি। সৎকর্মশীলদের জন্য এটা সর্বোত্তম প্রতিদান।

(٧٥) وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

৭৫. তুমি আরো দেখতে পাবে যে, ফেরেশতারা আরশের চারদিক বৃত্ত বানিয়ে তাদের রবের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে। মানুষের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফায়সালা করে দেয়া হবে এবং ঘোষণা দেয়া হবে, সারা বিশ্ব-জাহানের রবের জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

সূরা আল মু'মিন

৪০

নামকরণ

সূরার ২৮ আয়াতের وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ অংশ থেকে নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটা সে সূরা যার মধ্যে সেই বিশেষ মুমিন ব্যক্তির উল্লেখ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

ইবনে আব্বাস ও জাবের ইবনে যায়েদ রা. বর্ণনা করেছেন যে, এ সূরা সূরা যুমার নাযিল হওয়ার পর পরই নাযিল হয়েছে। কুরআন মজীদের বর্তমান ক্রমবিন্যাসে এর যে স্থান, নাযিল হওয়ার ধারাক্রম অনুসারেও সূরাটির সে একই স্থান।

নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট

যে পটভূমিতে এ সূরা নাযিল হয়েছিলো এর বিষয়বস্তুর মধ্যে সেদিকে সুস্পষ্ট ইংগিত বিদ্যমান। সে সময় মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে দুই ধরনের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল। এক, বাক-বিতণ্ডা ও তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি করে নানা রকমের উল্টা-পাল্টা প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং নিত্য নতুন অপবাদ আরোপ করে কুরআনের শিক্ষা, ইসলামী আন্দোলন এবং খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে মানুষের মনে এহেন সন্দেহ সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দেয়া যে, তা খণ্ডন করতেই যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ঈমানদারগণ বিরক্ত হয়ে ওঠেন। দুই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ উদ্দেশ্যে তারা একের পর এক ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিল। একবার তারা কার্যত এ পদক্ষেপ নিয়েও ফেলেছিল। বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন হারাম শরীফের মধ্যে নামায পড়ছিলেন, হঠাৎ উকবা ইবনে আবু মু'আইত অগ্রসর হয়ে তাঁর গলায় কাপড় পেঁচিয়ে দিল। অতপর তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার জন্য কাপড়ে মোচড় দিতে লাগলো। ঠিক সে মুহূর্তে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ধাক্কা মেরে উকবা ইবনে আবু মু'আইতকে হটিয়ে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু বকর যে সময় ধাক্কা দিয়ে এ জালেমকে সরিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল, اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ (তোমরা কি শুধু এতটুকুন অপরাধে একজন মানুষকে হত্যা করছো যে, তিনি বলছেন, আমার রব আল্লাহ ?) এ ঘটনাটি সীরাতে ইবনে হিশাম গ্রন্থেও কিছুটা ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া নাসায়ী ও ইবনে আবী হাতেমও ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

বক্তব্যের শুরুতেই পরিস্থিতির এ দুটি দিক পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশিষ্ট গোটা বক্তব্যই এ দু'টি দিকের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ পর্যালোচনা মাত্র।

হত্যার ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার ঈমানদার ব্যক্তির কাহিনী শুনানো হয়েছে (আয়াত ৩৩ থেকে ৫৫) এবং এ কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে তিনটি গোষ্ঠীকে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি শিক্ষা দেয়া হয়েছে ঃ

এক ঃ কাফেরদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যা কিছু করতে চাচ্ছো ফেরাউন নিজের শক্তির ওপর ভরসা করে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে এমন একটা কিছুই করতে চেয়েছিল। একই আচরণ করে তোমরাও কি সে পরিণাম ভোগ করতে চাও যা তারা ভোগ করেছিল ?

দুই ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, এসব জালেম দৃশ্যত যত শক্তিশালী ও অত্যাচারীই হোক না কেন এবং তাদের মুকাবিলায় তোমরা যতই দুর্বল ও অসহায় হওনা কেন, তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত, যে আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করার জন্য তোমরা কাজ করে যাচ্ছো তাঁর শক্তি যে কোনো শক্তির তুলনায় প্রচণ্ডতম। সুতরাং তারা তোমাদের যত বড় ভীতিকর হুমকিই দিক না কেন তার জবাবে তোমরা কেবল আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে নাও এবং তারপর একেবারে নির্ভয় হয়ে নিজেদের কাজে লেগে যাও। আল্লাহর পথের পথিকদের কাছে যে কোনো জালেমের হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের একটিই জবাব, আর তা হচ্ছে ঃ

اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ -

এভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করে বিপদ সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে যদি কাজ করো তাহলে শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহায্য অবশ্যই লাভ করবে এবং অতীতের ফেরাউন যে পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে বর্তমানের ফেরাউনও সে একই পরিণামের সম্মুখীন হবে। সে সময়টি আসার পূর্বে জুলুম-নির্যাতনের তুফান একের পর এক যতই আসুক না কেন তোমাদেরকে তা ধৈর্যের সাথে বরদাশত করতে হবে।

তিন ঃ এ দু'টি গোষ্ঠী ছাড়াও সমাজে তৃতীয় আরেকটি গোষ্ঠী ছিল। সেটি ছিল এমন লোকদের গোষ্ঠী যারা মনে প্রাণে বুঝতে পেরেছিল যে, ন্যায় ও সত্য আছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে আর কুরাইশ গোত্রের কাফেররা নিছক বাড়াবাড়ি করছে। কিন্তু একথা জানা সত্ত্বেও তারা হক ও বাতিলের এ সংঘাতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিল। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বিবেককে নাড়া দিয়েছেন। তিনি তাদের বলছেন, ন্যায় ও সত্যের দুশমনরা যখন তোমাদের চোখের সামনে এতবড় নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে তখনও যদি তোমরা বসে বসে তামাসা দেখতে থাকো তাহলে আফসোস। যে ব্যক্তির বিবেক একেবারে মরে যায়নি তাদের কর্তব্য ফেরাউন যখন মূসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করতে চেয়েছিল তখন তার ভরা দরবারে সভাসদদের মধ্য থেকে একজন ন্যায়পন্থী ব্যক্তি যে ভূমিকা পালন করেছিল সে ভূমিকা পালন করা। যে যুক্তি ও উদ্দেশ্য তোমাদেরকে মুখ খোলা থেকে বিরত রাখছে সে একই যুক্তি ও উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তির সামনে পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সে اُفَوِّضُ اَمْرِىْٓ اِلَى اللّٰهِ (আমার সব বিষয় আল্লাহর ওপর সোপর্দ করলাম) বলে সমস্ত যুক্তি ও উদ্দেশ্যকে পদাঘাত করেছিলেন। কিন্তু দেখো, ফেরাউন তার কিছুই করতে পারেনি।

ন্যায় ও সত্যকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য পবিত্র মক্কায় রাতদিন কাফেরদের যে তর্ক-বিতর্ক ও বাক-বিতণ্ডা চলছিল তার জবাবে একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফেরদের মধ্যকার মূল বিবাদের বিষয় তাওহীদ ও আখিরাতের আকীদা বিশ্বাসের যথার্থতা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে এবং এ সত্য স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এসব লোক কোনো যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই খামখা সত্যের বিরোধিতা করছে। অপরদিকে কুরাইশ নেতারা এতটা তৎপরতার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলো কেন সে কারণগুলোকে উন্মোচিত করা হয়েছে। বাহ্যত তারা দেখাচ্ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা এবং তাঁর নবুওয়াত দাবী সম্পর্কে তাদের বাস্তব আপত্তি আছে যার কারণে তারা এসব কথা মেনে নিতে পারছে না। তবে মূলত তাদের জন্য এটা ছিল ক্ষমতার লড়াই। কোনো রাখঢাক না করে ৫৬ আয়াতে তাদেরকে পরিষ্কার একথা বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের অস্বীকৃতির আসল কারণ তোমাদের গর্ব ও অহংকার যা দিয়ে তোমাদের মন ভরা। তোমরা মনে করো মানুষ যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত মেনে নেয় তাহলে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকবে না। এ কারণে তাঁকে পরাস্ত করার জন্য তোমরা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ।

এ প্রসংগে কাফেরদেরকে একের পর এক সাবধান করা হয়েছে যে, যদি তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহের বিরুদ্ধে বিতর্ক সৃষ্টি করা থেকে বিরত না হও তাহলে অতীতের জাতিসমূহ যে পরিণাম ভোগ করেছে তোমরাও সে একই পরিণামের সম্মুখীন হবে এবং আখিরাতে তোমাদের জন্যে তার চেয়েও নিকৃষ্ট পরিণাম ভাগ্যের লিখন হয়ে আছে। সে সময় তোমরা অনুশোচনা করবে, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না।

❐

আয়াত-৮৫ ৪০-সূরা আল মু'মিন-মাক্কী রুকূ'-৯

ايٰاتها ٨٥ ٤٠. سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ . مَكِّيَّةٌ ركوعاتها ٩

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম।

২. এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত যিনি মহাপরাক্রমশালী, সবকিছু সম্পর্কে অতিশয় জ্ঞাত,

৩. গোনাহ মাফকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং অত্যন্ত দয়ালু। তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।

৪. আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে কেবল সেসব লোকই বিতর্ক সৃষ্টি করে যারা কুফরী করেছে, এরপরও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে তাদের চলাফেরা যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।

৫. এর পূর্বে নূহের কওম অস্বীকার করেছে এবং তাদের পরে আরো বহু দল ও গোষ্ঠী এ কাজ করেছে। প্রত্যেক উম্মত তার রাসূলকে পাকড়াও করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা সবাই বাতিলের হাতিয়ারের সাহায্যে হককে অবদমিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। দেখে নাও, কত কঠিন ছিল আমার শাস্তি।

৬. অনুরূপ যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য তোমার রবের এ সিদ্ধান্তও অবধারিত হয়ে গিয়েছে যে, তারা জাহান্নামের বাসিন্দা হবে।

৭. আল্লাহর আরশের ধারক ফেরেশতাগণ এবং যারা আরশের চার পাশে হাযির থাকে তারা সবাই প্রশংসাসহ তাদের রবের পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাঁর প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং ঈমানদারদের জন্য দোয়া করে। তারা বলেঃ হে আমাদের রব, তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছো। তাই মাফ করে দাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো, যারা তাওবা করেছে এবং তোমার পথ অনুসরণ করেছে তাদেরকে।

৮. হে আমাদের রব উপরন্তু তাদেরকে তোমার প্রতিশ্রুত চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তাদের বাপ মা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল (তাদেরকেও সেখানে তাদের সাথে পৌঁছিয়ে দাও)। তুমি নিসন্দেহে সর্বশক্তিমান ও মহাকৌশলী।

حٰمٓ ۝١

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝٢

غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝٣

مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۝٤

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۠ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۭ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ۣ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝٥

وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝٦

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝٧

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ۣ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٨

৯ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

৯. আর তাদেরকে মন্দ কাজসমূহ থেকে রক্ষা করো। কিয়ামতের দিন তুমি যাকে মন্দ ও অকল্যাণসমূহ থেকে রক্ষা করেছো তার প্রতি তুমি বড় করুণা করেছো। এটাই বড় সফলতা।

রুকূ' ঃ ২

১০ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ

১০. যারা কুফরী করেছে কিয়ামতের দিন তাদের ডেকে বলা হবে, "আজ তোমরা নিজেদের ওপর যতটা ক্রোধান্বিত হচ্ছো, আল্লাহ তোমাদের ওপর তার চেয়েও অধিক ক্রোধান্বিত হতেন তখন যখন তোমাদেরকে ঈমানের দিকে আহ্বান জানানো হতো আর তোমরা উল্টা কুফরী করতে।"

১১ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ

১১. তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব, প্রকৃতই তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছো এবং দু'বার জীবন দান করেছো।[১] এখন আমরা অপরাধ স্বীকার করছি। এখন এখান থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় কি আছে ?

১২ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

১২. (জবাব দেয়া হবে) এ অবস্থা যার মধ্যে তোমরা আছ, তা এ কারণে যে, যখন একমাত্র আল্লাহর দিকে ডাকা হতো তখন তোমরা তা মানতে অস্বীকার করতে। কিন্তু যখন তাঁর সাথে অন্যদেরকেও শামিল করা হতো তখন মেনে নিতে। এখন তো ফায়সালা মহান ও মর্যাদাবান আল্লাহর হাতে।

১৩ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ

১৩. তিনিই তো তোমাদের নিদর্শনসমূহ দেখান এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে রিযিক নাযিল করেন।[২] (কিন্তু এসব নিদর্শন দেখে) কেবল তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে যারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী

১৪ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

১৪. (সুতরাং হে প্রত্যাবর্তনকারীরা,) দীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তাঁকে ডাকো, তোমাদের এ কাজ কাফেরদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন।

১৫ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ

১৫. তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি। তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার কাছে ইচ্ছা নিজের হুকুমে 'রূহ' নাযিল করেন যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সাবধান করে দেয়।

১৬ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

১৬. সেটি এমন দিন যখন সব মানুষের সবকিছু প্রকাশ হয়ে পড়বে। আল্লাহর কাছে তাদের কোনো কথাই গোপন থাকবে না। (সেদিন ঘোষণা দিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে,) আজ রাজত্ব কার? (সমস্ত সৃষ্টি বলে উঠবে,) একমাত্র আল্লাহর যিনি কাহ্হার।

১. দুবার মৃত্যু ও দুবার জীবন বলতে সেই জিনিস বুঝানো হয়েছে যার উল্লেখ সূরা আল বাকারার ২৮ আয়াতে করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ বারিবর্ষণ করেন যা জীবিকার উপায় স্বরূপ ; উষ্ণতা ও শীতলতা নাযিল করেন জীবিকার উৎপাদনে যা খুবই কার্যকর।

﴿١٧﴾ اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

১৭. (বলা হবে,) আজ প্রত্যেক প্রাণীকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। আজ কারো প্রতি কোনো যুলুম হবে না। আল্লাহ অতি দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।

﴿١٨﴾ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ؕ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ○

১৮. হে নবী, এসব লোকদের সেদিন সম্পর্কে সাবধান করে দাও যা সন্নিকটবর্তী হয়েছে। যেদিন কলিজা মুখের মধ্যে এসে যাবে আর সব মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে। যালেমদের জন্য না থাকবে কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু, না থাকবে কোনো গ্রহণযোগ্য শাফায়াতকারী।

﴿١٩﴾ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ○

১৯. আল্লাহ চোখের চুরি ও মনের গোপন কথা পর্যন্ত জানেন।

﴿٢٠﴾ وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

২০. আল্লাহ সঠিক ও ন্যায়ভিত্তিক ফায়সালা করবেন। আর (এ মুশরিকরা) আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে তারা কোনো কিছুরই ফায়সালাকারী নয়। নিসন্দেহে আল্লাহই সবকিছু শোনেন ও দেখেন।

রুকূ' ঃ ৩

﴿٢١﴾ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ○

২১. এসব লোক কি কখনো পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করেনি তাহলে ইতিপূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদের পরিণাম দেখতে পেতো ? তারা এদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল এবং এদের চেয়েও বেশী শক্তিশালী স্মৃতিচিহ্ন পৃথিবীর বুকে রেখে গিয়েছে। কিন্তু গোনাহর কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। আল্লাহর হাত থেকে তাদের রক্ষাকারী কাউকে পাওয়া যায়নি।

﴿٢٢﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ قَوِىٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

২২. তাদের এহেন পরিণতির কারণ হলো তাদের কাছে তাদের রাসূল স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ[৩] নিয়ে এসেছিলো আর তারা তা মানতে অস্বীকার করেছিলো। অবশেষে আল্লাহ তাদের পাকড়াও করলেন। নিসন্দেহে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কঠোর শাস্তিদাতা।

﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

﴿٢٤﴾ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ○

২৩-২৪. আমি মূসাকে ফেরাউন, হামান ও কারূনের কাছে আমার নিদর্শনসমূহ এবং আমার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা বললোঃ জাদুকর, মিথ্যাবাদী।

﴿٢٥﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ؕ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ○

২৫. অতপর যখন সে আমার পক্ষ থেকে সত্য এনে হাযির করলো তখন তারা বললো, যারা ঈমান এনে তার সাথে শামিল হয়েছে তাদের ছেলেদের হত্যা করো এবং মেয়েদের জীবিত রাখো। কিন্তু কাফেরদের চক্রান্ত ব্যর্থই হয়ে গেল।

২৬. একদিন ফেরাউন তার সভাসদদের বললো ঃ আমাকে ছাড়ো, আমি এ মূসাকে হত্যা করবো। সে তার রবকে ডেকে দেখুক। আমার আশংকা হয়, সে তোমাদের দীনকে পাল্টে দেবে, কিংবা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।"

২৭. মূসা বললো, যেসব অহংকারী হিসেবের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে না, তাদের প্রত্যেকের মোকাবিলায় আমি আমার ও তোমাদের রবের আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

রুকূ' ঃ ৪

২৮. এ সময় ফেরাউনের দরবারের এক ব্যক্তি যে তার ঈমান গোপন রেখেছিলো—বললো ঃ তোমরা কি এক ব্যক্তিকে শুধু এ কারণে হত্যা করবে যে, সে বলে, আল্লাহ আমার রব? অথচ সে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। সে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকলে তার মিথ্যার দায়-দায়িত্ব তারই। কিন্তু সে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে যেসব ভয়ানক পরিণামের কথা সে বলছে তার কিছুটা তো অবশ্যই তোমাদের ওপর আসবে। আল্লাহ কোনো সীমালংঘন-কারী মিথ্যাবাদী লোককে হেদায়াত দান করেন না।

২৯. হে আমার কওমের লোকেরা, আজ তোমরা বাদশাহীর অধিকারী এবং ভূ-ভাগের বিজয়ী শক্তি। কিন্তু আল্লাহর আযাব যদি আমাদের ওপর এসে পড়ে তাহলে আমাদেরকে সাহায্য করার মত কে আছে ?ফেরাউন বললো, আমি যা ভাল মনে করছি সে মতামতই তোমাদের সামনে পেশ করছি। আর আমি তোমাদেরকে সঠিক পথের নির্দেশনাই দিচ্ছি।

৩০. যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিলো, বললো ঃ হে আমার কওমের লোকেরা, আমার আশংকা হচ্ছে, তোমাদের ওপরও সেদিনের মত দিন এসে না যায়, যা এর আগে বহু দলের ওপর এসেছিলো।

৩১. যেমন দিন এসেছিলো নূহ, আদ, সামূদ এবং তাদের পরবর্তী কওমসমূহের ওপর। আর এটা সত্য যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর যুলুম করার কোনো ইচ্ছা রাখেন না।

৩২.হে কওম, আমার ভয় হয়, তোমাদের ওপর ফরিয়াদ ও অনুশোচনা করার দিন না এসে পড়ে,

٢٦ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ○

٢٧ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ○

٢٨ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ○

٢٩ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ○

٣٠ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ○

٣١ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ○

٣٢ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ○

৩. বাইয়েনাত بينات বলতে তিনটি জিনিসকে বুঝানো হয়েছে। প্রথম —এরূপ স্পষ্ট প্রকট নিদর্শন ও চিহ্নসমূহ যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নিযুক্তির সাক্ষী স্বরূপ। দ্বিতীয়, এরূপ উজ্জ্বল দলীলসমূহ যা তার উপস্থাপিত শিক্ষার সত্য হওয়া সম্পর্কে প্রমাণ দান করছিল। তৃতীয়, জীবনের সমস্যা ও ব্যাপারগুলো সম্পর্কে এরূপ সুস্পষ্ট হেদায়াত দেখে প্রতিটি সুস্থ-বুদ্ধি মানুষ বলতে পারে যে, এরূপ নির্মল নিষ্কলুষ শিক্ষা দান কোনো মিথ্যাচারী স্বার্থপর মানুষের পক্ষে সম্ভব হতে পারে না।

٣٣ يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝

৩৩. যখন তোমরা একে অপরকে ডাকতে থাকবে এবং দৌড়িয়ে পালাতে থাকবে। কিন্তু সেখানে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচানোর কেউ থাকবে না। সত্য কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করে দেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না।

٣٤ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۖ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۝

৩৪. এর আগে ইউসুফ তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন-সমূহ নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু তোমরা তার আনীত শিক্ষার ব্যাপারে সন্দেহই পোষণ করেছো। পরে তার ইন্তিকাল হলে তোমরা বললে ঃ এখন আর আল্লাহ কোনো রাসূল পাঠাবেন না। এভাবে[৪] আল্লাহ তাআলা সেসব লোকদের গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন যারা সীমালংঘনকারী ও সন্দেহপ্রবণ হয়।

٣٥ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝

৩৫. এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের ব্যাপারে ঝগড়া করে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো সনদ বা প্রমাণ আসেনি। আল্লাহ ও ঈমানদারদের কাছে এ আচরণ অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী। এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারীর মনে মোহর লাগিয়ে দেন।

٣٦ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ۝

৩৬. ফেরাউন বললো ঃ "হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ করো যাতে আমি রাস্তাসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি।

٣٧ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۚ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ۝

৩৭. অর্থাৎ আসমানের রাস্তা এবং মূসার ইলাহকে উকি দিয়ে দেখতে পারি। মূসাকে মিথ্যাবাদী বলেই আমার মনে হয়।"

এভাবে ফেরাউনের জন্য তার কুকর্মসমূহ সুদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তার সোজা পথে চলা থামিয়ে দেয়া হয়েছে। ফেরাউনের সমস্ত চক্রান্ত (তার নিজের) ধ্বংসের পথেই ব্যয়িত হয়েছে।

রুকূ' ঃ ৫

٣٨ وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۝

৩৮. যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিলো, বললো ঃ হে আমার কওমের লোকেরা, আমার কথা মেনে নাও। আমি তোমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছি।

٣٩ يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۘ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝

৩৯. হে কওম, দুনিয়ার এ জীবন তো কয়েক দিনের জন্য। একমাত্র আখেরাতই চিরদিনের অবস্থানস্থল।

٤٠ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৪০. যে মন্দ কাজ করবে সে যতটুকু মন্দ করবে ততটুকুরই প্রতিফল লাভ করবে। আর নারী হোক বা পুরুষ যে নেক কাজ করবে সে যদি ঈমানদার হয় তাহলে তারা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে বেহিসেব রিযিক দেয়া হবে।

৪. বাহ্যতঃ মনে হয় পরবর্তী কয়েকটি বাক্যাংশ আল্লাহ তাআলা ফেরাউন বংশীয় মুমিনের উক্তির উপর বৃদ্ধি করে ও ব্যাখ্যা স্বরূপ বলেছেন।

٤١ وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ۝

৪১. হে কওম, কি ব্যাপার যে, আমি তোমাদেরকে মুক্তির দিকে আহ্বান জানাচ্ছি আর তোমরা আমাকে আগুনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছো।

٤٢ تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۡ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ۝

৪২. তোমরা আমাকে আহ্বান জানাচ্ছো যেন আমি আল্লাহর সাথে কুফরী করি এবং সেসব সত্তাকে তাঁর সাথে শরীক করি যাদের আমি জানি না।[৫] অথচ আমি তোমাদেরকে সে মহাপরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাচ্ছি।

٤٣ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝

৪৩. না, সত্য হচ্ছে এই যে, তোমরা যেসব জিনিসের দিকে আমাকে ডাকছো, তাতে না আছে দুনিয়াতে কোনো আবেদন না আছে আখেরাতে কোনো আহ্বান।[৬] আমাদেরকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। আর সীমালংঘনকারী আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। এর ব্যতিক্রম হতে পারে না।

٤٤ فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۗ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

৪৪. আর তোমাদেরকে আমি যা বলছি অচিরেই এমন সময় আসবে যখন তোমরা তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপারটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। তিনি তাঁর বান্দাদের রক্ষক।

٤٥ فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ۝

৪৫. শেষ পর্যন্ত তারা ঐ ঈমানদারের বিরুদ্ধে যেসব জঘন্য চক্রান্ত করেছে আল্লাহ তাআলা তাকে তা থেকে রক্ষা করেছেন।[৭] আর ফেরাউনের সাংগপাংগরাই জঘন্য আযাবের চক্রে পড়ে গিয়েছে।

٤٦ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

৪৬. জাহান্নামের আগুন, যে আগুনের সামনে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। কিয়ামত সংঘটিত হলে নির্দেশ দেয়া হবে, ফেরাউনের অনুসারীদের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো।

٤٧ وَاِذْ يَتَحَاۤجُّوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰۤؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ۝

৪৭. তারপর একটু চিন্তা করে দেখো সে সময়ের কথা যখন এসব লোক জাহান্নামের মধ্যে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। যারা দুনিয়ায় দুর্বল ছিল তারা সেসব লোকদের বলবে যারা নিজেদের বড় মনে করতো, "আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম। এখন এখানে কি তোমরা আমাদেরকে জাহান্নামের কষ্টের কিছু অংশ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে ?"

৫. অর্থাৎ আমার জ্ঞানে আমি জানি না যে খোদায়ীতে তাদের কোনো অংশ আছে।

৬. এ বাক্যাংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে ঃ ১. না দুনিয়াতে না পরকালে তাদের হক আছে যে, তাদের খোদায়ী স্বীকার করার জন্য খোদার সৃষ্টিকে দাওয়াত দেয়া যেতে পারে। ২. লোকে তো তাদেরকে জবরদস্তি খোদা বানিয়েছে নচেত তারা নিজেরা দুনিয়াতেও খোদায়ীর দাবীদার এবং আখেরাতেও তারাএ দাবী নিয়ে উঠবে না—যে আমরাও তো খোদা ছিলাম, তোমরা কেন আমাদেরকে মান্য করনি ? ৩. তাদের কাছে প্রার্থনা করার কোনো ফল না এ দুনিয়াতে আছে আর না পরকালে আছে ; কেননা তারা একেবারেই ক্ষমতাহীন এবং তাদেরকে ডাকা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল।

৭. এর দ্বারা বুঝা যায়, এ ব্যক্তি ফেরাউনের রাজত্বে এরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে পূর্ণ দরবারের মধ্যে ফেরাউনের মুখোমুখি এ সত্য বলে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে প্রকাশ্যে শাস্তি দেয়ার সাহস করা যায়নি। সে কারণে তাঁকে হত্যা করার জন্য ফেরাউন ও তার সহযোগীদের গুপ্ত ষড়যন্ত্র করতে হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সে ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেন।

(٤٨) قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ○

৪৮. বড়ত্বের দাবীদাররা বলবে ঃ আমরা সবাই এখানে একই অবস্থায় আছি। আর আল্লাহ তার বান্দাদের ব্যাপারে ফায়সালা করে দিয়েছেন।

(٤٩) وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ○

৪৯. জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত এসব লোক জাহান্নামের কর্ম-কর্তাদের বলবে ঃ "তোমাদের রবের কাছে দোয়া করো তিনি যেন একদিনের জন্য আমাদের আযাব হ্রাস করেন।"

(٥٠) قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۖ قَالُوْا بَلٰى ۖ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ○

৫০. তারা বলবে, "তোমাদের রাসূলগণ কি তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসেননি ?" "তারা বলবে, হ্যাঁ।" জাহান্নামের কর্মকর্তারা বলবে ঃ "তাহলে তোমরাই দোয়া করো। তবে কাফেরদের দোয়া ব্যর্থই হয়ে থাকে।"

রুকূ' ঃ ৬

(٥١) اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ○

৫১. নিশ্চিত জানো, আমি এ পার্থিব জীবনে আমার রাসূল ও ঈমানদারদের অবশ্যই সাহায্য করি এবং যেদিন সাক্ষীদের পেশ করা হবে সেদিনও করবো।

(٥٢) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ○

৫২. যেদিন ওযর ও যুক্তি পেশ যালেমদের কোনো উপকারে আসবে না, তাদের ওপর লা'নত পড়বে এবং তাদের জন্য হবে জঘন্যতম ঠিকানা।

(٥٣) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ○

৫৩. অবশেষে দেখো, আমি মূসাকে পথনির্দেশনা দিয়েছিলাম এবং বনী ইসরাঈলদের এমন এক কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি

(٥٤) هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ○

৫৪. যাছিল বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীদের জন্য হেদায়াত ও নসিহত।

(٥٥) فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ○

৫৫. অতএব, হে নবী, ধৈর্যধারণ করো। আল্লাহর ওয়াদা সত্য, নিজের ভূল-ত্রুটির জন্য মাফ চাও[৮] এবং সকাল সন্ধ্যা নিজের রবের প্রশংসার সাথে সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো।

৮. যে পূর্বাপর প্রসংগের মধ্যে একথা এরশাদ হয়েছে তা চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝা যায়—এখানে 'অপরাধ' অর্থ অধৈর্যের সেই ভাব যা কঠোর বিরোধিতার সেই পরিস্থিতিতে বিশেষত নিজের সাথীদের উপর অবিরত নির্যাতন দেখে দেখে নবী করীম স.-এর হৃদয় মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিল। তিনি চাচ্ছিলেন–সত্বর এমন কোনো মোজেযা প্রকাশ করা হোক যার দ্বারা কাফেররা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অথবা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সত্বর এমন কথা প্রকাশ পাক যার ফলে বিরোধিতার এ তুফান স্তিমিত হয়ে যায়। এ ইচ্ছা নিজস্থানে কোনো পাপ বলে গণ্য হতে পারে না যার জন্য অনুতাপ ও ক্ষমা ভিক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু যে উচ্চ মর্যাদার দ্বারা আল্লাহ তাআলা হুজুরকে মহিমান্বিত করেছিলেন সে উচ্চ মর্যাদার পক্ষে যে মহান দৃঢ় সংকল্প শোভনীয় ছিল সেই অনুসারে এ সামান্যতম অধৈর্যও আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদার তুলনায় নিম্নতর গণ্য হয়েছে। এজন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে—এ দুর্বলতার জন্য নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করো এবং তোমার মতো মহান মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে যা শোভনীয় সেইভাবে পাহাড়ের ন্যায় দৃঢ়তার সাথে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাক।

٥٦ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۙ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○

৫৬. প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যারা তাদের কাছে আসা যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে ঝগড়া করছে তাদের মন অহংকারে ভরা। কিন্তু তারা যে বড়ত্বের অহংকার করে তারা তার ধারেও ঘেঁষতে পারবে না। তাই আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো তিনি সবকিছু দেখেন এবং শোনেন।

٥٧ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

৫৭. মানুষ সৃষ্টি করার চেয়ে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা নিসন্দেহে অনেক বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।

٥٨ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ ۚ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ ○

৫৮. অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী এক রকম হতে পারে না এবং ঈমানদার ও সৎকর্মশীল এবং পাপিরা সমান হতে পারে না। কিন্তু তোমরা কমই বুঝতে পারো।

٥٩ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ○

৫৯. কিয়ামত নিশ্চয়ই আসবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না।

٦٠ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ○

৬০. তোমাদের রব বলেন ঃ আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।[৯] যেসব মানুষ গর্বের কারণে আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১০]

রুকূ' ঃ ৭

٦١ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ○

৬১. আল্লাহই তো সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা রাতের বেলা আরাম করতে পারো। আর দিনকে আলোকিত করেছেন। সত্য এই যে, আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুকম্পাশীল। তবে অধিকাংশ লোক শুকরিয়া আদায় করে না।

٦٢ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ○

৬২. সে আল্লাহই (যিনি তোমাদের জন্য এসব করেছেন) তোমাদের রব, সবকিছুর স্রষ্টা, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তোমাদেরকে কোন্ দিকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে ?

٦٣ كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ○

৬৩. এভাবেই সেসব লোককে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো।

৯. অর্থাৎ প্রার্থনা কবুল করার সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার আমার। অতএব তোমরা অন্যদের কাছে প্রার্থনা করো না, আমার কাছে করো।

১০. এ আয়াতে দুটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথম—এখানে প্রার্থনা ও উপাসনা-আনুগত্যকে একার্থবোধক শব্দরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, প্রথম বাক্যাংশে 'দোআ' (প্রার্থনা) শব্দ দ্বারা যে জিনিসকে বুঝানো হয়েছে সেই জিনিসকেই দ্বিতীয় বাক্যাংশে 'ইবাদাত' শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। এর দ্বারা একথা সুস্পষ্টরূপে বুঝা গেল যে—'দোআ যথার্থ ইবাদাত ও ইবাদাতের প্রাণবস্তু। দ্বিতীয় আল্লাহর কাছে যারা দোয়া প্রার্থনা করে না তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 'অহংকারবশতঃ তারা আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ। এর দ্বারা বুঝা যায়—আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করা বন্দেগীর একান্ত দাবী এবং এর থেকে বিমুখ হওয়ার অর্থ মানুষের অহংকারে পতিত হওয়া।

৬৪. আল্লাহই তো সেই সত্তা যিনি পৃথিবীকে অবস্থানস্থল বানিয়েছেন এবং ওপরে আসমানকে গম্বুজ বানিয়ে দিয়েছেন। যিনি তোমাদের আকৃতি নির্মাণ করেছেন এবং অতি উত্তম আকৃতি নির্মাণ করেছেন। যিনি তোমাদেরকে পবিত্র জিনিসের রিযিক দিয়েছেন। সে আল্লাহই (এগুলো যার কাজ) তোমাদের রব। অপরিসীম কল্যাণের অধিকারী তিনি। বিশ্ব-জাহানের রব তিনি।

٦٤ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তোমাদের দীন তাঁর জন্য নিবেদিত করে তাঁকেই ডাকো। গোটা সৃষ্টি জগতের রব আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা।

٦٥ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৬৬. হে নবী, এসব লোককে বলে দাও, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাকো আমাকে সেসব সত্তার দাসত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। (আমি কি করে এ কাজ করতে পারি) আমার কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী এসেছে। আমাকে নির্দেশ দেয় হয়েছে, আমি যেন গোটা বিশ্ব-জাহানের রবের সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করি।

٦٦ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৬৭. তিনিই তো সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর শুক্র থেকে। তারপর রক্তের পিণ্ড থেকে। অতপর তিনি তোমাদেরকে শিশুর আকৃতিতে বের করে আনেন। এরপর তিনি তোমাদেরকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করেন যাতে তোমরা নিজেদের পূর্ণ শক্তিতে উপনীত হতে পারো। তারপর আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করেন যাতে তোমরা বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও। তোমাদের কাউকে আগেই ফিরিয়ে নেয়া হয়। এসব কাজ করা হয় এ জন্য যাতে তোমরা তোমাদের নির্ধারিত সময়ের সীমায় পৌঁছতে পারো এবং যাতে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পারো।

٦٧ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

৬৮. তিনিই প্রাণ সঞ্চারকারী এবং তিনিই মৃত্যুদানকারী। তিনি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে শুধু একটি নির্দেশ দেন যে, তা হয়ে যাক, আর তখনি তা হয়ে যায়।

٦٨ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ○

রুকূ' ঃ ৮

৬৯. তুমি কি সেসব লোকদের দেখনি যারা আল্লাহর বিধানাবলী নিয়ে ঝগড়া করে, তাদেরকে কোথা থেকে ফিরানো হচ্ছে ?

٦٩ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ○

৭০. যারা এ কিতাবকে অস্বীকার করে এবং আমি আমার রাসূলদের যা দিয়ে পাঠিয়েছিলাম তাও অস্বীকার করে ? এসব লোক অচিরেই জানতে পারবে।

٧٠ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ○

٧١ إِذِ الْأَغْلَٰلُ فِيٓ أَعْنَٰقِهِمْ وَالسَّلَٰسِلُ يُسْحَبُونَ ۝

٧٢ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ۝

৭১-৭২. যখন তাদের গলায় থাকবে গ্রীবা বন্ধনী ও শৃঙ্খল, এসব ধরে টানতে টানতে তাদেরকে ফুটন্ত পানির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

٧٣ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ۝

٧٤ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْـًٔا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَٰفِرِينَ ۝

৭৩-৭৪. অতপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে ; এখন তোমাদের সেসব ইলাহ কোথায় যাদেরকে তোমরা শরীক করতে ? তারা জবাব দেবে, তারা আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে। এর আগে আমরা যাদেরকে ডাকতাম তারা কিছুই না। আল্লাহ এভাবে কাফেরদের ভ্রষ্টতাকে কার্যকর করে দেবেন।

٧٥ ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ۝

৭৫. তাদের বলা হবে, তোমাদের এ পরিণতির কারণ হচ্ছে, তোমরা পৃথিবীতে অসত্য নিয়ে মেতে ছিলে এবং সে জন্য গর্ব প্রকাশ করতে।

٧٦ ادْخُلُوٓا أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝

৭৬. এখন অগ্রসর হয়ে জাহান্নামের দরজায় প্রবেশ করো। তোমাদেরকে চিরদিন সেখানেই থাকতে হবে। অহংকারীদের জন্য তা অতীব জঘন্য জায়গা।

٧٧ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۝

৭৭. হে নবী, ধৈর্য অবলম্বন করো। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আমি তাদেরকে যে মন্দ পরিণতির ভয় দেখাচ্ছি এখন তোমার সামনেই এদেরকে তার কোনো অংশ দেখিয়ে দেই কিংবা (তার আগেই) তোমাকে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেই, সর্বাবস্থায় এদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।

٧٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ۝

৭৮. হে নবী, তোমার আগে আমি বহু রাসূল পাঠিয়েছিলাম। আমি তাদের অনেকের কাহিনী তোমাকে বলেছি আবার অনেকের কাহিনী তোমাকে বলিনি। আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো নিদর্শন দেখানোর ক্ষমতা কোনো রাসূলেরই ছিল না। অতপর যখন আল্লাহর হুকুম এসেছে তখন ন্যায়সংগতভাবে ফায়সালা করা হয়েছে এবং ভ্রান্ত কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রুকূ' ঃ ৯

٧٩ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَٰمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

৭৯. আল্লাহই তোমাদের জন্য এসব গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা এসব পশুর কোনোটির পিঠে আরোহণ করতে পার এবং কোনোটির গোশত খেতে পার।

٨٠ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝

৮০. এসবের মধ্যে তোমাদের জন্য আরো অনেক কল্যাণ নিহিত আছে। তোমাদের মনে যেখানে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয় এসবের পিঠে আরোহণ করে তোমরা সেখানে পৌছতে পার। এসব পশু এবং নৌকাতেও তোমাদের আরোহণ করতে হয়।

٨١ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ○

৮১. আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর এসব নিদর্শন দেখাচ্ছেন। তোমরা তাঁর কোন্ কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে ?

٨٢ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

৮২. সুতরাং এরা কি এ পৃথিবীতে বিচরণ করেনি, তাহলে এরা এদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণতি দেখতে পেত ? তারা সংখ্যায় এদের চেয়ে বেশী ছিল, এদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল এবং পৃথিবীর বুকে এদের চেয়ে অধিক জাঁকালো নিদর্শন রেখে গেছে। তারা যা অর্জন করেছিল, তা শেষ পর্যন্ত তাদের কাজে নিদর্শন রেখে গেছে। তারা যা অর্জন করেছিল, তা শেষ পর্যন্ত তাদের কাজে লাগেনি।

٨٣ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ○

৮৩. তাদের রাসূল যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে তাদের কাছে এসেছিলেন তখন তারা নিজের কাছে বিদ্যমান জ্ঞান নিয়েই মগ্ন ছিল এবং যে জিনিস নিয়ে তারা বিদ্রূপ করতো সে জিনিসের আবর্তেই তারা পড়ে গিয়েছিলো।

٨٤ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ○

৮৪. তারা যখন আমার আযাব দেখতে পেল তখন চিৎকার করে বলে উঠলো, আমরা এক ও লা-শরীক আল্লাহকে মেনে নিলাম। আর যেসব উপাস্যদের আমরা শরীক করতাম তাদের অস্বীকার করলাম।

٨٥ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ○

৮৫. কিন্তু আমার আযাব দেখার পর তাদের ঈমান গ্রহণ কোনো উপকারে আসার নয়। কারণ, এটাই আল্লাহর সুনির্ধারিত বিধান যা সবসময় তাঁর বান্দাদের মধ্যে চালু ছিল। সে সময় কাফেররা ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেল।

সূরা হা-মীম আস সাজদাহ

৪১

নামকরণ

দু'টি শব্দের সমন্বয়ে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। একটি শব্দ حٰمٓ ও অপরটি السجدة। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যা শুরু হয়েছে হা-মীম শব্দ দিয়ে এবং যার মধ্যে এক স্থানে সিজদার আয়াত আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত অনুসারে এর নাযিল হওয়ার সময়কাল হচ্ছে হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমান আনার পর এবং হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমান আনার পূর্বে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাচীনতম জীবনীকার মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বিখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল-কারযীর বরাত দিয়ে এ কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন যে, একদিন কিছুসংখ্যক কুরাইশ নেতা মসজিদে হারামের মধ্যে আসর জমিয়ে বসেছিল এবং মসজিদের অন্য এক কোণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাকী বসেছিলেন। এটা এমন এক সময়ের ঘটনা যখন হযরত হামযা ঈমান এনেছিলেন এবং কুরাইশরা প্রতিনিয়ত মুসলমানদের সাংগঠনিক উন্নতি দেখে অস্থির হয়ে উঠছিল। এ সময় 'উতবা ইবনে রাবী'আ (আবু সুফিয়ানের শ্বশুর) কুরাইশ নেতাদের বললেন, ভাইসব! আপনারা যদি ভালো মনে করেন তাহলে আমি গিয়ে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আলাপ করতে এবং তাঁর কাছে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করতে পারি। সে হয়তো তার কোনোটি মেনে নিতে পারে এবং আমাদের কাছেও তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আর এভাবে সে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে। উপস্থিত সবাই তার সাথে একমত হলো এবং 'উতবা উঠে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বসলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে ফিরে বসলে সে বললো ঃ ভাতিজা! বংশ ও গোত্রের বিচারে তোমার কওমের মধ্যে তোমার যে মর্যাদা তুমি অবগত আছো। কিন্তু তুমি তোমার কওমকে এক মুসিবতের মধ্যে নিক্ষেপ করেছো। তুমি কওমের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছো। গোটা কওমকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছো। কওমের ধর্ম ও তাদের উপাস্যদের সমালোচনা করেছো এবং এমন কথা বলতে শুরু করেছো যার সারবস্তু হলো, আমাদের সকলের বাপ দাদা কাফের ছিল। এখন আমার কথা একটু মনোযোগ দিয়ে শোন। আমি তোমার কাছে কিছু প্রস্তাব রাখছি প্রস্তাবগুলো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো। "হয়তো তার কোনোটি তুমি গ্রহণ করতে পার।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আবুল ওয়ালীদ, আপনি বলুন, আমি শুনবো। সে বললো ঃ ভাতিজা, তুমি যে কাজ শুরু করেছো তা দিয়ে সম্পদ অর্জন যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমরা সবাই মিলে তোমাকে এতো সম্পদ দেব যে, তুমি আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে সম্পদশালী হয়ে যাবে। এভাবে তুমি যদি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে থাকো তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নিচ্ছি, তোমাকে ছাড়া কোনো বিষয়ে ফায়সালা করবো না। যদি তুমি বাদশাহী চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে দিচ্ছি। আর যদি তোমার ওপর কোনো জিন প্রভাব বিস্তার করে থাকে যাকে তুমি নিজে তাড়াতে সক্ষম নও তাহলে আমরা ভালো ভালো চিকিৎসক ডেকে নিজের খরচে তোমার চিকিৎসা করিয়ে দেই। 'উতবা এসব কথা বলছিলো আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপচাপ তার কথা শুনছিলেন। অতপর তিনি বললেন ঃ আবুল ওয়ালীদ! আপনি কি আপনার সব কথা বলেছেন ? সে বললো ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তাহলে এখন আমার কথা শুনুন। এরপর তিনি "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে এ সূরা তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন। 'উতবা তার দুই হাত পেছনের দিকে মাটিতে হেলান দিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে শুনতে থাকলো। সিজদার আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করে তিনি সিজদা করলেন এবং মাথা তুলে বললেন ঃ হে আবুল ওয়ালীদ, আমার জবাবও আপনি পেয়ে গেলেন। এখন যা ইচ্ছা করেন।" 'উতবা উঠে কুরাইশ নেতাদের আসরের দিকে অগ্রসর হলে লোকজন দূর থেকে তাকে দেখেই বললো ঃ আল্লাহর শপথ! উতবার চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। যে চেহারা নিয়ে সে গিয়েছিল এটা সেই চেহারা নয়। সে এসে বসলে লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ কি শুনে এলে ? সে বললো ঃ "আল্লাহর কসম! আমি এমন কথা শুনেছি যা এর আগে কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম ! এটা না কবিতা, না যাদু, না গণনা বিদ্যা। হে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ, আমার কথা শোন এবং তাকে তার কাজ করতে দাও। আমার বিশ্বাস, এ বাণী সফল হবেই। মনে করো আরবের লোকেরা যদি তার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে তাহলে নিজের ভাইয়ের গায়ে হাত তোলা থেকে তোমরা রক্ষা পেয়ে যাবে এবং অন্যরাই তাকে পরাভূত করবে। পক্ষান্তরে সে যদি আরবদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয় তাহলে তার রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব এবং তার সম্মান ও মর্যাদা তোমাদের সম্মান ও মর্যাদা হবে।" তার একথা শোনামাত্র কুরাইশ নেতারা বলে উঠলো ঃ "ওয়ালীদের বাপ,

শেষ পর্যন্ত তোমার ওপর তার যাদুর প্রভাব পড়লো" 'উতবা বললো ঃ "আমি আমার মতামত তোমাদের সামনে পেশ করলাম। এখন তোমাদের যা ইচ্ছা করতে থাকো।"–ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১৩-৩১৪।

আরো কতিপয় মুহাদ্দিস বিভিন্ন সনদে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে শব্দগত কিছু মতপার্থক্য আছে। ঐসব রেওয়ায়াতের কোনো কোনোটিতে একথাও আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিলাওয়াত করতে করতে যে সময়

فَإِنْ أَعْرَضُوْا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ ـ

(এখন যদি এসব লোক মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এদেরকে বলে দাও আমি তোমাদেরকে আদ ও সামূদ জাতির আযাবের মতো অকস্মাৎ আগমনকারী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি।) আয়াতটি পড়লেন তখন 'উতবা আপনা থেকেই তাঁর মুখের ওপর হাত চেপে ধরে বললো ঃ "আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের কওমের প্রতি সদয় হও।" পরে সে কুরাইশ নেতাদের কাছে তার এ কাজের কারণ বর্ণনা করেছে, এই বলে যে, আপনারা জানেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে যে কথা বের হয় তা সত্যে পরিণত হয়। তাই আমি আমাদের ওপর আযাব নাযিল না হয় এই ভেবে আতংকিত হয়ে পড়েছিলাম।–বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা–৯০-৯১, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৬২।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

'উতবার একথার জবাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বক্তব্য নাযিল হয়েছে তাতে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে অর্থহীন কথা বলেছে সেদিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করা হয়নি। কারণ, সে যা বলেছিল তা ছিল প্রকৃতপক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ত ও জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর হামলা। তার গোটা বক্তব্যের পেছনে এ অনুমান কাজ করছিল যে, তাঁর নবী হওয়া এবং কুরআনের অহী হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাই অনিবার্যরূপে তাঁর এ আন্দোলনের চালিকা শক্তি হয় ধন-সম্পদ এবং শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের প্রেরণা, নয়তো তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধিই লোপ পেয়ে বসেছে (নাউযুবিল্লাহ)। প্রথম ক্ষেত্রে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিকিকিনির কারবার করতে চাচ্ছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে একথা বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয় করছিল যে, আমরা নিজের খরচে আপনার উন্মাদ রোগের চিকিৎসা করে দিচ্ছি। একথা সুস্পষ্ট যে, বিরোধীরা যখন এ ধরনের মূর্খতার আচরণ করতে থাকে তখন তাদের এ কাজের জবাব দেয়া শরীফ সম্ভ্রান্ত মানুষের কাজ হয় না। তার কাজ হয় তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে নিজের বক্তব্য তুলে ধরা। কুরআনের দাওয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে সে সময় চরম হঠকারিতা ও অসচ্চরিত্রের মাধ্যমে যে বিরোধিতা করা হচ্ছিল 'উতবার বক্তব্য উপেক্ষা করে এখানে সেই বিরোধিতাকে আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো, আপনি যাই করেন না কেন আমরা আপনার কোনো কথাই শুনবো না। আমরা আমাদের মনের গায়ে চাদর ঢেকে দিয়েছি এবং কান বন্ধ করে দিয়েছি। আমাদের ও আপনার মাঝে একটি প্রাচীর আড়াল করে দাঁড়িয়েছে, যা আপনাকে ও আমাদের কখনো এক হতে দেবে না।

তারা তাঁকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিল, আপনি আপনার দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান, আপনার বিরোধিতায় আমাদের পক্ষে সম্ভবপর সবই আমরা করবো।

তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে যে কর্মসূচী তৈরি করেছিল তা হচ্ছে, যখনই তিনি কিংবা তাঁর অনুসারীদের কেউ সর্বসাধারণকে কুরআন শুনানোর চেষ্টা করবেন তখনই হৈ চৈ ও হট্টগোল সৃষ্টি করতে হবে এবং এতো শোরগোল করতে হবে যাতে কানে যেন কোনো কথা প্রবেশ না করে।

কুরআন মজীদের আয়াতসমূহের উল্টা পাল্টা অর্থ করে জনসাধারণের মধ্যে নানা রকম বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজ তারা পূর্ণ তৎপরতার সাথে চালিয়ে যাচ্ছিল। কোনো কথা বলা হলে তারা তাকে ভিন্ন রূপ দিতো। সরল-সোজা কথার বাঁকা অর্থ করতো। পূর্বাপর প্রসংগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক স্থানের একটি শব্দ এবং আরেক স্থানের একটি বাক্যাংশ নিয়ে তার সাথে নিজের পক্ষ থেকে আরো অধিক কথা যুক্ত করে নতুন নতুন বিষয়বস্তু তৈরি করতো যাতে কুরআন ও তার উপস্থাপনকারী রাসূল সম্পর্কে মানুষের মতামত খারাপ করা যায়।

অদ্ভূত ধরনের আপত্তিসমূহ উত্থাপন করতো যার একটি উদাহরণ এ সূরায় পেশ করা হয়েছে। তারা বলতো, আরবী ভাষাভাষী একজন মানুষ যদি আরবী ভাষায় কোনো কথা শোনায় তাতে মু'জিযার কি থাকতে পারে? আরবী তো তার মাতৃভাষা। যে কেউ ইচ্ছা করলে তার মাতৃভাষার একটি বাণী রচনা করে ঘোষণা করতে পারে যে, সেই বাণী তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল

হয়েছে। মুজিযা বলা যেতো কেবল তখনই যখন হঠাৎ কোনো ব্যক্তি তার অজানা কোনো ভাষায় একটি বিশুদ্ধ ও উন্নত সাহিত্য রস সমৃদ্ধ বক্তৃতা শুরু করে দিতো। তখনই বুঝা যেতো, এটা তার নিজের কথা নয়, বরং তা ওপরে কোথাও থেকে তার ওপর নাযিল হচ্ছে।

অযৌক্তিক ও অবিবেচনা প্রসূত এ বিরোধিতার জবাবে যা বলা হয়েছে তার সারকথা হলো ঃ

১. এ বাণী আল্লাহরই পক্ষ থেকে এবং আরবী ভাষায় নাযিলকৃত। এর মধ্যে যেসব সত্য স্পষ্টভাবে খোলামেলা বর্ণনা করা হয়েছে মূর্খেরা তাঁর মধ্যে জ্ঞানের কোনো আলো দেখতে পায় না। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারীরা সে আলো দেখতে পাচ্ছে এবং তা দ্বারা উপকৃতও হচ্ছে। এটা আল্লাহর রহমত যে, মানুষের হিদায়াতের জন্য তিনি এ বাণী নাযিল করেছেন। কেউ তাকে অকল্যাণ ভাবলে সেটা তার নিজের দুর্ভাগ্য। যারা এ বাণী কাজে লাগিয়ে উপকৃত হচ্ছে তাদের জন্য সু-খবর। কিন্তু যারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তাদের সাবধান হওয়া উচিত।

২. তোমরা যদি নিজেদের মনের ওপর পর্দা টেনে এবং কান বধির করে দিয়ে থাকো, সে অবস্থায় নবীর কাজ এটা নয় যে, যে শুনতে আগ্রহী তাকে শুনাবেন আর যে শুনতে ও বুঝতে আগ্রহী নয় জোর করে তার মনে নিজের কথা প্রবেশ করাবেন। তিনি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। যারা শুনতে আগ্রহী তিনি কেবল তাদেরকেই শুনাতে পারেন এবং যারা বুঝতে আগ্রহী কেবল তাদেরকেই বুঝাতে পারেন।

৩. তোমরা নিজেদের চোখ বন্ধ করে নাও আর মনের ওপর পর্দা টেনে দাও প্রকৃত সত্য এই যে, একজনই মাত্র তোমাদের আল্লাহ, তোমরা অন্য কোনো আল্লাহর বান্দা নও। তোমাদের হঠকারিতার কারণে এ সত্য কখনো পরিবর্তিত হওয়ার নয়। তোমরা যদি এ কথা মেনে নাও এবং সে অনুসারে নিজেদের কাজকর্ম শুধরে নাও তাহলে নিজেদেরই কল্যাণ সাধন করবে। আর যদি না মানো তাহলে নিজেরাই ধ্বংসের মুখোমুখি হবে।

৪. তোমরা কার সাথে শিরক ও কুফরী করছো সে বিষয়ে কি তোমাদের কোনো অনুভূতি আছে? তোমরা কি সেই আল্লাহর সাথে শিরক ও কুফরী করছো যিনি বিশাল ও অসীম এ বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন, যিনি যমীন ও আসমানের স্রষ্টা, যার সৃষ্ট কল্যাণসমূহ দ্বারা তোমরা এ পৃথিবীতে উপকৃত হচ্ছো এবং যার দেয়া রিযিকের দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছো? তাঁরই নগণ্য সৃষ্টিসমূহকে তোমরা তাঁর শরীক বানাচ্ছো আর এ বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করলে জিদ ও হঠকারিতা করে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো?

৫. ঠিক আছে, যদি মানতে প্রস্তুত না হও সে ক্ষেত্রে আদ ও সামূদ জাতির ওপর যে ধরনের আযাব এসেছিল অকস্মাত সে ধরনের আযাব আপতিত হওয়া সম্পর্কে সাবধান হয়ে যাও। এ আযাবও তোমাদের অপরাধের চূড়ান্ত শাস্তি নয়। বরং এর পরে আছে হাশরের জবাবদিহি ও জাহান্নামের আগুন।

৬. সেই মানুষ বড়ই দুর্ভাগা যার পেছনে এমন সব জিন ও মানুষ শয়তান লেগেছে যারা তাকে তার চারদিকেই শ্যামল-সবুজ মনোহর দৃশ্য দেখায়, তার নির্বুদ্ধিতাকে তার সামনে সুদৃশ্য বানিয়ে পেশ করে এবং তাকে কখনো সঠিক চিন্তা করতে দেয় না। অন্যের কথা শুনতেও দেয় না। এ শ্রেণীর নির্বোধ লোকেরা আজ এ পৃথিবীতে পরস্পরকে উৎসাহ দিচ্ছে ও লোভ দেখাচ্ছে এবং প্রত্যেকেই পরস্পরের প্রশ্রয় পেয়ে দিনকাল ভালই কাটাচ্ছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন দুর্ভাগ্যের পালা আসবে তখন তাদের প্রত্যেকেই বলবে, যারা আমাকে বিভ্রান্ত করেছিলো তাদের হাতে পেলে পায়ের তলায় পিষে ফেলতাম।

৭. এ কুরআন একটি অপরিবর্তনীয় গ্রন্থ। তোমরা নিজেদের হীন চক্রান্ত এবং মিথ্যার অস্ত্র দিয়ে তাকে পরাস্ত করতে পারবে না। বাতিল পেছন থেকে আসুক, মুখোশ পরে আসুক কিংবা পরোক্ষভাবে আক্রমণ করুক কখনো তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে না।

৮. তোমরা যাতে বুঝতে পারো সে জন্য কুরআনকে আজ তোমাদের নিজেদের ভাষায় পেশ করা হচ্ছে। অথচ তোমরা বলছো, কোনো অনারব ভাষায় তা নাযিল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তোমাদের হিদায়াতের জন্য যদি আমি কুরআনকে আরবী ছাড়া ভিন্ন কোনো ভাষায় নাযিল করতাম তাহলে তোমরাই বলতে, এ কোন্ ধরনের তামাশা, আরব জাতির হিদায়াতের জন্য অনারব ভাষায় বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে যা এখানকার কেউই বুঝে না। এর অর্থ, হিদায়াত লাভ আদৌ তোমাদের কাম্য নয়। কুরআনকে না মানার জন্য নিত্য নতুন বাহানা তৈরি করছো মাত্র।

৯. তোমরা কি কখনো এ বিষয়টি ভেবে দেখেছো, যদি এটাই সত্য বলে প্রমাণিত হয় যে, এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তাহলে তা অস্বীকার করে এবং তার বিরোধিতায় এতদূর অগ্রসর হয়ে তোমরা কোন্ পরিণতির মুখোমুখি হবে?

১০. আজ তোমরা এ কুরআনকে মানছো না। কিন্তু অচিরেই নিজের চোখে দেখতে পাবে, এ কুরআনের দাওয়াত দশ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তোমরা নিজেরা তার কাছে পরাজিত হয়ে গিয়েছো। তখন তোমরা বুঝতে পারবে, ইতিপূর্বে তোমাদের যা বলা হয়েছিল তা ছিল সত্য।

বিরোধীদেরকে এসব জবাব দেয়ার সাথে সাথে এ চরম প্রতিকূল পরিবেশে ঈমানদারগণ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে যে সমস্যাবলীর সম্মুখীন ছিলেন সেদিকেও দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। মুমিনদের পক্ষে সে সময় তাবলীগ ও প্রচার তো দূরের কথা ঈমানের পথে টিকে থাকাও অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছিলো। যে ব্যক্তি সম্পর্কেই প্রকাশ হয়ে পড়তো যে, সে মুসলমান হয়ে গিয়েছে সে-ই শাস্তির যাঁতাকলে পিষ্ট হতো। শত্রুদের ভয়াবহ জোটবদ্ধতা এবং সর্বত্র বিস্তৃত শক্তির মুকাবিলায় তারা নিজেদেরকে একেবারেই অসহায় ও বন্ধুহীন মনে করছিলো। এ পরিস্থিতিতে প্রথমত এই বলে তাদেরকে সাহস যোগানো হয়েছে যে, তোমরা সত্যিই সত্যিই বান্ধব ও সহায়হীন নও। বরং যে ব্যক্তিই একবার আল্লাহকে তার রব মেনে নিয়ে সেই আকীদা ও পথ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে তার কাছে আল্লাহর ফেরেশতা নাযিল হয় এবং দুনিয়া থেকে শুরু করে আখেরাত পর্যন্ত তার সাথে থাকে। অতপর তাকে সাহস ও উৎসাহ যোগানো হয়েছে একথা বলে যে, সেই মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট যে নিজে সৎকাজ করে, অন্যদের আল্লাহর দিকে আহ্বান জানায় এবং সাহসিকতার সাথে বলে, আমি মুসলমান।

সেই সময় যে প্রশ্নটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে অত্যন্ত বিব্রতকর ছিল তা হচ্ছে, এসব জগদ্দল পাথর যখন এ আন্দোলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন এসব পাথরের মধ্য দিয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের রাস্তা কিভাবে বের করা যাবে ? এ প্রশ্নের সমাধানের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে, এসব প্রদর্শনীমূলক বাধার পাহাড় বাহ্যত অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু উত্তম নৈতিক চরিত্রের হাতিয়ার এমন হাতিয়ার যা ঐসব বাধার পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ করে গলিয়ে দেবে। ধৈর্যের সাথে উত্তম নৈতিক চরিত্রকে কাজে লাগাও এবং যখনই শয়তান উত্তেজনা সৃষ্টি করে অন্য কোনো হাতিয়ার ব্যবহার করতে উস্কানি দেবে তখনই আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।

❒

১. হা-মীম

২. এটা পরম দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়।

৩. এটি এমন এক গ্রন্থ যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আরবী ভাষার কুরআন। সেইসব লোকদের জন্য যারা জ্ঞানের অধিকারী

৪. সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনতেই পায় না।

৫. তারা বলে ঃ তুমি আমাদের যে বিষয়ের দিকে আহ্বান জানাচ্ছো সে বিষয়ের ব্যাপারে আমাদের মনের ওপর পর্দা পড়ে আছে, আমাদের কান বধির হয়ে আছে এবং তোমার ও আমাদের মাঝে একটি পর্দা আড়াল করে আছে। তুমি তোমার কাজ করতে থাকো আমরাও আমাদের কাজ করে যাবো।

৬. হে নবী! এদের বলে দাও, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয় যে, একজনই মাত্র তোমাদের ইলাহ কাজেই সোজা তাঁর প্রতি নিবিষ্ট হও এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। মুশরিকদের জন্য ধ্বংস

৭. যারা যাকাত দেয় না এবং আখেরাত অস্বীকার করে।

৮. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, নিশ্চিতভাবে তাদের জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে যার ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হবে না।

রুকূ' ঃ ২

৯. হে নবী! এদের বলো, তোমরা কি সেই আল্লাহর সাথে কুফরী করছো এবং অন্যদেরকে তাঁর সাথে শরীক করছো যিনি দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ? তিনিই বিশ্বজাহানের সবার রব।

১০. তিনি (পৃথিবীকে অস্তিত্ব দানের পর) ওপর থেকে তার ওপর পাহাড় স্থাপন করেছেন এবং তাতে বরকত দান করেছেন। আর তার মধ্যে সব প্রার্থীর জন্য[১] প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে সঠিক পরিমাপে খাদ্য সরবরাহ করেছেন। এসব কাজ চার দিনে হয়েছে।

١ حٰمٓ ۞

٢ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞

٣ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۞

٤ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۞

٥ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ۞

٦ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۞

٧ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۞

٨ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۞

٩ قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ۗ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۞

١٠ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ۗ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ

١١ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ○

১১. তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেছেন[২] যা সেই সময় কেবল ধূয়া ছিল। তিনি আসমান ও যমীনকে বললেন ঃ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তোমরা অস্তিত্ব ধারণ করো। উভয়ে বললো ঃ আমরা অনুগতদের মতোই অস্তিত্ব গ্রহণ করলাম।

١٢ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ۖ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ○

১২. তারপর তিনিদু দিনের মধ্যে সাত আসমান বানালেন এবং প্রত্যেক আসমানে তিনি তাঁর বিধান অহী করলেন। আর পৃথিবীর আসমানকে আমি উজ্জ্বল প্রদীপ দিয়ে সজ্জিত করলাম এবং ভালোভাবে সুরক্ষিত করে দিলাম। এসবই এক মহা পরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার পরিকল্পনা।

١٣ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ○

১৩. এখন যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এদের বলে দাও আদ ও সামূদের ওপর যে ধরনের আযাব নাযিল হয়েছিলো আমি তোমাদেরকে অকস্মাত সেই রূপ আযাব আসার ব্যাপারে সাবধান করছি।

١٤ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ○

১৪. সামনে ও পেছনে সবদিক থেকে যখন তাদের কাছে আল্লাহর রাসূল এলো এবং তাদেরকে বুঝালো আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না তখন তারা বললো ঃ আমাদের রব ইচ্ছা করলে ফেরেশতা পাঠাতে পারতেন। সুতরাং তোমাদেরকে যে জন্য পাঠানো হয়েছে আমরা তা মানি না।

١٥ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ○

১৫. তাদের অবস্থা ছিল এই যে, পৃথিবীতে তারা অন্যায়-ভাবে নিজেদেরকে বড় মনে করে বসেছিলো এবং বলতে শুরু করেছিল ঃ আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে ? তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকারই করে চললো।

١٦ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ○

১৬. অবশেষে আমি কতিপয় অকল্যাণকর দিনে তাদের ওপর প্রবল ঝড়ো বাতাস পাঠালাম যেন পার্থিব জীবনেই তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনাকর আযাবের মজা চাখাতে পারি। আখেরাতের আযাব তো এর চেয়েও অধিক অপমানকর। সেখানে কেউ তাদের সাহায্যকারী থাকবে না।

١٧ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

১৭. আর আমি সামূদের সামনে সত্য পথ পেশ করেছিলাম কিন্তু তারা পথ দেখার চেয়ে অন্ধ হয়ে থাকা পসন্দ করলো। অবশেষে তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের ওপর লাঞ্ছনাকর আযাব ঝাঁপিয়ে পড়লো।

১. অর্থাৎ সেই সমস্ত সৃষ্টির জন্যে যারা জীবিকার সন্ধানী।

২. এর অর্থ এই নয় যে, যমীন সৃষ্টির পর এবং তার মধ্যে বসতির ব্যবস্থা করার পর তিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন। এখানে 'অতপর' শব্দটি কালগত ক্রমের জন্য নয়, বরং বর্ণনার ক্রম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী বাক্যাংশ দ্বারা একথা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

১৮. যারা ঈমান এনেছিলো এবং গোমরাহী ও দুষ্কৃতি থেকে দূরে অবস্থান করতো আমি তাদেরকে রক্ষা করলাম।

রুকূ' ঃ ৩

১৯. আর সেই সময়ের কথাও একটু চিন্তা করো যখন আল্লাহর এসব দুশমনকে জাহান্নামের দিকে যাওয়ার জন্য পরিবেষ্টিত করা হবে।[৩] তাদের অগ্রবর্তীদেরকে পশ্চাদবর্তীদের আগমন করা পর্যন্ত থামিয়ে রাখা হবে।[৪]

২০. পরে যখন সবাই সেখানে পৌঁছে যাবে তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের দেহের চামড়া তারা পৃথিবীতে কি করতো সে সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

২১. তারা তাদের শরীরের চামড়াসমূহকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন ? তারা জবাব দেবে, সেই আল্লাহই আমাদের বাকশক্তি দান করেছেন যিনি প্রতিটি বস্তুকে বাকশক্তি দান করেছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর এখন তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

২২. পৃথিবীতে অপরাধ করার সময় যখন তোমরা গোপন করতে তখন তোমরা চিন্তাও করোনি যে, তোমাদের নিজেদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের দেহের চামড়া কোনো সময় তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তোমরা তো বরং মনে করেছিলে, তোমাদের বহুসংখ্যক কাজকর্মের খবর আল্লাহও রাখেন না।

২৩. তোমাদের এ ধারণা—যা তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে করেছিলে—তোমাদের সর্বনাশ করেছে এবং এর বদৌলতেই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো।

২৪. এ অবস্থায় তারা ধৈর্যধারণ করুক (বা না করুক) আগুনই হবে তাদের ঠিকানা। তারা যদি প্রত্যাবর্তনের সুযোগ চায় তাহলে কোনো সুযোগ দেয়া হবে না।

২৫. আমি তাদের ওপর এমন সব সঙ্গী চাপিয়ে দিয়েছিলাম যারা তাদেরকে সামনের ও পেছনের প্রতিটি জিনিস সুদৃশ্য করে দেখাতো। অবশেষে তাদের ওপরও আযাবের সেই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হলো যা তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানব দলসমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিলো। নিশ্চিতভাবেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিলো।

(١٨) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ○

(١٩) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ○

(٢٠) حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

(٢١) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

(٢٢) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ○

(٢٣) وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

(٢٤) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۖ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ○

(٢٥) وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ○

৩. মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা—'যখন তাদেরকে আল্লাহর আদালতে পেশ করার জন্যে ঘিরে নিয়ে আসা হবে।' কিন্তু যেহেতু তাদের পরিণাম শেষ পর্যন্ত নরকে প্রবেশ করা, সেজন্য বলা হয়েছে—'জাহান্নামের দিকে যাবার জন্য পরিবেষ্টিত হবে।'

৪. অর্থাৎ এক এক বংশ ও এক এক প্রজন্মের হিসাব করে একের পর এক তাদের ফায়সালা করা হবে না। বরং সমস্ত পূর্ব ও পরের বংশকে একই সময়ে একত্র করা হবে এবং সকলের একই সাথে হিসাব গ্রহণ করা হবে। কেননা প্রত্যেক পরবর্তী বংশধরের সৎ বা অসৎ হওয়ার ব্যাপারে তার পূর্ববর্তী বংশধরের পরিত্যক্ত ধর্মীয় বা নৈতিক উত্তরাধিকারের অংশ অন্তর্ভুক্ত আছে।

রুকূ’ ঃ ৪

২৬. এসব কাফেররা বলে, এ কুরআন তোমরা কখনো শুনবে না। আর যখন তা শুনানো হবে তখন হট্টগোল বাধিয়ে দেবে। হয়তো এভাবে তোমরা বিজয়ী হবে।

২৭. আমি এসব কাফেরদের কঠিন শাস্তির মজা চাখাবো এবং যে জঘন্যতম তৎপরতা তারা চালিয়ে যাচ্ছে তার পুরো বদলা তাদের দেবো।

২৮. প্রতিদানে আল্লাহর দুশমনরা যা লাভ করবে তা হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানেই হবে তাদের চিরদিনের বাসস্থান। তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো। এটা তাদের সেই অপরাদের শাস্তি।

২৯. সেখানে এসব কাফের বলবে, হে আমাদের রব! সেই সব জিন ও মানুষদেরকে আমাদের দেখিয়ে দাও যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিলো। আমরা তাদের পদদলিত করবো, যাতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়।

৩০. যারা ঘোষণা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, অতপর তার ওপরে দৃঢ় ও স্থির থেকেছে,[৫] নিশ্চিত তাদের কাছে ফেরেশতারা আসে এবং তাদের বলে, ভীত হয়ো না, দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশী হও তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

৩১. আমরা এ দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু এবং আখেরাতেও। সেখানে তোমরা যা চাইবে তাই পাবে। আর যে জিনিসেরই আকাঙ্ক্ষা করবে তাই লাভ করবে।

৩২. এটা সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে মেহমানদারীর আয়োজন যিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

রুকূ’ ঃ ৫

৩৩. সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎকাজ করলো এবং ঘোষণা করলো আমি মুসলমান।

৩৪. হে নবী! সৎকাজ ও অসৎকাজ সমান নয়। তুমি অসৎকাজকে সেই নেকী দ্বারা নিবৃত্ত করো যা সবচেয়ে ভালো। তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে।

٢٦ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ۝

٢٧ فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

٢٨ ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ؕ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۝

٢٩ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ۝

٣٠ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝

٣١ نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ۝

٣٢ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ۝

٣٣ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

٣٤ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ۝

৫. অর্থাৎ মাত্র আকস্মিক কখনো আল্লাহ আলাকে নিজের প্রভু বলে স্বীকার করে ক্ষান্ত হয়নি। এবং এ ভুলও করেনি যে—আল্লাহ তা'কে নিজের প্রভু বলে স্বীকার করে চলার সাথে সাথে অন্যান্যদেরকেও নিজের প্রভু রূপে গণ্য করে চলে। বরং একবার এ আকীদা (বিশ্বাস) গ্রহণ করার পর সারাটি জীবন এ বিশ্বাসের ওপর স্থির থাকে। এর মুকাবিলার জন্য কোনো আকীদা গ্রহণ করেনি ও এ আকীদার সাথে কোনো ভ্রান্ত সংমিশ্রণ ঘটায়নি এবং নিজের বাস্তব জীবনেও তাওহীদের আকীদার দাবীসমূহ পূর্ণ করতে থাকে।

৩৫. ধৈর্যশীল ছাড়া এ গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না। এবং অতি ভাগ্যবান ছাড়া এ মর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না।

৩৬. যদি তোমরা শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো প্ররোচনা আঁচ করতে পার তাহলে আল্লাহর আশ্রয়[৬] প্রার্থনা করো তিনি সবকিছু শোনেন এবং জানেন।

৩৭. এ রাত ও দিন এবং চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনের অন্তরভুক্ত। সূর্য ও চাঁদকে সিজদা করো না, সেই আল্লাহকে সিজদা করো যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, যদি সত্যিই তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী হও।

৩৮. কিন্তু যদি অহংকার করে এসব লোকেরা নিজেদের কথায় গোঁ ধরে থাকে। তবে পরোয়া নেই। যেসব ফেরেশতা তোমার রবের সান্নিধ্য লাভ করেছে তারা রাত দিন তাঁর তাসবীহ বর্ণনা করছে এবং কখনো ক্লান্ত হয় না।

৩৯. আর এটিই আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি যে তোমরা দেখতে পাও ভূমি শুষ্ক শস্যহীন পড়ে আছে। অতপর আমি যেই মাত্র সেখানে পানি বর্ষণ করি অকস্মাত তা অঙ্কুরোদগমে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে। যে আল্লাহ এ মৃত ভূমিকে জীবন্ত করে তোলেন, নিশ্চিতভাবেই তিনি মৃতদেরকেও জীবন দান করবেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

৪০. যারা আমার আয়াতসমূহের উল্টা অর্থ করে তারা আমার অগোচরে নয়। নিজেই চিন্তা করে দেখো যে ব্যক্তিকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে সেই ব্যক্তিই ভালো না যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নিরাপদ অবস্থায় হাযির হবে সেই ভালো ? তোমরা যা চাও করতে থাকো, আল্লাহ তোমাদের সব কাজ দেখছেন।

৪১. এরা সেই সব লোক যাদের কাছে উপদেশ বাণী আসলে মানতে অস্বীকার করেছে। কিন্তু বাস্তব এই যে, এটি একটি মহা শক্তিশালী গ্রন্থ।

৪২. বাতিল না পারে সামনে থেকে এর ওপর চড়াও হতে, না পারে পেছন থেকে।[৭] এটা মহাজ্ঞানী ও পরম প্রশংসিত সত্তার নাযিলকৃত জিনিস।

(৩৫) وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ○

(৩৬) وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

(৩৭) وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

(৩৮) فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ ○

(৩৯) وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

(৪০) اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

(৪১) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ○

(৪২) لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ○

৬. শয়তানের প্ররোচনার অর্থ—ক্রোধের উদ্ভব ঘটানো যখন মানুষ অনুভব করে যে—গাল-মন্দকারী ও অপবাদদানকারী বিরোধীদের কথায় অন্তরের মধ্যে ক্রোধের উদয় হচ্ছে এবং তুর্কি-বতুর্কি জবাব দেবার জন্যে প্রবৃত্তি উদ্যত তখন তার তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে—এ হচ্ছে শয়তান যে তাকে অভদ্র ও অশালীন বিরোধীদের পর্যায়ে নেমে আসার জন্য প্ররোচিত করছে।

৭. সামনে থেকে আসতে না পারার অর্থ হচ্ছে কুরআনের প্রতি প্রত্যক্ষ আক্রমণ করে যদি কোনো ব্যক্তি তার কোনো কথাকে ভুল ও কোনো শিক্ষাকে মিথ্যা ও ভ্রষ্ট প্রমাণ করতে চায় তবে তাতে সে সফলকাম হতে পারবে না। পিছন থেকে আসতে না পারার অর্থ হচ্ছে—কেয়ামত পর্যন্ত কখনো কোনো এরূপ তত্ত্ব ও সত্য আবিষ্কৃত হতে পারে না যা কুরআনের উপস্থাপিত সত্যসমূহের বিপরীত হবে, কোনো জ্ঞান, এরূপ উদ্ভূত হতে পারে না যাকে যথার্থপক্ষে

﴿٤٣﴾ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ۝

৪৩. হে নবী! তোমাকে যা বলা হচ্ছে তার মধ্যে কোনো বিষয়ই এমন নেই যা তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদের বলা হয়নি। নিসন্দেহে তোমার রব বড় ক্ষমাশীল এবং অতীব কষ্টদায়ক শাস্তিদাতা ও বটে।

﴿٤٤﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ۝

৪৪. আমি যদি একে আজমী কুরআন বানিয়ে পাঠাতাম তাহলে এসব লোক বলতো, এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি কেন ? কি আশ্চর্য কথা, আজমী বাণীর শ্রোতা[৮] আরবী ভাষাভাষী! এদের বলো, এ কুরআন মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রোগমুক্তি বটে। কিন্তু যারা ঈমান আনে না এটা তাদের জন্য পর্দা ও চোখের আবরণ। তাদের অবস্থা হচ্ছে এমন যেন দূর থেকে তাদেরকে ডাকা হচ্ছে।

রুকূ' ঃ ৬

﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝

৪৫. এর আগে আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। সে কিতাব নিয়েও এ মতানৈক্য হয়েছিল। তোমার রব যদি পূর্বেই একটি বিষয় ফায়সালা না করে থাকতেন তাহলে এ মতানৈক্যকারীদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হতো। প্রকৃত ব্যাপার হলো, এসব লোক সে ব্যাপারে চরম অস্বস্তিকর সন্দেহে নিপতিত।

﴿٤٦﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ۝

৪৬. যে নেক কাজ করবে সে নিজের জন্যই কল্যাণ করবে। আর যে দুষ্কর্ম করবে তার মন্দ পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। তোমার রব বান্দাদের জন্য যালেম নন।

﴿٤٧﴾ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ۝

৪৭. সেই সময়ের[৯] জ্ঞান আল্লাহর কাছেই ফিরে যায় এবং সেসব ফল সম্পর্কেও তিনিই অবহিত যা সবেমাত্র তার কুঁড়ি থেকে বের হয়। তিনিই জানেন কোন্ মাদি গর্ভধারণ করেছে এবং কে বাচ্চা প্রসব করেছে। যেদিন তিনি এসব লোকদের ডেকে বলবেন, "আমার সেইসব শরীকরা কোথায় ?" তারা বলবে ঃ আমরা তো বলেছি, আজ আমাদের কেউ-ই এ সাক্ষ্য দিবে না।

জ্ঞান বলা যায় এবং যা কুরআন বর্ণিত জ্ঞানকে খণ্ডন করতে পারে, কোনো অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ এরূপ হতে পারে না যা একথা প্রমাণ করতে পারে যে—আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা-চারিত্রিকতা, আইন-কানুন, সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি-সমাজনীতি এবং কৃষ্টি ও রাজনীতি বিষয়ে কুরআন মানুষকে যে পথপ্রদর্শন করেছে তা সঠিক নয়, তা ভ্রান্ত।

৮. এ সেই হঠকারিতার একটি দৃষ্টান্ত যার দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুকাবিলা করা হচ্ছিল। কাফেররা বলতো–মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন আরব, সুতরাং তিনি যদি আরবী ভাষায় কুরআন পেশ করেন তবে কিভাবে একথা বিশ্বাস বা ধারণা করা যায় যে—তিনি নিজেই একথা গড়েননি, আল্লাহ তাঁর প্রতি এ বাণী অবতীর্ণ করেছেন। এ বাণীকে আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ বাণী বলে মাত্র তখনই মানা যেতে পারতো যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অজ্ঞানা কোনো ভাষায় যথা ফারসী বা রোমক বা গ্রীক ভাষায় অনর্গল ভাষণ দিতে শুরু করতো। এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলছেন—এখন তাদের নিজের ভাষায় যে ভাষা তারা বুঝতে পারে যখন কুরআন প্রেরণ করা হয়েছে তখন তারা এ অভিযোগ করছে যে—একজন আরবের মাধ্যমে আরবী ভাষায় কেন এ বাণী অবতীর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু যদি অন্য কোনো ভাষায় এ বাণী প্রেরণ করা হতো তবে তখন এ লোকেরাই অভিযোগ করতো যে, ব্যাপারটি তো বেশ ! আরব জাতির মধ্যে একজন আরবকে রসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছে, কিন্তু তার প্রতি বাণী অবতীর্ণ করা হলো এরূপ এক ভাষায় যা না বুঝেন নিজের রসূল, আর না বুঝেন তার জাতি।'

৯. অর্থাৎ কিয়ামত।

٤٨ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ○

৪৮. তখন সেই সব উপাস্যের সবাই এদের সামনে থেকে উধাও হয়ে যাবে যাদের এরা ইতিপূর্বে ডাকতো। এসব লোক বুঝতে পারবে এখন তাদের জন্য কোনো আশ্রয়স্থল নেই।

٤٩ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ○

৪৯. কল্যাণ চেয়ে দোয়া করতে মানুষ কখনো ক্লান্ত হয় না। আর যখন কোনো অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হতাশ ও মনভাঙা হয়ে যায়।

٥٠ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ○

৫০. কিন্তু কঠিন সময় কেটে যাওয়ার পর যেই মাত্র আমি তাকে আমার রহমতের স্বাদ চাখাই সে বলতে থাকে, আমি তো এরই উপযুক্ত। আমি মনে করি না কিয়ামত কখনো আসবে। তবে সত্যিই যদি আমাকে আমার রবের কাছে নিয়ে হাযির করা হয় তাহলে সেখানেও আমার জন্য থাকবে মজা করার উপকরণসমূহ। অথচ আমি নিশ্চিত-রূপেই কাফেরদের জানিয়ে দেব তারা কি কাজ করে এসেছে। আর তাদেরকে আমি অত্যন্ত জঘন্য শাস্তির মজা চাখাবো।

٥١ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ○

৫১. আমি যখন মানুষকে নিয়ামত দান করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং গর্বিত হয়ে ওঠে। কিন্তু যখনই কোনো অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন লম্বা চওড়া দোয়া করতে শুরু করে।

٥٢ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ○

৫২. হে নবী! এদের বলে দাও, তোমরা কি কখনো একথা ভেবে দেখেছো যে, সত্যিই এ কুরআন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে আর তোমরা তা অস্বীকার করতে থাকো তাহলে সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হবে যে এর বিরোধিতায় বহুদূর অগ্রসর হয়েছে।

٥٣ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ○

৫৩. অচিরেই আমি এদেরকে সর্বত্র আমার নিদর্শনসমূহ দেখাবো এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও। যাতে এদের কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ কুরআন যথার্থ সত্য। এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার রব প্রতিটি জিনিস দেখছেন?

٥٤ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ○

৫৪. জেনে রাখো, এসব লোক তাদের রবের সাথে সাক্ষাত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। শুনে রাখো, তিনি সব জিনিসকে পরিবেষ্টন করে আছেন।[১০]

১০. অর্থাৎ কোনো জিনিস না আছে তাঁর আধিপত্যের বাইরে আর না আছে তাঁর জ্ঞানের অগোচরে।

সূরা আশ শূরা

৪২

নামকরণ

৩৮ আয়াতের وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ আয়াতাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। এ নামের তাৎপর্য হলো, এটি সেই সূরা যার মধ্যে শূরা শব্দটি আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনা থেকে এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল জানা যায়নি। তবে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট জানা যায়, সূরাটি حم السجدة সূরা নাযিল হওয়ার পরপরই নাযিল হয়েছে। কারণ, এ সূরাটিকে সূরা হা-মীম আস সাজদার এক রকম সম্পূরক বলে মনে হয়। যে ব্যক্তিই মনযোগ সহকারে প্রথমে সূরা হা-মীম আস সাজদা পড়বে এবং তারপর এ সূরা পাঠ করবে সে-ই এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবে।

সে দেখবে এ সূরাটিতে কুরাইশ নেতাদের অন্ধ ও অযৌক্তিক বিরোধিতার ওপর বড় মোক্ষম আঘাত হানা হয়েছিল। এভাবে পবিত্র মক্কা ও তার আশেপাশের এলাকায় অবস্থানকারী যাদের মধ্যেই নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও যুক্তিবাদিতার কোনো অনুভূতি আছে তারা জানতে পারবে জাতির উচ্চস্তরের লোকেরা কেমন অন্যায়ভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করছে আর তাদের মুকাবিলায় তাঁর কথা কত ভারসাম্যপূর্ণ, ভূমিকা কত যুক্তিসঙ্গত এবং আচার-আচরণ কত ভদ্র। ঐ সতর্কীকরণের পরপরই এ সূরা নাযিল করা হয়েছে। ফলে এটি যথাযথভাবে দিক নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছে এবং একান্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলনের বাস্তবতা বুঝিয়ে দিয়েছে। কাজেই যার মধ্যেই সত্য প্রীতির কিছুমাত্র উপকরণ আছে এবং জাহেলিয়াতের গোমরাহীর প্রেমে যে ব্যক্তি একেবারে অন্ধ হয়ে যায়নি তার পক্ষে এর প্রভাবমুক্ত থাকা ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

কথা শুরু করা হয়েছে এভাবে ঃ তোমরা আমার নবীর পেশকৃত বক্তব্য শুনে এ কেমন আজেবাজে কথা বলে বেড়াচ্ছ? কোনো ব্যক্তির কাছে অহী আসা এবং তাকে মানবজাতির পথপ্রদর্শনের হিদায়াত বা পথনির্দেশনা দেয়া কোনো নতুন বা অদ্ভুত কথা নয় কিংবা কোনো অগ্রহণযোগ্য ঘটনাও নয় যে, ইতিহাসে এ বারই সর্বপ্রথম এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এর আগে আল্লাহ নবী-রসূলদের কাছে এ রকম দিকনির্দেশনা দিয়ে একের পর এক অনুরূপ অহী পাঠিয়েছেন। আসমান ও যমীনের অধিকর্তাকে উপাস্য ও শাসক মেনে নেয়া অদ্ভুত ও অভিনব কথা নয়। তাঁর বান্দা হয়ে, তাঁর খোদায়ীর অধীনে বাস করে অন্য কারো খোদায়ী মেনে নেয়াটাই বরং অদ্ভুত ও অভিনব ব্যাপার। তোমরা তাওহীদ পেশকারীর প্রতি ক্রোধান্বিত হচ্ছো। অথচ বিশ্ব-জাহানের মালিকের সাথে তোমরা যে শিরক করছো তা এমন মহা অপরাধ যে আকাশ যদি তাতে ভেঙ্গে পড়ে তাও অসম্ভব নয়। তোমাদের এ ধৃষ্টতা দেখে ফেরেশতারাও অবাক। তারা এই ভেবে সর্বক্ষণ ভীত সন্ত্রস্ত যে কি জানি কখন তোমাদের ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসে।

এরপর মানুষকে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তিকে নবী হিসেবে নিয়োজিত করা এবং সেই ব্যক্তির নিজেকে নবী বলে পেশ করার অর্থ এ নয় যে, তাঁকে আল্লাহর সৃষ্টির ভাগ্য বিধাতা বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সেই দাবী নিয়েই সে মাঠে নেমেছে। সবার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ নিজের হাতেই রেখেছেন। নবী এসেছেন শুধু গাফিলদের সাবধান এবং পথভ্রষ্টদের পথ দেখাতে। তাঁর কথা অমান্যকারীদের কাছে জবাবদিহি চাওয়া এবং তাদেরকে আযাব দেয়া বা না দেয়া আল্লাহর নিজের কাজ। নবীকে এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। তাই তোমাদের সমাজের তথাকথিত ধর্মীয় নেতা ও পীর ফকীররা যে ধরনের দাবী করে অর্থাৎ যে তাদের কথা মানবে না, কিংবা তাদের সাথে বেআদবী করে তারা তাকে জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, নবী এ ধরনের কোনো দাবী নিয়ে এসেছেন বলে মনে করে থাকলে সে ভ্রান্ত ধারণা মন-মগজ থেকে ঝেড়ে ফেলো। এ প্রসঙ্গে মানুষকে একথাও বলা হয়েছে যে, নবী তোমাদের অকল্যাণ কামনার জন্য আসেননি। তিনি বরং তোমাদের কল্যাণকামী। তোমরা যে পথে চলছো সে পথে তোমাদের নিজেদের ধ্বংস রয়েছে, তিনি শুধু এ বিষয়ে তোমাদের সতর্ক করছেন।

অতপর আল্লাহ জন্মগতভাবে মানুষকে সুপথগামী করে কেন সৃষ্টি করেননি এবং মতানৈক্যের এ সুযোগ কেন রেখেছেন, যে কারণে মানুষ চিন্তা ও কর্মের যে কোনো উল্টা বা সোজা পথে চলতে থাকে, এ বিষয়টির তাৎপর্য বুঝিয়েছেন। বলা হয়েছে, এ জিনিসের বদৌলতেই মানুষ যাতে আল্লাহর বিশেষ রহমত লাভ করতে পারে সে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। ইখতিয়ার বিহীন অন্যান্য সৃষ্টিকূলের জন্য এ সুযোগ নেই। এ সুযোগ আছে শুধু স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধিকারী সৃষ্টিকূলের জন্য যারা প্রকৃতিগতভাবে নয়, বরং জ্ঞানগতভাবে বুঝে শুনে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহকে নিজেদের অভিভাবক (PATRON, GUARDIAN) বানিয়েছে। যে মানুষ এ নীতি ও আচরণ গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে সাহায্য করার মাধ্যমে পথপ্রদর্শন করেন এবং সৎকাজের তাওফীক দান করে তাঁর বিশেষ রহমতের মধ্যে শামিল করে নেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তার স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার ভুল পন্থায় ব্যবহার করে যারা প্রকৃত অভিভাবক নয় এবং হতেও পারে না তাদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা এ রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষের ও গোটা সৃষ্টিকূলের অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ। অন্যরা না প্রকৃত অভিভাবক, না আছে তাদের প্রকৃত অভিভাবকত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার ক্ষমতা। মানুষ তার স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার প্রয়োগ করে নিজেদের অভিভাবক নির্বাচনে ভুল করবে না এবং যে প্রকৃতই অভিভাবক তাকেই অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে। এর ওপরেই তার সফলতা নির্ভর করে।

তারপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীন পেশ করছেন তা প্রকৃতপক্ষে কি সে বিষয়ে বলা হয়েছে ঃ

সেই দীনের সর্বপ্রথম ভিত্তি হলো, আল্লাহ যেহেতু বিশ্ব-জাহান ও মানুষের স্রষ্টা, মালিক এবং প্রকৃত অভিভাবক তাই মানুষের শাসনকর্তাও তিনি। মানুষকে দীন ও শরীয়ত (বিশ্বাস ও কর্মের আদর্শ) দান করা এবং মানুষের মধ্যেকার মতানৈক্য ও মতদ্বৈধতার ফায়সালা করে কোন্‌টি হক এবং কোন্‌টি নাহক তা বলে আল্লাহর অধিকারে অন্তরভুক্ত। অন্য কোনো সত্তার মানুষের জন্য আইনদাতা ও রচয়িতা (Law giver) হওয়ার আদৌ কোনো অধিকার নেই। অন্য কথায় প্রাকৃতিক সার্বভৌমত্বের মতো আইন প্রণয়নের সার্বভৌমত্বও আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। মানুষ বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তা এ সার্বভৌমত্বের ধারক হতে পারে না। কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর এ সার্বভৌমত্ব না মানে তাহলে তার আল্লাহর প্রাকৃতিক সার্বভৌমত্ব আনা অর্থহীন। এ কারণে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য প্রথম থেকেই একটি দীন নির্ধারিত করেছেন।

সে দীন ছিল একটিই। প্রত্যেক যুগে সমস্ত নবী-রসূলকে ঐ দীনটিই দেয়া হতো। কোনো নবীই স্বতন্ত্র কোনো ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন না। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য প্রথম দিন হতে ঐ দীনটিই নির্ধারিত হয়ে এসেছে এবং সমস্ত নবী-রসূল ছিলেন সেই দীনেরই অনুসারী ও আন্দোলনকারী।

শুধু মেনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকার জন্য সে দীন পাঠানো হয়নি। বরং পৃথিবীতে সেই দীনই প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত থাকবে এবং যমীনে আল্লাহর দীন ছাড়া অন্যদের রচিত দীন যেন প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে সবসময় এ উদ্দেশ্যেই তা পাঠানো হয়েছে। শুধু এ দীনের তাবলীগের জন্য নবী-রসূলগণ আদিষ্ট ছিলেন না, বরং কায়েম করার জন্য আদিষ্ট ছিলেন।

এটিই ছিল মানবজাতির মূল দীন। কিন্তু নবী-রসূলদের পরবর্তী যুগে স্বার্থান্বেষী মানুষেরা আত্মপ্রীতি, স্বেচ্ছাচার এবং আত্মম্ভরিতার কারণে স্বার্থের বশবর্তী হয়ে এ দীনের মধ্যে বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি করে নতুন নতুন ধর্ম সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীতে যত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম দেখা যায় তার সবই ঐ একমাত্র দীনকে বিকৃত করেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

এখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো তিনি যেন বহুবিধ পথ, কৃত্রিম ধর্মসমূহ এবং মানুষের রচিত দীনের পরিবর্তে সেই আসল দীন মানুষের সামনে পেশ করেন এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালান। এজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে তোমরা যদি আরো বিগড়ে যাও এবং সংঘাতের জন্য তৎপর হয়ে ওঠো তাহলে সেটা তোমাদের অজ্ঞতা। তোমাদের এ নির্বুদ্ধিতার কারণে নবী তাঁর কর্মতৎপরতা বন্ধ করে দেবেন না। তাঁকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আপনার ভূমিকায় অটল থাকেন এবং যে কাজের জন্য তিনি আদিষ্ট হয়েছেন তা সম্পাদন করেন। যেসব কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস এবং জাহেলী রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা ইতিপূর্বে আল্লাহর দীনকে বিকৃত করা হয়েছে তিনি তোমাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দীনের মধ্যে তা অন্তরভুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করবেন তোমরা তাঁর কাছে এ প্রত্যাশা করো না।

আল্লাহর দীন পরিত্যাগ করে অন্যদের রচিত দীন ও আইন গ্রহণ করা আল্লাহর বিরুদ্ধে কত বড় ধৃষ্টতা সে অনুভূতি তোমাদের নেই। নিজেদের দৃষ্টিতে তোমরা একে দুনিয়ার সাধারণ ব্যাপার মনে করছো। তোমরা এতে কোনো দোষ দেখতে পাও না। কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা জঘন্যতম শিরক এবং চরমতম অপরাধ। সেইসব লোককে এ শিরক ও অপরাধের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে যারা আল্লাহর যমীনে নিজেদের দীন চালু করেছে এবং যারা তাদের দীনের অনুসরণ ও আনুগত্য করেছে।

এভাবে দীনের একটি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করার পর বলা হয়েছে, তোমাদেরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য যেসব উত্তম পন্থা সম্ভব ছিল তা কাজে লাগানো হয়েছে। একদিকে আল্লাহ তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন। সে কিতাব অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক পন্থায় তোমাদের নিজের ভাষায় তোমাদের কাছে প্রকৃত সত্য পেশ করছে। অপরদিকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগী-সাথীদের জীবন তোমাদের সামনে বর্তমান, যা দেখে তোমরা জানতে পার এ কিতাবের দিক নির্দেশনায় কেমন মানুষ তৈরি হয়। এভাবেও যদি তোমরা হিদায়াত লাভ করতে না পার তাহলে দুনিয়ার আর কোনো জিনিসই তোমাদেরকে সঠিক পথে আনতে সক্ষম নয়। কাজেই এখন এর ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে, তোমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী যে গোমরাহীতে ডুবে আছো তার মধ্যেই ডুবে থাকো এবং এ রকম পথভ্রষ্টদের জন্য আল্লাহর কাছে যে পরিণতি নির্ধারিত আছে সেই পরিণতির মুখোমুখি হও।

এসব সত্য বর্ণনা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে সংক্ষেপে তাওহীদ ও আখেরাতের স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, দুনিয়া পূজার পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে, আখেরাতের শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে এবং কাফেরদের সেইসব নৈতিক দুর্বলতার সমালোচনা করা হয়েছে যা তাদের আখেরাত থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মূল কারণ ছিল। তারপর বক্তব্যের সমাপ্তি পর্যায়ে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে ঃ

এক ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনের প্রথম চল্লিশ বছর কিতাব কি–এ ধারণার সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন এবং ঈমান ও ঈমান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে একেবারে অনবহিত ছিলেন। তারপর হঠাৎ এ দুটি জিনিস নিয়ে তিনি মানুষের সামনে এলেন। এটা তাঁর নবী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

দুই ঃ তাঁর পেশকৃত শিক্ষাকে আল্লাহর শিক্ষা বলে আখ্যায়িত করার অর্থ এ নয় যে, তিনি আল্লাহর সাথে সামনা সামনি কথাবার্তা বলার দাবীদার। আল্লাহর এ শিক্ষা অন্য সব নবী-রসূলদের মতো তাঁকেও তিনটি উপায়ে দেয়া হয়েছে। এক. অহী, দুই. পর্দার আড়াল থেকে আওয়াজ দেয়া এবং তিন. ফেরেশতার মাধ্যমে পয়গাম। এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যাতে বিরোধীরা এ অপবাদ আরোপ করতে না পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সাথে সামনা সামনি কথা বলার দাবী করছেন। সাথে সাথে ন্যায়বাদী মানুষেরা যেন জানতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে মানুষটিকে নবুওয়াতের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে তাঁকে কোন্ কোন্ উপায় ও পন্থায় দিকনির্দেশনা দেয়া হয়।

❐

آياتها ٥٣ — ٤٢ سورة الشورى مكية — ركوعاتها ٥

আয়াত-৫৩ — ৪২-সূরা আশ্ শূরা-মাক্কী — রুকূ'-৫

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

﴿١﴾ حمٓ ﴿٢﴾ عٓسٓقٓ

﴿٣﴾ كَذٰلِكَ يُوحِيٓ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

﴿٤﴾ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

﴿٥﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

﴿٦﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِٓ أَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

﴿٧﴾ وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

﴿٨﴾ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلٰكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظّٰلِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

১. হা-মীম,

২. আইন সীন ক্বাফ

৩. মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময় আল্লাহ তোমার কাছে ও তোমার পূর্ববর্তীদের (রসূল) কাছে এভাবেই অহী পাঠিয়ে আসছেন।[১]

৪. আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তাঁর। তিনি সর্বোন্নত ও মহান।

৫. আসমান ওপর থেকে ফেটে পড়ার[২] উপক্রম হয়। ফেরেশতারা প্রশংসাসহ তাদের রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যায়। জেনে রাখো, প্রকৃতই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৬. যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে নিজেদের অভিভাবক[৩] বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহই তাদের তত্ত্বাবধায়ক। তুমি তাদের যিম্মাদার নও।

৭. হে নবী! এভাবেই আমি এ আরবী কুরআন অহী করে তোমার কাছে পাঠিয়েছি যাতে তুমি জনপদসমূহের কেন্দ্র (মক্কা নগরী) ও তার আশেপাশের অধিবাসীদের সতর্ক করে দাও এবং একত্রিত হওয়ার দিন সম্পর্কে ভয় দেখাও যার আগমনে কোনো সন্দেহ নেই। এক দলকে জান্নাতে যেতে হবে এবং অপর দলকে যেতে হবে জাহান্নামে।

৮. আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে এদের সবাইকে এক উম্মতের অন্তরভুক্ত করে দিতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতের মধ্যে শামিল করেন। যালেমদের না আছে কোনো অভিভাবক না আছে সাহায্যকারী।

১. অর্থাৎ যে কথা কুরআনে বর্ণিত হচ্ছে, একথাই অহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এবং পূর্ববর্তী রসূলদের প্রতিও তিনি এ একই বাণী অবতীর্ণ করে এসেছেন।

২. অর্থাৎ আল্লাহর উলুহিয়াতে কোনোভাবে কোনো সৃষ্ট বস্তুকে অংশীদার গণ্য করা কোনো মামুলি কথা নয়—এরূপ গুরুতর কঠিন কথা যে এর জন্যে যদি আসমান বিদীর্ণ হয়ে পতিত হয় তবে তা অসম্ভব কিছু নয়।

৩. মূলে اولياء (আউলিয়া) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় যার অর্থ খুবই ব্যাপক। বাতিল উপাস্যদের সম্পর্কে পথভ্রষ্ট মানুষের বিভিন্ন ধারণা-বিশ্বাস ও বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি রয়েছে। এসব ব্যাপারকে পবিত্র কুরআনে—'আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে নিজ 'ওলী' বানানো বলা হয়েছে। কুরআন অনুসারে মানুষ সেই সত্তাকে নিজের ওলী বলে গণ্য করলো—১. যার কথা মতো সে চলে, যার উপদেশ-নির্দেশ অনুযায়ী সে কাজ করে এবং যার নির্ধারিত পন্থা, প্রথা, বিধি ও শৃঙ্খলার সে অনুসরণ করে। ২. যার নেতৃত্বে সে বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে, তাকে সঠিক পথ দেখায় ও ভুল পথ থেকে তাকে রক্ষা করে। ৩. যার সম্পর্কে সে এ ধারণা করে যে—আমি দুনিয়াতে যাকিছু করি না কেন তার খারাপ পরিণতি থেকে এবং যদি আল্লাহ থেকে থাকেন পরকালের অস্তিত্বও সত্য হয় তবু তার শাস্তি থেকে সে তাকে রক্ষা করে নেবে এবং ৪. যার সম্পর্কে সে এ ধারণা করে যে, সে দুনিয়াতে অলৌকিক উপায়ে তার সাহায্য করে, বিপদ আপদ থেকে তাকে রক্ষা করে, তাকে জীবিকা অর্জনের উপায় দান করে, সন্তান-সন্ততি দান করে, তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে এবং অন্যান্য সকল প্রকার প্রয়োজনও পূর্ণ করে।

৯. এরা কি (এমনই নির্বোধ যে) তাকে বাদ দিয়ে অন্য অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে ? অভিভাবক তো একমাত্র আল্লাহ। তিনিই মৃতদের জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑨

রুকূ’ ঃ ২

১০. তোমাদের[৪] মধ্যে যে ব্যাপারেই মতানৈক্য হোক না কেন তার ফায়সালা করা আল্লাহর কাজ। সেই আল্লাহই আমার রব, আমি তাঁর ওপরেই ভরসা করেছি এবং তাঁর কাছেই আমি ফিরে যাই।

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ⑩

১১. আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, যিনি তোমাদের আপন প্রজাতি থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপ অন্যান্য জীবজন্তুর ও (তাদের নিজ প্রজাতি থেকে) জোড়া বানিয়েছেন এবং এ নিয়মে তিনি তোমাদের প্রজন্মের বিস্তার ঘটান। বিশ্ব-জাহানের কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সব কিছু শোনেন ও দেখেন।

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑪

১২. আসমান ও যমীনের ভাণ্ডারসমূহের চাবি তাঁরই হাতে, যাকে ইচ্ছা তিনি অঢেল রিযিক দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা মেপে দেন। তিনি সবকিছু জানেন।

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑫

১৩. তিনি তোমাদের জন্য দীনের সেই সব নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করেছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং (হে মুহাম্মদ) যা এখন আমি তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি। আর যার আদেশ দিয়েছিলাম আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে। তার সাথে তাগিদ করেছিলাম এই বলে যে, এ দীনকে কায়েম করো এবং এ ব্যাপারে পরস্পর ভিন্ন হয়ো না। (হে মুহাম্মদ) এ কথাটিই এসব মুশরিকের কাছে অত্যন্ত অপসন্দনীয় যার দিকে তুমি তাদের আহ্বান জানাচ্ছো। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আপন করে নেন এবং তিনি তাদেরকেই নিজের কাছে আসার পথ দেখান যারা তাঁর প্রতি রুজু করে।

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ⑬

১৪. মানুষের কাছে যখন জ্ঞান এসে গিয়েছিল তারপরই তাদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে। আর তা হওয়ার কারণ তারা একে অপরের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করতে চাচ্ছিলো। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মুলতবী রাখা হবে একথা যদি তোমার রব পূর্বেই ঘোষণা না করতেন তাহলে তাদের বিবাদের চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়া হতো। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, পূর্ববর্তীদের পরে যাদের কিতাবের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তারা সে ব্যাপারে বড় অস্বস্তিকর সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে।[৫]

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ⑭

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ اللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

১৫. যেহেতু এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাই হে মুহাম্মদ এখন তুমি সেই দীনের দিকেই আহ্বান জানাও এবং যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছো সেভাবে দৃঢ়তার সাথে তা আঁকড়ে ধরো এবং এসব লোকের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করো না। এদের বলে দাও, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তার ওপর ঈমান এনেছি। আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করি। আল্লাহই আমাদেরও রব এবং তোমাদেরও রব তিনিই। আমাদের কাজকর্ম আমাদের জন্য আর তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোনো বিবাদ নেই।[৬] একদিন আল্লাহ আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। তাঁর কাছেই সবাইকে যেতে হবে।"

وَالَّذِينَ يُحَآجُّونَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾

১৬. আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দান করার পরে যারা (সাড়াদানকারীদের সাথে) আল্লাহর দীনের ব্যাপারে বিবাদ করে আল্লাহর কাছে তাদের যুক্তি ও আপত্তি বাতিল। তাদের ওপর আল্লাহর গযব, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব।

اللّٰهُ الَّذِيٓ أَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾

১৭. এ কিতাব ও মিযান যথাযথভাবে আল্লাহই নাযিল করেছেন।[৭] তুমি তো জান না, চূড়ান্ত ফায়সালার সময় হয়তো অতি নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে।

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۗ أَلَآ إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلٰلٍ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾

১৮. যারা তা আসবে বলে বিশ্বাস করে না তারাই তার জন্য তাড়াহুড়া করে। কিন্তু যারা তা বিশ্বাস করে তারা তাকে ভয় করে। তারা জানে, অবশ্যই তা আসবে। ভালো করে শুনে নাও, যারা সেই সময়ের আগমনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য বিতর্ক করে তারা গোমরাহীর মধ্যে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে।

اللّٰهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾

১৯. আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান। যাকে যা ইচ্ছা তাই দান করেন। তিনি মহা শক্তিমান ও মহা পরাক্রমশালী।

৪. এখানে ১৬ আয়াতের শেষ পর্যন্ত, সম্পূর্ণ ভাষণ যদিও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 'অহী' (প্রত্যাদেশবাণী), কিন্তু এখানে বক্তা হচ্ছেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল্লাহ তাআলা নন। মহান মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা যেন নিজ নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে—'তুমি এ ঘোষণা কর।' এর দৃষ্টান্ত সূরা ফাতিহা। তা আল্লাহর বাণী বটে, কিন্তু বান্দাহ নিজের পক্ষ থেকে প্রার্থনা স্বরূপ তা আল্লাহর সমীপে পেশ করে।

৫. অর্থাৎ পরবর্তী বংশধরদের এ নিশ্চিত বিশ্বাস নেই যে, যে গ্রন্থগুলো তারা প্রাপ্ত হয়েছে সেগুলো কতটা নিজস্ব সঠিকরূপে বর্তমান আছে ও কতটা তার মধ্যে ভেজাল ও মিশ্রণ ঘটেছে। তাদের নবীরা কি শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন সে কথাও তারা নিশ্চিত বিশ্বাসসহ জানে না। প্রত্যেকটি জিনিস তাদের কাছে সন্দেহযুক্ত ও তাদের মনে জটিল উদ্বিগ্নতা সৃষ্টি করে।

৬. অর্থাৎ যুক্তি সংগত দলীল-প্রমাণ দ্বারা কথা বুঝানোর যে হক ছিল তা আমরা পূর্ণরূপে পালন করছি। সুতরাং এখন অনর্থক ঝগড়া-বিবাদ করে লাভ কি ? তোমরা করলেও আমরা তোমাদের সাথে ঝগড়া করতে প্রস্তুত নই।

৭. মীযান—তুলাদণ্ড অর্থাৎ আল্লাহর শরীয়ত যা তুলাদণ্ডের ন্যায় ওজন দ্বারা সঠিক ও বেঠিক, সত্য ও মিথ্যা, অত্যাচার ও ন্যায়বিচার, এবং ন্যায়পরতা ও অন্যায়পরতার পার্থক্য স্পষ্ট প্রকট করে দেয়।

রুকূ’ ঃ ৩

⑳ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ○

২০. যে আখেরাতের কৃষি ক্ষেত্র চায় আমি তার কৃষি ক্ষেত্র বাড়িয়ে দেই। আর যে দুনিয়ার কৃষি ক্ষেত্র চায় তাকে দুনিয়ার অংশ থেকেই দিয়ে থাকি। কিন্তু আখেরাতে তার কোনো অংশ নেই।

㉑ اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

২১. এসব লোক কি আল্লাহর এমন কোনো শরীককে বিশ্বাস করে যে এদের জন্য দীনের মতো এমন পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছে আল্লাহ যার অনুমোদন দেননি ?[৮] যদি ফায়সালার বিষয়টি পূর্বেই মীমাংসিত হয়ে না থাকতো তাহলে তাদের বিবাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়া হতো। এ যালেমদের জন্য নিশ্চিত কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।

㉒ تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ○

২২. তোমরা দেখতে পাবে, সে সময় এসব যালেম তাদের কৃতকর্মের যে ভয়াবহ পরিণামের আশংকা করতে থাকবে। আর সে পরিণাম তাদের জন্য আসবেই। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা জান্নাতের বাগ-বাগিচার মধ্যে অবস্থান করবে। তারা যা-ই চাইবে তা-ই তাদের রবের কাছে পাবে। এটাই বড় মেহেরবানী।

㉓ ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۗ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○

২৩. এটাই সেই জিনিস যার সুসংবাদ আল্লাহ তাঁর সেই সব বান্দাদের দেন যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে। হে নবী! এসব লোককে বলে দাও, এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। তবে আত্মীয়তার ভালোবাসা অবশ্যই চাই।[৯] যে কল্যাণ উপার্জন করবে আমি তার জন্য তার সেই কল্যাণের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দেব। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও নেক কাজের মর্যাদাদাতা।

৮. স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছে, এ আয়াতে ‘শরীকগণ’ অর্থে সেইসব শরীক নয় যাদের কাছে লোক দোআ প্রার্থনা করে, বা যাদের কাছে নিবেদন ও নৈবেদ্য সমর্পণ করে, অথবা যাদের সামনে পূজাপাটের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বরং এখানে ‘শরীকগণ’ অর্থ—সেই সব মানুষ যাদেরকে লোক ‘শরীক ফীল-হুকুম’—আদেশ দানে শরীক রূপে গণ্য ও মান্য করে। যাদের শেখানো চিন্তাধারা ও ধারণা-বিশ্বাস এবং মতবাদ ও দর্শনে মানুষ বিশ্বাসস্থাপন করে, যাদের দেয়া মূল্যমানগুলোকে লোক মান্য করে, যাদের উপস্থাপিত চারিত্রিক ও নৈতিক মূলনীতিগুলো এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির মানদণ্ডগুলোকে লোক গ্রহণ করে, যাদের নির্ধারিত আইন-বিধান, পন্থা-পদ্ধতিগুলোকে নিজেদের ধর্মীয় প্রথা অনুষ্ঠানে, উপাসনা-আনুগত্যে, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে, নিজেদের সমাজে, নিজেদের কৃষ্টিতে, নিজেদের ব্যবসায়ে ও লেনদেনে এবং নিজেদের রাজনীতি ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানে, এরূপভাবে অবলম্বন করে যেন এগুলোই হচ্ছে সেই শরীয়ত যার অনুসন্ধান করা তাদের অবশ্য কর্তব্য।

৯. এ আয়াতের তিন প্রকার ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে ঃ ১. আমি তোমাদের কাছে এ কাজের জন্য কোনো পুরস্কার চাই না, কিন্তু আমি অবশ্য এ চাই যে, তোমরা (অর্থাৎ কুরাইশরা) অন্ততঃপক্ষে সেই আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা কর যা আমার ও তোমাদের মধ্যে বর্তমান। “একি অত্যাচার যে, সব থেকে এগিয়ে এসে তোমরাই আমার শত্রুতায় উঠে পড়ে লেগে গেছো।” ২. “আমি এ কাজের জন্য তোমাদের কাছে এ ছাড়া অন্য কোনো পুরস্কার চাই না যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্যলাভের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হোক।” ৩. যেসব তাফসীরকারেরা তৃতীয় প্রকার তাফসীর করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মীয় অর্থে সমস্ত বনী আবদুল মুত্তালিবকে গ্রহণ করেন, এবং কেউ কেউ এর অর্থ মাত্র হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং তাঁদের বংশধর পর্যন্ত সীমিত রাখেন। কিন্তু কয়েকটি কারণে এ ব্যাখ্যা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রথমতঃ

﴿٢٤﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

২৪. এ লোকেরা কি বলে, এ ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে অপবাদ তৈরি করেছে ? আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার দিলের ওপর মোহর মেরে দিতেন।[১০] তিনি বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং নিজের আদেশে সত্যকে সত্য প্রমাণ করে দেখান। তিনি মনের গোপন বিষয়ও জানেন।

﴿٢٥﴾ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

২৫. তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা করেন। অথচ তোমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁর জানা আছে।

﴿٢٦﴾ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

২৬. তিনি ঈমানদার ও নেক আমলকারীদের দোয়া কবুল করেন এবং নিজের দয়ায় তাদের আরো অধিক দেন। কাফেরদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।

﴿٢٧﴾ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

২৭. আল্লাহ যদি তাঁর সব বান্দাদেরকে অঢেল রিযিক দান করতেন তাহলে তারা পৃথিবীতে বিদ্রোহের তুফান সৃষ্টি করতো কিন্তু তিনি একটি হিসাব অনুসারে যতটা ইচ্ছা নাযিল করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবহিত এবং তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

﴿٢٨﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

২৮. তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি মানুষদের নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং রহমত বিস্তার করে দেন। তিনি প্রশংসার যোগ্য অভিভাবক।

﴿٢٩﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ

২৯. এ আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং এ দু'জায়গায় তিনি যেসব প্রাণীকুল ছড়িয়ে রেখেছেন এবং এসব তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তরভুক্ত। যখন ইচ্ছা তিনি এদেরকে একত্র করতে পারেন।

রুকূ' ঃ ৪

﴿٣٠﴾ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

৩০. তোমাদের ওপর যে মুসিবতই এসেছে তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে এসেছে।[১১] বহুসংখ্যক অপরাধকে তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন।

যে সময় পবিত্র মক্কা নগরীতে সূরা শূরা অবতীর্ণ হয়েছিল সে সময় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিবাহ পর্যন্ত হয়নি : সন্তান-সন্ততির তো কথাই নেই। বনী আবদুল মুত্তালিবের সকলেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযোগিতা করছিল না, বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ খোলাখুলিভাবেই শত্রুদের সংগী ছিল এবং আবু লাহাবের শত্রুতা তো সারা দুনিয়ার লোকেই জানে। দ্বিতীয়ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়-স্বজন মাত্র বনী আবদুল মুত্তালিবই ছিল না। তাঁর সম্মানীয়া মাতা, তাঁর সম্মানীয় পিতা এবং তাঁর শ্রদ্ধেয়া স্ত্রী হযরত খাদিজার মাধ্যমে কুরাইশদের সমস্ত পরিবারের মধ্যে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। এসব পরিবারের মধ্যে তাঁর উত্তম সমর্থকরাও ছিলেন এবং নিকৃষ্টতম শত্রুও ছিল। তৃতীয়ত সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে একজন নবী যে উচ্চমর্যাদায় অবস্থান করে আল্লাহর প্রতি আহ্বানের আওয়াজ বুলন্দ করেন সেই উচ্চমর্যাদার স্থান থেকে এ বিরাট মহান কাজের জন্য এ পুরস্কার প্রার্থনা করা যে—'তোমরা আমার আত্মীয়-স্বজনকে ভালোবাস, এতটা নিম্নমানের কথা যে কোনো সুস্থ রুচি সম্পন্ন ব্যক্তি একথা ধারণাও করতে পারে না যে, আল্লাহ নিজের নবীকে একথা শিক্ষা দিয়েছেন এবং নবী কুরাইশগণের মধ্যে দাঁড়িয়ে একথা বলেছেন। এছাড়া যখন আমরা দেখি এ বাণীর সম্বোধন মুমিনদের প্রতি নয়, বরং কাফেরদের প্রতি, ওপর থেকে সমস্ত ভাষণটি তাদের প্রতি সম্বোধন করেই চলে আসছে এবং পরেও বক্তব্যের গতি তাদেরই দিকে, যখন একথা আরও বেশী অপ্রাসংগিক বলে মনে হয়। একথার পারম্পর্যে বিরোধীদের কাছে কোনো পুরস্কার দাবী করার প্রশ্নই বা কেমন করে আসতে পারে ? পুরস্কার তো সেই লোকদের কাছে চাওয়া হয় যাদের দৃষ্টিতে সেই কাজের কোনো মর্যাদা থাকে যে কাজটা কোনো ব্যক্তি তাদের জন্যে সম্পন্ন করেছে।

১০. অর্থাৎ হে নবী, ওরা তোমাকেও নিজেদের শ্রেণীর লোক ভেবে নিয়েছে, এরা যেমন নিজেরা নিজেদের স্বার্থের খাতিরে যত বড় মিথ্যা হোক না কেন বলতে দ্বিধা করে না, তারা মনে করেছে তুমিও সেই রকম নিজের দোকানদারী চমকানোর জন্য একটা মিথ্যা গড়ে নিয়ে এসেছ। কিন্তু এ আল্লাহ তাআলারই রহমত যে তিনি তোমার অন্তঃকরণকে তাদের অন্তরের ন্যায় মোহর যুক্ত করেননি।

১১. সে সময়ে পবিত্র মক্কা নগরীতে যে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল এখানে তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

٣١ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ

৩১. তোমরা তোমাদের আল্লাহকে পৃথিবীতে অচল ও অক্ষম করে দিতে সক্ষম নও এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোনো সহযোগী ও সাহায্যকারী নেই।

٣٢ وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلْجَوَارِ فِى ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَٰمِ

৩২. সমুদ্রের বুকে পাহাড়ের মতো দৃশ্যমান এসব জাহাজ তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তরভুক্ত।

٣٣ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

৩৩. আল্লাহ চাইলে বাতাসকে থামিয়ে দেবেন আর তখন সেগুলো সমুদ্রের বুকে নিশ্চল দাঁড়িয়ে যাবে।—এর মধ্যে সেইসব লোকদের প্রত্যেকের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে যারা পূর্ণমাত্রায় ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ।

٣٤ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا۟ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ

৩৪. অথবা তার আরোহীদের বহুসংখ্যক গোনাহ ক্ষমা করেও তাদেরকে কতিপয় কৃতকর্মের অপরাধে ডুবিয়ে দেবেন।

٣٥ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ

৩৫. আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে যারা বিতর্ক করে সেই সময় তারা জানতে পারবে, তাদের আশ্রয় লাভের কোনো জায়গা নেই।

٣٦ فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

৩৬. যা-ই তোমাদের দেয়া হয়েছে তা কেবল দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপকরণ মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা যেমন উত্তম তেমনি চিরস্থায়ী। তা সেইসব লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের ওপর নির্ভর করে,

٣٧ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا۟ هُمْ يَغْفِرُونَ

৩৭. যারা বড় বড় গোনাহ এবং লজ্জাহীনতার কাজ থেকে বিরত থাকে এবং ক্রোধ উৎপত্তি হলে ক্ষমা করে,

٣٨ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

৩৮. যারা তাদের রবের নির্দেশ মেনে চলে, নামায কায়েম করে এবং নিজেদের সব কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে চালায়, আমি তাদের যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।

٣٩ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ

৩৯. এবং তাদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করা হলে তার মুকাবিলা করে।[১২]

٤٠ وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ

৪০. খারাপের প্রতিদান সমপর্যায়ের খারাপ। অতপর যে মাফ করে দেয় এবং সংশোধন করে তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহর দায়িত্ব। আল্লাহ যালেমদের পসন্দ করেন না।

٤١ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ

৪১. আর যেসব লোক যুলুমের পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের তিরস্কার করা যায় না।

٤٢ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

৪২. তিরস্কারের উপযুক্ত তো তারা যারা অন্যদের ওপর যুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায় বাড়াবাড়ি করে। এসব লোকের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।

১২. এখান থেকে ৪৩ আয়াতের শেষ পর্যন্ত কথাগুলো পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

٤٣ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ○

৪৩. তবে যে ধৈর্যের সাথে কাজ করে এবং ক্ষমা প্রদর্শন করে তার সে কাজ মহত্তর সংকল্পদীপ্ত কাজের অন্তরভুক্ত।

রুকূ' ঃ ৫

٤٤ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ○

৪৪. আল্লাহ নিজেই যাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন আল্লাহ ছাড়া তাকে সামলানোর আর কেউ নেই। তোমরা দেখতে পাবে এসব যালেমরা যখন আযাব দেখবে তখন বলবে এখন কি ফিরে যাবারও কোনো পথ আছে ?

٤٥ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ۗ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ○

৪৫. তুমি দেখতে পাবে এদের জাহান্নামের সামনে আনা হলে অপমানে আনত হতে থাকবে এবং দৃষ্টির আড়ালে বাঁকা চোখে তাকে দেখতে থাকবে। যারা ঈমান এনেছিলো সেই সময় তারা বলবে ঃ প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা আজ কিয়ামতের দিন নিজেরাই নিজেদেরকে এবং নিজেদের সংশ্লিষ্টদেরকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। সাবধান ! যালেমরা চিরস্থায়ী আযাব ভোগ করতে থাকবে

٤٦ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ○

৪৬. এবং তাদের কোনো সহযোগী এবং অভিভাবক থাকবে না, যারা আল্লাহর মুকাবিলায় তাদের সাহায্য করবে। আল্লাহ নিজেই যাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন তার বাঁচার কোনো পথ নেই।

٤٧ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۚ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ○

৪৭. তোমরা তোমাদের রবের কথায় সাড়া দাও—সেই দিনটি আসার আগেই আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকে ফিরিয়ে দেয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। সেই দিন তোমাদের জন্য কোনো আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টাকারীও[১৩] কেউ থাকবে না।

٤٨ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ○

৪৮. এখন যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে হে নবী, আমি তো আপনাকে তাদের জন্য রক্ষক হিসেবে পাঠাইনি। কথা পৌঁছিয়ে দেয়াই কেবল তোমার দায়িত্ব। মানুষের অবস্থা এই যে, যখন আমি তাকে আমার রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন সে তার জন্য গর্বিত হয়ে ওঠে। আর যখন তার নিজ হাতে কৃত কোনো কিছু মুসিবত আকারে তার ওপর আপতিত হয় তখন সে চরম অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়।

১৩. মূল শব্দগুলো হচ্ছে مَالَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ এ বাক্যাংশের আরও কয়েকটি অর্থ আছে ঃ প্রথম—তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের কোনো একটি অস্বীকার করতে পারবে না। দ্বিতীয়—তোমরা ছদ্মবেশ বদল করে লুকাতে পারবে না। তৃতীয়—তোমাদের প্রতি যে ব্যবহারই করা হোক না কেন তার বিরুদ্ধে তোমরা কোনো অভিযোগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারবে না। চতুর্থ—তোমাদের যে অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ করা হবে তার পরিবর্তন করার কোনো সাধ্য তোমাদের থাকবে না।

৪৯. যমীন ও আসমানের বাদশাহীর অধিকর্তা আল্লাহ তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দেন।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۖ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ الذُّكُوْرَ ۝

৫০. যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়টিই দেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সবকিছু জানেন এবং সবকিছু করতে সক্ষম।

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاۗءُ عَقِيْمًا ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

৫১. কোনো মানুষই এ মর্যাদার অধিকারী নয় যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন। তিনি কথা বলেন হয় অহীর[১৪] (ইংগিত) মাধ্যমে, অথবা পর্দার আড়াল থেকে,[১৫] কিংবা তিনি কোনো বার্তাবাহক (ফেরেশতা) পাঠান এবং সে তাঁর হুকুমে তিনি যা চান অহী হিসেবে দেয়।[১৬] তিনি সুমহান ও সুবিজ্ঞ।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاۗئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝

৫২. এভাবেই (হে মুহাম্মদ), আমি আমার নির্দেশে তোমার কাছে এক রূহকে অহী[১৭] করেছি। তুমি আদৌ জানতে না কিতাব কি এবং ঈমানই বা কি। কিন্তু সেই রূহকে আমি একটি আলো বানিয়ে দিয়েছি যা দিয়ে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ দেখিয়ে থাকি। নিশ্চিত-ভাবেই আমি তোমাকে সোজা পথের দিকনির্দেশনা দান করছি।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۭ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِنَا ۭ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৫৩. সেই আল্লাহর পথের দিকে যিনি যমীন ও আসমানের সব জিনিসের মালিক। সাবধান, সবকিছু আল্লাহর দিকেই ফিরে যায়।

صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ۝

১৪. এখানে অহী অর্থ—'এলকা' 'এলহাম' অন্তরের মধ্যে কোনো কথা নিক্ষেপ করা—স্বপ্নে কিছু দেখানো—যেমন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখানো হয়েছিল।

১৫. অর্থাৎ বান্দাহ এক আওয়াজ শুনে, যে বক্তাকে দেখা পায় না। যেমন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা ঃ তূর পর্বতের পার্শ্বদেশস্থ একটি বৃক্ষ থেকে হঠাৎ তিনি আওয়াজ শুনতে শুরু করলেন। কিন্তু বক্তা তাঁর দৃষ্টিতে অদৃশ্য ছিল।

১৬. এ হচ্ছে 'অহী' আসার সেই রূপ যার মাধ্যমে সমস্ত আসমানী গ্রন্থ পয়গম্বরদের কাছে প্রেরিত হয়েছে।

১৭. 'এই প্রকারের'-এর অর্থ শেষোক্ত পদ্ধতি নয় ঃ বরং ওপরের আয়াতের উল্লেখিত তিন পদ্ধতি। এবং 'রূহ' এর অর্থ—'অহী' অথবা সেই শিক্ষা 'অহীর' মাধ্যমে যা নবী করীম স.-কে দান করা হয়েছে।

সূরা আয্ যুখরুফ

৪৩

নামকরণ

সূরার ৮৫ আয়াতের وَزُخْرُفًا শব্দ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরার মধ্যে زُخْرُفٌ 'যুখরুফ' শব্দ আছে এটা সেই সূরা।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে নাযিল হওয়ার সময়-কাল সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়, যে যুগে সূরা আল-মু'মিন, হা-মীম আস সাজদা ও আশ্ শূরা নাযিল হয়েছিল এ সূরাটিও সেই যুগেই নাযিল হয়। মক্কার কাফেররা যে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ সংহার করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল সেই সময় যে সূরাগুলো নাযিল হয়েছিল এ সূরাটিও তারই একটি বলে মনে হয়। সেই সময় মক্কার কাফেররা সভায় বসে বসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিভাবে হত্যা করা যায় তা নিয়ে পরামর্শ করতো। তাঁকে হত্যা করার জন্য একটি আক্রমণ সংঘটিতও হয়েছিল। ৭৯ ও ৮০ আয়াতে এ পরিস্থিতির প্রতি ইংগিত রয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

কুরাইশ ও আরববাসীরা যেসব জাহেলী আকীদা-বিশ্বাস ও কুসংস্কার আঁকড়ে ধরে চলছিল এ সূরায় প্রবলভাবে তার সমালোচনা করা হয়েছে এবং অত্যন্ত মযবুত ও হৃদয়গ্রাহী পন্থায় ঐগুলোর অযৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে যাতে সমাজের যেসব ব্যক্তির মধ্যে কিঞ্চিত যুক্তিবাদিতাও আছে তারা সবাই একথা চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, এসব কেমন ধরনের অজ্ঞতা যা আমাদের জাতি চরমভাবে আঁকড়ে ধরে বসে আছে আর যে ব্যক্তি এ আবর্ত থেকে আমাদের উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন আদাপানি খেয়ে তার বিরুদ্ধে লেগেছে।

বক্তব্যের সূচনা করা হয়েছে এভাবে যে, তোমরা চাচ্ছো তোমাদের দুষ্কর্মের ফলে এ কিতাব নাযিল হওয়া বন্ধ করে দেয়া হবে। কিন্তু আল্লাহ দুষ্কৃতিকারীদের কারণে কখনো নবী-রসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিল বন্ধ করেননি। বরং যে জালেমরা তাঁর হিদায়াতের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল তাদেরকেই ধ্বংস করে দিয়েছেন। এখনো তিনি তাই করবেন। পরে আরো একটু অগ্রসর হয়ে আয়াত, ৪১, ৪৩, ও ৭৯, ৮০-তে এ বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ সংহার করতে বদ্ধপরিকর ছিল তাদের শুনিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে, 'তুমি জীবিত থাক বা না থাক এ জালেমদের আমি শাস্তি দেবই। তাছাড়া দুষ্কৃতিকারীদেরকেও পরিষ্কার ভাষায় সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি আমার নবীর বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাক তাহলে আমিও সে ক্ষেত্রে একটি চরম পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।

এরপর যে ধর্মকে তারা বুকে আঁকড়ে ধরে আছে তা-কি সে সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং যেসব যুক্তি-প্রমাণ দেখিয়ে তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

এরা নিজেরাও স্বীকার করে যে, আল্লাহই যমীন, আসমান এবং এদের নিজেদের ও এদের উপাস্যদের সৃষ্টিকর্তা। এরা একথাও জানে এবং বিশ্বাস করে যে, যে নিয়ামত রাজি থেকে তারা উপকৃত হচ্ছে তা সবই আল্লাহর দেয়া। তারপরও আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক করার ব্যাপারে গোঁ ধরে থাকে।

বান্দাদেরকে আল্লাহর সন্তান বলে ঘোষণা করে তাও আবার মেয়ে সন্তান হিসেবে। অথচ নিজেদের জন্য মেয়ে সন্তানকে লজ্জা ও অপমান বলে মনে করে।

তারা ফেরেশতাদেরকে দেবী মনে করে নিয়েছে। নারীর আকৃতি দিয়ে তাদের মূর্তি নির্মাণ করে রেখেছে। তাদেরকে মেয়েদের কাপড় ও অলংকার পরিধান করায় এবং বলে, এরা সব আল্লাহর কন্যা সন্তান। তাদের ইবাদাত করা হয়, তাদের উদ্দেশ্যে মানত করা হয় এবং তাদের কাছেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দোয়া করা হয়। তারা একথা কি করে জানলো যে ফেরেশতারা নারী ?

এসব অজ্ঞতার কারণে সমালোচনা করা হলে তাকদীরের বাহানা পেশ করে এবং বলে, আল্লাহ আমাদের এসব কাজ পসন্দ না করলে আমরা কি করে এসব মূর্তির পূজা করছি। অথচ আল্লাহর পসন্দ-অপসন্দ জানার মাধ্যম তাঁর কিতাব। পৃথিবীতে তাঁর

ইচ্ছাধীনে যেসব কাজ হচ্ছে তা তাঁর পসন্দ অপসন্দ অবহিত হওয়ার মাধ্যম নয়। তাঁর ইচ্ছা বা অনুমোদন শুধু এক মূর্তি পূজাই নয়, চুরি, ব্যভিচার, ডাকাতি, খুন সবকিছুই হচ্ছে। পৃথিবীতে যত অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে তার সবগুলোকেই কি এ যুক্তিতে বৈধ ও ন্যায় বলে আখ্যায়িত করা হবে ?

যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এ শিরকের সপক্ষে তোমাদের কাছে এ ভ্রান্ত যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া কি আর কোনো প্রমাণ আছে ? তখন জবাব দেয়, বাপ-দাদার সময় থেকে তো এ কাজ এভাবেই হয়ে আসছে। এদের কাছে যেন কোনো ধর্মের ন্যায় ও সত্য হওয়ার জন্য এ যুক্তি-প্রমাণই যথেষ্ট। অথচ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম—যার অধস্তন পুরুষ হওয়ার ওপরেই তাদের গর্ব ও মর্যাদার ভিত্তি–তাঁর বাপ-দাদার ধর্মকে পদাঘাত করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং পূর্ব পুরুষদের এমন অন্ধ অনুসরণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যার সপক্ষে কোনো যুক্তিসংগত দলিল-প্রমাণ ছিল না। এসব সত্ত্বেও যদি তাদেরকে পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুসরণই করতে হয় তাহলেও তো সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান পূর্বপুরুষ ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমুস সালামকে ছেড়ে এরা নিজেদের চরম জাহেল পূর্ব-পুরুষদের বাছাই করলো কেন ?

এদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আল্লাহর সাথে অন্যরাও উপাসনা লাভের যোগ্য, কোনো নবী বা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত কোনো একটি কিতাবও কি কখনো এ শিক্ষা দিয়েছে ? এর জবাবে তারা খৃস্টানদের হযরত ঈসা ইবনে মারয়ামকে আল্লাহর বেটা হিসেবে মানার ও উপাসনা করাকে এ কাজের দলিল হিসেবে পেশ করে। অথচ কোনো নবীর উম্মত শিরক করেছে বা করেনি প্রশ্ন সেটা ছিল না। প্রশ্ন ছিল কোনো নবী শিরকের শিক্ষা দিয়েছেন কিনা ? কবে ঈসা ইবনে মারয়াম বলেছিলেন, আমি আল্লাহর পুত্র, তোমরা আমার উপাসনা করো। দুনিয়ার প্রত্যেক নবী যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর শিক্ষাও তাই ছিল। প্রত্যেক নবীর শিক্ষা ছিল আমাদের ও তোমাদের প্রত্যেকের রব আল্লাহ। তোমরা তাঁরই ইবাদত করো।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালত মেনে নিতে তাদের মনে দ্বিধা শুধু এ কারণে যে, তাঁর কাছে ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতা ও জাঁকজমক তো মোটেই নেই। তারা বলে, আল্লাহ যদি আমাদের এখানে কাউকে নবী মনোনীত করতে চাইতেন তাহলে আমাদের দু'টি বড় শহরের (মক্কা ও তায়েফ) গণ্য মান্য ব্যক্তিদের কাউকে মনোনীত করতেন। এ যুক্তিতে ফিরাউনও হযরত মূসাকে নগণ্য মনে করে বলেছিল, আসমানের বাদশা যদি যমীনের বাদশার কাছে (আমার কাছে) কোনো দূত পাঠাতেন তাহলে তাকে স্বর্ণের বালা পরিয়ে এবং তার আর্দালী হিসেবে একদল ফেরেশতাসহ পাঠাতেন। এ মিসকীন কোত্থেকে আমার সামনে এসে হাজির হয়েছে। আমিই মর্যাদার অধিকারী। কারণ, মিসরের বাদশাহী আমার এবং এ নীল নদ আমার আজ্ঞাধীনেই প্রবাহিত হচ্ছে। আমার তুলনায় এ ব্যক্তির এমন কি মর্যাদা আছে। এর না আছে ধন-সম্পদ না আছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব।

এভাবে কাফেরদের এক একটি অজ্ঞতাপ্রসূত কথার সমালোচনা করা এবং অত্যন্ত যুক্তিসংগত ও সপ্রমাণ জবাব দেয়ার পর পরিষ্কার বলা হয়েছে, না আল্লাহর কোনো সন্তানাদি আছে, না আসমান ও যমীনের আল্লাহ আলাদা, না এমন কোনো সুপারিশকারী আছে যে জেনে বুঝে গোমরাহীর পথ অনুসরণকারীদের আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। আল্লাহর সন্তানাদি থাকবে এমন অবস্থা থেকে তাঁর সত্তা পবিত্র। তিনি একাই গোটা বিশ্ব-জাহানের আল্লাহ। আর কেউ তাঁর উলুহিয়াতের গুণাবলী এবং ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে শরীক নয়, বরং সবাই তাঁর বান্দা। তাঁর দরবারে শাফায়াত কেবল সেই ব্যক্তিই করতে পারে যে নিজে ন্যায় ও সত্যপন্থী এবং তাদের জন্য করতে পারে যারা পৃথিবীতে ন্যায় ও সত্যের পথ অবলম্বন করেছিল।

❒

আয়াত-৮৯ ৪৩-সূরা আয যুখরুফ-মাক্কী রুকূ'-৭

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

১. হা-মীম।

২. এ সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ।

৩. আমি একে আরবী ভাষার কুরআন বানিয়েছি যাতে তোমরা তা বুঝতে পারো।[১]

৪. প্রকৃতপক্ষে এটা মূল কিতাবে[২] লিপিবদ্ধ আছে যা আমার কাছে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ও জ্ঞানে ভরা কিতাব।

৫. তোমরা সীমালংঘনকারী, শুধু এ কারণে কি আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উপদেশমূলক শিক্ষা পাঠানো পরিত্যাগ করবো ?

৬. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যেও আমি বার বার নবী পাঠিয়েছি।

৭. এমন কখনো ঘটেনি যে, তাদের কাছে কোনো নবী এসেছে। কিন্তু তাকে বিদ্রূপ করা হয়নি।

৮. যারা এদের চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী ছিল তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উদাহরণ অতীত হয়ে গেছে।

৯. তোমরা যদি এসব লোকদের জিজ্ঞেস করো, যমীন ও আসমান কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে এরা নিজেরাই বলবে, ঐগুলো সেই মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী সত্তা সৃষ্টি করেছেন।

১০. তিনিই তো সৃষ্টি করেছেন যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য দোলনা বানিয়েছেন[৩] এবং সেখানে তোমাদের জন্য রাস্তা তৈরি করে দিয়েছেন। যাতে তোমাদের গন্তব্যস্থলের পথ খুঁজে পাও।

١ حمٓ

٢ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ

٣ اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

٤ وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ

٥ اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ

٦ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ

٧ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

٨ فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ

٩ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ

١٠ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

১. কুরআন মজীদের শপথ একথার ওপর করা হয়েছে যে,এ কিতাবের রচয়িতা আমি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নয়। এবং কসম খাওয়ার জন্য কুরআন মজীদের যে গুণটি নির্বাচন করা হয়েছে তা হচ্ছেঃ এগ্রন্থ সুস্পষ্ট। কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়া সম্পর্কে কুরআনের এ গুণ উল্লেখসহ (কুরআনের কসম খাওয়া) স্বতঃই এ অর্থ প্রকাশ করে যে—হে লোক সকল, এ উন্মুক্ত কিতাব তোমাদের সামনেই বর্তমান, চক্ষু খুলে তোমরা তা দেখ ; এ কিতাবের বিষয়বস্তু এর শিক্ষা, এর ভাষা–সমস্ত জিনিসইএ সত্যের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দান করছে যে, এর রচয়িতা বিশ্ব প্রভু খোদা ছাড়া অন্য কেউ হতেই পারে না।

২. 'উম্মুল কিতাব'-এর অর্থ–মূল কিতাব অর্থাৎ সেই কিতাব যা থেকে সকল নবীদের কাছে অবতীর্ণ কিতাবসমূহ গৃহীত হয়েছে। সূরা বুরুজে এর জন্য 'লওহিম মাহফুজ' (সুরক্ষিত ফলক) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ এরূপ ফলক যার লেখা কখনও লুপ্ত হতে পারে না এবং যা সব রকমের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ।

৩. পাহাড়সমূহের মাঝে মাঝে এবং পার্বত্য অঞ্চলে ও সমতল ভূমিতে প্রাকৃতিক রাস্তা হিসাবে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এসবের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠে বিস্তার লাভ করেছে। এরপর আল্লাহ তাআলার অতিরিক্ত অনুগ্রহে তিনি সমগ্র ভূপৃষ্ঠ এক রকম সৃষ্টি করেননি বরং তিনি যমীনে নানা রকমের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্নসমূহ স্থাপন করেছেন যার সাহায্যে মানুষ বিভিন্ন অঞ্চল চিনতে পারে এবং এক এলাকার সাথে অন্য এলাকার পার্থক্য বুঝতে পারে।

﴿١١﴾ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ

১১. যিনি আসমান থেকে একটি বিশেষ পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত ভূমিকে জীবিত করে তুলেছেন। তোমাদের এভাবেই একদিন মাটির ভেতর থেকে বের করে আনা হবে।

﴿١٢﴾ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ

১২. তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি সমস্ত জোড়া সৃষ্টি করেছেন। যিনি তোমাদের জন্য নৌকা-জাহাজ এবং জীব-জন্তুকে সওয়ারী বানিয়েছেন।

﴿١٣﴾ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ

১৩. যাতে তোমরা তার পিঠে আরোহণ করো এবং পিঠের ওপর বসার সময় তোমাদের রবের ইহ্সান স্মরণ করে বলো ঃ পবিত্র সেই সত্তা যিনি আমাদের জন্য এসব জিনিসকে অনুগত করে দিয়েছেন। তা না হলে এদের আয়ত্তে আনার শক্তি আমাদের ছিল না।

﴿١٤﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

১৪. একদিন আমাদের রবের কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে।

﴿١٥﴾ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ

১৫. (এসব কিছু জানা এবং মানার পরেও) এসব লোক তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকেই কোনো কোনো বান্দাকে তাঁর অংশ বানিয়ে দিয়েছে। প্রকৃত সত্য এই যে, মানুষ সুস্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।

রুকূ' ঃ ২

﴿١٦﴾ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ

১৬. আল্লাহ কি তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে নিজের জন্য কন্যা বেছে নিয়েছেন এবং তোমাদের পুত্র সন্তান দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন।

﴿١٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

১৭. অথচ অবস্থা এই যে, এসব লোক সেই দয়াময় আল্লাহর সাথে যে ধরনের সন্তানকে সম্পর্কিত করে এদের নিজেদের কাউকে যদি সেই সন্তানের জন্মলাভের সুসংবাদ দেয়া হয় তাহলে তার মুখে কালিমা ছেয়ে যায় এবং মন দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

﴿١٨﴾ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ

১৮. আল্লাহর ভাগে কি সেই সব সন্তান যারা অলঙ্কারাদির মধ্যে বেড়ে ওঠে এবং বিতর্ক ও যুক্তি পেশের ক্ষেত্রে নিজের লক্ষ্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট করতেও পারে না ?

﴿١٩﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ

১৯. এরা ফেরেশতাদেরকে—যারা দয়াময় আল্লাহর খাস বান্দা স্ত্রীলোক গণ্য করেছে। এরা কি তাদের দৈহিক গঠন দেখেছে ? এদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করে নেয়া হবে এবং সে জন্য এদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

২০. এরা বলে ঃ "দয়াময় আল্লাহ যদি চাইতেন (যে আমরা তাদের ইবাদাত না করি) তাহলে আমরা কখনো তাদের পূজা করতাম না।"[৪] এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য এরা আদৌ জানে না, কেবলই অনুমানে কথা বলে।

৪. তাকদীর দ্বারা তারা আপন গোমরাহীর দলীল পেশ করেছিল যা অন্যায়কারীদের সবসময়ের নিয়ম ছিল।

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾

২১. আমি কি এর আগে এদেরকে কোনো কিতাব দিয়েছিলাম (নিজেদের এ ফেরেশতা পূজার সপক্ষে) এরা যার সনদ নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করছে ?

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾

২২. তা নয়, বরং এরা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটি পন্থার ওপর পেয়েছি, আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছি।

وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. এভাবে তোমার পূর্বে আমি যে জনপদেই কোনো সতর্ককারীকে পাঠিয়েছি, তাদের সচ্ছল লোকেরা একথাই বলেছে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে একটি পন্থার অনুসরণ করতে দেখেছি। আমরাও তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।

قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. প্রত্যেক নবীই তাদের বলেছেন, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের যে পথে চলতে দেখেছো আমি যদি তোমাদের তার চেয়ে অধিক সঠিক রাস্তা বলে দেই তাহলেও কি তোমরা সেই পথেই চলতে থাকবে ? তারা সব রসূলকে এ জবাব দিয়েছে, যে দীনের দিকে আহ্বান জানানোর জন্য তুমি প্রেরিত হয়েছো, আমরা তা অস্বীকার করি।

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

২৫. শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে মার দিয়েছি এবং দেখে নাও, অস্বীকারকারীদের পরিণাম কি হয়েছে।

রুকূ' ঃ ৩

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. স্মরণ করো সেই সময়টি যখন ইবরাহীম তার বাপ এবং কওমকে বলেছিলো, "তোমরা যাদের দাসত্ব করো তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾

২৭. আমার সম্পর্ক শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন।"

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. ইবরাহীম একথাটি তার পেছনে তার সন্তানদের মধ্যেও রেখে গিয়েছিলো, যাতে তারা এ দিকে ফিরে আসে।[৫]

بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾

২৯. (এসব সত্ত্বেও যখন এরা অন্যদের দাসত্ব করতে শুরু করলো তখন আমি এদের ধ্বংস করে দিলাম। আমি বরং এদের ও এদের বাপ-দাদাদেরকে জীবনোপকরণ দিতে থাকলাম এমনকি শেষ পর্যন্ত এদের কাছে ন্যায় ও সত্য এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল এসে গেল।

৫. অর্থাৎ যখনই সত্য পথ থেকে তারা স্খলিত হয়, এ কালেমা (বাণী) তাদের পথ দেখানোর জন্যে মওজুদ থাকে এবং তারা একই দিকে ফিরে আসে। এ ঘটনাটি কুরাইশ কাফেরদের লজ্জা দেবার জন্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে—তোমরা পূর্বপুরুষকে অনুসরণের নীতি গ্রহণ করলেও এর জন্যে নিজেদের উত্তম পিতৃ পুরুষ ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমুস সালামকে ত্যাগ করে নিজেদের নিকৃষ্টতম পিতৃ পুরুষদের মনোনীত করছো।

৩০. কিন্তু ন্যায় ও সত্য যখন এদের কাছে আসলো তখন এরা বললো ঃ এতো যাদু। আমরা তা মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছি।

৩১. তারা বলে, দু'টি শহরের বড় ব্যক্তিদের কারো ওপর এ কুরআন নাযিল করা হলো না কেন ?[৬]

৩২. তোমার রবের রহমত কি এরা বণ্টন করে ? দুনিয়ার জীবনে এদের মধ্যে জীবন যাপনের উপায় উপকরণ আমি বণ্টন করেছি এবং এদের মধ্য থেকে কিছু লোককে অপর কিছু সংখ্যক লোকের ওপর অনেক বেশী মর্যাদা দিয়েছি, যাতে এরা একে অপরের সেবা গ্রহণ করতে পারে। (এদের নেতারা) যে সম্পদ অর্জন করছে তোমার রহমত তার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান।

৩৩-৩৫. সমস্ত মানুষ একই পথের অনুসারী হয়ে যাবে যদি এ আশংকা না থাকতো তাহলে যারা দয়াময় আল্লাহর সাথে কুফরী করে আমি তাদের ঘরের ছাদ, যে সিঁড়ি দিয়ে তারা তাদের বালাখানায় ওঠে সেই সিঁড়ি, দরজাসমূহে এবং যে সিংহাসনের ওপর তারা বালিশে হেলান দিয়ে বসে তা সবই রৌপ্য এবং স্বর্ণের বানিয়ে দিতাম। এগুলো তো শুধু পার্থিব জীবনের উপকরণ, তোমার রবের দরবারে আখেরাত শুধু মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট।

রুকু' ঃ ৪

৩৬. যে ব্যক্তি রহমানের স্মরণ থেকে গাফেল থাকে আমি তার ওপর এক শয়তান চাপিয়ে দেই, সে তার বন্ধু হয়ে যায়।

৩৭. এ শয়তানরা এসব লোকদেরকে সঠিক পথে আসতে বাধা দেয়, কিন্তু এরা মনে করে আমরা ঠিক পথেই চলছি।

৩৮. অবশেষে যখন এ ব্যক্তি আমার কাছে পৌছবে তখন তার শয়তানকে বলবে ঃ "আহা, যদি আমার ও তোমার মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান হতো! তুমি তো জঘন্যতম সাথী প্রমাণিত হয়েছো।"

৩৯. সেই সময় এদের বলা হবে, তোমরা যখন যুলুম করেছো তখন আজ একথা তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না। তোমরা ও তোমাদের শয়তানরা সমান-ভাবে আযাব ভোগ করবে।

৪০. হে নবী, তাহলে এখন কি তুমি বধিরদের শোনাবে ? নাকি অন্ধ ও সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পড়ে থাকা লোকদের পথ দেখাবে ?

٣٠ وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝

٣١ وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ۝

٣٢ اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

٣٣ وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ۝

٣٤ وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُوْنَ ۝

٣٥ وَزُخْرُفًا ؕ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

٣٦ وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ۝

٣٧ وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

٣٨ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ۝

٣٩ وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ۝

٤٠ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

৬. দু'টি শহর অর্থাৎ মক্কা তায়েফ। কাফেরদের বক্তব্য ছিলো যদি সত্যি সত্যিই আল্লাহর কোনো রসূল পাঠানোর প্রয়োজন হতো এবং তিনি তাঁর উপর কোনো কিতাব নাযিল করার ইচ্ছা করতেন তবে কেন্দ্রীয় শহর দুটির মধ্য থেকে কোনো বড় লোককে অবশ্য এজন্যে তিনি মনোনীত করতেন।

٤١ فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ○

٤٢ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِيْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ○

৪১-৪২. আমি তোমাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেই কিংবা এদেরকে যে পরিণামের প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি তা তোমাকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দেই এখন তো আমার এদেরকে শাস্তি দিতে হবে। এদের বিরুদ্ধে আমি পূর্ণ ক্ষমতা রাখি।

٤٣ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৪৩. অহীর মাধ্যমে তোমার কাছে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে সর্বাবস্থায় তুমি দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে থাকো, নিশ্চয়ই তুমি সোজা পথে আছো।

٤٤ وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ ○

৪৪. প্রকৃত সত্য হলো, এ কিতাব তোমার ও তোমার কওমের জন্য অনেক বড় একটি মর্যাদা এবং এজন্য অচিরেই তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।[৭]

٤٥ وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَاۤ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ○

৪৫. তোমার পূর্বে আমি যত রসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি উপাসনার জন্য রহমান আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নির্দিষ্ট করেছিলাম কিনা ?[৮]

রুকূ’ ঃ ৫

٤٦ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّيْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৪৬. আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহসহ ফেরাউন ও তার সভাসদদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে গিয়ে তাদের বলেছিলোঃ আমি বিশ্ব-জাহানের রবের রসূল।

٤٧ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَاۤ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ○

৪৭. অতপর সে যখন তাদের সামনে আমার নিদর্শনসমূহ পেশ করলো তখন তারা বিদ্রূপ করতে লাগলো।

٤٨ وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ۫ وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

৪৮. আমি তাদেরকে একের পর এক এমন সব নিদর্শন দেখাতে থাকলাম যা আগেরটার চেয়ে বড় হতো। আমি তাদেরকে আযাবের মধ্যে লিপ্ত করলাম যাতে তারা তাদের আচরণ থেকে বিরত থাকে।

٤٩ وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ○

৪৯. প্রত্যেক আযাবের সময় তারা বলতো, হে যাদুকর ! তোমার রবের পক্ষ থেকে তুমি যে পদমর্যাদা লাভ করেছো তার ভিত্তিতে আমাদের জন্য তাঁর কাছে দোয়া করো। আমরা অবশ্যই সঠিক পথে এসে যাবো।

٥٠ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ○

৫০. কিন্তু আমি যেই মাত্র তাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে দিতাম তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো।

৭. অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির পক্ষে এর থেকে বড় কোনো সৌভাগ্য হতে পারে না যে, সমগ্র মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ তাকে নিজ কিতাব অবতীর্ণ করার জন্য মনোনীত করেন। এবং কোনো জাতির পক্ষেও এর থেকে বড় কোনো সৌভাগ্যের কল্পনা করা যেতে পারে না যে, দুনিয়ার অন্য সব জাতিকে ত্যাগ করে আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে নিজের নবী পয়দা করেন এবং তাদের ভাষায় নিজ কিতাব নাযিল করেন এবং তাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে এলাহী কালামের বাহকরূপে উত্থিত হওয়ার সুযোগ দান করেন। যদি কুরাইশ এবং আরববাসীদের এ মহা সম্মানের অনুভূতি না থাকে এবং তারা যদি এর অমর্যাদা করতে চায় তবে এমন এক সময় আসবে যখন তাদেরকে এর জন্য অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

৮. রসূলদেরকে জিজ্ঞেস করার অর্থ—তাঁদের আনীত কিতাবসমূহ থেকে জানা।

(٥١) وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَٰقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَٰرُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

৫১. একদিন ফেরাউন তার কওমের মাঝে ঘোষণা করলো ঃ হে জনগণ! মিসরের বাদশাহী কি আমার নয় এবং এসব নদী কি আমার অধীনে প্রবাহিত হচ্ছে না ? তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ না ?

(٥٢) أَمْ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۝

৫২. আমিই উত্তম না এ ব্যক্তি, যে হীন ও নগণ্য এবং নিজের বক্তব্যও স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পারে না ?

(٥٣) فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۝

৫৩. তার কাছে সোনার বালা কেন পাঠানো হলো না ? অথবা তার আরদালী হিসেবে একদল ফেরেশতা কেন আসলো না ?

(٥٤) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَٰسِقِينَ ۝

৫৪. সে তার জাতিকে হালকা ও গুরুত্বহীন মনে করেছে এবং তারাও তার আনুগত্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল ফাসেক।[৯]

(٥٥) فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَٰهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

৫৫. অবশেষে তারা যখন আমাকে ক্রোধান্বিত করলো তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম,তাদের সবাইকে এক সাথে ডুবিয়ে মারলাম

(٥٦) فَجَعَلْنَٰهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ۝

৫৬. এবং পরবর্তীদের জন্য অগ্রবর্তী ও শিক্ষণীয় উদাহরণ বানিয়ে দিলাম।

রুকূ' ঃ ৬

(٥٧) وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۝

৫৭. আর যেই মাত্র ইবনে মারয়ামের উদাহরণ দেয়া হলো তোমার কওম হৈ চৈ শুরু করে দিলো

(٥٨) وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۝

৫৮. এবং বলতে শুরু করলো ঃ আমাদের উপাস্য উৎকৃষ্ট না সে ?[১০] তারা শুধু বিতর্ক সৃষ্টির জন্য তোমার সামনে এ উদাহরণ পেশ করেছে। সত্য কথা হলো, এরা মানুষই কলহ প্রিয়।

(٥٩) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَٰٓءِيلَ ۝

৫৯. ইবনে মারয়াম আমার বান্দা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি তাকে নিয়ামত দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলের জন্য আমার অসীম ক্ষমতার একটি নমুনা বানিয়েছিলাম।

৯. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে এক অতিবড় সত্যের বর্ণনা করা হয়েছে। যখন কোনো দেশে কোনো ব্যক্তি নিজের নিরংকুশ স্বেচ্ছাচারিতা চালাবার চেষ্টা করে, সেই উদ্দেশ্যে খোলাখুলি সব রকমের অপকৌশল চালাতে থাকে, সব রকমের ধোঁকা, প্রতারণা ও দাগাবাজি অবলম্বনে কার্যসিদ্ধি করতে চায়, খোলা বাজারে মানুষের বিবেক কেনা-বেচার কারবার চালাতে থাকে এবং যারা বিক্রীত হতে স্বীকৃত না হয়—তাদেরকে কুণ্ঠাহীন ও নির্মমভাবে দলিত ও পিষ্ট করতে থাকে তখন—মুখে সে একথা না বললেও নিজের কাজের মাধ্যমে সে স্পষ্টরূপে একথা প্রকাশ করে যে—সে প্রকৃতপক্ষে সেই দেশবাসীদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি, চরিত্র ও পুরুষদের দিক দিয়ে লঘু মনে করে এবং তাদের সম্পর্কে সে এ অভিমত স্থির করেছে যে-এ নির্বোধ বিবেকহীন ভীরু লোকদের আমি যে দিকে ইচ্ছা মনে করি হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। এরপর যদি তার এ চেষ্টা সফল হয় এবং দেশের অধিবাসীরা তার হাত বাঁধা গোলাম বনে যায় তবে তারা নিজেদের কাজের দ্বারা প্রমাণ করে দেয় যে, সেই নাপাক ব্যক্তিটি তাদের সম্পর্কে যেরূপ ভেবে ছিল বাস্তবিকই তারা তাই। আর এ অপমানকর অবস্থায় তাদের পতিত হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে-তারা আসলে সব ফাসেক লোক।

১০. এর পূর্বে ৪৫ আয়াতে একথা উল্লেখিত হয়েছে, 'তোমাদের পূর্বে যেসব রসূল অতীত হয়েছেন তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ—'আমি করুণাময় আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যও কি উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম ? মক্কাবাসীদের সামনে যখন এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল তখন এক ব্যক্তি এ অভিযোগ উত্থাপন করে ঃ 'কেন খৃস্টানরা মরিয়ম পুত্র ঈসাকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করে কি তাঁর ইবাদাত করে না ? তবে আমাদের উপাস্য দেবতা খারাপ কি ? এ দৃষ্টান্ত পেশ হতেই কাফেরদের মজলিশ থেকে এক জোরদার অট্টহাস্য উত্থিত হয় ও চিৎকার আরম্ভ হয় ঃ "এর কি উত্তর আছে ?'

৬০. আমি চাইলে তোমাদের পরিবর্তে ফেরেশতা সৃষ্টি করে দিতে পারি যারা পৃথিবীতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে।

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِى ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ○

৬১. আর প্রকৃতপক্ষে সে তো কিয়ামতের একটি নিদর্শন। অতএব সে ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করো না[১১] এবং আমার কথা মেনে নাও। এটাই সরল-সোজা পথ।

وَإِنَّهُۥ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ○

৬২. শয়তান যেন তা থেকে তোমাদের বিরত না রাখে। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○

৬৩. ঈসা যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলো, বলেছিলোঃ আমি তোমাদের কাছে হিকমত নিয়ে এসেছি এবং এজন্য এসেছি যে, তোমরা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করছো তার কিছু বিষয়ের তাৎপর্য প্রকাশ করবো। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ○

৬৪. প্রকৃত সত্য এই যে, আল্লাহই আমার ও তোমাদের রব। তাঁরই ইবাদাত করো। এটাই সরল-সোজা পথ।[১২]

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ○

৬৫. কিন্তু (তাঁর এ সুস্পষ্ট শিক্ষা সত্ত্বেও) বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী পরস্পর মতপার্থক্য করলো।[১৩] যারা যুলুম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক দিনের আযাব।

فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ○

৬৬. এখন এসব লোকেরা কি শুধু এজন্যই অপেক্ষমান যে, অকস্মাত এদের ওপর কিয়ামত এসে যাক এবং এরা আদৌ টের না পাক ?

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

৬৭. যখন সে দিনটি আসবে তখন মুত্তাকীরা ছাড়া অবশিষ্ট সব বন্ধুই একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে।

ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ○

১১. এ অনুবাদও হতে পারে—'সে কিয়ামতের জ্ঞানের একটি উপায়।' এখানে প্রশ্ন হতে পারে ঈসা আলাইহিস সালামকে কিয়ামতের চিহ্ন বা কিয়ামতের জ্ঞানের উপলক্ষ্য কোনো অর্থে বলা হয়েছে ? অনেক তাফসীরকার বলেন এর দ্বারা ঈসা আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় অবতরণের কথা বুঝানো হয়েছে বহু হাদীসে যার সংবাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী বাক্য দৃষ্টে এর অর্থ গ্রহণ করা যায় না। তাঁর দ্বিতীয় আগমন মাত্র সেই লোকদের জন্য কিয়ামতের জ্ঞানের উপলক্ষ্য হতে পারে যারা সে সময়ে বর্তমান থাকবে বা তাঁর পরবর্তীকালে জন্মলাভ করবে। মক্কার কাফেরদের জন্য তিনি কি প্রকারে জ্ঞানের উপায়স্বরূপ গণ্য হতে পারেন যে—তাদের উদ্দেশ্য করে একথা বলা ঠিক হবে, সুতরাং তোমরা এতে সন্দেহ করো না ?" অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ যে ব্যাখ্যা করেছেন আমরা সেই ব্যাখ্যাকে সঠিক মনে করিঃ এখানে হযরত ঈসার বিনা বাপে পয়দা হওয়া, তাঁর মৃত্তিকা থেকে পাখি তৈরি করা, এবং মৃতকে জীবিত করাকে কিয়ামতের সম্ভাবনার একটি দলীল বলা হয়েছে। এবং আল্লাহ তাআলার এরশাদের অর্থ হচ্ছে ঃ যে আল্লাহ বিনা পিতায় সন্তান পয়দা করতে পারেন, যে আল্লাহর একজন বান্দাহ মাটির পুত্তলিতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে এবং মৃতকে জীবিত করতে পারে তাঁর পক্ষে তোমাদের এবং সমস্ত মানুষের মৃত্যুর পর দ্বিতীয়তবার জীবিত করার কথা অসম্ভব মনে করছো কেন ?

১২. অর্থাৎ ঈসায়ীরা যা কিছু বলুক ও করুক না কেন ঈসা আলাইহিস সালাম নিজে কখনো একথা বলেননি যে—'আমি আল্লাহ অথবা আল্লাহ পুত্র এবং তোমরা আমার ইবাদাত কর" বরং সমস্ত নবীদের যা দাওয়াত ছিল এবং এখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জিনিসের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছেন তাঁর দাওয়াতও ছিল সেই একই জিনিসের প্রতি।

১৩. অর্থাৎ একদল তাঁকে অস্বীকার করলো তো তাঁর বিরোধীতায় এতদূর পর্যন্ত সীমা ছাড়িয়ে গেল যে, তাঁর প্রতি অবৈধ জন্মের অপবাদ আরোপ করলো। আর অন্য দল তাঁকে মান্য করলো তো, ভক্তি-বিশ্বাসে কুণ্ঠাহীন বাড়াবাড়ি করে তাঁকে আল্লাহ বানিয়ে বসলো, এবং তারপর একজন মানুষের আল্লাহ হওয়ার সমস্যাটি তাদের জন্য এমন এক জটিলগ্রন্থি হয়ে দাঁড়ালো যে, তার জট খুলতে খুলতে তাদের মধ্যে অসংখ্য উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলো।

রুকূ' ঃ ৭

৬৮-৬৯. যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান এনেছিলো এবং আমার আদেশের অনুগত হয়েছিল সেদিন তাদের বলা হবে, "হে আমার বান্দারা ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং কোনো দুঃখও আজ তোমাদের স্পর্শ করবে না।

৭০. তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাদের খুশী করা হবে।"

৭১. তাদের সামনে স্বর্ণের প্লেট ও পেয়ালাসমূহ আনা নেয়া করানো হবে এবং মনের মতো ও দৃষ্টি পরিতৃপ্তকারী প্রতিটি জিনিস সেখানে থাকবে। তাদের বলা হবে, "এখন তোমরা এখানে চিরদিন থাকবে।

৭২. পৃথিবীতে তোমরা যেসব কাজ করেছো তার বিনিময়ে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছো।

৭৩. তোমাদের জন্য এখানে প্রচুর ফল মজুদ আছে যা তোমরা খাবে।"

৭৪. আর অপরাধীরা তারা তো চিরদিন জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে।

৭৫. তাদের আযাব কখনো কম করা হবে না এবং তারা সেখানে নিরাশ অবস্থায় পড়ে থাকবে।

৭৬. আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে।

৭৭. তারা চিৎকার করে বলবে, "হে মালেক।[১৪] তোমার রব আমাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দেন তাহলে সেটাই ভালো।" সে জবাবে বলবে ঃ "তোমাদের এভাবেই থাকতে হবে।

৭৮. আমরা তোমাদের কাছে ন্যায় ও সত্য নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশের কাছে ন্যায় ও সত্য ছিল অপসন্দনীয়।"[১৫]

৭৯. এ লোকেরা কি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ?[১৬] বেশ তো ! তাহলে আমিও একটি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।

٦٨ يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ○

٦٩ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ○

٧٠ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ○

٧١ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

٧٢ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

٧٣ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○

٧٤ اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ○

٧٥ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ○

٧٦ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ○

٧٧ وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۗ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ○

٧٨ لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ○

٧٩ اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ○

১৪. কথার প্রাসংগিকতাৎপর্য থেকে স্বতই বুঝা যায়—'মালিক' অর্থ জাহান্নামের দারোগা।

১৫. জাহান্নামের দারোগার এ উক্তি ঃ 'আমরা তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছিলাম'—এ হচ্ছে ঠিক সেইরূপ যেমন সরকারের কোনো অফিসার সরকারের পক্ষ থেকে কথা বলতে গিয়ে 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করে এবং তার অর্থ হয়—আমাদের সরকার এ কাজ করেছেন বা এ আদেশ দিয়েছেন।

১৬. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কোনো চরম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কুরাইশ সরদাররা নিজেদের গোপন বৈঠকগুলোতে যেসব আলোচনা করছিলো এখানে তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

٨٠ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ○

৮০. এরা কি মনে করেছে, আমি এদের গোপন এবং এদের চুপিসারে বলা কথা শুনতে পাই না! আমি সবকিছু শুনছি এবং আমার ফেরেশতা তাদের কাছে থেকেই তা লিপিবদ্ধ করছে।

٨١ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ○

৮১. এদের বলো, "সত্যিই যদি রহমানের কোনো সন্তান থাকতো তাহলে তার সর্বপ্রথম ইবাদাতকারী হতাম আমি।

٨٢ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ○

৮২. আসমান ও যমীনের শাসনকর্তা আরশের অধিপতি এমন সমস্ত বিষয় থেকে পবিত্র যা এরা তার প্রতি আরোপ করে থাকে।

٨٣ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ○

৮৩. ঠিক আছে, যে দিনের ভয় তাদের দেখানো হচ্ছে সেই দিন না দেখা পর্যন্ত তাদেরকে বাতিল ধ্যান-ধারণার মধ্যে ডুবে এবং নিজেদের খেলায় মেতে থাকতে দাও।"

٨٤ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ○

৮৪. সেই একজনই আসমানেও আল্লাহ এবং যমীনেও আল্লাহ। তিনি মহাকুশলী ও মহাজ্ঞানী।

٨٥ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

৮৫. অনেক উচ্চ ও সম্মানিত সেই মহান সত্তা যার মুঠিতে যমীন ও আসমানসমূহ এবং যমীন ও আসমানে যাকিছু আছে তার প্রতিটি জিনিসের বাদশাহী। তিনিই কিয়ামতের সময়ের জ্ঞান রাখেন এবং তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

٨٦ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

৮৬. এরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদের ডাকে তারা শাফায়াতের কোনো ইখতিয়ার রাখে না। তবে যদি কেউ জ্ঞানের ভিত্তিতে ন্যায় ও সত্যের সাক্ষ দান করে।[১৭]

٨٧ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ○

৮৭. যদি তোমরা এদের জিজ্ঞেস করো, কে এদের সৃষ্টি করেছে তাহলে এরা নিজেরাই বলবে, আল্লাহ।[১৮] তাহলে কোথা থেকে এরা প্রতারিত হচ্ছে?

٨٨ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ○

৮৮. রসূলের একথার শপথ, হে রব, এরাই সেইসব লোক যারা মানছে না।[১৯]

٨٩ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ○

৮৯. ঠিক আছে, হে নবী, এদের উপেক্ষা করো এবং বলে দাও, তোমাদের সালাম জানাই। অচিরেই তারা জানতে পারবে।

১৭. অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি একথা বলে যে—যে সত্তাগুলোকে সে মাবুদ বানিয়ে রেখেছে তারা নিশ্চিতরূপে সুপারিশ করার ক্ষমতা ও অধিকার রাখে এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে তাদের এরূপ শক্তি আছে যে, তারা যাকে ইচ্ছা মাফ করিয়ে নেবেন, তবে সে ব্যক্তি জবাব দিক-জ্ঞানের ভিত্তিতে সে কি একথার সত্যতার সাক্ষ্যদান করতে পারে?

১৮. এ আয়াতের দুই প্রকার অর্থ। প্রথম—যদি তুমি তাদের প্রশ্ন করো ঃ কে তাদের নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা উত্তর দেবে—'আল্লাহ'। দ্বিতীয়—যদি তুমি তাদের প্রশ্ন কর—তোমাদের এ উপাস্যদের স্রষ্টা কে? তবে তারা জবাবে বলবে—'আল্লাহ'।

১৯. অর্থাৎ শপথ রসূলের এ উক্তির যে—'হে রব, এরা হচ্ছে সেই লোক যারা মান্য করে না' কত বিস্ময়কর এসব লোকদের আত্মপ্রতারণা তারা নিজেরাই স্বীকার করে আল্লাহ তাআলা তাদের ও তাদের উপাস্যদের স্রষ্টা, কিন্তু এরপরেও স্রষ্টাকে ত্যাগ করে তারা সৃষ্ট জিনিসের ইবাদাত করার জিদ ধরে থাকে।

সূরা আদ দুখান

৪৪

নামকরণ

সূরার ১০ নম্বর আয়াতে يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ এর دُخَانٌ শব্দকে এ সূরার শিরোনাম বানানো হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে دخان শব্দটি আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল জানা যায় না। তবে বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বলছে, যে সময় সূরা 'যুখরুফ' ও তার পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরা নাযিল হয়েছিল। এ সূরাটিও সে যুগেই নাযিল হয়। তবে এটি ঐগুলোর অল্প কিছুকাল পরে নাযিল হয়। এর ঐতিহাসিক পটভূমি হচ্ছে, মক্কার কাফেরদের বৈরী আচরণ যখন কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! ইউসুফের দুর্ভিক্ষের মতো একটি দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য করো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে করেছিলেন, এদের ওপর বিপদ আসলে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং ভাল কথা শোনার জন্য মন নরম হবে। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়া কবুল করলেন। গোটা অঞ্চলে এমন দুর্ভিক্ষ নেমে এলো যে, সবাই অস্থির হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত কতিপয় কুরাইশ নেতা—হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যাদের মধ্যে বিশেষভাবে আবু সুফিয়ানের নাম উল্লেখ করেছেন—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আবেদন জানালো যে, নিজের কওমকে এ বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। এ অবস্থায় আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ পরিস্থিতিতে মক্কার কাফেরদের উপদেশ দান ও সতর্ক করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে বক্তব্য নাযিল করা হয় তার ভূমিকায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে ঃ

এক ঃ এ কুরআনকে তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচনা মনে করে ভুল করছো। এ গ্রন্থ তো তার আপন সত্তায় নিজেই এ বিষয়ের স্পষ্ট সাক্ষ যে তা কোনো মানুষের নয়, বরং বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহর রচিত কিতাব।

দুই ঃ তোমরা এ গ্রন্থের মর্যাদা ও মূল্য উপলব্ধি করতেও ভুল করছো। তোমাদের মতে এটা একটা মহাবিপদ। এ মহাবিপদই তোমাদের ওপর নাযিল হয়েছে। অথচ আল্লাহ তাঁর রহমতের ভিত্তিতে যে সময় সরাসরি তোমাদের কাছে তাঁর রাসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেই মুহূর্তটি ছিল অতীব কল্যাণময়।

তিন ঃ নিজেদের অজ্ঞতার কারণে তোমরা এ ভুল ধারণার মধ্যে ডুবে আছো যে, এ রসূল এবং কিতাবের বিরুদ্ধে লড়াই করে তোমরাই বিজয়ী হবে। অথচ এমন এক বিশেষ মুহূর্তে এ রসূলকে রিসালত দান ও এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে যখন আল্লাহ সবার কিসমতের ফায়সালা করেন। আর আল্লাহর ফায়সালা এমন অথর্ব ও দুর্বল বস্তু নয় যে, ইচ্ছা করলে যে কেউ তা পরিবর্তিত করতে পারে। তাছাড়া তা কোনো প্রকার মূর্খতা ও অজ্ঞতা প্রসূত হয় না যে, তাতে ভ্রান্তি ও অপূর্ণতার সম্ভাবনা থাকবে। তা তো বিশ্ব-জাহানের শাসক ও অধিকর্তার অটল ফায়সালা যিনি সর্বশ্রোতা। সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী। তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করা কোনো ছেলেখেলা নয়।

চার ঃ তোমরা নিজেরাও আল্লাহকে যমীন, আসমান এবং বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসের মালিক ও পালবকর্তা বলে মানো এবং একথাও মানো যে, জীবন ও মৃত্যু তাঁরই ইখতিয়ারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা অন্যদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণের জন্য গোঁ ধরে আছো। এর সপক্ষে এছাড়া তোমাদের আর কোনো যুক্তি নেই যে, তোমার বাপ-দাদার সময় থেকেই এ কাজ চলে আসছে। অথচ কেউ যদি সচেতনভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহই মালিক ও পালনকর্তা এবং তিনিই জীবন ও মৃত্যুর মালিক মুখতার তাহলে কখনো তার মনে এ বিষয়ে সন্দেহ দানা বাঁধতে পারে না যে, তিনি ছাড়া আর কে-উপাস্য হওয়ার যোগ্য আছে। কিংবা উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে তাঁর সাথে শরীক হতে পারে। তোমাদের বাপ-দাদা যদি এ বোকামি করে থাকে তাহলে চোখ বন্ধ করে তোমরাও তাই করতে থাকবে তার কোনো যুক্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে সেই এক আল্লাহ তাদেরও রব ছিলেন যিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের যেমন সেই এক আল্লাহর দাসত্ব করা উচিত তাদেরও ঠিক তেমনি তাঁর দাসত্ব করা উচিত ছিল।

পাঁচ ঃ আল্লাহর রবুবিয়াত ও রহমতের দাবি এ নয় যে, তিনি শুধু তোমাদের পেট ভরাবেন। তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন তাও এর অন্তরভুক্ত। সেই পথ প্রদর্শনের জন্যই তিনি রসূল পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন।

এ প্রারম্ভিক কথাগুলো বলার পর সেই সময় যে দুর্ভিক্ষ চলছিল সে কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়টি আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি। এ দুর্ভিক্ষ এসেছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়ার ফলে। তিনি দোয়া করেছিলেন এ ধারণা নিয়ে যে বিপদে পড়লে কুরাইশদের বাঁকা ঘাড় সোজা হবে এবং তখন হয়তো তাদের কাছে উপদেশ বাণী কার্যকর হবে। সেই সময় এ প্রত্যাশা কিছুটা পূরণ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছিলো। কেননা ন্যায় ও সত্যের বড় বড় ঘাড় বাঁকা দুশমনও দুর্ভিক্ষের আঘাতে বলতে শুরু করেছিল, হে প্রভু, আমাদের ওপর থেকে এ বিপদ দূর করে দিন, আমরা ঈমান আনবো। এ অবস্থায় একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে, এ রকম বিপদে পড়ে এরা ঈমান আনার লোক নয়। যে রসূলের জীবন, চরিত্র, কাজকর্ম এবং কথাবার্তায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল যে, তিনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল সেই রসূল থেকেই যখন এরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তখন শুধু একটি দুর্ভিক্ষ এদের গাফলতি ও অচৈতন্য কি করে দূর করবে? অপরদিকে কাফেরদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তোমাদের ওপর থেকে এ আযাব সরিয়ে নিলেই তোমরা ঈমান আনবে, এটা তোমাদের চরম মিথ্যাচার। আমি এ আযাব সরিয়ে নিচ্ছি। এখনই বুঝা যাবে তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতিতে কতটা সত্যবাদী। তোমাদের মাথার ওপরে দুর্ভাগ্য খেলা করছে। তোমরা একটি প্রচণ্ড আঘাত কামনা করছো। ছোট ছোট আঘাতে তোমাদের বোধোদয় হবে না।

এ প্রসংগে পরে ফেরাউন ও তার কওমের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, বর্তমানে কুরাইশ নেতারা যে বিপদের সম্মুখীন তাদের ওপর ঠিক একই বিপদ এসেছিল। তাদের কাছেও এ রকম একজন সম্মানিত রসূল এসেছিলেন। তারাও তাঁর কাছ থেকে এমন সব সুস্পষ্ট আলামত ও নিদর্শনাদি দেখেছিল যা তাঁর আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হওয়া প্রমাণ করছিল। তারাও একের পর এক নিদর্শন দেখেছে কিন্তু জিদ ও একগুঁয়েমি থেকে বিরত হয়নি। এমন কি শেষ পর্যন্ত রসূলকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। ফলে এমন পরিণাম ভোগ করেছে যা চিরদিনের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে আছে।

এরপর দ্বিতীয় যে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে আখেরাত, যা মেনে নিতে মক্কার কাফেরদের চরম আপত্তি ছিল। তারা বলতো ঃ আমরা কাউকে মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে উঠে আসতে দেখিনি। আরেক জীবন আছে তোমাদের এ দাবি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের মৃত বাপ-দাদাকে জীবিত করে আনো। এর জবাবে আখেরাত বিশ্বাসের সপক্ষে সংক্ষিপ্তাকারে দু'টি দলীল পেশ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, আখেরাত বিশ্বাসের অস্বীকৃতি সবসময় নৈতিক চরিত্রের জন্য ধ্বংসাত্মক হয়েছে। আরেকটি হচ্ছে, বিশ্ব-জাহান কোনো খেলোয়াড়ের খেলার জিনিস নয়, বরং এটি একটি জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থাপনা। আর জ্ঞানহীন কোনো কাজ অর্থহীন হয় না। তাছাড়া "আমাদের বাপ-দাদাদের জীবিত করে আনো" কাফেরদের এ দাবির জবাব দেয়া হয়েছে এই বলে যে, এ কাজটি প্রতিদিনই একেকজনের দাবী অনুসারে হবে না। আল্লাহ এজন্য একটি সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন। সেই সময় তিনি সমস্ত মানবজাতিকে যুগপত একত্রিত করবেন এবং নিজের আদালতে তাদের জবাবদিহি করাবেন। কেউ যদি সেই সময়ের চিন্তা করতে চায় তাহলে এখনই করুক। কারণ, সেখানে কেউ যেমন নিজের শক্তির জোরে রক্ষা পাবে না তেমনি কারো বাঁচানোতে বাঁচাতে পারবে না।

আল্লাহর সেই আদালতের উল্লেখ করতে গিয়ে যারা সেখানে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হবে তাদের কি হবে তা বলা হয়েছে এবং যারা সেখানে সফলকাম হবে তারা কি পুরস্কার লাভ করবে তাও বলা হয়েছে। সব শেষে কথার সমাপ্তি টানা হয়েছে এই বলে যে, তোমাদের বুঝানোর জন্য পরিষ্কার ও সহজ-সরল ভংগিতে তোমাদের নিজের ভাষায় এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এখন যদি বুঝানো সত্ত্বেও তোমরা না বুঝো এবং চরম পরিণতি দেখার জন্যই গোঁ ধরে থাকো তাহলে অপেক্ষা করো। আমার নবীও অপেক্ষা করছেন। যা হওয়ার তা যথাসময়ে দেখতে পাবে।

❐

আয়াত-৫৯ | ৪৪-সূরা আদ দুখান-মাক্কী | রুকূ'-৩

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
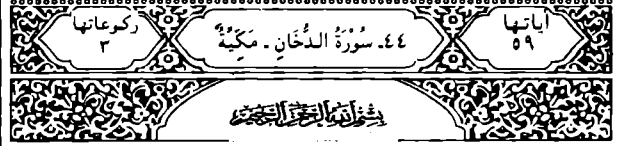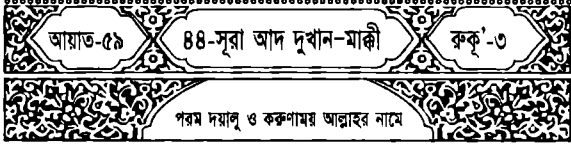
১. হা-মীম।

২. এ সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ,

৩. আমি এটি এক বরকত ও কল্যাণময় রাতে নাযিল করেছি।[১] কারণ, আমি মানুষকে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম।

৪-৬. এটা ছিল সেই রাত যে রাতে আমার নির্দেশে প্রতিটি বিষয়ের বিজ্ঞোচিত ফায়সালা দেয়া হয়ে থাকে।[২] আমি একজন রাসূল পাঠাতে যাচ্ছিলাম, তোমার রবের রহমত স্বরূপ। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

৭. তিনি আসমান ও যমীনের রব এবং আসমান ও যমীনের মাঝের প্রতিটি জিনিসের রব, যদি তোমরা সত্যিই দৃঢ়-বিশ্বাস পোষণকারী হও।

৮. তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।[৩] তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তোমাদের রব ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের রব যারা অতীত হয়ে গিয়েছেন।

৯. (কিন্তু বাস্তবে এসব লোকের দৃঢ়-বিশ্বাস নেই) বরং তারা নিজেদের সন্দেহের মধ্যে পড়ে খেলছে।

১০. বেশ তো! সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করো, যে দিন আসমান পরিষ্কার ধোঁয়া নিয়ে আসবে

১১. এবং তা মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এটা কষ্টদায়ক শাস্তি।

১২. (এখন এরা বলে) হে রব! আমাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে দাও। আমরা ঈমান আনবো।[৪]

১৩. কোথায় এদের গাফলতি দূর হচ্ছে ? এদের অবস্থা তো এই যে, এদের কাছে 'রাসূলে মুবীন'[৫] এসেছেন।

حٰمٓ ۚ ﴿١﴾

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ ﴿٢﴾

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿٣﴾

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۙ ﴿٤﴾

اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۚ ﴿٥﴾

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۙ ﴿٦﴾

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٧﴾

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨﴾

بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ﴿٩﴾

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ۙ ﴿١٠﴾

يَّغْشَى النَّاسَ ؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١﴾

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢﴾

اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۙ ﴿١٣﴾

১. অর্থাৎ লায়লাতুল কদর।

২. এর দ্বারা জানা যায়—আল্লাহ তাআলার রাজকীয় বিধান-শৃঙ্খলায় এ এমন একটি রাত, যার মধ্যে তিনি ব্যক্তি, জাতি ও দেশসমূহের ভাগ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করে তাঁর ফেরেশতাদের সোপর্দ করে দেন এবং তারপর ফেরেশতারা সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্মতৎপর হয়ে থাকে।

৩. 'মাবুদ' অর্থ যথার্থ মাবুদ, যাঁর হক হচ্ছে ঃ মাত্র তাঁরই ইবাদাত (দাসত্ব ও উপাসনা) করা হবে।

৪. এ আয়াতসমূহে ও ১৬ আয়াতে কিয়ামতের আযাবের উল্লেখ আছে এবং ১৫ আয়াতে যে আযাবের কথা উল্লেখিত রয়েছে তা হচ্ছে সেই দুর্ভিক্ষের আযাব এ সূরা নাযিল হওয়ার কালে মক্কাবাসীরা যার কবলে পতিত ছিল।

৫. অর্থাৎ এরূপ রসূল যাঁর রসূল হওয়া সুস্পষ্টরূপে প্রকট ছিল।

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾

১৪. তা সত্ত্বেও এরা তাঁর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেনি এবং বলেছে ঃ এতো শিখিয়ে নেয়া পাগল।

إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾

১৫. আমি আযাব কিছুটা সরিয়ে নিচ্ছি। এরপরও তোমরা যা আগে করছিলে তাই করবে।

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

১৬. যেদিন আমি বড় আঘাত করবো, সেদিন আমি তোমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾

১৭. আমি এর আগে ফেরাউনের কওমকেও এ পরীক্ষায় ফেলেছিলাম। তাদের কাছে একজন সম্ভ্রান্ত রাসূল এসেছিলেন।

أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾

১৮. তিনি বললেন ঃ আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে সোপর্দ করো। আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾

১৯. আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না। আমি তোমাদের কাছে (আমার নিযুক্তির) স্পষ্ট সনদ পেশ করছি।

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾

২০. তোমরা আমার ওপরে হামলা করে বসবে, এ ব্যাপারে আমি আমার ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি।

وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿٢١﴾

২১. তোমরা যদি আমার কথা না মানো, তাহলে আমাকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকো।

فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾

২২. অবশেষে তিনি তাঁর রবকে ডেকে বললেন, এসব লোক অপরাধী।

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. (জবাব দেয়া হলো) বেশ, তাহলে রাতের মধ্যেই আমার বান্দাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে।

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. সমুদ্রকে আপন অবস্থায় উন্মুক্ত থাকতে দাও। এ পুরো সেনাবাহিনী নিমজ্জিত হবে।

كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾

وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾

২৫-২৬. কত বাগ-বাগিচা, ঝর্ণাধারা, ফসল ও জমকালো প্রাসাদ তারা ছেড়ে গিয়েছে।

وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ﴿٢٧﴾

২৭. তাদের পিছনে কত ভোগের উপকরণ পড়ে রইলো, যা নিয়ে তারা ফূর্তিতে মেতে থাকতো।

كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾

২৮. এই হয়েছে তাদের পরিণাম। আমি অন্যদেরকে এসব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. অতপর না আসমান তাদের জন্য কেঁদেছে না যমীন এবং সামান্যতম অবকাশও তাদের দেয়া হয়নি।

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدِ اخْتَرْنَٰهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَٰلَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَءَاتَيْنَٰهُم مِّنَ الْءَايَٰتِ مَا فِيهِ بَلَٰٓؤٌا۟ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾ إِنْ هِىَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾ فَأْتُوا۟ بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣٦﴾ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَٰهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَٰهُمَآ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَٰتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْـًٔا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ ۛ يَغْلِى فِى الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْىِ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾

রুকূ' ঃ ২

৩০-৩১. এভাবে আমি বনী ইসরাঈলদের কঠিন অপমানজনক আযাব, ফেরাউন থেকে নাজাত দিয়েছিলাম। সীমালংঘনকারীদের মধ্যে সে ছিল প্রকৃতই উচ্চ পর্যায়ের লোক।

৩২. তাদের অবস্থা জেনে শুনেই আমি দুনিয়ার অন্য সব জাতির ওপর তাদের অগ্রাধিকার দিয়েছিলাম।

৩৩. তাদেরকে এমন সব নিদর্শন দেখিয়েছিলাম যার মধ্যে সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।

৩৪-৩৫. এরা বলে ঃ আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই। এরপর আমাদের পুনরায় আর উঠানো হবে না।

৩৬. "যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমাদের বাপ-দাদাদের জীবিত করে আনো।"

৩৭. 'এরাই উত্তম না তুব্বা' কওম[৬] এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ? আমি তাদের ধ্বংস করেছিলাম। কারণ তারা অপরাধী হয়ে গিয়েছিলো।

৩৮. আমি এ আসমান ও যমীন এবং এর মাঝের সমস্ত জিনিস খেলাচ্ছলে তৈরি করিনি।

৩৯. এসবই আমি যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।

৪০. এদের সবার পুনরুজ্জীবনের জন্য নির্ধারিত সময়টিই এদের ফায়সালার দিন।

৪১. সেটি এমন দিন যেদিন কোনো নিকটতম প্রিয়জনও কোনো নিকটতম প্রিয়জনের কাজে আসবে না এবং আল্লাহ যাকে রহমত দান করবেন সে ছাড়া তারা কোথাও থেকে কোনো সাহায্য লাভ করবে না।

৪২. তিনি মহাপরাক্রমশালী ও অত্যন্ত দয়াবান।

রুকূ' ঃ ৩

৪৩-৪৪. 'যাক্‌কূম' গাছ হবে গোনাহগারদের খাদ্য।

৪৫-৪৬. তেলের তলানির মত। পেটের মধ্যে এমনভাবে উথলাতে থাকবে যেমন ফুটন্ত পানি উথলায়।

৪৭. পাকড়াও করো একে এবং টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যখানে।

৬. 'তোব্বাআ' হেমিয়ার সম্রাটদের উপাধি ছিল। যেমন 'কিসরা' 'কাইযার' 'ফেরাউন' প্রভৃতি উপাধি বিভিন্ন দেশের সম্রাটদের বিশিষ্ট উপাধি ছিল। এরা 'সাবা কওমের এক শাখার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং কয়েক শতাব্দী ধরে আরবের শাসন পরিচালনা করেছিল।

ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾

৪৮. তারপর ঢেলে দাও তার মাথার ওপর ফুটন্ত পানির আযাব।

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾

৪৯. এখন এর মজা চাখো। তুমি বড় সম্মানী ব্যক্তি কিনা, তাই।

إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

৫০. এটা সেই জিনিস যার আমার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾

৫১. আল্লাহভীরু লোকেরা শান্তি ও নিরাপত্তার জায়গায় থাকবে

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾

৫২. বাগান ও ঝর্ণা ঘেরা জায়গায়।

يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾

৫৩. তারা রেশম ও মখমলের পোশাক পরে সামনাসামনি বসবে।

كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. এটা হবে তাদের অবস্থা। আমি সুন্দরী হরিণ নয়না নারীদের সাথে তাদের বিয়ে দেবো।

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾

৫৫. সেখানে তারা নিশ্চিন্তে মনের সুখে সবরকম সুস্বাদু জিনিস চেয়ে চেয়ে নেবে।

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾

فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾

৫৬-৫৭. সেখানে তারা কখনো মৃত্যুর স্বাদ চাখবে না। তবে দুনিয়াতে যে মৃত্যু এসেছিলো তা তো এসেই গেছে। আর আল্লাহ তাঁর করুণায় তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। এটাই বড় সফলতা।

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. হে নবী! আমি এ কিতাবকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি যাতে এ লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. এখন তুমিও অপেক্ষা করো, এরাও অপেক্ষা করছে।

সূরা আল জাসিয়াহ

৪৫

নামকরণ

২৮ আয়াতের وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً বাক্যাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে 'জাসিয়াহ শব্দ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটির নাযিল হওয়ার সময়-কাল কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত হয়নি। তবে এর বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় এটি সূরা 'দুখান' নাযিল হওয়ার অল্প দিন পরই নাযিল হয়েছে। এ দুটি সূরার বিষয়বস্তুতে এতটা সাদৃশ্য বর্তমান যে, সূরা দু'টিকে যমজ বা যুগ্ম বলে মনে হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে তাওহীদ ও আখেরাত সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের সন্দেহ, সংশয় ও আপত্তির জবাব দেয়া এবং কুরআনের দাওয়াতের বিরুদ্ধে তারা যে নীতি ও আচরণ গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে সতর্ক করা।

তাওহীদের সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মানুষের নিজের অস্তিত্ব থেকে শুরু করে আসমান ও যমীনে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নিদর্শনের প্রতি ইংগিত দিয়ে বলা হয়েছে, যেদিকেই চোখ মেলে তাকাও না কেন তোমরা যে তাওহীদ মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছো প্রতিটি বস্তু তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। নানা রকমের এসব জীব-জন্তু, এ রাতদিন, এ বৃষ্টিপাত এবং তার সাহায্যে উৎপন্ন উদ্ভিদ রাজি, এ বাতাস এবং মানুষের নিজের জন্য এর সবগুলো জিনিসকে কোনো ব্যক্তি যদি চোখ মেলে দেখে এবং কোনো প্রকার গোঁড়ামি বা অন্ধ আবেগ ছাড়া নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে সরাসরি কাজে লাগিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে এসব নিদর্শন তার মধ্যে এ দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট যে, এ বিশ্ব-জাহান আল্লাহীন নয় বা এখানে বহু উলুহিয়াত চলছে না, বরং এক আল্লাহ এটি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি একাই এর ব্যবস্থাপক ও শাসক। তবে যে ব্যক্তি মানবে না বলে শপথ করেছে কিংবা সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে পড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার কথা ভিন্ন। দুনিয়ার কোনো জায়গা থেকেই সে ঈমান ও ইয়াকীনের সম্পদ লাভ করতে পারবে না।

দ্বিতীয় রুকূ'র শুরুতে বলা হয়েছে, এ পৃথিবীতে মানুষ যত জিনিসের সাহায্য গ্রহণ করছে এবং এ বিশ্ব-জাহানে যে সীমা সংখ্যাহীন বস্তু ও শক্তি তার স্বার্থের সেবা করছে তা আপনা আপনি কোথাও থেকে আসেনি বা দেব-দেবীরাও তা সরবরাহ করেনি, বরং এক আল্লাহই তাঁর নিজের পক্ষ থেকে তাকে সব দান করেছেন এবং এসবকে তার অনুগত করে দিয়েছেন। কেউ যদি সঠিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে তার বিবেক-বুদ্ধিই বলে দেবে, সে আল্লাহই মানুষের প্রতি অনুগ্রহকারী মানুষ তাঁর শোকর গোজারী করবে এটা তাঁর প্রাপ্য।

এরপর মক্কার কাফেররা হঠকারিতা, অহংকার, ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং কুফরকে আঁকড়ে ধরে থেকে কুরআনের দাওয়াতের যে বিরোধিতা করছিল। সে জন্য তাদেরকে কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে এবং সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, এ কুরআন সে নিয়ামত নিয়ে এসেছে যা ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈলদের দেয়া হয়েছিল যার কল্যাণে বনী ইসরাঈলা গোটা বিশ্বের সমস্ত জাতির ওপর মর্যাদার অধিকারী হয়েছিল। কিন্তু তারা এ নিয়ামতের অমর্যাদা করেছে এবং দীনের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি করে তা হারিয়ে ফেলেছে। তাই এখন তা তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এটা এমন একটি হিদায়াতনামা যা মানুষকে দীনের পরিষ্কার রাজ পথ দেখিয়ে দেয়। নিজেদের অজ্ঞতা ও বোকামির কারণে যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে তারা নিজেদেরই ধ্বংসের আয়োজন করবে। আর আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের উপযুক্ত বিবেচিত হবে কেবল তারাই যারা এর আনুগত্য করে তাকওয়ার নীতি ও আচরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

এ ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের বলা হয়েছে, এসব লোক আল্লাহকে ভয় করে না। এরা তোমাদের সাথে যে অশোভন আচরণ করছে তা উপেক্ষা করো এবং সহিষ্ণুতা অবলম্বন করো। তোমরা ধৈর্য অবলম্বন করলে আল্লাহ নিজেই এদের সাথে বুঝাপড়া করবেন এবং তোমাদের এ ধৈর্যের প্রতিদান দিবেন।

তারপর আখেরাত বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত কাফেরদের জাহেলী ধ্যান-ধারণা আলোচনা করা হয়েছে। কাফেররা বলতো ঃ এ দুনিয়ার জীবনই সব। এরপর আর কোনো জীবন নেই। যুগের বিবর্তনে আমরা ঠিক তেমনি মরে যাব যেমন একটি ঘড়ি চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যুর পরে রূহের আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না যে, তা কব্‌জ করা হবে এবং পুনরায় কোনো এক সময় এনে দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে। তোমরা যদি এ ধরনের দাবী করো তাহলে আমাদের মৃত বাপ-দাদাতের জীবিত করে দেখাও। এর জবাবে আল্লাহ্ একের পর এক কয়েকটি যুক্তি পেশ করেছেন ঃ

এক ঃ কোনো জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে তোমরা একথা বলছো না, বরং শুধু ধারণার ভিত্তিতে এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছ। সত্যিই কি তোমাদের জানা আছে যে, মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন নেই এবং রূহ কব্‌জ করার হয় না, বরং ধ্বংস হয়ে যায় ?

দুই ঃ তোমাদের এ দাবীর ভিত্তি বড়জোর এই যে, তোমরা কোনো মৃত ব্যক্তিকে জীবিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসতে দেখনি। এতটুকু বিষয়ই কি এতবড় দাবী করার জন্য যথেষ্ট যে, মৃতরা আর কখনো জীবিত হবে না ? তোমাদের অভিজ্ঞতায় ও পর্যবেক্ষণে কোনো জিনিস ধরা না পড়ার অর্থ কি এই যে, তোমরা তার অস্তিত্বহীন হওয়ার জ্ঞান লাভ করেছো ?

তিন ঃ একথা সরাসরি বিবেক-বুদ্ধি ও ইনসাফের পরিপন্থী যে ভাল ও মন্দ, অনুগত ও অবাধ্য এবং জালেম ও মজলুম সবাইকে শেষ পর্যন্ত একই পর্যায়ভুক্ত করে দেয়া হবে। কোনো ভাল কাজের ভাল ফল এবং মন্দ কাজের মন্দ ফল দেখা দেবে না। কোনো মজলুমের আর্তনাদ শোনা হবে না কিংবা কোনো জালেম তার কৃতকর্মের শাস্তি পাবে না। বরং সবাই একই পরিণাম ভোগ করবে। আল্লাহর সৃষ্ট এ বিশ্ব-জাহান সম্পর্কে যে, এ ধারণা পোষণ করে সে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। জালেম ও দুষ্কর্মশীল লোকদের এ ধারণা পোষণ করার কারণ হলো এই যে, তারা তাদের কাজ-কর্মের মন্দ ফলাফল দেখতে চায় না। কিন্তু আল্লাহর এ সার্বভৌম কর্তৃের কোনো অনিয়মের রাজত্ব নয়। এটি একটি ন্যায় ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, যেখানে সৎ ও অসৎকে একে পর্যায়ভুক্ত করে দেয়ার মতো জুলুম কখনো হবে না।

চার ঃ আখেরাত অস্বীকৃতির এ আকীদা নৈতিকতার জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক। এ আকীদা তারাই গ্রহণ করে যারা প্রবৃত্তির দাস হয়ে আছে। তারা এ আকীদা গ্রহণ করে এজন্য, যাতে প্রবৃত্তির দাসত্ব করার অবাধ সুযোগ লাভ করতে পারে। কাজেই তারা যখন এ আকীদা গ্রহণ করে তখন তা তাদেরকে চরমতম গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকে। এমনকি তাদের নৈতিক অনুভূতি একেবারেই মরে যায় এবং হিদায়াত লাভের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

এসব যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার পর আল্লাহ্ অত্যন্ত জোর দিয়ে বলছেন, যেভাবে তোমরা নিজে নিজেই জীবন লাভ করোনি, আমি জীবন দিয়েছি বলে জীবন লাভ করছো, তেমনি নিজে নিজেই মরে যাবে না, বরং আমি মৃত্যু দেই বলে মারা যাও এবং এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে যখন তোমাদের সবাইকে যুগপৎ একত্র করা হবে। আজ যদি মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে তোমরা একথা না মানতে চাও তাহলে মেনো না। কিন্তু সে সয়মটি যখন আসবে তখন নিজের চোখেই তোমরা দেখতে পাবে যে, তোমরা তোমাদের আল্লাহর সামনে হাজির আছো এবং কোনো প্রকার কমবেশী ছাড়াই তোমাদের পুরো আমলনামা প্রস্তুত আছে, যা তোমাদের প্রতিটি কাজের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সে সময় তোমরা জানতে পারবে আখেরাতের আকীদার এ অস্বীকৃতি এবং এ নিয়ে যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ তোমরা করছো এর কত চড়া মূল্য তোমাদের দিতে হচ্ছে।

❒

আয়াত-৩৭ ৪৫-সূরা আল জাসিয়া-মাক্কী রুকূ'-৪

ايا تها ٣٧ ٤٥ـ سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ ـ مَكِّيَّةٌ ركوعاتها ٤

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম।

① حٰمٓ ○

২. এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, যিনি পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

② تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

৩. প্রকৃত সত্য হচ্ছে, মু'মিনদের জন্য আসমান ও যমীনে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।

③ اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○

৪. তোমাদের নিজেদের সৃষ্টির মধ্যে এবং যেসব জীব-জন্তুকে আল্লাহ পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন তার মধ্যে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণকারী লোকদের জন্য।

④ وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

৫. তাছাড়া রাত ও দিনের পার্থক্য ও ভিন্নতার মধ্যে, আল্লাহ্ আসমান থেকে যে রিযিক নাযিল করেন এবং তার সাহায্যে মৃত যমীনকে যে জীবিত করে তোলেন তার মধ্যে এবং বায়ু প্রবাহের আবর্তনের মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগায়।

⑤ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

৬. এগুলো আল্লাহর নিদর্শন, যা আমি তোমাদের সামনে যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। আল্লাহ ও তাঁর নিদর্শনাদি ছাড়া এমন আর কি আছে যার প্রতি এরা ঈমান আনবে?

⑥ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ○

৭. ধ্বংস এমন প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও দুষ্কর্মশীল ব্যক্তির জন্য।

⑦ وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ○

৮. যার সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় এবং সে তা শোনে তারপর পুরো অহংকার নিয়ে কুফরীকে এমনভাবে আঁকড়ে থাকে যেন সে ঐগুলো শোনেইনি। এ রকম লোককে কষ্টদায়ক আযাবের সুখবর শুনিয়ে দাও।

⑧ يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

৯. যখন সে আমার আয়াতসমূহের কোনো কথা জানতে পারে তখন তা নিয়ে উপহাস ও বিদ্রূপ করে। এরূপ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

⑨ وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا ۨاتَّخَذَهَا هُزُوًا ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

১০. তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম। তারা পৃথিবীতে যাকিছু অর্জন করেছে তার কোনো জিনিসই তাদের কাজে আসবে না আবার আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তারা অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে তারাও তাদের জন্য কিছু করতে পারবে না। তাদের জন্য রয়েছে বড় শাস্তি।

⑩ مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

هَٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ۝

১১. এ কুরআন পুরোপুরি হেদায়াতের কিতাব। সেই লোকদের জন্য কঠিন জ্বালাদায়ক আযাব রয়েছে। যারা নিজেদের রব-এর আয়াতগুলোকে মেনে নিতে অস্বীকার করছে।

রুকূ' ঃ ২

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

১২. তিনিই তো আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তাঁর নির্দেশে জাহাজসমূহ সেখানে চলে আর তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে এবং কৃতজ্ঞ হতে পারো।

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

১৩. তিনি যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিসকেই তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, সবই নিজের পক্ষ থেকে।[১] এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে।

قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

১৪. হে নবী! যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলে দাও, যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কঠিন দিন আসার আশংকা করে না তাদের আচরণসমূহ যেন ক্ষমা করে দেয় যাতে আল্লাহ নিজেই একটি গোষ্ঠীকে তাদের কৃতকর্মের বদলা দেন।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝

১৫. যে সৎকাজ করবে সে নিজের জন্যই করবে। আর যে অসৎকাজ করবে তার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। সবাইকে তো তার রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

১৬. ইতিপূর্বে আমি বনী ইসরাঈলদের কিতাব, হুকুম ও নবুওয়াত দান করেছিলাম। আমি তাদেরকে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলাম, সারা দুনিয়ার মানুষের ওপর মর্যাদা দান করেছিলাম

وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

১৭. এবং দীনের ব্যাপারে স্পষ্ট হেদায়াত দান করেছিলাম। অতপর তাদের মধ্যে যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিলো তা (অজ্ঞতার কারণে নয়, বরং) জ্ঞান আসার পরে হয়েছিলো এবং এ কারণে হয়েছিলো যে, তারা একে অপরের ওপর যুলুম করতে চাচ্ছিলো। তারা যেসব ব্যাপারে মতভেদ করে আসছিলো আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেইসব ব্যাপারে ফায়সালা করবেন।

১. এর দুটি অর্থ ঃ এক. আল্লাহর এ দান দুনিয়ার রাজা-বাদশার দানের মতো নয়, যাতে প্রজাদের কাছ থেকে সংগৃহীত সম্পদ প্রজাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে দান করা হয় ; বরং এ বিশ্বের সকল নেয়ামত আল্লাহর নিজের সৃষ্টি এবং তিনি নিজের পক্ষ থেকে মানুষকে তা দান করেছেন। দুই. এ নেয়ামতসমূহের সৃষ্টি কাজে আল্লাহর কোনো শরীক নেই এবং মানুষের জন্য এসব নেয়ামতের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্তার কোনো দখল নেই। একা আল্লাহ তাআলাই এসবের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি নিজের পক্ষ থেকে মানুষকে তা দান করেছেন।

﴿١٨﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

১৮. অতপর হে নবী! আমি দীনের ব্যাপারে তোমাকে একটি সুস্পষ্ট রাজপথের (শরীআত) ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার ওপরেই চলো এবং যারা জানে না তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।

﴿١٩﴾ اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

১৯. আল্লাহর মুকাবিলায় তারা তোমার কোনো কাজেই আসতে পারে না।[২] জালেমরা একে অপরের বন্ধু এবং মুত্তাকীদের বন্ধু আল্লাহ।

﴿٢٠﴾ هٰذَا بَصَاۤئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝

২০. এটা সব মানুষের জন্য দূরদৃষ্টির আলো এবং যারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে তাদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

﴿٢١﴾ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَاۤءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۗ سَاۤءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝

২১. যেসব লোক অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমি তাদেরকে এবং মু'মিন ও সৎ-কর্মশীলদেরকে সমপর্যায়ভুক্ত করে দেবো যে তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হয়ে যাবে ? তারা যে ফায়সালা করে তা অত্যন্ত জঘন্য।

রুকূ' ঃ ৩

﴿٢٢﴾ وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ ۢبِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

২২. আল্লাহ আসমান ও যমীনকে সত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন এবং এজন্য করেছেন যাতে প্রত্যেক প্রাণ সত্তাকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া যায়। তাদের প্রতি কখনো জুলুম করা হবে না।

﴿٢٣﴾ اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ۗ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ۗ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

২৩. তুমি কি কখনো সেই ব্যক্তির অবস্থা ভেবে দেখেছো যে তার প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে আর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও[৩] আল্লাহ তাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন, তার দিলে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং চোখে আবরণ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে তাকে হেদায়াত দান করতে পারে ? তোমরা কি কোনো শিক্ষাগ্রহণ করো না ?

﴿٢٤﴾ وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَاۤ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ۝

২৪. এরা বলেঃ জীবন বলতে তো শুধু আমাদের দুনিয়ার এ জীবনই। আমাদের জীবন ও মৃত্যু এখানেই এবং কালের বিবর্তন ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে এদের কোনো জ্ঞান নেই। এরা শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে এসব কথা বলে।

২. অর্থাৎ যদি তুমি তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহর দীনের মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন সাধন কর তবে আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারা তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

৩. আসল শব্দগুলো হচ্ছে اضله الله على علم এ শব্দগুলোর এক অর্থ এ হতে পারে যে ঃ সে ব্যক্তি আলেম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষ থেকে পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, কেননা সে প্রকৃতির দাস বনে গিয়েছিল। দ্বিতীয় প্রকার অর্থ হতে পারে আল্লাহর নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে যে—সে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির কামনাকে নিজের ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে—তাকে পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন।

٢٥ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

২৫. যখন এদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ শুনানো হয় তখন এদের কাছে এ ছাড়া আর কোনো যুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের বাপ-দাদাদের জীবিত করে দেখাও।

٢٦ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

২৬. হে নবী! এদের বলো, আল্লাহই তোমাদের জীবন-দান করেন এবং তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান। তিনিই আবার সেই কিয়ামতের দিন তোমাদের একত্রিত করবেন যার আগমনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।

রুকূ' ঃ ৪

٢٧ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ○

২৭. যমীন এবং আসমানের বাদশাহী আল্লাহর। আর যেদিন কিয়ামতের সময় এসে উপস্থিত হবে সেদিন বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

٢٨ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

২৮. সে সময় তোমরা প্রত্যেক গোষ্ঠীকে নতজানু দেখতে পাবে। প্রত্যেক গোষ্ঠীকে এসে তার আমলনামা দেখার জন্য আহ্বান জানানো হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যেসব কাজ করে এসেছো তোমাদেরকে তার প্রতিদান দেয়া হবে।

٢٩ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

২৯. এটা আমাদের তৈরি করানো আমলনামা, যা তোমাদের বিরুদ্ধে ঠিক ঠিক সাক্ষ দিচ্ছে। তোমরা যাই করতে আমি তাই লিপিবদ্ধ করাতাম।

٣٠ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ○

৩০. যারা ঈমান এনেছিলো এবং সৎকাজ করেছিলো তাদের রব তাদেরকে তাঁর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। এটা সুস্পষ্ট সাফল্য।

٣١ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ○

৩১. আর যারা কুফরী করেছিলো তাদের বলা হবে আমার আয়াতসমূহ কি তোমাদেরকে শুনানো হতো না ? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে এবং অপরাধী হয়ে গিয়েছিলে।

٣٢ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ○

৩২. আর যখন বলা হতো, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত যে আসবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তখন তোমরা বলতে, কিয়ামত কি জিনিস তা আমরা জানি না। আমরা কিছুটা ধারণা পোষণ করি মাত্র। দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের নেই।

٣٣ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ○

৩৩. সেই সময় তাদের কাছে তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফলাফল প্রকাশ পাবে। তারা সেই জিনিসের পাল্লায় পড়ে যাবে যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করতো।

٣٤ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَأْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِينَ ○

৩৪. তাদের বলে দেয়া হবে, আজ আমিও ঠিক তেমনি তোমাদের ভুলে যাচ্ছি যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাত ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের ঠিকানা এখন জাহান্নাম এবং তোমাদের সাহায্যকারী কেউ নেই।

٣٥ ذٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ○

৩৫. তোমাদের এ পরিণাম এজন্য যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করেছিলে এবং দুনিয়ার জীবন তোমাদের ধোঁকায় ফেলে দিয়েছিলো। তাই আজ এদেরকে জাহান্নাম থেকেও বের করা হবে না কিংবা একথাও বলা হবে না যে, ক্ষমা চেয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করো।[৪]

٣٦ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ○

৩৬. কাজেই সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি যমীন ও আসমানের মালিক এবং গোটা বিশ্ব-জাহানের সবার পালনকর্তা।

٣٧ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

৩৭. যমীন ও আসমানে তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং তিনিই মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

৪. এ শেষ বাক্যাংশ এই ধরনে বলা হয়েছে ঃ যেমন কোনো মনিব নিজের কিছু খাদেমদেরকে ধমক দেয়ার পর অন্যকে উদ্দেশ্য করে বলে—'আচ্ছা, এখন এই অপদার্থদের জন্য শাস্তি হচ্ছে এই।'

সূরা আল আহক্বাফ

৪৬

নামকরণ

২১ নম্বর আয়াতের إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ বাক্যাংশ থেকে নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরা নাযিল হওয়ার সময়-কাল ২৯ থেকে ৩২ আয়াতে বর্ণিত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে নিরূপিত হয়ে যায়। ঐ আয়াতগুলোতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জিনদের ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে যাওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে আসার পথে 'নাখলা' নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেছিলেন সেই সময় ঘটনাটি ঘটেছিল। সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুসারে হিজরতের তিন বছর পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ গমন করেছিলেন। সুতরাং এ সূরা যে নবুওয়াতের ১০ম বছরের শেষ দিকে অথবা ১১শ বছরের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছিল তা নিরূপিত হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনে নবুওয়াতের ১০ম বছর ছিল অত্যন্ত কঠিন বছর। তিন বছর ধরে কুরাইশদের সবগুলো গোত্র মিলে বনী হাশেম এবং মুসলমানদের পুরোপুরি বয়কট করে রেখেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খান্দানের লোকজন ও মুসলমানদের সাথে শে'বে আবি তালিব* মহল্লায় অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। কুরাইশদের লোকজন এ মহল্লাটিকে সবদিক থেকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। এ অবরোধ ডিঙিয়ে কোনো প্রকার রসদ ভেতরে যেতে পারতো না। শুধু হজ্জের মওসুমে এ অবরুদ্ধ লোকগুলো বের হয়ে কিছু কেনাকাটা করতে পারতো। কিন্তু আবু লাহাব যখনই তাদের মধ্যে কাউকে বাজারের দিকে বা কোনো বাণিজ্য কাফেলার দিকে যেতে দেখতো চিৎকার করে বণিকদের বলতো, 'এরা যে জিনিস কিনতে চাইবে তার মূল্য এত অধিক চাইবে যেন এরা তা খরিদ করতে না পারে। আমি ঐ জিনিস তোমাদের নিকট থেকে কিনে নেব এবং তোমাদের লোকসান হতে দেব না। একাধারে তিন বছরের এ বয়কট মুসলমান ও বনী হাশেমদের কোমর ভেঙে দিয়েছিল। তাদেরকে এমন সব কঠিন সময় পাড়ি দিতে হয়েছিল যখন কোনো কোনো সময় ঘাস এবং গাছের পাতা খাওয়ার মতো পরিস্থিতি এসে যেতো।

অনেক কষ্টের পর এ বছরই সবেমাত্র এ অবরোধ ভেঙ্গেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচা আবু তালিব, যিনি দশ বছর ধরে তাঁর ঢাল স্বরূপ ছিলেন ঠিক এ সময় ইন্তেকাল করেন। এ দুর্ঘটনার পর এক মাস যেতে না যেতেই তাঁর জীবন সঙ্গিনী হযরত খাদিজাও ইন্তিকাল করেন যিনি নবুওয়াত জীবনের শুরু থেকে ঐ সময় পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য প্রশান্তি ও সান্তনার কারণ হয়েছিলেন। একের পর এক এসব দুঃখ কষ্ট আসার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বছরটিকে (عام الحزن) "আমুল হুয্ন" বা দুঃখ বেদনার বছর বলে উল্লেখ করতেন।

হযরত খাদিজা ও আবু তালিবের মৃত্যুর পর মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে আরো অধিক সাহসী হয়ে উঠলো এবং তাঁকে আগের চেয়ে বেশী উত্যক্ত করতে শুরু করলো। এমন কি তাঁর জন্য বাড়ীর বাইরে বের হওয়াও কঠিন হয়ে উঠলো। ইবনে হিশাম সেই সময়ের একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন কুরাইশদের এক বখাটে লোক জনসমক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথায় ধূলা নিক্ষেপ করে।

অবশেষে তিনি তায়েফে গমন করলেন। উদ্দেশ্য সেখানে বনী সাকীফ গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেবেন। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে অন্তত এ মর্মে তাদের সম্মত করাবেন যেন তাঁকে তাদের কাছে শান্তিতে থেকে তারা ইসলামের কাজ করার

* শে'বে আবি তালিব মক্কার একটি মহল্লার নাম। এখানে বনী হাশেম গোত্রের লোকজন বাস করতেন। আরবী ভাষায় شعب শব্দের অর্থ উপত্যকা বা পাহাড়ের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র বাসযোগ্য ভূমি। মহল্লাটি যেহেতু 'আবু কুবাইস' পাহাড়ের একটি উপত্যকায় অবস্থিত ছিল এবং আবু তালিব ছিলেন বনী হাশেমদের নেতা। তাই এটিকে শে'বে আবি তালিব বলা হতো। পবিত্র মক্কার যে স্থানটি বর্তমানে স্থানীয় বর্ণনা অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম স্থান হিসেবে পরিচিত তার সন্নিকটেই এ উপত্যকা অবস্থিত ছিল। বর্তমানে একে শে'বে আলী বা শে'বে বনী হাশেম বলা হয়ে থাকে।

সুযোগ দেবে। সেই সময় তাঁর কাছে কোনো সওয়ারীর জন্তু পর্যন্ত ছিল না। মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত গোটা পথ তিনি পায়ে হেঁটে অতিক্রম করলেন। কোনো কোনো বর্ণনা অনুসারে তিনি একাই তায়েফ গিয়েছিলেন এবং কোনো কোনো বর্ণনা অনুসারে শুধু যায়েদ ইবনে হারেসা তাঁর সাথে ছিলেন। সেখানে পৌছার পর তিনি কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করলেন এবং সাকীফের নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে আলাপ করলেন। কিন্তু তারা তাঁর কোনো কথা যে মানলো না শুধু তাই নয়, বরং স্পষ্ট ভাষায় তাদের শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার হুকুম শুনিয়ে দিল। কেননা তারা শংকিত হয়ে পড়েছিল তাঁর প্রচার তাদের যুবক শ্রেণীকে বিগড়ে না দেয়। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাঁকে তায়েফ ত্যাগ করতে হলো। তিনি তায়েফ ত্যাগ করার সময় সাকীফ গোত্রের নেতারা তাদের বখাটে ও পাণ্ডাদের তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। তারা পথের দুই পাশ দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত তাঁর প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ, গালি বর্ষণ এবং পাথর ছুড়ে মারতে মারতে অগ্রসর হতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত তিনি আহত হয়ে অবসন্ন হয়ে পড়লেন এবং তাঁর জুতা রক্তে ভরে গেলো। এ অবস্থায় তিনি তায়েফের বাইরে একটি বাগানের প্রাচীরের ছায়ায় বসে পড়লেন এবং আল্লাহর কাছে এই বলে ফরিয়াদ করলেন ঃ

"হে আল্লাহ! আমি শুধু তোমার কাছে আমার অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা এবং মানুষের দৃষ্টিতে নিজের অমর্যাদা ও মূল্যহীনতার অভিযোগ করছি। হে সর্বাধিক দয়ালু ও করুণাময়! তুমি সকল দুর্বলদের রব। আমার রবও তুমিই। তুমি আমাকে কার হাতে ছেড়ে দিচ্ছ? এমন কোনো অপরিচিতের হাতে কি যে আমার সাথে কঠোর আচরণ করবে? কিংবা এমন কোনো দুশমনের হাতে কি যে আমার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করবে? তুমি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হও তাহলে আমি কোনো বিপদের পরোয়া করি না। তবে তোমার নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভ করলে সেটা হবে আমার জন্য অনেক বেশী প্রশস্ততা। আমি আশ্রয় চাই তোমার সত্তার সেই নূরের যা অন্ধকারকে আলোকিত এবং দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারসমূহকে পরিশুদ্ধ করে। তোমার গযব যেন আমার ওপর নাযিল না হয় তা থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো এবং আমি যেন তোমার ক্রোধ ও তিরস্কারের যোগ্য না হই। তোমার মর্জিতেই আমি সন্তুষ্ট যেন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তুমি ছাড়া আর কোনো জোর বা শক্তি নেই।"–ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬২

ভগ্ন হৃদয় ও দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে ফিরে যাওয়ার পথে যখন তিনি "কারনুল মানাযিল" নামক স্থানের নিকটবর্তী হলেন তখন মাথার ওপর মেঘের ছায়ার মতো অনুভব করলেন। দৃষ্টি তুলে চেয়ে দেখলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সামনেই হাজির। জিবরাঈল ডেকে বললেন ঃ "আপনার কওম আপনাকে যে জবাব দিয়েছে আল্লাহ তা শুনেছেন। এই তো আল্লাহ পাহাড়ের ব্যবস্থাপক ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। আপনি যা ইচ্ছা তাকে নির্দেশ দিতে পারেন।" এরপর পাহাড়ের ব্যবস্থাপক ফেরেশতা তাঁকে সালাম দিয়ে আরজ করলেন ঃ আপনি যদি আদেশ দেন তাহলে দুই দিকের পাহাড় এসব লোকদের ওপর চাপিয়ে দেই।" তিনি বললেন ঃ না, আমি আশা করি আল্লাহ তাদের বংশে এমন সব লোক সৃষ্টি করবেন যারা এক ও লা-শরীক আল্লাহর দাসত্ব করবে।"–বুখারী, বাদউল খালক, যিকরুল মালাইকা, মুসলিম, কিতাবুল মাগাযী, নাসায়ী, আল বু'য়স।

এরপর তিনি 'নাখলা' নামক স্থানে গিয়ে কয়েক দিনের জন্য অবস্থান করলেন। এখন কিভাবে মক্কায় ফিরে যাবেন সে কথা ভাবছিলেন।

তায়েফে যাকিছু ঘটেছে সে খবর হয়তো সেখানে ইতিমধ্যেই পৌছে দিয়েছে। এখন তো কাফেররা আগের চেয়েও দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। এ সময়ে একদিন রাতের বেলা যখন তিনি নামাযে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করছিলেন সেই সময় জিনদের একটি দল সেখানে এসে হাজির হলো। তারা কুরআন শুনলো, তার প্রতি ঈমান আনলো এবং ফিরে গিয়ে নিজ জাতির মধ্যে ইসলামের প্রচার শুরু করলো। আল্লাহ তাঁর নবীকে এ সুসংবাদ দান করলেন যে, আপনার দাওয়াত শুনে মানুষ যদিও দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু বহু জিন তার ভক্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েছে এবং তারা একে স্বজাতির মধ্যে প্রচার করছে।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ পরিস্থিতিতে সূরাটি নাযিল হয়। যে ব্যক্তি একদিকে নাযিল হওয়ার এ পরিস্থিতি সামনে রাখবে এবং অন্যদিকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে সূরাটি পড়বে তার মনে এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না যে এটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী নয়। বরং "এটি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।" কেননা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা সূরার মধ্যে কোথাও সেই ধরনের মানবিক আবেগ ও প্রতিক্রিয়ার সামান্য লেশ মাত্র নেই যা সাধারণত এরূপ পরিস্থিতির শিকার মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়। এটা যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হতো যাকে একের পর এক বড় বড় দুঃখ-বেদনা ও মুসিবত এবং তায়েফের সাম্প্রতিক আঘাত দুর্দশার চরমে পৌছিয়ে দিয়েছিল—তাহলে

এ পরিস্থিতির কারণে তাঁর মনের যে অবস্থা ছিল সূরার মধ্যে কোথাও না কোথাও তার চিত্র দৃষ্টিগোচর হতো। ওপরে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে দাওয়াত উদ্ধৃত করেছি তার প্রতি একটু লক্ষ্য করুন। সেটা তাঁর নিজের বাণী। ঐ বাণীর প্রতিটি শব্দ সেই পরিস্থিতিরই চিত্রায়ন। কিন্তু এ সূরাটি সে একই সময়ে একই পরিস্থিতিতে তাঁরই মুখ থেকে বেরিয়েছে, অথচ সেই পরিস্থিতিজনিত প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

কাফেররা বহুবিধ গোমরাহীর মধ্যে শুধু ডুবেই ছিল না বরং প্রচণ্ড জিদ, গর্ব ও অহংকারের সাথে তা আঁকড়ে ধরেছিল। আর যে ব্যক্তি এসব গোমরাহী থেকে তাদেরকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট ছিল তাকে তারা তিরস্কার ও সমালোচনার লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিল। এসব গোমরাহীর ফলাফল সম্পর্কে কাফেরদের সাবধান করাই সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। তাদের কাছে দুনিয়াটা ছিল একটা উদ্দেশ্যহীন খেলার বস্তু। তারা এখানে নিজেদেরকে দায়িত্বহীন সৃষ্টি মনে করতো। তাদের মতে তাওহীদের দাওয়াত ছিল মিথ্যা। তাদের উপাস্য আল্লাহর অংশীদার, তাদের এ দাবীর ব্যাপারে তারা ছিল একগুঁয়ে ও আপোষহীন। কুরআন আল্লাহর বাণী একথা মানতে তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। রিসালাত সম্পর্কে তাদের মন-মগজে ছিল একটি অদ্ভূত জাহেলী ধারণা এবং সেই ধারণার ভিত্তিতে তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের দাবী পরখ করার জন্য নানা ধরনের অদ্ভূদ মানদণ্ড পেশ করছিল। তাদের মতে ইসলামের সত্য না হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল এই যে, তাদের নেতৃবৃন্দ, বড় বড় গোত্রীয় সরদার এবং তাদের কওমের গবুচন্দ্ররা তা মেনে নিচ্ছিল না এবং শুধু কতিপয় যুবক, কিছু সংখ্যক দরিদ্র লোক এবং কতিপয় ক্রীতদাস তার ওপর ঈমান এনেছিল। তারা কিয়ামত, মৃত্যুর পরের জীবন এবং শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়কে মনগড়া কাহিনী বলে মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল, বাস্তবে এসব ঘটা একেবারেই অসম্ভব।

এসব সূরায় এসব গোমরাহীর প্রত্যেকটিকে সংক্ষেপে যুক্তি-প্রমাণসহ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং কাফেরদের এই বলে সাবধান করা হয়েছে যে, তোমরা বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে সত্য ও বাস্তবতা বুঝার চেষ্টা করার পরিবর্তে যদি গোঁড়ামি ও হঠকারিতার মাধ্যমে কুরআনের দাওয়াত ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতকে প্রত্যাখ্যান করো তাহলে নিজেদের ভবিষ্যত নিজেরাই ধ্বংস করবে।

❐

১. হা-মীম।

২. এ কিতাব মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।

৩. আমি যমীন ও আসমান এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে যথার্থ সত্যের ভিত্তিতে বিশেষ সময় নির্ধারিত করে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু যে বিষয়ে এ কাফেরদের সাবধান করা হয়েছে তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে আছে।

৪. হে নবী! এদের বলে দাও, "তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ডেকে থাকো কখনো কি তাদের ব্যাপারে ভেবে দেখেছো ? আমাকে একটু দেখাও তো পৃথিবীতে তারা কি সৃষ্টি করেছে কিংবা আসমানসমূহের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনায় তাদের কি অংশ আছে। যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে ইতিপূর্বে প্রেরিত কোনো কিতাব কিংবা জ্ঞানের কোনো অবশিষ্টাংশ (এসব আকীদা-বিশ্বাসের সমর্থনে) তোমাদের কাছে থাকলে নিয়ে এসো।"

৫. সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশী পথভ্রষ্ট কে যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তাকে ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়।[১] এমনকি আহ্বানকারী যে তাকে আহ্বান করছে সে বিষয়েও সে অজ্ঞ।

৬. যখন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে তখন তারা নিজেদের আহ্বানকারীর দুশমন হয়ে যাবে এবং ইবাদাত কারীদের অস্বীকার করবে।[২]

৭. যখন এসব লোকদের আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ শুনানো হয় এবং সত্য তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে তখন এ কাফেররা বলে এতো পরিষ্কার যাদু।

৮. তারা কি বলতে চায় যে, রাসূল নিজেই এসব রচনা করেছেন ? তাদের বলে দাও ঃ "আমি নিজেই যদি তা রচনা করে থাকি তাহলে কোনো কিছু আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারবে না। যেসব কথা তোমরা তৈরি করছো আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। আমার ও তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ দেয়ার জন্য তিনিই যথেষ্ট। তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"[৩]

① حٰمٓ

② تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

③ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ○

④ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

⑤ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ○

⑥ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ○

⑦ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

⑧ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًۢا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

১. জবাব দেয়ার অর্থ—কারোর আবেদনে ফায়সালা দান করা। অর্থাৎ এ উপাস্যদের সে ক্ষমতাই নেই যার ভিত্তিতে তারা এদের প্রার্থনা ও আবেদন-নিবেদনের ওপর কোনো সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে পারে।

(٩) قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ وَمَآ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○

৯. এদের বলো, "আমি কোনো অভিনব রাসূল নই।[৪] কাল তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে এবং আমার সাথেই বা কি আচরণ করা হবে তা আমি জানি না। আমি তো কেবল সেই অহীর অনুসরণ করি যা আমার কাছে পাঠানো হয় এবং আমি সুস্পষ্ট সাবধানকারী ছাড়া আর কিছুই নই।

(١٠) قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِۦ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنۢ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِۦ فَـَٔامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّٰلِمِينَ ○

১০. হে নবী! তাদের বলো, তোমরা কি কখনো একথা ভেবে দেখেছো, যদি এ বাণী আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসে থাকে আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করো (তাহলে তোমাদের পরিণাম কি হবে)? এ রকম একটি বাণী সম্পর্কে তো বনী ইসরাঈলদের একজন সাক্ষী সাক্ষ্যও দিয়েছে। সে ঈমান এনেছে। কিন্তু তোমরা আত্মম্ভরিতায় ডুবে আছো।[৫] এ রকম জালেমদের আল্লাহ হেদায়াত দান করেন না।"

রুকূ' ঃ ২

(١١) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا۟ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَآ إِفْكٌ قَدِيمٌ ○

১১. যারা মানতে অস্বীকার করেছে তারা মুমিনদের সম্পর্কে বলে, এ কিতাব মেনে নেয়া যদি কোনো ভালো কাজ হতো তাহলে এ ব্যাপারে এসব লোক আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারতো না।[৬] যেহেতু এরা তা থেকে হেদায়াত লাভ করেনি তাই তারা অবশ্যই বলবে, এটা পুরনো মিথ্যা।

(١٢) وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ○

১২. অথচ এর পূর্বে মূসার কিতাব পথ প্রদর্শক ও রহমত হয়ে এসেছিলো। আর এ কিতাব তার সত্যায়নকারী, আরবী ভাষায় এসেছে যাতে জালেমদের সাবধান করে দেয় এবং সৎ আচরণ গ্রহণকারীদের সুসংবাদ দান করে।

২. অর্থাৎ তারা পরিষ্কাররূপে বলে দেবে—"আমরা কখনও তাদের কথা বলিনি যে—তোমরা সাহায্যের জন্য আমাদের প্রতি আহ্বান ও প্রার্থনা করতে থাক, আমরা তোমাদের প্রয়োজন পূর্ণকারী।" আর আমরা একথা জানিও না যে—এরা আমাদের কাছে প্রার্থনা জানাতো। তারা নিজেরাই অনুমান করে নিয়েছিল যে—আমরা তাদের অভাব পূরণকারী আর তারপর তারা নিজেরাই আমাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাতে আরম্ভ করেছিলে।"

৩. এখানে এ বাক্যাংশের দুই প্রকার অর্থ প্রকাশ পায় ঃ প্রথম অর্থ ঃ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার দয়া ও তাঁর ক্ষমাগুণের জন্যই এসব লোক যারা আল্লাহর কালামের প্রতি মিথ্যারোপ করতে এতটুকুও সংকোচবোধ করে না, পৃথিবীতে শ্বাস গ্রহণের অবকাশ পাচ্ছে; নচেত যদি কোনো নির্দয় ও কঠোর আল্লাহ এ বিশ্বের মালিক হতেন, তবে এরূপ দুঃসাহসীদের ভাগ্যে একটি শ্বাস গ্রহণের পর দ্বিতীয় শ্বাসটি গ্রহণের অবকাশই মিলতো না। এ বাক্যাংশের দ্বিতীয় প্রকার অর্থ হচ্ছে ঃ জালেমগণ ! এখন এ হঠকারিতা থেকে বিরত হও, তাহলে আল্লাহ তাআলার করুনার দুয়ার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত আছে এবং এ পর্যন্ত তোমরা যা কিছু করছো তা মাফ হতে পারে।

৪. অর্থাৎ প্রথমে যেমন সকল রসূল মানুষই হতেন এবং উলুহিয়াতের গুণ ও ক্ষমতায় যেমন তাঁদের কোনো অংশ ছিল না আমিও একজন সেই প্রকারের রসূল।

৫. এখানে সাক্ষীর অর্থ কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি নয়; বরং বনী ইসরাঈলের একজন সাধারণ ব্যক্তি। আল্লাহর এরশাদের অর্থ হচ্ছে—কুরআন মজীদ তোমাদের সামনে যে শিক্ষা পেশ করছে তা এমন কোনো অপরিচিত অদ্ভুত জিনিস নয় যা এ প্রথমবার দুনিয়াতে তোমাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে—যে জন্য তোমরা এ ওজর করতে পারো যে—"আমরা এরূপ অদ্ভুত কথা কেমন করে মেনে নিতে পারি যা মানব জাতির সামনে পূর্বে কখনো পেশ করা হয়নি !"

৬. তাদের বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ গুটি কয়েক নির্বোধ লোক এ কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে। নচেত এ যদি কোনো উত্তম কাজ হতো, তবে আমাদের মত বুদ্ধিমান লোকেরা এ ব্যাপারে কেমন করে পশ্চাতে পড়ে থাকতে পারতাম।

⑬ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

১৩. যারা ঘোষণা করেছে আল্লাহই আমাদের রব, অতপর তার ওপরে স্থির থেকেছে নিশ্চয়ই তাদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তারা মন মরা ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে না।

⑭ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

১৪. এ ধরনের সব মানুষ জান্নাতে যাবে। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে, তাদের সেই কাজের বিনিময়ে যা তারা পৃথিবীতে করেছিলো।

⑮ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

১৫. আমি মানুষকে এ মর্মে নির্দেশনা দিয়েছি যে, তারা যেন পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে। তার মা কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছিলো এবং কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছিলো। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান করাতে ত্রিশ মাস লেগেছে। এমন কি যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছেছে এবং তারপর চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়েছে তখন বলেছেঃ "হে আমার রব! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যেসব নিয়ামত দান করেছো আমাকে তার শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দাও। আর এমন সৎকাজ করার তাওফীক দাও যা তুমি পসন্দ করো। আমার সন্তানদেরকে সৎ বানিয়ে আমাকে সুখ দাও। আমি তোমার কাছে তাওবা করছি। আমি নির্দেশের অনুগত (মুসলিম) বান্দাদের অন্তরভুক্ত।"

⑯ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝

১৬. এ ধরনের মানুষের কাছ থেকে তাদের উত্তম আমল-সমূহ আমি গ্রহণ করে থাকি, তাদের মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা করে দেই। যে প্রতিশ্রুতি তাদের দিয়ে আসা হয়েছে তা ছিলো সত্য প্রতিশ্রুতি। সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে এরা জান্নাতী লোকদের অন্তরভুক্ত হবে।

⑰ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

১৭. আর যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বললোঃ "আহ্! তোমরা বিরক্তির একশেষ করে দিলে। তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাচ্ছো যে, মৃত্যুর পর আমি আবার কবর থেকে উত্তোলিত হবো? আমার পূর্বে তো আরো বহু মানুষ চলে গেছে। (তাদের কেউ তো জীবিত হয়ে ফিরে আসেনি)।" মা-বাপ আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলেঃ "আরে হতভাগা, বিশ্বাস কর। আল্লাহর ওয়াদা সত্য।" কিন্তু সে বলে, "এসব তো প্রাচীনকালের বস্তাপচা কাহিনী।"

⑱ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ۝

১৮. এরাই সেইসব লোক যাদের ব্যাপারে আযাবের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এদের পূর্বে জিন ও মানুষদের মধ্য থেকে (এ প্রকৃতির) যেসব ক্ষুদ্র দল অতীত হয়েছে এরাও গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হবে। নিশ্চয়ই এরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার লোক।

١٩ وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

১৯. উভয় দলের প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা হবে তাদের কর্ম অনুযায়ী। যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেন। তাদের প্রতি মোটেই জুলুম করা হবে না।

٢٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۭ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ○

২০. অতপর এসব কাফেরদের যখন আগুনের সামনে এনে দাঁড় করানো হবে তখন তাদের বলা হবে, তোমরা নিজের অংশের নিয়ামতসমূহ দুনিয়ার জীবনেই ভোগ করে নিঃশেষ করে ফেলেছো এবং তা ভোগ করেছো। কোনো অধিকার ছাড়াই তোমরা পৃথিবীতে যে বড়াই করতে থেকেছো এবং যে নাফরমানি করেছো সে কারণে আজ তোমাদের লাঞ্ছনাকর আযাব দেয়া হবে।"

রুকূ' ঃ ৩

٢١ وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ۭ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

২১. এদেরকে 'আদের ভাই (হূদ)-এর কাহিনী কিছুটা শুনাও যখন সে আহক্বাফে তার কওমকে সতর্ক করেছিলো—এ ধরনের সতর্ককারী পূর্বেও এসেছিলো এবং তার পরেও এসেছে—যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করো না। তোমাদের ব্যাপারে আমার এক বড় ভয়ংকর দিনের আযাবের আশংকা আছে।

٢٢ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

২২. তারা বললো ঃ "তুমি কি এজন্য এসেছো যে, আমাদের প্রতারিত করে আমাদের উপাস্যদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে দেবে ? ঠিক আছে, তুমি যদি প্রকৃত সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমাদের যে আযাবের ভীতি প্রদর্শন করে থাকো তা নিয়ে এসো।"

٢٣ قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ڮ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ○

২৩. সে বললো ঃ এ ব্যাপারে জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে।[৭] যে পয়গাম দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে আমি শুধু সেই পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। তবে আমি দেখছি, তোমরা অজ্ঞতা প্রদর্শন করছো।

٢٤ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۭ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۭ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

২৪. পরে যখন তারা সেই আযাবকে তাদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখলো, বলতে শুরু করলো ঃ এই তো মেঘ, আমাদের 'ওপর প্রচুর বারিবর্ষণ করবে—না',[৮] এটা বরং সেই জিনিস যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে। এটা প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস, যার মধ্যে কষ্টদায়ক আযাব এগিয়ে আসছে।

৭. অর্থাৎ তোমাদের ওপর কখন আযাব পাঠানো হবে এবং কতদিন পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেয়া হবে এ কথার জ্ঞান।

৮. এখানে এ বিষয়ে পরিষ্কার করে বলা হয়নি যে, কে তাদেরকে এ উত্তর দিয়েছিল। কথার ধরন থেকে স্বতঃই বুঝা যায়—অবস্থাগতরূপ বাস্তবে তাদেরকে এ জবাব দিয়েছিল। তারা মনে করেছিল এ হচ্ছে মেঘ যা তাদের উপত্যকাকে সিক্ত করতে এসেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল এক হাওয়ার তুফান যা তাদেরকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করতে অগ্রসর হয়ে আসছিল।

২৫. তার রবের নির্দেশে প্রতিটি বস্তুকে ধ্বংস করে ফেলবে। অবশেষে তাদের অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, তাদের বসবাসের স্থান ছাড়া সেখানে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হতো না। এভাবেই আমি অপরাধীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ○

২৬. আমি তাদেরকে এমন কিছু দিয়েছিলাম যা তোমাদের দেইনি। আমি তাদেরকে কান, চোখ, হৃদয়-মন সবকিছু দিয়েছিলাম। কিন্তু না সে কান তাদের কোনো কাজে লেগেছে, না চোখ, না হৃদয়-মন। কারণ, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো। তারা সেই জিনিসের পাল্লায় পড়ে গেল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَٰرًا وَأَفْـِٔدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ○

রুকূ' ঃ ৪

২৭. আমি তোমাদের আশেপাশের এলাকায় বহুসংখ্যক জনপদ ধ্বংস করেছি। আমি আমার আয়াতসমূহ পাঠিয়ে বারবার নানাভাবে তাদের বুঝিয়েছি, হয়তো তারা বিরত হবে।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○

২৮. কিন্তু আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব সত্তাকে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনেকরে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিলো[৯] তারা কেন তাদেরকে সাহায্য করলো না। বরং তারা তাদের থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলো। এটা ছিল তাদের মিথ্যা এবং মনগড়া আকীদা-বিশ্বাসের পরিণাম, যা তারা গড়ে নিয়েছিলো।

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةًۢ ۖ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

২৯. (আর সেই ঘটনাও উল্লেখযোগ্য) যখন আমি জিনদের একটি দলকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছিলাম, যাতে তারা কুরআন শোনে।[১০] যখন তারা সেইখানে পৌঁছলো (যেখানে তুমি কুরআন পাঠ করছিলে) তখন পরস্পরকে বললো ঃ চুপ করো। যখন তা পাঠ করা শেষ হলো তখন তারা সতর্ককারী হয়ে নিজ কওমের কাছে ফিরে গেল।

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۖ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ○

৯. অর্থাৎ এ সত্তাগুলোর প্রতি প্রথমে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে ভক্তি-বিশ্বাস পোষণ করতে শুরু করেছিল যে, 'এরা আল্লাহর অনুগৃহীত দাস ; এদের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবো।' কিন্তু কালক্রমে তারা এ সত্তাগুলোকে নিজেদের উপাস্য বানিয়ে নিয়ে সাহায্যের জন্য আহ্বান করতে ও তাদের কাছে প্রার্থনা জানাতে শুরু করলো এবং তাদের সম্পর্কে এ ধারণা করে বসলো যে, এরাই ক্ষমতা পরিচালনার অধিকারী, এরা আমাদের অভিযোগ শ্রবণ করতে ও বিপদ-আপদ দূর করতে সক্ষম। এ গোমরাহীর চক্র থেকে তাদের মুক্ত করতে আল্লাহ তাআলা নিজের রসূলদের মাধ্যমে নিজের আয়াতসমূহ পাঠিয়ে নানা প্রকারে তাদের বুঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা নিজেদের মিথ্যা খোদার বন্দেগীতে অটল হয়ে জিদ করতে থাকে যে—'আমরা আল্লাহর পরিবর্তে এদেরই আশ্রয় ধারণ করে থাকবো।' এখন বল—নিজেদের গোমরাহীর কারণে যখন এ মুশরিকদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে এসেছে, তখন তাদের সেই অভিযোগ শ্রবণকারী বিপদতারণ উপাস্যরা কোথায় সরে গেছে ? এ দুঃসময়ে তারা তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না কেন ?

১০. তায়েফের সফর থেকে মক্কা ফেরার পথে যে ঘটনা ঘটেছিল এখানে তার উল্লেখ করা হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন, এমন সময় জ্বিনদের একটি দল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তারা হুজুরের কুরআন পাঠ শোনার জন্য সেখানে থামে এ সম্পর্কে সকল বর্ণনাতেই একথা পাওয়া যায় যে—এ ঘটনায় জ্বিনেরা হুজুরের সামনে দেখা দেয়নি এবং হুজুরও তাদের আগমনের কথা জানতে বা বুঝতে পারেননি। অবশ্য পরে আল্লাহ তাআলা অহীর মাধ্যমে হুজুরকে তাদের আসার ও কুরআন শোনার সংবাদ দিয়েছিলেন।

৩০. তারা গিয়ে বললো ঃ হে আমাদের কওমের লোকজন! আমরা এমন কিতাব শুনেছি যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে। যা ইতিপূর্বেকার সমস্ত কিতাবকে সমর্থন করে, ন্যায় ও সঠিক পথপ্রদর্শন করে।[১১]

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٣٠

৩১. হে আমাদের কওমের লোকেরা, আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আনো। আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন এবং কষ্টদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবেন।

يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٣١

৩২. আর যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেবে না সে না পৃথিবীতে এমন শক্তি রাখে যে আল্লাহকে নিরূপায় ও অক্ষম করে ফেলতে পারে, না তার এমন কোনো সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক আছে যে আল্লাহর হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে। এসব লোক সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ডুবে আছে।

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ۚ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٣٢

৩৩. যে আল্লাহ এ পৃথিবী ও আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলো সৃষ্টি করতে যিনি পরিশ্রান্ত হননি তিনি অবশ্যই মৃতদের জীবিত করে তুলতে সক্ষম, এসব লোক কি তা বুঝে না ? কেন পারবেন না, অবশ্যই তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِ الْمَوْتٰى ۚ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٣٣

৩৪. যেদিন এসব কাফেরকে আগুনের সামনে হাযির করা হবে সেদিন তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, "এটা কি বাস্তব ও সত্য নয় ?" এরা বলবে, "হ্যাঁ, আমাদের রবের শপথ, (এটা প্রকৃতই সত্য)।" আল্লাহ বলবেন ঃ "ঠিক আছে, তাহলে তোমরা যে অস্বীকার করতে তার পরিণতি হিসেবে এখন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।"

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۚ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝٣٤

৩৫. অতএব, হে নবী! দৃঢ়চেতা রাসূলদের মতো ধৈর্যধারণ করো এবং তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। এদেরকে এখন যে জিনিসের ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যেদিন এরা তা দেখবে সেদিন এদের মনে হবে যেন পৃথিবীতে অল্প কিছুক্ষণের বেশী অবস্থান করেনি। কথা পৌছিয়ে দেয়া হয়েছে। অবাধ্য লোকেরা ছাড়া কি আর কেউ ধ্বংস হবে ?

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۚ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۚ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٣٥

১১. এর দ্বারা জানা গেল—এ জ্বিন দল প্রথম থেকেই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও আসমানি কিতাবসমূহের ওপর ঈমান এনেছিল। কুরআন শোনার পর তারা অনুভব করলো যে—এ সে একই শিক্ষা যা পূর্ববর্তী নবীগণ দিয়ে এসেছেন। সুতরাং তারা এ কিতাব ও তার আনয়নকারী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল।

সূরা মুহাম্মাদ

৪৭

নামকরণ

সূরার ২ নম্বর আয়াতের অংশ وَامَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান নামটি উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া এ সূরার আরো একটি বিখ্যাত নাম "কিতাল"। এ নামটি ২০ নং আয়াতের وَذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ বাক্যটি থেকে গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সূরার বিষয়বস্তু সাক্ষ দেয় যে, সূরাটি হিজরতের পরে এমন এক সময় মদীনায় নাযিল হয়েছিল যখন যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল বটে কিন্তু কার্যত যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ পরে ৮ নং টীকায় পাওয়া যাবে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

যে সময় এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল সে সময়ের পরিস্থিতি ছিল এই যে, বিশেষ করে পবিত্র মক্কা নগরীতে এবং সাধারণভাবে গোটা আরব ভূমির সর্বত্র মুসলমানদেরকে জুলুম নির্যাতনের লক্ষস্থল বানানো হচ্ছিল এবং তাদের জীবন অত্যন্ত দুর্বিসহ করে দেয়া হয়েছিল। মুসলমানগণ সমস্ত অঞ্চল থেকে এসে মদীনার নিরাপদ আশ্রয়ে জড়ো হয়েছিল। কিন্তু কুরাইশ গোত্রের কাফেররা এখানেও তাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিতে প্রস্তুত ছিল না। মদীনার ক্ষুদ্র জনপদটি চারদিক থেকেই কাফেরদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছিল। তারা এটিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। এ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্য মাত্র দু'টি পথই খোলা ছিল। হয় তারা দীনে হকের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজই শুধু নয় বরং তার আনুগত্য ও অনুসরণও পরিত্যাগ করে জাহেলিয়াতের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। নয়তো জীবন বাজি রেখে প্রাণপণে লড়াই করবে এবং চিরদিনের জন্য এ বিষয়ের ফায়সালা করে দেবে যে, আরবের মাটিতে ইসলাম থাকবে না জাহেলিয়াত থাকবে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে দৃঢ় সংকল্পের পথ দেখিয়েছেন, যেটি ঈমানদারদের একমাত্র পথ। তিনি সূরা হজ্জে (আয়াত ৩৯) প্রথমে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন এবং পরে সূরা বাকারায় (আয়াত ১৯০) যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সে সময় সবাই জানতো যে, এ পরিস্থিতিতে যুদ্ধের অর্থ কি? মদীনায় ঈমানদারদের একটা ক্ষুদ্র দল ছিল যাদের যুদ্ধ করার মতো পুরা এক হাজার যোদ্ধা সংগ্রহ করার সামর্থও ছিল না। অথচ তাদেরকেই তরবারি নিয়ে সমগ্র আরবের জাহেলিয়াতের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। তাছাড়া যে জনপদে আশ্রয়হীন ও সহায় সম্বলহীন শত শত মুহাজির এখনো পুরোপুরি পুনর্বাসিত হতে পারেনি, আরবের অধিবাসীরা চারদিক থেকে আর্থিক বয়কটের মাধ্যমে যাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং অভুক্ত থেকে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করাও যাদের পক্ষে কঠিন ছিল এখন তাদেরকেই লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এহেন পরিস্থিতিতে সূরাটি নাযিল করা হয়েছিল। ঈমানদারদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা এবং এ বিষয়ে প্রাথমিক পথনির্দেশনা দেয়াই এর আলোচ্য ও বক্তব্য। এ দিকটি বিচার করে এর নাম "সূরা কিতাল"ও রাখা হয়েছে। এতে ধারাবাহিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরার প্রথমেই বলা হয়েছে যে, এখন দু'টি দলের মধ্যে মুকাবিলা হচ্ছে। এ দু'টি দলের মধ্যে একটি দলের অবস্থান এই যে, তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অপর দলটির অবস্থান হলো, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে সত্য নাযিল হয়েছিল তা তারা মেনে নিয়েছে। এখন আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত হলো, প্রথমোক্ত দলটির সমস্ত চেষ্টা-সাধনা ও কাজ-কর্ম তিনি নিষ্ফল করে দিয়েছেন এবং শেষোক্ত দলটির অবস্থা সংশোধন করে দিয়েছেন।

এরপর মুসলমানদের সামরিক বিষয়ে প্রাথমিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তাদেরকে আল্লাহর সাহায্য ও দিকনির্দেশনা নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পথে কুরবানী পেশ করার জন্য তাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। তাদের

এ বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, ন্যায় ও সত্যের পথে তাদের প্রচেষ্টা বৃথা যাবে না। বরং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই তারা ক্রমান্বয়ে এর অধিক ভাল ফল লাভ করবে।

তারপর কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাহায্য ও দিকনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত। ঈমানদারদের বিরুদ্ধে তাদের কোনো প্রচেষ্টাই কার্যকর হবে না। তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত খারাপ পরিণামের সম্মুখীন হবে। তারা আল্লাহর নবীকে মক্কা থেকে বের করে দিয়ে মনে করেছিল যে, তারা বড় রকমের সফলতা লাভ করেছে। অথচ এ কাজ করে তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেরা নিজেদের জন্য বড় রকমের ধ্বংস ডেকে এনেছে।

এরপর মুনাফিকদের উদ্দেশ করে কথা বলা হয়েছে। যুদ্ধের নির্দেশ আসার পূর্বে এসব মুনাফিক নিজেদেরকে বড় মুসলমান বলে জাহির করতো। কিন্তু এ নির্দেশ আসার পরে তারা ঘাবড়ে গিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ চিন্তায় কাফেরদের সাথে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেছিল যাতে তারা নিজেদেরকে যুদ্ধের বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। তাদেরকে স্পষ্টভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহ এবং তাঁর দীনের সাথে মুনাফিকীর আচরণ করে তাদের কোনো আমলই আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না। এখানে যে মৌলিক প্রশ্নে ঈমানের দাবীদার প্রতিটি ব্যক্তির পরীক্ষা হচ্ছে তাহলো, সে ন্যায় ও সত্যের সাথে আছে না বাতিলের সাথে আছে? তার সমবেদনা ও সহানুভূতি মুসলমান ও ইসলামের প্রতি না কাফের ও কুফরীর প্রতি। সে নিজের ব্যক্তিসত্তা ও স্বার্থকেই বেশী ভালবাসে না কি যে ন্যায় ও সত্যের প্রতি ঈমান আনার দাবী সে করে তাকেই বেশী ভালবাসে? এ পরীক্ষায় যে ব্যক্তি মেকী প্রমাণিত হবে আল্লাহর কাছে তার নামায, রোযা এবং যাকাত কোনো প্রতিদান লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া তো দূরের কথা সে আদৌ ঈমানদারই নয়।

অতপর মুসলমানদের উপদেশ হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের সংখ্যাল্পতা ও সহায় সম্বলহীনতা এবং কাফেরদের সংখ্যাধিক্য ও সহায় সম্বলের প্রাচুর্য দেখে সাহস না হারায় এবং তাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ না করে। এতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের দুঃসাহস আরো বেড়ে যাবে। বরং তারা যেন আল্লাহর ওপর নির্ভর করে বাতিলকে রুখে দাঁড়ায় এবং কুফরের এ আগ্রাসী শক্তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আল্লাহ মুসলমানদের সাথে আছেন। তারাই বিজয়ী হবে এবং তাদের সাথে সংঘাতে কুফরী শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

সর্বশেষে মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার আহ্বান জানানো হয়েছে। যদিও সে সময় মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ছিল। কিন্তু সামনে প্রশ্ন ছিল এই যে, আরবে ইসলাম এবং মুসলমানরা টিকে থাকবে কি থাকবে না। এ প্রশ্নের গুরুত্ব ও নাজুকতার দাবী ছিল এই যে, মুসলমানরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের দীনকে কুফরের আধিপত্যের হাত থেকে রক্ষা করার এবং আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য তাদের জীবন কুরবানী করবে ও যুদ্ধ প্রস্তুতিতে নিজেদের সমস্ত সহায়-সম্পদ যথাসম্ভব অকৃপণভাবে কাজে লাগাবে। সুতরাং মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, এ মুহূর্তে যে ব্যক্তি কৃপণতা দেখাবে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না, বরং নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করবে। আল্লাহ মানুষের মুখাপেক্ষী নন। কোনো একটি দল বা গোষ্ঠী যদি তার দীনের জন্য কুরবানী পেশ করতে টালবাহান করে তাহলে আল্লাহ তাদের অপসারণ করে অপর কোনো দল বা গোষ্ঠীকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন।
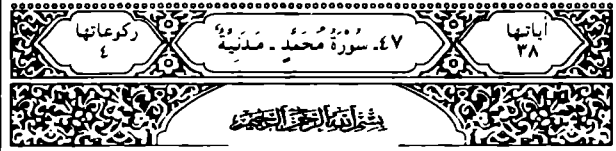
❒

আয়াত-৩৮ ৪৭-সূরা মুহাম্মদ-মাদানী রুকূ'-৪

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

① الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ○

১. যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিয়েছে আল্লাহ তাদের সমস্ত কাজ-কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

② وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ○

২. আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা মেনে নিয়েছে —বস্তুত তা তো তাদের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অকাট্য সত্য কথা—আল্লাহ তাদের খারাপ কাজগুলো তাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন এবং তাদের অবস্থা শুধরে দিয়েছেন।

③ ذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ○

৩. কারণ হলো, যারা কুফরী করেছে তারা বাতিলের আনুগত্য করেছে এবং ঈমান গ্রহণকারীগণ তাদের রবের পক্ষ থেকে আসা সত্যের অনুসরণ করেছে। আল্লাহ এভাবে মানুষের সঠিক মর্যাদা ও অবস্থান বলে দেন।

④ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۭ حَتّٰى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذٰلِكَ ۭ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۭ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُّضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ○

৪. অতএব এসব কাফেরের সাথে যখনই তোমাদের মোকাবিলা হবে তখন প্রথম কাজ হবে তাদেরকে হত্যা করা। এভাবে তোমরা যখন তাদেরকে আচ্ছামত পর্যুদস্ত করে ফেলবে তখন বেশ শক্ত করে বাঁধো। এরপর (তোমাদের ইখতিয়ার আছে) হয় অনুকম্পা দেখাও, নতুবা মুক্তিপণ গ্রহণ করো যতক্ষণ না যুদ্ধবাজরা অস্ত্র সংবরণ করে।[১] এটা হচ্ছে তোমাদের করণীয় কাজ। আল্লাহ চাইলে নিজেই তাদের সাথে বুঝাপড়া করতেন। কিন্তু (তিনি এ পন্থা গ্রহণ করেছেন এজন্য) যাতে তোমাদেরকে পরস্পরের দ্বারা পরীক্ষা করেন।[২] আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হবে আল্লাহ কখনো তাদের আমলসমূহ ধ্বংস করবেন না।

১. আয়াতের শব্দসমূহ এবং পূর্বাপর প্রসংগ থেকে একথা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়—যুদ্ধের হুকুম আসার পর এবং যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেএ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। "এ কাফেরদের সাথে যখন তোমাদের সম্মুখ সংঘর্ষ সংঘটিত হবে।"—এ শব্দগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, এখনও মুকাবিলা হয়নি এবং মুকাবিলা হওয়ার পূর্বে এ হেদায়াত দেয়া হচ্ছে যে, যখন মুকাবিলা ঘটবে তখন মুসলমানদের কর্তব্য হবে সব থেকে প্রথমে শত্রুর সামরিক শক্তিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করার প্রতি নিজেদের মনোযোগ ও শক্তি নিয়োগ করা। এরপর যাদের গ্রেফতার করা হবে, তাদের ব্যাপারে মুসলমানদের এ স্বাধীনতা থাকলো—ফিদিয়া নিয়ে অথবা নিজেদের কয়েদীদের বিনিময়ে তাদের তারা মুক্তি করতে পারে অথবা বন্দী রেখে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে পারে, কিংবা সমীচিন বিবেচনা করলে সদ্ব্যবহারের নিদর্শন স্বরূপ তাদেরকে বিনাপণে এমনিই মুক্তি দানও করতে পারে।

২. অর্থাৎ মাত্র মিথ্যার মস্তক চূর্ণ করাই যদি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হতো তবে তার জন্য তিনি তোমাদের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। একটি ভূমিকম্প দ্বারা বা একটি তুফান দ্বারা তিনি তো চক্ষের নিমিষেই এ কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। কিন্তু তাঁর তো উদ্দেশ্য হচ্ছে—মানুষের মধ্যে যারা হকপরস্ত সত্যবাদী ও সত্যপন্থী মিথ্যাপন্থীদের সাথে তাদের সংঘাত হোক, তাদের বিরুদ্ধে তারা ন্যায় যুদ্ধ করুক—যাতে যার মধ্যে যে গুণ নিহিত আছে এ পরীক্ষায় পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কার হয়ে পূর্ণরূপেও প্রকাশ পেতে পারে এবং যাতে প্রত্যেককে তার কর্ম ও যোগ্যতা হিসেবে সে যে মর্যাদায় উপযুক্ত তা দান করা যেতে পারে।

٥ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ

৫. তিনি তাদের পথপ্রদর্শন করবেন।[৩] তাদের অবস্থা শুধরে দিবেন।

٦ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ

৬. এবং তাদেরকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পরিচয় তিনি তাদেরকে আগেই অবহিত করেছেন।

٧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

৭. হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন[৪] এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করে দিবেন।

٨ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ

৮. যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে শুধু ধ্বংস। আল্লাহ তাদের কাজ-কর্ম পণ্ড করে দিয়েছেন।

٩ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

৯. কারণ আল্লাহ যে জিনিস নাযিল করেছেন তারা সে জিনিসকে অপছন্দ করেছে। অতএব, আল্লাহ তাদের আমলসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছেন।

١٠ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا

১০. তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে সেসব লোকের পরিণাম দেখে না, যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়েছে? আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। এসব কাফেরের জন্যও অনুরূপ পরিণাম নির্ধারিত হয়ে আছে।[৫]

١١ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ

১১. এর কারণ, আল্লাহ নিজে ঈমান গ্রহণকারীদের সহযোগী ও সাহায্যকারী। কিন্তু কাফেরদের সহযোগী ও সাহায্যকারী কেউ নেই।

রুকূ' ঃ ২

١٢ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

১২. আল্লাহ ঈমান গ্রহণকারী ও সৎকর্মশীলদের সে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণা-ধারা বয়ে যায়। আর কাফেররা দুনিয়ার ক'দিনের জীবনের মজা লুটছে, জন্তু-জানোয়ারের মত পানাহার করছে। ওদের চূড়ান্ত ঠিকানা জাহান্নাম।

١٣ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ

১৩. হে নবী! অতীতের কত জনপদ তো তোমার সে জনপদ থেকে অধিক শক্তিশালী ছিল, যারা তোমাকে বের করে দিয়েছিল।[৬] আমি তাদের এমনভাবে ধ্বংস করেছি যে, তাদের কোনো রক্ষাকারী ছিল না।

١٤ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم

১৪. এমনকি কখনো হয়, যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট হেদায়াতের ওপর আছে সে ঐ সব লোকের মত হবে যাদের মন্দ কাজকর্মকে সুদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে গেছে?

৩. অর্থাৎ জান্নাতের পথ দেখাবে।

৪. আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ আল্লাহর কালেমা উচ্চ করা এবং সত্যকে জয়যুক্ত করার কাজে অংশগ্রহণ করা।

৫. এর দু'টি অর্থ ঃ প্রথম—সেই কাফেররা যেরূপ ধ্বংস হয়েছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে যারা অমান্য করছে এ কাফেরদের ভাগ্যেও অনুরূপ ধ্বংস অবধারিত।

৬. অর্থাৎ মক্কা যেখান থেকে কুরাইশরা হুজুরকে হিজরত করতে বাধ্য করেছিল।

(১৫) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۚ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ۚ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۚ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

১৫. মুত্তাকীদের জন্য যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার অবস্থা এই যে, তার মধ্যে স্বচ্ছ ও নির্মল পানির নহর বইতে থাকবে। এমন সব দুধের নহর বইতে থাকবে যার স্বাদে সামান্য কোনো পরিবর্তন বা বিকৃতিও আসবে না, শরাবের এমন নহর বইতে থাকবে পানকারীদের জন্য যা হবে অতীব সুস্বাদু এবং বইতে থাকবে স্বচ্ছ মধুর নহর।[৭] এ ছাড়াও তাদের জন্য সেখানে থাকবে সব রকমের ফল এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে থাকবে ক্ষমা। (যে ব্যক্তি এ জান্নাত লাভ করবে সেকি) ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে যে চিরদিন জাহান্নামে থাকবে, তাদের এমন গরম পানি পান করানো হবে যা তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে দেবে ?

(১৬) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ

১৬. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা মনযোগ দিয়ে তোমার কথা শোনে এবং যখন তোমার কাছ থেকে চলে যায় তখন যাদেরকে জ্ঞানের নিয়ামত দান করা হয়েছে তাদের জিজ্ঞেস করে যে, এই মাত্র তিনি কি বললেন ?[৮] এরাই সেসব লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে গেছে।

(১৭) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

১৭. আর যারা হেদায়াত লাভ করেছে আল্লাহ তাদেরকে আরো অধিক হেদায়াত দান করেন এবং তাদেরকে তাদের অংশের তাকওয়া দান করেন।

(১৮) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ

১৮. এখন কি এসব লোক শুধু কিয়ামতের জন্যই অপেক্ষা করছে যে, তা তাদের ওপর অকস্মাৎ এসে পড়ুক। তার আলামত তো এসে গেছে। যখন কিয়ামতই এসে যাবে তখন তাদের জন্য উপদেশ গ্রহণের আর কি অবকাশ থাকবে ?

(১৯) فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

১৯. অতএব, হে নবী! ভাল করে জেনে নাও, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদাতের যোগ্য নয়। নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। এবং মু'মিন নারী ও পুরুষদের জন্যও।[৯] আল্লাহ তোমাদের তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত এবং তোমাদের ঠিকানা সম্পর্কেও অবহিত।

৭. হাদীস থেকে এর ব্যাখ্যায় জানা যায় যে—সে দুগ্ধ প্রাণীর স্তন থেকে নির্গত হবে না, সে পানীয় পচনশীল ফলকে নিষ্পেষিত করে নিষ্কাষিত হবে না, সে মধু- মক্ষিকার উদর থেকে নির্গত নয়। বরং -এ সকল জিনিস স্বাভাবিক উৎসরূপেই বর্তমান থাকবে।

৮. এখানে সেইসব কাফের, মুনাফিক ও মুনাফিক আহলে কিতাবদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা মজলিশে এসে বসতেন ও তাঁর আদেশ-উপদেশ বা পবিত্র কুরআনের আয়াত শুনতেন ; কিন্তু তাদের অন্তর এ সমস্ত বিষয়বস্তু থেকে দূরে থাকার কারণে হুজুর তাঁর পবিত্র যবানে যা কিছু বলতেন তা সবকিছু শোনা সত্তেও তারা কিছুই শুনতো না এবং হুজুরের মজলিশ থেকে বাইরে এসে তারা মুসলমানদের কাছে জিজ্ঞেস করতো—'এ মাত্র তিনি কি বলছিলেন ?'

৯. ইসলাম মানুষকে যে চরিত্র নীতি শিক্ষা দিয়েছে তার মধ্যে এও একটি যে—বান্দা নিজ প্রভুর বন্দেগী ও ইবাদাতের কর্তব্য পালনে ও তাঁর দীনের জন্য প্রাণপণ সাধনা-সংগ্রামে নিজের সাধ্যমত যতই চেষ্টা-যত্ন করতে থাকুক না কেন কখনও তার এ ধারণার বশবর্তী হওয়া উচিত নয় যে—'যা কিছু আমার করার ছিল তা আমি সম্পাদন করেছি।' বরং সর্বদা তার এই মনে করা উচিত যে—'আমার ওপর আমার প্রভুর যা হক ছিল তা আমি যথাযথরূপে পালন করতে পারিনি।' এবং সব সময় নিজের দোষক্রটি স্বীকার করে আল্লাহর কাছে বান্দার এ প্রার্থনা করতে থাকা উচিত যে—'হে প্রভু তোমার কাছে যা কিছু আমি অপরাধ ও দোষক্রটি করেছি তুমি তা ক্ষমা কর।' আল্লাহ তাআলা যে আদেশ করেছেন—'হে নবী ! ক্ষমা প্রার্থনা কর নিজের অপরাধের জন্যও'-এর মূল ভাব প্রেরণা হচ্ছে এটাই।

রুকূ' ঃ ৩

(২০) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ

২০. যারা ঈমান আনয়ন করেছে[১০] তারা বলছিলো, এমন কোনো সূরা কেন নাযিল করা হয় না (যাতে যুদ্ধের নির্দেশ থাকবে)? কিন্তু যখন সুস্পষ্ট নির্দেশ সম্বলিত সূরা নাযিল করা হলো এবং তার মধ্যে যুদ্ধের কথা বলা হলো তখন তোমরা দেখলে, যাদের মনে রোগ ছিল তারা তোমার প্রতি সে ব্যক্তির মত তাকাচ্ছে যার ওপর মৃত্যু চেপে বসেছে। তাদের এ অবস্থার জন্য আফসোস।

(২১) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

২১. (তাদের মুখে) আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি এবং ভাল ভাল কথা। কিন্তু যখন অলংঘনীয় নির্দেশ দেয়া হলো তখন যদি তারা আল্লাহর সাথে কৃত নিজেদের অঙ্গীকারের ব্যাপারে সত্যবাদী প্রমাণিত হতো তাহলে তা তাদের জন্যই কল্যাণকর হতো।

(২২) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

২২. এখন তোমাদের থেকে এ ছাড়া অন্য কিছুর কি আশা করা যায় যে, তোমরা যদি ইসলাম থেকে ফিরে যাও তাহলে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং একে অপরের গলা কাটবে?[১১]

(২৩) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ

২৩. আল্লাহ তাআলা এসব লোকের ওপর লা'নত করেছেন এবং তাদেরকে অন্ধ ও বধির বানিয়ে দিয়েছেন।

(২৪) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

২৪. তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনি, নাকি তাদের মনের ওপর তালা লাগানো আছে?

(২৫) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ

২৫. প্রকৃত ব্যাপার হলো, হেদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পরও যারা তা থেকে ফিরে গেল শয়তান তাদের জন্য এরূপ আচরণ সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যা আশাবাদকে দীর্ঘায়িত করে রেখেছে।

(২৬) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ

২৬. এ কারণেই তারা আল্লাহর নাযিলকৃত দীনকে যারা পসন্দ করে না তাদের বলেছে, কিছু ব্যাপারে আমরা তোমাদের অনুসরণ করবো। আল্লাহ তাদের এ সলা-পরামর্শ ভাল করেই জানেন।[১২]

১০. অর্থাৎ যারা সাচ্চা মুসলমান ছিল তারা যুদ্ধের আদেশের জন্যে অধীরভাবে আগ্রহী ছিল কিন্তু যারা ঈমানহীন হয়েও মুসলমানদের মধ্যে শামিল হয়েছিল যুদ্ধের আদেশ আসা মাত্রই তাদের প্রাণ যেন উড়ে গেল।

১১. এ এরশাদের অর্থ–যদি এ সময় তোমরা ইসলামের প্রতিরক্ষায় দ্বিধা-সংকোচ করো এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ঈমানদারগণ যে মহান সংস্কার-সংশোধনমূলক বিপ্লবের জন্যে চেষ্টা-সাধনা করেছেন তার জন্যে নিজেদের ধন ও জীবন পণ করতে কুণ্ঠিত ও বিমুখ হও, তবে এর ফল শেষ পর্যন্ত এছাড়া আর কি হতে পারে যে, তোমরা আবার সেই মূর্খতার অন্ধকারময় সমাজ জীবনের দিকে ফিরে যাবে যার মধ্য থেকে তোমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরস্পরের গলা কাটাকাটি করছিলে, নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে জীবন্ত প্রোথিত করছিলে এবং আল্লাহর পৃথিবীকে জুলুম ও ফাসাদে পূর্ণ করছিলে।

১২. অর্থাৎ ঈমানের একরার ও মুসলমানদের দলে শামিল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা ভিতরে ভিতরে ইসলামের শত্রুদের সাথে শলা-পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং তাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দিতে থাকে যে, কোনো কোনো বিষয়ে আমরা তোমাদের সাহায্য সহযোগিতা করবো।

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ○ ﴿٢٧﴾

২৭. সে সময় কি অবস্থা হবে যখন ফেরেশতারা তাদের রূহ কবজ করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের ওপর আঘাত করতে করতে নিয়ে যাবে। এসব হওয়ার কারণ হচ্ছে,

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ أَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ○ ﴿٢٨﴾

২৮. তারা এমন পন্থার অনুসরণ করেছে যা আল্লাহর অসন্তুষ্টি উৎপাদন করে এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করা পসন্দ করেনি। এ কারণে তিনি তাদের সব কাজ-কর্ম নষ্ট করে দিয়েছেন।[১৩]

রুকূ' ঃ ৪

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ أَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ أَضْغَانَهُمْ ○ ﴿٢٩﴾

২৯. যেসব লোকের মনে রোগ আছে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আল্লাহ তাদের মনের ঈর্ষা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করবেন না ?

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ○ ﴿٣٠﴾

৩০. আমি চাইলে তাদেরকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দিতাম আর তুমি তাদের চেহারা দেখেই চিনতে পারতে। তবে তাদের বাচনভঙ্গি থেকে তুমি তাদেরকে অবশ্যই চিনে ফেলবে। আল্লাহ তোমাদের সব আমল ভাল করেই জানেন।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَاْ أَخْبَارَكُمْ ○ ﴿٣١﴾

৩১. আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো যাতে আমি তোমাদের অবস্থা যাঁচাই করে দেখে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী এবং কে ধৈর্যশীল।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ○ ﴿٣٢﴾

৩২. যারা কুফরী করেছে, আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং তাদের সামনে সঠিক পথ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রাসূলের সাথে বিরোধ করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বরং আল্লাহই তাদের সব কৃতকর্ম ধ্বংস কর দিবেন।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا أَعْمَالَكُمْ ○ ﴿٣٣﴾

৩৩. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের আমল ধ্বংস করো না।[১৪]

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ○ ﴿٣٤﴾

৩৪. কুফর অবলম্বনকারী, আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টিকারী এবং কুফরীসহ মৃত্যুবরণকারীকে আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না।

১৩. 'সকল কাজ' অর্থ সেই সমস্ত কাজ মুসলমান হয়ে তারা যা সম্পাদন করেছিল। তাদের নামায, তাদের রোযা, তাদের যাকাত মোটকথা তাদের সেইসব ইবাদত ও সেই সমস্ত নেকি (পূণ্যকাজ) যা বাহ্যতঃ সৎকাজ বলে গণ্য করা হয়, এ কারণে ব্যর্থ ও বিনষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা মুসলমান হয়েও আল্লাহ ও তাঁর দীন এবং ইসলামী মিল্লাতের সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার ব্যবহার করেনি, বরং নিছক ষড়যন্ত্র ও শলা-শরামর্শ করতে থাকে এবং আল্লাহর পথে জেহাদের মওকা আসতেই নিজেরা নিজেদেরকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখবার চিন্তায় রত হয়।

১৪. অন্য কথায়, কর্মসমূহের কল্যাণজনক ও সফল হওয়া পূর্ণভাবে নির্ভর করে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের ওপর। আনুগত্যচ্যুত হয়ে যাওয়ার পর কোনো কাজই আর সৎকাজ থাকে না যার জন্যে মানুষ কোনো পুরস্কার পাবার যোগ্য বলে গণ্য হতে পারে।

﴿٣٥﴾ فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ○

৩৫. তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং সন্ধির জন্য আহ্বান করো না।[১৫] তোমরাই বিজয়ী থাকবে। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। তিনি তোমাদের আমল কখনো নষ্ট করবেন না।

﴿٣٦﴾ اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۭ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ○

৩৬. দুনিয়ার এ জীবন তো খেল তামাশা মাত্র। তোমরা যদি ঈমানদার হও এবং তাকওয়ার পথে চলতে থাক তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের ন্যায্য প্রতিদান অবশ্যই দিবেন। আর তিনি তোমাদের সম্পদ চাইবেন না।[১৬]

﴿٣٧﴾ اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ○

৩৭. তিনি যদি কখনো তোমাদের সম্পদ চান এবং সবটাই চান তাহলে তোমরা কৃপণতা করবে এবং তিনি তোমাদের ঈর্ষা পরায়ণতা প্রকাশ করে দিবেন।

﴿٣٨﴾ هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَاۗءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ۭ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاۗءُ ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ○

৩৮. দেখো, তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে অথচ তোমাদের মধ্যকার কিছু লোক কৃপণতা করেছে। যারা কৃপণতা করে তারা প্রকৃতপক্ষে নিজের সাথেই কৃপণতা করছে। আল্লাহ তো অভাব শূন্য। তোমরাই তার মুখাপেক্ষী। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আল্লাহ তোমাদের স্থানে অন্য কোনো জাতিকে নিয়ে আসবেন। তারা তোমাদের মত হবে না।

১৫. একথা এখানে লক্ষ্যে রাখা দরকার যে, এ এরশাদ করা হয়েছিল সেই সময়ে যখন মাত্র মদীনার ক্ষুদ্র বস্তিতে কয়েক শত মোহাজির ও আনসারের এক মুষ্টিমেয় দল ইসলামের পতাকা বহন করেছিল এবং তার মুকাবিলায় ছিল মাত্র কুরাইশদের শক্তিশালী গোত্রগুলো নয়, বরং সমগ্র আরব দেশের কাফের ও মুশরিকগণ। এ পরিস্থিতিতে এরশাদ করা হচ্ছে যে—হিম্মতহারা হয়ে শত্রুদের কাছে সন্ধির আবেদন করতে লেগে যেওনা, বরং জীবনপণ করে মুকাবিলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও।

১৬. অর্থাৎ তিনি ঐশ্বর্যবান—অভাবহীন, তোমার কাছ থেকে তাঁর নিজের জন্য কিছু গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর পথে কিছু খরচ করার জন্য যদি তোমাকে নির্দেশ দেন, তবে তা তাঁর নিজের জন্যে নয়, বরং তোমাদেরই কল্যাণের জন্যে।

সূরা আল ফাত্‌হ্‌

৪৮

নামকরণ

সূরার একেবারে প্রথম আয়াতের إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا। বাক্যাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। এটি এ সূরার শুধু নামই নয় বরং বিষয়বস্তু অনুসারে এর শিরোনামও। কেননা, আল্লাহ তাআলা হুদাইবিয়ার সন্ধির আকারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদেরকে যে মহান বিষয় দান করেছিলেন এতে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

৬ষ্ঠ হিজরীর যুল-কা'দা মাসে মক্কার কাফেরদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনার দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন সে সময় এ সূরাটি নাযিল হয়। এ ব্যাপারে সমস্ত রেওয়ায়াত একমত।

ঐতিহাসিক পটভূমি

যেসব ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরাটি নাযিল হয়েছিল তার সূচনা হয়েছিল এভাবে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন স্বপ্নে দেখলেন, তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে পবিত্র মক্কা নগরীতে গিয়ে উমরা আদায় করেছেন। নবীর স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন এবং কল্পনা হতে পারে না। বরং তা এক প্রকার অহী। পরবর্তী ২৭ আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজেও একথা অনুমোদন করেছেন যে, তিনিই তাঁর রসূলকে এ স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। তাই প্রকৃতপক্ষে এটি নিছক স্বপ্ন ছিল না, বরং মহান আল্লাহর ইংগিত ছিল যার অনুসরণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য জরুরী ছিল।

বাহ্যিক কার্যকারণ অনুসারে এ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা কোনোভাবেই সম্ভব বলে মনে হচ্ছিল না। কাফের কুরাইশরা ৬ বছর যাবত মুসলমানদের জন্য বায়তুল্লাহর পথ বন্ধ করে রেখেছিল এবং এ পুরো সময়টাতে তারা হজ্জ ও উমরাহ আদায়ের জন্য পর্যন্ত কোনো মুসলমানকে হারাম এলাকার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। তাই এখন কি করে আশা করা যায় যে, তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবীদের একটি দলসহ মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে? উমরার জন্য ইহরাহ বেঁধে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সাথে নিয়ে বের হওয়ার অর্থ যুদ্ধ ডেকে আনা এবং নিরস্ত্র হয়ে যাওয়ার অর্থ নিজের ও সংগীদের জীবনকে বিপন্ন করা। এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলার ইংগিত অনুসারে কিভাবে কাজ করা যেতে পারে তা কেউই বুঝে উঠতে পারছিল না।

কিন্তু নবীর পদমর্যাদাই এই যে, তাঁর রব তাঁকে যে নির্দেশই দান করেন তা তিনি বিনা দ্বিধায় বাস্তবায়িত করেন। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্বপ্নের কথা দ্বিধাহীন চিত্তে সাহাবীদের বললেন এবং সফরের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। আশপাশের গোত্রসমূহের মধ্যেও ব্যাপকভাবে ঘোষণা করলেন, আমরা উমরাহ আদায়ের জন্য যাচ্ছি। যারা আমাদের সাথে যেতে ইচ্ছুক তারা যেন এসে দলে যোগ দেয়। বাহ্যিক কার্যকারণসমূহের ওপর যাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তারা মনে করলো, এরা মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাদের কেউই তাঁর সাথে যেতে প্রস্তুত হলো না। কিন্তু যারা সত্যি সত্যিই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করতো পরিণাম সম্পর্কে তারা কোনো পরোয়াই করছিল না। তাদের জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, এটা আল্লাহ তাআলার ইংগিত এবং তাঁর রসূল এ নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। সুতরাং এখন কোনো জিনিসই আর তাদেরকে আল্লাহর রসূলকে সহযোগিতা করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এ বিপজ্জনক সফরে যেতে ১৪শ সাহাবী প্রস্তুত হলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর যুল-কা'দা মাসের প্রারম্ভে এ পবিত্র কাফেলা মদীনা থেকে যাত্রা করলো। যুল-হুলাইফাতে[১] পৌঁছে সবাই উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন। কুরবানীর জন্য ৭০টি উট সাথে নিলেন। এসব উটের গলায় কুরবানীর চিহ্ন স্বরূপ কিলাদা লটকানো ছিল।

আরবের সর্ব স্বীকৃত নিয়মানুসারে বায়তুল্লাহর যিয়ারতকারীদের জন্য মালপত্রের মধ্যে একখানা তরবারি নেয়ার অনুমতি ছিল। সুতরাং সবাই মালপত্রের মধ্যে একখানা করে তরবারি নিলেন। এছাড়া যুদ্ধের আর কোনো উপকরণ সাথে নিলেন না। এভাবে তাঁদের এ কাফেলা লাব্বায়কা, লাব্বায়কা ধ্বনি তুলে বায়তুল্লাহ অভিমুখে যাত্রা করলো।

---

১. এ স্থানটি মদীনা থেকে মক্কার ৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এর বর্তমান নাম বি'রে আলী। মদীনার হাজীগণ এখান থেকেই হজ্জ ও উমরার ইহরাম বেঁধে থাকেন।

সে সময় মক্কা ও মদীনার মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল আরবের প্রতিটি শিশুও সে সম্পর্কে অবহিত ছিল। এই তো গত বছরই ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে কুরাইশরা বিভিন্ন আরব গোত্রের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে মদীনার ওপর চড়াও হয়েছিল যার কারণে বিখ্যাত আহযাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এতবড় একটা কাফেলা নিয়ে তাঁর রক্তের পিয়াসী শত্রুর নিজ এলাকার দিকে যাত্রা করলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই গোটা আরবের দৃষ্টি ও বিস্ময়কর সফরের প্রতি নিবদ্ধ হলো। সাথে সাথে তারা এও দেখলো যে, এ কাফেলা লড়াই করার জন্য যাত্রা করেনি। বরং পবিত্র মাসে ইহরাম বেঁধে কুরবানীর উট সাথে নিয়ে একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফের জন্য যাচ্ছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ পদক্ষেপ কুরাইশদেরকে মারাত্মক অসুবিধায় ফেলে দিল। যে পবিত্র মাসগুলোকে শত শত বছর ধরে আরবে হজ্জ ও বায়তুল্লাহর যিয়ারতের জন্য পবিত্র মনে করা হতো যুল-কা'দা মাসটি ছিল তার অন্যতম। যে কাফেলা এ পবিত্র মাসে ইহরাম বেঁধে হজ্জ অথবা উমরার জন্য যাত্রা করছে তাকে বাধা দেয়ার অধিকার কারো ছিল না। এমনকি কোনো গোত্রের সাথে যদি তার শত্রুতা থেকে থাকে তবুও আরবের সর্বজন স্বীকৃত আইন অনুসারে সে তাকে তার এলাকা দিয়ে অতিক্রম করতেও বাধা দিতে পারে না। কুরাইশরা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লো যে, যদি তারা মদীনার এ কাফেরার ওপর হামলা করে মক্কা প্রবেশ করতে বাধা দেয় তাহলে গোটা দেশে হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে। আরবের প্রতিটি মানুষ বলতে শুরু করবে এটা বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। আরবের সমস্ত গোত্র মনে করবে, আমরা খানায়ে কা'বার মালিক মুখতার হয়ে বসেছি। প্রতিটি গোত্রই এ ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে যে, ভবিষ্যতে কাউকে হজ্জ ও উমরা করতে দেয়া না দেয়া আমাদের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। আজ যেমন মদীনার এ যিয়ারতকারীদের বাধা দিচ্ছে তেমনি যাদের প্রতিই আমরা অসন্তুষ্ট হবো ভবিষ্যতে তাদেরকেই বায়তুল্লাহর যিয়ারত করতে বাধা দেব। এটা হবে এমন একটা ভুল যার কারণে সমগ্র আরব আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। অপরদিকে আমরা যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এতবড় কাফেলা নিয়ে নির্বিঘ্নে আমাদের শহরে প্রবেশ করতে দেই তাহলে গোটা দেশের সামনেই আমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিনষ্ট হবে। লোকজন বলবে, আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি। শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনার পর তাদের জাহেলী আবেগ ও মানসিকতাই তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করলো এবং তারা নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য যে কোনো মূল্যে এ কাফেলাকে শহরে প্রবেশ করতে না দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগেভাগেই বনী কা'ব গোত্রের এক ব্যক্তিকে গুপ্তচর হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যাতে সে যথাসময়ে তাঁকে কুরাইশদের সংকল্প ও গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত করতে থাকে। তিনি উসফান[১] নামক স্থানে পৌছলে সে এসে জানালো যে, পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে কুরাইশরা যি-তুয়ায়[২] পৌছেছে এবং তাঁর পথরোধ করার জন্য তারা খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে দুই শত অশ্বারোহী সহ কুরাউল গামীম[৩] অভিমুখে অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছে। কুরাইশদের চক্রান্ত ছিল এই যে, কোনো না কোনো উপায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগী-সাথীদের উত্যক্ত করে উত্তেজিত করা এবং তার পরে যুদ্ধ সংঘটিত হলে গোটা দেশে একথা প্রচার করে দেয়া যে, উমরা আদায়ের বাহানা করে এরা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ করার জন্যই এসেছিল এবং শুধু ধোঁকা দেয়ার জন্যই ইহরাম বেঁধেছিল।

এ খবর পাওয়া মাত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাস্তা পরিবর্তন করলেন এবং ভীষণ কষ্ট স্বীকার করে অত্যন্ত দুর্গম একটি পথ ধরে হারাম শরীফের একেবারে প্রান্ত সীমায় অবস্থিত হুদাইবিয়ায়[৪] গিয়ে পৌছলেন। এখানে খুযা'আ গোত্রের নেতা বুদায়েল ইবনে ওয়ারকা তার গোত্রের কতিপয় লোককে সাথে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলো এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলো। আপনি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "আমরা কারো বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসিনি। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও তাওয়াফ।" তারা গিয়ে কুরাইশ নেতাদের একথাটিই জানিয়ে দিল। তারা তাদেরকে এ পরামর্শও দিল যে, তারা যেন হারামের এসব যিয়ারতকারীদের পথরোধ না করে। কিন্তু তারা তাদের জিদ বজায় রাখলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফিরে যেতে রাজি করানোর জন্য আহাবিশদের নেতা হুলাইস

---

১. এ স্থানটি মদীনা থেকে মক্কাগামী পথে মক্কা থেকে দু' দিনের দূরত্বে অবস্থিত। অর্থাৎ উটের পিঠে এখান থেকে মক্কা পৌছতে দু'দিন লেগে যায়।

২. মক্কার বাইরে উসফানগামী পথের ওপর অবস্থিত একটি স্থান।

৩. উসফান থেকে মক্কা অভিমুখে আট মাইল দূরে অবস্থিত।

৪. জেদ্দা থেকে মক্কাগামী সড়কের যে স্থানে হারাম শরীফের সীমা শুরু হয়েছে এ স্থানটি ঠিক সেখানে অবস্থিত। বর্তমানে এ স্থানটির নাম শুমাইসি। মক্কা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৩ মাইল।

ইবনে আলকামাকে তাঁর কাছে পাঠালো। কুরাইশ নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা না মানলে সে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসবে এবং এভাবে আহাবিশদের শক্তি তাদের পক্ষে থাকবে। কিন্তু সে এসে যখন স্বচক্ষে দেখলো, গোটা কাফেলা ইহরাম বেঁধে আছে, গলায় কিলাদা লটকানো কুরবানীর উটগুলো সামনেই দাঁড়িয়ে আছে এবং এ মানুষগুলো লড়াই করার জন্য নয়, বরং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করার জন্য এসেছে তখন সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোনো কথাবার্তা না বলেই মক্কায় ফিরে গিয়ে কুরাইশ নেতাদের স্পষ্ট বলে দিল যে, তারা বায়তুল্লাহর মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে তা যিয়ারত করতে এসেছে। তোমরা যদি তাদের বাধা দাও তাহলে আহাবিশরা কখনো তোমাদের সহযোগিতা করবে না। তোমরা নিষিদ্ধ বিষয়কে পদদলিত করবে আর আমরা সাহায্য-সহযোগিতা করবো এজন্য আমরা তোমাদের সাথে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হইনি।

অতপর কুরাইশদের পক্ষ থেকে মাসউদ সাকাফী আসলো এবং সেও নিজের পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভাল-মন্দ সবদিক বুঝিয়ে তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করার সংকল্প থেকে বিরত রাখতে চাইলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী খুযাআ গোত্রের নেতাকে যে জবাব দিয়েছিলেন তাকেও সে একই জবাব দিলেন। অর্থাৎ আমরা লড়াই করার উদ্দেশ্যে আসিনি, বায়তুল্লাহর মর্যাদা প্রদর্শনকারী হিসেবে একটি ধর্মীয় কর্তব্য পালন করার জন্য এসেছি। ফিরে গিয়ে উরওয়া কুরাইশদের বললো ঃ আমি কায়সার, কিসরা এবং নাজ্জাসীর দরবারে গিয়েছি। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগী-সাথীদেরকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যেমন নিবেদিত প্রাণ দেখেছি তেমন দৃশ্য বড় বড় বাদশাহার দরবারেও দেখিনি। এদের অবস্থা এই যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অযু করলে তারা এক বিন্দু পানিও মাটিতে পড়তে দেয় না, সবাই তা নিজেদের শরীর ও কাপড়ে মেখে নেয়। এখন চিন্তা করে দেখ, তোমরা কার মুকাবিলা করতে যাচ্ছো?

দূতদের আসা যাওয়া ও আলাপ-আলোচনা চলাকালীন সময়ে গোপনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেনা শিবিরে আকস্মিক হামলা চালিয়ে সাহাবীদের উত্তেজিত করা এবং যুদ্ধের অজুহাত হিসেবে কাজে লাগানো যায় তাদের দ্বারা এমন কোনো কাজ করানোর জন্য কুরাইশরা বারবার চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু সাবাহায়ে কিরামের ধৈর্য ও সংযম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি তাদের সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। তাদের চল্লিশ পঞ্চাশজন লোকের একটি দল একদিন রাত্রিকালে এসে মুসলমানদের তাঁবুর ওপরে পাথর নিক্ষেপ ও তীর বর্ষণ করতে থাকে। সাহাবা কিরাম, তাদের সবাইকে বন্দী করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাজির করেন। কিন্তু তিনি তাদের সবাইকে ছেড়ে দেন। অপর এক ঘটনায় ঠিক ফজর নামাযের সময় তানঈমের[১] দিক থেকে ৮০ ব্যক্তির একটি দল এসে আকস্মিকভাবে হামলা করে বসে। তাদেরকেও বন্দী করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকেও মুক্ত করে দেন। এভাবে কুরাইশরা তাদের প্রতিটি ধূর্তামি ও অপকৌশলে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে থাকে।

অবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দূত হিসেবে মক্কায় পাঠান এবং তাঁর মাধ্যমে কুরাইশ নেতাদের জানিয়ে দেন যে, আমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নয়, বরং বায়তুল্লাহর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে এসেছি। বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও কুরবানী করে ফিরে যাব। কিন্তু তারা এতে স্বীকৃত হলো না এবং হযরত উসমানকে মক্কাকে আটক করলো। এ সময় খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা হয়েছে তাঁর ফিরে না আসায় মুসলমানরাও নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, খবরটা সত্য। এখন অধিক সংযম প্রদর্শনের আর কোনো অবকাশ ছিল না। মক্কা প্রবেশের ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন জিনিস। সে জন্য শক্তি প্রয়োগের কোনো চিন্তা আদৌ ছিল না। কিন্তু যখন দূতকে হত্যা করার ঘটনা পর্যন্ত ঘটলো তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া মুসলমানদের আর কোনো উপায় থাকলো না। সুতরাং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সমস্ত সাহাবীকে একত্রিত করলেন এবং তাদের নিকট থেকে এ মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করলেন যে, আমরা এখন এখান থেকে আমৃত্যু পিছু হটবো না। অবস্থার নাজুকতা বিচার করলে যে কেউ উপলব্ধি করবেন যে, এটা কোনো মামুলি বাইয়াত ছিল না। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ শত। কোনো যুদ্ধ সরঞ্জামও তাদের সাথে ছিল না। নিজেদের কেন্দ্র থেকে আড়াই শত মাইল দূরে একেবারে মক্কার সীমান্তে অবস্থান করছিলেন তারা, যেখানে শত্রু তার পুরো শক্তি নিয়ে আক্রমণ করতে পারতো এবং আশপাশের সহযোগী গোত্রগুলোকে ডেকে এনে তাদের ঘিরে ফেলতে পারতো। এসব সত্ত্বেও শুধু একজন ছাড়া গোটা কাফেলার সবাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে হাত রেখে জীবনের ঝুঁকি নিতে দ্বিধাহীন চিত্তে প্রস্তুত হয়ে গেল।

---

১. মক্কার হারাম সীমার বাইরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম, মক্কার লোকেরা সাধারণত এখানে এসে ওমরার জন্য ইহরাম বাঁধে এবং ফিরে গিয়ে ওমরাহ আদায় করে।

তাদের নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান এবং আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ হওয়ার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে ? এটিই ইসলামের ইতিহাসে "বাইয়াতে রিদওয়ান" নামে খ্যাত।

পরে জানা গেল যে, হযরত উসমানকে হত্যা করার খবর মিথ্যা ছিল। হযরত উসমান নিজেও ফিরে আসলেন এবং কুরাইশদের পক্ষ থেকে সন্ধির আলোচনা করার জন্য সুহাইল ইবনে আমরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিবিরে এসে পৌঁছলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সংগী-সাথীদের আদৌ মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না—কুরাইশরা তাদের এ জিদ ও একগুঁয়েমী পরিত্যাগ করেছিল। তবে নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য তারা পীড়াপীড়ি করছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বছর ফিরে যাবেন এবং আগামী বছর আসতে পারবেন। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর যেসব শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি পত্র লেখা হলো তা হচ্ছে ঃ

১. উভয় পক্ষের মধ্যে দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ থাকবে এবং এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে গোপনে বা প্রকাশ্যে কোনো প্রকার তৎপরতা চালাবে না।

২. এ সময়ে কুরাইশদের কেউ তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া যদি পালিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলে যায় তাহলে তিনি তাকে ফেরত দেবেন। কিন্তু তাঁর সংগী-সাথীদের কেউ কুরাইশদের কাছে চলে গেলে তারা তাকে ফেরত পাঠাবে না।

৩. যে কোনো আরব গোত্র যে কোনো পক্ষের মিত্র হয়ে এ চুক্তির অন্তরভুক্ত হতে চাইলে তার সে অধিকার থাকবে।

৪. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বছর ফিরে যাবেন এবং আগামী বছর উমরার জন্য এসে এ শর্তে তিনদিন মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন যে, সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে শুধু একখানা করে তরবারি ছাড়া আর কোনো যুদ্ধ সরঞ্জাম সাথে আনতে পারবেন না। মক্কাবাসীরা উক্ত তিন দিন তাদের জন্য শহর খালি করে দেবে যাতে কোনো প্রকার সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। কিন্তু ফিরে যাওয়ার সময় এখানকার কোনো অধিবাসীকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি তাঁর থাকবে না।

যে সময় এ সন্ধির শর্তসমূহ নির্ধারিত হচ্ছিল তখন মুসলমানদের পুরা বাহিনী অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছিলেন। যে মহত উদ্দেশ্য সামনে রেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব শর্ত মেনে নিচ্ছিলেন তা কেউই বুঝে উঠতে পারছিল না। এ সন্ধির ফলে যে বিরাট কল্যাণ অর্জিত হতে যাচ্ছিল তা দেখতে পাওয়ার মতো দূরদৃষ্টি কারোই ছিল না। কুরাইশ কাফেররা একে তাদের সলফতা মনে করছিল আর মুসলমানরা বিচলিত হচ্ছিল এই ভেবে যে, তারা নিচ হয়ে এ অবমাননাকর শর্তাবলী গ্রহণ করবে কেন ? এমন কি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানীজনের অবস্থা ছিল এই যে, তিনি বলেন ঃ ইসলাম গ্রহণের পরে কখনো আমার মনে কোনো সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু এ যাত্রায় আমিও তার থেকে রক্ষা পাইনি। তিনি বিচলিত হয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে বললেন ঃ "তিনি কি আল্লাহর রসূল নন ? আমরা কি মুসলমান নই ? এসব লোক কি মুশরিক নয় ? এসব সত্ত্বেও আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে এ অবমাননা মেনে নেব কেন ?" তিনি জবাব দিলেন ঃ "হে উমর তিনি আল্লাহর রসূল আল্লাহ কখনো তাঁকে ধ্বংস করবেন না।" এরপরও তিনি ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকেও এ প্রশ্নগুলো করলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে যে জবাব দিয়েছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁকে সেরূপ জবাব দিলেন। এ সময় হযরত উমর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যে কথাবার্তা বলেছিলেন তার জন্য তিনি পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত ছিলেন। তাই তিনি অধিক পরিমাণে দান-খয়রাত এবং নফল নামায আদায় করতেন। যাতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে মাফ করে দেন।

এ চুক্তির দু'টি শর্ত লোকজনের কাছে সবচেয়ে বেশী অসহনীয় ও দুর্বিসহ মনে হচ্ছিল। এক. ২ নম্বর শর্ত। এটি সম্পর্কে লোকজনের বক্তব্য হলো এটি অসম শর্ত। মক্কা থেকে পালিয়ে আসা লোকদের যদি আমরা ফিরিয়ে দেই তাহলে মদীনা থেকে পালিয়ে আসা লোকদের তারা ফিরিয়ে দেবে না কেন ? এর জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যে আমাদের এখান থেকে পালিয়ে তাদের কাছে চলে যাবে সে আমাদের কোন্ কাজে লাগবে ? আল্লাহ যেন তাকে আমাদের থেকে দূরেই রাখেন। তবে যে তাদের ওখান থেকে পালিয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে তাকে যদি আমরা ফিরিয়েও দেই তাহলে তার মুক্তিলাভের অন্য কোনো উপায় হয়তো আল্লাহ সৃষ্টি করে দেবেন। দ্বিতীয় যে জিনিসটি লোকজনের মনে দ্বিধা-সংশয় সৃষ্টি করছিল সেটি ছিল সন্ধির চতুর্থ শর্ত। মুসলমানগণ মনে করছিলেন, এটি মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে গোটা আরবের দৃষ্টিতে আমরা যেন ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছি। তাছাড়া এ প্রশ্নও মনে সন্দেহ সৃষ্টি করছিলো যে; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো স্বপ্নে দেখেছিলেন, আমরা মক্কায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছি। অথচ এখানে আমরা তাওয়াফ না করেই ফিরে যাওয়ার শর্ত মেনে নিচ্ছি। নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাটির ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন ঃ এ বছরই তাওয়াফ করা হবে স্বপ্নে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। চুক্তির শর্ত অনুসারে এ বছর যদি না-ও হয় তাহলে আগামী বছর ইনশাআল্লাহ তাওয়াফ হবে।

যে ঘটনাটি জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালার কাজ করলো তা হচ্ছে, যে সময় সন্ধি চুক্তিটি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিল ঠিক তখন সুহাইল ইবনে আমরের পুত্র আবু জানদাল কোনো প্রকারে পালিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিবিরে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মক্কার কাফেররা তাকে বন্দী করে রেখেছিল। এ সময় তাঁর পায়ে শিকল পরানো ছিল এবং দেহে নির্যাতনের চিহ্ন ছিল। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন জানালেন,আমাকে এ অন্যায় বন্দীদশা থেকে মুক্ত করুন। এ করুণ অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা কঠিন হয়ে পড়লো। সুহাইল ইবনে আমর বললো ঃ চুক্তিপত্র লেখা শেষ না হলেও চুক্তির শর্তাবলী সম্পর্কে আপনার ও আমাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। অতএব এ ছেলেকে আমার হাতে অর্পণ করুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার যুক্তি মেনে নিলেন এবং আবু জানদালকে জালেমদের হাতে তুলে দিলেন।

সন্ধি চুক্তি শেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের বললেন ঃ এখানেই কুরবানী করে মাথা মুড়ে ফেলো এবং ইহরাম শেষ করো। কিন্তু কেউ-ই তাঁর জায়গা থেকে একটুও নড়লেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার আদেশ দিলেন কিন্তু দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও মর্মবেদনা সাহাবীদের ওপর এমন প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে, তাঁরা যার যার জায়গা হতে একটু নড়াচড়া পর্যন্ত করলেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের আদেশ দিচ্ছেন কিন্তু তাঁরা তা পালনের জন্য তৎপর হচ্ছেন না এমন ঘটনা এ একটি ক্ষেত্র ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোটা নবুওয়াত জীবনে আর কখনো ঘটেনি। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। তিনি তাঁর তাঁবুতে গিয়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামার কাছে নিজের মনোকষ্টের কথা প্রকাশ করলেন। হযরত উম্মে সালামা বললেন, আপনি চুপচাপ গিয়ে নিজের উট কুরবানী করুন এবং ক্ষৌরকার ডেকে মাথা মুড়ে ফেলুন। তাহলে সবাই স্বতস্ফূর্তভাবে আপনাকে অনুসরণ করবে এবং বুঝবে, যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তা পরিবর্তিত হওয়ার নয়। হলোও তাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখে সবাই কুরবানী করলো, মাথা মুড়ে কিংবা চুল ছেঁটে নিল এবং ইহরাম থেকে বেরিয়ে আসলো। কিন্তু দুঃখ ও মর্ম যাতনায় তাদের হৃদয় চৌচির হয়ে যাচ্ছিল।

এরপর এ কাফেলা যখন হুদাইবিয়ার সন্ধিকে নিজেদের পরাজয় ও অপমান মনে করে মদীনার দিকে ফিরে যাচ্ছিল তখন দাজনান[১] নামক স্থানে (অথবা কারো কারো মতে কুরাউল গামীম) এ সূরাটি নাযিল হয় যা মুসলমানদের জানিয়ে দেয় যে, এ সন্ধি চুক্তি যাকে তারা পরাজয় মনে করছে তা প্রকৃতপক্ষে বিরাট বিজয়। এ সূরা নাযিল হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের একত্রিত করে বললেন ঃ আজ আমার ওপর এমন জিনিস নাযিল হয়েছে যা আমার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়েও বেশী মূল্যবান। তারপর তিনি এ সূরা তেলাওয়াত করলেন এবং বিশেষভাবে হযরত উমরকে ডেকে তা শুনালেন। কেননা, তিনিই সবচেয়ে বেশী মনোকষ্ট পেয়েছিলেন।

ঈমানদারগণ যদিও আল্লাহ তাআলার এ বাণী শুনেই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। তবুও খুব বেশী সময় যেতে না যেতেই এ চুক্তির সুফলসমূহ এক এক করে প্রকাশ পেতে থাকলো এবং এ চুক্তি যে সত্যিই একটা বিরাট বিজয় সে ব্যাপারে আর কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকলো না।

এক ঃ এ চুক্তির মাধ্যমে আরবে প্রথমবারের মতো ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নেয়া হলো। এর পূর্ব পর্যন্ত আরবদের দৃষ্টিতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সংগী-সাথীগণের মর্যাদা ছিল শুধু কুরাইশ ও আরব গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী একটি গোষ্ঠী হিসেবে তারা তাদের সমাজচ্যুত (Out Law) বলেই মনে করতো। এখন তাঁর সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে কুরাইশরা নিজেরাই ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত এলাকার ওপর তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মেনে নিল এবং এ দু'টি রাজনৈতিক শক্তির যার সাথে ইচ্ছা মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পথ খুলে দিল।

দুই ঃ কুরাইশরা এ যাবত ইসলামকে ধর্মহীনতা বলে আখ্যায়িত করে আসছিল। কিন্তু মুসলমানদের জন্য বায়তুল্লাহর যিয়ারতের অধিকার মেনে নিয়ে তারা আপনা থেকেই যেন একথাও মেনে নিল যে, ইসলাম কোনো ধর্মহীনতা নয়, বরং আরবে স্বীকৃত ধর্মসমূহের একটি এবং অন্যান্য আরবদের মতো এ ধর্মের অনুসারীরাও হজ্জ ও উমরার অনুষ্ঠানসমূহ পালনের অধিকার রাখে। কুরাইশদের অপপ্রচারের ফলে আরবের মানুষের মনে ইসলামের বিরুদ্ধে যে ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল এতে সে ঘৃণাও অনেকটা হ্রাস পেল।

---

১. মক্কা থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরবর্তী একটি স্থান।

তিন ঃ দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হওয়ার ফলে মুসলমানগণ নিরাপত্তা ও শান্তিলাভ করলেন এবং গোটা আরবের আনাচে কানাচে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এত দ্রুত ইসলামের প্রচার চালালেন যে, হুদাইবিয়ার সন্ধি পরবর্তী দু বছরে যত লোক মুসলমান হলো সন্ধি পূর্ববর্তী পুরো ১৯ বছরেও তা হয়নি। সন্ধির সময় যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাত্র ১৪ শত লোক ছিলেন। সেখানে মাত্র দুই বছর পরেই কুরাইশদের চুক্তিভঙ্গের ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় অভিযান চালান তখন দশ হাজার সৈনিকের এক বিশাল বাহিনী তাঁর সাথে ছিল। এটা ছিল হুদাইবিয়ার সন্ধির সুফল।

চার ঃ কুরাইশদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অধিকারভুক্ত এলাকায় ইসলামী সরকারকে সুদৃঢ় করার এবং ইসলামী আইন-কানুন চালু করে মুসলিম সমাজকে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতি হিসেবে দাঁড় করানোর সুযোগ লাভ করেন। এটিই সেই মহান নিয়ামত যে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সূরা মায়েদার ৩ আয়াতে বলেছেন ঃ "আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের জন্য আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের দীন হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করলাম।"–ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা মায়েদার ভূমিকা এবং টীকা ১৫।

পাঁচ ঃ কুরাইশদের সাথে সন্ধি হয়ে যাওয়ার পর দক্ষিণ দিক থেকে শান্তি লাভের এ সুফলও পাওয়া গেল যে, মুসলমানগণ উত্তর ও মধ্য আরবের সমস্ত বিরোধী শক্তিকে অতি সহজেই বশীভূত করে নেয়। হুদাইবিয়ার সন্ধির মাত্র তিন মাস পরেই ইহুদীদের সবচেয়ে বড় দুর্গ খায়বার বিজিত হয় এবং তারপর ফাদাক, ওয়াদিউল কুরা, তায়মা ও তাবুকের মতো ইহুদী জনপদও একের পর এক মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। তারপর মধ্য আরবের যেসব গোত্র ইহুদী ও কুরাইশদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছিল তার সবগুলোই এক এক করে মুসলমানদের শাসনাধীন হয়ে পড়ে। হুদাইবিয়ার সন্ধি এভাবে মাত্র দু' বছরের মধ্যে আরবে শক্তির ভারসাম্য এতটা পাল্টে দেয় যে, কুরাইশ এবং মুশরিকদের শক্তি অবদমিত হয়ে পড়ে এবং ইসলামের বিজয় নিশ্চিত হয়ে যায়।

যে সন্ধি চুক্তিকে মুসলমানগণ তাদের ব্যর্থতা আর কুরাইশরা তাদের সফলতা মনে করছিল সে সন্ধি চুক্তি থেকেই তারা এসব সুফল ও কল্যাণ লাভ করে। এ সন্ধি চুক্তির যে বিষয়টি মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে বেশী অপসন্দনীয় ছিল এবং কুরাইশরা তাদের বড় বিজয় বলে মনে করেছিল তা হচ্ছে, মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের ফিরিয়ে দেয়া হবে কিন্তু মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কায় গমনকারীদের ফিরিয়ে দেয়া হবে না। কিন্তু অল্প কিছুদিন যেতে না যেতেই এ ব্যাপারটিও কুরাইশদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ালো এবং অভিজ্ঞতার আলোকে জানা গেল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি কি কি সুফল দেখে এ শর্তটি মেনে নিয়েছিল। সন্ধির কিছুদিন পরেই মক্কার একজন মুসলমান আবু বাসীর কুরাইশদের বন্দীত্ব থেকে পালিয়ে মদীনায় চলে আসেন। কুরাইশরা তাকে ফেরত দেয়ার দাবী জানালো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও চুক্তি অনুযায়ী মক্কা থেকে যারা তাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে এসেছিল তাদের কাছে হস্তান্তর করলেন। কিন্তু মক্কা যাওয়ার পথে সে আবার তাদের বন্দীত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে এবং লোহিত সাগরের যে পথ ধরে কুরাইশদের বাণিজ্য বহর যাতায়াত করতো সে পথের একটি স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এরপর থেকে যে মুসলমানই কুরাইশদের বন্দীত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করার সুযোগ করতে পারতো সে-ই মদীনায় যাওয়ার পরিবর্তে আবু বাসীরের আশ্রয়ে চলে যেতো। এভাবে সেখানে ৭০ জনের সমাবেশ ঘটে এবং তারা কুরাইশদের কাফেলার ওপর বারবার অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে তাদের অবস্থা শোচনীয় করে তোলে। অবশেষে তাদেরকে মদীনায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কুরাইশরা নিজেরাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আহ্বান জানায়। এভাবে হুদায়বিয়ার চুক্তির ঐ শর্তটি আপনা থেকেই রহিত হয়ে যায়। এ ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রেখে সূরাটি অধ্যয়ন করলে তা ভালভাবে বোধগম্য হতে পারে।

❐

আয়াত-২৯ ৪৮-সূরা আল ফাত্হ-মাদানী রুকূ'-৪

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾
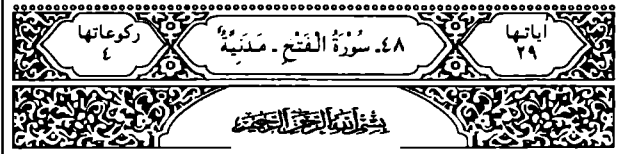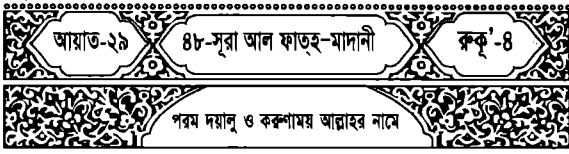
১. হে নবী! আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।[১]

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢﴾

২. যাতে আল্লাহ তোমার আগের ও পরের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেন,[২] তোমার জন্য তাঁর নিয়ামতকে পূর্ণত্ব দান করেন, তোমাকে সরল সহজ পথ দেখিয়ে দেন।[৩]

وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿٣﴾

৩. এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে সাহায্য করেন।

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

৪. তিনিই তো সে সত্তা যিনি মু'মিনদের মনে প্রশান্তি নাযিল করেছেন[৪] যাতে তারা নিজেদের ঈমান আরো বাড়িয়ে নেয়। আসমান ও যমীনের সমস্ত বাহিনী আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। তিনি মহাজ্ঞানী ও কৌশলী।

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥﴾

৫. (এ কাজ তিনি এ জন্য করেছেন) যাতে ঈমানদার নারী ও পুরুষদেরকে চিরদিন অবস্থানের জন্য এমন জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তাদের মন্দ কর্মসমূহ দূর করবেন। এটা আল্লাহর কাছে বড় সফলতা।

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۖ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾

৬. আর যেসব মুনাফিক নারী ও পুরুষ এবং মুশরিক নারী ও পুরুষ আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে তাদের শাস্তি দেবেন। তারা নিজেরাই অকল্যাণের চক্রে পড়ে গেছে। আল্লাহর গযব পড়েছে তাদের ওপর, তিনি লা'নত করেছেন তাদেরকে এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন—যা অত্যন্ত জঘন্য জায়গা।

১. হুদাইবিয়ার সন্ধির পর বিজয়ের এ সুসংবাদ শোনানো হলে লোকে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিল যে—'এ সন্ধিকে কেমন করে বিজয় বলা যেতে পারে, কাফেররা আমাদের দ্বারা যে শর্তগুলো মানাতে চাচ্ছিল এর মাধ্যমে আমরা তার সবকটি বাহ্যতঃ মেনে নিয়েছি।' কিন্তু অল্পকাল পরেই বুঝতে পারা গেল যে—এ সন্ধি প্রকৃতপক্ষে ছিল এক বিরাট বিজয়।

২. যে অবস্থা ও পরিস্থিতিতে এ বাক্য এরশাদ হয়েছিল তা লক্ষ্যে রাখলে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে—এখানে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে বিগত ১৯ বছর যাবত মুসলমানরা ইসলামের সফলতা ও বিজয়ের যে চেষ্টা-সাধনা করে আসছে তার মধ্যে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গিয়েছিল। এ কমি-খামিগুলো কোনো মানুষের গোচরে নেই, বরং মানুষের জ্ঞান বুদ্ধিতো এ চেষ্টা-সংগ্রামের কোনো ত্রুটির সন্ধান পেতে সম্পূর্ণরূপেই অক্ষম। কিন্তু আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে পূর্ণতার যে উচ্চতর মানদণ্ড আছে তার বিচারে এর মধ্যে এমন কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল যার জন্য এত সত্বর মুসলমানদের পক্ষে আরবের মুশরিকদের ওপর চরম বিজয় সম্ভবপর হতে পারতো না। আল্লাহ তাআলার এরশাদের অর্থ হচ্ছে—এ ত্রুটি-বিচ্যুতি সহ যদি তোমরা চেষ্টা-সংগ্রাম করতে থাকতে আরবকে তোমাদের আধিপত্যের অধীনে আনতে এখনও এক দীর্ঘকালের প্রয়োজন হতো; কিন্তু আমি হুদাইবিয়ায় তোমাদের জন্য সেই বিজয় ও গৌরবের দরওয়াজা উন্মুক্ত করে দিয়েছি যা সাধারণ রীতি মতো তোমাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় সম্ভব হতো না।

৩. এখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সোজা রাস্তা দেখানোর অর্থ তাঁকে বিজয় ও সফলতার পথ দেখানো।

৪. 'সকিনাত' অর্থ—স্থিরতা, নিশ্চিন্ততা ও হৃদয়ের প্রশান্তি। অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় যেরূপে উত্তেজনামূলক অবস্থাসমূহের উদ্ভব ঘটেছিল সে সবের মধ্যে মুসলমানদের ধৈর্যধারণ করা ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে সেই অবস্থার মধ্য দিয়ে নিরাপদে ভালোভাবেনিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্র আল্লাহ তাআলারই অনুগ্রহের ফল ছিল। নচেত সে সময় সামান্য একটু ত্রুটি সমস্ত কাজ পণ্ড ও বিনষ্ট করে দিতো।

٧ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

৭. আসমান ও জমীনের সকল বাহিনী আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। তিনি মহাজ্ঞানী ও কৌশলী।

٨ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝

৮. হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষ্যদানকারী,[৫] সুসংবাদ-দানকারী এবং সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি

٩ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ؕ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

৯.—যাতে হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তাঁকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দেখাও এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর।

١٠ اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

১০. হে নবী! যারা তোমার হাতে বাইয়াত করছিলো[৬] প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর কাছেই বাইয়াত করছিলো। তাদের হাতের ওপর ছিল আল্লাহর হাত।[৭] যে এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার অশুভ পরিণাম তার নিজের ওপরেই বর্তাবে। আর যে আল্লাহর সাথে কৃত এ প্রতিশ্রুতি পালন করবে, আল্লাহ অচিরেই তাকে বড় পুরস্কার দান করবেন।

রুকু' ঃ ২

١١ سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَاۤ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ؕ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

১১. হে নবী! বদ্দু আরবদের মধ্যে যাদেরকে পিছনে ছেড়ে যাওয়া হয়েছিল[৮] এখন তারা এসে অবশ্যই তোমাকে বলবেঃ "আমাদেরকে আমাদের ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততিদের চিন্তা-ই ব্যস্ত রেখেছিল, আপনি আমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন।"এ লোকেরা নিজেদের মুখে সেসব কথা বলছে যা তাদের অন্তরে থাকে না। তাদেরকে বলো, ঠিক আছে। এটাই যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালাকে কার্যকর হওয়া থেকে বাধাদানের সামান্য ক্ষমতা কি কারো আছে যদি তিনি তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে চান; অথবা চান কোনো কল্যাণ দান করতে ? তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে তো আল্লাহই ভালভাবে অবহিত।

৫. শাহ অলিউল্লাহ সাহেব 'শাহেদ'-এর অনুবাদ করেছেন—'সত্যের প্রকাশকারী' অর্থাৎ সত্যের সাক্ষ্যদাতা।

৬. মক্কা মুআযযমাতে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়ে যাবার সংবাদ শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের কাছ থেকে হুদাইবিয়াতে যে অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন—এখানে তাঁর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এ অংগীকার এ সম্পর্কে নেয়া হয়েছিল যে—হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের ব্যাপার যদি সত্য প্রমাণিত হয় তবে মুসলমানেরা এখানে এবং এখুনিই কুরাইশদের সাথে চরম বুঝাপড়া করে নেবে তাতে যদি সকলেরই হত হতে হয় তাও স্বীকার।

৭. অর্থাৎ যে হাতে হাত রেখে সে সময় লোক অংগীকার করছিল তা ব্যক্তি হিসাবে রসূলের হাত ছিল না বরং আল্লাহর প্রতিনিধির হাত ছিল এবং এ বাইয়াত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলারই সাথে করা হচ্ছিল।

৮. উমরার প্রস্তুতি শুরু করার সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে চলার জন্য যাদের আহবান করেছিলেন এখানে মদীনার চতুঃপার্শ্বস্থ সেইসব লোকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ঈমানের দাবী সত্ত্বেও তারা মাত্র নিজেদের প্রাণের মায়ার খাতিরে ঘর থেকে বহির্গত হয়নি। তারা মনে করছিল—এমন সময় উমরার জন্য ঠিক কুরাইশদের গৃহে যাওয়ার অর্থ মরণের মুখেই নিজেদেরকে নিক্ষেপ করা।

(১২) بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ۝

১২. (কিন্তু আসল কথা তো তা নয় যা তোমরা বলছো) ঃ বরং তোমরা মনে করে নিয়েছো যে, রাসূল ও মু'মিনগণ নিজেদের ঘরে কখনই ফিরতে পারবে না। এ খেয়ালটা তোমাদের অন্তরে খুব ভাল লেগেছিল এবং তোমরা খুবই খারাপ ধারণা মনে স্থান দিয়েছো, আসলে তোমরা খুবই খারাপ মন-মানসিকতার লোক।

(১৩) وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝

১৩. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যারা ঈমান আনেনি এমন কাফেরদের জন্য আমরা দাউ দাউ করে জ্বলা অগ্নি কুণ্ডলি তৈরী করে রেখেছি।

(১৪) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

১৪. আকাশজগত ও পৃথিবীর বাদশাহীর (প্রভুত্ব ও প্রশাসন ক্ষমতা) একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আল্লাহ-ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

(১৫) سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

১৫. তোমরা যখন গনীমতের মাল লাভ করার জন্য যেতে থাকবে তখন এ পিছনে রেখে যাওয়া লোকেরা তোমাকে অবশ্যই বলবে যে, আমাদেরকেও তোমাদের সাথে যেতে দাও।[৯] এরা আল্লাহর ফরমান পরিবর্তন করে দিতে চায়। এদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দাওঃ "তোমরা কখনই আমাদের সাথে যেতে পারো না, আল্লাহ তো আগেই একথা বলে দিয়েছেন।" এরা বলবেঃ "না, তোমরাই বরং আমাদের প্রতি হিংসা পোষণ কর।" (অথচ এটা কোনো হিংসার কথা নয়) আসলে সঠিক কথা খুব কমই বুঝে।

(১৬) قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

১৬. এ পিছনে রেখে যাওয়া বদ্দু আরবদেরকে বলে দাও ঃ "খুব শীঘ্রই তোমাদেরকে এমন সব লোকের সাথে লড়াই করার জন্য ডাকা হবে যারা বড়ই শক্তিসম্পন্ন।" তোমাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে, কিংবা তারা অনুগত হয়ে যাবে। সে সময় তোমরা জিহাদের নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম সওয়াব দিবেন। আর যদি তোমরা পিছনে হটে যাও যেমন পূর্বে হটে গিয়েছিলে, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি দেবেন।

(১৭) لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

১৭. যদি অন্ধ, পংগু ও রোগাক্রান্ত লোক জিহাদে না আসে তাহলে কোনো দোষ নেই। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে সেসব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যেসবের নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা-সমূহ প্রবহমান থাকবে। আর যে মুখ ফিরিয়ে থাকবে আল্লাহ তাকে মর্মান্তিক আযাব দেবেন।

৯. অর্থাৎ সত্বর এমন সময় আসবে যখন এসব লোকই যারা আজ বিপদ-সংকুল অভিযানে তোমার সাথে যেতে কুণ্ঠিত হচ্ছে, তারা তোমাকে এমন এক অভিযানে যাত্রা করতে দেখবে যার অনায়াসলব্ধ জয় ও বহু যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রী লাভের সম্ভাবনা আছে বলে তারা ধারণা করবে; আর সে সময় তারা নিজেরাই ছুটে ছুটে তোমার কাছে আসবে ও বলবে —"আমাদেরও সাথে নিয়ে চলো।"

রুকূ’ ঃ ৩

১৮. আল্লাহ মু’মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে তোমার কাছে বাইয়াত করছিলো। তিনি তাদের মনের অবস্থা জানতেন। তাই তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করেছেন,[১০] পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে আশু বিজয় দান করেছেন।

১৯. এবং প্রচুর গনীমতের সম্পদ দান করেছেন যা তারা অচিরেই লাভ করবে।[১১] আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

২০. আল্লাহ তোমাদেরকে অঢেল গনীমতের সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যা তোমরা লাভ করবে।[১২] তিনি তোমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে এ বিজয় দিয়েছেন[১৩] এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষের হাত উত্তোলনকে থামিয়ে দিয়েছেন[১৪] যাতে মু’মিনদের জন্য তা একটি নিদর্শন হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে সোজা পথের হেদায়াত দান করেন।

২১. এ ছাড়া তিনি তোমাদেরকে আরো গনীমতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যা তোমরা এখনো পর্যন্ত লাভ করতে পারনি। কিন্তু আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।[১৫] আল্লাহ সবকিছুর ওপরে ক্ষমতাবান।

২২. এ মুহূর্তেই এসব কাফের যদি তোমাদের সাথে লড়াই বাধিয়ে বসতো তাহলে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতো এবং কোনো সহযোগী ও সাহায্যকারী পেতো না।

২৩. এটা আল্লাহর বিধান যা পূর্ব থেকেই চলে আসছে। তুমি আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবে না।

২৪. তিনিই সেই সত্তা যিনি মক্কা ভূমিতে তাদের হাত তোমাদের থেকে আর তোমাদের হাত তাদের থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তাদের ওপর তোমাদেরকে আধিপত্য দান করার পর। তোমরা যা কিছু করছিলে আল্লাহ তা দেখছিলেন।

(১৮) لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ○

(১৯) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ○

(২০) وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ○

(২১) وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ○

(২২) وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ○

(২৩) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ○

(২৪) وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ○

---

১০. এখানে ‘সকিনাত’ অর্থ–অন্তরের সেই অবস্থা যার ভিত্তিতে একজন মানুষ কোনো মহান উদ্দেশ্যের জন্য—নিরুদ্বিগ্ন ও স্থিরচিত্তে হৃদয়ের পূর্ণ প্রসন্নতা ও প্রশান্তি সহ নিজেকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং কোনো ভয় চিত্তচাঞ্চল্য ছাড়াই এ চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে—যে কোনো অবস্থায় এ কাজ সম্পন্ন করতেই হবে, তাতে ফল যাই হোক না কেন।

১১. এখানে খায়বার বিজয় ও তার যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২. খায়বারের পর অন্যান্য যে সমস্ত বিজয় মুসলমানরা ক্রমাগত লাভ করতে থাকে এখানে সেই সবকে বুঝানো হয়েছে।

১৩. এখানে হুদাইবিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে, সূরার সূচনায় যাকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে অভিহিত করা হয়েছে।

১৪. অর্থাৎ হুদাইবিয়াতে তোমাদের সাথে সংগ্রাম করার মতো তিনি কুরাইশ কাফেরদেরকে দেননি যদিও সমস্ত বাহ্য অবস্থার দিক দিয়ে তারা অনেক বেশী উত্তম পজিশানে ছিল এবং সামরিক দিক থেকে তোমাদের পাল্লা তাদের তুলনায় খুবই দুর্বল দেখাচ্ছিল।

১৫. খুব সম্ভব এখানে মক্কা বিজয়ের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ এখন তো মক্কা তোমাদের অধীনস্থ হয়নি কিন্তু আল্লাহ তাকে নিজ বেষ্টনিতে নিয়েছেন এবং হুদাইবিয়ার এ জয়ের ফলস্বরূপ মক্কাও তোমাদের আয়ত্তের মধ্যে এসে যাবে।

﴿٢٥﴾ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

২৫. এরাই তো সেসব লোক যারা কুফরী করেছে, তোমাদেরকে মসজিদে হারামে যেতে বাধা দিয়েছে এবং কুরবানীর উটসমূহকে কুরবানী গাহে পৌছতে দেয়নি। যদি (মক্কায়) এমন নারী পুরুষ না থাকতো যাদেরকে তোমরা চিন না অজান্তে তাদেরকে পদদলিত করে ফেলবে এ আশংকা না থাকতো এবং তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে এমন আশংকা না থাকতো (তাহলে যুদ্ধ থামানো হতো না। তা বন্ধ করা হয়েছে এ কারণে) যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা যেন তাঁর রহমতের মধ্যে স্থান দেন। সেসব মু'মিন যদি আলাদা হয়ে যেতো তাহলে (মক্কাবাসীদের মধ্যে) যারা কাফের ছিল আমি অবশ্যই তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতাম।[16]

﴿٢٦﴾ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

২৬. এ কারণেই যখন ঐসব কাফেররা তাদের মনে জাহেলী সংকীর্ণতার স্থান দিল তখন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন[17] এবং তাদেরকে তাকওয়ার নীতির ওপর সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখলেন। তারাই এ জন্য বেশী উপযুক্ত ও হকদার ছিল। আল্লাহ সব জিনিস সম্পর্কেই পরিজ্ঞাত।

রুকূ' ঃ ৪

﴿٢٧﴾ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ۝

২৭. প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন—যা ছিল সরাসরি হক।[18] ইনশাআল্লাহ তোমরা পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে।[19] নিজেদের মাথা মুণ্ডন করবে, চুল কাটাবে এবং তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না। তোমরা যা জানতে না তিনি তা জানতেন। তাই স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করার পূর্বে তিনি তোমাদেরকে এ আসন্ন বিজয় দান করেছেন।

১৬. এ মুসলিহাতের কারণেই আল্লাহ তাআলা হুদাইবিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেননি। মক্কা শরীফে সে সময় এমন অনেক মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ বর্তমান ছিলেন যারা নিজেদের ঈমান গুপ্ত রেখেছিলেন অথবা যাদের ঈমান প্রকাশ্যে জানা থাকলেও তারা নিজেদের উপায়হীনতার কারণে হিজরত করতে সক্ষম ছিলেন না এবং এর ফলে জুলম-অত্যাচারের শিকারে পরিণত হচ্ছিলেন। এ অবস্থায় যদি যুদ্ধ ঘটতো এবং মুসলমানেরা কাফেরদেরকে পিষ্ট করে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতেন, তবে, কাফেরদের সাথে সাথে মুসলমানরাও অনবধানবশতঃ মুসলমানদের হাতে নিহত হতো। এ মুসলিহাতের আর একটি দিক হচ্ছে—আল্লাহ তাআলা এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজিত করে মক্কা জয় করতে ইচ্ছা করেননি, বরং তাঁর লক্ষ্য ছিল দু' বছরের মধ্যে প্রত্যেক দিক থেকে বেষ্টিত করে তাদেরকে এমনভাবে নিরুপায় করে দেয়া যেন তারা কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই পরাজিত হয় এবং এক একটি সমগ্র গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে যেন আল্লাহর রহমতের মধ্যে দাখিল হতে পারে। মক্কা বিজয়ে সেরূপই ঘটেছিল।

১৭. এখানে 'সকিনাত'-এর অর্থ ধৈর্য ও শোভন গাম্ভীর্য যার সাহায্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানগণ কাফেরদের জাহেলানা দুঃসাহসের মুকাবিলা করেছিলেন। তাঁরা তাদের এ স্পষ্ট বাড়াবাড়িতে উত্তেজনাবশত আত্মসংযম হারিয়ে ফেলেননি এবং তাদের জবাবে এমন কোনো কিছু করেননি যার দ্বারা সত্যের সীমালংঘন ঘটে বা যা ন্যায়পরতার খেলাফ হয় অথবা যার ফলে ব্যাপার সুভাবে সমাধা হওয়ার পরিবর্তে অধিকতর বিগড়ে যায়।

১৮. এ সেই প্রশ্নের উত্তর যে প্রশ্ন মুসলমানদের অন্তরে বার বার খটকাচ্ছিল। তারা বলছিল—রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখেছেন, তিনি মসজিদে হারামের মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন। কিন্তু এ কেমন হলো ? আমরা উমরা সম্পন্ন না করেই ফিরে চলেছি ?

১৯. পরবর্তী বছর যিলকাদ মাসে এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছিল। ইতিহাসে এ উমরা 'উমরাতুল কাদা' নামে বিখ্যাত।

(২৮) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

২৮. আল্লাহই তো সে মহান সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন তাকে সমস্ত দীনের ওপর বিজয়ী করে দেন। আর এ বাস্তবতা সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষই যথেষ্ট।[২০]

(২৯) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

২৯. মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে আপোসহীন[২১] এবং নিজেরা পরস্পর দয়া পরবশ।[২২] তোমরা যখনই দেখবে তখন তাদেরকে রুকূ' ও সিজদা এবং আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি কামনায় তৎপর পাবে। তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন বর্তমান যা দিয়ে তাদেরকে আলাদা চিনে নেয়া যায়।[২৩] তাদের এ পরিচয় তাওরাতে দেয়া হয়েছে। আর ইনজীলে তাদের উপমা পেশ করা হয়েছে এই বলে যে, একটি শস্যক্ষেত যা প্রথমে অঙ্কুরোদগম ঘটালো। পরে তাকে শক্তি যোগালো তারপর তা শক্ত ও মযবুত হয়ে স্বীয় কাণ্ডে ভর করে দাঁড়ালো। যা কৃষককে খুশী করে ; কিন্তু কাফের তার পরিপুষ্টি লাভ দেখে মনোকষ্ট পায়। এ শ্রেণীর লোক যারা ঈমান আনয়ন করছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

২০. এখানেএ কথা বলার কারণ হচ্ছে–হুদাইবিয়াতে যখন সন্ধির চুক্তি-পত্র লেখা হচ্ছিল তখন মক্কার কাফেররা হুজুরের সম্মানিত নামের সাথে 'রসূলুল্লাহর' এ শব্দ লেখার প্রতি আপত্তি উত্থাপন করেছিল। এর উত্তরে বলা হয়েছে—রসূলের রসূল হওয়া এমন এক সত্য ব্যাপার কেউ তা মানুক বা না মানুক তাতে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। যদি কিছু লোক এ বিষয় মানতে না চায়, তো না মানুক।এ বিষয়ের সত্য হওয়া সম্পর্কে মাত্র আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

২১. আরবী ভাষায় বলা হয় فلان شديد عليه –অমুক ব্যক্তি তার প্রতি কঠোর। অর্থাৎ তাকে চাপ দিয়ে নত করা, বশে আনা ও নিজের উদ্দেশ্যের অনুকূল বানানো তার পক্ষে দুঃসাধ্য। সাহাবা কেরামদের কাফেরদের প্রতি কঠোর হওয়ার অর্থ হচ্ছে—তারা মোমের পুতুল নন যে, কাফেররা যেদিক ইচ্ছা করবে সেদিকে তাঁদের ফেরাবেন, তাঁরা কোমল তৃণ নয় যে, কাফেররা অনায়াসে তাদের চর্বন করে নেবে। কোনো ভয়-ভীতি দ্বারা তাদের দাবানো যাবে না ; কোনো প্রলোভন ও প্ররোচনা দ্বারা তাদের খরিদ করা যাবে না। যে মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা জীবন মরণ পণ করে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সহযোগিতা করার জন্য উত্থিত হয়েছেন তা থেকে তাঁদের বিচ্যুত করার শক্তি কাফেরদের মধ্যে নেই।

২২. অর্থাৎ তাঁদের যাকিছু কঠোরতা তা ধর্মের শত্রুদের জন্য–মুমিনদের জন্য নয়। মুমিনদের পক্ষে তাঁরা কোমল, দয়ালু, স্নেহপ্রবণ, সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল। নীতি ও আদর্শের ঐক্য তাদের মধ্যে পারস্পারিক ভালোবাসা, ঐক্যভাব ও আনুকূল্য সৃষ্টি করে দিয়েছে।

২৩. এর অর্থ কপালের সেই দাগ নয় সিজদার ফলে কোনো কোনো নামাযীর চেহারাতে যা দেখা যায় বরং এর অর্থ–আল্লাহ ভীরুতা, সদাশয়তা, সম্ভ্রমশীলতা, সচ্চরিত্রতার সেই সমস্ত চিহ্ন আল্লাহর সামনে অবনত হওয়ার কারণে যা স্বাভাবিকভাবে মানুষের চেহারাতে প্রকট হয়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলার এরশাদের মর্ম হচ্ছে—মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহচরবৃন্দ তো এরূপ যে তাঁদের দেখা মাত্র এক ব্যক্তি প্রথম দৃষ্টিতেই একথা বুঝতে পারে যে—এঁরা সৃষ্টির সর্বোত্তম চরিত্র বিশিষ্ট মানুষ, কেননা আল্লাহ পরস্তির নূর—আল্লাহর উপাসনা-আনুগত্যের জ্যোতি এঁদের চেহারাতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে।

সূরা আল হুজুরাত

৪৯

নামকরণ

৪ আয়াতের إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ বাক্যাংশ থেকে এ সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরার মধ্যে আল হুজুরাত শব্দ আছে এটি সেই সূরা।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় এবং সূরার বিষয়বস্তু থেকেও সমর্থন পাওয়া যায় যে, এ সূরা বিভিন্ন পরিবেশ ও ক্ষেত্রে নাযিল হওয়ার হুকুম-আহকাম ও নির্দেশনাসমূহের সমষ্টি। বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের কারণে এগুলোকে এখানে একত্রিত করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন বর্ণনা থেকে একথাও জানা যায় যে, ঐসব হুকুম-আহকামের বেশীর ভাগই মাদানী যুগের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। যেমন ঃ ৪ আয়াত সম্পর্কে তাফসীরকারদের বর্ণনা হচ্ছে আয়াতটি বনী তামীম গোত্র সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল যার প্রতিনিধি দল এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের হুজরা বা গৃহের বাইরে থেকে তাঁকে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছিল। সমস্ত সীরাত গ্রন্থে হিজরী ৯ম সনকে এ প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপ ৬ আয়াত সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তা ওয়ালীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল—রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে বনী মুস্তালিক গোত্র থেকে যাকাত আদায় করে আনতে পাঠিয়েছিলেন। একথা সবারই জানা যে, ওয়ালীদ ইবনে উকবা মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে মুসলমানদেরকে এমন আদব-কায়দা, শিষ্টাচার ও আচরণ শিক্ষা দেয়া, যা তাদের ঈমানদারসূলভ স্বভাব চরিত্র ও ভাবমূর্তির উপযুক্ত ও মানানসই।

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে যেসব আদব-কায়দা ও শিষ্টাচারের দিকে লক্ষ রাখতে হবে প্রথম পাঁচ আয়াতে তাদেরকে তা শিখিয়ে দেয়া হয়েছে।

এরপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রতিটি খবরই বিশ্বাস করা এবং সে অনুসারে কোনো কর্মকাণ্ড করে বসা ঠিক নয়, যদি কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কওমের বিরুদ্ধে কোনো খবর পাওয়া যায় তাহলে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে খবর পাওয়ার মাধ্যম নির্ভরযোগ্য কি না। নির্ভরযোগ্য না হলে তার ভিত্তিতে কোনো তৎপরতা চালানোর পূর্বে খবরটি সঠিক কি না তা যাঁচাই বাছাই করে নিতে হবে।

এরপর বলা হয়েছে মুসলমানদের দু'টি দল যদি কোনো সময় পরস্পর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তবে সে ক্ষেত্রে অন্য মুসলমানদের কর্মনীতি কি হওয়া উচিত।

তারপর মুসলমানদেরকে সেসব খারাপ জিনিস থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা সমাজ জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং যার কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। একে অপরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, বদনাম ও উপহাস করা, খারাপ নামে আখ্যায়িত করা, খারাপ ধারণা পোষণ করা, অন্যের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি ও অনুসন্ধান করা, অসাক্ষাতে মানুষের বদনাম করা এগুলো এমনিতেও গোনাহের কাজ এবং সমাজে বিপর্যয়ও সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা এগুলোকে নাম ধরে ধরে হারাম ঘোষণা করেছেন।

অতপর গোত্রীয় ও বংশগত বৈষম্যের ওপর আঘাত হানা হয়েছে যা সারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও বংশের নিজ নিজ মর্যাদা নিয়ে গর্ব ও অহংকার করা, অন্যদেরকে নিজেদের চেয়ে নিম্নস্তরের মনে করা এবং নিজেদের বড়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যদের হেয় করা—এসব এমন জঘন্য খাসলত যার কারণে পৃথিবী জুলুমে ভরে উঠেছে। আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত ছোট্ট একটি আয়াতে একথা বলে এসব অনাচারের মূলোৎপাটন করেছেন যে, "সমস্ত মানুষ একই মূল উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য, গর্ব ও অহংকার প্রকাশের জন্য নয় এবং একজন মানুষের ওপর আরেকজন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য আর কোনো বৈধ ভিত্তি নেই।"

সব শেষে মানুষকে বলা হয়েছে যে, ঈমানের মৌখিক দাবী প্রকৃত জিনিস নয়, বরং সরল মনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মানা, কার্যত অনুগত হয়ে থাকা এবং আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর পথে জান ও মাল কুরবানী করা। সত্যিকার মুমিন সে যে এ নীতি ও আচরণ গ্রহণ করে। কিন্তু যারা আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া ছাড়াই শুধু মৌখিকভাবে ইসলামকে স্বীকার করে এবং তারপর এমন নীতি ও আচরণ অবলম্বন করে যেন ইসলাম গ্রহণ করে তারা কোনো মহা উপকার সাধন করেছে, পৃথিবীতে তারা মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারে, সমাজে তাদের সাথে মুসলমানের মতো আচরণও করা যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কাছে তারা মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

❒

১ হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না।[১] আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।

২. হে মু'মিনগণ! নিজেদের আওয়ায রাসূলের আওয়াযের চেয়ে উঁচু করো না এবং উচ্চস্বরে নবীর সাথে কথা বলো না, যেমন তোমরা নিজেরা পরস্পর বলে থাকো। এমন যেন না হয় যে, তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সব কাজ-কর্ম ধ্বংস হয়ে যায়।

৩. যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে তাদের কণ্ঠ নিচু রাখে তারাই সেসব লোক, আল্লাহ যাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন।[২] তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার।

৪. হে নবী! যারা তোমাকে গৃহের বাইরে থেকে ডাকাডাকি করতে থাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।

৫. যদি তারা তোমার বেরিয়ে আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করতো তাহলে তাদের জন্য ভাল হতো।[৩] আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

৬. হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, যদি কোনো ফাসেক তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে তাহলে তা অনুসন্ধান করে দেখ। এমন যেন না হয় যে, না জেনে শুনেই তোমরা কোনো গোষ্ঠীর ক্ষতি করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।[৪]

١ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

٢ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝

٣ اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ۭ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

٤ اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاۗءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

٥ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

٦ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۗءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰي مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝

১. অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসূল থেকে এগিয়ে যেও না, পিছনে চল ; অগ্রগামী হয়ো না, অনুসারী অনুগত হয়ে থাক। নিজেদের ব্যাপারে অগ্র পদক্ষেপ করে আপনা থেকে ফায়সালা করতে লেগে যেও না। প্রথমে দেখ—আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাতের মধ্যে এ সম্পর্কে কোনো নির্দেশ ও পথপ্রদর্শন পাওয়া যায় কিনা।

২. অর্থাৎ যেসব লোক আল্লাহ তাআলার পরীক্ষায় পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যারা এ প্রমাণ দিয়েছেন যে তাঁদের অন্তঃকরণে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ভীরুতা বর্তমান আছে তাঁরাই মাত্র আল্লাহর রসূলের প্রতি শিষ্টাচার ও তাঁর সম্মান বজায় রাখেন। আল্লাহর এ এরশাদ থেকে স্বতঃই একথা প্রমাণিত হয় যে—যে অন্তরের মধ্যে রসূলের প্রতি সম্মানবোধ নেই সে অন্তরে প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া—আল্লাহ ভীরুতাও নেই।

৩. আরবের বিভিন্ন দিক থেকে যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে অভব্য লোকও ছিল যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করার জন্য কোনো খাদেম দ্বারা অন্দরে সংবাদ পাঠানোর কষ্টটুকুও স্বীকার করতো না বরং রসূলুল্লাহর পবিত্রা বিবিগণের কামরার চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করে বাইর থেকে তাঁকে চীৎকার করে করে ডাকতো। এসব লোকের এ ব্যবহারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই কষ্টবোধ করতেন। কিন্তু নিজ স্বভাবের ভদ্রতা, নম্রতাবশতঃ তিনি তা বরাবর সহ্য করে নিতেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন ও এই অমার্জিত ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করে সাক্ষাত প্রার্থীদের এ নির্দেশ দেন যে, রসূলুল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে এসে যদি তাঁকে উপস্থিত না পাওয়া যায়, তবে চিৎকার করে করে ডাকার পরিবর্তে যেন ধৈর্য সহকারে তাঁর বাইরে না আসা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করা হয়।

৪. এ আয়াতে মুসলমানদের এ নীতিগত নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে—এরূপ কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ যার ফলে কোনো বড় ব্যাপার সংঘটিত হতে পারে যখন তোমাদের কাছে পৌছায়, তখন তা সত্য বলে গ্রহণ করার পূর্বে প্রথমে এটা লক্ষ্য কর যে, সংবাদ বাহক কিরূপ লোক। যদি সংবাদদাতা কোনো ফাসেক লোক হয়ে থাকে অর্থাৎ এরূপ লোক যার বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা বুঝা যায় যে, তার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, তবে তার দেয়া সংবাদ অনুসারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে প্রকৃত ব্যাপার কি তা অনুসন্ধান করে জানো।

⑦ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۭ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۝

৭. ভাল করে জেনে নাও, আল্লাহর রাসূল তোমাদের মাঝে বর্তমান। তিনি যদি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তোমাদের কথা মেনে নেন তাহলে তোমরা নিজেরাই অনেক সমস্যার মধ্যে পড়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ঈমানের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের কাছে পছন্দনীয় করে দিয়েছেন। আর কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে ঘৃণিত করে দিয়েছেন।

⑧ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

৮. আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীতে এসব লোকই সৎপথের অনুগামী। আল্লাহ জ্ঞানী ও কুশলী।

⑨ وَاِنْ طَاۗىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَي الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۗءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَاۗءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

৯. ঈমানদারদের মধ্যকার দুটি দল যদি পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়[৫] তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। তারপরও যদি দু'টি দলের কোনো একটি অপরটির বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে তবে যে দল বাড়াবাড়ি করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করো। যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। এরপর যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মাঝে ন্যায় বিচারের সাথে মীমাংসা করিয়ে দাও এবং ইনসাফ করো। আল্লাহ ইনসাফকারীদের পসন্দ করেন।

⑩ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

১০. মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করা হবে।

রুকূ' ঃ ২

⑪ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۗءٌ مِّنْ نِّسَاۗءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۭ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

১১. হে ঈমানদারগণ, পুরুষরা যেন অন্য পুরুষদের বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম।[৬] আর মহিলারাও যেন অন্য মহিলাদের বিদ্রূপ না করে।[৭] হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অপরকে বিদ্রূপ করো না এবং পরস্পরকে খারাপ নামে ডেকো না।[৮] ঈমান গ্রহণের পর গোনাহর কাজে প্রসিদ্ধি লাভ করা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। যারা এ আচরণ পরিত্যাগ করেনি তারাই যালেম।

৫. একথা বলা হয়নি যে—'ঈমানদারদের দুই দল যখন নিজেদের মধ্যে লড়াই করে,' বরং বলা হয়েছে—'যদি ঈমানদার লোকদের মধ্য হতে দু'টি দল পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে।' এ শব্দগুলো দ্বারা একথা স্বতঃই বুঝা যায় যে—নিজেদের মধ্যে লড়াই করা মুসলমানদের রীতি নয়। এ কাজ তাদের শোভা পায় না। তাদের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না যে, তারা মুমিন হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে। অবশ্য যদি কখনও এরূপ ঘটে যায় তবে সে অবস্থায় কি উপায় অবলম্বন আবশ্যক পরে তার বর্ণনা দান করা হয়েছে।

৬. ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার অর্থ মাত্র মুখেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা নয়, বরং কারোর অনুকরণ করা, কারোর প্রতি ইংগিত করা, কারোর কথায় বা কাজে বা তার আকৃতি কিংবা তার পোশাক দেখে হাস্য করা, অথবা কারোর কোনো দোষ ও ত্রুটির প্রতি এরূপ ভঙ্গীতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে, লোক তার প্রতি হাস্য করে ' এ সকল ব্যবহারই বিদ্রূপের মধ্যে গণ্য।

৭. আঘাত করা, পরিহাস করা, অপবাদ দেয়া, আপত্তি করা, ছিদ্র খুঁজে বেড়ানো এবং খোলাখুলিভাবে অথবা প্রচ্ছন্ন ইংগিত-ইশারায় কাউকে নিন্দার পাত্র বানানো—এসব কাজই এর ব্যাপক অর্থের অন্তর্গত।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

১২. হে ঈমানদারগণ, বেশী ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো, কারণ কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গোনাহ।[৯] দোষ অন্বেষন করো না।[১০] আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে।[১১] এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে, যে তার নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পসন্দ করবে ?[১২] দেখো, তা খেতে তোমাদের ঘৃণা হয়। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ অধিক পরিমাণে তাওবা কবুলকারী এবং দয়ালু।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

১৩. হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে যে অধিক পরহেযগার সে-ই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী।[১৩] নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।

৮. এ হুকুমের উদ্দেশ্য—কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নাম দ্বারা না ডাকা অথবা এরূপ উপাধি না দেয়া যার দ্বারা সে অপমানিত হয়। যথা—কাউকে ফাসেক বা মুনাফিক বলা, কাউকে খোঁড়া, কানা বা অন্ধ বলা, কাউকে তার নিজের অথবা তার মা-বাপের বা তার বংশের কোনো দোষ-ত্রুটি উল্লেখে আখ্যায়িত করা, কাউকে তাঁর মুসলমান হবার পরও তার পূর্বের ধর্মের ভিত্তিতে ইহুদী বা নাসারা বলা, কোনো ব্যক্তি বা বংশ বা দলকে নিন্দাসূচক বা অপমানসূচক নাম দেয়া। বাহ্যতঃ খারাপ শোনালেও নিন্দার উদ্দেশ্যে নয় বরং চেনার জন্যই লোকদের প্রতি যেসব আখ্যা দেয়া হয় সেগুলো এ হুকুমের আওতার মধ্যে পড়ে না। যথা—কোনো চক্ষুহীন হাকীমকে অন্ধ হাকীম বলা হয়। এর উদ্দেশ্য মাত্র তাঁর পরিচিতি–নিন্দা করা নয়।

৯. অনুমান করতে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়নি ; বরং খুব বেশী অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করা এবং সব রকম অনুমানের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তার কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে—কোনো কোনো অনুমান পাপ। আসল কথা, যে অনুমান পাপ তা হচ্ছে—বিনা কারণে কোনো মানুষের প্রতি কুধারণা করা বা কারোর সম্পর্কে রায় কায়েম করার ব্যাপারে সর্বদা কুধারণা থেকে সূচনা করা অথবা সেইসব লোকদের ব্যাপারে কুধারণা নিয়ে কাজ করা যাদের বাহ্য অবস্থা নির্দেশ করে যে, তারা সৎ ও সম্ভ্রমশীল লোক। এরূপ কোনো লোকের কোনো কথা বা কাজের মধ্যে যদি সমানভাবে ভালো ও মন্দের সম্ভাবনা থাকে তবে মাত্র কুধারণার বশবর্তী হয়ে তা মন্দ বলেই স্থির করাও পাপ কাজ।

১০. অর্থাৎ মানুষের গুপ্ত রহস্য অন্বেষণ করো না, একে অন্যের দোষ অন্বেষণ করো না, অন্যের অবস্থা ও ব্যাপারে অনুসন্ধান করে ফিরো না, লোকের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়া, দুই ব্যক্তির কথোপকথন কান লাগিয়ে শোনা, প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং নানা উপায়ে অন্যের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অথবা ব্যক্তিগত ব্যাপার জানাতে চেষ্টা করা—এসব কিছুই নিষিদ্ধ অনুসন্ধানের মধ্যে গণ্য।

১১. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—'গীবত' কাকে বলে। উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ তুমি যদি নিজের ভাইয়ের কথা এমনভাবে উল্লেখ কর, যা তার খারাপ লাগে, তবে এর নাম 'গীবত'। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিবেদন করা হলো ঃ আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বর্তমান থাকে তবে সে সম্পর্কে আপনি কি বলেন ? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন ঃ যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে তা বর্তমান থাকে—তবে তুমি তার গীবত করলে, আর যদি তার মধ্যে সে দোষ না থাকে–তবে তুমি তার প্রতি 'বুহতান' (মিথ্যা অপবাদ) দিলে। অবশ্য কোনো ব্যক্তির পশ্চাতে বা তার মৃত্যুর পর তার দোষ বর্ণনা করার যদি এরূপ কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়—শরীয়াতের দৃষ্টিতে যা সংগত প্রয়োজন বলে গণ্য এবং গীবত ছাড়া যদি সে প্রয়োজন পূর্ণ করার কোনো পথ না থাকে, বা যদি গীবত না করা হয় তবে গীবত অপেক্ষা বৃহত্তর খারাপি সংঘটিত হওয়া নিশ্চিত—তবে এরূপ অবস্থাসমূহে 'গীবত' নিষিদ্ধ নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যতিক্রমকে নীতিগতভাবে এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ 'জঘন্যতম অত্যাচার হচ্ছে–কোনো মুসলমানের সম্মানের প্রতি না-হক আক্রমণ করা।' এ এরশাদের মধ্যে—'না-হক' (অন্যায়)-এর শর্ত দ্বারা বুঝা যায় যে, হকের ভিত্তিতে অর্থাৎ ন্যায়ভাবে এরূপ করা বৈধ। যথা—অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিত তার অভিযোগ এরূপ যে কোনো ব্যক্তির সামনে বর্ণনা করতে পারে যার কাছ থেকে সে এ আশা পোষণ করে যে সে ব্যক্তি অত্যাচার তার অভিযোগ নিবারণে কিছু করতে পারে। সংশোধনের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি বা দলের দোষ এরূপ লোকদের সামনে উল্লেখ করা যাদের সম্পর্কে এ আশা করা যায় যে, তারা সে দোষ দূর করার জন্যে কিছু করতে পারবে ; ফতওয়া জানার প্রয়োজনে কোনো মুফতীর সামনে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তার মধ্যে কোনো ব্যক্তির গলদ কাজের উল্লেখ করতে বাধ্য হওয়া। কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দুষ্টামি থেকে লোকদের সতর্ক করা যাতে লোকে তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। সেইসব লোকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আওয়াজ উঠানো ও তাদের দোষ সমালোচনা করা যারা দুষ্কৃতি, দুর্নীতি, অনাচারের বিস্তার করছে, বেদআত ও গোমরাহীর প্রচার-প্রসার করছে, আল্লাহর সৃষ্টিকে ধর্মহীনতা ও জুলুম-জবরদস্তির ফেতনাতে জড়িত করছে।

﴿١٤﴾ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১৪. এ বেদুইনরা বলে, "আমরা ঈমান এনেছি"[১৪] তাদের বলে দাও তোমরা ঈমান আন নাই। বরং বল, আমরা অনুগত হয়েছি। ঈমান এখনো তোমাদের মনে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর আনুগত্যের পথ অনুসরণ করো তাহলে তিনি তোমাদের কার্যাবলীর পুরস্কার দানে কোনো কার্পণ্য করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

﴿١٥﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ○

১৫. প্রকৃত ঈমানদার তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছে এবং এ ব্যাপারে পরে আর কোনো সন্দেহ পোষণ করেনি। তারপর প্রাণ ও অর্থ-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী।

﴿١٦﴾ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

১৬. হে নবী! ঈমানের এ দাবীদারদের বলো, তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের দীনের কথা অবগত করাচ্ছো ? আল্লাহ তো আসমান ও যমীনের প্রত্যেকটি জিনিস ভালভাবে অবহিত।

﴿١٧﴾ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

১৭. এসব লোক তোমাকে বুঝাতে চায় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমার উপকার করেছে। তাদের বলো, ইসলাম গ্রহণ করে আমার উপকার করেছো একথা মনে করো না। বরং যদি তোমরা নিজেদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহ তাআলাই তোমাদের উপকার করে চলেছেন। কারণ তিনি তোমাদেরকে ঈমানের পথ দেখিয়েছেন।

﴿١٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

১৮. আল্লাহ আসমান ও যমীনের প্রতিটি গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে জানেন। তোমরা যা কিছু করছো তা সবই তিনি দেখছেন।

১২. গীবতকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে এ জন্যে উপমা দেয়া হয়েছে যে, যার গীবত করা হয় সে বেচারাকে কোথায় তার ইযযাতের ওপর হামলা করছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর থাকে।

১৩. পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিনদের সম্বোধন করে সেই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যা মুসলিম সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার জন্যে আবশ্যক। এখন এ আয়াতে সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করে সেই মহা গোমরাহীর সংশোধন করা হয়েছে যা জগতে সর্বকালে বিশ্বব্যাপী ফাসাদের কারণ স্বরূপ হয়ে আছে ; অর্থাৎ বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ ও জাতীয়তার কুসংস্কার। এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে তিনটি নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌল সত্য বর্ণনা করেছেন। প্রথম—তোমাদের সকলের মূল এক। একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে তোমাদের সমগ্র জাতি অস্তিত্বে এসেছে এবং বর্তমানে তোমাদের যত বংশই পৃথিবীর বুকে দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাথমিক বংশের বিভিন্ন শাখা যার সূচনা হয়েছে এক মাতা ও এক পিতা থেকে। দ্বিতীয়—মূলের হিসাবে এক হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হয়ে যাওয়া এক স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এ স্বাভাবিক পার্থক্য ও বিভিন্নতার দাবী কখনো এ ছিল না যে—এর ভিত্তিতে উচু-নিচু, সম্ভ্রান্ত ও অসম্ভ্রান্ত, বড় ও ছোটদের বৈষম্য হবে, এক বংশ অন্য বংশের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করবে ; এক বর্ণের মানুষ অন্য বর্ণের লোকদের হীন ও ঘৃণ্য জ্ঞান করবে ; এবং এক জাতি অন্য জাতির ওপর নিজেদের আধিপত্য জমাবে। স্রষ্টা মানব গোষ্ঠীসমূহকে যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্রের রূপ দান করেছেন তার একমাত্র কারণ হচ্ছে—তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরিচিতির স্বাভাবিক পদ্ধতি হচ্ছে এটাই। তৃতীয়ত—মানুষ ও মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতার যদি কোনো ভিত্তি থাকে ও থাকতে পারে, তবে তা হচ্ছে মাত্র নৈতিক ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব।

১৪. সমস্ত বেদুইনের সম্পর্কে একথা বলা হয়নি ; বরং এখানে কয়েকটি বিশেষ বেদুইন দলের কথা বলা হচ্ছে যারা ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি লক্ষ্য করে মাত্র এ ধারণায় মুসলমান হয়েছিল যে, এভাবে তারা মুসলমানদের আঘাত থেকে নিরাপদেও থাকবে এবং ইসলামী বিজয়সমূহের ফল ভোগও করবে। এরা প্রকৃতপক্ষে আন্তরিকতার সাথে ঈমান আনেনি, মাত্র মৌখিক ঈমানের স্বীকৃতি জানিয়ে সুবিধা ভোগের জন্যে নিজেদেরকে মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল।

সূরা ক্বা-ফ

৫০

নামকরণ

সূরার প্রথম বর্ণটিই এর নাম হিসেবে গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যা ق (ক্বাফ) বর্ণ দিয়ে শুরু হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

ঠিক কোন্ সময় এ সূরা নাযিল হয়েছে তা কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় না। তবে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায়, এটি মক্কী যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। মক্কী যুগের দ্বিতীয় পর্যায় নবুওয়াতের তৃতীয় সন থেকে শুরু করে পঞ্চম সন পর্যন্ত বিস্তৃত। আমি সূরা আন'আমের ভূমিকায় এ যুগের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করেছি। ঐসব বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ রেখে বিচার করলে মোটামুটি অনুমান করা যায় যে, সূরাটি নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে নাযিল হয়ে থাকবে। এ সময় কাফেরদের বিরোধিতা বেশ কঠোরতা লাভ করেছিল। কিন্তু তখনো জুলুম-নির্যাতন শুরু হয়নি।

বিষয়বস্তু ও মূল্য বক্তব্য

নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহ থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিংকাংশ ক্ষেত্রে দু' ঈদের নামাযে এ সূরা পড়তেন।

উম্মে হিশাম ইবনে হারেসা নাম্নী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিবেশিনী এক মহিলা বর্ণনা করেছেন যে, প্রায়ই আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে জুমআর খুতবায় এ সূরাটি শুনতাম এবং শুনতে শুনতেই তা আমার মুখস্ত হয়েছে। অপর কিছু রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বেশীর ভাগ ফজরের নামাযেও এ সূরাটি পাঠ করতেন। এ থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। সে জন্য এর বিষয়বস্তু অধিক সংখ্যক লোকের কাছে পৌঁছানোর জন্য বারবার চেষ্টা করতেন।

সূরাটি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলে এর গুরুত্বের কারণ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। গোটা সূরার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আখেরাত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুয়ায্যমায় দাওয়াতের কাজ শুরু করলে মানুষের কাছে তাঁর যে কথাটি সবচেয়ে বেশী অদ্ভূত মনে হয়েছিল তা হচ্ছে, মৃত্যুর পর পুনরায় মানুষকে জীবিত করে উঠানো হবে এবং তাদেরকে নিজের কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে। লোকজন বলতো, এটা তো একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। এরূপ হতে পারে বলে বিবেক-বুদ্ধি বিশ্বাস করে না। আমাদের দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু যখন মাটিতে মিশে বিলীন হয়ে যাবে তখন হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ঐসব বিক্ষিপ্ত অংশকে পুনরায় একত্রিত করে আমাদের এ দেহকে পুনরায় তৈরি করা হবে এবং আমরা জীবিত হয়ে যাব তা কি করে সম্ভব? এর জবাবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ ভাষণটি নাযিল হয়। এতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে ছোট ছোট বাক্যে একদিকে আখেরাতের সম্ভাব্যতা ও তা সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে। অন্যদিকে মানুষকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা বিস্মিত হও, বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী মনে করো কিংবা মিথ্যা বলে মনে করো তাতে কোনো অবস্থায়ই সত্য পরিবর্তিত হতে পারে না। সত্য তথা অকাট্য ও অটল সত্য হচ্ছে এই যে, তোমাদের দেহের এক একটি অণু-পরমাণু যা মাটিতে বিলীন হয়ে যায় তা কোথায় গিয়েছে এবং কি অবস্থায় কোথায় আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত আছেন। বিক্ষিপ্ত এসব অণু-পরমাণু পুনরায় একত্রিত হয়ে যাওয়া এবং তোমাদেরকে ইতিপূর্বে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল ঠিক সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ তাআলার একটি ইংগিতই যথেষ্ট। অনুরূপভাবে তোমাদের এ ধারণাও একটি ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয় যে, এখানে তোমাদেরকে লাগামহীন উটের মতো ছেড়ে দেয়া হয়েছে, কারো কাছে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তা'আলা নিজেও সরাসরি তোমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ সম্পর্কে এমনকি তোমাদের মনের মধ্যে জেগে ওঠা সমস্ত ধারণা ও কল্পনা পর্যন্ত অবহিত আছেন। তাছাড়া তাঁর ফেরেশতারাও তোমাদের প্রত্যেকের সাথে থেকে তোমাদের সমস্ত গতিবিধি রেকর্ড করে সংরক্ষিত করে যাচ্ছে। যেভাবে বৃষ্টির একটি বিন্দু পতিত হওয়ার পর মাটি ফুঁড়ে উদ্ভিদরাজির অঙ্কুর বেরিয়ে আসে ঠিক তেমনি নির্দিষ্ট সময় আসা মাত্র তাঁর একটি মাত্র আহ্বানে তোমরাও ঠিক তেমনি বেরিয়ে আসবে। আজ তোমাদের বিবেক-বুদ্ধির ওপর গাফলতের যে পর্দা পড়ে আছে তোমাদের সামনে থেকে সেদিন তা অপসারিত হবে এবং আজ যা অস্বীকার

করছো সেদিন তা নিজের চোখে দেখতে পাবে। তখন তোমরা জানতে পারবে, পৃথিবীতে তোমরা দায়িত্বহীনা ছিলে না, বরং নিজ কাজ-কর্মের জন্য দায়ী ছিলে। পুরস্কার ও শাস্তি, আযাব ও সওয়াব এবং জান্নাত ও জাহান্নাম যেসব জিনিসকে আজ তোমরা আজব কল্প-কাহিনী বলে মনে করছো সেদিন তা সবই তোমাদের সামনে বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দেবে। যে জাহান্নামকে আজ বিবেক-বুদ্ধির বিরোধী বলে মনে করো সত্যের সাথে শত্রুতার অপরাধে সেদিন তোমাদেরকে সেই জাহান্নামেই নিক্ষেপ করা হবে। আর যে জান্নাতের কথা শুনে আজ তোমরা বিস্মিত হচ্ছো মহা দয়ালু আল্লাহকে ভয় করে সঠিক পথে ফিরে আসা লোকেরা সেদিন তোমাদের চোখের সামনে সেই জান্নাতে চলে যাবে।

❐

আয়াত-৪৫ ৫০-সূরা ক্বা-ফ-মাক্কী রুকূ'-৩

أياتها ٤٥ ٥٠. سُوْرَةُ قٓ . مَكِّيَّةٌ ركوعاتها ٣

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ق ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۝١

১. ক্বাফ, মহিমান্বিত কল্যাণময় কুরআনের শপথ।

بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝٢
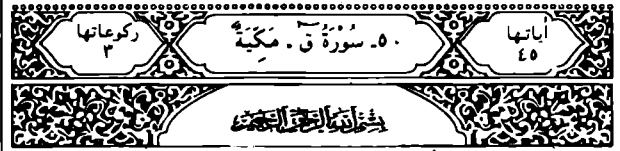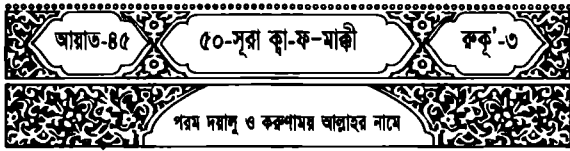
২. তারা বরং বিস্মিত হয়েছে এ জন্য যে, তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছে।[1] এরপর অস্বীকারকারীরা বলতে শুরু করলো এটা তো বড় আশ্চর্যজনক কথা,

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ۝٣

৩. আমরা যখন মরে যাব এবং মাটিতে মিশে যাব (তখন কি আমাদের উঠানো হবে) ? এ প্রত্যাবর্তন তো যুক্তি-বুদ্ধি বিরোধী।[2]

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۝٤

৪. অথচ মাটি তার দেহের যা কিছু খেয়ে ফেলে তা সবই আমার জানা। আমার কাছে একখানা কিতাব আছে। তাতে সবকিছু সংরক্ষিত আছে।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۝٥

৫. এসব লোকেরা তো এমন যে, যখনই তাদের কাছে সত্য এসেছে, তখনই তারা তাকে মিথ্যা মনে করেছে। এ কারণেই তারা এখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে আছে।

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝٦

৬. আচ্ছা, এরা কি কখনো এদের মাথার ওপরের আসমানের দিকে তাকায়নি ? আমি কিভাবে তা তৈরী করেছি এবং সজ্জিত করেছি। তাতে কোথাও কোনো ফাটল নেই।

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝٧

৭. ভূপৃষ্ঠকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি, তাতে পাহাড় স্থাপন করেছি এবং তার মধ্যে সব রকম সুদৃশ্য উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন করেছি।

تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝٨

৮. এসব জিনিসের সবগুলোই দৃষ্টি উন্মুক্তকারী এবং শিক্ষাদানকারী ঐসব বান্দার জন্য যারা সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۝٩

৯. আমি আসমান থেকে বরকতপূর্ণ পানি নাযিল করেছি। অতপর তা দ্বারা বাগান ও খাদ্যশস্য উৎপন্ন করেছি।

وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۝١٠

১০. তাছাড়া থরে থরে সজ্জিত ফলভর্তি কাঁদি বিশিষ্ট দীর্ঘ সুউচ্চ খেজুর গাছ।

১. অর্থাৎ মক্কাবাসীরা কোনো যুক্তিসংগত ভিত্তিতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেসালত মান্য করতে অস্বীকার করেনি, বরং তারা সম্পূর্ণ এ অযৌক্তিক ভিত্তিতে অস্বীকার করেছিল যে, তাদের নিজেদেরই মতো একজন মানুষের ও তাদের নিজেদেরই কওমের এক ব্যক্তির আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারী সংবাদাদাতারূপে আগমন তাদের পক্ষে অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল।

২. এ ছিল তাদের দ্বিতীয় বিস্ময়। একজন মানুষ আল্লাহর রসূল হয়ে এসেছে—এ ছিল তাদের প্রথম বিস্ময় এবং তাদের পক্ষে আরোও একটা অতিরিক্ত বিস্ময় ছিল এ কথা যে—মৃত্যুর পর সব মানুষকে আবার নতুন করে জীবিত করা হবে ও সকলকে একত্রিত করে আল্লাহর আদালতে উপস্থাপিত করা হবে।

১১. এটা হচ্ছে বান্দাহদেরকে রিযিক দেয়ার ব্যবস্থা। এ পানি দ্বারা আমি মৃত ভূমিকে জীবন দান করি। (মৃত মানুষের মাটি থেকে) বেরিয়ে আসাও এভাবেই হবে।

১২. এদের আগে নূহের কওম, আসহাবুর রাস, সামূদ,

১৩. আদ, ফেরাউন, লূতের ভাই

১৪. আইকবাসী এবং তুব্বা কওমের লোকেরাও অস্বীকার করছিল। প্রত্যেকেই রাসূলদের অস্বীকার করেছিল এবং পরিণামে আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতি তাদের জন্য কার্যকর হয়েছে।

১৫. আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিলাম ? আসলে নতুন করে সৃষ্টির ব্যাপারে এসব লোক সন্দেহে নিপতিত হয়ে আছে।

রুকূ' ঃ ২

১৬. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি আর তাদের মনে যেসব কুমন্ত্রণা উদিত হয় তা আমি জানি। আমি তার ঘাড়ের রগের চেয়েও তার বেশী কাছে আছি।

১৭. (আবার এ সরাসরি জ্ঞান ছাড়াও) দু'জন লেখক তার ডান ও বাঁ দিকে বসে সবকিছু লিপিবদ্ধ করছে।

১৮. এমন কোনো শব্দ তার মুখ থেকে বের হয় না যা সংরক্ষিত করার জন্য একজন সদা প্রস্তুত রক্ষক উপস্থিত থাকে না।

১৯. তারপর দেখো, মৃত্যুর যন্ত্রণা পরম সত্য নিয়ে হাজির হয়েছে। এটা সে জিনিস যা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলে।

২০. এরপর শিঙায় ফুৎকার দেয়া হলো। এটা সেদিন যার ভয় তোমাদের দেখানো হতো।

২১. প্রত্যেক ব্যক্তি এমন অবস্থায় এসে হাযির হলো যে, তাদের সাথে হাঁকিয়ে নিয়ে আসার মত একজন এবং সাক্ষ দেয়ার মত একজন ছিল।

২২. এ ব্যাপারে তুমি অজ্ঞ ছিলে। তাই তোমার সামনে যে আবরণ ছিল তা আমি সরিয়ে দিয়েছি। তাই আজ তোমার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর।[৩]

২৩. তার সাথী বললো ঃ[৪] এতো সে হাযির আমার ওপরে যার তদারকীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

(১১) رِزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ ○

(১২) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ○

(১৩) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ○

(১৪) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ○

(১৫) أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ○

(১৬) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ○

(১৭) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ○

(১৮) مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ○

(১৯) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ○

(২০) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ○

(২১) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ○

(২২) لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ○

(২৩) وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ○

৩. অর্থাৎ এখন তো তুমি খুব ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছ—আল্লাহর নবী তোমাকে যে সবের খবর দিতেন তার সবকিছুই এখানে বর্তমান আছে।

৪. সংগীর অর্থ–যে ফেরেশতা হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। সেই ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার আদালতে পৌঁছে আবেদন করবে—'এ ব্যক্তিকে—যে আমার তত্ত্বাবধানে ছিল—সরকারের হুজুরে পেশ করা হলো।"

٢٤ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ۝

২৪. নির্দেশ দেয়া হলোঃ "জাহান্নামে নিক্ষেপ করো, প্রত্যেক কট্টর কাফেরকে—যে সত্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো,

٢٥ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ۝

২৫. কল্যাণের প্রতিবন্ধক ও সীমালংঘনকারী ছিল, সন্দেহ সংশয়ে নিপতিত ছিল

٢٦ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۝

২৬. এবং আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ বানিয়ে বসেছিল। নিক্ষেপ কর তাকে কঠিন আযাবে।

٢٧ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝

২৭. তার সহগামী আরয করলো ঃ[৫] হে রব! আমি তাকে বিদ্রোহী করিনি বরং সে নিজেই চরম গোমরাহীতে ডুবে ছিল।

٢٨ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ۝

২৮. জবাবে বলা হলোঃ আমার সামনে ঝগড়া করো না। আমি আগে তোমাদেরকে মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলাম।

٢٩ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

২৯. আমার কথার কোনো রদবদল হয় না। আর আমি আমার বান্দাদের জন্য অত্যাচারী নই।

রুকূ' ঃ ৩

٣٠ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ۝

৩০. সেদিনের কথা স্মরণ করো, যখন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো যে, তোমার পেট কি ভরেছে? সে বলবে, "আরো কিছু আছে না কি?"[৬]

٣١ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝

৩১. আর জান্নাতকে আল্লাহভীরুদের নিকটতর করা হবে—তা মোটেই দূরে থাকবে না।

٣٢ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۝

৩২. তখন বলা হবে ঃ এ হচ্ছে সেই জিনিস, যার কথা তোমাদেরকে আগাম জানানো হতো। এটা প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী[৭] ও সংরক্ষণকারীর জন্য,[৮]

٣٣ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ۝

৩৩. যে অদেখা দয়াময়কে ভয় করতো, যে অনুরক্ত হৃদয় নিয়ে এসেছে।

٣٤ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۝

৩৪. জান্নাতে ঢুকে পড় শান্তির সাথে। সেদিন অনন্ত জীবনের দিন হবে।

৫. এখানে সংগীর অর্থ শয়তান যে সেই অবাধ্য ব্যক্তির সাথে দুনিয়াতে সংশ্লিষ্ট ছিল।

৬. এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে। প্রথম—আমার মধ্যে এখন আর অতিরিক্ত মানুষের জন্য স্থান নেই। দ্বিতীয়—যত সংখ্যক অপরাধীই থাকুক না কেন সকলকে আমার মধ্যে দাও।

৭. এর দ্বারা সেইরূপ ব্যক্তি বুঝানো হয়েছে, যে অবাধ্যতা ও প্রবৃত্তির লালসা-বাসনার পথ ত্যাগ করে আল্লাহর আনুগত্যের ও তাঁর সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন করেছে, যে খুব অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের সব ব্যাপারে তাঁর প্রতি রুজু করে।

৮. এর দ্বারা সেইরূপ লোক বুঝানো হয়েছে, যে আল্লাহর সীমাসমূহের, তাঁর নির্দেশিত কর্তব্যসমূহের, তাঁর নিষেধগুলোর, তাঁর ন্যস্ত করা দায়িত্ব ও আমানতগুলোর হেফাযত করে ; যে সব সময় নিজে নিজেকে যাচাই করে দেখতে থাকে ঃ নিজের কথা ও কাজে কোথাও নিজের প্রতিপালক প্রভুর নাফরমানি তো করছি না ?

٣٥ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ○

৩৫. সেখানে তাদের জন্য যা চাইবে তাই থাকবে। আর আমার কাছে আরো কিছু অতিরিক্ত জিনিসও থাকবে।

٣٦ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ ؕ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ○

৩৬. আমি তাদের আগে আরো বহু জাতিকে ধ্বংস করেছি। তারা ওদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিধর ছিল এবং তারা সারা দুনিয়ার দেশগুলো তন্নতন্ন করে ঘুরেছে। অথচ তারা কি কোনো আশ্রয়স্থল পেলো ?

٣٧ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ○

৩৭. যাদের হৃদয় আছে কিংবা যারা একাগ্র চিত্তে কথা শোনে তাদের জন্য এ ইতিহাসে অনেক শিক্ষা রয়েছে।

٣٨ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ○

৩৮. আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যকার সকল জিনিসকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি অথচ তাতে আমি ক্লান্ত হইনি।

٣٩ فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ○

৩৯. কাজেই তারা যেসব কথা তৈরী করছে তার ওপর ধৈর্যধারণ করো। আর স্বীয় রবের প্রশংসা সহকারে গুণগান করতে থাকো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে,[৯]

٤٠ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ○

৪০. আবার রাতে পুনরায় তাঁর গুণগান করো এবং সিজ্‌দা দেয়ার পরেও করো।

٤١ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ○

৪১. আর শোনো যেদিন আহ্বানকারী (প্রত্যেক মানুষের) নিকট স্থান থেকে আহ্বান করবে,[১০]

٤٢ يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ○

৪২. যেদিন সকলে হাশরের কোলাহল ঠিকমত শুনতে পাবে, সেদিনটি হবে কবর থেকে মৃতদের বেরুবার দিন।

٤٣ اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ○

৪৩. আমিই জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু ঘটাই এবং আমার কাছেই সবাইকে ফিরে আসতে হবে সেদিন

٤٤ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ؕ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ○

৪৪.—যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে, এবং লোকেরা তার ভেতর থেকে বেরিয়ে জোর কদমে ছুটতে থাকবে, এরূপ হাশর সংঘটিত করা আমার নিকট খুবই সহজ।

٤٥ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۫ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ○

৪৫. হে নবী! ওরা যেসব কথা বলে, তা আমি ভালো করেই জানি, বস্তুত তাদের কাছ থেকে বলপ্রয়োগে আনুগত্য আদায় করা তোমার কাজ নয়। কাজেই তুমি এ কুরআন দ্বারা আমার হুশিয়ারীকে যারা ডরায়, তাদেরকে তুমি উপদেশ দাও।

৯. প্রভুর হামদ (প্রশংসা) ও তাঁর তাসবীহর (পবিত্রতা কীর্তন) অর্থ এখানে নামায। সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের (ঊষাকালীন) নামায; সূর্যাস্তের পূর্বে দুটি নামায ঃ ১. যোহর, ২. আসর। "রাত্রিকালে" মাগরিব ও এশার নামায এবং ৩. তাহাজ্জুদ ও রাতের তাসবীহর মধ্যে গণ্য।

১০. অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেখানেই মৃত্যুপ্রাপ্ত হবে যা পৃথিবীতে যেখানেই তার মৃত্যু ঘটেছিল সেখানেই আল্লাহর ঘোষণাকারীর আওয়াজ পৌছাবে ঃ ওঠো, নিজের হিসাব দেয়ার জন্য নিজের প্রভুর কাছে চলো। এ শব্দ এমন ধরনের হবে যে, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে মানুষ জীবিত হয়ে উঠুক না কেন সে অনুভব করবে ঘোষণাকারী যেন কোথাও তার নিকট থেকেই তাকে আহ্বান করেছে।

সূরা আয যারিয়াত

৫১

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ وَالذّٰرِيٰتِ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যা وَالذّٰرِيٰتِ শব্দ দ্বারা শুরু হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গী থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলামী আন্দোলনের মুকাবিলা অস্বীকৃতি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও মিথ্যা অভিযোগ আরোপের মাধ্যমে অত্যন্ত জোরেশোরেই করা হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু তখনো জুলুম ও নিষ্ঠুরতার যাঁতাকলে নিষ্পেষণ শুরু হয়নি, ঠিক সেই যুগে এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল। এ কারণে যে যুগে সূরা ক্বাফ নাযিল হয়েছিল এটিও সে যুগের নাযিল হওয়া সূরা বলে প্রতীয়মান হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর অধিকাংশটাই জুড়ে আছে আখেরাত সম্পর্কিত আলোচনা এবং শেষ ভাগে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে। সাথে সাথে মানুষকে এ বিষয়েও হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে, নবী-রসূলদের আ. কথা না মানা এবং নিজেদের জাহেলী ধ্যান-ধারণা আঁকড়ে ধরে একগুঁয়েমী করা সেসব জাতির নিজেদের জন্যই ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছে যারা এ নীতি অবলম্বন করেছিল।

এ সূরার ছোট ছোট কিন্তু অত্যন্ত অর্থপূর্ণ আয়াতসমূহ আখেরাত সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, মানব জীবনের পরিণাম ও পরিণতি সম্পর্কে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করে। এটাই প্রমাণ করে যে, এসব আকীদা-বিশ্বাসের কোনোটিই জ্ঞানগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রত্যেকেই নিজের অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে নিজ নিজ অবস্থানে যে মতবাদ গড়ে নিয়েছে সেটাকেই সে তার আকীদা-বিশ্বাস বানিয়ে আঁকড়ে ধরেছে। কেউ মনে করে নিয়েছে, মৃত্যুর পরে কোনো জীবন হবে না। কেউ আখেরাত মানলেও জন্মান্তর বাদের ধারণা সহ মেনেছে। কেউ আখেরাতের জীবন এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা বিশ্বাস করলেও কর্মের প্রতিফল থেকে বাঁচার জন্য নানা রকমের সহায় ও অবলম্বন কল্পনা করে নিয়েছে। যে বিষয়ে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ভুল হলে তার গোটা জীবনকেই ব্যর্থ এবং চিরদিনের জন্য তার ভবিষ্যতকে ধ্বংস করে দেয় এমন একটি বড় ও সর্বাধিক গুরুত্ববহ মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান ছাড়া শুধু অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোনো আকীদা-বিশ্বাস গড়ে নেয়া একটি সর্বনাশা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর অর্থ হলো, মানুষ একটি বড় ভ্রান্তিতে ডুবে থেকে গোটা জীবন জাহেলী ঔদাসীন্য কাটিয়ে দেবে এবং মৃত্যুর পর হঠাৎ এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে যার জন্য সে আদৌ প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি। এরূপ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটিই মাত্র পথ আছে, তা হচ্ছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবী আখেরাত সম্পর্কে যে জ্ঞান দান করছেন সে বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ধীর মস্তিষ্কে গভীরভাবে ভেবে দেখবে এবং আসমান ও যমীনের ব্যবস্থাপনা এবং নিজের সত্তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে উন্মুক্ত চোখে দেখবে যে, চারপাশে সেই জ্ঞানটির যথার্থতার স্বপক্ষে প্রমাণ বিদ্যমান আছে কিনা? এ ক্ষেত্রে বাতাস ও বৃষ্টির ব্যবস্থাপনা, পৃথিবীর গঠনাকৃতি এবং তার সৃষ্টিকূল, মানুষ নিজে, আসমানের সৃষ্টি এবং পৃথিবীর সকল বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করাকে আখেরাতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে এবং মানবেতিহাস থেকে উদাহরণ পেশ করে বলা হয়েছে যে, একটা কর্মফল ব্যবস্থা থাকা যে অত্যাবশ্যক এটা এ বিশ্ব সাম্রাজ্যের স্বভাব-প্রকৃতির স্বতস্ফূর্ত দাবী বলেই প্রতীয়মান হয়।

এরপর অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করে বলা হয়েছে তোমাদের স্রষ্টা তোমাদেরকে অন্যদের বন্দেগী ও দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেননি, বরং নিজের বন্দেগী ও দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের মিথ্যা উপাস্যদের মতো নন। তোমাদের মিথ্যা উপাস্যরা তোমাদের থেকে রিযিক গ্রহণ করে এবং তোমাদের সাহায্য ছাড়া তাদের প্রভুত্ব অচল। তিনি এমন উপাস্য যিনি সবার রিযিকদাতা। তিনি কারো নিকট থেকে রিযিক গ্রহণের মুখাপেক্ষী নন এবং নিজ ক্ষমতাবলেই তার প্রভুত্ব চলছে।

এ প্রসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, যখনই নবী-রসূলদের বিরোধিতা করা হয়েছে, তা যুক্তির ভিত্তিতে না করে একগুঁয়েমী, হঠকারিতা এবং জাহেলী অহংকারের ভিত্তিতে করা হয়েছে। ঠিক যেমনটি আজ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে করা হচ্ছে। অথচ এর উৎস ও চালিকা শক্তি বিদ্রোহাত্মক মনোভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। অতপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন তিনি এসব বিদ্রোহীদের আদৌ ভ্রূক্ষেপ না করেন এবং নিজের দাওয়াত ও নসীহতের কাজ চালিয়ে যান। কারণ, তা এ লোকদের কোনো উপকারে না আসলেও ঈমানদারদের জন্য অবশ্যই উপকারে আসবে। কিন্তু, যেসব জালেম তাদের বিদ্রোহের ওপর অটল তাদের প্রাপ্য শাস্তি প্রস্তুত হয়ে আছে। কারণ, তাদের পূর্বে এ নীতি ও আচরণ অবলম্বনকারী জালেমরাও তাদের প্রাপ্য আযাব পুরোপুরি লাভ করেছে।

আয়াত-৬০ ৫১-সূরা আয যারিয়াত-মাক্কী রুকূ'-৩
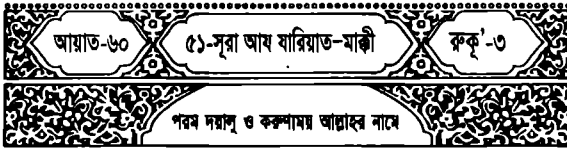
পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
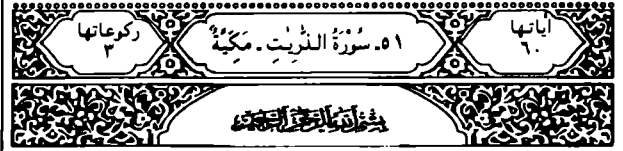
১. শপথ সে বাতাসের যা ধূলাবালি উড়ায়।

২. আবার পানি ভরা মেঘরাশি বয়ে নিয়ে যায়।

৩. তারপর ধীর মৃদুমন্দ গতিতে বয়ে যায়।

৪. অতপর একটি বড় জিনিস (বৃষ্টি) বণ্টন করে।

৫. প্রকৃত ব্যাপার হলো, তোমাদেরকে যে জিনিসের ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে তা সত্য।

৬. কর্মফল প্রদানের সময় অবশ্যই আসবে।[১]

৭. শপথ বিবিধ আকৃতি ধারণকারী আসমানের।

৮. (আখেরাত সম্পর্কে) তোমাদের কথা পরস্পর ভিন্ন।[২]

৯. তার ব্যাপারে সে-ই বিরক্ত যে হকের প্রতি বিমুখ।

১০. ধ্বংস হয়েছে অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা,

১১. যারা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত এবং গাফলতিতে বিভোর।[৩]

১২. তারা জিজ্ঞেস করে, তবে সেই কর্মফল দিবস কবে আসবে?

১৩. তা সেদিন আসবে যেদিন তাদের আগুনে ভাজা হবে।

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۝١

فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۝٢

فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۝٣

فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ۝٤

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۝٥

وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ۝٦

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝٧

اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝٨

يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ۝٩

قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۝١٠

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۝١١

يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ۝١٢

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ۝١٣

১. এ কথার জন্যই শপথ করা হয়েছে। শপথের মর্ম হচ্ছে—যে অতুলনীয় শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার সাথে সৃষ্টির এ বিরাট মহান অবস্থা তোমাদের চোখের সামনে চলেছে এবং যে জ্ঞান-কৌশল ও বিচক্ষণতা এর মধ্যে সুস্পষ্টরূপে কার্যকরী দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা এ সত্যের সাক্ষ্য দান করে যে—এ জগত এমন কোনো উদ্দেশ্যহীন ও অনর্থক খেলা ঘর নয়, যার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি বছর ধরে এক মস্তবড় খেলা এমনিই আপনা আপনি উদ্দেশ্যহীনভাবে চলে আসছে। বরং প্রকৃতপক্ষে এ এক পরিপূর্ণ জ্ঞান ও কৌশলময় ব্যবস্থাপনা যার মধ্যে এটা সম্ভব নয় যে মানুষকে পৃথিবীর বুকে ক্ষমতা দিয়ে শুধু এমনিই ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং কখনও তার কাছ থেকে এ হিসাব গ্রহণ করা হবে না যে—এ ক্ষমতা ও অধিকারগুলো সে কিভাবে প্রয়োগ করছে।

২. অর্থাৎ আকাশে মেঘমালা এবং তারকাগুচ্ছের আকার যেরূপ বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয় ও তাদের মধ্যে সাদৃশ্য পাওয়া যায় না, সেরূপ পরকাল সম্পর্কে তোমরা বিভিন্ন প্রকার কথা বলে চলেছ এবং প্রত্যেকের কথা অন্যের কথা থেকে ভিন্ন। তোমাদের উক্তির এ বিভিন্নতা স্বতঃই এ ব্যাপার প্রমাণ করে যে—অহী (প্রত্যাদেশবাণী) ও রেসালাত নিরপেক্ষ হয়ে মানুষ যখনই নিজের ও এ দুনিয়ার পরিণাম সম্পর্কে কোনো রায় কায়েম করেছে, তখন তার জ্ঞানের ভিত্তি ছাড়াই বিপরীত মত বিশ্বাসের সৃষ্টি হতো না।

৩. অর্থাৎ নিজেদের এ ভ্রান্ত অনুমানসমূহের কারণে তারা কোন্ পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে—সে সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই। প্রকৃত কথা পরকাল সম্পর্কে ভ্রান্ত রায় কায়েম করে যে পথই অবলম্বন করা হয়েছে তা ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যায়।

১৪. (এদের বলা হবে) এখন তোমাদের ফিতনার স্বাদ গ্রহণ করো। এটা সেই বস্তু যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে।[৪]

﴿١٤﴾ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝

১৫. তবে মুত্তাকীরা সেদিন বাগান ও ঝর্ণাধারার মধ্যে অবস্থান করবে।

﴿١٥﴾ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝

১৬. তাদের রব যা কিছু তাদের দান করবেন তা সানন্দে গ্রহণ করতে থাকবে। সেদিনটি আসার পূর্বে তারা ছিল সৎকর্মশীল।

﴿١٦﴾ اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ۭ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ۝

১৭. রাতের বেলা তারা কমই ঘুমাতো।

﴿١٧﴾ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۝

১৮. তারপর তারাই আবার রাতের শেষ প্রহরগুলোতে ক্ষমা প্রার্থনা করতো।

﴿١٨﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝

১৯. তাদের সম্পদে অধিকার ছিল প্রার্থী ও বঞ্চিতদের।[৫]

﴿١٩﴾ وَفِيْٓ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝

২০. দৃঢ় প্রত্যয় পোষণকারীদের জন্য পৃথিবীতে বহু নিদর্শন রয়েছে।

﴿٢٠﴾ وَفِي الْأَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ۝

২১. এবং তোমাদের সত্তার মধ্যেও। তোমরা কি দেখ না ?

﴿٢١﴾ وَفِيْٓ أَنْفُسِكُمْ ۭ أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝

২২. আসমানেই রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং সে জিনিসও যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে।[৬]

﴿٢٢﴾ وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ۝

২৩. তাই আসমান ও যমীনের মালিকের শপথ, একথা সত্য এবং তেমনই নিশ্চিত যেমন তোমরা কথা বলছো।

﴿٢٣﴾ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ۝

রুকূ' ঃ ২

২৪. হে নবী! ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী কি তোমার কাছে পৌঁছেছে ?

﴿٢٤﴾ هَلْ أَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ۝

---

৪. সেই প্রতিফল দিবস কবে আসবে ?" কাফেরদের এ প্রশ্নের মধ্যে স্বতঃই এ অর্থ নিহিত ছিল যে—"সেদিন আসতে বিলম্ব হচ্ছে কেন ? যখন আমরা তা অস্বীকার করছি এবং তা অস্বীকার করার শাস্তি যখন আমাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী তখন সে শাস্তি শীঘ্র এসে যাচ্ছে না কেন ?"

৫. অন্য কথায়, একদিকে তারা নিজেদের প্রভুর হক জানতো ও তা পালন করতো এবং অন্য দিকে বান্দাহদের সাথে তাদের ব্যবহার ছিল এরূপ যে, যা কিছু আল্লাহ তাআলা তাদের দিয়েছিলেন তা কম হোক বা বেশী হোক তার মধ্যে তারা কেবল নিজেদের এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের হক আছে বুঝতো না, বরং তাদের এ অনুভূতি ছিল যে—আমাদের এ সম্পদের মধ্যে আল্লাহর সেরূপ প্রত্যেক বান্দাহর হক আছে যে সাহায্য পাবার উপযুক্ত।

৬. এখানে আসমানের অর্থ উর্ধ জগত। রিযকের (জীবিকা) অর্থ—সেইসব কিছু পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারণ করার ও কাজ করার জন্য যা দেয়া হয়। এবং যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে-এর অর্থ কিয়ামত ও পুনরুত্থান, হিসাব ও কৃতকর্মের বিচার ও কৈফিয়ত তলব, শাস্তি ও পুরস্কার, স্বর্গ ও নরক সমস্ত আসমানী কিতাবে যে সবের সংঘটনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এবং কুরআনেও প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে। আল্লাহর এরশাদের অর্থ হচ্ছে—তোমাদের কাকে দুনিয়াতে কি দেয়া হবে উর্ধ জগত থেকেই তার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে এবং তোমাদের বিচারের ও কর্মফলদানের জন্য কবে তোমাদের আহ্বান করা হবে তার সিদ্ধান্তও সেই উর্ধ জগত থেকেই হবে।

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَٰمًا ۖ قَالَ سَلَٰمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۝٢٥

২৫. তারা যখন তার কাছে আসলো, বললো ঃ আপনার প্রতি সালাম। সে বললো ঃ "আপনাদেরকেও সালাম" —কিছু সংখ্যক অপরিচিত লোক।[৭]

فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ۝٢٦

فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝٢٧

২৬-২৭. পরে সে নীরবে তার পরিবারের লোকদের কাছে গেল এবং একটা মোটাতাজা বাছুর এনে মেহমানদের সামনে পেশ করলো। সে বললো ঃ আপনারা খান না কেন ?

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٍ ۝٢٨

২৮. তারপর সে মনে মনে তাদের ভয় পেয়ে গেল। তারা বললো ঃ ভয় পাবেন না। তাছাড়া তারা তাকে এক জ্ঞানবান পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিল।[৮]

فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۝٢٩

২৯. একথা শুনে তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে অগ্রসর হলো। সে আপন গালে চপেটাঘাত করে বললো ঃ বুড়ী বন্ধা।[৯]

قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۝٣٠

৩০. তারা বললোঃ তোমার রব একথাই বলেছেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।

(২৭)

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۝٣١

৩১. ইবরাহীম বললো ঃ হে আল্লাহর প্রেরিত দূতগণ, আপনাদের অভিপ্রায় কি ?

قَالُوٓا إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝٣٢

৩২. তারা বললো ঃ আমাদেরকে একটি পাপী জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে।[১০]

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ۝٣٣

৩৩. যাতে আমরা তাদের ওপর পোড়ানো মাটির পাথর বর্ষণ করি।

مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۝٣٤

৩৪.—যা আপনার রবের কাছে সীমালংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত আছে।[১১]

فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝٣٥

৩৫. অতপর ঐ জনপদে যারা মু'মিন ছিলো তাদের সবাইকে বের করে নিলাম।[১২]

৭. পূর্বাপর প্রসংগ দৃষ্টে এ বাক্যাংশের দুই প্রকার অর্থ হতে পারে। প্রথম—হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজে মেহমানদের বলেন ঃ "আপনাদের সাথে এর পূর্বে কখনো পরিচয়ের সম্মান লাভ ঘটেনি, আপনারা সম্ভবত এ এলাকায় নতুন তাশরীফ এনেছেন।" দ্বিতীয়—তাদের সালামের উত্তর দিয়ে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্বগত নিজের মনে বলেন অথবা অতিথিদের ভোজের ব্যবস্থা করতে অন্দরে যেতে যেতে নিজের খাদেমদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ এরা অচেনা লোক, এর পূর্বে কখনো এ এলাকায় এ ধরনের সম্ভ্রম ও মর্যাদাব্যঞ্জক চেহারা ও চালচলন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেখা যায়নি।

৮. সূরা হূদে পরিষ্কার ব্যক্ত করা হয়েছে—এ ছিল হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মলাভের সুসংবাদ।

৯. অর্থাৎ একতো আমি বৃদ্ধা, তার উপর বন্ধা। এখন আমার হবে সন্তান? বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী সে সময় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বয়স ছিল একশত বছর এবং হযরত সারার বয়স ছিল নববই (জন্ম বৃত্তান্ত ১৭-১৮)।

১০. অর্থাৎ লূত আলাইহিস সালাম জাতি। তাদের অপরাধ এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, মাত্র "অপরাধী জাতি"—এ শব্দটি বলা কোন্ জাতির সম্পর্কে বলা হচ্ছে তা বুঝার জন্য যথেষ্ট ছিল।

১১. অর্থাৎ প্রত্যেক প্রস্তর খণ্ডটিকে আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে চিহ্নযুক্ত করে দেয়া হয়েছিল যে—কোন্‌টি কোন্ অপরাধীর মস্তক চূর্ণ করবে।

১২. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছ থেকে ফেরেশতাগণ কিভাবে হযরত লূত আলাইহিস সালামের কাছে পৌঁছেছিলেন এবং সেখানে তাদের ও লূত আলাইহিস সালামের কওমের মধ্যে কি সব ব্যাপার ঘটেছিল সে কাহিনী মাঝে বাদ দেয়া হয়েছে।

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আমি সেখানে একটি পরিবার ছাড়া আর কোনো মুসলিম পরিবার পাইনি।

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾

৩৭. অতপর যারা কঠোর আযাবকে ভয় করে তাদের জন্য সেখানে একটি নিদর্শন[১৩] রেখে দিয়েছি।

وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

৩৮. এ ছাড়া (তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে) মূসার কাহিনীতে। আমি যখন তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে পাঠালাম।[১৪]

فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾

৩৯. তখন সে নিজের শক্তিমত্তার ওপর গর্ব প্রকাশ করলো এবং বললোঃ এ তো যাদুকর কিংবা পাগল।

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾

৪০. অবশেষে আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে পাকড়াও করলাম এবং সবাইকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। আর সে তিরস্কৃত ও নিন্দিত হলো।

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾

৪১. তাছাড়া (তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে) আদ জাতির মধ্যে যখন আমি তাদের ওপর এমন অশুভ বাতাস পাঠালাম যে,

مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾

৪২. তা যে জিনিসের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলো তাকেই জরাজীর্ণ করে ফেললো।

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾

৪৩. তাছাড়া (তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে) সামূদ জাতির মধ্যে। যখন তাদের বলা হয়েছিলো যে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মজা লুটে নাও।

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪. কিন্তু এ সতর্কীকরণ সত্ত্বেও তারা তাদের রবের হুকুম অমান্য করলো। অবশেষে তারা দেখতে দেখতে অকস্মাৎ আগমনকারী আযাব তাদের ওপর আপতিত হলো।

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾

৪৫. এরপর উঠে দাঁড়ানোর শক্তিও তাদের থাকলো না এবং তারা নিজেদের রক্ষা করতেও সক্ষম ছিল না।

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. আর এদের সবার পূর্বে আমি নূহের কওমকে ধ্বংস করেছিলাম। কারণ তারা ছিল ফাসেক।

১৩. 'একটি নিদর্শন'-এর অর্থ মরু সাগর (Dead Sea) আজও যার দক্ষিণ অঞ্চলে এ বিরাট ধ্বংসের নিদর্শনসমূহ বর্তমান আছে।

১৪. অর্থাৎ এরূপ স্পষ্ট মুজেযাও এরূপ উন্মুক্ত নিদর্শনসমূহ পাঠিয়েছিলাম যার দ্বারা এ ব্যাপারে সন্দেহাতীত ছিল যে, তিনি আসমান-যমীনের স্রষ্টার পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়ে এসেছেন।

রুকূ’ ঃ ৩

(٤٧) وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ○

৪৭. আসমানকে আমি নিজের ক্ষমতায় বানিয়েছি এবং সে শক্তি আমার আছে।[১৫]

(٤٨) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ○

৪৮. যমীনকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি। আমি উত্তম সমতলকারী।

(٤٩) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

৪৯. আমি প্রত্যেক জিনিসের জোড়া বানিয়েছি।[১৬] হয়তো তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।[১৭]

(٥٠) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ○

৫০. অতএব আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমার জন্য স্পষ্ট সাবধানকারী।

(٥١) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ○

৫১. আল্লাহর সাথে আর কাউকে উপাস্য বানাবে না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সাবধানকারী।[১৮]

(٥٢) كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ○

৫২. এভাবে হয়ে এসেছে। এদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের কাছেও এমন কোনো রাসূল আসেনি যাকে তারা যাদুকর বা পাগল বলেনি।

(٥٣) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ○

৫৩. এরা কি এ ব্যাপারে পরস্পর কোনো সমঝোতা করে নিয়েছে ? না, এরা সবাই বরং বিদ্রোহী।[১৯]

(٥٤) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ○

৫৪. অতএব, হে নবী! তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। এ জন্য তোমার প্রতি কোনো তিরস্কার বাণী নেই।

(٥٥) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ○

৫৫. তবে উপদেশ দিতে থাকো। কেননা, উপদেশ ঈমান গ্রহণকারীদের জন্য উপকারী।

---

১৫. মূল শব্দগুলো হচ্ছে وانا لموسعون - موسع -এর অর্থ শক্তিমান ও ক্ষমতাশালীও হতে পারে এবং প্রসারকারীও হতে পারে। প্রথম অর্থ অনুসারে এরশাদের মর্ম হচ্ছে–এ আসমান আমি কারোর সাহায্যে নয় বরং নিজের শক্তিতে সৃষ্টি করেছি। আর এর সৃষ্টি আমার ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল না। সুতরাং তোমাদের মস্তিষ্কে এ ধারণা কেমন করে স্থান লাভ করেছে যে—আমি দ্বিতীয়বার তোমাদের সৃষ্টি করতে পারবো না ? দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে মর্ম হচ্ছে—এ বিশ্বকে আমি একবার সৃষ্টি করে ক্ষ্যান্ত হয়ে যায়নি, বরং ক্রমাগত এর মধ্যে প্রসারতা সৃষ্টি করে চলেছি, এবং প্রতি মুহূর্তেই এর মধ্যে আমার সৃষ্টির নব নব মহিমা প্রকাশিত হচ্ছে। এরূপ যবরদস্ত পরম স্রষ্টা সত্তাকে তোমরা পুনর্বার সৃষ্টি করতে অক্ষম জ্ঞান করছো কেন ?

১৬. অর্থাৎ পৃথিবীর সকল বস্তুকে 'জোড়ার' নীতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। সারা বিশ্বব্যবস্থা এ নিয়মে চলছে যে কতক জিনিসের সাথে কতক জিনিসের 'জোড়' লাগে। এবং এ সংযুক্তির ফলে নানা প্রকার বিন্যাস ও গঠনের উদ্ভব ঘটে। এখানে এমন কোনো একক বস্তু নেই যার জোড়া অন্য কোনো বস্তু না হয় বরং প্রত্যেকটি বস্তুই নিজের 'জোড়ায়' সাথে মিলিত হয়ে ফলপ্রসু ও সার্থক হয়ে থাকে।

১৭. অর্থাৎ এ শিক্ষা যে—দুনিয়ার জোড় হচ্ছে আখেরাত, এ ছাড়া এ পার্থিব জীবন অর্থহীন হয়ে যায়।

১৮. এ বাক্যাংগুলো যদিও আল্লাহ তাআলারই বাণী এখানে বক্তা আল্লাহ তাআলা নন বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। প্রকৃতপক্ষে যেন আল্লাহ তাআলা নবীর যবানে বলাচ্ছেন—আল্লাহর দিকে ধাবিত হও, আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সতর্ক করছি।

১৯. অর্থাৎ নবীগণের দাওয়াতের মুকাবিলায় হাজার হাজার বছর ধরে প্রত্যেক যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতির লোকদের একইরূপ ব্যবহার করার কারণ এ হতে পারে না যে, এসব পূর্বের ও পরের বংশধারাসমূহ একটি পরামর্শ সভায় মিলিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে এ স্থির করে নিয়েছিল যে, যখনই কোনো নবী এসে এ দাওয়াত পেশ করবে তখন তাকে এ একই উত্তর দেয়া হবে। প্রকৃত কথা, এদের একরূপ ব্যবহারের কারণ এ ছাড়া আর কিছু নয় যে—তাদের সকলের মধ্যে বিদ্রোহ অবাধ্যতার একই দোষ বর্তমান।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

৫৬. জিন ও মানুষকে আমি শুধু এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার দাসত্ব করবে।[২০]

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾

৫৭. আমি তাদের কাছে কোনো রিযিক চাই না কিংবা তারা আমাকে খাওয়াবে তাও চাই না।

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

৫৮. আল্লাহ্ নিজেই রিযিকদাতা এবং অত্যন্ত শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿٥٩﴾

৫৯. তাই যারা যুলুম করেছে[২১] তাদের প্রাপ্য হিসেবে ঠিক তেমনি আযাব প্রস্তুত আছে যেমনটি এদের মত লোকেরা তাদের অংশ পুরো লাভ করেছে। সে জন্য এসব লোক যেন আমার কাছে তাড়াহুড়ো না করে।

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

৬০. যেদিনের ভয় তাদের দেখানো হচ্ছে পরিণামে সেদিন তাদের জন্য ধ্বংস রয়েছে।

২০. আমি তাদেরকে অন্যের বন্দেগীর জন্য নয় বরং নিজের বন্দেগীর জন্যে সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের স্রষ্টা—আর এ কারণেই আমার বন্দেগী করা তাদের কর্তব্য। অন্য কেউ যখন তাদের সৃষ্টি করেনি তখন অন্যের বন্দেগী করার কি হক তাদের আছে? এবং তাদের পক্ষে কেমন করে এ বৈধ হতে পারে যে—আমিতো হলাম তাদের স্রষ্টা, কিন্তু তারা বন্দেগী করে ফিরবে অন্যদের?

২১. যুল্ম অর্থ এখানে প্রকৃত তত্ত্ব ও সত্যের প্রতি যুল্ম করা এবং নিজে নিজের প্রকৃতির উপর যুল্ম করা।

সূরা আত্ তূর

৫২

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ وَالطُّوْرِ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ-প্রমাণ থেকে বুঝা যায়, মক্কী জীবনের যে যুগে সূরা আয-যারিয়াত নাযিল হয়েছিল এ সূরাটিও সে যুগে নাযিল হয়েছিল। সূরাটি পড়তে গিয়ে একথা অবশ্যই মনে হয় যে, এটি নাযিল হওয়ার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তবে তখনও চরম জুলুম-অত্যাচার শুরু হয়েছিল বলে মনে হয় না।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু আখেরাত। সূরা যারিয়াতে এর সম্ভাবনা, অবশ্যম্ভাবিতা এবং সংঘটিত হওয়ার প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছিল। সে জন্য এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। তবে আখেরাত প্রমাণকারী কয়েকটি বাস্তব সত্য ও নিদর্শনের শপথ করে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, তা নিশ্চিতভাবেই সংঘটিত হবে এবং তার সংঘটন রোধ করতে পারে এ শক্তি কারো নেই। এরপর বলা হয়েছে তা সংঘটিত হলে তার অস্বীকারকারীদের পরিণাম কি হবে এবং তা বিশ্বাস করে তাকওয়ার নীতি অবলম্বনকারীগণ আল্লাহ তাআলার নিয়ামত দ্বারা কিভাবে পুরস্কৃত হবেন।

এরপর কুরাইশ নেতারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে নীতি অনুসরণ করে চলছিল দ্বিতীয় রুকূতে তার সমালোচনা করা হয়েছে। কখনো তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গণক, কখনো পাগল এবং কখনো কবি বলে আখ্যায়িত করে সাধারণ মানুষকে তাঁর বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করতো যাতে মানুষ তাঁর আনীত বাণীর প্রতি ধীর ও সুস্থ মস্তিষ্কে মনোযোগ না দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তারা নিজেদের জন্য একটি মহাবিপদ বলে মনে করতো এবং প্রকাশ্যেই বলতো, তার ওপর কোনো বিপদ আপতিত হলে আমরা তার হাত থেকে বেঁচে যেতাম। তারা তাঁর বিরুদ্ধে এ বলে অভিযোগ করতো যে, এ কুরআন তিনি নিজেই রচনা করছেন এবং আল্লাহর নামে পেশ করছেন। তাই তিনি যা করছেন তা ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বার বার উপহাস করে বলতো নবুওয়াত দানের জন্য আল্লাহ তাআলা এ ব্যক্তিকে ছাড়া আর মানুষ খুঁজে পাননি। তারা তাঁর ইসলামী আন্দোলন ও তা প্রচারের বিরুদ্ধে এতোই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতো যে, তিনি যেন কিছু চাওয়ার জন্য তাদের পিছু লেগে রয়েছেন আর তারা নিজেদের রক্ষা করার জন্য তাঁর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা নিজেরা বসে বসে চিন্তা করতো, তাঁর বিরুদ্ধে কি চক্রান্ত করলে তাঁর এ আন্দোলন ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এসব করতে গিয়ে তারা কি ধরনের জাহেলী ও কুসংস্কারমূলক আকীদা-বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছে যার গভীর অন্ধকার থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ নিস্বার্থভাবে নিজের জীবনপাত করছেন সে সম্পর্কে কোনো অনুভূতিই তাদের ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাদের এ আচরণের সমালোচনা করে পরপর কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন। এসব প্রশ্নের প্রতিটি হয় তাদের কোনো অভিযোগের জবাব, নয়তো তাদের কোনো মূর্খতা বা কুসংস্কারের সমালোচনা। এরপর বলা হয়েছে, ঐ লোকদেরকে আপনার নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাসী বানানোর জন্য কোনো মুজিযা দেখানো একেবারেই অর্থহীন। কারণ, এরা এমন একগুঁয়ে যে, তাদেরকে যাই দেখানো হোক না কেন এরা তার অন্য কোনো ব্যাখ্যা করে পাশ কাটিয়ে যাবে এবং ঈমান গ্রহণ করবে না।

এ রুকূ'র শুরুতেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এসব বিরোধী শক্তি ও শত্রুদের অভিযোগ ও সমালোচনার তোয়াক্কা না করে তিনি যেন নিজের আন্দোলন ও উপদেশ-নসীহতের কাজ ক্রমাগত চালিয়ে যেতে থাকেন। রুকূ'র শেষাংশে তাঁকে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, তিনি যেন অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে আল্লাহর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত এসব বিরোধিতার মুকাবিলা করতে থাকেন। এর সাথে সাথে তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, তাঁর প্রভু তাঁকে শত্রুদের মুকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে অসহায় ছেড়ে দেননি। বরং সবসময় তিনি তাঁর তদারক ও তত্ত্বাবধান করছেন। তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সময় না আসা পর্যন্ত আপনি সবকিছু বরদাশত করতে থাকুন এবং নিজ প্রভুর 'হামদ ও তাসবীহ' অর্থাৎ প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে সেই শক্তি অর্জন করুন যা এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহর কাজ করার জন্য দরকার হয়।

আয়াত-৪৯ ৫২-সূরা আত্ তূর-মাক্কী রুকূ'-২

آياتها ٤٩ ٥٢. سُوْرَةُ الطُّوْرِ . مَكِّيَّةٌ ركوعاتها ٢

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١ وَالطُّوْرِ

১. তূরের শপথ।

٢ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ
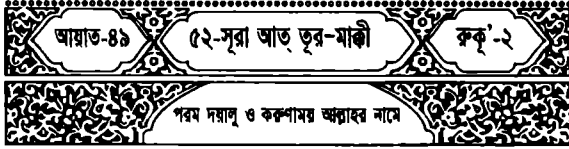
২. এবং এমন একখানা খোলা গ্রন্থের শপথ।

٣ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ

৩. যা সূক্ষ্ম চামড়ার ওপর লিখিত।

٤ وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ

৪. আর শপথ আবাদ ঘরের,

٥ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ

৫. সুউচ্চ ছাদের

٦ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ

৬. এবং তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের।

٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ

৭. তোমার রবের আযাব অবশ্যই আপতিত হবে।

٨ مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ

৮. যার রোধকারী কেউ নেই।[১]

٩ يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا

৯. তা ঘটবে সেদিন, যেদিন আসমান প্রচণ্ডভাবে দুলিত হবে।

١٠ وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا

১০. এবং পাহাড় শূন্যে উড়তে থাকবে।

١١ فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ

১১. ধ্বংস রয়েছে সেদিন সেসব অস্বীকারকারীদের জন্য.

١٢ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ

১২. যারা আজ তামাসাচ্ছলে নিজেদের যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যস্ত আছে।

١٣ يَوْمَ يُدَعُّوْنَ إِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا

১৩. যেদিন তাদের ধাক্কা দিতে দিতে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে
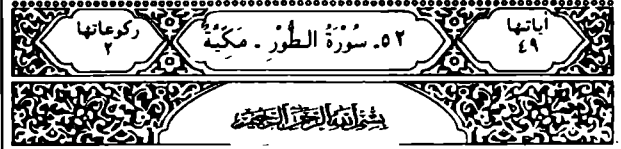
١٤ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ

১৪. সেদিন তাদের বলা হবে, এতো সেই আগুন যা তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে।

---

১. এখানে প্রভুর শাস্তির অর্থ হচ্ছে পরকাল, কেননা অমান্যকারীদের পক্ষে পরকালের সংঘটনই শাস্তিস্বরূপ। পরকালের সংঘটন সম্পর্কে পাঁচটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। কেননা এ জিনিসগুলো পরকালের আগমন সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণ দান করে ঃ ১. তূর, এখানে এক অত্যাচারিত জাতিকে উত্থিত ও এক অত্যাচারী জাতিকে পতিত করার ফায়সালা করা হয়েছিল। এ ফায়সালা এ সত্যের নিদর্শন স্বরূপ যে খোদার খোদায়ী 'অন্ধের নগরী'—উদ্দেশ্যহীন স্বেচ্ছাচারমূলক রাজত্ব নয়। ২. পবিত্র আসমানী গ্রন্থসমূহের সমষ্টি—প্রাচীনকালে যা পাতলা চর্মপত্রে লিখিত হতো—সাক্ষ্যদান করে যে প্রত্যেক যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত পয়গম্বরগণ পরকালের আগমন সম্পর্কে সংবাদ দান করেছেন। ৩. 'আবাদ ঘর' অর্থাৎ কাবা ঘর—মরুভূমির বুকে তা নির্মিত হয়েছিল এবং আল্লাহ তাআলা তাকে সেরূপ আবাদী দান করেন যা দুনিয়াতে অন্য কোনো ইমারতকে দান করা হয়নি। এ ব্যাপারটি এ সত্যের নিদর্শন যে, আল্লাহর পয়গম্বরগণ শূন্যগর্ভ কথা বলেন না। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম যখন জনশূন্য পাহাড়সমূহের মধ্যে এ ঘর নির্মাণ করে হজ্জের জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন সে সময়ে কেউ ধারণাও করতে পারতো না যে, হাজার হাজার বছর ধরে জগতবাসী তার দিকে আকর্ষিত হয়ে চলে আসতে থাকবে।৪. উচ্চ ছাদ অর্থাৎ আসমান এবং৫ مسجور উদ্বেলিত সমুদ্র—আল্লাহর শক্তি-মহিমার এক সুস্পষ্ট নিদর্শন–সাক্ষ্য দান করে যে, তার নির্মাতা পরকাল সংঘটনে অক্ষম হতে পারে না।

أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ⑮

১৫. এখন বলো, এটা কি যাদু না এখনো তোমরা উপলব্ধি করতে পারছো না ?

اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ⑯

১৬. যাও, এখন এর মধ্যে ঢুকে দগ্ধ হতে থাকো। তোমরা ধৈর্য ধর আর না ধর, এখন উভয়টিই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যেমন কাজ করে এসেছো ঠিক তেমন প্রতিদানই তোমাদের দেয়া হচ্ছে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ⑰

১৭. মুত্তাকীরা সেখানে বাগান ও নিয়ামতসমূহের মধ্যে অবস্থান করবে

فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ⑱

১৮. এবং তাদের রব তাদের যা কিছু দান করবেন তা মজা করে উপভোগ করতে থাকবে। আর তাদের রব তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে নেবেন।

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ⑲

১৯. (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা যেসব কাজ করে এসেছো তার বিনিময়ে মজা করে পানাহার করো।

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ⑳

২০. তারা সামনাসামনি রাখা সুসজ্জিত আসনসমূহে হেলান দিয়ে বসবে এবং আমি সুনয়না হুরদের তাদের সাথে বিয়ে দেব।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ㉑

২১. যারা ঈমান গ্রহণ করেছে এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানসহ তাদরে পদাংক অনুসরণ করেছে আমি তাদের সেসব সন্তানকেও তাদের সাথে (জান্নাতে) একত্রিত করে দেব। আর তাদের আমলের কোনো ঘাটতি আমি তাদেরকে দেব না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জিত[২] কর্মের হাতে যিম্মী রয়েছে।

وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ㉒

২২. আমি তাদেরকে সব রকমের ফল, গোশত এবং তাদের মন যা চাইবে তাই প্রচুর পরিমাণে দিতে থাকবো।

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ㉓

২৩. তারা সেখানে পরস্পরের নিকট থেকে ক্ষিপ্রতার সাথে শরাব পাত্র গ্রহণ করতে থাকবে। কিন্তু সেখানে কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা থাকবে না এবং থাকবে না কোনো চরিত্রহীনতা।[৩]

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ㉔

২৪. তাদের সেবার জন্য সেসব বালকেরা ছুটাছুটি করতে থাকবে যারা কেবল তাদের জন্য নির্দিষ্ট হবে। তারা এমন সুদর্শন যেন সযত্নে লুকিয়ে রাখা মোতি।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ㉕

২৫. তারা একে অপরকে (পৃথিবীতে অতিবাহিত) অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে।

২. অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি পরিশোধ না করে যেমন বন্ধকী বস্তু ছাড়াতে পারে না; সেই রূপ কেউ ফরজ (অবশ্য পালনীয়) পালন না করে নিজেকের আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পারে না। সন্তান নিজে যদি সৎ না হয় তবে পিতা-পিতামহের পুণ্য তার বন্ধক মুক্তি করাতে পারে না।

৩. অর্থাৎ সে 'শরাব' নেশাকর দ্রব্য নয়, যে তা পান করে বেহুদা কথা শুরু করবে বা গালিমন্দ ও ঝগড়া বিবাদে রত হবে ; বা সেরূপ অশ্লীল ও অশোভন আচরণ করতে আরম্ভ করবে যেমন দুনিয়ার মদ্যপেরা করে থাকে।

۝٢٦ قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۝

২৬. তারা বলবে, আমরা প্রথমে নিজের পরিবারের লোকদের মধ্যে ভয়ে ভয়ে জীবন যাপন করতাম।[৪]

۝٢٧ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۝

২৭. পরিশেষে আল্লাহ আমাদের ওপর মেহেরবানী করেছেন এবং দগ্ধকারী আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন।

۝٢٨ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۝

২৮. অতীত জীবনে আমরা তাঁর কাছেই দোয়া করতাম সত্যিই তিনি অতি বড় উপকারী ও দয়াবান।

রুকূ' ঃ ২

۝٢٩ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ۝

২৯. তাই হে নবী! তুমি উপদেশ দিতে থাক। আল্লাহর মেহেরবানীতে তুমি গণকও নও, পাগলও নও।[৫]

۝٣٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ۝

৩০. এসব লোক কি বলে যে, এ ব্যক্তি কবি, যার ব্যাপারে আমরা কালের আবর্তনের অপেক্ষা করছি।

۝٣١ قُلْ تَرَبَّصُوا۟ فَإِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۝

৩১. তাদেরকে বলো, ঠিক আছে অপেক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

۝٣٢ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَٰمُهُم بِهَٰذَآ ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۝

৩২. তাদের বিবেক-বুদ্ধি কি তাদেরকে এসব কথা বলতে প্ররোচিত করে, না কি প্রকৃতপক্ষে তারা শত্রুতায় সীমালংঘনকারী লোক?[৬]

۝٣٣ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ۝

৩৩. তারা কি বলে যে, এ ব্যক্তি নিজেই কুরআন রচনা করে নিয়েছে? প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তারা ঈমান গ্রহণ করতে চায় না।

۝٣٤ فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ ۝

৩৪. তাদের একথার ব্যাপারে তারা যদি সত্যবাদী হয় তাহলে এ বাণীর মত একটি বাণী তৈরি করে আনুক।

۝٣٥ أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ ۝

৩৫. কোনো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এরা কি নিজেরাই সৃষ্টি হয়েছে? না কি এরা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা?

৪. অর্থাৎ আমরা সেখানে আয়েশ-আরামে মত্ত হয়ে নিজেদের পার্থিব ব্যাপারে পরিপূর্ণ মগ্ন থেকে গাফলতির জীবন যাপন করিনি। বরং সবসময় এ আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জাগ্রত থাকতো—আমরা এরূপ কোনো কাজ যেন না করে ফেলি যার জন্যে আল্লাহর কাছে আমরা ধৃত হবো। এখানে বিশেষভাবে নিজের পরিজন-পরিবারবর্গের মধ্যে ভয়ে ভয়ে জীবন যাপন করার কথা এজন্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ নিজের সন্তান-সন্ততির সুখ-সাধনের ও তাদের দুনিয়া বানানোর চিন্তাতেই সব থেকে বেশী করে পাপে লিপ্ত হয়।

৫. পরকালের চিত্র পেশ করার পর এখন মক্কার কাফেররা যেসব হঠকারিতাসহ রসূলুল্লাহর দাওয়াতের মুকাবিলা করতো, সে সবের দিকে ভাষণের গতি ফেরানো হয়েছে। এ আয়াতে বাহ্যতঃ দেখতে গেলে সম্বোধন রসূলুল্লাহকে করা হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকে শোনানোই হচ্ছে উদ্দেশ্য।

৬. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশগুলোতে বিরোধীদের সমস্ত অপপ্রচারকে নস্যাৎ কর দেয়া হয়েছে। যুক্তির সারকথা হচ্ছে–কুরাইশ সরদার ও শেখ্‌রা তো বড় বুদ্ধিমান সেজে বেড়াচ্ছে; কিন্তু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কি তাদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছে যে—যে ব্যক্তি কবি নয় তাকে কবি বল; যাকে সমস্ত জাতি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলে জানে তাকে পাগল বল এবং যে ব্যক্তির সাথে কাহেনের (ভবিষ্যৎ বক্তাগণকের) কাজ-কারবারের দূরতম সম্পর্কও নেই তাকে অনর্থক 'কাহেন' বল। তাছাড়া, যদি তারা জ্ঞান-বুদ্ধির ভিত্তিতে কোনো কথা বলতো, তাহলে কোনো একটি কথাই বলতো—একই সাথে নানা পরস্পর-বিরোধী কথা বলতে পারতো না। একই লোক একই সময়ে কেমন করে কবি, পাগল ও 'কাহেন' হতে পারে।

(৩৬) اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ۝

৩৬. না কি পৃথিবী ও আসমানকে এরাই সৃষ্টি করেছে ? প্রকৃত ব্যাপার হলো, তারা বিশ্বাস পোষণ করে না।[৭]

(৩৭) اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ۝

৩৭. তোমার রবের ভাণ্ডারসমূহ কি এদের অধিকারে? নাকি ঐসবের ওপর তাদের কর্তৃত্ব চলে ?[৮]

(৩৮) اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

৩৮. তাদের কাছে কি কোনো সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা উর্ধজগতের কথা শুনে নেয় ? এদের মধ্যে যে শুনেছে সে পেশ করুক কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ।

(৩৯) اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ۝

৩৯. আল্লাহর জন্য কি কেবল কন্যা সন্তান আর তোমাদের জন্য যত পুত্র সন্তান ?[৯]

(৪০) اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝

৪০. তুমি কি তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো যে, তাদের ওপর জোরপূর্বক চাপানো জরিমানার বোঝার নীচে তারা নিষ্পেষিত হচ্ছে ?

(৪১) اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝

৪১. তাদের কাছে কি অদৃশ্য সত্যসমূহের জ্ঞান আছে যার ভিত্তিতে তারা লিখছে ?[১০]

(৪২) اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ۚ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ۝

৪২. তারা কি কোনো চক্রান্ত আঁটতে চাচ্ছে ? (যদি তাই হয়) তাহলে কাফেররাই উল্টো নিজেদের ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়বে।

(৪৩) اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

৪৩. আল্লাহ ছাড়া কি তাদের আর কোনো ইলাহ আছে ? যে শিরক তারা করছে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।

(৪৪) وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ۝

৪৪. এরা যদি আসমানের একটি অংশ পতিত হতে দেখে তাহলেও বলবে, এ তো ধাবমান মেঘরাশি।

৭. অর্থাৎ মুখে তো স্বীকার করে যে তাদের ও সারা দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। কিন্তু যখন বলা হয়—'তবে বন্দেগী একমাত্র সেই আল্লাহরই কর ; তখন তারা লড়তে উদ্যত হয়ে যায়। তাদের এ ব্যবহার একথা প্রমাণ করে যে-আল্লাহতে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস নেই।

৮. এ হচ্ছে মক্কার কাফেরদের এ আপত্তির উত্তর যে, আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূল বানানো হয়েছে কেন ? এ উত্তরের মর্ম হচ্ছে ঃ এদেরকে গুমরাহী থেকে মুক্ত করার জন্যে যে কোনো অবস্থায় কাউকে না কাউকে তো রসূল নিযুক্ত করতেই হতো। এখন প্রশ্ন আল্লাহ কাকে নিজের রসূল বানাবেন ও কাকে বানাবেন না এ সিদ্ধান্ত করা কার কাজ ? যদি এরা আল্লাহর বানানো রসূলকে মানতে অস্বীকার করে তবে তার অর্থ হয়—হয় তারা নিজেদেরকে খোদার খোদায়ীর মালিক বলে মনে করে, অথবা তাদের ধারণা নিজের খোদায়ীর মালিক তো স্বয়ং আল্লাহ সে ব্যাপারে হুকুম চলবে তাদেরই!

৯. অর্থাৎ যদি রসূলের কথা স্বীকার করতে তোমরা না চাও তবে তোমাদের কাছে প্রকৃত সত্য তত্ত্ব জানার অন্য কোন্ উপায় আছে ? তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি কি উর্ধ জগতে পৌছে আল্লাহ তাআলা অথবা তাঁর ফেরেশতাদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে একথা জেনে নিয়েছে যে, তোমরা যে বিশ্বাস ও ধর্মের উপর তোমাদের ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করে রেখেছ, তা ঠিক সত্য সম্মত ? যদি তোমরা এরূপ দাবী না করতে পারো, তবে তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো—জগতের প্রভু আল্লাহর জন্যে সন্তান-সন্ততি সাব্যস্ত করা কিরূপ হাস্যকর ধারণা বিশ্বাস ?—আবার তাও হলো কন্যা সন্তান—যা তোমরা নিজেরাই নিজেদের জন্য অপমানকর মনে কর !

১০. অর্থাৎ তারা কি একথা লিখে দিতে পারে যে —তারা গায়েবের (অদৃশ্য জগতের) পর্দা ভেদ করে দেখতে পেয়েছে যে, রসূল অদৃশ্য জগতের সত্যসমূহ সম্পর্কে যা বর্ণনা করছেন তা সত্য নয় এবং তাদের এ প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিত্তিতেই তারা রসূলের কথাকে মিথ্যা বলছে।

৪৫. অতএব, হে নবী! তাদেরকে আপন অবস্থায় থাকতে দাও। যাতে তারা সে দিনটির সাক্ষাত পায় যেদিন তাদেরকে মেরে ভূপাতিত করা হবে।

فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ۝٤٥

৪৬. সেদিন না তাদের কোনো চালাকি কাজে আসবে, না কেউ তাদেরকে সাহায্য করতে এগুবে।

يَوْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝٤٦

৪৭. আর সেদিনটি আসার আগেও যালেমদের জন্য একটা আযাব আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٤٧

৪৮. হে নবী! তোমার রবের ফায়সালা আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো। তুমি আমার চোখে চোখেই আছ। তুমি যখন উঠবে তখন তোমার রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করো।[১১]

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۝٤٨

৪৯. তাছাড়া রাত্রিকালেও তার তাসবীহ পাঠ করো। আর তারকারাজি যখন অস্তমিত হয় সে সময়ও।[১২]

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ۝٤٩

১১. অর্থাৎ যখন তোমরা নামাযের জন্যে দাঁড়াও তখন আল্লাহ তাআলার হাম্‌দ (প্রশংসা) ও তাসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা) দ্বারা নামাযের সূচনা কর। এ আদেশ পালনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীর তাহরীমার পর নিম্ন শব্দগুলোর দ্বারা নামাযের সূচনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা অ-বেহামদিকা অ-তাবারাকাসমুকা অ-তাআ'লা জাদ্দুকা অ-লাইলাহা গায়রুকা।'

১২. এর অর্থ–উষাকালীন নামায।

সূরা আন নাজ্‌ম

৫৩

নামকরণ

সূরার একেবারে প্রথম শব্দ وَالنَّجْمِ থেকে গৃহীত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটিও সূরার শিরোনাম নয়। শুধুমাত্র পরিচয় চিহ্ন স্বরূপ এ শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, أَوَّلُ سُوْرَةٍ اُنْزِلَتْ فِيْهَا سَجْدَةُ النَّجْمُ (সর্ব প্রথম যে সূরাটিতে সিজদার আয়াত নাযিল হয়েছে, সেটি হচ্ছে আন-নাজম)। এ হাদীসের যে অংশসমূহ আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, আবু ইসহাক এবং যুহায়ের ইবনে মুয়াবিয়া কর্তৃক ইবনে মাসউদের রেওয়ায়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, এটি কুরআন মজীদের প্রথম সূরা যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের এক সমাবেশে (ইবনে মারদুইয়ার বর্ণনা অনুসারে হারাম শরীফের মধ্যে) শুনিয়েছিলেন। সমাবেশে কাফের ও ঈমানদার সব শ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিল। অবশেষে তিনি সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করলে উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে সিজদা করে। এমনকি মুশরিকদের বড় বড় নেতা যারা তাঁর বিরোধিতার অগ্রভাগে ছিল তারাও সিজদা না করে থাকতে পারেনি। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি কাফেরদের মধ্যে মাত্র এক ব্যক্তি অর্থাৎ উমাইয়া ইবনে খালফকে দেখলাম, সে সিজদা করার পরিবর্তে কিছু মাটি উঠিয়ে কপালে লাগিয়ে বললো ঃ আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। পরবর্তী সময়ে আমি নিজ চোখে তাকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি।

এ ঘটনার অপর একজন চাক্ষুষদর্শী হলেন হযরত মুত্তালিব ইবনে আবী ওয়াদা'আ। তিনি তখনও মুসলমান হননি। নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদে তাঁর নিজের বক্তব্য এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা নাজ্‌ম পড়ে সিজদা করলেন এবং উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে সিজদা করলো। কিন্তু আমি সিজদা করিনি। বর্তমানে আমি তার ক্ষতিপূরণ করি এভাবে যে, এ সূরা তিলাওয়াতকালে কখনো সিজদা না করে ছাড়ি না।

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, ইতিপূর্বে নবুওয়াতের ৫ম বছরের রজব মাসে সাহাবা কিরামের একটি ছোট্ট দল হাবশায় হিজরত করেছিলেন। পরে ঐ বছর রমযান মাসেই এ ঘটনা ঘটে অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের জনসমাবেশে সূরা নাজ্‌ম পাঠ করে শোনান এবং এতে কাফের ও ঈমানদার সবাই তাঁর সাথে সিজদায় পড়ে যায়। হাবশায় মুহাজিরদের কাছে এ কাহিনী এভাবে পৌঁছে যে, মক্কার কাফেররা মুসলমান হয়ে গেছে। এ খবর শুনে তাদের মধ্যকার কিছু লোক নবুওয়াতের ৫ম বছরের শাওয়াল মাসে মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু এখানে আসার পর জানতে পারেন যে, জুলুম-নির্যাতন আগের মতোই চলছে। অবশেষে হাবশায় দ্বিতীয়বার হিজরত করার ঘটনা সংঘটিত হয়। এতে প্রথমবারের হিজরতের তুলনায় অনেক বেশী লোক মক্কা ছেড়ে চলে যায়।

এভাবে প্রায় নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সূরাটি নবুওয়াতের ৫ম বছরের রমযান মাসে নাযিল হয়েছিল।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নাযিল হওয়ার সময়-কাল সম্পর্কে এ বিস্তারিত আলোচনা থেকে কিরূপ পরিস্থিতিতে এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল তা জানা যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত লাভের শুরু থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত শুধু ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং বিশেষ বিশেষ বৈঠকেই আল্লাহর বাণী শুনিয়ে মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন। এ সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কখনো কোনো জনসমাবেশে কুরআন শোনানোর সুযোগ পাননি। কাফেরদের চরম বিরোধীতাই ছিল এর প্রধান অন্তরায়। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রচারণামূলক তৎপরতায় কিরূপ প্রচণ্ড আকর্ষণ এবং কুরআন মজীদের আয়াতসমূহে কি সাংঘাতিক প্রভাব আছে তারা তা খুব ভাল করেই জানতো। তাই তাদের চেষ্টা ছিল তারা নিজেরাও এ বাণী শুনবে না অন্য কাউকেও শুনতে দিবে না এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকমের ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে শুধু নিজেদের মিথ্যা প্রচার প্রোপাগাণ্ডার জোরে তাঁর এ আন্দোলনকে দমিয়ে দেবে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একদিকে তারা বিভিন্ন স্থানে একথা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছেন এবং লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। অপরদিকে তাদের স্থায়ী কর্মপন্থা ছিল এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানেই কুরআন শোনানোর চেষ্টা করতেন সেখানেই হট্টগোল, চিৎকার, হৈ-হল্লা শুরু করিয়ে দিতে হবে যাতে যে কারণে তাঁকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত লোক বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে তা যেন লোকে আদৌ জানতে না পারে। এ পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন পবিত্র হারাম শরীফের মধ্যে কুরাইশদের একটি বড় সমাবেশে হঠাৎ বক্তৃতা করতে দাঁড়ালেন। সূরা নাজম আকারে এখন যে সূরাটি আমাদের সামনে বর্তমান, আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে তা বক্তৃতা আকারে পরিবেশিত হলো। এ বাণীর প্রচণ্ড প্রভাবে অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, তিনি তা শুনাতে আরম্ভ করলে এর বিরুদ্ধে বিরোধীদের হট্টগোল ও হৈ-হল্লা করার খেয়ালই হলো না। আর শেষের দিকে তিনি যখন সিজদা করলেন তখন তারাও সিজদা করলো। পরে তারা এ ভেবে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলো যে, আমরা একি দুর্বলতা দেখিয়ে ফেললাম। এজন্য লোকজনও তাদেরকে এ বলে তিরস্কার করলো যে, এরা অন্যদের এ বাণী শুনতে নিষেধ করে ঠিকই কিন্তু আজ তারা কান পেতে তা শুধু শুনলো না, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সিজদাও করে বসলো। অবশেষে তারা এ মর্মে মিথ্যা অপবাদ রটায় যে, আরে মিয়া, আমরা তো اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَالْمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى কথাটির পর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে تلك الغرانقة العلى وان شفاعتهن لترجى (এরা সব উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দেবী। তাদের শাফায়াতের আশা অবশ্যই করা যায়) কথাটি শুনেছিলাম। তাই আমরা মনে করেছিলাম যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের পথে ফিরে এসেছে। অথচ তারা যে কথাটি শুনতে পেয়েছে বলে দাবী করেছিল, এ সমগ্র সূরাটির পূর্বাপর প্রেক্ষিতের মধ্যে তা কোথাও খাটে না। এ ধরনের একটি উদ্ভট বাক্যের সাথে এ সূরার মিল খুঁজে পাওয়া একমাত্র কোনো পাগলের পক্ষেই সম্ভব।–বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হাজ্জ, টীকা-৯৬ থেকে ১০১।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মক্কার কাফেররা কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যে আচরণ ও নীতি অবলম্বন করে চলছিল তাদের ঐ নীতি ও আচরণের ভ্রান্তি সম্পর্কে সাবধান করে দেয়াই এ সূরার মূল বিষয়বস্তু।

বক্তব্য শুরু করা হয়েছে এভাবে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট ব্যক্তি নন যেমনটি তোমরা রটনা করে বেড়াচ্ছো। আর ইসলামের এ শিক্ষা ও আন্দোলন তিনি নিজে মনগড়াভাবে প্রচার করছেন না যেমনটা তোমরা মনে করে বসে আছ। বরং তিনি যা কিছু পেশ করছেন তা নির্ভেজাল অহী ছাড়া আর কিছুই নয়। এ অহী তাঁর ওপর নাযিল করা হয়। তিনি তোমাদের সামনে যেসব সত্য বর্ণনা করেন তা তাঁর অনুমান ও ধারণা নির্ভর নয়, বরং নিজ চোখে দেখা অকাট্য সত্য। যে ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁকে এ জ্ঞান দেয়া হয় তাকে তিনি নিজ চোখে দেখেছেন। তাঁকে সরাসরি তাঁর রবের বড় বড় নিদর্শনসমূহ পরিদর্শন করানো হয়েছে। তিনি যা কিছু বলছেন চিন্তা-ভাবনা করে বলছেন না, দেখে বলছেন। যে জিনিস একজন অন্ধ দেখতে পায় না অথচ একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি দেখতে পায়, সে জিনিস নিয়ে চক্ষুষ্মানের সাথে অন্ধের বিতর্কে লিপ্ত হওয়া যেমন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাওহীদ আখেরাত প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তোমাদের তর্ক করা ঠিক তেমনি।

এরপর ক্রমান্বয়ে তিনটি বিষয়ে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে ঃ

প্রথমত শ্রোতাদের বুঝানো হয়েছে তোমরা যে ধর্মের অনুসরণ করছো তা কতকগুলো ধারণা ও মনগড়া জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তোমরা লাত, মানাত ও উযযার মতো কয়েকটি দেব-দেবীকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছো অথচ প্রকৃত রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে তাদের নাম মাত্রও অংশ নেই। তোমরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা ধরে নিয়ে বসে আছ। কিন্তু নিজেদের কন্যা সন্তান থাকাকে তোমরা লজ্জা ও অপমানের বিষয় বলে মনে কর। তোমরা নিজের পক্ষ থেকে ধরে নিয়েছো যে, তোমাদের এ উপাস্যরা আল্লাহ তাআলার কাছে তোমাদের কাজ আদায় করে দিতে পারে। অথচ আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী সমস্ত ফেরেশতা সম্মিলিতভাবেও আল্লাহকে তাদের কোনো কথা মানতে বাধ্য বা উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। তোমাদের অনুসৃত এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাসের কোনোটিই কোনো জ্ঞান বা দলীল প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এগুলো নিছক তোমাদের প্রবৃত্তির কিছু কামনা-বাসনা যার কারণে তোমরা কিছু ভিত্তিহীন ধারণাকে বাস্তব ও সত্য মনে করে বসে আছ। এটা একটা মস্তবড় ভুল। এ ভুলের মধ্যেই তোমরা নিমজ্জিত আছ। সত্যের সাথে যার পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে সেটিই প্রকৃত আদর্শ। সত্য মানুষের প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষার তাবেদার হয় না যে, সে যাকে সত্য মনে করে বসবে সেটিই সত্য হবে। প্রকৃত সত্যের সাথে সংগতির জন্য অনুমান ও ধারণা কোনো কাজে আসে না। এজন্য দরকার জ্ঞানের। সে জ্ঞানই তোমাদের সামনে পেশ করা হলে তোমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং উল্টা সে ব্যক্তিকেই পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করো যে তোমাদের সত্য কথা বলছেন। তোমাদের এ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হওয়ার মূল কারণ হলো, আখেরাতের কোনো চিন্তাই তোমাদের নেই। কেবল দুনিয়াই তোমাদের উদ্দেশ্য হয়ে আছে। তাই সত্যের জ্ঞান অর্জনের আকাঙ্ক্ষা

যেমন তোমাদের নেই, তেমনি তোমরা যে আকীদা-বিশ্বাসের অনুসরণ করছো তা সত্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হোক বা না হোক তারও কোনো পরোয়া তোমাদের নেই।

দ্বিতীয়ত, লোকদের বলা হয়েছে যে, আল্লাহই সমগ্র বিশ্ব-জাহানের একচ্ছত্র মালিক মোক্তার। যে তাঁর পথ অনুসরণ করছে সে সত্য পথ প্রাপ্ত আর যে তার পথ থেকে বিচ্যুত সে পথভ্রষ্ট। পথভ্রষ্ট ব্যক্তির পথভ্রষ্টতা এবং সত্যপন্থীদের সত্য পথ অনুসরণ তাঁর অজানা নয়। তিনি প্রত্যেকের কাজ কর্মকে জানেন। তাঁর কাছে অন্যায়ের প্রতিফলন অকল্যাণ এবং সুকৃতির প্রতিদান কল্যাণ লাভ অনিবার্য।

তুমি নিজে নিজেকে যা-ই মনে করে থাকো এবং নিজের মুখে নিজের পবিত্রতার যত লম্বা-চওড়া দাবিই করো না কেন তা দিয়ে তোমার বিচার করা হবে না। বরং আল্লাহর বিচারে তুমি মুত্তাকী কিনা তা দিয়ে তোমার বিচার করা হবে। তুমি যদি বড় বড় গোনাহ থেকে দূরে অবস্থান করো তাহলে তাঁর রহমত এত ব্যাপক যে, তিনি ছোট ছোট গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

তৃতীয়ত, কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার শত শত বছর পূর্বে দীনে হকের যে কয়টি মৌলিক বিষয় হযরত ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে বর্ণনা করা হয়েছিল তা মানুষের সামনে এজন্য পেশ করা হয়েছে যে, মানুষ যেন এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সম্পূর্ণ নতুন দীন নিয়ে এসেছেন, বরং মানুষ যাতে জানতে পারে যে, এগুলো মৌলিক সত্য এবং আল্লাহর নবীগণ সবসময় এ সত্যই প্রচার করেছেন। সাথে সাথে ঐসব সহীফা থেকে একথাও উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, আদ, সামূদ, নূহ ও লূতের কওমের ধ্বংস হয়ে যাওয়া কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল ছিল না। আজ মক্কার কাফেররা যে জুলুম ও সীমালংঘন থেকে বিরত থাকতে কোনো অবস্থাতেই রাজি হচ্ছে না, সে একই জুলুম ও সীমালংঘনের অপরাধেই আল্লাহ তাআলা তাদের ধ্বংস করেছিলেন।

এসব বিষয় তুলে ধরার পর বক্তৃতার সমাপ্তি টানা হয়েছে একথা বলে যে, চূড়ান্ত ফায়সালার সময় অতি নিকটবর্তী হয়েছে। তা প্রতিরোধ করার মতো কেউ নেই। চূড়ান্ত সে মুহূর্তটি আসার পূর্বে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকেও ঠিক তেমনিভাবে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে যেভাবে পূর্ববর্তী লোকদের সাবধান করা হয়েছিল। এখনি এ কথাগুলোই কি তোমাদের কাছে অভিনব মনে হয়? এজন্যই কি তা নিয়ে তোমরা ঠাট্টা তামাসা করছো? এ কারণেই কি তোমরা তা শুনতে চাও না, শোরগোল ও হৈ চৈ করতে থাকো। যাতে অন্য কেউও তা শুনতে না পায়? নিজেদের এ নির্বুদ্ধিতার জন্য তোমাদের কান্না আসে না? নিজেদের এ আচরণ থেকে বিরত হও, আল্লাহর সামনে নত হও এবং তাঁরই বন্দেগী করো।

এটা ছিল বক্তব্যের অত্যন্ত মর্মস্পর্শী উপসংহার যা শুনে কট্টর বিরোধীরাও নিজেদের সংবরণ করতে পারেনি। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বাণীর এ অংশ পড়ে সিজদা করলে তারাও স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদায় পড়ে যায়।

❐

আয়াত-৬২ | ৫৩-সূরা আন নাজম-মাক্কী | রুকূ'-৩

آياتها ٦٢ | ٥٣ـ سُوْرَةُ النَّجْمِ ـ مَكِّيَّةٌ | ركوعاتها ٣

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

١ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ

১. তারকারাজির শপথ যখন তা অস্তমিত হলো।[১]

٢ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ
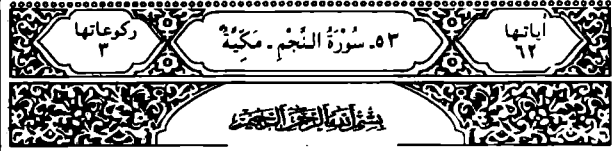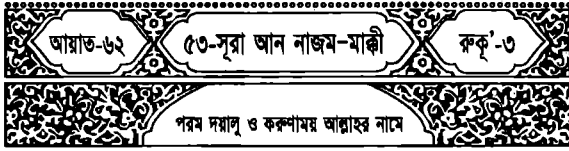
২. তোমাদের বন্ধু পথভ্রষ্ট হয়নি বা বিপথগামীও হয়নি।[২]

٣ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

৩. সে নিজের খেয়াল খুশীমত কথা বলে না।

٤ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

৪. যা তার কাছে নাযিল করা হয় তা অহী ছাড়া আর কিছুই নয়।

٥ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ

৫. তাকে মহাশক্তির অধিকারী একজন শিক্ষা দিয়েছে,

٦ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ

৬. যে অত্যন্ত জ্ঞানী।[৩] সে সামনে এসে দাঁড়ালো।

٧ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ

৭. তখন সে উঁচু দিগন্তে ছিল।[৪]

٨ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ

৮. তারপর কাছে এগিয়ে এলো এবং ওপরে শূন্যে ঝুলে রইলো।

٩ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ

৯. অতপর তাদের মাঝে মুখোমুখি দুটি ধনুকের জ্যা-এর মতো কিংবা তার চেয়ে কিছু কম ব্যবধান রইলো।[৫]

١٠ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ

১০. তখন আল্লাহর বান্দাকে যে অহী পৌছানোর ছিল তা সে পৌছিয়ে দিল।

١١ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ

১১. দৃষ্টি যা দেখলো মন তার মধ্যে মিথ্যা সংমিশ্রিত করলো না।[৬]

---

১. অর্থাৎ যখন শেষ তারা অস্তমিত হয়ে ঊষার আবির্ভাব হলো।

২. রফীক (সহচর) অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁকে রফীক বলা হয়েছে, কারণ তিনি মক্কার কাফেরদের কাছে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন না। বরং তিনি তাঁদের মধ্যেই জন্মলাভ করে শৈশবকাল থেকে যৌবন ও যৌবন থেকে পৌঢ় বয়সে উপনীত হয়েছেন।—অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের জানাশোনা অতি পরিচিত ব্যক্তি। উজ্জ্বল প্রভাতের মতো একথা অতি স্পষ্ট পরিষ্কার যে তিনি ভ্রান্ত বা ভ্রষ্ট মানুষ নন।

৩. এখানে আল্লাহ তাআলাকে বুঝানো হয়নি, বরং এর অর্থ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। পরবর্তী বর্ণনা থেকে একথা স্বতঃই প্রকাশ পায়।

৪. দিগন্ত অর্থাৎ আসমানের পূর্বপ্রান্ত যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় এবং দিনের আলো বিকশিত হয়। অর্থাৎ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখন প্রথমবার নবী করীমের দৃষ্টি পথে পড়েন সে সময় তিনি আকাশের পূর্ব প্রান্তে দৃশ্যমান হয়েছিলেন।

৫. অর্থাৎ আসমানের পূর্বপ্রান্তে উর্ধে দৃশ্যমান হওয়ার পর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন ; এবং অগ্রসর হতে হতে শেষ পর্যন্ত তিনি রসূলুল্লাহর উর্ধে শূন্যে অবস্থিত হলেন। তারপর তিনি তাঁর দিকে নেমে এসে তাঁর এতদূর নিকটবর্তী হন যে, তাঁদের মধ্যে মাত্র দুই ধনুক বা তার থেকে কিঞ্চিত কম ব্যবধান বর্তমান ছিল। সমস্ত ধনুক এক প্রকারের হয় না, সে জন্যে দূরত্বের পরিমাপ বলতে গিয়ে দুই ধনুকের সমান বা তার থেকে কিছু কম বলা হয়েছে।

৬. অর্থাৎ দিনের আলোকে পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় উন্মুক্ত চক্ষে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিদ্যা দর্শন করলেন তার প্রতি তাঁর অন্তর এ সাক্ষ্য দিলো না যে—এ দৃষ্টি ভ্রম বা কোনো দানব বা শয়তান আমার দৃষ্টিতে উদয় হয়েছে, অথবা আমার সামনে কোনো কাল্পনিক মূর্তি উদিত হয়েছে ; আর আমি জাগ্রত অবস্থায় কোনো স্বপ্ন দর্শন করছি। বরং তাঁর চক্ষু যে দৃশ্য অবলোকন করছিল তাঁর অন্তকরণ যথার্থরূপেই তা উপলব্ধি করছিল। এ বিষয়ে তাঁর অন্তকরণে বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয় ছিল না যে—তিনি যাঁকে দেখছিলেন, তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এবং যে বাণী তিনি দান করছিলেন তা ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলারই পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ বাণী।

১২. যা সে নিজের চোখে দেখেছে তা নিয়ে কি তোমরা তার সাথে ঝগড়া করো ?

১৩-১৪. পুনরায় আর একবার সে তাকে সিদরাতুল মুনতাহার[৭] কাছে দেখেছে।

১৫. যার সন্নিকটেই জান্নাতুল মা'ওয়া অবস্থিত।

১৬. সে সময় সিদরাকে আচ্ছাদিত করছিলো এক আচ্ছাদনকারী জিনিস।

১৭. দৃষ্টি ঝলসেও যায়নি কিংবা সীমা অতিক্রমও করেনি।

১৮. সে তার রবের বড় বড় নিদর্শনসমূহ দেখেছে।[৮]

১৯-২০. এখন একটু বলতো, তোমরা কি কখনো এ লাত, এ উয্‌যা এবং তৃতীয় আরো একজন দেবতা মানাতের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছো ?[৯]

২১. তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান আর কন্যা সন্তান কি আল্লাহর জন্য ?[১০]

২২. তাহলে এটা অত্যন্ত প্রতারণামূলক বণ্টন।

২৩. প্রকৃতপক্ষে এসব তোমাদের বাপ দাদাদের রাখা নাম ছাড়া আর কিছুই না। এজন্য আল্লাহ কোনো সনদপত্র নাযিল করেননি। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে মানুষ শুধু ধারণা ও প্রবৃত্তির বাসনার দাস হয়ে আছে। অথচ তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের কাছে হেদায়াত এসেছে।

﴿١٢﴾ أَفَتُمٰرُونَهُ عَلٰى مَا يَرٰى ○

﴿١٣﴾ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرٰى ○

﴿١٤﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ○

﴿١٥﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى ○

﴿١٦﴾ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ○

﴿١٧﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ○

﴿١٨﴾ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ○

﴿١٩﴾ أَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ○

﴿٢٠﴾ وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرٰى ○

﴿٢١﴾ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثٰى ○

﴿٢٢﴾ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزٰى ○

﴿٢٣﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدٰى ○

৭. আরবী ভাষায় বদরী বৃক্ষকে 'সিদরা' বলে। মুনতাহা অর্থ শেষ প্রান্ত। 'সিদরাতুল মুনতাহা'-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে—"সেই বদরীবৃক্ষ যা শেষ প্রান্তে অবস্থিত"। জড়জগতের শেষ প্রান্তে অবস্থিত সেই বদরী গাছ কি রকম এবং তার যথার্থ স্বরূপ ও প্রকৃতি কি তা আমাদের পক্ষে জানা দুঃসাধ্য। এ হচ্ছে আল্লাহর বিশ্ব কারখানার সেইসব গুপ্ত রহস্যের অন্তর্গত যা আমাদের বোধগম্যতার বহির্ভূত। যা হোক, অন্তত এতটুকু বুঝা যায় যে—তা এরূপ কোনো বস্তু আল্লাহ তাআলার কাছে যার জন্যে মানবিক ভাষায় 'বদরী' ছাড়া অন্য কোনো শব্দ সংগতভাবে প্রযুক্ত হতে পারেনি।

৮. এ আয়াত এ বিষয়টি স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে দেয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলাকে নয় বরং তাঁর মহান মহিমান্বিত নিদর্শনসমূহ দেখেছিলেন এবং যেহেতু পূর্বাপর প্রসংগ অনুযায়ী এ দ্বিতীয় সাক্ষাতও সেই সত্তার সাথে হয়েছিল যাঁর সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাত ঘটেছিল, সে জন্য বাধ্য হয়ে একথা স্বীকার করতে হয় যে, উর্ধ দিগন্তে প্রথমবার তিনি যাঁকে দেখেছিলেন তিনিও আল্লাহ ছিলেন না এবং দ্বিতীয় বার তিনি সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে যাকে দেখেছিলেন তিনিও আল্লাহ নন। তিনি যদি এ ঘটনার মধ্যে কোনো অবস্থায় আল্লাহ জাল্লাশানহুকে দেখতেন—তবে তো তা এতবড় কথা ছিল যে, এখানে অবশ্যই তা পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত করা হতো।

৯. অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শিক্ষা তোমাদেরকে দিচ্ছেন তোমরা তাকে ভ্রান্তি ও পথ ভ্রষ্টতা বলে অভিহিত করছো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁকে এ শিক্ষা দান করা হচ্ছে এবং তিনি যে সত্যসমূহের সাক্ষ্য তোমাদের সামনে দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাঁর স্বচক্ষে সেসব দর্শন করিয়েছেন। সুতরাং তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো, যে ধারণা ও বিশ্বাসের আনুগত্যের জন্যে তোমরা জিদ করে চলেছ তা কিরূপে অযৌক্তিক এবং এর মুকাবিলায় যে ব্যক্তি তোমাদের সরল পথ দেখাচ্ছেন তাঁর বিরোধিতা করে তোমরা শেষ পর্যন্ত কাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছো ?

১০. অর্থাৎ এ দেবীগুলোকে তোমরা বিশ্ব-প্রভু আল্লাহ তাআলার কন্যা বলে মনে করে নিয়েছো এবংএ অর্থহীন ভ্রষ্ট মনগড়া ধারণা করার সময় তোমরা এ কথাও চিন্তা করনি যে, তোমাদের নিজেদের জন্যে তো তোমরা কন্যা সন্তানের জন্মকে অপমানকর মনে কর এবং কামনা করো তোমাদের পুত্র সন্তান লাভ হোক, কিন্তু আল্লাহ তাআলার জন্যে যখন তোমরা সন্তান কল্পনা করো তখন কন্যা সন্তানই কল্পনা করো।

২৪. মানুষ যা চায় তাই কি তার জন্য ঠিক ?[১১]

২৫. দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ।

রুকূ’ ঃ ২

২৬. আসমানে তো কত ফেরেশতা আছে যাদের সুপারিশও কোনো কাজে আসতে পারে না যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় যাকে খুশী তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দান করেন।

২৭. কিন্তু যারা আখেরাত মানে না তারা ফেরেশতাদেরকে দেবীদের নামে নামকরণ করে।

২৮. অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই। তারা কেবলই বদ্ধমূল ধারণার অনুসরণ করছে। আর ধারণা কখনো জ্ঞানের প্রয়োজন পূরণে কোনো কাজে আসতে পারে না।

২৯. সুতরাং হে নবী! যে আমার উপদেশ বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দুনিয়ার জীবন ছাড়া যার আর কোনো কাম্য নেই তাকে তার আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও।

৩০. এদের[১২] জ্ঞানের দৌড় এতটুকুই। তোমার রবই অধিক জানেন—কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়েছে আর কে সঠিক পথে আছে।

৩১. যমীন ও আসমানের প্রতিটি জিনিসের মালিক একমাত্র আল্লাহ—যাতে[১৩] আল্লাহ অন্যায়কারীদেরকে তাদের কাজের প্রতিদান দেন এবং যারা ভালো নীতি ও আচরণ গ্রহণ করেছে তাদের উত্তম প্রতিদান দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

৩২. যারা বড় বড় গোনাহ এবং প্রকাশ্য সর্বজনবিদিত অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে—তবে ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া ভিন্ন কথা—নিশ্চয়ই তোমার রবের ক্ষমাশীলতা অনেক ব্যাপক। যখন তিনি মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণ আকারে ছিলে তখন থেকে তিনি তোমাদের জানেন। অতএব তোমরা নিজেদের পবিত্রতার দাবী করো না। সত্যিকার মুত্তাকী কে তা তিনিই ভালো জানেন।

٢٤ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ○

٢٥ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ○

٢٦ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ○

٢٧ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ ○

٢٨ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ○

٢٩ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ○

٣٠ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ○

٣١ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ○

٣٢ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ○

১১. এ আয়াতের দ্বিতীয় প্রকার মর্ম এও গ্রহণ করা যায় যে—মানুষের কি এ অধিকার আছে যে সে যাকে ইচ্ছা তাকে উপাস্য গণ্য করবে ? এবং তৃতীয় প্রকার এক অর্থ এও হতে পারে যে—মানুষ এ উপাস্যগুলোর কাছ থেকে নিজের কামনা সিদ্ধির যে আশা পোষণ করে তা কখনো কি পূর্ণ হতে পারে ?

১২. ভাষণের পারম্পর্য ছিন্ন করে মাঝখানে পূর্ববর্তী কথার ব্যাখ্যা স্বরূপ এ বাক্যটি উক্ত হয়েছে।

১৩. উপর থেকে যে ভাষণ বলে আসছিল এখান থেকে পুনরায় সেই ভাষণের ধারা শুরু হয়েছে, অর্থাৎ মাঝখানে বলা বাক্যটি ত্যাগ করে ভাষণের পারম্পর্য হবে নিম্নরূপঃ তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও, যাতে আল্লাহ কুকর্মকারীদেরকে তাদের কর্মের প্রতিদান দিতে পারেন।

রুকু' ঃ ৩

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ۝٣٣

৩৩. হে নবী! তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছো যে আল্লাহর পথ থেকে ফিরে গিয়েছে।

وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ۝٣٤

৩৪. এবং সামান্য মাত্র দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছে ?[১৪]

أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ۝٣٥

৩৫. তার কাছে কি গায়েবের জ্ঞান আছে যে সে প্রকৃত ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছে ?

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۝٣٦

৩৬. তার কাছে কি মূসার সহীফাসমূহের কোনো খবর পৌছেনি ? আর আনুগত্যের পরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে ?[১৫]

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ۝٣٧

৩৭. যে ইবরাহীম তার সহীফাসমূহের কথাও কি পৌছেনি ?

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۝٣٨

৩৮. একথা যে, "কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।"[১৬]

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝٣٩

৩৯. একথা যে, "মানুষ যে চেষ্টা সাধনা করে তা ছাড়া তার আর কিছুই প্রাপ্য নেই।"[১৭]

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۝٤٠

৪০. একথা যে, "তার চেষ্টা-সাধনা অচিরেই মূল্যায়ন করা হবে

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۝٤١

৪১. এবং তাকে তার পুরো প্রতিদান দেয়া হবে।"

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ۝٤٢

৪২. একথা যে, "শেষ পর্যন্ত তোমার রবের কাছেই পৌছতে হবে।"[১৮]

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۝٤٣

৪৩. একথা যে, "তিনিই হাসিয়েছেন এবং তিনিই কাঁদিয়েছেন।"[১৯]

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۝٤٤

৪৪. একথা যে, "তিনিই মৃত্যু দিয়েছেন এবং তিনিই জীবন দান করেছেন।"

১৪. এখানে কুরাইশদের বড় সরদারদের অন্যতম অলীদ বিন মুগীরার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এ ব্যক্তি প্রথমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু যখন তার এক অংশীবাদী বন্ধু একথা জানতে পারলো যে, ওলীদ মুসলমান হওয়ার সংকল্প করেছে তখন সে তাকে বললো ঃ তুমি পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করো না, যদি তোমার পরকালের শাস্তির আশংকা হয়, তবে আমাকে এত অর্থ দাও, আমি তোমার পরিবর্তে সেখানে শাস্তি ভোগ করার দায়িত্ব গ্রহণ করছি। ওলীদ একথা মেনে নিলো এবং আল্লাহর পথে আসতে আসতে আবার ফিরে গেল। কিন্তু সে তার মুশরিক বন্ধুকে যে অর্থ দেয়ার সংকল্প করেছিলো তাও মাত্র কিছু পরিমাণ দিয়ে অবশিষ্ট দিলো না।

১৫. এরপর সেই শিক্ষাসমূহের সার বর্ণনা করা হয়েছে যা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর গ্রন্থে অবতীর্ণ হয়েছিল।

১৬. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজের কৃতকর্মের জন্যে দায়ী। এক ব্যক্তির দায়িত্ব অন্যের উপর চাপানো যেতে পারে না। কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করলেও অন্য ব্যক্তির কৃতকর্মের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে গ্রহণ করতে পারে না। অপরাধীর পরিবর্তে অন্য কোনো ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করার জন্যে নিজেকে পেশ করার কারণে প্রকৃত অপরাধীকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে না।

১৭. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু পাবে নিজের কৃতকর্মের ফলই পাবে। একজনের কর্মফল অন্যজন লাভ করতে পারে না ; এবং চেষ্টা ও কর্ম ছাড়া কোনো ব্যক্তি কিছু করতে পেতে না।

১৮. অর্থাৎ সুখ ও দুখ উভয়েরই কারণ তাঁরই পক্ষ থেকে ঘটে থাকে। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের উৎস মূল তাঁরই হাতে। এ বিশ্ব-জগতের মধ্যে দ্বিতীয় এমন কেউ নেই ভাগ্যের ভাঙ্গা গড়ায় যার কোনো প্রকারের সামান্যতম ক্ষমতাও থাকতে পারে।

১৯. 'শে'রা'—আকাশের উজ্জ্বলতম তারকা। মিসর ও আরববাসীদের বিশ্বাস ছিল—এ তারা মানুষের ভাগ্যকে প্রভাবিত করে। এ জন্যে এ তারকা তাদের উপাস্য দেবতার মধ্যে গণ্য হতো।

٤٥ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ

৪৫. একথা যে, “তিনিই পুরুষ ও নারী রূপে জোড়া সৃষ্টি করেছেন।

٤٦ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

৪৬. এক ফোটা শুক্রের সাহায্যে যখন তা নিক্ষেপ করা হয়।”

٤٧ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ

৪৭. একথা যে, “পুনরায় জীবন দান করাও তাঁরই কাজ।”

٤٨ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ

৪৮. একথা যে, “তিনিই সম্পদশালী করেছেন এবং স্থায়ী সম্পদ দান করেছেন।”

٤٩ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ

৪৯. একথা যে, “তিনিই শে’রার রব।”

٥٠ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ

৫০. আর একথাও যে, “তিনি প্রথম আদকে ধ্বংস করেছেন,

٥١ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ

৫১. এবং সামূদকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করেছেন যে, কাউকে অবশিষ্ট রাখেননি।”

٥٢ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ

৫২. তাদের পূর্বে তিনি নূহের কওমকে ধ্বংস করেছেন। কারণ, তারা আসলেই বড় অত্যাচারী ও অবাধ্য লোক ছিল।

٥٣ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ

৫৩. তিনি উল্টে দেয়া জনপদকেও উঠিয়ে নিক্ষেপ করেছেন।

٥٤ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ

৫৪. তারপর ঐগুলোকে আচ্ছাদিত করে দিল তাই যা (তোমরা জানো যে কি) আচ্ছাদিত করেছিলো।[২০]

٥٥ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ

৫৫. তাই, হে শ্রোতা, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে ?

٥٦ هَٰذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ

৫৬. এটি একটি সাবধান বাণী—ইতিপূর্বে আগত সাবধান বাণীসমূহের মধ্য থেকে।

٥٧ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ

৫৭. আগমনকারী মুহূর্ত অতি সন্নিকটবর্তী হয়েছে।

٥٨ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ

৫৮. আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তার প্রতিরোধকারী নেই।

٥٩ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ

৫৯. তাহলে কি এসব কথা শুনেই তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করছো ?

٦٠ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ

৬০. হাসছো কিন্তু কাঁদছো না ?

٦١ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ

৬১. আর গান-বাদ্য করে তা এড়িয়ে যাচ্ছো ?

٦٢ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۩

৬২. আল্লাহর সামনে মাথা নত কর এবং তাঁর ইবাদাত করতে থাকো।

২০. ‘উপুড় হয়ে থাকা জনবসতি’ অর্থাৎ লূত আলাইহিস সালামের কওমের বসতি এবং ‘বিছাইয়া দিলেন তাদের উপর সেই জিনিস’ অর্থ–সম্ভবত মরু সাগরের জলরাশি যা ভূমধ্যে ধ্বসে যাবার পর তাদের বসতিকে প্লাবিত করেছিল এবং আজ পর্যন্ত সেই অঞ্চলকে নিমজ্জিত করে রেখেছে।

সূরা আল ক্বামার

৫৪

নামকরণ

সূরার সর্বপ্রথম আয়াতের وَانْشَقَّ الْقَمَرُ বাক্যাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। এভাবে নামকরণের তাৎপর্য হচ্ছে এটি সেই সূরা যার মধ্যে القمر শব্দ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার মধ্যে চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার উল্লেখ আছে। এ থেকেই এর নাযিলের সময়-কাল চিহ্নিত হয়ে যায়। মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে একমত যে, চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার এ ঘটনা হিজরতের প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে মক্কায় মিনা নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের বিরুদ্ধে মক্কার কাফেররা যে হঠকারিতার পন্থা অবলম্বন করে আসছিল এ সূরায় সে বিষয়ে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার যে খবর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিচ্ছিলেন তা যে সত্যিই সংঘটিত হতে পারে এবং তার আগমনের সময় যে অত্যন্ত নিকটবর্তী—চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার বিস্ময়কর ঘটনা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। চন্দ্রের মতো একটি বিশাল উপগ্রহ তাদের চোখের সামনে বিদীর্ণ হয়েছিল। তার দুটি অংশ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি আরেকটি থেকে এত দূরে চলে গিয়েছিল যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা একটি খণ্ডকে পাহাড়ের এক পাশে এবং অপর খণ্ডটিকে অপর পাশে দেখতে পেয়েছিল। তারপর দুটি অংশ মুহূর্তের মধ্যে আবার পরস্পর সংযুক্ত হয়েছিল। বিশ্ব ব্যবস্থা যে অনাদি, চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর নয়, বরং তা ধ্বংস ও ছিন্ন ভিন্ন হতে পারে এটা তার অকাট্য প্রমাণ। বড় বড় তারকা ও গ্রহরাজি ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে পারে, একটি আরেকটির ওপর আছড়ে পড়তে পারে এবং কিয়ামতের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে কুরআনে তার যে চিত্র অংকন করা হয়েছে তার সবকিছুই যে ঘটতে পারে, শুধু তাই নয় বরং এ ঘটনা এ ইংগিতও দিচ্ছিল যে, বিশ্বব্যবস্থা ধ্বংস ও ছিন্নভিন্ন হওয়ার সূচনা হয়ে গেছে এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় অতি নিকটে এসে পড়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিকটির প্রতিই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন ঃ তোমরা দেখো এবং সাক্ষী থাকো। কিন্তু কাফেররা এ ঘটনাকে যাদুর বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড বলে আখ্যায়িত করলো এবং তা না মানতে বদ্ধপরিকর রইলো। এ হঠকারিতার জন্য তাদেরকে এ সূরায় তিরস্কার করা হয়েছে।

বক্তব্য শুরু করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এসব লোক যুক্তি তর্কও মানে না, ইতিহাস থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে না, স্পষ্ট নিদর্শনাদি চোখে দেখেও বিশ্বাস করে না। এরা কেবল তখনই মানবে যখন সত্যি সত্যিই কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং এরা কবর থেকে উঠে হাশরের দিনের একচ্ছত্র অধিপতির দিকে ছুটে যেতে থাকবে।

এরপর তাদের সামনে নূহের কওম, আদ, সামূদ, লূতের কওম এবং ফেরাউনের অনুসারীদের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রেরিত রসূলদের সাবধান বাণীসমূহ অমান্য করে এসব জাতি কি ভয়াবহ আযাবে নিপতিত হয়েছিল। এভাবে এক একটি জাতির কাহিনী বর্ণনা করার পর বারবার বলা হয়েছে যে, কুরআন উপদেশ গ্রহণের সহজ মাধ্যম। এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে কোনো জাতি যদি সঠিক পথ অনুসরণ করে তাহলে এসব কওমের ওপর যে আযাব এসেছে তা তাদের ওপর কখনো আসতে পারে না।

কিন্তু এটা কোন্ ধরনের নির্বুদ্ধিতা যে, এ সহজলভ্য উৎস থেকে উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে কেউ গোঁ ধরে থাকবে যে, আযাবে নিপতিত না হওয়া পর্যন্ত মানবে না।

একইভাবে অতীত জাতিসমূহের ইতিহাস থেকে উদাহরণ পেশ করার পর মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, যে কর্মপন্থা গ্রহণের কারণে অপরাপর জাতিসমূহ সাজাপ্রাপ্ত হয়েছে তোমরাও যদি সেই একই কর্মপন্থা গ্রহণ করো তাহলে তোমরাই বা শাস্তি পাবে না কেন? তোমাদের কি আলাদা কোনো বৈশিষ্ট আছে যে, তোমাদের সাথে অন্যদের চেয়ে ভিন্ন আচরণ করা হবে? নাকি এ মর্মে ক্ষমার কোনো বিশেষ সনদ লিখিতভাবে তোমাদের কাছে এসেছে যে, অন্যদেরকে যে অপরাধে পাকড়াও করা

হয়েছে সেই একই অপরাধ করলেও তোমাদের পাকড়াও করা হবে না? আর তোমরা যদি নিজেদের দলীয় বা সংঘবদ্ধ শক্তির কারণে গর্বিত হয়ে থাকো তাহলে তোমাদের এ সংঘবদ্ধ শক্তিকে অচিরেই পরাজিত হয়ে পালাতে দেখা যাবে। সর্বোপরি কিয়ামতের দিন তোমাদের সাথে এর চেয়েও কঠোর আচরণ করা হবে।

সবশেষে কাফেরদের বলা হয়েছে, কিয়ামত সংঘটনের জন্য আল্লাহ তাআলার বড় কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। তাঁর আদেশ হওয়া মাত্র চোখের পলকে তা সংঘটিত হবে। তবে সবকিছুর মতোই বিশ্ব ব্যবস্থা ও মানবজাতির জন্যও একটা "তাকদীর" বা পরিকল্পিত সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ আছে। এ পরিকল্পনা অনুসারে এ কাজের জন্য যে নির্দিষ্ট সময় আছে সে সময়েই তা হবে। এ ক্ষেত্রে কেউ চ্যালেঞ্জ করলো আর অমনি তাকে স্বমতে আনার জন্য কিয়ামত সংঘটিত করে দেয়া হলো এমনটা হতে পারে না। তা সংঘটিত হচ্ছে না দেখে তোমরা যদি বিদ্রোহ করে বসো তাহলে নিজেদের দুষ্কর্মের প্রতিফলই ভোগ করবে। আল্লাহর কাছে তোমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি প্রস্তুত হচ্ছে। তোমাদের ছোট বড় কোনো তৎপরতাই তাতে লিপিবদ্ধ হওয়া থেকে বাদ পড়ছে না।

❐

আয়াত-৫৫ ৫৪-সূরা আল ক্বামার-মাক্কী রুকূ'-৩

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

১. কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে।[১]

২. কিন্তু এসব লোকের অবস্থা হচ্ছে তারা যে নিদর্শনই দেখে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে এ তো গতানুগতিক যাদু।

৩. এরা (একেও) অস্বীকার করলো এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করলো। প্রত্যেক বিষয়কে শেষ পর্যন্ত একটা পরিণতি লাভ করতে হয়।

৪. এসব লোকদের কাছে (পূর্ববর্তী জাতিসমূহের) সেসব পরিণতির খবর অবশ্যই এসেছে যার মধ্যে অবাধ্যতা থেকে নিবৃত্ত রাখার মতো যথেষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

৫. আরো আছে এমন যুক্তি যা নসীহতের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ মাত্রায় পূরণ করে। কিন্তু সাবধানবাণী তাদের জন্য ফলপ্রদ হয় না।

৬. অতএব হে নবী, এদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। যেদিন আহ্বানকারী একটি অত্যন্ত অপসন্দনীয় জিনিসের দিকে আহ্বান জানাবে,

৭. লোকেরা ভীত বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে নিজ নিজ কবর থেকে এমনভাবে উঠে আসবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত পতঙ্গরাজি।

৮. তারা আহ্বানকারীর দিকে দৌড়িয়ে যেতে থাকবে। আর সেসব অস্বীকারকারী (যারা দুনিয়াতে তা অস্বীকার করতো) সে সময় বলবে, এ তো বড় কঠিন দিন।

৯. এদের পূর্বে নূহের জাতিও অস্বীকার করেছে। তারা আমার বান্দাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছে এবং বলেছে, এ লোকটি পাগল। উপরন্তু তাকে তীব্রভাবে তিরস্কারও করা হয়েছে।

১০. অবশেষে সে তার রবকে উদ্দেশ্য করে বললোঃ আমি পরাভূত হয়েছি, এখন তুমি এদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো।

① اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ○

② وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ○

③ وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ○

④ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ○

⑤ حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ○

⑥ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ○

⑦ خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ○

⑧ مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ؕ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ○

⑨ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ○

⑩ فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ○

১. অর্থাৎ চাঁদ বিদীর্ণ হওয়া কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষণ, যে কোনো সময় তার সংঘটন সম্ভব। এ বাক্যাংশও পরবর্তী বিষয় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যে, সে সময় চাঁদ প্রকৃত পক্ষে বিদীর্ণ হয়েছিল। যাঁরা স্বচক্ষে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁরা বর্ণনা করেন—চতুর্দশী রাতে উদিত হওয়ার কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ চন্দ্র বিদীর্ণ হলো এবং তার দুটি খণ্ড সামনের পাহাড়ের দু দিকে দৃষ্টি গোচর হলো এবং পর মুহূর্তেই দুটি খণ্ড পুনঃ সংযুক্ত হয়ে গেলো। হাদীস অনুসারে দেখতে গেলে, ধর্মীয় প্রচারকদের এ বর্ণনার মধ্যে কোনো সত্যতা নেই যে—এ ঘটনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইংগিতে সংঘটিত হয়েছিল বা মক্কার কাফেররা মুজেযার দাবী করলে এ মুজিযা দেখানো হয়েছিল।

﴿١١﴾ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ

১১. তখন আমি আসমানের দরজাসমূহ খুলে দিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করলাম

﴿١٢﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

১২. এবং জমিন বিদীর্ণ করে ঝর্ণাধারায় রূপান্তরিত করলাম। এ পানির সবটাই সেই কাজ পূর্ণ করার জন্য সংগৃহীত হলো যা আগে থেকেই সুনির্দিষ্ট ছিল।

﴿١٣﴾ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ

১৩. আর নূহকে আমি কাষ্ঠফলক ও পেরেক সম্বলিত বাহনে আরোহণ করিয়ে দিলাম।[২]

﴿١٤﴾ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ

১৪. যা আমার তত্ত্বাবধানে চলছিলো। এ ছিলো সে ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ যাকে অস্বীকার ও অবমাননা করা হয়েছিলো।

﴿١٥﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

১৫. সে নৌকাকে আমি একটি নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছি। এমতাবস্থায় উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছো কি ?

﴿١٦﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

১৬. দেখো, কেমন ছিল আমার আযাব আর কেমন ছিল আমার সাবধানবাণী।

﴿١٧﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

১৭. আমি এ কুরআনকে উপদেশ লাভের সহজ উৎস বানিয়ে দিয়েছি।[৩] এমতাবস্থায় উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছো কি ?

﴿١٨﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

১৮. আদ জাতি অস্বীকার করেছিলো। দেখো, কেমন ছিল আমার আযাব এবং কেমন ছিল আমার সাবধানবাণী।

﴿١٩﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ

১৯. আমি এক বিরামহীন অশুভ দিনে তাদের ওপর প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস পাঠালাম।

﴿٢٠﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ

২০. যা তাদেরকে ওপরে উঠিয়ে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলছিলো যেন তারা সমূলে উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড।

﴿٢١﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

২১. দেখো, কেমন ছিল আমার আযাব এবং কেমন ছিল আমার সাবধানবাণী।

﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

২২. আমরা এ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের সহজ উৎস বানিয়ে দিয়েছি। অতপর উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছো কি ?

রুকূ' ঃ ২

﴿٢٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ

২৩. সামূদ সাবধান বাণীসমূহ অস্বীকার করলো

২. অর্থাৎ তুফান আসার পূর্বেই আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী হযরত নূহ আলাইহিস সালাম যে নৌকা নির্মাণ করেছিলেন।

৩. অর্থাৎ অবাধ্য জাতিদের ওপর আল্লাহর যে শিক্ষণীয় আযাব অবতীর্ণ হয়েছে তাতো উপদেশের এক পন্থা স্বরূপ, কিন্তু উপদেশের দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে—এ কুরআন, যা যুক্তি-প্রমাণ উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা তোমাদের সোজা-সরল পথ দেখাচ্ছে। পূর্বোক্ত পন্থার তুলনায় এ পন্থা খুবই সহজ। তবে কেন তোমরা এর থেকে উপকার গ্রহণ না করে আল্লাহর আযাব দেখার জন্যে জিদ করে চলেছো ?

فَقَالُوٓا أَبَشَرًا مِّنَّا وَٰحِدًا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًا لَّفِى ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

২৪. এবং বলতে লাগলো, "এখন কি আমরা আমাদেরই মধ্যকার এক ব্যক্তিকে এককভাবে মেনে চলবো ? আমরা যদি তার আনুগত্য গ্রহণ করি তাহলে তার অর্থ হবে আমরা বিপথগামী হয়েছি এবং আমাদের বিবেক-বুদ্ধির মাথা খেয়েছি।

أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿٢٥﴾

২৫. আমাদের মধ্যে কি একা এ ব্যক্তিই ছিল যার ওপর আল্লাহর যিকর নাযিল করা হয়েছে ? না, বরং এ চরম মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক।

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ﴿٢٦﴾

২৬. (আমি আমার নবীকে বললাম) কে চরম মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক তা এরা কালকেই জানতে পারবে।

إِنَّا مُرْسِلُوا۟ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾

২৭. আমি উটনীকে তাদের জন্য ফিতনা বানিয়ে পাঠাচ্ছি। এখন একটু ধৈর্য ধরে দেখ, এদের পরিণতি কি হয়।

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾

২৮. তাদের জানিয়ে দাও, এখন তাদের ও উটনীর মধ্যে পানি ভাগ হবে এবং প্রত্যেকেই তার পালার দিনে পানির জন্য আসবে।[৪]

فَنَادَوْا۟ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾

২৯. শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের লোকটিকে ডাকলো, সে এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং উটনীকে হত্যা করলো।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾

৩০. দেখ, কেমন ছিল আমার আযাব আর কেমন ছিল আমার সাবধান বাণীসমূহ।

إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَكَانُوا۟ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾

৩১. আমি তাদের ওপর একটি মাত্র বিকট শব্দ পাঠালাম এবং তারা খোঁয়াড়ের মালিকের শুষ্ক ও পদদলিত শস্যের মতো হয়ে গেল।[৫]

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾

৩২. আমি এ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের সহজ উৎস বানিয়ে দিয়েছি। এখন উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি ?

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍۭ بِٱلنُّذُرِ ﴿٣٣﴾

৩৩. লূতের কওম সাবধানবাণীসমূহ অস্বীকার করলো।

৪. আল্লাহর একথার ব্যাখ্যা হচ্ছে যে—"আমি উষ্ট্রীকে তাদের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ করে পাঠাচ্ছি।" পরীক্ষাটি ছিল হঠাৎ একটি উটনী নিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত করে দিয়ে তাদেরকে বলা হলো—'একদিন একাকী এ উটনী পানি পান করবে এবং দ্বিতীয় দিন তোমরা সব লোক নিজেদের জন্যে ও নিজেদের পশুদের জন্যে পানি সংগ্রহ করতে পারবে। উটনীর পালার দিনে তোমাদের কোনো ব্যক্তি নিজে পানি সংগ্রহের জন্যে অথবা নিজের পশুদের পানি পান করাতে যেন কোনো ঝরণা বা কূপে না আসে।' এ চ্যালেঞ্জ সেই ব্যক্তির পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল যার সম্পর্কে তারা নিজেরা বলতো যে, এ ব্যক্তির সহায়তায় না আছে কোনো সাজ ও সৈন্য, আর না আছে কোনো বৃহৎ দল।

৫. যারা গৃহপালিত পশু পালন করে তারা নিজেদের পশুদের অবস্থান ক্ষেত্রকে সুরক্ষিত করার জন্যে কাঠ বা গুল্মাদি দ্বারা এক বেষ্টনী নির্মাণ করে দেয়। এ বেষ্টনীর তৃণ গুল্মাদি ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হয়ে ঝরে পড়ে ও পশুদের যাতায়াতে পদ পিষ্ট ভূষি হয়ে যায়। সামূদ জাতির পদদলিত পিষ্ট, জীর্ণ লাশগুলোকে সেই ভূষির সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে।

৩৪-৩৫. আমি তাদের ওপর পাথর বর্ষণকারী বাতাস পাঠালাম। শুধু লূতের পরিবারের লোকেরা তা থেকে রক্ষা পেল। আমি নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে রাতের শেষ প্রহরে বাঁচিয়ে বের করে দিলাম। যারা কৃতজ্ঞ আমি তাদের সবাইকে এভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

৩৬. লূত তাঁর কওমের লোকদেরকে আমার শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করেছিল। কিন্তু তারা সবগুলো সাবধানবাণী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলো এবং কথাচ্ছলেই উড়িয়ে দিল।

৩৭. অতপর তারা তাকে তার মেহমানদের হিফাজত করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলো। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের চোখ অন্ধ করে দিলাম। এখন তোমরা আমার আযাব ও সাবধানবাণীর স্বাদ আস্বাদন করো।

৩৮. খুব ভোরেই একটি অপ্রতিরোধ্য আযাব তাদের ওপর আপতিত হলো।

৩৯. এখন আমার আযাব ও সাবধান বাণীসমূহের স্বাদ আস্বাদন করো।

৪০. আমি এ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের সহজ উৎস বানিয়ে দিয়েছি। উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি ?

রুকূ' ঃ ৩

৪১. ফেরাউনের অনুসারীদের কাছেও সাবধান বাণীসমূহ এসেছিল।

৪২. কিন্তু তারা আমার সবগুলো নিদর্শনকে অস্বীকার করলো। অবশেষে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। যেভাবে কোনো মহাপরাক্রমশালী পাকড়াও করে।

৪৩. তোমাদের কাফেররা কি ঐসব লোকদের চেয়ে কোনো অংশে ভালো ?[৬] নাকি আসমানী কিতাবসমূহে তোমাদের জন্য কোনো ক্ষমা লিখিত আছে ?

৪৪. না কি এসব লোক বলে, আমরা একটা সংঘবদ্ধ শক্তি। নিজেরাই নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করবো।

৪৫. অচিরেই এ সংঘবদ্ধ শক্তি পরাজিত হবে এবং এদের সবাইকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে দেখা যাবে।

٣٤ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ۝

٣٥ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ۝

٣٦ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ۝

٣٧ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ۝

٣٨ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ۝

٣٩ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ۝

٤٠ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ۝

٤١ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۝

٤٢ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ۝

٤٣ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۝

٤٤ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ۝

٤٥ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۝

৬. কুরাইশদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। মর্ম হচ্ছে ঃ তোমাদের মধ্যে এমনকি ভালো গুণ আছে—তোমাদের কোন্ সে মানিক লট্‌কানো আছে যে অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞতা, মিথ্যা ও হঠকারিতার পথ অবলম্বন করার কারণে যখন অন্য জাতিদের শাস্তি দেয়া হয়েছে তখন তোমরা সেই একই পথ অবলম্বন করলেও তোমাদের শাস্তি দেয়া হবে না ?

৪৬. এদের সাথে বুঝাপড়া করার জন্য প্রকৃত প্রতিশ্রুত সময় হচ্ছে কিয়ামত। কিয়ামত অত্যন্ত কঠিন ও অতীব তিক্ত সময়।

৪৭. প্রকৃতপক্ষে এ পাপীরা ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে। এদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

৪৮. যেদিন এদেরকে উপুড় করে আগুনের মধ্যে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে, সেদিন এদের বলা হবে, এখন জাহান্নামের স্পর্শের স্বাদ আস্বাদন করো।

৪৯. আমি প্রত্যেকটি জিনিসকে একটি পরিমাপ অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি।[৭]

৫০. আমার নির্দেশ একটি মাত্র নির্দেশ হয়ে থাকে এবং তা চোখের পলকে কার্যকর হয়।

৫১. তোমাদের মতো অনেককেই আমি ধ্বংস করেছি আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী?

৫২. তারা যা করেছে সবই রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ আছে

৫৩. এবং প্রতিটি ছোট ও বড় বিষয়ই লিখিতভাবে বিদ্যমান আছে।

৫৪. আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষাকারীরা নিশ্চিতরূপে বাগান ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে অবস্থান করবে,

৫৫. সত্যিকার মর্যাদার স্থানে মহা শক্তিধর সম্রাটের সান্নিধ্যে।

٤٦ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ

٤٧ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ

٤٨ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ

٤٩ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

٥٠ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ

٥١ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

٥٢ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ

٥٣ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ

٥٤ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ

٥٥ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ

৭. অর্থাৎ দুনিয়ার কোনো বস্তুই 'আয়েলটপ' (অর্থাৎ অনির্দিষ্ট ও অনির্ধারিতভাবে পয়দা করা হয়নি, বরং প্রত্যেক জিনিসের একটি তকদীর, নির্দিষ্ট পরিমাণ ও পরিমাপ আছে যে অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তা সৃষ্টি হয়, একটি বিশেষ আকৃতি প্রাপ্ত হয়, এক বিশেষ নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বিকাশ ও বৃদ্ধি লাভ করে, এক নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বাকী থাকে এবং এক নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়ে যায়।

সূরা আর রাহ্‌মান

৫৫

নামকরণ

প্রথম শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে বুঝানো হয়েছে যে, এটি সেই সূরা যা "আর-রাহমান" শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে। তাছাড়া সূরার বিষয়বস্তুর সাথেও এ নামের গভীর মিল রয়েছে। কারণ এ সূরার মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার রহমতের পরিচায়ক গুণাবলী ও তার বাস্তব ফলাফলের উল্লেখ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

তাফসীর বিশারদগণ সাধারণত এ সূরাটিকে মক্কী সূরা বলে আখ্যায়িত করেন। যদিও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইকরিমা ও কাতাদা রা. থেকে কোনো কোনো হাদীসে একথা উদ্ধৃত হয়েছে যে, এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ তা সত্ত্বেও প্রথমত ঐসব সম্মানিত সাহাবা থেকে আরো কিছুসংখ্যক হাদীসে বিপরীত বক্তব্যও উদ্ধৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এ সূরার বিষয়বস্তুর মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের তুলনায় মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের সাথে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমন কি বিষয়বস্তুর বিচারে এটি মক্কী যুগেরও একেবারে প্রথম দিকের বলে মনে হয়। তাছাড়া বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, এটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে মক্কাতে নাযিল হয়েছিল। মুসনাদে আহমদে হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন ঃ কা'বা ঘরের যে কোণে হাজরে আসওয়াদ স্থাপিত আমি হারাম শরীফের মধ্যে সে কোণের দিকে মুখ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছি। তখনও পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ (তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে প্রকাশ্যে তা বলে দাও) নাযিল হয়নি। সে নামাযে মুশরিকরা তাঁর মুখ থেকে فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ কথাটি শুনেছিল। এ থেকে জানা যায় যে, এ সূরাটি সূরা আল হিজরের পূর্বেই নাযিল হয়েছিল।

আল বায্যার, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, দারুকুতনী (ফিল আফরাদ), ইবনে মারদুইয়া এবং আল খাতীব (ফিত তারীখ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সূরা আর রাহমান তিলাওয়াত করলেন অথবা এ সূরাটি তাঁর সামনে পাঠ করা হলো। পরে তিনি লোকদের বললেন ঃ জিনরা তাদের রবকে যে জবাব দিয়েছিল তোমাদের নিকট থেকে সে রকম সুন্দর জবাব শুনছি না কেন? লোকেরা বললো, সে জবাব কি ছিল! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যখনই আমি আল্লাহর বাণী فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ পড়ছিলাম, জিনরা তার জবাবে বলছিল لَا بِشَيْءٍ مِّنْ نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ আমরা আমাদের রবের কোনো নিয়ামতকেই অস্বীকার করি না।"

তিরমিযী, হাকেম ও হাফেজ আবু বকর বায্যার হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনার ভাষা হচ্ছে ঃ সূরা রাহমানের তিলাওয়াত শুনে লোকজন যখন চুপ করে থাকলো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

لَقَدْ قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا احسن مردودا منكم، كنت كلما اتيت على قوله فباى الاء ربكما تكذبن قالوا لا بشئ من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد

"যে রাতে কুরআন শোনার জন্য জিনরা একত্রিত হয়েছিল, সে রাতে আমি জিনদের এ সূরা শুনিয়েছিলাম। তারা তোমাদের চেয়ে এর উত্তম জবাব দিচ্ছিল। যখনই আমি আল্লাহ তাআলার এ বাণী শুনাচ্ছিলাম হে জিন ও মানুষ তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে" তখনই তারা জবাবে বলছিল ঃ হে আমাদের রব, আমরা তোমার কোনো নিয়ামতকেই অস্বীকার করি না। সব প্রশংসা কেবল তোমারই।"

এ হাদীস থেকে জানা যায়, সূরা আহকাফে (২৯ থেকে ৩২ আয়াত) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে জিনদের কুরআন শোনার যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে সেই সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে সূরা আর রাহমান পাঠ করছিলেন। এটা নবুওয়াতের ১০ম বছরের ঘটনা। সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ সফর থেকে ফেরার পথে "নাখলা" নামক স্থানে কিছু সময় অবস্থান করেছিলেন। যদিও অপর কিছু সংখ্যক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে সময় রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানা ছিল না যে, জিনেরা তাঁর নিকট থেকে কুরআন শরীফ শুনছে। বরং পরে আল্লাহ তাআলা তাঁকে একথা অবহিত করেছিলেন যে, জিনেরা তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল কিন্তু আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেভাবে জিনদের কুরআন তিলাওয়াত শোনা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন অনুরূপভাবে তাঁকে একথাও জানিয়েছিলেন যে, কুরআন তিলাওয়াত শোনার সময় তারা তার কি জবাব দিচ্ছিল। এরূপ হওয়াটা অযৌক্তিক ব্যাপার নয়।

এসব বর্ণনা থেকে শুধু এতটুকুই জানা যায় যে, সূরা আর রাহমান সূরা আল হিজর ও সূরা আহকাফের পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এসব ছাড়া আমরা আরো একটি হাদীস দেখতে পাই যা থেকে জানা যায়, সূরা আর রাহমান মক্কী যুগের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের একটি। ইবনে ইসহাক হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে এ মর্মে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবা কিরাম একদিন পরস্পর আলোচনা করলেন কুরাইশরা তো প্রকাশ্যে কখনো কাউকে উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনেনি। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, একবার অন্তত তাদেরকে এ পবিত্র বাণী শোনাতে পারে? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন ঃ আমি এ কাজ করবো। সাহাবা কিরাম বললেন ঃ তারা তোমার ওপর জুলুম করবে বলে আমাদের আশংকা হয়। আমাদের মতে, এ কাজ এমন কোনো ব্যক্তির করা উচিত যার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী শক্তিশালী। কুরাইশরা যদি তার অনিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ায় তাহলে তার গোষ্ঠীর লোকেরা যেন তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। হযরত আবদুল্লাহ বললেন, আমাকেই এ কাজ করতে দাও আল্লাহ আমার হিফাজতকারী পরে বেশ কিছু বেলা হলে তিনি হারাম শরীফে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কুরাইশ নেতারা সে সময় নিজ নিজ মসজিলে বসেছিল। হযরত আবদুল্লাহ মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে উচ্চস্বরে সূরা আর রাহমান তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন। আবদুল্লাহ কি বলছে কুরাইশরা প্রথমে তা বুঝার চেষ্টা করলো পরে যখন তারা বুঝতে পারলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বাণী হিসেবে যেসব কথা পেশ করেন এটা সে কথা তখন তারা তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তার মুখের ওপর চপেটাঘাত করতে লাগলো। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ কোনো পরোয়াই করলেন না। যতক্ষণ তাঁর সাধ্যে কুলালো ততক্ষণ তিনি তাদের কুরআন শুনিয়ে যেতে থাকলেন। পরিশেষে তিনি তাঁর ফুলে ওঠা মুখ নিয়ে ফিরে আসলে সংগী-সাথীরা বললো ঃ আমরা এ আশংকাই করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর এ দুশমনরা আমার কাছে আজকের চেয়ে অধিক গুরুত্বহীন আর কখনো ছিল না। তোমরা চাইলে আমি আগামীকাল আবার তাদেরকে কুরআন শোনাবো। সবাই বললো এ-ই যথেষ্ট হয়েছে। যা তারা আদৌ শুনতে চাইতো না তা তো তুমি শুনিয়ে দিয়েছো, (সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৬)।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এটাই কুরআন মজীদের একমাত্র সূরা যার মধ্যে মানুষের সাথে পৃথিবীর অপর একটি স্বাধীন সৃষ্টি জিনদেরকেও সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে এবং উভয়কেই আল্লাহর কুদরতের পরিপূর্ণতা, তাঁর সীমা-সংখ্যাহীন দয়া ও অনুগ্রহ, তাঁর সামনে তাদের অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব এবং তাঁর কাছে তাদের জবাবদিহির উপলব্ধি জাগ্রত করে তাঁর অবাধ্যতার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দেয়া হয়েছে, আর আনুগত্যের উত্তম ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। যদিও পবিত্র কুরআনের কয়েকটি স্থানে এ বিষয়ে পরিষ্কার বক্তব্য রয়েছে যা থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, জিনরাও মানুষের মতো স্বাধীন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন দায়িত্বশীল সৃষ্টি, যাদেরকে কুফরী ও ঈমান গ্রহণের এবং আনুগত্য করার ও অবাধ্য হওয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যেও মানুষের মতোই কাফের ও ঈমানদার এবং অনুগত ও অবাধ্য আছে। তাদের মধ্যেও এমন গোষ্ঠী আছে যারা নবী-রসূল আলাইহিমুস সালাম ও আসমানী কিতাবসমূহের ওপর ঈমান এনেছে। তবে এ সূরা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআন মজীদের দাওয়াত জিন ও মানুষ উভয়ের জন্য এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত শুধু মানবজাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়।

সূরার শুরুতে মানুষকে লক্ষ করেই সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তারাই পৃথিবীর খিলাফত লাভ করেছে, তাদের মধ্যেই আল্লাহর রসূল এসেছেন এবং তাদের ভাষাতেই আল্লাহর কিতাব নাযিল করা হয়েছে। কিন্তু পরে ১৩ আয়াত থেকে মানুষ ও জিন উভয়কেই সমানভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং উভয়ের সামনে একই দাওয়াত পেশ করা হয়েছে।

সূরার বিষয়বস্তু ছোট ছোট বাক্যে একটি বিশেষ ক্রমানুসারে বর্ণিত হয়েছে ঃ

১ থেকে ৪ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, এ কুরআনের শিক্ষা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে। এ শিক্ষার সাহায্যে তিনি মানব জাতির হিদায়াতের ব্যবস্থা করবেন এই তাঁর রমহতের স্বাভাবিক দাবী। কারণ বুদ্ধি-বিবেচনা ও বোধশক্তি সম্পন্ন জীব হিসেবে তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

৫ ও ৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে, গোটা বিশ্বজাহানের ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তাআলার একক নির্দেশ ও কর্তৃত্বাধীনে চলছে। আসমান ও যমীনের সবকিছুই তার কর্তৃত্বাধীন। এখানে দ্বিতীয় আর কারো কর্তৃত্ব চলছে না।

৭ থেকে ৯ আয়াতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা বিশ্বজাহানের গোটা ব্যবস্থাকে পূর্ণ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যসহ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি দাবী করে যে, এখানে অবস্থানকারীরাও তাদের ক্ষমতা ও স্বাধীনভাবে সীমার মধ্যে সত্যিকার ভারসাম্য ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকুক এবং ভারসাম্য বিনষ্ট না করুক।

১০ থেকে ২৫ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর দিক ও তার পূর্ণতা বর্ণনা করার সাথে সাথে জিন ও মানুষ তাঁর যেসব নিয়ামত ভোগ করছে সে দিকেও ইংগিত দেয়া হয়েছে।

২৬ থেকে ৩০ পর্যন্ত আয়াতে জিন ও মানবজাতিকে এ মহাসত্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ বিশ্বজাহানে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী নয় এবং ছোট বড় কেউ-ই এমন নেই যে তার অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে আল্লাহর মুখাপেক্ষী নয়। যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত রাতদিন যা কিছু ঘটছে তা তাঁরই কর্তৃত্বে সংঘটিত হচ্ছে।

৩১ থেকে ৩৬ আয়াতে এ উভয় গোষ্ঠীকেই এ বলে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, সে সময় অচিরেই আসবে যখন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ জিজ্ঞাসাবাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে তোমরা কোথাও যেতে পারবে না। সবখানে আল্লাহর কর্তৃত্ব তোমাদের পরিবেষ্টন করে আছে। তার মধ্য থেকে বেরিয়ে সটকে পড়ার সাধ্য তোমাদের নেই। তাঁর কর্তৃত্বের গণ্ডি থেকে পালিয়ে যেতে পারবে বলে যদি তোমাদের মধ্যে অহমিকা সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে একবার পালিয়ে দেখ।

৩৭ ও ৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ জিজ্ঞাসাবাদ হবে কিয়ামতের দিন।

যেসব মানুষ ও জিন দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করতো ৩৯ থেকে ৪৫ পর্যন্ত আয়াতে তাদের পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে।

যেসব সৎকর্মশীল মানুষ ও জিন পৃথিবীতে আল্লাহকে ভয় করে জীবনযাপন করেছে এবং একদিন আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে নিজের সব কাজের হিসেব দিতে হবে এ উপলব্ধি নিয়ে কাজ করেছে আখেরাতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যেসব পুরস্কার দিবেন, ৪৬ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত সে সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

এ বক্তব্যের পুরোটাই বক্তৃতার ভাষায় পেশ করা হয়েছে। এটা একটা আবেগময় ও উচ্চমানের ভাষণ। এ ভাষণের মধ্যে আল্লাহ তাআলার অসীম শক্তির এক একটি বিস্ময়কর দিক, তাঁর দেয়া নিয়ামতসমূহের এক একটি নিয়ামত, তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও পরাক্রমের এক একটি দিক এবং তাঁর পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপাক বিস্তৃত ক্ষেত্রসমূহের এক একটি জিনিস বর্ণনা করে জিন ও মানুষকে বার বার প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ; الاء। যে একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ তা আমরা পরে আলোচনা করবো। এ ভাষণের মধ্যে এ শব্দটিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। জিন ও মানুষের উদ্দেশ্যে এ প্রশ্ন প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্থান কাল ও পাত্র ভেদে একটি বিশেষ অর্থ করছে।

❐

আয়াত-৭৮ ৫৫-সূরা আর রাহমান-মাদানী রুকূ'-৩

আয়াতুহা ৭৮ ৫৫. سورة الرحمٰن - مدنية ركوعاتها ٣

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
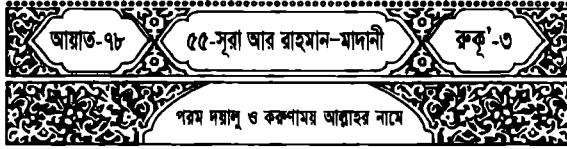
১. পরম দয়ালু (আল্লাহ)।

২. এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন।

৩. তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

৪. এবং তাকে কথা শিখিয়েছেন।

৫. সূর্য ও চন্দ্র একটি হিসেবের অনুসরণ করছে

৬. এবং তারকারাজি ও গাছপালা সব সিজদাবনত।[১]

৭. আসমানকে তিনিই সুউচ্চ করেছেন এবং দাড়িপাল্লা কায়েম করেছেন।[২]

৮. এর দাবী হলো তোমরা দাড়িপাল্লায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না।

৯. ইনসাফের সাথে সঠিকভাবে ওজন করো এবং ওজনে কম দিও না।[৩]

১০. পৃথিবীকে তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্য বানিয়েছেন।

১১. এখানে সব ধরনের সুস্বাদু ফল প্রচুর পরিমাণে আছে। খেজুর গাছ আছে যার ফল পাতলা আবরণে ঢাকা।

১২. নানা রকমের শস্য আছে যার মধ্যে আছে দানা ও ভূষি উভয়ই।

১৩. অতএব, হে জিন ও মানবজাতি, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে[৪] অস্বীকার করবে ?

১৪. মাটির শুকনো ঢিলের মতো পঁচা কাঁদা থেকে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

الرَّحْمٰنُ ۝١

عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝٢

خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝٣

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝٤

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝٥
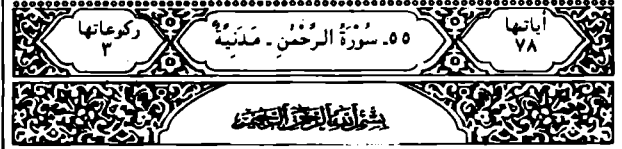
وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ۝٦

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۝٧

اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ۝٨

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۝٩

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۝١٠

فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۝١١

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝١٢

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝١٣

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝١٤

১. অর্থাৎ অনুগত, আল্লাহর আদেশ থেকে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত হয় না।

২. প্রায় সমস্ত তাফসীরকার এখানে 'মীযান' (তুলাদণ্ড)-এর অর্থ ন্যায় বিচারগ্রহণ করেছেন এবং মীযান কায়েম করার অর্থ তাঁরা এ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা সমগ্র বিশ্বব্যবস্থাকে ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন।

৩. অর্থাৎ যেহেতু তোমরা এক ভারসাম্য বিশিষ্ট বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান করছো—যার সমগ্র ব্যবস্থাপনাটি ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, সে জন্যে তোমাদেরও ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। যে সীমারেখার মধ্যে তোমাদের স্বাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে যদি তোমরা অন্যায়-অবিচার করো, তবে তোমাদের পক্ষে তা হবে বিশ্ব প্রকৃতির প্রতি বিদ্রোহ।

৪. মূলে آلا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে এর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়েছে। আমি বিভিন্ন স্থানে এর মর্ম বিভিন্ন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছি। এর অর্থ নিয়ামতসমূহও হয়, শক্তির মহিমার পূর্ণতাও হয় এবং প্রশংসনীয় গুণরাজিও হয়। পূর্বাপর প্রসংগ অনুযায়ী যেখানে যে মর্ম গ্রহণ সমীচীন সেখানে সেই মর্ম গ্রহণ করতে হবে।

১৫. আর জিনদের সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা থেকে।

১৬. হে জিন ও মানবজাতি, তোমরা তোমাদের রবের অসীম ক্ষমতার কোন্ কোন্ বিস্ময়কর দিক অস্বীকার করবে ?

১৭. দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচল[৫]—সবকিছুর মালিক ও পালনকর্তা তিনিই।

১৮. হে জিন ও মানবজাতি, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ কুদরতকে অস্বীকার করবে ?

১৯. দুটি সমুদ্রকে তিনি পরস্পর মিলিত হতে দিয়েছেন।

২০. তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে একটি পর্দা আড়াল হয়ে আছে যা তারা অতিক্রম করে না।

২১. হে জিন ও মানবজাতি, তোমরা তোমাদের রবের অসীম শক্তির কোন্ কোন্ বিস্ময়কর দিক অস্বীকার করবে ?

২২. এ উভয় সমুদ্র থেকেই মুক্তা ও প্রবাল পাওয়া যায়।

২৩. হে জিন ও মানবজাতি, তোমরা তোমাদের রবের কুদরতের কোন্ কোন্ পরিপূর্ণতা অস্বীকার করবে ?

২৪. সমুদ্রের বুকে পাহাড়ের মতো উঁচু ভাসমান জাহাজ সমূহ তাঁরই।

২৫. অতএব, হে জিন ও মানবজাতি, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ?

রুকূ’ ঃ ২

২৬. এ ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি জিনিস ধ্বংস হয়ে যাবে।

২৭. এবং তোমার মহীয়ান ও দয়াবান রবের সত্তাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে।

২৮. অতএব, হে জিন ও মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ পূর্ণতাকে অস্বীকার করবে ?

২৯. পৃথিবী ও আকাশজগতে যা-ই আছে সবাই তাঁর কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করছে। প্রতি মুহূর্তে তিনি নতুন নতুন কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত।[৬]

৩০. হে জিন ও মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ মহত গুণাবলী অস্বীকার করবে ?

وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٦﴾

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٨﴾

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿١٩﴾

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢٠﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢١﴾

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٣﴾

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٤﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٥﴾

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٨﴾

يَسْئَلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ﴿٢٩﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٠﴾

৫. ‘উভয় উদয়স্থল এবং অস্তস্থল— ‘দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিম’-এর অর্থ শীতকালের সব থেকে ছোট দিন ও গ্রীষ্মকালের সব থেকে বড় দিনের পূর্ব (উদয়স্থল), পশ্চিম (অস্তস্থল) হতে পারে এবং পৃথিবীর দুই গোলার্ধের পূর্ব ও পশ্চিমও হতে পারে।

৬. অর্থাৎ সবসময়ে এ বিশ্ব কারখানার মধ্যে তাঁর কার্যকারিতার এ সীমাহীন পরম্পরা জারী আছে এবং তিনি সীমাহীন অসংখ্য বস্তু নতুন নতুন ভংগী, আকৃতি ও গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁর দুনিয়া কখনো একই অবস্থায় নেই, প্রতি মূহূর্ত তার অবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে এবং তার স্রষ্টা প্রতিবারে তাকে এক নতুন আকারে সংগঠন করছেন, যা পূর্ববর্তী সমস্ত আকার থেকে ভিন্ন।

৩১. ওহে পৃথিবীর দুই বোঝা[৭] তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমি অতি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করবো।[৮]

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۝

৩২. (তারপর দেখবো) তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করো ?

فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৩৩. হে জিন ও মানব গোষ্ঠী, তোমরা যদি পৃথিবী ও আকাশজগতের সীমা পেরিয়ে কোথাও পালিয়ে যেতে পার তাহলে গিয়ে দেখ। পালাতে পারবে না, এজন্য বড় শক্তি প্রয়োজন।[৯]

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۭ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝

৩৪. হে জিন ও মানবজাতি, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ অসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে ?

فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৩৫. (যদি পালানোর চেষ্টা করো তাহলে) তোমাদের প্রতি আগুনের শিখা এবং ধোঁয়া ছেড়ে দেয়া হবে তোমরা যার মুকাবিলা করতে পারবে না।

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ڏ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۝

৩৬. হে জিন ও মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে ?

فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৩৭. অতপর (কি হবে সেই সময়) যখন আসমান ফেটে চৌচির হয়ে যাবে[১০] এবং লাল চামড়ার মতো লোহিত বর্ণ ধারণ করবে ?

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاۤءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۝

৩৮. হে জিন ও মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ক্ষমতা অস্বীকার করবে ?

فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৩৯. সেদিন কোনো মানুষ ও কোনো জিনকে তার গোনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَاۤنٌّ ۝

৪০. তখন (দেখা যাবে) তোমরা দুই গোষ্ঠী তোমাদের রবের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করো।

فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৪১. সেখানে চেহারা দেখেই অপরাধীকে চেনা যাবে এবং তাদেরকে মাথার সম্মুখভাগের চুল ও পা ধরে হিঁচড়ে টেনে নেয়া হবে।

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ۝

৭. মূলে ثَقَلٰن শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাহনের উপর চাপানো বোঝাকে ثقل বলে। ثَقَلٰن-এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে-'দুই চাপানো বোঝা'। এখানে এ শব্দ জ্বিন (দানব) ও মানুষকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে ; কেননা এরা উভয়ে ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত হয়েছে এবং সম্বোধন বিশ্বপ্রভুর অবাধ্য জ্বিন ও মানুষদের করা হয়েছে—অর্থাৎ যেন ভূপৃষ্ঠের স্রষ্টা নিজ সৃষ্টির এ দুই অযোগ্য দলকে নির্দেশ করে বলেছেন ঃ হে জ্বিন ও মানুষের দল—তোমরা যারা আমার পৃথিবীর বোঝা স্বরূপ হয়ে আছো সত্বর আমি তোমাদের খবর নেয়ার জন্যে অবকাশ গ্রহণ করছি।

৮. এর মর্ম এই যে—এ সময় আল্লাহ তাআলা এত ব্যস্ত আছেন যে, এ অবাধ্য বান্দাদের কৈফিয়ত নেয়ার তাঁর অবকাশই মিলছে না; বরং এর প্রকৃত মর্ম হচ্ছে—আল্লাহ তাআলা এজন্যে এক সময়সূচী নির্দিষ্ট করে রেখেছেন যে অনুসারে মানুষ ও জ্বিনের শেষ বিচারের সময় এখনো আসেনি।

৯. 'যমীন' ও 'আসমান'-এর অর্থ বিশ্বজগত বা অন্য কথায় আল্লাহর উলুহিয়াত আয়াতের মর্ম হচ্ছে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়া তোমাদের সাধ্যে নেই। আল্লাহর যে বিচারের সংবাদ তোমাদের দেয়া হচ্ছে তার সময় এলে তোমরা যেখানেই যে অবস্থায় থাক না কেন, তোমাদেরকে ধৃত করে আনা হবে। এ পাকড়াও থেকে রক্ষা পেতে হলে তোমাদেরকে আল্লাহর উলুহিয়াত থেকে পালিয়ে যেতে হবে, কিন্তু সে ক্ষমতা তোমাদের নেই। যদি নিজেদের মনে এরূপ শক্তির দম্ভ তোমাদের থাকে, তবে নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করে একবার দেখ না !

১০. আসমান বিদীর্ণ হওয়ার অর্থ আকাশের বন্ধন খুলে যাওয়া, বিশ্ব শৃঙ্খলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া, নক্ষত্র ও গ্রহসমূহের বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া।

٤٢ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৪২. সেই সময় তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে ?

٤٣ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ○

৪৩. সেই (সময় বলা হবে) এতো সেই জাহান্নাম অপরাধীরা যা মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করতো।

٤٤ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ○

৪৪. তারা ঐ জাহান্নাম ও ফুটন্ত টগবগে পানির উৎসের মধ্যে যাতায়াত করতে থাকবে।

٤٥ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৪৫. তারপরেও তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে ?

রুকূ ঃ ৩

٤٦ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ○

৪৬. আর যারা তাদের রবের সামনে হাজির হওয়ার ব্যাপারে ভয় পায় তাদের প্রত্যেকের[১১] জন্য আছে দুটি করে বাগান।

٤٧ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৪৭. তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে ?

٤٨ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ○

৪৮. তরুতাজা লতাপাতা ও ডালপালায় ভরা।

٤٩ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৪৯. তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে ?

٥٠ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ○

৫০. উভয় বাগানে দুটি ঝর্ণা প্রবাহিত থাকবে।

٥١ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৫১. তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে ?

٥٢ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ○

৫২. উভয় বাগানের প্রতিটি ফলই হবে দু রকমের।[১২]

٥٣ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৫৩. তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে ?

٥٤ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ○

৫৪. জান্নাতের বাসিন্দারা এমন সব ফরাশের ওপর হেলান দিয়ে বসবে যার আবরণ হবে পুরু রেশমের এবং বাগানের ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা ফলভারে নুয়ে পড়তে থাকবে।

٥٥ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৫৫. তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে ?

১১. যে দুনিয়াতে ভয় করে জীবনযাপন করেছে এবং এ বুঝে কাজ করেছে যে, একদিন আমাকে নিজের প্রভুর সামনে দাঁড়াতে এবং নিজের কাজের হিসাব দান করতে হবে।

১২. এর এক অর্থ হতে পারে ঃ দুটি উদ্যানের ফলের প্রকৃতি অনন্য হবে। একটি উদ্যানে গেলে দেখা যাবে শাখা-প্রশাখা এক প্রকৃতির ফলভারে ভারাক্রান্ত, তো দ্বিতীয় উদ্যানে গেলে দেখা যাবে তার ফলের প্রকৃতি ভিন্নরূপ। দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, উভয় উদ্যানের প্রত্যেকটিতে এক প্রকারের ফল থাকবে যা পরিচিত, দুনিয়াতে সে ফল জানা ছিল, স্বাদে তা পার্থিব ফল থেকে যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন এবং দ্বিতীয় প্রকার ফল হবে অসাধারণ, দুনিয়াতে যা কখনো তাদের স্বপ্নে এবং কল্পনায়ও দেখা দেয়নি।

৫৬. এসব নিয়ামতের মধ্যে থাকবে লজ্জাবনত[13] চক্ষু বিশিষ্টা ললনারা যাদেরকে এসব জান্নাতবাসীদের আগে কোনো মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি।[14]

৫৭. তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে ?

৫৮. এমন সুদর্শনা, যেমন হীরা এবং মুক্তা।

৫৯. তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে ?

৬০. সদাচারের প্রতিদান সদাচার ছাড়া আর কি হতে পারে ?

৬১. হে জিন ও মানুষ, এরপরও তোমরা তোমাদের রবের মহত গুণাবলীর কোন্ কোন্টি অস্বীকার করবে ?

৬২. এ দুটি বাগান ছাড়া আরো দুটি বাগান থাকবে।[15]

৬৩. তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে ?

৬৪. নিবিড়, শ্যামল-সবুজ ও তরুতাজা বাগান।

৬৫. তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে।

৬৬. উভয় বাগানের মধ্যে দুটি ঝর্ণাধারা ফোয়ারার মতো উৎক্ষিপ্ত হতে থাকবে।

৬৭. তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে।

৬৮. সেখানে থাকবে প্রচুর পরিমাণে ফল, খেজুর ও আনার।

৬৯. তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে ?

৭০. এসব নিয়ামতের মধ্যে থাকবে সচ্চরিত্রের অধিকারীণী সুন্দরী স্ত্রীগণ।

৭১. তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে ?

(٥٦) فِيهِنَّ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝

(٥٧) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

(٥٨) كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۝

(٥٩) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

(٦٠) هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَٰنُ ۝

(٦١) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

(٦٢) وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ۝

(٦٣) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

(٦٤) مُدْهَآمَّتَانِ ۝

(٦٥) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

(٦٦) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ۝

(٦٧) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

(٦٨) فِيهِمَا فَٰكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ۝

(٦٩) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

(٧٠) فِيهِنَّ خَيْرَٰتٌ حِسَانٌ ۝

(٧١) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

১৩. নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য হচ্ছে বে-সরম ও প্রগলভ না হওয়া—তার চক্ষুতে লজ্জা থাকা। এ কারণে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের নেয়ামতসমূহের মধ্যে নারীর উল্লেখ করতে গিয়ে সর্বপ্রথম তার রূপ ও সৌন্দর্যের নয় বরং তার লজ্জাশীলতা ও সতীত্বের প্রশংসা করেছেন। রূপবতী নারীগণ তো যৌথ ক্লাবে ও সিনেমা স্টুডিওতেও জমা হতে পারে এবং রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় তো বেছে বেছে এক এক করে রূপবতী নারীদের নিয়ে আসা হয় ; কিন্তু কু-রুচি ও কু-স্বভাব বিশিষ্ট লোকেরাই মাত্র তাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে পারে। সে রূপ ও সৌন্দর্য কোনো সম্ভ্রমশীল মানুষের চিত্ত আকৃষ্ট করতে পারে না যা প্রতিটি কু-দৃষ্টিকে দৃষ্টিপাতের আমন্ত্রণ জানায় ও প্রতিটি অঙ্গের শোভা বর্ধন করতে প্রস্তুত।

১৪. এর থেকে জানা গেল জান্নাতে সৎ মানুষদের ন্যায় সৎ জিনও প্রবেশ করবে। মানুষের জন্যে মানবী স্ত্রীলোক ও জিনদের জন্যে থাকবে জিন জাতীয় নারী এবং আল্লাহর কুদরতে (শক্তি মহিমায়) সকলকে কুমারী করে দেয়া হবে।

১৫. সম্ভবত প্রথম দুই উদ্যান বাসস্থান ও দ্বিতীয় দুই উদ্যান প্রমোদ ক্ষেত্র হবে।

حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِى ٱلْخِيَامِ ﴿٧٢﴾

৭২. তাঁবুতে অবস্থানরত হুরগণ।[১৬]

فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾

৭৩. তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে ?

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾

৭৪. এসব জান্নাতবাসীদের পূর্বে কখনো কোনো মানুষ বা জিন তাদের স্পর্শও করেনি।

فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾

৭৫. তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে।

مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

৭৬. ঐসব জান্নাতবাসী সবুজ গালিচা ও সূক্ষ্ম পরিমার্জিত অনুপম ফরাশের ওপর হেলান দিয়ে বসবে।

فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾

৭৭. তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে।

تَبَٰرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

৭৮. তোমার মহিমান্বিত ও দাতা রবের নাম অত্যন্ত কল্যাণময়।

১৬. তাঁবুর মর্ম সম্ভবতঃ সেই রকমের শিবির রাজ-রাজন্যদের জন্য যা ভ্রমণ স্থলে স্থাপন করা হয়। ভ্রমণ ক্ষেত্র গুলোর স্থানে স্থানে তাঁবু স্থাপিত থাকবে, যেখানে হুরগণ (পবিত্র স্বর্গীয় রমণীগণ) তাঁদের ভোগ ও আনন্দ বর্ধনের উপকরণ স্বরূপ অবস্থান করবে।

সূরা আল ওয়াকি'আ

৫৬

নামকরণ

সূরার সর্বপ্রথম আয়াতে اَلْوَاقِعَةُ শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস সূরাসমূহ নাযিলের যে পরম্পরা বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি বলেছেন ঃ প্রথমে সূরা ত্বাহা নাযিল হয়, তারপর আল ওয়াকি'আ এবং তারও পরে আশ শু'আরা (الاتقان للسيوطى)। ইকরিমাও এ পরম্পরা বর্ণনা করেছেন (بيهقى دلائل النبوة)।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাক থেকে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা থেকেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। কাহিনীতে বলা হয়েছে, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তাঁর বোনের ঘরে প্রবেশ করলেন তখন সূরা ত্বাহা তেলাওয়াত করা হচ্ছিল। তাঁর উপস্থিতির আভাস পেয়ে সবাই কুরআনের আয়াত লিখিত পাতাসমূহ লুকিয়ে ফেললো। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমেই ভগ্নিপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু তাকে রক্ষা করার জন্য বোন এগিয়ে আসলে তাকেও এমন প্রহার করলেন যে, তাঁর মাথা ফেটে গেল। বোনের শরীর থেকে রক্ত ঝরতে দেখে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তিনি বললেন, তোমরা যে সহীফা লুকিয়েছো তা আমাকে দেখাও। তাতে কি লেখা আছে দেখতে চাই। তাঁর বোন বললেন, শিরকে লিপ্ত থাকার কারণে আপনি অপবিত্র وانه لايمسها الا الطاهر "কেবল পবিত্র লোকেরাই ঐ সহীফা হাতে নিতে পারে।" একথা শুনে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু গিয়ে গোসল করলেন এবং তারপর সহীফা নিয়ে পাঠ করলেন। এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তখন সূরা ওয়াকি'আ নাযিল হয়েছিল। কারণ ঐ সূরার মধ্যেই لَايَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ আয়াতাংশ আছে। আর একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাবশায় হিজরতের পর নবুওয়াতের ৫ম বছরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে আখেরাত, তওহীদ ও কুরআন সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের সন্দেহ-সংশয়ের প্রতিবাদ। একদিন যে কিয়ামত হবে, পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের সমস্ত ব্যবস্থা ধ্বংস ও লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। তারপর সমস্ত মৃত মানুষকে পুনরায় জীবিত করে তাদের হিসেব-নিকেশ নেয়া হবে এবং সৎকর্মশীল মানুষদেরকে জান্নাতের বাগানসমূহে রাখা হবে আর গোনাহগারদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে—এসব কথাকে তারা সর্বাধিক অবিশ্বাস্য বলে মনে করতো। তারা বলতো ঃ এসব কল্পনা মাত্র। এসব বাস্তবে সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। এর জবাবে আল্লাহ বলছেন ঃ এ ঘটনা প্রকৃতই যখন সংঘটিত হবে তখন এসব মিথ্যা কথকদের কেউ-ই বলবে না যে, তা সংঘটিত হয়নি তার আগমন রুখে দেয়ার কিংবা তার বাস্তবতাকে অবাস্তব বানিয়ে দেয়ার সাধ্যও কারো হবে না। সে সময় সমস্ত মানুষ অনিবার্যরূপে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক, সাবেকীন বা অগ্রগামীদের শ্রেণী। দুই, সালেহীন বা সাধারণ নেক্‌কারদের শ্রেণী এবং তিন, সেইসব মানুষ যারা আখেরাতকে অস্বীকার করতো এবং আমৃত্যু কুফরী, শিরক ও কবীরা গোনাহর ওপর অবিচল ছিল। এ তিনটি শ্রেণীর সাথে যে আচরণ করা হবে ৭ থেকে ৫৬ আয়াত পর্যন্ত তা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

এরপর ৫৭ থেকে ৭৪ আয়াত পর্যন্ত তওহীদ ও আখেরাত—ইসলামের এ দুটি মৌলিক আকীদার সত্যতা সম্পর্কে পর পর যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এ দুটি বিষয়কেই কাফেররা অস্বীকার করে আসছিল। এ ক্ষেত্রে যুক্তি-প্রমাণ হিসেবে পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে মানুষকে তার নিজের সত্তার প্রতি, যে খাবার সে খায় সে খাবারের প্রতি, যে পানি সে পান করে সে পানির প্রতি এবং যে আগুনের সাহায্যে সে নিজের খাবার তৈরি করে সে আগুনের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাকে এ প্রশ্নটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে যে, যে আল্লাহর সৃষ্টি করার কারণে তুমি সৃষ্টি হয়েছো যার দেয়া জীবন যাপনের সামগ্রীতে তুমি প্রতিপালিত হচ্ছো, তাঁর মুকাবিলায় তুমি স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী হওয়ার কিংবা তাঁকে ছাড়া

অন্য কারো দাসত্ব করার কি অধিকার তোমার আছে? তাঁর সম্পর্কে তুমি এ ধারণা করে বসলে কি করে যে, তিনি একবার তোমাকে অস্তিত্ব দান করার পর এমন অক্ষম ও অথর্ব হয়ে পড়েছেন যে, পুনরায় তোমাকে অস্তিত্ব দান করতে চাইলেও তা পারবেন না?

তারপর ৭৫ থেকে ৮২ আয়াত পর্যন্ত কুরআন সম্পর্কে তাদের নানা রকম সন্দেহ-সংশয় নিরসন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে এ উপলব্ধি সৃষ্টিরও চেষ্টা করা হয়েছে যে, হতভাগারা তোমাদের কাছে এ তো এক বিরাট নিয়ামত এসেছে। অথচ এ নিয়ামতের সাথে তোমাদের আচরণ হলো, তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করছো এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তার প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই করছো না। কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে দুটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে অনুপম যুক্তি পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি কুরআন নিয়ে কেউ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখে তাহলে তার মধ্যেও ঠিক তেমনি মযবুত ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা দেখতে পাবে যেমন মযবুত ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা আছে মহাবিশ্বের তারকা ও গ্রহরাজির মধ্যে। আর এসব একথাই প্রমাণ করে যে, যিনি এ মহাবিশ্বের নিয়ম-শৃংখলা ও বিধান সৃষ্টি করেছেন কুরআনের রচয়িতাও তিনিই। তারপর কাফেরদের বলা হয়েছে, এ গ্রন্থ সেই ভাগ্যলিপিতে উৎকীর্ণ আছে যা সমস্ত সৃষ্টির নাগালের বাইরে। তোমরা মনে করো শয়তান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ গ্রন্থের কথাগুলো নিয়ে আসে। অথচ 'লাওহে মাহফুজ' থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যে মাধ্যমে এ কুরআন পৌঁছায় তাতে পবিত্র আত্মা ফেরেশতারা ছাড়া আর কারো সামান্যতম হাতও থাকে না।

সর্বশেষে মানুষকে বলা হয়েছে, তুমি যতই গর্ব ও অহংকার করো না কেন এবং নিজের স্বেচ্ছাচারিতার অহমিকায় বাস্তব সম্পর্কে যতই অন্ধ হয়ে থাক না কেন, মৃত্যুর মুহূর্তটি তোমার চোখ খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। সে সময় তুমি একান্তই অসহায় হয়ে পড়ো। নিজের পিতা-মাতাকে বাঁচাতে পার না। নিজের সন্তান-সন্ততিকে বাঁচাতে পার না। নিজের পীর ও মুর্শিদ এবং অতি প্রিয় নেতাদেরকে বাঁচাতে পার না। সবাই তোমার চোখের সামনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আর তুমি অসহায়ের মতো দেখতে থাক। তোমার ওপরে যদি কোনো উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী ও শাসক না-ই থেকে থাকে এবং পৃথিবীতে কেবল তুমিই থেকে থাক, কোনো আল্লাহ না থেকে থাকে, তোমার এ ধারণা যদি ঠিক হয় তাহলে কোনো মৃত্যুপথযাত্রীর বেরিয়ে যাওয়া প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পার না কেন? এ ব্যাপারে তুমি যেমন অসহায় ঠিক তেমনি আল্লাহর সামনে জবাবদিহি এবং তার প্রতিদান ও শাস্তি প্রতিহত করাও তোমার সাধ্যের বাইরে। তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর, মৃত্যুর পর প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকে তার পরিণাম অবশ্যই ভোগ করতে হবে। "মুকাররাবীন" বা নৈকট্য লাভকারীদের অন্তরভুক্ত হলে 'মুকাররাবীনদের' পরিণাম ভোগ করবে। 'সালেহীন' বা সৎকর্মশীল হলে সালেহীনদের পরিণাম ভোগ করবে এবং অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টদের অন্তরভুক্ত হলে সেই পরিণাম লাভ করবে যা এ ধরনের পাপীদের জন্য নির্ধারিত আছে।

❒

আয়াত-৯৬ ৫৬-সূরা আল ওয়াকিয়া-মাক্কী রুকূ'-৩

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
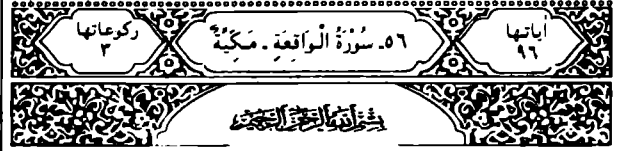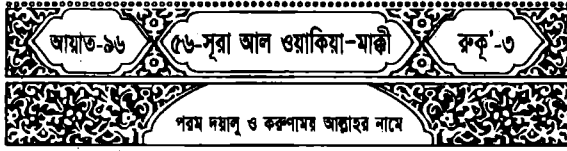
১. যখন সেই মহা ঘটনা সংঘটিত হবে

২. তখন তার সংঘটিত হওয়াকে কেউ-ই মিথ্যা বলতে পারবে না।

৩. তা হবে উলট-পালটকারী মহা প্রলয়।

৪. পৃথিবীকে সে সময় অকস্মাৎ ভীষণভাবে আলোড়িত করা হবে।[১]

৫. এবং পাহাড়কে এমন টুকরো টুকরো করে দেয়া হবে

৬. যে তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে।

৭. সে সময় তোমরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।

৮. ডান দিকের লোক। ডান দিকের লোকদের (সৌভাগ্যের) কথা আর কতটা বলা যাবে।

৯. বাম দিকের লোক। বাম দিকের লোকদের (দুর্ভাগ্যের) পরিণতি আর কি বলা যাবে।

১০. আর অগ্রগামীরা তো অগ্রগামীই।

১১. তারাই তো নৈকট্য লাভকারী।

১২. তারা নিয়ামতে ভরা জান্নাতে থাকবে।

১৩. পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে বেশী

১৪. এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে কম।

১৫-১৬. তারা মণিমুক্তা খচিত আসনসমূহে হেলান দিয়ে সামনা সামনি বসবে।

① إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝

② لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝

③ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝

④ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ۝

⑤ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝

⑥ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ۝

⑦ وَّكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۝

⑧ فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝

⑨ وَأَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۝

⑩ وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۝

⑪ أُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

⑫ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝

⑬ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ۝

⑭ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۝

⑮ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۝

⑯ مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ۝

১. অর্থাৎ তা কোনো স্থানীয় ভূমিকম্প হবে না, বরং সমগ্র পৃথিবী একই সময়ে কম্পিত হবে।

১৭-১৮. তাদের মজলিসে চির কিশোররা[২] বহমান ঝর্ণার সুরায় ভরা পান পাত্র, হাতল বিশিষ্ট সুরা পাত্র এবং হাতলবিহীন বড় সুরা পাত্র নিয়ে সদা ব্যস্ত থাকবে

১৯.—যা পান করে মাথা ঘুরবে না কিংবা বুদ্ধিবিবেক লোপ পাবে না।

২০. তারা তাদের সামনে নানা রকমের সুস্বাদু ফল পরিবেশন করবে যাতে পসন্দ মতো বেছে নিতে পারে।

২১. পাখির গোশত পরিবেশন করবে, যে পাখির গোশত ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে।

২২. তাদের জন্য থাকবে সুনয়না হুর

২৩. এমন অনুপম সুন্দরী যেন লুকিয়ে রাখা মুক্তা।

২৪. দুনিয়াতে তারা যেসব কাজ করেছে তার প্রতিদান হিসেবে এসব লাভ করবে।

২৫. সেখানে তারা কোনো অর্থহীন বা গোনাহর কথা শুনতে পাবে না।

২৬. বরং যে কথাই শুনবে তা হবে যথাযথ ও ঠিকঠাক।

২৭. আর ডান দিকের লোকেরা। ডান দিকের লোকদের সৌভাগ্যের কথা আর কতটা বলা যাবে।

২৮. তারা কাঁটাহীন কুল গাছের কুল,[৩]

২৯. থরে বিথরে সজ্জিত কলা,

৩০. দীর্ঘ বিস্তৃত ছায়া,

৩১. সদা বহমান পানি,

৩২-৩৩. অবাধ লভ্য অনিশেষ যোগ্য প্রচুর ফলমূল

৩৪. এবং সুউচ্চ আসনসমূহে অবস্থান করবে।

৩৫. তাদের স্ত্রীদেরকে আমি বিশেষভাবে নতুন করে সৃষ্টি করবো

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۝١٧

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ ۙ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ۝١٨

لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۝١٩

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۝٢٠

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۝٢١

وَحُورٌ عِينٌ ۝٢٢

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۝٢٣

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝٢٤

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۝٢٥

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ۝٢٦

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۙ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۝٢٧

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۝٢٨

وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۝٢٩

وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ۝٣٠

وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۝٣١

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۝٣٢

لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۝٣٣

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۝٣٤

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ۝٣٥

২. এর মর্ম এরূপ বালক যারা চিরদিন বালকই থাকবে। তাদের বয়স চিরস্থায়ীভাবে একই অবস্থায় থাকবে।

৩. অর্থাৎ এরূপ বদরী যার গাছে কাটা থাকবে না। বদরী যতটা উৎকৃষ্ট হয় তার গাছে কাটাও কম হয়। এ কারণে জান্নাতের বদরী ফলের এ বলে প্রশংসা করা হয়েছে যে, তার গাছে কাটা আদৌ থাকবে না এরূপ উৎকৃষ্ট ধরনের ফল হবে, যা দুনিয়াতে পাওয়া যেতে পারে না।

৩৬. এবং কুমারী বানিয়ে দেব।

فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ۟

৩৭. তারা হবে নিজের স্বামীর প্রতি আসক্ত ও তাদের সমবয়স্কা।

عُرُبًا اَتْرَابًا ۟

৩৮. এসব হবে ডান দিকের লোকদের জন্য।

لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۟

৩৯. তাদের সংখ্যা পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকেও হবে অনেক

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۟

৪০. এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকেও হবে অনেক।

وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۟

৪১. বাঁ দিকের লোক। বাঁ দিকের লোকদের দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলা যাবে।

وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۥ مَاۤ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۟

৪২. তারা লু হাওয়ার হলকা, ফুটন্ত পানি

فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ۟

৪৩. এবং কালো ধোঁয়ার ছায়ার নীচে থাকবে।

وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ۟

৪৪. তা না হবে ঠাণ্ডা না হবে আরামদায়ক।

لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ۟

৪৫. এরা সেসব লোক যারা এ পরিণতি লাভের পূর্বে সুখী ছিল

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ۟

৪৬. এবং বার বার বড় বড় গোনাহ করতো।

وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ۟

৪৭. বলতো ঃ আমরা যখন মরে মাটিতে মিশে যাবো এবং নিরেট হাড্ডি অবশিষ্ট থাকবে তখন কি আমাদেরকে জীবিত করে তোলা হবে ?

وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۥ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۟

৪৮. আমাদের বাপ দাদাদেরকেও কি উঠানো হবে যারা ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে ?

اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ۟

৪৯. হে নবী! এদের বলে দাও,

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۟

৫০. নিশ্চিতভাবেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের সব মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করা হবে। সে জন্য সময় নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।

لَمَجْمُوْعُوْنَ ۥ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۟

৫১. তারপর হে পথভ্রষ্ট ও অস্বীকারকারীরা

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۟

৫২. তোমাদেরকে 'যাককুম' বৃক্ষজাত খাদ্য খেতে হবে।

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۟

৫৩. তোমরা ঐ খাদ্য দিয়েই পেট পূর্ণ করবে

فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۟

৫৪-৫৫. এবং তাঁর পরই পিপাসার্ত উটের মতো ফুটন্ত পানি পান করবে।

৫৬. প্রতিদান দিবসে বাঁ দিকের লোকদের আপ্যায়নের উপকরণ।

৫৭. আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি। এরপরও কেন তোমরা মানছো না ?[৪]

৫৮. তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যে শুক্র তোমরা নিক্ষেপ করো।

৫৯. তা দ্বারা সন্তান সৃষ্টি তোমরা করো, না তার স্রষ্টা আমি ?

৬০. আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যুকে বণ্টন করেছি। তোমাদের আকার আকৃতি পাল্টে দিতে

৬১. এবং তোমাদের অজানা কোনো আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করতে আমি অক্ষম নই।

৬২. নিজেদের প্রথমবার সৃষ্টি সম্পর্কে তোমরা জান। তবুও কেন শিক্ষা গ্রহণ করো না।

৬৩. তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যে বীজ তোমরা বপন করে থাকো

৬৪. তা থেকে ফসল উৎপন্ন তোমরা করো, না আমি ?

৬৫. আমি চাইলে এসব ফসলকে দানাবিহীন ভূষি বানিয়ে দিতে পারি। তখন তোমরা নানা রকমের কথা বলতে থাকবে।

৬৬. বলবে, আমাদেরকে তো উল্টা জরিমানা দিতে হলো।

৬৭. আমাদের ভাগ্যটাই মন্দ।

৬৮. তোমরা কি চোখ মেলে কখনো দেখেছো, যে পানি তোমরা পান করো

৬৯. মেঘ থেকে তা তোমরা বর্ষণ করো, না তার বর্ষণকারী আমি ?

٥٤ فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۝

٥٥ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۝

٥٦ هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝

٥٧ نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ۝

٥٨ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ۝

٥٩ ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ أَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ۝

٦٠ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۝

٦١ عَلٰٓى أَنْ نُّبَدِّلَ أَمْثٰلَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

٦٢ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

٦٣ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ۝

٦٤ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ أَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ۝

٦٥ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ۝

٦٦ إِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ۝

٦٧ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝

٦٨ أَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ۝

٦٩ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۝

৪. অর্থাৎ একথার সত্যতা স্বীকার যে, আমিই তোমাদের প্রতিপালক, প্রভু ও উপাস্য এবং আমি তোমাদের দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করতে সক্ষম।

٧٠ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ○

৭০. আমি চাইলে তা লবণাক্ত বানিয়ে দিতে পারি। তা সত্ত্বেও তোমরা শোকরগোযার হও না কেন ?

٧١ اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ○

৭১. তোমরা কি কখনো লক্ষ করেছো, এই যে আগুন তোমরা জ্বালাও

٧٢ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ○

৭২. তার গাছ তোমরা সৃষ্টি করো, না তার সৃষ্টিকর্তা আমি ?[৫]

٧٣ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ○

৭৩. আমি সেটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার উপকরণ এবং মুখাপেক্ষীদের জন্য জীবনোপকরণ বানিয়েছি।

٧٤ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ○

৭৪. অতএব হে নবী! তোমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করো।[৬]

٧٥ فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ○

৭৫. অতএব না,[৭] আমি শপথ করছি তারকাসমূহের ভ্রমণ পথের।

রুকূ' ঃ ৩

٧٦ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ○

৭৬. এটা এক অতি বড় শপথ যদি তোমরা বুঝতে পার।

٧٧ اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ○

৭৭. এ তো মহা সম্মানিত কুরআন।[৮]

٧٨ فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ○

৭৮. একখানা সুরক্ষিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ।

٧٩ لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ○

৭৯. পবিত্র সত্তাগণ ছাড়া আর কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না।[৯]

٨٠ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৮০. এটা বিশ্ব-জাহানের রবের নাযিলকৃত।

٨١ اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ○

৮১. এরপরও কি তোমরা এ বাণীর প্রতি উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করছো ?

٨٢ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ○

৮২. এ নিয়ামতে তোমরা নিজেদের অংশ রেখেছো এই যে, তোমরা তা অস্বীকার করছো ?

---

৫. অর্থাৎ যেসব গাছের কাঠ থেকে তোমরা আগুন জ্বালাও সেসব তোমরা সৃষ্টি করেছ না আমি ?

৬. অর্থাৎ তার পুণ্য নাম উল্লেখে একথা ব্যক্ত ও ঘোষণা করা যে, কাফের ও মুশরিকরা তার প্রতি যাকিছু আরোপ করে এবং কুফর ও শিরকের প্রতিটি ধারণা বিশ্বাসের এবং পরকাল অবিশ্বাসীদের প্রতিটি যুক্তিধারার মধ্যে যা কিছু অন্তর্নিহিত থাকে তিনি সে সবকিছু দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

৭. অর্থাৎ কথা তা নয় যা তোমরা বুঝেছ। এখানে কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে শপথ করার পূর্বে 'না'—এ শব্দের ব্যবহার দ্বারা স্বতঃই প্রকাশ পাচ্ছে যে—লোকে এ পবিত্র গ্রন্থ সম্পর্কে এমন কিছু মনগড়া কথা রটাচ্ছিল যা খণ্ডনের জন্যে এ শপথ করা হচ্ছে।

৮. নক্ষত্র ও গ্রহদের 'মওআকে'র অর্থ ঃ তাদের অবস্থানস্থল ; তাদের অবস্থান পর্যায় এবং তাদের কক্ষপথগুলো এবং কুরআনের উচ্চমর্যাদা বিশিষ্ট গ্রন্থ হওয়া সম্পর্কে এ শপথ করার অর্থ ঃ উর্ধ জগতে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর শৃঙ্খলা ব্যবস্থা যেরূপ দৃঢ় ও অটল সেরূপ অটল ও দৃঢ় এ বাণীও ! যে আল্লাহ এ শৃঙ্খলা ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন তিনি এ বাণীও অবতীর্ণ করেছেন।

৯. অর্থাৎ বাণী পবিত্রাত্মা ফেরেশতাদের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে শয়তানদের কোনো অধিকার নেই।

(٨٣) فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ۙ○

(٨٤) وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ۙ○

(٨٥) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ○

(٨٦) فَلَوْلَآ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ۙ○

(٨٧) تَرْجِعُوْنَهَآ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٨٨) فَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۙ○

(٨٩) فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ○

(٩٠) وَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۙ○

(٩١) فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ○

(٩٢) وَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ۙ○

(٩٣) فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ۙ○

(٩٤) وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ○

(٩٥) إِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ۚ○

(٩٦) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۚ○

৮৩-৮৭. তোমরা যদি কারো অধীন না হয়ে থাকো এবং নিজেদের এ ধারণার ব্যাপারে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে মৃত্যুপথ যাত্রীর প্রাণ যখন কণ্ঠনালীতে উপনীত হয় এবং তোমরা নিজ চোখে দেখতে পাও যে, সে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে সে সময় তোমরা বিদায়ী প্রাণবায়ুকে ফিরিয়ে আন না কেন ? সে সময় তোমাদের চেয়ে আমিই তার অধিকতর নিকটে থাকি। কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।

৮৮. মৃত সেই ব্যক্তি যদি মুকাররাবীনদের কেউ হয়ে থাকে

৮৯. তাহলে তার জন্য রয়েছে আরাম-আয়েশ, উত্তম রিযিক এবং নিয়ামতে ভরা জান্নাত।

৯০. আর সে যদি ডান দিকের লোক হয়ে থাকে

৯১. তাহলে তাকে সাদর অভিনন্দন জানানো হয় এভাবে যে, তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক তুমি ডান দিকের লোকদের মধ্যে গণ্য।

৯২. আর সে যদি অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টদের কেউ হয়ে থাকে

৯৩. তাহলে তার সমাদরের জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পানি

৯৪. এবং জাহান্নামে ঠেলে দেয়ার ব্যবস্থা।

৯৫. এ সবকিছুই অকাট্য সত্য।

৯৬. অতএব, হে নবী! আপনার মহান রবের নামের তাসবীহ তথা পবিত্রতা ঘোষণা করুন।[১০]

১০. এ নির্দেশ অনুযায়ী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকূ'তে 'সুবহানা রাব্বিআল আযীম"-বলার নির্দেশ দিয়েছেন।

সূরা আল হাদীদ

৫৭

নামকরণ

সূরার ২৫ আয়াতের وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ বাক্যাংশ থেকে নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সর্বসম্মত মতে এটি মদীনায় অবতীর্ণ সূরা। এ সূরার বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয় সম্ভবত উহুদ যুদ্ধ ও হুদাইবিয়ার সন্ধির মধ্যবর্তী কোনো এক সময় এ সূরা নাযিল হয়েছে। এটা সে সময়ের কথা যখন কাফেররা চারদিক থেকে ক্ষুদ্র এ ইসলামী রাষ্ট্রটিকে তাদের আক্রমণের লক্ষস্থল বানিয়েছিল এবং ঈমানদারদের ক্ষুদ্র একটি দল অত্যন্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় সমগ্র আরবের শক্তির মুকাবিলা করে যাচ্ছিলেন। এ পরিস্থিতিতে ইসলাম তার অনুসারীদের কাছে শুধু জীবনের কুরবানীই চাচ্ছিলো না বরং সম্পদের কুরবানীর প্রয়োজনীয়তাও একান্তভাবে উপলব্ধি করছিল। এ ধরনের কুরবানী পেশ করার জন্য এ সূরায় অত্যন্ত জোরালো আবেদন জানানো হয়েছে। সূরার ১০ আয়াত এ অনুমানকে আরো জোরালো করছে। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের দলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যারা বিজয়ের পরে নিজেদের অর্থ-সম্পদ খরচ করবে এবং আল্লাহর পথে লড়াই করবে তারা কখনো ঐসব লোকের সমমর্যাদা সম্পন্ন হতে পারবে না যারা বিজয় লাভের পূর্বে জান ও মালের কুরবানী পেশ করবে। ইবনে মারদুইয়া কর্তৃক উদ্ধৃত হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস একথাই সমর্থন করে। তিনি أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ কুরআন নাযিলের শুরু থেকে ১৭ বছর পর ঈমানদারদের আলোড়নকারী এ আয়াতটি নাযিল হয়। এ হিসেব অনুসারে এর নাযিল হওয়ার সময় চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরী সনের মধ্যবর্তী সময়ই এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল বলে নির্ধারিত হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার উপদেশ দান। যখন আরব জাহেলিয়াতের সাথে ইসলামের সিদ্ধান্তকর সংগ্রাম চলছিল, ইসলামের ইতিহাসের সে সংকটকালে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে আর্থিক কুরবানীর জন্য প্রস্তুত করা এবং ঈমান যে শুধু মৌখিক স্বীকৃতি ও বাহ্যিক কিছু কাজকর্মের নাম নয় বরং আল্লাহ ও তার রসূলের জন্য একনিষ্ঠ হওয়াই তার মূল চেতনা ও প্রেরণা, একথা তাদের মনে বদ্ধমূল করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ সূরা নাযিল করা হয়েছিল। যে ব্যক্তির মধ্যে এ চেতনা ও প্রেরণা অনুপস্থিত এবং আল্লাহ ও তার দীনের মুকাবিলায় নিজের প্রাণ, সম্পদ ও স্বার্থকে অধিকতর ভালবাসে তার ঈমানের দাবী অন্তসার শূন্য। আল্লাহর কাছে এ ধরনের ঈমানের কোনো মূল্য ও মর্যাদা নেই।

এ উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যাতে শ্রোতারা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, কোনো মহান সত্তার পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বোধন করা হচ্ছে। তারপর নিম্নের বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে পেশ করা হয়েছে।

ঈমানের অনিবার্য দাবী হচ্ছে, ব্যক্তি যেন আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে গড়িমসি ও টালবাহানা না করে। এ ধরনের কাজ শুধু ঈমানের পরিপন্থীই নয়, বাস্তবতার বিচারেও ভুল। কেননা, এসব অর্থ-সম্পদ মূলত আল্লাহ তাআলারই অর্থ-সম্পদ। তোমাদেরকে খলিফা হিসেবে তা ব্যবহার করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এ অর্থ-সম্পদই কাল অন্যদের হাতে ছিল, আজ তোমাদের হাতে আছে এবং ভবিষ্যতে অন্য কারো হাতে চলে যাবে। শেষ মেশ তা বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসের মালিক আল্লাহর কাছেই থেকে যাবে। এ সম্পদের কোনো অংশ তোমাদের কাজে লাগলে কেবল সেই অংশই লাগতে পারে যা তোমাদের অধিকারে থাকা কালে তোমরা আল্লাহর কাজে ব্যয় করবে।

আল্লাহর পথে জান ও মালের কুরবানী পেশ করা যদিও সর্বাবস্থায়ই সম্মানজনক কাজ। কিন্তু এসব ত্যাগ ও কুরবানীর মূল্য ও মর্যাদা অবস্থার নাজুকতা দিয়ে নিরূপিত হয়। এমন সময়ও আসে যখন কুফরী শক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে এবং সর্বক্ষণ এমন একটা আশংকা বিদ্যমান থাকে যে, কুফরীর সাথে সংঘাতে ইসলাম হয়তো পরাভূত হয়ে পড়বে। আবার এমন একটা সময়ও আসে যখন কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বে শক্তির ভারসাম্য ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ন্যায় ও সত্যের দুশমনদের মুকাবিলায় ঈমানের অনুসারীরা বিজয়লাভ করতে থাকে। গুরুত্বের দিক দিয়ে এ দুটি পরিস্থিতি সমান নয়। তাই এ ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যে

ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করা হয় মূল্যের দিক দিয়ে তাও সমান নয়। ইসলাম যখন দুর্বল তখন তাকে সমুন্নত ও বিজয়ী করার জন্য যারা প্রাণপণ চেষ্টা -সাধনা ও অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে ইসলামের বিজয় যুগে তার বিস্তার ও প্রসারের জন্য যারা প্রাণ ও সম্পদ অকাতরে ব্যয় করবে তারা তাদের সমমর্যাদা লাভ করতে পারবে না।

ন্যায় ও সত্যের পথে যতটা সম্পদ ব্যয় করা হবে আল্লাহর কাছে তা ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। আর আল্লাহ ঐ সম্পদকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন শুধু তাই নয় নিজের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত পুরস্কারও দান করবেন।

আখেরাতে সেসব ঈমানদার কেবল নূর লাভ করবে যারা আল্লাহর পথে তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে। মুনাফিকরা যারা দুনিয়াতে নিজেদের স্বার্থই কেবল রক্ষা করেছে এবং ন্যায় ও সত্য বিজয়ী হচ্ছে, না বাতিল বিজয়ী হচ্ছে তার কোনো পরোয়াই করেনি। দুনিয়ার এ জীবনে তারা ঈমানদারদের সাথেই মিলে মিশে থাকলেও আখেরাতে তাদেরকে ঈমানদারদের থেকে আলাদা করে দেয়া হবে। তারা 'নূর' থেকে বঞ্চিত হবে এবং কাফেরদের সাথে তাদের হাশর হবে।

যেসব আহলে কিতাবের গোটা জীবন দুনিয়া পূজায় অতিবাহিত হয়েছে এবং যাদের মন দীর্ঘদিনের গাফলতি ও অমনোযোগিতার কারণে পাথরের ন্যায় কঠোর হয়ে গেছে মুসলমানদের তাদের মতো হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। সে কেমন ঈমানদার আল্লাহর কথা শুনে যার হৃদয়মন বিগলিত হয় না এবং তাঁর নাযিলকৃত সত্য বিধানের সামনে মাথা নত করে না।

কেবল সেইসব ঈমানদারই আল্লাহর নিকট 'সিদ্দীক' ও শহীদ বলে গন্য যারা কোনো রকম প্রদর্শনীর মনোভাব ছাড়াই একান্ত আন্তরিকতা ও সততার সাথে নিজেদের অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে।

দুনিয়ার জীবন মাত্র কয়েক দিনের চাকচিক্য এবং ধোঁকার উপকরণ। এখানকার খেল তামাসা, এখানকার আনন্দ ও আকর্ষণ, এখানকার সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা, এখানকার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গর্ব ও অহংকার এবং এখানকার ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের ব্যাপারে একে অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টা-সাধনা সবকিছুই অস্থায়ী। এর উপমা দেয়া যায় সেই শস্য ক্ষেত্রের সাথে যা প্রথম পর্যায়ে সবুজ ও সতেজ হয়ে ওঠে। তারপর বিবর্ণ হয়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করে এবং সর্বশেষে ভূষিতে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের জীবন হচ্ছে স্থায়ী জীবন যেখানে সব কাজের বড় বড় ফলাফল পাওয়া যাবে। তোমাদের যদি প্রতিযোগিতামূলকভাবে কিছু করতে হয় তাহলে জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য চেষ্টা করো। পৃথিবীতে আরাম-আয়েশ ও বিপদ আপদ যাই আসে তা আল্লাহ তাআলার পূর্ব লিখিত সিদ্ধান্ত অনুসারেই আসে। একজন ঈমানদারের ভূমিকা হওয়া উচিত বিপদ-আপদ আসলে সাহস না হারানো এবং আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তি আসলে গর্ব প্রকাশ না করা। একজন মুনাফিক বা কাফেরের আচরণ হচ্ছে আল্লাহ যদি তাকে নিয়ামত দান করেন তাহলে সে গর্বে মেতে ওঠে, অহংকার প্রকাশ করতে থাকে এবং নিয়ামত দাতা আল্লাহর কাজে ব্যয় করতে নিজেও অতীব সংকীর্ণতার পরিচয় দেয় এবং অন্যদেরকেও কার্পণ্য করতে পরামর্শ দেয়।

আল্লাহ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, কিতাব এবং ন্যায় বিচারের ভারসাম্যপূর্ণ মানদণ্ড সহকারে তাঁর রসূল পাঠিয়েছেন, যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে আর তার সাথে লোহাও নাযিল করেছেন যাতে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা এবং বাতিলের মাথা অবনত করার জন্য শক্তি ব্যবহার করা যায়। এভাবে আল্লাহ দেখতে চান মানুষের মধ্যে এমন লোক কারা যারা তাঁর দীনের সহায়তা ও সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয় এবং সে জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। তোমাদের নিজেদের উন্নতি ও মর্যাদার জন্য আল্লাহ এ সুযোগসমূহ সৃষ্টি করেছেন। অন্যথায় আল্লাহ তাঁর কাজের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে ইতিপূর্বেও একের পর এক নবী-রসূলগণ এসেছেন। তাদের আহ্বানে কিছু লোক সঠিক পথে ফিরে এসেছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই পাপাচারী রয়ে গেছে। তারপর ঈসা আলাইহিস সালাম এসেছেন। তাঁর শিক্ষায় মানুষের মধ্যে বহু নৈতিক গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাঁর 'উম্মত' বৈরাগ্যবাদের বিদআত অবলম্বন করে। এখন আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহকে ভয় করে জীবনযাপন করবে আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ দেবেন এবং তাদেরকে এমন 'নূর' দান করবেন যার সাহায্যে তারা দুনিয়ার জীবনে পদে পদে বাঁকা পথসমূহের মধ্যে সোজা পথটি স্পষ্ট দেখে চলতে পারবে। আহলে কিতাব নিজেদেরকে যদিও আল্লাহর রহমতের ঠিকাদার মনে করে থাকে। কিন্তু আল্লাহর রহমত তাঁর নিজেরই হাতে আছে। যাকে ইচ্ছা তাকে এ রহমত ও অনুগ্রহ দান করার ইখতিয়ার তাঁর আছে। এ হচ্ছে এ সূরায় সুবিন্যস্ত ও ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সার সংক্ষেপ।

❐

আয়াত-২৯ ৫৭-সূরা আল হাদীদ-মাদানী রুকূ'-৪

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
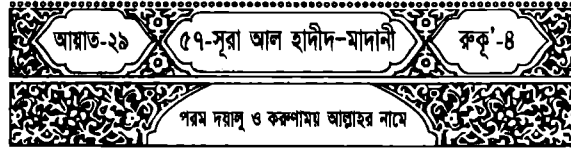
১. যমীন ও আসমানসমূহের প্রতিটি জিনিসই আল্লাহর তাসবীহ করেছে। তিনি মহা পরাক্রমশালী ও অতিশয় বিজ্ঞ।

২. পৃথিবী ও আকাশ সাম্রাজ্যের সার্বভৌম মালিক তিনিই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

৩. তিনিই আদি তিনি অন্ত এবং তিনিই প্রকাশিত তিনিই গোপন।[১] তিনি সব বিষয়ে অবহিত।

৪. তিনিই আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। যাকিছু মাটির মধ্যে প্রবেশ করে, যাকিছু তা থেকে বেরিয়ে আসে এবং যাকিছু আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় আর যাকিছু আসমানে উঠে যায়[২] তা তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সাথে আছেন। তোমরা যা করছো আল্লাহ তা দেখছেন।

৫. আসমান ও যমীনের নিরংকুশ ও সার্বভৌম মালিকানা একমাত্র তাঁরই। সব ব্যাপারের ফায়সালার জন্য তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হয়।

৬. তিনিই রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন। তিনি অন্তরের গোপন কথা পর্যন্ত জানেন।

৭. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি[৩] বিশ্বাসস্থাপন করো এবং ব্যয় করো সে জিনিস যার প্রতিনিধিত্বমূলক মালিকানা তিনি তোমাদের দিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও অর্থ-সম্পদ খরচ করবে তাদের জন্য বড় প্রতিদান রয়েছে।

اٰياتها ٢٩ ٥٧. سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ . مَدَنِيَّةٌ ركوعاتها ٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
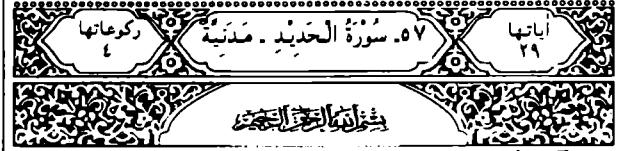
① سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

② لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

③ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

④ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

⑤ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

⑥ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

⑦ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ○

১. অর্থাৎ যখন কিছুই ছিল না তখন তিনি ছিলেন এবং যখন কিছু থাকবে না তখনও তিনি থাকবেন। তিনি সব প্রকাশ্য থেকেও অধিক প্রকাশ্য, কেননা দুনিয়াতে যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে তা তাঁরই গুণ, তাঁরই কাজ এবং তাঁরই আলোর প্রকাশ এবং তিনি প্রতিটি গুপ্ত জিনিস থেকেও অধিক গুপ্ত; কেননা অনুভূতি দ্বারা তাঁর সত্তা অনুভব করা তো দূরের কথা, জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তা-কল্পনাও তাঁর স্বরূপ ও প্রকৃত তত্ত্বের নাগাল পায় না।

২. অন্য কথায় তিনি মাত্র সমগ্রের জ্ঞান রাখেন না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশসমূহেরও জ্ঞান রাখেন। প্রতিটি বীজ যা ভূমি স্তরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, প্রতিটি পত্র ও অঙ্কুর যা ভূমি থেকে উদ্ভূত হয়, বৃষ্টির এক এক বিন্দু যা আসমান থেকে পতিত হয়, বাষ্পের প্রতিটি পরিমাণ বা সমুদ্র জলাশয় থেকে উত্থিত হয়ে আকাশপানে ধাবিত হয় সবই তাঁর গোচরীভূত। তিনি জানেন কোন্ বীজ ভূমির কোন্ স্থানে পতিত হয়েছে; তবেই তো তিনি তা দীর্ণ করে তা থেকে অংকুর উদ্গত করেন এবং তাকে লালন করে বিকাশত ও বৃদ্ধি করেন। তিনি জানেন–বাষ্পের পরিমাণ কোথা থেকে উত্থিত হয়েছে এবং কোথায় তা পৌঁছেছে, তবেই তো তিনি তা সবকে একত্রিত করে মেঘ প্রস্তুত করেন এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক জায়গায় এক হিসাব অনুযায়ী বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

৩. এখানে ঈমান আনার অর্থ ইসলামের মাত্র মৌখিক স্বীকৃতি নয়, বরং আন্তরিকতাসহ দৃঢ় বিশ্বাসস্থাপন।

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝٨

৮. তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনছো না। অথচ তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনার জন্য রাসূল তোমাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন[৪] অথচ তিনি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন।[৫] যদি তোমরা সত্যিই স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত হও।

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝٩

৯. সেই মহান সত্তা তো তিনিই যিনি তাঁর বান্দার কাছে স্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করছেন যাতে তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতীব দয়ালু ও মেহেরবান।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝١٠

১০. কি ব্যাপার যে, তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করছো না, অথচ যমীন ও আসমানের উত্তরাধিকার তাঁরই।[৬] তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পরে অর্থ ব্যয় করবে ও জিহাদ করবে তারা কখনো সেসব লোকের সমকক্ষ হতে পারে না যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। বিজয়ের পরে ব্যয়কারী ও জিহাদকারীদের তুলনায় তাদের মর্যাদা অনেক বেশী। যদিও আল্লাহ উভয়কে ভাল প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[৭] তোমরা যা করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।

রুকূ’ ঃ ২

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝١١

১১. এমন কেউ কি আছে যে আল্লাহকে ঋণ দিতে পারে ? উত্তম ঋণ যাতে আল্লাহ তা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেন। আর সেদিন তার জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান।[৮]

৪. এখানেও ঈমান আনার অর্থ খাঁটি অন্তরে বিশ্বাসস্থাপন করা।

৫. অর্থাৎ আনুগত্যের অঙ্গীকার।

৬. এর দুটি অর্থ। প্রথম—এ ধন তোমাদের কাছে চিরদিন থাকার নয়, একদিন তোমাকে অবশ্যই সমস্ত ত্যাগ করে যেতে হবে এবং আল্লাহ এর উত্তরাধিকারী হবেন। দ্বিতীয় অর্থ—আল্লাহর পথে ব্যয় করতে গিয়ে তোমার মনে দরিদ্রের ও অসচ্ছলতার আশঙ্কা হওয়া ঠিক নয়, কেননা যে আল্লাহর জন্য তুমি সম্পদ খরচ করবে তিনি যমীন আসমানের সমগ্র ধন ভাণ্ডারের মালিক। তিনি আজ তোমাকে যতটা দিয়ে রেখেছেন, তোমাকে দেবার জন্য মাত্র ততটাই তার কাছে ছিল না। বরং তিনি কাল তোমাকে এর থেকে অনেক বেশী দিতে পারেন।

৭. কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বের ফায়সালা ইসলামের অনুকূলে হয়ে যাওয়ার পর (অর্থাৎ ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পর) যারা কুরবানি দেয়, তারা মর্যাদায় সেই সব ব্যক্তিদের তুল্য হতে পারে না যারা যে সময় ইসলামের উপর কুফর ও কাফেরদের পাল্লা খুব ভারী থাকে এবং বাহ্যত ইসলামের বিজয়ের কোনো দূরবর্তী সম্ভাবনাও দেখা যায় না। সে সময়ের ইসলামের সহায়তায় জীবনপণ সংগ্রাম করে ও অর্থ ব্যয় করে।

৮. আল্লাহ তাআলার উদার মর্যাদা-মহিমার এ এক নিদর্শন যে, মানুষ তাঁরই প্রদত্ত ধন তাঁর পথে ব্যয় করলে তিনি নিজের দায়িত্বে তা ঋণ বলে গণ্য করেন। তবে শর্ত এই যে, এ ঋণকে উত্তম ঋণ হতে হবে অর্থাৎ শুদ্ধ সংকল্পে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া নিঃস্বার্থভাবে দিতে হবে। এ ঋণ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা দুটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঃ ১. তিনি কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে তা ফিরিয়ে দেবেন। ২. তিনি এর জন্য তাঁর পক্ষ থেকে উৎকৃষ্ট পুরস্কার দান করবেন।

⑫ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

১২. যেদিন তোমরা ঈমানদার নারী ও পুরুষদের দেখবে, তাদের 'নূর' তাদের সামনে ও ডান দিকে দৌড়াচ্ছে।[৯] (তাদেরকে বলা হবে) "আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ।" জান্নাতসমূহ থাকবে যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই বড় সফলতা।

⑬ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنٰفِقُونَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ۚ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا ۚ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ ۚ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظٰهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ○

১৩. সেদিন মুনাফিক নারী পুরুষের অবস্থা হবে এই যে, তারা মুমিনদের বলবে ঃ আমাদের প্রতি একটু লক্ষ কর যাতে তোমাদের 'নূর' থেকে আমরা কিছু উপকৃত হতে পারি। কিন্তু তাদের বলা হবে ঃ পেছনে চলে যাও। অন্য কোথাও নিজেদের 'নূর' তালাশ কর। অতপর একটি প্রাচীর দিয়ে তাদের মাঝে আড়াল করে দেয়া হবে। তাতে একটি দরজা থাকবে। সে দরজার ভেতর দিয়ে থাকবে রহমত আর বাইরে থাকবে আযাব।

⑭ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتّٰى جَاءَ أَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ ○

১৪. তারা ঈমানদারদের ডেকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ? ঈমানদাররা জবাব দেবে হ্যাঁ, তবে তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলে, সুযোগের সন্ধানে ছিলে, সন্দেহে নিপতিত ছিলে এবং মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে প্রতারিত করছিলো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ফায়সালা এসে হাযির হলো এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই বড় প্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারণা করে চললো।

⑮ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوٰىكُمُ النَّارُ ۖ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

১৫. অতএব, তোমাদের নিকট থেকে আজ কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। আর তাদের নিকট থেকেও গ্রহণ করা হবে না যারা সুস্পষ্টভাবে কুফরিতে লিপ্ত ছিল। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সে (জাহান্নাম) তোমাদের খোঁজ খবর নেবে। এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট পরিণতি।

⑯ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فٰسِقُونَ ○

১৬. ঈমান গ্রহণকারীদের জন্য[১০] এখনো কি সে সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে তাদের মন বিগলিত হবে, তাঁর নাযিলকৃত মহা সত্যের সামনে অবনত হবে এবং তারা সেসব লোকদের মত হবে না যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে তাদের মন কঠোর হয়ে গেছে এবং আজ তাদের অধিকাংশই ফাসেক হয়ে আছে।

৯. এখানে মানুষের মনে একটি প্রশ্ন খটকা সৃষ্টি করতে পারে ঃ আগে আগে আলোক ধাবিত হওয়ার কথা তো বুঝা যায় ; কিন্তু আলোকের মাত্র ডানদিকে ধাবিত হওয়ার অর্থ কি ? তার বাম দিকে কি অন্ধকার হবে ? এর উত্তর হচ্ছে—একটি লোক নিজের ডান হাতে আলো নিয়ে চললে আলোকের রশ্মিতে তার বাম দিকও তো আলোকিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আলো তার ডান হাতে অবস্থিত।

১০. এখানে ঈমান আনয়নকারীর অর্থ—সকল মুসলমান নয়। বরং মুসলমানদের সেই বিশেষ গোষ্ঠী যারা ঈমানকে স্বীকার করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাদের অন্তর ইসলামের প্রতি অনুরাগ শূন্য ছিল।

١٧ اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

১৭. খুব ভাল করে জেনে নাও, আল্লাহ ভূ-পৃষ্ঠকে মৃত হয়ে যাওয়ার পর জীবন দান করেন।[১১] আমরা তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে দিয়েছি যাতে তোমরা বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগাও।

١٨ اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ○

১৮. দান সাদকা[১২] প্রদানকারী নারী ও পুরুষ এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে, নিশ্চয়ই (সেই দান) কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে তাদেরকে ফেরত দেয়া হবে। তাছাড়াও তাদের জন্য আছে সর্বোত্তম প্রতিদান।

١٩ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰۗئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَاۗءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰۗئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

১৯. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাই তাদের রবের কাছে 'সিদ্দীক'[১৩] ও 'শহীদ'[১৪] বলে গণ্য। তাদের জন্য তাদের 'পুরস্কার' ও 'নূর' রয়েছে। আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে তারাই জাহান্নামের বাসিন্দা।

রুকূ' ঃ ৩

٢٠ اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۭ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطٰمًا ۭ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○

২০. ভালভাবে জেনে রাখো দুনিয়ার এ জীবন একটা খেলা, হাসি তামাসা, বাহ্যিক চাকচিক্য, তোমাদের পারস্পরিক গৌরব ও অহংকার এবং সন্তান সন্ততি ও অর্থ-সম্পদে পরস্পরকে অতিক্রম করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। এর উপমা হচ্ছে, বৃষ্টি হয়ে গেল এবং তার ফলে উৎপন্ন উদ্ভিদরাজি দেখে কৃষক আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তারপর সে ফসল পেকে যায় এবং তোমরা দেখতে পাও যে, তা হলদে বর্ণ ধারণ করে এবং পরে তা ভূষিতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে আখেরাত এমন স্থান যেখানে রয়েছে কঠিন আযাব, আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

১১. যে প্রসংগে এখানে একথা এরশাদ হয়েছে তা ভালো করে বুঝে নেয়া দরকার। পবিত্র কুরআনে কয়েক স্থানে নবুওয়াত ও কিতাবের অবতরণকে বৃষ্টির কল্যাণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা মানুষের ওপর তার সেইরূপ প্রভাব পতিত হয় যেমন পৃথিবীর উপর বৃষ্টি ধারার প্রভাব। যে যমীনের মধ্যে কিছু মাত্রও উর্বরা শক্তি বর্তমান থাকে তা শ্যামলিমায় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। অবশ্য বন্ধ্যাভূমি যেরূপ অনুর্বর ছিল তেমনই পড়ে থাকে।

১২. 'সাদকা' উর্দু ভাষায় তো খুবই খারাপ অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় সেই দানকে সাদকা বলা হয় যা নির্মল অন্তকরণে শুদ্ধ সংকল্পে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দেয়া হয় এবং যার মধ্যে কোনো লোক দেখানো বা কারোর প্রতি উপকারের খোঁটা থাকে না।

১৩. এ 'সিদক' এর Superlative degree। 'সাদেক' অর্থ সাচ্চা, সিদ্দীক–অত্যন্ত সাচ্চা। অর্থাৎ এরূপ খাঁটি ন্যায় পরায়ণ মানুষ যার মধ্যে কোনোই খোঁট নেই, যে কখন সত্য ও ন্যায় থেকে বিচ্যুত হয়নি ; যার থেকে এ আশা করা যেতে পারে না যে সে বিবেকের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবে, যে ব্যক্তি কোনো কথা যখন মানে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে মান্য করে; সে তা মান্য করার হক আদায় করে, দায়িত্ব পালন করে এবং নিজের কাজের দ্বারা একথা প্রমাণ করে যে–সে বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ একজন মান্যকারী, প্রকৃত একজন মান্যকারীর পক্ষে যেরূপ হওয়া উচিত।

১৪. 'শহীদ'-এর অর্থ এখানে সেই ব্যক্তি যে নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষ্য দান করে।

٢١ سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

২১. দৌড়াও এবং একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করো—তোমার রবের মাগফিরাতের দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের মতো।[১৫] তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে সে লোকদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।

٢٢ مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

২২. পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের ওপর যেসব মুসিবত আসে তার একটিও এমন নয় যে, তাকে আমি সৃষ্টি করার পূর্বে একটি গ্রন্থে লিখে রাখিনি। এমনটি করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ কাজ।

٢٣ لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ○

২৩. (এ সবই এজন্য) যাতে যে ক্ষতিই তোমাদের হয়ে থাকুক তাতে তোমরা মনক্ষুণ্ন না হও। আর আল্লাহ তোমাদের যা দান করেছেন। সে জন্য গর্বিত না হও।

٢٤ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ○

২৪. যারা নিজেরা নিজেদের বড় মনে করে এবং অহংকার করে, নিজেরাও কৃপণতা করে এবং মানুষকেও কৃপণতা করতে উৎসাহ দেয় আল্লাহ তাদের পসন্দ করেন না। এরপরও যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ অভাবশূন্য ও অতি প্রশংসিত।

٢٥ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ○

২৫. আমি আমার রাসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছি। তাদের সাথে কিতাব ও মিযান নাযিল করেছি যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।[১৬] আর লোহা নাযিল করেছি যার মধ্যে বিরাট শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে।[১৭] এটা করা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিতে চান কে তাঁকে না দেখেই তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিধর ও মহা-পরাক্রমশালী।

১৫. সূরা আলে ইমরানের ১৩৩ নং আয়াতের সাথে এ আয়াত মিলিত করে পাঠ করলে মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় যে—জান্নাতে এক ব্যক্তি সে উদ্যান ও প্রাসাদাদি লাভ করবে তা মাত্র তার বাসস্থানের জন্যে—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিশ্ব হবে তার ভ্রমণ ক্ষেত্র।

১৬. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে নবীগণের মিশনের পূর্ণ সারমর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কত রসূলই এসেছেন তাঁরা সকলে তিনটি জিনিস নিয়ে এসেছিলেন ঃ ১. অর্থাৎ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী, উজ্জ্বল যুক্তি-প্রমাণ ও সুস্পষ্ট পথ প্রদর্শন বা উপদেশ নির্দেশ ; ২. গ্রন্থ—যার মধ্যে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় শিক্ষা লিখিত আছে যাতে মানুষ পথ নির্দেশের জন্যে সে গ্রন্থের দিকে আত্মনিয়োগ করতে পারে। ৩. মীযান (তুলাদণ্ড) অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার সেই মানদণ্ড যা ঠিক ঠিক তুলাদণ্ডে ওজন করে নির্দেশ দেয় চিন্তা, নৈতিকতা ও ব্যাপারসমূহের ক্ষেত্রে আতিশয্য ও ন্যূনতম বাড়াবাড়ি ও কমি-খামির বিভিন্ন প্রান্তিকতার মধ্যে ন্যায় বিচারের কথা কোনটি।

১৭. নবীগণের মিশন বর্ণনার সাথে সাথে একথার উক্তি স্বতই এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত করে যে—এখানে লৌহের অর্থ রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি এবং বাণীর মর্ম হলো ঃ আল্লাহ তাআলা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে মাত্র একটি পরিকল্পনা পেশ করতে নিজের রসূলদের প্রেরণ করেননি .... বরং তা কাজে রূপায়িত করার চেষ্টা-সাধনা করা ও সেই শক্তি সংগ্রহ করাও নবীদের মিশনের অন্তর্ভুক্ত, যার সাহায্যে বাস্তবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তার বিনষ্টকারীদের শাস্তি বিধান করা যেতে পারে এবং তার প্রতিরোধকারীদের শক্তি চূর্ণ করা যেতে পারে।

রুকূ' ঃ 8

২৬. আমি নূহকে ও ইবরাহীমকে পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের উভয়ের বংশধরের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাবের প্রচলন করেছিলাম। তারপর তাদের বংশধরদের কেউ কেউ হেদায়াত গ্রহণ করেছিল এবং অনেকেই ফাসেক হয়ে গিয়েছিল।

⑳ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرٰهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُونَ ۝

২৭. তাদের পর আমি একের পর এক আমার রাসূলগণকে পাঠিয়েছি। তাদের সবার শেষে মারয়ামের পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি, তাকে ইনজীল দিয়েছি এবং তার অনুসারীদের মনে দয়া ও করুণার সৃষ্টি করেছি। আর বৈরাগ্যবাদ[১৮] তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিয়েছে। আমি ওটা তাদের ওপর চাপিয়ে দেইনি। আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশায় তারা নিজেরাই এ বিদয়াত বানিয়ে নিয়েছে। তারপর সেটি যেভাবে মেনে চলা দরকার, সেভাবে মেনেও চলেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদের প্রতিদান আমি দিয়েছি। তবে তাদের অধিকাংশই পাপী।

㉗ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰى اٰثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْإِنجِيلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَاٰتَيْنَا الَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُونَ ۝

২৮. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূল (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর ঈমান আনো। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে দ্বিগুণ রহমত দান করবেন, তোমাদেরকে সেই জ্যোতি দান করবেন যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে এবং তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

㉘ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

২৯. (তোমাদের এ নীতি অবলম্বন করা উচিত) যাতে কিতাবধারীরা জানতে পারে যে, আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর তাদের একচেটিয়া অধিকার নেই, বরং আল্লাহর অনুগ্রহ নিরংকুশভাবে আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ। তিনি যাকে চান তা দেন। তিনিই বড় অনুগ্রহশীল।

㉙ لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتٰبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلٰى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

১৮. 'রাহবানিয়াত'-এর অর্থ ঃ সংসার ত্যাগী হওয়া, বাস্তব জীবন থেকে পলায়ন করে পাহাড় পর্বত এবং বন-জংগলে আশ্রয় গ্রহণ করা যা নির্জনতার কোণায় গিয়ে অবস্থান করা।

সূরা আল মুজাদালাহ

৫৮

নামকরণ

المجادلة এবং المجادلة উভয়টিই এ সূরার নাম। নামটি প্রথম আয়াতের تُجَادِلُكَ শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। সূরার প্রারম্ভেই যেহেতু সে মহিলার কথা উল্লেখ আছে, যে তার স্বামীর 'যিহারের' ঘটনা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পেশ করে পীড়াপীড়ি করেছিল যে, তিনি যেন এমন কোনো উপায় বলে দেন যাতে তার এবং তার সন্তানদের জীবন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহ তাআলা তার এ পীড়াপীড়িকে مجادله শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। তাই এ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। শব্দটিকে যদি مجَادله পড়া হয় তাহলে তার অর্থ হবে "আলোচনা ও যুক্তি তর্ক" আর যদি مجَادِله পড়া হয় তাহলে অর্থ হবে "আলোচনা ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকারিণী।"

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

মুজাদালার এ ঘটনাটি কখন সংঘটিত হয়েছিল তা কোনো রেওয়ায়াতেই স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি। কিন্তু এ সূরার বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন একটি ইংগিত আছে যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, এ সূরা আহ্যাব যুদ্ধের (৫ম হিজরীর শাওয়াল মাস) পরে নাযিল হয়েছে। পালিত পুত্র যে প্রকৃতই পুত্র হয় না সে বিষয়ে বলতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা সূরা আহ্যাবে যিহার সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলেছিলেন ঃ

وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰئِىْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ -

"তোমরা যেসব স্ত্রীর সাথে যিহার করো আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের মা বানিয়ে দেননি।"

–সূরা আল আহ্যাব ঃ ৪

কিন্তু যিহার করা যে একটি গোনাহ বা অপরাধ সেখানে তা বলা হয়নি। এ কাজের শরয়ী বিধান কি সেখানে তাও বলা হয়নি। পক্ষান্তরে এ সূরায় যিহারের সমস্ত বিধি-বিধান বলে দেয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায় বিস্তারিত এ হুকুম আহকাম ঐ সংক্ষিপ্ত হিদায়াতের পরেই নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সে সময় মুসলমানগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এ সূরায় সেসব সমস্যা সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সূরার শুরু থেকে ৬নং আয়াত পর্যন্ত যিহারের শরয়ী হুকুম আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সাথে মুসলমানদের কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করার পরে জাহেলী রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ লংঘন করা বা তা মেনে চলতে অস্বীকার করা অথবা তার পরিবর্তে নিজের ইচ্ছা মাফিক অন্য নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুন তৈরি করে নেয়া ঈমানের চরম পরিপন্থী কাজ ও আচরণ। এর শাস্তি হচ্ছে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা। এ ব্যাপারে আখেরাতেও কঠোর জবাবদিহি করতে হবে।

৭ থেকে ১০ আয়াতে মুনাফিকদের আচরণের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। তারা পরস্পর গোপন সলা-পরামর্শ করে নানারূপ ক্ষতি সাধনের পরিকল্পনা করতো। তাদের মনে যে গোপন হিংসা বিদ্বেষ ছিল তার কারণে তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইহুদীদের মতো এমন কায়দায় সালাম দিতো যা দ্বারা দোয়ার পরিবর্তে বদদোয়া প্রকাশ পেতো। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, মুনাফিকদের ঐ সলা-পরামর্শ তোমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে নিজেদের কাজ করতে থাক। সাথে সাথে তাদেরকে এ নৈতিক শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, গোনাহ, জুলুম, বাড়াবাড়ি এবং নাফরমানির কাজে সলা-পরামর্শ করা ঈমানদারদের কাজ নয়। তারা গোপনে বসে কোনো কিছু করলে তা নেকী ও পরহেজগারীর কাজ হওয়া উচিত।

১১ থেকে ১৩ আয়াতে মুসলমানদের কিছু মজলিসী সভ্যতা ও বৈঠকী আদব-কায়দা শেখানো হয়েছে। তাছাড়া এমন কিছু সামাজিক দোষ-ত্রুটি দূর করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যা মানুষের মধ্যে আগেও ছিল এবং এখনো আছে। কোনো মজলিসে যদি বহু সংখ্যক লোক বসে থাকে এমতাবস্থায় যদি বাইরে থেকে কিছু লোক আসে তাহলে মজলিসে পূর্ব থেকে বসে থাকা ব্যক্তিগণ নিজেরা কিছুটা গুটিয়ে বসে তাদের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার কষ্টটুকু স্বীকার করতেও রাজি হয় না। ফলে পরে আগমনকারীগণ

দাঁড়িয়ে থাকেন, অথবা দহলিজে বসতে বাধ্য হয় অথবা ফিরে চলে যায় অথবা মজলিসে এখনো যথেষ্ট স্থান আছে দেখে উপস্থিত লোকজনকে ডিঙ্গিয়ে ভিতরে চলে আসেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে প্রায়ই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো। তাই আল্লাহ তাআলা সবাইকে হিদায়াত বা নির্দেশনা দিয়েছেন যে, মজলিসে আত্মস্বার্থ এবং সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিও না। বরং খোলা মনে পরবর্তী আগমনকারীদের জন্য স্থান করে দাও।

অনুরূপ আরো একটি ত্রুটি মানুষের মধ্যে দেখা যায়। কেউ করো কাছে গেলে বিশেষ করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছে গেলে জেঁকে বসে থাকে এবং এদিকে মোটেই লক্ষ্য করে না যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নেয়া তার কষ্টের কারণ হবে। তিনি যদি বলেন, জনাব এখন যান তাহলে সে খারাপ মনে করবে। তাকে ছেড়ে উঠে গেলে অভদ্র আচরণের অভিযোগ করবে। ইশারা ইংগিতে যদি বুঝাতে চান যে, অন্য কিছু জরুরী কাজের জন্য তার এখন কিছু সময় পাওয়া দরকার তাহলে শুনেও শুনবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও মানুষের এ আচরণের সম্মুখীন হতেন আর তাঁর সাহচর্য থেকে উপকৃত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আল্লাহর বান্দারা মোটেই খেয়াল করতেন না যে, তারা অতি মূল্যবান কাজের সময় নষ্ট করছেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এ কষ্টদায়ক বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দিলেন যে, যখন বৈঠক শেষ করার জন্য উঠে যাওয়ার কথা বলা হবে তখন উঠে চলে যাবে।

মানুষের মধ্যে আরো একটি বদ অভ্যাস ছিল। তা হচ্ছে, কেউ হয়তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অযথা নির্জনে কথা বলতে চাইতো অথবা বড় মজলিসে তাঁর নিকটে গিয়ে গোপনীয় কথা বলার ঢংয়ে কথা বলতে চাইতো। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য যেমন কষ্টদায়ক ছিল তেমনি মজলিসে উপস্থিত লোকজনের কাছে অপসন্দনীয় ছিল। তাই যে ব্যক্তিই নির্জনে একাকী তাঁর সাথে কথা বলতে চায়, আল্লাহ তাআলা তার জন্য কথা বলার আগে সাদকা দেয়া বাধ্যতামূলক করে দিলেন। লোকজনকে তাদের এ বদ অভ্যাস সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়াই ছিল এ উদ্দেশ্য। যাতে তারা এ বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করে।

সুতরাং এ বাধ্যবাধকতা মাত্র অল্প কিছুদিন কার্যকর রাখা হয়েছিল। মানুষ তাদের কার্যধারা ও অভ্যাস সংশোধন করে নিলে এ নির্দেশ বাতিল করে দেয়া হলো।

মুসলিম সমাজের মানুষের মধ্যে নিস্বার্থ ঈমানদার, মুনাফিক এবং দোদুল্যমান তথা সিদ্ধান্তহীনতার রোগে আক্রান্ত মানুষ সবাই মিলে মিশে একাকার হয়েছিল। তাই কারো সত্যিকার ও নিস্বার্থ ঈমানদার হওয়ার মানদণ্ড কি তা ১৪ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত তা স্পষ্টভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। এক শ্রেণীর মুসলমান ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে, সে যে দীনের ওপর ঈমান আনার দাবী করে নিজের স্বার্থের খাতিরে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও দ্বিধাবোধ করে না এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানারকম সন্দেহ-সংশয় এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয়। তবে যেহেতু তারা মুসলমানদের দলে অন্তরভুক্ত তাই ঈমান গ্রহণের মিথ্যা স্বীকৃতি তাদের জন্য ঢালের কাজ করে। আরেক শ্রেণীর মুসলমান তাদের দীনের ব্যাপারে অন্য কারো পরোয়া করা তো দূরের কথা নিজের বাপ, ভাই, সন্তান-সন্ততি এবং গোষ্ঠীকে পর্যন্ত পরোয়া করে না। তাদের অবস্থা হলো যে, আল্লাহ, রসূল এবং তার দীনের শত্রু তার জন্য তার মনে কোনো ভালবাসা নেই। এ আয়াতসমূহ আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, প্রথম শ্রেণীর এ মুসলমানরা যতই শপথ করে তাদের মুসলমান হওয়ার নিশ্চয়তা দিক না কেন প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানের দলের লোক। সুতরাং শুধু দ্বিতীয় প্রকার মুসলমানগণই আল্লাহর দলে অন্তরভুক্ত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। তারাই খাঁটি মুসলমান। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই লাভ করবে সফলতা।

❒

২৮

১. আল্লাহ[১] অবশ্যই সে মহিলার কথা শুনেছেন যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার কাছে কাকুতি মিনতি করেছে এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছে। আল্লাহ তোমাদের দুজনের কথা শুনছেন তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখে থাকেন।

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ إِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ ۢ بَصِيْرٌ ۝١

২. তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে[২] তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা কেবল তারাই যারা তাদেরকে প্রসব করেছে। এসব লোক একটা অতি অপছন্দনীয় ও মিথ্যা কথাই বলে থাকে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, আল্লাহ মাফ করেন, তিনি অতীব ক্ষমাশীল।[৩]

۝٢ اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهٰتُهُمْ إِلَّا الّٰٓئِيْ وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝

৩. যারা নিজের স্ত্রীর সাথে 'যিহার' করে বসে এবং তারপর নিজের বলা সে কথা প্রত্যাহার করে[৪] এমতাবস্থায় তারা পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে হবে। এর দ্বারা তোমাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।[৫]

۝٣ وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

১. এ আয়াত এক মহিলা খাওলা বিনতে সালাবার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাঁর স্বামী তাঁকে যিহার (মায়ের সাথে তুলনা) করেছিলেন। এ মহিলা নিজে প্রশ্ন করতে এসেছিলেন—ইসলামে এ সম্পর্কে হুকুম কি ? সেসময় পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো নির্দেশ পাওয়া যায়নি। সে জন্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন যে—'আমার মনে হয় তুমি তোমার স্বামীর পক্ষে হারাম হয়ে গিয়েছো।' একথায় মহিলাটি অভিযোগ করতে থাকেন যে—'আমার ও আমার সন্তানদের জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে।' এ অবস্থায় যখন তিনি কেঁদে কেঁদে হুজুরের নিকট নিবেদন করেছিলেন যে—'এরূপ কোনো বিধান দেয়া হোক যাতে তাঁর ঘর ভাঙন থেকে রক্ষা পায়—আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ করে সমস্যার হুকুম বর্ণনা করা হয়।'

২. আরবে অনেক সময় এরূপ ঘটনা ঘটতো যে, স্বামী-স্ত্রীর বিবাদে স্বামী ক্রোধান্বিত হয়ে বলতো—'তুই আমার পক্ষে আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের মতো হারাম।' এ কথার প্রকৃত মর্ম ছিল—তোর সাথে যদি আর সংগম করি তবে আমার পক্ষে নিজের মায়ের সাথে সংগম করার সমতুল্য হবে।' এ যুগেও অনেক নির্বোধ লোক স্ত্রীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে তাকে মা, ভগ্নী ও কন্যার সাথে তুলনা দিয়ে থাকে। এর পরিষ্কার মর্ম হচ্ছে—এখন থেকে সে যেন, স্ত্রীকে স্ত্রী নয় বরং সেই সব স্ত্রীলোকের মতো জ্ঞান করবে যারা তার পক্ষে হারাম। এ কাজকে 'যিহার' বলা হয়। প্রাক ইসলামী মূর্খতার যুগে আরববাসীদের কাছে একে তালাক বরং তার থেকেও অনেক কঠিন সম্পর্ক ছেদের ঘোষণা বলে মনে করা হতো।

৩. অর্থাৎ এ এরূপ কাজ যার জন্যে এক ব্যক্তির খুবই কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার মেহেরবানী—তিনি প্রথমত তো যিহারের ব্যাপারে মূর্খতার যুগের নিয়মকে রহিত করে তোমাদের পারিবারিক জীবনকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন ; দ্বিতীয়ত এরূপ কুকর্মকারীদের জন্যে তিনি সেই শাস্তি নির্ধারণ করেছেন এরূপ অপরাধের ক্ষেত্রে যা সব থেকে লঘু দণ্ড হতে পারে।

৪. এর দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথম—তারা যা বলেছিল তার সংশোধন করতে চায়। দ্বিতীয়—তারা একথা বলে যে জিনিসকে হারাম করতে চেয়েছিল তা নিজেদের জন্যে তারা হালাল করতে চায়।

৫. অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি চুপে চুপে নিজ গৃহের মধ্যে স্ত্রীর সাথে যিহার করে বসে এবং তারপর কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) স্বরূপ দণ্ড আদায় না করে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পূর্বের মতো দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে থাকে, তবে দুনিয়ার কোনো লোক তা না জানলেও আল্লাহ তো অবশ্যই সে কথা জানবেন। আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়া তার পক্ষে কোনো প্রকারে সম্ভব হবে না।

٤ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۚ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৪. যে মুক্ত করার জন্য কোনো ক্রীতদাস পাবে না সে বিরতিহীনভাবে দুই মাস রোযা রাখবে—উভয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বেই।[৬] যে তাও পারবে না সে ষাটজন মিসকীনকে খাবার দেবে।[৭] তোমাদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এজন্য যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনো।[৮] এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত 'হদ'। কাফেরদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।

٥ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

৫. যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তাদেরকে ঠিক সেইভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হবে যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হয়েছে। আমি পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে সব নির্দেশ নাযিল করেছি। কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

٦ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۚ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ○

৬. (এ অপমানকর শাস্তি হবে) সেই দিন যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে জীবিত করে উঠাবেন এবং তারা কি কাজ করে এসেছে তা জানিয়ে দেবেন। তারা ভুলে গিয়েছে কিন্তু আল্লাহ তাদের সব কৃতকর্ম সযত্নে সংরক্ষণ করেছেন। আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বাধিক অবহিত।

রুকূ' ঃ ২

٧ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

৭. আল্লাহ যে আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে অবগত, সে ব্যাপারে তুমি কি সচেতন নও ?[৯] যখনই তিন ব্যক্তির মধ্যে কোনো গোপন কানাঘুষা হয়, তখন সেখানে আল্লাহ অবশ্যই চতুর্থজন হিসেবে উপস্থিত থাকেন। যখনই পাঁচজনের মধ্যে গোপন সলাপরামর্শ হয় তখন সেখানে ষষ্ঠজন হিসেবে আল্লাহ অবশ্যই বিদ্যমান থাকেন। গোপন সলাপরামর্শকারীরা সংখ্যায় এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক এবং তারা যেখানেই থাকুক, আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন। তারপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন তারা কে কি করেছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

---

৬. অর্থাৎ ক্রমাগত দুই মাস রোযা করে যাবে—এর মাঝে কোনো দিন রোযা ত্যাগ করবে না।

৭. অর্থাৎ দুই বেলা পেট ভরে আহার দেবে, রন্ধন করা খাবার বা রন্ধন না করে আহারীর বস্তুও দেয়া যাবে। ষাটজন লোককে একদিন খাওয়ালে চলবে অথবা একজন লোককে ষাটদিন খাওয়ালেও চলবে।

৮. এখানে ঈমান আনার অর্থ খাঁটি ও অকপট মুমিনের ন্যায় চলা।

৯. এখান থেকে দশ আয়াত পর্যন্ত ক্রমাগত মুসলিম সমাজের মধ্যে মুনাফিকরা যে কার্যধারা অবলম্বন করেছিল তার সমালোচনা করা হয়েছে। তারা বাহ্যতঃ মুসলমানদের দলের মধ্যে শামিল হয়েছিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা মুমিনদের থেকে পৃথক নিজেদের এক উপদল বানিয়ে রেখেছিল। মুসলমানরা যখনই তাদের দেখতো, তারা দেখতে পেত—পরস্পরে একত্র হয়ে তারা কানে কানে ফিসফাস করছে। এ গুপ্ত পরামর্শসমূহে তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে, ঝগড়া-বিবাদ বাধাতে এবং হতাশা বিস্তার করতে নানারকম পরিকল্পনা তৈরি ও নতুন নতুন গুজব রচনা করতো।

٨ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

৮. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তথাপি তারা সে নিষিদ্ধ কাজ করে চলেছে ? তারা লুকিয়ে লুকিয়ে পরস্পরে গোনাহ, বাড়াবাড়ি এবং রাসূলের অবাধ্যতার কথাবার্তা বলাবলি করে, আর যখন তোমার কাছে আসে, তখন তোমাকে এমনভাবে সালাম করে যেভাবে আল্লাহ তোমাকে সালাম করেননি।[১০] আর মনে মনে বলে যে, আমাদের এসব কথাবার্তার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেয় না কেন ? তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। তারা তাতেই দগ্ধ হবে। তাদের পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয়।

٩ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন পরস্পরে গোপন আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হও তখন পাপ, জুলুম ও রাসূলের অবাধ্যতার কথা বলাবলি করো না, বরং সততা ও আল্লাহভীতির কথাবার্তা বল এবং যে আল্লাহর কাছে হাশরের দিন তোমাদের উপস্থিত হতে হবে, তাঁকে ভয় কর।

١٠ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

১০. কানাঘুষা একটা শয়তানী কাজ এবং ঈমানদার লোকদের মনে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যেই তা করা হয়। অবশ্য আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। আর মু'মিনদের কর্তব্য হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করা।

١١ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○

১১. হে ঈমানদারগণ! মজলিসে জায়গা করে দিতে বলা হলে জায়গা করে দিও, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন।[১১] আর যখন চলে যেতে বলা হবে, তখন চলে যেও।[১২] তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ উন্নীত করবেন। বস্তুত আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত।

১০. ইহুদী ও মুনাফিকদের এ ছিল সাধারণ গতি। কতিপয় রেওয়াতে একথা বর্ণিত হয়েছে—কয়েকজন ইহুদী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে বলে—আসসামু আলাইকা ইয়া আবাল কাসেম। অর্থাৎ তারা আস্‌সামু আলাইকা এরূপ ধরনের উচ্চারণ করে যাতে শ্রোতার যেন মনে হয় যে তারা 'সালাম' বলেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা বলেছিল—'সাম' যার অর্থ হচ্ছে 'মৃত্যু'।

১১. আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুসলমানদের যে সমস্ত শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে–যখন কোনো মজলিসে পূর্বে থেকে কিছু লোক উপবিষ্ট থাকে এবং পরে আর কিছু লোক উপস্থিত হয় তখন পূর্ব থেকে বসে থাকা লোকদের মধ্যে শিষ্টতা থাকা উচিত যে, তারা নিজেরা নতুন যারা এসেছে তাদের স্থান দেবে এবং যতদূর সম্ভব কিছুটা সরে সরে সংকুচিত হয়ে তাদের জন্যে প্রশস্ততা সৃষ্টি করবে; এবং পরবর্তী আগমনকারীদের মধ্যে এতটা ভব্যতা থাকা দরকার যে, তারা যবরদস্তি তাদের মধ্যে ঢুকে যাবে না এবং কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসার চেষ্টা করবে না।

১২. অর্থাৎ যখন বৈঠক সমাপ্তির কথা ঘোষণা করা হবে, তখন উঠে চলে যাওয়া উচিত, তখনও জমে বসে থাকা উচিত নয়।

﴿١٢﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا إِذَا نٰجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন রাসূলের সাথে গোপন আলাপ কর তখন আলাপ করার আগে কিছু সদকা দিয়ে নাও।[১৩] এটা তোমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভালো ও পবিত্র। তবে যদি সদকা দিতে কিছু না পাও তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

﴿١٣﴾ ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللّٰهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

১৩. গোপন আলাপ-আলোচনা করার আগে সদকা দিতে হবে ভেবে তোমরা ঘাবড়ে গেলে না কি ? ঠিক আছে, সেটা যদি না করতে চাও,—বস্তুত আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিয়েছেন।—তাহলে নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে থাকো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ নিষেধ মেনে চলতে থাকো। মনে রেখো তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াকিফহাল।[১৪]

রুকূ' ঃ ৩

﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

১৪. তুমি কি তাদের দেখনি যারা এমন এক গোষ্ঠীকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে যারা আল্লাহর গযবে নিপতিত। তারা তোমাদেরও নয়, তাদেরও নয়। তারা জেনে ও বুঝে মিথ্যা বিষয়ে কসম করে।

﴿١٥﴾ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

১৫. আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারা যা করছে তা অত্যন্ত মন্দ কাজ।

﴿١٦﴾ اتَّخَذُوٓا أَيْمٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ○

১৬. তারা নিজেদের কসমকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে। এর আড়ালে থেকে তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়। এ কারণে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।

﴿١٧﴾ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلٰدُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۚ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ○

১৭. আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের অর্থ-সম্পদ যেমন কাজে আসবে না, তেমনি সন্তান-সন্ততিও কোনো কাজে আসবে না। তারা জাহান্নামের উপযুক্ত, সেখানেই তারা চিরদিন থাকবে।

﴿١٨﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُونَ ○

১৮. যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে জীবিত করে উঠাবেন সেদিন তাঁর সামনেও তারা ঠিক সেভাবে কসম করবে যেমন তোমাদের সামনে কসম করে থাকে এবং মনে করবে, এভাবে তাদের কিছু কাজ অন্তত হবে। ভাল করে জেনে রাখো, তারা যারপর নাই মিথ্যাবাদী।

---

১৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এই আদেশের কারণ বর্ণনা করে বলেছেন—লোকে অত্যাধিকভাবে বিনা প্রয়োজনে রসূলুল্লাহর সাথে একাকীত্বে সাক্ষাত করার জন্যে আবেদন করতে আরম্ভ করেছিল।

১৪. এ দ্বিতীয় আদেশ উপরোক্ত আদেশের কিছু সময় পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। এর দ্বারা সাদকা দেয়ার বাধ্যতা রহিত করা হয়। সাদকার এ হুকুম কতদিন কার্যকরী ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—এক দিনের থেকে কম সময়ও হুকুম জারি ছিল, তারপর রহিত করে দেয়া হয়। মুকাতিল বিন হাইয়ান বলেন—দশ দিন জারী ছিল। এ হুকুমের স্থায়ীত্বকাল সম্পর্কে যত বর্ণনা পাওয়া যায় তার মধ্যে দশ দিন হচ্ছে সব থেকে বেশী পরিমাণ।

১৯. শয়তান তাদের ওপর চেপে বসেছে এবং তাদের অন্তর থেকে আল্লাহর স্মরণ মুছে দিয়েছে। তারা শয়তানের দলভুক্ত লোক। সাবধান! শয়তানের দলভুক্ত লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

١٩ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَأَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ۚ أُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

২০. যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের মুকাবিলা করে নিসন্দেহে তারা নিকৃষ্টতর সৃষ্টি।

٢٠ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ أُولٰٓئِكَ فِي الْأَذَلِّيْنَ ○

২১. আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, তিনি এবং তাঁর রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হবেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মহাশক্তিমান ও পরাক্রমশালী।

٢١ كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○

২২. তোমরা কখনো এমন দেখতে পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে তারা এমন লোকদের ভালবাসছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে। তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র অথবা ভাই অথবা গোষ্ঠীভুক্ত হলেও তাতে কিছু এসে যায় না। আল্লাহ এসব লোকদের হৃদয়-মনে ঈমান বদ্ধমূল করে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে একটি 'রূহ' দান করে তাদের শক্তি যুগিয়েছেন। তিনি তাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। তারা আল্লাহর দলের লোক। জেনে রেখো আল্লাহর দলের লোকেরাই সফলকাম।

٢٢ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ۚ أُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ أُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

সূরা আল হাশর

৫৯

নামকরণ

সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতের أَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ অংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে 'আল হাশর' শব্দের উল্লেখ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে সূরা হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ সূরা আনফাল যেমন বদর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল তেমনি সূরা হাশর বনী নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইরের দ্বিতীয় বর্ণনায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য এরূপ قُلْ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ অর্থাৎ এরূপ বলো যে, এটা সূরা নাযীর। মুজাহিদ, কাতাদা, যুহরী, ইবনে যায়েদ, ইয়াযীদ ইবনে রূমান, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক এবং অন্যদের থেকেও একথাটিই বর্ণিত হয়েছে। তাদের সবার ঐকমত্য ভিত্তিক বর্ণনা হলো, এ সূরাতে যেসব আহলে কিতাবের বহিস্কারের উল্লেখ আছে তারা বনী নাযীর গোত্রেরই লোক। ইয়াযীদ ইবনে রূমান, মুজাহিদ এবং মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বক্তব্য হলো, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা সূরাটিই বনী নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, এ যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছিল? এ সম্পর্কে ইমাম যুহরী উরওয়া ইবনে যুবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, এ যুদ্ধ বদর যুদ্ধের ছয় মাস পরে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ইবনে সাদ, ইবনে হিশাম এবং বালাযুরী একে হিজরী চতুর্থ সনের রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই সঠিক মত। কারণ সমস্ত বর্ণনা এ বিষয়ে একমত যে, এ যুদ্ধ 'বি'রে মাউনা'র দুঃখজনক ঘটনার পরে সংঘটিত হয়েছিল। এ বিষয়টিও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, 'বি'রে মাউনা'র মর্মান্তিক ঘটনা ওহুদ যুদ্ধের পরে ঘটেছিল—আগে নয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরার বিষয়বস্তু ভালভাবে বুঝতে হলে মদীনা ও হিজাযের ইহুদীদের ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। তা না হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিভিন্ন গোত্রের সাথে যে আচরণ করেছিলেন তার প্রকৃত কারণসমূহ কি ছিল কেউ তা সঠিকভাবে জানতে পারবে না।

আরবের ইহুদীদের নির্ভরযোগ্য কোনো ইতিহাস দুনিয়ায় নেই। তারা নিজেরাও পুস্তক বা শিলালিপি আকারে এমন কোনো লিখিত বিষয় রেখে যায়নি যা তাদের অতীত ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করতে পারে। তাছাড়া আরবের বাইরের ইহুদী ঐতিহাসিক কিংবা লেখকগণও তাদের কোনো উল্লেখ করেননি। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, আরব উপদ্বীপে এসে তারা তাদের স্বজাতির অন্য সব জাতি-গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই দুনিয়ার ইহুদীরা তাদেরকে স্বজাতীয় লোক বলে মনেই করতো না। কারণ তারা ইহুদী সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভাষা এমনকি নাম পর্যন্ত পরিত্যাগ করে আরবী ভাবধারা গ্রহণ করেছিল। হিজাযের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির মধ্যে যেসব শিলালিপি পাওয়া গেছে তাতে খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে ইহুদীদের কোনো নাম নিশানা বা উল্লেখ পাওয়া যায় না। এতে শুধুমাত্র কয়েকজন ইহুদীর নাম পাওয়া যায়। এ কারণে আরব ইহুদীদের ইতিহাসের বেশীর ভাগ আরবদের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক বর্ণনার ওপরে নির্ভরশীল। এরও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইহুদীদের নিজেদেরই প্রচারিত।

হিজাযের ইহুদীরা দাবী করতো যে, তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জীবনকালের শেষদিকে সর্বপ্রথম এখানে এসে বসতিস্থাপন করে। এ কাহিনী বর্ণনা করে তারা বলতো, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আমালেকাদের বহিষ্কারের উদ্দেশ্যে তাঁর একটি সেনাদলকে ইয়াসরিব অঞ্চল দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ঐ জাতির কোনো ব্যক্তিকেই যেন জীবিত রাখা না হয়। বনী ইসরাঈলদের এই সেনাদল নবীর নির্দেশ মুতাবিক কাজ করলো। তবে, আমালেকাদের বাদশার একটি সুদর্শন যুবক ছেলে ছিল। তারা তাকে হত্যা করলো না। বরং সাথে নিয়ে ফিলিস্তিনে ফিরে গেল। এর পূর্বেই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ইনতিকাল করেছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ এতে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তারা বললেন ঃ

একজন আমালেকীকেও জীবিত রাখা নবীর নির্দেশ এবং মূসার শরীয়াতের বিধি-বিধানের স্পষ্ট লংঘন। তাই তারা উক্ত সেনাদলকে তাঁদের জামায়াত থেকে বহিষ্কার করে। বাধ্য হয়ে দলটিকে ইয়াসরিবে ফিরে এসে এখানেই বসবাস করতে হয়। (কিতাবুল আগানী, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৪) এভাবে ইহুদীরা যেন দাবী করছিল যে, খৃষ্টপূর্ব ১২শ' বছর পূর্বে থেকেই তারা এখানে বসবাস করে আসছে। কিন্তু বাস্তবে এর পেছনে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। সম্ভবত এ কাহিনী তারা এ জন্য গড়ে নিয়েছিল যাতে আরবের অধিবাসীদের কাছে তারা নিজেদের সুপ্রাচীন ও অভিজাত হওয়া প্রমাণ করতে পারে।

ইহুদীদের নিজেদের বর্ণনা অনুসারে খৃস্টপূর্ব ৫৮৭ সনে বাস্তভিটা ত্যাগ করে আরেকবার এদেশে তাদের আগমন ঘটেছিল। এ সময় বাবেলের বাদশাহ 'বখতে নাস্‌সার' বায়তুল মাকদাস ধ্বংস করে ইহুদীদেরকে সারা পৃথিবীতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। আরবের ইহুদীরা বলতো, সেই সময় আমাদের কিছুসংখ্যক গোত্র এসে ওয়াদিউল কুরা, তায়মা এবং ইয়াস্‌রিবে বসতি স্থাপন করেছিল। (ফতহুল বুলদান, আল বালাযুরী) কিন্তু এর পেছনেও কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। অসম্ভব নয় যে, এর মাধ্যমেও তারা তাদের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে চায়।

প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি প্রমাণিত তাহলো, ৭০ খৃস্টাব্দে রোমানরা যখন ফিলিস্তিনে ইহুদীদের ওপর গণহত্যা চালায় এবং ১৩২ খৃস্টাব্দে এ ভূখণ্ড থেকে তাদের সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কার করে সেই সময় বহু সংখ্যক ইহুদী গোত্র পালিয়ে হিজাযে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। কেননা, এ এলাকা ছিল ফিলিস্তিনের দক্ষিণাঞ্চল সংলগ্ন। এখানে এসে তারা যেখানেই ঝরণা ও শ্যামল উর্বর স্থান পেয়েছে সেখানেই বসতি গড়ে তুলেছে এবং পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে ষড়যন্ত্র ও সুদী কারবারের মাধ্যমে সেসব এলাকা কুক্ষিগত করে ফেলেছে। আয়লা, সাকনা, তাবুক, তায়মা, ওয়াদিউল কুরা, ফাদাক এবং খায়বারের ওপরে এ সময়েই তাদের আধিপত্য কায়েম হয়েছিল। বনী কুরাইযা, বনী নাযীর, বনী বাহ্‌দাল এবং বনী কায়নুকাও এ সময়ই আসে এবং ইয়াসরিবের ওপর আধিপত্য কায়েম করে।

ইয়াসরিবে বসতিস্থাপনকারী ইহুদী গোত্রসমূহের মধ্যে বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তারা ইহুদী পুরোহিত (Cohens mJ Priests) শ্রেণীর অন্তরভুক্ত ছিল। ইহুদীদের মধ্যে তাদের অভিজাত বলে মান্য করা হতো এবং স্বজাতির মধ্যে তারা ধর্মীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল। এরা যে সময় মদীনায় এসে বসতিস্থাপন করে তখন কিছুসংখ্যক আরব গোত্রও এখানে বসবাস করতো। ইহুদীরা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং কার্যত শস্য-শ্যামল উর্বর এ ভূখণ্ডের মালিক মোখতার হয়ে বসে। এর প্রায় তিন শ বছর পর ৪৫০ অথবা ৪৫১ খৃস্টাব্দে ইয়ামানে সেই মহাপ্লাবন আসে সূরা সাবার দ্বিতীয় রুকূ'তে যার আলোচনা করা হয়েছে। এ প্লাবনের কারণে সাবা কওমের বিভিন্ন গোত্র ইয়ামান ছেড়ে আরবের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। এদের মধ্য থেকে গাস্‌সানীরা সিরিয়ায়, লাখামীরা হীরায় (ইরাক), বনী খুযাআ জিদ্দা ও মক্কার মধ্যবর্তী এলাকায় এবং আওস ও খাযরাজ ইয়াসরিবে গিয়ে বসতিস্থাপন করে। ইহুদীরা যেহেতু আগে থেকেই ইয়াসরিবের ওপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। প্রথম প্রথম তারা আওস ও খাযরাজ গোত্রকে কর্তৃত্ব চালানোর কোনো সুযোগ দেয়নি। তাই এ দু'টি আরব গোত্র অনুর্বর এলাকায় বসতিস্থাপন করতে বাধ্য হয় যেখানে জীবন ধারণের ন্যূনতম উপকরণও তারা খুব কষ্টে সংগ্রহ করতে পারতো। অবশেষে তাদের একজন নেতা তাদের স্বগোত্রীয় গাসসানী ভাইদের সাহায্য প্রার্থনা করতে সিরিয়া গমন করে এবং সেখান থেকে একটি সেনাদল এনে ইহুদীদের শক্তি চূর্ণ করে দেয়। এভাবে আওস ও খাযরাজ ইয়াসরিবের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও আধিপত্য লাভ করে এবং ইহুদীদের দু'টি বড় গোত্র বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা শহরের বাইরে গিয়ে বসতিস্থাপন করতে বাধ্য হয়। তৃতীয় আরেকটি ইহুদী গোত্র বনী কায়নুকা। যেহেতু বনু কুরায়যা ও বনু নাযীর গোত্রের সাথে তিক্ত সম্পর্ক ছিল তাই তারা শহরের ভেতরেই থেকে যায়। তবে এখানে থাকার জন্য তাদেরকে খাযরাজ গোত্রের নিরাপত্তামূলক ছত্রছায়া গ্রহণ করতে হয়। এর বিরুদ্ধে বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা গোত্রকে আওস গোত্রের নিরাপত্তামূলক আশ্রয় নিতে হয় যাতে তারা নিরাপদে ইয়াসরিবের আশেপাশে বসবাস করতে পারে। নীচের মানচিত্র দেখলে স্পষ্ট বুঝা যাবে, এ নতুন ব্যবস্থা অনুসারে ইয়াসরিব এবং তার আশেপাশে কোথায় কোথায় ইহুদী বসতি ছিল।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের পূর্বে হিজরাতের সূচনাকাল পর্যন্ত সাধারণভাবে গোটা হিজাযের এবং বিশেষভাবে ইয়াসরিবে ইহুদীদের অবস্থা ও পরিচয় মোটামুটি এরূপ ছিল ঃ

ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, তাহযীব, তামাদ্দুন সবদিক দিয়ে তারা আরবী ভাবধারা গ্রহণ করে নিয়েছিল। এমনকি তাদের অধিকাংশের নামও হয়ে গিয়েছিল আরবী। হিজাযে বসতিস্থাপনকারী ইহুদী গোত্র ছিল বারটি। তাদের মধ্যে একমাত্র বনী যা'যুরা ছাড়া আর কোনো গোত্রেরই হিব্রু নাম ছিল না। হাতেগোনা কয়েকজন ধর্মীয় পণ্ডিত ছাড়া তাদের কেউ-ই হিব্রু ভাষা জানতো
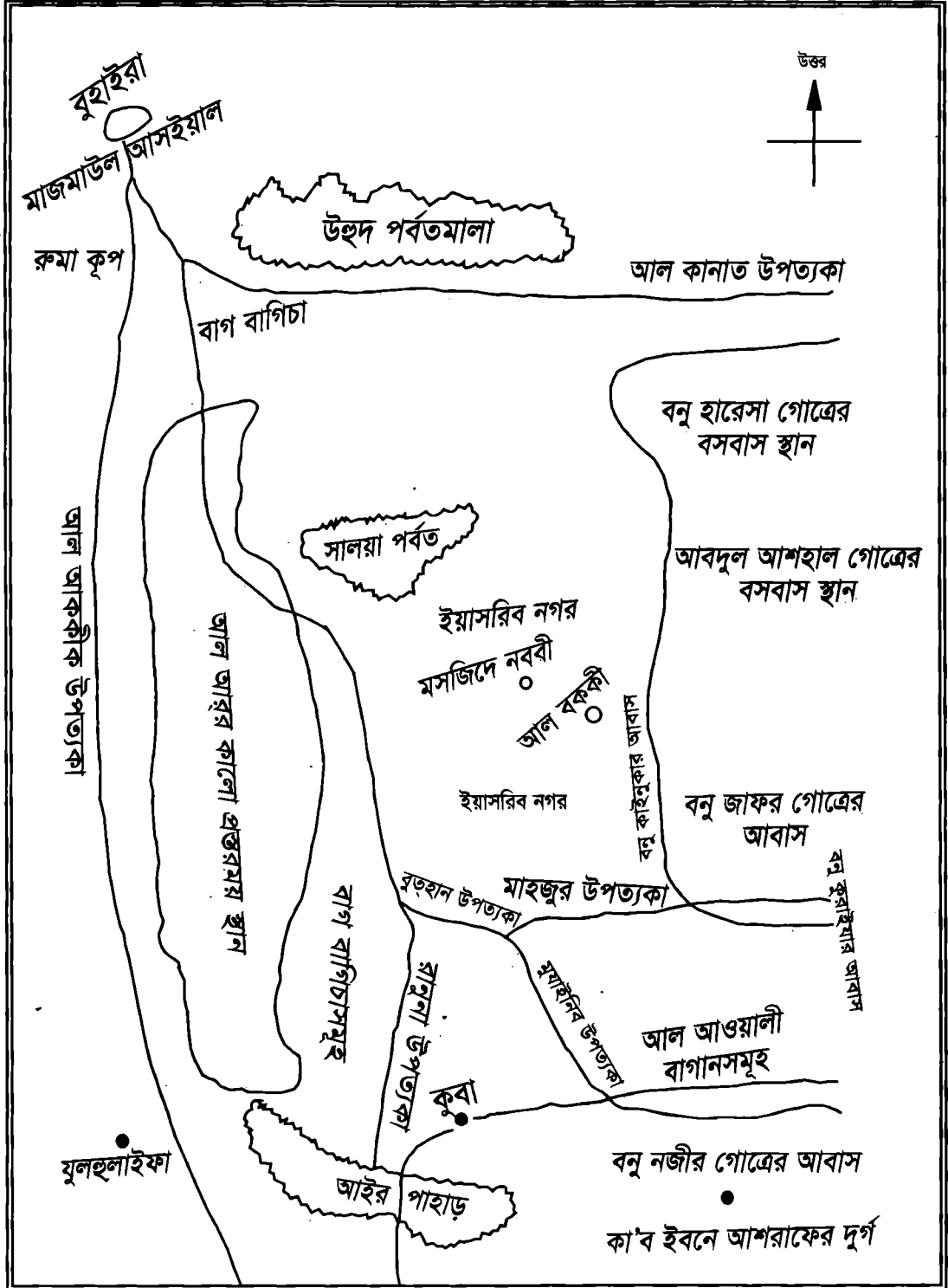
হিজরতের পর মদীনায় ইয়াহুদী অবস্থানসমূহ

না। জাহেলী যুগের ইহুদী কবিদের যে কাব্যগাঁথা আমরা দেখতে পাই তার ভাষা, ধ্যান-ধারণা ও বিষয়বস্তুতে আরব কবিদের থেকে স্বতন্ত্র এমন কিছুই পাওয়া যায় না যা তাদেরকে আলাদাভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে। তাদের ও আরবদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত স্থাপিত হয়েছিল। মোটকথা, তাদের ও সাধারণ আরবদের মধ্যে ধর্ম ছাড়া আর কোনো পার্থক্যই অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তারা আরবদের মধ্যে একেবারে বিলীনও হয়ে যায়নি। তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিজেদের ইহুদী জাত্যাভিমান ও পরিচয় টিকিয়ে রেখেছিল। তারা বাহ্যত আরবী ভাবধারা গ্রহণ করেছিল শুধু এজন্য যে, তাছাড়া তাদের পক্ষে আরবে টিকে থাকা অসম্ভব ছিল। আরবী ভাবধারা গ্রহণ করার কারণে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা তাদের ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে নিয়েছে যে, তারা মূলত বনী ইসরাঈল নয়, বরং ইহুদী ধর্ম গ্রহণকারী আরব কিংবা তাদের অধিকাংশ অন্তত আরব ইহুদী। ইহুদীরা হিজাযে কখনো ধর্ম প্রচারের কাজ করেছিল অথবা তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ খৃষ্টান পাদ্রী এবং মিশনারীদের মতো আরববাসীদের ইহুদী ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাতো এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের মধ্যে ইসরাঈলিয়াত বা ইহুদীবাদের চরম গোঁড়ামি এবং বংশীয় আভিজাত্যের গর্ব ও অহংকার ছিল। আরবের অধিবাসীদের তারা 'উম্মী' (Gentiles) বলে আখ্যায়িত করতো যার অর্থ শুধু নিরক্ষরই নয়, বরং অসভ্য এবং মূর্খও। তারা বিশ্বাস করতো, ইসরাঈলীরা যে মানবাধিকার ভোগ করে এরা সে অধিকার লাভেরও উপযুক্ত নয়। বৈধ ও অবৈধ সবরকম পন্থায় তাদের অর্থ-সম্পদ মেরে খাওয়া ইসরাঈলীদের জন্য হালাল ও পবিত্র। নেতৃ পর্যায়ের লোক ছাড়া সাধারণ আরবদের তারা ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করে সমান মর্যাদা দেয়ার উপযুক্তই মনে করতো না। কোনো আরব গোত্র বা বড় কোনো আরব পরিবার ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। আরব লোকগাথায় তার কোনো হদিসও মেলে না। এমনিতেও ইহুদীদের ধর্মপ্রচারের চেয়ে নিজেদের আর্থিক কায়-কারবারের প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ ছিল অধিক। তাই একটি ধর্ম হিসেবে হিজাযে ইহুদীবাদের বিস্তার ঘটেনি। বরং তা হয়েছিল কয়েকটি ইহুদী গোত্রের গর্ব ও অহংকারের পুঁজি। তবে ইহুদী ধর্মীয় পণ্ডিতরা তাবীজ-কবচ, ভাল-মন্দ লক্ষণ নির্ণয় এবং যাদুবিদ্যার রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। আর এ কারণে আরব সমাজে তাদের 'ইলম' ও 'আমলে'র খ্যাতি ও প্রতাপ বিদ্যমান ছিল।

আরব গোত্রসমূহের তুলনায় তাদের আর্থিক অবস্থা ও অবস্থান ছিল অধিক মযবুত। তারা যেহেতু ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার অধিক সুসভ্য অঞ্চল থেকে এসেছিল তাই এমন অনেক শিল্প ও কারিগরী তারা জানতো যা আরবের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। তাছাড়া বাইরের জগতের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্কও ছিল। এসব কারণে ইয়াসরিব এবং হিজাযের উত্তরাঞ্চলে খাদ্য শস্যের আমদানী আর এখান থেকে খেজুর রপ্তানীর কারবার তাদের হাতে চলে এসেছিল। হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্য শিকারেরও বেশীর ভাগ তাদেরই করায়ত্ত ছিল। বস্ত্র উৎপাদনের কাজও তারাই করতো। তারাই আবার জায়গায় জায়গায় পানশালা নির্মাণ করে রেখেছিল। এসব জায়গা থেকে মদ এনে বিক্রি করা হতো। বনু কায়নুকা গোত্রের অধিকাংশ লোক স্বর্ণকার, কর্মকার ও তৈজসপত্র নির্মাণ পেশায় নিয়োজিত ছিল। এসব কায়কারবারে ইহুদীরা অস্বাভাবিক মুনাফা লুটতো। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় কারবার ছিল সুদী কারবার। আশেপাশের সমস্ত আরবদের তারা এ সুদী কারবারের ফাঁদে আটকে ফেলেছিল। বিশেষ করে আরব গোত্রসমূহের নেতা ও সরদাররা বেশী করে এ জালে জড়িয়ে পড়েছিল। কারণ ঋণ গ্রহণ করে জাঁকজমকে চলা এবং গর্বিত ভঙ্গিতে জীবনযাপন করার রোগ সবসময়ই তাদের ছিল। এরা অত্যন্ত চড়া হারের সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিতো এবং তা চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়াতে থাকতো। কেউ একবার এ জালে জড়িয়ে পড়লে তা থেকে মুক্তি পাওয়া তার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়তো। এভাবে তারা আর্থিক দিক দিয়ে আরবদেরকে অন্তসারশূন্য করে ফেলেছিল। তবে তার স্বাভাবিক ফলাফলও দাঁড়িয়েছিল এই যে, তাদের বিরুদ্ধে আরবদের মধ্যে ব্যাপক ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছিল।

—আরবদের মধ্যে কারো বন্ধু হয়ে অন্য কারো সাথে শত্রুতা সৃষ্টি না করা এবং পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশগ্রহণ না করাই ছিল তাদের ব্যবসায়িক ও আর্থিক স্বার্থের অনুকূলে। কিন্তু অন্যদিকে আবার আরবদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হতে না দেয়া এবং তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত রাখাই ছিল তাদের স্বার্থের অনুকূলে। কারণ, তারা জানতো, আরব গোত্রসমূহ যখনই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে তখন আর তারা সেই সব সহায়-সম্পত্তি, বাগান এবং শস্য-শ্যামল ফসলের মাঠ তাদের অধিকারে থাকতে দেবে না, যা তারা সুদী কারবার ও মুনাফাখোরীর মাধ্যমে লাভ করেছে। তাছাড়া নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাদের প্রতিটি গোত্রকে কোনো না কোনো শক্তিশালী আরব গোত্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হতো যাতে অন্য কোনো শক্তিশালী গোত্র তাদের গায়ে হাত তুলতে না পারে। এ কারণে আরব গোত্রসমূহের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে তাদেরকে বারবার শুধু জড়িয়ে পড়তেই হতো না, বরং অনেক সময় একটি ইহুদী গোত্রকে তার মিত্র আরব গোত্রের সাথে মিলে অপর কোনো ইহুদী গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হতো, বিরোধী আরব গোত্রের সাথে যাদের থাকতো মিত্রতার সম্পর্ক। ইয়াসরিবে বনী কুরায়যা ও বনী নাযীর ছিল আওস গোত্রের এবং বনী কায়নুকা ছিল খাযারাজ গোত্রের মিত্র। হিজরাতের কিছুকাল পূর্বে 'বু'আস' নামক স্থানে আওস

ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল তাতে এ ইহুদী গোত্রগুলোও নিজ নিজ বন্ধু গোত্রের পক্ষ নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

এ পরিস্থিতিতে মদীনায় ইসলাম পৌঁছে এবং শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পর সেখানে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার সাথে সাথে তিনি প্রথম যে কাজগুলো করলেন তার মধ্যে একটি হলো আওস, খাযরাজ এবং মুহাজিরদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃবন্ধন সৃষ্টি করা। দ্বিতীয় কাজটি হলো, এ মুসলিম সমাজ এবং ইহুদীদের মধ্যে স্পষ্ট শর্তাবলীর ভিত্তিতে একটি চুক্তি সম্পাদন করা। এ চুক্তিতে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল যে, একে অপরের অধিকারসমূহে হস্তক্ষেপ করবে না এবং বাইরের শত্রুর মুকাবিলায় সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

ইহুদী এবং মুসলমানরা পরস্পরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় মেনে চলবে এ চুক্তি থেকে তা স্পষ্টভাবে জানা যায়। চুক্তির কতকগুলো বিষয় নিম্নরূপ ঃ

ان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم - وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة - وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم - وانه لم يثم امرؤ بحليفه، وان النصر للمظلوم، وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربيى، وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة ..... وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او اشتحار يخاف فساده فان مرده الى اللّه عز وجل والى محمد رسول اللّه .... وانه لاتجار قريش ولا من نصرها، وان بينهم والنصر على من دهم يثرب - على كل اناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم (ابن هشام - ج ٢ - ص ١٤٧-١٥٠)

ইহুদীরা নিজেদের ব্যয় বহন করবে এবং মুসলমানরাও নিজেদের ব্যয় বহন করবে।

এ চুক্তির পক্ষসমূহের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করলে তারা পরস্পরকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে। নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে তারা একে অপরকে কল্যাণ কামনা করবে। তাদের পরস্পরের সম্পর্ক হবে কল্যাণ করা ও অধিকার পৌঁছিয়ে দেয়ার সম্পর্কে গোনাহ ও সীমালংঘনের সম্পর্ক নয়।

কেউ তার মিত্রশক্তির সাথে কোনো প্রকার খারাপ আচরণ করবে না।

মযলুম ও নির্যাতিতদের সাহায্য করা হবে।

যতদিন যুদ্ধ চলবে ইহুদীরা ততদিন পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে মিলিতভাবে তার ব্যয় বহন করবে।

এ চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী পক্ষগুলোর জন্য ইয়াসরিবের অভ্যন্তরে কোনো প্রকার ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

এ চুক্তির শরীক পক্ষগুলোর মধ্যে যদি এমন কোনো ঝগড়া-বিবাদ ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় যার কারণে বিপর্যয় সৃষ্টির আশংকা দেখা দিতে পারে তাহলে আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বিধান অনুসারে তার মীমাংসা করবেন। ....

কুরাইশ এবং তাদের মিত্র ও সাহায্যকারীদের আশ্রয় দেয়া হবে না।

কেউ ইয়াসরিবের ওপর আক্রমণ করলে চুক্তির শরীকগণ তার বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করবে। প্রত্যেককে নিজ নিজ এলাকার প্রতিরক্ষার দায়-দায়িত্ব বহন করবে।—ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৭ থেকে ১৫০ পর্যন্ত।

এটি ছিল একটা সুস্পষ্ট ও অলংঘনীয় চূড়ান্ত চুক্তি। ইহুদীরা নিজেরাই এর শর্তাবলী গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণ করতে শুরু করলো। তাদের এ শত্রুতা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো। এর বড় বড় কারণ ছিল তিনটি ঃ

এক ঃ তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাতির একজন নেতা হিসেবে দেখতে আগ্রহী ছিল। যিনি তাদের সাথে শুধু একটি রাজনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ থাকবেন এবং নিজের দলের পার্থিব স্বার্থের সাথে কেবল তার সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু

তারা দেখলো, তিনি আল্লাহ, আখেরাত, রিসালাত এবং কিতাবের প্রতিও ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছেন (যার মধ্যে তাদের নিজেদের রসূল ও কিতাবের প্রতি ঈমান আনাও অন্তরভুক্ত) এবং গোনাহর কাজ পরিত্যাগ করে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ এবং নৈতিক সীমা ও বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে আহ্বান জানাচ্ছেন, স্বয়ং তাদের নবী-রসূলগণ দুনিয়ার মানুষকে যে আহ্বান জানাতেন। এসব ছিল তাদের কাছে অপসন্দনীয়। তারা আশংকাবোধ করলো, যদি এ বিশ্বজনীন আদর্শিক আন্দোলন চলতেই থাকে তাহলে তার সয়লাবের মুখে তাদের স্থূল ও অচল ধর্ম ও ধর্মীয় দর্শন এবং বংশ ও গোষ্ঠীগত জাতীয়তা খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে।

দুই ঃ আওস, খাযরাজ এবং মুহাজিরদেরকে পরস্পর ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখে এবং আশপাশের আরব গোত্রসমূহের যারাই ইসলামের এ আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে তারাই মদীনার এ ইসলামী ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে যাচ্ছে দেখে তারা এই ভেবে শংকিত হয়ে উঠলো যে, নিজেদের নিরাপত্তা ও স্বার্থের খাতিরে আরব গোত্রসমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে স্বার্থোদ্ধার করার যে নীতি তারা শত শত বছর ধরে অনুসরণ করে আসছে নতুন এ ব্যবস্থাধীনে তা আর চলবে না, বরং এখন তাদেরকে আরবের একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তির মুকাবিলা করতে হবে। যেখানে এ অপকৌশল আর সফল হবে না।

তিন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজ ও সভ্যতার যে সংস্কার করছিলেন তাতে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে সব রকম অবৈধ পথ ও পন্থা নিষিদ্ধ ঘোষণা করাও অন্তরভুক্ত ছিল। সর্বাপেক্ষা বড় ব্যাপার হলো, সুদ ভিত্তিক কারবারকেও তিনি নাপাক উপার্জন এবং হারাম খাওয়া বলে ঘোষণা করছিলেন। এ কারণে তারা আশংকা করছিল যে, আরব জনগণের ওপর যদি তাঁর শাসন কর্তৃত্ব কায়েম হয় তাহলে তিনি আইনগতভাবে সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেবেন। একে তারা নিজেদের মৃত্যুর শামিল বলে মনে করছিল।

এসব কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করা তারা নিজেদের জাতীয় লক্ষ হিসেবে স্থির করে নিয়েছিল। তাঁকে আঘাত দেয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত করার কোনো অপকৌশল, ষড়যন্ত্র ও উপায় অবলম্বন করতে তারা মোটেই কুণ্ঠিত হতো না। সাধারণ মানুষ তাতে তাঁর প্রতি সন্দিহান হয়ে ওঠে সে জন্য তারা তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম মিথ্যা প্রচারণা চালাতো। ইসলাম গ্রহণকারীদের মনে সব রকমের সন্দেহ-সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতো। যাতে তারা এ দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাম ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যতবেশী পারা যায় ভুল ধারণা সৃষ্টি করার জন্য নিজেরাও মিথ্যামিথ্যি ইসলাম গ্রহণ করতো এবং তারপর আবার মুরতাদ বা ইসলাম ত্যাগী হয়ে যেতো। অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য মুনাফিকদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধতো। ইসলামের শত্রু প্রতিটি ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং গোত্রের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতো। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতো এবং তাদেরকে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত করানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতো। তাদের বিশেষ লক্ষ ছিল আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকজন। দীর্ঘদিন যাবত এ দু'টি গোত্রের সাথে তাদের সুসম্পর্ক ছিল। অপ্রাসঙ্গিকভাবে বারবার 'বু'আস' যুদ্ধের আলোচনা তুলে তাদেরকে পূর্ব শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতো। যাতে আরেকবার তাদের মধ্যে তরবারির ঝনঝনানি শুরু হয়ে যায় এবং ইসলাম তাদেরকে যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিল তা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মুসলমানদের আর্থিক দিক থেকে বিব্রত ও বিপদগ্রস্ত করার জন্যও তারা নানারূপ জালিয়াতি করতো। যাদের সাথে আগে থেকেই তাদের লেনদেন ছিল তাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করতো তারা তার ক্ষতিসাধন করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যেতো। তার কাছে যদি কিছু পাওনা থাকতো তাহলে তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে তাকে উত্যক্ত ও বিব্রত করে তুলতো। তবে তার যদি কিছু পাওয়া থাকতো তাহলে তা আত্মসাৎ করতো। তারা প্রকাশ্যে বলতো ঃ আমরা তোমার সাথে যখন লেনদেন ও কারবার করেছিলাম তখন তোমার ধর্ম ছিল অন্যকিছু। এখন যেহেতু তুমি তোমার ধর্মই পরিবর্তন করে ফেলেছো তাই আমাদের কাছে তোমার কোনো অধিকারই আর অবশিষ্ট নেই। তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে নায়শাবুরী, তাফসীরে তাবরাসী এবং তাফসীরে রূহুল মায়ানীতে সূরা আলে ইমরানের ৭৫ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এর বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

চুক্তির বিরুদ্ধে খোলাখুলি এ শত্রুতামূলক আচরণ তারা বদর যুদ্ধের আগ থেকেই করতে শুরু করেছিল। কিন্তু বদর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানগণ কুরাইশদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করলে তারা অস্থির হয়ে ওঠে এবং তাদের হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন আরো অধিক প্রজ্জ্বলিত হয়। তারা আশা করেছিল, এ যুদ্ধে কুরাইশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে যাবে। ইসলামের এ বিজয়ের খবর পৌছার পূর্বেই তারা মদীনায় গুজব ছড়াতে শুরু করেছিল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন, মুসলমানদের চরম পরাজয় ঘটেছে এবং আবু জেহেলের নেতৃত্বে কুরাইশ বাহিনী মদীনার দিকে ধেয়ে আসছে। কিন্তু ফলাফল তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত হলে তারা রাগে ও দুঃখে ফেটে পড়ার উপক্রম হলো। বনী নাযীর গোত্রের নেতা কা'ব ইবনে আশরাফ চিৎকার করে বলতে শুরু করলো ঃ আল্লাহর শপথ,

মুহাম্মদ যদি আরবের এসব সম্মানিত নেতাদের হত্যা করে থাকে তাহলে পৃথিবীর উপরিভাগের চেয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগই আমাদের জন্য অধিক উত্তম। এরপর সে মক্কায় গিয়ে হাজির হলো এবং বদর যুদ্ধে যেসব কুরাইশ নেতা নিহত হয়েছিল তাদের নামে অত্যন্ত উত্তেজনাকর শোকগাঁথা শুনিয়ে শুনিয়ে মক্কাবাসীদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত করতে থাকলো। এরপর সে মদীনায় ফিরে আসলো এবং নিজের মনের ঝাল মিটানোর জন্য এমন সব কবিতা ও গান গেয়ে শুনাতে শুরু করলো যাতে সম্মানিত মুসলমানদের স্ত্রী-কন্যাদের সাথে প্রেম নিবেদন করা এবং প্রেম সম্পর্কের কথা উল্লেখ থাকতো। তার এ ঔদ্ধত্য ও বখাটেপনায় অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা আনসারীকে পাঠিয়ে তাকে হত্যা করাতে বাধ্য হলেন।–ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম, তারীখে তাবারী।

এ দু'টি চরম পদক্ষেপ (অর্থাৎ বনী কায়নুকার বহিষ্কার এবং কা'বা ইবনে আশরাফের হত্যা) গ্রহণ করার ফলে কিছুকাল পর্যন্ত ইহুদীরা এতটা ভীতসন্ত্রস্ত রইলো যে, আর কোনো দুষ্কর্ম করার সাহস তাদের হলো না। কিন্তু হিজরী ৩য় সনের শাওয়াল মাসে কুরাইশরা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে আসলে ইহুদীরা দেখলো, কুরাইশদের তিন হাজার সৈন্যের মুকাবিলায় মাত্র এক হাজার লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধাভিযানে বেরিয়েছে এবং তাদের মধ্য থেকেও তিন শত মুনাফিক দল ত্যাগ করে ফিরে এসেছে। তখন তারা প্রথমবারের মতো স্পষ্টভাবে চুক্তিলংঘন করে বসলো। অর্থাৎ মদীনার প্রতিরক্ষায় তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শরীক হলো না। অথচ চুক্তি অনুসারে তারা তা করতে বাধ্য ছিল। এরপর উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলে তাদের সাহস আরো বেড়ে গেল। এমন কি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার জন্য বনী নাযীর গোত্র একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করে বসলো। কিন্তু ঠিক বাস্তবায়নের মুখে তা বানচাল হয়ে গেল। ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ হলো, বিরে মা'য়ুনা'র মর্মান্তিক ঘটনার (৪র্থ হিজরীর সফর মাস) পর আমর ইবনে উমাইয়া দামরী প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভুলক্রমে বনী আমের গোত্রের দু'জন লোককে হত্যা করে ফেলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল চুক্তিবদ্ধ গোত্রের লোক। 'আমর তাদেরকে শত্রু গোত্রের লোক মনে করেছিল। এ ভুলের কারণে মুসলমানদের জন্য তাদের রক্তপণ আদায় করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর বনী আমের গোত্রের সাথে চুক্তিতে যেহেতু বনী নাযীর গোত্রও শরীক ছিল, তাই রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদেরকে শরীক হওয়ার আহবান জানাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে নিজে তাদের এলাকায় গেলেন। সেখানে তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু খোশগল্পে ব্যস্ত রেখে ষড়যন্ত্র আঁটলো যে, তিনি যে ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসেছিলেন এক ব্যক্তি তার ছাদ থেকে তাঁর ওপর একখানা ভারী পাথর গড়িয়ে দেবে। কিন্তু তারা এ ষড়যন্ত্র কার্যকরী করার আগেই আল্লাহ তাআলা যথাসময়ে তাঁকে সাবধান করে দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে মদীনায় ফিরে গেলেন।

এরপর তাদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবিলম্বে তাদেরকে চরমপত্র দিলেন যে, তোমরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিলে তা আমি জানতে পেরেছি। অতএব দশ দিনের মধ্যে মদীনা ছেড়ে চলে যাও। এ সময়ের পরেও যদি তোমরা এখানে অবস্থান করো তাহলে তোমাদের জনপদে যাকে পাওয়া যাবে তাকেই হত্যা করা হবে। অন্যদিকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে খবর পাঠালো যে, আমি দুই হাজার লোক দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবো। তাছাড়া বনী কুরায়যা এবং বনী গাতফানও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। তাই তোমরা রুখে দাঁড়াও, নিজেদের জায়গা পরিত্যাগ করো না। এ মিথ্যা আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরমপত্রের জবাবে তারা জানিয়ে দিল যে, আমরা এখান থেকে চলে যাব না। আপনার কিছু করার থাকলে করে দেখতে পারেন। এতে ৪র্থ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অবরোধ করলেন। অবরোধের মাত্র ক'দিন পরই (কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী মাত্র ছয় দিন এবং কোনো কোনো বর্ণনা অনুসারে পনর দিন) তারা এ শর্তে মদীনা ছেড়ে চলে যেতে রাজি হলো যে, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অন্য সব জিনিস নিজেদের উটের পিঠে চাপিয়ে যতটা সম্ভব নিয়ে যাবে। এভাবে ইহুদীদের দ্বিতীয় এ পাপী গোত্র থেকে মদীনাকে মুক্ত করা হলো। তাদের মধ্য থেকে মাত্র দু'জন লোক মুসলমান হয়ে মদীনায় থেকে গেল এবং অন্যরা সবাই সিরিয়া ও খায়বার এলাকার দিকে চলে গেল।

এ ঘটনা সম্পর্কেই এ সূরাটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বনী নাযীর যুদ্ধের পর্যালোচনাই এ সূরার বিষয়বস্তু। এতে মোটামুটি চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

১. প্রথম চারটি আয়াতে গোটা দুনিয়াবাসীকে সেই পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে বনী নাযীর গোত্র সবেমাত্র যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। একটি বৃহত গোত্র যার জনসংখ্যা সে সময় মুসলমানদের জনসংখ্যার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। অর্থ-সম্পদে যারা মুসলমানদের চেয়ে অগ্রসর ছিল, যাদের কাছে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামেরও অভাব ছিল না এবং যাদের দুর্গসমূহও ছিল অত্যন্ত মযবুত, মাত্র কয়েক দিনের অবরোধের মুখে তারা টিকে থাকতে পারলো না এবং কোনো একজন মানুষ নিহত হওয়ার মতো পরিস্থিতিরও উদ্ভব হলো না। তারা শত শত বছর ধরে গড়ে ওঠা তাদের আপন জনপদ ছেড়ে দেশান্তরিত হতে রাজি হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এটা মুসলমানদের শক্তির দাপটে হয়নি। বরং তারা যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। এটা ছিল তার প্রত্যক্ষ ফল। আর যারা আল্লাহর শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার দুঃসাহস দেখায় তারা এ ধরনের পরিণতির সম্মুখীন হয়।

২. ৫ আয়াতে যুদ্ধের একটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। নীতিটি হলো, শত্রুদের এলাকার অভ্যন্তরে সামরিক প্রয়োজনে যে ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম করতে হয় তা ফাসাদ ফিল আরদ অর্থাৎ পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির সমার্থক নয়।

৩. যুদ্ধ বা সন্ধির ফলে যেসব ভূমি ও সম্পদ ইসলামী সরকারের হস্তগত হয় তার বন্দোবস্ত কিভাবে করতে হবে ৬ থেকে ১০ আয়াতে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেহেতু এ সময়ই প্রথমবারের মতো একটি বিজিত অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে এসেছিল, সে জন্য এখানে তার আইন-বিধান বলে দেয়া হয়েছে।

৪. বনী নাযীর যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা যে আচরণ ও নীতিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল ১১ থেকে ১৭ আয়াতে তার পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের এ আচরণ ও নীতিভঙ্গির মূলে যেসব কারণ কার্যকর ছিল তাও দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

৫. শেষ রুকূ'র পুরোটাই উপদেশ বাণী। ঈমানের দাবী করে মুসলমানদের দলে শামিল হলেও যাদের মধ্যে ঈমানের প্রাণসত্তা নেই তাদের লক্ষ করেই এ উপদেশ বাণী। এতে তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে, ঈমানের মূল দাবী কি, তাকওয়া ও পাপাচারের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কি, যে কুরআনকে মানার দাবী তারা করছে তার গুরুত্ব কতটুকু এবং যে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার স্বীকৃতি তারা দিচ্ছে সেই আল্লাহ কি কি গুণাবলীর অধিকারী?

❐

আয়াত-২৪ ৫৯-সূরা আল হাশর-মাদানী রুকূ'-৩

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

١ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○
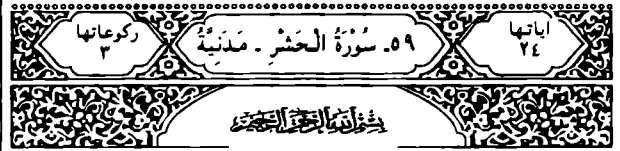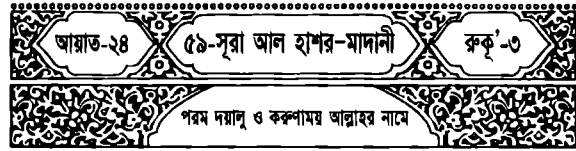
১. আল্লাহরই তাসবীহ করেছে আসমান ও যমীনের প্রতিটি জিনিস। তিনিই বিজয়ী এবং মহাজ্ঞানী।

٢ هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ○

২. তিনিই আহলে কিতাব কাফেরদেরকে প্রথম আক্রমণেই তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছেন।[১] তোমরা কখনো ধারণাও কর নাই যে, তারা বের হয়ে যাবে। তারাও মনে করে বসেছিলো যে, তাদের দুর্গসমূহ তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু আল্লাহ এমন এক দিক থেকে তাদের ওপর চড়াও হয়েছেন, যে দিকের ধারণাও তারা করতে পারেনি।[২] তিনি তাদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। ফল হয়েছে এই যে, তারা নিজ হাতেও নিজেদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করছিলো এবং মু'মিনদের হাত দিয়েও ধ্বংস করেছিলো। অতএব, হে দৃষ্টিশক্তির অধিকারীরা, শিক্ষা-গ্রহণ করো।

٣ وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ؕ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ○

৩. আল্লাহ যদি তাদের জন্য দেশান্তর হওয়া নির্দিষ্ট না করতেন তাহলে তিনি দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি দিতেন।[৩] আর আখেরাতে তো তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছেই।

٤ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

৪. এ হওয়ার কারণ হলো, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চরম বিরোধিতা করেছে। যে ব্যক্তিই আল্লাহর বিরোধিতা করে, তাকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর।

১. এখানে আহলে কিতাব কাফের বলতে বনী নযীর ইহুদী গোত্রকে বুঝানো হয়েছে। এরা মদীনার একাংশে বাস করতো। এ গোত্রের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্ধিচুক্তি ছিল। কিন্তু এরা বার বার চুক্তি ভংগ করে। শেষে ৪র্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জানিয়ে দেন যে—হয় তোমরা মদীনা ত্যাগ করে চলে যাও নতুবা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। তারা চলে যেতে অস্বীকার করলো। সুতরাং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম সৈন্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন। কিন্তু যুদ্ধ বাধার আগেই তারা বহিষ্কার দণ্ড মেনে নিতে প্রস্তুত হলো, যদিও তাদের দুর্গগুলো খুব মযবুত ছিল এবং সামরিক সাজ-সরঞ্জামও ছিল তাদের প্রচুর।

২. তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার আসার অর্থ এ নয় যে—আল্লাহ অন্য কোনো স্থানে ছিলেন তারপর সেখান হতে তাদের ওপর আক্রমণ করেন। বরং এ মাত্র এক বাক পদ্ধতি। এর আসল উদ্দেশ্য এই বুঝানো যে—মুসলমানদের আক্রমণের পূর্বে তারা এ ধারণায় নিশ্চিত ছিল যে, বাহির থেকে যদি কোনো আক্রমণ হয় তবে—আমরা নিজেদের গড়বন্দি দ্বারা তা প্রতিরোধ করবো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এরূপ রাস্তা দিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করেন যে দিক থেকে কোনো বিপদ আসার কোনো আশংকা তাদের মনে ছিল না। আর সে রাস্তা হলো ঃ আল্লাহ তাআলা ভিতর থেকে তাদের সাহস ও প্রতিরোধ শক্তি এরূপ শূণ্য গর্ভ করে দিয়েছিলেন যে, তারপর তাদের হাতিয়ার না কোনো কাজে এসেছিল, আর না তাদের গড়।

৩. দুনিয়ার শাস্তির অর্থ তাদের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দেয়া। যদি তারা সন্ধি করে নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর পরিবর্তে যুদ্ধ করতো তবে তারা পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো।

٥ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ○

৫. খেজুরের যেসব গাছ তোমরা কেটেছো কিংবা যেসব গাছকে তার মূলের ওপর আগের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো তা সবই ছিল আল্লাহর অনুমতিক্রমে।[৪] (আল্লাহ এ অনুমতি দিয়েছিলেন এ জন্য) যাতে তিনি ফাসেকদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন।[৫]

٦ وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৬. আল্লাহ তাআলা যেসব সম্পদ[৬] তাদের দখলমুক্ত করে তাঁর রাসূলের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন[৭] তা এমন সম্পদ নয়, যার জন্য তোমাদের ঘোড়া বা উট পরিচালনা করতে হয়েছে। বরং আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম।[৮]

٧ مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

৭. এসব জনপদের দখলমুক্ত করে যে জিনিসই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ফিরিয়ে দেন তা আল্লাহ, রাসূল, আত্মীয়-স্বজন,[৯] ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য। যাতে তা তোমাদের সম্পদশালীদের মধ্যেই কেবল আবর্তিত হতে না থাকে।[১০] রাসূল যা কিছু তোমাদের দেন তা গ্রহণ করো এবং যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদের বিরত রাখেন তা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।[১১]

৪. এখানে এ ব্যাপারের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যে, বনী নযীর গোত্রের বসতির চতর্দিকে যে খেজুরের বাগান ছিল তার মধ্যে অনেক গাছকে মুসলমানরা অবরোধ করার সূচনায় কেটে ফেলেছিল অথবা জ্বালিয়ে দিয়েছিল যাতে সহজে অবরোধ করা যায় এবং যেসব গাছ সামরিক চলাচলে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেনি সেগুলোকে যথাযথ অবস্থায় বহাল রেখেছিল। এ ব্যাপারের ওপর মুনাফিক ও ইহুদীরা চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল যে—'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন, কিন্তু তোমরা দেখে নাও শ্যামল ফলবতী গাছগুলো এরা কেমন করে কেটে চলেছে। এর নাম 'ফাসাদফিল আরদ' পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ছাড়া আর কি? এ প্রসংগে আল্লাহ তাআলা এ হুকুম অবতীর্ণ করেন যে—তোমরা যে গাছগুলো কেটেছো ও যেগুলো খাড়া থাকতে দিয়েছো এর মধ্যে কোনো কাজই অবৈধ নয়, বরং উভয় কাজই আল্লাহর অনুমোদিত।

৫. অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এ গাছগুলো কাটার মধ্য দিয়ে তাদের লাঞ্ছনা ও হীনতা হোক এবং এগুলো না কাটার মধ্য দিয়েও তাদের লাঞ্ছনা ও হীনতা হোক। কাটার মধ্যে তাদের লাঞ্ছনা ও হীনতার বিষয় ছিলো গাছগুলো তারা নিজেদের হাতে রোপণ করেছিল এবং দীর্ঘকাল ধরে যে বাগানগুলো তারা মালিক ছিল তাদের চোখের সামনেই তার গাছগুলো কেটে যাওয়া হচ্ছিল, অথচ কর্তনকারীদের কোনো প্রকার বাধা দেয়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না। অপরপক্ষে গাছগুলো না কাটার মধ্যে হীনতার বিষয় ছিল এই যে—যখন তারা মদীনা থেকে বের হয় তখন তারা স্বচক্ষে দেখছিল যে, কাল পর্যন্ত যে সরস-শ্যামল উদ্যান তাদের সম্পত্তি ছিল আজ তা মুসলমানদের অধিকারে চলে যাচ্ছে। তাদের ক্ষমতা যদি চলতো, তবে তারা এগুলোকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়ে তবে মদীনা ত্যাগ করতো এবং একটিও অক্ষত বৃক্ষকে তারা মুসলমানদের অধিকারে যেতে দিতো না। কিন্তু নিরুপায় অবস্থায় তারা সবকিছু যেমন ছিল তেমন অবস্থায় ত্যাগ করে হতাশা ও মনোবেদনার সাথে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

৬. এখানে সেই ধন-সম্পত্তির উল্লেখ করা হচ্ছে যা প্রথম বনী নযীর গোত্রের অধিকারে ছিল এবং তাদের বহিষ্কারের পর ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ত্তে এসেছে। এ সম্পর্কে এখান থেকে ১০ম আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা কিরূপে করা হবে তা নির্দেশ করেছেন।

৭. এ শব্দগুলো স্বতঃই এ অর্থ প্রকাশ করে যে—এ পৃথিবী এবং এর মধ্যে যাকিছু বস্তু পাওয়া যায় সে সবের ওপর প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনো হক নেই, যারা মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলার বিদ্রোহী। এ কারণে এক বৈধ ও ন্যায় যুদ্ধের ফলে যেমন ধন-সম্পত্তি কাফেরদের অধিকার থেকে মুমিনদের অধিকারে এসেছে সেসব সম্পত্তির প্রকৃত অবস্থা এই যে—সে ধনের মালিক আপন বিশ্বাসঘাতক ও আত্মসাৎকারী কর্মচারীদের আয়ত্ত থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে নিজ অনুগত কর্মচারীদের প্রতি তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ইসলামী কানুনের পরিভাষায় এ ধন-সম্পত্তিকে 'ফাই' (প্রত্যাবৃত্ত ধন) বলা হয়।

৮. অর্থাৎ সংগ্রামী সৈন্যবাহিনীর প্রত্যক্ষ বাহুবলের ফলে মাত্র এ ধন মুসলমানদের কব্জায় আসেনি। বরং আল্লাহ তাআলা নিজ রসূল ও তাঁর উম্মত এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থাকে যে ক্ষমতা প্রদান করেছেন এ হচ্ছে তার সমষ্টিগত শক্তির ফল। তাই এ ধন যুদ্ধ-লব্ধ লুণ্ঠিত ধন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং সংগ্রামকারী সৈন্য দলের মধ্যে এ ধন যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীর মতো বণ্টন করে দেয়া যেতে পারে না; এ ধরনের ওপর সৈন্যদের এরূপ ভাগ পাওয়ার হক নেই। শরীয়াতে 'ফাই' ও গণীমতের হুকুমকে একইরূপভাবে পরস্পর ভিন্ন করে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধে শত্রু সৈন্যদের কাছ থেকে যে স্থাবর সম্পত্তি পাওয়া যায় তাকে গনীমত বলা হয়। এ ছাড়া শত্রুদের ভূমি, গৃহাদি ও অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি গণীমত নয়, 'ফাই-এর অন্তর্গত।

(৮) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

৮. (তাছাড়াও এ সম্পদ) সেই সব গরীব মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘর-বাড়ী ও বিষয়-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। এসব লোক চায় আল্লাহর মেহেরবানী এবং সন্তুষ্টি। আর প্রস্তুত থাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য। এরাই হলো সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ লোক।

(৯) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

৯. (আবার তা সেই সব লোকের জন্যও) যারা এসব মুহাজিরদের আগমনের পূর্বেই ঈমান এনে দারুল হিজরতে বসবাস করছিলো।[১২] তারা ভালবাসে সেই সব লোকদের যারা হিজরত করে তাদের কাছে এসেছে। যা কিছুই তাদের দেয়া হোক না কেন এরা নিজেদের মনে তার কোনো প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করে না এবং যত অভাবগ্রস্তই হোক না কেন নিজেদের চেয়ে অন্যদের অগ্রাধিকার দান করে। মূলত যেসব লোককে তাদের মনের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম।

(১০) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

১০. (তা সেই সব লোকের জন্যও) যারা এসব অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে।[১৩] যারা বলেঃ হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে মাফ করে দাও যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব, তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু।[১৪]

৯. আত্মীয়-স্বজন বলতে এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়-স্বজনকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাতে নিজের, নিজ পরিবার পরিজনের হক আদায় করার সাথে সাথে নিজের সেই সব আত্মীয়-স্বজনেরও হক যারা তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী যা যাঁদের সাহায্য করা তিনি প্রয়োজনবোধ করেন—আদায় করতে পারেন সে জন্য এ অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর এ অংশ একটি পৃথক ও স্থায়ী অংশরূপে বর্তমান থাকেনি, বরং মুসলমানদের মধ্যেকার অন্যান্য দরিদ্র, পিতৃহীন ও মুসাফিরদের সাথে বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব গোত্রের অভাবগ্রস্ত লোকদের হকও বায়তুল মালের (সাধারণ কোষাগারের) ওপর ন্যস্ত হয় ; অবশ্য যাকাতে তাদের অংশ না থাকায় তাদের হক অন্যদের ওপর অগ্রগণ্য বিবেচিত হয়েছে।

১০. এ কুরআন মজীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদী নির্দেশ। এর মধ্যে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পলিসির এ বুনিয়াদী নিয়ম বিবৃত করা হয়েছে যে—ধনের আবর্তন সমগ্র সমাজে সাধারণ ও ব্যাপকভাবে হওয়া চাই, ধন মাত্র ধনবানদেরই মধ্যে আবর্তন করতে থাকবে এবং ধনী দিন দিন অধিকতর ধনী ও দরিদ্র দিন দিন দরিদ্রতর হতে চলবে কোনোমতে এরূপ যেন না হয়।

১১. যদিও এ আদেশ বনী নযীরের সম্পত্তি বন্টনের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু এ আদেশের ভাষা সাধারণ; সে জন্য এর মর্ম হচ্ছে—সমস্ত ব্যাপারে যেন মুসলমানেরা রসূলের আদেশ-নির্দেশের আনুগত্য করে। এ কথার দ্বারা এ মর্ম আরও সুস্পষ্ট হয়েছে যে—'যা কিছু রসূল তোমাদের দেয়'-এর মুকাবিলায় 'যা কিছু তোমাদের না দেয়' এরূপ ভাষা ব্যবহার করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে 'যে জিনিস হতে তিনি তোমাদেরকে বিরত রাখেন তা হতে তোমরা বিরত হয়ে যাও।'

১২. আনসারদের বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ 'ফাই'-তে যে মাত্র মুহাজিরদের হক আছে তা নয়। বরং প্রথম থেকে যে মুসলমানরা দারুল ইসলামে বসবাস করছে তাঁরাও এ থেকে অংশ পাবার হকদার।

১৩. অর্থাৎ 'ফাই'-এর ধনে যে মাত্র বর্তমান বংশধরদের হক আছে তা নয় ; পরবর্তীদের হকও আছে।

১৪. এ আয়াতে মুসলমানদেরকে এ গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে—তারা যেন কোনো মুসলমানদের প্রতি নিজেদের অন্তরে হিংসা পোষণ না করে এবং নিজেদের পূর্বে যেসব মুসলমান গত হয়েছেন তাদের অনুকূলেও যেন দোয়ায়ে মাগফেরাত (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকে, তাঁদের প্রতি নিন্দাবাদ ও অভিশাপ বর্ষণ করা যেন না হয়।

রুকূ' ঃ ২

(١١) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○

১১. তোমরা[১৫] কি সেই সব লোকদের দেখনি যারা মুনাফিকীর আচরণ গ্রহণ করেছে ? তারা তাদের কাফের আহলে কিতাব ভাইদের বলে ঃ যদি তোমাদের বহিষ্কার করা হয় তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাবো। তোমাদের ব্যাপারে কারো কথাই আমরা শুনবো না। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাহলে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, তারা পাকা মিথ্যাবাদী।

(١٢) لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ○

১২. যদি তাদেরকে বহিষ্কার করা হয় তাহলে এরা তাদের সাথে কখনো বেরিয়ে যাবে না। আর যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাহলে তারা তাদেরকে সাহায্যও করবে না। আর যদি সাহায্য করেও তাহলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। অতপর কোনোখান থেকে কোনো সাহায্য তারা পাবে না।

(١٣) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ○

১৩. তাদের মনে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশী। কারণ, তারা এমন লোক যাদের কোনো বিবেক-বুদ্ধি নেই।[১৬]

(١٤) لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ○

১৪. এরা একত্রিত হয়ে (খোলা ময়দানে) কখনো তোমাদের মোকাবিলা করবে না। লড়াই করলেও দুর্গাভ্যন্তরে অবস্থিত জনপদে বা প্রাচীরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে করবে। তাদের অভ্যন্তরীণ পারস্পরিক কোন্দল অত্যন্ত কঠিন। তুমি তাদের ঐক্যবদ্ধ মনে কর। কিন্তু তাদের মন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। তাদের এ অবস্থার কারণ হলো তারা জ্ঞান ও বুদ্ধিহীন।

১৫. সমগ্র রুকূ'টিতে মুনাফিকদের মতিগতি ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বনী নযীরকে মদীনা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার জন্যে দশ দিনের নোটিশ দিয়েছিলেন এবং তাদের অবরোধ শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক দিন বাকী ছিল তখন মদীনার মুনাফিক নেতারা তাদেরকে বলে পাঠাল যে—আমরা ২ হাজার লোক নিয়ে তোমাদের সাহায্যার্থে যাব এবং বনী কুরাইশ ও বনী গাতফান ও তোমাদের সাহায্যে উত্থিত হবে। সুতরাং মুসলমানদের মুকাবিলায় তোমরা দৃঢ়তা অবলম্বন কর এবং কিছুতেই অস্ত্র সমর্পণ করো না ; যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে আমরা যুদ্ধে তোমাদের সাথী হব এবং তোমাদের যদি এখান থেকে বহিষ্কার করা হয় তবে আমরাও এখান থেকে বহির্গত হয়ে যাবো।

১৬. এ ক্ষুদ্র বাক্যে এক বৃহৎ সত্য বিবৃত করা হয়েছে। যে ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধি বুঝ-সমুঝ আছে সে তো জানে—আসলে ভয় করার যোগ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার শক্তি—মানুষের শক্তি নয়। সে জন্যে আল্লাহর কাছে পাকড়ে যাওয়ার আশংকা যে কাজে আছে, এরূপ প্রতিটি কাজ থেকে সে বিরত থাকবে, কোনো মানবীয় শক্তি পাকড়াওকারী থাকুক বা না থাকুক এবং সেই ফরযের (অবশ্যপাল্য কর্তব্যগুলোর) প্রতিটি পালনের জন্যে—যার দায়িত্ব আল্লাহ তার প্রতি অর্পণ করেছেন—সে পূর্ণ্যদমে উদ্যোগী হবে, সারা জগতের শক্তি ও এ ব্যাপারে তার প্রতিবন্ধক ও প্রতিরোধকারী হলেও। কিন্তু একজন বোধহীন মানুষ সকল ব্যাপারে নিজের কর্মপদ্ধতির সিদ্ধান্ত আল্লাহর পরিবর্তে মানবীয় শক্তির দিকে চেয়ে করে। সে যদি কোনো জিনিস থেকে বিরত হয় তবে আল্লাহর কাছে ধৃত হওয়ার ভয়ে বিরত হয় না, বরং সে বিরত হয় এ এজন্যে যে, কোনো মানবীয় শক্তি তাঁকে শাস্তি দেয়ার জন্য তার সামনে বিদ্যমান এবং কোনো কাজ যদি সে করে তবে আল্লাহর হুকুমের কারণে করে না বরং কোনো মানবীয় শক্তির হুকুমের বা পসন্দের কারণে করে থাকে। এ বোধ ও বোধহীনতার পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর চরিত্র ও ব্যবহারকে পরস্পর ভিন্ন করে দেয়।

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝١٥

১৫. এরা তাদের কিছুকাল পূর্বের সেই সব লোকের মত যারা তাদের কৃতকর্মের পরিণাম ভোগ করেছে।[১৭] তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝١٦

১৬. এদের উদাহরণ হলো শয়তান। সে প্রথমে মানুষকে বলে কুফরী কর। যখন মানুষ কুফরী করে বসে তখন সে বলে, আমি তোমার দায়িত্ব থেকে মুক্ত। আমি তো আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে ভয় পাই।

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝١٧

১৭. উভয়েরই পরিণাম হবে এই যে, তারা চিরদিনের জন্য জাহান্নামী হবে। জালেমদের প্রতিফল এটাই।

রুকূ' ঃ ৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝١٨

১৮. হে ঈমানদাররা, আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেকেই যেন লক্ষ রাখে, সে আগামীকালের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।[১৮] আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তোমাদের সেই সব কাজ সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করে থাক।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝١٩

১৯. তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের নিজেদেরকেই ভুলিয়ে দিয়েছেন।[১৯] তারাই ফাসেক।

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝٢٠

২০. যারা জাহান্নামে যাবে এবং যারা জান্নাতে যাবে তারা পরস্পর সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতে যাবে তারাই সফলকাম।

لَوْ أَنْزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝٢١

২১. আমি যদি এ কুরআনকে কোনো পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি দেখতে পেতে তা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে পড়ছে এবং ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।[২০] আমি মানুষের সামনে এসব উদাহরণ এ জন্য পেশ করি যাতে তারা (নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে) ভেবে দেখে।

১৭. এখানে কুরাইশ কাফের ও বনী কাইনুকার ইহুদীদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে ; তারা নিজেদের সংখ্যাধিক্য ও সাজ-সরঞ্জাম সত্ত্বেও এ সমস্ত দুর্বলতারই কারণে মুষ্টিমেয় নিঃসম্বল মুসলিম দলের হাতে পরাজয় বরণ করে।

১৮. 'কাল' অর্থাৎ পরকাল। দুনিয়ার সমগ্র জীবনটি যেন 'আজ' এবং 'কাল' হচ্ছে কিয়ামতের দিন যা এ 'আজ'-এর পরে আসবে।

১৯. অর্থাৎ আল্লাহকে ভুলে থাকার অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে নিজেকে ভুলে যাওয়া। যখন মানুষ একথা ভুলে যায় যে, সে—কারোর দাস, তখন অবশ্যম্ভাবী রূপে সে পৃথিবীতে নিজের এক ভ্রান্ত স্বরূপ নির্দিষ্ট করে বসে এবং তার সারাটি জীবন এ বুনিয়াদী বিভ্রান্তির কারণে ভ্রান্ত হয়ে থেকে যায়। অনুরূপভাবে যখন সে একথা ভুলে যায় যেন—সে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর দাস নয়, তখন সেই অদ্বিতীয় একের প্রকৃত পক্ষে সে যার বান্দাহ—দাসত্ব তো করে না, কিন্তু অন্য অনেকের দাসত্ব সে করতে থাকে প্রকৃতপক্ষে যাদের সে প্রকৃত দাস নয়।

২০. এ উপমার মর্ম হচ্ছে—কুরআন যেরূপভাবে আল্লাহর মহানত্ব ও তাঁর কাছে বান্দাহর দায়িত্ব ও জবাবদিহির সুস্পষ্ট বর্ণনা দান করছে যদি পাহাড়ের মতো বিরাট সৃষ্টিরও সে বোধ থাকতো এবং সে জানতে পারতো যে কিরূপ শক্তিমান প্রভুর সামনে তাকে কাজের জবাবদিহি করতে হবে, তবে সেও ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠতো।

﴿٢٢﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○

২২. আল্লাহই সেই মহান সত্তা যিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ[২১] নেই। অদৃশ্য ও প্রকাশ্য সবকিছুই তিনি জানেন। তিনিই রহমান ও রহীম।

﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

২৩. আল্লাহ-ই সেই মহান সত্তা যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তিনি বাদশাহ, অতীব পবিত্র,[২২] পূর্ণাঙ্গ শান্তি,[২৩] নিরাপত্তাদানকারী,[২৪] হিফাযতকারী,[২৫] সবার ওপর বিজয়ী, শক্তি বলে নিজের নির্দেশ কার্যকরী করতে সক্ষম। এবং সবার চেয়ে বড় হয়েই বিরাজমান থাকতে সক্ষম। আল্লাহ সেই সব শিরক থেকে পবিত্র যা লোকেরা করে থাকে।

﴿٢٤﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২৪. সেই পরম সত্তা তো আল্লাহ-ই যিনি সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দান কারী এবং সেই অনুপাতে রূপদানকারী। উত্তম নামসমূহ তাঁর-ই। আসমান ও যমীনের সবকিছু তাঁর তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করে[২৬] চলেছে। তিনি পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

২১. অর্থাৎ যিনি ছাড়া কারোর এ মর্যাদা, স্থান ও মোকাম নেই যে তার বন্দেগী ও উপাসনা করা যেতে পারে, যিনি ছাড়া উলুহিয়াতের গুণ ও ক্ষমতা কারোরই নেই যে, তার উপাস্য হওয়ার হক থাকতে পারে।

২২. অর্থাৎ তিনি এর থেকে বহুগুণে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর যে তাঁর সত্তার কোনো দোষ বা ত্রুটি বা কোনো মন্দ গুণ পাওয়া যাবে ; বরং তিনি এক পরিক্রম সত্তা যাঁর সম্পর্কে কোনো খারাপের ধারণা পর্যন্ত করা যায় না।

২৩. বিপদ অথবা দুর্বলতা অথবা ত্রুটি তাঁর হতে পারে বা তাঁর পূর্ণত্বের কখনো হ্রাস ঘটতে পারে—এরূপ সকল সম্ভাবনা থেকে তাঁর সত্তা উচ্চতর ও পবিত্র।

২৪. অর্থাৎ তাঁর সৃষ্ট বস্তু তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ যে, তিনি কখনো তার প্রতি যুল্ম করবেন না, অথবা তার হক নষ্ট করবেন না, অথবা তার পুরস্কার বিনষ্ট করবেন না, অথবা তাঁর প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভংগ করবেন না।

২৫. মূলে 'আল মুহাইমিন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর তিন প্রকার অর্থ হতে পারে ঃ প্রথমত রক্ষণাবেক্ষণকারী ; দ্বিতীয়ত পরিদর্শক, সাক্ষী যিনি দেখছেন—কে কি করছে, তৃতীয়তঃ সেই সত্তা যিনি মানুষের প্রয়োজন ও অভাব পূর্ণ করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন।

২৬. অর্থাৎ কথার ভাষায় বা অবস্থার ভাষায় বর্ণনা করছে যে—তার স্রষ্টা প্রতিটি দোষ ও ত্রুটি, দুর্বলতা ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

সূরা আল মুমতাহিনা

৬০

নামকরণ

যেসব স্ত্রীলোক হিজরত করে চলে আসবে এবং মুসলমান হওয়ার দাবী করবে এ সূরার ১০ আয়াতে তাদের পরীক্ষা করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। এ কারণে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে আল মুমতাহিনা। মুমতাহানা এবং মুমতাহিনা এ দু'ভাবেই শব্দটি উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। প্রথম প্রকার উচ্চারণের ক্ষেত্রে এর অর্থ হয়, যে স্ত্রীলোককে পরীক্ষা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রকার উচ্চারণের ক্ষেত্রে এর অর্থ হয় পরীক্ষা গ্রহণকারী সূরা।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরায় এমন দুটি বিষয়ে কথা বলা হয়েছে যার সময়-কাল ঐতিহাসিকভাবে জানা। প্রথমটি হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা। তিনি মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে একটি গোপন পত্রের মাধ্যমে কুরাইশ নেতাদের এ মর্মে অবগত করেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি মুসলমান মহিলাদের সম্পর্কে, যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসতে শুরু করেছিল এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, সন্ধির শর্ত অনুসারে মুসলমান পুরুষদের মতো তাদেরও কি কাফেরদের হাতে সোপর্দ করতে হবে? এ দু'টি ঘটনার উল্লেখ থেকে এ বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে নাযিল হয়েছিল। এ দু'টি ঘটনা ছাড়াও সূরার শেষের দিকে তৃতীয় আরেকটি ঘটনার উল্লেখ আছে। তা হলো, ঈমান গ্রহণের পর বাইয়াত গ্রহণের উদ্দেশ্যে মহিলারা যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হবে তখন তিনি তাদের কাছ থেকে কি কি বিষয়ের প্রতিশ্রুতি নেবেন? সূরার এ অংশ সম্পর্কেও অনুমান হলো, তা মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুকাল পূর্বে নাযিল হয়েছিল। কারণ মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশদের পুরুষদের মতো তাদের নারীরাও বিপুল সংখ্যায় এক সাথে ইসলাম গ্রহণ করবে বলে মনে হচ্ছিলো। তাদের নিকট থেকে সামষ্টিকভাবে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের প্রয়োজন তখন অবশ্যম্ভাবী ছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটির তিনটি অংশ ঃ

প্রথম অংশ সূরার শুরু থেকে ৯ আয়াত পর্যন্ত। সূরার সমাপ্তি পর্বের ১৩নং আয়াতটিও এর সাথে সম্পর্কিত। হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আ শুধু তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি গোপন সামরিক তথ্য শত্রুদের জানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এটি যথাসময়ে ব্যর্থ করে দেয়া না গেলে মক্কা বিজয়ের সময় ব্যাপক রক্তপাত হতো। মুসলমানদেরও বহু মূল্যবান প্রাণ নষ্ট হতো এবং কুরাইশদের এমন বহু লোক মারা যেতো, যাদের দ্বারা পরবর্তী সময়ে ইসলামের ব্যাপক খেদমত পাওয়ার ছিল। শান্তিপূর্ণ উপায়ে মক্কা বিজিত হলে যেসব সুফল অর্জিত হতে পারতো তা সবই পণ্ড হয়ে যেতো। এসব বিরাট ও ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হতো শুধু এ কারণে যে, মুসলমানদেরই এক ব্যক্তি যুদ্ধের বিপদ থেকে নিজের সন্তান-সন্ততিকে নিরাপদ রাখতে চেয়েছিল। এ আয়াতে হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আর এ কাজের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। মারাত্মক এ ভুল সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ তাআলা সমস্ত ঈমানদারদের এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোনো ঈমানদারের কোনো অবস্থায় কোনো উদ্দেশ্যেই ইসলামের শত্রু কাফেরদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখা উচিত এবং এমন কোনো কাজও না করা উচিত যা কুফর ও ইসলামের সংঘাতে কাফেরদের জন্য সুফল বয়ে আনে। তবে যেসব কাফের কার্যত ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক ও নির্যাতনমূলক কোনো আচরণ করছে না তাদের সাথে প্রীতিপূর্ণ ও অনুগ্রহের আচরণ করায় কোনো দোষ নেই।

১০ ও ১১ আয়াত হলো, সূরাটির দ্বিতীয় অংশ। সেই সময় মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি করছিল এমন একটি সামাজিক সমস্যার সমাধান পেশ করা হয়েছে এ অংশে। মক্কায় বহু মুসলমান মহিলা ছিল যাদের স্বামীরা ছিল কাফের। এসব মহিলা কোনো না কোনোভাবে হিজরত করে মদীনায় এসে হাজির হতো। অনুরূপ মদীনায় বহুসংখ্যক মুসলমান পুরুষ ছিল যাদের স্ত্রীরা ছিল কাফের এবং তারা মক্কাতেই রয়ে গিয়েছিল। এসব লোকের দাম্পত্য বন্ধন অক্ষুণ্ন আছে কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিতো। আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে চিরদিনের জন্য ফায়সালা দিলেন যে, মুসলমান নারীর জন্য কাফের স্বামী হালাল নয় এবং মুসলমান পুরুষের জন্যও মুশরিক

স্ত্রীকে বিবাহ্ বন্ধনে ধরে রাখা জায়েয নয়। এ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনগত ফলাফলের ধারক। পরে আমরা টীকাসমূহের এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

১২নং আয়াত হলো সূরাটির তৃতীয় অংশ। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, জাহেলী যুগের আরব সমাজে যেসব বড় বড় দোষ-ত্রুটি ও গোনাহর কাজ নারী সমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল যেসব নারী ইসলাম গ্রহণ করবে তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিতে হবে এবং এ বিষয়েও অঙ্গীকার নিতে হবে যে, আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে যেসব কল্যাণ ও সুকৃতির পথ, পন্থা ও নিয়ম-কানুন মেনে চলার আদেশ দেয়া হবে তা তারা মেনে চলবে।

❒

আয়াত-১৩ ৬০-সূরা মুমতাহিনা-মাদানী রুকূ'-২

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
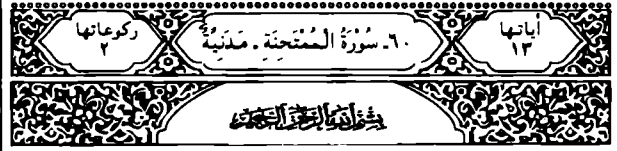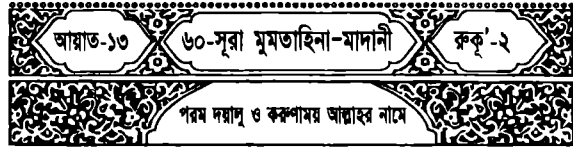
১. হে ঈমানদারগণ,[১] যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে (জন্মভূমি ছেড়ে ঘর থেকে) বেরিয়ে থাক তাহলে আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা কর, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তারা তা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাদের আচরণ হলো, তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে শুধু এ অপরাধে জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার করে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো। তোমরা গোপনে তাদের কাছে বন্ধুত্বমূলক পত্র পাঠাও। অথচ তোমরা গোপনে যা কর এবং প্রকাশ্যে যা করো তা সবই আমি ভাল করে জানি। তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই এরূপ করে নিশ্চিন্তভাবেই সে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ○

২. তাদের আচরণ হলো, তারা যদি তোমাদের কাবু করতে পারে তাহলে তোমাদের সাথে শত্রুতা করবে এবং হাত ও জিহবা দ্বারা তোমাদের কষ্ট দেবে। তারা চায় যে, কোনোক্রমে তোমরা কাফের হয়ে যাও।

② إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ○

৩. কিয়ামতের দিন না তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন কোনো কাজে আসবে না সন্তান-সন্ততি।[২] কোনো কাজে আসবে। সেদিন আল্লাহ তোমাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেবেন।[৩] আর তিনিই তোমাদের আমল বা কর্মফল দেখবেন।

③ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

১. তাফসীরকারগণ এ বিষয়ে একমত যে, যখন মক্কার মুশরিকদের নামে লিখিত হযরত হাতেব বিন আবি বালতাআ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পত্র—যাতে তিনি পূর্বাহ্নে শত্রুদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা আক্রমণ করতে চলেছেন—ধরা পড়েছিল সেই সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

২. হযরত হাতেব রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কাজ এ উদ্দেশ্যে করেছিলেন যে, মক্কায় তাঁর যে পরিবারবর্গ আছে যুদ্ধের সময় তারা যেন নিরাপদে থাকে ; এজন্য বলা হয়েছে—যে সন্তান-সন্ততি ও স্বজনবর্গের জন্য তুমি এ কাজ করছো পরকালে তারা তোমার কোনো কাজে আসবে না।

৩. অর্থাৎ দুনিয়ার সমস্ত আত্মীয়তা, সম্পর্ক ও সংযোগ সেখানে ছিন্ন করে দেয়া হবে।প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে স্বকীয় সত্তায় সেখানে উপস্থিত হবে। সুতরাং দুনিয়ায় কোনো লোকেরই কোনো ঘনিষ্ঠতা বা বন্ধুত্ব বা দলবদ্ধতার খাতিরে কোনো অবৈধ কাজ করা উচিত নয়। কেননা নিজের কাজের শাস্তি তার নিজেরই ভোগ করতে হবে, তার নিজের দায়িত্বের মধ্যে অন্য কেউ অংশীদার হবে না।

④ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ إِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؗ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيْمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

৪. তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মধ্যে একটি উত্তম আদর্শ বর্তমান। তিনি তাঁর কওমকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেনঃ আমরা তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহকে ছেড়ে যেসব উপাস্যের উপাসনা তোমরা করে থাক তাদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অসন্তুষ্ট। আমরা তোমাদের অস্বীকার করেছি।[৪] আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরদিনের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে—যতদিন তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে। তবে ইবরাহীমের তার বাপকে একথা বলা (এর অন্তরভুক্ত নয়) "আমি আপনার জন্য অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করবো। তবে আল্লাহর নিকট থেকে আপনার জন্য নিশ্চিত কোনো কিছু অর্জন করে নেয়া আমার আয়ত্তাধীন নয়।"[৫] (ইবরাহীম ও ইবরাহীমের দোয়া ছিল ঃ) হে আমাদের রব, তোমার ওপরেই আমরা ভরসা করেছি, তোমার প্রতিই আমরা রুজু করেছি আর তোমার কাছেই আমাদের ফিরে আসতে হবে।

⑤ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৫. হে আমাদের রব, আমাদেরকে কাফেরদের জন্য ফিতনা বানিয়ে দিও না।[৬] হে আমাদের রব, আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও। নিসন্দেহে তুমিই পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী।

⑥ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

৬. এসব লোকের কর্মপদ্ধতিতে তোমাদের জন্য এবং আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রত্যাশী লোকদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। এ থেকে যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও প্রশংসিত।

রুকূ' ঃ ২

⑦ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ؕ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৭. অসম্ভব নয় যে, আজ তোমরা যাদের শত্রু বানিয়ে নিয়েছো আল্লাহ তাআলা তাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো এক সময় বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন।[৭] আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমতাবান। আর তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

৪. অর্থাৎ আমরা তোমাদের কাফের (অমান্যকারী)। তোমরা সত্যপন্থী বলে আমরা মানি না এবং তোমাদের ধর্মকে মানি না।

৫. অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে ঃ তোমাদের জন্যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের—এ কথা অনুসরণযোগ্য যে, তিনি নিজের কাফের ও মুশরিক কওমকে পরিষ্কারভাবে তাঁর অসন্তুষ্টি ও সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে নিজের মুশরিক পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং কার্যত তাঁর জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন—এ বিষয়টি তোমাদের জন্যে অনুকরণীয় নয়।

৬. কাফেরদের পক্ষে মুমিনদের 'ফিতনা' স্বরূপ হওয়া কয়েক প্রকারে হতে পারে ঃ যথা৷কাফেররা মুমিনদের ওপর বিজয়ী হয়ে নিজেদের এ জয়কে এ কথার প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করে যে আমরা সত্যের উপর আছি এবং মুমিনরা অসত্যের ওপর আছে বা মুমিনদের ওপর কাফেরদের যুলুম অত্যাচারের বাড়াবাড়ি মুমিনদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে এবং অবশেষে মুমিনরা কাফেরদের কাছে অবনত হয়ে নিজেদের ধর্মেরও চরিত্র বিক্রয় করতে প্রস্তুত হয়; অথবা সত্য ধর্মের প্রতিনিধিত্বের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও মুমিনরা সেই মর্যাদার উপযোগী নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব থেকে বঞ্চিত থাকে এবং জগত তাদের চরিত্র ও ব্যবহারের মধ্যে সেই একই দোষ লক্ষ্য করে যা জাহেলিয়াতের সমাজে সাধারণভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এতে কাফেরদের একথা বলার সুযোগ হয় যে—এ ধর্মে কি এমন ভালো জিনিস আছে যার জন্য আমাদের কুফরীর ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলে মানা যাবে?

৭. উপরোক্ত আয়াতে মুসলমানদেরকে নিজের কাফের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের শিক্ষা দেয়ার পর এ আশাও দেয়া হয়েছে যে—এমন সময়ও আসতে পারে যখন তোমাদের এ আত্মীয়-স্বজন মুসলমান হয়ে যাবে এবং আজকের শত্রুতা কাল পুনরায় বন্ধুত্বে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

٨ لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

৮. যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং বাড়ীঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেয়নি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের পসন্দ করেন।[৮]

٩ اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

৯. আল্লাহ তোমাদেরকে শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করছেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেছে, বাড়ীঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারাই যালেম।

١٠ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ۖ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ۖ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۖ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ۖ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

১০. হে ঈমানদাররা, ঈমানদার নারীরা যখন হিজরত করে তোমাদের কাছে আসবে তখন (তাদের ঈমানদার হওয়ার বিষয়টি) পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নাও। তাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা অবশ্য আল্লাহই ভাল জানেন। অতপর যদি তোমরা বুঝতে পার যে, তারা সত্যিই ঈমানদার তাহলে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিও না।[৯] না তারা কাফেরদের জন্য হালাল না কাফেররা তাদের জন্য হালাল। তাদের কাফের স্বামীরা তাদেরকে যে মোহরানা দিয়েছে তা তাদের ফিরিয়ে দাও। তাদেরকে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করায় তোমাদের কোনো গোনাহ হবে না। আর তোমরা নিজেরাও কাফের নারীদেরকে নিজেদের বিয়ের বন্ধনে আটকে রেখো না। নিজেদের কাফের স্ত্রীদের তোমরা যে মোহরানা দিয়েছো তা ফেরত চেয়ে নাও।[১০] আর কাফেররা তাদের মুসলমান স্ত্রীদের যে মোহরানা দিয়েছে তাও যেন তারা ফেরত চেয়ে নেয়। এটি আল্লাহর নির্দেশ। তিনি তোমাদের সবকিছুর ফায়সালা করেন। আল্লাহ জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।

৮. মর্ম হচ্ছে—যে ব্যক্তি তোমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে না, বিচারের দাবী হচ্ছে—তোমরাও তার সাথে শত্রুতা পোষণ করবে না। শত্রু ও অশত্রু উভয়কে একই পর্যায়ে গণ্য করা এবং উভয়ের সাথে একরূপ ব্যবহার করা বিচার সম্মত নয়। সেসব লোকদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করার হক আদায় আছে যারা ঈমান আনার জন্যে তোমাদের উপর অত্যাচার করেছে ও তোমাদেরকে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে এবং তোমরা দেশ ত্যাগ করার পরও যারা তোমাদের পিছন ছাড়েনি। কিন্তু যেসব লোক এ অত্যাচারে কোনো অংশগ্রহণ করেনি, বিচারের দাবী হচ্ছে—তোমরা তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করবে এবং সম্পর্ক ও আত্মীয়তার দিক দিয়ে তোমাদের ওপর তাদের যেসব হক আছে তা পালন করতে কোনো ত্রুটি করবে না।

৯. হুদাইবিয়ার সন্ধির পর প্রথম প্রথম তো মুসলমান পুরুষ মক্কা থেকে পালিয়ে পালিয়ে মদীনায় আসতে থাকে এবং চুক্তির শর্তানুযায়ী তাদের ফিরিয়ে পাঠানো হতে থাকে; কিন্তু এরপর মুসলিম নারীদের ক্রমাগত আগমন শুরু হয়ে যায় এবং কাফেররা চুক্তির দোহাই দিয়ে তাদের ফিরে পাবারও দাবী জানায়। এ সম্পর্কে এ প্রশ্ন উঠে—হুদাইবিয়ার চুক্তি কি স্ত্রীলোকদের ওপরও প্রযোজ্য হবে ? আল্লাহ তাআলা এ প্রশ্নের উত্তর দেন যে—যদি সে মুসলমান হয় এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বস্তুত ঈমানের খাতিরেই সে হিজরত করে এসেছে—অন্য কোনো কারণে আসেনি তবে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না। এ আদেশের ভিত্তি হচ্ছে—চুক্তি পত্রে লিখিত শর্তে 'রাজুলুন' (পুরুষ) শব্দ লিখিত ছিল—যেমন বুখারীর বর্ণনায় উল্লেখিত আছে।

১০. মর্ম হচ্ছে—তাদের কাফের স্বামীদের যে মোহর ফিরিয়ে দেয়া হবে সেই মোহরই এ স্ত্রী লোকদের মোহর বলে গণ্য হবে না। বরং এখন যে মুসলমানই তাদের মধ্যে কোনো স্ত্রী লোককে বিবাহ করতে ইচ্ছা করবে সে যেন তার মোহর আদায় করে তাকে বিবাহ করে।

১১. তোমাদের কাফের স্ত্রীদেরকে দেয়া মোহরানার কিছু অংশ যদি তোমরা ফেরত না পাও এবং পরে যদি তোমরা সুযোগ পেয়ে যাও তাহলে যাদের স্ত্রীরা ওদিকে রয়ে গিয়েছে তাদেরকে তাদের দেয়া মোহরানার সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে দাও। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো তাকে ভয় করে চলো।

⑪ وَاِنْ فَاتَكُمْ شَیْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَی الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِیْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَاۤ اَنْفَقُوْا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

১২. হে নবী! ঈমানদার নারীগণ যখন তোমার কাছে বাইয়াত গ্রহণের জন্য আসে[১১] এবং এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না। সন্তান সম্পর্কে কোনো অপবাদ তৈরী করে আনবে না।[১২] এবং কোনো ভাল কাজে তোমার অবাধ্য হবে না।[১৩] তাহলে তাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করো এবং তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

⑫ یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ یُبَایِعْنَكَ عَلٰۤی اَنْ لَّا یُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَیْـًٔا وَّلَا یَسْرِقْنَ وَلَا یَزْنِیْنَ وَلَا یَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا یَاْتِیْنَ بِبُهْتَانٍ یَّفْتَرِیْنَهٗ بَیْنَ اَیْدِیْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا یَعْصِیْنَكَ فِیْ مَعْرُوْفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ○

১৩. হে ঈমানদারগণ, যাদের ওপর আল্লাহ গযব নাযিল করেছেন তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। আখেরাত সম্পর্কে তারা ঠিক তেমনি নিরাশ যেমন কবরস্থ কাফেররা নিরাশ।

⑬ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ قَدْ یَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا یَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ○

১১. এ আয়াত মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এরপর যখন মক্কা বিজয় হলো তখন কুরাইশরা দলে দলে হুজুরের কাছে বাইয়াত করার জন্য উপস্থিত হতে শুরু করলো। তিনি সাফা পাহাড়ের উপর নিজে পুরুষদের বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং স্ত্রীলোকদের বাইয়াত গ্রহণের জন্যও এ আয়াত উল্লেখিত বিষয়সমূহের অংগীকার নেয়ার জন্য তিনি নিজের পক্ষ থেকে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিযুক্ত করেন। এরপর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি একটি স্থানে আনসারদের স্ত্রীলোকদের একত্র করতে নির্দেশ দেন এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের বাইয়াত গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন।

১২. এর দ্বারা দুই প্রকার মিথ্যা দোষারোপ বুঝানো হয়েছে। প্রথম কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষে অন্য স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে পরপুরুষের সাথে প্রেম করার অপবাদ দেয়া এবং এ প্রকারের কাহিনী লোকদের মাঝে প্রচার করা। দ্বিতীয়—স্ত্রীলোকের প ক্ষে পুরপুরুষের ঔরসে সন্তান জন্ম দিয়ে স্বামীকে এ বিশ্বাস দান করা যে–'এ তোমারই সন্তান।

১৩. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশে দুটি বড় গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আনুগত্যের বিষয়েও ভালো 'কাজের আনুগত্য'-এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। অথচ হুজুর সম্পর্কে এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশই ছিল না যে, তিনি কখনও খারাপের হুকুম দিতে পারেন। এর দ্বারা স্বতঃই সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, দুনিয়াতে কোনো সৃষ্ট বস্তুর আনুগত্য খোদায়ী কানুনের সীমালংঘন করে করা যেতে পারে না। কেননা আল্লাহর রসূলের আনুগত্য পর্যন্ত যখন 'ভালো কাজে আনুগত্য' এ শর্তযুক্ত, তখন অন্য কারোর এ মর্যাদা কি করে হতে পারে যে, সে শর্তহীন আনুগত্য পাওয়ার হকদার হবে। এবং কি করে তার এরূপ কোনো হুকুমের বা আইনের বা পদ্ধতির ও প্রথার অনুসরণ করা যেতে পারে যা খোদায়ী কানুনের প্রতিকূল ? এ আয়াত ৫টি নেতিবাচক হুকুম দেয়ার পর ইতিবাচক হুকুম মাত্র একটিই দেয়া হয়েছে। আইনগত দিক দিয়ে এ ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত ভালো কাজে এ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ পালন করতে হবে। মন্দ কাজ সম্পর্কে সেই বড় বড় দোষগুলো উল্লেখ করা হলো জাহেলিয়াতের যুগে স্ত্রী লোকেরা যাতে লিপ্ত ছিল এবং সে দোষগুলো থেকে বেঁচে থাকার অংগীকার গ্রহণ করা হলো। কিন্তু ভালো কাজ সম্পর্কে ভালো কাজের কোনো তালিকা পেশ করে অংগীকার গ্রহণ করা হয়নি যে—তোমরা অমুক অমুক কাজ করবে। বরং এ প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সৎকাজের হুকুম দান করবেন তা তোমাদের পালন করতে হবে।

সূরা আস্ সফ্

৬১

নামকরণ

সূরার চতুর্থ আয়াতের يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا আয়াতাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যাতে 'সফ' শব্দটি আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল জানা যায় না। কিন্তু এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে অনুমান করা যায় যে, সূরাটি সম্ভবত উহুদ যুদ্ধের সমসাময়িককালে নাযিল হয়ে থাকবে। কারণ এর মধ্যে যেসব পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতি ইংগিত রয়েছে তা সেই সময়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হলো ঈমানের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা অবলম্বন এবং আল্লাহর পথে জীবন কুরবানী করতে উদ্বুদ্ধ করা। এতে দুর্বল ঈমানের মুসলমানদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। যারা ঈমানের মিথ্যা দাবী করে ইসলামে প্রবেশ করেছিল তাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে আবার যারা ঈমানের ব্যাপারে একনিষ্ঠ ছিল তাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। কোনো কোনো আয়াতে শুধু প্রথম দুটি শ্রেণীকে সম্বোধন করা হয়েছে। কোনো কোনো আয়াতে শুধু মুনাফিকদের সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোনো আয়াতে নিষ্ঠাবান মুমিনদের প্রতি লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে। কোন্ স্থানে কাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তা বক্তব্যের ধরন থেকেই বুঝা যায়।

শুরুতেই সমস্ত ঈমানদারদের এ মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, যারা বলে এক কথা কিন্তু করে অন্য রকম কাজ, তারা আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত। আর যারা ন্যায়ের পথে লড়াই করার জন্য মযবুত প্রাচীরের মতো দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ তাআলার নিকট তারা অত্যন্ত প্রিয়।

৫ থেকে ৭ আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের লোকদেরকে সাবধান করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল জাতি মূসা আলাইহিস সালাম এবং ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে যে আচরণ করেছে তোমাদের রসূল এবং তোমাদের দীনের সাথে তোমাদের আচরণ সেই রকম হওয়া উচিত নয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর রসূল একথা জানা সত্ত্বেও তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তারা তাঁকে কষ্ট-যন্ত্রণা দিয়েছে এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কাছ থেকে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখতে পাওয়ার পরও তাঁকে অস্বীকার করা থেকে বিরত হয়নি। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, ঐ জাতির লোকদের মেজাজের ধরন-প্রকৃতিই বাঁকা হয়ে গেছে এবং হিদায়াত লাভের তাওফিক বা শুভবুদ্ধি থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। এটা এমন কোনো বাঞ্ছনীয় বা ঈর্ষণীয় অবস্থা নয় যে, অন্য কোনো জাতি তা লাভের জন্য উদ্গ্রীব হবে।

এরপর ৮ ও ৯ আয়াতে চ্যালেঞ্জ করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইহুদী ও খৃস্টান এবং তাদের সাথে ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিকরা আল্লাহর এ নূরকে নিভিয়ে দেয়ার যতই চেষ্টা-সাধনা করুক না কেন তা পুরা শানশওকতের সাথে গোটা পৃথিবীতে অবশ্যই বিস্তার লাভ করবে। মুশরিকরা যতই অপসন্দ করুক না কেন আল্লাহর মহান রসূলের আনীত দীন বা জীবনব্যবস্থা অন্য সব জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবশ্যই বিজয়ী হবে।

অতপর ১০ থেকে ১৩ পর্যন্ত আয়াতে ঈমানদারদের বলা হয়েছে যে, দুনিয়া এবং আখেরাতে সফলতা লাভের পথ মাত্র একটি। তা হলো খাঁটি ও সরল মনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনো এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। এর ফল হিসেবে আখেরাতে পাবে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি, গোনাহসমূহের মাগফিরাত এবং চিরদিনের জন্য জান্নাত। আর দুনিয়াতে পুরস্কার হিসেবে পাবে আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা এবং বিজয় ও সফলতা।

সূরার শেষে ঈমানদারদের বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে তাঁর হাওয়ারী বা সাহায্যকারীরা আল্লাহর পথে যেভাবে সহযোগিতা করেছে তারাও যেন অনুরূপভাবে 'আনসারুল্লাহ' বা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়ায় যাতে ইতিপূর্বে ঈমান আনয়নকারীগণ যেভাবে আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করেছিলেন তারাও কাফেরদের বিরুদ্ধে তেমনি সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করতে পারে।

১. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর তাসবীহ্ করেছে। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

① سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২. হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা নিজেরা করো না?

② يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○

৩. আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপসন্দনীয় কাজ যে, তোমরা এমন কথা বলো যা করো না।

③ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○

৪. আল্লাহ সেই সব লোকদের ভালবাসেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সিসা গলিয়ে ঢালাই করা এক মযবুত দেয়াল।[১]

④ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ○

৫. তোমরা মূসার সেই কথাটি স্মরণ করো যা তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন ঃ "হে আমার কাওমের লোক, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও? অথচ তোমরা ভাল করেই জানো যে, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।[২] এরপর যেই তারা বাঁকা পথ ধরলো অমনি আল্লাহও তাদের দিল বাঁকা করে দিলেন। আল্লাহ ফাসেকদের হেদোয়াত দান করেন না।[৩]

⑤ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

১. এর থেকে তো প্রথমত জানা গেল—আল্লাহ তাআলার সেই মুমিনরাই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভে কৃতার্থ হয় যারা তাঁর রাস্তায় প্রাণপাত করতে ও বিপদ বরণ করতে প্রস্তুত থাকে। দ্বিতীয় একথাও জানা গেল যে—আল্লাহ তাআলা সেই সেনাদলকে পসন্দ করেন যার মধ্যে তিনটি গুণ পাওয়া যায় ঃ ১. তারা খুব বুঝেসুঝে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, এমন কোনো পথে লড়াই করে না যা আল্লাহর পথ নয়। ২. তারা বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতায় লিপ্ত হয় না বরং দৃঢ় শৃঙ্খলার সাথে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে। ৩. শত্রুর মুকাবিলায় তারা লৌহ প্রাচীরবৎ হয়ে থাকে।

২. একথা এজন্য বলা হয়েছে—বনী ইসরাঈল নিজ নবীর সাথে যেরূপ ব্যবহার করেছিল মুসলমান নিজ নবীর সাথে যেন সেরূপ ব্যবহার না করে। অন্যথায় বনী ইসরাঈলদের ভাগ্যে যে পরিণাম ঘটেছে তারাও অনুরূপ পরিণাম থেকে রক্ষা পাবে না।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার রীতি এ নয় যে, যারা নিজেরা বাঁকা পথে চলতে চায় তিনি অহেতুক তাদের সোজা পথে চালাবেন এবং যেসব লোক তাঁর অমান্যতায় উৎসাহী ও তৎপর তিনি তাদের বলপূর্বক সত্য সঠিক পথে এনে কৃতার্থ করবেন।

⑥ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِي إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْبَيِّنَٰتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ○

৬. আর স্মরণ করো ঈসা ইবনে মারয়ামের সেই কথা যা তিনি বলেছিলেন ঃ হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।[৪] আমি সেই তাওরাতের সত্যতা প্রতিপাদনকারী যা আমার পূর্বে এসেছে এবং একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমাদ।[৫] কিন্তু যখন তিনি তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করলেন তখন তারা বলল ঃ এটা তো স্পষ্ট প্রতারণা।[৬]

⑦ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰٓ إِلَى الْإِسْلَٰمِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّٰلِمِينَ ○

৭. সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম আর কে হবে যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে।[৭] অথচ তাকে শুধু ইসলামের (আল্লাহর আনুগত্য করার) দিকে আহ্বান করা হচ্ছে।[৮] আল্লাহ এ রকম যালেমদের হেদায়াত দেন না।

⑧ يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ الْكَٰفِرُونَ ○

৮. এরা তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহর ফায়সালা হলো তিনি তার নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন। কাফেররা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন।

⑨ هُوَ الَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ○

৯. তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত এবং 'দীনে হক' দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি এ দীনকে অন্য সকল দীনের ওপর বিজয়ী করেন, চাই তা মুশরিকদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন।

রুকূ' ঃ ২

⑩ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ○

১০. হে ঈমান আনয়নকারীগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের[৯] সন্ধান দেবো যা তোমাদেরকে কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দেবে ?

৪. এ বনী ইসরাঈলের দ্বিতীয় অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত। প্রথম নাফরমানী তারা—নিজেদের উত্থান যুগের সূচনায় করেছিল। আর দ্বিতীয় নাফরমানী তারা করেছিল এ যুগের শেষ পর্যায়ে একেবারে সমাপ্তিতে যার পরে তাদের উপর চিরদিনের জন্যে আল্লাহর অভিশাপ পতিত হয়েছে। এ দুই ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে—আল্লাহর রসূলের সাথে বনী ইসরাঈলদের ন্যায় ব্যবহারের পরিণাম সম্পর্কে মুসলমানদের সতর্ক করা।

৫. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এ হচ্ছে হযরত ঈসার স্পষ্ট ভবিষ্যত বাণীর উল্লেখ। তাফহীমুল কুরআনে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি এর বিস্তারিত প্রমাণ দিয়েছি।

৬. মূলে سحر ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে যাদু অর্থে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি, ধোকা ও প্রতারণার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী অভিধানে 'যাদু'র ন্যায় এ শব্দের অর্থও প্রচলিত। আয়াতের মর্ম হচ্ছে—ঈসা আলাইহিস সালাম যে নবীর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছেন তিনি যখন নিজের নবী হওয়ার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আগমন করলেন তখন বনী ইসরাঈল ও ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মত তার নবী হওয়ার দাবীকে সম্পূর্ণরূপে প্রতারণা বলে অভিহিত করলো।

৭. অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত নবীকে মিথ্যা দাবীদার বলে অভিহিত করে এবং নবীর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর বাণীকে নবীর মনগড়া কথা বলে গণ্য করে।

৮. অর্থাৎ প্রথমত নবীকে মিথ্যা দাবীদার বলা কম যুলুম নয়। তারপর তার উপর আবার এ অতিরিক্ত যুলুম করা যে—আহ্বানকারী তো আল্লাহর বন্দেগীর ও আনুগত্যের দিকে আহ্বান করে আর শ্রবণকারী তার উত্তরে তাকে গালিমন্দ দেয় ও তাকে হতমান করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা অপবাদ এবং কল্পিত দোষারোপ প্রভৃতি অপকৌশল অবলম্বন করে।

৯. ব্যবসায়ে মানুষ মুনাফা অর্জনের জন্য নিজের অর্থ, সময়, শ্রম, বুদ্ধি ও যোগ্যতা নিয়োগ করে থাকে। এ হিসেবে এখানে ঈমান ও আল্লাহর পথে জিহাদকে ব্যবসায় বলা হয়েছে। মর্ম হচ্ছে—যদি এ পথে নিজেদের সবকিছু নিয়োগ কর তবে তোমরা সেই লাভপ্রাপ্ত হবে যা পরে বর্ণনা করা হচ্ছে।

(١١) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

১১. তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করো এটাই তোমাদের জন্য অতিব কল্যাণকর যদি তোমরা তা জান।

(١٢) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

১২. আল্লাহ্ তোমাদের গোনাহ্ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমনসব বাগানে প্রবেশ করাবেন যার নীচে দিয়ে ঝর্ণাধারা বয়ে চলবে। আর চিরস্থায়ী বসবাসের জায়গা জান্নাতের মধ্যে তোমাদেরকে সর্বোত্তম ঘর দান করবেন। এটাই বড় সফলতা।

(١٣) وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

১৩. আর আরেক জিনিস যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো আল্লাহ তাও তোমাদের দেবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং অতি নিকটবর্তী সময়ে বিজয়। হে নবী! ঈমানদারদেরকে এর সুসংবাদ দান করো।

(١٤) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ۖ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ۝

১৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও। ঠিক তেমনি, যখন ঈসা ইবনে মারয়াম হাওয়ারীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ আল্লাহর দিকে (আহ্বান করার ক্ষেত্রে) কে আমার সাহায্যকারী ? তখন হাওয়ারীরা জবাব দিয়েছিলো ঃ আমরা আছি আল্লাহর সাহায্যকারী। সেই সময় বনী ইসরাঈল জাতির একটি দল ঈমান আনয়ন করেছিল এবং আরেকটি দল অস্বীকার করেছিল। অতপর আমি ঈমান আনয়ন-কারীদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি যোগালাম এবং তারাই বিজয়ী হয়ে গেল।[১০]

১০. 'মসিহ'র অমান্যকারীরা হচ্ছে ইহুদী এবং তাঁর মান্যকারীদের অন্তর্গত হচ্ছে—খৃস্টান ও মুসলমান। আল্লাহ্ তাআলা প্রথম খৃস্টানদেরকে ইহুদীদের উপর বিজয়ী করেন। তারপর মুসলমানরাও তাদের উপর বিজয়ী হয়। এভাবে মসিহ'র অমান্যকারীরা উভয়েরই কাছে পরাজিত হয়েছে। এখানে এ ব্যাপার মুসলমানদেরএ বিশ্বাস দানের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেভাবে পূর্বে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মান্যকারীরা তাঁর অমান্যকারীদের উপর বিজয়ী হয়েছে সেরূপভাবেই এখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মান্যকারীরাও তাঁর অমান্যকারীদের উপর বিজয়ী হবে।

সূরা আল জুমু'আ

৬২

নামকরণ

৯নং আয়াতের إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ আয়াতাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সূরার মধ্যে যদিও জুমু'আর নামাযের আহকাম বা বিধি-বিধানও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু জুমআ সামগ্রিকভাবে এর বিষয়বস্তুর শিরোনাম নয়। বরং অন্যান্য সূরার নামের মতো এটিও এ সূরার প্রতিকী বা পরিচয়মূলক নাম।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ ৭ হিজরীতে সম্ভবত খায়বার বিজয়ের সময় অথবা তার নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়েছে। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইবনে জারীর হযরত আবু হুরাইরা বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে বসে থাকা অবস্থায় এ আয়াতটি নাযিল হয়। হযরত আবু হুরায়রা সম্পর্কে এ বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে এবং খায়বার বিজয়ের পূর্বে ঈমান এনেছিলেন। ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুসারে ৭ হিজরীর মুহাররাম মাসে আর ইবনে সাদের বর্ণনা অনুসারে জমাদিউল উলা মাসে খায়বার বিজিত হয়েছিল। অতএব যুক্তির দাবী হলো, ইহুদীদের এ সর্বশেষ দুর্গটি বিজিত হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা তাদের সম্বোধন করে এ আয়াতগুলো নাযিল করে থাকবেন কিংবা খায়বারের পরিণাম দেখে উত্তর হিজাযের সমস্ত ইহুদী জনপদ যখন ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত হয়ে গিয়েছিল তখন হয়তো এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল।

দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতগুলো হিজরতের পরে অল্পদিনের মধ্যে নাযিল হয়েছিল। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা পৌঁছার পর পঞ্চম দিনেই জুমআর নামায কায়েম করেছিলেন। এ রুকূ'র শেষ আয়াতটিতে যে ঘটনার প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে তা স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, আয়াতটি জুমু'আর নামায আদায় করার ব্যবস্থা হওয়ার পর এমন এক সময়ে নাযিল হয়ে থাকবে যখন মানুষ দীনী উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সমাবেশের আদব-কায়দা ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে তখনও পুরো প্রশিক্ষণ লাভ করেনি।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ওপরে আমরা একথা বলেছি যে, এ সূরার দুটি রুকূ' দুটি ভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। অতএব এর বিষয়বস্তু যেমন আলাদা তেমনি যাদের সম্বোধন করে নাযিল করা হয়েছে সে লোকজনও আলাদা। তবে এ দুটি রুকূ'র আয়াতসমূহের মধ্যে এক প্রকার সাদৃশ্য আছে এবং এজন্য তা একই সূরাতে সন্নিবেশিত হয়েছে। সাদৃশ্য কি তা বুঝার আগে রুকূ' দুটির বিষয়বস্তু আলাদাভাবে আমাদের বুঝে নেয়া উচিত।

ইসলামী আন্দোলনের পথ রোধ করার জন্য বিগত ছয় বছরে ইহুদীরা যেসব প্রচেষ্টা চালিয়েছে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এমনি এক সময় প্রথম রুকূ'র আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল। প্রথমত মদীনায় তাদের তিন তিনটি শক্তিশালী গোত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা চালাচ্ছিল। তারা এর ফল দেখতে পেল এই যে, একটি গোত্র সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল এবং অপর দুটি গোত্রকে দেশান্তরিত হতে হলো। অতপর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা আরবের বহুসংখ্যক গোত্রকে মদীনার ওপর আক্রমণের জন্য নিয়ে আসল কিন্তু আহযাব যুদ্ধে তারা সবাই চপেটাঘাত খেল। এরপর তাদের সবচেয়ে বড় দুর্গ বা আখড়া রয়ে গিয়েছিল খায়বারে। মদীনা ত্যাগকারী ইহুদীদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যাও সেখানে সমবেত হয়েছিল। এসব আয়াত নাযিল হওয়ার সময় সেটিও অস্বাভাবিক রকমের কোনো সংঘর্ষ ছাড়াই বিজিত হয় এবং মুসলমানদের ভূমি কর্ষণকারী হিসেবে থাকতে খোদ ইহুদীরাই আবেদন জানায়। সর্বশেষ এ পরাজয়ের পর আরবে ইহুদীদের শক্তি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ওয়াদিউল কুরা, ফাদাক, তায়মা, তাবুক সব একের পর এক আত্মসমর্পণ করতে থাকে। ইসলামের অস্তিত্ব বরদাশত করা তো দূরের কথা, তার নাম শুনতেও যারা পসন্দ করতো না, আরবের সেইসব ইহুদীই শেষ পর্যন্ত সেই ইসলামের প্রজায় পরিণত হয়। এ পরিবেশ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা এ সূরার মধ্যে আরো একবার তাদেরকে সম্বোধন করলেন। তাদের উদ্দেশ্যে কুরআন মজীদে উল্লেখিত এটিই সম্ভবত সর্বশেষ বক্তব্য। এতে তাদের উদ্দেশ্য করে তিনটি কথা বলা হয়েছে ঃ

এক ঃ তোমরা এ রসূলকে মানতে অস্বীকার করছো এই কারণে যে, তিনি এমন এক কওমের মধ্যে প্রেরিত হয়েছেন যাদেরকে অবজ্ঞা ভরে তোমরা 'উম্মী' বলে থাক। তোমাদের ভ্রান্ত ধারণা এই যে, রসূলকে অবশ্যই তোমাদের নিজেদের কওমের মধ্যে

থেকে হতে হবে। তোমরা এ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে ছিলে যে, তোমাদের কওমের বাইরে যে ব্যক্তিই রিসালাতের দাবী করবে সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী। কারণ এ পদমর্যাদা তোমাদের বংশের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে এবং 'উম্মী'দের মধ্যে কখনো কোনো রসূল আসতে পারেন না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সেই উম্মীদের মধ্যেই একজন রসূল সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের চোখের সামনেই যিনি তাঁর কিতাব শুনাচ্ছেন, মানুষকে পরিশুদ্ধ করছেন এবং সেই মানুষকে হিদায়াত দান করছেন, তোমরা নিজেরাও যাদের গোমরাহীর অবস্থা জান। এটা আল্লাহর করুণা ও মেহেরবানী, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। তাঁর করুণা ও মেহেরবানীর ওপর তোমাদের কোনো ইজারাদারী নেই যে, তোমরা যাকে তা দেয়াতে চাও তাকেই তিনি দিবেন আর তোমরা যাকে বঞ্চিত করতে চাও তাকে তিনি বঞ্চিত করবেন।

দুই ঃ তোমাদেরকে তাওরাতের বাহক বানানো হয়েছিল। কিন্তু তোমরা এর গুরুদায়িত্ব উপলব্ধিও করনি, পালনও করনি। তোমাদের অবস্থা সেই গাধার মতো যার পিঠে বই পুস্তকের বোঝা চাপানো আছে কিন্তু সে কি বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তা জানে না। তোমাদের অবস্থা বরং ঐ গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট। গাধার তো কোনো প্রকার বুদ্ধি-বিবেক নেই, কিন্তু তোমাদের বুদ্ধি-বিবেক আছে। তাছাড়া, তোমরা আল্লাহর কিতাবের বাহক হওয়ার গুরুদায়িত্ব শুধু এড়িয়েই চলছো না, জেনে বুঝে আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলা থেকেও বিরত থাকছো না। এসব সত্ত্বেও তোমাদের ধারণা এই যে, তোমরা আল্লাহর অতি প্রিয় এবং রিসালাতের নিয়ামত চিরদিনের জন্য তোমাদের নামে লিখে দেয়া হয়েছে। তোমরা যেন মনে করে নিয়েছ, তোমরা আল্লাহর বাণীর হক আদায় করো আর না করো কোনো অবস্থায়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের ছাড়া আর কাউকে তাঁর বাণীর বাহক বানাবেন না।

তিন ঃ সত্যিই যদি তোমরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে এবং এ বিশ্বাসও তোমাদের থাকতো যে, তাঁর কাছে তোমাদের জন্য অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার স্থান সংরক্ষিত আছে তাহলে মৃত্যুর এমন ভীতি তোমাদের মধ্যে থাকতো না যে, অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন গ্রহণীয় কিন্তু কোনো অবস্থায়ই মৃত্যু গ্রহণীয় নয়। আর মৃত্যুর এ ভয়ের কারণেই তো বিগত কয়েক বছরে তোমরা পরাজয়ের পর পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছো। তোমাদের এ অবস্থা-ই প্রমাণ করে যে, তোমাদের অপকর্মসমূহ সম্পর্কে তোমরা নিজেরাই অবহিত। তোমাদের বিবেক ভাল করেই জানে যে, এসব অপকর্ম নিয়ে যদি মারা যাও তাহলে পৃথিবীতে যতটা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছো আল্লাহর কাছে তার চেয়ে অধিক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

এ হচ্ছে প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু। দ্বিতীয় রুকূ'টি এর কয়েক বছর আগে নাযিল হয়েছিল। দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতগুলো এ সূরার অন্তরভুক্ত করার কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা ইহুদীদের 'সাবত' বা শনিবারের পরিবর্তে মুসলমানদেরকে 'জুম'আ' দান করেছেন। তাই তিনি মুসলমানদের সাবধান করে দিতে চান যে, ইহুদীরা 'সাবতে'র সাথে যে আচরণ করেছে তারা যেন জুমআর সাথে সেই আচরণ না করে। একদিন ঠিক জুম'আর নামাযের সময় একটি বাণিজ্য কাফেলা আসলে তাদের ঢোল ও বাদ্যের শব্দ শুনে বারজন ছাড়া উপস্থিত সবাই মসজিদে নববী থেকে বেরিয়ে দৌড়িয়ে কাফেলার কাছে গিয়ে হাজির হয়। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন খোতবা দিচ্ছিলেন। তাই নির্দেশ দেয়া হয় যে, জুম'আর আযান হওয়ার পর সবরকম কেনাবেচা এবং অন্য সবরকম ব্যস্ততা হারাম। ঈমানদারদের কাজ হলো, এ সময় সব কাজ বন্ধ রেখে আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হবে। তাদের নামায শেষ হওয়ার পর নিজেদের কারবার চালানোর জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার অধিকার অবশ্যই তাদের আছে। জুমু'আর হুকুম আহকাম সম্পর্কিত এ রুকূ'টিকে একটি স্বতন্ত্র সূরাও বানান যেত কিংবা অন্য কোনো সূরার অন্তরভুক্তও করা যেতে পারতো। কিন্তু তা না করে এখানে যেসব আয়াতে ইহুদীদেরকে তাদের মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে বিশেষভাবে সেইসব আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এর অন্তরনিহিত উদ্দেশ্য তাই যা আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি।

❒

آياتها ١١ ٦٢. سورة الجمعة . مدنية ركوعاتها ٢

আয়াত-১১ ৬২-সূরা আল জুমু'আ-মাদানী রুকূ'-২

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

① يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ○

১. আসমানে যা আছে এবং যমীনে যা আছে তার সবই আল্লাহর তাসবীহ্ করছে। তিনি বাদশাহ, অতি পবিত্র এবং মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।

② هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيٰتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُبِينٍ ○

২. তিনিই মহান সত্তা যিনি উম্মীদের[১] মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শুনায়, তাদের জীবনকে সজ্জিত ও সুন্দর করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। অথচ ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।

③ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

৩. (এ রাসূলের আগমন) তাদের অন্য লোকদের জন্যও যারা এখনো তাদের সাথে যোগ দেয়নি।[২] আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।[৩]

④ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

৪. এটা তাঁর মেহেরবানী, তিনি যাকে চান তা দান করেন। আল্লাহ মহাকরুণার অধিকারী।

⑤ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ○

৫. যাদেরকে তাওরাতের বাহক বানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বহন করেনি তাদের উপমা সেই সব গাধা যা বই-পুস্তক বহন করে। এর চেয়েও নিকৃষ্ট উপমা সেসব লোকের যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে।[৪] আল্লাহ এ রকম যালেমদের হেদায়াত দান করেন না।

১. এখানে ইহুদী পরিভাষা হিসেবে 'উম্মী' শব্দ ব্যবহার হয়েছে এবং এর মধ্যে এক সূক্ষ্ম বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন আছে। এর মর্ম হচ্ছে, যে আরবদেরকে ইহুদীরা তাচ্ছিলের সাথে নিরক্ষর বলে ও নিজেদের তুলনায় হীন মনে করে সর্বজ্ঞাতা সর্বজয়ী আল্লাহ তাঁদেরই মধ্যে এক রসূল উত্থিত করেছেন। রসূল নিজে উত্থিত হননি, বরং তাঁর উত্থানকারী হচ্ছেন তিনি যিনি এ বিশ্বজগতের সম্রাট, প্রবল ও বিজ্ঞ ; যাঁর শক্তির সাথে সংগ্রাম করে এসব লোক নিজেদেরই ক্ষতি করবে। তাঁর কিছু ক্ষতি তারা করতে পারবে না।

২. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেসালত মাত্র আরব জাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং সারা দুনিয়ার সেইসব অন্যান্য জাতি ও বংশের জন্যেও তিনি নবী, যারা এখনও এসে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, কিন্তু ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে।

৩. অর্থাৎ এ তাঁরই শক্তি ও জ্ঞান-মহিমা যে, তিনি এরূপ অসংস্কৃত উম্মী কওমের মধ্যে এরূপ মহান নবী পয়দা করেছেন যাঁর শিক্ষা ও উপদেশ নির্দেশ এরূপ উন্নত বিপ্লবাত্মক ও এরূপ বিশ্বজনীন চিরন্তন নীতিসমূহের ধারক যে—তার উপর সমগ্র মানবজাতি মিলিত হয়ে একটি উম্মতে (আদর্শগত দলে) পরিণত হতে পারে এবং চিরকাল সেই আদর্শ ও নীতিসমূহ থেকে পথ নির্দেশ লাভ করতে পারে।

৪. অর্থাৎ তাদের অবস্থা গাধা থেকেও নিকৃষ্টতম। গাধার জ্ঞান-বুদ্ধি না থাকায় সে নিরুপায়। কিন্তু এসব লোক জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন, তারা তাওরাত পড়ে ও পড়ায় এবং এর অর্থ তারা অজ্ঞাত নয়, তবুও এর পথনির্দেশ থেকে তারা জেনেশুনে বিচ্যুত হচ্ছে এবং সেই নবীকেও তারা মানতে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করছে তাওরাত অনুসারে যিনি সম্পূর্ণরূপে সত্য নবী। এরা বুঝতে না পারার দোষে দোষী নয় বরং এরা জেনে বুঝে আল্লাহর আয়াতের প্রতি মিথ্যারোপ করার অপরাধে অপরাধী।

٦ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৬. তুমি বল, হে ইহুদী হয়ে যাওয়া[৫] লোকগণ! তোমরা যদি ভেবে থাকো যে, অন্য সব মানুষ বাদ দিয়ে কেবল তোমরাই আল্লাহর প্রিয়পাত্র, আর তোমাদের এ ধারণার ক্ষেত্রে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।[৬]

٧ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

৭. তাহলে মৃত্যু চেয়ে নাও। কিন্তু যেসব অপকর্ম তারা করেছে তার কারণে তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ এসব যালেমকে খুব ভালভাবেই জানেন।

٨ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৮. তাদের বলো, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছো তা তোমাদের কাছে আসবেই তারপর তোমাদেরকে সেই সত্তার সামনে পেশ করা হবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করছিলে।

রুকূ' ঃ ২

٩ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৯. হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছো, জুমআর দিন যখন নামাযের জন্য তোমাদের ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিকরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও।[৭] এটাই তোমাদের জন্য বেশী ভাল যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।

৫. এ বিষয়ে লক্ষণীয় যে, 'হে ইহুদীগণ' বলা হয়নি, বরং 'হে লোকেরা যারা ইহুদী হয়ে গেছো' বা 'যারা ইহুদীত্ব গ্রহণ করেছো' বলা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে—আসল ধর্ম বা মূসা আলাইহিস সালামের এবং তাঁর পূর্বের ও পরের নবীরা এনেছিলেন তা তো ছিল 'ইসলামই'। এ নবীগণের মধ্যে কেউই ইহুদী ছিলেন না এবং তাঁদের সময়ে ইহুদীত্বের জন্মই হয়নি। এ নামসহ এ ধর্মমত অনেক পরে সৃষ্ট হয়েছে।

৬. আরবের ইহুদীরা নিজেদের সংখ্যা ও শক্তিতে মুসলমানদের থেকে কোনো প্রকারে কম ছিল না এবং উপায় উপকরণের দিক থেকেও অনেক সমৃদ্ধ ছিল ; কিন্তু এ অসমান দ্বন্দ্বে যে জিনিস মুসলমানদের বিজয়ী ও ইহুদীদেরকে পরাজিত করেছিল তা হচ্ছে মুসলমানেরা খোদার পথে মৃত্যুবরণ করতে ভীত হওয়া তো দূরের কথা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তারা এ মৃত্যুবরণের জন্যে উৎসুক ছিল। এবং তারা প্রাণ হাতে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হতো। পক্ষান্তরে ইহুদীদের অবস্থা ছিল—তারা কোনো পথেই জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল না, না খোদার পথে, না জাতির পথে, না নিজের প্রাণ, ধন ও সম্মানের পথে। তাদের শুধু প্রয়োজন ছিল জীবনের, সে জীবন যেরূপই হোক না কেন। এ জিনিসই তাদেরকে ভীরু ও কাপুরুষ করে রেখেছিল।

৭. এ আদেশে 'যিকির'-এর অর্থ খোতবা। কেননা আযানের পর প্রথম কাজ যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পাদন করতেন তা নামায নয় বরং খোতবা। আর তিনি সর্বদা নামায খোতবার পরে আদায় করতেন। আল্লাহর স্মরণের দিকে দৌড়াও'- এর মর্ম এই নয় যে, দৌড়াদৌড়ি করে এসো। বরং এর মর্ম হচ্ছে—যথা সত্বর ওখানে পৌঁছাবার চেষ্টা করা। 'কেনাবেচা পরিত্যাগ কর'-এর মর্ম মাত্র ক্রয় ও বিক্রয় ত্যাগ করা নয় বরং নামাযের জন্যে যাওয়ার চিন্তা ও যত্ন ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যস্ততা ও তৎপরতা ত্যাগ করা। ইসলামী ফিকাহবিদগণ এ সম্পর্কে এক মত যে, জুমআর আযানের পর ক্রয়-বিক্রয় ও প্রত্যেক প্রকারের কারবার নিষিদ্ধ। অবশ্য হাদীস অনুযায়ী নাবালক, স্ত্রীলোক, দাস, রোগী ও মুসাফিরদেরকে জুমআর বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

১০. তারপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো[৮] এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।[৯]

۞ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

১১. আর যে সময় তারা ব্যবসায় ও খেল তামাশার উপকরণ দেখলো তখন তারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে সেদিকে দৌড়ে গেল।[১০] তাদের বলো, আল্লাহর কাছে যা আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসায়ের চেয়ে উত্তম।[১১] আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।[১২]

৮. এর মর্ম এ নয় যে, জুমআর নামাযের পর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া ও জীবিকা সন্ধানে দৌড় ধাপে লিপ্ত হওয়া জরুরী। বরং এ এরশাদ অনুমতির অর্থে করা হয়েছে। জুমআর আযান শ্রবণে সমস্ত কারবার ত্যাগ করার আদেশ দেয়া হয়েছিল ; এজন্য বলা হলো নামায শেষ হওয়ার পর তোমাদের অনুমতি দেয়া গেল, তোমরা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাও এবং নিজেদের কোনো কাজ কারবার করতে চাও তো কর। ইহরাম সমাপ্তিতে শিকারের অনুমতির সাথে একথা তুলনীয়। যেমন ইহরামের অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ করে তারপর বলা হয়েছে—যখন তোমরা ইহরাম থেকে মুক্ত হও, তখন শিকার কর (সূরা মায়েদা, আয়াত ২)। এর মর্ম এই নয় যে—তোমরা অবশ্যই শিকার করো, বরং এর অর্থ হচ্ছে—তোমরা এরপর শিকার করতে পারো। সুতরাং এ আয়াতের ভিত্তিতে যারা এ যুক্তি পেশ করে যে কুরআন অনুসারে ইসলামে জুমআর ছুটি নেই তারা ভুল কথা বলে। সপ্তাহে যদি একদিন ছুটি করতে হয় তবে মুসলমানদের জুমআর দিনে তা করা উচিত যেমন ইহুদীরা শনিবার ও খৃস্টানরা রবিবার করে থাকে।

৯. এ রকম অবস্থায় 'شايد' 'সম্ভবতঃ' শব্দ ব্যবহার করার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তাআলার মাআযআল্লাহ কোনো সন্দেহ আছে। বরং আসলে এটা রাজকীয় বর্ণনার ধরন। যেমন কোনো দয়ালু প্রভু নিজের কর্মচারীকে বলে—'তুমি অমুক খেদমত আনজাম দাও, সম্ভবতঃ এর দ্বারা তোমাদের পদোন্নতি মিলতে পারে।' এর মধ্যে এক সূক্ষ্ম প্রতিশ্রুতি প্রচ্ছন্ন থাকে ; যার আশায় কর্মচারী আন্তরিক আগ্রহে ও উৎসাহের সাথে সেই খেদমত আনজাম দেয়।

১০. এ মদীনার প্রাথমিক যুগের ঘটনা। সিরিয়া থেকে একটি তেজারতী কাফেলা (ব্যবসায়ী দল) ঠিক জুমআর নামাযের সময় এসেছিলো ; বস্তির লোকদের তাদের আগমন সংবাদ জানানোর জন্য তারা ঢোল-তাশা বাজাতে শুরু করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময়ে খোতবা দান করছিলেন। ঢোল-তাশার শব্দ শুনে অধীর হয়ে বারোজন ছাড়া বাকী সব লোক কাফেলার দিকে দৌড়ে যায়।

১১. সাহাবাদের দ্বারা যে ত্রুটি ঘটেছিল এ বাক্যাংশে তার প্রকৃতি সূচিত হয়েছে। যদি মাআযআল্লাহ এর কারণ ঈমানের কমি ও পরকালের উপর দুনিয়াকে জ্ঞাতসারে অগ্রগণ্যতা দেয়া হতো, তবে আল্লাহ তাআলার ক্রোধ, ধমকি ও তিরস্কারের ধরন অন্যরূপ হতো। কিন্তু যেহেতু সেখানে এরূপ কোনো খারাপি ছিলনা বরং যা কিছু ঘটেছিল তা তরবিয়াতের (শিক্ষার) কমির জন্যে ঘটেছিল, এজন্য প্রথমে শিক্ষাসুলভ পদ্ধতিতে জুমআর শিষ্টাচার নির্দেশ করা হয়েছে, তারপর ঐ ত্রুটি নির্দেশ করে অভিভাবকসুলভ ধরনে বুঝানো হয়েছে যে জুমআর খোতবা (ভাষণ) শোনার ও জুমআর নামায আদায় করার জন্য আল্লাহর কাছে যাকিছু তোমরা প্রতিদান পাবে, তা এ দুনিয়ার ব্যবসায় ও খেলা-তামাশা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।

১২. অর্থাৎ এ দুনিয়াতে অপ্রকৃত অর্থে যে কেউই জীবিকা দানের উপায়স্বরূপ হোক না কেন, তাদের সকলের চেয়ে উত্তম জীবিকা দাতা হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা।

সূরা আল মুনাফিকুন

৬৩

নামকরণ

প্রথম আয়াতের إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ অংশ থেকে এ সূরার নাম গ্রহণ করা হয়েছে। এটি এ সূরার নাম এবং এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কারণ এ সূরায় মুনাফিকদের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বনী মুসতালিক যুদ্ধাভিযান থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে অথবা মদীনায় পৌছার অব্যবহিত পরে এ সূরা নাযিল হয়েছিল। ৬ হিজরীর শা'বান মাসে বনী মুসতালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল একথা আমরা সূরা আন নূরের ভূমিকায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বর্ণনা করেছি। এভাবে এর নাযিল হওয়ার সময় সঠিকভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়ে আমরা পরে আরো আলোচনা করবো।

ঐতিহাসিক পটভূমি

যে বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরা নাযিল হয়েছিল তা আলোচনার পূর্বে মদীনার মুনাফিকদের ইতিহাসের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। কারণ ঐ সময় যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তা আদৌ কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা ছিল না। বরং তার পেছনে ছিল একটি পুরো ধারাবাহিক ঘটনা প্রবাহ যা পরিশেষে এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

পবিত্র মদীনা নগরীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে আওস ও খাযরাজ গোত্র দু'টি পারস্পরিক গৃহযুদ্ধে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে এক ব্যক্তির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নিতে প্রায় ঐকমত্যে পৌছেছিল। তারা যথারীতি তাকে বাদশাহ বানিয়ে তার অভিষেক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিও শুরু করেছিল। এমনকি তার জন্য রাজ মুকুটও তৈরি করা হয়েছিল। এ ব্যক্তি ছিল খাযরাজ গোত্রের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, খাযরাজ গোত্রে তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সর্বসম্মত এবং আওস ও খাযরাজ ইতিপূর্বে আর কখনো একযোগে এক ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে নেয়নি। (ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৪)

এ পরিস্থিতিতে ইসলামের বাণী মদীনায় পৌছে এবং এ দুটি গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। হিজরাতের আগে আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন মদীনায় আগমনের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছিল তখন হযরত আব্বাস ইবনে উবাদা ইবনে নাদলা রাদিয়াল্লাহু আনহু আনসারী এ আহ্বান জানাতে শুধু এ কারণে দেরী করতে চাচ্ছিলেন যাতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও বাইয়াত ও দাওয়াতে শামিল হয় এবং এভাবে মদীনা যেন সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু যে প্রতিনিধি দল বাইয়াতের জন্য হাজির হয়েছিল তারা এ যুক্তি ও কৌশলকে কোনো গুরুত্বই দিলেন না এবং এতে অংশগ্রহণকারী দুই গোত্রের ৭৫ ব্যক্তি সবরকম বিপদ মাথা পেতে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াত দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। (ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৯) আমরা সূরা আল আনফালের ভূমিকায় এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছি।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় পৌছলেন তখন আনসারদের ঘরে ঘরে ইসলাম এতটা প্রসার লাভ করেছিল যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নিরুপায় হয়ে পড়েছিল। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য তার নিজের জন্য ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তাই সে তার বহুসংখ্যক সহযোগী ও সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এদের মধ্যে ছিল উভয় গোত্রের প্রবীণ ও নেতৃ পর্যায়ের লোকেরা। অথচ তাদের সবার অন্তর জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের অন্তরজ্বালা ও দুঃখ ছিল অত্যন্ত তীব্র। কারণ সে মনে করতো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রাজত্ব ও বাদশাহী ছিনিয়ে নিয়েছেন। তার এ মুনাফিকীপূর্ণ ঈমান এবং নেতৃত্ব হারানোর দুঃখ কয়েক বছর ধরে বিচিত্র ভঙ্গিতে প্রকাশ পেতে থাকলো। একদিকে তার অবস্থা ছিল এই যে, প্রতি জুম'আর দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খোতবা দেয়ার জন্য মিম্বারে উঠে বসতেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই উঠে বলতো, "ভাইসব, আল্লাহর রসূল আপনাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাঁর কারণে আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। তাই আপনারা সবাই তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা করুন, তিনি যা বলেন গভীর মনোযোগ সহকারে তা শুনুন এবং তাঁর আনুগত্য করুন।" (ইবনে হিশাম, তৃতীয় খণ্ড,

পৃষ্ঠা–১১১) অপরদিকে অবস্থা ছিল এই যে, প্রতিদিনই তার মুনাফিকীর মুখোশ খুলে পড়ছিল এবং সৎ ও নিষ্ঠাবান মুসলমানদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল যে, সে ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা ইসলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা পোষণ করে।

একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় পথে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাঁর সাথে অভদ্র আচরণ করে। তিনি হযরত সা'দ ইবনে উবাদাকে বিষয়টি জানালে সা'দ বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! আপনি এ ব্যক্তির প্রতি একটু নম্রতা দেখান। আপনার আগমনের পূর্বে আমরা তার জন্য রাজমুকুট তৈরি করেছিলাম। এখন সে মনে করে, আপনি তার নিকট থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন।"–ইবনে হিশাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা–২৩৭, ২৩৮।

বদর যুদ্ধের পর বনী কাইনুকা গোত্রের ইহুদীরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও অকারণে বিদ্রোহ করলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তখন এ ব্যক্তি তাদের সমর্থনে কোমর বেঁধে কাজ শুরু করে। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ম ধরে বলতে লাগলো, এ গোত্রটির সাত শত বীর পুরুষ যোদ্ধা শত্রুর মোকাবিলায় সবসময় আমাকে সাহায্য করেছে, আজ একদিনেই আপনি তাদের হত্যা করতে চাচ্ছেন? আল্লাহর শপথ, আপনি যতক্ষণ আমার এ মিত্রদের ক্ষমা না করবেন আমি ততক্ষণ আপনাকে ছাড়বো না।–ইবনে হিশাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৫১-৫২।

উহুদ যুদ্ধের সময় এ ব্যক্তি খোলাখুলি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে তার তিনশত সঙ্গী-সাথীকে নিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসেছে। কি সাংঘাতিক নাযুক মুহূর্তে সে এ আচরণ করেছে তা এ একটি বিষয় থেকেই অনুমান করা যায় যে, কুরাইশরা তিন হাজার লোকের একটি বাহিনী নিয়ে মদীনার ওপরে চড়াও হয়েছিল আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র এক হাজার লোক নিয়ে তাদের মোকাবিলা ও প্রতিরোধের জন্য বেরিয়েছিলেন। এক হাজার লোকের মধ্য থেকেও এ মুনাফিক তিনশত লোককে আলাদা করে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুধু সাতশত লোকের একটি বাহিনী নিয়ে তিন হাজার শত্রুর মোকাবিলা করতে হলো।

এ ঘটনার পর মদীনার সব মুসলমান নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলো যে, এ লোকটি কট্টর মুনাফিক। তার যেসব সংগী-সাথী এ মুনাফিকীতে তার সাথে শরীক ছিল তাদেরকেও তারা চিনে নিল। এ কারণে উহুদ যুদ্ধের পর প্রথম জুম'আর দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোতবা দেয়ার পূর্বে এ ব্যক্তি যখন বক্তৃতা করতে দাঁড়ালো তখন লোকজন তার জামা টেনে ধরে বললো ঃ "তুমি বসো, তুমি একথা বলার উপযুক্ত নও।" মদীনাতে এ প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে এ ব্যক্তিকে অপমানিত করা হলো। এতে সে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হলো এবং মানুষের ঘাড় ও মাথার ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেল। মসজিদের দরজার কাছে কিছুসংখ্যক আনসার তাকে বললেন, "তুমি একি আচরণ করছো? ফিরে চলো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করো।" এতে সে ক্রোধে ফেটে পড়লো এবং বললো ! "তাকে দিয়ে আমি কোনো প্রকার ক্ষমা প্রার্থনা করাতে চাই না।"–ইবনে হিশাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা–১১১।

হিজরী ৪ সনে বনু নাযীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই সময় এ ব্যক্তি ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা আরো খোলাখুলিভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে ইসলামের শত্রুদের সাহায্য-সহযোগিতা দান করে। একদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর জান কবুল সাহাবীগণ এসব ইহুদী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। অপরদিকে এ মুনাফিকরা গোপনে গোপনে ইহুদীদের কাছে খবর পাঠাচ্ছিল যে, তোমরা রুখে দাঁড়াও। আমরা তোমাদের সাথে আছি। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করা হলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাব। আল্লাহ তাআলা তাদের এ গোপন গাঁটছড়া বাঁধার বিষয়টি প্রকাশ করে দিলেন। সূরা আল হাশরের দ্বিতীয় রুকূ'তে এ বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু তার ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের মুখোশ খুলে পড়ার পরও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কার্যকলাপ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। কারণ মুনাফিকদের একটি বড় দল তার সহযোগী ছিল। আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের বহু সংখ্যক নেতা তার সাহায্যকারী ছিল। কম করে হলেও মদীনার গোটা জনবসতির এক তৃতীয়াংশ ছিল তার সাঙ্গপাঙ্গ। উহুদ যুদ্ধের সময় এ বিষয়টিই প্রকাশ পেয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ শত্রুর সাথেও যুদ্ধের ঝুঁকি নেয়া কোনো অবস্থায়ই সমীচীন ছিল না। এ কারণে তাদের মুনাফিকী সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাহ্যিকভাবে ঈমানের দাবী অনুসারেই তাদের সাথে আচরণ করেছেন। অপরদিকে এসব লোকেরও এতটা শক্তি ও সাহস ছিল না যে, তারা প্রকাশ্যে কাফের হয়ে ঈমানদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করতো অথবা খোলাখুলি কোনো হামলাকারী শত্রুর সাথে মিলিত হয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হতো। বাহ্যত তারা নিজেদের একটা মযবুত গোষ্ঠী তৈরি করে নিয়েছিল।

কিন্তু তাদের মধ্যে বহু দুর্বলতা ছিল। সূরা হাশরের ১২ থেকে ১৪ আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে সেইসব দুর্বলতার কথাই তুলে ধরেছেন। তাই তারা মনে করতো, মুসলমান সেজে থাকার মধ্যেই তাদের কল্যাণ নিহিত। তারা মসজিদে আসতো, সত্যিকার মুসলমানের যা করার আদৌ কোনো প্রয়োজন পড়তো না। নিজেদের প্রতিটি মুনাফিকী আচরণের পক্ষে হাজারটা মিথ্যা যুক্তি তাদের কাছে ছিল। এসব কাজ দ্বারা তারা নিজেদের স্বগোত্রীয় আনসারদেরকে এ মর্মে মিথ্যা আশ্বাস দিতো যে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি। আনসারদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তাদের অনেক ক্ষতি হতো। এসব কৌশল অবলম্বন করে তারা সেসব ক্ষতি থেকে নিজেদের রক্ষা করছিল। তাছাড়া তাদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থেকে মুসলমানদের ভেতরে কলহ কোন্দল ও ফাসাদ সৃষ্টির এমন সব সুযোগও তারা কাজে লাগাচ্ছিল যা অন্য কোনো জায়গায় থেকে লাভ করতে পারতো না।

এসব কারণে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বনী মুসতালিক যুদ্ধাভিযানে শরীক হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিল এবং এ সুযোগে একই সাথে এমন দুটি মহাফিতনা সৃষ্টি করেছিল যা মুসলমানদের সংহতি ও ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারতো। কিন্তু পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সাহচর্য থেকে ঈমানদারগণ যে সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন তার কল্যাণে যথাসময়ে এ ফিতনার মূলোৎপাটন হয়ে যায় এবং এসব মুনাফিক নিজেরাই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। এ দু'টি ফিতনার মধ্যে একটির উল্লেখ করা হয়েছে সূরা আন নূরে। আর অপর ফিতনাটির উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য এ সূরাটিতে।

বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, নাসায়ী, তিরমিযী, বায়হাকী, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, আবদুর রায্যাক, ইবনে জারীর, তাবারী, ইবনে সা'দ এবং মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বহুসংখ্যক সনদসূত্রে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। যে অভিযানের সময় এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল কিছুসংখ্যক রেওয়ায়াতে তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়াতে তাবুক যুদ্ধের সময়কার ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মাগাযী (যুদ্ধ বিষয়ক ইতিহাস) ও সীরাত (নবী জীবন) বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে একমত যে, এ ঘটনা বনী মুসতালিক যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়াত একত্র করলে ঘটনার যে বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় তা হচ্ছে ঃ

বনী মুসতালিক গোত্রকে পরাস্ত করার পর ইসলামী সেনাবাহিনী তখনও মুরাইসী নামক কূপের আশেপাশের জনবসতিতে অবস্থান করছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ পানি নিয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে বচসা হয়। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল জাহ্জাহ্ ইবনে মাসউদ গিফারী। তিনি ছিলেন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্মচারী। তিনি তাঁর ঘোড়ার দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করতেন। অন্যজন ছিলেন সিনান ইবনে ওয়াবার আল জুহানী।[১] তাঁর গোত্র খাযরাজ গোত্রের মিত্র ছিল। মৌখিক বাদানুবাদ শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিতে পরিণত হয় এবং জাহ্জাহ্ সিনানকে একটি লাথি মারে। প্রাচীন ইয়ামনী ঐতিহ্য অনুসারে আনসারগণ এ ধরনের আচরণকে অত্যন্ত অপমানজনক ও লাঞ্ছনাকর মনে করতেন। এতে সিনান সাহায্যের জন্য আনসারদেরকে আহ্বান জানায় এবং জাহ্জাহ্ও মুহাজিরদের আহ্বান জানায়। এ ঝগড়ায় খবর শোনামাত্র আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের উত্তেজিত করতে শুরু করে। সে চিৎকার করে বলতে থাকে দ্রুত এসো, নিজের মিত্রদের সাহায্য করো। অপরদিক থেকে কিছুসংখ্যক মুহাজিরও এগিয়ে আসেন। বিষয়টি আরো অনেক দূর পর্যন্ত গড়াতে পারতো। ফলে আনসার ও মুহাজিরগণ সম্মিলিতভাবে সবেমাত্র যে স্থানটিতে এক দুশমন গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের পরাজিত করেছিলেন এবং তখনও তাদের এলাকাতেই অবস্থান করছিলেন সে স্থানটিতেই পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু শোরগোল শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

ما بال دعوى الجاهلية ؟ مالكم ولدعوة الجاهلية ؟ دعوها فانها منتنة-

"কি ব্যাপার! জাহেলিয়াতের আহ্বান শুনতে পাচ্ছি কেন ? জাহেলিয়াতের আহ্বানের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক ? এসব ছেড়ে দাও, এগুলো দুর্গন্ধময় নোংরা জিনিস।[২] এতে উভয় পক্ষের সৎ ও নেক্কার লোকজন অগ্রসর হয়ে ব্যাপারটি মিটমাট করে দিলেন এবং সিনান জাহ্জাহ্কে মাফ করে আপোষ করে নিলেন।

---

১. বিভিন্ন রেওয়ায়াতে উভয়ের বিভিন্ন নাম বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা ইবনে হিশামের বর্ণনা থেকে এ নাম গ্রহণ করেছি।

২. এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বলা একথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের সঠিক মর্মবাণীকে বুঝতে হলে একথাটি যথাযথভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন। ইসলামের নীতি হচ্ছে, দুই ব্যক্তি যদি তাদের বিবাদের ব্যাপারে সাহায্যের জন্য মানুষকে আহ্বান জানাতে চায় তাহলে সে বলবে, মুসলমান ভাইয়েরা, এগিয়ে এসো, আমাদের সাহায্য করো। অথবা বলবে যে, হে লোকেরা, আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আস। কিন্তু তাদের প্রত্যেকে যদি নিজ গোত্র, স্বজন, বংশ ও বর্ণ অথবা অঞ্চলের নাম নিয়ে আহ্বান জানায় তাহলে তা জাহেলিয়াতের আহ্বান হয়ে দাঁড়ায়। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে আগমনকারী যদি কে অত্যাচারী আর কে অত্যাচারিত তা না দেখে এবং হক ও ইনসাফের ভিত্তিতে অত্যাচারিতকে

কিন্তু যাদের অন্তরে মুনাফিকী ছিল তারা সবাই এরপর আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাছে সমবেত হয়ে তাকে বললো ঃ "এতদিন আমরা তোমার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তুমি প্রতিরোধও করে আসছিলে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তুমি আমাদের বিরুদ্ধে এসব কাঙাল ও নিস্বদের[১] সাহায্যকারী হয়ে গিয়েছো।" আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আগে থেকেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। একথা শুনে সে আরো জ্বলে উঠল। সে বলতে শুরু করলো ঃ এসব তোমাদের নিজেদেরই কাজের ফল। তোমরা এসব লোককে নিজের দেশে আশ্রয় দিয়েছো, নিজেদের অর্থ-সম্পদ তাদের বণ্টন করে দিয়েছো। এখন তারা ফুলেফেঁপে উঠেছে এবং আমাদেরই প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এবং কুরাইশদের এ কাঙালদের বা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (সঙ্গীসাথীদের) অবস্থা বুঝাতে একটি উপমা হুবহু প্রযোজ্য। উপমাটি হলো, তুমি নিজের কুকুরকে খাইয়েদাইয়ে মোটা তাজা করো, যাতে তা একদিন তোমাকেই ছিঁড়ে ফেড়ে খেতে পারে। তোমরা যদি তাদের থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নাও তাহলে তারা কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আল্লাহর শপথ, মদীনা ফিরে গিয়ে আমাদের মধ্যে যারা মর্যাদাবান লোক তারা হীন ও লাঞ্ছিত লোকদের বের করে দেবে।"

এ বৈঠকে ঘটনাক্রমে হযরত যায়েদ ইবনে আরকামও উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি একজন কম বয়স্ক বালক ছিলেন। এসব কথা শোনার পর তিনি তাঁর চাচার কাছে তা বলে দেন। তাঁর চাচা ছিলেন আনসারদের একজন নেতা। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে সব বলে দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি যা শুনেছিলেন তা আদ্যপান্ত খুলে বললেন।[২] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি বোধহয় ইবনে উবাইয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট। সম্ভবত তোমার শুনতে ভুল হয়েছে। ইবনে উবাই একথা বলছে বলে হয়তো তোমার সন্দেহ হয়েছে। কিন্তু যায়েদ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তা নয়। আল্লাহর শপথ আমি নিজে তাকে এসব কথা বলতে শুনেছি। অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে উবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে সরাসরি অস্বীকার করলো। সে বারবারের শপথ করে বলতে লাগলো, আমি একথা কখনো বলিনি। আনসারদের লোকজনও বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী, এতো একজন ছেলে মানুষের কথা, হয়তো তার ভুল হয়েছে। তিনি আমাদের নেতা ও সম্মানিত ব্যক্তি। তার কথার চেয়ে একজন বালকের কথার প্রতি বেশী আস্থাশীল হবেন না। বিভিন্ন গোত্রের প্রবীণ ও বৃদ্ধ ব্যক্তিরাও যায়েদকে তিরস্কার করলো। বেচারা যায়েদ এতে দুঃখিত ও মনঃক্ষুণ্ন হয়ে নিজের জায়গায় চুপচাপ বসে থাকলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদ ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই উভয়কেই জানতেন। তাই প্রকৃত ব্যাপা কি তা তিনি ঠিকই উপলব্ধি করতে পারলেন।

হযরত উমর এ বিষয়টি জানতে পেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন ঃ "আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকদের গর্দান উড়িয়ে দেই। অথবা এরূপ অনুমতি দেয়া যদি সমীচীন মনে না করেন তাহলে আনসারদের নিজেদের মধ্য থেকে মুআয ইবনে জাবাল অথবা আববাদ ইবনে বিশর, অথবা সা'দ ইবনে মুআয, অথবা মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে নির্দেশ দিন[৩] সে তাকে হত্যা করুক।" কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "এ কাজ করো না। লোকে বলবে, মুহাম্মাদ

সাহায্য করার পরিবর্তে নিজ নিজ গোষ্ঠীর লোককে সাহায্য করার জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তাহলে তা একটি জাহেলিয়াতপূর্ণ কাজ। এ ধরনের কাজ দ্বারা দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে নোংরা ও ঘৃণিত জিনিস বলে আখ্যায়িত করে মুসলমানদের বলেছেন যে, এরূপ জাহেলিয়াতের আহ্বানের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? তোমরা ইসলামের ভিত্তিতে একটি জাতি হয়েছিলে। এখন আনসার ও মুহাজিরদের নাম দিয়ে তোমাদের কি করে আহ্বান জানানো হচ্ছে, আর সেই আহ্বান শুনে তোমরা কোথায় ছুটে যাচ্ছ? আল্লামা সুহাইলী "রাওদুল উনুফ" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ কোনো ঝগড়া-বিবাদ বা মতানৈক্যের ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতপূর্ণ আহ্বান জানানোকে ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণ রীতিমত ফৌজদারী অপরাধ বলে চিহ্নিত করেছেন। একদল আইনবিদের মতে এর শাস্তি পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত এবং আরেক দলের মতে দশটি। তৃতীয় আরেক দলের মত, তাকে অবস্থার আলোকে শাস্তি দেয়া দরকার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু তিরস্কার ও শাসানিই যথেষ্ট। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ধরনের আহ্বান উচ্চারণকারীকে বন্দী করা উচিত। সে যদি বেশী দুষ্কর্মশীল হয় তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে।

১. যারা ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় চলে আসছিল মদীনার মুনাফিকরা তাদের সবাইকে جلابيب বলে আখ্যায়িত করতো। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কম্বল বা মোটা বস্ত্র পরিধানকারী। কিন্তু গরীব মুহাজিরদেরকে হেয় ও অবজ্ঞা করার জন্যই তারা এ শব্দটি ব্যবহার করতো। যে অর্থ বুঝাতে তারা শব্দটি বলতো 'কাঙাল' শব্দ দ্বারা তা অধিকতর বিশুদ্ধভাবে ব্যক্ত হয়।

২. এ ঘটনা থেকে ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, ধর্মীয়, নৈতিক ও জাতীয় স্বার্থের খাতিরে কেউ যদি কারো ক্ষতিকর কথা অন্য কারো কাছে বলে তাহলে চোখলখুরীর পর্যায়ে পড়ে না। ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে যে চোখলখুরী করা হয় সেই চোখলখুরীকে ইসলামী শরীয়াত হারাম ঘোষণা করেছে।

৩. বিভিন্ন রেওয়ায়াতে আনসারদের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নাম উল্লেখিত হয়েছে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, "আমি মুহাজির হওয়ার কারণে আমার হাতে সে নিহত হলে ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকলে এসব লোকদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে দিয়ে এ কাজ করিয়ে নিন।"

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সংগী-সাথীদেরকেই হত্যা করছে।" এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিয়ে দিলেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বাভাবিক রীতি ও অভ্যাস অনুসারে তা যাত্রার সময় ছিল না। ক্রমাগত ৩০ ঘন্টা পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত থাকলো। এমন কি লোকজন ক্লান্তিতে নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে পড়লো। তখন তিনি একস্থানে তাঁবু করে অবস্থান করলেন। ক্লান্ত শ্রান্ত লোকজন মাটিতে পিঠ ঠেকানো মাত্র সবাই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। এ কাজ তিনি এজন্য করলেন যাতে, মুরাইসী কূপের পাশে যে ঘটনা ঘটেছিল মানুষের মন-মগজ থেকে তা মুছে যায়। পথিমধ্যে আনসারদের একজন নেতা হযরত উসাইদ ইবনে হুদায়ের তাঁর কাছে গিয়ে বললেন ঃ "হে আল্লাহর রসূল, আজ আপনি এমন সময় যাত্রার নির্দেশ দিয়েছেন যা সফরের জন্য উপযুক্ত নয়। আপনি তো এ রকম সময়ে কখনো সফর শুরু করতেন না?" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের কোন্ লোকটি? তিনি বললেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। উসাইদ জিজ্ঞেস করলেন ঃ সে কি বলছে? তিনি বললেন ঃ "সে বলছে, মদীনায় পৌঁছার পর সম্মানী লোকেরা হীন ও নীচ লোকদের বহিষ্কার করবে। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! সম্মানিত ও মর্যাদাবান তো আপনি। আর হীন ও নীচ তো সে নিজে। আপনি যখন ইচ্ছা তাকে বহিষ্কার করতে পারেন।"

কথাটা আস্তে আস্তে আনসারদের সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এবং ইবনে উবাইয়ের বিরুদ্ধে তাদের মনে ভীষণ ক্রোধের সৃষ্টি হলো। লোকজন ইবনে উবাইকে বললো, তুমি গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ক্ষমা চাও। কিন্তু সে ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিল ঃ তোমরা বললে তার প্রতি ঈমান আন। আমি ঈমান আনলাম। তোমরা বললে, অর্থ-সম্পদের যাকাত দাও। আমি যাকাতও দিয়ে দিলাম। এখন তো শুধু মুহাম্মাদকে আমার সিজদা করা বাকী আছে। এসব কথা শুনে তার প্রতি ঈমানদার আনসারদের অসন্তুষ্টি আরো বৃদ্ধি পেল এবং চারদিক থেকে তার প্রতি ধিক্কার ও তিরস্কার বর্ষিত হতে থাকলো। যে সময় এ কাফেলা মদীনায় প্রবেশ করছিল তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্র (তার নামও) আবদুল্লাহ খোলা তরবারি হাতে পিতার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ "আপনিই তো বলেছেন, মদীনায় ফিরে গিয়ে সম্মানিত ব্যক্তিরা হীন ও নীচ লোকদের সেখান থেকে বহিষ্কার করবে। এখন আপনি জানতে পারবেন সম্মান আপনার, না আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের। আল্লাহর কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি না দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেন না।" এতে ইবনে উবাই চিৎকার করে বলে উঠলো, "হে খাযরাজ গোত্রের লোকজন, দেখো, আমার নিজের ছেলেই আমাকে মদীনায় প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে।" লোকজন গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ খবর দিলে তিনি বললেন ঃ "আবদুল্লাহকে গিয়ে বলো, তার পিতাকে যেন নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করতে দেয়।" তখন আবদুল্লাহ বললেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দিয়েছেন তাই এখন আপনি প্রবেশ করতে পারেন।" এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন ঃ "হে উমর, এখন তোমার মতামত কি? যে সময় তুমি বলেছিলে, আমাকে তাকে হত্যা করার অনুমতি দিন, সে সময় তুমি যদি তাকে হত্যা করতে তাহলে অনেকেই নাক সিটকাতো এবং নানা রকম কথা বলতো। কিন্তু আজ যদি আমি তার হত্যার আদেশ দেই তাহলে তাকে হত্যা পর্যন্ত করা যেতে পারে।" হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ "আল্লাহর শপথ, এখন আমি বুঝতে পেরেছি আল্লাহর রসূলের কথা আমার কথার চেয়ে অধিক যুক্তিসঙ্গত ছিল।"[১] এ পরিস্থিতি ও পটভূমিতে অভিযান শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় পৌঁছার পর এ সূরাটি নাযিল হয়।

❒

১. এ থেকে শরীয়াতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানা যায়। এক, ইবনে উবাই যে কর্মনীতি গ্রহণ করেছিল এবং যে ধরনের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল মুসলিম মিল্লাতের অন্তরভুক্ত থেকে কেউ যদি এ ধরনের আচরণ করে তাহলে সে হত্যাযোগ্য অপরাধী। দুই, শুধু আইনের দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তি হত্যার উপযুক্ত হলেই যে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে তা জরুরী নয়। এরূপ কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে দেখত হবে, তাকে হত্যা করার ফলে কোনো বড় ধরনের ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে কিনা। পরিবেশ-পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে অন্ধভাবে আইনের প্রয়োগ কোনো কোনো সময় আইন প্রয়োগের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ফলাফল নিয়ে আসে। যদি একজন মুনাফিক ও ফিতনাবাজের পেছনে কোনো উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক শক্তি থাকে তাহলে তাকে শাস্তি দিয়ে আরো বেশী ফিতনাকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ দেয়ার চেয়ে উত্তম হচ্ছে, যে রাজনৈতিক শক্তির জোরে সে দুষ্কর্ম করছে কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তার মূলোৎপাটন করা। এ সুদূর প্রসারী লক্ষ্যেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে শাস্তি দেননি যখন তিনি তাকে শাস্তি দিতে সক্ষম ছিলেন। বরং তার সাথে সবসময় নম্র আচরণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিন বছরের মধ্যেই মদীনায় মুনাফিকদের শক্তি চিরদিনের জন্য নির্মূল হয়ে গেল।

আয়াত-১১ ৬৩-সূরা আল মুনাফিকূন-মাদানী রুকূ'-২

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

① إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ○
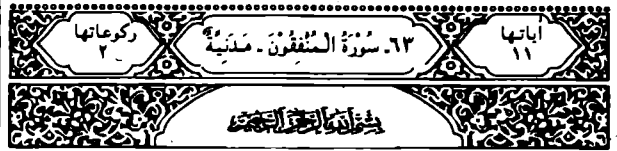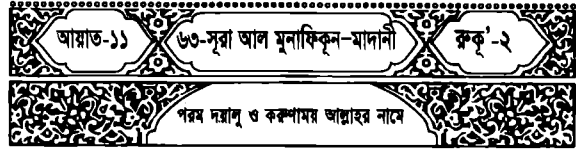
১ হে নবী, এ মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন, তুমি অবশ্যই তাঁর রাসূল। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।[১]

② اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

২. তারা নিজেদের শপথসমূহকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে। এভাবে তারা নিজেরা আল্লাহর পথ থেকে বিরত থাকছে এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখছে। এরা যা করছে তা কত মন্দ কাজ!

③ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ○

৩. এ সবের কারণ এই যে, তারা ঈমান আনার পর আবার কুফরী করেছে। তাই তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। এখন তারা কিছুই বুঝে না।[২]

④ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ○

৪. তুমি যখন এদের প্রতি তাকিয়ে দেখ, তখন তাদের দেহাবয়ব তোমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়। আর যখন কথা বলে তখন তাদের কথা তোমার শুনতেই ইচ্ছা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা দেয়ালের গায়ে খাড়া করে রাখা কাঠের গুড়ির মত।[৩] যে কোনো জোরদার আওয়াজকে এরা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। এরাই কট্টর দুশমন। এদের ব্যাপারে সাবধান থাক। এদের ওপর আল্লাহর গযব। এদেরকে উল্টো কোন্‌দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?[৪]

১. অর্থাৎ যে কথা তারা নিজেদের যবানে বলছে, তাতো নিজ স্থানে সত্য, কিন্তু তারা মুখে যা প্রকাশ করছে যেহেতু তাদের বিশ্বাস তা নয়, সে জন্য তারা তোমার রসূল হওয়া সম্পর্কে সে সাক্ষ্য দান করছে তাদের সে উক্তিতে তারা মিথ্যুক।

২. এ আয়াতে 'ঈমান' আনার অর্থ—ঈমানের একরার করে মুসলমানদের দলভুক্ত হওয়া। আর 'কুফর' করার অর্থ হচ্ছে—অন্তরে ঈমান না আনা ও নিজেদের বাহ্যিক একরার ও ঈমানের পূর্বে যে কুফরীর উপর তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল তার উপর কায়েম থাকা। আল্লাহর পক্ষ থেকে কারোর অন্তরে মোহর করে দেয়ার অর্থ যে সমস্ত আয়াতে সম্পূর্ণ পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করা হয়েছে এ আয়াতটি তার মধ্যে অন্যতম। এ মুনাফিকদের এরূপ অবস্থা এ কারণে হয়নি যে, আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরসমূহে মোহর মেরে দিয়েছিলেন সে জন্যে ঈমান তাদের মধ্যে প্রবেশ করতেই পারেনি ; ফলে তারা বাধ্য হয়ে মুনাফিক থেকে গিয়েছিল। বরং আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরসমূহের উপর সেই সময় এ মোহর মেরে দিয়েছিলেন যখন তারা ঈমানের প্রকাশ্য স্বীকৃতি দান করা সত্ত্বেও কুফরীর উপর কায়েম থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। তাদের এ সিদ্ধান্তের কারণে তাদের কাছ থেকে অকপট শুদ্ধ ঈমানের সুযোগ ছিনিয়ে নিয়ে তাদের অবলম্বিত মুনাফিকির (কপটতার) সুযোগ তাদেরকে দান করা হলো।

৩. অর্থাৎ এরা যারা দেয়ালে ঠেস লাগিয়ে বসে এরা মানুষ নয়, বরং কাঠের পুতুল। এদের কাঠের সাথে তুলনা করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, এরা চরিত্র ও নৈতিকতার দিক দিয়ে—যা মানুষের সারবস্তু একেবারে শূন্যগর্ভ। আবার দেয়ালে সংলগ্ন খোদাই করা কাষ্ঠখণ্ডের সাথে তাদের তুলনা করে এ কথাও বুঝানো হয়েছে যে, এরা সম্পূর্ণ অকর্মন্য। কেননা কাঠ তখনই কাজে লাগে যখন তা কোনো ছাদ বা দরওয়াজা বা কোনো ফার্নিচারে ব্যবহৃত হয়। দেয়ালে সজ্জিত খোদাই করা কাষ্ঠখণ্ড কোনো কাজেরই নয়।

৪. তাদের ঈমান থেকে কপটতার দিকে বিপরীতগামী করায় কে সে কথা বলা হয়নি। পরিষ্কাররূপে একথা না বলায় স্বতঃই এ মর্ম বুঝা যায় যে, তাদের এ উল্টা চালের প্ররোচক কোনো একটি মাত্র জিনিস নয়, বরং এর মধ্যে বহু রকমের প্ররোচনাকারী আছে। শয়তান আছে, খারাপ বন্ধু আছে; তাদের নিজেদের

٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ○

৫. যখন তাদের বলা হয়, এসো আল্লাহর রাসূল যাতে তোমাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন তখন তারা মাথা ঝাঁকুনি দেয় আর তুমি দেখবে যে, তারা অহমিকা ভরে আসতে বিরত থাকে।

٦ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

৬. হে নবী! তুমি তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া কর বা না কর, উভয় অবস্থাই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ কখনো তাদের মাফ করবেন না। আল্লাহ ফাসিকদের কখনো হেদায়াত দান করেন না।

٧ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ○

৭. এরাই তো সেই সব লোক যারা বলে, আল্লাহর রাসূলের সাথীদের জন্য খরচ করা বন্ধ করে দাও যাতে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ আসমান ও যমীনের সমস্ত ধন ভাণ্ডারের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। কিন্তু এই মুনাফিকরা তা বুঝে না।

٨ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ○

৮. এরা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে যেতে পারলে যে সম্মানিত সে হীন ও নিচদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে।[৫] অথচ সম্মান ও মর্যাদা তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের জন্য। কিন্তু এসব মুনাফিক তা জানে না।

রুকূ' ঃ ২

٩ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ○

৯. হে সেই সব লোক যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে না দেয়। যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে।

١٠ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ○

১০. আমি তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় আসার পূর্বেই তা থেকে খরচ করো। সে সময় সে বলবে ঃ হে আমার রব, তুমি আমাকে আরো কিছুটা অবকাশ দিলে না কেন ? তাহলে আমি দান করতাম এবং নেককার লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম।

١١ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

১১. অথচ যখন কারো কাজের অবকাশ পূর্ণ হয়ে যাওয়ার সময় এসে যায় তখন আল্লাহ তাকে আর কোনো অবকাশ মোটেই দেন না। তোমরা যা কিছু কর সে বিষয়ে আল্লাহ পুরোপুরি অবহিত।

প্রবৃত্তির বাসনা-কামনা আছে। কারোর স্ত্রী তার প্ররোচণাদাত্রী কারোর সন্তান তার প্ররোচক, কারোর দুষ্ট আত্মীয় কুটুম্বরা তার প্ররোচণাদাতা এবং কারোর অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকারই তাকে সেই পথে পরিচালিত করেছে।

৫. অর্থাৎ মাত্র এ পর্যন্ত ক্ষান্ত হতো না ; রসূলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য না এসেই মাত্র তারা ক্ষান্ত হতো না, বরং একথা শুনে অহংকার ও গর্বে তারা মাথা ঝাঁকাতো ও রসূলের কাছে আসা ও মাফ চাওয়াকে নিজেদের পক্ষে অপমানকর মনে করে আপন জায়গায় জমে বসে থাকতো। তাদের মুমিন না হওয়ার এ হচ্ছে সুস্পষ্ট চিহ্ন।

সূরা আত তাগাবুন

৬৪

নামকরণ

সূরার ৯ আয়াতের ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ কথাটির التغابن। শব্দটিকে নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে التَّغَابُنِ। শব্দটি আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

মুকাতিল এবং কালবী বলেন, সূরাটির কিছু অংশ মক্কায় এবং কিছু অংশ মদীনায় অবতীর্ণ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আতা ইবনে ইয়াসির বলেন ঃ প্রথম থেকে ১৩ আয়াত পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ এবং ১৪ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত মদীনায় অবতীর্ণ। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে সম্পূর্ণ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ। যদিও সূরার মধ্যে এমন কোনো ইশারা-ইংগিত পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। তবে এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে অনুমিত হয় যে, সম্ভবত সূরাটি মাদানী যুগের প্রথমদিকে নাযিল হয়ে থাকবে। এ কারণে সূরাটিতে কিছুটা মক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য এবং কিছুটা মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে ঈমান ও আনুগত্যের দাওয়াত এবং উত্তম নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয়া। বক্তব্যের ধারাক্রম হচ্ছে ঃ প্রথম চার আয়াতে গোটা মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। ৫ থেকে ১০ আয়াতে যারা কুরআনের দাওয়াত মানে না তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং যারা কুরআনের এ দাওয়াতকে মেনে নিয়েছে ১১ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলোতে তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্য দ্বারা গোটা মানবজাতিকে সম্বোধন করে চারটি মূল সত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। প্রথমত বলা হয়েছে, এ বিশ্বজাহান যেখানে তোমরা বসবাস করছো তা আল্লাহহীন নয়। বরং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এমন এক আল্লাহ এর স্রষ্টা, মালিক ও শাসক যিনি যে কোনো বিচারে পূর্ণাঙ্গ এবং দোষত্রুটি ও কলুষ-কালিমাহীন। এ বিশ্বজাহানের সবকিছুই তাঁর সে পূর্ণতা, দোষ-ত্রুটিহীনতা এবং কলুষ-কালিমাহীনতার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, এ বিশ্বজাহানকে উদ্দেশ্যহীন ও অযৌক্তিকভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। এর সৃষ্টিকর্তা একে সরাসরি সত্য, ন্যায় ও যুক্তির ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। এখানে এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত থেকো না যে, এ বিশ্বজাহান অর্থহীন এক তামাশা, উদ্দেশ্যহীনভাবে এর সূচনা হয়েছে এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে তা শেষ হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সর্বোত্তম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং কুফর ও ঈমান গ্রহণ করা বা না করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। এটা কোনো নিষ্ফল ও অর্থহীন ব্যাপার নয় যে, তোমরা কুফরী অবলম্বন করো আর ঈমান অবলম্বন করো কোনো অবস্থাতেই এর কোনো ফলাফল প্রকাশ পাবে না। তোমরা তোমাদের এ ইখতিয়ার ও স্বাধীনতাকে কিভাবে কাজে লাগাও আল্লাহ তা দেখছেন।

চতুর্থত বলা হয়েছে, তোমরা দায়িত্বহীন নও বা জবাবদিহির দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত নও। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে হবে এবং সেই সত্তার সম্মুখীন হতে হবে যিনি বিশ্বজাহানের সবকিছু সম্পর্কেই অবহিত। তোমাদের কোনো কথাই তাঁর কাছে গোপন নয়, মনের গহনে লুক্কায়িত ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত তাঁর কাছে সমুজ্জল ও সুস্পষ্ট।

বিশ্বজাহানের এবং মানুষের প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে এ চারটি মৌলিক কথা বর্ণনা করার পর বক্তব্যের মোড় সেইসব লোকদের প্রতি ঘুরে গিয়েছে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে। ইতিহাসের সেই দৃশ্যপটের প্রতি তাদের মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা মানব ইতিহাসে একের পর এক দেখা যায়। অর্থাৎ এক জাতির পতনের পর আরেক জাতির উত্থান ঘটে এবং অবশেষে সে জাতিও ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধির মাপকাঠিতে ইতিহাসের এ দৃশ্যপটের হাজারো কারণ উল্লেখ করে আসছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এর পেছনে কার্যকর প্রকৃত সত্য তুলে ধরেছেন। তা হচ্ছে, জাতিসমূহের ধ্বংসের মৌলিক কারণ শুধু দুটি ঃ

একটি কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা তাদের হিদায়াতের জন্য যেসব রসূল পাঠিয়েছিলেন তারা তাঁদের কথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ফল হয়েছে এই যে, আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তারা নানারকম দার্শনিক তত্ত্ব রচনা করে একটি গোমরাহী ও বিভ্রান্তি থেকে আরেকটি গোমরাহী ও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছে।

দুই ঃ তারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করার ব্যাপারটিও প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজেদের ধ্যান-ধারণা অনুসারে মনে করে নিয়েছে যে, এ দুনিয়ার জীবনই সবকিছু। এ জীবন ছাড়া এমন আর কোনো জীবন নেই যেখানে আল্লাহর সামনে আমাদের সব কাজের জবাবদিহি করতে হবে। এ ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস তাদের জীবনের সমস্ত আচার-আচরণকে বিকৃত করে দিয়েছে। তাদের নৈতিক চরিত্র, কর্মের কলুষতা ও নোংরামি এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আযাব এসে তাদের অস্তিত্ব থেকে দুনিয়াকে পবিত্র ও ক্লেদমুক্ত করেছে। মানব ইতিহাসের এ দুটি শিক্ষামূলক বাস্তব সত্যকে তুলে ধরে ন্যায় ও সত্য অস্বীকারকারীদের আহ্বান জানানো হচ্ছে যাতে তারা শিক্ষাগ্রহণ করে। আর তারা যদি অতীত জাতিসমূহের অনুরূপ পরিণামের সম্মুখীন হতে না চায় তাহলে আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং কুরআন মজীদ আকারে হিদায়াতের যে আলোকবর্তিকা আল্লাহ দিয়েছেন তার প্রতি যেন ঈমান আনে। সাথে সাথে তাদেরকে এ বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে যে, সেদিন অবশ্যই আসবে যখন আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে এবং তোমাদের প্রত্যেকের হার-জিতের বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তারপর কে ঈমান ও সৎকাজের পথ অবলম্বন করেছিল আর কে কুফর ও মিথ্যার পথ অনুসরণ করেছিল তার ভিত্তিতেই সমস্ত মানুষের ভাগ্যের চূড়ান্ত ফায়সালা করা হবে। প্রথম দলটি চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী হবে এবং দ্বিতীয় দলটির ভাগে পড়বে স্থায়ী জাহান্নাম।

এরপর ঈমানের পথ অনুসরণকারীদের উদ্দেশ্য করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে ঃ

এক ঃ দুনিয়াতে যে বিপদ-মুসিবত আসে তা আল্লাহর অনুমতি ও অনুমোদনক্রমেই আসে। এরূপ পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি ঈমানের ওপর অবিচল থাকে আল্লাহ তার দিলকে হিদায়াত দান করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অস্থির ও ক্রোধান্বিত হয়ে ঈমানের পথ থেকে সরে যাবে, তার বিপদ-মুসিবত তো মূলত আল্লাহর অনুমতি ও অনুমোদন ছাড়া দূরীভূত হবে না; তবে সে আরো একটি বড় মুসিবত ডেকে আনবে। তা হলো, তার মন আল্লাহর হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

দুই ঃ শুধু ঈমান গ্রহণ করাই মুমিনের কাজ নয়। বরং ঈমান গ্রহণ করার পর তার উচিত কার্যত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা। সে যদি আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিজের ক্ষতির জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কেননা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য বিধান পৌঁছিয়ে দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গিয়েছেন।

তিন ঃ এক মুমিন বান্দার ভরসা ও নির্ভরতা নিজের শক্তি অথবা পৃথিবীর অন্য কোনো শক্তির ওপর না হয়ে কেবল আল্লাহর ওপর হতে হবে।

চার ঃ মুমিনের জন্য তার অর্থ-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি একটা বড় পরীক্ষা। কারণ ঐগুলোর ভালবাসাই মানুষকে ঈমান ও আনুগত্যের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। সে জন্য ঈমানদার ব্যক্তিকে তার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে যাতে তারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কোনোভাবেই তাদের জন্য আল্লাহর পথের ডাকাত ও লুটেরা হয়ে না বসে। তাছাড়া তাদের উচিত অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করা যাতে তাদের মন-মানসিকতা অর্থ পূজার ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকে।

পাঁচ ঃ প্রত্যেক মানুষ তার সাধ্যানুসারে শরীয়াতের বিধি-বিধান পালনের জন্য আদিষ্ট। আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছে তার শক্তি ও সামর্থ্যের অধিক কিছু করার দাবী করেন না। তবে একজন মুমিনের যা করা উচিত তা হলো, সে তার সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করে জীবনযাপন করতে কোনো ত্রুটি করবে না এবং তার কথা, কাজ ও আচার-আচরণ তার নিজের ত্রুটি ও অসাবধানতার জন্য যেন আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ অতিক্রম না করে।

❒

আয়াত-১৮ ৬৪-সূরা আত তাগাবুন-মাদানী রুকূ'-২

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

١ يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
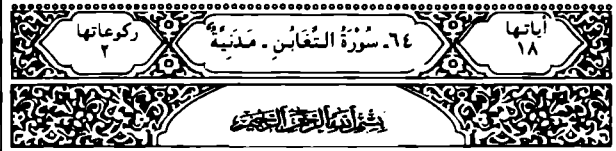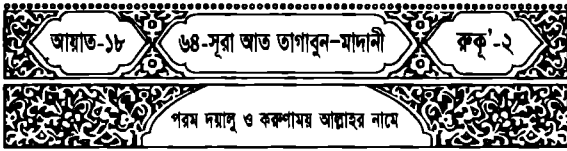
১. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর তাসবীহ করছে। তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং সব প্রশংসাও তাঁরই।[১]

٢ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

২. তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতপর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কাফের এবং কেউ মু'মিন। তোমরা যা করছো আল্লাহ তা দেখছেন।

٣ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

৩. তিনি আসমান ও যমীনকে যথাযথরূপে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তোমাদেরকে আকার-আকৃতি দান করেছেন এবং অতি উত্তম আকার-আকৃতি দান করেছেন। অবশেষে তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

٤ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

৪. আসমান ও যমীনের সবকিছু সম্পর্কেই তিনি জানেন আর তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো[২] তাও তিনি জানেন। মানুষের অন্তরের কথাও তিনি খুব ভাল করে জানেন।

٥ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۫ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

৫. এর পূর্বে যেসব মানুষ কুফরী করেছে এবং নিজেদের অপকর্মের পরিণামও ভোগ করেছে তাদের খবর কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি ? তাদের জন্য নির্দিষ্ট আছে অতীব কষ্টদায়ক শাস্তি।

٦ ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۫ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

৬. তারা এরূপ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে এ কারণে যে, তাদের কাছে যেসব রাসূল এসেছেন তাঁরা স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে তাদের কাছে এসেছিলেন। কিন্তু তারা বলেছিল ঃ মানুষ কি আমাদের হেদায়াত দান করবে ? এভাবে তারা মানতে অস্বীকৃতি জানালো এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। তখন আল্লাহও তাদের তোয়াক্কা করলেন না। আল্লাহ তো আদৌ কারো মুখাপেক্ষীই নন। তিনি আপন সত্তায় প্রশংসিত।

১. অর্থাৎ তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, কোনো শক্তি তাঁর ক্ষমতাকে রোধ করতে পারে না।

২. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে যে—"তোমরা গোপনে যা কিছু করো এবং প্রকাশ্যে যা কিছু কর।"

۞ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝٧

৭. অস্বীকারকারীরা দাবী করে বলেছেন যে, মরার পরে আর কখনো তাদের জীবিত করে উঠানো হবে না। তাদের বলে দাও, আমার রবের শপথ, তোমাদের অবশ্যই উঠানো হবে।[৩] তারপর (দুনিয়ায়) তোমরা যা করেছো তা অবশ্যই তোমাদেরকে অবহিত করা হবে। এরূপ করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٨

৮. তাই ঈমান আন আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সেই 'নূর' বা আলোর প্রতি যা আমি নাযিল করেছি।[৪] আর তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝٩

৯. (এ বিষয়ে তোমরা টের পাবে সেইদিন) যখন একত্র করার দিন তোমাদের সবাইকে তিনি একত্র করবেন।[৫] সেদিনটি হবে তোমাদের পরস্পরের হার-জিতের দিন।[৬] যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করে আল্লাহ তাআলা তার গোনাহ মুছে ফেলবেন আর তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝরণা বইতে থাকবে। এসব লোক চিরস্থায়ীভাবে সেখানে থাকবে। এটাই বড় সফলতা।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝١٠

১০. আর যারা কুফরী করেছে এবং আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে তারাই জাহান্নামের বাসিন্দা হবে। তারা চিরস্থায়ীভাবে সেখানে থাকবে। তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।

রুকূ' ঃ ২

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝١١

১১. আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কখনো কোনো মুসিবত আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে আল্লাহ তার দিলকে হেদায়াত দান করেন। আল্লাহ সব কিছু জানেন।

৩. এখানে এ প্রশ্ন ওঠে—একজন পরকাল অবিশ্বাসীকে আপনি পরকালের আগমনের সংবাদ কসম খেয়ে দিন বা কসম না খেয়ে দিন—তাতে কি পার্থক্য আসে যায় ? যখন সে এ জিনিস মানে না, তখন আপনি শপথ করে তাকে বলছেন বলে সে কেমন করে তা মেনে নেবে ? এর উত্তর হচ্ছে—রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের সম্বোধন করছিলেন, তারা ছিল সেই সব লোক যারা নিজেদের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একথা ভালোভাবে জানতো যে, তিনি সারা জীবনে কখনো মিথ্যা বলেননি ; সুতরাং তারা মুখে তাঁর বিরুদ্ধে যতই মিথ্যা অপবাদ রচনা করতে থাকুক না কেন, নিজেদের অন্তরের মধ্যে তারা ধারণাই করতে পারতো না যে—এরূপ সাচ্চা মানুষ কখনো আল্লাহর শপথ করে এমন কথা বলতে পারে, যার সত্য হওয়া সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও দৃঢ় প্রত্যয় না থাকে।

৪. এখানে পূর্বাপর প্রসংগ থেকে স্বতঃই একথা বুঝা যায় যে, নূরের প্রতি যা আমরা নাযিল করেছি"-এর অর্থ কুরআন। আলোক (নূর) যেরূপ নিজেই প্রকাশ পায় ও চারি পাশের সমস্ত জিনিসকে প্রকাশিত করে দেয় যা পূর্বে অন্ধকারের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল, সেইরূপ কুরআন এমন একটি প্রদীপ যার সত্যতা স্বতঃই প্রকট এবং তার আলোকে মানুষ সে সমস্ত সমস্যার প্রত্যেকটি বুঝতে ও সমাধান করতে পারে, যা বুঝার পক্ষে তার নিজের জ্ঞানের উপায়-উপকরণ ও বুদ্ধি যথেষ্ট নয়।

৫. 'ইজতিমার (একত্রীকরণের) দিন'-এর অর্থ-কিয়ামত। এবং সকলের একত্র করার অর্থ–সৃষ্টির আদি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় যত মানুষ পয়দা হয়েছে তাদের সকলকে একই সময়ে পুনরুজ্জীবিত করে একত্রিত করা।

৬. অর্থাৎ আসল হারজিত কিয়ামতের দিন হবে। সেখানে গিয়ে জানা যাবে প্রকৃতপক্ষে কে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও কে লাভবান হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে কে প্রতারিত হয়েছে ও কে বুদ্ধিমান ছিল ; প্রকৃতপক্ষে কে নিজের সমস্ত জীবনের পুঁজি এক মিথ্যা কারবারে লাগিয়ে নিজেকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে এবং কে নিজের শক্তি, সামর্থ্য, চেষ্টা, সময় ও সম্পদকে লাভজনক ব্যবসায়ে নিয়োগ করে সমস্ত মুনাফা লুটে নিয়েছে–যা প্রথম ব্যক্তিও অর্জন করতে পারতো যদি সে দুনিয়ার হাকীকত (প্রকৃত তত্ব) বুঝার ক্ষেত্রে প্রতারিত না হতো।

﴿١٢﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○

১২. আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। কিন্তু তোমরা যদি আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে সত্যকে স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আমার রাসূলের আর কোনো দায়িত্ব নেই।

﴿١٣﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

১৩. তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। ঈমানদারদের আল্লাহর ওপরেই ভরসা করা উচিত।[৭]

﴿١٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

১৪. হে সেই সব লোক যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। আর যদি তোমরা ক্ষমা ও সহনশীলতার আচরণ করো এবং ক্ষমা করে দাও তাহলে আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।[৮]

﴿١٥﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ○

১৫. তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি একটি পরীক্ষা। আর কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে আছে বিরাট প্রতিদান।

﴿١٦﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

১৬. তাই যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করে চলো। শোন, আনুগত্য করো এবং নিজেদের সম্পদ ব্যয় করো। এটা তোমাদের জন্যই ভাল। যে মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থাকলো সেই সফলতা লাভ করবে।

﴿١٧﴾ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ○

১৭. যদি তোমরা আল্লাহকে করযে হাসানা দাও তাহলে তিনি তোমাদেরকে তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন। এবং তোমাদের ভূল-ত্রুটি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ সঠিক মূল্যায়ণকারী ও অতীব সহনশীল।

﴿١٨﴾ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১৮. সামনে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

৭. অর্থাৎ 'খোদায়ী'র সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই হাতে। তোমার ভাগ্যকে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বানাবার আদৌ কোনো ক্ষমতা অন্য কারোরই নেই। সুসময় আসতে পারে, তিনিই যদি তা নিয়ে আসেন ; দুঃসময় কাটতে পারে, তিনিই যদি তা কাটিয়ে দেন। সুতরাং অকপট অন্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য প্রভু বলে মান্য করে, তার জন্য এ ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই যে, সে আল্লাহর উপর নির্ভর করে পৃথিবীতে একজন মুমিনের ন্যায় এ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে নিজের কর্তব্য সম্পন্ন করে যাবে যে—সর্বাবস্থায় কল্যাণ মাত্র সে পথেই আছে যে পথ আল্লাহ তাআলা প্রদর্শন করেছেন।

৮. অর্থাৎ পার্থিব সম্বন্ধের দিক দিয়ে যদিও এরা তারাই যারা মানুষের কাছে প্রিয়তম, কিন্তু ধর্মের দিক দিয়ে এরা তোমাদের 'শত্রু'। এ শত্রুতা এ হিসেবে হতে পারে যে, তারা তোমাদেরকে সৎ ও পুণ্য কাজে বাধা দেয় ও অসৎকাজের দিকে আকৃষ্ট করে বা এ হিসেবে হতে পারে যে—তারা তোমাদের ঈমান থেকে রোধ করে ও কুফরীর দিকে আকর্ষণ করে বা এ হিসেবে হতে পারে পারে যে—তাদের সহানুভূতি কাফেরদের প্রতি থাকে। যাই হোক—এসব এমন ব্যাপারে যার প্রতি তোমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক। এবং এদের ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়ে নিজের পরিণাম বিনষ্ট করা উচিত নয়। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে—তোমরা তাদেরকে শত্রু জ্ঞান করে তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করতে থাকবে ; বরং এর মর্ম মাত্র এই যে—যদি তাদের সংশোধন করতে না পারো তবে অন্ততঃপক্ষে নিজেদেরকে ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে রাখো।

সূরা আত তালাক

৬৫

নামকরণ

এ সূরার নামই শুধু الطلاق নয়, বরং এটি এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কারণ এর মধ্যে কেবল তালাকের হুকুম আহকামই বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস একে সূরা النساء القصرى অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত সূরা আন নিসা বলে অভিহিত করেছেন।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, সূরা আল বাকারার যেসব আয়াতে সর্বপ্রথম তালাক সম্পর্কিত হুকুম আহকাম দেয়া হয়েছিল সেসব আয়াত নাযিল হওয়ার পর এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। সূরার বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যও তা প্রমাণ করে। সূরাটি নাযিল হওয়ার সঠিক সময়-কাল কোনটি তা নির্ণয় করা যদিও কঠিন, কিন্তু বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে এতটুকু অন্তত জানা যায় যে, লোকজন সূরা আল বাকারার বিধি-নিষেধগুলো বুঝতে যখন ভুল করতে লাগলো এবং কার্যতও তাদের থেকে ভুল-ত্রুটি হতে থাকলো তখন আল্লাহ তাআলা তাদের সংশোধনের জন্য এসব নির্দেশ নাযিল করলেন।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

তালাক ও ইদ্দত সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইতিপূর্বে যেসব বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে এ সূরার নির্দেশাবলী বুঝার জন্য পুনরায় তা স্মৃতিতে তাজা করে নেয়া প্রয়োজন।

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ـ البقرة : ٢٢٩

"তালাক দুইবার। এরপর স্ত্রীকে হয় উত্তমরূপে রাখবে নয় ভালোভাবে বিদায় করে দেবে।"

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍ .... وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْۤا اِصْلَاحًا ـ البقرة : ٢٢٨

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকেরা (তিন তালাকের পর) তিন হায়েয পর্যন্ত নিজেদের বিরত রাখবে...... যদি তারা সংশোধনে আগ্রহী হয় তাহলে এ সময়ের মধ্যে তাদের স্বামীরা তাদেরকে (স্ত্রী হিসেবে) ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী।"

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ـ...............

"এরপর সে যদি তৃতীয়বারের মতো তালাক দিয়ে দেয় তাহলে অন্য কারো সাথে সেই স্ত্রীর বিয়ে হওয়ার আগে সে আর তার জন্য হালাল হবে না ....।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩০

اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ـ الاحزاب : ٤٩

"তোমরা ঈমানদার নারীদের বিয়ে করে স্পর্শ করার পূর্বেই যদি তালাক দিয়ে দাও তাহলে তোমরা তাদের কাছে ইদ্দত পালন করার দাবী করতে পার না। কারণ তোমাদের জন্য ইদ্দত পালন জরুরী নয়।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৪৯

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ـ البقرة : ٢٣٤

"তোমাদের মধ্যে কেউ স্ত্রী রেখে মারা গেলে স্ত্রীরা চার মাস দশদিন পর্যন্ত নিজেদের বিরত রাখবে বা অপেক্ষা করবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৪

উল্লেখিত আয়াতসমূহে যেসব নীতি নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল তা হচ্ছে ঃ

এক ঃ স্বামী তার স্ত্রীকে সর্বাধিক তিন তালাক দিতে পারে।

দুই ঃ এক বা দুই তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর থাকে এবং ইদ্দতের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করতে চাইলে করতে পারবে। এজন্য তাহলীলের কোনো শর্ত প্রযুক্ত হবে না। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয় তাহলে ইদ্দতের সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার আর স্বামীর থাকে না, বরং তা

বাতিল হয়ে যায়। এরপর ঐ স্ত্রীর অপর কোনো পুরুষের সাথে বিয়ে হওয়া এবং ঐ স্বামী স্বেচ্ছায় তাকে তালাক না দেয়া পর্যন্ত পূর্বোক্ত স্বামীর সাথে পুনরায় তার বিয়ে হতে পারে না।

তিন ঃ ঋতুস্রাব চালু আছে এবং স্বামীর সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে এমন স্ত্রীলোকের 'ইদ্দত' হলো তালাক প্রাপ্তির পর তিনবার মাসিক হওয়া। এক তালাক বা দুই তালাক হওয়ার ক্ষেত্রে এ ইদ্দত পালনের অর্থ হলো, স্ত্রীলোকটি এখনও তার দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ আছে এবং ইদ্দতকালের মধ্যে সে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু স্বামী যদি তিন তালাক দিয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীর এ ইদ্দত পালন তাকে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য নয়, বরং শুধু এজন্য যে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে সে অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না।

চার ঃ দৈহিক মিলন হয়নি এমন কোনো স্ত্রীকে (স্পর্শ করার পূর্বে) যদি তালাক দেয়া হয়, তাকে কোনো ইদ্দত পালন করতে হবে না। সে চাইলে তালাক প্রাপ্তির পরপরই বিয়ে করতে পারে।

পাঁচ ঃ যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেছে তাকে চার মাস দশদিন সময়-কালের জন্য ইদ্দত পালন করতে হবে।

এখন একথাটি ভাল করে বুঝে নিতে হবে যে, এসব বিধি-বিধানের কোনোটি বাতিল করা বা সংশোধন করার জন্য সূরা আত তালাক নাযিল হয়নি। বরং দুটি উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এ সূরা নাযিল হয়েছে।

প্রথম উদ্দেশ্যটি হলো, পুরুষকে তালাক দেয়ার যে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে তা প্রয়োগের জন্য এমন কিছু বিজ্ঞোচিত পন্থা বলে দেয়া, যার সাহায্য নিলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিস্থিতি না আসতে পারে। আর বিচ্ছিন্ন হলেও যেন শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় তা হয় যখন পারস্পরিক সমঝোতা ও বুঝাপড়ার সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে গেছে। কারণ আল্লাহর শরীয়াতে তালাকের অবকাশ রাখা হয়েছে শুধু একটি অনিবার্য প্রয়োজন হিসেবে। অন্যথায়, একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে যে দাম্পত্য বন্ধন একবার কায়েম হয়েছে তা আবার ছিন্ন হয়ে যাক তা আল্লাহ তাআলা পসন্দ করেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَا اَحَلَّ اللّٰهُ شَيْئًا اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ - ابو داؤد

"তালাকের চেয়ে অপসন্দনীয় আর কোনো জিনিসকে আল্লাহ তাআলা হালাল করেননি।"—আবু দাউদ

তিনি আরো বলেছেন ঃ

اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ - ابو داؤد

"সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপসন্দনীয় হচ্ছে তালাক।"—আবু দাউদ

দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হলো, সূরা আল বাকারায় নাযিলকৃত বিধি-বিধান ছাড়া আরো যেসব বিষয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষে ছিল তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে ইসলামের পারিবারিক আইনের এ দিক ও বিভাগটিকে পূর্ণতা দান করা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে স্বামীর সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে মাসিক বন্ধ হওয়া এমন স্ত্রীলোক কিংবা যাদের এখনো মাসিক আসেনি তারা তালাকপ্রাপ্তা হলে তাদের ইদ্দত কি হবে, তাছাড়া যেসব নারী গর্ভবতী হয়েছে তারা যদি তালাকপ্রাপ্তা হয় কিংবা স্বামী মারা যায় তাদের ইদ্দত কি হবে তা বলা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন রকম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের খোরপোষ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা কিভাবে হবে এবং যেসব ছেলেমেয়েদের পিতামাতা তালাকের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাদের দুধপানের ব্যবস্থা কিভাবে করা হবে তা এ সূরাতে বলা হয়েছে।

❒

আয়াত-১২ ৬৫-সূরা আত তালাক-মাদানী রুকূ'-২

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

① يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا ○
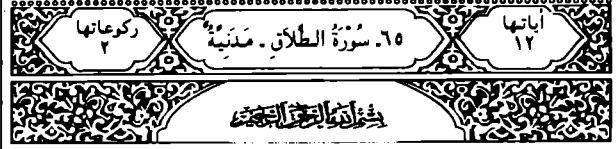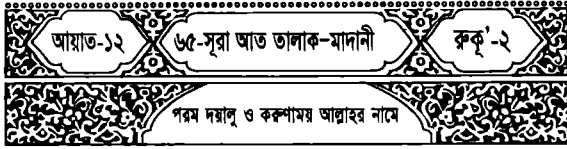
১. হে নবী তোমরা স্ত্রীলোকদের তালাক দিলে তাদেরকে তাদেরইদ্দতের জন্য তালাক দাও।[১] এবংইদ্দতের সময়টা ঠিকমত গণনা করো। আর তোমাদের রব[২] আল্লাহকে ভয় করো (ইদ্দত পালনের সময়ে) তোমরা তাদেরকে তোমাদের বাড়ী থেকে বের করে দিও না। তারা নিজেরাও যেন বের না হয়।[৩] তবে তারা যদি স্পষ্ট অশ্লীল কাজ করে তবে ভিন্ন কথা।[৪] এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে আল্লাহর সীমাসমূহ লংঘন করবে সে নিজেই নিজের ওপর যুলুম করবে। তোমরা জান না আল্লাহ হয়তো এরপরে সমঝোতার কোনো উপায় সৃষ্টি করে দেবেন।

② فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۚ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ○

২. এরপর তারা যখন তাদের (ইদ্দতের) সময়ের সমাপ্তির পর্যায়ে পৌঁছবে তখন হয় তাদেরকে ভালভাবে (বিবাহ বন্ধনে) আবদ্ধ রাখো নয় ভালভাবেই তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও। এমন দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাও তোমাদের মধ্যে যারা ন্যায়বান।[৫] হে সাক্ষীরা, আল্লাহর জন্য সঠিকভাবে সাক্ষ দাও। যারা আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে[৬] তাদের জন্য উপদেশ হিসেবে এসব কথা বলা হচ্ছে। যে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তার জন্য কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সৃষ্টি করে দেবেন।

১. 'ইদ্দতের জন্য তালাক দেয়া'র দুটি মর্ম হতে পারে। প্রথম—হায়েযের অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিও না; বরং এমন সময় তালাক দাও যে সময় থেকে তার 'ইদ্দত' শুরু হতে পারে। দ্বিতীয়—ইদ্দতের মধ্যে রুজুর (পুনঃ গ্রহণের) অবকাশ রেখে তালাক দাও, এরূপভাবে তালাক দিও না যার দ্বারা 'রুজু'র অবকাশই না থাকে। হাদীসসমূহে এ আদেশের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সে অনুসারে তালাকের পদ্ধতি হচ্ছে ঃ হায়েযের সময় তালাক না দেয়া ; বরং সেই তোহোরে তালাক দেয়া যার মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সাথে সংগম করেনি বা সেই অবস্থায় তালাক দেয়া যখন স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া জানা যায় এবং একই সময় তিন তালাক না দিয়ে ফেলা।

২. অর্থাৎ তালাককে 'খেল-তামাশা' মনে করো না, যে তালাকের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটে যাওয়ার পর এটাও স্মরণ রাখা না হয় যে—কখন তালাক দেয়া হয়েছিল, কখন ইদ্দত শুরু হলো ও কখন তা শেষ হবে। যখন তালাক দেয়া হয়, তখন তার তারিখ ও সময় স্মরণ রাখা আবশ্যক এবং এও স্মরণ রাখা দরকার যে কোন্ অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়েছে।

৩. অর্থাৎ পুরুষ ক্রোধ বশে স্ত্রীকে যেন ঘর থেকে বের করে না দেয় এবং স্ত্রীও যেন ক্রোধভরে গৃহ ত্যাগ না করে। ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘর তার, সেই ঘরেই উভয়কে থাকতে হবে; যাতে কোনো পারস্পরিক আনুকূল্যের অবস্থা যদি সৃষ্ট হয়, তবে তা থেকে যেন ফায়দা উঠানো যায়। উভয়ে যদি এক ঘরে অবস্থান করে তবে তিন মাস বা তিন হায়েয আসা পর্যন্ত বা গর্ভবতী অবস্থায় প্রসব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এ সুযোগ বারবার আসার সম্ভাবনা আছে।

৪. অর্থাৎ যদি কুচলন চলে বা ইদ্দতের মধ্যে ঝগড়া লড়াই করে ও কুবাক্য বলতে থাকে।

৫. এর মর্ম—তালাকে সাক্ষী রাখা ও রুজু করার সময়ও সাক্ষী রাখা।

৬. এ শব্দগুলো দ্বারা স্বতঃই বুঝা যায় যে—উপরে যে হেদায়াত দেয়া হয়েছে তা উপদেশ স্বরূপ বলা হয়েছে, কানুন হিসেবে তা নির্দেশ দেয়া হয়নি। যদি কেউ উপরে বর্ণিত পদ্ধতি ভংগ করে তালাক দিয়ে বসে, ইদ্দত ঠিকভাবে গণনা না করে স্ত্রীকে যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই ঘর থেকে বহিষ্কার করে, ইদ্দতের পর যদি রুজু করে করে তো স্ত্রীকে নির্যাতন করার জন্য রুজু করে এবং বিদায় করে দেয় তো ঝগড়া বিবাদের সাথে বিদায় করে এবং তালাক, মোফারেকত' যাই হোক না কেন, কোনো অবস্থায় যদি সাক্ষী না রাখে তবে তার জন্যে তালাক, রুজু ও মোফারেকতের আইনগত পরিণতির মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। অবশ্য আল্লাহ তাআলার উপদেশের বিরোধী কাজ করায় একথা প্রমাণিত হবে যে, তার অন্তরে আল্লাহ ও 'শেষ দিন' সম্পর্কে সঠিক ঈমান বর্তমান নেই; এ কারণে সে এমন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছে যা একজন সাচ্চা মুমিনের পক্ষে করা উচিত নয়।

৩. এবং এমন পন্থায় তাকে রিযিক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করে থাকেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্য একটা মাত্রা ঠিক করে রেখেছেন।

٣ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ○

৪. তোমাদের যেসব স্ত্রীলোকের মাসিক বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাদের ব্যাপারে যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে (জেনে নাও যে,) তাদের ইদ্দতকাল তিন মাস। আর এখনো যাদের মাসিক হয়নি[৭] তাদের জন্যও একই নির্দেশ। গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দতের সীমা সন্তান প্রসব পর্যন্ত।[৮] যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার কাজ সহজসাধ্য করে দেন।

٤ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ○

৫. এটা আল্লাহর বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার গোনাহসমূহ মুছে ফেলবেন এবং তাকে বড় পুরস্কার দেবেন।

٥ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ○

৬. তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে রকম বাসগৃহে থাক তাদেরকেও (ইদ্দতকালে) সেখানে থাকতে দাও। তাদেরকে বিপদগ্রস্ত করার জন্য উত্যক্ত করো না। আর তারা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য খরচ করো। তারপর তারা যদি তোমাদের সন্তানদের বুকের দুধ পান করায় তাহলে তাদেরকে তার বিনিময় দাও এবং (বিনিময়দানের বিষয়টি) তোমাদের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উত্তম পন্থায় ঠিক করে নাও। কিন্তু (বিনিময় ঠিক করতে গিয়ে) তোমরা যদি একে অপরকে কষ্টকর অবস্থার মধ্যে ফেলতে চেয়ে থাক তাহলে অন্য মহিলা বাচ্চাকে দুধ পান করাবে।

٦ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ○

৭. সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুপাতে খরচ করবে। আর যাকে স্বল্প পরিমাণ রিযিক দেয়া হয়েছে সে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে খরচ করবে। আল্লাহ যাকে যতটা সামর্থ্য দিয়েছেন তার চেয়ে অধিক দায়িত্ব তিনি তার ওপর চাপান না। অসম্ভব নয় যে, অসচ্ছলতার পর আল্লাহ তাকে সচ্ছলতা দান করবেন।

٧ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ○

৭. কম বয়সের কারণে হায়েয যদি না আসে বা অনেক স্ত্রীলোকের বহু বিলম্বে হায়েয আসে সেই কারণে যদি হায়েয না আসে ; কোনো কোনো স্ত্রীলোকের জীবনভর হায়েয আসে না যদিও এরূপ ঘটনা খুবই বিরল যাই হোক, এ সকল অবস্থাতে এরূপ স্ত্রীলোকদের ইদ্দতকাল হায়েয হওয়া থেকে নিরাশ স্ত্রীলোকের ইদ্দতের ন্যায় অর্থাৎ—তিন মাস।

৮. অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যদি স্ত্রী গর্ভমুক্ত হয় অথবা যদি চার মাস দশ দিন থেকেও বেশী দীর্ঘ সময় চলতে থাকে, সর্ব অবস্থাতেই সন্তান প্রসব হওয়ার সাথে সাথে স্ত্রীলোকের ইদ্দত শেষ হবে।

রুকু' ঃ ২

⑧ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۝

৮. কত জনপদ[৯] তাদের রব ও তাঁর রাসূলদের নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আমি তাদের কড়া হিসেব নিয়েছিলাম এবং কঠোর শাস্তি দিয়েছিলাম।

⑨ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۝

৯. তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। তাদের কৃতকর্মের পরিণাম ছিল শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি।

⑩ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝

১০. আল্লাহ (আখেরাতে) তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব, হে ঐসব জ্ঞানীরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তোমাদের কাছে এক নসীহত নাযিল করেছেন।

⑪ رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝

১১. এমন এক রাসূল[১০] যিনি তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শোনান, যা তোমাদের সুস্পষ্ট হেদায়াত দান করে। যাতে তিনি ঈমান গ্রহণকারী ও সৎকর্মশীলদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন। যে ব্যক্তিই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং নেককাজ করবে আল্লাহ তাকে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচে দিয়ে ঝরণা বয়ে চলবে। এসব লোক সেখানে চিরদিন থাকবে। এসব লোকের জন্য আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিক রেখেছেন।

⑫ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

১২. আল্লাহ সেই সত্তা যিনি সাত আসমান বানিয়েছেন এবং যমীনের শ্রেণী থেকেও ঐগুলোর অনুরূপ।[১১] ঐগুলোর মধ্যে হুকুম নাযিল হতে থাকে। (একথা তোমাদের এজন্য বলা হচ্ছে) যাতে তোমরা জানতে পার, আল্লাহ সবকিছুর ওপরে ক্ষমতা রাখেন এবং আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকে পরিব্যপ্ত করে আছে।

৯. আল্লাহর রসূল ও তাঁর কিতাবের মাধ্যমে যেসব আদেশ-নির্দেশ দান করা হয়েছে যদি মুসলমানরা সেগুলো অমান্য করে তবে ইহকাল ও পরকালে তাদের পরিণাম কি ঘটবে এবং যদি তারা আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে তবে কি পুরস্কার বা তারা লাভ করবে—এ সম্পর্কে এখন মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে।

১০. তাফসীরকারদের অনেকে 'উপদেশ' এর অর্থ—কুরআন এবং রসূল-এর অর্থ—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গ্রহণ করেছেন। আবার অনেক তাফসীরকারের অভিমত হলো ঃ উপদেশ-এর অর্থ —খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, অর্থাৎ রসূলের সত্তাই আদ্যোপান্ত জীবন্ত নসীহত। আমি এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকে সঠিকতর মনে করি।

১১. 'তারই মতো'-এর অর্থ এ নয় যে—যতগুলো আসমান সৃষ্টি করেছেন ততগুলো যমীনও সৃষ্টি করেছেন। বরং এর মর্ম হচ্ছে—যেমন তিনি কতিপয় আসমান তৈরি করেছেন সেরূপ তিনি কতকগুলো যমীনও সৃষ্টি করেছেন এবং 'যমীনের ন্যায়'-এর অর্থ যেরূপ এ যমীন যার উপর মানুষ অবস্থান করছে নিজের উপরিস্থিত জিনিসের পক্ষে শয্যা ও দোলনাস্বরূপ, সেরূপ আল্লাহ তাআলা এ সৃষ্টির মধ্যে অন্য এমন যমীনসমূহও নির্মাণ করে রেখেছেন যেগুলো নিজের নিজের উপরিস্থিত বসতির পক্ষে শয্যা ও দোলনা স্বরূপ। অন্য কথায়—আসমানে এই যে অসংখ্য গ্রহ তারা দৃষ্টিগোচর হয় এ সমস্ত শূন্য পতিত হয়ে নেই, বরং পৃথিবীর মতো সেগুলোর অনেকের মধ্যে বহু দুনিয়া আবাদ আছে।

সূরা আত তাহরীম

৬৬

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের لم تحرم শব্দ থেকে এর নাম গৃহীত। এটিও সূরার বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম নয়। বরং এ নামের অর্থ হচ্ছে এ সূরার মধ্যে তাহরীম সম্পর্কিত বিষয়ের উল্লেখ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার মধ্যে তাহরীম সম্পর্কিত যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনাসমূহে দু'জন মহিলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা দু'জনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী। তাঁদের একজন হলেন হযরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং অন্যজন হযরত মারিয়া কিবতিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা। তাঁদের মধ্যে একজন অর্থাৎ হযরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা খায়বার বিজয়ের পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আর সর্বসম্মত মতে খায়বার বিজিত হয় ৭ম হিজরীতে। দ্বিতীয় মহিলা হযরত মারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকে মিসরের শাসক মুকাওকিস ৭ম হিজরী সনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। ৮ম হিজরীর যুলহাজ্জ মাসে তাঁরই গর্ভে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র সন্তান হযরত ইবরাহীম রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মলাভ করেন। এসব ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে এ বিষয়টি প্রায় সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, এ সূরাটি ৭ম অথবা ৮ম হিজরীর কোনো এক সময় নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এ সূরার মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্রা স্ত্রীগণের সাথে জড়িত কিছু ঘটনার প্রতি ইংগিত দিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এক ঃ হালাল হারাম এবং জায়েয নাজায়েযের সীমা নির্ধারণ করার ইখতিয়ার চূড়ান্তভাবে আল্লাহ তাআলার হাতে। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা খোদ আল্লাহ তাআলার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছেও তার কোনো অংশ হস্তান্তর করা হয়নি। নবী নবী হিসেবে কোনো জিনিসকে হারাম বা হালাল ঘোষণা করতে পারেন কেবল তখনই যখন এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো ইংগিত থাকে। সে ইংগিত কুরআন মজীদে নাযিল হয়ে থাক কিংবা তা অপ্রকাশ্য অহীর মাধ্যমে নাযিল হয়ে থাক তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু খোদ আল্লাহ কর্তৃক মোবাহকৃত কোনো জিনিসকে নিজের পক্ষ থেকে হারাম করে নেয়ার অনুমতি কোনো নবীকেও দেয়া হয়নি। এ ক্ষেত্রে অন্য কোনো মানুষের তো প্রশ্নই ওঠে না।

দুই ঃ মানব সমাজে নবীর স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত নাজুক। একটি সাধারণ কথা যা অন্য কোনো মানুষের জীবনে সংঘটিত হলে তা তেমন কোনো গুরুত্বই বহন করে না, কিন্তু অনুরূপ ঘটনাই নবীর জীবনে সংঘটিত হলে আইনের মর্যাদা লাভ করে। তাই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নবী-রসূলদের জীবন পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে তাদের অতি ক্ষুদ্র কোনো পদক্ষেপও আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থী না হয়। নবীর দ্বারা এমন কোনো ক্ষুদ্র কাজও সংঘটিত হয়ে গেলে সাথে সাথে তা সংশোধন করে দেয়া হয়েছে, যাতে ইসলামী আইন ও তার উৎস সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ রূপে শুধু আল্লাহর কিতাব আকারে নয় বরং নবীর "উসওয়ায়ে হাসানা" বা উত্তম জীবন আদর্শরূপে আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌছে এবং তার মধ্যে অণু পরিমাণও এমন কোনো জিনিস সংমিশ্রিত হতে না পারে, আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জির সাথে যার কোনো মিল নেই।

তিন ঃ ওপরে বর্ণিত মূলনীতির আলোকে আপনা থেকেই যে বিষয়টি বুঝা যায় তা এই যে, একটি ক্ষুদ্র বিষয়েও যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভুল দেখিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তা শুধু সংশোধনই করা হয়নি, বরং রেকর্ডভুক্তও করা হয়েছে তখন তা অকাট্যভাবে আমাদের মনে এ আস্থা সৃষ্টি করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনকালের যেসব কাজ কর্ম ও হুকুম-আহকাম বর্তমানে আমরা পাচ্ছি এবং যেসব কাজকর্ম ও হুকুম-আহকাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো তিরস্কার বা সংশোধনী রেকর্ডে নেই তা পুরাপুরি সত্য ও নির্ভুল এবং আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পূর্ণরূপে সংগতিপূর্ণ। ঐসব কাজকর্ম ও আদেশ নিষেধ থেকে আমরা পূর্ণ আস্থার সাথে হিদায়াত ও পথনির্দেশ গ্রহণ করতে পারি।

কুরআন মজীদের এ বাণী থেকে চতুর্থ যে বিষয়টি সামনে আসে তা হচ্ছে, যে পবিত্র রসূলের সম্মান ও মর্যাদাকে আল্লাহ নিজে বান্দাদের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে গণ্য করেন সেই রসূল সম্পর্কে এ সূরাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর স্ত্রীদের খুশী করার জন্য একবার আল্লাহর হালালকৃত একটি জিনিসকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্রা স্ত্রীগণ, আল্লাহ নিজে যাদেরকে ঈমানদারদের মা বলে ঘোষণা করেন এবং যাঁদেরকে সম্মান করার জন্য তিনি নিজে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন কিছু ভুল-ক্রটির জন্য তাঁদেরকেই আবার তিনিই কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তাছাড়া নবীকে তিরস্কার এবং তাঁর স্ত্রীদেরকে সাবধান চুপিসার করা হয়নি, বরং তা সেই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা সমস্ত উম্মাতকে চিরদিন পড়তে হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূল এবং উম্মুল মুমিনীনদেরকে ঈমানদারদের দৃষ্টিতে হেয়প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে তাঁর কিতাবে এসব উল্লেখ করেননি। আল্লাহ তাআলার এরূপ কোনো অভিপ্রায় ছিল না, কিংবা তা থাকতেও পারে না। একথাও স্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআনের এ সূরা পাঠ করে কোনো মুসলমানের অন্তর থেকে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা উঠে যায়নি। তাহলে কুরআনে একথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এছাড়া আর কি হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে তাঁদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সম্মান প্রদর্শনের সঠিক সীমারেখার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চান। নবীগণ কেবল নবীই, তাঁরা আল্লাহ নন যে, তাঁদের কোনো ভুল-ক্রটি হতে পারে না। নবীর মর্যাদা এ কারণে নয় যে, তাঁর কোনো ভুল-ক্রটি হওয়া অসম্ভব। বরং নবীর মর্যাদা এ কারণে যে, তিনি আল্লাহর ইচ্ছার পূর্ণাঙ্গ বাস্তব রূপ। তাঁর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভুল-ক্রটিকেও আল্লাহ সংশোধন না করে ছেড়ে দেননি। এভাবে আমরা এ আস্থা ও প্রশান্তি লাভ করি যে, নবীর রেখে যাওয়া আদর্শ আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তব প্রতিনিধিত্ব করছে। একইভাবে সাহাবায়ে কেরাম হোন বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্রা স্ত্রীগণ হোন, তাঁরা সবাই মানুষ ছিলেন, ফেরেশতা বা মানব সত্তার উর্ধে কিছু ছিলেন না। তাদেরও ভুল-ক্রটি হওয়া সম্ভব ছিল। তাঁরা যে মর্যাদা লাভ করেছিলেন তার কারণ ছিল এই যে, আল্লাহর রসূলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তাঁদেরকে মানবতার সর্বোত্তম নমুনা বানিয়ে দিয়েছিল। তাঁদের যা কিছু সম্মান ও মর্যাদা তা এ কারণেই। তাঁরা ভুল-ক্রটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন এরূপ অনুমান ও মনগড়া ধারণার ওপর তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত নয়। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় যুগে সাহাবায়ে কেরাম কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের দ্বারা মানবিক দুর্বলতার কারণে যখনই কোনো ভুল-ক্রটি সংঘটিত হয়েছে তখনই তাদের সতর্ক করা হয়েছে ও ভুল-ক্রটি ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও তাদের কিছু কিছু ভুল-ক্রটি সংশোধন করেছেন যা হাদীস গ্রন্থসমূহের বহুসংখ্যক জায়গায় উল্লেখ আছে। আল্লাহ তাআলা নিজেও কুরআন মজীদে তাঁদের কিছু কিছু ভুল-ক্রটির উল্লেখ করে তা সংশোধন করেছেন যাতে মুসলমানগণ কখনই তাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সম্মান দেখানোর এমন কোনো অতিরঞ্জিত ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে না নেয়, যা তাঁদেরকে মানুষের পর্যায় থেকে উঠিয়ে আল্লাহর মর্যাদায় বসিয়ে না দেয়। আপনি যদি চোখ খুলে কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করেন তাহলে আপনার সামনে এর দৃষ্টান্ত একের পর এক আসতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানে ওহুদ যুদ্ধের আলোচনা প্রসংগে সাহাবায়ে কেরামদের সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

"আল্লাহ তাআলা (সাহায্য-সহযোগিতার) যে প্রতিশ্রুতি তোমাদের দিয়েছিলেন তা তিনি পূরণ করেছেন যখন তোমরা তাদেরকে তাঁর ইচ্ছায় হত্যা করছিলে। অবশেষে তোমরা যখন দুর্বলতা দেখালে এবং কাজের ব্যাপারে মতানৈক্য করলে আর যে জিনিসের আকাঙ্ক্ষা তোমরা করছিলে আল্লাহ তাআলা যেই মাত্র তোমাদের সেই জিনিস দেখালেন (অর্থাৎ গনীমতের সম্পদ) তখনই তোমরা তার হুকুমের নাফরমানি করে বসলে। তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল পার্থিব স্বার্থের প্রত্যাশী এবং কেউ ছিলে আখেরাতের প্রত্যাশী। এ অবস্থায় তোমাদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তাদের মোকাবিলায় তোমাদের পরাস্ত করে দিলেন। আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ও মেহেরবান।"–আয়াত, ১৫২

অনুরূপভাবে সূরা আন নূরে হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদের উল্লেখ করে আল্লাহ সাহাবীগণকে বলেন ঃ

"এমনটা কেন হলো না যে, যখন তোমরা এ বিষয়টি শুনেছিলে মুমিন নারী ও পুরুষ সবাই নিজে সে বিষয়ে ভাল ধারণা পোষণ করতে এবং বলে দিতে যে, এটা তো স্পষ্ট অপবাদ। .... দুনিয়া ও আখেরাতে যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর মেহেরবানী ও দয়া না হতো তাহলে যে বিষয়ের মধ্যে তোমরা নিক্ষিপ্ত হয়েছিলে তার পরিণামে কঠিন আযাব তোমাদের গ্রাস করতো। একটু ভেবে দেখ, যখন তোমাদের মুখে মুখে কাহিনীটার চর্চা হচ্ছিল এবং তা ছড়াচ্ছিল এবং তোমরা এমন কিছু বলছিলে যে বিষয়ে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। তোমরা এটাকে একটা মামুলি ব্যাপার মনে করছিলে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়। কেন তোমরা একথা শোনামাত্র বললে না যে, আমাদের জন্য এরূপ কথা মুখে আনাও শোভা পায় না। সুবহানাল্লাহ! এটা তো একটা গুরুতর অপবাদ ? আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনো যেন তোমরা এরূপ আচরণ না করো।"–আয়াত, ১২ থেকে ১৭

সূরা আল আহযাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে ঃ

"হে নবী, তোমার স্ত্রীদের বলো, তোমরা দুনিয়া ও তার চাকচিক্য চাও তাহলে এসো আমি তোমাদের কিছু দিয়ে উত্তম রূপে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আখেরাতের প্রত্যাশী হয়ে থাকো তাহলে জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"–আয়াত, ২৮-২৯।

সূরা জুমআতে সাহাবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"তারা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও খেল-তামাশা দেখে সে দিকে ছুটে গেল এবং (হে নবী,) তোমাকে (খোতবা দানরত অবস্থায়) দণ্ডায়মান রেখে গেল। তাদের বলো, আল্লাহর কাছে যাকিছু আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।"–আয়াত, ১১

মক্কা বিজয়ের পূর্বে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতায়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা অভিযানের খবর গোপনে কুরাইশদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সূরা মুমতাহিনায় তাঁর এ কাজের কঠোর সমালোচনা ও তিরস্কার করা হয়েছে।

কুরআন মজীদের মধ্যেই এসব উদাহরণ বর্তমান, যে কুরআন মজীদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্রা স্ত্রীগণের সম্মান ও মর্যাদা নিজে বর্ণনা করেছেন এবং তাদেরকে রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু অর্থাৎ তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট বলে ফরমান শুনিয়েছেন। সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান দেখানোর এ শিক্ষা মধ্যপন্থার ওপর ভিত্তিশীল। এ শিক্ষা মুসলমানদেরকে মানুষ পূজার সেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে যার মধ্যে ইহুদী ও খৃষ্টানরা নিপতিত হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বড় বড় মনীষী হাদীস, তাফসীর এবং ইতিহাস বিষয়ে যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে যেসব জায়গায় সাহাবায়ে কেরাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্রা স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মর্যাদা ও পূর্ণতার যে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে তাদের দুর্বলতা, বিচ্যুতি এবং ভুল-ক্রটির ঘটনা বর্ণনা করতেও দ্বিধা করা হয়নি। অথচ বর্তমান সময়ের সম্মান প্রদর্শনের দাবীদারদের তুলনায় তাঁরা তাঁদের বেশী মর্যাদা দিতেন এবং সম্মান প্রদর্শনের সীমারেখাও তারা তাদের চেয়ে বেশী জানতেন।

পঞ্চম যে কথাটি এ সূরায় খোলাখুলি বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, আল্লাহর দীন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নিখুঁত। এ দীন অনুসারে ঈমান ও আমলের বিচারে প্রত্যেকের যা প্রাপ্য তাই সে পাবে। অতি বড় কোনো বোজর্গের সাথে ঘনিষ্ঠতাও তার জন্য আদৌ কল্যাণকর নয় এবং অত্যন্ত খারাপ কোনো ব্যক্তির সাথে সম্পর্কও তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। এ ব্যাপারে বিশেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের সামনে উদাহরণ হিসেবে তিন শ্রেণীর স্ত্রীলোককে পেশ করা হয়েছে। একটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ও হযরত লূত আলাইহিস সালামের স্ত্রীদের। তারা যদি ঈমান আনয়ন করতো এবং তাদের মহাসম্মানিত স্বামীর সাথে সহযোগিতা করতো তাহলে মুসলিম উম্মার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের যে মর্যাদা তাদের মর্যাদাও তাই হতো। কিন্তু যেহেতু তারা এর বিপরীত আচরণ ও পন্থা অবলম্বন করেছে, তাই নবীদের স্ত্রী হওয়াটাও তাদের কোনো কাজে আসেনি এবং তারা জাহান্নামের অধিবাসী হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণ দেয়া হয়েছে ফেরাউনের স্ত্রী। যদিও তিনি আল্লাহর জঘন্য এক দুশমনের স্ত্রী ছিলেন কিন্তু যেহেতু তিনি ঈমান গ্রহণ করেছিলেন এবং ফেরাউনের কওমের কাজ-কর্ম থেকে নিজের কাজ-কর্মের পথ সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়েছিলেন তাই ফেরাউনের মতো চরম পর্যায়ের কাফেরের স্ত্রী হওয়াও তাঁর কোনো ক্ষতির কারণ হয়নি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতের উপযুক্ত বানিয়ে দিয়েছেন। তৃতীয় উদাহরণ দেয়া হয়েছে হযরত মারয়াম আলাইহিস সালামের। তাঁর এ বিরাট মর্যাদা লাভের কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করার ফায়সালা করেছিলেন তা তিনি মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন। তাঁকে কুমারী অবস্থায় আল্লাহর হুকুমে মুজিযা হিসেবে গর্ভবতী বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এভাবে তাঁর রব তাঁর দ্বারা কি কাজ নিতে চান তাও তাকে বলে দেয়া হয়েছে। হযরত মারয়াম ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো অভিজাত ও নেককার মহিলাকে এরূপ কোনো কঠিন পরীক্ষার মধ্যে কখনো ফেলা হয়নি। হযরত মারয়াম এ ব্যাপারে যখন কোনো আফসোস ও আর্তনাদ করেননি বরং একজন খাঁটি ঈমানদার নারী হিসেবে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য যা বরদাশত করা অপরিহার্য ছিল তা সবই বরদাশত করা স্বীকার করেছেন তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে سيدة النساء في الجنة 'বেহেশতের মহিলাদের নেত্রী' (মুসনাদে আহমাদ) হওয়ার মতো সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

এসব বিষয় ছাড়াও আমরা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য এ সূরা থেকে জানতে পারি। তা হচ্ছে, কুরআন মজীদে যা কিছু লিপিবদ্ধ আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কেবল সেই জ্ঞানই আসতো না। বরং তাঁকে

অহীর মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানও দেয়া হতো যা কুরআনে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এ সূরার ৩নং আয়াত তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের একজনের কাছে গোপনীয় একটি কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি তা অন্য কাউকে বলেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিলেন। অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ত্রুটির জন্য তাঁর সেই স্ত্রীকে সতর্ক করে দিলেন। এতে তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁর এ ত্রুটি সম্পর্কে তাঁকে কে অবহিত করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, যে সত্তা আলীম ও খাবীর তিনিই আমাকে তা জানিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গোটা কুরআন মজীদের মধ্যে সেই আয়াতটি কোথায় যার মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীকে গোপনীয় যে কথা বলেছিলে তা সে অন্যের কাছে বা অমুকের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে ? কুরআনে যদি এমন কোনো আয়াত না থেকে থাকে এবং এটা সুস্পষ্ট যে, তা নেই তাহলে এটাই এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, কুরআন ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অন্য অহী আসতো। কুরআন ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আর কোনো অহী আসতো না, হাদীস অস্বীকারকারীদের এ দাবী এর দ্বারা বাতিল হয়ে যায়।

❐

আয়াত-১২ ৬৬-সূরা আত তাহরীম-মাদানী রুকূ'-২

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

① يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○
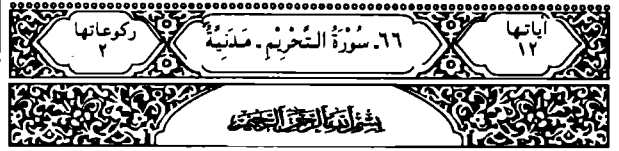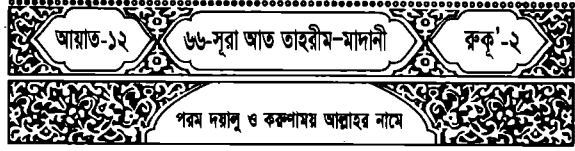
১. হে নবী! আল্লাহ যে জিনিস হালাল করেছেন তা তুমি হারাম করছো কেন?[১] (তাকি এজন্য যে,) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাও?[২] আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।

② قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

২. আল্লাহ তোমাদের জন্য কসমের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[৩] আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও মহা কৌশলী।

③ وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ۗ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

৩. (এ ব্যাপারটিও লক্ষণীয় যে,) নবী তাঁর এক স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন। পরে সেই স্ত্রী যখন (অন্য কারো কাছে) সেই গোপনীয় বিষয়টি প্রকাশ করে দিল এবং আল্লাহ নবীকে এই (গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করার) ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন তখন নবী (ঐ স্ত্রীকে) কিছুটা সাবধান করলেন এবং কিছুটা মাফ করে দিলেন। নবী যখন তাকে (গোপনীয়তা প্রকাশের) এই কথা জানালেন তখন সে জিজ্ঞেস করলো ঃ কে আপনাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছে? নবী বললেনঃ আমাকে তিনি অবহিত করেছেন যিনি সবকিছু জানেন এবং সর্বাধিক অবহিত।[৪]

④ اِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰۤىِٕكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ○

৪. তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর কাছে তাওবা করো (তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম), কেননা, তোমাদের মন সরল সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।[৫] আর যদি তোমরা নবীর বিরুদ্ধে পরস্পর সংঘবদ্ধ হও তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ তার অভিভাবক, তাছাড়া জিবরাঈল, নেক্কার ঈমানদারগণ এবং সব ফেরেশতা তার সাথী ও সাহায্যকারী।[৬]

---

১. প্রকৃতপক্ষে এ প্রশ্ন নয়—এ না-পসন্দ করার অভিব্যক্তি ; অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে একথা জানা উদ্দেশ্য নয় যে—তিনি কেন এ কাজ করেছেন; বরং এর উদ্দেশ্য—তাঁকে এ বিষয়ে সতর্ক করা যে—আল্লাহর নির্ধারিত হালাল জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ার যে কাজ তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে আল্লাহ তাআলা তা পসন্দ করেন না। যেহেতু তাঁর স্থান ও মর্যাদা এক সাধারণ মানুষের মতো নয়; বরং তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রসূল ;তিনি কোনো জিনিস নিজের উপর হারাম করে নিলে এ আশঙ্কা সৃষ্টি হতে পারে যে—উম্মতও সে জিনিসকে হারাম বা কমপক্ষে মাকরূহ (অপসন্দনীয়) ধারণা করতে থাকবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর এ কাজের দোষ ধরেছেন এবং তাঁকে এ 'হারাম করা' থেকে বিরত হতে আদেশ দিয়েছেন। এর থেকে একথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে—রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও নিজের পক্ষ থেকে কোনো জিনিসকে হালাল বা হারাম করার অধিকার নেই।

২. এর দ্বারা জানা গেল—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারাম করার এ কাজ—নিজে নিজের কোনো ইচ্ছাবশে করেননি, বরং তাঁর বিবিরা চেয়েছিলেন যে—তিনি এরূপ করুন এবং তিনি মাত্র তাঁর বিবিদের সন্তুষ্ট করার জন্য একটি হালাল জিনিসকে নিজের জন্য হারাম গণ্য করেছিলেন। হাদীসের বিশ্বস্ত বর্ণনা থেকে জানা যায়—রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক বিবির (হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা) গৃহে কোনো স্থান থেকে মধু এসেছিল, হুজুর যা বড় পসন্দ করতেন। এজন্যই তিনি তাঁর সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমে তাঁর ঘরে বেশী সময় অবস্থান করতে থাকেন। এতে অন্য কোনো কোনো বিবির ঈর্ষা সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা পরামর্শ করে এ মধুর প্রতি তাঁর এরূপ ঘৃণা জন্মালো যে—তিনি তা ব্যবহার না করার অংগীকার করেন।

৩. মর্ম হচ্ছে—কাফফারা দিয়ে শপথের বাধ্যবাধকতা হতে মুক্ত হওয়ার যে পদ্ধতি আল্লাহ তাআলা সূরা মায়েদার ৮৯তম আয়াতে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা পালন করে তিনি সে অংগীকার ভংগ করুন যার দ্বারা তিনি একটি হালাল জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন।

৫. নবী যদি তোমাদের মত সব স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন তাহলে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের পরিবর্তে তাকে এমন সব স্ত্রী দান করবেন যারা তোমাদের চেয়ে উত্তম হবে।[৭] সত্যিকার মুসলমান, ঈমানদার, অনুগত, তাওবাকারিণী, ইবাদাত গোযার এবং রোযাদার। তারা পূর্বে বিবাহিত বা কুমারী যাই হোক না কেন।

٥ عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ○

৬. হে লোকজন যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততিকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো মানুষ এবং পাথর হবে যার জ্বালানী।[৮] সেখানে রূঢ় স্বভাব ও কঠোর হৃদয় ফেরেশতারা নিয়োজিত থাকবে যারা কখনো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তাই পালন করে।

٦ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

৭. (তখন বলা হবে,) হে কাফেরগণ! আজ ওযর প্রকাশ করো না। তোমরা যেমন আমল করছিলে তেমনটি প্রতিদানই দেয়া হচ্ছে।

٧ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

রুকূ’ ঃ ২

৮. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর কাছে তাওবা করো, প্রকৃত তাওবা। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তোমাদের দোষ-ত্রুটিসমূহ দূর করে দিবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। সেটি হবে এমন দিন যেদিন আল্লাহ তাঁর নবী এবং নবীর সঙ্গী ঈমানদারদের লাঞ্ছিত করবেন না।[৯] তাদের ‘নূর’ তাদের সামনে ও ডান দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকবে এবং তারা বলতে থাকবে, হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের ‘নূর’ পূর্ণাঙ্গ করে দাও ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তুমি সব কিছু করতে সক্ষম।

٨ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৪. সে গুপ্ত কথাটি কি ছিল কোনো রেওয়াত থেকে নির্দিষ্টরূপে একথা জানা যায় না। এবং যে উদ্দেশ্য সাধনে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল সে দিক দিয়ে এ প্রশ্নের আদৌ কোনো গুরুত্বও নেই যে, সে গুপ্ত কথাটি কি। যে আসল উদ্দেশ্যের জন্যে কুরআন মজীদে এ ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্রা স্ত্রীগণের ও পরোক্ষভাবে মুসলমানদের সমস্ত দায়িত্বশীল লোকদের স্ত্রীদেরকে এ সম্পর্কে সতর্ক করা যে তাঁরা গুপ্ত কথা হেফাযত করার ব্যাপারে যেন অসাবধানতা অবলম্বন না করেন। যিনি যত বড় মর্যাদার অধিকারী তাঁর গৃহের গুপ্ত কথা প্রকাশ পাওয়া ততই ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। কথা গুরুত্বপূর্ণ হোক বা গুরুত্বপূর্ণ না হোক, গোপন রহস্য হেফাযত করার ব্যাপারে অবহেলার অভ্যাস থাকলে লঘু কথার মতো কোনো এক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাও প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।

৫. এ দুজন বলতে—হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা মতে—হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বুঝানো হয়েছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার অর্থঃ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে—এ দুই বিবি হুজুরের সাথে কিছু বেশী সাহসের সাথে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন আল্লাহ তাআলা যে পসন্দ করেননি ; এবং সে জন্য তাঁদের ভর্ৎসনা করেন।

৬. অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুকাবিলায় তোমরা দল বেঁধে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি করবে। কেননা তাঁর অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ এবং জিবরাঈল ও ফেরেশতারা ও সমস্ত সৎ মুমিনরা যাঁর সাথে আছেন তাঁর মুকাবিলায় দল বেঁধে কেউই সফলকাম হতে পারে না।

৭. এ থেকে জানা যায়—দোষ মাত্র হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহারই ছিল না, বরং রসূলুল্লাহর অন্যান্য পবিত্রা বিবিগণও কিছু না কিছু দোষী ছিলেন। এ জন্য তাঁদের দুজনের পর এ আয়াতে বাকী সব বিবিগণকেও ভর্ৎসনা করা হয়েছে। হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়—সে সময়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবিদের প্রতি এতদূর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে—এক মাস পর্যন্ত তিনি তাঁদের সাথে সম্পর্ক রাখেননি এবং সাহাবাদের মধ্যে একথা রটে যায় যে— তিনি তাঁর বিবিদের তালাক দিয়েছেন।

⑨ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ○

৯. হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের কঠোরতা দেখাও। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তা অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা।

⑩ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ○

১০. আল্লাহ্ কাফেরদের ব্যাপারে নূহ এবং লূতের স্ত্রীদেরকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। তারা আমার দুই নেক্‌কার বান্দার স্ত্রী ছিল। কিন্তু তারা তাদের স্বামীর সাথে খেয়ানত করেছিল।[১০] তারা আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের কোনো কাজেই আসতে পারেনি। দু'জনকেই বলে দেয়া হয়েছে ঃ যাও, আগুনে প্রবেশকারীদের সাথে তুমিও প্রবেশ কর।

⑪ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ○

১১. আর ঈমানদারদের ব্যাপারে ফেরাউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করছেন। যখন সে দোয়া করলো, হে আমার রব, আমার জন্য তোমার কাছে জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দাও। আমাকে ফেরাউন ও তার কাজকর্ম থেকে রক্ষা করো এবং যালেম কওমের হাত থেকে বাঁচাও।

⑫ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَٰنِتِينَ ○

১২. ইমরানের কন্যা মারয়ামের[১১] উদাহরণও পেশ করেছেন, যে তার লজ্জাস্থানকে হিফাযত করেছিল।[১২] অতপর আমি আমার পক্ষ থেকে তার মধ্যে রূহ ফুঁৎকার করেছিলাম।[১৩] সে তার বাণীসমূহ এবং কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন করেছে। সে ছিল আনুগত্যকারীদের অন্তরভুক্ত।[১৪]

---

৮. এ আয়াত থেকে জানা যায় ঃ এক ব্যক্তির দায়িত্ব মাত্র নিজেকেই আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষার চেষ্টা করা পর্যন্ত সীমিত নয়, বরং প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা ব্যবস্থা যে পরিবারের কর্তৃত্বভার তার উপর অর্পণ করেছে, নিজের সাধ্যমত তাদের এরূপ শিক্ষা-দীক্ষা দান করাও তার দায়িত্ব—যাতে তারা আল্লাহর পসন্দনীয় মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে এবং যদি তারা জাহান্নামের পথে চলে তবে যথাসাধ্য তাদেরকে সে রাস্তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা। 'জাহান্নামের ইন্ধন হইবে পাথর' অর্থাৎ পাথরের কয়লা সম্ভবতঃ। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুজাহিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইমাম মোহাম্মাদ বাকের রাদিয়াল্লাহু আনহু, সুদ্দি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—গন্ধকের পাথর।

৯. অর্থাৎ তাদের সৎকাজের পুরস্কার বিনষ্ট করবেন না। কাফের ও মুনাফিকদের এ বলার অবকাশ কখনো দেবেন না যে—'এরা আল্লাহর উপাসনা-আনুগত্য করেছিলো তো তার কি প্রতিদান পেল? লাঞ্ছনা-অপমান বিদ্রোহী ও অবাধ্যদের ভাগ্যে ঘটবে; অনুগত ও আদেশ পালনকারীদের ভাগ্যে নয়।

১০. এ 'বিশ্বাসঘাতকতা' এ অর্থে নয় যে, তারা ব্যভিচার করেছিল, বরং এ অর্থে যে তারা ঈমানের পথে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ও হযরত লূত আলাইহিস সালামের সহযোগিতা করেনি বরং তাঁদের বিরুদ্ধে দীনের শত্রুদের সাথে সহযোগিতা করেছিল।

১১. হতে পারে—হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালামের পিতার নাম ছিল—ইমরান; অথবা তিনি ইমরানের বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে তাঁকে ইমরান কন্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

১২. এ ছিল ইহুদীদের এ অপবাদের খণ্ডন যে—তাঁর গর্ভ থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মলাভ—মাআযাল্লাহ কোনো পাপের পরিণাম ফল। সূরা নিসার ১৫৬নং আয়াতে এ যালেমদের এ অভিযোগকে বিরাট মিথ্যা অপবাদ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

১৩. অর্থাৎ তাঁর সাথে কোনো পুরুষের সংযোগ ছাড়াই, আমি তাঁর গর্ভাশয়ে নিজের পক্ষ থেকে একটি প্রাণ নিক্ষেপ করি।

১৪. হযরত মরিয়মকে এখানে যে উদ্দেশ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে—কুমারী অবস্থায় অলৌকিকভাবে তাঁকে গর্ভবতী করে আল্লাহ তাআলা তাঁকে এক কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু তিনি ধৈর্য সহকারে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন।

সূরা আল মুল্‌ক

৬৭

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতাংশ تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ এর আল মুল্‌ক্ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি কোন্ সময় নাযিল হয়েছিল তা কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় না। তবে বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সূরাটি মক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।

বিষয়বস্তু

এ সূরাটিতে একদিকে ইসলামী শিক্ষার মূল বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে যেসব লোক বেপরোয়া ও অমনোযোগী ছিল তাদেরকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে সজাগ করে দেয়া হয়েছে। মক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য হলো, তাতে ইসলামের গোটা শিক্ষা ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী করে পাঠানোর উদ্দেশ্য সবিস্তারে নয় বরং সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে তা ক্রমান্বয়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনায় বদ্ধমূল হয়েছে। সেই সাথে মানুষের বেপরোয়া মনোভাব ও অমনোযোগিতা দূর করা, তাকে ভেবে চিন্তে দেখতে বাধ্য করা এবং তার ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রথম পাঁচটি আয়াতে মানুষের এ অনুভূতিকে জাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, যে বিশ্বলোকে সে বাস করছে তা এক চমৎকার সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় সাম্রাজ্য। হাজারো তালাশ করেও সেখানে কোনো রকম দোষ-ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা কিংবা বিশৃংখলার সন্ধান পাওয়া যাবে না। এক সময় এ সাম্রাজ্যের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। মহান আল্লাহই একে অস্তিত্ব দান করেছেন, এর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও শাসনকার্যের সমস্ত ইখতিয়ার নিরংকুশভাবে তাঁরই হাতে। তিনি অসীম কুদরতের অধিকারী। এর সাথে মানুষকে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, এ পরম জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থার মধ্যে তাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এখানে তাকে পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছে। তার শুধু সৎকর্ম দ্বারাই সে এ পরীক্ষার সফলতা লাভ করতে সক্ষম।

আখেরাতে কুফরীর যে ভয়াবহ পরিণাম দেখা দেবে ৬ থেকে ১১নং আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবীদের পাঠিয়ে এ দুনিয়াতেই সে ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন। এখন তোমরা যদি এ পৃথিবীতে নবীদের কথা মেনে নিয়ে নিজেদের আচরণ ও চাল-চলন সংশোধন না করো তাহলে আখেরাতে তোমরা নিজেরাই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, তোমাদের যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তোমরা তার উপযোগী।

১২ থেকে ১৪ আয়াতে এ পরম সত্যটি বুঝানো হয়েছে যে, স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বেখবর থাকতে পারেন না। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য প্রত্যেকটি কাজ ও কথা এমনকি তোমাদের মনের কল্পনাসমূহ পর্যন্ত অবগত। তাই নৈতিকতার সঠিক ভিত্তি হলো, মন্দ কাজের জন্য দুনিয়াতে পাকড়াও করার মতো কোনো শক্তি থাক বা না থাক এবং ঐ কাজ দ্বারা দুনিয়াতে কোনো ক্ষতি হোক বা না হোক, মানুষ সবসময় অদৃশ্য আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ভয়ে সব রকম মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে। যারা এ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবে আখেরাতে তারাই বিরাট পুরস্কার ও ক্ষমালাভের যোগ্য বলে গণ্য হবে।

১৫ থেকে ২৩ আয়াতে পরপর কিছু অবহেলিত সত্যের প্রতি ইংগিত দিয়ে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এগুলোকে মানুষ দুনিয়ার নিত্য নৈমিত্তিক সাধারণ ব্যাপার মনে করে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখে না। বলা হয়েছে, এ মাটির প্রতি লক্ষ্য করে দেখো। এর ওপর তোমরা নিশ্চিন্তে আরামে চলাফেরা করছো এবং তা থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় রিযিক সংগ্রহ করছো। আল্লাহ তাআলাই এ যমীনকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। তা না হলে যে কোনো সময় এ যমীনের ওপর ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে তা তোমাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারে। কিংবা এমন ঝড়-ঝঞ্ঝা আসতে পারে যা তোমাদের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেবে। মাথার ওপরে উড়ন্ত পাখীগুলোর প্রতি লক্ষ করো। আল্লাহই তো ওগুলোকে শূন্যে ধরে রাখেন। নিজেদের সমস্ত উপায়-উপকরণের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখো। আল্লাহ যদি তোমাদের শাস্তি দিতে চান তাহলে এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে? আর আল্লাহ যদি তোমাদের রিযিকের দরজা বন্ধ করে দেন, তাহলে এমন কে আছে, যে তা খুলে

দিতে পারে? তোমাদেরকে প্রকৃত সত্য জানিয়ে দেয়ার জন্য এগুলো সবই প্রস্তুত আছে। কিন্তু এগুলোকে তোমরা পশু ও জীব-জন্তুর দৃষ্টিতে দেখে থাকো। পশুরা এসব দেখে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মানুষ হিসেবে আল্লাহ তোমাদেরকে যে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তা ও বোধশক্তিসম্পন্ন মস্তিষ্ক দিয়েছেন, তা তোমরা কাজে লাগাও না। আর এ কারণেই তোমরা সঠিক পথ দেখতে পাও না।

২৪ থেকে ২৭নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, অবশেষে একদিন তোমাদেরকে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। নবীর কাজ এ নয় যে, তিনি তোমাদেরকে সেদিনটির আগমনের সময় ও তারিখ বলে দেবেন। তার কাজ তো শুধু এতটুকু যে, সেদিনটি আসার আগেই তিনি তোমাদের সাবধান করে দেবেন। আজ তোমরা তার কথা মানছো না। বরং ঐ দিনটি তোমাদের সামনে হাজির করে দেখিয়ে দেয়ার দাবী করছো। কিন্তু যখন তা এসে যাবে এবং তোমরা তা চোখের সামনে হাজির দেখতে পাবে তখন তোমরা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে।

২৮ ও ২৯নং আয়াতে মক্কার কাফেরদের কিছু কথার জবাব দেয়া হয়েছে। এসব কথা তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগী-সাথীদের বিরুদ্ধে বলতো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিশাপ দিতো এবং তাঁর ও ঈমানদারদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য বদ দোয়া করতো। তাই বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে সৎপথের দিকে আহ্বানকারীরা ধ্বংস হয়ে যাক বা আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুক তাতে তোমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন কি করে হবে? তোমরা নিজের জন্য চিন্তা করো। আল্লাহর আযাব যদি তোমাদের ওপর এসে পড়ে তাহলে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে? যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং যাঁরা তাঁর ওপরে তাওয়াক্কুল করেছে তোমরা মনে করছো তারা গোমরাহ হয়ে গেছে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন প্রকৃত গোমরাহ কারা তা প্রকাশ হয়ে পড়বে।

অবশেষে মানুষের সামনে একটি প্রশ্ন রাখা হয়েছে এবং সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে বলা হয়েছে ঃ মরুভূমি ও পর্বতময় আরব ভূমিতে যেখানে তোমাদের জীবন পুরোটাই পানির ওপর নির্ভরশীল, পানির এসব ঝরণা ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছে। এসব জায়গায় পানির উৎসগুলো যদি ভূগর্ভের আরো নীচে নেমে উধাও হয়ে যায় তাহলে আর কোন্ শক্তি আছে, যে এ সঞ্জীবনী ধারা তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারে?

❐

২৯

১ অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি যাঁর হাতে রয়েছে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের কর্তৃত্ব। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতা রাখেন।[১]

২. কাজের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম[২] তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীলও।

٢ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ

৩. তিনিই স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাতটি আসমান তৈরী করেছেন। তুমি রহমানের সৃষ্টিকর্মে কোনো প্রকার অসংগতি দেখতে পাবে না।[৩] আবার চোখ ফিরিয়ে দেখ, কোনো ত্রুটি[৪] দেখতে পাচ্ছ কি ?

٣ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۙ

৪. তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখ, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে।

٤ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۙ

৫. আমি তোমাদের কাছের আসমানকে[৫] সুবিশাল প্রদীপমালায় সজ্জিত করেছি। আর সেগুলোকে শয়তানদের মেরে তাড়ানোর উপকরণ বানিয়ে দিয়েছি। এসব শয়তানের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

٥ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۙ

৬. যেসব লোক তাদের রবকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটি অত্যন্ত খারাপ জায়গা।

٦ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۙ

৭. তাদেরকে যখন সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তার ভয়ানক গর্জনের শব্দ শুনতে পাবে এবং তা টগবগ করে ফুটতে থাকবে।[৬]

٧ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۙ

---

১. অর্থাৎ যা ইচ্ছা তা করতে পারেন, কোনো কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না যে, তিনি কোনো কাজ করতে চাইবেন, আর তা করতে পারবেন না।

২. অর্থাৎ মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য এবং কোন্ মানুষের কাজ বেশী ভালো তা দেখার জন্য তিনি দুনিয়াতে মানুষের জীবন মরণের পরম্পরা শুরু করেছেন।

৩. মূলে تفاوت ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ অসংগতি, একটি জিনিসের অন্য জিনিসের সাথে মিল না খাওয়া। যুগলের মধ্যে অমিল হওয়া।

৪. মূলে فطور ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ–ফাটল, ফাঁক, ছিদ্র, দীর্ণতা, ভগ্ন হওয়া। অর্থাৎ সারা বিশ্বের সংযোগ সূত্র এরূপ সম্পন্ন এবং যমীনের একটি অণু থেকে আরম্ভ করে বিশাল মহান ছায়াপথসমূহ পর্যন্ত প্রতিটি জিনিস এরূপ সুসংবদ্ধ যে, কোথাও বিশ্ব শৃঙ্খলার মধ্যেকার পারম্পর্য ভংগ হয় না। তোমরা যতই অনুসন্ধান করো না কেন, তোমরা কোনো স্থানেই এ শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় সামান্যতম ছিদ্র বা ত্রুটি পাবে না।

৫. নিকটস্থ আসমানের অর্থ—দুরবীন ছাড়া খোলা চোখে গ্রহ-নক্ষত্র খচিত যে আসমান আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

৬. এর অর্থ এও হতে পারে যে—এ খোদ জাহান্নামের আওয়াজ হবে বা এও হতে পারে যে, এ আওয়াজ জাহান্নাম থেকে উত্থিত হতে শোনা যাবে যেখানে তাদের পূর্বে পতিত লোকেরা চীৎকার করতে থাকবে।

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾

৮. অত্যধিক রোষে তা ফেটে পড়ার উপক্রম হবে। যখনই তার মধ্যে কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে তখনই তার ব্যবস্থাপকরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোনো সাবধানকারী আসেনি ?

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾

৯. তারা জবাব দেবে, হ্যাঁ আমাদের কাছে সাবধানকারী এসেছিলো। কিন্তু আমরা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি। তোমরাই বরং বিরাট ভুলের মধ্যে পড়ে আছো।

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾

১০. তারা আরো বলবে ঃ আহা! আমরা যদি শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতাম, তাহলে আজ এ জ্বলন্ত আগুনে সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হতাম না।

فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾

১১. এভাবে তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে। এ দোযখবাসীদের ওপর আল্লাহর লানত।

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾

১২. যারা না দেখেও তাদের রবকে ভয় করে, নিশ্চয়ই তারা লাভ করবে ক্ষমা এবং বিরাট পুরস্কার।

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾

১৩. তোমরা নিচু স্বরে চুপে চুপে কথা বলো কিংবা উচ্চৈস্বরে কথা বলো (আল্লাহর কাছে দুটোই সমান) তিনি তো মনের অবস্থা পর্যন্ত জানেন।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন[৭] তিনিই কি জানবেন না ? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয় ভালভাবে অবগত।

রুকূ' ঃ ২

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

১৫. তিনিই তো সেই মহান সত্তা যিনি ভূ-পৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। তোমরা এর বুকের ওপর চলাফেরা করো এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও। আবার জীবিত হয়ে তোমাদেরকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।

أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾

১৬. যিনি আসমানে আছেন[৮] তিনি তোমাদের মাটির মধ্যে ধসিয়ে দেবেন এবং অকস্মাৎ ভূপৃষ্ঠ জোরে ঝাঁকুনি খেতে থাকবে।

---

৭. দ্বিতীয় প্রক্যরের অনুবাদ এও হতে পারে ঃ "তিনি কি নিজের সৃষ্টিকেই জানবেন না ?"

৮. এর মর্ম এ নয় যে—আল্লাহ তাআলা আসমানে থাকেন এবং এক বিশেষ দৃষ্টিভংগীতে একথা বলা হয়েছে—মানুষ যখন আল্লাহর দিকে রুজু করতে চায় তখন স্বাভাবিকভাবেই সে আসমানের দিকে তাকায়, দোয়া প্রার্থনা করতে হলে সে উর্ধে হাত উঠায়। বিপদের সময় যখন সেসব আশ্রয় থেকে নিরাশ হয় তখন সে আসমানের দিকে মুখ তুলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানায়। কোনো আকস্মিক বিপদাপাত ঘটলে মানুষ বলে—উপর থেকে বিপদ নাযিল হয়েছে।' অস্বাভাবিকভাবে পাওয়া জিনিস সম্পর্কে মানুষ বলে—এ উর্ধ্বলোক থেকে এসেছে।' আল্লাহ তাআলার প্রেরিত কিতাবসমূহকে আসমানী কিতাব বলা হয়। এসব কথা হতে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়—মানুষ যখন আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা করে তখন তার খেয়াল নিচে যমীনের দিকে নয় বরং উপরে আসমানের দিকে যায় ; এ ব্যাপারটি মানুষের প্রকৃতিগত।

أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾

১৭. এ ব্যাপারে কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো ? যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের ওপর পাথর বর্ষণকারী হাওয়া পাঠাবেন—এ ব্যাপারেও কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গেছো ? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার সাবধানবাণী কেমন ?

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾

১৮. তাদের পূর্বের লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। ফলে দেখো, আমার পাকড়াও কত কঠিন হয়েছিল।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾

১৯. তারা কি মাথার ওপর উড়ন্ত পাখীগুলোকে ডানা মেলতে ও গুটিয়ে নিতে দেখে না ? রহমান ছাড়া আর কেউ নেই যিনি তাদেরকে ধরে রাখেন। তিনিই সবকিছুর রক্ষক।

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾

২০. বলো তো, তোমাদের কাছে কি এমন কোনো বাহিনী আছে যা রহমানের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে ?[৯] বাস্তব অবস্থা হলো, এসব কাফেররা ধোঁকায় পড়ে আছে মাত্র।

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾

২১. অথবা বলো, রহমান যদি তোমাদের রিযিক বন্ধ করে দেন তাহলে এমন কেউ আছে, যে তোমাদের রিযিক দিতে পারে ? প্রকৃতপক্ষে এসব লোক বিদ্রোহ ও সত্য বিমুখতায় বদ্ধ পরিকর।

أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾

২২. ভেবে দেখো, যে ব্যক্তি মুখ নিচু করে পথ চলছে[১০] সে-ই সঠিক পথপ্রাপ্ত, না যে ব্যক্তি মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে সমতল পথে হাঁটছে সে-ই সঠিক পথপ্রাপ্ত ?

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. এদেরকে বলো, আল্লাহই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তোমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো।[১১]

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. এদেরকে বলো, আল্লাহই সেই সত্তা যিনি তোমাদের পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাঁরই কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾

২৫. এরা বলে তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বলো এ ওয়াদা কবে বাস্তবায়িত হবে ?

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾

২৬. বলো, এ বিষয়ে জ্ঞান আছে শুধু আল্লাহর নিকট। আমি স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

---

৯. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে—'রহমান ছাড়া কে আছে যে তোমাদের সৈন্য হয়ে তোমাদের সাহায্য করে ?'

১০. অর্থাৎ পশুর ন্যায় মুখ নিম্নমুখী করে ঠিক সেই পথ রেখা ধরে চলে যাচ্ছে যে রেখা বরাবর কেউ তাদেরকে চালিয়ে দিয়েছে।

১১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা জ্ঞান, বুদ্ধি, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির নেয়ামতসমূহ তোমাদেরকে সত্যকে চিনবার ও জানবার জন্য দান করেছিলেন। কিন্তু তোমরা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো; এ নেয়ামতগুলো দ্বারা তোমরা সবরকমের কাজ সম্পন্ন করছো কিন্তু মাত্র সেই একটি কাজই সম্পাদন করছো না, যে কাজের জন্য এগুলো তোমাদেরকে দান করা হয়েছিল।

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ۝٢٧

২৭. তারপর এরা যখন ঐ জিনিসকে কাছেই দেখতে পাবে তখন যারা অস্বীকার করেছে তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাবে। আর তাদেরকে বলা হবে, এতো সেই জিনিস যা তোমরা চাচ্ছিলে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٢٨

২৮. তুমি এদেরকে বলো, তোমরা কখনো এ বিষয়টি ভেবে দেখেছো কি যে, আল্লাহ যদি আমাকে ও আমার সংগীদেরকে ধ্বংস করে দেন কিংবা আমাদের ওপর রহম করেন তাতে কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে?[১২]

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٢٩

২৯. এদেরকে বলো, তিনি অত্যন্ত দয়ালু, আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছি এবং তাঁরই ওপর নির্ভর করেছি। তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ডুবে আছে?

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ۝٣٠

৩০. এদেরকে বলো, তোমরা কি এ বিষয়ে কখনো চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছো যে, যদি তোমাদের কুয়াগুলোর পানি মাটির গভীরে নেমে যায় তাহলে পানির এ বহমান স্রোত কে তোমাদের ফিরিয়ে এনে দেবে?

১২. মক্কা শরীফে যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনের দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন এবং কুরাইশ গোত্রের বিভিন্ন পরিবার ও বংশের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সহচরদের প্রতি ঘরে ঘরে অভিশাপ দেয়া হতে লাগলো, যাদুটোনা করা হতে লাগলো যাতে তাঁরা ধ্বংস হয়ে যান; এমনকি হত্যার পরিকল্পনাও চিন্তা করা হতে লাগলো। এ পরিপ্রেক্ষিতে এখানে একথা বলা হয়েছে—এ লোকদেরকে বল ঃ আমরা ধ্বংস হয়ে যাই বা আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা বেঁচে থাকি তাতে তোমাদের কি লাভ? তোমরা নিজেদের ভাবনা ভাব—আল্লাহর আযাব থেকে তোমরা কিরূপে বাঁচবে?

সূরা আল ক্বালাম

৬৮

নামকরণ

এ সূরাটির দুটি নাম ; সূরা 'নূন' এবং সূরা 'আল কলম'। দুটি শব্দই সূরার শুরুতে আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এটিও মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের অন্যতম। তবে এর বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট হয় যে, সূরাটি যে সময় নাযিল হয়েছিল তখন মক্কা নগরীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এতে তিনটি মূল বিষয় আলোচিত হয়েছে। বিরোধীদের আপত্তি ও সমালোচনার জবাব দান, তাদেরকে সতর্কীকরণ ও উপদেশ দান এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধৈর্যধারণ ও অবিচল থাকার উপদেশ দান।

বক্তব্যের শুরুতেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে, এসব কাফের তোমাকে পাগল বলে অভিহিত করছে। অথচ তুমি যে কিতাব তাদের সামনে পেশ করছো এবং নৈতিকতার যে উচ্চ আসনে তুমি অধিষ্ঠিত আছো তা-ই তাদের এ মিথ্যার মুখোশ উন্মোচনের জন্য যথেষ্ট। শিগগিরই এমন সময় আসবে যখন সবাই দেখতে পাবে, কে পাগল আর কে বুদ্ধিমান। অতএব তোমার বিরুদ্ধে বিরোধিতার যে তাণ্ডব সৃষ্টি করা হচ্ছে তা দ্বারা তুমি কখনো প্রভাবিত হয়ো না। আসলে তুমি যাতে কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত হয়ে তাদের সাথে সমঝোতা (Compromise) করতে রাজী হয়ে যাও, এ উদ্দেশ্যেই এ কাজ করা হচ্ছে।

অতপর সাধারণ মানুষকে চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার জন্য বিরুদ্ধবাদীদের মধ্য থেকে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির কার্যকলাপ তুলে ধরা হয়েছে। এ ব্যক্তিকে মক্কাবাসীরা খুব ভাল করে জানতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূত-পবিত্র নৈতিক চরিত্রও তাদের সবার কাছে স্পষ্ট ছিল। মক্কার যেসব নেতা তাঁর বিরোধিতায় সবার অগ্রগামী তাদের মধ্যে কোন্ ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোক শামিল রয়েছে তা যে কেউ দেখতে পারতো।

এরপর ১৭ থেকে ৩৩ আয়াত পর্যন্ত একটি বাগানের মালিকদের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। আল্লাহর নিয়ামত লাভ করেও তারা সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। বরং তাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তিটির কথাও তাদের যথাসময়ে মেনে নেয়নি। অবশেষে তারা সে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যখন তাদের সবকিছুই ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে তখনই কেবল তাদের চেতনা ফিরেছে। এ উদাহরণ দ্বারা মক্কাবাসীকে এভাবে সাবধান করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূল করে পাঠানোর কারণে তোমরাও ঐ বাগান মালিকদের মতো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছো। তোমরা যদি তাঁকে না মানো তাহলে দুনিয়াতেও শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। আর এজন্য আখেরাতে যে শাস্তি ভোগ করবে তাতো এর চেয়েও বেশী কঠোর।

এরপর ২৪ থেকে ৪৭ আয়াত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কখনো সরাসরি তাদেরকে লক্ষ্য করে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। আবার কখনো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। আসলে সাবধান করা হয়েছে তাদেরকেই। এ সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ হলো, আখেরাতের কল্যাণ তারাই লাভ করবে যারা আল্লাহভীতির ওপর ভিত্তি করে দুনিয়াবী জীবনযাপন করেছে। আল্লাহর বিচারে গোনাহগার ও অপরাধীদের যে পরিণাম হওয়া উচিত আল্লাহর অনুগত বান্দারাও সে একই পরিণাম লাভ করবে এরূপ ধ্যান-ধারণা একেবারেই বুদ্ধি-বিবেক বিরোধী। কাফেরদের এ ভ্রান্ত ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন যে, তারা নিজের সম্পর্কে যা ভেবে বসে আছে আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে অনুরূপ আচরণই করবেন। যদিও এ বিষয়ে তাদের কাছে কোনো নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি নেই। আজ এ পৃথিবীতে যাদেরকে আল্লাহর সামনে মাথা নত করার আহ্বান জানানো হচ্ছে তারা তা করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তারা সিজদা করতে চাইলেও করতে সক্ষম হবে না। সেদিন তাদেরকে লাঞ্ছনাকর পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। কুরআনকে অস্বীকার করে তারা আল্লাহর আযাব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। তাদেরকে যে অবকাশ দেয়া হচ্ছে তাতে তারা ধোঁকায় পড়ে গেছে। তারা মনে

করছে এভাবে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা ও অস্বীকৃতি সত্ত্বেও যখন তাদের ওপর আযাব আসছে না তখন তারা সঠিক পথেই আছে। অথচ নিজের অজান্তেই তারা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। কারণ তিনি দীনের একজন নিঃস্বার্থ প্রচারক। নিজের জন্য তিনি তাদের কাছে কিছুই চান না। তারা দাবী করে একথাও বলতে পারছে না যে, তিনি রসূল নন অথবা তাদের কাছে তাঁর বক্তব্য মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ আছে।

সবশেষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে যে, চূড়ান্ত ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত দীনের প্রচার ও প্রসারের পথে যে দুঃখ-কষ্টই আসুক না কেন, ধৈর্যের সাথে তা বরদাশত করতে থাকুন এবং এমন অধৈর্য হয়ে পড়বেন না যা ইউনুস আলাইহিস সালামের জন্য কঠিন পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

❐

আয়াত-৫২ ৬৮-সূরা আল কলম-মাক্কী রুকূ'-২

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ﴿١﴾

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢﴾

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ﴿٣﴾

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿٤﴾

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ﴿٥﴾

بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ﴿٦﴾

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿٧﴾

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٨﴾

وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ﴿٩﴾

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ﴿١٠﴾

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍ ﴿١١﴾
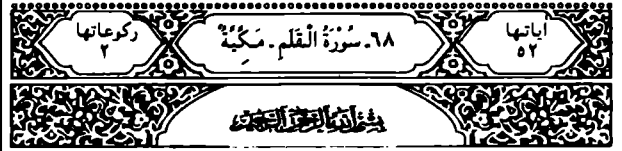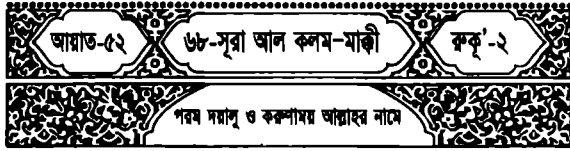
১. নূন, শপথ কলমের এবং লেখকেরা যা লিখে চলেছে তার।[১]

২. তোমার রবের অনুগ্রহে তুমি পাগল নও।[২]

৩. আর নিশ্চিতভাবেই তোমার জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে যা কখনো ফুরাবে না।[৩]

৪. নিসন্দেহে তুমি নৈতিকতার অতি উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন।[৪]

৫. অচিরে তুমিও দেখতে পাবে এবং তারাও দেখতে পাবে যে,

৬. তোমাদের উভয়ের মধ্যে কারা পাগলামীতে লিপ্ত।

৭. তোমার রব তাদেরকেও ভাল করে জানেন যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আর তাদেরকেও ভাল করে জানেন যারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়েছে।

৮. কাজেই তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করো না।

৯. তারা তো চায় তুমি নমনীয়তা দেখালে তারাও নমনীয়তা দেখাবে।[৫]

১০. তুমি অবদমিত হয়ো না তার দ্বারা যে কথায় কথায় শপথ করে, যে মর্যাদাহীন,

১১. যে গীবত করে, চোগল খোরী করে বেড়ায়,

১. তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম মুজাহিদ বলেন ঃ কলমের অর্থ সেই কলম যার দ্বারা কুরআন লেখা হচ্ছিল। এর দ্বারা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে—যে জিনিস লেখা হচ্ছিল তা কুরআন মজীদ।

২. এখানে বাহ্যতঃ সম্বোধন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করা হলেও আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে—মক্কার কাফেররা যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাগল বলে মিথ্যা অপবাদ দিতো তার প্রতিবাদ করা ও উত্তর দেয়া। মর্ম হচ্ছে-অহী লেখকদের হাতে যে কুরআন লেখা হচ্ছে—সেই কুরআন নিজেই তাদের এ মিথ্যা অপবাদ খণ্ডনের জন্যে যথেষ্ট।

৩. অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সৃষ্টির হেদায়াতের জন্য যে চেষ্টা-সাধনা করে চলেছেন তার উত্তরে তাঁকে যেরূপ যন্ত্রণাদায়ক কথা শুনতে ও সহ্য করতে হচ্ছে এবং তা সত্ত্বেও তিনি যে নিজ কর্তব্য সম্পন্ন করে চলেছেন সেহেতু তাঁর জন্য অসীম ও অবিনশ্বর পুরস্কার বর্তমান আছে।

৪. অর্থাৎ কুরআন ছাড়া তাঁর উচ্চমানের নৈতিকতা এবং উন্নত চরিত্রও একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে—কাফেররা তাঁর উপর পাগল হওয়ার যে অপবাদ দান করেছে, তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। কেননা উন্নত নৈতিকতা—চারিত্রিক মহত্ব এবং পাগলামি কখনও একত্র সমাবিষ্ট হতে পারে না।

৫. অর্থাৎ ইসলাম প্রচারে তুমি যদি কিছু শিথিলতা প্রদর্শন কর, তবে এরাও তোমার বিরোধিতায় কিছু মৃদুতা অবলম্বন করবে। অথবা তুমি যদি তাদের পথভ্রষ্টতার প্রতি কিছুটা কোমলতা প্রদর্শন করে নিজের দীনের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করতে প্রস্তুত হও, তবে এরাও তোমার সাথে একটা সন্ধি মীমাংসা করে নিতে প্রস্তুত।

۝١٢ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝

১২. কল্যাণের কাজে বাধা দেয়, যুলুম ও বাড়াবাড়িতে সীমালংঘন করে,

۝١٣ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ۝

১৩. চরম পাপিষ্ঠ ঝগড়াটে ও হিংস্র এবং সর্বোপরি বজ্জাত।

۝١٤ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۝

১৪. কারণ সে সম্পদশালী ও অনেক সন্তানের পিতা।[৬]

۝١٥ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

১৫. তাকে যখন আমার আয়াতসমূহ শোনানো হয় তখন সে বলে, এ তো প্রাচীনকালের কিস্‌সা-কাহিনী।

۝١٦ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ۝

১৬. শিগগীরই আমি তার শুঁড় দাগিয়ে দেবো।[৭]

۝١٧ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۝

১৭. আমি এদের (মক্কাবাসী)-কে পরীক্ষায় ফেলেছি যেভাবে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা খুব ভোরে গিয়ে অবশ্যই নিজেদের বাগানের ফল আহরণ করবে।

۝١٨ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ۝

১৮. তারা এ ব্যাপারে কোনো ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা স্বীকার করছিলো না।[৮]

۝١٩ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۝

১৯. অতপর তোমার রবের পক্ষ থেকে একটা বিপর্যয় এসে সে বাগানে চড়াও হলো। তখন তারা ছিলো নিদ্রিত।

۝٢٠ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۝

২০. বাগানের অবস্থা হয়ে গেলো কর্তিত ফসলের ন্যায়।

۝٢١ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ۝

২১. ভোরে তারা একে অপরকে ডেকে বললো ঃ

۝٢٢ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ۝

২২. তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তাহলে সকাল সকাল ফসলের মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়ো।

۝٢٣ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ۝

২৩. সুতরাং তারা বেরিয়ে পড়লো। তারা নিচু গলায় একে অপরকে বলছিলো,

۝٢٤ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ۝

২৪. আজ যেন কোনো অভাবী লোক বাগানে তোমাদের কাছে না আসতে পারে।

۝٢٥ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ۝

২৫. তারা কিছুই না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে খুব ভোরে এমনভাবে দ্রুত সেখানে গেল যেন তারা (ফল আহরণ করতে) সক্ষম হয়।

۝٢٦ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ۝

২৬. কিন্তু বাগানের অবস্থা দেখার পর বলে উঠলো ঃ আমরা রাস্তা ভুলে গিয়েছি।

৬. এ বাক্যাংশের সম্পর্ক উপরের বাক পরম্পরার সাথে হতে পারে এবং পরবর্তী বাক্যের সাথেও হতে পারে। প্রথম অবস্থায়-এর অর্থ হবে ঃ এরূপ মানুষের দাপট তার ধন-জন ও সন্তান-সন্ততির বহুলত্বের কারণে মেনে নিও না। দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থ হবে—অনেক সন্তান-সন্ততি ও সম্পদ থাকার কারণে সে অহংকারে স্ফীত হয়ে গেছে, আমার আয়াতসমূহ যখন তাকে শোনানো হয়, সে বলে, 'এ পূর্বকালের অলীক গল্পকথা।'

৭. যেহেতু সে নিজেকে বড় নাকওয়ালা (খুব উঁচু দরের লোক) মনে করতো সেজন্য তার নাককে 'শুঁড়' বলা হয়েছে। আর নাকের উপর দাগ লাগানোর অর্থ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা। অর্থাৎ আমি ইহকালে ও পরকালে তাকে এরূপ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবো যে, এ হীনতা থেকে সে চিরদিনের জন্য কখনোও নিষ্কৃতি পাবে না।

৮. অর্থাৎ তাদের নিজেদের ক্ষমতা ও নিজেদের আধিপত্যের উপর এতটা ভরসা ছিল যে তারা কুণ্ঠাহীনভাবে শপথ করে বলেছিল যে, 'আমরা কাল অবশ্যই নিজেদের বাগানে ফল তুলবো।' যদি আল্লাহ চান তবে আমরা এ কাজ করবো"—একথা বলার কোনো আবশ্যকতা তারা বোধ করলো না।

২৭. তাও না—আমরা বরং বঞ্চিত হয়েছি।

٢٧ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ○

২৮. তাদের মধ্যকার সবচেয়ে ভাল লোকটি বললো ঃ আমি কি তোমাদের বলিনি তোমরা 'তাসবীহ' করেছো না কেন?[৯]

٢٨ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ○

২৯. তখন তারা বলে উঠলো ঃ আমাদের রব অতি পবিত্র। বাস্তবিকই আমরা গোনাহগার ছিলাম।

٢٩ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ○

৩০. এরপর তারা সবাই একে অপরকে তিরস্কার করতে লাগলো।

٣٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ○

৩১. অবশেষে তারা বললোঃ "আমাদের এ অবস্থার জন্য আফসোস! আমরা তো বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিলাম

٣١ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ○

৩২. বিনিময়ে আমাদের রব হয়তো এর চেয়েও ভাল বাগান আমাদের দান করবেন। আমরা আমাদের রবের দিকে রুজু করছি।"

٣٢ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ○

৩৩. আযাব এরূপই হয়ে থাকে। আখেরাতের আযাব এর চেয়েও বড়। হায়! যদি তারা জানতো।

٣٣ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○

রুকু' ঃ ২

৩৪. নিশ্চিতভাবে মুত্তাকীদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে নিয়ামত ভরা জান্নাত।[১০]

٣٤ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ○

৩৫. আমি কি অনুগতদের অবস্থা অপরাধীদের মতো করবো?

٣٥ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ○

৩৬. কি হয়েছে তোমাদের? এ কেমন বিচার তোমরা করছো?

٣٦ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ○

৩৭. তোমাদের কাছে কি কোনো কিতাব[১১] আছে যাতে তোমরা পাঠ করে থাকো যে,

٣٧ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ○

৩৮. তোমাদের জন্য সেখানে তাই আছে যা তোমরা পসন্দ করো।

٣٨ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ○

৩৯. তোমাদের সাথে কি আমার কিয়ামত পর্যন্ত বলবত এমন কোনো চুক্তি আছে যে, তোমরা নিজের জন্য যা চাইবে সেখানে তাই পাবে?

٣٩ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ○

৪০. তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো এ ব্যাপারে কে দায়িত্বশীল?

٤٠ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ○

৯. অর্থাৎ তারা আল্লাহকে স্মরণ করতো না কেন? একথা তো কেন ভুলেছিল যে, পাক পরওয়ারদিগার উপরে মওজুদ আছেন?

১০. মক্কার বড় বড় সরদাররা মুসলমানদেরকে বলতো—'দুনিয়াতে আমরা এই যেসব নিয়ামত পাচ্ছি, আমরা যেআল্লাহর প্রিয়—এগুলো তারই নিদর্শন। এবং তোমাদের দুঃখ-দুর্দশাএ কথারই প্রমাণ যে—তোমরা আল্লাহর অপ্রিয় ও ক্রোধভাজন। সুতরাং তোমাদের কথামত যদি কোনো পরকালের অস্তিত্ব থাকেই বা, তবেই আমরা সেখানেও মজা লুটবো আর তোমরাই পাবে শাস্তি, আমরা নয়।' এ আয়াতে তাদেরএ কথার উত্তর দেয়া হয়েছে।

১১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পাঠানো কিতাব।

﴿٤١﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ۝

৪১. কিংবা তাদের স্বনিয়োজিত কিছু অংশীদার আছে কি (যারা এ বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে) ? তারা তাদের সেসব অংশীদারদের নিয়ে আসুক। যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে।

﴿٤٢﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۝

৪২. সেদিন কঠিন সময় এসে পড়বে এবং সিজদা করার জন্য লোকদেরকে ডাকা হবে। কিন্তু তারা সিজদা করতে সক্ষম হবে না।

﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۝

৪৩. তাদের দৃষ্টি হবে অবনত। হীনতা ও অপমানবোধ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এর আগে যখন তারা সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলো তখন সিজদার জন্য তাদেরকে ডাকা হতো (কিন্তু তারা অস্বীকৃতি জানাতো)।

﴿٤٤﴾ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৪৪. তাই হে নবী! এ বাণী অস্বীকারকারীদের ব্যাপারটি আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি ধীরে ধীরে এমনভাবে তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবো যে, তারা বুঝতেই পারবে না।

﴿٤٥﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۝

৪৫. আমি এদের রশি ঢিলে করে দিচ্ছি। আমার কৌশল অত্যন্ত মযবুত।

﴿٤٦﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ۝

৪৬. তুমি কি এদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো যে, সে জরিমানার বোঝা তাদের কাছে দুর্বহ হয়ে পড়েছে ?

﴿٤٧﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۝

৪৭. তাদের কি গায়েবের বিষয় জানা আছে, যা তারা লিখে রাখছে ?

﴿٤٨﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۝

৪৮. অতএব তোমার রবের চূড়ান্ত ফায়সালা পর্যন্ত ধৈর্যসহ অপেক্ষা করো এবং মাছওয়ালার (ইউনুস আলাইহিস সালাম) মতো হয়ো না,[১২] যখন সে বিষাদ ভারাক্রান্ত হয়ে ডেকেছিলো।

﴿٤٩﴾ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۝

৪৯. তার রবের অনুগ্রহ যদি তার সহায়ক না হতো তাহলে সে অপমানিত হয়ে খোলা প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতো।

﴿٥٠﴾ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

৫০. অবশেষে তার রব তাকে বেছে নিলেন এবং নেক বান্দাদের অন্তরভুক্ত করলেন।

﴿٥١﴾ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۝

৫১. এ কাফেররা যখন উপদেশবাণী (কুরআন) শোনে তখন এমনভাবে তোমার দিকে তাকায় যেন তোমার পদযুগল উৎপাটিত করে ফেলবে আর বলে যে, এ তো অবশ্যই পাগল।

﴿٥٢﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

৫২. অথচ তা সারা বিশ্ব-জাহানের জন্য উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

১২. অর্থাৎ ইউনুস আলাইহিস সালামের মতো কাজে অধৈর্য হয়ো না, নিজের অধৈর্যের কারণে তাঁকে মাছের পেটের মধ্যে যেতে হয়েছিল।

সূরা আল হাক্কাহ

৬৯

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটিও মাক্কী জীবনের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের একটি। এর বিষয়বস্তু থেকে বুঝা যায়, সূরাটি যে সময় নাযিল হয়েছিল তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা শুরু হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তখনো তা তেমন তীব্র হয়ে ওঠেনি। মুসনাদে আহমাদ হাদীস গ্রন্থে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে আমি বাড়ি থেকে বের হলাম। কিন্তু আমার আগেই তিনি মসজিদে হারামে পৌছে গিয়েছিলেন। আমি সেখানে পৌছে দেখলাম তিনি নামাযে সূরা আল হাক্কাহ্ পড়ছেন। আমি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলাম, শুনতে থাকলাম। কুরআনের বাচনভঙ্গি আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলেছিল। সহসা আমার মন বলে উঠলো, লোকটি নিশ্চয়ই কবি হবে। কুরাইশরাও তো তাই বলে। সে মুহূর্তেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে একথাগুলো উচ্চারিত হলোঃ "এ একজন সম্মানিত রসূলের বাণী। কোনো কবির কাব্য নয়।" আমি মনে মনে বললামঃ কবি না হলে গণক হবেন। তখনই পবিত্র মুখে উচ্চারিত হলোঃ "এ কোনো গণকের কথাও নয়। তোমরা খুব কমই চিন্তা-ভাবনা করে থাকো। একথা তো বিশ্বজাহানের রব বা পালনকর্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।" এসব কথা শোনার পর ইসলাম আমার মনের গভীরে প্রভাব বিস্তার করে বসলো। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ বর্ণনা থেকে জানা যায়, সূরাটি তাঁর ইসলাম গ্রহণের অনেক আগে নাযিল হয়েছিল। কারণ এ ঘটনার পর বেশ কিছুকাল পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবে বিভিন্ন সময়ের কিছু ঘটনা তাঁকে ক্রমান্বয়ে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তুলছিল। অবশেষে তাঁর মনের ওপর চূড়ান্ত আঘাত পড়ে তাঁর আপন বোনের বাড়ীতে। আর এ ঘটনাই তাঁকে ঈমানের মনযিলে পৌছিয়ে দেয়।–বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা মারয়ামের ভূমিকা ; সূরা ওয়াকিয়ার ভূমিকা।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরাটির প্রথম রুকূ'তে আখেরাত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় রুকূ'তে কুরআনের আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে, আল্লাহর রসূল তার সত্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

কিয়ামত ও আখেরাতের কথা দিয়ে প্রথম রুকূ' শুরু হয়েছে। কিয়ামত ও আখেরাত এমন একটি সত্য যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। আয়াত ৪ থেকে ১২তে বলা হয়েছে যে, যেসব জাতি আখেরাত অস্বীকার করেছে শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। অতপর ১৭ আয়াত পর্যন্ত কিয়ামত কিভাবে সংঘটিত হবে তার চিত্র পেশ করা হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ দুনিয়ার বর্তমান জীবন শেষ হওয়ার পর মানুষের জন্য আরেকটি জীবনের ব্যবস্থা করেছেন ১৮ থেকে ২৭ আয়াতে সে মূল উদ্দেশ্যটি বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সেদিন সব মানুষ তার রবের আদালতে হাজির হবে। সেখানে তাদের কোনো বিষয়ই গোপন থাকবে না। প্রত্যেকের আমলনামা তার নিজের হাতে দিয়ে দেয়া হবে। পৃথিবীতে যারা এ উপলব্ধি ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবনযাপন করেছিল যে, একদিন তাদেরকে আল্লাহর কাছে নিজ নিজ কাজের হিসেব দিতে হবে, যারা দুনিয়ার জীবনে নেকী ও কল্যাণের কাজ করে আখেরাতে কল্যাণলাভের জন্য অগ্রীম ব্যবস্থা করে রেখেছিল তারা সেদিন নিজের হিসেব পরিষ্কার ও নিরঝঞ্ঝাট দেখে আনন্দিত হবে। পক্ষান্তরে যেসব লোক আল্লাহ তাআলার হকেরও পরোয়া করেনি, বান্দার হকও আদায় করেনি, তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করার মতো কেউ থাকবে না। তারা জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে থাকবে।

দ্বিতীয় রুকূ'তে মক্কার কাফেরদেরকে বলা হয়েছে। এ কুরআনকে তোমরা কবির কাব্য ও গণকের গণনা বলে আখ্যায়িত করছো। অথচ তা আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী। তা উচ্চারিত হচ্ছে একজন সম্মানিত রসূলের মুখ থেকে। এ বাণীর মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে একটি শব্দও হ্রাস বা বৃদ্ধি করার ইখতিয়ার রসূলের নেই। তিনি যদি এর মধ্যে তাঁর মনগড়া কোনো কথা শামিল করে দেন তাহলে আমি তার ঘাড়ের শিরা (অথবা হৃদপিণ্ডের শিরা) কেটে দেবো। এ একটি নিশ্চিত সত্য বাণী। যারাই এ বাণীকে মিথ্যা বলবে শেষ পর্যন্ত তাদের অনুশোচনা করতে হবে।

আয়াত-৫২ ৬৯-সূরা আল হাক্কাহ-মাক্কী রুকূ'-২

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

১. অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটি।[১]
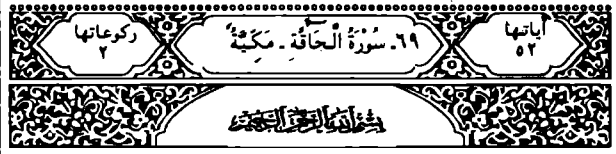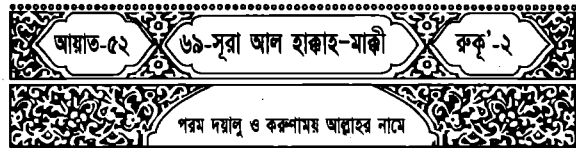
২. কি সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটি ?

৩. তুমি কি জান সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটি কি ?

৪. সামূদ ও আদ আকস্মিকভাবে সংঘটিতব্য সে মহা ঘটনাকে অস্বীকার করেছিলো।[২]

৫. তাই সামূদকে একটি কঠিন মহা বিপদ দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

৬. আর আদকে কঠিন ঝঞ্ঝাবাত্যা দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

৭. তিনি সাত রাত ও আট দিন ধরে বিরামহীনভাবে তাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। (তুমি সেখানে থাকলে) দেখতে পেতে তারা ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে আছে। যেন খেজুরের পুরনো কাণ্ড।

৮. তুমি তাদের কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছো কি ?

৯. ফেরাউন, তার পূর্ববর্তী লোকেরা এবং উলটপালট হয়ে যাওয়া জনপদসমূহ[৩] একই মহা অপরাধে অপরাধী হয়েছিলো।

১০. তারা সবাই তাদের রবের প্রেরিত রাসূলের কথা অমান্য করেছিল। তাই তিনি তাদের অত্যন্ত কঠোরভাবে পাকড়াও করেছিলেন।

১১. যে সময় পানির তুফান সীমা অতিক্রম করলো[৪] তখন আমি তোমাদেরকে জাহাজে সওয়ার করিয়েছিলাম।[৫]

১২. যাতে এ ঘটনাকে আমি তোমাদের জন্য একটি শিক্ষণীয় স্মৃতি বানিয়ে দেই যেন স্মরণকারী কান তা সংরক্ষণ করে।

① اَلْحَاۤقَّةُ ۝

② مَا الْحَاۤقَّةُ ۝

③ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحَاۤقَّةُ ۝

④ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ۝

⑤ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ۝

⑥ وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝

⑦ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝

⑧ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ۝

⑨ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝

⑩ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ۝

⑪ اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ۝

⑫ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَاۤ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ۝

১. মূলে 'আল হাক্কা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে—এমন ঘটনা যা অবশ্য সংঘটিত হবেই। অর্থাৎ তোমরা যত পারো অস্বীকার করো কিন্তু এ ঘটনাতো এতোই নিশ্চিত যেন তা ঘটেই আছে—বলা যেতে পারে।

২. কিয়ামতকে অবশ্যই সংঘটিতব্য বলার পর এর ভয়াবহ বিভীষিকাকে বুঝানোর জন্য এ দ্বিতীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ লূত আলাইহিস সালামের কওমের বসতি যাকে উপুড় করে দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল।

৪. এখানে নূহ আলাইহিস সালামের সময়কার তুফানের কথা ইংগিত করা হয়েছে।

৫. নূহ আলাইহিস সালামের জাহাজের আরোহী যারা ছিলেন তাঁরা আজ হতে কয়েক হাজার বছর পূর্বে দুনিয়া থেকে গত হয়েছেন। কিন্তু যেহেতু পরবর্তী সমগ্র মানব বংশই তাঁদের বংশধর ও অধঃস্তন পুরুষ যারা সে সময়ে তুফান থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, এ জন্য বলা হয়েছে—"আমরা তোমাদেরকে নৌকায় আরোহী বানিয়ে দিয়েছিলাম।"

١٣ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۝

১৩. অতপর যে সময় শিঙায় ফুঁৎকার দেয়া হবে—একটি মাত্র ফুৎকার।

١٤ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝

১৪. আর পাহাড়সহ পৃথিবীকে উঠিয়ে একটি আঘাতেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে।

١٥ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝

১৫. সেদিন সে মহা ঘটনা সংঘটিত হয়ে যাবে।

١٦ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۝

১৬. সেদিন আসমান চৌচির হয়ে যাবে এবং তার বন্ধন শিথিল হয়ে পড়বে।

١٧ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ۝

১৭. ফেরেশতারা এর প্রান্তসীমায় অবস্থান করবে। সেদিন আটজন ফেরেশতা তাদের ওপরে তোমার রবের আরশ বহন করবে।[৬]

١٨ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝

১৮. সেদিনটিতে তোমাদেরকে পেশ করা হবে। তোমাদের কোনো গোপনীয় বিষয়ই আর সেদিন গোপন থাকবে না।

١٩ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ۝

১৯. সে সময় যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে ঃ নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো।

٢٠ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ۝

২০. আমি জানতাম, আমাকে হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে।[৭]

٢١ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝

২১. তাই সে মনের মত আরাম আয়েশের মধ্যে থাকবে।

٢٢ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

২২. উন্নত মর্যাদার জান্নাতে।

٢٣ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝

২৩. যার ফলের গুচ্ছসমূহ নাগালের সীমায় অবনমিত হয়ে থাকবে।

٢٤ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝

২৪. (এসব লোকদেরকে বলা হবে ঃ) অতীত দিনগুলোতে তোমরা যা করে এসেছো তার বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তির সাথে খাও এবং পান করো।

٢٥ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ۝

২৫. আর যার আমলনামা তার বাঁ হাতে দেয়া হবে, সে বলবে ঃ হায়! আমার আমলনামা যদি আমাকে আদৌ দেয়া না হতো।

৬. এ আয়াত 'মুতাশাবেহা'-এর অন্তর্গত। এর অর্থ নির্ধারণ করা কঠিন, কেননা প্রকৃতপক্ষে আরশ কি বস্তু তা আমরা জানতে পারি না এবং কিয়ামতের দিন ৮জন ফেরেশতার তা বহন করার বাস্তব রূপটি কি তাও আমাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। কিন্তু যা-ই হোক একথা ধারণা করা যেতে পারে না যে, আল্লাহ তাআলা আরশের উপর অধিষ্ঠিত থাকবেন ও ৮জন ফেরেশতা আরশসহ তাঁকে তুলে বহন করবেন। আয়াতে একথা বলাও হয়নি যে, আল্লাহ তাআলা সে সময় আরশের উপর আসীন থাকবেন। কুরআন মজীদে স্রষ্টার সত্তার যে ধারণা আমাদের দেয়া হয়েছে সে অনুযায়ী এ ধারণা পোষণ করা যেতে পারে না যে, তিনি দেহ, দিক ও স্থান থেকে নির্মুক্ত সত্তা—কোনো স্থানে আসীন হবেন এবং কোনো সৃষ্ট তাঁকে তুলে বহন করবে। সুতরাং তন্ন তন্ন করে এর অর্থ নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করা নিজেকে নিজে পথভ্রষ্টতার বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করারই শামিল।

৭. অর্থাৎ নিজের সৌভাগ্যের কারণ স্বরূপ সে একথা বলবে যে—দুনিয়াতে সে পরকাল সম্পর্কে উদাসীন ছিল না, বরং সে এ বুঝে জীবনযাপন করতো যে—একদিন তাকে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে নিজের হিসাব দান করতে হবে।

২৬. এবং আমার হিসেব যদি আমি আদৌ না জানতাম। তাহলে কতই না ভালো হতো।[৮]

وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝

২৭. হায়! আমার সেই মৃত্যুই (যা দুনিয়াতে এসেছিলো) যদি চূড়ান্ত হতো।

يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝

২৮. আজ আমার অর্থ-সম্পদ কোনো কাজে আসলো না।

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ۝

২৯. আমার সব ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে।[৯]

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ۝

৩০. (আদেশ দেয়া হবে) পাকড়াও করো ওকে আর ওর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও।

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۝

৩১. তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۝

৩২. এবং সত্তর হাত লম্বা শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলো।

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۝

৩৩. সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করতো না

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۝

৩৪. এবং দুস্থ মানুষকে খাদ্য দিতে উৎসাহিত করতো না।[১০]

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝

৩৫. তাই আজকে এখানে তার সমব্যথী কোনো বন্ধু নেই।

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ۝

৩৬. আর কোনো খাদ্যও নেই ক্ষত নিসৃত পুঁজ-রক্ত ছাড়া।

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۝

৩৭. যা পাপীরা ছাড়া আর কেউ খাবে না।

لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝

রুকূ' ঃ ২

৩৮. অতএব তা নয়।[১১] আমি শপথ করছি ঐসব জিনিসেরও যা তোমরা দেখতে পাও।

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۝

৩৯. এবং ঐসব জিনিসেরও যা তোমরা দেখতে পাও না।

وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۝

৮. এ আয়াতের দ্বিতীয় প্রকার মর্ম এও হতে পারে যে—হিসাব-নিকাশ দেয়া কি, তা আমি আগে কখনও জানতাম না। একদিন যে আমাকে নিজের হিসাব দিতে হবে এবং আমার সমস্ত কৃতকর্ম আমার সামনে উপস্থাপিত করা হবে—একথা কখনও আমার কল্পনায়ও আসেনি !

৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে যে ক্ষমতা বলে আমি দর্পভরে চলতাম, তা এখানে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখানে কেউ আমার সৈন্য নেই, কেউ আমার আদেশ মান্যকারী নেই; এখানে আমি একজন ক্ষমতাহীন উপায়হীন দাসরূপে খাড়া আছি—নিজেকে রক্ষা করতে যার কোনো কিছুই করার সামর্থ্য নেই।

১০. অর্থাৎ কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে নিজে আহার দান করা তো দূরের কথা, কাউকে সে একথা বলাও পসন্দ করতো না যে— আল্লাহর ক্ষুধার্ত বান্দাদের কিছু অন্ন দাও।'

১১. অর্থাৎ তোমরা যা বুঝেছ, কথা তা নয়।

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾

৪০. এটা একজন সম্মানিত রাসূলের বাণী।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

৪১. কোনো কবির কাব্য নয়। তোমরা খুব কমই ঈমান পোষণ করে থাকো।

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

৪২. আর এটা কোনো গণকের গণনাও নয়। তোমরা খুব কমই চিন্তা-ভাবনা করে থাকো।

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٣﴾

৪৩. এ বাণী বিশ্ব-জাহানের রবের পক্ষ থেকে। নাযিলকৃত।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾

৪৪. যদি এ নবী নিজে কোনো কথা বানিয়ে আমার কথা বলে চালিয়ে দিতো।

لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿٤٥﴾

৪৫. তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম।

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. এবং ঘাড়ের রগ কেটে দিতাম।

فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭. তোমাদের কেউ-ই (আমাকে) এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারতো না।[১২]

وَإِنَّهُۥ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আসলে এটি আল্লাহভীরু লোকদের জন্য একটি নসীহত।

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আমি জানি তোমাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতে থাকবে।

وَإِنَّهُۥ لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٥٠﴾

৫০. নিশ্চিতভাবে তা এসব কাফেরদের জন্য অনুতাপ ও আফসোসের কারণ হবে।

وَإِنَّهُۥ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿٥١﴾

৫১. এটি অবশ্যই এক নিশ্চিত সত্য।

فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

৫২. অতএব হে নবী! তুমি তোমার মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করো।

১২. এখানে কালামের তাৎপর্য হচ্ছে—অহীর মধ্যে কমবেশী করার অধিকার নবীর নেই। সে যদি এরূপ কিছু করে তবে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দান করবো। কিন্তু এখানে কথার বর্ণনাভংগী দ্বারা চোখের সামনে এ চিত্র এঁকে দেয়া হয়েছে যে—সম্রাট নিযুক্ত কোনো কর্মচারী যদি সম্রাটের নামে কোনো জালসাজি করে তবে সম্রাট তার হাত পাকড়ে শিরশ্ছেদ করে। কিছু লোক এ আয়াত দ্বারা এ ভ্রান্ত যুক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করে যে, কোনো ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করলে যদি অতি সত্বর তার হৃদয় শিরা ও স্কন্ধ শিরা আল্লাহ তাআলা কেটে না ফেলেন তবে এটাই তাঁর নবী হওয়ার প্রমাণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতে সত্য নবী সম্পর্কেই বলা হয়েছে, নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। মিথ্যা দাবীদার মাত্র নবুওয়াতেরই নয় খোদায়ীর দাবীও করে থাকে, তবুও পৃথিবীর বুকে তারা দাপটের সাথেই চলা-ফেরা করে। সুতরাং এ ব্যাপারটা তাদের দাবীর সত্যতার কোনো প্রমাণ নয়।

সূরা আল মা'আরিজ

৭০

নামকরণ

সূরার তৃতীয় আয়াতের ذِى الْمَعَارِجِ শব্দটি থেকে এর নামকরণ হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তু থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরা আল হাক্কাহ যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিল এ সূরাটিও মোটামুটি সে একই পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

কাফেররা কিয়ামত, আখেরাত এবং দোযখ ও বেহেশত সম্পর্কিত বক্তব্য নিয়ে বিদ্রূপ ও উপহাস করতো এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে চ্যালেঞ্জ করতো যে, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো আর তোমাকে অস্বীকার করে আমরা জাহান্নামের শাস্তিলাভের উপযুক্ত হয়ে থাকি তাহলে তুমি আমাদেরকে যে কিয়ামতের ভয় দেখিয়ে থাকো তা নিয়ে এসো। যে কাফেররা এসব কথা বলতো এ সূরায় তাদের সতর্ক করা হয়েছে এবং উপদেশ বাণী শোনানো হয়েছে। তাদের এ চ্যালেঞ্জের জবাবে এ সূরার গোটা বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

সূরার প্রথমে বলা হয়েছে প্রার্থনাকারী আযাব প্রার্থনা করছে। নবীর দাওয়াত অস্বীকারকারীর ওপর সে আযাব অবশ্যই পতিত হবে। আর যখন আসবে তখন কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। তবে তার আগমন ঘটবে নির্ধারিত সময়ে। আল্লাহর কাজে দেরী হতে পারে। কিন্তু তার কাছে বেইনসাফী বা অবিচার নেই। তাই তাদের হাসি-তামাসার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করো। এরা মনে করছে তা অনেক দূরে। কিন্তু আমি দেখছি তা অতি নিকটে।

এরপর বলা হয়েছে, এসব লোক হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে কিয়ামত দ্রুত নিয়ে আসার দাবী করছে। অথচ কত কঠোর ও ভয়ানক সেই কিয়ামত। যখন তা আসবে তখন এসব লোকের কি-যে ভয়ানক পরিণতি হবে। সে সময় এরা আযাব থেকে বাঁচার জন্য নিজের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং নিকট আত্মীয়দেরকেও বিনিময় স্বরূপ দিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। কিন্তু কোনোভাবেই আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে না।

এরপর মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সেদিন মানুষের ভাগ্যের ফায়সালা হবে সম্পূর্ণরূপে তাদের আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও কৃতকর্মের ভিত্তিতে। দুনিয়ার জীবনে যারা ন্যায় ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং ধন-সম্পদ জমা করে ডিমে তা দেয়ার মতো সযত্নে আগলে রেখেছে তারা হবে জাহান্নামের উপযুক্ত। আর যারা আল্লাহর আযাবের ভয়ে ভীত থেকেছে। আখেরাতকে বিশ্বাস করেছে, নিয়মিত নামায পড়েছে, নিজের উপার্জিত সম্পদ দিয়ে আল্লাহর অভাবী বান্দাদের হক আদায় করেছে, ব্যভিচার থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছে, আমানতের খেয়ানত করেনি, ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি এবং কথা ও কাজ যথাযথভাবে রক্ষা করে চলেছে এবং সাক্ষদানের বেলায় সত্যবাদিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছে তারা সম্মান ও মর্যাদার সাথে জান্নাতে স্থান লাভ করবে।

পরিশেষে মক্কার কাফেরদের সাবধান করা হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখামাত্র বিদ্রূপ ও উপহাস করার জন্য চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তো। তাদেরকে বলা হয়েছে, যদি তোমরা তাঁকে না মানো তাহলে আল্লাহ তাআলা অন্যদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই বলে উপদেশ দেয়া হয়েছে, যেন তিনি এসব উপহাস-বিদ্রূপের তোয়াক্কা না করেন। এরা যদি কিয়ামতের লাঞ্ছনা দেখার জন্যই জিদ ধরে থাকে তাহলে তাদেরকে এ অর্থহীন তৎপরতায় লিপ্ত থাকতে দিন। তারা নিজেরাই এর দুঃখজনক পরিণতি দেখতে পাবে।

❐

আয়াত-৪৪ ৭০-সূরা আল মা'আরিজ-মাক্কী রুকূ'-২

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
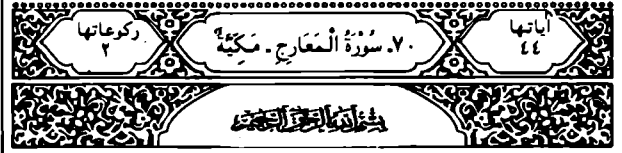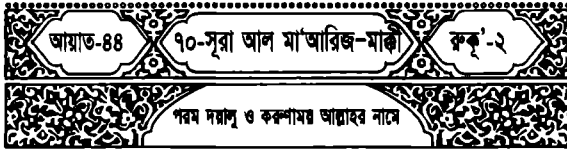
১. এক প্রার্থনাকারী আযাব প্রার্থনা করেছে

২. যে আযাব কাফেরের জন্য অবধারিত। তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই।

৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি ঊর্ধারোহণের সোপান-সমূহের অধিকারী

৪. ফেরেশতারা এবং 'রূহ'[১] তার দিকে উঠে[২] যায় এমন এক দিন যা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।[৩]

৫. অতএব হে নবী! তুমি উত্তম ধৈর্যধারণ করো।[৪]

৬. তারা সেটিকে অনেক দূরে মনে করছে।

৭. কিন্তু আমি দেখছি তা নিকটে।

৮. (যেদিন সেই আযাব আসবে) সেদিন আসমান গলিত রূপার মত বর্ণ ধারণ করবে।[৫]

৯. আর পাহাড়সমূহ রংবেরং-এর ধূনিত পশমের মত হয়ে যাবে।

১০. কোনো পরম বন্ধুও বন্ধুকে জিজ্ঞেস করবে না।

১১. অথচ তাদেরকে পরস্পর দৃষ্টিসীমার মধ্যে রাখা হবে। অপরাধী সেদিনের আযাব থেকে মুক্তির বিনিময়ে তার সন্তান-সন্ততিকে।

اٰيَاتُهَا ٤٤ ٧٠ سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۝

② لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۝

③ مِّنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ ۝

④ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۝

⑤ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ۝

⑥ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۝

⑦ وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ۝

⑧ يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۝

⑨ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝

⑩ وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۝

⑪ يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۢ بِبَنِيْهِ ۝

১. 'রূহ' অর্থাৎ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। তাঁর মহানত্বের কারণে ফেরেশতাগণ থেকে পৃথকভাবে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে।

২. এ বিষয়টি মোতাশাবেহাতের অন্তর্গত যার অর্থ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আমরা না ফেরেশতাদের সঠিক স্বরূপ জানি ; আর না তাদের আরোহণ করার প্রকৃত রূপটি কি তা বুঝতে পারি, আর না এ কথা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির নাগালের মধ্যে যে, সে সোপান বা কিরূপ যার উপর ফেরেশতারা আরোহণ করে। এবং আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে এ ধারণা করা যেতে পারে না যে, তিনি কোনো স্থানে অবস্থান করেন কেননা তাঁর সত্তা–স্থান ও কালের বন্ধন থেকে নির্মুক্ত ও পবিত্র।

৩. সূরা হজ্জের ৪৭নং আয়াতে ও সূরা সাজদার ৫নং আয়াতে হাজার বছরের ১ দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এখানে আযাবের দাবীর উত্তরে আল্লাহ তাআলার ১ দিনের পরিমাণ ৫০ হাজার বছর বলা হয়েছে। এর দ্বারা এ মর্ম বুঝানো হচ্ছে যে, মানুষ নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং নিজের চিন্তা ও মননের সীমার সংকীর্ণতার কারণে আল্লাহর ব্যাপারসমূহকে নিজ সময়ের মানদণ্ডে পরিমাপ করে এবং ৫০-১০০ বছর কাল তাদের কাছে খুব দীর্ঘ মনে হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার এক একটি পরিকল্পনা হাজার হাজার বছর ও পঞ্চাশ পঞ্চাশ হাজার বছর কালব্যাপী হয়ে থাকে এবং কালের এ ব্যাপ্তির কথাও নিছক দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

৪. এরূপ ধৈর্য যা একজন উদার হৃদয় উচ্চমনা ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয়।

৫. অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বর্ণ পাল্টাবে।

১২. স্ত্রীকে, ভাইকে,

১৩. এবং তাকে আশ্রয়দানকারী জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর আপনজনকে।

১৪. এমনকি পৃথিবীর সবকিছুই দিতে চাইবে।

১৫. কখনো নয়, তা তো হবে জ্বলন্ত আগুনের লেলিহান শিখা।

১৬. যা শরীরের গোশত ও চামড়া ঝলসিয়ে নিঃশেষ করে দেবে।

১৭. তাদেরকে সে অগ্নিশিখা উচ্চস্বরে নিজের কাছে ডাকবে। যারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল।

১৮. আর সম্পদ জমা করে ডিমে তা দেয়ার মত করে আগলে রেখেছিল।

১৯. মানুষকে ছোট মনের অধিকারী করে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৬]

২০. বিপদ-মুসিবতে পড়লেই সে ঘাবড়ে যায়।

২১. আর যে-ই সচ্ছলতার মুখ দেখে অমনি সে কৃপণতা করতে শুরু করে।

২২. তবে যারা নামায পড়ে (তারা এ দোষ থেকে মুক্ত)।

২৩. যারা নামায আদায়ের ব্যাপারে সবসময় নিষ্ঠাবান।

২৪. যাদের সম্পদে নির্দিষ্ট হক আছে

২৫. প্রার্থী ও বঞ্চিতদের।

২৬. যারা প্রতিফলের দিনটিকে সত্য বলে মানে।

২৭. যারা তাদের রবের আযাবকে ভয় করে।

২৮. কারণ তাদের প্রভুর আযাব এমন বিষয় নয় যে সম্পর্কে নির্ভয় থাকা যায়।

২৯-৩০. যারা নিজেদের লজ্জাস্থান নিজের স্ত্রী অথবা মালিকানাধীন স্ত্রীলোকদের ছাড়া অন্যদের থেকে হিফাযত করে। স্ত্রী ও মালিকানাধীন স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে তারা তিরস্কৃত হবে না।

١٢ وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۝

١٣ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُـْٔوِيْهِ ۝

١٤ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۝

١٥ كَلَّا ۖ اِنَّهَا لَظٰى ۝

١٦ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۝

١٧ تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ۝

١٨ وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ۝

١٩ اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۝

٢٠ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ۝

٢١ وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ۝

٢٢ اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ۝

٢٣ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۝

٢٤ وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۝

٢٥ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝

٢٦ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝

٢٧ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۝

٢٨ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ۝

٢٩ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝

٣٠ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝

৬. যে কথাকে আমরা নিজেদের ভাষায় এরূপ বলে থাকি—'একথা মানুষের স্বভাবগত' বা 'এটা মানুষের প্রকৃতিগত দুর্বলতা।' এ জিনিসকেই আল্লাহ তাআলা এরূপভাবে বর্ণনা করছেন যে—'মানুষকে এরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে।'

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝ ٣١

৩১. তবে যারা এর বাইরে আর কাউকে চাইবে তারা সীমালংঘনকারী।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝ ٣٢

৩২. যারা আমানত রক্ষা করে ও প্রতিশ্রুতি পালন করে।

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ۝ ٣٣

৩৩. আর যারা সাক্ষদানের ক্ষেত্রে সততার ওপর অটল থাকে।

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝ ٣٤

৩৪. যারা নামাযের হিফাযত করে।

اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ۝ ٣٥

৩৫. এসব লোক সম্মানের সাথে জান্নাতের বাগানসমূহে অবস্থান করবে।

রুকূ' ঃ ২

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ۝ ٣٦

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ۝ ٣٧

৩৬-৩৭. অতএব হে নবী! কি ব্যাপার যে, এসব কাফের ডান দিক ও বাম দিক হতে দলে দলে তোমার দিকে ছুটে আসছে ?[৭]

اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ۝ ٣٨

৩৮. তাদের প্রত্যেকে কি এ আশা করে যে, তাকে প্রাচুর্যে ভরা জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হবে ?

كَلَّا ۖ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ۝ ٣٩

৩৯. কখ্খনো না। আমি যে জিনিস দিয়ে তাদের সৃষ্টি করেছি তারা নিজেরা তা জানে।

فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ۝ ٤٠

عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۝ ٤١

৪০. অতএব না, আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের মালিকের।[৮] আমি তাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর লোকদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করতে সক্ষম।

৪১. আমাকে পেছনে ফেলে যেতে পারে এমন কেউ-ই নেই।

فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ۝ ٤٢

৪২. অতএব তাদেরকে অর্থহীন কথাবার্তা ও খেল-তামাসায় মত্ত থাকতে দাও, যেদিনটির প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে যতদিন না সেদিনটির সাক্ষাত তারা পায়।

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ۝ ٤٣

৪৩. সেদিন তারা কবর থেকে বেরিয়ে এমনভাবে দৌড়াতে থাকবে যেন তারা নিজেদের দেব-প্রতিমার আস্তানার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ۝ ٤٤

৪৪. সেদিন চক্ষু হবে আনত, লাঞ্ছনা তাদের আচ্ছন্ন করে রাখবে। ঐ দিনটিই সেদিন যার প্রতিশ্রুতি এদেরকে দেয়া হচ্ছে।

৭. এখানে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত, তাবলীগ ও কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনে ঠাট্টা-তামাসা ও বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দেয়ার জন্যে চারদিক থেকে দৌড়ে আসতো।

৮. 'উদয়-স্থলসমূহ ও অস্তস্থলসমূহ' শব্দ (বহুবচন) ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, বছরের মধ্যে সূর্য প্রতিদিন এক নতুন কোণে উদয় হয় ও এক নতুন কোণে অস্ত যায়। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সূর্য পৃথক পৃথক সময়ে ক্রমপর্যায়ে উদিত হতে ও অস্ত যেতে থাকে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে উদয়স্থল ও অস্তস্থল এক নয় বরং বহু।

সূরা নূহ্

৭১

নামকরণ

'নূহ' এ সূরার নাম। এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও 'নূহ'। কারণ এতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত 'নূহ' আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এটিও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের অন্যতম। তবে এর বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, যে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও তাবলীগের বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের শত্রুতামূলক আচরণ বেশ তীব্রতা লাভ করেছিল তখন এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এতে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তা কেবল কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্যে করা হয়নি। বরং এর উদ্দেশ্য মক্কার কাফেরদের এ মর্মে সাবধান করা যে, হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সাথে তার কওম যে আচরণ করেছিল তোমরাও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সে একই আচরণ করছো। তোমরা যদি এ আচরণ থেকে বিরত না হও তাহলে তোমাদেরও সে একই পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে যার সম্মুখীন হয়েছিল ঐসব লোকেরা। গোটা সূরার মধ্যে একথাটি স্পষ্ট ভাষায় কোথাও বলা হয়নি। কিন্তু যে অবস্থা ও পরিস্থিতিতে মক্কাবাসীদের এ কাহিনী শুনানো হয়েছে তার পটভূমিতে এ বিষয়টি আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যে সময় আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে রিসালাতের পদমর্যাদায় অভিসিক্ত করেছিলেন সে সময় তার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন প্রথম আয়াতে তা বলা হয়েছে।

তিনি তাঁর দাওয়াত কিভাবে শুরু করেছিলেন এবং স্বজাতির মানুষের সামনে কি বক্তব্য পেশ করেছিলেন।

২ থেকে ৪ আয়াতে তা সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে, এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরণ করার পর তার যে বর্ণনা হযরত নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে পেশ করেছিলেন ৫ থেকে ২০ আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি তাঁর জাতিকে সত্য পথে আনার জন্য কিভাবে চেষ্টা-সাধনা করেছেন আর তার জাতির লোকেরা কি রকম হঠকারিতার মাধ্যমে তার বিরোধিতা করেছে এ পর্যায়ে তিনি তার সবই তাঁর প্রভুর সামনে পেশ করেছেন।

এরপর ২১ থেকে ২৪ আয়াতে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের শেষ আবেদনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তিনি মহান আল্লাহর কাছে এ মর্মে আবেদন করছেন যে, এ জাতি আমার দাওয়াত চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরা তাদের নেতাদের হাতে নিজেদের লাগাম তুলে দিয়েছে এবং বিরাট ও ব্যাপক ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করেছে। এখন তাদের থেকে হিদায়াত গ্রহণ করার শুভবুদ্ধি ও যোগ্যতা ছিনিয়ে নেয়ার সময় এসে গেছে। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে এটা কোনো প্রকার অধৈর্যের বহিঃপ্রকাশ ছিল না। বরং শত শত বছর ধরে ধৈর্যের চরম পরীক্ষার মতো পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে দীনের তাবলীগের দায়িত্ব আনজাম দেয়ার পর যে সময় তিনি তাঁর কওমের ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে গেলেন কেবল তখনই তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, এখন এ জাতির সত্য ও ন্যায়ের পথে আসার আর কোনো সম্ভাবনাই অবশিষ্ট নেই। তাঁর এ সিদ্ধান্ত ছিল হুবহু আল্লাহ তাআলার ফায়সালার অনুরূপ। তা-ই এর পরবর্তী ২৫ আয়াতেই বলা হয়েছে। এ জাতির কৃতকর্মের কারণে তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আযাব নাযিল হলো।

আযাব নাযিল হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে যে দোয়া করেছিলেন শেষ আয়াতটিতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তিনি নিজের ও ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন এবং নিজ কওমের কাফেরদের জন্য এ মর্মে আল্লাহর কাছে আবেদন করছেন যেন তাদের কাউকেই পৃথিবীর বুকে বসবাস করার জন্য জীবিত রাখা না হয়। কারণ, তাদের মধ্যে এখন আর কোনো কল্যাণই অবশিষ্ট নেই। তাই তাদের ঔরসে এখন যারাই জন্মলাভ করবে তারাই কাফের এবং পাপী হিসেবেই বেড়ে উঠবে।

এ সূরা অধ্যয়নকালে ইতিপূর্বে কুরআন মজীদে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কাহিনীর যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে তাও সামনে থাকা দরকার। দেখুন, সূরা আল আরাফ, আয়াত ৫৯ থেকে ৬৪ ; সূরা ইউনুস, ৭১ থেকে ৭৩ ; সূরা হূদ, ২৫ থেকে ৪৯ ; সূরা আল মুমিনূন, ২৩ থেকে ৩১ ; সূরা আশ শু'আরা, ১০৫ থেকে ১২২ ; সূরা আল আনকাবুত, ১৪ ও ১৫ ; সূরা আস সাফ্ফাত, ৭৫ থেকে ৮২ এবং সূরা আল কামার, ৯ থেকে ১৬ আয়াত পর্যন্ত।

আয়াত-২৮ ৭১-সূরা নূহ্-মাক্কী রুকূ'-২

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

১. আমি নূহ্‌কে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম (এ নির্দেশ দিয়ে) যে, একটি কষ্টদায়ক আযাব আসার আগেই তুমি তাদেরকে সাবধান করে দাও।

২. সে বললো, হে আমার জাতি, আমি তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী (বার্তাবাহক, আমি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি) যে,

৩. তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

৪. আল্লাহ্ তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন।[১] প্রকৃত ব্যাপার হলো, আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন এসে যায় তখন তা থেকে বাঁচা যায় না।[২] আহ্! যদি তোমরা তা জানতে।

৫. সে বললো ঃ[৩] হে আমার রব, আমি আমার কওমের লোকদের রাতদিন আহ্বান করেছি।

৬. কিন্তু আমার আহ্বান তাদের দূরে সরে যাওয়াকে কেবল বাড়িয়েই তুলেছে।

৭. তুমি যাতে তাদের ক্ষমা করে দাও এ উদ্দেশ্যে আমি যখনই তাদের আহ্বান করেছি তখনই তারা কানে আঙুল দিয়েছে এবং কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে[৪] নিয়েছে, নিজেদের আচরণে অনড় থেকেছে এবং অতি মাত্রায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে।

৮. অতএব আমি তাদেরকে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছি।

أياتها ٢٨ ٧١- سُورَةُ نُوحٍ - مَكِّيَّةٌ ركوعاتها ٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(١) إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(٢) قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

(٣) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ

(٤) يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

(٥) قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا

(٦) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا

(٧) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا

(٨) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا

১. অর্থাৎ যদি তোমরা এ তিনটি কথা মেনে নাও তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্যে যে সময় নির্দিষ্ট করেছেন সে সময় পর্যন্ত দুনিয়াতে তোমাদের জীবন ধারনের অবকাশ দান করা হবে।

২. এ দ্বিতীয় সময়ের অর্থ–আল্লাহ্ তাআলা কোনো জাতির উপর আযাব অবতীর্ণ করার জন্যে যে সময় নির্দিষ্ট করে দেন। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের কয়েক স্থানে পরিষ্কাররূপে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন কোনো জাতির জন্যে আযাব অবতরণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয় তখন তারপর তারা যদি ঈমান আনেও তবুও তাদের আর ক্ষমা করা হয় না।

৩. মধ্যে এক দীর্ঘকালের ইতিহাস ত্যাগ করে এখন হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সেই আবেদনটি উদ্ধৃত করা হচ্ছে যা তিনি তাঁর রেসালাতের শেষ পর্যায়ে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে পেশ করেছিলেন।

৪. মুখ ঢাকার কারণ এই ছিল যে, হযরত নূহ্ আলাইহিস সালামের কথা শোনা তো দূরের কথা তারা তাঁকে চোখে দেখতেও পসন্দ করতো না অথবা তারা এজন্যেএরকম করতো যাতে তাঁর সম্মুখ থেকে যাওয়ার সময় তারা মুখ লুকিয়ে চলে যেতে পারে ; হযরত নূহ তাদের চিনতে পেরে তাদের সাথে কথা বলার সুযোগ যেন না পান।

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾

৯. তারপর প্রকাশ্যে তাদের কাছে তাবলীগ করেছি এবং গোপনে চুপে চুপে বুঝিয়েছি।

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾

১০. আমি বলেছি তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও। নিসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল।

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾

১১. তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষাবেন।

وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾

১২. সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন, তোমাদের জন্য বাগান সৃষ্টি করবেন আর নদী-নালা প্রবাহিত করে দিবেন।

مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾

১৩. তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে বলে মনে করছো না।[৫]

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾

১৪. অথচ তিনিই তোমাদের পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন।[৬]

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾

১৫. তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ কিভাবে সাত স্তরে বিন্যস্ত করে আসমান সৃষ্টি করেছেন ?

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾

১৬. এগুলোর মধ্যে চাঁদকে আলো এবং সূর্যকে প্রদীপ হিসেবে স্থাপন করেছেন।

وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾

১৭. আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে মাটি থেকে বিস্ময়কররূপে উৎপন্ন করেছেন।[৭]

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾

১৮. আবার এ মাটির মধ্যে তোমাদের ফিরিয়ে নেবেন এবং অকস্মাৎ এ মাটি থেকেই তোমাদের বের করে আনবেন।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾

১৯. আল্লাহ ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য বিছানার মত করে পেতে দিয়েছেন।

لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾

২০. যেন তোমরা এর প্রশস্ত পথে চলতে পার।

রুকূ' ঃ ২

قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾

২১. নূহ বললো ঃ হে রব! তারা আমার কথা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঐসব নেতার অনুসরণ করেছে যারা সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পেয়ে আরো বেশী ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

৫. অর্থাৎ দুনিয়ার ছোট ছোট ধনী ও সরদার শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে তোমরা তো এই মনে করো যে, তাদের মর্যাদার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করা বিপদজ্জনক, কিন্তু বিশ্ব প্রভুও যে কোনো মর্যাদাসম্পন্ন সত্তা—একথা তোমরা মনেও করো না। তাঁর বিরুদ্ধে তোমরা বিদ্রোহ করো, তাঁর প্রভুত্বের মধ্যে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করো, তাঁর আদেশ-নির্দেশের অবাধ্যতা করো, তবুও তোমাদের মনে এ আশংকা দেখা দেয় না যে, তিনি এর শাস্তি দান করবেন।

৬. অর্থাৎ সৃষ্টিকার্যের বিভিন্ন পর্যায় ও পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তিনি তোমাদেরকে বর্তমান অবস্থায় এনেছেন।

৭. এখানে মৃত্তিকার উপাদান থেকে মানুষ সৃষ্টিকে উদ্ভিদ উদগমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এমন এক সময় ছিল যখন এ ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদ বর্তমান ছিল না। তারপর আল্লাহ তাআলা ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদ উদগত করেন। মানুষের অবস্থাও অনুরূপ। এক সময় এমন ছিল যখন ভূপৃষ্ঠের উপর মানুষ বলতে কিছু ছিল না ; পরে আল্লাহ তাআলা এখানে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

٢٢ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا

২২. এসব লোক সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করে রেখেছে।

٢٣ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ۥ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

২৩. তারা বলেছে, তোমরা নিজেদের দেব-দেবীদের কোনো অবস্থায় পরিত্যাগ করো না। আর ওয়াদ, সুওয়া'আ, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নাস্‌রকে পরিত্যাগ করো না।[৮]

٢٤ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا

২৪. অথচ এসব দেবদেবী বহু লোককে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছে। তুমিও এসব যালেমদের জন্য গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করো না।[৯]

٢٥ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا ۥ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا

২৫. নিজেদের অপরাধের কারণেই তাদের নিমজ্জিত করা হয়েছিল, তারপর আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অতপর তারা আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কোনো সাহায্যকারী পায়নি।

٢٦ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

২৬. আর নূহ বললো ঃ হে আমার রব, এ কাফেরদের কাউকে পৃথিবীর বুকে বসবাসের জন্য রেখো না।

٢٧ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

২৭. তুমি যদি এদের ছেড়ে দাও তাহলে এরা তোমার বান্দাদের বিভ্রান্ত করবে এবং এদের বংশে যারাই জন্মলাভ করবে তারাই হবে দুষ্কৃতিকারী ও কাফের।

٢٨ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۥ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

২৮. হে আমার রব, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মু'মিন হিসেবে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তাদেরকে এবং সব মু'মিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করে দাও। যালেমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করো না।

৮. এখানে নূহের জাতির উপাস্য দেবতাদের মধ্যে সেইগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, আরববাসীরা পরে সেগুলোকে পূজা করতে শুরু করেছিল। ইসলামের সূচনার সময় আরবে স্থানে স্থানে এ দেবতাদের মন্দির দেখা যেত।

৯. হযরত নূহ আলাইহিস সালামের এ অভিশাপের কারণ তাঁর অধৈর্য নয়, বরং কয়েক শতাব্দী ধরে তাবলীগের যথাযথ দায়িত্ব পালন করার পরও যখন তিনি নিজের জাতির কাছ থেকে পরিপূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে গেলেন তখন তাঁর মুখ দিয়ে তাদের জন্যে এ বদদোয়া (অশুভ প্রার্থনা) নির্গত হয়েছিল।

সূরা আল জ্বিন

৭২

নামকরণ

আল জ্বিন এ সূরার নাম। এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও আল জ্বিন। কারণ এতে কুরআন শুনে জ্বিনদের নিজেদের জাতির কাছে যাওয়া এবং তাদের মধ্যে ইসলামের তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করার ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে উকাযের বাজারে যাচ্ছিলেন। পথে নাখলা নামক স্থানে তিনি ফজরের নামাযে ইমামতি করেন। সে সময় একদল জ্বিন ঐ স্থান অতিক্রম করছিল। কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ শুনে তারা সেখানে থেমে যায় এবং গভীর মনোযোগসহ কুরআন শুনতে থাকে। এ সূরাতে এ ঘটনারই উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বর্ণার ভিত্তিতে অধিকাংশ মুফাস্‌সির মনে করেছেন যে, এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিহাস খ্যাত তায়েফ সফরের ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছিল হিজরাতের তিন বছর আগে নবুওয়াতের ১০ম বছরে। কিন্তু কয়েকটি কারণে এ ধারণা ঠিক নয়। তায়েফের উক্ত সফরে জিনদের কুরআন শোনার যে ঘটনা ঘটেছিল তা সূরা আহকাফের ২৯ থেকে ৩২ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। ঐ আয়াতগুলো একবার দেখলেই বুঝা যায়, সে সময় যেসব জ্বিন কুরআন শুনে তার প্রতি ঈমান এনেছিল তারা আগে থেকেই হযরত মূসা এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান পোষণ করতো। পক্ষান্তরে এ সূরার ২ হতে ৭ পর্যন্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ সময় যে জ্বিনেরা কুরআন শুনেছিল তারা ছিল মুশরিক। তারা আখেরাত ও রিসালাত অস্বীকার করতো। তাছাড়াও এ বিষয়টি ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, তায়েফের সফরে যায়েদ ইবনে হারেসা ছাড়া আর কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন না। পক্ষান্তরে এ সূরায় উল্লেখিত সফর সম্পর্কে ইবনে আব্বাস বর্ণনা করছেন যে, এ সময় কয়েকজন সাহাবী তাঁর সাথে ছিলেন। তাছাড়াও অনেকগুলো বর্ণনা এ বিষয়ে একমত যে, সূরা আহকাফে বর্ণিত ঘটনায় জ্বিনরা যখন কুরআন শুনেছিল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ থেকে মক্কা ফেরার পথে নাখলায় অবস্থান করছিলেন। আর ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে এ সূরায় বর্ণিত সফরে জ্বিনদের কুরআন শোনার ঘটনা তখন ঘটেছিল যখন তিনি মক্কা থেকে উকায যাচ্ছিলেন। এসব কারণে যে বিষয়টি সঠিক বলে জানা যায় তাহলো, সূরা আহকাফ এবং সূরা জ্বিনে একই ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি। বরং এ ছিল ভিন্ন ভিন্ন সফরে সংঘটিত ভিন্ন ভিন্ন দুটি ঘটনা।

সূরা আহকাফে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তা যে দশম নববী সনে তায়েফ সফরের সময় সংঘটিত হয়েছিল সে ব্যাপারে রেওয়ায়েতসমূহে ঐকমত্য পোষণ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, এ দ্বিতীয় ঘটনাটি কখন সংঘটিত হয়েছিল? ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এর কোনো জবাব পাওয়া যায় না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল সাহাবীকে সাথে নিয়ে কখন উকাযের বাজারে গিয়েছিলেন অন্য আর কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকেও তা জানা যায় না। তবে এ সূরার ৮ থেকে ১০ পর্যন্ত আয়াতগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায়, এটি নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগের ঘটনা হবে। এসব আয়াতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতলাভের পূর্বে জ্বিনরা উর্ধ জগতের খবর জানার জন্য আসমান থেকে কিছু না কিছু শুনে নেয়ার একটা সুযোগ পেয়ে যেতো। কিন্তু এরপর তারা হঠাৎ দেখতে পেলো সবখানে ফেরেশতাদের কড়া পাহারা বসে গেছে এবং উল্কার বৃষ্টি হচ্ছে। তাই কোথাও তারা এমন একটু জায়গা পাচ্ছে না যেখানে অবস্থান নিয়ে কোনো আভাস তারা লাভ করতে পারে। তাই একথা জানার জন্য তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো যে, পৃথিবীতে এমন কি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বা হতে যাচ্ছে যার জন্য এ কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। সম্ভবত তখন থেকেই জ্বিনদের বিভিন্ন দল বিষয়টির অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল এবং তাদেরই একটি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শুনে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছিল যে, এটিই সে বস্তু, যার কারণে জ্বিনদের জন্য উর্ধ জগতের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

জ্বিনদের হাকীকত বা তাৎপর্য

মন-মগজ যাতে কোনো প্রকার বিভ্রান্তির শিকার না হয় সে জন্য এ সূরা অধ্যয়নের আগে জিনদের তাৎপর্য সম্পর্কে জেনে নেয়া আবশ্যক। বর্তমান যুগের বহু লোক এ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে যে, জিন বলতে বাস্তবে কিছু নেই। বরং এটিও প্রাচীনকালের

কুসংস্কার ভিত্তিক বাজে একটি ধারণা। তাদের এ ধারণার ভিত্তি কিন্তু এটা নয় যে, তারা গোটা বিশ্বজাহানের সবকিছুর তাৎপর্য ও বাস্তবতা জেনে ফেলেছে এবং এও জেনে ফেলেছে যে, জ্বিন বলে কোথাও কিছু নেই। এমন জ্ঞান লাভের দাবী তারা নিজেরাও করতে পারে না। কিন্তু কোনো প্রমাণ ছাড়াই তারা ধরে নিয়েছে যে, গোটা বিশ্বজাহানের শুধু তা-ই বাস্তব যা অনুভব করা যায় বা ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আনা যায়। অথচ সমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু পানির যে অবস্থা এ বিরাট বিশাল বিশ্বজাহানের বিশালত্বের তুলনায় মানুষের অনুভূতি ও ধরা-ছোঁয়ার গণ্ডির অবস্থা তাও নয়। যে ব্যক্তি মনে করে যে, যা অনুভব করা যায় না তার কোনো অস্তিত্ব নেই, আর যার অস্তিত্ব আছে তা অবশ্যই অনুভূত হবে, সে আসলে নিজের বুদ্ধি-বিবেকের সংকীর্ণতারই প্রমাণ দেয়। এ ধরনের চিন্তাধারা অবলম্বন করলে শুধু এক জ্বিন নয় বরং এমন কোনো সত্যকেই মানুষ মেনে নিতে পারবে না যা সরাসরি তার অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে না এবং অনুভব করা যায় না এমন কোনো সত্যকে মেনে নেয়া তো দূরের কথা আল্লাহর অস্তিত্ব পর্যন্তও তাদের কাছে মেনে নেয়ার মতো থাকে না।

মুসলমানদের মধ্যে যারা এরূপ ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে কিন্তু কুরআনকেও অস্বীকার করতে পারেনি তারা জ্বিন, ইবলীস এবং শয়তান সম্পর্কে কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যকে নানারকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিষয়ে পরিণত করেছে। তারা বলেন ঃ জ্বিন বলতে এমন কোনো অদৃশ্য মাখলুক বুঝায় না যাদের স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব আছে। বরং কোথাও এর অর্থ মানুষের পাশবিক শক্তি যাকে শয়তান বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোথাও এর অর্থ অসভ্য, বন্য ও পাহাড়ী এলাকায় বসবাসকারী জাতিসমূহ। আবার কোথাও এর দ্বারা ঐসব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা গোপনে কুরআন শুনতো। কিন্তু এ ব্যাপারে কুরআন মজীদের বক্তব্য এতো স্পষ্ট ও খোলামেলা যে, এ ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সামান্যতম অবকাশও তাতে নেই।

কুরআন মজীদে এক জায়গায় নয় বহু জায়গায় এমনভাবে জ্বিন ও মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে যা থেকে বুঝা যায়, এরা স্বতন্ত্র দুটি মাখলুক। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন সূরা আল আরাফ, আয়াত ৩৮ ; সূরা হূদ, ১৯ ; সূরা হা-মীম আস সাজদা, আয়াত ২৫ ও ২৯ ; আল আহকাফ ১৮ ; সূরা আয যারিয়াত, ৫৬ এবং আন নাস, ৬। সূরা আর রাহমান তো পুরাটাই এ ব্যাপারে এমন অকাট্য প্রমাণ যে, জ্বিনদের এক প্রকার মানুষ মনে করার কোনো অবকাশই নেই। সূরা আল আরাফের ১২ আয়াত, সূরা হিজরের ২৬ ও ২৭ আয়াত এবং সূরা আর রহমানের ১৪ ও ১৫ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টির মৌলিক উপাদান হলো মাটি আর জ্বিন সৃষ্টির মৌলিক উপাদান হলো আগুন।

সূরা হিজরের ২৭ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টির পূর্বে জ্বিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআন মজীদের সাতটি স্থানে আদম ও ইবলীসের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এর সবগুলো স্থানের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সৃষ্টির সময় ইবলীস বর্তমান ছিল। এছাড়াও সূরা কাহ্ফের ৫০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইবলীস জিনদেরই একজন।

সূরা আরাফের ২৭ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, জিনরা মানুষকে দেখতে পায় কিন্তু মানুষ জ্বিনদের দেখতে পায় না।

সূরা হিজরের ১৭ থেকে ১৮, সূরা সাফ্ফাতের ৬ থেকে ১০ এবং সূরা মূলকের ৫ আয়াতে বলা হয়েছে, জ্বিনেরা উর্ধজগতের দিকে উঠতে সক্ষম হলেও একটি নির্দিষ্ট সীমার ওপরে তারা যেতে পারে না। এর উর্ধে যাওয়ার চেষ্টা করলে এবং উর্ধজগতে বিচরণকারী ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে চাইলে তাদের থামিয়ে দেয়া হয়। গোপনে দৃষ্টির অগোচরে শুনতে চাইলে উল্কাপিণ্ড ছুড়ে মেরে তাড়িয়ে দেয়া হয়। একথার মাধ্যমে আরবের মুশরিকদের একটি ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল জ্বিনরা গায়েবী বিষয়ের খবর জানে অথবা খোদায়ীর গোপন তত্ত্বসমূহ জানার কোনো উপায় তাদের জানা আছে। সূরা সাবার ১৪ আয়াতেও এ ভ্রান্ত ধারণা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

সূরা বাকারার ৩০ থেকে ৩৪ আয়াত এবং সূরা কাহ্ফের ৫০ আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর খেলাফত দিয়েছেন মানুষকে। এও জানা যায় যে, মানুষ জ্বিনদের চেয়ে উত্তম মাখলুক যদিও জ্বিনদের কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আমরা সূরা নামলের ৭ আয়াতে এর একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। কিন্তু মানুষের তুলনায় পশুরাও কিছু অধিক ক্ষমতা লাভ করেছে। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, পশুরা মানুষের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী।

কুরআন একথাও বলে যে, জ্বিনরাও মানুষের মতো একটি মাখলুক। তাদেরকেও মানুষের মতো স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ইবলীসের কাহিনী এবং সূরা আহকাফ ও সূরা জ্বিনে উল্লেখিত কিছুসংখ্যক জিনের ঈমান আনার ঘটনা এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

কুরআনের বহু জায়গায় এ সত্যটিও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আদমকে সৃষ্টি করার মুহূর্তেই ইবলীস এ মর্মে দৃঢ় সংকল্প করেছিল যে, সে মানব জাতিকে গোমরাহ, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। সে সময় থেকেই জ্বিনদের শয়তানরা

মানুষকে গোমরাহীর মধ্যে ঠেলে দেয়ার চেষ্টায় লেগে আছে। কিন্তু মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে জবরদস্তিমূলকভাবে কোনো কাজ করিয়ে নেয়ার সামর্থ্য তারা রাখে না। বরং তারা তা মনের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে, তাদের বিভ্রান্ত করে এবং অন্যায় ও গোমরাহীকে তাদের সামনে শোভনীয় করে পেশ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্ন বর্ণিত আয়াতগুলো পাঠ করুন। সূরা আন নিসা, আয়াত ১১৭ থেকে ১২০ ; সূরা আল আরাফ, ১১ থেকে ১৭ পর্যন্ত ; সূরা ইবরাহীম ২২ ; সূরা আল হিজর ৩০ থেকে ৪২ ; সূরা আন নাহল, ৯৮ থেকে ১০০ এবং সূরা বনী ইসরাঈল, ৬১ থেকে ৬৫ আয়াত পর্যন্ত।

কুরআন শরীফে একথাও বলা হয়েছে যে, আরবের মুশরিকরা জাহেলী যুগে জ্বিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করতো, তাদের ইবাদাত বা পূজা-অর্চনা করতো এবং তাদেরকে আল্লাহর বংশধর বা সন্তান-সন্ততি মনে করতো। দেখুন, সূরা আল আনআম, আয়াত ১০০ ; সাবা, আয়াত ৪০ থেকে ৪১ আস সাফ্ফাত, আয়াত ১৫৮।

এসব বিশদ আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, জ্বিনরা একটা স্বতন্ত্র বহিঃসত্তার অধিকারী এবং তারা মানুষের থেকে ভিন্ন প্রজাতির আরেকটি অদৃশ্য সৃষ্টি। তাদের রহস্যজনক গুণাবলী ও বৈশিষ্টের কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদের অস্তিত্ব ও শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে কিছু অতিরঞ্জিত ধারণা পোষণ করে আসছিল এমনকি তাদের পূজা করতে শুরু করেছিল। কিন্তু কুরআন তাদের ব্যাপারে প্রকৃত সত্য একেবারে খোলাসা করে বলে দিয়েছে যা থেকে তারা কি এবং কি নয় তা ভালভাবে জানা যায়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

জ্বিনদের একটি দল কুরআন মজীদ শোনার পর তার কি প্রভাব গ্রহণ করেছিল এবং ফিরে গিয়ে নিজ জাতির অন্যান্য জ্বিনদের কি কি কথা বলেছিল, এ সূরার প্রথম আয়াত থেকে ১৫ আয়াত পর্যন্ত তা-ই বলা হয়েছে। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তাআলা তাদের সব কথাবার্তা এখানে উল্লেখ করেননি। বরং উল্লেখযোগ্য বিশেষ বিশেষ কথাগুলোই উল্লেখ করেছেন। তাই বর্ণনাভঙ্গী ধারাবাহিক কথাবার্তা বলার মতো নয়। বরং তাদের বিভিন্ন উক্তি এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, তারা এরূপ এরূপ কথা বলেছে। জ্বিনদের মুখ থেকে উচ্চারিত এসব উক্তি যদি মানুষ গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ে তাহলে সহজেই একথা বুঝা যাবে যে, তাদের ঈমান আনার এ ঘটনা এবং নিজ জাতির সাথে কথোপকথন কুরআন মজীদে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যে টীকা লিখেছি তাতে তাদের উক্তিসমূহের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছি এ উদ্দেশ্য বুঝতে তা আরো অধিক সাহায্য করবে।

তারপর ১৬ থেকে ১৮ পর্যন্ত আয়াতে লোকদের বুঝানো হয়েছে যে, তারা যদি শিরক পরিত্যাগ করে এবং সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে অবিচল থাকে তাহলে তাদের প্রতি অজস্র নিয়ামত বর্ষিত হবে। অন্যথায় আল্লাহর পাঠানো এ উপদেশ বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিণামে তারা কঠিন আযাবের মধ্যে নিপতিত হবে। অতপর ১৯ থেকে ২৩ পর্যন্ত আয়াতে মক্কার কাফেরদের তিরস্কার করা হয়েছে। কারণ আল্লাহর রসূল যখন আল্লাহর দিকে উচ্চকণ্ঠে আহবান জানান তখন তারা তার ওপরে হামলা করতে উদ্যত হয়। অথচ আল্লাহর বাণী পৌছিয়ে দেয়াই রসূলের দায়িত্ব। তিনি তো এ দাবী করছেন না যে, মানুষের ভালমন্দ এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ তারই ইখতিয়ারে। এরপর ২৪ ও ২৫ আয়াতে কাফেরদের এ মর্মে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে, আজ তারা রসূলকে বন্ধুহীন ও অসহায় দেখে অবদমিত করে রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন তারা জানতে পারবে, প্রকৃতপক্ষে বন্ধুহীন ও অসহায় কারা? সে সময়টি দূরে না নিকটে রসূল তা জানেন না। কিন্তু সেটি অবশ্যই আসবে। সবশেষে লোকদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে, 'আলেমুল গায়েব' বা গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে। রসূল শুধু ততটুকুই জানতে পারেন যতটুকু আল্লাহ তাঁকে জানান। এ জ্ঞানও হয় রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সম্পর্কিত বিষয়ে। এমন সুরক্ষিত পন্থায় রসূলকে এ জ্ঞান দেয়া হয় যার মধ্যে বাইরে থেকে হস্তক্ষেপের আদৌ কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

❒

আয়াত-২৮ ৭২-সূরা আল জ্বিন-মাক্কী রুকূ'-২

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

١ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا
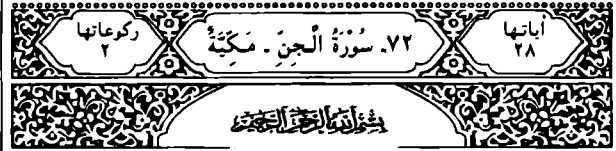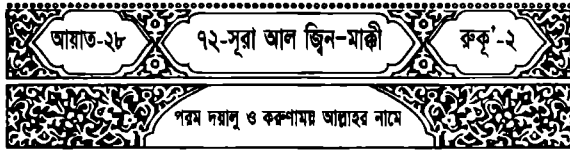
১. হে নবী! বল, আমার কাছে অহী পাঠানো হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে শুনেছে।[1] তারপর (ফিরে গিয়ে নিজ জাতির লোকদেরকে) বলেছেঃ

"আমরা এক বিস্ময়কর 'কুরআন' শুনেছি

٢ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا

২. যা সত্য ও সঠিক পথের নির্দেশনা দেয় তাই আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা আর কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করবো না।"

٣ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا

৩. আর "আমাদের রবের মর্যাদা অতীব সমুচ্চ। তিনি কাউকে স্ত্রী কিংবা সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেননি।"

٤ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا

৪. আর "আমাদের নির্বোধ লোকেরা[2] আল্লাহ্ সম্পর্কে সত্য ও ন্যায়ের পরিপন্থী অনেক কথাবার্তা বলে আসছে।"

٥ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

৫. আর "আমরা মনে করেছিলোম যে, মানুষ এবং জ্বিন আল্লাহ সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা বলতে পারে না।"

٦ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

৬. আর "মানুষের মধ্য থেকে কিছু লোকের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতো। এভাবে তারা জ্বিনদের অহংকার আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।"

٧ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا

৭. আর "তোমরা যেমন ধারণা পোষণ করতে মানুষেরাও ঠিক তেমনি ধারণা পোষণ করছিল যে, আল্লাহ কাউকে রাসূল বানিয়ে পাঠাবেন না।"

٨ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا

৮. আর "আমরা আসমানে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি, তা কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা পরিপূর্ণ।"

٩ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا

৯. আর "ইতিপূর্বে আমরা ছিঁটেফোটা কিছু আড়ি পেতে শোনার জন্য আসমানে বসার জায়গা পেয়ে যেতাম। কিন্তু এখন কেউ গোপনে শোনার চেষ্টা করলে সে তার নিজের বিরুদ্ধে নিক্ষেপের জন্য একটা উল্কা নিয়োজিত দেখতে পায়।"

১. এর দ্বারা বুঝা যায় সে সময় 'জ্বিন' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিগোচর হয়নি এবং তারা যে কুরআন পাঠ শ্রবণ করছিল একথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারেননি। বরং পরে অহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ ঘটনার কথা জানান। এ কাহিনীর বর্ণনা দান করতে গিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসও পরিষ্কাররূপে বলেছেন—'রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জ্বিনদের সামনে কুরআন পাঠ করেননি এবং তিনি তাদের দেখেনওনি।-মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ, ইবনে জারীর।)

২. মূলে 'সাফীহুনা' سفيهنا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি এক ব্যক্তির জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে এবং একটি দলের জন্যেও ব্যবহৃত হতে পারে। যদি এ শব্দকে এক মূর্খ ব্যক্তির অর্থে গ্রহণ করা যায় তবে এর মর্ম হবে—ইবলিস এবং যদি একে একটি দলের অর্থ গ্রহণ করা হয় তবে এর মর্ম হবে—জ্বিনদের মধ্যে অনেক বোকা ও নির্বোধ লোক এরূপ কথা বলতো।

১০. আর আমাদের বোধগম্য হচ্ছিল না যে, পৃথিবীবাসীদের সাথে কোনো খারাপ আচরণ করার সংকল্প করা হয়েছে, নাকি তাদের রব, তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে চান ?[৩]

وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝١٠

১১. আর আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আছে নেক্‌কার আর কিছু লোক আছে তার চেয়ে নিচু পর্যায়ের। এভাবে আমরা বিভিন্ন মতে বিভক্ত ছিলাম।

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ۝١١

১২. আর আমরা মনে করতাম যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে সক্ষম নই এবং পালিয়েও তাঁকে পরাভূত করতে পারবো না।[৪]

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ۝١٢

১৩. আর আমরা যখন হেদায়াতের বাণী শুনলাম তখন তার প্রতি ঈমান আনলাম। যে ব্যক্তিই তার রবের ওপর ঈমান আনবে তার অধিকার বিনষ্ট হওয়ার কিংবা অত্যাচারিত হওয়ার ভয় থাকবে না।

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ ۖ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۝١٣

১৪. আর আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আছে মুসলমান (আল্লাহর আনুগত্যকারী) আর কিছু সংখ্যক আছে ন্যায় ও সত্য থেকে বিমুখ। তবে যারা ইসলাম (আনুগত্যের পথ) গ্রহণ করেছে তারা মুক্তির পথ খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছে।

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝١٤

১৫. আর যারা ন্যায় ও সত্য থেকে বিমুখ তারা হবে জাহান্নামের ইন্ধন।[৫]

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝١٥

১৬. আর (হে নবী, বলে দাও, আমাকে অহীর মাধ্যমে এও জানানো হয়েছে যে,) লোকেরা যদি সঠিক পথের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতো তাহলে আমি তাদের প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম।

وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ۝١٦

১৭. যাতে নিয়ামতের মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করতে পারি। আর যারা তাদের রবের স্মরণ থেকে বিমুখ হবে তিনি তাদের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করবেন।

لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝١٧

৩. এর দ্বারা জানা গেল যে—এ জ্বিন আসমানের এ অবস্থা দেখে এ অনুসন্ধা ন করতে বের হয়েছিল যে—পৃথিবীর উপর এরূপ কি ঘটনা ঘটেছে অথবা ঘটতে চলেছে যার সংবাদ সংরক্ষিত রাখার জন্যে এরূপ কঠোর ব্যবস্থাপনা গৃহীত হয়েছে, যে জন্যে আমরা উর্দ্ধজগতে সামান্য কিছু শুনে নেয়ারও সুযোগ পাচ্ছি না এবং আমরা যে দিকেই যাই না কেন আমাদেরকে মেরে বিতাড়িত করা হচ্ছে।

৪. অর্থাৎ আমাদের এ ধারণা আমাদের মুক্তির পথপ্রদর্শন করছে। যেহেতু আমরা আল্লাহর নির্ভয় ছিলাম না এবং আমাদের এ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যদি আমরা তাঁর অবাধ্য হই তবে আমরা কিছুতেই তার পাকড়াও থেকে অব্যাহতি পাবো না ; এজন্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সত্য পথ দেখানোর জন্যে যে বাণী এসেছিল যখন আমরা তা শুনলাম তখন আমাদেরএ সাহস হয়নি যে, সত্য জেনে নেয়ার পরও আমরা সেই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো যা আমাদের অজ্ঞ লোকেরা আমাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করে রেখেছিল।

৫. প্রশ্ন করা হয়—কুরআনের কথা অনুযায়ী জ্বিনতো নিজেরা অগ্নিজ্জাত সৃষ্টি। সুতরাং জাহান্নামের আগুনে তাদের কি কষ্ট হতে পারে ? উত্তরে বলা যেতে পারে—কুরআন অনুযায়ী মানুষ তো—মাটি দ্বারা সৃষ্ট, কিন্তু যদি মানুষকে মাটি বা ঢেলা বাগিয়ে মারা হয় তবে তার আঘাত লাগে কেন ?

১৮. আর মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য। তাই তোমরা আল্লাহর সাথে আর কাউকে ডেকো না।[৬]

وَأَنَّ الْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

১৯. আর আল্লাহর বান্দা যখন তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন তারা সবাই তার ওপর হামলা করতে উদ্যত হলো।

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

রুকূ' ঃ ২

২০. হে নবী! বলো, "আমি শুধু আমার রবকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾

২১. বলো, "আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করারও ক্ষমতা রাখি না, উপকার করারও না।

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

২২. বলো, আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ আমাকে বাঁচাতে সক্ষম নয় এবং তাঁর কাছে ছাড়া কোনো আশ্রয়ও আমি পাব না।

قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

২৩. আল্লাহর বাণী ও হুকুম-আহকাম পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আমার কাজ আর কিছুই নয়। এরপর যারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। এ ধরনের লোকেরা চিরকাল সেখানে থাকবে।

إِلَّا بَلَٰغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَٰلَٰتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾

২৪. (এসব লোক তাদের এ আচরণ থেকে বিরত হবে না) এমনকি অবশেষে যখন তারা সে জিনিসটি দেখবে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হচ্ছে, তখন তারা জানতে পারবে যে, কার সাহায্যকারী, দুর্বল এবং কার দল সংখ্যায় কম।[৭]

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

২৫. বলো, আমি জানি না, যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে তা নিকটে, না তার জন্য আমার রব কোনো দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করেছেন।

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٢٥﴾

২৬. তিনি গায়েবী বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না।

عَٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

৬. অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্য কারোর ইবাদাত-উপাসনা আনুগত্য করো না। অর্থাৎ কারোর কাছে প্রার্থনা জানাইও না, অন্য কাউকে সাহায্যের জন্যে ডেকো না।

৭. কুরাইশ বংশের যেসব লোকেরা সে সময় রসূলুল্লাহকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে শোনা মাত্র তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো তাঁরা এ ধারণায় মত্ত ছিল যে, তাদের দলবল বড় শক্তিশালী এবং রসূলুল্লাহর সাথে মাত্র মুষ্টিমেয় লোক, সুতরাং তারা খুব সহজেই তাঁকে দমন করে দেবে।

২৭. তবে যে রাসূলকে (গায়েবী বিষয়ের কোনো জ্ঞান দেয়ার জন্য) মনোনীত করেছেন[৮] তাকে ছাড়া। তিনি তার সামনে ও পেছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন।[৯]

২৮. যাতে তিনি নিশ্চিতরূপে জানতে পারেন যে, রাসূলগণ তাদের রবের বাণীসমূহ পৌছিয়ে দিয়েছেন[১০] তিনি তাদের গোটা পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। আর তিনি প্রতিটি জিনিস গুণে গুণে হিসেব করে রেখেছেন।[১১]

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾

لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

৮. অর্থাৎ রসূল নিজে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন না ; আল্লাহ তাআলা যখন তাঁকে রেসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্যে মনোনীত করেন তখন অদৃশ্য বিষয়সমূহের মধ্যে যে যে জিনিসের জ্ঞান তিনি ইচ্ছা করেন রসূলকে দান করেন।

৯. প্রহরা অর্থ ফেরেশতাগণ। এর তাৎপর্য—যখন আল্লাহ তাআলা অহীর (প্রত্যাদেশ বাণী) মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রসূলের কাছে প্রেরণ করেন তখন তা সংরক্ষণের জন্যে চারদিকে ফেরেশতা নিযুক্ত করেন যাতে সে জ্ঞান সম্পূর্ণ সুরক্ষিত অবস্থায় রসূল পর্যন্ত পৌছাতে পারে এবং তাতে কোনোরূপ সংমিশ্রণ যেন ঘটাতে না পারে।

১০. এর দ্বারা জানা গেল, রেসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্যে অদৃশ্য জগতের যে জ্ঞান দান করা আবশ্যক তা তাঁকে দেয়া হয় এবং রসূলের কাছে এ জ্ঞান যাতে সঠিক ও নির্ভুল অবস্থায় পৌছাতে পারে ও রসূল যাতে তাঁর প্রভুর বাণী প্রভুর বান্দাদের কাছে ঠিক ঠিকভাবে পৌছে দিতে পারেন সে জন্যে ফেরেশতারা এ ব্যাপারের সংরক্ষণ করেন।

১১. অর্থাৎ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ফেরেশতাগণের উপর আল্লাহ তাআলার শক্তি মহিমা এরূপ ব্যাপকভাবে পরিব্যপ্ত হয়ে আছে যে তাঁরা আল্লাহর ইচ্ছা থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হলে তৎক্ষণাৎ ধৃত হবেন এবং যে বাণী আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেন তার প্রতিটি বর্ণ গণিয়া রাখা হয় ; তা থেকে একটি অক্ষরও কমবেশী করার কোনো ক্ষমতা রসূল বা ফেরেশতা কারোরই নেই।

সূরা আল মুয্‌যাম্মিল

৭৩

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের المزمل শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এটা শুধু সূরাটির নাম, এর বিষয়বস্তুর শিরোনাম নয়।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার দুটি রুকূ' দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে।

প্রথম রুকূ'র আয়াতগুলো মক্কায় নাযিল হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। এর বিষয়বস্তু এবং বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা থেকেও তা বুঝা যায়। তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে, মক্কী জীবনের কোন্ পর্যায়ে তা নাযিল হয়েছিল ? হাদীসের বর্ণনাসমূহ থেকে আমরা এর কোনো জবাব পাই না। তবে পুরো রুকূ'টির বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারা এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্ণয় করতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়।

প্রথমত, এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাতের বেলা উঠে আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে তাঁর মধ্যে নবুওয়াতের গুরু দায়িত্ব বহনের শক্তি সৃষ্টি হয়। এ থেকে জানা গেল যে, এ নির্দেশটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রথম যুগে এমন এক সময় নাযিল হয়ে থাকবে যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ পদমর্যাদার জন্য তাঁকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল।

দ্বিতীয়ত, এর মধ্যে তাঁকে তাহাজ্জুদ নামাযে অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কম বা বেশী রাত পর্যন্ত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তখন পর্যন্ত কুরআন মজীদের অন্তত এতটা পরিমাণ নাযিল হয়েছিল যা দীর্ঘক্ষণ তিলাওয়াত করা যেতো।

তৃতীয়ত, এ রুকূ'তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিরোধীদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণের উপদেশ এবং মক্কার কাফেরদের আযাবের হুমকি দেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ রুকূ'টি যখন নাযিল হয়েছিল তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রকাশ্য তাবলীগ বা প্রচার শুরু করে দিয়েছিলেন এবং মক্কায় তাঁর বিরোধিতাও তীব্রতা লাভ করেছিল।

দ্বিতীয় রুকূ' সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণ যদিও বলেছেন যে, এটিও মক্কায় নাযিল হয়েছে। কিন্তু কিছুসংখ্যক মুফাস্‌সির একে মদীনায় অবতীর্ণ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। এ রুকূ'টির বিষয়বস্তু থেকে এ মতটিরই সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ এর মধ্যে আল্লাহর পথে লড়াই করার উল্লেখ আছে। মক্কায় এর কোনো প্রশ্নই ছিল না। এতে ফরযকৃত যাকাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এটা প্রমাণিত বিষয় যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে যাকাত দেয়া মদীনাতে ফরয হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

প্রথম সাতটি আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে মহান কাজের গুরু দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়েছে তার দায়-দায়িত্ব ঠিকমত পালনের জন্য আপনি নিজেকে প্রস্তুত করুন। এর বাস্তব পন্থা বলা হয়েছে এই যে, আপনি রাতের বেলা উঠে অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশী সময় বা কিছু কম সময় পর্যন্ত নামায পড়ুন।

৮ থেকে ১৪নং পর্যন্ত আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমগ্র বিশ্বজাহানের অধিপতি আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে যান। নিজের সমস্ত ব্যাপার তাঁর কাছে সোপর্দ করে দিয়ে নিঃশংক ও নিশ্চিন্ত হয়ে যান। বিরোধীরা আপনার বিরুদ্ধে যা বলছে সে ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করুন, তাদের কথায় ভ্রুক্ষেপ করবেন না। তাদের ব্যাপারটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন। তিনিই তাদের সাথে বুঝাপড়া করবেন।

এরপর ১৫ থেকে ১৯ নম্বর পর্যন্ত আয়াতে মক্কার যে সমস্ত মানুষ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করছিল তাদের এ বলে হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে যে, আমি যেমন ফেরাউনের কাছে রসূল পাঠিয়েছিলাম ঠিক তেমনি তোমাদের কাছে

একজন রসূল পাঠিয়েছি। কিন্তু দেখো, আল্লাহর রসূলের কথা না শুনে ফেরাউন কিরূপ পরিণামের সম্মুখীন হয়েছিল। মনে করো, এজন্য দুনিয়াতে তোমাদের কোনো শাস্তি দেয়া হলো না। কিন্তু কিয়ামতের দিনের শাস্তি থেকে তোমরা কিভাবে নিষ্কৃতি লাভ করবে ?

এ পর্যন্ত যা বর্ণিত হলো তা প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়েরের বর্ণনা অনুসারে এর দশ বছর পর দ্বিতীয় রুকূ'টি নাযিল হয়েছিল। তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে প্রথম রুকূ'র শুরুতেই যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এতে তা সহজ করে দেয়া হয়েছে। এখন নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তাহাজ্জুদ নামায যতটা সহজে ও স্বাচ্ছন্দে আদায় করা সম্ভব সেভাবেই আদায় করবে। তবে মুসলমানদের যে বিষয়টির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে তাহলো, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতাসহ আদায় করবে। যাকাত যেহেতু ফরয তাই তা যথাযথভাবে আদায় করবে এবং আল্লাহর পথে নিজের অর্থ-সম্পদ বিশুদ্ধ নিয়তে খরচ করবে। সবশেষে মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়াতে তোমরা যেসব কল্যাণমূলক কাজ আনজাম দেবে তা ব্যর্থ হবে না। বরং তা এমন সব সাজ-সরঞ্জামের মত যা একজন মুসাফির তার স্থায়ী বাসস্থানে আগেই পাঠিয়ে দেয়। আল্লাহর কাছে পৌছার পর তোমরা তার সবকিছুই পেয়ে যাবে যা দুনিয়া থেকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলে। আগেভাগেই পাঠিয়ে দেয়া এসব সরঞ্জাম-সামগ্রী তোমরা দুনিয়াতে যা ছেড়ে যাবে তার চেয়ে যে শুধু ভাল তাই নয়, বরং আল্লাহর কাছে তোমরা তোমাদের আসল সম্পদের চেয়ে অনেক বেশী পুরস্কারও লাভ করবে।

❐

আয়াত-২০ ৭৩-সূরা আল মুয্‌যাম্মিল-মাক্কী রুকূ'-২

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
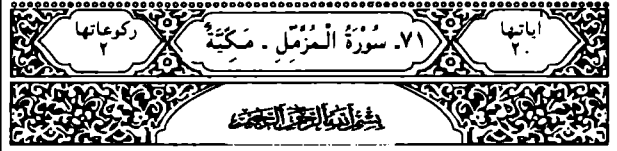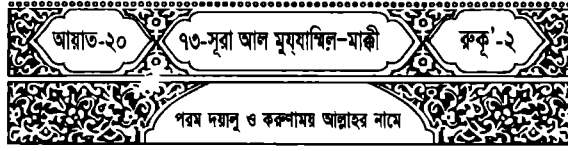
১. হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী।

২. রা’তের বেলা নামাযে রত থাকো। তবে কিছু সময় ছাড়া

৩. অর্ধেক রাত, কিংবা তার চেয়ে কিছু কম করো।

৪. অথবা তার ওপর কিছু বাড়িয়ে নাও। আর কুরআন থেমে থেমে পাঠ করো।

৫. আমি অতি শীঘ্র তোমার ওপর একটি গুরুভার বাণী নাযিল করবো।

৬. প্রকৃতপক্ষে রাতের বেলা জেগে ওঠা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক বেশী কার্যকর এবং যথাযথভাবে কুরআন পড়ার জন্য উপযুক্ত সময়।

৭. দিনের বেলা তো তোমার অনেক ব্যস্ততা রয়েছে।

৮. নিজ রবের নাম স্মরণ করতে থাকো এবং সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই জন্য হয়ে যাও।

৯. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাই তাঁকেই নিজের উকীল[১] হিসেবে গ্রহণ করো।

১০. আর লোকেরা যা বলে বেড়াচ্ছে সে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করো এবং ভদ্রভাবে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও।[২]

১১. এসব মিথ্যা আরোপকারী সম্পদশালী লোকদের সাথে বুঝাপড়ার ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। আর কিছু কালের জন্য এদেরকে এ অবস্থায়ই থাকতে দাও।

১২. আমার কাছে (এদের জন্য) আছে শক্ত বেড়ি, জ্বলন্ত আগুন,

১৩. গলায় আটকে যাওয়া খাবার এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

১৪. এসব হবে সেদিন যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা কেঁপে উঠবে এবং পাহাড়গুলোর অবস্থা হবে এমন যেন বালুর স্তূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে।

١ يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝

٢ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

٣ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۝

٤ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝

٥ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝

٦ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۝

٧ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۝

٨ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝

٩ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۝

١٠ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۝

١١ وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ۝

١٢ اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ۝

١٣ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ۝

١٤ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ۝

১. উকীল সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যার উপর আস্থা স্থাপন করে কেউ নিজের ব্যাপারে দায়িত্ব তার উপর সমর্পণ করে। আমরা নিজ ভাষায়ও উকীল এমন ব্যক্তিকে বলে থাকি, যার উপর কেউ নিজের মামলা-মকদ্দমার দায়িত্বভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয় যে—তার পক্ষ থেকে তিনি উত্তমরূপে মকদ্দমা লড়বেন এবং সে ব্যক্তির পক্ষে নিজে মকদ্দমা পরিচালনার কোনো প্রয়োজন হবে না।

২. ‘সম্পর্কহীন হয়ে যাও’-এর অর্থ এই নয় যে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজের দীন প্রচারের কাজ বন্ধ করে দাও। বরং এর মর্ম হচ্ছে—তাদের সাথে কথাবার্তা বলো না বিতর্কে রত হয়ো না। তারা যেসব আজেবাজে অর্থহীন কথা বলে ও কাজ করে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝١٥

১৫. আমি তোমাদের[৩] নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছি তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ যেমন ফেরাউনের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম।

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ۝١٦

১৬. দেখো, ফেরাউন যখন সে রাসূলের কথা মানলো না তখন আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলাম।

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝١٧

১৭. তোমরা যদি মানতে অস্বীকার করো তাহলে সেদিন কিভাবে রক্ষা পাবে যেদিনটি শিশুকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে ?

السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝١٨

১৮. যেদিনের কঠোরতায় আকাশজগত বিদীর্ণ হয়ে যেতে থাকবে ? আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তো পূর্ণ হবেই।

إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝١٩

১৯. এ একটি উপদেশ বাণী। অতএব যে চায় সে তার রবের পথ অবলম্ব করুক।

রুকূ' ঃ ২

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٢٠

২০. হে নবী![৪] তোমার রব জানেন যে, তুমি কোনো সময় রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কোনো সময় অর্ধাংশ এবং কোনো সময় এক-তৃতীয়াংশ সময় ইবাদাতে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দাও। তোমার সংগী একদল লোকও এ কাজ করে। রাত এবং দিনের সময়ের হিসেব আল্লাহই রাখেন। তিনি জানেন, তোমরা সময়ের সঠিক হিসেব রাখতে পারো না। তাই তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এখন থেকে কুরআন শরীফের যতটুকু স্বাচ্ছন্দে পড়তে পারবে ততটুকুই পড়বে।[৫] তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যকার কিছু লোক হবে অসুস্থ, কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে ভ্রমণরত এবং কিছু লোক আল্লাহর পথে লড়াই করে। তাই কুরআনের যতটা পরিমাণ সহজেই পড়া যায় ততটাই পড়তে থাকো। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও[৬] এবং আল্লাহকে 'করযে হাসানা' দিতে থাকো। তোমরা নিজের জন্য যে পরিমাণ কল্যাণ অগ্রিম পাঠিয়ে দেবে তা আল্লাহর কাছে প্রস্তুত পাবে। সেটিই অধিক উত্তম এবং পুরস্কার হিসেবে অনেক বড় আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

করে চলো। তারা যেসব বেয়াদবী ও অন্যায় আচার-আচরণ করে চলে তার কোনো জবাবই তুমি দিও না। কিন্তু তোমার এ বিরত হওয়া যেন কোনো ক্ষোভ, ক্রোধ ও বিরক্তি-অস্বস্তির সাথে না হয়। একজন ভদ্র এবং সৌজন্য ও মর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি কোনো বাউণ্ডুলে লোকের গালমন্দ শুনে তা যেমন উপেক্ষা করে অন্তরে কোনো মালিন্য আসতে পারে না, তোমার সংযম সেরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩. মক্কার যেসব কাফের রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করছিল এবং তাঁর বিরোধিতায় তৎপর ছিল তাদের সম্বোধন করে এখন কথা বলা হচ্ছে।

৪. এ রুকূ' প্রথম রুকূ'র ১০ বছর পর মদীনায় অবতীর্ণ হয়।

৫. নামাযে দীর্ঘ সময় সাধারণত বিলম্বিত হয় দীর্ঘ কুরআন তেলাওয়াতের কারণেই। এ কারণেই বলা হয়েছে তাহাজ্জুদ নামাযে যতটা কুরআন সহজে পড়তে পার ততটাই পড়। এর ফলে নামাযের দীর্ঘতা স্বতঃই হ্রাস পাবে।

৬. এ আয়াতটি দ্বারা ৫ ওয়াক্ত ফরয নামায ও ফরয যাকাত আদায় করার কথা বুঝানো হয়েছে। এ বিষয়ে সব তাফসীরকার একমত।

সূরা আল মুদ্দাস্‌সির

৭৪

নামকরণ

প্রথম আয়াতের اَلْمُدَّثِّرُ। শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটিও শুধু সূরার নাম। এর বিষয় ভিত্তিক শিরোনাম নয়।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এর প্রথম সাতটি আয়াত পবিত্র মক্কা নগরীতে নবুওয়াতের একেবারে প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছিল। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী এবং মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের কোনো কোনো রেওয়ায়াতে এতদূর পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, এগুলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হওয়া সর্বপ্রথম আয়াত। কিন্তু গোটা মুসলিম উম্মার কাছে এ বিষয়টি প্রায় সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম যে অহী নাযিল হয়েছিল তা ছিল اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ থেকে مَالَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত। তবে বিশুদ্ধ রেওয়ায়াতসমূহ থেকে একথা প্রমাণিত যে, এ প্রথম অহী নাযিল হওয়ার পর কিছুকাল পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কোনো অহী নাযিল হয়নি। এ বিরতির পর নতুন করে আবার অহী নাযিলের ধারা শুরু হলে সূরা মুদ্দাস্‌সিরের এ আয়াতগুলো থেকেই তা শুরু হয়েছিল। ইমাম যুহরী এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এভাবে ঃ

"কিছুকাল পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল বন্ধ রইলো। সে সময় তিনি এতো কঠিন মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন যে, কোনো কোনো সময় পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সেখান থেকে নিজেকে নীচে নিক্ষেপ করতে বা গড়িয়ে ফেলে দিতে উদ্যত হতেন। কিন্তু যখনই তিনি কোনো চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছতেন তখনই জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সামনে এসে বলতেন ঃ 'আপনি তো আল্লাহর নবী' এতে তাঁর হৃদয় মন প্রশান্তিতে ভরে যেতো এবং তাঁর অশ্বস্তি ও অস্থিরতার ভাব বিদূরিত হতো।"–ইবনে জারীর

এরপর ইমাম যুহরী নিজে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়াতেই এভাবে উদ্ধৃত করছেন ঃ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম فَتْرَةُ الْوَحِى (অহী বন্ধ থাকার সময়)-এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ একদিন আমি পথে চলছিলাম। হঠাৎ আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। ওপরের দিকে তাকিয়েই দেখতে পেলাম হেরা গিরি গুহায় যে ফেরেশতা আমার কাছে এসেছিল সে ফেরেশতা আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি আসন পেতে বসে আছে। এ দৃশ্য দেখে আমি অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম এবং বাড়ীতে পৌঁছেই বললাম ঃ আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো। আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো। সুতরাং বাড়ীর লোকজন আমাকে লেপ (অথবা কম্বল) দিয়ে আচ্ছাদিত করলো। এ অবস্থায় আল্লাহ অহী নাযিল করলেন ঃ ..... يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ "এরপর অব্যাহতভাবে অহী নাযিল হতে থাকলো।"–বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, ইবনে জারীর।

প্রকাশ্যভাবে ইসলামের প্রচার শুরু হওয়ার পর প্রথমবার মক্কায় হজ্জের মওসুম সমাগত হলে সূরার অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ ৮ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়। 'সীরাতে ইবনে হিশাম' গ্রন্থে এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা পরে তা উল্লেখ করবো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম যে অহী পাঠানো হয়েছিল তা ছিল সূরা 'আলাকে'র প্রথম পাঁচটি আয়াত। এতে শুধু বলা হয়েছিল ঃ

"পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'জমাট রক্ত' থেকে। পড়, তোমার রব বড় মহানুভব। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।"

এটা ছিল অহী নাযিল হওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহসা এ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কত বড় মহান কাজের জন্য তিনি আদিষ্ট হয়েছেন এবং ভবিষ্যতে আরো কি কি কাজ তাঁকে করতে হবে এ বাণীতে তাঁকে সে বিষয়ে

কিছুই জানানো হয়েছিল না। বরং শুধু একটি প্রাথমিক পরিচয় দিয়েই কিছু দিনের জন্য অবকাশ দেয়া হয়েছিল যাতে অহী নাযিলের এ প্রথম অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মন-মানসিকতার ওপর যে কঠিন চাপ পড়েছিল তার প্রভাব বিদূরিত হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে অহী গ্রহণ ও নবুওয়াতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যান। এ বিরতির পর পুনরায় অহী নাযিলের ধারা শুরু হলে এ সূরার প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হয় এবং এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে আদেশ দেয়া হয় যে, আপনি উঠুন এবং আল্লাহর বান্দারা এখন যেভাবে চলছে তার পরিণাম সম্পর্কে তাদের সাবধান করে দিন। আর এ পৃথিবীতে এখন যেখানে অন্যদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব জেঁকে বসেছে, সেখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের ঘোষণা দিন। এর সাথে সাথে তাঁকে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, এখন থেকে আপনাকে যে কাজ করতে হবে তার দাবী হলো আপনার নিজের জীবন যেন সবদিক থেকে পূত-পবিত্র হয় এবং আপনি সবরকমের পার্থিব স্বার্থ উপেক্ষা করে পূর্ণ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে আল্লাহর সৃষ্টির সংস্কার-সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেন। অতপর শেষ বাক্যটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে কোনো কঠিন পরিস্থিতি এবং বিপদ মুসিবতই আসুক না কেন আপনি আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে ধৈর্য অবলম্বন করুন।

আল্লাহর এ ফরমান কার্যকরী করার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলামের প্রচার শুরু করলেন এবং একের পর এক কুরআন মজীদের যেসব সূরা নাযিল হচ্ছিলো তা শুনাতে থাকলেন তখন মক্কায় রীতিমতো হৈ চৈ পড়ে গেল এবং বিরোধিতার এক তুফান শুরু হলো। এ অবস্থায় কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হজ্জের মওসূম এসে পড়লে মক্কার লোকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। তারা ভাবলো, এ সময় সমগ্র আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজীদের কাফেলা আসবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এসব কাফেলার অবস্থান স্থলে হাজির হয়ে হাজীদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং বিভিন্ন স্থানে হজ্জের জনসমাবেশসমূহে দাঁড়িয়ে কুরআনের মতো অতুলনীয় ও মর্মস্পর্শী বাণী শুনাতে থাকেন তাহলে সমগ্র আরবের আনাচে কানাচে তাঁর আহ্বান পৌঁছে যাবে এবং না জানি কত লোক তাতে প্রভাবিত হয়ে পড়বে। তাই কুরাইশ নেতারা একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করলো। এতে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, মক্কায় হাজীদের আগমনের সাথে সাথে তাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে প্রচার প্রোপাগাণ্ডা শুরু করতে হবে। এ বিষয়ে ঐকমত্য হওয়ার পর ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা সমবেত সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো ঃ আপনারা যদি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে লোকদের কাছে বিভিন্ন রকমের কথা বলেন, তাহলে আমাদের সবার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই কোনো একটি বিষয় স্থির করে নিন যা সবাই বলবে। কেউ কেউ প্রস্তাব করলো, আমরা মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গণক বলবো। ওয়ালীদ বললো ঃ তা হয় না। আল্লাহর শপথ, সে গণক নয়। আমরা গণকদের অবস্থা জানি। তারা গুণ গুণ শব্দ করে যেসব কথা বলে এবং যে ধরনের কথা বানিয়ে নেয় তার সাথে কুরআনের সামান্যতম সাদৃশ্যও নেই। তখন কিছুসংখ্যক লোক প্রস্তাব করলো যে, তাকে পাগল বলা হোক। ওয়ালীদ বললো ঃ সে পাগলও নয়। আমরা পাগল ও বিকৃত মস্তিষ্ক লোক সম্পর্কেও জানি। পাগল বা বিকৃত মস্তিষ্ক হলে মানুষ যে ধরনের অসংলগ্ন ও আবোল তাবোল কথা বলে এবং খাপছাড়া আচরণ করে তা কারো অজানা নয়। কে একথা বিশ্বাস করবে যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে বাণী পেশ করছে তা পাগলের প্রলাপ অথবা জ্বিনে ধরা মানুষের উক্তি? লোকজন বললো ঃ তাহলে আমরা তাকে কবি বলি। ওয়ালীদ বললো ঃ সে কবিও নয়। আমরা সবরকমের কবিতা সম্পর্কে অবহিত। কোনো ধরনের কবিতার সাথে এ বাণীর সাদৃশ্য নেই। লোকজন আবার প্রস্তাব করলো ঃ তাহলে তাকে যাদুকর বলা হোক। ওয়ালীদ বললো ঃ সে যাদুকরও নয়। যাদুকরদের সম্পর্কেও আমরা জানি। যাদু প্রদর্শনের জন্য তারা যেসব পন্থা অবলম্বন করে থাকে সে সম্পর্কেও আমাদের জানা আছে। একথাটিও মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাপারে খাটে না। এরপর ওয়ালীদ বললো ঃ প্রস্তাবিত এসব কথার যেটিই তোমরা বলবে সেটিকেই লোকেরা অযথা অভিযোগ মনে করবে। আল্লাহর শপথ, এ বাণীতে আছে অসম্ভব রকমের মাধুর্য। এর শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত আর এর শাখা-প্রশাখা অত্যন্ত ফলবান। একথা শুনে আবু জেহেল ওয়ালীদকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। সে বললো ঃ যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদ সম্পর্কে কোনো কথা বলছো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কওমের লোকজন তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। সে বললো ঃ তাহলে আমাকে কিছুক্ষণ ভেবে দেখতে দাও। এরপর সে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে বললো ঃ তার সম্পর্কে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য যে কথাটি বলা যেতে পারে তাহলো, তোমরা আরবের জনগণকে বলবে যে, এ লোকটি যাদুকর। সে এমন কথা বলে যা মানুষকে তার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র এবং গোটা পরিবার থেকেই বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ওয়ালীদের একথা সবাই গ্রহণ করলো। অতপর হজ্জের মওসূমে পরিকল্পনা অনুসারে কুরাইশদের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল হাজীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এবং বহিরাগত হজ্জযাত্রীদের তারা এ বলে সাবধান করতে থাকলো যে, এখানে একজন বড় যাদুকরের আবির্ভাব ঘটেছে। তার যাদু পরিবারের লোকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়। তার ব্যাপারে সাবধান থাকবেন। কিন্তু এর ফল দাঁড়ালো এই যে, কুরাইশ

বংশীয় লোকেরা নিজেরাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম সমগ্র আরবে পরিচিত করে দিল।–সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা–২৮৮-২৮৯। আবু জেহেলের পীড়াপীড়িতেই যে ওয়ালীদ এ উক্তি করেছিল, সে কথা ইবনে জারীর তার তাফসীরে ইকরিমার রেওয়ায়াত সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন)।

এ সূরার দ্বিতীয় অংশে এ ঘটনারই পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর বিষয়বস্তুর বিন্যাস হয়েছে এভাবে ঃ

৮ থেকে ১০ আয়াত পর্যন্ত ন্যায় ও সত্যকে অস্বীকারকারীদের এ বলে সাবধান করা হয়েছে যে, আজ তারা যা করছে কিয়ামতের দিন তারা নিজেরাই তার খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

১১ থেকে ২৬ আয়াত পর্যন্ত ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার নাম উল্লেখ না করে বলা হয়েছে ঃ মহান আল্লাহ এ ব্যক্তিকে অঢেল নিয়ামত দান করেছিলেন। কিন্তু এর বিনিময়ে সে ন্যায় ও সত্যের সাথে চরম দুশমনী করেছে। এ পর্যায়ে তার মানসিক দ্বন্দ্বের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অংকন করা হয়েছে। একদিকে সে মনে মনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু অপরদিকে নিজ গোত্রের মধ্যে সে তার নেতৃত্ব, মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিও বিপন্ন করতে প্রস্তুত ছিল না। তাই সে শুধু ঈমান গ্রহণ থেকেই বিরত রইলো না। বরং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নিজের বিবেকের সাথে বুঝা-পড়া ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পর আল্লাহর বান্দাদের এ বাণীর ওপর ঈমান আনা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রস্তাব করলো যে, এ কুরআনকে যাদু বলে আখ্যায়িত করতে হবে। তার এ স্পষ্ট ঘৃণ্য মানসিকতার মুখোশ খুলে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, নিজের এতো সব অপকর্ম সত্ত্বেও এ ব্যক্তি চায় তাকে আরো পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হোক। অথচ এখন সে পুরস্কারের যোগ্য নয় বরং জাহান্নামের শাস্তির যোগ্য হয়ে গেছে।

এরপর ২৭ থেকে ৪৮ আয়াত পর্যন্ত জাহান্নামের ভয়াবহতার উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোন্ ধরনের নৈতিক চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের অধিকারী লোকেরা এর উপযুক্ত বলে গণ্য হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

অতপর ৪৯-৫৩ আয়াতে কাফেরদের রোগের মূল ও উৎস কি তা বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যেহেতু তারা আখেরাত সম্পর্কে বেপরোয়া ও নির্ভীক এবং এ পৃথিবীকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ বলে মনে করে, তাই তারা কুরআন থেকে এমনভাবে পালায়, যেমন বন্য গাধা বাঘ দেখে পালায়। তারা ঈমান আনার জন্য নানা প্রকারের অযৌক্তিক পূর্বশর্ত আরোপ করে। অথচ তাদের সব শর্ত পূরণ করা হলেও আখেরাতকে অস্বীকার করার কারণে তারা ঈমানের পথে এক পাও অগ্রসর হতে সক্ষম নয়।

পরিশেষে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর কারো ঈমানের প্রয়োজন নেই যে, তিনি তাদের শর্ত পূরণ করতে থাকবেন। কুরআন সবার জন্য এক উপদেশবাণী যা সবার সামনে পেশ করা হয়েছে। কারো ইচ্ছা হলে সে এ বাণী গ্রহণ করবে। আল্লাহই একমাত্র এমন সত্তা, যার নাফরমানী করতে মানুষের ভয় পাওয়া উচিত। তাঁর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা এমন যে, যে ব্যক্তিই তাকওয়া ও আল্লাহভীতির পথ অনুসরণ করে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। পূর্বে সে যতই নাফরমানী করে থাকুক না কেন।

❒

আয়াত-৫৬ ৭৪-সূরা আল মুদ্দাস্সির-মাক্কী রুকূ'-২

آياتها ٥٦ ٧٤. سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ - مَكِّيَّةٌ ركوعاتها ٢

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী,[১]

①يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ

২. ওঠো এবং সাবধান করে দাও

②قُمْ فَأَنذِرْ

৩. তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো

③وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

৪. তোমার পোশাক পবিত্র রাখো,

④وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

৫. অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো,

⑤وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ

৬. বেশী লাভ করার জন্যও ইহসান করো না।

⑥وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ

৭. এবং তোমার রবের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করো।

⑦وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ

৮. তবে যখন[২] শিঙায় ফুৎকার দেয়া হবে,

⑧فَإِذَا نُقِرَ فِى ٱلنَّاقُورِ

৯. সেদিনটি অত্যন্ত কঠিন দিন হবে।

⑨فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ

১০. কাফেরদের জন্য মোটেই সহজ হবে না।

⑩عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ

১১. আমাকে এবং সে ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও যাকে আমি একা সৃষ্টি করেছি।

⑪ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا

১২. তাকে অঢেল সম্পদ দিয়েছি

⑫وَجَعَلْتُ لَهُۥ مَالًا مَّمْدُودًا

১৩. এবং আরো দিয়েছি সবসময় কাছে থাকার মত অনেক পুত্র সন্তান।

⑬وَبَنِينَ شُهُودًا

১৪. তার নেতৃত্বের পথ সহজ করে দিয়েছি।

⑭وَمَهَّدتُّ لَهُۥ تَمْهِيدًا

১৫. এরপরও সে লালায়িত, আমি যেন তাকে আরো বেশী দান করি।

⑮ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ

১৬. তা কখনো নয়, সে আমার আয়াতসমূহের সাথে শত্রুতা পোষণ করে।

⑯كَلَّآ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ لِءَايَٰتِنَا عَنِيدًا

১. এ সূরার প্রাথমিক ৭টি আয়াতেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারের আদেশ দেয়া হয়। 'ইকরা বিসমি .... 'তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে পাঠ কর"ঃ এরপর এ হচ্ছে দ্বিতীয় অহী যা রসূলুল্লাহর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

২. এ অংশ প্রাথমিক আয়াত কয়টির কয়েক মাস পরে সেই সময় নাযিল হয়েছিল যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু হয়ে যাবার পর প্রথমবার হজ্জের মৌসুম উপস্থিত হয়েছিল এবং কুরাইশ সরদাররা একটি সম্মেলন অনুষ্ঠান করে সিদ্ধান্ত করেছিল যে, বাহির থেকে আগত হাজীদের মধ্যে কুরআন ও মুহাম্মদ সম্পর্কে কু-ধারণা সৃষ্টির জন্য প্রোপাগাণ্ডার এক প্রচণ্ড অভিযান চালাতে হবে।

سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾

১৭. অচিরেই আমি তাকে এক কঠিন স্থানে চড়িয়ে দেব।

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾

১৮. সে চিন্তা-ভাবনা করলো এবং একটা ফন্দি উদ্ভাবনের চেষ্টা করলো।

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾

১৯. অভিশপ্ত হোক সে, সে কি ধরনের ফন্দি উদ্ভাবনের চেষ্টা করলো ?

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾

২০. আবার অভিশপ্ত হোক সে, সে কি ধরনের ফন্দি উদ্ভাবনের চেষ্টা করলো ?[৩]

ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾

২১. অতপর সে মানুষের দিকে চেয়ে দেখলো।

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾

২২. তারপর ভ্রুকুঞ্চিত করলো এবং চেহারা বিকৃত করলো।

ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾

২৩. অতপর পেছন ফিরলো এবং দম্ভ প্রকাশ করলো।

فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾

২৪. অবশেষে বললো ঃ এ তো এক চিরাচরিত যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾

২৫. এ তো মানুষের কথা মাত্র।

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾

২৬. শিগগিরই আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾

২৭. তুমি কি জানো, সে জাহান্নাম কি ?

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾

২৮. যা জীবিতও রাখবে না আবার একেবারে মৃত করেও ছাড়বে না।[৪]

لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾

২৯. গায়ের চামড়া ঝলসিয়ে দেবে।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

৩০. সেখানে নিয়োজিত আছে উনিশ জন কর্মচারী।

---

৩. এখানে অলীদ বিন মুগীরাকে বুঝানো হয়েছে। কুরআন যে আল্লাহর কালাম একথা সে অন্তরে অন্তরে বুঝে নিয়েছিল। কিন্তু মক্কায় নিজের সরদারী কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে সে উক্ত সম্মেলনে হুজুরকে যাদুকর ও কুরআনকে যাদু বলে ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্যে কাফেরদেরকে পরামর্শ দিয়েছিল।

৪. অর্থাৎ আযাব পাওয়ার যোগ্য একজন ব্যক্তিকেও বাকী থাকতে দেবে না যে, তার পাকড়াওয়ের মধ্যে না এসে থেকে যাবে। আর যে ব্যক্তিই তার পাকড়াওয়ের মধ্যে আসবে তাকে সে আযাব না দিয়ে ছাড়বে না।

٣١ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝

٣٢ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝

٣٣ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ۝

٣٤ وَالصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ۝

٣٥ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ۝

٣٦ نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۝

٣٧ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَّتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۝

٣٨ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝

٣٩ إِلَّآ أَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ۝

৩১. আমি[৫] ফেরেশতাদের জাহান্নামের কর্মচারী বানিয়েছি এবং তাদের সংখ্যাকে কাফেরদের জন্য ফিতনা বানিয়ে দিয়েছি। যাতে আহলে কিতাবদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আহলে কিতাব ও ঈমানদাররা সন্দেহ পোষণ না করে[৬] আর যাদের মনে রোগ আছে তারা এবং কাফেররা যেন বলে, এ অভিনব কথা দ্বারা আল্লাহ কি বুঝাতে চেয়েছেন ? এভাবে আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান হিদায়াত দান করেন। তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ অবহিত নয়। আর জাহান্নামের এ বর্ণনা এ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যেই নয় যে, মানুষ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে।

রুকূ’ ঃ ২

৩২. কখ্‌খনো না,[৭] চাঁদের শপথ,

৩৩. আর রাতের শপথ যখন তার অবসান ঘটে।

৩৪. ভোরের শপথ যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

৩৫. এ জাহান্নামও বড় জিনিসগুলোর একটি।[৮]

৩৬. মানুষের জন্য ভীতিকর।

৩৭. যে অগ্রসর হতে চায় বা পেছনে পড়ে থাকতে চায় তাদের সবার জন্য।

৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের কাছে দায়বদ্ধ।

৩৯. তবে ডান দিকের লোকেরা ছাড়া।

৫. এখান থেকে শুরু করে ‘তোমার আল্লাহর সৈন্য বাহিনীকে স্বয়ং তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না’ পর্যন্ত সমগ্র অংশটি ভাষণের মধ্যে বাক্যের পারম্পর্য ছিন্ন করে মাঝখানে বলা কথা হিসাবে সেই অভিযোগকারীদের উত্তরে বলা হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে একথা শুনে যে—জাহান্নামের কর্মচারীদের সংখ্যা হবে ১৯, একথার ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুরু করে দিয়েছিল। একথা তাদের কাছে বড়ই বিস্ময়কর মনে হয়েছিল ঃ একদিকে তো আমাদের শোনানো হচ্ছে—আদম আলাইহিস সালামের সময় থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার মধ্যে যত লোক কুফরী ও বড় বড় পাপ করছে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আবার অন্য দিকে আমাদের এ খবর দেয়া হচ্ছে যে, এত বড় বিরাট বিশাল জাহান্নামের মধ্যে সীমা সংখ্যাহীন মানুষের আযাব দেয়ার জন্যে মাত্র ১৯জন কর্মচারীই নিযুক্ত থাকবে।"

৬. যেহেতু আহলে কিতাব ও মুমিনরা ফেরেশতাগণের অসাধারণ শক্তির কথা জানে, সুতরাং জাহান্নামের ব্যবস্থাপনার জন্যে ১৯জন ফেরেশতা যথেষ্ট এ বিষয় তাদের সন্দেহ থাকতে পারে না।

৭. অর্থাৎ এ কোনো আজগুবি কথা নয়, এভাবে যার ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যেতে পারে।

৮. অর্থাৎ চাঁদ, রাত, দিন যেরূপ আল্লাহ তাআলার শক্তি-মহিমার মহান নিদর্শনাবলী সেরূপ দোযখও আল্লাহর শক্তি মহিমায় মহান নিদর্শনসমূহের অন্যতম একটি বস্তু।

فِي جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤١﴾

৪০-৪১. যারা জান্নাতে অবস্থান করবে। সেখানে তারা অপরাধীদের জিজ্ঞেস করতে থাকবে।

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾

৪২. "কিসে তোমাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করলো।"[৯]

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. তারা বলবেঃ আমরা নামায পড়তাম না,

وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. অভাবীদের খাবার দিতাম না,

وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. সত্যের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীদের সাথে মিলে আমরাও রটনা করতাম ;

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤٦﴾

৪৬. প্রতিফল দিবস মিথ্যা মনে করতাম।

حَتّٰىٓ اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ﴿٤٧﴾

৪৭. শেষ পর্যন্ত আমরা সে নিশ্চিত জিনিসের মুখোমুখি হয়েছি।

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. সে সময় সুপারিশকারীদের কোনো সুপারিশ তাদের কাজে আসবে না।

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. এদের হলো কি যে এরা এ উপদেশ বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾

৫০-৫১. যেন তারা বাঘের ভয়ে পলায়নপর বন্য গাধা।[১০]

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾

৫২. বরং তারা প্রত্যেকে চায় যে, তার নামে খোলা চিঠি পাঠানো হোক।[১১]

كَلَّا ۖ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٥٣﴾

৫৩. তা কখখনো হবে না। আসল কথা হলো, এরা আখেরাতকে আদৌ ভয় করে না।

كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾

৫৪. কখখনো না।[১২] এ তো একটা উপদেশ বাণী।

فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿٥٥﴾

৫৫. এখন কেউ চাইলে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক।

وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

৫৬. আর আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা কোনো শিক্ষা গ্রহণ করবে না। একমাত্র তিনিই তাকওয়া বা ভয়ের যোগ্য। এবং (তাকওয়ার নীতি গ্রহণকারীদের) ক্ষমার অধিকারী।

৯. অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে বসে বসে সে জাহান্নামের বাসিন্দাগণের সাথে কথা বলবে ও এ প্রশ্ন করবে।

১০. এ আরবী ভাষার একটি বাগধারা। বন্য গাধার স্বভাব হলো, বিপদের একটু আঁচ পেলেই এরা দিশেহারা হয়ে পালাতে থাকে। অন্য কোনো জন্তুই এমন করে পালায় না।

১১. অর্থাৎ এরা চায়, আল্লাহ তাআলা সত্য সত্যই যদি মুহাম্মদকে নবী মনোনীত করে থাকেন তবে মক্কার প্রতিটি সরদার ও প্রতিটি শেখের নামে তিনি এক একটি পত্র এই মর্মে লিখে পাঠান যে—'মুহাম্মদ আমার নবী' তোমরা সকলে তার আনুগত্য গ্রহণ করো।'

১২. অর্থাৎ তাদের এরূপ কোনো দাবী কস্মিনকালেও পূর্ণ করা হবে না।

সূরা আল কিয়ামাহ

৭৫

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের اَلْقِيٰمَةْ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটি শুধু সূরাটির নামই নয়, বরং বিষয়ভিত্তিক শিরোনামও। কারণ এ সূরায় শুধু কিয়ামত সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোনো হাদীস থেকে যদিও এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল জানা যায় না। কিন্তু এর বিষয়বস্তুর মধ্যেই এমন একটি প্রমাণ বিদ্যমান যা থেকে বুঝা যায়, এটি নবুওয়াতের একেবারে প্রথমদিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। সূরার ১৫ আয়াতের পর হঠাৎ ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে ঃ এ অহীকে দ্রুত মুখস্ত করার জন্য তুমি জিহ্বা নাড়বে না। এ বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। অতএব আমি যখন তা পড়ি তখন তুমি তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকো। এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব। এরপর ২০ নম্বর আয়াত থেকে আবার সে পূর্বের বিষয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে যা প্রথম থেকে ১৫ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত চলেছিল। যে সময় হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এ সূরাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনাচ্ছিলেন পরে ভুলে যেতে পারেন এ আশংকায় তিনি এর কথাগুলো বার বার মুখে আওড়াচ্ছিলেন। এ কারণে পূর্বাপর সম্পর্কহীন এ বাক্যটি পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং হাদীসের বর্ণনা উভয় দিক থেকেই বক্তব্যের মাঝখানে সন্নিবেশিত হওয়া যথার্থ হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এ ঘটনা সে সময়ের যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবেমাত্র অহী নাযিলের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছেন এবং অহী গ্রহণের পাকাপোক্ত অভ্যাস তাঁর তখনও গড়ে ওঠেনি। কুরআন মজীদে এর আরো দুটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি সূরা ত্বা-হা যেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ـ

"আর দেখো, কুরআন পড়তে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ না তোমাকে অহী পূর্ণরূপে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।"–আয়াত ১১৪

দ্বিতীয়টি সূরা আ'লায়। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى "আমি অচিরেই তোমাকে পড়িয়ে দেব তারপর তুমি আর ভুলে যাবে না।" (আয়াত, ৬) পরবর্তী সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহী গ্রহণে ভালভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলে এ ধরনের নির্দেশনা দেয়ার আর প্রয়োজন থাকেনি। তাই কুরআনের এ তিনটি স্থান ছাড়া এর আর কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরা থেকে কুরআন মজীদের শেষ পর্যন্ত যতগুলো সূরা আছে তার অধিকাংশের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গী থেকে বুঝা যায় যে, সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর যখন অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি বর্ষণের মতো কুরআন নাযিলের সিলসিলা শুরু হলো, এ সূরাটিও তখনকার অবতীর্ণ বলে মনে হয়। পর পর নাযিল হওয়া এসব সূরায় জোরালো এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় অত্যন্ত ব্যাপক কিছু সংক্ষিপ্ত বাক্যে ইসলাম এবং তার মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক শিক্ষাসমূহ পেশ করা হয়েছে এবং মক্কাবাসীদেরকে তাদের গোমরাহী সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। এ কারণে কুরাইশ নেতারা অস্থির হয়ে যায় এবং প্রথম হজ্জের মওসুম আসার আগেই তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরাভূত বা ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য নানারকম ফন্দি-ফিকির ও কৌশল উদ্ভাবনের জন্য একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। সূরা মুদ্দাস্‌সিরের ভূমিকায় আমরা এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি।

এ সূরায় আখেরাত অবিশ্বাসীদের সম্বোধন করে তাদের এককেটি সন্দেহ ও এককেটি আপত্তি ও অভিযোগের জবাব দেয়া হয়েছে। অত্যন্ত মযবুত প্রমাণাদি পেশ করে কিয়ামত ও আখেরাতের সম্ভাব্যতা, সংঘটন ও অনিবার্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। আর একথাও স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তিই আখেরাতকে অস্বীকার করে, তার অস্বীকৃতির মূল কারণ এটা নয় যে, তার জ্ঞানবুদ্ধি তা অসম্ভব বলে মনে করে। বরং তার মূল কারণ ও উৎস হলো, তার প্রবৃত্তি তা মেনে নিতে চায় না। সাথে সাথে মানুষকে এ বলে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, যে সময়টির আগমনকে তোমরা অস্বীকার করছো তা অবশ্যই আসবে। তোমাদের সমস্ত কৃতকর্ম তোমাদের সামনে পেশ করা হবে। প্রকৃতপক্ষে আমলনামা দেখার পূর্বেই তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই জানতে পারবে যে, সে পৃথিবীতে কি কি কাজ করে এসেছে। কেননা কোনো মানুষই নিজের ব্যাপারে অজ্ঞ বা অনবহিত নয়। দুনিয়াকে প্রতারিত করার জন্য এবং নিজের বিবেককে ভুলানোর জন্য নিজের কাজকর্ম ও আচরণের পক্ষে যত যুক্তি, বাহানা ও ওযর সে পেশ করুক না কেন।

আয়াত-৪০ ৭৫-সূরা আল কিয়ামাহ্-মাক্কী রুকূ'-২

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
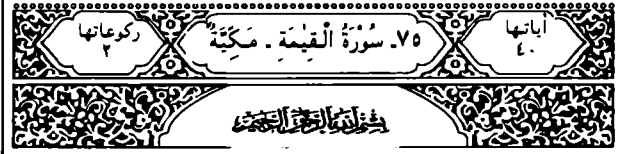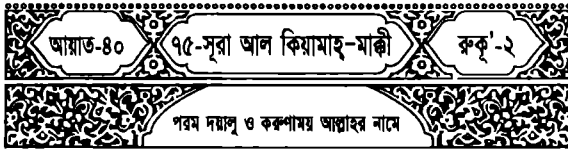
১ না,[১] আমি শপথ করছি কিয়ামতের দিনের।[২]

২. আর না, আমি শপথ করছি তিরস্কারকারী নফসের।[৩]

৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার হাড়সমূহ একত্র করতে পারবো না ?

৪. কেন পারবো না ? আমি তো তার আঙুলের জোড়গুলো পর্যন্ত ঠিকমত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।

৫. কিন্তু মানুষ ভবিষ্যতেও কুকর্ম করতে চায়।[৪]

৬. সে জিজ্ঞেস করে, কবে আসবে কিয়ামতের সেদিন ?

৭. অতপর চক্ষু যখন স্থির হয়ে যাবে।

৮. চাঁদ আলোহীন হয়ে পড়বে।

৯. এবং চাঁদ ও সূর্যকে একত্র করে একাকার করে দেয়া হবে।

১০. সেদিন এ মানুষই বলবে, পালাবার স্থান কোথায় ?

১১. কখ্খনো না, সেখানে কোনো আশ্রয়স্থল থাকবে না।

১২. সেদিন তোমার রবের সামনেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

১৩. সেদিন মানুষকে তার আগের ও পরের কৃতকর্মসমূহ জানিয়ে দেয়া হবে।

১৪. বরং মানুষ নিজে নিজেকে খুব ভাল করে জানে।

١ لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝

٢ وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝

٣ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ۝

٤ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى أَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ۝

٥ بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهٗ ۝

٦ يَسْـَٔلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝

٧ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝

٨ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝

٩ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝

١٠ يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ۝

١١ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝

١٢ إِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِالْمُسْتَقَرُّ ۝

١٣ يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۝

١٤ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۝

---

১. কথা শুরু করা হয়েছে 'না' দিয়ে। এ থেকে নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় পূর্ব হতে কোনো কথা চলেছিল, যে কথার প্রতিবাদে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এখানে 'না' বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে—'যাকিছু তোমরা বুঝছো তা ঠিক নয়, আমি শপথ করে বলছি—আসল কথা হচ্ছে এই।'

২. কিয়ামতের সংঘটন সুনিশ্চিত—তাই কিয়ামত আসার ব্যাপারে খোদ কিয়ামতেরই কসম খাওয়া হয়েছে। সমগ্র বিশ্বব্যবস্থা সাক্ষ্য দিচ্ছে—এ বিশ্ব অনাদিও নয়, চিরস্থায়ীও নয়। এ বিশ্ব এক সময় নাস্তি থেকে অস্তিত্বে এসেছে এবং এক সময় একে অবশ্য শেষ হতেই হবে।

৩. অর্থাৎ বিবেকের যা মানুষকে অন্যায়ের জন্য তিরস্কার করে এবং মানুষের মধ্যে যার বিদ্যমানতা এ সাক্ষ্য দেয় যে, যে মানুষ নিজের কাজের জন্য দায়ী—তার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

৪. অর্থাৎ কিয়ামত অস্বীকার করার আসল কারণ হচ্ছে এই। এরূপ কোনো যুক্তিগত ও জ্ঞানগত প্রমাণ এর কারণ নয় যার ভিত্তিতে মানুষ বলতে পারে—কিয়ামত কিছুতে সংঘটিত হবে না বা কিয়ামতের সংঘটন অসম্ভব।

وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ ﴿١٥﴾

১৫. সে যতই অজুহাত[৫] পেশ করুক না কেন।

لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ ﴿١٦﴾

১৬. হে নবী![৬] এ অহীকে দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য তোমার জিহবা দ্রুত সঞ্চালন করো না।

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ﴿١٧﴾

১৭. তা মুখস্ত করানো ও পড়ানো আমারই দায়িত্ব।

فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ﴿١٨﴾

১৮. তাই আমি যখন তা পড়ি তখন এ পড়া মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ ﴿١٩﴾

১৯. অতপর এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব।

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾

২০. কখ্খনো না।[৭] আসল কথা হলো, তোমরা দ্রুত লাভ করা যায় এমন জিনিসকেই (অর্থাৎ দুনিয়া) ভালবাস

وَتَذَرُونَ ٱلْءَاخِرَةَ ﴿٢١﴾

২১. এবং আখেরাতকে উপেক্ষা করে থাক।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾

২২. সেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা তরতাজা থাকবে।

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

২৩. নিজের রবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍۭ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾

২৪. আর কিছু সংখ্যক চেহারা থাকবে উদাস-বিবর্ণ।

تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾

২৫. মনে করতে থাকবে যে, তাদের সাথে কঠোর আচরণ করা হবে।

كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ ﴿٢٦﴾

২৬. কখ্খনো না,[৮] যখন প্রাণ কণ্ঠনালীতে উপনীত হবে।

وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾

২৭. এবং বলা হবে, ঝাঁড় ফুঁক করার কেউ আছে কি ?

وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾

২৮. মানুষ বুঝে নেবে এটা দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময়।

وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴿٢٩﴾

২৯. উভয় পায়ের গোছা বা নলা একত্র হয়ে যাবে।

৫. অর্থাৎ মানুষের নামায়ে আমল (কর্মতালিকা) তার সামনে পেশ করার আসল উদ্দেশ্য অপরাধীকে তার অপরাধ সম্পর্কে জানানো নয়। প্রকাশ্য আদালতে অপরাধের প্রমাণ পেশ করা ছাড়া ইনসাফের দাবী পূর্ণ হয় না—এ কারণেই এটা আবশ্যক। নতুবা প্রত্যেক মানুষ খুব ভালো করেই জানে—সে নিজে কি।

৬. এখান থেকে আরম্ভ করে 'পরে তাঁর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়াও আমাদেরই দায়িত্বে রয়েছে" পর্যন্ত সমস্ত কথাই মাঝখানে বলা একটা কথা। পূর্ব থেকে বলে আসা কথার ধারাবাহিকতা ভংগ করে নবীকে সম্বোধন করে একথাটি বলা হয়েছে। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখন হুজুরকে এ সূরা শুনাচ্ছিল সে সময় তিনি 'পাছে ভুলে না যাই'—এ আশংকায় যবান দ্বারা তা পুনঃ আবৃত্তির চেষ্টা করছিলেন।

৭. মাঝখানে বলা কথা শেষ হয়ে যাবার পর আবার পূর্ব প্রসংগের সাথে ভাষণের ধারাবাহিকতা যুক্ত হয়েছে। এখানে 'কক্ষণও নয়'-কথাটির তাৎপর্য হলো বিশ্ব লোকের স্রষ্টা মহান আল্লাহকে তোমরা কিয়ামত সৃষ্টি করতে ও মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত করতে অক্ষম মনে করার কারণে সে পরকালকে অস্বীকার করছো তা নয়। বরং আসল কারণ হলো এই।

৮. উপর থেকে চলে আসা ভাষণের প্রসংগের সাথে এ 'কক্ষণও নয়' কথাটি সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ 'তোমরা মৃত্যুতে নাস্তি হয়ে যাবে নিজেদের প্রভুর সমীপে ফিরে যেতে হবে না'—তোমাদের এ ধারণা মিথ্যা।

৩০. সেদিনটি হবে তোমার রবের কাছে রওয়ানা করার দিন।

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۝

রুকূ' ঃ ২

৩১. কিন্তু সে সত্যকে অনুসরণও করেনি। নামাযও পড়েনি।

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ۝

৩২. বরং সে অস্বীকার করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝

৩৩. তারপর গর্বিত ভঙ্গিতে নিজের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে গিয়েছে।

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ۝

৩৪. এ আচরণ তোমার পক্ষেই শোভনীয় এবং তোমার পক্ষেই মানানসই।

أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۝

৩৫. হ্যাঁ, এ আচরণ তোমার পক্ষেই শোভনীয় এবং তোমার পক্ষেই মানানসই।

ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۝

৩৬. মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি[৯] ছেড়ে দেয়া হবে?

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ۝

৩৭. সে কি বীর্যরূপ এক বিন্দু নগণ্য পানি ছিল না, যা (মায়ের জরায়ুতে) নিক্ষিপ্ত হয়।

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ۝

৩৮. অতপর তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তার সুন্দর দেহ বানালেন

এবং তার অংগ-প্রত্যংগগুলো সুসামঞ্জস্য করলেন।

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝

৩৯. তারপর তা থেকে নারী ও পুরুষ দু'রকম মানুষ বানালেন।

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝

৪০. সেই স্রষ্টা কি মৃতদের পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন?

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۝

৯. মূল سدى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় সেই উটকে 'ইবিলুন সুদা' বলা হয় যা এমনি ছাড়া থাকে, যেদিকে ইচ্ছা বিচরণ করে, কেউ তার তত্ত্বাবধায়ক বা দেখাশুনা করার থাকে না। আমরা 'লাগামহীন উট'—কথাটি এ অর্থেই ব্যবহার করে থাকি।

সূরা আদ দাহ্‌র

৭৬

নামকরণ

সূরার একটি নাম আদ্ দাহ্‌র এবং আরেকটি নাম আল ইনসান। দুটি নামই এর প্রথম আয়াতের هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ এবং حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ আয়াতাংশ থেকে গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

তাফসীরকারদের অধিকাংশই বলেছেন যে, এটি মক্কায় অবতীর্ণ সূরা। আল্লামা যামাখশারী (র), ইমাম রাযী, কাজী বায়যাবী, আল্লামা নিজামুদ্দীন নীশাপুরী, হাফেয ইবনে কাসীর এবং আরো অনেক তাফসীরকার এটিকে মক্কী সূরা বলেই উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আলুসীর মতে এটিই অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মত। কিন্তু অপর কিছুসংখ্যক তাফসীরকারের মতে পুরা সূরাটিই মাদানী। আবার কারো কারো মতে এটি মক্কী সূরা হলেও এর ৮ থেকে ১০ পর্যন্ত আয়াতগুলো মদীনায় নাযিল হয়েছে।

অবশ্য এ সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি মাদানী সূরাসমূহের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বরং এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায়। এটি যে মক্কায় অবতীর্ণ শুধু তাই নয়, বরং মক্কী যুগেরও সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর যে পর্যায়টি আসে সে সময় নাযিল হয়েছিল। ৮ থেকে ১০ (ويطعمون الطعام থেকে يوما عبوسا قمطريرا) পর্যন্ত আয়াতগুলো গোটা সূরার বর্ণনাক্রমের সাথে এমনভাবে গাঁথা যে, যদি কেউ পূর্বাপর মিলিয়ে তা পাঠ করে তাহলে তার মনেই হবে না যে, এর আগের এবং পরের বিষয়বস্তু ১৫-১৬ বছর পূর্বে নাযিল হয়েছিল এবং এর কয়েক বছর পর নাযিল হওয়া এ তিনটি আয়াত এখানে এনে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

আসলে যে কারণে এ সূরা অথবা এর কয়েকটি আয়াতের মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে তা হলো, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আতা বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা অসুস্থ হয়ে পড়েন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং বহুসংখ্যক সাহাবী (রা) তাদের দেখতে ও রোগ সংক্রান্ত খোঁজ-খবর নিতে যান। কোনো কোনো সাহাবী (রা.) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন শিশু দুটির রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোনো মানত করেন। অতএব হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং তাঁদের কাজের মেয়ে ফিদ্দা রাদিয়াল্লাহু আনহা মানত করলেন যে, আল্লাহ তাআলা যদি শিশু দুটিকে রোগমুক্ত করেন তাহলে শুকরিয়া হিসেবে তাঁরা সবাই তিন দিন রোযা রাখবেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে উভয়ে সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং তাঁরা তিন জনে মানতের রোযা রাখতে শুরু করলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে খাবার কিছুই ছিল না। তিনি তিন সা' পরিমাণ যব ধার-কর্জ করে আনলেন (একটি বর্ণনা অনুসারে মেহনত মজদুরী করে নিয়ে আসলেন)। প্রথম রোযার দিন ইফতারী করে যখন খাওয়ার জন্য বসেছেন সে সময় একজন মিসকীন এসে খাবার চাইলো। তারা সব খাবার সে মিসকীনকে দিয়ে দিলেন এবং নিজেরা শুধু পানি পান করে রাত কাটালেন। দ্বিতীয় দিনও ইফতারীর পর যে সময় খেতে বসেছেন সে সময় একজন ইয়াতীম এসে কিছু চাইলো। সেদিনও তাঁরা সব খাবার তাকে দিয়ে দিলেন এবং নিজেরা শুধু পানি পান করে রাত কাটিয়ে দিলেন। তৃতীয় দিন ইফতার করে খাবার জন্য সবেমাত্র বসেছেন সে সময় একজন বন্দী এসে একইভাবে খাদ্য চাইলো। সেদিনের সব খাবারও তাকে দিয়ে দেয়া হলো। চতুর্থ দিন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বাচ্চা দুটিকে নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পেলেন, অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় পিতা ও দুই ছেলে তিনজনের অবস্থাই অত্যন্ত সংগীন। তিনি সেখান থেকে উঠে তাঁদের সাথে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে বাড়ীতে গিয়ে দেখতে পেলেন তিনিও ঘরের এককোণে ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় নিরব নিথর হয়ে পড়ে আছেন। এ অবস্থা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়-মন আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে হাজির হলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা আপনার পরিবার পরিজনের ব্যাপারে আপনাকে মোবারকবাদ দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেটা কি? জবাবে তিনি গোটা সূরাটা পাঠ করে শুনালেন। (ইবনে মিহরানের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ। থেকে সূরার শেষ আয়াত পর্যন্ত শুনালেন। কিন্তু ইবনে মারদুইয়া ইবনে আব্বাস থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে শুধু এতটুকু বর্ণনা করা হয়েছে যে, ويطعمون الطعام আয়াতটি হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাতে এ ঘটনার কোনো উল্লেখ নেই। আলী ইবনে আহমাদ আল ওয়াহেদী তার তাফসীর গ্রন্থ 'আল

বাসীতে' এ ঘটনাটি পুরা বর্ণনা করেছেন। যামাখশারী, রাযী, নীশাপুরী এবং অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ সম্ভবত সেখান থেকেই এ ঘটনাটি গ্রহণ করেছেন।

এ রেওয়ায়াতটি সনদের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল। তাছাড়া দেরায়াত বা বুদ্ধি-বিবেক ও বিচার-বিশ্লেষণের দিক থেকে দেখলেও এ ব্যাপারটা বেশ অদ্ভূত মনে হয় যে, একজন মিসকীন, একজন ইয়াতীম এবং একজন বন্দী এসে খাদ্য চাচ্ছে আর তাকে বাড়ীর পাঁচ পাঁচজন লোকের খাদ্য সবটাই দিয়ে দেয়া হচ্ছে। এটা কি কোনো যুক্তিসংগত ব্যাপার ? একজনের খাদ্য তাকে দিয়ে বাড়ীর পাঁচজন মানুষ চারজনের খাদ্য নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করতে পারতেন। তাছাড়া একথাও বিশ্বাস করা কঠিন যে, দু' দুটি বাচ্চা যারা সবেমাত্র রোগ থেকে নিরাময় লাভ করেছিল এবং দুর্বল ছিল তাঁদেরকেও তিন দিন যাবত অভুক্ত রাখা হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার মতো দীন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদ্বয়ও নেকীর কাজ মনে করে থাকবেন। তাছাড়াও ইসলামী শাসন যুগে কয়েদীদের ব্যাপারে কখনো এ নীতি ছিল না যে, তাদেরকে ভিক্ষা করার জন্য ছেড়ে দেয়া হবে। তারা সরকারের হাতে বন্দী হয়ে থাকলে তাদের খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা সরকারই করতেন। আবার কোনো ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করা হয়ে থাকলে তাদের খাদ্য ও বস্ত্র দান করা সে ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য হতো। তাই কোনো বন্দী ভিক্ষা করতে বের হবে মদীনায় এটা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তা সত্ত্বেও সমস্ত বর্ণনা ও যুক্তি-তর্কের দুর্বলতাসমূহ উপেক্ষা করে এ কাহিনীকে পুরোপুরি সত্য বলে ধরে নিলেও তা থেকে বড়জোর যা জানা যায় তা শুধু এতটুকু যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের লোকদের দ্বারা এ নেক কাজটি সম্পাদিত হওয়ার কারণে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুখবর শুনিয়েছেন যে, আল্লাহর কাছে আপনার আহলে বায়তের এ কাজটি অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। কারণ তারা ঠিক সে পসন্দনীয় কাজটি করেছেন আল্লাহ তাআলা যার প্রশংসা সূরা দাহরের এ আয়াতগুলোতে করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, আয়াত কয়টি এ উপলক্ষেই নাযিল হয়েছিল। শানেনুযুলের ব্যাপারে বিপুল সংখ্যক রেওয়ায়াতের অবস্থা হলো, কোনো আয়াত সম্পর্কে যখন বলা হয় যে, এ আয়াতটি অমুক উপলক্ষে নাযিল হয়েছিল তখন প্রকৃতপক্ষে তার এ অর্থ দাঁড়ায় না যে, যখন এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ঠিক তখনই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। বরং এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আয়াতটি এ ঘটনার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রযোজ্য। ইমাম সুয়ূতী তাঁর 'ইতকান' গ্রন্থে হাফেয ইবনে তাইমিয়ার এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, "রাবী যখন বলেন, এ আয়াতটি অমুক ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, তখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার অর্থ হয়, ঐ ব্যাপারটিই তার নাযিল হওয়ার কারণ। আবার কোনো কোনো সময় তার অর্থ হয়, ঐ ব্যাপারটি এ আয়াতের নির্দেশের অন্তরভুক্ত, যদিও তা তার নাযিল হওয়ার কারণ নয়।" এরপর তিনি ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশীর গ্রন্থ 'আল বুরহান ফী উলূমিল কুরআন' থেকে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। বক্তব্যটি হলো, "সাহাবা ও তাবেয়ীদের ব্যাপারে এ নীতি সাধারণ ও সর্বজনবিদিত যে, তাঁদের কেউ যখন বলেন, এ আয়াতটি অমুক ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল তখন তার অর্থ হয়, এ আয়াতের নির্দেশ ঐ ব্যাপারে প্রযোজ্য ; তার এ অর্থ কখনো হয় না যে, উক্ত ঘটনাই এ আয়াতটির নাযিলের কারণ। প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে আয়াতটি থেকে দলীল পেশ করা হয় মাত্র। তা দ্বারা ঘটনা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয় না।"–আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১, মুদ্রণ ১৯২৯ ইং।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হলো দুনিয়ায় মানুষকে তার প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করা। তাকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, সে যদি তার এ মর্যাদা ও অবস্থানকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে শোকর বা কৃতজ্ঞতামূলক আচরণ করে তাহলে তার পরিণতি কি হবে এবং তা না করে যদি কুফরীর পথ অবলম্বন করে তাহলেই বা কি ধরনের পরিণতির সম্মুখীন হবে। কুরআনের বড় বড় সূরাগুলোতে এ বিষয়টি সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মক্কী যুগের প্রথম পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাগুলোর একটি বিশেষ বর্ণনাভঙ্গি হলো পরবর্তী সময়ে যেসব বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে এ যুগে সে বিষয়গুলোই অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী পন্থায় মন-মগজে গেঁথে দেয়া হয়েছে। এজন্য সুন্দর ও ছোট ছোট এমন বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে যা আপনা আপনি শ্রোতার মুখস্ত হয়ে যায়।

এতে সর্বপ্রথম মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এক সময় এমন ছিল, যখন সে কিছুই ছিল না। তারপর সংমিশ্রিত বীর্য দ্বারা এত সূক্ষ্মভাবে তার সৃষ্টির সূচনা করা হয়েছে যে, তার মা পর্যন্তও বুঝতে পারেনি যে, তার অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে। অন্য কেউও তার এ অণুবীক্ষণিক সত্তা দেখে একথা বলতে সক্ষম ছিল না যে, এটাও আবার কোনো মানুষ, যে পরবর্তী সময়ে এ পৃথিবীতে সৃষ্টির সেরা হিসেবে গণ্য হবে। এরপর মানুষকে এ বলে সাবধান করা হয়েছে যে, এভাবে তোমাকে সৃষ্টি করে এ পর্যায়ে তোমাকে পৌঁছানোর কারণ হলো তোমাকে দুনিয়াতে রেখে আমি পরীক্ষা করতে চাই। তাই অন্যান্য সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিপরীত তোমাকে

বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছি এবং তোমার সামনে শোকর ও কুফরের দুটি পথ স্পষ্ট করে রেখে দেয়া হয়েছে। এখানে কাজ করার জন্য তোমাকে কিছু সময়ও দেয়া হয়েছে। এখন আমি দেখতে চাই এ সময়ের মধ্যে কাজ করে অর্থাৎ এভাবে গৃহীত পরীক্ষার মাধ্যমে তুমি নিজেকে শোকরগোজার বান্দা হিসেবে প্রমাণ করো না কাফের বান্দা হিসেবে প্রমাণ করো।

অতপর যারা এ পরীক্ষায় কাফের বলে প্রমাণিত হবে আখেরাতে তাদের কি ধরনের পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে তা শুধু একটি আয়াতের মাধ্যমেই পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে।

তারপর আয়াত নং ৫ থেকে ২২ পর্যন্ত একাদিক্রমে সেসব পুরস্কার ও প্রতিদানের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা দিয়ে সেসব লোকদের তাদের রবের কাছে অভিষিক্ত করা হবে, যারা এখানে যথাযথভাবে বন্দেগী করেছে। এ আয়াতগুলোতে শুধুমাত্র তাদের সর্বোত্তম প্রতিদান দেয়ার কথার বর্ণনা করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি। বরং সংক্ষেপে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, কি কি কাজের জন্য তারা এ প্রতিদান লাভ করবে। মক্কী যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট হলো, তাতে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়ার সাথে সাথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে অতি মূল্যবান নৈতিক গুণাবলী এবং নেক কাজের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন সব কাজ-কর্ম ও এমন সব মন্দ নৈতিক দিকের উল্লেখ করা হয়েছে যা থেকে ইসলাম মানুষকে পবিত্র করতে চায়। আর দুনিয়ার এ অস্থায়ী জীবনে ভাল অথবা মন্দ কি ধরনের ফলাফল প্রকাশ পায় সেদিক বিবেচনা করে এ দুটি জিনিস বর্ণনা করা হয়নি। বরং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে তার স্থায়ী ফলাফল কি দাঁড়াবে কেবল সে দিকটি বিবেচনা করেই তা বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়ার এ জীবনে কোনো খারাপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট কল্যাণকর প্রমাণিত হোক বা কোনো ভাল চারিত্রিক গুণ ক্ষতিকর প্রমাণিত হোক তা এখানে বিবেচ্য নয়।

এ পর্যন্ত প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হলো। এরপর দ্বিতীয় রুকূ'তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে তিনটি কথা বলা হয়েছে। এক, এ কুরআনকে অল্প অল্প করে তোমার ওপরে আমিই নাযিল করছি। এর উদ্দেশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাবধান করে দেয়া নয়, বরং কাফেরদের সাবধান করে দেয়া। কাফেরদের সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, কুরআন মজীদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনগড়া বা স্বরচিত গ্রন্থ নয়, বরং তার নাযিলকর্তা আমি নিজে। আমার জ্ঞান ও কর্মকৌশলের দাবী হলো, আমি যেন তা একবারে নাযিল না করি বরং অল্প অল্প করে বারে বারে নাযিল করি। দ্বিতীয় যে কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে তা হলো, তোমার রবের ফায়সালা আসতে যত দেরীই হোক না কেন এবং এ সময়ের মধ্যে তোমার ওপর দিয়ে যত কঠিন ঝড়-ঝঞ্ঝাই বয়ে যাক না কেন তুমি সর্বাবস্থায় ধৈর্যের সাথে তোমার রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে থাকো। কখনো এসব দুষ্কর্মশীল ও সত্য অস্বীকারকারী লোকদের কারো চাপে পড়ে নতি স্বীকার করবে না। তৃতীয় যে কথাটি তাঁকে বলা হয়েছে তা হলো, রাত দিন সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করো, নামায পড় এবং আল্লাহর ইবাদাতে রাত কাটিয়ে দাও। কারণ কুফরের বিধ্বংসী প্লাবনের মুখে এ জিনিসটিই আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের পা-কে দৃঢ় ও মযবুত করে।

এরপর আরেকটি ছোট বাক্যে কাফেরদের ভ্রান্ত আচরণের মূল কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তারা আখেরাতকে ভুলে দুনিয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছে। দ্বিতীয় আরেকটি বাক্যে তাদের এ মর্মে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা নিজে নিজেই জন্ম লাভ করোনি। আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, বুকের এ চওড়া ছাতি এবং মযবুত ও সবল হাত-পা তুমি নিজেই নিজের জন্য বানিয়ে নাওনি। ওগুলোও আমি তৈরি করেছি। আমি তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। সবসময়ের জন্য সে ক্ষমতা আমার করায়ত্ব। আমি তোমাদের চেহারা ও আকৃতি বিকৃত করে দিতে পারি। তোমাদের ধ্বংস করে অন্য কোনো জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারি। তোমাদের মেরে ফেলার পর যে চেহারা ও আকৃতিতে ইচ্ছা পুনরায় তোমাদের সৃষ্টি করতে পারি।

সবশেষে এ বলে বক্তব্য শেষ করা হয়েছে যে, এ কুরআন একটি উপদেশপূর্ণ বাণী। যার ইচ্ছা সে গ্রহণ করে তার প্রভুর পথ অবলম্বন করতে পারে। তবে দুনিয়াতে মানুষের ইচ্ছা সবকিছু নয়। আল্লাহর ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত কারো ইচ্ছাই পূরণ হতে পারে না। তবে আল্লাহর ইচ্ছা অযৌক্তিকভাবে হয় না। তিনি যা-ই ইচ্ছা করুন না কেন তা হয় নিজের জ্ঞান ও কর্মকৌশলের আলোকে। এ জ্ঞান ও কর্মকৌশলের ভিত্তিতে তিনি যাকে তাঁর রহমত লাভের উপযুক্ত মনে করেন তাকে নিজের রহমতের অন্তরভুক্ত করে নেন। আর তাঁর কাছে যে যালেম বলে প্রমাণিত হয় তার জন্য তিনি অত্যন্ত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

❐

আয়াত-৩১ ৭৬-সূরা আদ দাহ্‌র-মাদানী রুকূ'-২

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
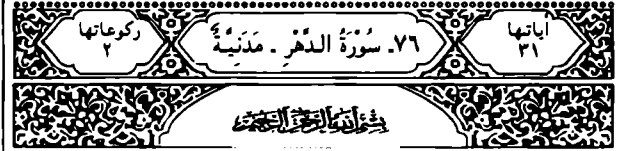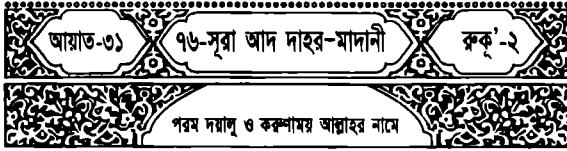
১. মানুষের ওপরে কি অন্তহীন মহাকালের এমন একটি সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনো জিনিসই ছিল না?[১]

١ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ○

২. আমি মানুষকে এক সংমিশ্রিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। যাতে তার পরীক্ষা নিতে পারি। এ উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি।[২]

٢ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ○

৩. অমি তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। এরপর হয় সে শোকরগোযার হবে নয়তো হবে কুফরের পথ অনুসরণকারী।[৩]

٣ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ○

৪. আমি কাফেরদের জন্য শিকল, বেড়ি এবং জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।

٤ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ○

৫. (জান্নাতে) নেক্‌কার লোকেরা পানপাত্র থেকে এমন শরাব পান করবে যাতে কর্পূর পানি সংমিশ্রিত থাকবে।

٥ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ○

৬. এটি হবে একটি বহমান ঝর্ণা, আল্লাহর বান্দারা যার পানির সাথে শরাব মিশিয়ে পান করবে এবং যেখানেই ইচ্ছা সহজেই তার শাখা-প্রশাখা বের করে নেবে।

٦ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ○

৭. এরা হবে সেসব লোক যারা (দুনিয়াতে) মানত[৪] পূরণ করে সে দিনকে ভয় করে যার বিপদ সবখানে ছড়িয়ে থাকবে।

٧ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ○

৮. আর আল্লাহর মহব্বতে মিসকীন, ইয়াতীম এবং বন্দীকে খাবার দান করে

٨ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ○

৯. এবং (তাদেরকে বলে,) আমরা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তোমাদের খেতে দিচ্ছি। আমরা তোমাদের কাছে এর কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা পেতে চাই না।

٩ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ○

১০. আমরা তো আমাদের রবের পক্ষ থেকে সেদিনের আযাবের ভয়ে ভীত, যা হবে কঠিন বিপদ ভরা অতিশয় দীর্ঘ দিন।

١٠ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ○

১১. আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সেদিনের অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ দান করবেন।

١١ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ○

১. উদ্দেশ্য প্রশ্ন করা নয়। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কাছ থেকে একথার স্বীকৃতি আদায় করা যে ঃ হাঁ তার উপর দিয়ে এরূপ এক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং এছাড়া তাকে এ চিন্তা করতে বাধ্য করা যে—যদি এর পূর্বে তাঁকে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আনা হয়ে থাকে, তবে তার পক্ষে দ্বিতীয়বার পয়দা হওয়া অসম্ভব হবে কেন?

২. অর্থাৎ তাকে জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ও বিবেকবান করে সৃষ্টি করেছি।

৩. অর্থাৎ অবাধ্যতা—অকৃতজ্ঞতা এবং কৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন করার স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে অবাধ্যতা-অকৃতজ্ঞতার পথ কোন্‌টি ও কৃতজ্ঞতার পথ কোন্‌টি।

৪. 'মানত' অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ফরযের অতিরিক্ত কোনো সৎকার্জ সম্পন্ন করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুতি দান করা।

١٢ وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝

১২. আর তাদের সবরের বিনিময়ে[৫] তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন।

١٣ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ۝

১৩. তারা সেখানে উচুঁ আসনের ওপরে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রোদের উত্তাপ কিংবা শীতের তীব্রতা তাদের কষ্ট দেবে না।

١٤ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝

১৪. জান্নাতের বৃক্ষরাজির ছায়া তাদের ওপর ঝুঁকে পড়ে ছায়া দিতে থাকবে। আর তার ফলরাজি সবসময় তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে (তারা যেভাবে ইচ্ছা চয়ন করতে পারবে)।

١٥ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ ۝

১৫. তাদের সামনে রৌপ্য[৬] পাত্র ও স্বচ্ছ কাঁচের পাত্রসমূহ পরিবেশিত হতে থাকবে।[৭]

١٦ قَوَارِيْرَا۠ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝

১৬. কাঁচ পাত্রও হবে রৌপ্য জাতীয় ধাতুর যা (জান্নাতের ব্যবস্থাপ করা) যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করে রাখবে।

١٧ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۝

১৭. সেখানে তাদের এমন সুরা পাত্র পান করানো হবে যাতে শুকনো আদার সংমিশ্রণ থাকবে।[৮]

١٨ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ۝

১৮. এটি জান্নাতের একটি ঝর্ণা যা 'সালসাবীল' নামে অভিহিত।

١٩ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ۝

১৯. তাদের সেবার জন্য এমন সব কিশোর বালক সদা তৎপর থাকবে যারা চিরদিনই কিশোর থাকবে। তুমি তাদের দেখলে মনে করবে যেন ছড়ানো ছিটানো মুক্তা।

٢٠ وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ۝

২০. তুমি সেখানে যে দিকেই তাকাবে সেদিকেই শুধু নিয়ামত আর ভোগের উপকরণের সমাহার দেখতে পাবে এবং বিশাল সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে।

٢١ عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ۖ وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ۝

২১. তাদের পরিধানে থাকবে মিহি রেশমের সবুজ পোশাক এবং মখমল ও সোনালী কিংখাবের বস্ত্ররাজি। আর তাদেরকে রৌপ্যের কঙ্কন[৯] পরানো হবে। আর তাদের রব তাদেরকে অতি পবিত্র শরাব পান করাবেন।

٢٢ اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ۝

২২. এ হচ্ছে তোমাদের জন্য প্রতিদান। কারণ, তোমাদের কাজকর্ম মূল্যবান প্রমাণিত হয়েছে।

৫. ঈমান আনার পর জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করার এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকার অর্থে এখানে 'সবর' (ধৈর্য-সহিষ্ণুতা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. সূরা যুখরুফের ৭১নং আয়াতে বলা হয়েছে তাদের সামনে স্বর্ণপাত্র আবর্তিত করানো হতে থাকবে। এ থেকে জানা গেল কখনও সেখানে স্বর্ণপাত্র হবে এবং কখনও রৌপ্য পাত্র।

৭. অর্থাৎ রৌপ্য নির্মিত হবে, কিন্তু কাঁচের মতো স্বচ্ছ ঝক্‌ঝকে।

৮. আরববাসীরা মদের সাথে শূঁটমিশ্রিত পানির সংমিশ্রণ খুব পসন্দ করতো। এ কারণে বলা হয়েছে তাদের সেখানে সেই ধরনের শরাব পান করানো হবে যাতে শূঁটের সংমিশ্রণ থাকবে।

রুকূ’ ঃ ২

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۝٢٣

২৩. হে নবী! আমিই তোমার ওপরে এ কুরআন অল্প অল্প করে নাযিল করেছি।[10]

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ۝٢٤

২৪. তাই তুমি ধৈর্যের[11] সাথে তোমার রবের হুকুম পালন করতে থাকো। এবং এদের মধ্যকার কোনো দুষ্কর্মশীল এবং সত্য অমান্যকারীর কথা শুনবে না।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝٢٥

২৫. সকাল সন্ধ্যায় তোমার রবের নাম স্মরণ করো।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝٢٦

২৬. রাতের বেলায়ও তার সামনে সিজ্‌দায় অবনত হও। রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর তাসবীহ অর্থাৎ পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো।[12]

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۝٢٧

২৭. এসব লোক তো দ্রুত লাভ করা যায় এমন জিনিসকে (দুনিয়াকে) ভালবাসে এবং ভবিষ্যতে যে কঠিন দিন আসছে তাকে উপেক্ষা করে চলছে।

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ۝٢٨

২৮. আমিই এদের সৃষ্টি করেছি এবং এদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সন্ধিস্থল মজবুত করেছি। আর যখনই চাইবো তাদের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে দেব।

إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝٢٩

২৯. এটি একটি উপদেশ বাণী। এখন কেউ চাইলে তার রবের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারে।

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝٣٠

৩০. তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না যদি আল্লাহ না চান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞ।

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝٣١

৩১. যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তাঁর রহমতের মধ্যে শামিল করেন। আর যালেমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি।

---

৯. সূরা হজ্জের ২৩নং আয়াত ও সূরা ফাতেরের ৩৩নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সেখানে তাদের সোনার কঙ্কন পরানো হবে। এর থেকে জানা গেল তারা নিজেদের ইচ্ছা ও পসন্দ অনুযায়ী কখনও সোনার কঙ্কন পরিধান করবে, কখনও রূপার কঙ্কন পরিধান করবে এবং কখনও উভয়কে মিলিয়ে পরিধান করবে।

১০. এখানে বাহ্যতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে কাফেরদের একটি আপত্তির উত্তর দেয়া হচ্ছে। তারা বলতো—'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিন্তা করে করে এ কুরআন নিজে রচনা করেছে, যদি সেরূপ না হয়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো আদেশ অবতীর্ণ হতো তবে তা এক সাথে অবতীর্ণ হতো।

১১. অর্থাৎ তোমার প্রভু যে মহান কাজের দায়িত্বে তোমাকে নিযুক্ত করেছেন, সে পথের কাঠিন্যে ও বিপদ আপদে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর। যাকিছু ঘটুক না কেন অবিচলভাবে তা সহ্য করে যাও, কোনোক্রমেই বিচলিত ও পদস্খলিত হয়ো না।

১২. যখন সময় নির্ধারণ সহ আল্লাহর 'যিক্‌রের' কথা বলা হয়, তখন তার অর্থ—নামায। আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রথম বলা হয়েছে- واذكر اسم ربك بكرة واصيلا "তোমরা আল্লাহর নাম সকাল সন্ধ্যায় স্মরণ কর"। আরবী ভাষায় 'বোক্‌রা' উষাকালকেবলা হয়। আর 'আসিলা' শব্দটি মধ্যাহ্ন সূর্যের পশ্চিম দিকে ঢলে পড়া থেকে সূর্যাস্ত কাল পর্যন্ত সময় বুঝায়। যোহর ও আসরের সময় এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এরপর বলা হয়েছে ঃ ومن الليل فاسجدله -"রাতেও তাঁর সমীপে সিজদায় অবনত হও।" রাত্রিকাল সূর্যাস্তের পর শুরু হয়। সুতরাং রাত্রিকালে সিজদা করার নির্দেশের মধ্যে মাগরিব ও এশা এ দুই ওয়াক্তের নামায অন্তর্ভুক্ত হবে। এরপর বলা হয়েছে, 'রাত্রির দীর্ঘ সময়ে তাঁর তাসবীহ্ করতে থাক"-এর দ্বারা তাহাজ্জুদ নামাযের দিকে সুস্পষ্ট ইংগিত করা হয়েছে।

সূরা আল মুরসালাত

৭৭

নামকরণ

প্রথম আয়াতের وَالْمُرْسَلٰتِ শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার পুরো বিষয়বস্তু থেকে প্রকাশ পায় যে, এটি মক্কী যুগের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছিল। এর আগের দুটি সূরা অর্থাৎ সূরা কিয়ামাহ ও সূরা দাহর এবং পরের দুটি সূরা অর্থাৎ সূরা আন নাবা ও নাযিআত যদি এর সাথে মিলিয়ে পড়া যায় তাহলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এ সূরাগুলো সব একই যুগে অবতীর্ণ। আর এর বিষয়বস্তুও একই যা বিভিন্ন ভংগিতে উপস্থাপন করে মক্কাবাসীদের মন-মগজে বদ্ধমূল করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু কিয়ামত ও আখেরাতকে প্রমাণ করা এবং এ সত্যকে অস্বীকার করলে কিংবা মেনে নিলে পরিণামে যেসব ফলাফল পাবে সে বিষয়ে মক্কাবাসীদের সচেতন করে দেয়া।

কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার যে খবর দিয়েছেন তা যে অবশ্যই হবে প্রথম সাতটি আয়াতে বাতাসের ব্যবস্থাপনাকে তার সত্যতা ও বাস্তবতার সপক্ষে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এতে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যে, যে অসীম ক্ষমতাশালী সত্তা পৃথিবীতে এ বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা কায়েম করেছেন তাঁর শক্তি কিয়ামত সংঘটিত করতে অক্ষম হতে পারে না। আর যে স্পষ্ট যুক্তি ও কৌশল এ ব্যবস্থাপনার পেছনে কাজ করছে তাও প্রমাণ করে যে, আখেরাত অবশ্যই সংঘটিত হওয়া উচিত। কারণ পরম কুশলী স্রষ্টার কোনো কাজই নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। আখেরাত যদি না থাকে তাহলে এর অর্থ হলো, এ গোটা বিশ্বজাহান একেবারেই উদ্দেশ্যহীন।

মক্কাবাসীরা বারবার বলতো যে, তুমি আমাদের যে কিয়ামতের ভয় দেখাচ্ছো তা এনে দেখাও। তাহলে আমরা তা মেনে নেব। ৮ থেকে ১৫ আয়াতে তাদের এ দাবীর উল্লেখ না করে এ বলে তার জবাব দেয়া হয়েছে যে, তা কোনো খেলা বা তামাশার বস্তু নয় যে, যখনই কোনো ঠাট্টাবাজ বা ভাঁড় তা দেখানোর দাবী করবে তখনই তা দেখিয়ে দেয়া হবে। সেটা তো মানবজাতি ও তার প্রতিটি সদস্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালার দিন। সে জন্য আল্লাহ তাআলা একটা বিশেষ সময় ঠিক করে রেখেছেন। ঠিক সে সময়ই তা সংঘটিত হবে। আর যখন তা আসবে তখন সে এমন ভয়ানক রূপ নিয়ে আসবে যে, আজ যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভংগিতে তার দাবী করছে সে সময় তারা দিশেহারা ও অস্থির হয়ে পড়বে। তখন ঐসব রসূলগণের সাক্ষ্য অনুসারেই এদের মোকদ্দমার ফায়সালা হবে, যাদের দেয়া খবরকে এসব আল্লাহদ্রোহী আজ অত্যন্ত নিঃশঙ্কচিত্তে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছে। অতপর তারা নিজেরাই জানতে পারবে যে, কিভাবে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের আয়োজন করেছে।

১৬ থেকে ১৮ আয়াত পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে কিয়ামত ও আখেরাত সংঘটিত হওয়া এবং তার অনিবার্যতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের নিজের ইতিহাস, তার জন্ম এবং যে পৃথিবীতে সে জীবনযাপন করছে তার গঠন, আকৃতি ও বিন্যাস সাক্ষ পেশ করছে যে, কিয়ামতের আসা এবং আখেরাত অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব এবং আল্লাহ তাআলার প্রাজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার দাবীও বটে। মানুষের ইতিহাস বলছে, যেসব জাতিই আখেরাত অস্বীকার করেছে পরিণামে তারা বিপথগামী হয়েছে এবং ধ্বংস হয়ে গেছে। এর অর্থ হলো, আখেরাত এমন একটি সত্য যে, যে জাতিরই আচার-আচরণ ও রীতি-নীতি এর বিপরীত হবে তার পরিণাম হবে সেই অন্ধের মতো যে সামনের দিক থেকে দ্রুত এগিয়ে আসা গাড়ীর দিকে বল্গাহারার মতো এগিয়ে যাচ্ছে। এর আরো একটি অর্থ হলো, বিশ্ব সাম্রাজ্যের মধ্যে শুধু প্রাকৃতিক আইন (Physical Law) কার্যকর নয়, বরং একটি নৈতিক আইনও (Moral Law) এখানে কার্যকর রয়েছে। আর এ বিধান অনুসারে এ পৃথিবীতেও কাজের প্রতিদান দেয়ার সিলসিলা বা ধারা চালু আছে। কিন্তু দুনিয়ার এ জীবনে প্রতিদানের এ বিধান যেহেতু পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হতে পারছে না, তাই বিশ্বজাহানের নৈতিক বিধান অনিবার্যভাবেই দাবী করে যে, এমন একটি সময় আসা উচিত যখন তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে এবং সেসব ভাল ও মন্দের যথোপযুক্ত প্রতিদান বা শাস্তি দেয়া হবে যা এখানে উপযুক্ত প্রতিদান বা পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল বা শাস্তি থেকে বেঁচে গিয়েছিল। এর জন্য মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবন হওয়া অপরিহার্য। মানুষ দুনিয়ায় যেভাবে জন্মলাভ করে সে বিষয়ে যদি সে

চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে তার বিবেক-বুদ্ধি—অবশ্য যদি সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি থাকে—এ বিষয়টি অস্বীকার করতে পারে না যে, যে আল্লাহ নগণ্য বীর্য দ্বারা মানুষ সৃষ্টির সূচনা করে তাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত করেছেন সে আল্লাহর পক্ষে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা নিশ্চিতভাবেই সম্ভব। মানুষ সারা জীবন যে পৃথিবীতে বাস করে মৃত্যুর পর তার শরীরের বিভিন্ন অংশ সেখান থেকে উধাও হয়ে যায় না। বরং তার দেহের এক একটি অণু-পরমাণু এ পৃথিবীতেই বিদ্যমান থাকে। পৃথিবীর এ মাটির ভাণ্ডার থেকেই সে সৃষ্টি হয়, বেড়ে ওঠে ও লালিত-পালিত হয় এবং পুনরায় সে পৃথিবীর মাটির ভাণ্ডারেই গচ্ছিত হয়। যে আল্লাহ মাটির এ ভাণ্ডার থেকে প্রথমবার তাকে বের করেছিলেন তাতে মিশে যাওয়ার পর তিনি তাকে পুনরায় বের করে আনতে সক্ষম। তাঁর যুক্তি ও কৌশল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে তোমরা এ বিষয়টিও অস্বীকার করতে পারবে না যে, পৃথিবীতে যে ক্ষমতা ও ইখতিয়ার তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার সঠিক ও ভুল প্রয়োগের হিসেব-নিকেশ নেয়াও নিশ্চিতভাবেই তাঁর বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞতার দাবী এবং বিনা হিসেবে ছেড়ে দেয়াও তার যুক্তি ও কৌশলের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এরপর ২৮ থেকে ৪০ পর্যন্ত আয়াতে আখেরাত অস্বীকারকারীদের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। ৪১ থেকে ৪৫ আয়াত পর্যন্ত সেসব লোকের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে, যারা আখেরাতের ওপর ঈমান এনে দুনিয়ায় থেকেই নিজেদের পরিণাম গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে। তারা আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা, নৈতিক চরিত্র ও কাজ-কর্ম এবং নিজের জীবন ও কর্মের সমস্ত মন্দ দিক থেকে দূরে অবস্থান করেছে যা মানুষের দুনিয়ার আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করলেও পরিণামকে ধ্বংস করে।

সবশেষে যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে যত আমোদ-ফূর্তি করতে চাও, করে নাও। শেষ অবধি তোমাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত ধ্বংসকর। বক্তব্যের সমাপ্তি টানা হয়েছে এই বলে যে, এ কুরআনের মাধ্যমেও যে ব্যক্তি হিদায়াত লাভ করতে পারে না তাকে দুনিয়ার কোনো জিনিসই হিদায়াত দান করতে সক্ষম নয়।

❒

আয়াত-৫০ ৭৭-সূরা আল মুরসালাত-মাক্কী রুকূ'-২

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
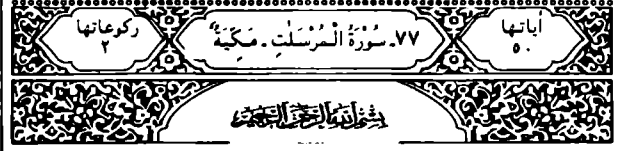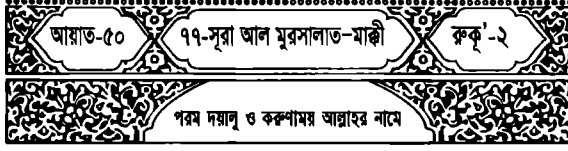
১ শপথ সে (বাতাসের) যা একের পর এক প্রেরিত হয়।

২. তারপর ঝড়ের গতিতে প্রবাহিত হয়

৩. এবং (মেঘমালাকে) বহন করে নিয়ে ছড়িয়ে দেয়।

৪. তারপর তাকে ফেঁড়ে বিচ্ছিন্ন করে।

৫. অতপর (মনে আল্লাহর) স্মরণ জাগিয়ে দেয়,

৬. ওযর হিসেবে অথবা ভীতি হিসেবে।[১]

৭. যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।[২]

৮. অতপর তারকাসমূহ যখন নিষ্প্রভ হয়ে যাবে

৯. এবং আসমান ফেঁড়ে দেয়া হবে

১০. আর পাহাড় ধুনিত করা হবে

১১. এবং রাসূলদের হাযির হওয়ার সময় এসে পড়বে।[৩]

১২. (সেদিন ঐ ঘটনাটি সংঘটিত হবে)। কোন্ দিনের জন্য একাজ বিলম্বিত করা হয়েছে ?

১৩. ফায়সালার দিনের জন্য।

১৪. তুমি কি জান সে ফায়সালার দিনটি কি ?

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۝١

فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۝٢

وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۝٣

فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۝٤

فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۝٥

عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۝٦

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ۝٧

فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۝٨

وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۝٩

وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝١٠

وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ۝١١

لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ۝١٢

لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝١٣

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝١٤

১. অর্থাৎ কখনও বাতাস রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় ও দুর্ভিক্ষের আশংকা দেখা দেয়ায় মানুষের অন্তর দ্রবীভূত হয় ও তারা অনুতাপ-অনুশোচনাসহ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে ও তাদের পাপ ত্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতে শুরু করে ; আর কখনও এ বাতাস আল্লাহর করুণার ধারা বৃষ্টি আনয়ন করায় লোকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আবার কখনও এ বাতাসের প্রবল ঝটিকার প্রচণ্ডতা দেখে মানুষের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং ধ্বংসের ভয়ে মানুষ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

২. অর্থাৎ বাতাসের এ ব্যবস্থাপনা সাক্ষ্য দেয়—এক সময় কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। বাতাস যদিও সৃষ্টির জীবন রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, কিন্তু আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন এ বাতাসকেই ধ্বংসের কারণ স্বরূপ করতে পারেন এবং তা করে থাকেন।

৩. মহান কুরআনের মধ্যে কয়েক স্থানে একথা বলা হয়েছে যে—হাশরের ময়দানে মানবজাতির মকদ্দমা যখন আল্লাহর আদালতে পেশ হবে তখন সাক্ষ্যদানের জন্য প্রত্যেক মানব গোষ্ঠীর প্রতি প্রেরিত রসূলকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপিত করা হবে এবং রসূল সাক্ষ্যদান করবেন যে—আল্লাহর পয়গাম তিনি তাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٥﴾ اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦﴾

১৫-১৬. সেদিন ধ্বংস অপেক্ষা করছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। আমি কি পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করিনি ?

ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. আবার পরবর্তী লোকদের তাদের অনুগামী করে দেব।

كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮. অপরাধীদের সাথে আমরা এরূপই করে থাকি।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯. সেদিন ধ্বংস অপেক্ষা করছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।[৪]

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٢٠﴾

২০. আমি কি তোমাদেরকে এক নগণ্য পানি থেকে সৃষ্টি করিনি।

فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿٢١﴾

২১. এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য

اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢٢﴾

২২. একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তা স্থাপন করেছিলাম না ?

فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তাহলে দেখো, আমি তা করতে পেরেছি। অতএব আমি অত্যন্ত নিপুণ ক্ষমতাধর।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।[৫]

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾

২৫. আমি কি যমীনকে ধারণ ক্ষমতার অধিকারী বানাইনি,

اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

২৬. জীবিত ও মৃত উভয়ের জন্য ?

وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾

২৭. আর আমি তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা আর পান করিয়েছি তোমাদেরকে সুপেয় পানি।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।[৬]

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. চলো[৭] এখন সে জিনিসের কাছে যাকে তোমরা মিথ্যা বলে মনে করতে।

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾

৩০. চলো সে ছায়ার কাছে যার আছে তিনটি শাখা।[৮]

لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾

৩১. যে ছায়া ঠাণ্ডা নয় আবার আগুনের শিখা থেকে রক্ষাও করে না।

اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾

৩২. সে আগুন প্রাসাদের মত বড় বড় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে।

৪. এখানে এ বাক্যাংশের অর্থ—দুনিয়াতে তাদের যা পরিণাম ঘটেছে অথবা ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা তাদের আসল শাস্তি নয়। তাদের উপর আসল শাস্তি বা ধ্বংস তো পরকালে শেষ সিদ্ধান্তের দিনে অবতীর্ণ হবে।

৫. অর্থাৎ মৃত্যুপর জীবনের সম্ভাবনার এ সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যারা তাকে মিথ্যা বলছে সেদিন তারা ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

৬. অর্থাৎ যারা আল্লাহর শক্তি মহিমা ও জ্ঞান-কৌশলের বিস্ময়কর ক্রিয়াকাণ্ড দেখেও পরকালের সম্ভাবনা ও যৌক্তিকতা অস্বীকার করে তারা নিজেদের এ খাম-খেয়ালীর মধ্যে নিজেরা মগ্ন থাকতে চায় থাকুক, কিন্তু যেদিন তাদের ধারণার বিপরীত এসব কিছু সংঘটিত হবে সেদিন তারা একথা জানতে পারবে যে, তাদের মূর্খতার জন্য তারা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করেছে।

৭. পরকালের সত্যতার যুক্তিপ্রমাণ দেয়ার পর এখন জানানো হচ্ছে, যখন তা সংঘটিত হবে তখন সেখানে অমান্যকারীদের কি অবস্থা ঘটবে।

৮. ধুঁয়ার ছায়া তিনটি শাখার অর্থ ঃ যখন খুব বৃহদাকার কোনো ধুম্রপিণ্ড উত্থিত হয়, তখন উর্ধে গিয়ে তা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে।

৩৩. (উৎক্ষেপণের সময় যা দেখে মনে হবে) তা যেন হলুদ বর্ণের উট।

৩৪. সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

৩৫. এটি সেদিন যেদিন তারা না কিছু বলবে

৩৬. এবং না তাদেরকে ওযর পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে।[৯]

৩৭. সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

৩৮. এটা চূড়ান্ত ফায়সালার দিন। আমি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের একত্রিত করেছি।

৩৯. তোমাদের যদি কোনো অপকৌশল থেকে থাকে তাহলে আমার বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করে দেখো

৪০. সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

রুকূ' ঃ ২

৪১. মুত্তাকীরা আজ সুশীতল ছায়া ও ঝর্ণাধারার মধ্যে অবস্থান করছে।

৪২. আর যে ফল তারা কামনা করে (তা তাদের জন্য প্রস্তুত)।

৪৩. যে কাজ তোমরা করে এসেছো তার পুরস্কার স্বরূপ আজ তোমরা মজা করে খাও এবং পান করো।

৪৪. আমি নেককার লোকদের এরূপ পুরস্কারই দিয়ে থাকি।

৪৫. সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

৪৬. খেয়ে নাও[১০] এবং ফূর্তি কর। কিছুদিনের জন্য, আসলে তো তোমরা অপরাধী।

৪৭. সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

৪৮. যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহর সামনে অবনত হও, তখন তারা অবনত হয় না।

৪৯. সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

৫০. এখন এ কুরআন ছাড়া আর কোন্ বাণী এমন হতে পারে যার ওপর এরা ঈমান আনবে ?

٣٣ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ○

٣٤ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

٣٥ هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ○

٣٦ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ○

٣٧ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

٣٨ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ○

٣٩ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ○

٤٠ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

٤١ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ○

٤٢ وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ○

٤٣ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

٤٤ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○

٤٥ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

٤٦ كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ○

٤٧ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

٤٨ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ○

٤٩ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

٥٠ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ○

৯. অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা এরূপ মযবুত সাক্ষ্য প্রমাণিত হবে যে, তারা সম্পূর্ণ বিমূঢ় হয়ে পড়বে এবং তাদের জন্য নিজেদের অনুকূলে কোনো ওযর-ওজুহাত পেশ করার কোনো অবকাশই বাকী থাকবে না।

১০. ভাষণের সমাপ্তিতে মাত্র মক্কার কাফেরদের নয়, বরং দুনিয়ার সমস্ত কাফেরদের সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছে।

সূরা আন নাবা

৭৮

নামকরণ

দ্বিতীয় আয়াতের عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ বাক্যাংশের 'আন্ নাবা' শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর এটি কেবল নামই নয়, এ সূরার সমগ্র বিষয়বস্তুর শিরোনামও এটিই। কারণ নাবা মানে হচ্ছে কিয়ামত ও আখেরাতের খবর। আর এ সূরায় এরি ওপর সমস্ত আলোচনা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

সূরা আল মুরসালাতের ভূমিকায় আগেই বলে এসেছি, সূরা আল কিয়ামাহ থেকে আন্ নাযিআত পর্যন্ত সবকটি সূরার বিষয়বস্তুর পরস্পরের সাথে একটা মিল আছে এবং এ সবগুলোই মক্কা মুআয্যমার প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছিল বলে মনে হয়।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

সূরা আল মুরসালাতে যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে এখানেও সে একই বিষয়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ এখানেও কিয়ামত ও আখেরাত অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণ এবং তা মানা ও না মানার পরিণতি সম্পর্কে লোকদের অবহিত করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম দিকে মক্কা মুআয্যমায় তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন। এক, আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করা যাবে না। দুই, তাঁকে আল্লাহ নিজের রসূলের পদে নিযুক্ত করেছেন। তিন, এ দুনিয়া একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর শুরু হবে আর এক নতুন জগতের। সেখানে আগের ও পরের সব লোকদের আবার জীবিত করা হবে। দুনিয়ায় যে দৈহিক কাঠামো ধারণ করে তারা কাজ করেছিল সেই কাঠামো সহকারে তাদের উঠানো হবে। তারপর তাদের বিশ্বাস ও কাজের হিসেব নেয়া হবে। এ হিসেব নিকেশের ভিত্তিতে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল প্রমাণিত হবে তারা চিরকালের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করবে। যারা কাফের ও ফাসেক প্রমাণিত হবে তারা চিরকালের জন্য প্রবেশ করবে জাহান্নামে।

এ তিনটি বিষয়ের মধ্য থেকে প্রথমটি আরবদের কাছে যতই অপসন্দনীয় হোক না কেন তারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না। তারা আল্লাহকে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও সর্বশ্রেষ্ঠ রব এবং স্রষ্টা ও রিযিকদাতা বলেও মানতো। অন্য যেসব সত্তাকে তারা ইলাহ ও মাবুদ গণ্য করতো তাদের সবাইকে আল্লাহরই সৃষ্টি বলেও স্বীকার করতো। তাই আল্লাহর সার্বভৌমত্বের গুণাবলী ও ক্ষমতায় এবং তাঁর ইলাহ হবার মূল সত্তায় তাদের কোনো অংশীদারীত্ব আছে কি নেই এটিই ছিল মূল বিরোধীয় বিষয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি মক্কার লোকেরা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। তবে নবুওয়াতের দাবী করার আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে চল্লিশ বছরের যে জীবনযাপন করেছিলেন সেখানে তারা কখনো তাঁকে মিথ্যুক, প্রতারক বা ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বনকারী হিসেবে পায়নি। এ বিষয়টি অস্বীকার করার কোনো উপায়ই তাদের ছিল না। তারা নিজেরাই তাঁর প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, শান্ত প্রকৃতি, সুস্থমতি ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাই হাজার বাহানাবাজী ও অভিযোগ-দোষারোপ সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব ব্যাপারেই সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ছিলেন। কেবলমাত্র নবুওয়াতের দাবীর ব্যাপারে নাউযুবিল্লাহ তিনি ছিলেন মিথ্যুক, এ বিষয়টি অন্যদের বুঝানো তো দূরের কথা তাদের নিজেদের পক্ষেও মেনে নেয়া কঠিন হয়ে পড়ছিল।

এভাবে প্রথম দুটি বিষয়ের তুলনায় তৃতীয় বিষয়টি মেনে নেয়া ছিল মক্কাবাসীদের জন্য অনেক বেশী কঠিন। এ বিষয়টি তাদের সামনে পেশ করা হলে তারা এর সাথে সবচেয়ে বেশী বিদ্রূপাত্মক ব্যবহার করলো। এ ব্যাপারে তারা সবচেয়ে বেশী বিস্ময় প্রকাশ করলো। একে তারা সবচেয়ে বেশী অযৌক্তিক ও অসম্ভব মনে করে যেখানে সেখানে একথা ছড়াতে লাগলো যে, তা একেবারে অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয়। কিন্তু তাদেরকে ইসলামের পথে নিয়ে আসার জন্য আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসকে তাদের মনের গভীরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া অপরিহার্য ছিল। কারণ আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী না হলে হক ও বাতিলের ব্যাপারে চিন্তার ক্ষেত্রে তারা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারতো না, ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারে তাদের মূল্যমানে পরিবর্তন সূচিত হওয়া সম্ভবপর হতো না এবং দুনিয়া পূজার পথ পরিহার করে তাদের পক্ষে ইসলাম প্রদর্শিত পথে এক পা চলাও সম্ভব হতো না। এ কারণে মক্কার প্রাথমিক যুগের সূরাগুলোতে আখেরাত বিশ্বাসকে মনের মধ্যে মযবুতভাবে বদ্ধমূল করে দেয়ার ওপরই বেশী জোর দেয়া হয়েছে। তবে

এজন্য এমনসব যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যার ফলে তাওহীদের ধারণা আপনা আপনি হৃদয়গ্রাহী হতে চলেছে। মাঝে মাঝে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের সত্যতা প্রমাণের যুক্তিও সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ যুগের সূরাগুলোতে আখেরাতের আলোচনা বারবার আসার কারণ ভালোভাবে অনুধাবন করার পর এবার এ সূরাটির আলোচ্য বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেয়া যাক। কিয়ামতের খবর শুনে মক্কার পথেঘাটে, অলিগলিতে সর্বত্র এবং মক্কাবাসীদের প্রত্যেকটি মাহফিলে যেসব আলোচনা, সমালোচনা, মন্তব্য ইত্যাদি শুরু হয়েছিল এখানে সবার আগে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। তারপর অস্বীকারকারীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তোমাদের জন্য যে জমিকে আমি বিছানা বানিয়ে দিয়েছে তা কি তোমাদের নজরে পড়ে না? জমির মধ্যে আমি এই যে উঁচু উঁচু বিশাল বিস্তৃত পর্বত শ্রেণী গেঁড়ে রেখেছি তা কি তোমাদের নজরে পড়ে না? তোমরা কি নিজেদের দিকেও তাকাও না, কিভাবে আমি তোমাদের নারী ও পুরুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি? তোমরা নিজেদের নিদ্রাকে দেখো না, যার মাধ্যমে দুনিয়ার বুকে তোমাদেরকে কাজের যোগ্য করে রাখার জন্য আমি তোমাদের কয়েক ঘণ্টার পরিশ্রমের পর আবার কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে বাধ্য করেছি? তোমরা কি রাত ও দিনের আসা-যাওয়া দেখছো না, তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যাকে যথারীতি ধারাবাহিকভাবে জারী রাখা হয়েছে? তোমরা কি নিজেদের মাথার উপর মযবুতভাবে সংঘবদ্ধ আকাশ ব্যবস্থাপনা দেখছো না? তোমরা কি এই সূর্য দেখছো না, যার বদৌলতে তোমরা আলো উত্তাপ লাভ করছো? তোমরা কি বৃষ্টিধারা দেখছো না, যা মেঘমালা থেকে বর্ষিত হচ্ছে এবং যার সাহায্যে ফসল, শাক-সব্জি সবুজ বাগান ও ঘন বন-জংগল সৃষ্টি হচ্ছে? এসব জিনিস কি তোমাদের একথাই জানাচ্ছে যে, যে মহান অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিধর এসব সৃষ্টি করেছেন, তিনি কিয়ামত অনুষ্ঠান ও আখেরাত সৃষ্টি করতে অক্ষম? এই সমগ্র কারখানাটিতে যে পরিপূর্ণ কলাকুশলতা ও বুদ্ধিমত্তার সুস্পষ্ট স্ফূরণ দেখা যায়, তা প্রত্যক্ষ করার পর কি তোমরা একথাই অনুধাবন করছো যে, সৃষ্টিলোকের এ কারখানার প্রতিটি অংশ, প্রতিটি বস্তু ও প্রতিটি কর্ম একটি উদ্দেশ্যের পেছনে ধাবিত হচ্ছে কিন্তু মূলত এ কারখানাটি নিজেই উদ্দেশ্যবিহীন? এ কারখানায় মানুষকে মুখপাত্রের (Foreman) দায়িত্বে নিযুক্ত করে তাকে এখানে বিরাট ও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে কিন্তু যখন সে নিজের কাজ শেষ করে কারখানা ত্যাগ করে চলে যাবে তখন তাকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে, ভালোভাবে কাজ করার জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হবে না ও পেনশন দেয়া হবে না এবং কাজ নষ্ট ও খারাপ করার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং শাস্তি দেয়া হবে না, এর চেয়ে অর্থহীন ও বাজে কথা মনে হয় আর কিছুই হতে পারে না। এ যুক্তি পেশ করার পর পূর্ণ শক্তিতে বলা হয়েছে, নিশ্চিতভাবে বিচারের দিন তার নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই আসবে। শিংগায় একটি মাত্র ফুঁক দেবার সাথে সাথেই তোমাদের যেসব বিষয়ের খবর দেয়া হচ্ছে তা সবই সামনে এসে যাবে। তোমরা আজ তা স্বীকার করো বা না করো, সে সময় তোমরা যে যেখানে মরে থাকবে সেখান থেকে নিজেদের হিসেব দেবার জন্য দলে দলে বের হয়ে আসবে। তোমাদের অস্বীকৃতি সে ঘটনা অনুষ্ঠানের পথ রোধ করতে পারবে না।

এরপর ২১ থেকে ৩০ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, যারা হিসেব-নিকেশের আশা করে না এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে তাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ গুণে গুণে আমার এখানে লিখিত হয়েছে। তাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য জাহান্নাম ওঁৎপেতে বসে আছে। সেখানে তাদের কর্মকাণ্ডের পুরোপুরি বদলা তাদেরকে চুকিয়ে দেয়া হবে। তারা ৩১ থেকে ৩৬ পর্যন্ত আয়াতে এমন সব লোকের সর্বোত্তম প্রতিদানের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যারা নিজেদেরকে দায়িত্বশীল ও আল্লাহর কাছে নিজেদের সমস্ত কাজের জবাবদিহি করতে হবে মনে করে সবার আগে দুনিয়ার জীবনে নিজেদের আখেরাতের কাজ করার কথা চিন্তা করেছে। তাদের এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের কার্যাবলীর কেবল প্রতিদানই দেয়া হবে না বরং তার চেয়ে যথেষ্ট বেশী পুরস্কারও দেয়া হবে।

সবশেষে আল্লাহর আদালতের চিত্র আঁকা হয়েছে। সেখানে কারোর নিজের জিদ নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে যাওয়া এবং নিজের সাথে সম্পর্কিত লোকদের মাফ করিয়ে নেয়া তো দূরের কথা, অনুমতি ছাড়া কেউ কথাই বলতে পারবে না। আর অনুমতি হবে এ শর্ত সাপেক্ষে যে, যার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে একমাত্র তার জন্য সুপারিশ করা যাবে এবং সুপারিশে কোনো অসংগত কথাও বলা যাবে না। তাছাড়া একমাত্র তাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে যারা দুনিয়ায় সত্যের কালেমার প্রতি সমর্থন দিয়েছে এবং নিছক গুনাহগার আল্লাহর বিধানের প্রতি বিদ্রোহভাবাপন্ন কোনো সত্য অস্বীকারকারী কোনো প্রকার সুপারিশ লাভের হকদার হবে না।

তারপর এক সাবধানকারী উচ্চারণ করে বক্তব্য শেষ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে দিনের আগমনী সংবাদ দেয়া হচ্ছে সেদিনটি নিশ্চিতভাবেই আসবে। তাকে দূরে মনে করো না। সে কাছেই এসে গেছে। এখন যার ইচ্ছা সেদিনটির কথা মেনে নিয়ে নিজের রবের পথ অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু এ সাবধানবাণী সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাকে অস্বীকার করবে একদিন সমস্ত কর্মকাণ্ড তার সামনে এসে যাবে। তখন সে কেবল অনুতাপই করতে পারবে। সে আফসোস করে বলতে থাকবে, হায়! যদি দুনিয়ায় আমার জন্মই না হতো। আজ যে দুনিয়ার প্রেমে সে পাগলপারা সেদিন সেই দুনিয়ার জন্যই তার মনে এ অনুভূতি জাগবে।

৩০

১. এরা কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ?

২. সেই বড় খবরটা সম্পর্কে কি,

৩. যে ব্যাপারে এরা নানান ধরনের কথা বলে ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ফিরছে

৪. কখ্খনো না,[১] শীঘ্রই এরা জানতে পারবে।

৫. হ্যাঁ কখ্খনো না, শীঘ্রই এরা জানতে পারবে।

৬. একথা কি সত্য নয়, আমি যমীনকে বিছানা বানিয়েছি ?

৭. পাহাড়গুলোকে গেঁড়ে দিয়েছি পেরেকের মতো ?

৮. তোমাদের (নারী ও পুরুষ) জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি ?

৯. তোমাদের ঘুমকে করেছি শান্তির বাহন,

১০. রাতকে করেছি আবরণ

১১. এবং দিনকে জীবিকা আহরণের সময় ?

১২. তোমাদের ওপর সাতটি মযবুত আকাশ স্থাপন করেছি

১৩. এবং একটি অতি উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত বাতি[২] সৃষ্টি করেছি ?

১৪. আর মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেছি অবিরাম বৃষ্টিধারা,

১৫. যাতে তার সাহায্যে উৎপন্ন করতে পারি শস্য, শাক-সব্জি।

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾

عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ﴿٦﴾

وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾

---

১. অর্থাৎ পরকাল সম্পর্কে এরা যেসব কথা রচনা করে, তা সবই মিথ্যা। তারা যা কিছু বুঝে রেখেছে তা আদৌ ঠিক নয়।

২. অর্থাৎ সূর্য। মূলে .... وَهَّاجٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ অত্যন্ত গরমও হয় এবং অত্যন্ত উজ্জ্বলও হয়। এ কারণে অনুবাদে দুটি অর্থই লিখিত হয়েছে।

وَجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ⑯ ১৬. ও নিবিড় বাগান ?

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ⑰ ১৭. নিসন্দেহে বিচারের দিনটি নির্ধারিত হয়েই আছে।

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ⑱ ১৮. যেদিন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে, তোমরা দলে দলে বের হয়ে আসবে।

وَّفُتِحَتِ السَّمَاۗءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ⑲ ১৯. আকাশ খুলে দেয়া হবে, ফলে তা কেবল দরজার পর দরজায় পরিণত হবে।

وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ⑳ ২০. আর পর্বতমালাকে চলমান করা হবে, ফলে তা মরীচিকায় পরিণত হবে।

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ㉑ ২১. আসলে জাহান্নাম একটি ফাঁদ।[৩]

لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ㉒ ২২. বিদ্রোহীদের আবাস।

لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ㉓ ২৩. সেখানে তারা যুগের পর যুগ পড়ে থাকবে।[৪]

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ㉔ اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ㉕ ২৪-২৫. সেখানে তারা গরম পানি ও ক্ষতঝরা ছাড়া কোনো রকম ঠাণ্ডা এবং পানযোগ্য কোনো জিনিসের স্বাদই পাবে না।

جَزَاۗءً وِّفَاقًا ㉖ ২৬. (তাদের কার্যকলাপের) পূর্ণ প্রতিফল।

اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ㉗ ২৭. তারা কোনো হিসাব-নিকাশের আশা করতো না।

وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ㉘ ২৮. আমার আয়াতগুলোকে তারা একেবারেই মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ㉙ ২৯. অথচ প্রত্যেকটি জিনিস আমি গুণে গুণে লিখে রেখেছিলাম।

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ㉚ ৩০. এখন মজা বুঝ, আমি তোমাদের জন্য আযাব ছাড়া কোনো জিনিসে আর কিছুই বাড়াবো না।

রুকূ' ঃ ২

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ㉛ ৩১. অবশ্যই মুত্তাকীদের জন্য সাফল্যের একটি স্থান রয়েছে।

حَدَاۗئِقَ وَاَعْنَابًا ㉜ ৩২. বাগ-বাগিচা, আঙুর,

৩. শিকার ধরার জন্যে নির্মিত বিশেষ স্থানকে ঘাঁটি বলা হয়। শিকার অসাবধানে আসে এবং তাতে আটকা পড়ে। জাহান্নামকে ঘাঁটি বলার কারণ—আল্লাহদ্রোহী লোকেরা জাহান্নামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বে-পরওয়া হয়ে দুনিয়ার বুকে নেচেকুদে বেড়ায়, তারা মনে করে আল্লাহর এ বিশাল জগত যেন তাদের জন্য এক উন্মুক্ত লীলা ক্ষেত্র এবং এখানে ধরা পড়ে যাওয়ার কোনোই আশংকা নেই। কিন্তু জাহান্নাম তাদের জন্য এক প্রচ্ছন্ন ঘাঁটি স্বরূপ হয়ে আছে। এর মধ্যে তারা আকস্মিকভাবে আটকে পড়বে এবং এভাবেই আটকে পড়ে থাকবে।

৪. কুরআনে ব্যবহৃত মূল শব্দটি হলো 'আহকাব'। এর অর্থ ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘ সময়—পরপর আগত এমন যুগসমূহ যার একটির অবসানের সাথে সাথে দ্বিতীয় যুগের সূচনা হয়ে যায়।

وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾

৩৩. নবযৌবনা সমবয়সী তরুণীবৃন্দ

وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং উচ্ছসিত পানপাত্র।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ﴿٣٥﴾

৩৫. সেখানে তারা শুনবে না কোনো বাজে ও মিথ্যা কথা।

جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾

৩৬. প্রতিদান ও যথেষ্ট পুরস্কার[৫] তোমাদের রবের পক্ষ থেকে।

رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾

৩৭. সেই পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি পৃথিবী ও আকাশসমূহের এবং তাদের মধ্যবর্তী প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক, যার সামনে কারো কথা বলার শক্তি থাকবে না।[৬]

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

৩৮. যেদিন রূহ[৭] ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং যে ঠিক কথা বলবে, সে ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না।

ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ﴿٣٩﴾

৩৯. সেদিনটি নিশ্চিতভাবেই আসবে। এখন যার ইচ্ছা নিজের রবের দিকে ফেরার পথ ধরুক।

إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٤٠﴾

৪০. যে আযাবটি কাছে এসে গেছে সে সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিলাম। যেদিন মানুষ সেসব কিছুই দেখবে যা তার দুটি হাত আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে এবং কাফের বলে উঠবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম।

৫. প্রতিদানের পর পূর্ণ মাত্রায় পুরস্কারদানের উল্লেখের মর্ম হচ্ছে—এ লোকদেরকে কেবলমাত্র কৃতকর্মের অনুপাতে ফলদান করেই ক্ষান্ত হওয়া হবে না, বরং তাদেরকে এর অতিরিক্ত পরিপূর্ণ মাত্রাতে পুরস্কার দান করা হবে।

৬. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারের প্রতাপ এরূপ হবে যে, কি পৃথিবীবাসী আর কি আসমানবাসী কারোর পক্ষেই নিজ হতে আল্লাহর সম্মুখে মুখ খোলার কিংবা বিচার কার্যে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করার একবিন্দু সাহস করা সম্ভবপর হবে না।

৭. 'রূহ' বলতে জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর নিকট তাঁর উচ্চ মর্যাদা হওয়ার কারণে সাধারণ ফেরেশতা থেকে স্বতন্ত্রভাবে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা আন নাযিআত

৭৯

নামকরণ

সুরার প্রথম শব্দ وَالنّٰزِعٰتِ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আম্মা ইয়াতাসা-আলুনা"র পরে এ সূরাটি নাযিল হয়। এটি যে প্রথম দিকের সূরা তা এর বিষয়বস্তু থেকেও প্রকাশ হচ্ছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবনের প্রমাণ এবং এ সংগে আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা বলার পরিণাম সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ।

বক্তব্যের সূচনায় মৃত্যুকালে প্রাণ হরণকারী, আল্লাহর বিধানসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নকারী এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সারা বিশ্বজাহানের ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ফেরেশতাদের কসম খেয়ে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে যে, কিয়ামত অবশ্যই হবে এবং মৃত্যুর পরে নিশ্চিতভাবে আর একটি নতুন জীবনের সূচনা হবে। কারণ যে ফেরেশতাদের সাহায্যে আজ মানুষের প্রাণবায়ু নির্গত করা হচ্ছে তাদেরই সাহায্যে আবার মানুষের দেহে প্রাণ সঞ্চার করা যেতে পারে। যে ফেরেশতারা আজ মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে সাথে সাথেই আল্লাহর হুকুম তামিল করে যাচ্ছে এবং সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করছে, আগামীকাল সেই ফেরেশতারাই সেই একই আল্লাহর হুকুমে এ বিশ্ব ব্যবস্থা ওলট-পালট করে দিতে এবং আর একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

এরপর লোকদের জানানো হয়েছে, এই যে কাজটিকে তোমরা একেবারেই অসম্ভব মনে করো, আল্লাহর জন্য এটি আদতে এমন কোনো কঠিন কাজই নয়, যার জন্য বিরাট ধরনের কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন হতে পারে। একবার ঝাঁকুনি দিলেই দুনিয়ার এ সমস্ত ব্যবস্থা ওলটপালট হয়ে যাবে। তারপর আর একবার ঝাঁকুনি দিলে তোমরা অকস্মাৎ নিজেদেরকে আর একটি নতুন জগতের বুকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাবে। তখন যারা এ পরবর্তী জগতের কথা অস্বীকার করতো তারা ভয়ে কাঁপতে থাকবে। যেসব বিষয় তারা অসম্ভব মনে করতো তখন সেগুলো দেখতে থাকবে অবাক বিস্ময়ে।

তারপর সংক্ষেপে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও ফেরাউনের কথা বর্ণনা করে লোকদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা বলার, তাঁর হিদায়াত ও পথনির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করার এবং প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তাঁকে পরাজিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবার পরিণাম ফেরাউন দেখে নিয়েছে। ফেরাউনের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তোমরা যদি নিজেদের কর্মনীতি পরিবর্তন না করো তাহলে তোমাদের পরিণামও অন্য রকম হবে না।

এরপর ২৭ থেকে ৩৩ আয়াত পর্যন্ত মৃত্যুর পরের জীবনের সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই অস্বীকারকারীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তোমাদের দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কি বেশী কঠিন কাজ অথবা প্রথমবার মহাশূন্যের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রসহ এ বিশাল বিস্তীর্ণ বিশ্বজগত সৃষ্টি করা কঠিন কাজ? যে আল্লাহর জন্য এ কাজটি কঠিন ছিল না তাঁর জন্য তোমাদের দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন? মাত্র একটি বাক্যে আখেরাতের সম্ভাবনার সপক্ষে এ অকাট্য যুক্তি পেশ করার পর পৃথিবীর প্রতি এবং পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবন ধারণের জন্য যেসব উপকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পৃথিবীতে জীবন ধারণের এ উপকরণের প্রতিটি বস্তুই এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও কর্মকুশলতা সহকারে তাকে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ইংগিত করার পর মানুষের নিজের চিন্তা-ভাবনা করে মতামত গঠনের জন্য এ প্রশ্নটি তার বুদ্ধিবৃত্তির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বজাহানের এ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থায় মানুষের মতো একটি বুদ্ধিমান জীবকে স্বাধীন ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও দায়িত্ব অর্পণ করে তার কাজের হিসেব নেয়া, অথবা সে পৃথিবীর বুকে সব রকমের কাজ করার পর মরে গিয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে এবং চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তারপর তাকে যে ক্ষমতা-ইখতিয়ারগুলো দেয়া হয়েছিল সেগুলো সে কিভাবে ব্যবহার করেছে এবং যে দায়িত্বসমূহ তার ওপর অর্পণ করা হয়েছিল সেগুলো কিভাবে পালন করেছে, তার হিসেব কখনো নেয়া হবে না—এর মধ্যে কোন্‌টি বেশী যুক্তিসংগত বলে মনে হয়? এ প্রশ্নে এখানে কোনো আলোচনা করার পরিবর্তে ৩৪ থেকে ৪১ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, হাশরের দিন

মানুষের স্থায়ী ও চিরন্তন ভবিষ্যতের ফায়সালা করা হবে। দুনিয়ায় নির্ধারিত সীমানা লংঘন করে কে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করেছে, পার্থিব লাভ, স্বার্থ ও স্বাদ আস্বাদনকে উদ্দেশ্যে পরিণত করেছে এবং কে নিজের রবের সামনে হিসেব-নিকেশের জন্য দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীতি অনুভব করেছে ও নফসের অবৈধ আকাঙ্ক্ষা-বাসনা পূর্ণ করতে অস্বীকার করেছে, সেদিন এরি ভিত্তিতে ফায়সালা অনুষ্ঠিত হবে। একথার মধ্যেই ওপরের প্রশ্নের সঠিক জবাব রয়ে গেছে। জিদ ও হঠকারিতামুক্ত হয়ে ঈমানদারীর সাথে এ সম্পর্কে চিন্তা করলে যে কোনো ব্যক্তিই এ জবাব হাসিল করতে পারে। কারণ মানুষকে দুনিয়ায় কাজ করার জন্য যেসব ইখতিয়ার ও দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে কাজ শেষে তার কাজের হিসেব নেয়া এবং তাকে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়াই হচ্ছে এ ইখতিয়ার ও দায়িত্বের স্বাভাবিক, নৈতিক ও যুক্তিসংগত দাবী।

সবশেষে মক্কার কাফেরদের যে একটি প্রশ্ন ছিল 'কিয়ামত কবে আসবে'—তার জবাব দেয়া হয়েছে। এ প্রশ্নটি তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বারবার করতো। জবাবে বলা হয়েছে, কিয়ামত কবে হবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। রসূলের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র কিয়ামত যে অবশ্যই হবে এ সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া। এখন যার ইচ্ছা কিয়ামতের ভয়ে নিজের কর্মনীতি সংশোধন করে নিতে পারে আবার যার ইচ্ছা কিয়ামতের ভয়ে ভীত না হয়ে লাগামহীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। তারপর যখন সে সময়টি এসে যাবে তখন এ দুনিয়ার জীবনের জন্য যারা প্রাণ দিতো এবং একেই সবকিছু মনে করতো, তারা অনুভব করতে থাকবে, এ দুনিয়ার বুকে তারা মাত্র সামান্য সময় অবস্থান করেছিল। তখন তারা জানতে পারবে, এ মাত্র কয়েক দিনের জীবনের বিনিময়ে তারা চিরকালের জন্য নিজেদের ভবিষ্যত কিভাবে বরবাদ করে দিয়েছে।

❐

আয়াত-৪৬ ৭৯-সূরা আন নাযি'আত-মাক্কী রুকূ'-২
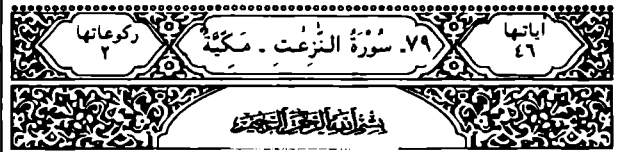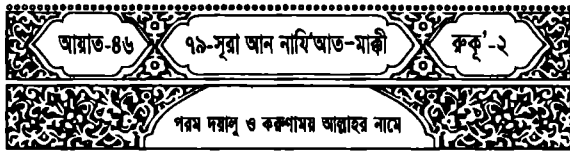
পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

১. সেই ফেরেশতাদের কসম যারা ডুব দিয়ে টানে।

২. এবং খুব আস্তে আস্তে বের করে নিয়ে যায়।[১]

৩. আর (সেই ফেরেশতাদেরও যারা বিশ্বলোকে) দ্রুত গতিতে সাঁতরে চলে,[২]

৪. বারবার (হুকুম পালনের ব্যাপারে) সবেগে এগিয়ে যায়,[৩]

৫. এরপর (আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী) সকল বিষয়ের কাজ পরিচালনা করে।[৪]

৬. যেদিন ভূমিকম্পের ধাক্কা ঝাঁকুনি দেবে।

৭. এবং তারপর আসবে আর একটি ধাক্কা।

৮. কতক হৃদয় সেদিন ভয়ে কাঁপতে থাকবে।

৯. দৃষ্টি হবে তাদের ভীতি বিহ্বল।

১০. এরা বলে, "সত্যিই কি আমাদের আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে ?

১১. পচা-গলা হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরও ?"

১২. বলতে থাকে, "তাহলে তো এ ফিরে আসা হবে বড়ই লোকসানের!"[৫]

১৩. অথচ এটা শুধুমাত্র একটা বড় রকমের ধমক।

১৪. এবং হঠাৎ তারা হাযির হবে একটি খোলা ময়দানে।

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ﴿١﴾

وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ﴿٢﴾

وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ﴿٣﴾

فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ﴿٤﴾

فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ﴿٥﴾

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾

تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾

قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ﴿٨﴾

اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿٩﴾

يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾

ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾

قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿١٣﴾

فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾

---

১. এখানে সেই ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে যারা মৃত্যুর সময় দেহের গভীরে পৌঁছে প্রতিটি ধমনী থেকে মানুষের প্রাণকে আকর্ষণ করে বাহির করে।

২. অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম পালনে তারা এমন দ্রুত গতিশীল ও তড়িৎ কর্মতৎপর যে, মনে হয় তারা মহাশূন্যে সাঁতার কাটছে।

৩. ক্ষিপ্রতায় অগ্রগামী—অর্থাৎ আল্লাহর ইংগিত পাওয়া মাত্রই তাদের প্রত্যেকেই তা পালনের জন্য তীব্র গতিশীলতা অবলম্বন করে।

৪. এঁরা সৃষ্টি রাজ্যের কর্মচারী। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী দুনিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাপনা তাঁদেরই হাতে সুসম্পন্ন হচ্ছে।

৫. অর্থাৎ যখন তাদের জবাব দেয়া হলো যে, হ্যাঁ এ এরূপই হবে। তখন তারা বিদ্রূপ করে পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলো ঃ দোস্ত ! বাস্তবিক যদি আমাদের ফিরে দ্বিতীয়বার বেঁচে উঠতে হয়, তবে তো আমরা মরেছি !

১৫. তোমার কাছে কি মূসার ঘটনার খবর পৌঁছেছে ?

১৬. যখন তার রব তাকে পবিত্র ‘তুওয়া’ উপত্যকায় ডেকে বলেছিলেন,

১৭. “ফেরাউনের কাছে যাও, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে।

১৮. তাকে বলো, তোমার কি পবিত্রতা অবলম্বন করার আগ্রহ আছে।

১৯. এবং তোমার রবের দিকে আমি তোমাকে পথ দেখাবো, তাহলে তোমার মধ্যে (তাঁর) ভয় জাগবে ?”

২০. তারপর মূসা ফেরাউনের কাছে গিয়ে তাকে বড় নিদর্শন দেখালো।[৬]

২১. কিন্তু সে মিথ্যা মনে করে প্রত্যাখ্যান করলো ও অমান্য করলো,

২২. তারপর চালবাজী করার মতলবে পিছন ফিরলো।

২৩-২৪. এবং লোকদের জমায়েত করে তাদেরকে সম্বোধন করে বললো ঃ “আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব।”

২৫. অবশেষে আল্লাহ তাকে আখেরাত ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন।

২৬. আসলে এর মধ্যে রয়েছে মস্তবড় শিক্ষা, যে ভয় করে তার জন্য।[৭]

রুকু’ ঃ ২

২৭. তোমাদের সৃষ্টি করা বেশী কঠিন কাজ, না আকাশের ? আল্লাহই তাকে সৃষ্টি করেছেন,

২৮. তার ছাদ অনেক উঁচু করেছেন। তারপর তার ভারসাম্য কায়েম করেছেন।

২৯. তার রাতকে ঢেকে দিয়েছেন এবং তার দিনকে প্রকাশ করেছেন।

৩০. এরপর তিনি যমীনকে বিছিয়েছেন।

৩১. তার মধ্য থেকে তার পানি ও উদ্ভিদ বের করেছেন

هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ مُوسٰىۘ ⑮

إِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًىۚ ⑯

اِذْهَبْ إِلٰى فِرْعَوْنَ إِنَّهٗ طَغٰىۖ ⑰

فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلٰى أَنْ تَزَكّٰىۙ ⑱

وَأَهْدِيَكَ إِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰىۚ ⑲

فَأَرٰىهُ الْآيَةَ الْكُبْرٰىۖ ⑳

فَكَذَّبَ وَعَصٰىۖ ㉑

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعٰىۖ ㉒

فَحَشَرَ فَنَادٰىۖ ㉓

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلٰىۖ ㉔

فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْأُوْلٰىۙ ㉕

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰىۚ ㉖

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَآءُ ۚ بَنٰىهَا ㉗

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَاۙ ㉘

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحٰىهَاۙ ㉙

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَاۙ ㉚

أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَاۙ ㉛

৬. ‘বড় নিদর্শন’ অর্থ—লাঠির অজগর রূপ ধারণ করা। পবিত্র কুরআনে কয়েক স্থানে এর উল্লেখ আছে।

৭. অর্থাৎ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমান্য ও অস্বীকার করার সেই পরিণতিকে ভয় করে যে পরিণতির সম্মুখীন ফেরাউন হয়েছিল।

٣٢ وَالْجِبَالَ أَرْسٰهَا ۙ

৩২. এবং তার মধ্যে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন,

٣٣ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۗ

৩৩. জীবন যাপনের সামগ্রী হিসেবে তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুদের জন্য।

٣٤ فَإِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ۖ

৩৪. তারপর যখন মহাবিপর্যয় ঘটবে,[৮]

٣٥ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعٰى ۙ

৩৫. যেদিন মানুষ নিজে যা কিছু করেছে তা সব স্মরণ করবে।

٣٦ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى

৩৬. এবং প্রত্যেক দর্শনকারীর সামনে জাহান্নাম খুলে ধরা হবে,

٣٧ فَأَمَّا مَنْ طَغٰى ۙ

৩৭. তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছিল

٣٨ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۙ

৩৮. এবং দুনিয়ার জীবনকে বেশী ভালো মনে করে বেছে নিয়েছিল,

٣٩ فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى ۗ

৩৯. জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা।

٤٠ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۙ

৪০. আর যে ব্যক্তি নিজের রবের সামনে এসে দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীত ছিল এবং নফসকে খারাপ কামনা থেকে বিরত রেখেছিল

٤١ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ۗ

৪১. তার ঠিকানা হবে জান্নাত।

٤٢ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسٰهَا ۗ

৪২. এরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, সেই সময়টি (কিয়ামত) কখন আসবে ?

٤٣ فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ۗ

৪৩. সেই সময়টি বলার সাথে তোমার সম্পর্ক কি ?

٤٤ إِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ۗ

৪৪. এর জ্ঞান তো আল্লাহ পর্যন্তই শেষ।

٤٥ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ۗ

৪৫. তাঁর ভয়ে ভীত এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতর্ক করাই শুধুমাত্র তোমার দায়িত্ব।

٤٦ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحٰهَا ۧ

৪৬. যেদিন এরা তা দেখে নেবে সেদিন এরা অনুভব করবে যেন (এরা দুনিয়ায় অথবা মৃত অবস্থায়) একদিন বিকালে বা সকালে অবস্থান করেছে মাত্র।

৮. অর্থাৎ কিয়ামত।

সূরা আবাসা

৮০

নামকরণ

এ সূরার প্রথম শব্দ عَبَسَ -কে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিসগণ একযোগে এ সূরা নাযিলের নিম্নরূপ কারণ বর্ণনা করেছেন। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে মক্কা ময়ায্‌যমার কয়েকজন বড় বড় সরদার বসেছিলেন। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে উদ্যোগী করার জন্য তিনি তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করছিলেন। এমন সময় ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু আনহু নামক একজন অন্ধ তাঁর খেদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর কাছে ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেন। তার এ প্রশ্নে সরদারদের সাথে আলাপে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরক্ত হলেন। তিনি তার কথায় কান দিলেন না। এ ঘটনায় আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সূরাটি নাযিল হয়। এ ঐতিহাসিক ঘটনার কারণে এ সূরা নাযিলের সময়-কাল সহজেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা হচ্ছে, হযরত ইবনে উম্মে মাকতূত রাদিয়াল্লাহু আনহু একেবারেই প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ও হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন: أَسْلَمَ بِمَكَّةَ قَدِيْمًا (তিনি একেবারেই প্রথম দিকে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন) এবং هُوَ مِمَّنْ أَسْلَمَ قَدِيْمًا (তিনি একেবারেই প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তরভুক্ত)। অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের একেবারেই শুরুতে তিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়ত, যেসব হাদীসে এ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে তার কোনো কোনোটি থেকে জানা যায়, এ ঘটনাটির আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবার কোনো কোনো হাদীস থেকে প্রকাশ হয়, এ সময় তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং সত্যের সন্ধানেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসেছিলেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনা মতে, তিনি এসে বলেছিলেন: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ارشدني "হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সত্য-সরল পথ দেখিয়ে দিন।" (তিরমিযী, হাকেম ইবনে হিব্বান, ইবনে জারীর, আবু লাইলা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন: তিনি এসেই কুরআনের একটি আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করতে থাকেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন: يارسول اللّٰه علمني مما علمك اللّٰه "হে আল্লাহর রসূল। আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান শিখিয়েছেন আমাকে সেই জ্ঞান শেখান।" (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম) এসব বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর নবী এবং কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে মেনে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে ইবনে যায়েদ তৃতীয় আয়াতে উল্লেখিত لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى (হয়তো সে পরিশুদ্ধ হবে) এর অর্থ করেছেন لَعَلَّهُ يُسْلِمُ (হয়তো সে ইসলাম গ্রহণ করবে)। (ইবনে জারীর) আবার আল্লাহ নিজেই বলেছেন: "তুমি কী জানো, হয়তো সে সংশোধিত হয়ে যাবে অথবা উপদেশের প্রতি মনোযোগী হবে এবং উপদেশ দেয়া তার জন্য উপকারী হবে?" এছাড়া আল্লাহ এও বলেছেন: "যে নিজে তোমার কাছে দৌড়ে আসে এবং ভীত হয় তার কথায় তুমি কান দিচ্ছো না।" একথা থেকে ইংগিত পাওয়া যায়, তখন তার মধ্যে সত্য অনুসন্ধানের গভীরতর প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই হেদায়াতের উৎস মনে করে তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছেই নিজের চাহিদা পূরণ হবে বলে মনে করছিলেন। তাঁর অবস্থা একথা প্রকাশ করছিল যে, তাঁকে সত্য সরল পথের সন্ধান দেয়া হলে তিনি সে পথে চলবেন।

তৃতীয়ত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে সে সময় যারা উপস্থিত ছিল বিভিন্ন রেওয়ায়াতে তাদের নাম উল্লেখিত হয়েছে। তারা ছিল উতবা, শাইবা, আবু জেহেল, উমাইয়া ইবনে খালাফ, উবাই ইবনে খালফ প্রমুখ ইসলামের ঘোর শত্রুরা। এ থেকে জানা যায়, এ ঘটনাটি তখনই ঘটেছিল যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এ লোকগুলোর মেলামেশা বন্ধ হয়নি। তাদের সাথে বিরোধ ও সংঘাত তখনো এমন পর্যায়ে পৌছেনি যে, তাঁর কাছে তাদের আসা যাওয়া এবং তাঁর সাথে তাদের মেলামেশা বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকবে। এসব বিষয় প্রমাণ করে, এ সূরাটি একেবারেই প্রথম দিকে নাযিলকৃত সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

আপাতদৃষ্টিতে ভাষণের সূচনায় যে বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা দেখে মনে হয়, অন্ধের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন ও তার কথায় কান না দিয়ে বড় বড় সরদারদের প্রতি মনোযোগ দেবার কারণে এ সূরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

তিরস্কার ও তাঁর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু পুরো সূরাটির সমস্ত বিষয়বস্তুকে এক সাথে সামনে রেখে চিন্তা করলে দেখা যাবে, আসলে এখানে ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে কুরাইশদের কাফের সরদারদের বিরুদ্ধে। কারণ এ সরদাররা তাদের অহংকার, হঠধর্মিতা ও সত্য বিমুখতার কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যের দাওয়াতকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করছিল। এই সাথে এখানে নবীকে তাঁর সত্য দীনের দাওয়াত দেবার সঠিক পদ্ধতি শেখাবার সাথে সাথে নবুওয়াত লাভের প্রথম অবস্থায় নিজের কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে তিনি যে পদ্ধতিগত ভুল করে যাচ্ছিলেন তা তাঁকে বুঝানো হয়েছে। একজন অন্ধের প্রতি তাঁর অমনোযোগিতা ও তার কথায় কান না দিয়ে কুরাইশ সরদারদের প্রতি মনোযোগী হওয়ার কারণ এ ছিল না যে, তিনি বড়লোকদের বেশী সম্মানিত মনে করতেন এবং একজন অন্ধকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন, নাউযুবিল্লাহ তাঁর চরিত্রে এ ধরনের কোনো বক্রতা ছিল না যার ফলে আল্লাহ তাঁকে পাকড়াও করতে পারেন। বরং আসল ব্যাপার এই ছিল, একজন সত্য দীনের দাওয়াত দানকারী যখন তাঁর দাওয়াতের কাজ শুরু করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দৃষ্টি চলে যায় জাতির প্রভাবশালী লোকদের দিকে। তিনি চান, এ প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করুক। এভাবে তাঁর কাজ সহজ হয়ে যাবে। আর অন্যদিকে দুর্বল, অক্ষম ও সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন লোকদের মধ্যে তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে পড়লেও তাতে সমাজ ব্যবস্থায় কোনো বড় রকমের পার্থক্য দেখা দেয় না। প্রথম দিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও প্রায় এ একই ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর এ কর্মপদ্ধতি গ্রহণের পেছনে একান্তভাবে কাজ করেছিল তাঁর আন্তরিকতা ও সত্য দীনের দাওয়াতকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার প্রেরণা। বড়লোকদের প্রতি সম্মানবোধ এবং গরীব, দুর্বল ও প্রভাবহীন লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করার ধারণা এর পেছনে মোটেই সক্রিয় ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে বুঝালেন, এটা ইসলামী দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি নয়। বরং এ দাওয়াতের দৃষ্টিতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বের অধিকারী, যে সত্যের সন্ধানে ফিরছে, সে যতই দুর্বল, প্রভাবহীন ও অক্ষম হোক না কেন আবার এর দৃষ্টিতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বহীন, যে নিজেই সত্যবিমুখ, সে সমাজে যত বড় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন। তাই ইসলামের দাওয়াত আপনি জোরেশোরে সবাইকে দিয়ে যান কিন্তু যাদের মধ্যে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করার আগ্রহ পাওয়া যায় তারাই হবে আপনার আগ্রহের আসল কেন্দ্রবিন্দু। আর যেসব আত্মম্ভরী লোক নিজেদের অহংকারে মত্ত হয়ে মনে করে, আপনি ছাড়া তাদের চলবে কিন্তু তারা ছাড়া আপনার চলবে না, তাদের সামনে আপনার এ দাওয়াত পেশ করা এ দাওয়াতের উন্নত মর্যাদার সাথে মোটেই খাপ খায় না।

সূরার প্রথম থেকে ১৬ আয়াত পর্যন্ত এ বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে। তারপর ১৭ আয়াত থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত প্রথ্যাখ্যানকারী কাফেরদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে। তারা নিজেদের স্রষ্টা ও রিযিকদাতা আল্লাহর মুকাবিলায় যে দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছিল প্রথমে সে জন্য তাদের নিন্দা ও তিরস্কার করা হয়েছে। সবশেষে তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের এ কর্মনীতির অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণাম দেখতে পাবে।

❐

আয়াত-৪২ ৮০-সূরা আবাসা-মাক্কী রুকূ'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

১. ভ্রুকুঁচকাল ও মুখ ফিরিয়ে নিল,[১]

২. কারণ সেই অন্ধটি তার কাছে এসেছে।

৩. তুমি কী জানো, হয়তো সে শুধরে যেতো

৪. অথবা উপদেশের প্রতি মনোযোগী হতো এবং উপদেশ দেয়া তার জন্য উপকারী হতো ?

৫. যে ব্যক্তি বেপরোয়া ভাব দেখায়

৬. তুমি তার প্রতি মনোযোগী হও

৭. অথচ সে যদি শুধরে না যায় তাহলে তোমার ওপর এর কি দায়িত্ব আছে ?

৮. আর যে নিজে তোমার কাছে দৌড়ে আসে

৯. এবং সে ভীত হচ্ছে,

১০. তার দিক থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো।

১১. কখ্খনো নয়,[২] এটি তো একটি উপদেশ,

১২. যার ইচ্ছা এটি গ্রহণ করবে।

১৩. এটি এমন সব বইতে লিখিত আছে

آياتها ٤٢ — ٨٠ سورة عبس - مكية — ركوعها ١

بسم الله الرحمن الرحيم

١ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ ۝

٢ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۝

٣ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ ۝

٤ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰٓ ۝

٥ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ۝

٦ فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ ۝

٧ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۝

٨ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ۝

٩ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۝

١٠ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۝

١١ كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝

١٢ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ ۝

١٣ فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝

১. পরবর্তী বাক্যসমূহ থেকে জানা যায়, বেজার মুখ হওয়া অনাগ্রহ প্রদর্শনের এ কাজটি স্বয়ং নবী করীমের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে যে অন্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি ছিলেন হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ফুফাতো ভাই। মক্কার বড় বড় কাফের সরদারদের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিতে রত ছিলেন, (এমন সময় এ অন্ধ ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে কিছু প্রশ্ন করতে চান।) ঠিক এ সময় কথায় বাধাদান করায় হুজুরের বিরক্তি সৃষ্টি হয়।

২. অর্থাৎ কখনও এরূপ করবে না। যারা আল্লাহকে ভুলে আছে ও নিজেদের পার্থিব মান-মর্যাদায় ফুলে আছে সেই লোকদের প্রতি অসংগত গুরুত্ব দিয়ো না। ইসলামের আদর্শও শিক্ষা এমন মূল্যহীন জিনিস নয় যে, যারা তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় ; তাদের সামনে অনুনয় বিনয় সহকারে তা পেশ করতে হবে। তাছাড়া এ অহংকারী লোকদের ইসলামের দিকে আনার জন্যে এমন ভংগী গ্রহণ করা—এমনভাবে চেষ্টা করা তোমার মর্যাদার পক্ষে শোভনীয় নয় যাতে এ লোকেরা মনে করবে যে—তোমার কোনো স্বার্থ এদের কাছে আটকা পড়ে আছে। তারা যদি ইসলাম কবুল করে তবে তোমার দাওয়াত উৎকর্ষ লাভ করবে; না হলে তা ব্যর্থ হবে। সত্য তাদের থেকে ততটাই বেপরওয়া যতটা বেপরওয়া তারা সত্যের প্রতি।

مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝ (১৪)

১৪. যা সম্মানিত, উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন ও পবিত্র।[৩]

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝ (১৫)

كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝ (১৬)

১৫-১৬. এটি মর্যাদাবান ও পূত-পবিত্র লেখকদের হাতে থাকে।[৪]

قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۝ (১৭)

১৭. লানত[৫] মানুষের প্রতি, সে কত বড় সত্য অস্বীকারকারী!

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝ (১৮)

১৮. কোন্ জিনিস থেকে আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন?

مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۝ (১৯)

১৯. এক বিন্দু শুক্র থেকে। আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন, পরে তার তকদীর নির্দিষ্ট করেছেন,

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۝ (২০)

২০. তারপর তার জন্য জীবনের পথ সহজ করেছেন।

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝ (২১)

২১. তারপর তাকে মৃত্যু দিয়েছেন এবং কবরে পৌছিয়ে দিয়েছেন।

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۝ (২২)

২২. তারপর যখন তিনি চাইবেন তাকে আবার উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবেন।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۝ (২৩)

২৩. কখ্খনো নয়, আল্লাহ তাকে যে কর্তব্য পালন করার হুকুম দিয়েছিলেন তা সে পালন করেনি।

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۝ (২৪)

২৪. মানুষ তার খাদ্যের দিকে একবার নজর দিক।

أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ (২৫)

২৫. আমি প্রচুর পানি ঢেলেছি।[৬]

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝ (২৬)

২৬. তারপর যমীনকে অদ্ভুতভাবে বিদীর্ণ করেছি।

৩. অর্থাৎ সব রকমের ভেজাল ও মিশাল হতে মুক্ত ও পবিত্র। এতে বিশুদ্ধ সত্যের শিক্ষা পেশ করা হয়েছে। কোনো প্রকারের বাতিল এবং নষ্ট ও ভ্রষ্ট চিন্তা-বিশ্বাস বা মতাদর্শ এর মধ্যে অনুপ্রবেশের বিন্দুমাত্র সুযোগ পায়নি।

৪. এখানে সেই ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে যারা পবিত্র কুরআনের লিপিসমূহ আল্লাহ তাআলার সরাসরি হেদায়েত অনুযায়ী লিখছিলেন, সেগুলোর সংরক্ষণ ও হেফাযত করছিলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সেগুলোকে যথাযথভাবে পৌছে দিচ্ছিলেন।

৫. এখান থেকে রোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ করা হচ্ছে সেই কাফেরদের প্রতি যারা সত্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছিল। এর পূর্বে সূরার শুরু থেকে ১৬নং আয়াত পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন ও উপলক্ষ্য করেই কথা বলা হয়েছে। এবং কাফেরদের প্রতি পরোক্ষভাবে রোষ অসন্তোষ প্রকাশ করা হচ্ছিল। এর বাচনভংগী ছিল এরূপ ঃ হে নবী ! সত্যের সন্ধানকারী ব্যক্তির পরিবর্তে তুমি এ কোন্ সব লোকের প্রতি বেশী লক্ষ্য আরোপ করছো? সত্য দীনের দাওয়াতের দৃষ্টিতে এদেরতো কোনোই মূল্য ও গুরুত্ব নেই। আর তোমার মতো মহা সম্মানিত নবী কুরআনের ন্যায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থকে তাদের সামনে যে পেশ করবে এরও যোগ্য তারা নয়।

৬. অর্থাৎ বৃষ্টি।

٢٧ فَأَنْۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ○

২৭. এরপর তার মধ্যে উৎপন্ন করেছি শস্য

٢٨ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ○

২৮. আঙুর, শাক-সবজি,

٢٩ وَّزَيْتُونًا وَّنَخْلًا ○

২৯. যয়তুন, খেজুর,

٣٠ وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ○

৩০. ঘন বাগান,

٣١ وَّفَاكِهَةً وَّأَبًّا ○

৩১. নানা জাতের ফল ও ঘাস

٣٢ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ○

৩২. তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুর জীবন ধারণের সামগ্রী হিসেবে।

٣٣ فَإِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ○

৩৩. অবশেষে যখন সেই কান ফাটানো আওয়াজ আসবে[৭]

٣٤ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ○

৩৪. সেদিন মানুষ পালাতে থাকবে—নিজের ভাই

٣٥ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ○

৩৫. মা, বাপ,

٣٦ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ○

৩৬. স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের থেকে।

٣٧ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيهِ ○

৩৭. তাদের প্রত্যেকে সেদিন এমন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হবে যে, নিজের ছাড়া আর কারোর কথা তার মনে থাকবে না।

٣٨ وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ○

৩৮. সেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,

٣٩ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ○

৩৯. হাসিমুখ ও খুশীতে ডগমগ করবে।

٤٠ وَوُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ○

৪০. আবার কতক চেহারা হবে সেদিন ধূলিমলিন,

٤١ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ○

৪১. কালিমাখা।

٤٢ أُولَٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ○

৪২. তারাই হবে কাফের ও পাপী।

৭. এ হলো সর্বশেষ বারের শিংগায় ফুৎকারজনিত ভয়াবহ আওয়াজ। এ শব্দধ্বনিত হওয়ার সাথে সাথেই কিয়ামত সংঘটিত হবে, মৃত সমস্ত মানুষ পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে।

সূরা আত তাকভীর

৮১

নামকরণ

সূরার প্রথম বাক্যের كُوِّرَتْ শব্দটি থেকে নামকরণ করা হয়েছে। তাকভীর (تكوير) হচ্ছে মূল শব্দ। তা থেকে অতীতকালের কর্তৃবাচ্য অর্থে কুওভিরাত (كورت) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। এ নামকরণের অর্থ হচ্ছে, এটি সেই সূরা যার মধ্যে গুটিয়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়, এটি মক্কা মু'আয্‌যমার প্রথম যুগের নাযিল হওয়া সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে দুটি ঃ আখেরাত ও রিসালাত।

প্রথম ছ'টি আয়াতে কিয়ামতের প্রথম পর্বের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ যখন সূর্য আলোহীন হয়ে পড়বে। তারকারা স্থানচ্যুত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হবে। পাহাড়গুলো পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে উৎপাটিত হয়ে শূন্যে উড়তে থাকবে। মানুষ তাদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসের কথা ভুলে যাবে। বনের পশুরা আতংকিত ও দিশেহারা হয়ে সব এক জায়গায় জড়ো হয়ে যাবে। সমুদ্র স্ফীত হবে ও জ্বলে উঠবে। পরবর্তী সাতটি আয়াতে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্বের উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ যখন রূহগুলোকে আবার নতুন করে শরীরের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হবে। আমলনামা খুলে দেয়া হবে। অপরাধের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আকাশের সমস্ত পরদা সরে যাবে এবং জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি সব জিনিসই চোখের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। আখেরাতের এ ধরনের একটি পুরোপুরি ছবি আঁকার পর একথা বলে মানুষকে চিন্তা করার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তি কি পাথেয় সংগ্রহ করে এনেছে তা সে নিজেই জানতে পারবে।

এরপর রিসালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মক্কাবাসীদেরকে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের সামনে যা কিছু পেশ করছেন সেগুলো কোনো পাগলের প্রলাপ নয়। কোনো শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও বিভ্রান্তিও নয়। বরং সেগুলো আল্লাহর প্রেরিত একজন উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন বুযর্গ ও বিশ্বস্ত বাণীবাহকের বিবৃতি, যাঁকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উন্মুক্ত আকাশের দিগন্তে দিনের উজ্জ্বল আলোয় নিজের চোখে দেখেছেন। এ শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তোমরা কোন্ দিকে চলে যাচ্ছো ?

❒

আয়াত-২৯ ৮১-সূরা আত তাকভীর-মাক্কী রুকূ'-১
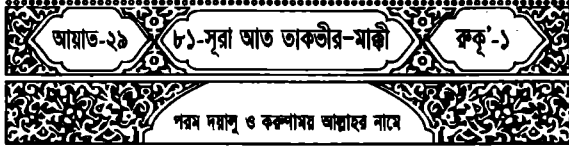
পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

১. যখন সূর্য গুটিয়ে[১] নেয়া হবে।

২. যখন তারকারা চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।

৩. যখন পাহাড়গুলোকে চলমান করা হবে।

৪. যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলোকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয়া হবে।[২]

৫. যখন বন্য পশুদের চারদিক থেকে এনে একত্র করা হবে।

৬. যখন সমুদ্রগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে।

৭. যখন প্রাণসমূহকে (দেহের সাথে) জুড়ে দেয়া হবে।[৩]

৮. যখন জীবিত পুঁতে ফেলা মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে,

৯. কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে ?

১০. যখন আমলনামাসমূহ খুলে ধরা হবে।

১১. যখন আকাশের পরদা সরিয়ে ফেলা হবে।

১২. যখন জাহান্নামের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে।

১৩. এবং জান্নাতকে নিকটে আনা হবে।

১৪. সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে সে কি নিয়ে এসেছে।

১৫. কাজেই, না,[৪] আমি কসম খাচ্ছি পেছনে ফিরে আসা
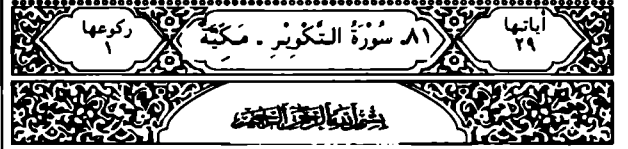
إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝٢

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝٥

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝٧

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ۝٨

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝٩

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝١١

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝١٢

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝١٣

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝١٤

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝١٥

১. অর্থাৎ সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে যে আলোকরশ্মি দুনিয়াতে বিস্তৃত হয় তা সূর্যতে গুটিয়ে দেয়া হবে ও তার বিস্তীর্ণ হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

২. আরববাসীদের কাছে আসন্ন প্রসবা উটনী থেকে অধিকতর মূল্যবান সম্পদ আর কিছু ছিল না। এ প্রকার উটনীর খুব বেশী হেফাযত ও দেখাশুনা করা হতো। এরূপ উষ্ট্রী থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়ার অর্থ—সে সময় মানুষের উপর এরূপ কঠিন বিপদ আপতিত হবে যে, নিজেদের সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণের খেয়াল ও চেতনা পর্যন্ত তাদের থাকবে না।

৩. অর্থাৎ মানুষকে নতুন করে সেভাবে জীবিত করা হবে দুনিয়াতে মৃত্যুর পূর্বে দেহ ও আত্মাসহ যেরূপ সে জীবিত ছিল।

৪. কুরআনে যাকিছু বর্ণনা করা হচ্ছে তা কোনো পাগলের প্রলাপ অথবা কোনো শয়তানী প্রতারণা-প্ররোচনামূলক উক্তি—তোমাদের এ ধারণা ও অনুমান ঠিক নয়।

١٦ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۙ

১৬. ও অদৃশ্য হয়ে যাওয়া তারকারাজির

١٧ وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۙ

১৭. এবং রাতের, যখন তা বিদায় নিয়েছে

١٨ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۙ

১৮. এবং প্রভাতের, যখন তা শ্বাস ফেলেছে।

١٩ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۙ

১৯. এটি প্রকৃতপক্ষে একজন সম্মানিত বাণীবাহকের বাণী[৫]

٢٠ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۙ

২০. যিনি বড়ই শক্তিধর, আরশের মালিকের কাছে উন্নত মর্যাদার অধিকারী।

٢١ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۙ

২১. সেখানে তার হুকুম মেনে চলা হয়,[৬] তিনি আস্থাভাজন।

٢٢ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۚ

২২. আর (হে মক্কাবাসীরা!) তোমাদের সাথী পাগল নয়।[৭]

٢٣ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۚ

২৩. সেই বাণীবাহককে দেখেছে উজ্জ্বল দিগন্তে।

٢٤ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۚ

২৪. আর সে গায়েবের (এ জ্ঞান লোকের কাছে পৌঁছানোর) ব্যাপারে কৃপণ নয়।

٢٥ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۙ

২৫. এটা কোনো অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়।

٢٦ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۙ

২৬. কাজেই তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছো?

٢٧ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۙ

২৭. এটা তো সারা জাহানের অধিবাসীদের জন্য একটা উপদেশ।

٢٨ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۙ

২৮. তোমাদের মধ্য থেকে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে সত্য সরল পথে চলতে চায়।

٢٩ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۙ

২৯. আর তোমাদের চাইলেই কিছু হয় না, যতক্ষণ না আল্লাহ রব্বুল আলামীন তা চান।

৫. এখানে মহান পয়গম্বর (রসূলিনকরীম) অর্থ—অহী আনয়নকারী ফেরেশতা; এর পূর্বের আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্টরূপে জানা যায়। কুরআনকে পয়গামবাহকের উক্তি বলার অর্থ এই নয় যে—এ সেই ফেরেশতার নিজস্ব কালাম। 'পয়গামবাহকের উক্তি"—এ শব্দ কয়টি হতে স্পষ্ট বুঝা যায়—এ সেই মহান সত্তার বাণী যিনি ফেরেশতাকে পয়গাম বাহকরূপে পাঠিয়েছেন।

৬. অর্থাৎ তিনি ফেরেশতাদের নেতা। সমস্ত ফেরেশতা তাঁর নেতৃত্বাধীনে কাজ করেন।

৭. সংগী বলতে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে।

সূরা আল ইনফিতার

৮২

নামকরণ

প্রথম আয়াতের শব্দ انْفَطَرَتْ। থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে। এর মূলে রয়েছে ইনফিতার انفطار। অর্থাৎ ফেটে যাওয়া। এ নামকরণের কারণ হচ্ছে এই যে, এ সূরায় আকাশের ফেটে যাওয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরার ও সূরা আত্ তাকভীরের বিষয়বস্তুর মধ্যে গভীর মিল দেখা যায়। এ থেকে বুঝা যায়, এ সূরা দুটি প্রায় একই সময়ে নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে আখেরাত। মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনুল মন্‌যার, তাবারানী, হাকেম ও ইবনে মারদুইয়ায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ رَاىُ عَيْنَ فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ، وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ۔

"যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনটি নিজের চোখে দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার ও সূরা ইনশিকাক পড়ে নেয়।"

এখানে প্রথমে কিয়ামতের দিনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তি দুনিয়ায় যাকিছু করেছে কিয়ামতের দিন তা সবই তার সামনে উপস্থিত হবে। তারপর মানুষের মনে অনুভূতি জাগানো হয়েছে, যে সৃষ্টিকর্তা তোমাকে অস্তিত্ব দান করলেন এবং যাঁর অনুগ্রহে তুমি আজ সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে সবচেয়ে ভালো শরীর ও অংগ-প্রত্যংগ সহকারে বিচরণ করছো, তিনি কেবল অনুগ্রহকারী ইনসাফকার নন, তাঁর সম্পর্কে তোমার মনে কে এ প্রতারণার জাল বিস্তার করলো ? তাঁর অনুগ্রহের অর্থ এ নয় যে, তুমি তাঁর ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবহার ও বিচারের ভয় করবে না। তারপর মানুষকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে, তুমি কোনো ভুল ধারণা নিয়ে বসে থেকো না। তোমার পুরো আমলনামা তৈরি করা হচ্ছে। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য লেখকরা সবসময় তোমার সমস্ত কথাবার্তা, ওঠাবসা, চলাফেরা ও যাবতীয় কাজকর্ম লিখে চলছেন। সবশেষে পূর্ণ দৃঢ়তা সহকারে বলা হয়েছে, অবশ্যই একদিন কিয়ামত হবে। সেদিন নেক্কার লোকেরা জান্নাতে সুখের জীবন লাভ করবে এবং পাপীরা জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে। সেদিন কেউ কারোর কোনো কাজে লাগবে না। বিচার ও ফায়সালাকারী সেদিন হবেন একমাত্র আল্লাহ।

❒

আয়াত-১৯ ৮২-সূরা আল ইনফিতার-মাক্কী রুকূ'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

১. যখন আকাশ ফেটে যাবে

২. যখন তারকারা চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে,

৩. যখন সমুদ্র ফাটিয়ে ফেলা হবে

৪. এবং যখন কবরগুলো খুলে ফেলা হবে,[১]

৫. তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামনের ও পেছনের সবকিছু জেনে যাবে।

৬. হে মানুষ! কোন্ জিনিস তোমাকে তোমার মহান রবের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে

৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুঠাম ও সুসামঞ্জস্য করে গড়েছেন,

৮. এবং যে আকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন।

৯. কখ্খনো না,[২] বরং (আসল কথা হচ্ছে এই যে), তোমরা শাস্তি ও পুরস্কারকে মিথ্যা মনে করছো।[৩]

১০. অথচ তোমাদের ওপর পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছে

১১. এমন সম্মানিত লেখকবৃন্দ,

১২. যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ জানে।

১৩. নিসন্দেহে নেক লোকেরা পরমানন্দে থাকবে

১৪. আর পাপীরা অবশ্যই যাবে জাহান্নামে।

১৫. কর্মফলের দিন তারা তার মধ্যে প্রবেশ করবে

১৬. এবং সেখান থেকে কোনোক্রমেই সরে পড়তে পারবে না।

১৭. আর তোমরা কি জানো, ঐ কর্মফল দিনটি কি ?

১৮. হ্যাঁ, তোমরা কি জানো, ঐ কর্মফল দিনটি কি ?

১৯. এটি সেই দিন যখন কারোর জন্য কোনো কিছু করার সাধ্য কারোর থাকবে না। ফায়সালা সেদিন একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারে থাকবে।

آياتها ١٩ ٨٢ـ سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ ـ مَكِّيَّةٌ ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۙ

② وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۙ

③ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۙ

④ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۙ

⑤ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۗ

⑥ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۙ

⑦ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۙ

⑧ فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۗ

⑨ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۙ

⑩ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۙ ⑪ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۙ

⑫ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ⑬ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۚ

⑭ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ⑮ يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ

⑯ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ۗ

⑰ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۙ

⑱ ثُمَّ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۗ

⑲ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۗ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۠

১. কবরসমূহ খুলে দেয়ার অর্থ—মানুষের পুনরুজ্জীবিত করে উত্থিত করা।

২. অর্থাৎ এ ধোঁকার মধ্যে পড়ার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই।

৩. অর্থাৎ যে কারণে তোমরা ধোঁকায় পড়ে আছো তার পিছনে কোনো যুক্তি-প্রমাণ নেই। এ তোমাদের এক নির্বুদ্ধিতামূলক ধারণারই ফলশ্রুতি মাত্র। তোমরা মনে করে বসে আছো ঃ এ কর্মক্ষেত্রের পরিণামে কর্মফল লাভের কোনো ক্ষেত্র নেই। এ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধারণাই তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে বেখেয়াল, তাঁর ন্যায়বিচার সম্পর্কে নির্ভর এবং নিজেদের নৈতিক আচার-আচরণ দায়িত্বহীন করে দিয়েছে।

সূরা আল মুতাফ্ফিফীন

৮৩

নামকরণ

প্রথম আয়াত وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরার বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু থেকে পরিষ্কার জানা যায়, এটি মক্কা মু'আয্যমায় প্রথম দিকে নাযিল হয়। সে সময় আখেরাত বিশ্বাসকে মক্কাবাসীদের মনে পাকা-পোক্তভাবে বসিয়ে দেবার জন্য একের পর এক সূরা নাযিল হচ্ছিল। সূরাটি ঠিক তখনই নাযিল হয় যখন মক্কার লোকেরা পথে-ঘাটে-বাজারে-মজলিসে-মাহফিলে মুসলমানদেরকে টিটকারী দিচ্ছিল এবং তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করছিল। তবে জুলুম, নিপীড়ন ও মারপিট করার যুগ তখনো শুরু হয়নি। কোনো কোনো মুফাস্সির এ সূরাকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিম্নোক্ত বর্ণনাটিই মূলত এ ভুল ধারণার পেছনে কাজ করছে। তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় এলেন তখন এখানকার লোকদের মধ্যে ওজনে ও মাপে কম দেবার রোগ ভীষণভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ সূরাটি। এরপর থেকে লোকেরা ভালোভাবে ওজন ও পরিমাপ করতে থাকে। (নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে জারীর, বাইহাকী ফী শু'আবিল ঈমান) কিন্তু যেমন ইতিপূর্বে সূরা দাহরের ভূমিকায় আমি বলে এসেছি, সাহাবা ও তাবেঈগণ সাধারণত কোনো একটি আয়াত যে ব্যাপারটির সাথে খাপ খেতো সে সম্পর্কে বলতেন, এ আয়াতটি এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কাজেই ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়াত থেকে যাকিছু প্রমাণ হয় তা কেবল এতটুকু যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের পরে যখন মদীনার লোকদের মধ্যে এ বদঅভ্যাসটির ব্যাপক প্রসার দেখেন তখন আল্লাহর হুকুমে তাদের এ সূরাটি শুনান এবং এর ফলে তারা সংশোধিত হয়ে যায়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু ও আখেরাত।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে সাধারণ বেঈমানীটির ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল প্রথম ছ'টি আয়াতে সেজন্য তাদের পাকড়াও করা হয়েছে। তারা অন্যের থেকে নেবার সময় ওজন ও মাপ পুরো করে নিতো। কিন্তু যখন অন্যদেরকে দেবার সময় আসতো তখন ওজন ও মাপে প্রত্যেককে কিছু না কিছু কম দিতো। সমাজের আরো অসংখ্য অসৎকাজের মধ্যে এটি এমন একটি অসৎকাজ ছিল যার অসৎ হবার ব্যাপারটি কেউ অস্বীকার করতে পারতো না। এ ধরনের একটি অসৎকাজকে এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করে বলা হয়েছে। এটি আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে থাকার অপরিহার্য ফল। যতদিন লোকদের মনে এ অনুভূতি জাগবে না যে, একদিন তাদের আল্লাহর সামনে পেশ হতে হবে এবং সেখানে এক এক পাইয়ের হিসেব দিতে হবে ততদিন তাদের নিজেদের কাজ-কারবার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে পূর্ণ সততা অবলম্বন সম্ভবই নয়। সততা ও বিশ্বস্ততাকে "উত্তম নীতি" মনে করে কোনো ব্যক্তি কিছু ছোট ছোট বিষয়ে সততার নীতি অবলম্বন করলেও করতে পারে কিন্তু যেখানে বেঈমানী একটি "লাভজনক নীতি" প্রমাণিত হয় সেখানে সে কখনই সততার পথে চলতে পারে না। মানুষের মধ্যে একমাত্র আল্লাহর ভয়ে ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের ফলেই সত্যিকার ও স্থায়ী সত্যতা বিশ্বস্ততা সৃষ্টি হতে পারে। কারণ এ অবস্থার সততা একটি "নীতি" নয়, একটি "দায়িত্ব' গণ্য হয় এবং দুনিয়ায় সততার নীতি লাভজনক হোক বা অলাভজনক তার ওপর মানুষের সততার পথ অবলম্বন করা বা না করা নির্ভর করে না।

এভাবে নৈতিকতার সাথে আখেরাত বিশ্বাসের সম্পর্ককে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও মনোমুগ্ধকর পদ্ধতিতে বর্ণনা করার পর ৭ থেকে ১৭ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, দৃষ্কৃতকারীদের কাজের বিবরণী প্রথমেই অপরাধজীবীদের রেজিস্টার (Black List) লেখা হচ্ছে এবং আখেরাতে তাদের মারাত্মক ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হবে। তারপর ১৮ থেকে ২৮ পর্যন্ত আয়াতে সৎলোকদের উত্তম পরিণামের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তাদের আমলনামা উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন লোকদের রেজিস্টারে সন্নিবেশিত করা হচ্ছে। আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী ফেরেশতারা এ কাজে নিযুক্ত রয়েছেন।

সবশেষে ঈমানদারদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এবং এই সাথে কাফেরদেরকে এ মর্মে সতর্কও করে দেয়া হয়েছে যে, আজ যারা ঈমানদারদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার কাজে ব্যাপৃত আছে কিয়ামতের দিন তারা অপরাধীর পর্যায়ে থাকবে এবং নিজেদের এ কাজের অত্যন্ত খারাপ পরিণাম দেখবে। আর সেদিন এ ঈমানদাররা এ অপরাধীদের খারাপ ও ভয়াবহ পরিণাম দেখে নিজেদের চোখ শীতল করবে।

আয়াত-৩৬ ৮৩-সূরা আল মুতাফ্‌ফিফীন-মাক্কী রুকূ'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
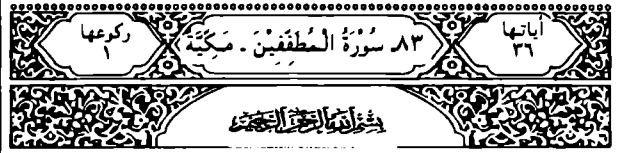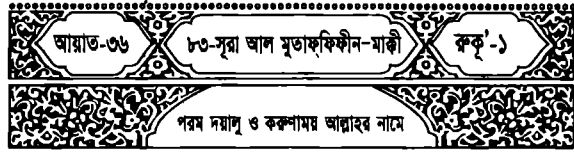
১. ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়।

২. তাদের অবস্থা এই যে, লোকদের থেকে নেবার সময় পুরো মাত্রায় নেয়।

৩. এবং তাদেরকে ওযন করে বা মেপে দেবার সময় কম করে দেয়।

৪-৫. এরা কি চিন্তা করে না, একটি মহাদিবসে এদেরকে উঠিয়ে আনা হবে ?[১]

৬. যেদিন সমস্ত মানুষ রব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে।

৭. কখ্খনো নয়,[২] নিশ্চিতভাবেই পাপীদের আমলনামা কয়েদখানার দফতরে রয়েছে।

৮. আর তুমি কি জানো সেই কয়েদখানার দফতরটা কি ?

৯. একটি লিখিত কিতাব।

১০. সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য ধ্বংস সুনিশ্চিত,

১১. যারা কর্মফল দেবার দিনটিকে মিথ্যা বলেছে।

১২. আর সীমালংঘনকারী পাপী ছাড়া কেউ একে মিথ্যা বলে না।

১৩. তাকে যখন আমার আয়াত শুনানো হয়[৩] সে বলে, এ তো আগের কালের গল্প।

১৪. কখ্খনো নয়, বরং এদের মনে এদের খারাপ কাজের জং ধরেছে।[৪]

১৫. কখ্খনো নয়, নিশ্চিতভাবেই সেদিন তাদের রবের দর্শন থেকে বঞ্চিত রাখা হবে।

১৬. তারপর তারা গিয়ে পড়বে জাহান্নামের মধ্যে।

① وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝

② الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝

③ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

④ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ۝ ⑤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

⑥ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

⑦ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ۝

⑧ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ۝

⑨ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝

⑩ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝

⑪ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝

⑫ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝

⑬ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

⑭ كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

⑮ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ۝

⑯ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ۝

১. কিয়ামতের দিনকে মহাদিন বলা হয়েছে, কারণ এ দিন সমস্ত মানুষ ও সমস্ত জ্বিনের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর আদালতে একই সময় গ্রহণ করা হবে এবং শাস্তি ও পুরস্কারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফায়সালা করা হবে।

২. অর্থাৎ দুনিয়ায় এ ধরনের অপরাধ করার পর তাদেরকে এমনই ছেড়ে দেয়া হবে——তাদের এ ধারণা ভুল.।

৩. অর্থাৎ সেই সেব আয়াত যাতে প্রতিফল দিবসের সংবাদ দেয়া হয়েছে।

৪. অর্থাৎ শাস্তি ও পুরস্কার দানের ব্যাপারটিকে অমূলক উপকথা মনে করার কোনো যুক্তিই নেই। কিন্তু যে কারণে তারা এ ব্যাপারকে অমূলক মনে করে তা হচ্ছে——এদের পাপ কাজের মলিনতা এদের মন-মগজে পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এজন্য একান্ত যুক্তিসঙ্গত কথাও তাদের কাছে যুক্তিহীন গল্প কথা মনে হচ্ছে।

১৭. এরপর তাদেরকে বলা হবে, এটি সেই জিনিস যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।

১৮. কখ্‌খনো নয়,[৫] অবশ্যই নেক লোকদের আমলনামা উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের দফতরে রয়েছে।

১৯. আর তোমরা কি জানো, এ উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের দফতরটি কি ?

২০. এটি একটি লিখিত কিতাব।

২১. নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতারা এর দেখাশুনা করে।

২২. নিসন্দেহে নেক লোকেরা থাকবে বড়ই আনন্দে।

২৩. উঁচু আসনে বসে দেখতে থাকবে।

২৪. তাদের চেহারায় তোমরা সচ্ছলতার দীপ্তি অনুভব করবে।

২৫. তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধতম শরাব পান করানো হবে।

২৬. তার ওপর মিশক-এর মোহর থাকবে। যারা অন্যদের ওপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায় তারা যেন এ জিনিসটি হাসিল করার জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার চেষ্টা করে।

২৭. সে শরাবে তাসনীমের[৬] মিশ্রণ থাকবে।

২৮. এটি একটি ঝরণা, নৈকট্যলাভকারীরা এর পানির সাথে শরাব পান করবে।

২৯. অপরাধীরা দুনিয়াতে ঈমানদারদের বিদ্রূপ করতো।

৩০. তাদের কাছ দিয়ে যাবার সময় চোখ টিপে তাদের দিকে ইশারা করতো।

৩১. নিজেদের ঘরের দিকে ফেরার সময় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ফিরতো।

৩২. আর তাদেরকে দেখলে বলতো, এরা হচ্ছে পথভ্রষ্ট।

৩৩. অথচ তাদেরকে এদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি।

৩৪. আজ ঈমানদাররা কাফেরদের ওপর হাসছে।

৩৫. সুসজ্জিত আসনে বসে তাদের অবস্থা দেখছে।

৩৬. কাফেররা তাদের কৃতকর্মের "সওয়াব" পেয়ে গেলো তো ?[৭]

(١٧) ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ○

(١٨) كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ○

(١٩) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ○ (٢٠) كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ○

(٢١) يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ○ (٢٢) اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ○

(٢٣) عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ○

(٢٤) تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ○

(٢٥) يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ○

(٢٦) خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنٰفِسُوْنَ ○

(٢٧) وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ○

(٢٨) عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ○

(٢٩) اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ○

(٣٠) وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ○

(٣١) وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ○

(٣٢) وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ○

(٣٣) وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ○

(٣٤) فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ○

(٣٥) عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ○

(٣٦) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

৫. অর্থাৎ কোনোরূপ বিচার-আচার ও শাস্তি-পুরস্কার হবে না বলে তাদের যে ধারণা তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৬. 'তসনীম'-এর অর্থ উচ্চতা। কোনো ঝরণাকে তসনীম বলার অর্থ—তা উচ্চস্থান থেকে প্রবাহিত হয়ে নীচের দিকে অবতরণ করছে।

৭. এ বাক্যাংশে এক সূক্ষ্ম-বিদ্রূপ নিহিত আছে। মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া কাফেররা একটা পুণ্য কাজ বলে বিবেচনা করতো। এজন্য এখানে বলা হয়েছে—পরকালে মুমিনরা আনন্দ সহকারে জান্নাতের মধ্যে অবস্থান করে জাহান্নামে কাফেরদেরকে দগ্ধ হতে দেখে মনে মনে বলতে থাকবে—এদের কাজের বেশ চমৎকার পুণ্যফল এরা প্রাপ্ত হচ্ছে।

সূরা আল ইনশিকাক

৮৪

নামকরণ

প্রথম আয়াতের انْشَقَّتْ। শব্দটি থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে। এর মূলে রয়েছে انشقاق। শব্দ। ইনশিকাক মানে ফেটে যাওয়া। অর্থাৎ এ নামকরণের মাধ্যমে একথা বলতে চাওয়া হয়েছে যে, এটি এমন একটি সূরা যাতে আকাশের ফেটে যাওয়ার উল্লেখ আছে।

নাযিলের সময়-কাল

এটিও মক্কা মু'আয্‌যমার প্রথম যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত। এ সূরার মধ্যে যেসব বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে তার আভ্যন্তরীণ বক্তব্য ও প্রমাণপত্র থেকে একথা জানা যায় যে, যখন এ সূরাটি নাযিল হয় তখন জুলুম-নিপীড়নের ধারাবাহিকতা শুরু হয়নি। তবে কুরআনের দাওয়াতকে তখন মক্কায় প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছিল। একদিন কিয়ামত হবে এবং সমস্ত মানুষকে আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে একথা মেনে নিতে লোকেরা অস্বীকার করছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটির বিষয়বস্তু হচ্ছে কিয়ামত ও আখেরাত। প্রথম পাঁচটি আয়াতে কেবল কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়নি। বরং এ সংগে কিয়ামত যে সত্যিই অনুষ্ঠিত হবে তার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। তার অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ সেদিন আকাশ ফেটে যাবে, পৃথিবীকে ছড়িয়ে দিয়ে একটি সমতল ময়দানে পরিণত করা হবে। পৃথিবীর পেটে যা কিছু আছে (অর্থাৎ মৃত মানুষের শরীরের অংশসমূহ এবং তাদের কার্যাবলীর বিভিন্ন সাক্ষ প্রমাণ) সব বের করে বাইরে ফেলে দেয়া হবে। এমনকি তার মধ্যে আর কিছুই থাকবে না। এর সপক্ষে যুক্তি পেশ করে বলা হয়েছে, আকাশ ও পৃথিবীর জন্য এটিই হবে তাদের রবের হুকুম। আর যেহেতু এ দুটি আল্লাহর সৃষ্টি, কাজেই তারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে পারবে না। তাদের জন্য তাদের রবের হুকুম তামিল করাটাই সত্য।

এরপর ৬ থেকে ১৯ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ সচেতন বা অচেতন যে কোনোভাবেই হোক না কেন সেই মনযিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যেখানে তার নিজেকে তার রবের সামনে পেশ করতে হবে। তখন সমস্ত মানুষ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। এক, যাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। তাদেরকে কোনো প্রকার কঠিন হিসেব-নিকেশের সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই সহজে মাফ করে দেয়া হবে। দুই, যাদের আমলনামা পিঠের দিকে দেয়া হবে। তারা চাইবে, কোনোভাবে যদি তাদের মৃত্যু হতো। কিন্তু মৃত্যুর বদলে তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দেয়া হবে। তারা দুনিয়ায় এ বিভ্রান্তিতে ডুবে ছিল যে, তাদেরকে কখনো আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে না। এ কারণে তারা এ পরিণতির সম্মুখীন হবে। অথচ তাদের রব তাদের সমস্ত কার্যক্রম দেখছিলেন। এসব কার্যক্রমের ব্যাপারে জবাবদিহি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার তাদের কোনো কারণ ছিল না। দুনিয়ার কর্মজীবন থেকে আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের জীবন পর্যন্ত তাদের পর্যায়ক্রমে পৌঁছে যাওয়ার ব্যাপারটি ঠিক তেমনই নিশ্চিত যেমন সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পশ্চিম আকাশে লাল আভা দেয়া দেয়া, দিনের পরে রাতের আসা, সে সময় মানুষ ও সকল প্রাণীর নিজ নিজ ডেরায় ফিরে আসা এবং একাদশীর একফালি চাঁদের ধীরে ধীরে চতুরদশীর পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত।

সবশেষে কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির খবর শুনানো হয়েছে। কারণ তারা কুরআনের বাণী শুনে আল্লাহর সামনে নত হওয়ার পরিবর্তে তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। এ সংগে যারা ঈমান এনে নেক আমল করে তাদেরকে অগণিত পুরস্কার ও উত্তম প্রতিদানের সুখবর শুনানো হয়েছে।

আয়াত-২৫ | ৮৪-সূরা আল ইনশিকাক-মাক্কী | রুকূ'-১

أياتها ٢٥ | ٨٤ سُورَةُ الْانْشِقَاقِ - مَكِّيَّةٌ | ركوعها ١

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ۝١

১. যখন আকাশফেটে যাবে।

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٢

২. এবং নিজের রবের হুকুম পালন করবে। আর (নিজের রবের হুকুম মেনে চলা,) এটিই তার জন্য সত্য।

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝٣
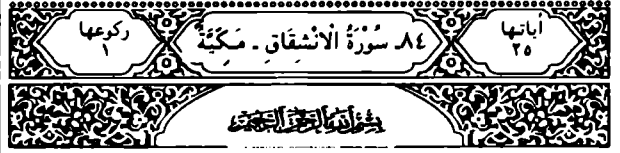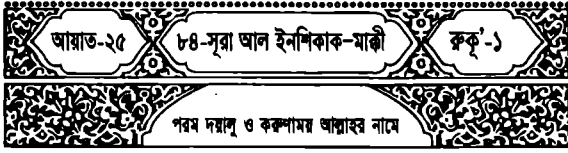
৩. আর পৃথিবীকে যখন ছড়িয়ে দেয়া হবে।[১]

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝٤

৪. যাকিছু তার মধ্যে আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করে সে খালি হয়ে যাবে।[২]

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٥

৫. এবং নিজের রবের হুকুম পালন করবে। আর (নিজের রবের হুকুম মেনে চলা), এটিই তার জন্য সত্য।

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۝٦

৬. হে মানুষ! তুমি কঠোর পরিশ্রম করতে করতে তোমার রবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছো, পরে তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে।

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝٧

৭. তারপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হয়েছে,

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝٨

৮. তার কাছ থেকে হালকা হিসেব নেয়া হবে।[৩]

وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝٩

৯. এবং সে হাসিমুখে নিজের লোকজনের কাছে ফিরে যাবে।[৪]

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۝١٠

১০. আর যার আমলনামা তার পিছন দিক থেকে দেয়া হবে,[৫]

১. যমীন সম্প্রসারিত করার অর্থ—সমুদ্র ও নদী ভর্তি করে দেয়া হবে, পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ছড়িয়ে দেয়া হবে ও পৃথিবীর সব বন্ধুরতা ও অসমতলতা একাকার করে সমতল প্রান্তর বানিয়ে দেয়া হবে।

২. অর্থাৎ যত মৃত মানুষ তার গর্ভে পতিত হয়ে আছে সে সবকে সে বাইরে নিক্ষেপ করবে। অনুরূপভাবে মানুষের কৃতকর্মের যত সাক্ষ্য-প্রমাণ তার মধ্যে বর্তমান থাকবে তা সবই সম্পূর্ণরূপে বহির্গত হয়ে আসবে। কোনো জিনিসই তার মধ্যে লুক্কায়িত বা চাপা দেয়া থেকে যাবে না।

৩. অর্থাৎ তার হিসাব গ্রহণে কড়াকড়ি ও কঠোরতা অবলম্বন করা হবে না। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে না—তুমি অমুক অমুক কাজ কেন করেছিল? অমুক কাজ যে তুমি করেছিলে তার জন্যে তোমার কি কৈফিয়ত দেয়ার আছে? তার ভালো ভালো ও নেক কাজসমূহের সাথে তার পাপ কাজসমূহও তার আমলনামায় লিখিত থাকবে। কিন্তু ভালো কাজের ওজন যেহেতু পাপ কাজের তুলনায় বেশী হবে, সেজন্যে তার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

৪. 'আপনার জন' বলতে এক ব্যক্তির সেইসব পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও সংগী-সাথীকে বুঝাচ্ছে যাদেরকে তার ন্যায় মাফ করে দেয়া হবে।

৫. সূরা আল হাক্কায় বলা হয়েছে—"যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে।" আর এখানে বলা হয়েছে। "পিছন দিক হতে দেয়া হবে।' সম্ভবত ব্যাপারটা এরূপ হবে যে—সারা সৃষ্টির সামনে বাম হাতে আমলনামা গ্রহণ করতে সে লজ্জা ও অপমানবোধ করবে, সে জন্যে সে নিজের হাত পিছনের দিকে রাখবে। কিন্তু সে হাত বাড়িয়ে সামনা-সামনি গ্রহণ করুক বা পিছনের দিকে হাত লুকিয়ে গ্রহণ করুক, সর্বাবস্থায় তার আমলনামা অবশ্যই তাকে, স্বহস্তে গ্রহণ করতে হবে।

١١ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۝

১১. সে মৃত্যুকে ডাকবে

١٢ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝

১২. এবং জ্বলন্ত আগুনে গিয়ে পড়বে।

١٣ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝

১৩. সে নিজের পরিবারের লোকদের মধ্যে ডুবে ছিল।

١٤ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ۝

১৪. সে মনে করেছিল, তাকে কখনো ফিরতে হবে না।

١٥ بَلَىٰ ۚ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝

১৫. না ফিরে সে পারতো কেমন করে ? তার রব তার কার্যকলাপ দেখছিলেন।

١٦ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝

১৬. কাজেই না, আমি কসম খাচ্ছি, আকাশের লাল আভার

١٧ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝

১৭. ও রাতের এবং তাতে যাকিছুর সমাবেশ ঘটে তার,

١٨ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝

১৮. আর চাঁদের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে।

١٩ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝

১৯. তোমাদের অবশ্যই স্তরে স্তরে এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে হবে।[৬]

٢٠ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

২০. তাহলে এদের কি হয়েছে, এরা ঈমান আনে না

٢١ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۝

২১. এবং এদের সামনে কুরআন পড়া হলে এরা সিজদা করে না ?

٢٢ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ۝

২২. বরংএ অস্বীকারকারীরা উলটো মিথ্যা আরোপ করে।

٢٣ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝

২৩. অথচ এরা নিজেদের আমলনামায় যাকিছু জমা করছে আল্লাহ তা খুব ভালো করেই জানেন।[৭]

٢٤ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

২৪. কাজেই এদের যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

٢٥ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

২৫. তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

৬. অর্থাৎ তোমরা একটি অবস্থায় অবিচল হয়ে থাকবে না। যৌবন থেকে বার্ধক্য, বার্ধক্য থেকে মৃত্যু, মৃত্যুর পর 'বরযখ', তারপর পুনরুজ্জীবন, পুনরুজ্জীবন হতে হাশরের ময়দান, এরপর হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি পুরস্কার প্রভৃতি অসংখ্য স্তর তোমাদেরকে অবশ্যই অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হবে। একথাটি বলার জন্যে তিনটি জিনিসের শপথ করা হয়েছে——সূর্যাস্তের পর প্রভাত লালিমা, দিনের পর রাতের অন্ধকার এবং দিনের বেলা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া সব মানুষ ও জীব জন্তুর দিন শেষে গুটিয়ে আসা, চাঁদের প্রথম উদয় অবস্থা হতে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ চন্দ্রে পরিণত হওয়া ——এ কয়টি ব্যাপার প্রকাশ্য সাক্ষ্যদান করছে যে, যে বিশ্বপ্রকৃতির বুকে মানুষ বসবাস করে তার মধ্যে কোথাও চিরস্থিতি ও অপরিবর্তনীয়তা নেই। প্রতি নিয়ত পরিবর্তন-বিবর্তন ও স্তরে স্তরে ক্রম অগ্রগতি সর্বত্র বিরাজ করছে। কাজেই মৃত্যুর শেষ হেঁচকির সাথে সাথে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে——কাফেরদের এ ধারণা আদৌও সত্য নয়।

৭. এর অপর এক অর্থ হতে পারে ঃ কুফরী, হিংসা-বিদ্বেষ, সত্যের প্রতি শত্রুতা, অসদিচ্ছা ও দুষ্ট মানসিকতার পুতিগন্ধময় যে আবর্জনা স্তূপ তারা নিজেদের বুকের মধ্যে পুঞ্জীভূত করে রেখেছে——তা সবকিছু আল্লাহ তাআলা ভালোভাবে জ্ঞাত আছেন।

সূরা আল বুরূজ

৮৫

নামকরণ

প্রথম আয়াতে الْبُرُوْجِ শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর বিষয়বস্তু থেকেই একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ সূরাটি মক্কা মুয়ায্যমায় এমন এক সময় নাযিল হয় তখন মুশরিকদের জুলুম-নিপীড়ন তুংগে উঠেছিল এবং তারা কঠিনতম শাস্তি দিয়ে মুসলমানদের ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে, ঈমানদারদের ওপর কাফেররা যে জুলুম করছিল সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা এবং ঈমানদারদেরকে এ মর্মে সান্ত্বনা দেয়া যে, যদি তারা এসব জুলুম-নিপীড়নের মোকাবিলায় অবিচল থাকে তাহলে তারা এর জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার পাবে এবং আল্লাহ নিজেই জালেমদের থেকে বদলা নেবেন।

এ প্রসংগে সর্বপ্রথম আসহাবুল উখদূদের (গর্তওয়ালাদের) কাহিনী শুনানো হয়েছে। তারা ঈমানদারদেরকে আগুনে ভরা গর্তে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিল। এ কাহিনীর মাধ্যমে মুমিন ও কাফেরদেরকে কয়েকটি কথা বুঝানো হয়েছে। এক, গর্তওয়ালারা যেমন আল্লাহর অভিশাপ ও তাঁর শাস্তির অধিকারী হয়েছে তেমনি মক্কার মুশরিক সরদাররাও তার অধিকারী হচ্ছিল। দুই, ঈমানদাররা যেমন তখন ঈমান ত্যাগ করার পরিবর্তে আগুনে ভরা গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে জীবন দেয়াকে বেছে নিয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে এখনও ঈমানদারদের ঈমানের পথ থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত না হয়ে সবরকমের কঠিনতম শাস্তি ভোগ করা উচিত। তিন, যে আল্লাহকে মেনে নেবার কারণে কাফেররা বিরোধী হয়ে গেছে এবং ঈমানদাররা তাদের মেনে নেবার ওপর অবিচল রয়েছে, তিনি সবার ওপর ক্ষমতাশালী ও বিজয়ী, তিনি পৃথিবী ও আকাশের কর্তৃত্বের অধিকারী, নিজের সত্তায় তিনি নিজেই প্রশংসার অধিকারী এবং তিনি উভয় দলের অবস্থা দেখছেন। কাজেই নিশ্চিতভাবেই কাফেররা তাদের কুফরীর কারণে কেবল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে না বরং এ সাথে নিজেদের জুলুম-নিপীড়নের শাস্তিও তারা ভোগ করবে আগুনে দগ্ধীভূত হয়ে। অনুরূপভাবে যারা ঈমান এনে সৎকাজ করেছে তারা নিশ্চিতভাবে জান্নাতে যাবে এবং এটিই বৃহত্তম সাফল্য। তারপর কাফেরদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ অত্যন্ত শক্ত ও কঠোরভাবে পাকড়াও করে থাকেন। যদি তোমরা নিজেদের বিরাট দলীয় শক্তির ওপর ভরসা করে থাকো তাহলে তোমাদের চেয়ে বড় দলীয় শক্তির অধিকারী ছিল ফেরাউন ও সামূদরা। তাদের সেনাবাহিনীর পরিণাম থেকে তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করো। আল্লাহর অসীম শক্তি তোমাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে। এ ঘেরাও কেটে বের হবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আর যে কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য তোমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছো, তার প্রত্যেকটি শব্দ অপরিবর্তনীয়। এ কুরআনের প্রতিটি শব্দ লাওহে মাহফুযের গায়ে এমনভাবে খোদিত আছে যে, হাজার চেষ্টা করেও কেউ তা বদলাতে পারবে না।

❒

আয়াত-২২ ৮৫-সূরা আল বুরূজ-মাক্কী রুকূ'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

১. কসম মযবুত দুর্গবিশিষ্ট আকাশের।[১]

২. এবংসেই দিনের যার ওয়াদা করা হয়েছে।

৩. আর যে দেখে তার এবংসেই জিনিসের যা দেখা যায়।[২]

৪. মারা পড়েছে গর্তওয়ালারা।

৫. যে গর্তে দাউ দাউ করে জ্বলা জ্বালানীর আগুন ছিল।

৬. যখন তারা সেই গর্তের কিনারে বসেছিল।

৭. এবং ঈমানদারদের সাথে তারা যাকিছু করছিল তা দেখছিল।[৩]

৮. ওই ঈমানদারদের সাথে তাদের শত্রুতার এছাড়া আর কোনো কারণ ছিল না যে, তারা সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল যিনি মহাপরাক্রমশালী এবং নিজের সত্তায় নিজেই প্রশংসিত।

৯. যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী। আর সে আল্লাহ সবকিছু দেখছেন।

১০. যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের ওপর যুলুম-নিপীড়ন চালিয়েছে, তারপর তা থেকে তাওবা করেনি, নিশ্চিতভাবেই তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং জ্বালা-পোড়ার শাস্তি।

১১. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে নিশ্চিতভাবেই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের বাগান যার নিম্নদেশে প্রবাহিত হতে থাকবে ঝরণাধারা। এটিই বড় সাফল্য।

১২. আসলে তোমার রবের পাকড়াও বড় শক্ত।

① وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝

② وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝

③ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝

④ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۝

⑤ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۝

⑥ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝

⑦ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝

⑧ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

⑨ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

⑩ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝

⑪ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝

⑫ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝

১. আকাশ মণ্ডলের বিশাল গ্রহ-নক্ষত্র রাজি।

২. 'দর্শক' অর্থাৎ এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে উপস্থিত থাকবে। আর 'দৃষ্ট জিনিস' অর্থাৎ–কিয়ামত, যার ভয়ংকর বিভীষিকাময় অবস্থা সব দর্শকরাই সেদিন দেখতে পাবে।

৩. গর্ত-কর্তরা অর্থাৎ সেই সব লোক যারা বড় বড় গর্তে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তাতে ঈমানদার লোকদেরকে নিক্ষেপ করেছে এবং স্বচক্ষে তাদের দগ্ধ হওয়ার দৃশ্য কৌতুক সহকারে দেখেছে। 'ধ্বংস হয়েছে' অর্থ–তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ পড়েছে এবং তারা আল্লাহর আযাবে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপযুক্ত হয়েছে।

﴿١٣﴾ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ۝

১৩. তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন আবার তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন।

﴿١٤﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۝

﴿١٥﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝

১৪-১৫. তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, আরশের মালিক, শ্রেষ্ঠ-সম্মানিত

﴿١٦﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝

১৬. এবং তিনি যা চান তাই করেন।

﴿١٧﴾ هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝

১৭. তোমার কাছে কি পৌঁছেছে সেনাদলের খবর ?

﴿١٨﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۝

১৮. ফেরাউন ও সামূদের সেনাদলের ?

﴿١٩﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝

১৯. কিন্তু যারা কুফরী করেছে, মিথ্যা আরোপ করার কাজে লেগে রয়েছে।

﴿٢٠﴾ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُّحِيطٌ ۝

২০. অথচ আল্লাহ তাদেরকে ঘেরাও করে রেখেছেন।

﴿٢١﴾ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝

﴿٢٢﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝

২১-২২. (তাদের মিথ্যা আরোপ করায় এ কুরআনের কিছু আসে যায় না) বরং এ কুরআন উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।[৪]

৪. অর্থাৎ কুরআনের লেখন অটল অক্ষয় ; তা আল্লাহর সেই সুরক্ষিত ফলকে খোদিত যাতে কোনোরূপ রদবদল সম্ভব নয়।

সূরা আত তারিক

৮৬

নামকরণ

প্রথম আয়াতে اَلطَّارِقِ শব্দটিকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনা পদ্ধতির দিক দিয়ে মক্কা মুআ'য্‌যমার প্রাথমিক সূরাগুলোর সাথে এর মিল দেখা যায়। কিন্তু মক্কার কাফেররা যখন কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাযিল হয়।

সর্বপ্রথম আকাশের তারকাগুলোকে এ মর্মে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, এ বিশ্বজাহানে কোনো একটি জিনিসও নেই যা কোনো এক সত্তার রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত ও অস্তিত্বশীল থাকতে পারে। তারপর মানুষের দৃষ্টি তার নিজের সত্তার প্রতি আকৃষ্ট করে বলা হয়েছে, দেখ কিভাবে এক বিন্দু শুক্র থেকে অস্তিত্ব দান করে তাকে একটি জ্বলজ্যান্ত গতিশীল মানুষে পরিণত করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, যে আল্লাহ এভাবে তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন তিনি নিশ্চিতভাবেই তাকে দ্বিতীয়বার পয়দা করার ক্ষমতা রাখেন। দুনিয়ায় মানুষের যেসব গোপন কাজ পর্দার আড়ালে থেকে গিয়েছিল সেগুলোর পর্যালোচনা ও হিসেব-নিকেশই হবে এ দ্বিতীয়বার পয়দা করার উদ্দেশ্য। সে সময় নিজের কাজের পরিণাম ভোগ করার হাত থেকে বাঁচার কোনো ক্ষমতাই মানুষের থাকবে না এবং তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে আসতেও পারবে না।

সবশেষে বলা হয়েছে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং মাটি থেকে গাছপালা ও ফসল উৎপাদন যেমন কোনো খেলা তামাসার ব্যাপার নয় বরং একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ, ঠিক তেমনি কুরআনে যেসব প্রকৃত সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোও কোনো হাসি তামাসার ব্যাপার নয়। বরং সেগুলো একেবারে পাকাপোক্ত ও অপরিবর্তনীয় কথা। কাফেররা এ ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছে যে, তাদের চালবাজী ও কৌশল কুরআনের এ দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু তারা জানে না, আল্লাহও একটি কৌশল অবলম্বন করছেন এবং তাঁর কৌশলের মোকাবিলায় কাফেরদের যাবতীয় চালবাজী ও কৌশল ব্যর্থ হয়ে যাবে। তারপর একটি বাক্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা এবং পর্দান্তরালে কাফেরদের ধমক দিয়ে কথা এভাবে শেষ করা হয়েছে ঃ তুমি একটু সবর করো এবং কিছুদিন কাফেরদেরকে ইচ্ছেমতো চলার সুযোগ দাও। কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা টের পেয়ে যাবে, তাদের চালবাজী ও প্রতারণা কুরআনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। বরং যেখানে তারা কুরআনকে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে কুরআন বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

❒

আয়াত-১৭ ৮৬-সূরা আত তারিক-মাক্কী রুকূ'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
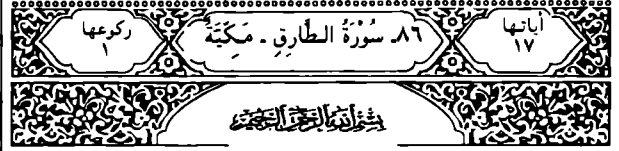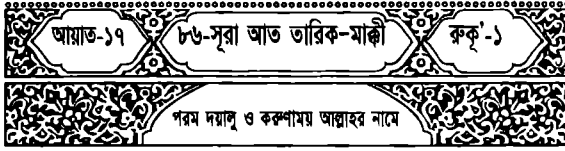
১. কসম আকাশের এবং রাতে আত্মপ্রকাশকারীর।

২. তুমি কি জানো ঐ রাতে আত্মপ্রকাশকারী কি ?

৩. উজ্জ্বল তারকা।

৪. এমন কোনো প্রাণ নেই যার ওপর কোনো হেফাযতকারী নেই।[১]

৫. কাজেই মানুষ একবার এটাই দেখে নিক কী জিনিস থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রবলবেগে নিঃসৃত পানি থেকে,

৭. যা পিঠ ও বুকের হাড়ের মাঝখান দিয়ে বের হয়।[২]

৮. নিশ্চিতভাবেই তিনি (স্রষ্টা) তাকে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন।

৯. যেদিন গোপন রহস্যের যাচাই বাছাই হবে।[৩]

১০. সেদিন মানুষের নিজের কোনো শক্তি থাকবে না এবং কেউ তার সাহায্যকারীও হবে না।

১১. কসম বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের।

১২. এবং (উদ্ভিদ জন্মাবার সময়) ফেটে যাওয়া যমীনের,

১৩-১৪. এটি মাপাজোকা মীমাংসাকারী কথা, হাসি-ঠাট্টা নয়।[৪]

১৫. এরা কিছু চক্রান্ত করছে।

১৬. এবং আমিও একটি কৌশল করছি।

১৭. কাজেই ছেড়ে দাও, হে নবী! এ কাফেরদেরকে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য এদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও।

১. নেঘাবান—সংরক্ষক অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। তিনিই পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলের ছোট বড় প্রতিটি সৃষ্টির দেখা-শুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। রাত্রিকালে আকাশে যে অসংখ্য অগণন তারকা ও গ্রহ উপগ্রহ জ্বলজ্বল করতে দেখা যায়, এর প্রত্যেকটির অস্তিত্ব সাক্ষ্য দেয় যে—অবশ্যই কেউ আছেন, যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন, আলোকোজ্জ্বল করেছেন এবং এদের সংরক্ষণ এমনভাবে করছেন যে, না তারা নিজেদের স্থান থেকে বিচ্যুত হতে পারছে, আর না অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তনকালে কোনো পারস্পরিক সংঘর্ষ ঘটছে। এভাবে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিলোকের প্রত্যেক জিনিসটির রক্ষণাবেক্ষণ করছেন।

২. পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের প্রজনন শুক্র যেহেতু মানুষের পিঠ ও বুকের মধ্যবর্তী দেহ সত্তা হতে নিঃসৃত হয় এজন্য বলা হয়েছে—মানুষকে সেই পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা পিঠ ও বুকের মাঝ থেকে বহির্গত হয়।

৩. 'গোপন তত্ত্ব' বলতে মানুষের সেইসব কার্যকলাপকেও বুঝানো হয়েছে যা দুনিয়াতে একগুপ্ত রহস্য হয়েছিল এবং সেই পারগুলোকেও বুঝানো হয়েছে যার বাহ্যিকরূপ তো মানুষের সামনে স্পষ্ট প্রকট ছিল, কিন্তু তার পশ্চাতে যে মনোভাব ও সংকল্প, যে স্বার্থ, প্রবণতা, উদ্দেশ্য ও যে কামনা-বাসনা সক্রিয় ছিল, তার প্রকৃত অবস্থা মানুষের কাছে গুপ্ত থেকে গিয়েছিল।

৪. অর্থাৎ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ ও ভূপৃষ্ঠ দীর্ণ হয়ে তার মধ্য দিয়ে উদ্ভিদের উদ্গমন যেমন কোনো ঠাট্টা-তামাসার ব্যাপার নয়, এ যেমন একটা বাস্তব গুরুত্বপূর্ণ সত্য; অনুরূপভাবে কুরআন মজীদ যে ভবিষ্য-সংবাদ দান করেছে ঃ 'মানুষকে আবার তার আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে'—একথা কোনো হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয়, বরং এ এক অকাট্য অমোঘ বাণী।

সূরা আল আ'লা

৮৭

নামকরণ

প্রথম আয়াতে উপস্থাপিত আ'লা শব্দটিকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর আলোচ্য বিষয় থেকে জানা যায়, এটি একেবারে প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম। ষষ্ঠ আয়াতে "আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, তারপর তুমি আর ভুলবে না" এ বাক্যটিও একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটি এমন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালোভাবে অহী আয়ত্ব করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেননি। এবং অহী নাযিলের সময় তার কোনো শব্দ ভুলে যাবেন বলে তিনি আশংকা করতেন। এ আয়াতের সাথে যদি সূরা ত্বা-হা'র ১১৪ আয়াত ও সূরা কিয়ামাহ'র ১৬-১৯ আয়াতগুলোকে মিলিয়ে পড়া হয় এবং তিনটি সূরার সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর বর্ণনাভংগী ও পরিবেশ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে এখানে উল্লেখিত ঘটনাবলীকে নিম্নোক্তভাবে সাজানো যায় ঃ সর্বপ্রথম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে যে, তুমি চিন্তা করো না, আমি এ বাণী তোমাকে পড়িয়ে দেবো এবং তুমি আর ভুলে যাবে না। তারপর বেশ কিছুকাল পরে যখন সূরা কিয়ামাহ নাযিল হতে থাকে তখন তিনি অবচেতনভাবে অহীর শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। তখন বলা হয়, "হে নবী! এ অহী দ্রুত মুখস্ত করার জন্য নিজের জিহ্বা সঞ্চালন করো না। এগুলো মুখস্থ করানো ও পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। কাজেই যখন আমরা এগুলো পড়ি তখন তুমি এর পড়া মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকো, তারপর এর মানে বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আমার।" শেষবার সূরা ত্বা-হা নাযিলের সময় মানবিক দুর্বলতার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার এই পরপর নাযিল হওয়া ১১৩টি আয়াতের কোনো অংশ স্মৃতি থেকে উধাও হয়ে যাবার আশংকা করেন, ফলে তিনি সেগুলো স্মরণ রাখার চেষ্টা করতে থাকেন। এর ফলে তাঁকে বলা হয় ঃ "আর কুরআন পড়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে এর অহী সম্পূর্ণরূপে পৌঁছে না যায়।" এরপর আর কখনো এমনটি ঘটেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর কখনো এ ধরনের আশংকা করেননি। কারণ এ তিনটি জায়গা ছাড়া কুরআনের আর কোথাও এ ব্যাপারে কোনো ইংগিত নেই।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ ছোট্ট সূরাটিতে তিনটি বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। এক, তাওহীদ। দুই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দান। তিন, আখেরাত।

তাওহীদের শিক্ষাকে প্রথম আয়াতের একটি বাক্যের মধ্যেই সীমিত করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ আল্লাহর নামে তাসবীহ পাঠ করো। অর্থাৎ তাঁকে এমন কোনো নামে স্মরণ করা যাবে না যার মধ্যে কোনো প্রকার ত্রুটি, অভাব, দোষ, দুর্বলতা বা সৃষ্টির সাথে কোনো দিক দিয়ে কোনো প্রকার মিল রয়ে গেছে। কারণ দুনিয়ায় যতগুলো ভ্রান্ত আকীদার জন্ম হয়েছে তার সবগুলোর মূলে রয়েছে আল্লাহ সম্পর্কিত কোনো না কোনো ভুল ধারণা। আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্য কোনো ভুল ও বিভ্রান্তিকর নাম অবলম্বন করার মাধ্যমে এ ভুল ধারণাগুলো বিকশিত হয়েছে। কাজেই আকীদা সংশোধনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে, মহান আল্লাহকে কেবলমাত্র তাঁর উপযোগী পূর্ণ গুণান্বিত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর নামে স্মরণ করতে হবে।

এরপর তিনটি আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের এমন এক রবের তাসবীহ পাঠ করার হুকুম দেয়া হয়েছে যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে সমতা কায়েম করেছেন। তার ভাগ্য তথা তার ক্ষমতাগুলোর সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন এবং যে কাজের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা সম্পন্ন করার পথ তাকে বাত্‌লে দিয়েছেন। তোমরা নিজের চোখে তাঁর ক্ষমতার বিস্ময়কর ও বিচিত্র প্রকাশ দেখে চলছো। তিনি মাটির বুকে উদ্ভিদ ও গাছপালা উৎপন্ন করেন আবার সেগুলোকে প্রাণহীন আবর্জনায় পরিণত করেন। তিনি ছাড়া আর কেউ বসন্তের সজীবতা আনার ক্ষমতা রাখেন না আবার পাতাঝরা শীতের আগমন রোধ করার ক্ষমতাও কারো নেই।

তারপর দুটি আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ এই যে কুরআন তোমার প্রতি নাযিল হচ্ছে এর প্রতিটি শব্দ কিভাবে তোমার মুখস্থ থাকবে, এ ব্যাপারে তুমি কোনো চিন্তা করো না। একে তোমার

স্মৃতিপটে সংরক্ষিত করে দেয়া আমার কাজ। একে তোমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত রাখার পেছনে তোমার নিজস্ব কোনো কৃতিত্ব নেই। বরং এটা আমার মেহেরবানীর ফল। নয়তো আমি চাইলে তোমার স্মৃতি থেকে একে মুছে ফেলতে পারি।

এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে ঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়নি। বরং তোমার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র সত্যের প্রচার। আর এ প্রচারের সরল পদ্ধতি হচ্ছে, যে ব্যক্তি উপদেশ শুনতে ও তা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে তাকে উপদেশ দাও। আর যে ব্যক্তি তাতে প্রস্তুত নয় তার পেছনে লেগে থাকার প্রয়োজন নেই। যার মনে ভুল পথে চলার অশুভ পরিণামের ভয় থাকবে সে সত্য কথা শুনে তা মেনে নেবে এবং যে দুর্ভাগা তা শুনতে ও মেনে নিতে চাইবে না সে নিজের চোখেই নিজের অশুভ পরিণাম দেখে নেবে।

সবশেষে বক্তব্যের সমাপ্তি টেনে বলা হয়েছে ঃ সাফল্য কেবল তাদের জন্য যারা আকীদা-বিশ্বাস, কর্ম ও চরিত্রে পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা অবলম্বন করবে এবং নিজেদের রবের নাম স্মরণ করে নামায পড়বে। কিন্তু লোকেরা শুধুমাত্র এ দুনিয়ার আরাম-আয়েশ এবং এর স্বার্থ ও আশা-আনন্দের চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। অথচ তাদের আসলে আখেরাতের চিন্তা করা উচিত। কারণ এ দুনিয়া তো ক্ষণস্থায়ী। অন্যদিকে আখেরাত চিরস্থায়ী। আর দুনিয়ার নিয়ামতের তুলনায় আখেরাতের নিয়ামত অনেক বেশী ও অনেক উন্নত পর্যায়ের। এ সত্যটি কেবল কুরআনেই বর্ণনা করা হয়নি, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সহীফাসমূহেও মানুষকে এ একই সত্যের সন্ধান দেয়া হয়েছিল।

❐

আয়াত-১৯ ৮৭-সূরা আল আ'লা-মাক্কী রুকূ'-১

اٰيَاتُهَا ١٩ ٨٧ سُوْرَةُ الْاَعْلٰى - مَكِّيَّةٌ رُكُوْعُهَا ١

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۙ
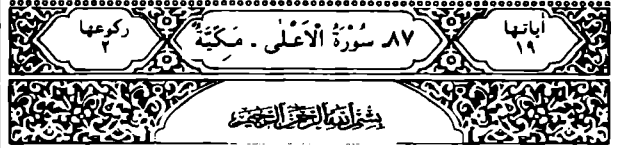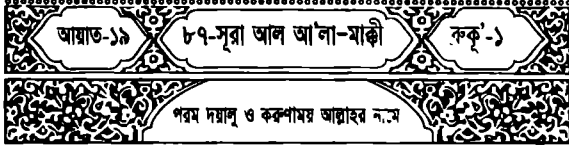
১. (হে নবী!) তোমার সুমহান রবের নামের তাসবীহ পাঠ করো।

② الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۙ

২. যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সমতা কায়েম করেছেন।[১]

③ وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۙ

৩. যিনি তাকদীর[২] গড়েছেন তারপর পথ দেখিয়েছেন।[৩]

④ وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۙ

৪. যিনি উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন।

⑤ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ۙ

৫. তারপর তাদেরকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন।

⑥ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ۙ

৬. আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, তারপর তুমি আর ভুলবে না।[৪]

⑦ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ۙ

৭. তবে আল্লাহ যা চান তা ছাড়া।[৫] তিনি জানেন প্রকাশ্য এবং যাকিছু গোপন আছে তাও।

⑧ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ښ

৮. আর আমি তোমাকে সহজ পথের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি।

১. অর্থাৎ যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত বিশ্বলোকের প্রত্যেকটি জিনিস তিনিই পয়দা করেছেন। আর যে জিনিসই তিনি সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ সঠিক ও যথাযথ সৃষ্টি করেছেন, তার ভারসাম্য ও আনুপাতিকতা ঠিকভাবে কায়েম করেছেন, তাকে এমন আকার-আকৃতি ও রূপ-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, সে জিনিসের তার থেকে উৎকৃষ্টতর কোনোরূপ চিন্তাই করা যায় না।

২. অর্থাৎ প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করার পূর্বে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়ায় তাকে কি কাজ করতে হবে, সে কাজের পরিমাণ কি হবে, তার গুণাবলী কি হবে, কোথায় তার স্থান ও অবস্থিতি হবে, তার স্থিতি অবস্থান ও কাজের জন্যে ক্ষেত্র ও উপায়-উপকরণ কি কি সংগ্রহ করতে হবে, কোন্ সময় তা অস্তিত্বে আসবে, কতদিন পর্যন্ত তা নিজের জন্যে নির্দিষ্ট কাজ করবে, আর কখন কিভাবে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে।—এ পুরা পরিকল্পনার সমষ্টিগত নামকেই তার 'তাকদীর' বলা হয়।

৩. অর্থাৎ কোনো জিনিসকেই মাত্র সৃষ্টি করেই তিনি ছেড়ে দেননি, বরং তিনি যে জিনিসই যে কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সেই কাজ সুসম্পন্ন করার পন্থাও জানিয়ে দিয়েছেন।

৪. প্রাথমিক যুগে যখন অহী অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপার সবেমাত্র শুরু হয়েছিল তখন কখনও কখনও এরূপ ঘটতো যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম অহী শুনিয়ে শেষ করার আগেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুলে যাওয়ার আশংকায় প্রথম অংশ আবৃত্তি করতে শুরু করতেন। এ কারণে আল্লাহ তাআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিশ্চয়তা দিলেন যে—অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তুমি নীরবে শুনতে থাক, আমি তোমাকে তা পড়িয়ে দেব এবং চিরকালের জন্য তা তোমার স্মৃতি পটে সংরক্ষিত ও তোমার কণ্ঠস্থ থেকে যাবে।

৫. অর্থাৎ সমগ্র কুরআন প্রতিটি শব্দসহ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্মরণ শক্তিতে সুরক্ষিত থেকে যাওয়া তাঁর নিজের শক্তির কোনো কীর্তি নয়। প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁরই দেয়া তাওফীক—সুযোগের ফলশ্রুতি মাত্র। নতুবা আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা ভুলিয়ে দিতে পারেন।

⑨ فَذَكِّرْ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۞

৯. কাজেই তুমি উপদেশ দাও, যদি উপদেশ উপকারী হয়।[৬]

⑩ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۞

১০. যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করে নেবে।

⑪ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۞

১১. আর তার প্রতি অবহেলা করবে নিতান্ত দুর্ভাগাই,

⑫ الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۞

১২. সে বৃহৎ আগুনে প্রবেশ করবে,

⑬ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۞

১৩. তারপর সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না।

⑭ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۞

১৪. সে সফলকাম হয়েছে, যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে

⑮ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۞

১৫. এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করেছে, তারপর নামায পড়েছে।

⑯ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۞

১৬. কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকো।

⑰ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى ۞

১৭. অথচ আখেরাত উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।

⑱ إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُوْلٰى ۞

১৮. পূর্বে অবতীর্ণ সহীফাগুলোয় একথাই বলা হয়েছিল,

⑲ صُحُفِ إِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۞

১৯. ইবরাহীম ও মূসার সহীফায়।

৬. অর্থাৎ আমি দীনের তাবলীগের ব্যাপারে তোমাকে কোনো কাঠিন্যে নিক্ষেপ করতে চাই না, বধিরকে শুনানো ও অন্ধকে পথ দেখানোর কোনো দায়িত্ব তোমার নয়। তোমাকে এজন্য একটি সহজ পন্থা দান করছি ঃ তুমি নসীহত করতে থাক, যতক্ষণ তুমি অনুভব কর যে, কেউ না কেউ তোমার নসীহত থেকে উপকৃত হতে প্রস্তুত আছে। যেসব লোক সম্পর্কে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তুমি জানতে ও বুঝতে পার যে, তারা উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক নয়, তাদের পিছনে পড়ার তোমার কোনো প্রয়োজন নেই।

সূরা আল গাশিয়াহ

৮৮

নামকরণ

প্রথম আয়াতের اَلْغَاشِيَةُ শব্দকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সুরাটির সমগ্র বিষয়বস্তু একথা প্রমাণ করে যে, এটিও প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত। কিন্তু এটি এমন সময় নাযিল হয় যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন এবং মক্কার লোকেরা তাঁর দাওয়াত শুনে তাঁর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে থাকে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু অনুধাবন করার জন্য একথাটি অবশ্যই সামনে রাখতে হবে যে, ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রধানত দুটি কথা লোকদেরকে বুঝাবার মধ্যেই তাঁর দাওয়াত সীমাবদ্ধ রাখেন। একটি তাওহীদ ও দ্বিতীয়টি আখেরাত। আর মক্কাবাসীরা এ দুটি কথা মেনে নিতে অস্বীকার করতে থাকে। এ পটভূমিটুকু অনুধাবন করার পর এবার এ সূরাটির বিষয়বস্তু ও বর্ণনা পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করুন।

এখানে সবার আগে গাফলতির জীবনে আকণ্ঠ ডুবে থাকা লোকদেরকে চমকে দেবার জন্য হঠাৎ তাদের সামনে প্রশ্ন রাখা হয়েছে ঃ তোমরা কি সে সময়ের কোনো খবর রাখো যখন সারা দুনিয়ার ওপর ছেয়ে যাবার মতো একটি বিপদ অবতীর্ণ হবে? এরপর সাথে সাথেই এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে, সে সময় সমস্ত মানুষ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দুটি ভিন্ন পরিণামের সম্মুখীন হবে। একদল জাহান্নামে যাবে। তাদের উমুক উমুক ধরনের ভয়াবহ ও কঠিন আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। দ্বিতীয় দলটি উন্নত ও উচ্চমর্যাদার জান্নাতে যাবে। তাদেরকে উমুক উমুক ধরনের নিয়ামত দান করা হবে।

এভাবে লোকদেরকে চমকে দেবার পর হঠাৎ বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রশ্ন করা হয়, যারা কুরআনের তাওহীদী শিক্ষা ও আখেরাতের খবর শুনে নাক সিটকায় তারা কি নিজেদের চোখের সামনে প্রতি মুহূর্তে যেসব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে সেগুলো দেখে না? আরবের দিগন্ত বিস্তৃত সাহারায় যেসব উটের ওপর তাদের সমগ্র জীবন যাপন প্রণালী নির্ভরশীল তারা কিভাবে ঠিক মরু জীবনের উপযোগী বৈশিষ্ট ও গুণাবলী সম্পন্ন পশু হিসেবে গড়ে উঠেছে, একথা কি তারা একটুও চিন্তা করে না? পথে সফর করার সময় তারা আকাশ, পাহাড় ও বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী দেখে। এ তিনটি জিনিস সম্পর্কেই তারা চিন্তা করে না কেন? মাথার ওপরে এ আকাশটি কেমন করে ছেয়ে গেলো? সামনে ওই পাহাড় খাড়া হলো কেমন করে? পায়ের নীচে এ যমীন কিভাবে বিছানো হলো? এসব কিছুই কি একজন মহাবিজ্ঞ সর্বশক্তিমান কারিগরের কারিগরী তৎপরতা ছাড়াই হয়ে গেছে? যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, একজন সৃষ্টিকর্তা বিপুল শক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যে এ জিনিসগুলো তৈরি করেছেন এবং দ্বিতীয় আর কেউ তাঁর এ সৃষ্টি কর্মে শরীক নেই তাহলে তাঁকেই একক রব হিসেবে মেনে নিতে তাদের আপত্তি কেন? আর যদি তারা একথা মেনে নিয়ে থাকে যে, সেই আল্লাহর এসব কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা ছিল, তাহলে সেই আল্লাহ কিয়ামত সংঘটিত করার ক্ষমতাও রাখেন, মানুষদের পুনর্বার সৃষ্টি করার ক্ষমতাও রাখেন এবং জান্নাত ও জাহান্নাম বানাবার ক্ষমতাও রাখেন—এসব কথা কোন্ যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে মানতে ইতস্তত করছে?

এ সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে বক্তব্য বুঝানো হয়েছে। এরপর কাফেরদের দিক থেকে ফিরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে, এরা না মানতে চাইলে না মানুক, তোমাকে তো এদের ওপর বলপ্রয়োগকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়নি। তুমি জোর করে এদের থেকে স্বীকৃতি আদায় করতে পারো না। তোমার কাজ উপদেশ দেয়া। কাজেই তুমি উপদেশ দিয়ে যেতে থাকো। সবশেষে তাদের অবশ্যই আমার কাছেই আসতে হবে। সে সময় আমি তাদের কাছ থেকে পুরো হিসেব নিয়ে নেব। যারা মানেনি তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবো।

❐

আয়াত-২৬ ৮৮-সূরা আল গাশিয়াহ-মাক্কী রুকূ'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

১. তোমার কাছে আচ্ছন্নকারী বিপদের খবর এসে পৌঁছেছে কি ?

২-৪. কিছু চেহারা[১] সেদিন হবে ভীতি কাতর, কঠোর পরিশ্রমরত, ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। জ্বলন্ত আগুনে ঝলসে যেতে থাকবে।

৫. ফুটন্ত ঝরণার পানি তাদেরকে দেয়া হবে পান করার জন্য।

৬. তাদের জন্য কাঁটাওয়ালা শুকনো ঘাস ছাড়া আর কোনো খাদ্য থাকবে না।

৭. তা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও মেটাবে না।

৮. কিছু চেহারা সেদিন আলোকোজ্জ্বল হবে।

৯. নিজেদের কর্মসাফল্যে আনন্দিত হবে।

১০. উচ্চ মর্যাদার জান্নাতে অবস্থান করবে।

১১. সেখানে কোনো বাজে কথা শুনবে না।

১২. সেখানে থাকবে বহমান ঝরণাধারা।

১৩. সেখানে উঁচু আসন থাকবে,

১৪. পানপাত্রসমূহ থাকবে।

১৫. সারি সারি বালিশ সাজানো থাকবে

১৬. এবং উৎকৃষ্ট বিছানা পাতা থাকবে।

১৭. (এরা মানছে না) তাহলে কি এরা উটগুলো দেখছে না, কিভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ?

آياتها ٢٦ ٨٨ سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ - مَكِّيَّةٌ ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝

② وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝

③ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝

④ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝

⑤ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝

⑥ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝

⑦ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ۝

⑧ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝

⑨ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝

⑩ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

⑪ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝

⑫ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝

⑬ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝

⑭ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۝

⑮ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۝

⑯ وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝

⑰ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝

১. 'মুখমণ্ডল' শব্দ এখানে ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানব দেহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রকাশমান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তার মুখমণ্ডল। এজন্য 'কতিপয় ব্যক্তি' না বলে 'কতক মুখমণ্ডল' বলা হয়েছে।

وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝١٨

১৮. আকাশ দেখছে না, কিভাবে তাকে উঠানো হয়েছে ?

وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝١٩

১৯. পাহাড়গুলো দেখছে না, কিভাবে তাদেরকে শক্তভাবে বসানো হয়েছে ?

وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝٢٠

২০. আর যমীনকে দেখছে না, কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে ?[২]

فَذَكِّرْ ۗ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝٢١

২১. বেশ (হে নবী!) তাহলে তুমি উপদেশ দিয়ে যেতে থাকো। তুমি তো শুধুমাত্র একজন উপদেশক,

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۝٢٢

২২. এদের ওপর বলপ্রয়োগকারী নও।

اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ۝٢٣

২৩. তবে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অস্বীকার করবে

فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ۝٢٤

২৪. আল্লাহ তাকে মহাশাস্তি দান করবেন।

اِنَّ اِلَيْنَاۤ اِيَابَهُمْ ۝٢٥

২৫. অবশ্যই এদের আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝٢٦

২৬. তারপর এদের হিসেব নেয়া হবে আমারই দায়িত্ব।

২. অর্থাৎ পরকাল সংক্রান্ত কথাবার্তা শুনে এরা যদি বলে এসব কেমন করে সম্ভব ; তাহলে এরা কি তাদের চতুর্দিকের পরিবেশের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না ?—এ উষ্ট্র কিরূপে সৃষ্ট হলো ? এ আকাশ মণ্ডল কিভাবে উন্নীত হলো ? এ পাহাড় কিভাবে সংস্থাপিত হলো ? এ ধরনী কিভাবে বিস্তীর্ণ হয়ে আছে—এ সমস্ত জিনিস যদি সৃষ্টি হতে পারে এবং সৃষ্ট হয়েই তাদের চোখের সামনে বর্তমান আছে তাহলে কিয়ামত হতে পারবে না কেন ? পরকালে আর একটি জগত কেন গড়ে উঠতে পারবে না ? বেহেশত ও দোযখের অস্তিত্ব কেন সম্ভব নয় ?

সূরা আল ফাজ্‌র

৮৯

নামকরণ

প্রথম শব্দ وَالْفَجْرِ-কে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

এ সূরার বিষয়বস্তু থেকে জানা যায়, এটি এমন এক যুগে নাযিল হয় যখন মক্কা মুয়ায্‌যমায় ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর ব্যাপকভাবে নিপীড়ন নির্যাতন চলছিল। তাই মক্কাবাসীদেরকে আদ, সামূদ ও ফেরাউনের পরিণাম দেখিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের সত্যতা প্রমাণ করা। কারণ, মক্কাবাসীরা একথা অস্বীকার করে আসছিল। এ উদ্দেশ্যে ধারাবাহিক পর্যায়ে যে যুক্তি পেশ করা হয়েছে সে ধারাবাহিকতা সহকারে এ বিষয়টি পর্যালোচনা করতে হবে।

প্রথমে ফজর, দশটি রাত, জোড় ও বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের কসম খেয়ে শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, যে বিষয়টি তোমরা অস্বীকার করছো তার সত্যতার সাক্ষ দেবার জন্য কি এ জিনিসগুলো যথেষ্ট নয়? সামনের দিকে টীকায় আমি এ চারটি জিনিসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তা থেকে জানা যায় যে, দিন রাতের ব্যবস্থায় যে নিয়মানুবর্তিতা দেখা যায় এগুলো তারই নিদর্শন। এগুলোর কসম খেয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত এ বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করার পরও যে আল্লাহ এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি আখেরাত কায়েম করার ক্ষমতা রাখেন এবং মানুষের কাছ থেকে তার কার্যাবলীর হিসেব নেয়া তাঁর এ বিজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য দাবী, একথার সাক্ষ প্রমাণ পেশ করার জন্য কি আর কোনো জিনিসের প্রয়োজন থাকে?

এরপর মানবজাতির ইতিহাস থেকে প্রমাণ পেশ করে উদাহরণ স্বরূপ আদ ও সামূদ জাতি এবং ফেরাউনের পরিণাম পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন তারা সীমা পেরিয়ে গেছে এবং পৃথিবীতে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তখন আল্লাহর আযাব তাদেরকে গ্রাস করেছে। একথা প্রমাণ করে যে, কোনো অন্ধ-বধির শক্তি এ বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করছে না এবং এ দুনিয়াটি কোনো অথর্ব রাজার মগের মুল্লুকও নয়। বরং একজন মহাবিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী শাসক এ বিশ্বজাহানের ওপর কর্তৃত্ব করছেন। তিনি বুদ্ধি-জ্ঞান ও নৈতিক অনুভূতি দান করে যেসব সৃষ্টিকে এ দুনিয়ায় স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দিয়েছেন তাদের কাজের হিসেব-নিকেশ করা এবং তাদেরকে শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া তাঁর জ্ঞানবত্তা ও ন্যায়পরায়ণতার অনিবার্য দাবী। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা এর অবিচ্ছিন্ন প্রকাশ দেখি।

তারপর মানব সমাজের সাধারণ নৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে আরব জাহেলিয়াতের অবস্থা সে সময় সবার সামনে বাস্তবে সুস্পষ্ট ছিল। বিশেষ করে তার দুটি দিকের সমালোচনা করা হয়েছে। এক, সাধারণ মানুষের বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগী। যার ফলে তারা নৈতিক ভালো-মন্দের দিকটাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র পার্থিব ধন-দওলাত, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জন বা এর অভাবকে সম্মান লাভ ও সম্মানহানির মানদণ্ড গণ্য করেছিল। তারা ভুলে গিয়েছিল, সম্পদশালিতা কোনো পুরস্কার নয় এবং আর্থিক অভাব অনটন কোনো শাস্তি নয় বরং এ দুই অবস্থাতেই মহান আল্লাহ মানুষের পরীক্ষা নিচ্ছেন। সম্পদ লাভ করে মানুষ কি দৃষ্টিভংগি ও কর্মনীতি অবলম্বন করে এবং আর্থিক অনটনক্লিষ্ট হয়ে সে কোন্ পথে চলে—এটা দেখাই তাঁর উদ্দেশ্য। দুই, লোকদের সাধারণ কর্মনীতি। পিতার মৃত্যুর সাথে সাথেই তাদের সমাজে এতিম ছেলেমেয়েরা চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। গরীবদের খবর নেবার এবং তাদের পক্ষে কথা বলার একটি লোকও পাওয়া যায় না। যার ক্ষমতা থাকে সে মৃতের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করে বসে। দুর্বল হকদারদের খেদিয়ে দেয়া হয়। অর্থ ও সম্পদের লোভ একটি দুর্নিবার ক্ষুধার মতো মানুষকে তাড়া করে ফেরে। যতবেশী পায় তবুও তার পেট ভরে না। দুনিয়ার জীবনে যেসব লোক এ ধরনের কর্মনীতি অবলম্বন করে তাদের কাজের হিসেব নেয়া যে ন্যায়সংগত, লোকদের কাছ থেকে এ স্বীকৃতি আদায় করাই হচ্ছে এ সমালোচনার উদ্দেশ্য।

সবশেষে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, সমালোচনা ও হিসেব-নিকেশ অবশ্যই হবে। আর সেদিন এ হিসেব-নিকেশ হবে যেদিন আল্লাহর আদালত কায়েম হবে। শাস্তি ও পুরস্কার অস্বীকারকারীদেরকে হাজার বুঝালেও আজ তারা যে কথা মেনে নিতে পারছে না। সেদিন তা তাদের বোধগম্য হবে। কিন্তু তখন বুঝতে পারায় কোনো লাভ হবে না। অস্বীকারকারী সেদিন আফসোস করে বলবে ঃ হায়, আজকের দিনের জন্য যদি আমি দুনিয়ায় কিছু সরঞ্জাম তৈরি করতাম। কিন্তু এ লজ্জা ও দুঃখ তাকে আল্লাহর আযাবের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। তবে যেসব লোক আসমানী কিতাব ও আল্লাহর নবীগণের পেশকৃত সত্য পূর্ণ মানসিক নিশ্চিন্ততা সহকারে মেনে নিয়েছিল আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তারাও আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিদান পেয়ে সন্তুষ্ট হবে। তাদেরকে আহবান জানানো হবে, তোমরা নিজেদের রবের প্রিয় বান্দাদের অন্তরভুক্ত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।

আয়াত-৩০ ৮৯-সূরা আল ফজর-মাক্কী রুকূ'-১

ايَاتُهَا ٣٠ ٨٩. سُوْرَةُ الْفَجْرِ . مَكِّيَّةٌ رُكُوْعُهَا ١

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① وَالْفَجْرِ ۝ ② وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝

③ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ ④ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝

⑤ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۝

⑥ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝

⑦ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝

⑧ الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝

⑨ وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝

⑩ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝

⑪ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝

⑫ فَأَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝

⑬ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝

⑭ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝

⑮ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهٗ فَأَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْ أَكْرَمَنِ ۝

১. ফজরের কসম

২. দশটি রাতের

৩. জোড় ও বেজোড়ের

৪. এবং রাতের কসম যখন তা বিদায় নিতে থাকে।

৫. এর মধ্যে কোনো বুদ্ধিমানের জন্য কি কোনো কসম[১] আছে ?

৬-৭. তুমি কি দেখনি তোমার রব সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী আদে-ইরামের সাথে কি আচরণ করেছেন,

৮. যাদের মতো কোনো জাতি দুনিয়ার কোনো দেশে সৃষ্টি করা হয়নি ?

৯. আর সামূদের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল ?

১০. আর কীলকধারী ফেরাউনের সাথে ?

১১. এরা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশেবড়ই সীমালংঘন করেছিল

১২. এবং সেখানে বহু বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল।

১৩. অবশেষে তোমার রব তাদের ওপর আযাবের কশাঘাত করলেন।

১৪. আসলে তোমার রব ওঁৎ পেতে আছেন।[২]

১৫. কিন্তু মানুষের অবস্থা হচ্ছেএই যে, তাররব যখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবংতাকে সম্মান ও নিয়ামত দান করেন তখনসে বলে, আমাররব আমাকে সম্মানিত করেছেন।

১. পূর্ববর্তী আয়াতগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়—রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফেরদের মধ্যে পারলৌকিক শাস্তি ও পুরস্কার ব্যাপারে আলোচনা-পর্যালোচনা চলছিল ; হুজুর এ বিষয়ে সত্যতা প্রমাণ করতে চাচ্ছিলেন এবং অমান্যকারীরা তা ক্রমাগত অস্বীকার করে চলেছিল। এ প্রসংগে চারটি বস্তুর শপথ করে বলা হয়েছে—এ সত্য কথার সমর্থনে ও প্রমাণে সাক্ষ্যদানের জন্য এর পর আর কোনো শপথের প্রয়োজন বাকী থাকে কি ?

২. ঘাঁটি বলা হয়—এমন গোপন স্থানকে যেখানে কোনো লোক কারোর অপেক্ষায় আত্মগোপন করে বসে থাকে এ উদ্দেশ্যে যে, সেই লোকটি যখনি সেখানে আসবে তখনি অতর্কিতে তার উপর আক্রমণ করা হবে। লোকটি তার পরিণতি সম্পর্কে বেখবর ও নিশ্চিন্ত হয়ে সে স্থান অতিক্রম করতে যায় এবং সহসা শিকারে পরিণত হয়। যেসব লোক দুনিয়ায় অশান্তি বিপর্যয়ের তুফান সৃষ্টি করে রাখে এবং আল্লাহ যে আছেন যিনি তাদের গতিবিধির ও কার্যকলাপের উপর লক্ষ্য রাখছেন একথা যারা মনেই করে না, আল্লাহর মোকাবিলায় সেই সব যালেমদেরও ঠিক অনুরূপ অবস্থাই হয়ে থাকে। তারা সম্পূর্ণ নির্ভীকতার সাথে দিনের পর দিন তাদের দুষ্টামি, দুষ্কৃতি, যুলুম-পীড়নের মাত্রা অধিক থেকে অধিকতর বৃদ্ধি করতে থাকে। এভাবে বাড়তে বাড়তে তারা যখন সেই সীমাটি অতিক্রম করতে চায় যার পর তাদের এগিয়ে যেতে দিতে আল্লাহ প্রস্তুত নন, তখন অকস্মাৎ আল্লাহর আযাবের চাবুক তাদের উপর বর্ষিত হয়।

১৬. আবার যখন তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তার রিযিক তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে হেয় করেছেন।[৩]

১৭. কখনই নয়, বরং তোমরা এতিমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার কর না।

১৮. এবং মিসকীনকে খাওয়াবার জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত কর না।

১৯. তোমরা মীরাসের সব ধন-সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেলো

২০. এবং ধন-সম্পদের প্রেমে তোমরা মারাত্মকভাবে বাঁধা পড়েছ।

২১. কখনই নয়,[৪] পৃথিবীকে যখন চূর্ণবিচূর্ণ করে বালুকাময় করে দেয়া হবে

২২. এবং তোমার রব এমন অবস্থায় দেখা দেবেন। যখন ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে।

২৩. সেদিন জাহান্নামকে সামনে আনা হবে। সেদিন মানুষ বুঝবে, কিন্তু তার বুঝতে পারায় কী লাভ ?

২৪. সে বলবে, হায়, যদি আমি নিজের জীবনের জন্য কিছু আগাম ব্যবস্থা করতাম!

২৫. সেদিন আল্লাহ যে শাস্তি দেবেন তেমন শাস্তি কেউ দিতে পারবে না।

২৬. এবং আল্লাহ যেমন বাঁধবেন আর কেউ তেমন বাঁধতে পারবে না।

২৭. (অন্যদিকে বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা![৫]

২৮. চলো তোমার রবের দিকে, এমন অবস্থায় যে তুমি (নিজের শুভ পরিণতিতে) সন্তুষ্ট (এবং তোমার রবের) প্রিয়পাত্র।

২৯. শামিল হয়ে যাও আমার (নেক) বান্দাদের মধ্যে

৩০. এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।

(١٦) وَأَمَّآ إِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ أَهَانَنِ ۚ

(١٧) كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۙ

(١٨) وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۙ

(١٩) وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۙ

(٢٠) وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۗ

(٢١) كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۙ

(٢٢) وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ

(٢٣) وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۗ

(٢٤) يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ۚ

(٢٥) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ أَحَدٌ ۙ

(٢٦) وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ أَحَدٌ ۗ

(٢٧) يٰٓأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ

(٢٨) ارْجِعِيْٓ إِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ

(٢٩) فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ۙ

(٣٠) وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۚ

৩. বস্তুত একেই বলে মানুষের বস্তুতান্ত্রিক জীবনাদর্শ ও দৃষ্টিকোণ। দুনিয়ার ধন-সম্পত্তি ও পদ প্রতিপত্তি লাভ করাকেই এ প্রকারের দৃষ্টিভংগীসম্পন্ন লোকেরা ইজ্জত-সম্মান ও তা না পাওয়াকে হীনতা ও অমর্যাদা মনে করে। কিন্তু বস্তুত পক্ষে তারা এ আসল সত্য তত্ত্বটি বুঝে না যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে যাকে যা কিছু দিক না কেন, তা পরীক্ষার জন্য দিয়ে থাকেন। সম্পদ ও ক্ষমতা দ্বারা হয় পরীক্ষা এবং অভাব ও দারিদ্র দ্বারাও হয় পরীক্ষা।

৪. অর্থাৎ তোমরা যে মনে করে নিয়েছ—দুনিয়ায় বেঁচে থাকা অবস্থায় তোমরা যা ইচ্ছা সবকিছু করতে থাকবে এবং কখনও তোমাদের কৃতকর্মের জবাবদিহির সময় আসবে না—তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

৫. 'প্রশান্ত আত্মা' বলে সেই লোককে বুঝানো হয়েছে, যে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় ছাড়া পূর্ণ প্রশান্তি ও চিত্তের স্থিরতা সহকারে 'লা-শরীক' একমাত্র আল্লাহকে নিজের রব ও নবী রাসূলগণের আনীত সত্য দীনকে নিজের জীবন ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করেছে।

সূরা আল বালাদ

৯০

নামকরণ

প্রথম আয়াত لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ এর আল বালাদ শব্দটি থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী মক্কা মু'আয্যমার প্রথম যুগের সূরাগুলোর মতোই। তবে এর মধ্যে একটি ইংগিত পাওয়া যায়, যা থেকে জানা যায়, এ সূরাটি ঠিক এমন এক সময় নাযিল হয়েছিল যখন মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগেছিল এবং তাঁর ওপর সব রকমের জুলুম নিপীড়ন চালানো নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

একটি অনেক বড় বিষয়বস্তুকে এ সূরায় মাত্র কয়েকটি ছোট ছোট বাক্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। একটি পূর্ণ জীবন দর্শন, যা বর্ণনার জন্য একটি বিরাট গ্রন্থের কলেবরও যথেষ্ট বিবেচিত হতো না তাকে এ ছোট্ট সূরাটিতে মাত্র কয়েকটি ছোট ছোট বাক্যে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি কুরআনের অলৌকিক বর্ণনা ও প্রকাশ পদ্ধতির পূর্ণতার প্রমাণ। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, দুনিয়ায় মানুষের এবং মানুষের জন্য দুনিয়ার সঠিক অবস্থান, মর্যাদা ও ভূমিকা বুঝিয়ে দেয়া। মানুষকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, আল্লাহ মানুষের জন্য সৌভাগ্যের ও দুর্ভাগ্যের উভয় পথই খুলে রেখেছেন, সেগুলো দেখার ও সেগুলোর ওপর দিয়ে চলার যাবতীয় উপকরণও তাদেরকে সরবরাহ করেছেন। এখন মানুষ সৌভাগ্যের পথে চলে শুভ পরিণতি লাভ করবে অথবা দুর্ভাগ্যের পথে চলে অশুভ পরিণতির মুখোমুখি হবে, এটি তার নিজের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে।

প্রথমে মক্কা শহরকে, এর মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব বিপদের সম্মুখীন হতে হয় সেগুলোকে এবং সমগ্র মানবজাতির অবস্থাকে এ সত্যটির সপক্ষে এ মর্মে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, এ দুনিয়াটা মানুষের জন্য কোনো আরাম-আয়েশের জায়গা নয়। এখানে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে আনন্দ উল্লাস করার জন্য তাকে পয়দা করা হয়নি। বরং এখানে কষ্টের মধ্যেই তার জন্ম হয়েছে। এ বিষয়বস্তুটিকে সূরা আন নাজমের لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (মানুষ যতটুকু প্রচেষ্টা চালাবে ততটুকুর ফলেরই সে অধিকারী হবে) আয়াতটির সাথে মিলিয়ে দেখলে একথা একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুনিয়ার এ কর্মচাঞ্চল্যে মানুষের ভবিষ্যত নির্ভর করে তার কর্মতৎপরতা, প্রচেষ্টা, পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতার ওপর।

এরপর মানুষই যে এখানে সবকিছু এবং তার ওপর এমন কোনো উচ্চতর ক্ষমতা নেই যে তার কাজের তত্ত্বাবধান করবে এবং তার কাজের যথাযথ হিসেব নেবে, তার এ ভুল ধারণা দূর করে দেয়া হয়েছে।

তারপর মানুষের বহুতর জাহেলী নৈতিক চিন্তাধারার মধ্য থেকে একটিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করে দুনিয়ায় সে অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্বের যেসব ভুল মানদণ্ডের প্রচলন করে রেখেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের বড়াই করার জন্য বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ ব্যয় করে সে নিজেও নিজের এ বিপুল ব্যয় বহরের জন্য গর্ব করে এবং লোকেরা তাকে বাহবা দেয়। অথচ যে সর্বশক্তিমান সত্তা তার কাজের তত্ত্বাবধান করছেন তিনি দেখতে চান, সে এ ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে এবং কিভাবে, কি উদ্দেশ্যে এবং কোন্ মনোভাব সহকারে এসব ব্যয় করছে।

এরপর মহান আল্লাহ বলছেন, আমি মানুষকে জ্ঞানের বিভিন্ন উপকরণ এবং চিন্তা ও উপলব্ধির যোগ্যতা দিয়ে তার সামনে ভালো ও মন্দ দুটো পথই উন্মুক্ত করে দিয়েছি। একটি পথ মানুষকে নৈতিক অধপাতে নিয়ে যায়। এ পথে চলার জন্য কোনো কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। বরং তার প্রবৃত্তি সাধ মিটিয়ে দুনিয়ার সম্পদ উপভোগ করতে থাকে। দ্বিতীয় পথটি মানুষকে নৈতিক উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি দুর্গম গিরিপথের মতো। এ পথে চলতে গেলে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তির ওপর জোর খাটাতে হয়। কিন্তু নিজের দুর্বলতার কারণে মানুষ এ গিরিপথে ওঠার পরিবর্তে গভীর খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়াই বেশী পছন্দ করে।

তারপর যে গিরিপথ অতিক্রম করে মানুষ ওপরের দিকে যেতে পারে সেটি কি তা আল্লাহ বলেছেন। তা হচ্ছে ঃ গর্ব ও অহংকারমূলক এবং লোক দেখানো ও প্রদর্শনীমূলক ব্যয়ের পথ পরিত্যাগ করে নিজের ধন-সম্পদ এতিম ও মিসকিনদের সাহায্যার্থে ব্যয় করতে হবে। আল্লাহর প্রতি ও তাঁর দীনের প্রতি ঈমান আনতে হবে আর ঈমানদারদের দলের অন্তরভুক্ত হয়ে এমন একটি সমাজ গঠনে অংশগ্রহণ করতে হবে, যা ধৈর্য সহকারে সত্যপ্রীতির দাবী পূরণ এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি করুণা প্রদর্শন করবে। এ পথে যারা চলে তারা পরিণামে আল্লাহর রহমতের অধিকারী হয়। বিপরীত পক্ষে অন্যপথ অবলম্বনকারীরা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। সেখান থেকে তাদের বের হবার সমস্ত পথই থাকবে বন্ধ।

আয়াত-২০ ৯০-সূরা আল বালাদ-মাক্কী রুকূ'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
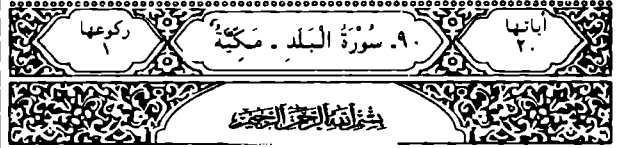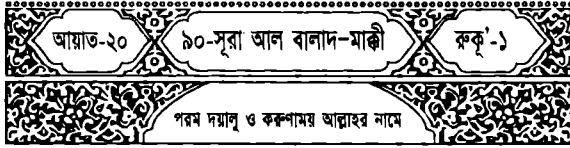
১. না,[১] আমি কসম খাচ্ছি এ নগরের।

২. আর অবস্থা হচ্ছে এই যে,(হে নবী!) তোমাকে এ নগরে হালাল করে নেয়া হয়েছে।[২]

৩. কসম খাচ্ছি বাপের এবং তার ঔরসে যে সন্তান জন্ম নিয়েছে তার।

৪. আসলে আমি মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।[৩]

৫. সে কি মনে রেখেছে, তার ওপর কেউ জোর খাটাতে পারবে না ?

৬. সে বলে, আমি প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি।

৭. সে কি মনে করে কেউ তাকে দেখেনি ?[৪]

৮-৯. আমি কি তাকে দুটি চোখ, একটি জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট দেইনি ?[৫]

১০. আমি কি তাকে দুটি সুস্পষ্ট পথ দেখাইনি ?

১১. কিন্তু সে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করার সাহস করেনি।

১২. তুমি কি জানো সেই দুর্গম গিরিপথটি কী ?

১৩. কোনো গলাকে দাসত্বমুক্ত করা

① لَا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝

② وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝

③ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۝

④ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۝

⑤ أَيَحْسَبُ أَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝

⑥ يَقُوْلُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۝

⑦ أَيَحْسَبُ أَنْ لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۝

⑧ أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ ۝

⑨ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۝

⑩ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۝

⑪ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝

⑫ وَمَا أَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝

⑬ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝

১. অর্থাৎ প্রকৃত সত্য তত্ত্ব তা নয় যা তোমরা মনে বুঝে রেখেছ।

২. অর্থাৎ যে শহরে পশুদের জন্যও নিরাপত্তা রয়েছে সেখানে তোমার উপর যুলুম করাকে বৈধ করে নেয়া হয়েছে।

৩. অর্থাৎ এ দুনিয়া মানুষের জন্য মজা লুটবার ও সুখের বাঁশরী বাজাবার জায়গা নয়, বরং এ পৃথিবী শ্রম ও কষ্ট-কাঠিন্য স্বীকার করার স্থান ; কোনো মানুষই এখানে এ অবস্থা থেকে মুক্ত নয়।

৪. অর্থাৎ এ গর্বকারী কি একথা বুঝে না যে, উপরে কোনো আল্লাহও আছেন যিনি দেখছেন, সে কোন্ কোন্ উপায়ে সম্পদ অর্জন করছে আর কি কি কাজে তা ব্যয় করছে ?

৫. অর্থাৎ আমি কি তাকে জ্ঞান ও বুদ্ধির উপায় ও উপকরণ দান করিনি ?

﴿١٤﴾ أَوْ إِطْعٰمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝
﴿١٥﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝
﴿١٦﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝

১৪-১৬. অথবা অনাহারের দিন কোনো নিকটবর্তী এতিম বা ধূলিমলিন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো।

﴿١٧﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝

১৭. তারপর (এই সংগে) তাদের মধ্যে শামিল হওয়া যারা ঈমান এনেছে এবং যারা পরস্পরকে সবর ও (আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি) রহম করার উপদেশ দেয়।

﴿١٨﴾ أُولٰئِكَ أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝

১৮. এরাই ডানপন্থী।

﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰتِنَا هُمْ أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۝

১৯. আর যারা আমার আয়াত মানতে অস্বীকার করেছে তারা বামপন্থী।[৬]

﴿٢٠﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ۝

২০. এদের ওপর আগুন ছেয়ে থাকবে।

৬. 'দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী'-এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা ওয়াকেয়ার ৮-৯, ২৭, ৪১ আয়াত দ্রষ্টব্য।

সূরা আশ শাম্‌স

৯১

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ আশ শাম্‌সকে (اَلشَّمْسِ) এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে জানা যায়, এ সূরাটিও মক্কা মু'আয্‌যমায় প্রথম যুগে নাযিল হয়। কিন্তু এটি এমন সময় নাযিল হয় যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা তুংগে উঠেছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, সৎ ও অসৎ, নেকী ও গোনাহর পার্থক্য বুঝানো এবং যারা এ পার্থক্য বুঝতে অস্বীকার করে আর গোনাহর পথে চলার ওপরই জোর দেয় তাদেরকে খারাপ পরিণতির ভয় দেখানো।

মূল বক্তব্যের দিক দিয়ে সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি শুরু হয়েছে সূরার সূচনা থেকে এবং ১০ আয়াতে গিয়ে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগটি ১১ আয়াত থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম অংশে তিনটি কথা বুঝানো হয়েছে। এক, সূর্য ও চন্দ্র, দিন ও রাত, পৃথিবী ও আকাশ যেমন পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী, ঠিক তেমনি সৎ ও অসৎ এবং নেকী ও গোনাহও পরস্পর ভিন্ন এবং প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়েও তারা পরস্পর বিরোধী। এদের উভয়ের আকৃতি এবং প্রভাব ও ফলাফলও এক হতে পারে না। দুই, মহান আল্লাহ মানবাত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি শক্তি দিয়ে দুনিয়ায় একেবারে চেতনাহীনভাবে ছেড়ে দেননি বরং একটি প্রাকৃতিক চেতনার মাধ্যমে তার অবচেতন মনে নেকী ও গোনাহর পার্থক্য, ভালো ও মন্দের প্রভেদ এবং ভালোর ভালো হওয়া ও মন্দের মন্দ হওয়ার বোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিন, মানুষের মধ্যে পার্থক্য বোধ, সংকল্প ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে শক্তিসমূহ আল্লাহ রেখে দিয়েছেন, সেগুলো ব্যবহার করে সে নিজের প্রবৃত্তির ভালো ও মন্দ প্রবণতাগুলোর মধ্য থেকে কাউকে উদ্দীপিত করে আবার কাউকে দাবিয়ে দেয়। এরি ওপর তার ভবিষ্যত নির্ভর করে। যদি সে সৎপ্রবণতাগুলোকে উদ্দীপিত করে এবং অসৎপ্রবণতাসমূহ থেকে নিজের নফসকে পবিত্র করে তাহলে সে সাফল্য লাভ করবে। বিপরীত পক্ষে যদি সে নফসের সৎপ্রবণতাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করতে থাকে এবং অসৎপ্রবণতাকে উদ্দীপিত করতে থাকে তাহলে সে ব্যর্থ হবে।

দ্বিতীয় অংশে সামূদ জাতির ঐতিহাসিক নজীর পেশ করে রিসালাতের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। ভালো ও মন্দের যে চেতনালব্ধ জ্ঞান আল্লাহ মানুষের প্রকৃতিতে রেখে দিয়েছেন তা মানুষের সঠিক পথের সন্ধান লাভ করার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তাকে পুরোপুরি না বুঝার কারণে মানুষ ভালো ও মন্দের বিভ্রান্তিকর দর্শন ও মানদণ্ড নির্ণয় করে পথভ্রষ্ট হতে থেকেছে। তাই মহান আল্লাহ এ প্রকৃতিগত চেতনাকে সাহায্য করার জন্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের ওপর সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন অহী নাযিল করেছেন। এর ফলে তারা সুস্পষ্টভাবে লোকদেরকে নেকী ও গোনাহ কি তা জানাতে পারবেন। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ দুনিয়ায় নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন। এ ধরনেরই একজন নবী ছিলেন হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম। তাঁকে সামূদ জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সামূদরা তাদের প্রবৃত্তির অসৎপ্রবণতার মধ্যে ডুবে গিয়ে বড় বেশী হুকুম অমান্য করার ভূমিকা অবলম্বন করেছিল। যার ফলে তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। তাদের মু'জিযা দেখাবার দাবী অনুযায়ী তিনি তাদের সামনে একটি উটনী পেশ করলেন। তাঁর সাবধান বাণী সত্ত্বেও এ জাতীর সবচেয়ে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিটি সমগ্র জাতির ইচ্ছা ও দাবী অনুযায়ী উটনীটিকে হত্যা করলো। এর ফলে শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতি ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেলো।

সামূদ জাতির এ কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে সমগ্র সূরার কোথাও একথা বলা হয়নি যে, হে কুরাইশ সম্প্রদায় ! যদি তোমরা সামূদদের মতো তোমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রত্যাখ্যান করো তাহলে তোমরাও সামূদের মতো একই পরিণামের সম্মুখীন হবে। সালেহ আলাইহিস সালামের মোকাবিলায় সামূদ জাতির দুশ্চরিত্র লোকেরা যে অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিল মক্কায় সে সময় সেই একই অবস্থা বিরাজ করছিল। তাই এ অবস্থায় এ কাহিনী শুনিয়ে দেয়াটা আসলে সামূদদের এ ঐতিহাসিক নজীর কিভাবে মক্কাবাসীদের সাথে খাপ খেয়ে যাচ্ছে, তা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আয়াত-১৫ ৯১-সূরা আশ শাম্‌স-মাক্কী রুকূ'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
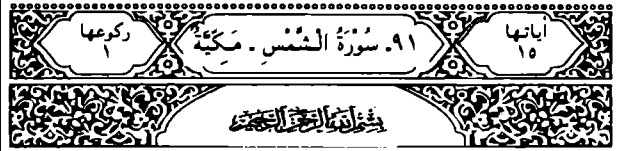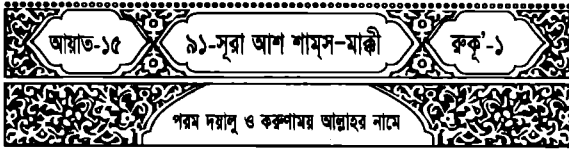
১ সূর্যের ও তার রোদের কসম।

২. চাঁদের কসম যখন তা সূর্যের পেছনে পেছনে আসে।

৩. দিনের কসম যখন তা (সূর্যকে) প্রকাশ করে।

৪. রাতের কসম যখন তা (সূর্যকে) ঢেকে নেয়।

৫. আকাশের ও সেই সত্তার কসম যিনি তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৬. পৃথিবীর ও সেই সত্তার কসম যিনি তাকে বিছিয়েছেন।

৭. মানুষের নফসের ও সেই সত্তার কসম যিনি তাকে ঠিকভাবে গঠন করেছেন।[১]

৮. তারপর তার পাপ ও তার তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন।[২]

৯. নিসন্দেহে সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তি যে নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে

১০. এবং যে তাকে দাবিয়ে দিয়েছে সে ব্যর্থ হয়েছে।[৩]

১১. সামূদ জাতি নিজের বিদ্রোহের কারণে মিথ্যা আরোপ করলো।

১২. যখন সেই জাতির সবচেয়ে বড় হতভাগ্য লোকটি ক্ষেপে গেলো,

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝١

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلٰهَا ۝٢

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلّٰهَا ۝٣

وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشٰهَا ۝٤

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا ۝٥

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝٦

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝٧

فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝٨

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝٩

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝١٠

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَا ۝١١

إِذِ انْۢبَعَثَ أَشْقٰهَا ۝١٢

১. অর্থাৎ তাকে এরূপ দেহ ও মস্তিষ্ক দান করা হয়েছে, এরূপ ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি, এরূপ শক্তি ও সামর্থ্য দান করা হয়েছে যার বদৌলতে সে পৃথিবীর বুকে মানুষের উপযোগী কাজ কর্ম করার যোগ্যতা লাভ করেছে।

২. এর দুটি অর্থ আছে ঃ প্রথম—তার প্রকৃতির মধ্যে স্রষ্টা পাপ ও পূণ্য উভয়ের প্রবণতা ও ঝোঁক নিহিত করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়—প্রত্যেক মানুষের চেতনার মূলে আল্লাহ তাআলা এ ধারণা ও বিশ্বাস প্রোথিত করে দিয়েছেন যে—নৈতিক চরিত্রে ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায় বলে একটি জিনিস আছে। ভাল চরিত্র বা ন্যায় কাজ এবং মন্দ চরিত্র বা অন্যায় কাজ কখনো সমান বা অভিন্ন হতে পারে না। 'ফজুর'—পাপ ও চরিত্রহীনতা একটা অত্যন্ত খারাপ ও বীভৎস জিনিস। এবং 'তাকওয়া'—পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার সতর্কতা এক অতি উত্তম জিনিস। বস্তুত এসব ধারণা মানুষের জন্য কোনো অপরিচিত জিনিস নয়। মানুষের প্রকৃতি এর সাথে সুপরিচিত। সৃষ্টিকর্তা, ভালো ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্যবোধ জন্মগতভাবে মানুষকে দান করেছেন।

৩. নফসের পবিত্রতা বিধান, পরিশুদ্ধিকরণের অর্থ খারাপ ও মন্দ প্রবণতা থেকে প্রবৃত্তিকে শুদ্ধ করা এবং তার মধ্যে ভালো গুণের উৎকর্ষ সাধন। আর তাকে দমিত করার অর্থ নফসের খারাপ প্রবণতার বিকাশ করা ও ভালো প্রবণতাকে দমিত করা।

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝

১৩. আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বললেনঃ সাবধান! আল্লাহর উটনীকে স্পর্শ করো না এবং তাকে পানি পান করতে (বাধা দিয়ো না)।

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۖ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۝

১৪. কিন্তু তারা তার কথা প্রত্যাখ্যান করলো এবং উটনীকে মেরে ফেললো। অবশেষে তাদের গোনাহের কারণে তাদের রব তাদের ওপর বিপদের পাহাড় চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন।[৪]

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝

১৫. আর তিনি (তাঁর এ কাজের) খারাপ পরিণতির কোনো ভয়ই করেন না।

৪. সেই দুর্বৃত্ত ব্যক্তি যেহেতু নিজের জাতির অনুমতি বরং তাদের দাবী অনুযায়ী উষ্ট্রীটিকে হত্যা করেছিল—যেমন 'সূরা কমরের ২৯তম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—সেজন্য সমগ্র জাতির উপর আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হয়েছিল।

সূরা আল লাইল

৯২

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ ওয়াল লাইল (وَالَّيْلِ)-কে এ সূরার নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

পূর্ববর্তী সূরা আশ্ শামসের সাথে এ সূরাটির বিষয়বস্তুর গভীর মিল দেখা যায়। এদিক দিয়ে এদের একটিকে অপরটির ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। একই কথাকে সূরা আশ্ শামসে একভাবে বলা হয়েছে আবার সেটিকে এ সূরায় অন্যভাবে বলা হয়েছে। এ থেকে আন্দাজ করা যায়, এ দু'টি সূরা প্রায় একই যুগে নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

জীবনের দুটি ভিন্ন ভিন্ন পথের পার্থক্য এবং তাদের পরিণাম ও ফলাফলের প্রভেদ বর্ণনা করাই হচ্ছে এর মূল বিষয়বস্তু। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এ সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি শুরু থেকে ১১ আয়াত পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ভাগটি ১২ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রথম অংশে বলা হয়েছে, মানুষ ব্যক্তিগত, জাতিগত ও দলগতভাবে দুনিয়ায় যাকিছু প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতা চালায় তা অনিবার্যভাবে নৈতিক দিক দিয়ে ঠিক তেমনি বিভিন্ন যেমন দিন ও রাত এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। তারপর কুরআনের ছোট ছোট সূরাগুলোর বর্ণনাভংগী অনুযায়ী প্রচেষ্টা ও কর্মের সমগ্র যোগফল থেকে এক ধরনের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং অন্য ধরনের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা শুনে এদের মধ্যকার পার্থক্য সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কারণ এক ধরনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য যে ধরনের জীবন পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে অন্য ধরনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যে ঠিক তার বিপরীতধর্মী জীবন পদ্ধতির চিহ্ন ফুটে ওঠে। এ উভয় প্রকার নমুনা বর্ণনা করা হয়েছে ছোট ছোট, আকর্ষণীয়, সুন্দর ও সুগঠিত বাক্যের সাহায্যে। শোনার সাথে সাথে এগুলোর মর্মবাণী মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে যায় এবং সে সহজে সেগুলো আওড়াতে থাকে। প্রথম ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ঃ অর্থ-সম্পদ দান করা, আল্লাহভীতি ও তাকওয়া অবলম্বন করা এবং সৎবৃত্তিকে সৎবৃত্তি বলে মেনে নেয়া। দ্বিতীয় ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ঃ কৃপণতা করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির পরোয়া না করা এবং ভালো কথাকে মিথ্যা গণ্য করা। তারপর বলা হয়েছে, এ উভয় ধরনের সুস্পষ্ট পরস্পর বিরোধী কর্মপদ্ধতি নিজের পরিণাম ও ফলাফলের দিক থেকে মোটেই এক নয়। বরং যেমন এরা পরস্পর বিপরীতধর্ম, ঠিক তেমনি এদের ফলাফলও বিপরীতধর্মী। যে ব্যক্তি বা দল প্রথম কর্মপদ্ধতিটি গ্রহণ করবে তার জন্য মহান আল্লাহ জীবনের সত্য সরল পথটি সহজলভ্য করে দেবেন। এ অবস্থায় তার জন্য সৎকাজ করা সহজ ও অসৎকাজ করা কঠিন হয়ে যাবে। আর যারা দ্বিতীয় কর্মপদ্ধতিটি অবলম্বন করবে আল্লাহ জীবনের নোংরা, অপরিচ্ছন্ন ও কঠিন পথ তাদের জন্য সহজ করে দেবেন। এ অবস্থায় তাদের জন্য অসৎকাজ করা সহজ এবং সৎকাজ করা কঠিন হয়ে পড়বে। এ বর্ণনা এমন একটি বাক্যের দ্বারা পেশ করা হয়েছে যা তীরবেগে হৃদয়ে প্রবেশ করে মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সে বাক্যটি হচ্ছে ঃ দুনিয়ার এ ধন-সম্পদ যার জন্য মানুষ প্রাণ দিয়ে দেয়, এসব তো কবরে তার সাথে যাবে না, তাহলে মরণের পরে এগুলো তার কি কাজে লাগবে ?

দ্বিতীয় অংশেও এ একই রকম সংক্ষিপ্তভাবে তিনটি মৌলিক তত্ত্ব পেশ করা হয়েছে। এক, দুনিয়ার এ পরীক্ষাগারে আল্লাহ মানুষকে অগ্রিম কিছু না জানিয়ে একেবারে অজ্ঞ করে পাঠিয়ে দেননি। বরং জীবনের বিভিন্ন পথের মধ্যে সোজা পথ কোন্‌টি এটি তাকে জানিয়ে দেবার দায়িত্ব তিনি নিজের জিম্মায় নিয়েছেন। এ সংগে একথা বলার প্রয়োজন ছিল না যে, নিজের রসূল ও নিজের কিতাব পাঠিয়ে দিয়ে তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছেন। কারণ সবাইকে পথ দেখাবার জন্য রসূল ও কুরআন সবার সামনে উপস্থিত ছিল। দুই, দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তাঁর কাছে দুনিয়া চাইলে তাও পাওয়া যাবে আবার আখেরাত চাইলে তাও তিনি দেবেন। এখন মানুষ এর মধ্য থেকে কোনটি চাইবে—সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মানুষের নিজের দায়িত্ব। তিন, রসূল ও কিতাবের মাধ্যমে যে ন্যায় ও কল্যাণ পেশ করা হচ্ছে, যে হতভাগ্য ব্যক্তি তাকে মিথ্যা গণ্য করবে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে জ্বলন্ত আগুন। আর যে আল্লাহভীরু ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিস্বার্থভাবে নিছক নিজের রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের ধন-মাল সৎপথে ব্যয় করবে তার রব তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তাকে এতবেশী দান করবেন যার ফলে সে খুশী হয়ে যাবে।

আয়াত-২১ ৯২-সূরা আল লাইল-মাক্কী রুকূ'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
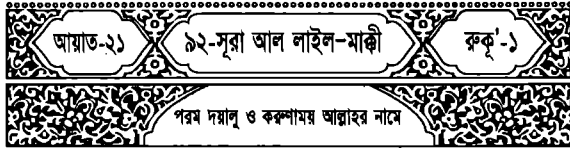
১. রাতের কসম যখন তা ঢেকে যায়।

২. দিনের কসম যখন তা উজ্জ্বল হয়।

৩. আর সেই সত্তার কসম যিনি পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন।

৪. আসলে তোমাদের প্রচেষ্টা নানা ধরনের।[১]

৫. কাজেই যে (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ দান করেছে, (আল্লাহর নাফরমানি থেকে) দূরে থেকেছে

৬. এবং সৎবৃত্তিকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে,

৭. তাকে আমি সহজ পথের সুযোগ-সুবিধা দেবো।[২]

৮. আর যে কৃপণতা করেছে, আল্লাহ থেকে বেপরোয়া হয়ে গেছে।

৯. এবং সৎবৃত্তিকে মিথ্যা গণ্য করেছে,

১০. তাকে আমি কঠিন পথের সুযোগ-সুবিধা দেবো।[৩]

১১. আর তার ধন-সম্পদ তার কোন্ কাজে লাগবে যখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে ?

১২. নিসন্দেহে পথনির্দেশ দেয়া তো আমার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত।

১৩. আর আসলে আমি তো আখেরাত ও দুনিয়া উভয়েরই মালিক।
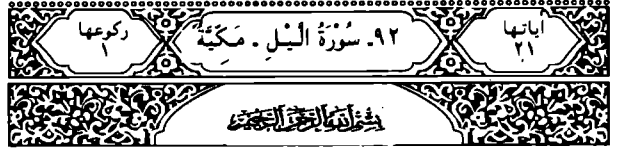
١ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى ۝

٢ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلّٰى ۝

٣ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى ۝

٤ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۝

٥ فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝

٦ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝

٧ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى ۝

٨ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۝

٩ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۝

١٠ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى ۝

١١ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدّٰى ۝

١٢ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۝

١٣ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولٰى ۝

১. অর্থাৎ রাত ও দিন, পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পর ভিন্ন এবং এদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল যেমন পরস্পর বিরোধী, অনুরূপভাবে মানুষ যেসব পথে ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যে নিজেদের চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করে সেগুলোকেও নিজস্ব স্বরূপতার দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী।

২. অর্থাৎ সেই পথে চলা তার জন্য সহজ করে দেবো যে পথে মানুষের নিজস্ব প্রকৃতির অনুকূল।

৩. অর্থাৎ স্বভাববিরুদ্ধ পথে চলা তার জন্য সহজ করে দেবো।

﴿١٤﴾ فَاَنۡذَرۡتُكُمۡ نَارًا تَلَظّٰى ۚ

১৪. তাই আমি তোমাদের সাবধান করে দিয়েছি জ্বলন্ত আগুন থেকে।

﴿١٥﴾ لَا يَصۡلٰىهَاۤ اِلَّا الۡاَشۡقَى ۙ

﴿١٦﴾ الَّذِیۡ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ؕ

১৫-১৬. যে চরম হতভাগ্য ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে ছাড়া আর কেউ তাতে ঝলসে যাবে না।

﴿١٧﴾ وَسَیُجَنَّبُهَا الۡاَتۡقَى ۙ

﴿١٨﴾ الَّذِیۡ یُؤۡتِیۡ مَالَهٗ یَتَزَكّٰى ۚ

১৭-১৮. আর যে পরম মুত্তাকী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিজের ধন-সম্পদ দান করে তাকে তা থেকে দূরে রাখা হবে।

﴿١٩﴾ وَمَا لِاَحَدٍ عِنۡدَهٗ مِنۡ نِّعۡمَةٍ تُجۡزٰۤى ۙ

১৯. তার প্রতি কারো কোনো অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান তাকে দিতে হবে।

﴿٢٠﴾ اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ الۡاَعۡلٰى ۚ

২০. সেতো কেবলমাত্র নিজের রবের সন্তুষ্টিলাভের জন্য এ কাজ করে।

﴿٢١﴾ وَلَسَوۡفَ یَرۡضٰى ۚ

২১. আর তিনি অবশ্যি (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।

সূরা আদ দুহা

৯৩

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ ওয়াদ্দুহা (وَالضُّحٰى)-কে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরার বক্তব্য বিষয় থেকে একথা পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এটি মক্কা মু'আয্যমায় প্রথম যুগে নাযিল হয়। হাদীস থেকেও জানা যায়, কিছুদিন অহীর অবতরণ বন্ধ ছিল। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। বারবার তাঁর মনে এ আশংকার উদয় হচ্ছিল, হয়তো তাঁর এমন কোনো ত্রুটি হয়ে গেছে যার ফলে তাঁর রব তাঁর প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। এজন্য তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, কোনো প্রকার অসন্তুষ্টির কারণে অহীর সিলসিলা বন্ধ করা হয়নি। বরং এর পেছনে সেই একই কারণ সক্রিয় ছিল যা আলোকোজ্জ্বল দিনের পরে রাতের নিস্তব্ধতা এ প্রশান্তি ছেয়ে যাবার মধ্যে সক্রিয় থাকে। অর্থাৎ অহীর প্রখর কিরণ যদি একনাগাড়ে তাঁর প্রতি বর্ষিত হতো তাহলে তাঁর স্নায়ু তা বরদাশত করতে পারতো না। তাই মাঝখানে বিরতি দেয়া হয়েছে। তাঁকে আরাম ও প্রশান্তি দান করাই এর উদ্দেশ্য। নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অবস্থার মুখোমুখি হন। সে সময় অহী নাযিলের কষ্ট বরদাশত করার অভ্যাস তাঁর গড়ে ওঠেনি। তাই মাঝে মাঝে ফাঁক দেবার প্রয়োজন ছিল। সূরা মুদ্দাস্‌সিরের ভূমিকায় আমি একথা সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছি। আর অহী নাযিলের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্নায়ুর ওপর এর কী গভীর প্রভাব পড়তো তা আমি সূরা মুয্যাম্মিলের ৫ টীকায় বলেছি। পরে তাঁর মধ্যে এ মহাভার বরদাশত করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়ে গেলে আর দীর্ঘ ফাঁক দেবার প্রয়োজন থাকেনি।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া। আর এ সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্য ছিল অহী নাযিলের সিলসিলা বন্ধ হয়ে যাবার কারণে তাঁর মধ্যে যে পেরেশানী দেখা দিয়েছিল তা দূর করা। প্রথমে আলো ঝলমল দিনের এবং রাতের নীরবতা ও প্রশান্তির কসম খেয়ে তাঁকে এ মর্মে নিশ্চিন্ততা দান করা হয়েছে যে, তার রব তাঁকে মোটেই পরিত্যাগ করেননি এবং তিনি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হননি। এরপর তাঁকে সুসংবাদ দান করা হয়েছে যে, ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁকে যেসব কঠিন সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এগুলো মাত্র কয়েকদিনের ব্যাপার। তাঁর জন্য পরবর্তী প্রত্যেকটি পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে উন্নততর হয়ে যেতেই থাকবে এবং কিছুদিনের মধ্যেই মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এমনভাবে তাঁর দান বর্ষণ করতে থাকবেন যার ফলে তিনি খুশী হয়ে যাবেন। কুরআনের যেসব সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয় এটি তার অন্যতম। অথচ যে সময় এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন যেসব অসহায় সাহায্য-সম্বলহীন ব্যক্তি মক্কায় সমগ্র জাতির জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিল তারা যে কোনোদিন এতবড় বিস্ময়কর সাফল্যের মুখ দেখবে এর কোনো দূরবর্তী আলামতও কোথাও দেখা যায়নি।

তারপর মহান আল্লাহ তাঁর বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করেছি এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছি—এ ধরনের পেরেশানীতে তুমি ভুগছো কেন? আমি তো তোমার জন্মের দিন থেকেই তোমার প্রতি অবিরাম মেহেরবানী করে আসছি। তুমি এতিম অবস্থায় জন্মলাভ করেছিলে। আমি তোমার প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা করেছি। তুমি অনভিজ্ঞ ছিলে। আমি তোমাকে পথের সন্ধান দিয়েছি। তুমি অর্থ-সম্পদহীন ছিলে। আমি তোমাকে বিত্তশালী করেছি। এসব কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, তুমি শুরু থেকেই আমার প্রিয়পাত্র আছো এবং আমার মেহেরবানী, অনুগ্রহ দান স্থায়ীভাবে তোমার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সূরা ত্বা-হা'র ৩৭ থেকে ৪২ পর্যন্ত আয়াতগুলোও সামনে রাখতে হবে। এ আয়াতগুলোতে হযরত মূসাকে ফেরাউনের মতো শক্তিশালী জালেমের বিরুদ্ধে পাঠাবার সময় আল্লাহ তাঁর পেরেশানী দূর করার জন্য তাঁর জন্মের পর থেকে কিভাবে আল্লাহর মেহেরবানী তাঁকে ঘিরে রেখেছিল সে কথা তাঁকে বলেন। এ প্রসংগে তাঁকে একথাও বলেন যে, এ অবস্থায় তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, এ ভয়াবহ অভিযানে তুমি একাকী থাকবে না বরং আমার মেহেরবানীও তোমার সাথে থাকবে।

সবশেষে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন তার জবাবে আল্লাহর সৃষ্টির সাথে তাঁর কি ধরনের আচরণ করা উচিত এবং তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া কিভাবে আদায় করতে হবে একথা তাঁকে জানিয়ে দেন।

আয়াত-১১ ৯৩-সূরা আদ দুহা-মাক্কী রুকূ'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

১. উজ্জ্বল দিনের কসম

২. এবং রাতের কসম যখন তা নিঝুম হয়ে যায়।

৩. (হে নবী!) তোমার রব তোমাকে কখনো পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি।

৪. নিসন্দেহে তোমার জন্য পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো।

৫. আর শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এত দেবেন যে, তুমি খুশী হয়ে যাবে।

৬. তিনি কি তোমাকে এতিম হিসেবে পাননি ? তারপর তোমাকে আশ্রয় দেননি ?

৭. তিনি তোমাকে পথ না পাওয়া অবস্থায় পান, তারপর তিনিই পথ দেখান।

৮. তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পান, তারপর তোমাকে ধনী করেন।

৯. কাজেই এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না।

১০. প্রার্থীকে তিরস্কার করো না।

১১. আর নিজের রবের নিয়ামত প্রকাশ করো।

① وَالضُّحٰى ۙ

② وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ

③ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۙ

④ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۙ

⑤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۙ

⑥ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۙ

⑦ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۙ

⑧ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۙ

⑨ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۙ

⑩ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۙ

⑪ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۙ

সূরা আলাম নাশরাহ্

৯৪

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ দুটিকেই এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

সূরা আদ্ দুহার সাথে এর বিষয়বস্তুর গভীর মিল দেখা যায়। এ থেকে মনে হয় এ সূরা দুটি প্রায় একই সময়ে একই অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মক্কা মু'আয্‌যমায় আদ্ দুহার পরেই এ সূরাটি নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটির উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দান করা। নবুওয়াত লাভ করার পর ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করার সাথে সাথেই তাঁকে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, নবুওয়াত লাভের আগে তাঁকে কখনো তেমনি অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়নি। তাঁর নিজের জীবনে এটি ছিল একটি মহাবিপ্লব। নবুওয়াত পূর্ব জীবনে এ ধরনের কোনো বিপ্লবের ধারণা তাঁর ছিল না। তিনি ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করার সাথে সাথেই দেখতে দেখতে সমগ্র সমাজ তাঁর দুশমন হয়ে যায়। অথচ পূর্বে এ সমাজে তাঁকে বড়ই মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হতো। যেসব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গোত্রীয় লোকজন ও মহল্লাবাসী ইতিপূর্বে তাঁকে মাথায় তুলে রাখতো তারাই এখন তাঁকে গালিগালাজ করতে থাকে। মক্কায় এখন আর কেউ তাঁর কথা শুনতে প্রস্তুত ছিল না। পথে তাঁকে দেখলে লোকেরা শিস দিতো, যা তা মন্তব্য করতো। প্রতি পদে পদে তিনি সংকটের সম্মুখীন হতে থাকেন। যদিও ধীরে ধীরে এসব অবস্থার মুকাবিলা করতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তবুও এ প্রথম দিকের দিনগুলো তাঁর জন্য ছিল বড়ই কঠিন এবং এগুলো তাঁর মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

এজন্য তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমে সূরা আদ্ দুহা এবং পরে এ সূরাটি নাযিল হয়।

এ সূরায় মহান আল্লাহ প্রথমেই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন, আমি তোমাকে তিনটি বিরাট বিরাট নিয়ামত দান করেছি। এগুলোর উপস্থিতিতে তোমরা মানসিক দিক দিয়ে ভেঙ্গে পড়ার কোনো কারণ নেই। তার মধ্যে একটি হচ্ছে হৃদয়দেশ উন্মুক্ত করে দেয়ার নিয়ামত। দ্বিতীয় নিয়ামতটি হচ্ছে, নবুওয়াত লাভের পূর্বে যে ভারী বোঝা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল তা কি আমি তোমার ওপর থেকে নামিয়ে দেইনি ? তৃতীয়টি হচ্ছে, সুনাম ও সুখ্যাতিকে উঁচু আসনে প্রতিষ্ঠিত করার নিয়ামত। এ নিয়ামতটি তাঁর চেয়ে বেশী আর কাউকে দেয়া তো দূরের কথা তাঁর সামনেও কাউকে কখনো দেয়া হয়নি। সামনের দিকের ব্যাখ্যায় আমি এ তিনটি নিয়ামত বলতে কি বুঝানো হয়েছে এবং এগুলো কত বড় নিয়ামত ছিল তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

এরপর বিশ্ব-জাহানের প্রভু তাঁর বান্দা ও রসূলকে এ মর্মে নিশ্চিন্ততা দান করেছেন যে, সমস্যা ও সংকটের যে যুগের মধ্য দিয়ে তুমি এগিয়ে চলছো এটা কোনো সুদীর্ঘ যুগ নয়। বরং এখানে সমস্যা, সংকট ও সংকীর্ণতার সাথে সাথে প্রশস্ততার যুগও চলে আসছে। এ এক কথাই সূরা আদ্ দুহায় এভাবে বলা হয়েছে : তোমার জন্য প্রত্যেকটি পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভাল হবে এবং শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এমন সবকিছু দেবেন যাতে তোমার মন খুশীতে ভরে যাবে।

সবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রাথমিক যুগের এসব কঠিন অবস্থার মুকাবিলা করার শক্তি তোমার মধ্যে সৃষ্টি হবে একটি মাত্র জিনিসের সাহায্যে। সেটি হচ্ছে : নিজের কাজ-কর্ম থেকে ফুরসত পাবার সাথে সাথেই তুমি পরিশ্রম পূর্ণ ইবাদাত ও আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হয়ে যাও। আর সমস্ত জিনিসের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের রবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো এটি সে একই উপদেশের পুনরাবৃত্তি যা সূরা মুয্‌যাম্‌মিলের ৯ আয়াতে আরো বেশী বিস্তারিতভাবে তাঁকে দান করা হয়েছে।

❐

আয়াত-৮ ৯৪-সূরা আলাম নাশরাহ-মাক্কী রুকূ'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
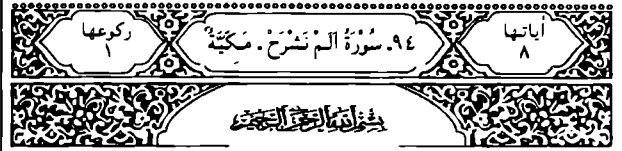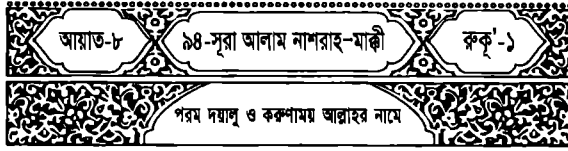
১. হে নবী! আমি কি তোমার বক্ষদেশ তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দেইনি?[১]

২. আমি তোমার ওপর থেকে ভারী বোঝা নামিয়ে দিয়েছি,

৩. যা তোমার কোমর ভেঙে দিচ্ছিল।[২]

৪. আর তোমার জন্য তোমার খ্যাতির কথা বুলন্দ করে দিয়েছি।

৫. আসলে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও রয়েছে।

৬. নিসন্দেহে সংকীর্ণতার সাথে আছে প্রশস্ততা।[৩]

৭. কাজেই যখনই অবসর পাও ইবাদাতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও

৮. এবং নিজের রবেরই প্রতি মনোযোগ দাও।[৪]

آياتها ٨ ٩٤ سورة الم نشرح مكية ركوعها ١

بسم الله الرحمن الرحيم

١ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝

٢ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝

٣ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۝

٤ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

٥ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

٦ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

٧ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝

٨ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ۝

---

১. বক্ষ উন্মুক্ত করার কথা কুরআন মজীদে যে কয়টি ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তা একত্রে মিলিয়ে বিবেচনা করলে বুঝা যায়, এর দু'টি অর্থ হতে পারে ঃ এক, সব রকমের মানসিক উৎকণ্ঠা ও দ্বিধা-সংকোচ মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততা সহকারে স্থির প্রত্যয় পোষণ করা যে, ইসলামের পথই মাত্র সত্য সঠিক। দুই, উদ্যম ও সাহসিকতা, মানসিক দৃঢ়তা, হৃদয়ের প্রশস্ততা বৃদ্ধি পাওয়া; লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা উন্নত হওয়া; বৃহৎ থেকে বৃহত্তর কোনো অভিযানে বা কঠিন থেকে কঠিনতর কোনো কার্যক্রমে রত হতে দ্বিধা-সংকোচ না করা এবং নুবওয়াতের বিরাট মহান দায়িত্বভার গ্রহণের সাহস ও উদ্যম তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হওয়া।

২. অর্থাৎ নিজ জাতির মূর্খতাসূচক ও অজ্ঞতামূলক আচরণ প্রতি নিয়ত দেখে দেখে তাঁর অনুভূতিশীল মন-মানসিকতার ওপর দুঃখ-বেদনার এবং চিন্তা-উদ্বেগের যে ভারি বোঝা চেপে বসেছিল। তিনি নিদারুণ মর্মপীড়া অনুভব করতেন ; কিন্তু এ বিকৃতির প্রতিবিধানের কোনো উপায় ও পন্থা তিনি দেখতে পেতেন না। এ চিন্তার বোঝা তাঁর কোমর চূর্ণ করে দিচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা হেদায়াতের পথ প্রদর্শন করে এ দুর্বহ বোঝা থেকে তাঁকে মুক্ত করেন এবং তাঁর মনের ওপর চেপে বসা সমস্ত ভারকে লাঘব করেন। তিনি পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হন যে, ইসলামের সাহায্যে তিনি মাত্র আরবে নয় বরং সমগ্র মানবজাতিকে সেই সমস্ত ভ্রষ্টতা ও কুআচার থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবেন যার জটিল জালে আরবের বাইরেও সমসাময়িক সমস্ত দুনিয়া আবদ্ধ ছিল।

৩. একথাটির দু'বার পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে—রসূল করীমকে পূর্ণ মাত্রায় আশ্বাস ও সান্ত্বনা দান করা যে—এ সময় তিনি যে কঠিন ও সংকটপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছেন তা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। বরং এর অবসানে অতি সত্বর শুভ দিন ও কল্যাণময় অবস্থার উদ্ভব ঘটবে।

৪. অর্থাৎ যখন অন্য কোনো ব্যস্ততা ও লিপ্ততা থাকবে না; তখন এ অবসর সময়কে ইবাদাত বন্দেগীর কষ্ট স্বীকারে ও আধ্যাত্ম সাধনায় অতিবাহিত করো এবং অন্য সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য সব ঝামেলা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র স্বীয় ইলাহর দিকে অন্তর ও মন একান্তভাবে ও সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত ও নিবদ্ধ রাখ।

সূরা আত তীন

৯৫

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ আত্‌তীন (اَلتِّيْنِ) -কে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

কাতাদাহ এটিকে মাদানী সূরা বলেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ ব্যাপারে দু'টি বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। একটি বক্তব্যে একে মক্কী এবং অন্যটিতে মাদানী বলা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ আলেম একে মক্কী গণ্য করেছেন। এর মক্কী হবার সুস্পষ্ট আলামত হচ্ছে এই যে, এ সূরায় মক্কা শহরের জন্য هٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ (এ নিরাপদ শহরটি) শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, যদি মদীনায় এটি নাযিল হতো তাহলে মক্কার জন্য "এ শহরটি" বলা ঠিক হতো না। তাছাড়াও সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে এটিকে মক্কা মু'আয্‌যমারও প্রথম দিকের সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত বলে মনে হয়। কারণ এর নাযিলের সময় কুফর ও ইসলামের সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিল এমন কোনো চিহ্নও এতে পাওয়া যায় না। বরং এর মধ্যে মক্কী যুগের প্রথম দিকের সূরাগুলোর মতো একই বর্ণনাভংগী পাওয়া যায়। এ ধরনের বর্ণনার মাধ্যমে অতি সংক্ষেপে এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তি অপরিহার্য এবং একান্ত যুক্তিসঙ্গত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে পুরস্কার ও শাস্তির স্বীকৃতি। এ উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম মহান মর্যাদাশালী নবীগণের আত্মপ্রকাশের স্থানসমূহের কসম খেয়ে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছেন। এ বাস্তব বিষয়টি কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন কোথাও বলা হয়েছে ঃ মানুষকে আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন এবং ফেরেশতাদেরকে তার সামনে সিজদা করার হুকুম দিয়েছেন। (আল বাকারা ৩০-৩৪, আল আরাফ ১১, আল আনআম ১৬৫, আল হিজর ২৪-২৯, আন নাম্‌ল ৬২, সাদ ৭১-৭৩ আয়াত) কোথাও বলা হয়েছে ঃ মানুষ আল্লাহর এমন একটি আমানতের বাহক হয়েছে যা বহন করার শক্তি পৃথিবী, আকাশ ও পাহাড় কারো ছিল না। (আল আহযাব ৭২ আয়াত) আবার কোথাও বলা হয়েছে ঃ আমি বনী আদমকে মর্যাদাশালী করেছি এবং নিজের বহু সৃষ্টির ওপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (বনী ইসরাঈল ৭০ আয়াত) কিন্তু এখানে বিশেষ করে নবীগণের আত্মপ্রকাশের স্থানগুলোর কসম খেয়ে বলা হয়েছে, মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে। এর অর্থ এ দাঁড়ায়, মানুষকে এমন উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে যার ফলে তার মধ্যে নবুওয়াতের মতো সর্বাধিক উন্নত পদমর্যাদা সম্পন্ন লোক জন্ম নিয়েছে। আর এ নবুওয়াতের চেয়ে উঁচু পদমর্যাদা আল্লাহর অন্য কোনো সৃষ্টি লাভ করেনি।

এরপর বলা হয়েছে, দুনিয়ায় দুই ধরনের মানুষ পাওয়া যায়। এক ধরনের মানুষ এ সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি হবার পর দুষ্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং নৈতিক অধপতনের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে একেবারে সর্বনিম্ন গভীরতায় পৌঁছে যায়। সেখানে তাদের চেয়ে নীচে আর পৌঁছতে পারে না। দ্বিতীয় ধরনের মানুষ ঈমান ও সৎকাজের পথ অবলম্বন করে এ পতন থেকে রক্ষা পায়। তাদেরকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করার অপরিহার্য দাবী যে উন্নত স্থান সে স্থানেই তারা প্রতিষ্ঠিত থাকে। মানবজাতির মধ্যে এ দুই ধরনের লোকের অস্তিত্ব এমন একটি বাস্তব সত্য যাকে কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যেতে পারে না। কারণ মানুষের সমাজে সব জায়গায় সবসময় এটি দেখা যাচ্ছে।

সবশেষে এ বাস্তব সত্যটির মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষের মধ্যে যখন এ দু'টি আলাদা আলাদা এবং পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানুষ পাওয়া যায় তখন কাজের প্রতিদানের ব্যাপারটি কেমন করে অস্বীকার করা যেতে পারে ? যারা অধপতনের গভীর গর্তে নেমে গেছে এবং যারা উন্নতির উচ্চতম শিখরে পৌঁছে গেছে তাদেরকে যদি কোনো প্রতিদান না দেয়া হয় এবং উভয় দলের পরিণতি একই হয়, তাহলে এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, আল্লাহর রাজত্বে কোনো ইনসাফ নেই। অথচ শাসককে ইনসাফ অবশ্যি করতে হবে, এটা মানুষের সাধারণ জ্ঞান এবং মানবিক প্রকৃতির দাবী। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ যিনি সকল শাসকের বড় শাসক তিনি ইনসাফ করবেন না, একথা কেমন করে কল্পনা করা যেতে পারে !

❐

আয়াত-৮ ৯৫-সূরা আততীন-মাক্কী রুকূ'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে
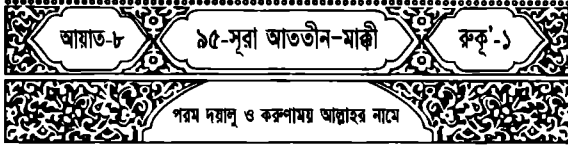
১-৩. তীন ও যায়তুন,[১] সিনাই পর্বত এবং এ নিরাপদ নগরীর (মক্কা) কসম।

৪. আমি মানুষকে পয়দা করেছি সর্বোত্তম কাঠামোয়।

৫. তারপর তাকে উল্টো ফিরিয়ে নিচতমদেরও নীচে পৌঁছিয়ে দিয়েছি।

৬. তাদেরকে ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করতে থাকে। কেননা তাদের রয়েছে এমন পুরস্কার যা কোনোদিন শেষ হবে না।

৭. কাজেই (হে নবী!) এরপর পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে কে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারে ?

৮. আল্লাহ কি সব শাসকের চেয়ে বড় শাসক নন ?[২]
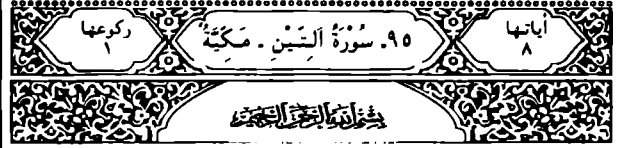
١ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝

٢ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝

٣ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝

٤ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝

٥ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝

٦ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

٧ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝

٨ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝

১. অর্থাৎ যে অঞ্চলে এসব ফল উৎপন্ন হয় (সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন) যেখানে নবীগণ অধিক সংখ্যায় পয়দা হয়েছেন।

২. অর্থাৎ যখন তোমরা পৃথিবীর ছোট ছোট হাকিমদের কাছ থেকে এ আশা করো যে, তারা ইনসাফ করুক, অপরাধীদের শাস্তি দান করুক এবং ভালো ও সৎকার্যকারীদের তাদের কাজের প্রতিদান ও পুরস্কার দান করুক, তখন আল্লাহর সম্পর্কে তোমরা কি ধারণা পোষণ কর ? তোমরা কি মনে করো যে—সেই 'সব হাকিমদেরও হাকিম' কোনো বিচার করবেন না ? তোমরা তাঁর কাছে থেকে এ আশা করো যে—তিনি ভালো ও মন্দকে একই রূপ করে দেবেন ? ভালো ও মন্দের সাথে একই রূপ ব্যবহার করবেন ? তাঁর জগতে দুষ্কর্মকারী ও সৎকার্যশীল উভয়েই মৃত্যুতে একইভাবে মৃত্তিকাতে পরিণত হবে ? এবং কারোরই না দুষ্কর্মের শাস্তি মিলবে, আর না সৎকর্মের পুরস্কার ?

সূরা আল 'আলাক

৯৬

নামকরণ

সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত আলাক (عَلَق) শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটির দু'টি অংশ। প্রথম অংশটি اِقْرَاْ থেকে শুরু হয়ে পঞ্চম আয়াতে مَالَمْ يَعْلَمْ এ গিয়ে শেষ হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশটি كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম অংশটি যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ সর্বপ্রথম অহী এ ব্যাপারে উম্মাতে মুসলিমার আলেম সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একমত। এ প্রসংগে ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ অসংখ্য সনদের মাধ্যমে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তা সর্বাধিক সহীহ হাদীস হিসেবে গণ্য। এ হাদীসে হযরত আয়েশা নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অহী শুরু হবার সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও সাহাবীগণের একটি দলও একথা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম কুরআনের এ আয়াতগুলোই নাযিল হয়েছিল। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হারাম শরীফে নামায পড়া শুরু করেন এবং আবু জেহেল তাঁকে হুমকি দিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তখন দ্বিতীয় অংশটি নাযিল হয়।

অহীর সূচনা

মুহাদ্দিসগণ অহীর সূচনাপর্বের ঘটনা নিজের নিজের সনদের মাধ্যমে ইমাম যুহ্‌রী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুহ্‌রী এ ঘটনা হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে এবং তিনি নিজের খালা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহীর সূচনা হয় সত্য স্বপ্নের (কোনো কোনো বর্ণনা অনুসারে ভালো স্বপ্নের) মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, মনে হতো যেন দিনের আলোয় তিনি তা দেখছেন। এরপর তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়েন। এরপর কয়েকদিন হেরা গুহায় অবস্থান করে দিনরাত ইবাদাতের মধ্যে কাটিয়ে দিতে থাকেন। (হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার তাহান্নুস (تحنث) শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইমাম যুহ্‌রী তা'আব্বুদ (تَعَبُّد) বা ইবাদাত বন্দেগী শব্দের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তিনি কোন্ ধরনের ইবাদাত করতেন? কারণ তখনো পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবাদাতের পদ্ধতি তাঁকে শেখানো হয়নি) ঘর থেকে খাবার-দাবার নিয়ে তিনি কয়েকদিন সেখানে কাটাতেন। তারপর হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে ফিরে আসতেন। তিনি আবার কয়েক দিনের খাবার সামগ্রী তাঁকে যোগাড় করে দিতেন। একদিন তিনি হেরা গুহার মধ্যে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর ওপর অহী নাযিল হলো। ফেরেশতা এসে তাঁকে বললেন ঃ "পড়ো" এরপর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ আমি বললাম, "আমি তো পড়তে জানি না।" একথায় ফেরেশতা আমাকে ধরে বুকের সাথে ভয়ানক জোরে চেপে ধরলেন। এমনকি আমি তা সহ্য করার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেললাম। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ো!" আমি বললাম, "আমি তো পড়তে জানি না।" তিনি দ্বিতীয় বার আমাকে বুকের সাথে ধরে ভয়ানক চাপ দিলেন। আমার সহ্য করার শক্তি প্রায় শেষ হতে লাগলো। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার সহ্য করার শক্তি প্রায় শেষ হতে লাগলো। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ো!" আমি আবার বললাম, "আমি তো পড়া জানি না।" তিনি তৃতীয়বার আমাকে বুকের সাথে ভয়ানক জোরে চেপে ধরলেন আমার সহ্য করার শক্তি খতম হবার উপক্রম হলো। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ (পড়ো নিজের রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন) এখান থেকে مَالَمْ يَعْلَمْ (যা সে জানতো না) পর্যন্ত। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁপতে কাঁপতে সেখান থেকে ফিরলেন। তিনি হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে ফিরে এসে বললেন ঃ "আমার গায়ে কিছু (চাদর-কম্বল) জড়িয়ে দাও! আমার গায়ে কিছু (চাদর-কম্বল) জড়িয়ে দাও!" তখন তাঁর গায়ে জড়িয়ে দেয়া হলো। তাঁর মধ্য থেকে ভীতির ভার দূর হয়ে গেলে তিনি বললেন ঃ "হে খাদিজা! আমার কি হয়ে গেলো? তারপর তিনি তাঁকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমার নিজের জানের ভয় হচ্ছে।" হযরত খাদিজা বললেন ঃ "মোটেই না। বরং খুশী হয়ে যান। আল্লাহর কসম! আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। সত্য কথা বলেন। (একটি বর্ণনায় বাড়তি বলা হয়েছে, আপনি আমানত পরিশোধ করে

দেন,) অসহায় লোকদের বোঝা বহন করেন। নিজে অর্থ উপার্জন করে অভাবীদেরকে দেন। মেহমানদারী করেন। ভালো কাজে সাহায্য করেন।" তারপর তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে গেলেন। ওয়ারাকা ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই। জাহেলী যুগে তিনি ঈসায়ী ধর্মগ্রহণ করেছিলেন। আরবী ও ইবরানী ভাষায় ইনজিল লিখতেন। অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে বললেন, ভাইজান! আপনার ভাতিজার ঘটনাটা একটু শুনুন। ওয়ারাকা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ "ভাতিজা! তুমি কি দেখেছো ?" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু দেখেছিলেন তা বর্ণনা করলেন। ওয়ারাকা বললেন ঃ "ইনি সেই নামূস (অহী বহনকারী ফেরেশতা) যাকে আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিল করেছিলেন। হায়, যদি আমি আপনার নবুওয়াতের জামানায় শক্তিশালী যুবক হতাম ! হায়, যদি আমি তখন জীবিত থাকি যখন আপনার কওম আপনাকে বের করে দেবে।" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "এরা কি আমাকে বের করে দেবে ?" ওয়ারাকা বললেন ঃ "হাঁ, কখনো এমনটি হয়নি, আপনি যা নিয়ে এসেছেন কোনো ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে এবং তার সাথে শত্রুতা করা হয়নি। যদি আমি আপনার সেই আমলে বেঁচে থাকি তাহলে আপনাকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করবো।" কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই ওয়ারাকা ইন্তিকাল করেন।

এ ঘটনা নিজেই একথা প্রকাশ করছে যে, ফেরেশতার আসার এক মুহূর্ত আগেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নবী বানিয়ে পাঠানো হবে এ সম্পর্কে তিনি বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। তাঁর এ জিনিসের প্রত্যাশী বা আকাঙ্ক্ষী হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর সাথে যে এ ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে, একথা তিনি আদৌ কখনো কল্পনা করতে পারেননি। অহী নাযিল হওয়া এবং ফেরেশতার এভাবে সামনে এসে যাওয়া তাঁর জন্যে ছিল একটি আকস্মিক ঘটনা। এর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া তাঁর ওপর ঠিক তাই হয়েছে যা একজন বেখবর ব্যক্তির সাথে এতবড় একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। এ কারণেই যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে আসেন তখন মক্কার লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে সবরকমের আপত্তি উঠায় কিন্তু তাদের একজনও একথা বলেনি, আমরা তো আগেই আশংকা করেছিলাম আপনি কোনো একটা কিছু হওয়ার দাবী করবেন, কারণ আপনি বেশ কিছুকাল থেকে নবী হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

এ ঘটনা থেকে নবুওয়াতের আগে তাঁর জীবন কেমন পবিত্র ছিল এবং তাঁর চরিত্র ও কর্মকাণ্ড কত উন্নত পর্যায়ের ছিল সে কথাও জানা যায়। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা কোনো অল্প বয়স্কা মহিলা ছিলেন না। বরং এ ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল পঞ্চান্ন বছর। পনের বছর ধরে তিনি রসূলের জীবন সঙ্গিনী ছিলেন। স্ত্রীর কাছে স্বামীর কোনো দুর্বলতা গোপন থাকতে পারে না। এ দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে এমনিই উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন হিসেবে পেয়েছিলেন যে, যখনই তিনি তাঁকে হেরা গুহার ঘটনা শুনান তখনই নির্দ্বিধায় তিনি স্বীকার করে নেন যে, যথার্থই আল্লাহর ফেরেশতা তাঁর কাছে অহী নিয়ে এসেছিলেন। অনুরূপভাবে ওয়ারাকা ইবনে নওফলও মক্কার একজন বয়োবৃদ্ধ বাসিন্দা ছিলেন। তিনি শৈশব থেকেই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন দেখে আসছিলেন, তাছাড়া পনের বছরের নিকট আত্মীয়তার কারণে তাঁর অবস্থা তিনি আরো গভীরভাবে অবগত ছিলেন। তিনিও এ ঘটনা শুনে একে কোনো প্ররোচনা মনে করেননি। বরং শুনার সাথে সাথেই বলে দেন, ইনি সেই একই "নামূস" যিনি মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এসেছিলেন। এর অর্থ দাঁড়ায়, তাঁর মতেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনই উন্নত ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করা কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না।

দ্বিতীয় অংশ নাযিলের প্রেক্ষাপট

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কা'বা শরীফে ইসলামী পদ্ধতিতে নামায পড়তে শুরু করেন এবং আবু জেহেল তাঁকে হুমকি দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, ঠিক সে সময় এ সূরার দ্বিতীয় অংশটি নাযিল হয়। দেখা যায়, নবী হবার পর প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেবার কাজ শুরু করার আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর শেখানো পদ্ধতিতে হারাম শরীফে নামায পড়তে শুরু করেন এবং এ কাজটির কারণে কুরাইশরা প্রথমবার অনুভব করে যে, তিনি কোনো নতুন দীনের অনুসারী হয়েছেন। অন্য লোকেরা অবাক চোখে এ দৃশ্য দেখছিল। কিন্তু আবু জেহেলের জাহেলী শিরা-উপশিরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং সে এভাবে হারাম শরীফে ইবাদাত করা যাবে না বলে তাঁকে ধমকাতে থাকে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে কয়েকটি হাদীসে আবু জেহেলের এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন দুষ্কৃতি উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন ঃ আবু জেহেল কুরাইশদেরকে জিজ্ঞেস করে, "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি তোমাদের সামনে যমীনের ওপর মুখ রয়েছে ? লোকেরা জবাব দেয়, "হাঁ"। এ কথায় সে বলে,

“লাত ও উয্‌যার কসম, যদি আমি তাকে এভাবে নামায পড়তে দেখি তাহলে তার ঘাড়ে পা রেখে দেবো এবং মাটিতে তার মুখ রগড়ে দেবো।” তারপর একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়তে দেখে সে তাঁর ঘাড়ের ওপর পা রাখার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ লোকেরা দেখে সে পিছনের দিকে সরে আসছে এবং কোনো জিনিস থেকে নিজের মুখ বাঁচাবার চেষ্টা করছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার কি হয়েছে? সে বলে, আমার ও তার মাঝখানে আগুনের একটি পরিখা, একটি ভয়াবহ জিনিস ও কিছু ডানা ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে যদি আমার ধারেকাছে ঘেঁসতো তাহলে ফেরেশতারা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতো।–আহমাদ, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, আবু নাঈম ইসফাহানী ও বায়হাকী।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত ঃ আবু জেহেল বলে, যদি আমি মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বার কাছে নামায পড়তে দেখি তাহলে পায়ের নীচে তার ঘাড় চেপে ধরবো। একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছে যায়। তিনি বলেন, যদি সে এমনটি করে তাহলে ফেরেশতারা প্রকাশ্যে তাকে এসে ধরবে।–বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, আবদুর রাজ্জাক, আব্‌দ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুইয়া।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আর একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়ছিলেন, আবু জেহেল সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। সে বললো, হে মুহাম্মদ! আমি কি তোমাকে এ থেকে নিষেধ করিনি? একথা বলে সে তাঁকে ধমকাতে শুরু করলো। জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কঠোরভাবে ধমক দিলেন। তাঁর ধমকানি শুনে সে বললো, হে মুহাম্মদ! কিসের জোরে তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো? আল্লাহর কসম! এ উপত্যকায় আমার সমর্থকদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী।–আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবা, ইবনুল মুনযির, তাবারানী ও ইবনে মারদুইয়া।

এ ঘটনাবলীর কারণে كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى থেকে সূরার যে অংশটি শুরু হচ্ছে সেটি নাযিল হয়। কুরআনের এ সূরাটিতে এ অংশটিকে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে স্বাভাবিকভাবে এর মর্যাদা তাই হওয়া উচিত। কারণ প্রথম অহী নাযিল হবার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রথম প্রকাশ করেন নামাযের মাধ্যমে এবং এ ঘটনার ভিত্তিতেই কাফেরদের সাথে তাঁর প্রথম সংঘাত হয়।

❒

আয়াত-১৯ ৯৬-সূরা আল 'আলাক-মাক্কী রুকূ'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

১. পড়ো (হে নবী!) তোমার রবের নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন।

২. জমাট বাঁধা রক্তের দলা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

৩. পড়ো এবং তোমার রব বড় মেহেরবান,

৪. যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন।

৫. মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানতো না।[১]

৬. কখনই নয়,[২] মানুষ সীমালংঘন করে।

৭. কারণ সে নিজেকে দেখে অভাবমুক্ত।

৮. (অথচ) নিশ্চিতভাবেই তোমার রবের দিকেই ফিরে আসতে হবে।

৯-১০. তুমি কি দেখেছো সেই ব্যক্তিকে যে এক বান্দাকে নিষেধ করে যখন সে নামায পড়ে ?

১১-১২. তুমি কি মনে করো, যদি (সেই বান্দা) সঠিক পথে থাকে অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয় ?

১৩. তুমি কি মনে করো যদি (এ নিষেধকারী সত্যের প্রতি) মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় ?

১৪. সে কি জানে না, আল্লাহ দেখছেন ?

১৫. কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয় তাহলে আমি তার কপালের দিকের চুল ধরে তাকে টানবো।

১৬. সেই কপালের চুল (ওয়ালা) যে মিথ্যুক ও কঠিন অপরাধকারী।

১৭. সে তার সমর্থক দলকে ডেকে নিক,

১৮. আমিও ডেকে নিই আযাবের ফেরেশতাদেরকে।

১৯. কখনই নয়, তার কথা মেনে নিয়ো না, তুমি সিজদা করো এবং (তোমার রবের) নৈকট্য অর্জন করো।

آياتها ١٩ ٩٦. سُوْرَةُ الْعَلَقِ . مَكِّيَّةٌ ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۚ ١

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ ٢

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ ٣

الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ ٤

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۙ ٥

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰۤى ۙ ٦

اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۙ ٧

اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۙ ٨

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى ۙ ٩ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۙ ١٠

اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰۤى ۙ ١١ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ۙ ١٢

اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۙ ١٣

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ۙ ١٤

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ۙ ١٥

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۚ ١٦

فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ۙ ١٧

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۙ ١٨

كَلَّا ؕ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩ ١٩

১. এ হচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ কুরআন মজীদের সর্বপ্রথম আয়াতসমূহ।

২. নবুওয়াতের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার পর রসূলে করীম যখন হেরেম শরীফে নামায পাঠ করতে শুরু করেছিলেন ও আবু জেহেল তাঁর নামাযে বাধা দান করতে চেয়েছিল সেই সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

সূরা আল ক্বাদ্‌র

৯৭

নামকরণ

প্রথম আয়াতের 'আল ক্বাদ্‌র' (اَلْقَدْرِ) শব্দটিকে এর নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্কী বা মাদানী হবার ব্যাপারে দ্বিমত রয়ে গেছে। আবু হাইয়ান বাহ্‌রুল মুহীত গ্রন্থে দাবী করেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটা মাদানী সূরা। আলী ইবনে আহমাদুল ওয়াহেদী তাঁর তাফসীরে বলেছেন, এটি মদীনায় নাযিলকৃত প্রথম সূরা। অন্যদিকে আল মাওয়ারদী বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটি মক্কী সূরা। ইমাম সুয়ূতী ইতকান গ্রন্থে একথাই লিখেছেন। ইবনে মারদুইয়া ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছিল। সূরার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলেও একথাই প্রতীয়মান হয় যে, এর মক্কায় নাযিল হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। সামনের আলোচনায় আমি একথা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

লোকদেরকে কুরআন মজীদের মূল্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করাই এ সূরাটির বিষয়বস্তু। কুরআন মজীদের বিন্যাসের ক্ষেত্রে একে সূরা আলাকের পরে রাখাই একথা প্রকাশ করে যে, সূরা আলাকের প্রাথমিক পাঁচটি আয়াতের মাধ্যমে যে পবিত্র কিতাবটির নাযিল শুরু হয়েছিল তা কেমন ভাগ্য নির্ণয়কারী রাতে নাযিল হয়, কেমন মহান মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব এবং তার এ নাযিল হওয়ার অর্থ কি—এ সূরায় সে কথাই লোকদেরকে জানানো হয়েছে।

প্রথমেই আল্লাহ বলেছেন, আমি এটি নাযিল করেছি। অর্থাৎ এটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচনা নয় বরং আমিই এটি নাযিল করেছি।

এরপর বলেছেন, কদরের রাতে আমার পক্ষ থেকে এটি নাযিল হয়েছে। ক্বদরের রাতের দু'টি অর্থ। দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এক, এটি এমন একটি রাত যে রাতে তাকদীরের ফায়সালা করা হয়। অথবা অন্য কথায় এটি সাধারণ রাতের মতো কোনো মামুলি রাত নয়। বরং এ রাতে ভাগ্যের ভাঙা গড়া চলে। এ রাতে এ কিতাব নাযিল হওয়া নিছক একটি কিতাব নাযিল হওয়া নয় বরং এটি শুধুমাত্র কুরাইশ ও আরবের নয়, সারা দুনিয়ার ভাগ্য পাল্টে দেবে। একথাটিই সূরা দুখানেও বলা হয়েছে (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা দুখানের ভূমিকা ও ৩ নম্বর টীকা) দুই, এটি বড়ই মর্যাদা, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের রাত। সামনের দিকে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এটি হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এর সাহায্যে মক্কার কাফেরদেরকে পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেশকৃত এ কিতাবকে নিজেদের জন্য একটি বিপদ মনে করেছো। তোমাদের ওপর এ এক আপদ এসে পড়েছে বলে তোমরা তিরস্কার করছো। অথচ যে রাতে এর নাযিল হবার ফায়সালা জারী করা হয় সেটি ছিল পরম কল্যাণ ও বরকতের রাত। এ একটি রাতে মানুষের কল্যাণের জন্য এতবেশী কাজ করা হয়েছে যা মানুষের ইতিহাসে হাজার মাসেও করা হয়নি। একথাটিও সূরা দুখানের তৃতীয় আয়াতে অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা দুখানের ভূমিকায় আমি এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছি।

সবশেষে বলা হয়েছে, এ রাতে ফেরেশতারা এবং জিবরাঈল নিজেদের রবের অনুমতি নিয়ে সবরকমের আদেশ নির্দেশ সহকারে নাযিল হন। (সূরা দুখানের চতুর্থ আয়াতে একে أَمْرٍ حَكِيمٍ। জ্ঞানময় বা সুষ্ঠু বিধান বলা হয়েছে।) সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত এটি হয় পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তার রাত। অর্থাৎ কোনো প্রকার অনিষ্ট এ রাতে প্রভাব ফেলতে পারে না। কারণ আল্লাহর সমস্ত ফায়সালার মূল লক্ষ্য হয় কল্যাণ। মানুষের জন্য তার মধ্যে কোনো অকল্যাণ থাকে না। এমনকি তিনি কোনো জাতিকে ধ্বংস করার ফায়সালা করলেও তা করেন মানুষের কল্যাণের জন্য, তার অকল্যাণের জন্য নয়।

❐

আয়াত-৫ ৯৭-সূরা আল ক্বাদ্‌র-মাক্কী রুকু'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

১. আমি এ (কুরআন) নাযিল করেছি কদরের রাতে।

২. তুমি কি জানো, কদরের রাত কি ?

৩. কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও বেশী ভালো।

৪. ফেরেশতারা ও রূহ এ রাতে তাদের রবের অনুমতিক্রমে প্রত্যেকটি হুকুম নিয়ে নাযিল হয়।

৫. এ রাতটি পুরোপুরি শান্তিময় ফজরের উদয় পর্যন্ত।

١ إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۝

٢ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۝

٣ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝

٤ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۝

٥ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۝

সূরা আল বাইয়্যিনাহ

৯৮

নামকরণ

প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ আল বাইয়্যিনাহ (اَلْبَيِّنَةُ) থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটিও মক্কী বা মাদানী হবার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। অনেক মুফাস্‌সির বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটি মক্কী সূরা। আবার অনেক মুফাস্‌সির বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটি মাদানী সূরা। ইবনুল যুবাইর ও আতা ইবনে ইয়াসারের উক্তি মতে এটি মাদানী সূরা। ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহর এ ব্যাপারে দু ধরনের উক্তি পাওয়া যায়। এক উক্তি অনুযায়ী এটি মক্কী এবং অন্য উক্তি অনুযায়ী মাদানী সূরা। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একে মক্কী গণ্য করেন। বাহরুল মুহীত গ্রন্থ প্রণেতা আবু হাইয়ান ও আহকামুল কুরআন গ্রন্থ প্রণেতা আবদুল মুনঈম ইবনুল ফারাস এর মক্কী হওয়াকেই অগ্রাধিকার দেন। অন্যদিকে সূরাটির বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন কোনো আলামত পাওয়া যায় না যা থেকে এর মক্কী বা মাদানী হবার ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত ফায়সালা করা যেতে পারে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

কুরআন মজীদের বিন্যাসের ক্ষেত্রে একে সূরা আলাক ও সূরা কদরের পরে রাখাটাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সূরা আলাকে সর্বপ্রথম নাযিলকৃত অহী লিপিবদ্ধ হয়েছে। সূরা কদরে বলা হয়েছে সেগুলো কবে নাযিল হয়। আর এ সূরায় এ পবিত্র কিতাবের সাথে একজন রসূল পাঠানো জরুরী ছিল কেন তা বলা হয়েছে।

সর্বপ্রথম রসূল পাঠাবার প্রয়োজন বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, আহলি কিতাব ও মুশরিক নির্বিশেষে দুনিয়াবাসীরা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে। একজন রসূল পাঠানো ছাড়া এ কুফরীর বেড়াজাল ভেদ করে তাদের বের হয়ে আসা সম্ভব নয়। এ রসূলের অস্তিত্ব তাঁর রিসালাতের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত হতে হবে এবং তিনি লোকদের সামনে আল্লাহর কিতাবকে তার আসল ও সঠিক আকৃতিতে পেশ করবেন। অতীতের আসমানী কিতাবসমূহে যেমন বাতিলের মিশ্রণ ঘটানো হয়েছিল তেমন কোনো মিশ্রণ তাতে থাকবে না এবং তা হবে পুরোপুরি সত্য ও সঠিক শিক্ষা সমন্বিত।

এরপর আহলি কিতাবদের গোমরাহী তুলে ধরা হয়েছে, বলা হয়েছে তাদের এ বিভিন্ন ভুল পথে ছুটে বেড়ানোর মানে এ নয় যে, আল্লাহ তাদেরকে পথ দেখাননি। বরং তাদের সামনে সঠিক পথের বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে এসে যাবার পরপরই তারা ভুল পথে পাড়ি জমিয়েছে। এ থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রমাণ হয়, নিজেদের ভুলের জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। এখন আবার আল্লাহর এ রসূলের মাধ্যমে সত্য আর এক দফা সুস্পষ্ট হবার পরও যদি তারা বিভ্রান্তের মতো ভুল পথে ছুটে বেড়াতে থাকে তাহলে তাদের দায়িত্বের বোঝা আরো বেশী বেড়ে যাবে।

এপ্রসংগে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব নবী এসেছিলেন তাঁরা সবাই একটি মাত্র হুকুম দিয়েছিলেন এবং যেসব কিতাব পাঠানো হয়েছিল সেসবে একটি মাত্র হুকুমই বর্ণিত হয়েছিল। সেটি হচ্ছে ঃ সব পথ ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগীর পথ অবলম্বন করো। তাঁর ইবাদাত, বন্দেগী ও আনুগত্যের সাথে আর কারোর ইবাদাত-বন্দেগী, আনুগত্য ও উপাসনা আরাধনা শামিল করো না। নামায কায়েম করো এবং যাকাত দাও। চিরকাল এটিই সঠিক দীন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। এ থেকেও স্বাভাবিকভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আহলি কিতাবরা এ আসল দীন থেকে সরে গিয়ে নিজেদের ধর্মে যেসব নতুন নতুন কথা বাড়িয়ে নিয়েছে সেগুলো সবই বাতিল। আর আল্লাহর এ নবী যিনি এখন এসেছেন তিনি তাদেরকে এ আসল দীনের দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দিচ্ছেন।

সবশেষে পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে, যেসব আহলি কিতাব ও মুশরিক এ রসূলকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে তারা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। তাদের শাস্তি চিরন্তন জাহান্নাম। আর যারা ঈমান এনে সৎকর্মের পথ অবলম্বন করবে এবং দুনিয়ায় আল্লাহকে ভয় করে জীবনযাপন করবে তারা সর্বোত্তম সৃষ্টি। তারা চিরকাল জান্নাতে থাকবে। এই তাদের পুরস্কার। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও হয়েছে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

আয়াত-৮ ৯৮-সূরা আল বাইয়্যিনাহ-মাক্কী রুকূ'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

١ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۙ

১. আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত তারা (নিজেদের কুফরী থেকে) বিরত থাকতে প্রস্তুত ছিল না।

٢ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۙ

২. (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল,[১] যিনি পবিত্র সহীফা পড়ে শুনাবেন,

٣ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۗ

৩. যাতে একেবারে সঠিক কথা লেখা আছে।[২]

٤ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۗ

৪. প্রথমে যাদেরকে কিতাব[৩] দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে তো বিভেদ সৃষ্টি হলো তাদের কাছে (সত্য পথের) সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর।

٥ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۗ

৫. তাদেরকে তো এ ছাড়া আর কোনো হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে, এটিই যথার্থ সত্য ও সঠিক দীন।

٦ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۗ

৬. আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী[৪] করেছে তারা নিশ্চিতভাবে জাহান্নামের আগুনে স্থায়ী-ভাবে অবস্থান করবে। তারা সৃষ্টির অধম।

٧ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ

৭. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা নিশ্চিতভাবে সৃষ্টির সেরা।

٨ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۟

৮. তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের রবের কাছে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এসব সে ব্যক্তির জন্য যে তার রবকে ভয় করে।

১. এখানে স্বয়ং রসূলে করীম স.-কে একটি উজ্জ্বল দলীল বলা হয়েছে।

২. অর্থাৎ এরূপ পবিত্র লিপি গ্রন্থ যাতে কোনো প্রকার বাতিল কথা, কোনো প্রকারের বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা ও কোনো নৈতিক পংকিলতার সংমিশ্রণ নেই।

৩. অর্থাৎ এর পূর্বে গ্রন্থধারীগণ যে বিভিন্ন প্রকার ভ্রষ্টতায় বিভ্রান্ত হয়ে অসংখ্য দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছিল তার কারণ এ নয় যে—আল্লাহ তাআলা তাদের পথপ্রদর্শনের জন্যে নিজের পক্ষ থেকে কোনো উজ্জ্বল অকাট্য দলীল প্রেরণ করার ব্যাপারে কোনো ত্রুটি করেছিলেন বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পথপ্রদর্শন ও হেদায়াত আসার পর তারা এ মতি গতির অবলম্বন করেছিল। সুতরাং তারা নিজেরাই তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য দায়ী।

৪. এখানে কুফরের অর্থ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মান্য করতে অস্বীকার করা।

সূরা আয্ যিলযাল

৯৯

নামকরণ

প্রথম আয়াতের যিলযালাহা (زِلْزَالَهَا) শব্দ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্কী বা মাদানী হবার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আতা, জাবের ও মুজাহিদ বলেন, এটি মক্কী সূরা। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি উক্তিও এর সমর্থন করে। অন্যদিকে কাতাদাহ ও মুকাতিল বলেন, এটি মাদানী সূরা। এর মাদানী হবার সমর্থনে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুরও আর একটি উক্তি পাওয়া যায়। ইবনে আবী হাতেম হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে যে রেওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন তার থেকেও এর মাদানী হবার সমর্থনে প্রমাণ পেশ করা হয়। তাতে বলা হয়েছে ঃ যখন فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ - وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ আয়াতটি নাযিল হয় তখন আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আমার আমল দেখবো? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। আমি বললাম, এই বড় বড় গোনাহগুলোও দেখবো? জবাব দিলেন, হাঁ। বললাম, তাহলে তো আমি মারা পড়েছি। তিনি বললেন, আনন্দিত হও, হে আবু সাঈদ! কারণ প্রত্যেক নেকী তার নিজের মতো দশটি নেকীর সমান হবে। এ হাদীস থেকে এ সূরাটির মাদানী হবার ভিত্তিমূলক প্রমাণ পাওয়া যায়। সেটি হচ্ছে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনার অধিবাসী ছিলেন। ওহোদ যুদ্ধের পর তিনি বালেগ হন। তাই যদি তাঁর উপস্থিতিতে নাযিল হয়ে থাকে তাহলে এর মাদানী হওয়া উচিত। কিন্তু আয়াত ও সূরার শানেনুযুল বর্ণনা সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেঈগণের যে পদ্ধতি ছিল তা ইতিপূর্বে সূরা দাহর এর ভূমিকায় আমি বর্ণনা করে এসেছি। তা থেকে জানা যায়, কোনো আয়াত সম্পর্কে সাহাবীর একথা বলা যে, এ আয়াতটি উমুক ঘটনা প্রসংগে নাযিল হয়েছিল, সংশ্লিষ্ট আয়াতটির ঐ সময় নাযিল হওয়ার চূড়ান্ত প্রমাণ নয়। হতে পারে হযরত আবু সাঈদ জ্ঞান হবার পর যখন সর্বপ্রথম আয়াতটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে শুনেন তখন তার শেষ অংশ তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার করে থাকবে এবং তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওপরে বর্ণিত প্রশ্নগুলো করে থাকবেন। আর এ ঘটনাটিকে তিনি এমনভাবে বর্ণনা করে থাকবেন যাতে মনে হবে এ আয়াতটি যখন নাযিল হয় তখন তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ প্রশ্নগুরো করেন। যদি এ হাদীসটি সামনে না থাকে তাহলে কুরআনকে বুঝে অধ্যয়নকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করবেন এটি একটি মক্কী সূরা। বরং এর বক্তব্য বিষয় ও বর্ণনাভংগী থেকে অনুভূত হবে, এটি মক্কায় প্রাথমিক যুগে এমন সময় নাযিল হয় যখন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে ইসলামের বুনিয়াদি আকীদা-বিশ্বাস মানুষের সামনে পেশ করা হচ্ছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন এবং সেখানে দুনিয়ায় করা সমস্ত কাজের হিসেব মানুষের সামনে এসে যাওয়া। সর্বপ্রথম তিনটি ছোট ছোট বাক্যে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর মানুষের দ্বিতীয় জীবনের সূত্রপাত কিভাবে হবে এবং মানুষের জন্য তা হবে কেমন বিস্ময়কর। তারপর দুটি বাক্যে বলা হয়েছে, মানুষ এ পৃথিবীর বুকে অবস্থান করে নিশ্চিন্তে সব রকমের কাজ করে গেছে। সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি যে, এ নিষ্প্রাণ জিনিস কোনোদিন তার কাজ-কর্মের পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহর হুকুমে সেদিন সে কথা বলতে থাকবে। প্রত্যেকটি লোকের ব্যাপারে সে বলবে, কোন্ সময় কোথায় সে কি কাজ করেছিল। তারপর বলা হয়েছে, সেদিন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষের নিজেদের কবর থেকে বের হয়ে দলে দলে আসতে থাকবে। তাদের কর্মকাণ্ড তাদেরকে দেখানো হবে। এমন পূর্ণাংগ ও বিস্তারিতভাবে এ কর্মকাণ্ড পেশ করা হবে যে, সামান্য বালুকণা পরিমাণ নেকী বা পাপও সামনে এসে যাবে।

❒

আয়াত-৮ ৯৯-সূরা আয্ যিলযাল-মাক্কী রুকূ'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

① اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ

১. যখন পৃথিবীকে প্রবল বেগে ঝাঁকুনি দেয়া হবে।

② وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ

২. পৃথিবী তার ভেতরের সমস্ত ভার বাইরে বের করে দেবে।

③ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ

৩. আর মানুষ বলবে, এর কী হয়েছে ?

④ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ

৪. সেদিন সে তার নিজের (ওপর যাকিছু ঘটেছে সেই) সব অবস্থা বর্ণনা করবে।

⑤ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۙ

৫. কারণ তোমার রব তাকে (এমনটি করার) হুকুম দিয়ে থাকবেন।

⑥ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۙ

৬ সেদিন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ফিরে আসবে, যাতে তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে দেখানো যায়।

⑦ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۙ

৭. তারপর যে অতি অল্প পরিমাণে ভালো কাজ করবে সে তা দেখে নেবে

⑧ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۙ

৮. এবং যে অতি অল্প পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সে তা দেখে নেবে।

সূরা আল 'আদিয়াত

১০০

নামকরণ

প্রথম শব্দ আল 'আদিয়াতকে (اَلْعٰدِيٰتِ) -এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটির মক্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু, হাসান বসরী, ইকরামা ও আতা বলেন, এটি মক্কী সূরা। হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু ও কাতাদাহ একে মাদানী সূরা বলেন। অন্যদিকে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে দুই ধরনের মত উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর একটি মত হচ্ছে এটি মক্কী সূরা এবং অন্য একটি বক্তব্যে তিনি একে মাদানী সূরা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সূরার বক্তব্য ও বর্ণনাভঙ্গী পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটি কেবল মক্কী সূরাই নয় বরং মক্কী যুগেরও প্রথম দিকে নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মানুষ আখেরাতকে অস্বীকার করে অথবা তা থেকে গাফেল হয়ে কেমন নৈতিক অধপাতে যায় একথা লোকদের বুঝানোই এ সূরাটির উদ্দেশ্য। এই সঙ্গে আখেরাতে কেবল মানুষের বাইরের কাজকর্মই নয়, তাদের মনের গোপন কথাগুলোও যাচাই-বাছাই করা হবে, এ সম্পর্কেও এ সূরায় তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

এ উদ্দেশ্যে আরবে সাধারণভাবে যে বিশৃংখলা ছড়িয়ে ছিল এবং যার ফলে সমগ্র দেশবাসীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তাকে যুক্তি ও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। সারা দেশের চতুর্দিকে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চলছিল। লুণ্ঠন, রাহাজানী, এক গোত্রের ওপর অন্য গোত্রের আকস্মিক আক্রমণের মাধ্যমে সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যাওয়া সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। রাতে কোনো ব্যক্তিও নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারতো না। কারণ সবসময় আশংকা থাকতো, এই বুঝি কোনো দশমন অতি প্রত্যুষে তাদের জনপদ আক্রমণ করে বসলো। দেশের এ অবস্থার কথা আরবের সবাই জানতো। তারা এর ক্ষতি ও অনিষ্ট সম্পর্কে পুরোপুরি সজাগ ছিল। যার সবকিছু লুন্ঠিত হতো, সে এ অবস্থার জন্য মাতম করতো এবং যে লুণ্ঠন করতো সে আনন্দে উৎফুল্ল হতো। কিন্তু এ লুণ্ঠনকারী আবার যখন লুণ্ঠিত হতো, তখন সেও অনুভব করতো, এ কেমন খারাপ অবস্থার মধ্যে কেমন দুর্বিসহ জীবন আমরা যাপন করে চলেছি।

এ পরিস্থিতির ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন এবং সেখানে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে মানুষ তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে। সে আল্লাহর দেয়া ক্ষমতাগুলোকে জুলুম-নিপীড়নের কাজে ব্যবহার করছে। সে ধন-সম্পদের প্রেমে অন্ধ হয়ে তা অর্জন করার জন্য যে কোনো অন্যায়, অসৎ ও গর্হিত পন্থা অবলম্বন করতে কুণ্ঠিত হয় না। তা অবস্থা নিজেই সাক্ষ দিচ্ছে, সে নিজের রবের দেয়া শক্তিগুলোর অপব্যবহার করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাহীনতার প্রকাশ করছে। যদি সে সেই সময়ের কথা জানতো যখন কবর থেকে জীবিত হয়ে আবার উঠতে হবে এবং যেসব ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও স্বার্থপ্রবণাতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে দুনিয়ায় নানান ধরনের কাজ করেছিল সেগুলোকে তার মনের গভীর তলদেশ থেকে বের করে এনে সামনে রেখে দেয়া হবে, তাহলে সে এ দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি কখনই অবলম্বন করতে পারতো না। দুনিয়ায় কে কি করে এসেছে এবং কার সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করা উচিত মানুষের রব সে সময় সে কথা খুব ভালোভাবেই জানবেন।

❒

আয়াত-১১ ১০০-সূরা আল 'আদিয়াত-মাক্কী রুকূ'-১

اٰياتها ١١ ١٠٠- سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ - مَكِّيَّةٌ ركوعها ١

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. কসম সেই (ঘোড়া) গুলোর যারা হ্রেষারব সহকারে দৌড়ায়।

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝١

২. তারপর (খুরের আঘাতে) আগুনের ফুলকি ঝরায়।

فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝٢

৩. তারপর অতর্কিত আক্রমণ চালায় প্রভাতকালে।

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۝٣

৪-৫. তারপর এ সময় ধূলা উড়ায় এবং এ অবস্থায় কোনো জনপদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۝٤

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝٥

৬. আসলে মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।[১]

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۝٦

৭. আর সে নিজেই এর সাক্ষী।[২]

وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۝٧

৮. অবশ্য সে ধন-দৌলতের মোহে খুব বেশী মত্ত।

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝٨

৯. তবে কি সে সেই সময়ের কথা জানে না যখন কবরের মধ্যে যাকিছু (দাফন করা) আছে সেসব বের করে আনা হবে।

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۝٩

১০. এবং বুকের মধ্যে যাকিছু (লুকানো) আছে সব বের করে এনে যাচাই করা হবে ?[৩]

وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۝١٠

১১. নিসন্দেহে তাদের রব সেদিন তাদের সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হবেন।[৪]

اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۝١١

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে যে শক্তি ক্ষমতা দান করেছেন তা সে অত্যাচার-নির্যাতনের কাজে ব্যবহার করে।

২. অর্থাৎ তার বিবেক এর সাক্ষী ; তার কর্ম এর সাক্ষী এবং অনেক মানুষ নিজেরা নিজেদের মুখে ও প্রকাশ্যে তাদের নিজেদের অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করে।

৩. অর্থাৎ অন্তরের মধ্যে যেসব ইচ্ছা ও কামনা-বাসনা, যেসব লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা গুপ্ত আছে সেসব কিছু প্রকাশ্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে এবং এ সকলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করে ভালো ও মন্দ, সু ও কু-কে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেয়া হবে।

৪. অর্থাৎ তিনি খুব ভালোরূপে জানবেন—কে কিরূপ এবং কে কোন্ শাস্তি বা পুরস্কারের যোগ্য।

সূরা আল কারি'আহ

১০১

নামকরণ

প্রথম শব্দ اَلْقَارِعَةُ -কে এর নাম গণ্য করা হয়েছে। এটা কেবল নামই নয় বরং এর বক্তব্য বিষয়ের শিরোনামও। কারণ এর মধ্যে শুধু কিয়ামতের কথাই বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্কী হবার ব্যাপারে সবাই একমত। বরং এর বক্তব্য বিষয় থেকে প্রকাশ হয়, এটিও মক্কা মু'আযযমার প্রথম যুগে নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে কিয়ামত ও আখেরাত। সর্বপ্রথম লোকদেরকে একটি মহাদুর্ঘটনা! বলে আতংকিত করে দেয়া হয়েছে, কি সেই মহাদুর্ঘটনা? তুমি কী জানো সেই মহাদুর্ঘটনাটি কী? এভাবে শ্রোতাদেরকে একটি ভয়াবহ ঘটনা অনুষ্ঠিত হবার খবর শোনার জন্য প্রস্তুত করার পর দুটি বাক্যে তাদের সামনে কিয়ামতের নকশা এঁকে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সেদিন লোকেরা আতংকগ্রস্ত হয়ে এমনভাবে চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে যেমন প্রদীপের আলোর চারদিকে পতংগরা নির্লিপ্তভাবে ছুটাছুটি করতে থাকে। পাহাড়গুলো সমূলে উৎপাটিত হয়ে স্থানচ্যুত হবে। তাদের বাঁধন থাকবে না। তারা তখন হয়ে যাবে ধূনা পশমের মতো। তারপর বলা হয়েছে, আখেরাতে লোকদের কাজের হিসেব-নিকেশ করার জন্য যখন আল্লাহর আদালত কায়েম হবে তখন কার সৎকাজ তার অসৎ কাজের চেয়ে ওজনে ভারী এবং কার সৎকাজ তার অসৎ কাজের চেয়ে ওজনে হালকা, এরি ভিত্তিতে সেখানে ফায়সালা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ধরনের লোকেরা আরামের ও সুখের জীবন লাভ করে আনন্দিত হবে। আর দ্বিতীয় ধরনের লোকদেরকে এমন গভীর গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়া হবে যেগুলো থাকবে শুধু আগুনে ভরা।

❐

আয়াত-১১ ১০১-সূরা আল কারি'আহ-মাক্কী রুকূ'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

١ اَلْقَارِعَةُ ۝

٢ مَا الْقَارِعَةُ ۝

٣ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝

٤ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝

٥ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝

٦ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝

٧ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝

٨ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝

٩ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝

١٠ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝

١١ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝
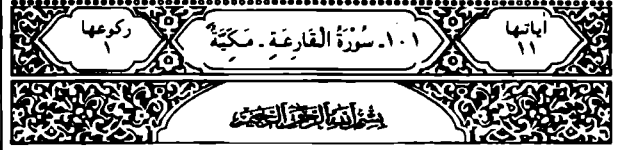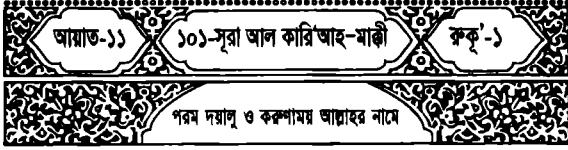
১. মহা দুর্ঘটনা।

২. কী সেই মহা দুর্ঘটনা?

৩. তুমি কী জানো সেই মহা দুর্ঘটনাটি কি?

৪-৫. সেদিন যখন লোকেরা ছড়িয়ে থাকা পতংগের মতো এবং পাহাড়গুলো রং বেরঙের ধূনা পশমের মতো হবে।

৬-৭. তারপর যার পাল্লা ভারী হবে[১] সে মনের মতো সুখী জীবন লাভ করবে

৮-৯. আর যার পাল্লা হালকা হবে তার আবাস হবে গভীর খাদ।

১০. আর তুমি কী জানো সেটি কি?

১১. (সেটি) জ্বলন্ত আগুন।

১. অর্থাৎ পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে।

সূরা আত তাকাসুর

১০২

নামকরণ

প্রথম শব্দ আত তাকাসুরকে (اَلتَّكَاثُرُ) এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

আবু হাইয়ান ও শওকানী বলেন, সকল তাফসীরকার একে মক্কী সূরা গণ্য করেছেন। এ ব্যাপারে ইমাম সুয়ূতির বক্তব্য হচ্ছে, মক্কী সূরা হিসেবেই এটি বেশী খ্যাতি অর্জন করেছে। কিন্তু কিছু কিছু বর্ণনায় একে মাদানী সূরা বলা হয়েছে। যেমন ঃ

ইবনে আবু হাতেম আবু বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ বনী হারেসা ও বনিল হারস নামক আনসারদের দুটি গোত্রের ব্যাপারে এ সূরাটি নাযিল হয়। উভয় গোত্র পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রথমে নিজেদের জীবিত লোকদের গৌরব গাঁথা বর্ণনা করে। তারপর কবরস্থানে গিয়ে মৃত লোকদের গৌরব গাঁথা বর্ণনা করে। তাদের এ আচরণের ফলে আল্লাহর এ বাণী اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ নাযিল হয়। কিন্তু শানেনুযুল বা নাযিল হওয়ার কারণ ও উপলক্ষ বর্ণনার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা সামনে রাখলে এ রেওয়ায়াত যে উপলক্ষে বর্ণনা করা হয়েছে তাকে এ সূরা নাযিলের উপলক্ষ বলে মেনে নেবার সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। বরং এ থেকে এ অর্থ গ্রহণ করা যায় যে, এ দুটি গোত্রের কর্মকাণ্ডের সাথে সূরাটি খাপ খেয়ে যায়।

ইমাম বুখারী ও ইবনে জারীর হযরত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ "আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীটিকে لَوْ اَنَّ لاِبْنِ اٰدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَتَمَنّٰى وَادِيًا ثَالِثًا وَلاَ يَمْلاَءُ جُوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلاَّ التُّرَابُ (বনি আদমের কাছে যদি দুই উপত্যকা সমান সম্পদ থাকে তারপরও সে তৃতীয় একটি উপত্যকা আকাঙ্ক্ষা করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া আর কিছু দিয়ে ভরে না)−কুরআনের মধ্যে মনে করতাম। এমন কি শেষ পর্যন্ত আলহাকুমুত তাকাসুর সূরাটি নাযিল হয়।" হযরত উবাই মদীনায় মুসলমান হয়েছিলেন বলে এ হাদীসটিকে সূরা আত তাকাসুরের মদীনায় অবতীর্ণ হবার সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়। কিন্তু হযরত উবাইর এ বক্তব্য থেকে সাহাবায়ে কেরাম কোন্ অর্থে রসূলের এ বাণীটিকে কুরআনের মধ্যে মনে করতেন তা সুস্পষ্ট হয় না। যদি এর অর্থ হয়ে থাকে যে, তাঁরা একে কুরআনের একটি আয়াত মনে করতেন তাহলে একথা মেনে নেয়া যেতে পারে না। কারণ সাহাবীগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কুরআনের প্রতিটি হরফ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এ হাদীসটিকে কুরআনের আয়াত মনে করার মতো ভুল ধারণা তাঁরা কেমন করে পোষণ করতে পারতেন! আর কুরআনের মধ্যে হবার মানে যদি কুরআন থেকে গৃহীত হওয়া মনে করা হয় তাহলে এ হাদীসটির এ অর্থও হতে পারে যে, মদীনা তাইয়েবায় যাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন তাঁরা প্রথবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র কণ্ঠে এ সূরা উচ্চারিত হতে শুনে মনে করেন, সূরাটি এই মাত্র নাযিল হয়েছে এবং রসূলের উপরোল্লিখিত বাণী সম্পর্কে তাঁরা মনে করতে থাকেন এটি এ সূরা থেকেই গৃহীত।

ইবনে জারীর, তিরমিযী ও ইবনুল মুনযির প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ "কবরের আযাব সম্পর্কে আমরা সব সময় সন্দেহের মধ্যে ছিলাম। এমন কি শেষ পর্যন্ত 'আল্‌হা-কুমুত্ তাকাসুর' নাযিল হলো।" হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ বক্তব্যটিকে এ সূরার মাদানী হবার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করার কারণ হচ্ছে এই যে, কবরের আযাবের আলোচনা মদীনায় শুরু হয়। মক্কায় এ সম্পর্কে কোনো আলোচনাই হয়নি। কিন্তু একথাটি আসলে ঠিক নয়। কুরআনের মক্কী সূরাগুলোর বিভিন্ন স্থানে এমন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কবরের আযাবের কথা বলা হয়েছে যে, এ সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশই সেখানে নেই। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন সূরা আনআম ৯৩ আয়াত, আন নামল ২৮ আয়াত, আল মুমিনুন ৯৯-১০০ আয়াত, আল মুমিন ৪৫-৪৬ আয়াত। এগুলো সবই মক্কী সূরা। তাই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি থেকে যদি কোনো জিনিস প্রমাণ হয় তাহলে তা হচ্ছে এই যে, উপরোল্লিখিত মক্কী সূরাগুলো নাযিলের পূর্বে সূরা আত তাকাসুর নাযিল হয় এবং এ সূরাটি নাযিল হবার ফলে সাহাবীগণের মধ্যে বিরাজিত কবরের আযাব সম্পর্কিত সংশয় দূর হয়ে যায়।

এ কারণে এ হাদীসগুলো সত্ত্বেও মুফাস্‌সিরগণের অধিকাংশই এর মক্কী হবার ব্যাপারে একমত। আমার মতে এটি শুধু মক্কী সূরাই নয় বরং মক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরায় মানুষকে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও বৈষয়িক স্বার্থ পূজার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এ ভালোবাসা ও স্বার্থ পূজার কারণে মানুষ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বেশী বেশী ধন-সম্পদ আহরণ, পার্থিব লাভ, স্বার্থ উদ্ধার, ভোগ, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ এবং তার মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে একজন আর একজনকে টপকে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। আর এসব অর্জন করার ব্যাপারে অহংকারে মেতে থাকে। এ একটি মাত্র চিন্তা তাদেরকে এমনভাবে মশগুল করে রেখেছে যার ফলে এর চেয়ে উন্নততর কোনো জিনিসের প্রতি নজর দেবার মানসিকতাই তাদের নেই। এর অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার পর লোকদেরকে বলা হয়েছে, এই যেসব নিয়ামত তোমরা নিশ্চিন্তে সংগ্রহ করতে ব্যস্ত, এগুলো শুধুমাত্র নিয়ামত নয় বরং এগুলো তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তুও। এগুলোর মধ্য থেকে প্রত্যেকটি নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদের আখেরাতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

❒

আয়াত-৮ ১০২-সূরা আত তাকাসুর-মাক্কী রুকূ'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

أَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١

১. বেশী বেশী এবং একে অপরের থেকে বেশী দুনিয়ার স্বার্থ লাভ করার মোহ তোমাদের গাফলতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢

২. এমনকি (এ চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে) তোমরা কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাও।

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣

৩. কখ্খনো না, শীঘ্রই[১] তোমরা জানতে পারবে।

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤

৪. আবার (শুনে নাও) কখ্খনো না, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥

৫. কখ্খনো না, যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে (এ আচরণের পরিণাম) জানতে (তাহলে তোমরা এ ধরনের কাজ করতে না)।

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝٦

৬. তোমরা জাহান্নাম দেখবেই।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧

৭. আবার (শুনে নাও) তোমরা একেবারে স্থির নিশ্চিত-ভাবে তা দেখবেই।

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٨

৮. তারপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের এ নিয়ামতগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

---

১. এখানে 'অতি শীঘ্রই' অর্থ পরকালও হতে পারে এবং মৃত্যুও হতে পারে; কেননা মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষ একথা সুস্পষ্টরূপে জানতে ও বুঝতে পারে যে—যেসব লিপ্ততা ও ব্যস্ততার মধ্যে সে নিজের সারাটি জীবন অতিবাহিত করেছে তা তার সৌভাগ্যের কারণ ছিলো, না তার দুর্ভাগ্য ও অশুভ পরিণতির কারণ।

সূরা আল 'আস্‌র

১০৩

নামকরণ

প্রথম আয়াতের "আল 'আস্‌র" (اَلْعَصْرُ) শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিল হবার সময়-কাল

মুজাহিদ, কাতাদাহ ও মুকাতিল একে মাদানী বলেছেন। কিন্তু মুফাস্‌সিরগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একে মক্কী সূরা হিসেবে গণ্য করেছেন। আর এ সূরার বিষয়বস্তু সাক্ষ দেয়, এটি মক্কী যুগেরও প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়ে থাকবে। সে সময় ইসলামের শিক্ষাকে সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বাক্যের সাহায্যে বর্ণনা করা হতো। এভাবে শ্রোতা একবার শুনার পর ভুলে যেতে চাইলেও তা আর ভুলতে পারতো না এবং আপনা আপনি লোকদের মুখে মুখেও তা উচ্চারিত হতে থাকতো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটি ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য সমন্বিত বাণীর একটি অতুলনীয় নমুনা। কয়েকটা মাপাজোকা শব্দের মধ্যে গভীর অর্থের এমন এক ভাণ্ডার রেখে দেয়া হয়েছে যা বর্ণনা করার জন্য একটি বিরাট গ্রন্থও যথেষ্ট নয়। এর মধ্যে সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মানুষের সাফল্য ও কল্যাণের এবং তার ধ্বংস ও সর্বনাশের পথ বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম শাফেঈ যথার্থই বলেছেন, লোকেরা যদি এ সূরাটি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে এ একটি সূরাই তাদের হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট। সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূরা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হিস্‌ন দারেমী আবু মাদীনার বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি যখন পরস্পর মিলিত হতেন তখন তারা একজন অপরজনকে সূরা আসর না শুনানো পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিদায় নিতেন না।—তাবারানী

❐
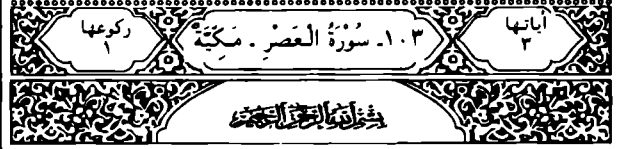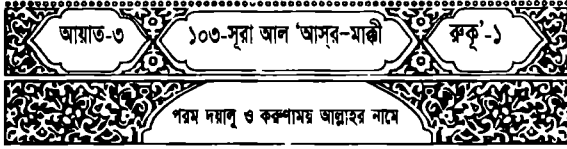
১. সময়ের কসম।[১]

২. মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

৩. তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করতে থেকেছে এবং একজন অন্যজনকে হক কথার ও সবর করার উপদেশ দিতে থেকেছে।

وَالْعَصْرِۙ ①

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍۙ ②

اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③

১. 'সময়'-এর অর্থ অতীত কাল এবং চলমান বর্তমান কালও। 'সময় এর শপথ'-এর অর্থ—ইতিহাসও সাক্ষী এবং এখন যে সময় চলমান রয়েছে তাও সাক্ষ্য দান করছে যে, যে কথা এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে তা সত্য ও সঠিক।

সূরা আল হুমাযাহ্

১০৪

নামকরণ

প্রথম আয়াতের হুমাযাহ (هُمَزَةٍ) শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটির মাক্কী হবার ব্যাপারে সকল মুফাস্সির একমত পোষণ করেছেন। এর বক্তব্য বিষয় ও বর্ণনাভংগী বিশ্লেষণ করলে এটিও রসূলের নবুওয়াত পাওয়ার পর মক্কায় প্রথমদিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত বলে মনে হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরায় এমন কিছু নৈতিক অসৎবৃত্তির নিন্দা করা হয়েছে যেগুলো জাহেলী সমাজে অর্থলোলুপ ধনীদের মধ্যে পাওয়া যেতো। প্রত্যেক আরববাসী জানতো, এ অসৎ প্রবণতাগুলো যথার্থই তাদের সমাজে সক্রিয় রয়েছে। সবাই এগুলোকে খারাপ মনে করতো। একজনও এগুলোকে সৎগুণ মনে করতো না এবং প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখতো না। এ জঘন্য প্রবণতাগুলো পেশ করার পর আখেরাতে এ ধরনের চরিত্রের অধিকারী লোকদের পরিণাম কি হবে তা বলা হয়েছে। এ দু'টি বিষয় (অর্থাৎ একদিকে এ চরিত্র এবং অন্যদিকে আখেরাতে তার এ পরিণাম) এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যার ফলে শ্রোতা নিজে নিজেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন যে, এ ধরনের কাজের ও চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির পরিণাম এটিই হয়ে থাকে। আর যেহেতু দুনিয়ায় এ ধরনের চরিত্রের লোকেরা কোনো শাস্তি পায় না বরং উলটো তাদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে দেখা যায়, তাই আখেরাত অনিবার্যভাবে অনুষ্ঠিত হবেই।

সূরা যিলযাল থেকে এ পর্যন্ত যতগুলো সূরা চলে এসেছে এ সূরাটিকে সেই ধারাবাহিকতায় রেখে বিচার করলে মক্কা মু'আয্যমার প্রথম যুগে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও তার নৈতিক শিক্ষাবলী মানুষের হৃদয়পটে অংকিত করার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল তা মানুষ খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারে। সূরা যিলযালে বলা হয়েছে, আখেরাতে মানুষের সমগ্র আমলনামা তার সামনে রেখে দেয়া হবে। সে দুনিয়ায় যে সামান্য বালুকণা পরিমাণ নেকী বা গোনাহ করেছিল তা সেখানে তার সামনে আসবে না এমনটি হবে না। সূরা আদিয়াত-এ আরবের চতুর্দিকে যেসব লুটতরাজ, হানাহানি, খুনাখুনি ও দস্যুতা জারী ছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিগুলোর এহেন অপব্যবহার তাঁর প্রতি বিরাট অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়, এ অনুভূতি জাগ্রত করার পর লোকদেরকে বলা হয়েছে, এ ব্যাপারটি এ দুনিয়াতেই শেষ হয়ে যাবে না বরং মৃত্যুর পর আর একটি জীবন শুরু হচ্ছে, সেখানে কেবল তোমাদের সমস্ত কাজেরই নয় বরং নিয়তও যাচাই বা পর্যালোচনা করা হবে। আর কোন্ ব্যক্তি কোন্ ধরনের ব্যবহার লাভের যোগ্য তা তোমাদের রব খুব ভালোভাবেই জানেন। সূরা আল কারিয়াতে কিয়ামতের নক্শা পেশ করার পর লোকদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, মানুষের নেকীর পাল্লা ভারী না গোনাহর পাল্লা ভারী হচ্ছে এরি ওপর নির্ভর করবে আখেরাতে তার ভালো বা মন্দ পরিণাম। যে বস্তুবাদী মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দুনিয়ার লাভ, স্বার্থ, আয়েশ-আরাম, ভোগ ও মর্যাদা বেশী বেশী করে অর্জন করার ও পরস্পর থেকে অগ্রবর্তী হবার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে সূরা তাকাসুরে তার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। তারপর এ গাফলতির অশুভ পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করে বলা হয়েছে—এ দুনিয়া কোনো লুটের মাল নয় যে, তার ওপর তোমরা ইচ্ছামতো হাত সাফাই করতে থাকবে। বরং এখানে তুমি এর যেসব নিয়ামত পাচ্ছো তার প্রত্যেকটি কিভাবে অর্জন করেছো এবং কিভাবে ব্যবহার করেছো তার জন্য তোমার রবের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সূরা আসর—এ একেবারে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে, যদি মানবজাতির ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ঈমান ও সৎকাজ না থাকে এবং তার সমাজ ব্যবস্থায় হক পথ অবলম্বন ও সবর করার উপদেশ দেবার রীতি ব্যাপকতা লাভ না করে, তাহলে তার প্রত্যেক ব্যক্তি, দেশ, জাতি এমনকি সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে অবস্থান করবে। এর পরপরই আসছে সূরা 'আল হুমাযাহ'। এখানে জাহেলী যুগের নেতৃত্বের একটি নমুনা পেশ করে লোকদের সামনে যেন এ প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, এ ধরনের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের অধিকারী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না কেন?

❒

আয়াত-৯ ১০৪-সূরা আল হুমাযাহ-মাক্কী রুকূ'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

① وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِۨ ۙ

১. ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনা সামনি) লোকদের ধিক্কার দেয় এবং (পেছনে) নিন্দা করতে অভ্যস্ত।

② الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ

২. যে অর্থ জমায় এবং তা গুণে গুণে রাখে।

③ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ

৩. সে মনে করে তার অর্থ-সম্পদ চিরকাল তার কাছে থাকবে।[১]

④ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۡ ۖ

৪. কখনো নয়, তাকে তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী জায়গায় ফেলে দেয়া হবে।

⑤ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۗ

৫. আর তুমি কি জানো সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী জায়গাটি কি ?

⑥ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ

৬. আল্লাহর আগুন, প্রচণ্ডভাবে উৎক্ষিপ্ত,

⑦ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۗ

৭. যা হৃদয় অভ্যন্তরে পৌছে যাবে।

⑧ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ

৮. তা তাদের ওপর ঢেকে দিয়ে বন্ধ করা হবে

⑨ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۠

৯. (এমন অবস্থায় যে, তা) উঁচু উঁচু থামে (ঘেরাও হয়ে থাকবে)।[২]

---

১. দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে—সে মনে করে তার ধন-সম্পদ তাকে চিরঞ্জীব করে রাখবে ; সে কখনও এ চিন্তাও করেনি যে—এমন এক সময় আসবে যখন এসব কিছু ত্যাগ করে তাকে দুনিয়া থেকে শূন্য হাতে বিদায় নিতে হবে।

২. في عمد ممددة 'ফী আমাদিম মুমাদ্দাদাহ'-এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে ঃ ১. জাহান্নামের দ্বার বন্ধ করে দিয়ে তার উপর উঁচু উঁচু স্তম্ভ প্রোথিত করে দেয়া হবে; ২. অপরাধীগণকে উঁচু উঁচু স্তম্ভের সাথে আবদ্ধ করা হবে; ৩. জাহান্নামের আগুনের শিখা দীর্ঘ সুউচ্চ স্তম্ভের মতো উর্ধে উত্থিত হবে।

সূরা আল ফীল

১০৫

নামকরণ

প্রথম আয়াতের আসহাবিল ফীল (أَصْحٰبِ الْفِيْلِ) শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটির মাক্কী হবার ব্যাপারে সবাই একমত। এর ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রাখলে মক্কা মু'আয্‌যমায় ইসলামের প্রথম যুগে এটি নাযিল হয় বলে মনে হবে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এর আগে সূরা বুরুজের ৪ টীকায় উল্লেখ করে এসেছি, ইয়ামনের ইহুদী শাসক যুনুওয়াস নাজরানে ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের ওপর যে জুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ নেবার জন্য হাবশার (বর্তমানে ইথিয়পিয়া) খৃষ্টীয় শাসনকর্তা ইয়ামন আক্রমণ করে হিম্‌ইয়ারী শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। ৫২৫ খৃষ্টাব্দে এ সমগ্র এলাকাটিতে হাবশার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আসলে কনস্টান্টিনোপলের রোমীয় শাসনকর্তা ও হাবশার শাসকের পারস্পরিক সহযোগিতায় এ সমগ্র অভিযান পর্বটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ সে সময় হাবশার শাসকদের কাছে কোনো উল্লেখযোগ্য নৌবহর ছিল না। রোমীয়রা এ নৌবহর সরবরাহ করে। এর মাধ্যমে হাবশা তার ৭০ হাজার সৈন্য ইয়ামন উপকূলে নামিয়ে দেয়। পরবর্তী বিষয়গুলো অনুধাবন করার জন্য শুরুতেই জেনে নেয়া উচিত যে, নিছক ধর্মীয় আবেগ জাতিড় হয়ে এসব কিছু করা হয়নি। বরং এসবের পেছনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থও সক্রিয় ছিল। বরং সম্ভবত সেগুলোই এর মূলে আসল প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল এবং খৃষ্টান মজলুমদের খুনের বদলা নেবার ব্যাপারটি একটি বাহানাবাজী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আসলে সেকালে পূর্ব আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ ও রোম অধিকৃত এলাকার মধ্যে যে ব্যবসা চলতো তার ওপর আরবরা শত শত বছর থেকে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে চলে আসছিল। রোমান শাসকরা মিসর ও সিরিয়া দখল করার পর থেকেই এ ব্যবসার ওপর থেকে আরবদের আধিপত্য বিলুপ্ত করে একে পুরোপুরি নিজেদের কর্তৃত্বাধীন করতে চাইছিল। কেননা মাঝখান থেকে আরব ব্যবসায়ীদেরকে হটিয়ে দিতে পারলে এর পুরো মুনাফা তারা সরাসরি নিজেরা লাভ করতে পারবে। এ উদ্দেশ্যে খৃষ্টপূর্ব ২৪ বা ২৫ অব্দে কাইজার আগাস্টাস রোমান জেনারেল ইলিয়াস গালুসের (Aelius Gallus) নেতৃত্বে একটি বিরাট সেনাদল আরবের পশ্চিম উপকূলে নামিয়ে দেয়। দক্ষিণ আরব থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সমুদ্রপথ অধিকার করে নেয়াই ছিল এর লক্ষ। (তাফহীমুল কুরআনের সূরা আনফালের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি এ বাণিজ্য পথের নকশা পেশ করেছি।) কিন্তু আরবের চরম প্রতিকূল ভৌগলিক অবস্থা ও পরিবেশ ও অভিযানকে ব্যর্থ করে দেয়। এরপর রোমানরা লোহিত সাগরে তাদের নৌবহর স্থাপন করে। এর ফলে সমুদ্র পথে আরবদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। তাদের ব্যবসার জন্য কেবলমাত্র স্থলপথ উন্মুক্ত থেকে যায়। এ স্থলপথটি দখল করে নেবার জন্য তারা হাবশার খৃষ্টান সরকারের সাথে চক্রান্ত করে এবং সামুদ্রিক নৌবহরের সহায়তায় তাকে ইয়ামনের ওপর কর্তৃত্ব দান করে।

ইয়ামন আক্রমণকারী হাবশী সেনাদল সম্পর্কে আরব ঐতিহাসিকগণ যে বিবরণ পেশ করেছেন তাতে বেশ মতপার্থক্য দেখা যায়। ঐতিহাসিক হাফেজ ইবনে কাসীর লিখেছেন, এ সেনাদল পরিচালিত হয়েছিল দু'জন সেনাপতির অধীনে। তাদের একজন ছিল আরইয়াত এবং অন্যজন আবরাহা। অন্যদিকে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে আরইয়াত ছিল এ সেনাবাহিনীর সেনাপতি এবং আবরাহা ছিল এর একজন সদস্য। এরপর এ দু'জন ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পরে আরইয়াত ও আবরাহার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। যুদ্ধে আরইয়াতের মৃত্যু হয়। আবরাহা ইয়ামন দখল করে। তারপর তাকে হাবশার অধীনে ইয়ামনের গভর্ণর নিযুক্ত করার ব্যাপারে সে হাবশা সম্রাটকে সম্মত করতে সক্ষম হয়। বিপরীত পক্ষে গ্রীক ও সুরিয়ানী ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে ভিন্ন বিবরণ পেশ করেছেন। তাদের বর্ণনা মতে, ইয়ামন জয় করার পরে হাবশী সৈন্যরা যখন প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী ইয়ামনী সরদারদেরকে একের পর এক হত্যা করে চলছিল তখন তাদের "আস্ সুমাইফি আশ্‌ওয়া" যাকে গ্রীক ঐতিহাসিকরা বলেছেন Esymphaeus নামক একজন সরদার হাবশীদের আনুগত্য স্বীকার করে জিজিয়া দেবার অংগীকার করে এবং হাবশা সম্রাটের কাছ থেকে ইয়ামনের গভর্ণর হবার পরোয়ানা হাসিল করে কিন্তু হাবশী সৈন্যরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। তারা আবরাহাকে তার জায়গায় গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত করে। আবরাহা ছিল হাবশার আদুলিস বন্দরের একজন গ্রীক ব্যবসায়ীর ক্রীতদাস। নিজের বুদ্ধি মত্তার জোরে সে ইয়ামন দখলকারী হাবশী সেনাদলে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। হাবশা সম্রাট তাকে দমন করার জন্য

সেনাবাহিনী পাঠায়। কিন্তু এ সেনাদল হয় তার পক্ষে যোগ দেয় অথবা সে এ সেনাদলকে পরাজিত করে। অবশেষে হাবশা সম্রাটের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী তাকে ইয়ামনে নিজের গভর্ণর হিসেবে স্বীকার করে নেয়। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তার নাম বলেছেন আবরামিস (Abrames) এবং সুরিয়ানী ঐতিহাসিকগণ তাকে আবরাহাম (Abraham) নামে উল্লেখ করেছেন। আবরাহা সম্ভবত এরই হাবশী উচ্চারণ। কারণ আরবীতে তো এর উচ্চারণ ইবরাহীম।

এ ব্যক্তি পরবর্তীতে ইয়ামনের স্বাধীন বাদশাহ হয়ে বসে। তবে নামকাওয়াস্তে হাবশা সম্রাটের প্রাধান্যের স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছিল এবং নিজের নামের সাথে সম্রাট প্রতিনিধি লিখতো। তার প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছিল। একটি ব্যাপার থেকে এ সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে। ৫৪৩ খৃষ্টাব্দে সদ্দে মাআরিব-এর সংস্কার কাজ শেষ করে সে একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন করে। এ উৎসবে রোমের কাইজার, ইরানের বাদশাহ, হীরার বাদশাহ এবং গাস্সানের বাদশাহর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। সদ্দে মাআরিবে আবরাহা স্থাপিত শিলালিপিতে এ সম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা সংরক্ষিত রয়েছে। এ শিলালিপি আজো অক্ষুন্ন রয়েছে। গ্লীসার (Glaser) তার গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন।–আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবা ৩৭ টীকা।

এ অভিযান শুরুর গোড়াতেই রোমান সাম্রাজ্য ও তার মিত্র হাবশী খৃষ্টানদের সামনে যে উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল ইয়ামনে নিজের কর্তৃত্ব পুরোপুরি মযবুত করার পর আবরাহা সেই উদ্দেশ্য সফল করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল, একদিকে আরবে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করে এবং অন্যদিকে আরবদের মাধ্যমে রোম সাম্রাজ্য ও প্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে যে ব্যবসা চলতো তাকে পুরোপুরি নিজেদের দখলে নিয়ে আসা। ইরানের সাসানী সাম্রাজ্যের সাথে রোমানদের কর্তৃত্বের দ্বন্দ্বের ফলে প্রাচ্য দেশে রোমানদের ব্যবসার অন্যান্য সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে এর প্রয়োজন আরো বেশী বেড়ে যায়।

এ উদ্দেশ্যে আবরাহা ইয়ামনের রাজধানী 'সান্‌আ'য় একটি বিশাল গীর্জা নির্মাণ করে। আরব ঐতিহাসিকগণ একে 'আল কালীস' বা 'আল কুলীস' অথবা 'আল কুল্লাইস' নামে উল্লেখ করেছেন। এটি গ্রীক Ekklesia শব্দের আরবীকরণ। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, এ কাজটি সম্পন্ন করার পর সে হাবশার বাদশাহকে লিখে জানায়, আমি আরবদের হজ্জকে মক্কার কা'বার পরিবর্তে সানআর এ গীর্জার দিকে ফিরিয়ে না দিয়ে ক্ষান্ত হবো না।* ইবনে কাসীর লিখেছেন, সে ইয়ামনে প্রকাশ্যে নিজের এ সংকল্পের কথা প্রকাশ করে এবং চতুর্দিকে ঘোষণা করে দেয়। আমাদের মতে তার এ ধরনের কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এর ফলে আরবরা ক্রুদ্ধ হয়ে এমন কোনো কাজ করে বসবে যাকে বাহানা বানিয়ে সে মক্কা আক্রমণ করে কা'বাঘর ধ্বংস করে দেবার সুযোগ লাভ করবে। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, তার এ ধরনের ঘোষণায় ক্রুদ্ধ হয়ে জনৈক আরব কোনো প্রকারে তার গীর্জার মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে মল ত্যাগ করে। ইবনে কাসীর বলেন, এ কাজটি করেছিল একজন কুরাইশী। অন্যদিকে মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের বর্ণনা মতে, কয়েকজন কুরাইশ যুবক গিয়ে সেই গীর্জায় আগুন লাগিয়ে দেয়। এর মধ্য থেকে যে কোনো ঘটনাই যদি সত্যি সত্যিই ঘটে থাকে তাহলে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ আবরাহার এ ঘোষণাটি ছিল নিশ্চিতভাবে অত্যন্ত উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। এ কারণে প্রাচীন জাহেলী যুগের কোনো আরব বা কুরাইশীর অথবা কয়েকজন কুরাইশী যুবকের পক্ষে উত্তেজিত হয়ে গীর্জাকে নাপাক করা অথবা তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া কোনো অস্বাভাবিক বা দুর্বোধ্য ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আবরাহার নিজের পক্ষেও নিজের কোনো লোক লাগিয়ে গোপনে গোপনে এ ধরনের কোনো কাণ্ড করে ফেলাটাও অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয় না। কারণ সে এভাবে মক্কা আক্রমণ করার বাহানা সৃষ্টি করতে এবং কুরাইশদেরকে ধ্বংস ও সমগ্র আরববাসীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিয়ে নিজের উভয় উদ্দেশ্য সফলকাম হতে পারবে বলে মনে করছিল। মোটকথা দু'টি অবস্থার মধ্য থেকে যে কোনো একটিই সঠিক হোক না কেন, আবরাহার কাছে যখন এ রিপোর্ট পৌঁছল যে, কা'বার ভক্ত অনুরক্তরা তার গীর্জার অবমাননা করেছে তখন সে কসম খেয়ে বসে, কা'বাকে গুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আমি স্থির হয়ে বসবো না।

তারপর ৫৭০ বা ৫৭১ খৃষ্টাব্দে সে ৬০ হাজার পদাতিক, ১৩টি হাতি (অন্য বর্ণনা হতে ৯টি হাতি) সহকারে মক্কার পথে রওয়ানা হয়। পথে প্রথমে যু-নফর নামক ইয়ামনের একজন সরদার আরবদের একটি সেনাদল সংগ্রহ করে তাকে বাধা দেয়। কিন্তু যুদ্ধে সে পরাজিত ও ধৃত হয়। তারপর খাশআম এলাকায় নুফাইল ইবনে হাবীব খাশআমী তার গোত্রের লোকদের নিয়ে তার পথ রোধ করে। কিন্তু সেও পরাজিত ও গ্রেফতার হয়ে যায়। সে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আবরাহার সেনাদলের পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ সেনাদল তায়েফের নিকটবর্তী হলে বনু সাকীফ অনুভব করে এত বড় শক্তির মুকাবিলা করার ক্ষমতা তাদের নেই এবং এই সংগে তারা এ আশংকাও করতে থাকে যে, হয়তো তাদের লাত দেবতার মন্দিরও তারা ভেঙে ফেলবে। ফলে তাদের

* ইয়ামনের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করার পর খৃষ্টানরা মক্কার কা'বাঘরের মুকাবিলায় দ্বিতীয় একটি কা'বা তৈরি করার এবং সমগ্র আরবে তাকে কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা নাজরানেও একটি কা'বা নির্মাণ করেছিল। সূরা বুরুজের ৪ টীকায় এর আলোচনা এসেছে।

সরদার মাসউদ একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আবরাহার সাথে সাক্ষাত করে। তারা তাকে বলে, আপনি যে উপাসনালয়টি ভাঙতে এসেছেন আমাদের এ মন্দিরটি সে উপাসনালয় নয়। সেটি মক্কায় অবস্থিত। কাজেই আপনি আমাদেরটায় হাত দেবেন না। আমরা মক্কার পথ দেখাবার জন্য আপনাকে পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করে দিচ্ছি। আবরাহা তাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। ফলে বনু সাকীফ আবু রিগাল নামক এক ব্যক্তিকে তার সাথে দিয়ে দেয়। মক্কা পৌঁছতে যখন আর মাত্র তিন ক্রোশ পথ বাকি তখন আল মাগাম্মাস বা আল মুগাম্মিস নামক স্থানে পৌঁছে আবু রিগাল মারা যায়। আরবরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার কবরে পাথর মেরে এসেছে। বনী সাকীফকেও তারা বছরের পর বছর ধরে এই বলে ধিক্কার দিয়ে এসেছে।—তোমরা লাতের মন্দির বাঁচাতে গিয়ে আল্লাহর ঘরের ওপর আক্রমণকারীদের সাথে সহযোগিতা করেছো।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, আল মাগাম্মেস থেকে আবরাহা তার অগ্রবাহিনীকে সামনের দিকে এগিয়ে দেয়। তারা তিহামার অধিবাসীদের ও কুরাইশদের উট, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি বহু পালিত পশু লুট করে নিয়ে যায়। এর মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাদা আবদুল মুত্তালিবেরও দুশো উট ছিল। এরপর সে মক্কাবাসীদের কাছে নিজের একজন দূতকে পাঠায়। তার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের কাছে এ মর্মে বাণী পাঠায়ঃ আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। আমি এসেছি শুধুমাত্র এ ঘরটি (কা'বা) ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে। যদি তোমরা যুদ্ধ না করো তাহলে তোমাদের প্রাণ ও ধন-সম্পত্তির কোনো ক্ষতি আমি করবো না। তাছাড়া তার এক দূতকেও মক্কাবাসীদের কাছে পাঠায়। মক্কাবাসীরা যদি তার সাথে কথা বলতে চায় তাহলে তাদের সরদারকে তার কাছে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়। আবদুল মুত্তালিব তখন ছিলেন মক্কার সবচেয়ে বড় সরদার। দূত তাঁর সাথে সাক্ষাত করে আবরাহার পয়গাম তাঁর কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। তিনি বলেন, আবরাহার সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। এটা আল্লাহর ঘর তিনি চাইলে তাঁর ঘর রক্ষা করবেন। দূত বলে, আপনি আমার সাথে আবরাহার কাছে চলুন। তিনি সম্মত হন এবং দূতের সাথে আবরাহার কাছে যান। তিনি এতই সুশ্রী, আকর্ষণীয় ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, আবরাহা তাকে দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়ে। সে সিংহাসন থেকে নেমে এসে নিজে তাঁর কাছে বসে পড়ে। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি চান? তিনি বলেন, আমার যে উটগুলো ধরে নেয়া হয়েছে সেগুলো আমাকে ফেরত দেয়া হোক। আবরাহা বললো, আপনাকে দেখে তো আমি বড়ই প্রভাবিত হয়েছিলাম। কিন্তু আপনি নিজের উটের দাবী জানাচ্ছেন, অথচ এই যে ঘরটা আপনার ও আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মের কেন্দ্র সে সম্পর্কে কিছুই বলছেন না, আপনার এ বক্তব্য আপনাকে আমার দৃষ্টিতে মর্যাদাহীন করে দিয়েছে। তিনি বলেন, আমি তো কেবল আমার উটের মালিক এবং সেগুলোর জন্য আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আর এ ঘর! এর একজন রব, মালিক ও প্রভু আছেন। তিনি নিজেই এর হেফাজত করবেন। আবরাহা জবাব দেয়, তিনি একে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আবদুল মুত্তালিব বলেন, এ ব্যাপারে আপনি জানেন ও তিনি জানেন। একথা বলে তিনি সেখান থেকে উঠে পড়েন। আবরাহা তাঁকে তাঁর উটগুলো ফিরিয়ে দেয়।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ভিন্ন ধরনের বর্ণনা পেশ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় উট দাবীর কোনো কথা নেই। আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, হাকেম, আবু নু'আইম ও বাইহাকী তাঁর থেকে যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি বলেন, আবরাহা আসসিফাই (আরাফাত ও তায়েফের পাহাড়গুলোর মধ্যে হারম শরীফের সীমানার কাছাকাছি একটি স্থান) পৌঁছে গেলে আবদুল মুত্তালিব নিজেই তার কাছে যান এবং তাকে বলেন, আপনার এখানে আসার কি প্রয়োজন ছিল? আপনার কোনো জিনিসের প্রয়োজন থাকলে আমাদের কাছে বলে পাঠাতেন। আমরা নিজেরাই সে জিনিস নিয়ে আপনার কাছে পৌঁছে যেতাম। জবাবে সে বলে, আমি শুনেছি, এটি শান্তি ও নিরাপত্তার ঘর। আমি এর শান্তি ও নিরাপত্তা খতম করতে এসেছি। আবদুল মুত্তালিব বলেন, এটি আল্লাহর ঘর। আজ পর্যন্ত তিনি কাউকে এর ওপর চেপে বসতে দেননি। আবরাহা জবাব দেয়, আমি একে বিধ্বস্ত না করে এখান থেকে সরে যাবো না। আবদুল মুত্তালিব বলেন, আপনি যা কিছু চান আমাদের কাছ থেকে নিয়ে চলে যান। কিন্তু আবরাহা অস্বীকার করে। আবদুল মুত্তালিবকে পেছনে রেখে নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে সে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

উভয় বর্ণনার এ বিভিন্নতাকে যদি আমরা যথাস্থানে রেখে দিই এবং এদের মধ্য থেকে একটিকে অন্যটির ওপর প্রাধান্য না দিই তাহলে যে ঘটনাটিই ঘটুক না কেন আমাদের কাছে একটি জিনিস অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সেটি হচ্ছে, মক্কা ও তার চারপাশের গোত্রগুলো এতবড় সেনাদলের সাথে যুদ্ধ করে কা'বাকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখতো না। কাজেই একথা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, কুরাইশরা তাদেরকে বাধা দেবার চেষ্টাই করেনি। কুরাইশরা তো আহযাবের যুদ্ধের সময় মুশরিক ও ইহুদী গোত্রগুলোকে সাথে নিয়ে বড় জোর দশ বারো হাজার সৈন্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল। কাজেই তারা ৬০ হাজার সৈন্যের মুকাবিলা করতো কিভাবে?

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, আবরাহার সেনাদলের কাছ থেকে ফিরে এসে আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদেরকে বলেন, নিজেদের পরিবার-পরিজনদের নিয়ে পাহাড়ের ওপর চলে যাও, এভাবে তারা ব্যাপক গণহত্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে। তারপর তিনি ও কুরাইশদের কয়েকজন সরদার হারম শরীফে হাযির হয়ে যান। তারা কা'বার দরজার কড়া ধরে আল্লাহর কাছে এ বলে

দোয়া করতে থাকেন যে, তিনি যেন তাঁর ঘর ও তাঁর খাদেমদের হেফাজত করেন। সে সময় কা'বা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। কিন্তু এ সংকটকালে তারা সবাই এ মূর্তিগুলোর কথা ভুলে যায়। তারা একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য হাত ওঠায়। ইতিহাসের বইগুলোতে তাদের প্রার্থনা বাণী উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে আবদুল মুত্তালিবের নিম্নোক্ত কবিতাসমূহ উদ্ধৃত করেছেন ঃ

لاَ هُمَّ اِنَّ الْعَبْدَ يَمْنَعُ رَحْلَه فَامْنَعْ رِحْلاَلَكَ ـ

"হে আল্লাহ! বান্দা নিজের ঘর রক্ষা করে
তুমিও তোমার ঘর রক্ষা করো।"

لاَ يَغْلِبَنَّ صَلِيْبُهُمْ وَمِحَالُهُمْ غَدْوًا مِحَالَكَ

"আগামীকাল তাদের ক্রুশ ও তাদের কৌশল যেন
তোমার কৌশলের ওপর বিজয় লাভ না করে।"

اِنْ كُنْتَ تَارِكَهُمْ وَقِبْلَتَنَا فَامْرُ مَابَدَالَكَ

"যদি তুমি ছেড়ে দিতে চাও তাদেরকে ও আমাদের কিবলাহকে
তাহলে তাই করো যা তুমি চাও।"

সুহাইলী 'রওযুল উনুফ' গ্রন্থে এ প্রসংগে নিম্নোক্ত কবিতাও উদ্ধৃত করেছেন ঃ

وَانْصُرْنَا عَلَى الِ الصَّلِيْبِ وَعَابِدِيْهِ الْيَوْمَ الَكَ

"ক্রুশের পরিজন ও তার পূজারীদের মুকাবিলায়
আজর নিজের পরিজনদেরকে সাহায্য করো।"

আবদুল মুত্তালিব দোয়া করতে করতে যে, কবিতাটি পড়েছিলেন ইবনে জারীর সেটিও উদ্ধৃত করেছেন। সেটি হচ্ছে ঃ

يَارَبِّ لاَ اَرْجُوْ لَهُمْ سِوَاكَا يَارَبِّ فَامْنَعْ مِنْهُمْ حِمَاكَا

اِنَّ عَدُوَّ الْبَيْتِ مَنْ عَادَاكَا اِمْنَعْهُمْ اَنْ يُخَرِّبُوْا قِرَاكَا

"হে আমার রব! তাদের মুকাবিলায়
তুমি ছাড়া কারো প্রতি আমার আশা নেই,
হে আমার রব! তাদের হাত থেকে
তোমার হারমের হেফাজত করো।
এ ঘরের শত্রু তোমার শত্রু,
তোমার জনপদ ধ্বংস করা থেকে
তাদেরকে বিরত রাখো।"

এ দোয়া করার পর আবদুল মুত্তালিব ও তার সাথীরাও পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। পরের দিন আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু তার বিশেষ হাতী মাহমুদ ছিল সবার আগে, সে হঠাৎ বসে পড়ে। কুড়ালের বাঁট দিয়ে তার গায়ে অনেকক্ষণ আঘাত করা হয়। তারপর বারবার অংকুশাঘাত করতে করতে তাকে আহত করে ফেলা হয়। কিন্তু এত বেশী মারপিট ও নির্যাতনের পরেও সে একটুও নড়ে না। তাকে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে মুখ করে চালাবার চেষ্টা করলে সে ছুটতে থাকে কিন্তু মক্কার দিকে মুখ ফিরিয়ে দিলে সাথে সাথেই গ্যাট হয়ে বসে পড়ে। কোনো রকমে তাকে আর একটুও নড়ানো যায় না।

এ সময় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা ঠোঁটে ও পানজায় পাথর কণা নিয়ে উড়ে আসে। তারা এ সেনাদলের ওপর পাথর বর্ষণ করতে থাকে। যার ওপর পাথর কণা পড়তো তার দেহ সাথে সাথে গলে যেতে থাকতো। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও ইকরামার বর্ণনা মতে, এটা ছিল বসন্ত রোগ এবং আরব দেশে সর্বপ্রথম এ বছরই বসন্ত দেখা যায়। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা মতে, যার ওপরই পাথর কণা পড়তো তার সারা গায়ে ভীষণ চুলকানি শুরু হতো এবং চুলকাতে চুলকাতে চামড়া ছিঁড়ে গোশত ঝরে পড়তে থাকতো। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আর একটি বর্ণনায় বলেছেন, গোশত ও রক্ত পানির মতো ঝরতে থাকতো এবং হাড়

বের হয়ে পড়তো। আবরাহা নিজেও এ অবস্থার সম্মুখীন হয়। তার শরীর টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়তো এবং যেখান থেকে এক টুকরো গোশত খসে পড়তো সেখান থেকে রক্ত ও পুঁজ ঝরে পড়তে থাকতো। বিশৃংখলা ও হুড়োহুড়ি ছুটাছুটির মধ্যে তারা ইয়ামনের দিকে পালাতে শুরু করে। খাশআম এলাকা থেকে যে নুফাইল ইবনে হাবীব খাশআমীকে তারা পথপ্রদর্শক হিসেবে নিয়ে আসে তাকে খুঁজে পেয়ে সামনে নিয়ে আসা হয় এবং তাকে ফিরে যাবার পথ দেখিয়ে দিতে বলা হয়। কিন্তু সে সরাসরি অস্বীকার করে বসে। সে বলে ঃ

اَيْنَ الْمَفَرُّ الاِلٰهُ الطَّالِبُ وَالاَ شْرَمُ الْمَغْلُوْبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

"এখন পালাবার জায়গা কোথায়
যখন আল্লাহ নিজেই করছেন পশ্চাদ্ধাবন ?
আর নাককাটা আবরাহা পরাজিত
সে বিজয়ী নয়।"

এ পলায়ন তৎপরতার মধ্যে লোকেরা পথে ঘাটে এখানে সেখানে পড়ে মরতে থাকে। আতা ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন তখনই এক সাথে সবাই মারা যায়নি। বরং কিছু লোক সেখানে মারা পড়ে আর দৌড়াতে দৌড়াতে কিছু লোক পথের ওপর পড়ে যেতে থাকে। এভাবে সারাটা পথে তাদের লাশ বিছিয়ে থাকে। আবরাহাও খাশআম এলাকায় পৌঁছে মারা যায়।*

মুযদালিফা ও মিনার মধ্যে অবস্থিত মহাসাব উপত্যকার সন্নিকটে মুহাস্‌সির নামক স্থানে এ ঘটনাটি ঘটে। ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জের যে ঘটনা ইমাম জাফর সাদেক তাঁর পিতা ইমাম বাকের থেকে এবং তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে চলেন তখন মুহাস্‌সির উপত্যকায় তিনি চলার গতি দ্রুত করে দেন। ইমাম নববী এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আসহাবে ফীলের ঘটনা এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। তাই এ জায়গাটা দ্রুত অতিক্রম করে যাওয়াটাই সুন্নাত। মুআত্তায় ইমাম মালিক রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুযদালিফার সমগ্র এলাকাটাতেই অবস্থান স্থল। তবে মুহাস্‌সির উপত্যকায় অবস্থান না করা উচিত। ইবনে ইসহাক নুফাইল ইবনে হাবীবের যেসব কবিতা উদ্ধৃত করেছেন তাতে এ ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ এভাবে পেশ করা হয়েছে ঃ

رُدَيْنَةُ لو رأيت ولا تَريه لدى جنب المحصَّب مارأينا
حمدت اللّه اذا بصرت طيرًا وخفت حجارة تلقى علينا
وكل القوم يسئال عن نفيل كأن على للجشان دينا

"হায়, যদি তুমি দেখতে হে রুদাইনা!
তবে তুমি দেখতে পাবে না যা কিছু দেখেছি আমি
মুহাস্‌সাব উপত্যকার কাছে।
আল্লাহর শোকর করেছি আমি
যখন দেখেছি পাখিদেরকে
শংকিত হচ্ছিলাম বুঝিবা পাথর ফেলে আমাদের ওপর।
নুফাইলের সন্ধানে ফিরছিল তাদের সবাই
আমি যেন হাবশীদের কাছে ঋণের দায়ে বাঁধা।"

এটা একটা মস্তবড় ঘটনা ছিল। সমগ্র আরবে এ ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ে। অনেক কবি এ নিয়ে কবিতা লেখেন। এ সমস্ত কবিতার একক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সবখানেই একে আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। কোনো একটি কবিতাতেই ইশারা-ইংগিতেও একথা বলা হয়নি যে, কা'বার অভ্যন্তরে রক্ষিত যেসব মূর্তির পূজা করা হতো তাদের কারো এতে সামান্যতম হাত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ আবদুল্লাহ ইবনে যিবা'রা বলেন ঃ

* মহান আল্লাহ হাবশীদেরকে শুধুমাত্র শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি বরং তিন চার বছরের মধ্যে ইয়ামনের ওপর থেকে হাবশী কর্তৃত্ব পুরোপুরি খতম করে দেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, হাতির ঘটনার পর ইয়ামনে তাদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে ইয়ামনী সরদাররা বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়াতে থাকে। সাইফ ইবনে যী ইয়াযান নামক একজন ইয়ামনী সরদার ইরানের বাদশাহর কাছ থেকে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করে। ছয়টি জাহাজে চড়ে ইরানের এক হাজার সৈন্য ইয়ামনে অবতরণ করে। হাবশী শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য এ এক হাজার সৈন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হয়। এটা ৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

ستّون الفالم يؤبوا ارضهم　　ولم يعش بعد الاياب سقيمها
كانت بها عاد و جرهم قبلهم　　والله من فوق العباد يقيمها

"ষাট হাজার ছিল তারা
ফিরতে পারেনি নিজেদের স্বদেশ ভূমিতে,
আর ফেরার পরে তাদের রুগ্ন ব্যক্তি (আবরাহা) জীবিত থাকেনি।
এখানে তাদের পূর্বে ছিল আদ ও জুরহুম,
আর আল্লাহ বান্দাদের ওপর রয়েছেন,
তাদেরকে রেখেছেন তিনি প্রতিষ্ঠিত করে।"

আবু কায়েস ইবনে আস্‌লাত তার কবিতায় বলেন ঃ

فقوموا فصلوا ربكم وتمسّحوا　　بار كان هذا البيت بين الاخاشب
فلما اتاكم نصرذى العرش ردّهم　　جنود المليك بين ساف وحاصب

"ওঠো, তোমার রবের ইবাদাত করো,
এবং মক্কা ও মিনার পাহাড়গুলোর মাঝখানে
বাইতুল্লাহর কোণগুলো স্পর্শ করো।
আরশবাসীদের সাহায্য যখন পৌঁছুল তোমাদের কাছে
তখন সেই বাদশাহর সেনাবাহিনী
তাদেরকে ফিরিয়ে দিল এমন অবস্থায়–
তাদের কেউ পড়ে ছিল মৃত্তিকার পরে
আর কেউ ছিল প্রস্তরাঘাতে ছিন্নভিন্ন।"

শুধু এখানেই শেষ নয় বরং হযরত উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু আনহা ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কুরাইশরা ১০ বছর (অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী ৭ বছর) পর্যন্ত এক ও লাশরীক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করেনি। উম্মে হানীর রেওয়ায়াতটি ইমাম বুখারী তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থে এবং তাবারানী, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী তাদের হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আর তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে আসাকির হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। খতীব বাগদাদী তার ইতিহাস গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের যে মুরসাল রেওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

যে বছর এ ঘটনাটি ঘটে, আরববাসীরা সে বছরটিকে 'আমুল ফীল' (হাতির বছর) বলে আখ্যায়িত করে। সেই বছরেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হয়। আসহাবে ফীলের ঘটনাটি ঘটে মহররম মাসে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হয় রবিউল আউয়াল মাসে। এ বিষয়ে সকল মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক একমত পোষণ করেন। অধিকাংশের মতে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হয় হাতির ঘটনার ৫০ দিন পরে।

মূল বক্তব্য

ওপরের যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংযোজন করা হয়েছে সেগুলো সামনে রেখে চিন্তা করলে এ সূরায় কেন শুধুমাত্র আসহাবে ফীলের ওপর মহান আল্লাহর আযাবের কথা বর্ণনা করেই শেষ করে দেয়া হয়েছে তা ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায়। ঘটনা খুব বেশী পুরানো ছিল না। মক্কার সবাই এ ঘটনা জানতো। আরবের লোকেরা সাধারণভাবে এ সম্পর্কে অবহিত ছিল। সমগ্র আরববাসী স্বীকার করতো আবরাহার এ আক্রমণ থেকে কোনো দেবতা বা দেবী নয় বরং আল্লাহ কা'বার হেফাজত করেছেন। কুরাইশ সরদাররা আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য দোয়া করেছিল। আবার এ ঘটনা কুরাইশদেরকে কয়েক বছর পর্যন্ত এতবেশী প্রভাবিত করে রেখেছিল যে, তারা সে সময় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদাত করেনি। তাই সূরা ফীলে এসব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। বরং শুধুমাত্র এ ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দেয়াই যথেষ্ট ছিল। এভাবে স্মরণ করিয়ে দেবার ফলে বিশেষ করে কুরাইশরা এবং সাধারণভাবে সমগ্র আরববাসী মনে মনে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিষয়ের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন সেটি অন্যান্য মাবুদদেরকে ত্যাগ করে একমাত্র লাশরীক আল্লাহর ইবাদাত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া তারা একথাটিও ভেবে দেখার সুযোগ পাবে যে, এ হকের দাওয়াত যদি তারা বলপ্রয়োগ করে দমন করতে চায় তাহলে যে আল্লাহ আসহাবে ফীলকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন তারা তাঁরই ক্রোধের শিকার হবে।

❐

আয়াত-৫ | ১০৫-সূরা আল ফীল-মাক্কী | রুকূ'-১

ايَاتُهَا ٥ | ١٠٥. سُوْرَةُ الْفِيْلِ - مَكِّيَّةٌ | رُكُوْعُهَا ١

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝

১. তুমি কি দেখনি তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কি করেছেন ?

② اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝

২. তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি ?

③ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝

৩. আর তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠান,

④ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝

৪. যারা তাদের ওপর নিক্ষেপ করছিল পোড়া মাটির পাথর।

⑤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝

৫. তারপর তাদের অবস্থা করে দেন পশুর খাওয়া ভূষির মতো।[১]

১. রসূলুল্লাহর পুণ্যময় জন্মের পঞ্চাশ দিন পূর্বে সংঘটিত এক বিশেষ ঘটনার কথা এখানে উল্লেখিত হয়েছে। পবিত্র কা'বা ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ইয়ামনের হাবশী রাজ্যের খৃস্টান সম্রাট আবরাহা ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা অভিযান করে। সৈন্য বাহিনীতে কয়েকটি হস্তীও ছিল। যখন তারা মুযদালাফা ও মিনার মধ্যবর্তী স্থানে পৌছায় তখন অকস্মাৎ সমুদ্রের দিক থেকে পক্ষী দল ঝাঁকে ঝাঁকে চঞ্চু ও নখরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড নিয়ে এসে সৈন্যবাহিনীর ওপর ব্যাপক প্রস্তর বর্ষণ শুরু করে। যার ওপরই এ প্রস্তর খণ্ড আপতিত হয় তার গাত্র মাংস গলিত হয়ে খসে খসে পড়তে শুরু করে। এভাবে এ সমগ্র সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। আরবে এ ঘটনা ছিল খুবই প্রখ্যাত এবং এ সূরা অবতীর্ণকালে পবিত্র মক্কা নগরীতে এরূপ হাজার হাজার ব্যক্তি জীবিত বর্তমান ছিলেন, যাঁরা ছিলেন এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী—যাঁদের নিজেদের চোখের সামনেই এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। সমগ্র আরববাসীগণও একথা স্বীকার করতো যে—হস্তীপতিদের (আবরাহা ও তার সৈন্যদল) এ ধ্বংস একমাত্র আল্লাহ তাআলার শক্তি মহিমার কুদরতে সংঘটিত হয়েছিল।

সূরা কুরাইশ

১০৬

নামকরণ

প্রথম আয়াতের কুরাইশ (قُرَيْشٍ) শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

যাহ্হাক ও কাল্বী একে মাদানী বললেও মুফাস্সিরগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এর মক্কী হবার ব্যাপারে একমত। তাছাড়া এ সূরার শব্দাবলীর মধ্যেও এর মক্কী হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ নিহিত রয়েছে। যেমন رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ (এ ঘরের রব)। এ সূরাটি মদীনায় নাযিল হলে কাবাঘরের জন্য "এ ঘর" শব্দদুটি কেমন করে উপযোগী হতে পারে? বরং সূরা আল ফীলের বিষয়বস্তুর সাথে এর এত গভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, সম্ভবত আল ফীল নাযিল হবার পর পরই এ সূরাটি নাযিল হয়ে থাকবে বলে মনে হয়। উভয় সূরার মধ্যে এ গভীর সম্পর্ক ও সামঞ্জস্যের কারণে প্রথম যুগের কোনো কোনো মনীষী এ দুটি সূরাকে মূলত একটি সূরা হবার মত পোষণ করতেন। হযরত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সংকলিত কুরআনের অনুলিপিতে এ দুটি সূরাকে এক সাথে লিখেছেন এবং সেখানে এ দুয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখা ছিল না। এ ধরনের রেওয়ায়াত পূর্বোক্ত চিন্তাকে আরো শক্তিশালী করেছে। তাছাড়া হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার কোনো ভেদ চিহ্ন ছাড়াই এ সূরা দুটি এক সাথে নামাযে পড়েছিলেন। কিন্তু এ রায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সাইয়েদুনা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিপুল সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের সহযোগিতায় সরকারীভাবে কুরআন মজীদের যে অনুলিপি তৈরি করে ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন তাতে এ উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখা ছিল। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সারা দুনিয়ার সমস্ত কুরআন মজীদ এ দুটি আলাদা আলাদা সূরা হিসেবেই লিখিত হয়ে আসছে। এছাড়াও এ সূরা দুটির বর্ণনা ভংগী পরস্পর থেকে এত বেশী বিভিন্ন যে, এ দুটির ভিন্ন ভিন্ন সূরা হবার ব্যাপারটি একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রপিতামহ কুসাই ইবনে কিলাবের সময় পর্যন্ত কুরাইশ গোত্র হিজাযে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসবাস করছিল। কুসাই সর্বপ্রথম তাদেরকে মক্কায় একত্র করে। এভাবে বাইতুল্লাহর মুতাওয়ালীর দায়িত্ব তাদের হাতে আসে। এজন্য কুসাইকে "মুজাম্মে" বা একত্রকারী উপাধি দান করা হয়। এ ব্যক্তি নিজের উন্নত পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তিক কুশলতা ও ব্যবস্থাপনার সাহায্যে মক্কায় একটি নগর রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপন করে। আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাজীদের খেদমতের উত্তম ব্যবস্থা করে। এর ফলে ধীরে ধীরে আরবের সকল গোত্রের মধ্যে এবং সমস্ত এলাকায় কুরাইশদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কুসাইয়ের পর তার পুত্র আবদে মান্নাফ ও আবদুদ্দারের মধ্যে মক্কা রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃত্ব বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু দুই ভাইয়ের মধ্যে পিতার আমলেই আবদে মান্নাফ অধিকতর খ্যাতি লাভ করে এবং সমগ্র আরবে তার মর্যাদা স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে। আবদে মান্নাফের ছিল চার ছেলে ঃ হাশেম, আব্দে শাম্স, মুত্তালিব ও নওফাল। এদের মধ্য থেকে আবদুল মুত্তালিবের পিতা ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রপিতামহ হাশেমের মনে সর্বপ্রথম আরবের পথে প্রাচ্য এলাকার দেশসমূহ এবং সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে যে আন্তরজাতিক বাণিজ্য চলতো তাতে অংশগ্রহণ করার এবং এই সাথে আরববাসীদের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও কিনে আনার চিন্তা জাগে। তার ধারণামতে এভাবে বাণিজ্য পথের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গোত্ররা তাদের কাছ থেকে দ্রব্য-সামগ্রী কিনবে এবং মক্কার বাজারসমূহে দেশের অভ্যন্তরের ব্যবসায়ীরা সামগ্রী কেনার জন্য ভিড় জমাবে। এটা এমন এক সময়ের কথা যখন উত্তরাঞ্চলের দেশসমূহ ও পারস্য উপসাগরের পথে রোম সাম্রাজ্য ও প্রাচ্য দেশসমূহের মধ্যে যে আন্তরজাতিক বাণিজ্য চলতো তার ওপর ইরানের সাসানীয় সম্রাটরা পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এ কারণে দক্ষিণ আরব থেকে লোহিত সাগরের উপকূল ঘেঁসে সিরিয়া ও মিসরের দিকে প্রসারিত বাণিজ্য পথে ব্যবসা বিপুলভাবে জমে উঠেছিল। আরবের অন্যান্য বাণিজ্য কাফেলার তুলনায় কুরাইশদের বাড়তি সুবিধা ছিল। কাবার খাদেম হবার কারণে পথের সমস্ত গোত্র তাদেরকে মর্যাদার চোখে দেখতো। হজ্জের সময় কুরাইশ বংশীয় লোকেরা যে আন্তরিকতা, উদারতা ও বদান্যতা সহকারে হাজীদের খেদমত করতো সে জন্য সবাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। কাজেই কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার ওপর পথে ডাকাতদের আক্রমণ হবে এ আশংকা ছিল না। পথের বিভিন্ন গোত্র অন্যান্য বাণিজ্য কাফেলার কাছ থেকে যে বিপুল পরিমাণ পথকর আদায় করতো তাও তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতো না। এসব দিক বিবেচনা করে হাশেম একটি বাণিজ্য পরিকল্পনা তৈরি করে এবং এ

পরিকল্পনায় তার অন্য তিন ভাইকেও শামিল করে। হাশেম সিরিয়ার গাস্সানী বাদশাহ থেকে, আবদে শামস হাবশার বাদশাহর থেকে, মুত্তালিব ইয়ামনের গভর্ণরদের থেকে এবং নওফল ইরাক ও পারস্যের সরকারদের থেকে বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। এভাবে তাদের ব্যবসা দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে। ফলে তারা চার ভাই "মুত্তাজিরীন" বা সওদাগর নামে খ্যাত হয়। আর এই সংগে তারা আশপাশে গোত্রদের ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল সে জন্য তাদেরকে "আসহাবুল ঈলাফ" তথা প্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টিকারী বলা হতো।

এ ব্যবসার কারণে কুরাইশবংশীয় লোকেরা সিরিয়া, মিসর, ইরান, ইয়ামন ও হাবশার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ লাভ করে। সরাসরি বিভিন্ন দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতার সংস্পর্শে আসার কারণে তাদের দেখার, জানার ও উপলব্ধি করার মান অনেক উন্নত হতে থাকে। ফলে আরবের দ্বিতীয় কোনো গোত্র তাদের সমপর্যায়ে পৌছতে পারেনি। ধন-সম্পদের দিক দিয়েও তারা আরবের সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। মক্কা পরিণত হয়েছিল সমগ্র আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্রে। এ আন্তরজাতিক সম্পর্কের একটি বড় সুফল হিসেবে তারা ইরাক থেকে বর্ণমালাও আমদানী করে। পরবর্তীকালে কুরআন মজীদ লেখার জন্য এ বর্ণমালাই ব্যবহৃত হয়। আরবের কোনো গোত্রে কুরাইশদের মতো এতবেশী লেখাপড়া জানা লোক ছিল না। এসব কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ قُرَيْشٌ قَادَةُ النَّاسِ অর্থাৎ কুরাইশরা হচ্ছে জনগণের নেতা। (মুসনাদে আহমাদ ঃ আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস সমষ্টি) বাইহাকী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

كَانَ هٰذَا الْاَمْرُ فِىْ حِمْيَرَ فَنَزَعَهُ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَجَعَلَهُ فِىْ قُرَيْشٍ-

"প্রথমে আরবদের নেতৃত্ব ছিল হিময়ারী গোত্রের দখলে তারপর মহান আল্লাহ তা তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কুরাইশদেরকে দান করেন।"

কুরাইশরা এভাবে একের পর এক উন্নতির মনযিল অতিক্রম করে চলছিল। এমন সময় আবরাহার মক্কা আক্রমণের ঘটনা ঘটে। যদি সে সময় আবরাহা কাবা ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হতো তাহলে আরবদেশে শুধু মাত্র কুরাইশদেরই নয়, কাবা শরীফের মর্যাদাও খতম হয়ে যেতো। এটি যে সত্যিই বাইতুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর, জাহেলী যুগের আরবদের এ বিশ্বাসের ভিত্ও নড়ে উঠতো। এ ঘরের খাদেম হিসেবে সারা দেশে কুরাইশদের যে মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাও মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে যেতো। হাবশীদের মক্কা দখল করার পর রোম সম্রাট সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সিরিয়া ও মক্কার মাঝখানের বাণিজ্য পথও দখল করে নিতো। ফলে কুসাই ইবনে কিলাবের আগে কুরাইশরা যে দুর্গত অবস্থার শিকার ছিল তার চেয়েও মারাত্মক দুরবস্থার মধ্যে তারা পড়তো। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর অসীম কুদরতের খেলা দেখান। পক্ষীবাহিনী পাথর মেরে মেরে আবরাহার ৬০ হাজারের বিশাল হাবশীবাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়। মক্কা থেকে ইয়ামন পর্যন্ত সারাটা পথে বিধ্বস্ত সেনাবাহিনীর লোকেরা পড়ে মরে যেতে থাকে। এ সময় কা'বা শরীফের আল্লাহর ঘর হবার ব্যাপারে সমস্ত আরববাসীর ঈমান আগের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী মযবুত হয়ে যায়। এই সংগে সারা দেশে কুরাইশদের প্রতিপত্তি আগে চেয়েও আরো অনেক বেশী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন আরবদের মনে বিশ্বাস জন্মে, এদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। ফলে এরা নির্বিঘ্নে আরবের যে কোনো অংশে যেতো এবং নিজেদের বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যে কোনো এলাকা অতিক্রম করতো এদের গায়ে হাত দেবার সাহস কারো হতো না। এদের গায়ে হাত দেয়া তো দূরের কথা এদের নিরাপত্তার ছত্রছায়ায় কোনো অকুরাইশী থাকলেও তাকে কেউ বিরক্ত করতো না।

মূল বক্তব্য

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকালে যেহেতু এ অবস্থা সবার জানা ছিল তাই এসব কথা আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল না। এ কারণে এ ছোট্ট সূরাটিতে চারটি বাক্যের মধ্য দিয়ে কুরাইশদেরকে কেবলমাত্র এতটুকু কথা বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, যখন তোমরা নিজেরাই এ ঘরটিকে (কাবা ঘর) দেবমূর্তির মন্দির নয় বরং আল্লাহর ঘর বলে মনে করো এবং যখন তোমরা ভালভাবেই জানো যে, আল্লাহই তোমাদেরকে এ ঘরের বদৌলতে এ পর্যায়ের শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছেন, তোমাদের ব্যবসায় এহেন উন্নতি দান করেছেন এবং অভাব-অনাহার থেকে রক্ষা করে তোমাদেরকে এ ধরনের সমৃদ্ধি দান করেছেন তখন তোমাদের তো আসলে তাঁরই ইবাদাত করা উচিত।

❐

আয়াত-৪ ১০৬-সূরা কুরাইশ-মাক্কী রুকূ'-১

ايَاتُهَا ٤ ١٠٦- سُوْرَةُ قُرَيْشٍ - مَكِّيَّةٌ رُكُوعُهَا ١

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
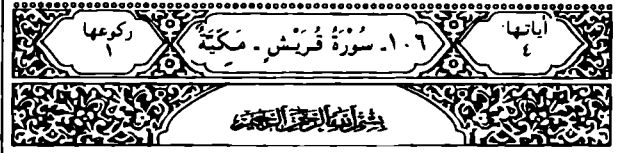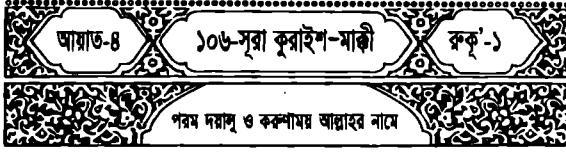
১. যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে,

① لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝

২. (অর্থাৎ) শীতের ও গ্রীষ্মের সফরে অভ্যস্ত।[১]

② اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝

৩. কাজেই তাদের এ ঘরের[২] রবের ইবাদাত করা উচিত,

③ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝

৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে রেহাই দিয়ে খাবার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন।[৩]

④ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

---

১. শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফর বা বিদেশযাত্রার অর্থ বাণিজ্যিক যাত্রা। গ্রীষ্মকালে কুরাইশগণ সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের দিকে বাণিজ্য যাত্রা করতো এবং শীতকালে তাদের বাণিজ্য যাত্রা হতো দক্ষিণ আরবের দিকে। এ বাণিজ্য পর্যটনসমূহের বদৌলতে তারা ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠেছিল।

২. এ ঘর অর্থ–পবিত্র কা'বা ঘর।

৩. মক্কাতে হারম শরীফের অবস্থান হেতু তা পবিত্র ও নিষিদ্ধ নগরীরূপে গণ্য থাকায় এ নগরীর উপর আরবের কোনো গোত্রের আক্রমণের আশঙ্কা কুরাইশদের ছিল না এবং কুরাইশরা পবিত্র কা'বা ঘরের সেবক ও তত্ত্বাবধায়ক থাকার কারণে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা আরবের সর্বত্র বিনা বাধায় অতিক্রম করতো, তাদের অনিষ্ট বা তাদের উপর হস্তক্ষেপ করা থেকে সকলে বিরত থাকতো।

সূরা আল মা'উন

১০৭

নামকরণ

শেষ আয়াতের শেষ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

ইবনে মারদুইয়া ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তাঁরা এ সূরাকে মক্কী হিসেবে গণ্য করেছেন। আতা ও জাবেরও এ একই উক্তি করেছেন। কিন্তু আবু হাইয়ান বাহরুল মুহীত গ্রন্থে ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও যাহ্হাকের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এটি মাদানী সূরা। আমাদের মতে, এ সূরার মধ্যে এমন একটি আভ্যন্তরীণ সাক্ষ রয়েছে যা এর মাদানী হবার প্রমাণ পেশ করে। সেটি হচ্ছে, এ সূরায় এমন সব নামাযীদেরকে ধ্বংসের বার্তা শোনানো হয়েছে যারা নিজেদের নামাযে গাফলতি করে এবং লোক দেখানো নামায পড়ে। এ ধরনের মুনাফিক মদীনায় পাওয়া যেতো। কারণ ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীরা সেখানে এমন পর্যায়ের শক্তি অর্জন করেছিল, যার ফলে বহু লোককে পরিস্থিতির তাগিদে ঈমান আনতে হয়েছিল এবং তাদের বাধ্য হয়ে মসজিদে আসতে হতো। তারা নামাযের জামায়াতে শরীক হতো এবং লোক দেখানো নামায পড়তো। এভাবে তারা মুসলমানদের মধ্যে গণ্য হতে চাইতো। বিপরীত পক্ষে লোক দেখাবার জন্য নামায পড়ার মতো কোনো পরিবেশই ছিল না। সেখানে তো ঈমানদারদের জন্য জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থা করাই দুরূহ ছিল। গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের নামায পড়তে হতো। কেউ প্রকাশ্যে নামায পড়লে ভয়ানক সাহসিকতার পরিচয় দিতো। তার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা থাকতো। সেখানে যে ধরনের মুনাফিক পাওয়া যেতো তারা লোক দেখানো ঈমান আনা বা লোক দেখানো নামায পড়ার দলভুক্ত ছিল না। বরং তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য নবী হবার ব্যাপারটি জেনে নিয়েছিল এবং মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের কেউ কেউ নিজের শাসন ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব বহাল রাখার জন্য ইসলাম গ্রহণ করতে পিছপাও হচ্ছিল। আবার কেউ কেউ নিজেদের চোখের সামনে মুসলমানদেরকে যেসব বিপদ-মুসিবতের মধ্যে ঘেরাও দেখছিল ইসলাম গ্রহণ করে নিজেরাও তার মধ্যে ঘেরাও হবার বিপদে কিনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। সূরা আনকাবুতের ১০-১১ আয়াতে মক্কী যুগের মুনাফিকদের এ অবস্থাটি বর্ণিত হয়েছে।–আরো জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন আল আনকাবুত ১৩-১৬ টীকা।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

আখেরাতের প্রতি ঈমান না আনলে মানুষের মধ্যে কোন্ ধরনের নৈতিকতা জন্ম নেয় তা বর্ণনা করাই এর মূল বিষয়বস্তু। ২ ও ৩ আয়াতে এমনসব কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যারা প্রকাশ্যে আখেরাতকে মিথ্যা বলে। আর শেষ চার আয়াতে যেসব মুনাফিক আপাতদৃষ্টিতে মুসলমান মনে হয় কিন্তু যাদের মনে আখেরাত এবং তার শাস্তি-পুরস্কার ও পাপ-পুণ্যের কোনো ধারণা নেই, তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আখেরাত বিশ্বাস ছাড়া মানুষের মধ্যে একটি মযবুত শক্তিশালী ও পবিত্র-পরিচ্ছন্ন চরিত্র গড়ে তোলা কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়, এ সত্যটি মানুষের হৃদয়পটে অংকিত করে দেয়াই হচ্ছে সামগ্রিকভাবে উভয় ধরনের দলের কার্যধারা বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য।

❒

আয়াত-৭ ১০৭-সূরা আল মা'উন-মাক্কী রুকূ'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

١ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ

১. তুমি কি তাকে দেখেছো যে আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তিকে মিথ্যা বলছে ?

٢ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ

২. সে-ই তো এতিমকে ধাক্কা দেয়

٣ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ

৩. এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ করে না।[১]

٤ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ

৪. তারপর সেই নামাযীদের জন্য ধ্বংস

٥ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

৫. যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে গাফলতি করে,[২]

٦ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ

৬. যারা লোক দেখানো কাজ করে

٧ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ

৭. এবং মামুলি প্রয়োজনের জিনিসপাতি (লোকদেরকে) দিতে বিরত থাকে।

১. অর্থাৎ নিজেকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করে না, নিজ পরিবারবর্গকেও দরিদ্রকে অন্ন দান করতে বলে না এবং অপর লোকদেরকেও দরিদ্রদের সাহায্যে প্রেরণা দান করে না।

২. এর অর্থ–নামাযের মধ্যে ভুল করা নয় ; বরং এর অর্থ–নামাযের প্রতি অমনোযোগী ও উদাসীন থাকা।

সূরা আল কাউসার

১০৮

নামকরণ

إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ এ বাক্যের মধ্য থেকে 'আল কাউসার' শব্দটিকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

ইবনে মারদুইয়া, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এটি মক্কী সূরা। কালবী ও মুকাতিল একে মক্কী বলেন। অধিকাংশ তাফসীরকারও এ মত পোষণ করেন। কিন্তু হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, মুজাহিদ ও কাতাদাহ একে মাদানী বলেন। ইমাম সুয়ূতী তাঁর ইতকান গ্রন্থে এ বক্তব্যকেই সঠিক গণ্য করেছেন। ইমাম মুসলিমও তাঁর শারহে মুসলিম গ্রন্থে এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে ইমাম আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে আবী শাইবা, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ইত্যাদি মুহাদ্দিসগণের হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসটি। এ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। এ সময় তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি মুচকি হাসতে হাসতে তাঁর মাথা উঠালেন। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি মুচকি হাসছেন কেন ? আবার কোনো কোনো রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, তিনি নিজেই লোকদের বললেন ঃ এখনি আমার ওপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। তারপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে তিনি সূরা আল কাওসারটি পড়লেন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, জানো কাওসার কি ? সাহাবীরা বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। বললেন ঃ সেটি একটি নহর। আমার রব আমাকে জান্নাতে সেটি দান করেছেন। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসছে সামনের দিকে আল কাওসারের ব্যাখ্যা প্রসংগে।) এ হাদীসটির ভিত্তিতে এ সূরাটিকে মাদানী বলার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় নয় বরং মদীনায় ছিলেন। এ সূরাটির মাদানী হবার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তিনি বলেছেন, তাঁর উপস্থিতিতেই এ সূরাটি নাযিল হয়।

কিন্তু প্রথমত এটা হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেই ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবনে জারীর রেওয়ায়াত করেছেন যে, জান্নাতের এ নহরটি (কাওসার) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিরাজে দেখানো হয়েছিল। আর সবাই জানেন মিরাজ মক্কায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল হিজরাতের আগে। দ্বিতীয়ত মিরাজে যেখানে মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে কেবলমাত্র এটি দান করারই খবর দেননি বরং এটিকে তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন সেখানে আবার তাঁকে এর সুসংবাদ দেবার জন্য মদীনা তাইয়েবায় সূরা কাওসার নাযিল করার কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না। তৃতীয়ত যদি হযরত আনাসের উপরোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সাহাবীগণের একটি সমাবেশে সূরা কাওসার নাযিল হবার খবর দিয়ে থাকেন এবং তার অর্থ এ হয়ে থাকে যে, প্রথমবার এ সূরাটি নাযিল হলো, তাহলে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের মতো সতর্ক সাহাবীগণের পক্ষে কিভাবে এ সূরাটিকে মক্কী গণ্য করা সম্ভব ? অন্যদিকে মুফাস্‌সিরগণের অধিকাংশই বা কেমন করে একে মক্কী বলেন ? এ ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে হযরত আনাসের রেওয়ায়াতের মধ্যে একটি ফাঁক রয়েছে বলে পরিস্কার মনে হয়। যে মজলিসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা বলেছিলেন সেখানে আগে থেকে কি কথাবার্তা চলছিল তার কোনো বিস্তারিত বিবরণ তাতে নেই। সম্ভবত সে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো ব্যাপারে কিছু বলছিলেন। এমন সময় অহীর মাধ্যমে তাঁকে জানানো হলো, সূরা কাওসারে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারটির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। আর তখন তিনি একথাটি এভাবে বলেছেন ঃ আমার প্রতি এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে। তাই মুফাস্‌সিরগণ কোনো কোনো আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, সেগুলো দুবার নাযিল হয়েছে। এ দ্বিতীয়বার নাযিল হবার অর্থ হচ্ছে, আয়াত তো আগেই নাযিল হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয়বার কোনো সময় অহীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি এ আয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়ে থাকবে। এ ধরনের রেওয়ায়াতে কোনো আয়াতের নাযিল হবার কথা উল্লেখ থাকাটা তার মক্কী বা মাদানী হবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট নয়।

হযরত আনাসের এ রেওয়ায়াতটি যদি সন্দেহ সৃষ্টি করার কারণ না হয় তাহলে সূরা কাওসারের সমগ্র বক্তব্যই তার মক্কা মু'আয্‌যমায় নাযিল হবার সাক্ষ পেশ করে। এমন এক সময় নাযিল হওয়ার সাক্ষ পেশ করে যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত কঠিন হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ইতিপূর্বে সূরা দুহা ও সূরা আলাম নাশরাহ-এ দেখা গেছে, নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সবচেয়ে কঠিন সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন, সমগ্র জাতি তাঁর সাথে শত্রুতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল, বাধার বিরাট পাহাড়গুলো তাঁর পথে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, চতুর্দিকে প্রবল বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ও তাঁর মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাথী বহুদূর পর্যন্ত কোথাও সাফল্যের কোনো আলামত দেখতে পাচ্ছিলেন না। তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার ও তাঁর মনে সাহস সঞ্চারের জন্য মহান আল্লাহ বহু আয়াত নাযিল করেন এর মধ্যে সূরা দুহায় তিনি বলেন ঃ

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى -

"আর অবশ্যই তোমার জন্য পরবর্তী যুগ (অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের পরের যুগ) পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো এবং শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এমনসব কিছু দেবেন যাতে তুমি খুশী হয়ে যাবে।"

অন্যদিকে আলাম নাশরাহে বলেন ঃ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ "আর আমি তোমার আওয়াজ বুলন্দ করে দিয়েছি।" অর্থাৎ শত্রু সারা দেশে তোমার দুর্নাম ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু তাদের এর বিরুদ্ধে আমি তোমার নাম উজ্জ্বল করার এবং তোমাকে সুখ্যাতি দান করার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এই সাথে আরো বলেন ঃ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا "কাজেই, প্রকৃতপক্ষে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও আছে। নিশ্চিন্তভাবেই সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও আছে।" অর্থাৎ বর্তমানে কঠিন অবস্থা দেখে পেরেশান হয়ো না। শীঘ্রই এ দুখের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। সাফল্যের যুগ এই তো শুরু হয়ে যাচ্ছে।

এমনি এক অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সূরা কাওসার নাযিল করে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দান করেন এবং তাঁর শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দেবার ভবিষ্যদ্বাণীও শুনিয়ে দেন। কুরাইশ বংশীয় কাফেররা বলতো, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমগ্র জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তার অবস্থা হয়ে গেছে একজন সহায় ও বান্ধবহীন ব্যক্তির মতো। ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন নবীর পদে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং তিনি কুরাইশদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন তখন কুরাইশরা বলতে থাকে بتر محمد منا অর্থাৎ "মুহাম্মাদ নিজের জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছে যেমন কোনো গাছের শিকড় কেটে দেয়া হলে তার অবস্থা হয়। কিছুদিনের মধ্যে সেটি শুকিয়ে মাটির সাথে মিশে যায়।"-(ইবনে জারীর) মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, মক্কার সরদার আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমির সামনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা উঠলেই সে বলতো ঃ "সে তো একজন আবতার অর্থাৎ শিকড় কাটা। কোনো ছেলে সন্তান নেই। মরে গেলে তার নাম নেবার মতো কেউ থাকবে না।" শিমার ইবনে আতীয়্যার বর্ণনা মতে উকবা ইবনে আবু মু'আইতও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এমনি ধরনের কথা বলতো। -(ইবনে জারীর)। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা মতে, একবার কাব ইবনে আশরাফ (মদীনার ইহুদী সরদার) মক্কায় আসে। কুরাইশ সরদাররা তাকে বলে ঃ

اَلَا تَرَى اِلٰى هٰذَا الصَّبِىِّ الْمُنْبَتِرْ مِنْ قَوْمِهٖ يَزْعَمُ اَنَّهٗ خَيْرٌ مِنَّا وَنَحْنُ اَهْلُ الْحَجِيْجِ وَاَهْلُ السَّدَانَةِ وَاَهْلُ السِّقَايَةِ -

"এ ছেলেটির ব্যাপার-স্যাপার দেখো। সে তার জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সে মনে করে, সে আমাদের থেকে ভালো। অথচ আমরা হজ্জের ব্যবস্থাপনা করি, হাজীদের সেবা করি ও তাদের পানি পান করাই।"–বায্যার

এ ঘটনাটি সম্পর্কে ইকরামা বলেন, কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে الصنبور النبتر من قومه বলে অভিহিত করতো। অর্থাৎ "তিনি এক অসহায়, বন্ধু-বান্ধবহীন, দুর্বল ও নিসন্তান ব্যক্তি এবং নিজের জাতি থেকেও তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।"(ইবনে জারীর) ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকিরের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বড় ছেলের নাম ছিল কাসেম রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ছোট ছিলেন হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা। তার ছোট ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তারপর জন্ম নেয় যথাক্রমে তিন কন্যা ; হযরত উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা, হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম মারা যান হযরত কাসেম। তারপর মারা যান হযরত আবদুল্লাহ। এ অবস্থা দেখে আস ইবনে ওয়ায়েল বলে, "তার বংশই খতম হয়ে গেছে। এখন সে আবতার (অর্থাৎ তার শিকড় কেটে গেছে)। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে আরো একটু বাড়িয়ে আসের এ বক্তব্য এসেছে ঃ

اِنَّ مُحَمَّدًا اَبْتَرُ لَا ابْنَ لَهٗ يَقُوْمُ مَقَامَهٗ بَعْدَهٗ فَاِذَا مَاتَ انْقَطَعَ ذِكْرُهٗ وَاسْتَرَحْتُمْ مِنْهُ -

"মুহাম্মদ একজন শিকড় কাটা। তার কোনো ছেলে নেই, যে তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। সে মরে গেলে দুনিয়া থেকে তার নাম মিটে যাবে। আর তখন তোমরা তার হাত থেকে নিস্তার পাবে।"

আবদ ইবনে হুমাইদ ইবনে আব্বাসের যে রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন, তা থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর আবু জেহেলও এই ধরনের কথা বলেছিল। ইবনে আবী হাতেম শিমার ইবনে আতীয়াহ থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শোকে আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে উকবা ইবনে আবী মু'আইতও এই ধরনের হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। আতা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় পুত্রের ইন্তিকালের পর তাঁর চাচা আবু লাহাব (তার ঘর ছিল রসূলের ঘরের সাথে লাগোয়া) দৌঁড়ে মুশরিকদের কাছে চলে যায় এবং তাদের এ "সুখবর" দেয় ঃ بُتِرَ مُحَمَّدٌ اللَّيْلَةَ অর্থাৎ "রাতে মুহাম্মদ সন্তানহারা হয়ে গেছে অথবা তার শিকড় কেটে গেছে।"

এ ধরনের চরম হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সূরা কাউসার নাযিল করা হয়। তিনি কেবল আল্লাহর বন্দেগী করতেন এবং আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করাকে প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ কারণে কুরাইশরা ছিল তাঁর প্রতি বিরূপ। এজন্যই নবুওয়াতলাভের আগে সমগ্র জাতির মধ্যে তাঁর যে মর্যাদা ছিল নবুওয়াতলাভের পর তা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। তাঁকে এক রকম জ্ঞাতি-গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। তাঁর সংগী-সাথী ছিলেন মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক। তাঁরাও ছিলেন বন্ধু-বান্ধব ও সহায়-সম্বলহীন। তাঁরাও জুলুম-নিপীড়ন সহ্য করে চলছিলেন। এই সাথে তাঁর একের পর এক সন্তানের মৃত্যুতে তাঁর ওপর যেন দুঃখ ও শোকের পাহাড় ভেঙে পড়েছিল। এ সময় আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও প্রতিবেশীদের পক্ষ থেকে সহানুভূতি প্রকাশ ও সান্ত্বনাবাণী শুনাবার পরিবর্তে আনন্দ উল্লাস করা হচ্ছিল। এমন একজন লোক যিনি শুধু আপন লোকদের সাথেই নয়, অপরিচিত ও অনাত্মীয়দের সাথেও সবসময় পরম প্রীতিপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল ব্যবহার করছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে এ ধরনের বিভিন্ন অপ্রীতিকর কথা ও আচরণ তাঁর মন ভেঙে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। এ অবস্থায় এ ছোট্ট সূরাটির একটি বাক্যে আল্লাহ তাঁকে এমন একটি সুখবর দিয়েছেন যার চেয়ে বড় সুখবর দুনিয়ার কোনো মানুষকে কোনো দিন দেয়া হয়নি। এই সাথে তাঁকে এ সিদ্ধান্তও শুনিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর বিরোধিতাকারীদেরই শিকড় কেটে যাবে।

❐

আয়াত-৪ ১০৮-সূরা আল কাউসার-মাক্কী রুকূ'-১

اٰياتها ٤ ١٠٨. سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ - مَكِّيَّةٌ ركوعها ١

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. (হে নবী!) আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি।[১]

① إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝

২. কাজেই তুমি নিজের রবেরই জন্য নামায পড়ো ও কুরবানী করো।

② فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

৩. তোমার দুশমনই শিকড় কাটা।[২]

③ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

১. 'কাওসার'-এর অর্থ–ইহকাল ও পরকালের অগণন কল্যাণ, যার মধ্যে হাশরের দিনের (পুনরুত্থান দিবসের) 'হাওয কাওসার' এবং জান্নাতের 'নহর কাওসার'ও অন্তর্ভুক্ত।

২. কাফেররা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ অর্থে 'আবতার'–'ছিন্নমূল' বলতো যে, তিনি নিজের জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন এবং তাঁর পুত্র সন্তানও জীবিত নেই। এজন্য তারা মনে করতো ভবিষ্যতে দুনিয়াতে তাঁর নাম ও নিশানা থাকবে না। এর উত্তরে বলা হয়েছে—তিনি নাম ও নিশানাহীন হবেন না, বরং তাঁর শত্রুরাই নামহীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সূরা আল কাফিরুন

১০৯

নামকরণ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ আয়াতের "আল কাফিরুন" শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত হাসান বসরী ও ইকরামা বলেন, এটি মক্কী সূরা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বলেন, মাদানী। অন্যদিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ থেকে উভয় মতই উদ্ধৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা একে মক্কী ও মাদানী উভয়ই বলেন। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এটি মক্কী সূরা। তাছাড়া এর বিষয়বস্তুই এর মক্কী হবার কথা প্রমাণ করে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

মক্কায় এমন এক যুগ ছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে কুরাইশদের মুশরিক সমাজে প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনো না কোনো প্রকারে আপোস করতে উদ্বুদ্ধ করা যাবে বলে কুরাইশ সরদাররা মনে করতো। এ ব্যাপারে তারা তখনো নিরাশ হয়নি। এজন্য তারা মাঝে মধ্যে তাঁর কাছে আপোসের ফরমূলা নিয়ে হাযির হতো। তিনি তার মধ্য থেকে কোনো একটি প্রস্তাব মেনে নিলেই তাঁর ও তাদের মধ্যকার ঝগড়া মিটে যাবে বলে তারা মনে করতো। হাদীসে এ সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো ঃ আমরা আপনাকে এতবেশী পরিমাণ ধন-সম্পদ দেবো যার ফলে আপনি মক্কার সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। যে মেয়েটিকে আপনি পসন্দ করবেন তার সাথে আপনার বিয়ে দিয়ে দেবো। আমরা আপনার পিছনে চলতে প্রস্তুত। আপনি শুধু আমাদের একটি কথা মেনে নেবেন—আমাদের উপাস্যদের নিন্দা করা থেকে বিরত থাকবেন। এ প্রস্তাবটি আপনার পসন্দ না হলে আমরা আর একটি প্রস্তাব পেশ করছি। এ প্রস্তাবে আপনার লাভ এবং আমাদেরও লাভ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, সেটি কি ? এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদাত করবেন এবং আমরাও এক বছর আপনার উপাস্যদের ইবাদাত করবো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, থামো! আমি দেখি আমার রবের পক্ষ থেকে কি হুকুম আসে।* এর ফলে অহী নাযিল হয় ঃ ...... قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ এবং এই সাথে নাযিল হয় ঃ قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِّىٓ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَـٰهِلُونَ

"ওদের বলে দাও, হে মূর্খের দল! তোমরা কি আমাকে বলছো, আল্লাহ ছাড়া আমি আর কারো ইবাদাত করবো ?" ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো ঃ "হে মুহাম্মদ! যদি তুমি আমাদের উপাস্য মূর্তিগুলোকে চুম্বন করো তাহলে আমরা তোমার মাবুদের ইবাদাত করবো।" একথায় এ সূরাটি নাযিল হয়।—আবদ ইবনে হুমাইদ

আবুল বখতরীর আযাদকৃত গোলাম সাঈদ ইবনে মীনা রেওয়ায়াত করেন, অলীদ ইবনে মুগীরাহ, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খালফ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে বলে ঃ "হে

---

* এর মানে এ নয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ প্রস্তাবটিকে কোনো পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য তো দূরের কথা প্রণিধানযোগ্য মনে করেছিলেন এবং (নাউযুবিল্লাহ) কাফেরদেরকে এ আশায় এ জবাব দিয়েছিলেন যে, হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি গৃহীত হয়ে যাবে। বরং একথাটি আসলে ঠিক এমন পর্যায়ের ছিল যেমন কোনো অধীনস্থ অফিসারের সামনে কোনো অবাস্তব দাবী পেশ করা হয় এবং তিনি জানেন সরকারের পক্ষে এ ধরনের দাবী গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি নিজে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করার পরিবর্তে দাবী পেশকারীদেরকে বলেন, আমি আপনাদের আবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সেখান থেকে যা কিছু জবাব আসবে তা আপনাদের জানিয়ে দেবো। এর ফলে যে প্রতিক্রিয়াটা হয় সেটা হচ্ছে এই যে, অধীনস্থ অফিসার নিজে অস্বীকার করলে লোকেরা বরাবর পীড়াপীড়ি করতে ও চাপ দিতেই থাকবে, কিন্তু যদি তিনি জানিয়ে দেন, ওপর থেকে কর্তৃপক্ষের যে জবাব এসেছে তা তোমাদের দাবীর বিরোধী তাহলে লোকেরা হতাশ হয়ে পড়বে।

মুহাম্মদ! এসো আমরা তোমার মাবুদদের ইবাদাত করি এবং তুমি আমাদের মাবুদদের ইবাদাত করো। আর আমাদের সমস্ত কাজে আমরা তোমাকে শরীক করে নিই। তুমি যা এনেছো তা যদি আমাদের কাছে যা আছে তার চেয়ে ভালো হয় তাহলে আমরা তোমার সাথে তাতে শরীক হবো এবং তার মধ্য থেকে নিজেদের অংশ নিয়ে নেবো। আর আমাদের কাছে যা আছে তা যদি তোমার কাছে যা আছে তার চেয়ে ভালো হয়, তাহলে তুমি আমাদের সাথে তাতে শরীক হবে এবং তা থেকে নিজের অংশ নেবে।" একথায় মহান আল্লাহ এ আল কাফিরুন সূরাটি নাযিল করেন।–ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম। ইবনে হিশামও সীরাতে এ ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন)।

ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ রেওয়ায়াত করেন, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, যদি আপনি পসন্দ করেন তাহলে এ বছর আমরা আপনার দীনে প্রবেশ করবো এবং এক বছর আপনি আমাদের দীনে প্রবেশ করবেন।–আবদে ইবনে হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেম।

এসব রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, একবার একই মজলিসে নয় বরং বহুবার বহু মজলিসে কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ প্রস্তাব পেশ করেছিল। এ কারণে একবার সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন জবাব দিয়ে তাদের এ আশাকে চিরতরে নির্মূল করে দেয়ার প্রয়োজন ছিল। কিছু দাও আর কিছু নাও—এ নীতির ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে কোনো চুক্তি ও আপোস করবেন না, একথা তাদেরকে জানিয়ে দেয়া একান্ত জরুরী ছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরাটি উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে, আসলে ধর্মীয় উদারতার উপদেশ দেবার জন্য সূরাটি নাযিল হয়নি। যেমন আজকাল কেউ কেউ মনে করে থাকেন বরং কাফেরদের ধর্ম, পূজা অনুষ্ঠান ও তাদের উপাস্যদের থেকে পুরোপুরি দায়িত্ব মুক্তি এবং তার প্রতি অনীহা, অসন্তুষ্টি ও সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া আর এই সাথে কুফরী ধর্ম ও দীন ইসলাম পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং তাদের উভয়ের মিলে যাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, একথা ঘোষণা করে দেয়ার জন্যই এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল। যদিও শুরুতে একথাটি কুরাইশ বংশীয় কাফেরদেরকে সম্বোধন করে তাদের আপোস ফরমূলার জবাবে বলা হয়েছিল কিন্তু এটি কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বরং একথাগুলোকে কুরআনের অন্তরভুক্ত করে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে কিয়ামত পর্যন্ত এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কুফরী ধর্ম দুনিয়ার যেখানেই যে আকৃতিতে আছে তার সাথে সম্পর্কহীনতা ও দায়িত্ব মুক্তির ঘোষণা তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করা উচিত। কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই তাদের একথা জানিয়ে দেয়া উচিত যে, দীনের ব্যাপারে তারা কাফেরদের সাথে কোনো আপোস বা উদারনীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। এ কারণেই যাদের কথার জবাবে এ সূরাটি নাযিল করা হয়েছিল তারা মরে শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এটি পঠিত হতে থেকেছে। যারা এর নাযিলের সময় কাফের ও মুশরিক ছিল তারা মুসলমান হয়ে যাওয়ার পরও এটি পড়তে থেকেছে। আবার তাদের দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নেবার শত শত বছর পর আজো মুসলমানরা এটি পড়ে চলেছে। কারণ কুফরী ও কাফেরের কার্যকলাপ থেকে সম্পর্কহীনতা ও অসন্তুষ্টি ঈমানের চিরন্তন দাবী ও চাহিদা।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে এ সূরার কি গুরুত্ব ছিল, নিচে উল্লেখিত কয়েকটি হাদীস থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়াত করেছেন, আমি বহুবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফজরের নামাযের আগে ও মাগরিবের নামাযের পরে দুই রাকাতে قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়তে দেখেছি। (এ বিষয়বস্তু সম্বলিত বহু হাদীস সামান্য শাব্দিক হেরফের সহকারে ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান ও ইবনে মারদুইয়া ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রেওয়ায়াত করেছেন)।

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ যখন তুমি ঘুমুবার জন্য নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ো তখন قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়ে নাও। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও যখন বিছানায় ঘুমাবার জন্য শুয়ে পড়তেন তখন এ সূরাটি পড়ে নিতেন। এটি ছিল তাঁর রীতি।–বায়হাকী, তাবারানী ও ইবনে মারদুইয়া।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের বলেন, আমি কি তোমাদের এমন একটি কালেমার কথা বলবো যা তোমাদের শিরক থেকে হেফাযত করবে? সেটি হচ্ছে, তোমরা শোবার সময় قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ। পড়ে নাও।–আবুল ইয়ালা ও তাবারানী

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, ঘুমাবার সময় قُلْ يَاأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়ো। কারণ এর মাধ্যমে শির্‌ক থেকে সম্পর্কহীনতা সৃষ্টি হয়।

ফারওয়াহ ইবনে নওফাল ও আবদুর রহমান ইবনে নওফাল উভয়ে বর্ণনা করেছেন, তাদের পিতা নওফাল ইবনে মু'আবিয়া আল আশজায়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আমি শোবার সময় পড়তে পারি এমন একটি জিনিস আমাকে বলে দিন। জবাবে তিনি বলেন, قُلْ يَاأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ শেষ পর্যন্ত পড়ে ঘুমিয়ে পড়ো। কারণ এটি শির্‌ক থেকে সম্পর্কহীন করে।–মুসনাদে আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে আবী শাইবা, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া ও বায়হাকী ফিশ শু'আব)। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহুর আনহুর ভাই হযরত জাবালাহ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ধরনের আবেদন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে করেছিলেন এবং তাকেও তিনি এ একই জবাব দিয়েছিলেন।–মুসনাদে আহমাদ ও তাবারানী।

❐

আয়াত-৬ ১০৯-সূরা আল কাফিরুন-মাক্কী রুকূ'-১

اياتها ٦ ١٠٩. سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ. مَكِّيَّةٌ ركوعها ١

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١

১. বলে দাও, হে কাফেররা![1]

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢

২. আমি তাদের ইবাদাত করি না যাদের ইবাদাত তোমরা করো।[2]

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٣

৩. আর না তোমরা তার ইবাদাত করো যার ইবাদাত আমি করি।[3]

وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤

৪. আর না আমি তাদের ইবাদাত করবো যাদের ইবাদাত তোমরা করে আসছো।[4]

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥

৫. আর না তোমরা তার ইবাদাত করবে যার ইবাদাত আমি করি।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

৬. তোমাদের দীন তোমাদের জন্য এবং আমার দীন আমার জন্য।[5]

১. অর্থাৎ হে লোক সকল, তোমরা যারা আমার রেসালত (প্রেরিতত্ব) ও আনীত আমার শিক্ষাকে মান্য করতে অস্বীকার করছো।

২. যদিও কাফেররা অন্যান্য উপাস্যের সাথে আল্লাহ তাআলারও ইবাদত করতো কিন্তু যেহেতু শিরকের সাথে আল্লাহর ইবাদত আদৌ আল্লাহর ইবাদাত বলে গণ্য হতে পারে না—সেজন্য মুশরিকদের সকল উপাস্যের ইবাদতকে অস্বীকার করা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ যে গুণরাজি সম্পন্ন আল্লাহর ইবাদাত আমি করি তোমরা সে গুণ সম্পন্ন আল্লাহর উপাসক নও।

৪. অর্থাৎ এর পূর্বে তোমরা যেসব উপাস্যের উপাসনা করেছো এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও করেছে আমি সেসব উপাস্যের উপাসক নই।

৫. অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে আমার ও তোমাদের মধ্যে কোনো মিল নেই। আমার পথ পৃথক এবং তোমাদের পথও পৃথক।

সূরা আন নাস্‌র

১১০

নামকরণ

প্রথম আয়াত إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ -এর মধ্যে উল্লেখিত নাসর (نصر) শব্দকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একে কুরআন মজীদের শেষ সূরা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আর কোনো পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল হয়নি।*–মুসলিম, নাসায়ী, তাবারানী, ইবনে আবী শাইবা ও ইবনে মারদুইয়া।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, এ সূরাটি বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময় মিনায় নাযিল হয়। এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উটের পিঠে সওয়ার হয়ে বিখ্যাত ভাষণটি দেন।–তিরমিযী, বায়যাবী, বাইহাকী, ইবনে আবী শাইবা, আবদ ইবনে হুমাইদ, আবু ইয়ালা ও ইবনে মারদুইয়া। বাইহাকী কিতাবুল হজ্জ অধ্যায়ে হযরত সারাআ বিনতে নাবহানের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সময়ের প্রদত্ত ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"বিদায় হজ্জের সময় আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি ঃ হে লোকেরা! তোমরা জানো আজ কোন্ দিন ? লোকেরা জবাব দিল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটি হচ্ছে আইয়ামে তাশরীকের মাঝখানের দিন। তারপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, জানো এটা কোন্ জায়গা ? লোকেরা জবাব দিল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটি হচ্ছে মাশ'আরে হারাম। এরপর তিনি বলেন, আমি জানি না, সম্ভবত এরপর আমি আর তোমাদের সাথে মিলতে পারবো না। সাবধান হয়ে যাও, তোমাদের রক্ত ও তোমাদের মান-সম্মান পরস্পরের ওপর ঠিক তেমনি হারাম যেমন আজকের দিনটি ও এ জায়গাটি হারাম, যতদিন না তোমরা তোমাদের রবের সামনে হাযির হয়ে যাও এবং তিনি তোমাদেরকে নিজেদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। শোনো, একথাগুলো তোমাদের নিকটবর্তীরা দূরবর্তীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। শোনো আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি ? এরপর আমরা মদীনায় ফিরে এলাম এবং তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকাল হয়ে গেল।"

এ দু'টি রেওয়ায়াত একত্র করলে দেখা যাবে, সূরা আন নসরের নাযিল হওয়া ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের মধ্যে ৩ মাস ও কয়েকদিনের ব্যবধান ছিল। কেননা ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখা যায়, বিদায় হজ্জ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের মাঝখানে এ ক'টি দিনই অতিবাহিত হয়েছিল।

---

* বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, এরপর কিছু বিচ্ছিন্ন আয়াত নাযিল হয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সবশেষে কুরআনের কোন্ আয়াতটি নাযিল হয় সেটি চিহ্নিত করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত বারাআ ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহুর' রেওয়ায়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ সেটি হচ্ছে সূরা নিসার শেষ আয়াতে يَسْتَفْتُونَكَ ط قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ইমাম বুখারী ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ সেই সর্বশেষ আয়াতটি হচ্ছে রিবা সম্পর্কিত আয়াত। অর্থাৎ যে আয়াতের মাধ্যমে সুদকে হারাম গণ্য করা হয়েছে। ইমাম আহমাদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে মারদুইয়া হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন তা থেকেও ইবনে আব্বাসের এ উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু এ হাদীসগুলোতে এটিকে শেষ আয়াত বলা হয়নি। বরং হযরত উমরের উক্তি হচ্ছে ঃ এটি সর্বশেষে নাযিল হওয়া আয়াতের অন্তরভুক্ত। আবু উবাইদ তাঁর ফাদায়েলুল কুরআন গ্রন্থে ইমাম যুহরীর এবং ইবনে জারীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ রিবার আয়াত এবং দাইনের আয়াত (অর্থাৎ সূরা বাকারার ৩৮-৩৯ রুকূ') কুরআনের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত। নাসায়ী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাসের অন্য একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে ঃ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ সূরা বাকারার এ ২৮১ আয়াতটি হচ্ছে কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। আল ফিরইয়াবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে এতটুকু বাড়ানো হয়েছে ঃ এ আয়াতটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের ৮১ দিন আগে নাযিল হয়। অন্যদিকে ইবনে আবী হাতেম এ সম্পর্কিত সাঈদ ইবনে যুবাইরের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে এ আয়াতটি নাযিল হওয়া ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের মধ্যে মাত্র ৯ দিনের ব্যবধানের কথা বলা হয়েছে। ইমাম আহমাদের মুসনাদ ও হাকেমের মুসতাদরাকে হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ সূরা তাওবার ১২৮-১২৯ আয়াত দু'টি সবশেষে নাযিল হয়।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা মতে, এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমাকে আমার মৃত্যুর খবর দেয়া হয়েছে এবং আমার সময় পূর্ণ হয়ে গেছে। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুইয়া) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত অন্যান্য রেওয়ায়াতগুলোতে বলা হয়েছে ঃ এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।−মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর, তাবারানী, নাসায়ী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া।

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এ সূরাটি নাযিল হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এ বছর আমার ইন্তিকাল হবে। একথা শুনে হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কেঁদে ফেললেন। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, আমার বংশধরদের মধ্যে তুমিই সবার আগে আমার সাথে মিলিত হবে। একথা শুনে হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হেসে ফেললেন। (ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া) প্রায় এ একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বাইহাকীতে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বড় বড় জ্ঞানী ও সম্মানিত সাহাবীদের সাথে তাঁর মজলিসে আমাকে ডাকতেন। একথা বয়স্ক সাহাবীদের অনেকের খারাপ লাগলো। তাঁরা বললেন, আমাদের ছেলেরাও তো এ ছেলেটির মতো, তাহলে শুধুমাত্র এ ছেলেটিকেই আমাদের সাথে মজলিসে শরীক করা হচ্ছে কেন? (ইমাম বুখারী ও ইবনে জারীর খোলাসা করে বলেছেন যে, একথা বলেছিলেন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ) হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইলমের ক্ষেত্রে এর যা মর্যাদা তা আপনারা জানেন। তারপর একদিন তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বয়স্ক সাহাবীদের ডাকলেন। তাঁদের সাথে আমাকেও ডাকলেন। আমি বুঝে ফেললাম তাদের মজলিসে আমাকে শরীক করার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য আজ আমাকে ডাকা হয়েছে। আলোচনার এক পর্যায়ে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ সূরাটির ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? কেউ কেউ বললেন, এ সূরায় আমাদের হুকুম দেয়া হয়েছে, যখন আল্লাহর সাহায্য আসে এবং আমরা বিজয় লাভ করি তখন আমাদের আল্লাহর হামদ ও ইস্তিগফার করা উচিত। কেউ কেউ বললেন, এর অর্থ হচ্ছে, শহর ও দুর্গসমূহ জয় করা। অনেকে নীরব রইলেন এরপর হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইবনে আব্বাস তুমিও কি একথাই বলো? আমি বললাম ঃ না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তুমি কি বলো। আমি বললাম ঃ এর অর্থ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত। এ সূরায় জানানো হয়েছে, যখন আল্লাহর সাহায্য এসে যাবে এবং বিজয় লাভ হবে তখন আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে, এগুলোই হবে তার আলামত। কাজেই এরপর আপনি আল্লাহর হামদ ও ইস্তিগফার করুন। একথা শুনে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি যা বললে আমিও এছাড়া আর কিছুই জানি না। অন্য একটি রেওয়ায়াতে এর ওপর আরো একটু বাড়ানো হয়েছে এভাবে যে, হযরত উমর বয়স্ক বদরী সাহাবীদের বললেন ঃ আপনারা এ ছেলেকে এ মজলিসে শরীক করার কারণ দেখার পর আবার কেমন করে আমাকে তিরস্কার করেন?−বুখারী, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে জারীর, ইবনে মারদুইয়া, বাগাবী, বাইহাকী ও ইবনুল মুনযির।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ওপরে যে হাদীসগুলো আলোচনা করা হয়েছে তাতে একথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে বলে দিয়েছিলেন, যখন আরবে ইসলামের বিজয় পূর্ণ হয়ে যাবে এবং লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকবে তখন এর মানে হবে, আপনাকে যে কাজের জন্য দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল তা পূর্ণ হয়ে গেছে। তারপর তাঁকে হুকুম দেয়া হয়েছে, আপনি আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করতে থাকুন। কারণ তাঁরই অনুগ্রহে আপনি এতবড় কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। আর তাঁর কাছে এ মর্মে দোয়া করুন যে, এ বিরাট কাজ করতে গিয়ে আপনি যে ভুল-ভ্রান্তি বা দোষ-ত্রুটি করেছেন তা সব তিনি যেন মাফ করে দেন। এ ক্ষেত্রে একটুখানি চিন্তা-ভাবনা করলে যে কোনো ব্যক্তিই দুনিয়ার মানুষের একজন সাধারণ নেতা ও একজন নবীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখতে পাবেন। মানুষের একজন সাধারণ নেতা ও একজন নবীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখতে পাবেন। মানুষের একজন সাধারণ নেতা যে বিপ্লব করার জন্য কাজ করে যায় নিজের জীবদ্দশাতেই যদি সেই মহান বিপ্লব সফলকাম হয়ে যায় তাহলে এজন্য সে বিজয় উৎসব পালন করে এবং নিজের নেতৃত্বের গর্ব করে বেড়ায়। কিন্তু এখানে আল্লাহর নবীকে আমরা দেখি, তিনি তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে পুরো একটি জাতির আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা, আচার-আচরণ, নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সমাজনীতি, অর্থব্যবস্থা, রাজনীতি ও সামরিক যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছেন। মূর্খতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্যে আপাদমস্তক ডুবে থাকা জাতিকে উদ্ধার করে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলেছেন যার ফলে তারা সারা দুনিয়া জয় করে

ফেলেছে এবং সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের নেতৃত্ব পদে আসীন হয়েছে। কিন্তু এতবড় মহৎ কাজ সম্পন্ন করার পরও তাঁকে উৎসব পালন করার নয় বরং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করার এবং তাঁর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করার হুকুম দেয়া হয়। আর তিনি পূর্ণ দীনতার সাথে সেই হুকুম পালন করতে থাকেন।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ওফাতের পূর্বে سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ কোনো কোনো রেওয়ায়াতে এর শব্দগুলো হচ্ছে ঃ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ খুব বেশী করে পড়তেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এই যে কথাগুলো পড়ছেন এগুলো কেমন ধরনের কালেমা। জবাব দিলেন, আমার জন্য একটি আলামত নির্ধারণ করা হয়েছে, বলা হয়েছে, যখন আমি সেই আলামত দেখতে পাবো তখনই যেন একথাগুলো পড়ি এবং সেই আলামতটি হচ্ছে, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুইয়া)। প্রায় এ একই ধরনের কোনো কোনো রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ার সময় নিজের রুকূ' ও সিজদায় খুব বেশী করে এ শব্দগুলো পড়তেন ঃ سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ এটি ছিল কুরআনের (অর্থাৎ সূরা আন নসরের) ব্যাখ্যা। তিনি নিজেই ব্যাখ্যাটি করেছিলেন। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে জারীর)।

হযরত উম্মে সালামা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষের দিকে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে তাঁর পবিত্র মুখে সর্বক্ষণ একথাই শুনা যেতো ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এ যিকিরটি বেশী করে করেন কেন? জবাব দিলেন, আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে, তারপর তিনি এ সূরাটি পড়লেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়াত করেন, যখন এ সূরাটি নাযিল হয় তখন থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত যিকিরটি বেশী করে করতে থাকেন ঃ

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ، سُبْحٰنَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ، اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ - ابن جرير، مسند احمد، ابن ابى حاتم

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখেরাতের জন্য শ্রম ও সাধনা করার ব্যাপারে খুব বেশী জোরেশোরে আত্মনিয়োগ করেন। এর আগে তিনি কখনো এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেননি।—নাসায়ী, তাবারানী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া।

❐

আয়াত-৩ ১১০-সূরা আন নাস্‌র-মাদানী রুকু'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

① إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ○

১. যখন[১] আল্লাহর সাহায্য এসে যায় এবং বিজয় লাভ হয়,

② وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ○

২. আর (হে নবী!) তুমি (যদি) দেখ যে লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দীন গ্রহণ করছে।

③ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ○

৩. তখন তুমি তোমার রবের হাম্‌দ সহকারে তাঁর তাসবীহ পড়ো এবং তাঁর কাছে মাগফিরাত চাও।[২] অবশ্যই তিনি বড়ই তাওবা কবুলকারী।

১. প্রামাণিক বর্ণনা অনুসারে এ হচ্ছে কুরআনের সর্বশেষ সূরা। নবী করীম স.-এর ওফাতের প্রায় তিন মাস পূর্বে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। এরপর কোনো কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বটে, কিন্তু কোনো পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি।

২. হাদীস সূত্রে জানা যায়—এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী করীম স. নিজের শেষ দিনগুলোতে খুবই অধিক পরিমাণে আল্লাহর পবিত্রতা ও গুণকীর্তন, তাসবীহ ও হামদ্‌ এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা (এসতেগফার) করতেন।

সূরা আল লাহাব

১১১

নামকরণ

প্রথম আয়াতের লাহাব (لَهَبٍ) শব্দকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্কী হবার ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। কিন্তু মক্কী যুগের কোন্ সময় এটি নাযিল হয়েছিল তা যথাযথভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে আবু লাহাবের যে ভূমিকা এখানে দেখা গেছে তা থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে, এ সূরাটি এমন যুগে নাযিল হয়ে থাকবে যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে সে সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল এবং তার দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতি ইসলামের অগ্রগতির পথে একটি বড় বাধার সৃষ্টি করেছিল। সম্ভবত কুরাইশরা যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশের লোকদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করে তাদের শে'বে আবু তালেবে (আবু তালেব গিরিপথ) অন্তরীণ করেছিল এবং একমাত্র আবু লাহাবই তার বংশের লোকদেরকে পরিত্যাগ করে শত্রুদের সাথে অবস্থান করছিল, তখনই এ সূরাটি নাযিল হওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের এ অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে, আবু লাহাব ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা। আর ভাতিজার মুখে চাচার প্রকাশ্য নিন্দাবাদ ততক্ষণ সংগত হতে পারতো না যতক্ষণ চাচার সীমা অতিক্রমকারী অন্যায়, জুলম ও বাড়াবাড়ি উন্মুক্তভাবে সবার সামনে না এসে গিয়ে থাকে। এর আগে যদি শুরুতেই এ সূরাটি নাযিল করা হতো তাহলে লোকেরা নৈতিক দিক দিয়ে একে ত্রুটিপূর্ণ মনে করতো। কারণ ভাতিজার পক্ষে এভাবে চাচার নিন্দা করা শোভা পায় না।

পটভূমি

কুরআনে মাত্র এ একটি জায়গাতেই ইসলামের শত্রুদের কারো নাম নিয়ে তার নিন্দা করা হয়েছে। অথচ মক্কায় এবং হিজরাতের পরে মদীনায়ও এমন অনেক লোক ছিল যারা ইসলাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুতার ক্ষেত্রে আবু লাহাবের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ব্যক্তিটির এমনকি বিশেষত্ব ছিল যে কারণে তার নাম নিয়ে নিন্দা করা হয়েছে? একথা বুঝার সমকালীন আরবের সামাজিক অবস্থা অনুধাবন এবং সেখানে আবু লাহাবের ভূমিকা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

প্রাচীন যুগে যেহেতু সারা আরব দেশের সব জায়গায় অশান্তি, বিশৃংখলা, লুটতরাজ ও রাজনৈকি অরাজকতা বিরাজ করছিল এবং শত শত বছর থেকে এমন অবস্থা চলছিল যার ফলে কোনো ব্যক্তির জন্য তার নিজের বংশ ও রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-পরিজনের সহায়তা ছাড়া নিজের ধন-প্রাণ ও ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। এজন্য আরবীয় সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার ছিল অত্যন্ত গুরুত্বের অধিকারী। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে মহাপাপ মনে করা হতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে এলেন তখন আরবের এ প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রভাবে কুরাইশ গোত্রের অন্যান্য পরিবার ও তাদের সরদাররা তাঁর কঠোর বিরোধিতা করলেও বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব (হাশেমের ভাই মুত্তালিবের সন্তানরা) কেবল তাঁর বিরোধিতা থেকে বিরত থাকেনি বরং প্রকাশ্যে তাঁকে সমর্থন দিয়ে এসেছে। অথচ তাদের অধিকাংশই তাঁর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনেনি। কুরাইশদের অন্যান্য পরিবারের লোকেরাও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনদের এ সমর্থন-সহযোগিতাকে আরবের নৈতিক ঐতিহ্যের যথার্থ অনুসারী মনে করতো। তাই তারা কখনো বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবকে এই বলে ধিক্কার দেয়নি যে, তোমরা একটি ভিন্ন ধর্মের আহ্বায়কের প্রতি সমর্থন দিয়ে নিজেদের পৈতৃক ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছো। তারা একথা জানতো এবং স্বীকারও করতো যে, নিজেদের পরিবারের একজন সদস্যকে তারা কোনোক্রমেই শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারে না। কুরাইশ তথা সমগ্র আরবের অধিবাসীরাই নিজেদের আত্মীয়ের সাথে সহযোগিতা করাকে একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে করতো।

জাহেলী যুগেও আরবের লোকেরা এ নৈতিক আদর্শকে অত্যন্ত মর্যাদার চোখে দেখতো। অথচ শুধু মাত্র একজন লোক ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতায় অন্ধ হয়ে এ আদর্শ ও মূলনীতি লংঘন করে। সে ছিল আবু লাহাব ইবনে আবদুল মুত্তালিব। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতা এবং এ আবু লাহাব ছিল একই পিতার সন্তান। আরবে চাচাকে বাপের মতোই মনে করা হতো। বিশেষ করে যখন ভাতিজার বাপের ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিল তখন আরবীয় সমাজের রীতি

অনুযায়ী চাচার কাছে আশা করা হয়েছিল, সে ভাতিজাকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসবে। কিন্তু এ ব্যক্তি ইসলাম বৈরিতা ও কুফরী প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে গিয়ে এ সমস্ত আরবীয় ঐতিহ্যকে পদদলিত করেছিল।

মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সূত্রে ইবনে আব্বাস থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বসাধারণের কাছে দাওয়াত পেশ করার হুকুম দেয়া হলো এবং কুরআন মজীদে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হলো ঃ "সবার আগে আপনার নিকট-আত্মীয়দেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখান।" এ নির্দেশ পাওয়ার পর সকাল বেলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ে উঠে বুলন্দ আওয়াজে চিৎকার করে বললেন يا صباحاه (হায়, সকাল বেলার বিপদ!) আরবে এ ধরনের আওয়াজ এমন এক ব্যক্তি দিয়ে থাকে যে ভোর বেলার আলো আঁধারীর মধ্যে কোনো শত্রুদলকে নিজেদের গোত্রের ওপর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসতে দেখে থাকে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ আওয়াজ শুনে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কে আওয়াজ দিচ্ছে ? বলা হলো মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আওয়াজ দিচ্ছেন। একথা শুনে কুরাইশদের সমস্ত পরিবারের লোকেরা দৌড়ে গেলো তাঁর দিকে। যে নিজে আসতে পারলো সে নিজে এসে গেলো এবং যে নিজে আসতে পারলো না সে তার একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিল। সবাই পৌঁছে গেলে তিনি কুরাইশদের প্রত্যেকটি পরিবারের নাম নিয়ে ডেকে ডেকে বললেন ঃ হে বনী হাশেম! হে বনী আবদুল মুত্তালিব! হে বনী ফেহর! হে বনী উমুক! হে বনী উমুক! যদি আমি তোমাদের একথা বলি, এ পাহাড়ের পেছনে একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত হয়ে রয়েছে তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য, তাহলে আমার কথা কি তোমরা সত্য বলে মেনে নেবে ? লোকেরা জবাব দিল, হ্যাঁ, আমরা কখনো আপনার মুখে মিথ্যা কথা শুনিনি। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ তাহলে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, আগামীতে কঠিন আযাব আসছে। একথায় অন্য কেউ বলার আগে তাঁর নিজের চাচা আবু লাহাব বললো ঃ تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا "তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি কি এজন্য আমাদের ডেকেছিলে ?" অন্য একটি হাদীসে একথাও বলা হয়েছে, সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ছুঁড়ে মারার জন্য একটি পাথর উঠিয়েছিল।–মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে জারীর ইত্যাদি।

ইবনে যায়েদ বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ আবু লাহাব একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, যদি আমি তোমার দীন গ্রহণ করি তাহলে এর বদলে আমি কি পাবো ? তিনি জবাব দিলেন, অন্যান্য ঈমানদাররা যা পাবে আপনিও তাই পাবেন। আবু লাহাব বললো ঃ আমার জন্য কিছু বাড়তি মর্যাদা নেই ? জবাব দিলেন ঃ আপনি আর কি চান ? একথায় সে বললো ঃ تَبًّا لِهٰذَا الدِّيْنِ تَبًّا اَنْ اَكُوْنَ وَهٰؤُلَاءِ سَوَاءً "সর্বনাশ হোক এ দীনের যেখানে আমি ও অন্যান্য লোকেরা একই পর্যায়ভুক্ত হবে।"–ইবনে জারীর

মক্কায় আবু লাহাব ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটতম প্রতিবেশী। উভয়ের ঘরের মাঝখানে ছিল একটি প্রাচীর। এছাড়াও হাকাম ইবনে আস (মারওয়ানের পিতা), উকবা ইবনে আবু মুঈত, আদী ইবনে হামরা ও ইবনুল আসদায়েল হুযালীও তাঁর প্রতিবেশী ছিল। এরা বাড়িতেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিশ্চিন্তে থাকতে দিতো না। তিনি যখন নামায পড়তেন, এরা তখন ওপর থেকে ছাগলের নাড়িভুড়ি তাঁর গায়ে নিক্ষেপ করতো। কখনো তাঁর বাড়ির আঙিনায় রান্নাবান্না হতো এরা হাঁড়ির মধ্যে ময়লা ছুঁড়ে দিতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে এসে তাদেরকে বলতেন, "হে বনী আবদে মান্নাফ! এ কেমন প্রতিবেশীসুলভ আচরণ ?" আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল (আবু সুফিয়ানের বোন) প্রতি রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের দরজার সামনে কাঁটা গাছের ডাল পালা ছড়িয়ে রেখে দিতো। এটা ছিল তার প্রতিদিনের স্থায়ী আচরণ। যাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তাঁর শিশু সন্তানরা বাইরে বের হলে তাদের পায়ে কাঁটা বিঁধে যায়।–বায়হাকী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর, ইবনে আসাকির ও ইবনে হিশাম।

নবুওয়াত লাভের পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুই মেয়েকে আবু লাহাবের দুই ছেলে উতবা ও উতাইবার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। নবুওয়াতের পরে যখন তিনি ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে শুরু করেন তখন আবু লাহাব তার দুই ছেলেকে বলে, তোমরা মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেয়েদের তালাক না দিলে আমার পক্ষে তোমাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত হারাম হয়ে যাবে। কাজেই দু'জনেই তাদের স্ত্রীদের তালাক দেয়। উতাইবা জাহেলীয়াতের মধ্যে খুব বেশী অগ্রসর হয়ে যায়। সে একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এসে বলে ঃ আমি وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى এবং اَلَّذِىْ دَنَا فَتَدَلّٰى অস্বীকার করছি। একথা বলে তাঁর দিকে থুথু নিক্ষেপ করে। থুথু তাঁর গায়ে লাগেনি। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! তোমার কুকুরদের মধ্য থেকে একটি কুকুর এর ওপর চাপিয়ে দাও। এরপর উতাইবা তার বাপের সাথে সিরিয়া সফরে রওয়ানা হয়। সফরকালে রাতে তাদের কাফেলা এক জায়গায় অবস্থান করে। স্থানীয় লোকেরা জানায়, সেখানে রাতে হিংস্র জানোয়ারদের

আনাগোনা হয়। আবু লাহাব তার কুরাইশী সাথীদের বলে, আমার ছেলের হেফাজতের ভালো ব্যবস্থা করো। কারণ আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বদ দোয়ার ভয় করছি। একথায় কাফেলার লোকেরা উতাইবার চারদিকে নিজেদের উটগুলোকে বসিয়ে দেয় এবং তারা নিজেরা ঘুমিয়ে পড়ে। গভীর রাতে একটি বাঘ আসে। উটদের বেষ্টনী ভেদ করে সে উতাইবাকে ধরে এবং সেখানেই তাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে খেয়ে ফেলে (আল ইসিতিআব লি ইবনে আবদিল বার, আল ইসাবা লি ইবনে হাজার, দালায়েলুন নুবুওয়া বি আবী নাঈম আল ইসফাহানী ও রওদুল উনুফ লিস সুহাইলী)। বর্ণনাগুলোর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনাকারী তালাকের ব্যাপারটি নবুওয়াতের ঘোষণার পরের ঘটনা বলেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনাকারীর মতে "তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব" এর নাযিলের পরই তালাকের ঘটনাটি ঘটে। আবার আবু লাহাবের এ তালাক দানকারী ছেলেটি উতবা ছিল না উতাইবা—এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর উতবা ইসলাম গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক হাতে বাইআত গ্রহণ করেন, একথা প্রমাণিত সত্য। তাই আবু লাহাবের এ তালাকদানকারী ছেলেটি যে উতাইবা ছিল, এতে সন্দেহ নেই।

সে যে কেমন জঘন্য মানসিকতার অধিকারী ছিল তার পরিচয় একটি ঘটনা থেকেই পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছেলে হযরত আবুল কাসেমের ইন্তিকালের পর তাঁর দ্বিতীয় ছেলে হযরত আবদুল্লাহরও ইন্তিকাল হয়। এ অবস্থায় আবু লাহাব তার ভাতিজার শোকে শরীক না হয়ে বরং আনন্দে আত্মহারা হয়ে দৌড়ে কুরাইশ সরদারদের কাছে পৌঁছে যায়। সে তাদেরকে জানায় ঃ শোনো, আজ মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাম নিশানা মুছে গেছে। তার এ ধরনের আচরণের কথা আমরা ইতিপূর্বে সূরা কাউসারের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করে এসেছি।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে যেখানে ইসলামের দাওয়াত দিতে যেতেন আবু লাহাবও তাঁর পেছনে পেছনে সেখানে গিয়ে পৌঁছতো এবং লোকদের তাঁর কথা শুনার কাজে বাধা দিতো। রাবীআহ ইবনে আব্বাদ আদ্‌দীলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি একদিন আমার আব্বার সাথে যুল-মাজাযের বাজারে যাই। তখন আমার বয়স ছিল কম। সেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখি। তিনি বলছিলেন ঃ "হে লোকেরা! বলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। একথা বললেই তোমরা সফলকাম হয়ে যাবে।" এ সময় তাঁর পেছনে পেছনে এক ব্যক্তি বলে চলছিল, "এ ব্যক্তি মিথ্যুক, নিজের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।" আমি জিজ্ঞেস করি, এ লোকটি কে ? লোকেরা বললো, ওঁর চাচা আবু লাহাব। (মুসনাদে আহমাদ ও বায়হাকী) এ একই বর্ণনাকারী হযরত রাবীআহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম। তিনি প্রত্যেকটি গোত্রের শিবিরে যাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ "হে বনী অমুক! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূল। তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি, একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করো না। তোমরা আমাকে সত্য নবী বলে মেনে নাও এবং আমার সাথে সহযোগিতা করো। এভাবে আল্লাহ আমাকে যে কাজ করার জন্য পাঠিয়েছেন তা আমি পূর্ণ করতে পারবো।" তাঁর পিছে পিছে আর একটি লোক আসছিল এবং সে বলছিল ঃ "হে বনী অমুক! এ ব্যক্তি নিজে যে নতুন ধর্ম ও ভ্রষ্টতা নিয়ে এসেছে লাত ও উয্‌যার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তোমাদের সেদিকে নিয়ে যেতে চায়। এর কথা একদম মেনো না। আমি আমার পিতার নিকট জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে ? তিনি বললেন ঃ এ লোকটি ওঁরই চাচা আবু লাহাব। (মুসনাদে আহমাদ ও তাবারানী) তারেক ইবনে আবদুল্লাহ আল মাহারেবী রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়াতও প্রায় এ একই ধরনের। তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ যুল মাজাযের বাজারে দেখলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের বলে যাচ্ছেন, "হে লোকেরা! তোমরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলো, তাহলে সফলকাম হয়ে যাবে।" ওদিকে তাঁর পিছে পিছে একজন লোক তাঁকে পাথর মেরে চলছে। এভাবে তাঁর পায়ের গোড়ালি রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে। এ সাথে সাথে ঐ ব্যক্তি বলে চলেছে, "এ মিথ্যুক, এর কথা শুনো না।" আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে ? লোকেরা বললো ঃ ওঁরই চাচা আবু লাহাব।–তিরমিযী

নবুওয়াতের সপ্তম বছরে কুরাইশদের সমস্ত পরিবার মিলে যখন বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট করলো এবং এ পরিবার দু'টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমর্থনে অবিচল থেকে আবু তালেব গিরিপথে অন্তরীণ হয়ে গেল তখন একমাত্র আবু লাহাবই নিজের পরিবার ও বংশের সহগামী না হয়ে কুরাইশ কাফেরদের সহযোগী হলো। এ বয়কট তিন বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবকে অনেক সময় অনাহারে থাকতে হয়েছে। কিন্তু আবু লাহাবের ভূমিকা ছিল মারমুখী। বাইর থেকে মক্কায় কোনো বাণিজ্য কাফেলা এলে আবু তালেব গিরিপথে অন্তরীণের মধ্য থেকে কেউ তাদের কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্য কিনতে যেতো। আবু লাহাব তখন চিৎকার করে বণিকদেরকে বলতো ঃ ওদের কাছে এতোবেশী দাম চাও যাতে ওরা কিনতে না পারে। এজন্য তোমাদের যত টাকা ক্ষতি হয় তা আমি দেবো। কাজেই তারা বিরাট দাম হাঁকতো।

ক্রেতা মহাসংকটে পড়তো। শেষে নিজের অনাহারের কষ্ট বুকে পুষে রেখে খালি হাতে পাহাড়ে ফিরে যেতে হতো ক্ষুধা কাতর সন্তানদের কাছে। তারপর আবু লাহাব সেই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সেই পণ্যগুলোই বাজার দরে কিনে নিতো।–ইবনে সা'দ ও ইবনে হিশাম

এ সূরায় যে ব্যক্তিটির নাম নিয়ে নিন্দা করা হয়েছে এগুলো ছিল তারই কর্মকাণ্ড। বিশেষ করে এর প্রয়োজন এজন্য দেখা দিয়েছিল যে, মক্কার বাইরের আরবের যেসব লোকেরা হজ্জের জন্য আসতো অথবা বিভিন্ন স্থানে যেসব বাজার বসতো সেখানে যারা জমায়েত হতো, তাদের সামনে যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের চাচা তাঁর পিছনে ঘুরে ঘুরে তাঁর বিরোধিতা করতো তখন বাইরের লোকদের ওপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়তো। কারণ আরবের প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে কোনো চাচা বিনা কারণে অন্যদের সামনে তার নিজের ভাতিজাকে গালিগালাজ করবে, তার গায়ে পাথর মারবে এবং তার প্রতি দোষারোপ করবে এটা কল্পনাতীত ছিল। তাই তারা আবু লাহাবের কথায় প্রভাবিত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে পড়ে যেতো। কিন্তু এ সূরাটি নাযিল হবার পর যখন আবু লাহাব রাগে অন্ধ হয়ে আবোলতাবোল বকতে লাগলো তখন লোকেরা বুঝতে পারলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতার ব্যাপারে তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সে নিজের ভাতিজার শত্রুতায় অন্ধ হয়ে গেছে।

তাছাড়া নাম নিয়ে নিজের চাচার নিন্দা করার পর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনের ব্যাপারে কারো মুখ চেয়ে কোনো প্রকার সমঝোতা বা নরম নীতি অবলম্বন করবেন, এ আশা চিরতরে নির্মূল হয়ে গেলো। যখন প্রকাশ্যে ঘোষণার মাধ্যমে রসূলের চাচার নিন্দা করা হলো তখন লোকেরা বুঝতে পারলো, এখানে কোনো কিছু রেখে ঢেকে করার অবকাশ নেই। এখানে ঈমান আনলে পরও আপন হয়ে যায় এবং ইসলামের বিরোধিতা ও কুফরী করলে আপনও হয়ে যায় পর। এ ব্যাপারে অমুকের ছেলে, অমুকের ভাই বা অমুকের বাপের কোনো গুরুত্ব নেই।

❒

আয়াত-৫ ১১১-সূরা আল লাহাব-মাক্কী রুকূ'-১

ایاتها ٥ ١١١. سُوْرَةُ اللَّهَبِ . مَكِّيَّةٌ ركوعها ١

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ভেঙে গেছে আবু লাহাবের[১] হাত এবং ব্যর্থ হয়েছে সে।[২]

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١

২. তার ধন-সম্পদ এবং যাকিছু সে উপার্জন করেছে তা তার কোনো কাজে লাগেনি।

مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢

৩. অবশ্যই সে লেলিহান আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣

৪. এবং (তার সাথে) তার স্ত্রীও,[৩] লাগানো ভাঙানো চোগলখুরী করে বেড়ানো যার কাজ,

وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤

৫. তার গলায় থাকবে খেজুর ডালের আঁশের পাকানো শক্ত রশি।

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

১. এ ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য ছিল এবং আবু লাহাব নামে পরিচিত ও খ্যাত ছিল।

২. অর্থাৎ ইসলামের পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে সে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও অকৃতকার্য ও ব্যর্থ হয়েছিল। এ বাক্যাংশে যদিও পরবর্তীকালে ঘটবে এমন এক ঘটনার ভবিষ্যত বাণী করা হয়েছে, কিন্তু তার বর্ণনা এমনভাবে করা হয়েছে, যেন সে ঘটনাটি ঘটেই গেছে।

৩. এ স্ত্রীলোকের নাম ছিল উম্মে জমীল। এ আবু সুফিয়ানের ভগ্নী ছিল এবং ইসলামের প্রতি শত্রুতায় এ নিজের স্বামীর থেকে কম ছিল না।

সূরা আল ইখলাস

১১২

নামকরণ

ইখলাস শুধু এ সূরাটির নামই নয়, এখানে আলোচ্য বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কারণ, এখানে খালেস তথা নির্ভেজাল তাওহীদের আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন মজীদের অন্যান্য সূরার ক্ষেত্রে সাধারণত সেখানে ব্যবহৃত কোনো শব্দের মাধ্যমে তার নামকরণ করতে দেখা গেছে। কিন্তু এ সূরাটিতে ইখলাস শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। কাজেই এর এ নামকরণ করা হয়েছে এর অর্থের ভিত্তিতে। যে ব্যক্তি এ সূরাটির বক্তব্য অনুধাবন করে এর শিক্ষার প্রতি ঈমান আনবে, সে শিরক থেকে মুক্তি লাভ করে খালেস তাওহীদের আলোকে নিজেকে উদ্ভাসিত করবে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্কী ও মাদানী হবার ব্যাপারে মতভেদ আছে। এ সূরাটি নাযিল হবার কারণ হিসেবে যেসব হাদীস উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতেই এ মতভেদ দেখা দিয়েছে। নীচে পর্যায়ক্রমে সেগুলো উল্লেখ করছি ঃ

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আপনার রবের বংশ পরিচয়* আমাদের জানান। একথায় এ সূরাটি নাযিল হয়।–তাবারানী

২. আবুল আলীয়াহ হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আপনার রবের বংশ পরিচয় আমাদের জানান। এর জবাবে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর, তিরমিযী, বুখারী ফিত তারীখ, ইবনুল মুনযির, হাকেম ও বায়হাকী) এ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস আবুল আলীয়ার মাধ্যমে ইমাম তিরমিযী উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে হযরত উবাই ইবনে কা'বের বরাত নেই। ইমাম তিরমিযী একে অপেক্ষাকৃত বেশী নির্ভুল বলেছেন।

৩. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এক গ্রামীণ আরব (কোনো কোনো হাদীস অনুযায়ী লোকেরা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আপনার রবের বংশধারা আমাদের জানান। এর জবাবে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন (আবু ইয়ালা, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, তাবারানী ফিল আওসাত, বায়হাকী ও আবু নুআইম ফিল হিলইয়া)।

৪. ইকরামা হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রেওয়ায়াত করেন, ইহুদীদের একটি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়। তাদের মধ্যে ছিল কা'ব ইবনে আশরাফ ও হুই ইবনে আখতাব প্রমুখ লোকেরা। তারা বলে, "হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার যে রব আপনাকে পাঠিয়েছেন তিনি কেমন সে সম্পর্কে আমাদের জানান।" এর জবাবে মহান আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন।–ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আদী, বায়হাকী ফিল আসমায়ে ওয়াস সিফাত।

এছাড়াও ইমাম ইবনে তাইমিয়া কয়েকটি হাদীস তার সূরা ইখলাসের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হচ্ছে ঃ

৫. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, খায়বারের কয়েকজন ইহুদী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে, "হে আবুল কাসেম! আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নূরের পরদা থেকে, আদমকে পঁচাগলা মাটির পিণ্ড থেকে, ইবলিসকে আগুনের শিখা থেকে, আসমানকে ধোঁয়া থেকে এবং পৃথিবীকে পানির ফেনা থেকে তৈরি করেছেন। এখন আপনার রব সম্বন্ধে আমাদের জানান (অর্থাৎ তিনি কোন্ বস্তু থেকে সৃষ্ট?)" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথার কোনো জবাব দেননি। তারপর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আসেন। তিনি বলেন, হে মুহাম্মদ! ওদেরকে বলে দাও, "হুওয়াল্লাহু আহাদ" (তিনি আল্লাহ এক ও একক) ......

---

* আরববাসীদের নিয়ম ছিল, কোনো অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় লাভ করতে হলে তারা বলতো, انْسِبهُ لَنَا (এর বংশধারা আমাদের জানাও) কারণ তাদের কাছে পরিচিতির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হতো বংশধারার। সে কোন্ বংশের লোক ? কোন্ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ? একথা জানার প্রয়োজন হতো। কাজেই তারা যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাঁর রব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হলো তিনি কে এবং কেমন, তখন তারা তাঁকে একই প্রশ্ন করলো। তারা প্রশ্ন করলো, انْسِبْ لَنَا رَبَّكَ অর্থাৎ আপনার রবের নসবনামা (বংশধারা) আমাদের জানান।

৬. আমের ইবনুত তোফায়েল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে ঃ "হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদের কোন্ জিনিসের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন ? তিনি জবাব দেন, "আল্লাহর দিকে।" আমের বলে ঃ "ভালো, তাহলে তার অবস্থা আমাকে জানান। তিনি সোনার তৈরি, না রূপার অথবা লোহার ?" একথার জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়।

৭. যাহ্হাক, কাতাদাহ ও মুকাতেল বলেন, ইহুদীদের কিছু আলেম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে। তারা বলে, "হে মুহাম্মদ! আপনার রবের অবস্থা আমাদের জানান। হয়তো আমরা আপনার ওপর ঈমান আনতে পারবো। আল্লাহ তাঁর গুণাবলী তাওরাতে নাযিল করেছেন। আপনি বলুন, তিনি কোন্ বস্তু দিয়ে তৈরি ? কোন্ গোত্রভুক্ত ? সোনা, তামা, পিতল, লোহা, রূপা, কিসের তৈরি ? তিনি পানাহার করেন কিনা ? তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে কার কাছ থেকে পৃথিবীর মালিকানা লাভ করেছেন ? এবং তারপর কে এর উত্তরাধিকারী হবে ? এর জবাবে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন।

৮. ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নাজরানের খৃস্টানদের সাতজন পাদরী সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে। তারা তাঁকে বলে ঃ "আমাদের বলুন, আপনার রব কেমন ? তিনি কিসের তৈরি ?" তিনি বলেন, "আমার রব কোনো জিনিসের তৈরি নন। তিনি সব বস্তু থেকে আলাদা।" এ ব্যাপারে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন।

এ সমস্ত হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মাবুদের ইবাদাত ও বন্দেগী করার প্রতি লোকদের আহ্বান জানাচ্ছিলেন তার মৌলিক সত্তা ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোক প্রশ্ন করেছিল। এ ধরনের প্রশ্ন যখনই এসেছে তখনই তিনি জবাবে আল্লাহর হুকুমে লোকদেরকে এ সূরাটিই পড়ে শুনিয়েছেন। সর্বপ্রথম মক্কায় কুরাইশ বংশীয় মুশরিকরা তাঁকে এ প্রশ্ন করে। তাদের এ প্রশ্নের জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়। এরপর মদীনা তাইয়্যেবায় কখনো ইহুদী, কখনো খৃস্টান আবার কখনো আরবের অন্যান্য লোকেরাও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ধরনের প্রশ্ন করতে থাকে। প্রত্যেকবারেই আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা হয় জবাবে এ সূরাটি তাদের শুনিয়ে দেবার। ওপরে উল্লেখিত হাদীসগুলোর প্রত্যেকটিতে একথা বলা হয় যে, এর জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়। এর থেকে এ হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী একথা মনে করার কোনো সংগত কারণই নেই। আসল হচ্ছে কোনো বিষয় সম্পর্কে যদি পূর্ব থেকে অবতীর্ণ কোনো আয়াত বা সূরা থাকতো তাহলে পরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে যখনই সেই একই বিষয় আবার উত্থাপিত হতো তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত আসতো, এর জবাব উমুক আয়াত বা সূরায় রয়েছে অথবা এর জবাবে লোকদেরকে উমুক আয়াত বা সূরা পড়ে শুনিয়ে দাও। হাদীসসমূহের রাবীগণ এ জিনিসটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, যখন উমুক সমস্যা দেখা দেয় বা উমুক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তখন এ আয়াত বা সূরাটি নাযিল হয়। একে বারংবার অবতীর্ণ হওয়া অর্থাৎ একটি আয়াত বা সূরার বারবার নাযিল হওয়াও বলা হয়।

কাজেই সঠিক কথা হচ্ছে, এ সূরাটি আসলে মাক্কী। বরং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে একে মক্কায় একেবারে প্রথম যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত করা যায়। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে কুরআনের কোনো বিস্তারিত আয়াত তখনো পর্যন্ত নাযিল হয়নি। তখনো লোকেরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর দিকে দাওয়াতের বার্তা শুনে জানতে চাইতো ঃ তাঁর এ রব কেমন, যাঁর ইবাদাত-বন্দেগী করার দিকে তাদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে। এর একেবারে প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত হবার আর একটি প্রমাণ হচ্ছে, মক্কায় হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার প্রভু উমাইয়া ইবনে খালাফ যখন মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার ওপর চিৎ করে শুইয়ে তার বুকের ওপর একটা বড় পাথর চাপিয়ে দিতো তখন তিনি "আহাদ" বলে চিৎকার করতেন। এ আহাদ শব্দটি এ সূরা ইখলাস থেকেই গৃহীত হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ সম্পর্কিত যেসব হাদীস ওপরে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর ওপর এক নজর বুলালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তখন দুনিয়ার মানুষের ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা কি ছিল তা জানা যায়। মূর্তি পূজারী মুশরিকরা কাঠ, পাথর, সোনা, রূপা ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিসের তৈরি আল্লাহর কাল্পনিক মূর্তিসমূহের পূজা করতো। সেই মূর্তিগুলোর আকার, আকৃতি ও দেহাবয়ব ছিল। এ দেবদেবীদের রীতিমত বংশধারাও ছিল। কোনো দেবী এমন ছিল না যার স্বামী ছিল না আবার কোনো দেবতা এমন ছিল না যার স্ত্রী ছিল না। তাদের খাবার দাবারেরও প্রয়োজন দেখা দিতো। তাদের পূজারীরা তাদের জন্য এসবের ব্যবস্থা করতো। মুশরিকদের একটি বিরাট দল আল্লাহর মানুষের রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করায় বিশ্বাস করতো এবং তারা মনে করতো কিছু মানুষ আল্লাহর অবতার হয়ে থাকে। খৃস্টানরা এক আল্লাহর বিশ্বাসী হবার দাবীদার হলেও তাদের আল্লাহর কমপক্ষে একটি পুত্র তো ছিলই এবং পিতা পুত্রের সাথে আল্লাহর সাম্রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে রুহুল কুদুসও (জিবরাঈল) অংশীদার ছিলেন। এমন কি খোদার মা-ও ছিল এবং শ্বাশুড়ীও। ইহুদীরাও এক

আল্লাহকে মেনে চলার দাবীদার ছিল কিন্তু তাদের আল্লাহও বস্তুসত্তা ও মরদেহ এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলীর উর্ধে ছিল না। তাদের এ আল্লাহ টহল দিতো, মানুষের আকার ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করতো। নিজের কোনো বান্দার সাথে কুশ্‌তিও লড়তো। তার একটি পুত্রও (উযাইর) ছিল। এ ধর্মীয় দলগুলো ছাড়া আরো ছিল মাজূসী—অগ্নি উপাসক ও সাবী—তারকা পূজারীর দল। এ অবস্থায় যখন লোকদেরকে এক ও লা-শরীক আল্লাহর আনুগত্য করার দাওয়াত দেয়া হয়, তখন তাদের মনে এ প্রশ্ন জাগা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল যে, সেই রবটি কেমন, সমস্ত রব ও মাবুদদেরকে বাদ দিয়ে যাকে একমাত্র রব ও মাবুদ হিসেবে মেনে নেবার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে? এটা কুরআনের অলৌকিক প্রকাশ ভংগীরই কৃতিত্ব। এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব মাত্র কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে কুরআন মূলত আল্লাহর অস্তিত্বের এমন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা পেশ করে দিয়েছে, যা সব ধরনের মুশরিকী চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার মূলোৎপাটন করে এবং আল্লাহর সত্তার সাথে সৃষ্টির গুণাবলীর মধ্য থেকে এমন একটি গুণকেও সংযুক্ত করার কোনো অবকাশই রাখেনি।

শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব

এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে এ সূরাটি ছিল বিপুল মহত্বের অধিকারী। বিভিন্নভাবে তিনি মুসলমানদেরকে এ গুরুত্ব অনুভব করাতেন। তারা যাতে এ সূরাটি বেশী করে পড়ে এবং জনগণের মধ্যে একে বেশী করে ছড়িয়ে দেয় এজন্য ছিল তাঁর এ প্রচেষ্টা। কারণ এখানে ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক আকীদাকে (তাওহীদ) এমন ছোট ছোট চারটি বাক্যের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে, যা শুনার সাথে সাথেই মানুষের মনে গেঁথে যায় এবং তারা সহজেই মুখে মুখে সেগুলো আওড়াতে পারে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে লোকদের বলেছেন, এ সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান—এ মর্মে হাদীসের কিতাবগুলোতে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বুখারী, তিরমিযী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী ইত্যাদি কিতাবগুলোতে বহু হাদীস আবু সাঈদ খুদরী, আবু হুরাইরা, আবু আইয়ুব আনসারী, আবুদদারদা, মুআয ইবনে জাবাল, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, উবাই ইবনে কা'ব, কুলসুম বিনতে উকবাহ ইবনে আবী মু'আইত, ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ, কাতাদাহ ইবনুন নূ'মান, আনাস ইবনে মালেক ও আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে। মুফাসসিরগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তির বহু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তবে আমাদের মতে সহজ, সরল ও পরিষ্কার কথা হচ্ছে, কুরআন মজীদ যে দীন ও জীবন ব্যবস্থা পেশ করে তার ভিত্তি রাখা হয়েছে তিনটি বুনিয়াদী আকীদার ওপর। এক, তাওহীদ দুই, রিসালাত তিন, আখেরাত। এ সূরাটি যেহেতু নির্ভেজাল তাওহীদ তত্ত্ব বর্ণনা করেছে তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান গণ্য করেছেন।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার একটি রেওয়ায়াত বুখারী ও মুসলিম এবং হাদীসের অন্যান্য কিতাবগুলোতে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক অভিযানে এক সাহাবীকে সরদারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। তিনি সমগ্র সফরকালে প্রত্যেক নামাযে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পড়ে কিরআত শেষ করতেন। এটা যেন তার স্থায়ী রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফিরে আসার পর তার সাথীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাকে জিজ্ঞেস করো, সে কেন এমনটি করেছিল? তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন ঃ এতে রহমানের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এর পাঠ আমার অত্যন্ত প্রিয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে লোকদের বলেন ঃ أَخْبِرُوْهُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ "তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন।"

প্রায় এ একই ধরনের ঘটনা বুখারী শরীফে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী কুবার মসজিদে নামায পড়তেন। তাঁর নিয়ম ছিল, তিনি প্রত্যেক রাকাআতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়তেন। তারপর অন্য কোনো সূরা পড়তেন। লোকেরা এ ব্যাপারে আপত্তি উঠায়। তারা বলেন, তুমি এ কেমন কাজ করছো, প্রথমে قُلْ هُوَ اللّٰهُ পড়ো তারপর তাকে যথেষ্ট মনে না করে আবার তার সাথে আর একটি সূরা পড়ো? এটা ঠিক নয়। শুধুমাত্র "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পড়ো অথবা একে বাদ দিয়ে অন্য একটি সূরা পড়ো। তিনি জবাব দেন, আমি এটা ছাড়তে পারবো না। তোমরা চাইলে আমি তোমাদের নামায পড়াবো অথবা ইমামতি ছেড়ে দেবো। কিন্তু লোকেরা তাঁর জায়গায় আর কাউকে ইমাম বানানোও পসন্দ করতো না। অবশেষে ব্যাপারটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আসে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার সাথীরা যা চায় তা করতে তোমার বাধা কোথায়? কোন্ জিনিসটি তোমাকে প্রত্যেক রাকআতে এ সূরাটি পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছে? তিনি বলেন ঃ এ সূরাটিকে আমি খুব ভালোবাসি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেন ঃ حُبُّكَ اِيَّاهَا اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ "এ সূরার প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।"

আয়াত-৪ ১১২-সূরা আল ইখলাস-মাক্কী রুকূ'-১

اٰياتها ٤ ١١٢- سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ - مَكِّيَّةٌ ركوعها ١

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ①

১. বলো,[১] তিনি আল্লাহ,[২] একক।[৩]

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ②

২. আল্লাহ কারোর ওপর নির্ভরশীল নন এবং সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল।

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ③

৩. তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনি কারোর সন্তান নন।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ④

৪. এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

১. কাফের ও মুশরিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করতো—আপনার রব (প্রতিপালক প্রভু) সমস্ত উপাস্যকে বর্জন করে একমাত্র যাঁর ইবাদত করাতে, যাঁকে উপাস্য বলে মান্য করাতে চান, তিনি কি ও কিরূপ? তাঁর বংশ পরিচয় কি? কোন্ বস্তু দ্বারা তিনি গঠিত? কার থেকে তিনি এ সৃষ্টিজগতের উত্তরাধিকার লাভ করেছেন? কে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী হবেন? এসব প্রশ্নের জবাবে এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

২. অর্থাৎ যে সত্তাকে তোমরা নিজেরা আল্লাহ বলে জানো এবং যাঁকে নিজেদের ও সারা সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক বলে মান্য কর তিনিই আমার রব। আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে আরবের মুশরিকদের যে ধারণা বিশ্বাস ছিল পবিত্র কুরআনে স্থানে স্থানে তার বর্ণনা দান করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ ইউনুস—আয়াত ২২. ৩১, বনী ইসরাঈল আয়াত ৬৭, মুমিনুন আয়াত ৮৪ থেকে ৮৯, আনকাবূত আয়াত ৬১ থেকে ৬৩, যুখরুফ আয়াত ৮৭।

৩. واحد 'ওয়াহেদ'-এর স্থলে احد 'আহাদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও উভয় শব্দের অর্থঃ 'এক' কিন্তু আরবী ভাষায় 'ওয়াহেদ' শব্দটি এরূপ সমস্ত জিনিসের প্রতি প্রযুক্ত হয়, যার মধ্যে বহুত্ব বর্তমান থাকে। যথা–একটি মানুষ, একটি জাতি, একটা দেশ, এক পৃথিবী–এসব বস্তুর প্রতি 'ওয়াহেদ' শব্দ প্রযুক্ত হয়, অথচ এ সবের মধ্যে অসংখ্য বহুত্ব বর্তমান আছে। কিন্তু 'আহাদ' শব্দটি মাত্র সেই জিনিসের প্রতি প্রযুক্ত হয় যা বিশুদ্ধ 'এক', সবদিক দিয়ে যা 'এক', যার মধ্যে কোনো প্রকারের বহুত্ব বর্তমান নেই। এ কারণে আরবী ভাষায় এ শব্দটি বিশেষভাবে মাত্র আল্লাহর জন্যই ব্যবহৃত হয়।

মু'আওবিযাতাইন

(আল ফালাক ও আন নাস)

১১৩, ১১৪

নামকরণ

কুরআন মজীদের এ শেষ সূরা দু'টি আলাদা আলাদা সূরা ঠিকই এবং মূল লিপিতে এ সূরা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন নামেই লিখিত হয়েছে, কিন্তু এদের পারস্পরিক সম্পর্ক এতো গভীর এবং উভয়ের বিষয়বস্তু পরস্পরের সাথে এতোবেশী নিকট সম্পর্ক রাখে যার ফলে এদের একটি যুক্ত নাম "মু'আওবিযাতাইন" (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার দু'টি সূরা) রাখা হয়েছে। ইমাম বায়হাকী তাঁর "দালায়েলে নবুওয়াত" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ এ সূরা দু'টি নাযিলও হয়েছে একই সাথে। তাই উভয়ের যুক্তনাম রাখা হয়েছে "মু'আওবিযাতাইন"। আমরা এখানে উভয়ের জন্য একটি সাধারণ ভূমিকা লিখছি। কারণ, এদের উভয়ের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলী ও বক্তব্য সম্পূর্ণ একই পর্যায়ভুক্ত। তবে ভূমিকায় একত্র করার পর সামনের দিকে প্রত্যেকের আলাদা ব্যাখ্যা করা হবে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, আতা ও জাবের ইবনে যায়েদ বলেন, এ সূরা দু'টি মাক্কী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও এ ধরনের একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর অন্য একটি বর্ণনায় একে মাদানী বলা হয়েছে। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু ও কাতাদাহও একই উক্তি করেছেন। যে সমস্ত হাদীস এ দ্বিতীয় বক্তব্যটিকে শক্তিশালী করে তার মধ্যে মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলে উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে ঃ একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ ايَاتٍ اُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ، لَمْ يُرَمِثْلُهُنَّ، اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ-

"তোমরা কি কোনো খবর রাখো, আজ রাতে আমার ওপর কেমন ধরনের আয়াত নাযিল হয়েছে? নজীরবিহীন আয়াত! কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরব্বিন নাস।"

হযরত উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু হিজরাতের পরে মদীনা তাইয়েবায় ইসলাম গ্রহণ করেন বলেই এ হাদীসের ভিত্তিতে এ সূরা দু'টিকে মাদানী বলার যৌক্তিকতা দেখা দেয়। আবু দাউদ ও নাসাঈ তাদের বর্ণনায় একথাই বিবৃত করেছেন। অন্য যে রেওয়ায়াতগুলো এ বক্তব্যকে শক্তিশালী করেছে সেগুলো ইবনে সা'দ, মুহিউস সুন্নাহ বাগাবী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম বায়হাকী, হাফেয ইবনে হাজার, হাফেয বদরুদ্দীন আইনী, আবদ ইবনে হুমায়েদ এবং আরো অনেকে উদ্ধৃত করেছেন। সেগুলোতে বলা হয়েছে ঃ ইহুদীরা যখন মদীনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদু করেছিল এবং তার প্রভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তখন এ সূরা নাযিল হয়েছিল। ইবনে সাদ ওয়াকেদীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, এটি সপ্তম হিজরীর ঘটনা। এরই ভিত্তিতে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাও এ সূরা দু'টিকে মাদানী বলেছেন।

কিন্তু ইতিপূর্বে সূরা ইখলাসের ভূমিকায় আমরা বলেছি, কোনো সূরা বা আয়াত সম্পর্কে যখন বলা হয়, উমুক সময় সেটি নাযিল হয়েছিল। তখন এর অর্থ নিশ্চিতভাবে এই হয় না যে, সেটি প্রথমবার ঐ সময় নাযিল হয়েছিল। বরং অনেক সময় এমনও হয়েছে, একটি সূরা বা আয়াত প্রথমে নাযিল হয়েছিল, তারপর কোনো বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পুনর্বার তারই প্রতি বরং কখনো কখনো বারবার তার প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছিল। আমাদের মতে সূরা নাস ও সূরা ফালাকের ব্যাপারটিও এ রকমের। এদের বিষয়বস্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, প্রথমে মক্কার এমন এক সময় সূরা দু'টি নাযিল হয়েছিল যখন সেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা জোরেশোরে শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন মদীনা তাইয়েবায় মুনাফিক, ইহুদী ও মুশরিকদের বিপুল বিরোধিতা শুরু হলো, তখন তাঁকে আবার ঐ সূরা দুটি পড়ার নির্দেশ দেয়া হলো। ওপরে উল্লেখিত হযরত উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়াতে একথাই বলা হয়েছে। তারপর যখন তাঁকে যাদু করা হলো এবং তাঁর মানসিক অসুস্থতা বেশ বেড়ে গেলো তখন আল্লাহর হুকুমে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে আবার তাঁকে এ সূরা দু'টি পড়ার হুকুম দিলেন। তাই আমাদের মতে যেসব মুফাস্সির এ সূরা দুটিকে মক্কী গণ্য করেন তাদের বর্ণনাই বেশী নির্ভরযোগ্য। সূরা ফালাকের শুধুমাত্র একটি আয়াত وَمِنْ شَـــرِّ

النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ। যাদুর সাথে সম্পর্ক রাখে, এ ছাড়া আল ফালাকের বাকি সমস্ত আয়াত এবং সূরা নাসের সবকটি আয়াত এ ব্যাপারে সরাসরি কোনো সম্পর্ক রাখে না। যাদুর ঘটনার সাথে এ সূরা দুটিকে সম্পর্কিত করার পথে এটিও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মক্কা মু'আয্‌যমায় এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে এ সূরা দু'টি নাযিল হয়েছিল। তখন ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্বেই মনে হচ্ছিল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন ভীমরুলের চাকে হাত দিয়ে ফেলেছেন। তাঁর দাওয়াত যতই বিস্তার লাভ করতে থেকেছে কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের বিরোধিতাও ততোই বেড়ে যেতে থেকেছে। যতদিন তাদের আশা ছিল, কোনো রকম দেয়া-নেয়া করে অথবা ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে তাঁকে ইসলামী দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারা যাবে, ততদিন তো বিদ্বেষ ও শত্রুতার তীব্রতার কিছুটা কমতি ছিল। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে কোনো প্রকার আপোস রফা করার প্রশ্নে তাদেরকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে দিলেন এবং সূরা আল কাফিরূনে তাদেরকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দিলেন—যাদের বন্দেগী তোমরা করছো আমি তার বন্দেগী করবো না এবং আমি যার বন্দেগী করছি তোমরা তার বন্দেগী করো না, কাজেই আমার পথ আলাদা এবং তোমাদের পথও আলাদা—তখন কাফেরদের শত্রুতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। বিশেষ করে যেসব পরিবারের ব্যক্তিবর্গ (পুরুষ-নারী, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে) ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের মনে তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে সবসময় তুষের আগুন জ্বলছিল। ঘরে ঘরে তাঁকে অভিশাপ দেয়া হচ্ছিল। কোনো কোনো দিন রাতের আঁধারে লুকিয়ে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। যাতে বনী হাশেমদের কেউ হত্যাকারীর সন্ধান পেয়ে আবার প্রতিশোধ নিতে না পারে এজন্য এ ধরনের পরামর্শ চলছিল। তাঁকে যাদুটোনা করা হচ্ছিল। এভাবে তাঁকে মেরে ফেলার বা কঠিন রোগে আক্রান্ত করার অথবা পাগল করে দেয়ার অভিপ্রায় ছিল। জিন ও মানুষদের মধ্যকার শয়তানরা সবদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা চাচ্ছিল জন-মানষের মতে তাঁর এবং তিনি যে দীন তথা জীবন বিধান ও কুরআন এনেছেন তার বিরুদ্ধে কোনো না কোনো সংশয় সৃষ্টি করতে। এর ফলে লোকেরা তাঁর প্রতি বিরূপ ধারণা করে দূরে সরে যাবে বলে তারা মনে করছিল। অনেক লোকের মনে হিংসার আগুন জ্বলছিল। কারণ তারা নিজেদের ছাড়া বা নিজেদের গোত্রের লোকদের ছাড়া আর কারো প্রদীপের আলো জ্বলতে দেখতে পারতো না। উদাহরণ স্বরূপ, আবু জেহেল যে কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেটি ছিল তার নিজের ভাষায়ঃ "আমাদের ও বনী আবদে মান্নাফের (তথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার) মধ্যে ছিল পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। তারা মানুষকে আহার করিয়েছে, আমরাও আহার করিয়েছি। তারা লোকদেরকে সওয়ারী দিয়েছে, আমরাও দিয়েছি। তারা দান করেছে, আমরাও দান করেছি। এমনকি তারা ও আমরা মান-মর্যাদার দৌড়ে সমানে সমান হয়ে গেছি। এখন তারা বলছে কি, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছে, তার কাছে আকাশ থেকে অহী আসে। আচ্ছা, এখন এ ক্ষেত্রে আমরা তাদের সাথে কেমন করে মুকাবিলা করতে পারি? আল্লাহর কসম, আমরা কখনো তাকে মেনে নেবো না এবং তার সত্যতার স্বীকৃতি দেবো না।"—ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, ৩৩৭-৩৩৮ পৃষ্ঠা।

এহেন অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছেঃ এদেরকে বলে দাও আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রবের, সমুদয় সৃষ্টির দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট থেকে, রাতের আঁধার থেকে, যাদুকর ও যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকদের দুষ্কৃতি থেকে। আর এদেরকে বলে দাও, আমি আশ্রয় চাচ্ছি সমস্ত মানুষের রব, সমস্ত মানুষের বাদশা ও সমস্ত মানুষের মাবুদের কাছে। এমন প্রত্যেকটি সন্দেহ ও প্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে যা বার বার ঘুরে ফিরে আসে এবং মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে ও তাদেরকে প্ররোচিত করে। তারা জিন শয়তানদের মধ্য থেকে হতে পারে, আবার মানুষ শয়তানদের মধ্য থেকেও হতে পারে। এটা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঠিক সেই সময়ের কথার মতো যখন ফেরাউন ভরা দরবারে তাঁকে হত্যা করার সংকল্প প্রকাশ করেছিল। হযরত মূসা তখন বলেছিলেনঃ

اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ-

"আমি নিজের ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি এমন ধরনের প্রত্যেক দাম্ভিকের মুকাবিলায় যে হিসেবের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না।"—সূরা আল মু'মিনঃ ২৭

وَاِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ-

"আর তোমরা আমার ওপর আক্রমণ করবে এজন্য আমি নিজের ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি।"

—সূরা আদ দুখানঃ ২০

উভয় স্থানেই আল্লাহর এ মহান মর্যাদাসম্পন্ন পয়গম্বরদের নিতান্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বিপুল উপায়-উপকরণ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির অধিকারীদের সাথে মুকাবিলা করতে হয়েছিল। উভয় স্থানেই শক্তিশালী দুশমনদের সামনে তাঁরা নিজেদের সত্যের দাওয়াত নিয়ে অবিচল ও দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। অথচ দুশমনদের মুকাবিলা করার মতো কোনো বস্তুগত শক্তি তাদের ছিল না। উভয় স্থানেই তাঁরা "তোমাদের মুকাবিলায় আমরা বিশ্বজাহানের রবের আশ্রয় নিয়েছি" এই বলে দুশমনদের হুমকি-ধমকি, মারাত্মক বিপজ্জনক কূট-কৌশল ও শত্রুতামূলক চক্রান্ত উপেক্ষা করে গেছেন। মূলত যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, আল্লাহর শক্তি সব শক্তির সেরা, তাঁর মুকাবিলায় দুনিয়ার সব শক্তি তুচ্ছ এবং যে ব্যক্তি তাঁর আশ্রয় নিয়েছে তার সামান্যতম ক্ষতি করার ক্ষমতাও কারো নেই, একমাত্র সেই ব্যক্তিই এ ধরনের অবিচলতা, দৃঢ় সংকল্প ও উন্নত মনোবলের পরিচয় দিতে পারে এবং সে-ই একথা বলতে পারে ঃ সত্যের বাণী ঘোষণার পথ থেকে আমি কখনই বিচ্যুত হবো না। তোমাদের যা ইচ্ছা করে যাও। আমি তার কোনো পরোয়া করি না। কারণ আমি তোমাদের ও আমার নিজের এবং সারা বিশ্ব-জাহানের রবের আশ্রয় নিয়েছি।

এ সূরা দু'টি কুরআনের অংশ কিনা

এ সূরা দু'টির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য অনুধাবন করার জন্য ওপরের আলোচনাটুকুই যথেষ্ট। তবুও হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থগুলোয় এদের সম্পর্কে এমন তিনটি বিষয়ের আলোচনা এসেছে যা মনে সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে, তাই আমরা সে ব্যাপারটিও পরিষ্কার করে দিতে চাই। এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় সেটি হচ্ছে, এ সূরা দু'টির কুরআনের অংশ হবার ব্যাপারটি কি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত অথবা এর মধ্যে কোনো প্রকার সংশয়ের অবকাশ আছে? এ প্রশ্ন দেখা দেবার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতো উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী থেকে বিভিন্ন রেওয়ায়াতে একথা উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি এ সূরা দু'টিকে কুরআনের সূরা বলে মানতেন না এবং নিজের পাণ্ডুলিপিতে তিনি এ দু'টি সূরা সংযোজিত করেননি। ইমাম আহমাদ, বায্যার, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, আবু ইয়ালা, আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল, হুমাইদী, আবু নূ'আইম, ইবনে হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সূত্রে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সহীহ সনদের মাধ্যমে একথা হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ হাদীসগুলোতে কেবল একথাই বলা হয়নি যে, তিনি এ সূরা দুটিকে কুরআনের পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ দিতেন বরং এই সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, তিনি বলতেন ঃ "কুরআনের সাথে এমন জিনিস মিশিয়ে ফেলো না যা কুরআনের অংশ নয়। এ সূরা দু'টি কুরআনের অন্তরভুক্ত নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এর মাধ্যমে একটি হুকুম দেয়া হয়েছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল, এ শব্দগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।" কোনো কোনো রেওয়ায়াতে আরো বাড়তি বলা হয়েছে যে, তিনি নামাযে এ সূরা দু'টি পড়তেন না।

এ রেওয়ায়াতগুলোর কারণে ইসলাম বিরোধীরা কুরআনের বিরুদ্ধে সন্দেহ সৃষ্টির এবং (নাউযুবিল্লাহ) কুরআন যে বিকৃতিমুক্ত নয় একথা বলার সুযোগ পেয়ে গেছে। বরং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো বড় সাহাবী যখন এ মত পোষণ করছেন যে, কুরআনের এ দুটি সূরা বাইর থেকে তাতে সংযোজিত হয়েছে তখন না জানি তার মধ্যে আরো কত কি পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়েছে। এ ধরনের সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টির সুযোগ তারা সহজেই পেয়ে গেছে। কুরআনকে এ ধরনের দোষারোপ মুক্ত করার জন্য কাযী আবু বকর বাকেল্লানী ও কাযী ইয়ায আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বক্তব্যের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারা বলেছেন, ইবনে মাসউদ সূরা ফালাক ও সূরা নাসের কুরআনের অংশ হবার ব্যাপারটি অস্বীকার করতেন না বরং তিনি শুধু এ সূরা দুটিকে কুরআনের পাতায় লিখে রাখতে অস্বীকার করতেন। কারণ তাঁর মতে কুরআনের পাতায় শুধুমাত্র তাই লিখে রাখা উচিত যা লিখার অনুমতি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের এ জবাব ও ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সূরা দু'টির কুরআনের সূরা হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন, একথা নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত। ইমাম নববী, ইমাম ইবনে হাযম, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী প্রমুখ অন্য কতিপয় মনীষী ইবনে মাসউদ যে এ ধরনের কোনো কথা বলেছেন, একথাটিকেই সরাসরি মিথ্যা ও বাতিল গণ্য করেছেন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সত্যকে সনদ ছাড়াই রদ করে দেয়া কোনো সুস্থ জ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয়।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সংক্রান্ত এ রেওয়ায়াত থেকে কুরআনের প্রতি যে দোষারোপ হচ্ছে তার জবাব কি? এ প্রশ্নের কয়েকটি জবাব আমরা এখানে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করছি।

এক ঃ হাফেয বাযযার তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সংক্রান্ত এ রেওয়ায়াতগুলো বর্ণনা করার পর লিখেছেন ঃ নিজের এ রায়ের ব্যাপারে তিনি একান্তই নিঃসংগ ও একাকী। সাহাবীদের একজনও তাঁর এ বক্তব্য সমর্থন করেননি।

দুই ঃ সকল সাহাবী একমত হওয়ার ভিত্তিতে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন মজীদের যে অনুলিপি

তৈরি করেছিলেন এবং ইসলামী খেলাফতের পক্ষ থেকে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকারী পর্যায়ে পাঠিয়েছিলেন তাতে এ দু'টি সূরা লিপিবদ্ধ ছিল।

তিন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় কুরআনের যে কপির ওপর সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমত তাতেই সূরা দু'টি লিখিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর একক রায় তাঁর বিপুল ও উচ্চমর্যাদা সত্ত্বেও সমগ্র উম্মাতের এ মহান ইজমার মুকাবিলায় কোনো মূল্যই রাখে না।

চার ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হাদীস অনুযায়ী একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি নামাযে এ সূরা দু'টি নিজে পড়তেন, অন্যদের পড়ার আদেশ দিতেন এবং কুরআনের সূরা হিসেবেই লোকদেরকে এ দু'টির শিক্ষা দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দেখুন।

ইতিপূর্বে মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর বরাত দিয়ে আমরা হযরত উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছি। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা ফালাক ও সূরা নাস সম্পর্কে তাঁকে বলেন ঃ আজ রাতে এ আয়াতগুলো আমার ওপর নাযিল হয়েছে। উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নাসায়ীর এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'টি সূরা ফজরের নামাযে পড়েন। ইবনে হিব্বানও এই হযরত উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ "যদি সম্ভব হয় তোমার নামাযসমূহ থেকে এ সূরা দু'টির পড়া যেন বাদ না যায়।" সাঈদ ইবনে মনসুর হযরত মু'আয ইবনে জাবালের রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযে এ সূরা দু'টি পড়েন। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে সহীহ সনদ সহকারে আরো একজন সাহাবীর হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ যখন তুমি নামায পড়বে, তাতে এ দু'টি সূরা পড়তে থাকবে। মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসায়ীতে উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ "লোকেরা যে সূরাগুলো পড়ে তার মধ্যে সর্বোত্তম দু'টি সূরা কি তোমাকে শেখাবো না ? তিনি আরজ করেন, অবশ্যই শিখাবেন, হে আল্লাহর রসূল! একথায় তিনি তাকে এ আল ফালাক ও আন নাস সূরা দু'টি পড়ান। তারপর নামাযে দাঁড়িয়ে যায় এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সূরা দু'টি তাতে পড়েন। নামায শেষ করে তিনি তার কাছ দিয়ে যাবার সময় বলেন ঃ "হে উকাব (উকবা)! কেমন দেখলে তুমি ? এরপর তাকে হিদায়ত দিলেন, যখন তুমি ঘুমাতে যাও এবং যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠো তখন এ সূরা দু'টি পড়ো। মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ীতে উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে প্রত্যেক নামাযের পর "মুআওবিযাত" (অর্থাৎ সূরা ইখলাস, সূরা আল ফালাক ও সূরা আন নাস) পড়তে বলেন। নাসায়ী ইবনে মারদুইয়ার এবং হাকেম উকবা ইবনে আমেরের আর একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওয়ারীর পিঠে চড়ে যাচ্ছিলেন এবং আমি তাঁর পবিত্র পায়ে হাত রেখে সাথে সাথে যাচ্ছিলাম। আমি বললাম, আমাকে কি সূরা হূদ সূরা ইউসুফ শিখিয়ে দেবেন ? বললেন ঃ "আল্লাহর কাছে বান্দার জন্য 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক-এর চেয়ে বেশী বেশী উপকারী আর কোনো জিনিস নেই।" নাসাঈ, বায়হাকী, বাগাবী ও ইবনে সা'দ আবদুল্লাহ ইবনে আবেস আল জুহানীর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ "ইবনে আবেস, আমি কি তোমাকে জানাবো না, আশ্রয় প্রার্থীরা যতগুলো জিনিসের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কোন্‌গুলো ? আমি বললাম, অবশ্যই বলবেন হে আল্লাহর রসূল! বললেন ঃ "কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক" ও "কুল আউযু বিরাব্বিন নাস" সূরা দু'টি।" ইবনে মারদুইয়া হযরত ইবনে সালমার রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ যে সূরাগুলো সবচেয়ে বেশী পসন্দ করেন তা হচ্ছে, "কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরাব্বিন নাস।"

এখানে প্রশ্ন দেখা যায়, এ দু'টি কুরআন মজীদের সূরা নয়, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ধরনের ভুল ধারণার শিকার হলেন কেমন করে ? দু'টি বর্ণনা একত্র করে দেখলে আমরা এর জবাব পেতে পারি।

একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, এটিতো আল্লাহর একটি হুকুম ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম দেয়া হয়েছিল, আপনি এভাবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান। অন্য বর্ণনাটি বিভিন্ন সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম বুখারী সহীহ আল বুখারীতে, ইমাম মুহাম্মদ তাঁর মুসনাদে, হাফেজ আবু বকর আল হুমাইদী তাঁর মুসনাদে, আবু নু'আইম তাঁর আল মুসতাখরাজে এবং নাসায়ী তাঁর সুনানে যির ইবনে হুবাইশের বরাত দিয়ে সামান্য শাব্দিক

পরিবর্তন সহকারে কুরআনী জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হযরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে এটি উদ্ধৃত করেছেন। যির ইবনে হুবাইশ বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত উবাই রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললাম, আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তো এমন এমন কথা বলেন। তাঁর এ উক্তি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? তিনি জবাব দিলেন ঃ "আমি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাকে বলা হয়েছে, 'কুল' (বলো), কাজেই আমিও বলেছি 'কুল'। তাই আমরাও তেমনিভাবে বলি যেভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন।" ইমাম আহমাদের বর্ণনা মতে হযরত উবাইয়ের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ "আমি সাক্ষ দিচ্ছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁকে বলেছিলেন, কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক" তাই তিনিও তেমনি বলেন। আর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম 'কুল আউযু বিরব্বিন নাস' বলেছিলেন, তাই তিনিও তেমনি বলেন। কাজেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে বলতেন আমরাও তেমনি বলি।" এ দু'টি বর্ণনা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয় সূরায় 'কুল' (বলো) শব্দ দেখে এ ভুল ধারণা করেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে "আউযু বিরব্বিল ফালাক (আমি সকাল বেলার রবের আশ্রয় চাচ্ছি) ও "আউযু বিরব্বিন নাস" (আমি সমস্ত মানুষের রবের আশ্রয় চাচ্ছি) বলার হুকুম দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনে এ সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছিল। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে প্রশ্ন রেখেছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যেহেতু 'কুল' বলেছিলেন তাই আমিও 'কুল' বলি। একথাটিকে এভাবেও ধরা যায় যদি কাউকে হুকুম দেয়ার উদ্দেশ্য থাকে এবং তাকে বলা হয়, "বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি, তাহলে এ হুকুমটি পালন করতে গিয়ে এভাবে বলবে না যে, "বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি।" বরং সে ক্ষেত্রে 'বলো' শব্দটি বাদ দিয়ে "আমি আশ্রয় চাচ্ছি" বলবে। বিপরীত পক্ষে যদি উর্ধতন শাসকের সংবাদবাহক কাউকে এভাবে খবর দেয়, "বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি" এবং এ পয়গাম তার নিজের কাছে রেখে দেবার জন্য নয় বরং অন্যদের কাছেও পৌছে দেবার জন্য দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে তিনি লোকদের কাছে এ পয়গামের শব্দগুলো হুবহু পৌছে দেবেন। এর মধ্য থেকে কোনো একটি শব্দ বাদ দেবার অধিকার তাঁর থাকবে না। কাজেই এ সূরা দু'টির সূচনা 'কুল' শব্দ দিয়ে করা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এটি অহীর কালাম এবং কালামটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যেভাবে নাযিল হয়েছিল ঠিক সেভাবেই লোকদের কাছে পৌছিয়ে দিতে তিনি বাধ্য ছিলেন। এটি শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া একটি হুকুম ছিল না। কুরআন মজীদে এ দু'টি সূরা ছাড়াও এমন ৩৩০টি আয়াত আছে যেগুলো 'কুল' শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে 'কুল' (বলো) থাকা একথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, এগুলো অহীর কালাম এবং যেসব শব্দ সহকারে এগুলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হয়েছিল হুবহু সেই শব্দগুলো সহকারে লোকদের কাছে পৌছিয়ে দেয়া তাঁর জন্য ফরয করা হয়েছিল। নয়তো প্রত্যেক জায়গায় 'কুল' (বলো) শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু সেই শব্দগুলোই বলতেন যেগুলো বলার হুকুম তাঁকে দেয়া হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি এগুলো কুরআনে সংযোজিত করতেন না। বরং এ হুকুমটি পালন করার জন্য শুধু মাত্র সেই কথাগুলোই বলে দেয়া যথেষ্ট মনে করতেন যেগুলো বলার হুকুম তাঁকে দেয়া হয়েছিল।

এখানে সামান্য একটু চিন্তা-ভাবনা করলে একথা ভালোভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে যে, সাহাবায়ে কেরামকে ভুল-ত্রুটি মুক্ত মনে করা এবং তাদের কোনো কথা সম্পর্কে 'ভুল' শব্দটি শুনার সাথে সাথেই সাহাবীদের অবমাননা করা হয়েছে বলে হৈ চৈ শুরু করে দেয়া কতইনা অর্থহীন। এখানে দেখা যাচ্ছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীর কুরআনের দু'টি সূরা সম্পর্কে কত বড় একটি ভুল হয়ে গেছে। এতবড় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীর যদি এমনি একটি ভুল হয়ে যেতে পারে তাহলে অন্যদেরও কোনো ভুল হয়ে যাওয়া সম্ভব। আমরা ইলমী তথা তাত্ত্বিক গবেষণার জন্য এ ব্যাপারে যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করতে পারি। তবে যে ব্যক্তি ভুলকে ভুল বলার পর আবার সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁদের প্রতি ধিক্কার ও নিন্দাবাদে মুখর হবে সে হবে একজন মস্তবড় জালেম। এ "মু'আওবিযাতাইন" প্রসংগে মুফাস্সির ও মুহাদ্দিসগণ হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর রায়কে ভুল বলেছেন। কিন্তু তাঁদের কেউই কথা বলার দুঃসাহস করেননি যে, (নাউযুবিল্লাহ) কুরআনের দু'টি সূরা অস্বীকার করে তিনি কাফের হয়ে গিয়েছিলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব

এ সূরাটির ব্যাপারে আরেকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদু করা হয়েছিল। তার প্রভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ যাদুর প্রভাব দূর করার জন্য জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে তাঁকে এ সূরা দু'টি পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রাচীন ও আধুনিক বুদ্ধিবাদীদের অনেকে এ ব্যাপারটির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন

করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ হাদীসগুলো মেনে নিলে সমস্ত শরীয়াতটাই সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। কারণ, নবীর ওপর যদি যাদুর প্রভাব পড়তে পারে এবং এ হাদীসগুলোর দৃষ্টিতে তাঁর ওপর যাদুর প্রভাব পড়েছিল, তাহলে আমরা জানি না বিরোধীরা যাদুর প্রভাব ফেলে তাঁর মুখ থেকে কতো কথা বলিয়ে এবং তাঁকে দিয়ে কত কাজ করিয়ে নিয়েছে। আর তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যেইবা কি পরিমাণ জিনিস আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং কতটা যাদুর প্রভাব ছিল তাও আমরা জানি না। বরং তাদের বক্তব্য হচ্ছে, একথা সত্য বলে মেনে নেয়ার পর যাদুরই মাধ্যমে নবীকে নবুওয়াতের দাবী করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল কি না এবং যাদুরই প্রভাবে তিনি বিভ্রান্তির শিকার হয়ে তাঁর কাছে ফেরেশতা এসেছে বলে মনে করেছিলেন কিনা একথাও নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে না। তাদের আরো যুক্তি হচ্ছে, এ হাদীসগুলো কুরআন মজীদের সাথে সংঘর্ষশীল। কারণ, কুরআন মজীদে কাফেরদের এ অভিযোগ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা নবীকে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলেছে ঃ

يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوْرًا ـ

"জালেমরা বলেন, তোমরা নিছক একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির আনুগত্য করে চলছো।"–বনী ইসরাঈল

আর এ হাদীসগুলো কাফেরদের এ অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণ করছে। অর্থাৎ এ হাদীসগুলো থেকে প্রমাণ হচ্ছে, সত্যই নবীর ওপর যাদু করা হয়েছিল।

এ বিষয়টির ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হলে সর্বপ্রথম দেখতে হবে, মূলত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব পড়েছিল বলে কি সহীহ ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে ? আর যদি প্রমাণিত হয়ে থাকে তাহলে তা কি ছিল এবং কতটুকু ছিল ? তারপর যেসব আপত্তি করা হয়েছে, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে সেগুলো উত্থাপিত হতে পারে কি না, তা দেখতে হবে।

প্রথম যুগের মুসলিম আলেমগণ নিজেদের চিন্তা ও ধারণা অনুযায়ী ইতিহাস বিকৃত অথবা সত্য গোপন করার প্রচেষ্টা না চালিয়ে চরম সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। বরং যা কিছু ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়েছে তাকে হুবহু পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এ সত্যগুলো থেকে যদি কেউ বিপরীত ফলাফল গ্রহণে উদ্যোগী হয় তাহলে তাদের সংগৃহীত এ উপাদানগুলোর সাহায্যে সে যে বিপুলভাবে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারবে এ সম্ভাবনার কোনো পরোয়াই তারা করেননি। এখন যদি কোনো একটি কথা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিপুল সংখ্যক ঐতিহাসিক তথ্য বিবরণীর ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, তাহলে তা মেনে নিলে অমুক অমুক ত্রুটি ও অনিষ্টকারিতা দেখা দেবে ও অজুহাত দেখিয়ে ইতিহাসকে মেনে নিতে অস্বীকার করা কোনো ন্যায়নিষ্ঠ পণ্ডিত ও জ্ঞানী লোকের কাজ হতে পারে না। অনুরূপভাবে ইতিহাস থেকে যতটুকু সত্য বলে প্রমাণিত হয় তার ওপর কল্পনার ঘোড়া দৌঁড়িয়ে তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিজের আসল আকৃতি থেকে অনেকগুণ বাড়িয়ে পেশ করাও ঐতিহাসিক সততার পরিচায়ক নয়। এর পরিবর্তে ইতিহাসকে ইতিহাস হিসেবে মেনে নিয়ে তার মাধ্যমে কি প্রমাণ হয় ও কি প্রমাণ হয় না তা দেখাই তার কাজ।

ঐতিহাসিক তথ্য বিবরণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত। তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাকে যদি ভুল প্রমাণ করা যেতে পারে তাহলে দুনিয়ার কোনো একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকেও সঠিক প্রমাণ করা যাবে না। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইমাম আহমাদ, আবদুর রাজ্জাক, হুমাইদী, বায়হাকী, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে সা'দ, ইবনে আবী শাইবা, হাকেম, আবদ ইবনে হুমাইদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এত বিভিন্ন ও বিপুল সংখ্যক সনদের মাধ্যমে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, এর এক একটি বর্ণনা, 'খবরে ওয়াহিদ'-এর পর্যায়ভুক্ত হলেও মূল বিষয়বস্তুটি 'মুতাওয়াতির' বর্ণনার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বিভিন্ন হাদীসে এর যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে সেগুলো একত্র করে এবং এক সাথে গ্রথিত ও সুসংবদ্ধ করে সাজিয়ে গুছিয়ে আমরা এখানে একটি ঘটনা আকারে তুলে ধরেছি।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে এলেন। এ সময় সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে খায়বার থেকে ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় এলো। তারা আনসারদের বনী যুরাইক গোত্রের বিখ্যাত যাদুকর লাবীদ ইবনে আ'সমের সাথে সাক্ষাত করলো।[১] তারা তাকে বললো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে যা কিছু

১. কোনো কোনো বর্ণনাকারী তাকে ইহুদী বলেছেন। আবার কেউ বলেছেন, মুনাফিক ও ইহুদীদের মিত্র। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সে ছিল বনী যুরাইকের অন্তরভুক্ত। আর বনী যুরাইক ইহুদীদের কোনো গোত্র ছিল না, একথা সবাই জানে। বরং এটি ছিল খাযরাজদের অন্তরভুক্ত আনসারদের একটি গোত্র। তাই বলা যেতে পারে, সে মদীনাবাসী ছিল, কিন্তু ইহুদী ধর্মগ্রহণ করেছিল অথবা ইহুদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ সহযোগী হবার কারণে কেউ কেউ তাকে ইহুদী মনে করে নিয়েছিল। তবুও তার জন্য মুনাফিক শব্দ ব্যবহার করার কারণে জানা যায়, বাহ্যত সে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতো।

করেছেন তা তো তুমি জানো। আমরা তাঁর ওপর অনেকবার যাদু করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সফল হতে পারিনি। এখন তোমার কাছে এসেছি। কারণ তুমি আমাদের চেয়ে বড় যাদুকর। তোমার জন্য এ তিনটি আশরাফী (স্বর্ণ মুদ্রা) এনেছি। এগুলো গ্রহণ করো এবং মুহাম্মদের ওপর একটি শক্ত যাদুর আঘাত হানো। এ সময় একটি ইহুদী ছেলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কাজ করতো। তার সাথে যোগসাজশ করে তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিরুনীর একটি টুকরো সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো। তাতে তাঁর পবিত্র চুল আটকানো ছিল সেই চুলগুলো ও চিরুনীর দাঁতের ওপর যাদু করা হলো। কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে, লাবীদ ইবনে আ'সম নিজেই যাদু করেছিল। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় হয়েছে—তার বোনেরা ছিল তার চেয়ে বড় যাদুকর। তাদের সাহায্যে সে যাদু করেছিল। যাহোক এ দু'টির মধ্যে যে কোনো একটিই সঠিক হবে। এ ক্ষেত্রে এ যাদুকে একটি পুরুষ খেজুরের ছড়ার আবরণের[২] নীচে রেখে লাবীদ তাকে বনী যুরাইকের যারওয়ান বা যী-আযওয়ান নামক কূয়ার তলায় একটি পাথর চাপা দিয়ে রাখলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব পড়তে পূর্ণ এক বছর সময় লাগলো। বছরের শেষ ছয় মাসে মেজাজে কিছু পরিবর্তন অনুভূত হতে থাকলো। শেষ চল্লিশ দিন কঠিন এবং শেষ তিন দিন কঠিনতর হয়ে গেল। তবে এর সবচেয়ে বেশী যে প্রভাব তাঁর ওপর পড়লো এবং তা কেবল এতটুকুই যে, দিনের পর দিন তিনি রোগা ও নিস্তেজ হয়ে যেতে লাগলেন। কোনো কাজের ব্যাপারে মনে করতেন, করে ফেলেছেন অথচ তা করেননি। নিজের স্ত্রীদের সম্পর্কে মনে করতেন, তিনি তাদের কাছে গেছেন অথচ আসলে তাদের কাছে যাননি। আবার কোনো কোনো সময় নিজের দৃষ্টির ব্যাপারেও তাঁর সন্দেহ হতো। মনে করতেন কোনো জিনিস দেখেছেন অথচ আসলে তা দেখেননি। এসব প্রভাব তাঁর নিজের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি তাঁর ওপর দিয়ে কি ঘটে যাচ্ছে তা অন্যেরা জানতেও পারেনি। কিন্তু নবী হিসেবে তাঁর ওপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায় তার মধ্যে সামান্যতম ব্যাঘাতও সৃষ্টি হতে পারেনি। কোনো একটি বর্ণনায়ও একথা বলা হয়নি যে, সে সময় তিনি কুরআনের কোনো আয়াত ভুলে গিয়েছিলেন। অথবা কোনো আয়াত ভুল পড়েছিলেন। কিংবা নিজের মজলিসে, বক্তৃতায় ও ভাষণে তাঁর শিক্ষাবলীতে কোনো পার্থক্য সূচিত হয়েছিল। অথবা এমন কোনো কালাম তিনি অহী হিসেবে পেশ করেছিলেন যা আসলে তাঁর ওপর নাযিল হয়নি। কিংবা তাঁর কোনো নামায তরক হয়ে গেছে এবং সে সম্পর্কে তিনি মনে করেছেন যে, তা পড়ে নিয়েছেন অথচ আসলে তা পড়েননি। নাউযুবিল্লাহ, এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে গেলে চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যেতো। সারা আরব দেশে খবর ছড়িয়ে পড়তো যে, নবীকে কেউ কাৎ করতে পারেনি। একজন যাদুকরের যাদুর কাছে সে কাৎ হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদা এ অবস্থায় পুরোপুরি সমুন্নত থেকেছে। তার ওপর কোনো প্রভাব পড়েনি। কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এ জিনিসটি অনুভব করে পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। শেষে একদিন তিনি হযরত আয়েশার কাছে ছিলেন। এ সময় বার বার আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে থাকলেন। এ অবস্থায় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন অথবা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। জেগে উঠে হযরত আয়েশাকে বললেন, আমি যে কথা আমার রবের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম তা তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত আয়েশ রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেন, কি কথা? জবাব দিলেন, "দু'জন লোক (অর্থাৎ দু'জন ফেরেশতা দু'জন লোকের আকৃতি ধরে) আমার কাছে এলো। একজন ছিল মাথার দিকে, আরেকজন পায়ের দিকে। একজন জিজ্ঞেস করলো, এঁর কি হয়েছে? অন্যজন জবাব দিল, এঁর ওপর যাদু করা হয়েছে। প্রথমজন জিজ্ঞেস করলো, কে করেছে? জবাব দিল, লাবীদ ইবনে আ'সম। জিজ্ঞেস করলো, কোন্ জিনিসের মধ্যে করেছে? জবাব দিল, একটি পুরুষ খেজুরের ছড়ার আবরণে আবৃত চিরুনী ও চুলের মধ্যে। জিজ্ঞেস করলো, তা কোথায় আছে? জবাব দিল, বনী যুরাইকের কূয়া যী-আযওয়ানের (অথবা যী-যারওয়ান) তলায় পাথর চাপা দেয়া আছে। জিজ্ঞেস করলো, তাহলে এখন এজন্য কি করা দরকার? জবাব দিল, কূয়ার পানি সেঁচে ফেলতে হবে। তারপর পাথরের নিচ থেকে সেটি বের করে আনতে হবে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠালেন। তাদের সাথে শামিল হলেন হযরত জুবাইর ইবনে ইয়াস আযযুরাকী ও কায়েস ইবনে মিহসান আয্যুরাকী (অর্থাৎ বনী যুরাইকের দুই ব্যক্তি)। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলেন। পানি তোলা হলো। কূয়ার তলা থেকে কথিত আবরণটি বের করে আনা হলো। তার মধ্যে চিরুনী ও চুলের সাথে মিশিয়ে রাখা একটি সূতায় এগারটি গিরা দেয়া ছিল। আর ছিল মোমের একটি পুতুল। তার গায়ে কয়েকটি সুঁই ফুটানো ছিল। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, আপনি সূরা আল ফালাক ও আন নাস পড়ুন। কাজেই তিনি এক একটি আয়াত পড়তে যাচ্ছিলেন, সেই সাথে এক একটি গিরা খুলে যাচ্ছিল এবং পুতুলের গা থেকে এক একটি সুঁইও তুলে নেয়া হচ্ছিল। সূরা পড়া শেষ হতেই সমস্ত গিরা খুলে গেলো, সমস্ত সুঁই উঠে এলো এবং তিনি যাদুর প্রভাবমুক্ত হয়ে ঠিক এমন অবস্থায় পৌঁছে গেলেন যেমন কোনো ব্যক্তি রশি দিয়ে বাঁধা ছিল তারপর তার বাঁধন খুলে গেলো। তারপর তিনি লাবীদকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সে তার দোষ

---

২. শুরুতে খেজুরের ছড়া একটি আবরণের মধ্যে থাকে। পুরুষ খেজুরের আবরণের রং হয় মানুষের রংয়ের মতো। তার গন্ধ হয় মানুষের শুক্রের গন্ধের মতো।

স্বীকার করলো এবং তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। কারণ, নিজের ব্যক্তি সত্তার জন্য তিনি কোনোদিন কারো ওপর প্রতিশোধ নেননি। শুধু এই নয়, তিনি এ বিষয়টি নিয়ে কোনো কথাবার্তা বলতেও অস্বীকৃতি জানালেন। কারণ তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে রোগমুক্ত করেছেন, কাজেই এখন আমি কারো বিরুদ্ধে লোকদের উত্তেজিত করতে চাই না।

এ হলো এ যাদুর কাহিনী। এর মধ্যে এমন কোনো বিষয় নেই যা তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদার মধ্যে কোনো প্রকার ত্রুটি সৃষ্টি করতে পারে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি তাঁকে আহত করা যেতে পারে, যেমন ওহোদের যুদ্ধে হয়েছিল, যদি তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়ে পড়েন, যেমন বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত, যদি তাঁকে বিচ্ছু কামড় দেয়, যেমন অন্যান্য হাদীসে পাওয়া যায় এবং নবী হবার জন্য মহান আল্লাহর তাঁর সাথে যে সংরক্ষণের ওয়াদা করেছিলেন, যদি এগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটিও তার পরিপন্থী না হয়ে থাকে, তাহলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি যাদুর প্রভাবে অসুস্থ হতেও পারেন। এতে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। নবীর ওপর যাদুর প্রভাব পড়তে পারে, একথা কুরআন মজীদ থেকেও প্রমাণিত। সূরা আরাফেও ফেরাউনের যাদুকরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মুকাবিলায় তারা এলো। তারা সেখানে এ মুকাবিলা দেখতে উপস্থিত হাজার হাজার লোকের দৃষ্টিশক্তির ওপর যাদু করলো (سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ)। সূরা ত্ব-হায় বলা হয়েছে ঃ তারা যেসব লাঠি ও রশি ছুঁড়ে দিয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে শুধু সাধারণ লোকেরাই নয়, হযরত মূসাও মনে করলেন সেগুলো সাপের মতো তাঁর দিকে দৌড়ে আসছে এবং তিনি এতে ভীত হয়ে পড়লেন। এমন কি মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এ মর্মে অহী নাযিল করলেন যে, ভয় পেয়ো না, তুমিই বিজয়ী হবে। তোমার লাঠিটা একটু ছুঁড়ে ফেলো।

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ۝ فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ۝ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ۝ وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ - طه : ٦٦-٦٩

এখানে যদি আপত্তি উত্থাপন করে বলা হয়, এ ধরনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে মক্কার কাফেরদের দোষারোপকেই সত্য প্রমাণ করা হলো। তারা তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলতো। এর জবাবে বলা যায়, তিনি কোনো যাদুকরের যাদুর প্রভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এ অর্থে মক্কার কাফেররা তাঁকে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলতো না। বরং তাঁকে যাদুর প্রভাবে পাগল করে দিয়েছিল এবং নবুওয়াতের দাবী ছিল তাঁর এ পাগলামীরই বহিঃপ্রকাশ। আর এ পাগলামীর বশবর্তী হয়েই তিনি জান্নাত ও জাহান্নামের গল্প শুনিয়ে যেতেন। একথা সুস্পষ্ট, যে বিষয়ে ইতিহাস থেকে প্রমাণিত, যে যাদুর প্রভাব শুধুমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তি সত্তার ওপর পড়েছিল, তাঁর নবী সত্তা ছিল এর আওতার সম্পূর্ণ বাইরে। তেমন ধরনের কোনো বিষয়ের সাথে এ আপত্তি সম্পৃক্ত হতে পারে না।

এ প্রসংগে একথাও উল্লেখযোগ্য, যারা যাদুকে নিছক কাল্পনিক জিনিস মনে করেন, যাদুর প্রভাবে কোনো বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয় বলেই তারা এ ধরনের মত পোষণ করেন। কিন্তু দুনিয়ায় এমন বহু জিনিসই রয়েছে যেগুলো অভিজ্ঞতা এ পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে, কিন্তু সেগুলো কিভাবে হয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এ ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার অক্ষমতার ফলে একথা অপরিহার্য হয়ে ওঠে না যে, আমরা যে জিনিসটি বিশ্লেষণ করতে অক্ষম সেটিকে আমাদের অস্বীকার করতে হবে। আসলে যাদু একটি মনস্তাত্বিক প্রভাব। শারীরিক প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিগুলো যেভাবে শরীরের সীমা অতিক্রম করে মনকে প্রভাবিত করে, ঠিক তেমনি যাদুর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিও মনের সীমা পেরিয়ে শরীরকেও প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ভয় একটি মনস্তাত্বিক জিনিস। কিন্তু শরীরের ওপর এর প্রভাব যখন পড়ে গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে যায় এবং দেহ থর থর করে কাঁপতে থাকে। আসলে যাদু প্রকৃত সত্তায় কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। তবে মানুষের মন ও তার ইন্দ্রিয়গুলো এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনে করতে থাকে, বুঝি প্রকৃত সত্তার পরিবর্তন হয়েছে। হযরত মূসার দিকে যাদুকররা যেসব লাঠি ও রশি ছুঁড়ে ফেলেছিল সেগুলো সত্যি সাপে পরিণত হয়নি। কিন্তু হাজার হাজার লোকের চোখে এমন যাদুর প্রভাব পড়লো যে, তারা সবাই এগুলোকে সাপ মনে করলো। এমন কি হযরত মূসার ইন্দ্রিয়ানুভূতিও এ যাদুর প্রভাব মুক্ত থাকতে পারেনি। অনুরূপভাবে কুরআনের সূরা আল বাকারার ১-২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ বেবিলনে হারুত ও মারুতের কাছে লোকেরা এমন যাদু শিখতো যা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতো। এটাও ছিল একটি মনস্তাত্বিক প্রভাব। আর তাছাড়া অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লোকেরা যদি এ কাজে সফলতা না পেতো তাহলে তারা এর খরিদ্দার হতো না। একথা ঠিক, বন্দুকের গুলী ও বোমারু বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত বোমার মতো যাদুর প্রভাবশালী হওয়াও আল্লাহর হুকুম ছাড়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু হাজার হাজার বছর থেকে যে জিনিসটি মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা দিচ্ছে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা নিছক একটি হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইসলামে ঝাড়-ফুঁকের স্থান

এ সূরা দু'টির ব্যাপারে তৃতীয় যে প্রশ্নটি দেখা দেয়, সেটি হচ্ছে এই যে, ইসলামে কি ঝাড়-ফুঁকের কোনো অবকাশ আছে? তাছাড়া ঝাড়-ফুঁক যথার্থই কোনো প্রভাব ফেলে কি না? এ প্রশ্ন দেখা দেবার কারণ হচ্ছে, বিপুল সংখ্যক সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রাতে ঘুমাবার আগে বিশেষ করে অসুস্থ অবস্থায় সূরা আল্ ফালাক ও আন নাস এবং কোনো কোনো হাদীস অনুযায়ী এ দু'টির সাথে আবার সূরা ইখলাসও তিন তিনবার করে পড়ে নিজের দুই হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেখানে যেখানে তাঁর হাত যেতে পারে–সব জায়গায় হাত বুলাতেন। শেষবারে রোগে আক্রান্ত হবার পর যখন তার নিজের পক্ষে এমনটি করা সম্ভবপর ছিল না তখন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ সূরাগুলো (স্বেচ্ছাকৃতভাবে বা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমে) পড়তেন এবং তাঁর মুবারক হাতের বরকতের কথা চিন্তা করে তাঁরই হাত নিয়ে তাঁর শরীরে বুলাতেন। এ বিষয়বস্তু সম্বলিত রেওয়ায়ত নির্ভুল সূত্রে বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ ও মুআত্তা ইমাম মালিকে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার চেয়ে আর কারো বেশী জানার কথা নয়।

এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম শরীআতের দৃষ্টিপাতটি ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি সুদীর্ঘ রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তার শেষের দিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে যারা না দাগ দেয়ার চিকিৎসা করে, না ঝাড়-ফুঁক করায় আর না শুভাশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে।–(মুসলিম)। হযরত মুগীরা ইবনে শোবা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা মতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দাগ দেয়ার চিকিৎসা করালো এবং ঝাড়-ফুঁক করালো সে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে গেল।–(তিরমিযী)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশটি জিনিস অপসন্দ করতেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ঝাড়-ফুঁক করা, তবে সূরা আল ফালাক ও আন নাস অথবা এ দু'টি ও সূরা ইখলাস ছাড়া (আবু দাউদ, আহমাদ, নাসায়ী, ইবনে হিব্বান ও হাকেম)। কোনো কোনো হাদীস থেকে একথাও জানা যায় যে, প্রথম দিকে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঝাড়-ফুঁক করা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু পরে শর্ত সাপেক্ষে এর অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই শর্তগুলো হচ্ছে ঃ এতে কোনো শিরকের আমেজ থাকতে পারে না। আল্লাহর পবিত্র নাম বা তাঁর পবিত্র কালামের সাহায্যে ঝাড়-ফুঁক করতে হবে। কালাম বোধগম্য হতে হবে এবং তার মধ্যে কোনো গুনাহর জিনিস নেই একথা জানা সম্ভব হতে হবে। আর এই সাথে ভরসা ঝাড়-ফুঁকের ওপর করা যাবে না এবং তাকে রোগ নিরাময়কারী মনে করা যাবে না। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে এ মর্মে যে, আল্লাহ চাইলে এ ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমেই সে রোগ নিরাময় করবেন। এ ব্যাপারে শরীআতের দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্ট হয়ে যাবার পর এখন হাদীসের বক্তব্য দেখুন।

তাবারানী 'সগীর' গ্রন্থে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ একবার নামায পড়ার সময় রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিচ্ছু কামড় দেয়। নামায শেষ করে তিনি বলেন, বিচ্ছুর ওপর আল্লাহর লানত, সে না কোনো নামাযীকে রেহাই দেয়, না আর কাউকে। তারপর পানি ও লবণ আনান। যে জায়গায় বিচ্ছু কামড়েছিল সেখানে নোনতা পানি দিয়ে বলতে থাকেন আর 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরব্বিন নাস' পড়তে থাকেন।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনাও হাদীসে এসেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনের ওপর এ দোয়া পড়তেন ঃ

اُعِيْذُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ ـ

"আমি তোমাদের দু'জনকে প্রত্যেক শয়তান ও কষ্টদায়ক এবং বদনজর থেকে আল্লাহর ত্রুটিমুক্ত কালেমাসমূহের আশ্রয়ে দিয়ে দিচ্ছি।"–বুখারী, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা।

উসমান ইবনে আবিল আস সাকাফী সম্পর্কে সামান্য শব্দের হেরফের সহকারে মুসলিম, মুআত্তা, তাবারানী ও হাকেমে একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে ঃ তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নালিশ করেন, আমি যখন থেকে মুসলমান হয়েছি তখন থেকেই একটা ব্যথা অনুভব করছি। এ ব্যথা আমাকে মেরে ফেলে দিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যেখানে ব্যথা হচ্ছে সেখানে তোমার ডান হাতটা রাখো। তারপর তিনবার বিসমিল্লাহ পড়ো এবং সাতবার এ দোয়াটা পড়ে সেখানে হাত বুলাও اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّمَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ "আমি আল্লাহ ও তাঁর কুদরতের

আশ্রয় চাচ্ছি সেই জিনিসের অনিষ্টকারিতা থেকে যাকে আমি অনুভব করছি এবং যার লেগে যাওয়ার ভয়ে আমি ভীত।" মুআত্তায় এর ওপর আরো এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, উসমান ইবনে আবিল আস বলেন, এরপর আমার সে ব্যথা দূর হয়ে যেতে থাকে এবং আমার ঘরের লোকদেরকেও আমি এটা শিখাই।

মুসনাদে আহমাদ ও তাহাবী গ্রন্থে তালক ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতেই আমাকে বিচ্ছু কামড় দেয়। তিনি কিছু পড়ে আমাকে ফুঁক দেন এবং কামড়ানো জায়গায় হাত বুলান।

মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। জিবরাঈল এসে জিজ্ঞেস করেন, "হে মুহাম্মদ! আপনি কি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ?" জবাব দেন, হাঁ, জিবরাঈল বলেন ঃ

بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللّٰهُ نَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ -

"আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ছি এমন প্রত্যেকটি জিনিস থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেকটি নফস ও হিংসুকের হিংসা দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ আপনাকে নিরাময় দান করুন। আমি তাঁর নামে আপনাকে ঝাড়ছি।"

প্রায় এ একই ধরনের আর একটি বর্ণনা মুসনাদে আহমাদে হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ ছিলেন। আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। দেখলাম তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছে। বিকেলে দেখতে পেলাম, দেখলাম তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। কিভাবে এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠেছেন তা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, জিবরাঈল এসেছিলেন এবং কিছু কালেমা পড়ে আমাকে ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন (তাতেই আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি)। তারপর তিনি প্রায় ওপরের হাদীসে উদ্ধৃত কালেমাগুলোর মতো কিছু কালেমা শুনালেন। মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকেও এমনি ধরনের রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলেন। তখন আমার কাছে শিফা* নামের এক মহিলা বসেছিলেন।

তিনি পিঁপড়া বা মাছি প্রভৃতির দংশনে ঝাড়-ফুঁক করতেন। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হাফসাকেও এ আমল শিখিয়ে দাও। শিফা বিনতে আবদুল্লাহর এ সংক্রান্ত একটি রেওয়ায়াত ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি হাফসাকে যেমন লেখাপড়া শিখিয়েছ তেমনিভাবে এ ঝাড়-ফুঁকের আমলও শিখিয়ে দাও।

মুসলিমে আউফ ইবনে মালেক আশজায়ীর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে তিনি বলেছেন ঃ জাহেলিয়াতের যুগে আমরা ঝাঁড়-ফুঁক করতাম। আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ? তিনি বললেন, তোমরা যে জিনিস দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করো তা আমার সামনে পেশ করো। তার মধ্যে যদি শিরক না থাকে তাহলে তার সাহায্যে ঝাড়ায় কোনো ক্ষতি নেই।

মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজায় হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঝাড়-ফুঁক নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তারপর হযরত আমর ইবনে হাযমের বংশের লোকেরা এলো। তারা বললো, আমাদের কাছে এমন কিছু আমল ছিল যার সাহায্যে আমরা বিচ্ছু (বা সাপ) কামড়ানো রোগীকে ঝাড়তাম, কিন্তু আপনি তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তারপর তারা যা পড়তো তা তাঁকে শুনালো। তিনি বললেন, "এর মধ্যে তো আমি কোনো ক্ষতি দেখছি না। তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের কোনো উপকার করতে পারে তাহলে তাকে অবশ্যই তা করা উচিত।" জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দ্বিতীয় হাদীসটি মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ হাযম পরিবারের লোকেরা সাপে কামড়ানো রোগীর নিরাময়ের একটা প্রক্রিয়া জানতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

* ভদ্র মহিলার আসল নাম ছিল লাইলা। কিন্তু তিনি শিফা বিনতে আবদুল্লাহ নামে পরিচিত ছিলেন। হিজরাতের আগে মুসলমান হন। তাঁর সম্পর্ক ছিল কুরাইশদের বনি আদী বংশের সাথে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বংশের অন্তরভুক্ত ছিলেন। এভাবে তিনি ছিলেন হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার আত্মীয়া।

তাদেরকে তা প্রয়োগ করার অনুমতি দেন। মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজায় হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত রেওয়াতটিও একথা সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের একটি পরিবারকে প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণীর কামড়ে ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছিলেন। মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও মুসলিমেও হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে প্রায় এ একই ধরনের একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষাক্ত প্রাণীদের কামড়, পিঁপড়ার দংশন ও নজর লাগার জন্য ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা ও হাকেম হযরত উমাইর মাওলা আবীল লাহাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেন, জাহেলী যুগে আমি একটি আমল জানতাম। তার সাহায্যে আমি ঝাড়-ফুঁক করতাম। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তা পেশ করলাম। তিনি বললেন, উমুক উমুক জিনিস এ থেকে বের করে দাও, এরপর যা থাকে তার সাহায্যে তুমি ঝাড়তে পারো।

মুআত্তায় বলা হয়েছে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মেয়ে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে গেলেন। দেখলেন তিনি অসুস্থ এবং একটি ইহুদী মেয়ে তাঁকে ঝাড়-ফুঁক করছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব পড়ে ঝাড়ো। এ থেকে জানা গেল, আহলি কিতাবরা যদি তাওরাত বা ইনজীলের আয়াত পড়ে ঝাড়-ফুঁক করে তাহলে তা জায়েয।

এখন ঝাড়-ফুঁক উপকারী কি না এ প্রশ্ন দেখা দেয়। এর জবাবে বলা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিকিৎসা ও ঔষধ ব্যবহার করতে কখনো নিষেধ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, আল্লাহ প্রত্যেক রোগের ঔষধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তোমরা রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ ব্যবহার করো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও লোকদেরকে কোনো কোনো রোগের ঔষধ বলে দিয়েছেন। হাদীস গ্রন্থসমূহে সংকলিত 'কিতাবুত তিব' (চিকিৎসা অধ্যায়) পাঠ করলে একথা জানা যেতে পারে। কিন্তু ঔষধও আল্লাহর হুকুম ও অনুমতিক্রমেই উপকারী হতে পারে। নয়তো ঔষধ ও চিকিৎসা যদি সব অবস্থায় উপকারী হতো তাহলে হাসপাতালে একটি রুগীও মরতো না। এখন চিকিৎসা ও ঔষধের সাথে সাথে যদি আল্লাহর কালাম ও তাঁর আসমায়ে হুসনা (ভালো ভালো নাম) থেকে ফায়দা হাসিল করা যায় অথবা যেসব জায়গায় চিকিৎসার কোনো সুযোগ সুবিধা নেই সেখানে যদি আল্লাহর কালামের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর পবিত্র নাম ও গুণাবলীর সহায়তা লাভ করা হয় তাহলে এ পদক্ষেপ একমাত্র বস্তুবাদীরা ছাড়া আর কারো কাছে বিবেক বিরোধী মনে হবে না।* তবে যেখানে চিকিৎসা ও ঔষধ ব্যবহার করার সুযোগ সুবিধা লাভ করা সম্ভব হয় সেখানে জেনে বুঝেও তা গ্রহণ না করে শুধুমাত্র ঝাড়-ফুঁকের ওপর নির্ভর করা কোনোক্রমেই সঠিক পদক্ষেপ বলে স্বীকৃতি পেতে পারে না। আর এভাবে একদল লোককে মাদুলি তাবীজের দোকান খুলে সুযোগ মতো দু' পয়সা কামাই করার অনুমতিও কোনোক্রমেই দেয়া যেতে পারে না।

এ ব্যাপারে অনেকে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদীস থেকে যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন। হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় উদ্ধৃত হয়েছে। বুখারীতে উদ্ধৃত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি বর্ণনাও এর সমর্থন করে। এতে বলা হয়েছে ঃ রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে একটি অভিযানে পাঠান। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাঁদের সাথে ছিলেন। তাঁরা পথে একটি আরব গোত্রের পল্লীতে অবস্থান করেন। তারা গোত্রের লোকদের কাছে তাঁদের মেহমানদারী করার আবেদন জানান। কিন্তু তারা অস্বীকার করে। এ সময় গোত্রের সরদারকে বিচ্ছু কামড় দেয়। লোকেরা এ মুসাফির দলের কাছে এসে আবেদন জানায়, তোমাদের কোনো ঔষধ বা আমল জানা থাকলে আমাদের সরদারের চিকিৎসা করো। হযরত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা জানি ঠিকই, তবে যেহেতু তোমরা আমাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করেছো, তাই আমাদের কিছু দেবার ওয়াদা না করলে আমরা চিকিৎসা করবো না। তারা একটি ছাগলের পাল (কোনো কোনো বর্ণনা মতে ৩০টি ছাগল) দেবার ওয়াদা করে। ফলে হযরত আবু

---

* বস্তুবাদী দুনিয়ার অনেক ডাক্তারও একথা স্বীকার করেছেন যে, দোয়া ও আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ মানসিক সংযোগ রোগীদের রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর উপাদান। আমার নিজের জীবনেও আমি এ ব্যাপার দু'বার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। ১৯৪৮ সালে কারাগারে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় আমার মূত্রনালিতে একটি পাথর সৃষ্টি হয়। ষোল ঘন্টা পর্যন্ত পেশাব আটকে থাকে। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, হে আল্লাহ! আমি যালেমদের কাছে চিকিৎসার জন্য আবেদন করতে চাই না। তুমিই আমার চিকিৎসা করো। কাজেই পেশাবের রাস্তা থেকে পাথরটি সরে যায় এবং পরবর্তী বিশ বছর পর্যন্ত সরে থাকে। তারপর ১৯৬৮ সালে সেটি আবার কষ্ট দিতে থাকে। তখন অপারেশন করে তাকে বের করে ফেলা হয়। আর একবার ১৯৫৩ সালে আমাকে গ্রেফতার করা হয়। সে সময় আমি কয়েক মাস থেকে দু' পায়ের গোছায় দাদে আ ক্রান্ত হয়ে ভীষণ কষ্ট পেতে থাকি। কোনো রকম চিকিৎসায় আরাম পাচ্ছিলাম না। গ্রেফতারীর পর আল্লাহর কাছে ১৯৪৮ সালের মতো আবার সেই একই দোয়া করি। এরপর কোনো প্রকার চিকিৎসা ও ঔষধ ছাড়াই সমস্ত দাদ একেবারে নির্মূল হয়ে যায়। তারপর আর কখনো এ রোগে আক্রান্ত হইনি।

সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সরদারের কাছে যান। তার ওপর সূরা ফাতেহা পড়ে ফুঁক দিতে থাকেন এবং যে জায়গায় বিচ্ছু কামড়েছে সেখানে নিজের মুখের লালা মলতে থাকেন।* অবশেষে বিষের প্রভাব খতম হয়ে যায়। গোত্রের লোকেরা তাদের ওয়াদা মতো ছাগল দিয়ে দেয়। কিন্তু সাহাবীগণ নিজেদের মধ্যে বলতে থাকেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস না করে এ ছাগলগুলো থেকে কোনো ফায়দা হাসিল করা যাবে না। কারণ, এ কাজে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কিনা তাতো জানা নেই। কাজেই তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসেন এবং সব ঘটনা বয়ান করেন। তিনি হেসে বলেন, তোমরা কেমন করে জানলে এ সূরা ঝাড়-ফুঁকের কাজেও লাগতে পারে? ছাগল নিয়ে নাও এবং তাতে আমার ভাগও রাখো।

কিন্তু তিরমিযী বর্ণিত এ হাদীস থেকে মাদুলি, তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে রীতিমতো চিকিৎসা করার জন্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান কায়েম করার অনুমতি প্রমাণ করার আগে তদানীন্তন আরবের অবস্থাও সামনে রাখতে হবে। তৎকালীন আরবের এ অবস্থার চাপেই হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কাজ করেছিলেন। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একে শুধু জায়েযই ঘোষণা করেননি বরং এতে নিজের অংশ রাখার হুকুমও দিয়েছিলেন, যাতে তার জায়েয ও নাজায়েয হবার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট লোকদের মনে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, আরবের অবস্থা সেকালে যেমনটি ছিল আজকেও তেমনটিই রয়ে গেছে। পঞ্চাশ, একশো, দেড়শো মাইল চলার পরও একটি জনবসতি চোখে পড়ে না। জনবসতিগুলোও ছিল ছিন্ন ধরনের। সেখানে কোনো হোটেল, সরাইখানা বা দোকান ছিল না। মুসাফিররা এক জনবসতি থেকে রওয়ানা হয়ে কয়েকদিন পরিশ্রম করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অন্য বসতিতে পৌঁছে যে খাবার-দাবার কিনে ক্ষুধা নিবারণ করতে পারবে, এ ধরনের কোনো ব্যবস্থাও সেকালে ছিল না। এ অবস্থায় আরবের প্রচলিত রীতি ছিল, মুসাফিররা এক জনবসতি থেকে আর এক জনবসতিতে পৌঁছলে সেখানকার লোকেরাই তাদের মেহমানদারী করতো। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানালে মুসাফিরদের মৃত্যু অবধারিত হয়ে উঠতো। কাজেই এ ধরনের কার্যকলাপ আরবে অত্যন্ত নিন্দনীয় মনে করা হতো। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সাহাবীগণের এহেন কার্যকলাপকে বৈধ গণ্য করেন। গোত্রের লোকেরা যখন মুসাফিরদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানায় তখন তাদের সরদারের চিকিৎসা করতেও তাঁরা অস্বীকার করেন এবং পরে বিনিময়ে কিছু দেয়ার শর্তে তাঁর চিকিৎসা করতে রাজী হন। তারপর তাদের একজন আল্লাহর ওপর ভরসা করে সূরা ফাতেহা পড়েন এবং সরদারকে ঝাড়-ফুঁক করেন। এর ফলে সরদার সুস্থ হয়ে ওঠে। ফলে গোত্রের লোকেরা চুক্তি মোতাবেক পারিশ্রমিক এনে তাঁদের সামনে হাযির করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হালাল গণ্য করেন। বুখারী শরীফে এ ঘটনা সম্পর্কিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর যে রেওয়ায়াত আছে তাতে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্যে বলা হয়েছে ان احق اخذتم عليه اجرا كتب الله তোমরা অন্য কোনো আমল না করে আল্লাহর কিতাব পড়ে পারিশ্রমিক নিয়েছো, এটা তোমাদের জন্য বেশী ন্যায়সংগত হয়েছে। তাঁর একথা বলার কারণ হচ্ছে, অন্যান্য সমস্ত আমলের তুলনায় আল্লাহর কালাম শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া এভাবে আরবের সংশ্লিষ্ট গোত্রটির ওপর ইসলাম প্রচারের হকও আদায় হয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কালাম এনেছেন তার বরকত তারা জানতে পারে। যারা শহরে ও গ্রামে বসে ঝাড়-ফুঁকের কারবার চালায় এবং একে নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে পরিণত করে তাদের জন্য এ ঘটনাটিকে নজীর বলে গণ্য করা যেতে পারে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও প্রথম যুগের ইমামগণের মধ্যে এর কোনো নজীর পাওয়া যায় না।

সূরা ফাতেহার সাথে এ সূরা দু'টির সম্পর্ক

সূরা আল ফালাক ও সূরা আন নাস সম্পর্কে সর্বশেষ বিবেচ্য বিষয়টি হচ্ছে, এ সূরা দু'টির সাথে কুরআনের প্রথম সূরা আল ফাতেহার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কুরআন মজীদ যেভাবে নাযিল হয়েছে, লিপিবদ্ধ করার সময় নুযুলের সেই ধারাবাহিকতার অনুসরণ করা হয়নি। তেইশ বছর সময়-কালে বিভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এর আয়াত ও সূরাগুলো নাযিল হয়েছে। বর্তমানে আমরা কুরআনকে যে আকৃতিতে দেখছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বেচ্ছাকৃতভাবে তাকে এ আকৃতি দান করেননি বরং কুরআন নাযিলকারী আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী এ আকারে তাকে বিন্যস্ত করেছেন। এ বিন্যাস অনুযায়ী কুরআনের সূচনা হয় সূরা ফাতেহা থেকে এবং সমাপ্তি হয় আল ফালাক ও আন নাসে এসে। এখন উভয়ের ওপর একবার দৃষ্টি বুলালে দেখা যাবে, শুরুতে রাব্বুল আলামীন, রহমান ও রহীম ও শেষ বিচার দিনের মালিক আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করে বান্দা

---

* হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু যে এ আমলটি করেছিলেন এ ব্যাপারে অধিকাংশ হাদীসে সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। এমনকি হযরত আবু সাঈদ রা. নিজেএ অভিযানে শরীক ছিলেন কি না একথাও সেখানে সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু তিরমিযী বর্ণিত হাদীসেএ দু'টি কথাই সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

নিবেদন করছে, আমি তোমারই বন্দেগী করি, তোমরাই কাছে সাহায্য চাই এবং তোমার কাছে আমি যে সবচেয়ে বড় সাহায্যটা চাই সেটি হচ্ছে এই যে, আমাকে সহজ-সরল-সত্য পথটি দেখিয়ে দাও। জবাবে সোজা পথ দেখাবার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে পুরো কুরআন মজীদটি নাযিল করা হয়। একে এমন একটি বক্তব্যের ভিত্তিতে শেষ করা হয় যখন বান্দা সকাল বেলার রব, মানবজাতির রব, মানবজাতির বাদশাহ ও মানবজাতির ইলাহ মহান আল্লাহর কাছে এ মর্মে আবেদন জানায় যে, সে প্রত্যেক সৃষ্টির প্রত্যেকটি ফিতনা ও অনিষ্টকারিতা থেকে সংরক্ষিত থাকার জন্য একমাত্র তাঁরই কাছে আশ্রয় নেয়। বিশেষ করে জিন ও মানবজাতির অন্তরভুক্ত শয়তানদের প্ররোচনা থেকে সে একমাত্র তাঁর-ই আশ্রয় চায়। কারণ, সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে সে-ই হয় সবচেয়ে বড় বাধা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সূরা ফাতেহার সূচনার সাথে এই শেষ দুই সূরার যে সম্পর্ক তা কোনো গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির অগোচরে থাকার কথা নয়।

❐❐

আয়াত-৫ ১১৩-সূরা আল ফালাক-মাক্কী রুকূ'-১

ايا تها ٥ ١١٣. سُوْرَةُ الْفَلَقِ - مَكِّيَّةٌ ركوعها ١

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١

১. বলো, আশ্রয় চাচ্ছি আমি প্রভাতের রবের,[১]

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢

২. এমন প্রত্যেকটি জিনিসের অনিষ্টকারিতা থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝٣

৩. এবং রাতের অন্ধকারের অনিষ্টকারিতা থেকে, যখন তা ছেয়ে যায়।[২]

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝٤

৪. আর গিরায় ফুঁৎকারদানকারীদের (বা কারিণীদের) অনিষ্টকারিতা থেকে।[৩]

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝٥

৫. এবং হিংসুকের অনিষ্টকারিতা থেকে, যখন সে হিংসা করে।[৪]

১. অর্থাৎ সেই প্রভুর যিনি রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে উজ্জ্বল প্রভাতের বিকাশ ঘটান।

২. কারণ বেশীর ভাগ অপরাধ, অত্যাচার ও পাপ রাতেই সংঘটিত হয় এবং ক্ষতিকর ও অনিষ্টকারী জন্তু জানোয়ারও অধিকাংশ রাতে বের হয়।

৩. অর্থাৎ পুরুষ যাদুকর ও স্ত্রী যাদুকারিণী।

৪. অর্থাৎ যখন তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে কোনো ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে।

আয়াত-৬ ১১৪-সূরা আন নাস-মাক্কী রুকূ'-১

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

১. বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রব

১ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ

২. মানুষের বাদশাহ,

২ مَلِكِ النَّاسِ ۙ

৩. মানুষের প্রকৃত মাবুদের কাছে

৩ إِلٰهِ النَّاسِ ۙ

৪. এমন প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে যে বারবার ফিরে আসে,[১]

৪ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۵ الْخَنَّاسِ ۙ

৫. যে মানুষের মনে প্ররোচনা দান করে,

৫ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ

৬. সে জ্বিনের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে।[২]

৬ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۧ

১. অর্থাৎ একবার 'অসঅসা' 'কুপ্ররোচনা' নিক্ষেপ করে যখন ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করতে সক্ষম না হয়, তখন সরে যায় এবং পুনরায় এসে অন্তরে কু-প্ররোচনা নিক্ষেপ করতে শুরু করে এবং ক্রমাগতভাবে পুনঃ পুনঃ এ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে।

২. এ 'অসঅসা' দাতা —এ পৌনঃপুনিক কুপ্ররোচনা নিক্ষেপকারী মানুষই হোক বা জ্বিন (শয়তান) হোক—উভয়েরই কু ও অনিষ্ট থেকে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি।

ইসরাঈলী নেতৃবৃন্দ যে ইয়াহুদী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিল

প্রকৃত মসীহ-এর অবতীর্ণ হওয়ার স্থান

دُعَاءُ خَتْمِ الْقُرْاٰنِ

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِیْ فِیْ قَبْرِیْ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِیْ بِالْقُرْاٰنِ
الْعَظِیْمِ وَاجْعَلْهُ لِیْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًی وَّرَحْمَةً
اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِیْ مِنْهُ مَا نَسِیْتُ وَعَلِّمْنِیْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ
وَارْزُقْنِیْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَاءَ الَّیْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ
لِیْ حُجَّةً یَّا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ

কুরআন খতমের (সমাপ্তির) দোয়া

হে আল্লাহ! আমার কবরের নিঃসঙ্গ ভয়াবহতায় আমাকে প্রশান্তি দান করিও; হে আল্লাহ! মহান কুরআনের মাধ্যমে আমার উপর রহমত বর্ষণ করো। কুরআনকে আমার জন্য ইমাম, জ্যোতি, পথপ্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ করো। হে আল্লাহ! এর যাকিছু আমি বিস্মৃত হই তা আমাকে স্বরণ করিয়ে দাও।—যাকিছু না জানি তার জ্ঞান আমাকে দান করো। দিন ও রাতে সর্বক্ষণ এর তেলাওয়াতের তাওফীক আমাকে দান করো। হে নিখিল জাহানের রব! কুরআনকে আমার জন্য দলীল (হুজ্জাত) স্বরূপ করো।